স্বর্গীয়

কালীপ্রসন্ন সিংহমহোদয়ের

অনূদিত

মহাভারতের সম্পূর্ণ অষ্টাদশপর্ব

যথা—"আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক স্বর্গারোহণ পর্ব্ব

অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইল।"

"...ও কথামৃত শুনি ভবসাগরে।
... আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে॥
... রামায়ণে আর পুরাণ ভারতে।
... যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে॥
... বিচারিয়া বুঝি পুনঃ পুনঃ।
... অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ॥"

... পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, কাশীরাম কথ-শুনিয়া বহুদিনে তাঁহার পদ্যময় মহাভারত প্রস্তুত করেন। ...ধি পৌরাণিক কথকেরা লোকরঞ্জনার্থ অন্যান্য পুরাণ ও জৈমিনী ... যে সকল প্রস্তাব কথকথার সময় কহিয়া আসিতেছেন, কাশীরামদাসের পুস্তকে সেই সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে কাশীরামের পদ্যময় মহাভারত, উৎসব সময়ে পুষ্পাহবাসে ও সময়ে সময়ে গৃহস্থের ভবনে কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বৃন্দাবন দাস ও মুরারিদাসের চৈতন্য মঙ্গলাদি গ্রন্থসকলের ন্যায় সংগীত হইত। কথকতার বহুলপ্রচার ও সুলভতা হওয়াতে সেই সংগীত সম্প্রদায় এক্ষণে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার না থাকাতে স্থানে স্থানে গান করা ভিন্ন নূতন বিষয় সাধারণকে অবগত করিবার কোন প্রকার উপায় ছিল না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল গান হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে অদ্যাপিও পালা বাঁধা আছে।

যাহা হউক, আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী মৃত কাশীরাম দেব যে সাহিত্যসমাজের শত শত ধন্যবাদের পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা পদ্যের প্রায় সমস্ত পূর্ব্বতন কবি অপেক্ষা ইঁহার রচনাপ্রণালী যেরূপ সরল ও প্রাঞ্জল, তেমনি প্রসাদগুণপরিপূর্ণ। উহা এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে লিখিত যে, অদ্যাপি অনেক কৃতবিদ্য লোকে ঐরূপ সরল পদ্য ... চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্প কথায় অনেক ভাব প্রকাশ করাও কাশীরামের একটী অদ্বিতীয় ক্ষমতা। প্রায় দুই শত বৎসর হইল, অদ্যাপি অন্য কেহই ঐরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই। ফলে কাশীরামের পদ্যগ্রন্থে স্থানে স্থানে তাহার বাঙ্গালাভাষা

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৮ শক।

...ভিজ্ঞতার চমৎকার কৌশল ও নৈপুণ্য করিয়া দেখা যায়। ...তাহার ...কালীন অন্যান্য বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে ঐরূপ অতি বিরল।

দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও কবি-দিগের যথার্থ জীবনবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুষ্কর। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, জীবনচরিত সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিবার রীতি এ দেশে নিতান্ত অপরিচিত ছিল। যাহা হউক, কেবল লোকপরম্পরাগত শ্রুতের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন লোকদিগের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে উদ্যম করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ উহা এতদূর মিথ্যা ও অমূলক প্রবাদপরিপূর্ণ যে, তাঁহাতে লুপ্তমনোরথ না হইয়া ...মৃত ব্যক্তিদিগের অমূলক নিন্দাপ্রচার করাই হয়। যাহা হউক, উত্তরকালে ... কৃপায় কোন না কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক উপস্থিত বিষয়ের ক্ষতিপূরণ হইতে পারিবে।

মৃত সহযোগীর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া মূল মহাভারতের সমালোচন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা ছিল। তন্নিবন্ধন আমি বিশেষ পরিশ্রমসহকারে নানাবিধ সংস্কৃতপুস্তক, এসিয়াটিক রিসার্চ ও ম্যা...কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পুস্তকের সারসঙ্কলন ও সমন্বয় করিয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় প্রতিবন্ধক বশতঃ আপাততঃ পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কন পর্য্যন্ত আমাকে সে বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল। ভারতসমালোচনের প্রতিবন্ধকসমুদায়ের মধ্যে একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক এই যে, পক্ষপাতশূন্য হইয়া ঐ গ্রন্থ সমালোচন করিলে তদ্দর্শনে কুসংস্কারবিহীন উদারচেতা সাধুগণ যেরূপ প্রীতিলাভ করিবেন, সম্প্রদায়বিশেষে সেরূপ প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমি যে উদ্দেশে মহাভারতের অনুবাদে এতাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিলাম, তাহার হানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বাস্তবিক নীতিপুস্তক বলিয়াই হউক, ধর্ম্মার্থ কথা বলিয়াই হউক অথবা মনোরঞ্জন ইতিহাস বলিয়াই হউক এই বহুযত্নসম্ভূত মহার্হ কুসুমপাদপকে যিনি যেরূপে আশ্রয় করিবেন, তাহার তদনুরূপ ফললাভ হইবে; ইহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক্ষণে জগদীশ্বরসমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক অক্ষিণী সংকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকালমলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধুজনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্যরসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভাষাদেবীকে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করতঃ অমরতা লাভ করুন ইতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

দের উপসংহার।

—:•:—

১১৮০ শকে সংকীর্ত্তি ও কর্ত্তব্য ইত্যাদুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অনুবাদিত গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণজ্ঞ পাঠকবৃন্দ ও সহৃদয়সমাজ বিবেচনা করিবেন; তবে সাহস করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন অংশই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাততঃ অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সে গুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।

অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটি পর্ব্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য্য পর্ব্ব বা ঊনবিংশ পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটি পর্ব্ব নহে। উহা মূল মহাভারতরচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্ট রূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে; কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতি বর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল ভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত ও প্রচারিত করিলে লোকের মনে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম দূরীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। উত্তরকালে পুরাণসংগ্রহের দ্বিতীয়কল্পে অপরাপর পুরাণের সহিত উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ পরিচালনার বিলক্ষণ অসদ্ভাব হওয়াতে আপাততঃ মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এপ্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২।৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺ শান্তিরাম সিংহবাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তক সমুদায় একত্র করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এরূপ না করিলে ভারতের দুরবগাহ কূটার্থের কখনই প্রকৃষ্টানুবাদকরণে সমর্থ হইতাম না। মহাভারতের কোন কোন অংশ এরূপ দুরূহ ও কূটার্থপরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকৃত অর্থ প্রাপ্ত না হইয়া অদ্যাপি অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বীয় স্বীয় মতানুসারেই উহার কথঞ্চিৎ যথাশ্রুত অর্থ করিয়া থাকেন। ইহার অনেক স্থলে এরূপ মত-বৈপরীত্য লক্ষিত হয় যে, তাহার সমন্বয় সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন। অনুবাদকালে চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল স্থান যতদূর সঙ্গত করিতে পারা যায়, তাহার ত্রুটি হয় নাই।

মহাভারতানুবাদসময়ে অনেক স্থলে অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মার নিকট আমাকে ভূরিভূরি সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার অদ্বিতীয়সুহৃৎ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দংশ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ, সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন যাবৎ কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দেশ করা যায় না।

এতদ্ভিন্ন আমার প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধবেরাও কলিকাতার অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীযুক্ত গদাধর তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সোমপ্রকাশ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলদর্পণনাটক প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র ও ভাস্কর সম্পাদক শ্রীক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা অনুবাদসময়ে সৎপরামর্শ ও সদভিপ্রায় দ্বারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাকে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল মহাত্মারা সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদক মৃত চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, মৃত কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, মৃত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় মৃত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মৃত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও মৃত অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ১০ জন অনুবাদশেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমাকে চিরজীবন যার পর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারতস্বরূপ সমুদ্রের পরপারে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। হিন্দুকালেজের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত যন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ও বহুজিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রাঙ্কনসময়ে কেহ পুরাণসংগ্রহ যন্ত্রের তত্ত্বাবধারক কেহ প্রকাশক কেহ কাপিপাঠক ছিলেন। হুগলির গবর্ণমেণ্ট নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বহুদিন ভারতানুবাদের পরিদর্শন ও শ্রীযুক্ত গদাধর তর্কবাগীশ পুরাণান্তরের উপদেশ প্রদান করিয়া যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাচার্য্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং ঐ সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি ... শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তত্ত্ববোধিনীর সহকারী সম্পাদক

পরম ভক্তিভাজন শ্রীশ্রীমতী মহারাণী।

মহারাজ্ঞি !

পৃথিবীমধ্যে যখন যে দেশের সৌভাগ্যদিবাকর সমুদিত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় তত্রত্য রাজলক্ষ্মী তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক নিয়ম এই যে, রাজ্যের উন্নতির সময় বিশুদ্ধ গুণশালী নরপতিগণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জগদীশ্বরপ্রসাদে চিরদুঃখিনী ভারতভূমির ভাগ্যে এক্ষণে সেই শুভ দিন উপস্থিত। আপনার রাজ্যের অভিষেককালে নিত্যন্যায়পরায়ণ বৃটিশজাতি রাহুগ্রস্ত শশধরসদৃশ মোগলরাজগণের করালকবলিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করেন, এক্ষণে দিনে দিনে উহার মলিন মুখশ্রী পুনর্ব্বার তপনোপম উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিতেছে এবং ভারতবর্ষবাসিগণ আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুগ্রহচ্ছায়া লাভ করিয়া আপনাদিগকে আশাতিরিক্ত কৃতার্থম্মন্য ও চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

দেবি ! আমি এই শুভক্ষণ সন্দর্শনে স্বদেশের হিতসাধন করিতে উৎসাহিত হইয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অবিকল অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে আট বৎসর প্রতিদিনিয়ত পরিশ্রমের পর বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য আমার সেই চিরসংকল্পিত কঠোর ব্রত উদ্যাপিত হইল। এই আট বৎসরের বহুপরিশ্রম ও যত্নসম্ভূত সাহিত্যকুসুম অদ্য কোন নিভৃত নির্জ্জনস্থলে নিক্ষেপ করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ মহাভারত যেরূপ অনুপম গ্রন্থ, উহাতে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর নাম অঙ্কিত না হইলে শোভা পায় না। যেমন দেবতারা বহুপরিশ্রমে পয়োনিধি মন্থন করিয়া তদুত্থিত পারিজাত কুসুম সুররাজ পুরন্দরকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি এই বহুযত্নলব্ধ বিকশিত ভারতপঙ্কজ আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম।

ভারতেশ্বরি ! অবশেষে জগদীশ্বরসমীপে আমার এই প্রার্থনা যে, ভারতবর্ষের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসনসময়ে যেরূপ কালিদাসাদি ভুবনবিখ্যাত মহাকবিগণ জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং মহারাণী এলিজেবেথের ইংলণ্ডশাসনসময়ে যেরূপ সেক্সপিয়র প্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার শাসনকাল চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার শাসনকালেও হিন্দুস্থান শত শত সংস্কৃতসাহিত্যদীপের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়া লোকের মোহান্ধকার নিরাকৃত ও এই বিশ্বরূপ বাসগৃহ আলোকিত করুন ইতি।

মহারাজ্ঞি !
আপনার চিরানুগত প্রজা
ও
[illegible]
শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

শান্তিকুঞ্জ :
শকাব্দা। ১৭৮৮

চরিত সখ্যের সহিত আমি, মৃদঙ্গ সংযুক্ত গণের নূপুরধ্বনি ও মেখলাশব্দ-শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হই। অবধি এই সমাপন করেন, তাঁহার যজ্ঞশ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ অধ্যবসায় থাকায় কাঞ্চনময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যমণিময় বেদিকা সেই চিত্রকল্পিত সর্বযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ দিব্য পর্ব্বের মূলাম্বগামী দেবলোকে গমন পূর্ব্বক দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র ধারণের হৃদয়পদ্মভূষিত হইয়া দেবগণের সহিত স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন। বেচনা ও দশম পারণ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন, তিনি কিঙ্কিণীজালজড়িত, ধ্বজপতাকাশোভিত রত্নময় বেদী, বৈদূর্য্যময় তোরণ ও প্রবালময় বলভীসংযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্ণবিভূষিত হইয়া পরম সুখে দিব্য লোক সমুদায় বিচরণ করেন এবং একবিংশতি সহস্র বৎসর গন্ধর্ব্বগণের সহিত ইন্দ্রালয়ে বাস করিয়া বহুদিন সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও শিবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশেষে বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হন। আমার উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাস কহিয়াছেন যে, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এইরূপে ভারত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই এইরূপ ফল লাভ হয়। পাঠকালে পাঠককে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ বাহন, রথাদি যানসমুদায়, কটক, কুণ্ডল, ব্রহ্মসূত্র, বিচিত্র বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়।

অতঃপর প্রত্যেক পর্ব্বে ঋষিগণের প্রতি জাতি, দেশ, সত্য, মাহাত্ম্য ও ধর্ম প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যে সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিশেষে পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। আদিপর্ব্ব পাঠসময়ে শাস্ত্রানুসারে পাঠককে গন্ধ ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট মধু ও পায়স ভোজন করাইবে। আস্তীক পর্ব্ব পাঠসময়ে ঘৃত, মধু ও ফলমূলযুক্ত পায়স এবং গুড়োদন অপূপ ও মোদক দ্বারা পাঠকের ভোজন সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সভাপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। আরণ্যকপর্ব্ব পাঠসময়ে ফলমূলাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন এবং অরণীপর্ব্ব আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ণকুম্ভ, খাদ্য, ফল মূল ও অন্ন প্রদান করা উচিত। বিরাটপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণকে বিবিধ বস্ত্র; উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইলে, তাঁহাদিগকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া অভিলাষানুরূপ আহার; ভীষ্মপর্ব্ব পাঠসময়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যান ও সুসংস্কৃত অন্ন; দ্রোণপর্ব্ব পাঠসময়ে অতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য, শয্যা, শরাসন ও খড়্গ; কর্ণপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য; শল্যপর্ব্ব পাঠসময়ে গুড়োদন, মোদক, অপূপ, ও বিবিধ অন্ন; গদাপর্ব্ব পাঠসময়ে মুদগমিশ্রিত অন্ন; ঐষিকপর্ব্ব পাঠ সময়ে ঘৃতান্ন এবং স্ত্রীপর্ব্ব পাঠ সময়ে বিবিধ রত্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। শান্তিপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বগুণসমন্বিত হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিবে। আশ্রমবাসিকপর্ব্ব পাঠসময়ে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। মৌষলপর্ব্ব পাঠসময়ে চন্দনাদি ও মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করা উচিত। স্বর্গপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে এবং হরিবংশ সমাপন হইলে সহস্র ও অন্যান্য দেবগণের নাম কীর্ত্তন করিবেন। [illegible] করিলে, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয়, [illegible] এই মহাভারতের এক এক পর্ব্ব পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রোতা এক যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। পাঠক উৎকৃষ্ট স্বরসংযোগে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দ সমুদায় উচ্চারণ করিয়া মহাভারত পাঠ করিবেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া অলঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা পাঠককে পরিতুষ্ট করা শ্রোতার অবশ্য কর্ত্তব্য। পাঠকের তুষ্টিলাভ হইলে শ্রোতার উৎকৃষ্ট প্রীতিলাভ হয় এবং ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলে দেবগণ তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। অতএব ধর্মপরায়ণ মহাত্মারা ভারত পাঠাবসানে বিবিধ বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিবেন। আমি আপনার নিকট ভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিধি সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। যে ব্যক্তি শ্রেয়োলাভের বাসনা করেন, তাঁহার সর্ব্ব যত্ন পূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ ও শ্রবণান্তে পারণ করা আবশ্যক। নিত্য মহাভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা স্বর্গলাভার্থী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির গৃহে মহাভারত পুস্তক থাকে জয় তাঁহার হস্তগত হয়, সন্দেহ নাই। ভারতের তুল্য পবিত্র ও পবিত্রতাজনক আর কিছুই নাই। ভারত মধ্যে বিবিধ পবিত্র কথা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেবগণ সর্ব্বদা ভারতের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভারতই পরম পদস্বরূপ। ভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারত হইতেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মহাভারত, ক্ষিতি, গো, সরস্বতী নদী, ব্রাহ্মণ, দেব ও ব্রাহ্মণগণের নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। পরম পবিত্র বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই হরিনাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। যাহাতে বিষ্ণুকথা ও বেদবাক্য সন্নিবেশিত আছে এবং যাহা পরম পবিত্র, ধর্মের আকর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করা পরমপদাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে তিমিররাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া ভারতকথা শ্রবণ করিলে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণের ফললাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ যে হউক না কেন, বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব পদলাভ করিতে পারে। কামিনীগণ পুত্রলাভ বাসনায় এই বিষ্ণুকথাযুক্ত মহাভারত শ্রবণ করিবেন। যে ব্যক্তি ভারতফল লাভের নিমিত্ত হরিকথা শ্রবণ করেন, পাঠককে যথাশক্তি সুবর্ণ, সুবর্ণ-মণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত সবৎসা কপিলা ধেনু, অলঙ্কার, কর্ণাভরণ ও ভূমি দক্ষিণা প্রদান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন, অথবা অন্যকে উহা শ্রবণ করান, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ ও পুত্রকলত্রের নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে। এই পবিত্র ইতিহাসের পাঠ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে দশসহস্র হোম করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট সমুদায় ভারতোপদেশ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

স্বর্গারোহণিক পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়ে [illegible] মূল পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইল।

প্রতিজ্ঞা পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রাণিগণের ক্ষয়কর সেই ভয়ঙ্কর দিন অবসান হইলে দিবাকর অস্ত গমন করিলেন। সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল এবং সৈন্যগণ স্ব স্ব আবাসে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কপিকেতন ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্রজালে সংশপ্তকগণকে সংহার পূর্ব্বক সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে গদ্গদস্বরে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশব! কেন অদ্য আমার হৃদয় ভীত, বাক্য স্খলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও গাত্র অবসন্ন হইতেছে? ক্লেশজনক অমঙ্গল চিন্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না, আমি চারিদিকে উৎপাত ও বহুবিধ অনিষ্টসূচক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিষাদিত হইয়াছি। হে মধুসূদন! এই সমুদায় অমঙ্গলসূচক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশল বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে।

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবেন; তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর, কোন বিষয়ে অমঙ্গল ঘটিবে না।

অনন্তর মহাবীর বাসুদেব ও অর্জ্জুন সন্ধ্যোপাসনা করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধবৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শিবির আনন্দশূন্য, দীপ্তিশূন্য ও নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় আকুল হৃদয় হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আজি মঙ্গল তূর্য্যনিস্বন এবং দুন্দুভিনাদ সংযুক্ত শঙ্খ ও পটহের শব্দ হইতেছে না; করতালসমবেত বীণাবাদন রহিত হইয়াছে এবং বন্দিগণ আমার নিকটে ভক্তিযুক্ত, মনোহর, মঙ্গল গীত মঙ্গল গান ও পাঠ করিতেছে না। যোদ্ধৃগণ আমাকে দেখিবাই অধোমুখে পলায়ন করিতেছে; উহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না। হে মাধব! আজি আমার ভ্রাতৃগণ কি কুশলে আছেন? আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে। হে মানদ! পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোধগণ সকলে কি কুশলে আছে? আমি সংগ্রাম হইতে আগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমন্যু ভ্রাতৃগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে কেন আমার প্রত্যুদ্গমন করিল না?

অর্জ্জুন ও বাসুদেব এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ নিতান্ত অস্বস্থ ও বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন। দুর্দ্ধর্ষবীর ধনঞ্জয় শিবিরমধ্যে সমুদায় ভ্রাতা ও পুত্রগণকে অবলোকন করিলেন, কিন্তু অভিমন্যুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমাদের সকলেরই মুখবর্ণ অপ্রসন্ন হইয়াছে এবং তোমরা কেহই আমাকে অভিনন্দন করিতেছ না। বৎস অভিমন্যু কোথায়? আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক অভিমন্যু বিনা তোমাদের মধ্যে এমন আর কেহই নাই যে, উহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমি তাহাকে ব্যূহ হইতে বিনির্গমন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা কি সেই বালককে ব্যূহে প্রবেশিত করিয়াছিলে? পরবীরহা মহাধনুর্দ্ধর, সুভদ্রানন্দন কি শত্রুগণের অনেক ভেদ করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে? বল; রক্তাক্ষ, মহাবাহু পর্ব্বতজাত সিংহসদৃশ, উপেন্দ্রোপম, মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল? কোন্ ব্যক্তি কালমোহিত হইয়া আমার, কেশব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতিভাজন, সুভদ্রার প্রিয় পুত্রকে বিনাশ করিল? বিক্রম, শ্রুতি ও মাহাত্ম্যে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা কেশবের তুল্য মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? সুভদ্রার প্রিয়, আমার নিরন্তর লালিত শৌর্য্যশালী পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই যমলোক অবলোকন করিব। মৃদুকুঞ্চিত কেশাগ্র, মৃগশাবকনয়ন, মত্তবারণবিক্রান্ত, শালপোতসদৃশ সমুন্নত, মহাবীর অভিমন্যু মৃদু পূর্ব্বভাষী, প্রিয়ভাষী, শান্ত, গুরুবাক্যের অনুগত, অমৎসর, মহোৎসাহ, মহাভুজ, মহাবাহু, দীর্ঘরাজীবলোচন, ভক্তগণের প্রিয়, অনুচরগণের অনুরক্ত, ... নীচ্যরণে নিবৃত্ত, পিতৃগণের শুভাকাঙ্ক্ষী, অভূতপূর্ব্ব যোদ্ধা ও বিক্রান্ত ছিল এবং বালক হইয়াও বৃদ্ধজনের ন্যায় কার্য্য করিত। যদি সেই প্রিয় পুত্রের দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি প্রদ্যুম্ন, কেশব ও আমার নিরন্তর প্রীতিভাজন, রথিগণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক তরুণ বয়স্ক, মহাবাহু পুত্রকে দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয় তনয়ের সেই সুন্দর মস্তক, সুন্দর ললাট, সুন্দর চক্ষু, সুন্দর ভ্রূ ও সুন্দর ওষ্ঠ সমন্বিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ, সেই তন্ত্রী শব্দের ন্যায়, পুংস্কোকিল রবের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ এবং সেই দেবগণ দুর্লভ, অপ্রতিম রূপ অবলোকন না করিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? অভিবাদন দক্ষ, পিতৃগণের বাক্যে অনুরক্ত অভিমন্যুকে না দেখিলে আমার হৃদয় কোনমতেই সুস্থির হইবে না।

সুকুমার, মহার্হ শয়নোচিত, মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য মহাসম্পন্ন হইয়াও আজি অনাথের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। যে বীর শয়ান করিয়া অমরাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইত, আজি অশিব শিবাগণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বাণবিদ্ধ কলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মধুরস্বরে স্তুতি পাঠ করিয়া যে মহাবীরকে প্রবোধিত করিত, আজি শ্বাপদগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতেছে। যে মুখচন্দ্র পূর্ব্বে ছত্রচ্ছায়ায় সমাবৃত থাকিত, আজি ধূলিপটল নিশ্চয়ই তাহা সমাচ্ছন্ন করিবে। হা পুত্র! আমি তোমায় বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও অবিতৃপ্ত থাকিতাম, এক্ষণে কাল এই ভাগ্যহীনের নিকট হইতে তোমাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিল। আজি পুণ্যবদ্গণের আশ্রয়, স্বীয় প্রভায় প্রদীপ্ত, মনোহর যমপুরী তোমা দ্বারা অধিকতর শোভমান হইতেছে এবং যম, বরুণ ইন্দ্র ও কুবের তোমাকে প্রিয় অতিথি লাভ করিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্ যেমন বিলাপ করে, ধনঞ্জয় সেইরূপ বিলাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! অভিমন্যু কি শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক মহাবীরগণের সহিত সংগ্রাম করত স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? অসহায় অভিমন্যু যত্নাতিশয় সহকারে মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাহায্য লাভার্থী হইয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আমার বালক পুত্র অভিমন্যু কর্ণ, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি নৃশংসগণ কর্ত্তৃক নানা চিহ্নে চিহ্নিত, সুধৌতাগ্র, তীক্ষ্ণ সায়কনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হা তাত! এক্ষণে আমাকে পরিত্রাণ কর, এই বলিয়া বারংবার বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপতিত হইয়াছে, অথবা মহাবীর অভিমন্যু আমার ঔরসজাত, সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত ও বাসুদেবের ভাগিনেয়, সে এরূপ আর্ত্তনাদ করিবার পাত্র নয়।

আমার হৃদয় বজ্রসারময় ও নিতান্ত কঠিন, সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই সেই দীর্ঘবাহু আরক্তলোচন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। নৃশংসগণ মহা ধনুর্দ্ধর হইয়া কি প্রকারে বাসুদেবের ভাগিনেয়, আমার পুত্র সেই বালকের উপর মর্ম্মভেদী শরজাল নিক্ষেপ করিল। অদীনাত্মা অভিমন্যু প্রতিদিন প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক আমাকে অভিনন্দন করিত। আজি আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছি, কিন্তু সে কেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না? নিশ্চয়ই সে রুধিরাক্ত কলেবরে সমরাঙ্গণে শয়ান হইয়া নিপতিত আদিত্যের ন্যায় স্বীয় দেহপ্রভায় ধরাতল শোভমান করিতেছে। সুভদ্রার নিমিত্ত আমার মৎপরোনাস্তি সন্তাপ জন্মিতেছে, সে সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রকে নিহত শ্রবণ পূর্ব্বক শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। হায়! অদ্য সুভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্যুকে না দেখিয়া আমাকে কি বলিবে এবং তাহারা দুঃখার্ত্ত হইলে আমিই বা কি বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিব। যদি বধূকে শোককর্ষিতচিত্তে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা বজ্রসারময় সন্দেহ নাই।

আমি গর্ব্বিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়াছি। বাসুদেবও বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে বীরগণের প্রতি এইরূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ

করিতে ভুলিয়াছেন যে, হে অধার্ম্মিক মহারথগণ ! তোমরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক বৃথা আনন্দিত হইতেছ। অচিরাৎ পাণ্ডবগণের বল দেখিতে পাইবে। তোমরা যখন সংগ্রামে কেশব ও অর্জ্জুনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ, তখন তোমাদের শোক সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তবে কেন বৃথা প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছ ? তোমরা অবিলম্বে এই পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। অধর্ম্মের ফল-প্রাপ্ত সময়েই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মহামতি যুযুৎসু কোপাবিষ্ট ও দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বলিতে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন। হে কৃষ্ণ ! তুমি যুযুৎসুর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমাকে কি নিমিত্ত জ্ঞাত কর নাই ? আমি এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৃশংস মহারথগণের সকলকেই শরানলে দগ্ধ করিতাম।

মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া সাশ্রু নয়নে চিন্তা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! এরূপ হইও না ; অপলায়ী শূরগণের, বিশেষতঃ যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের সকলেরই এই পথ। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞেরা অপরাঙ্মুখ, যুদ্ধমান শূরগণের এইরূপ গতিই বিধান করিয়াছেন, অতএব নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিমন্যু পুণ্যকর্ম্মাদিগের লোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সমুদায় বীরগণই সংগ্রামে অভিমুখ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, মহাবীর অভিমন্যু মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্রগণকে সংগ্রামে সংহার করিয়া বীরজনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে ; অতএব তুমি শোক করিও না। পূর্ব্বতন ধর্ম্মসংস্থাপকগণ যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন। তুমি শোকসমাবিষ্ট হইয়াছ বলিয়া তোমার এই ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্গণ ও ভূপতিগণ সকলেই দীনমনা হইয়াছে, তুমি শান্ত বাক্যে ইহাদিগকে আশ্বাসিত কর। বেদিতব্য বিষয় তোমার বিদিত হইয়াছে, অতএব তোমার শোক করা নিতান্ত অনুচিত হইতেছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া শোককর্ষিত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! সেই দীর্ঘবাহু কমলায়তলোচন অভিমন্যু যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল, শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের সমক্ষে মদীয় পুত্রের বৈরিগণকে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পরিবারগণের সহিত সংহার করিব। তোমরা কৃতাস্ত্র ও শস্ত্রপাণি ; তোমাদের সমক্ষে বজ্রপাণি সুররাজও কি অভিমন্যুকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারে ? হায় ! যদি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আমার পুত্রের রক্ষণে অসমর্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাহাকে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারূঢ় হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতেছিলে, তথাপি শত্রুগণ কি প্রকারে অন্যায় সংগ্রাম করিয়া অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিল। কি আশ্চর্য্য ! এখন জানিলাম, তোমাদের কিছুমাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই, এই নিমিত্ত অভিমন্যু তোমাদের সমক্ষেই নিপাতিত হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ ; কেন না, তোমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল, ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি এস্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তবে তোমাদের বর্ম্ম শস্ত্র, ও আয়ুধ সকল কি ভূষণের নিমিত্ত এবং বাক্য কি সভামধ্যে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত ?

পুত্রশোকসন্তপ্ত ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে ধনু ও খড়্গ হস্তে অবস্থান করত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব ব্যতীত আর কোন সুহৃদ্ই তাঁহার সহিত আলাপ বা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ দুই জন সকল অবস্থাতেই অর্জ্জুনের অনুকূল ছিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা তৎকালে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন যুধিষ্ঠির, পুত্রশোকাধিকাতুর রাজীবলোচন ক্রোধসন্দীপিতচিত্ত অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহাবাহো ! তুমি সংশপ্তকগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে সংব্যূহিত করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উত্তম যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন আমরা রথসৈন্য প্রতিব্যূহিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুসংখ্যক বীরপুরুষ আমাকে রক্ষা করত দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে নিশিত শরনিকরে নিতান্ত উৎপীড়ন করত অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দ্রোণ কর্ত্তৃক এরূপ নিপীড়িত হইলাম যে, তাঁহার সৈন্য ভেদ করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলাম না। তখন অপ্রতিমবীর্য্যসম্পন্ন সুভদ্রাকুমারকে কহিলাম, বৎস ! দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য ভেদ কর। বীর্য্যবান্ অভিমন্যু আমাদের নিয়োগানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় সেই অসহ্য ভারবহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেমন সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই বালক দ্রোণসৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা অনুগমন করিলাম এবং সে যেরূপ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রথ রুদ্রের বরপ্রভাবে আমাদিগের সকলকেই নিবারণ করিল। তখন মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ, বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা এই ছয় জন রথী সেই অসহায় বালককে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও তাঁহাদের শরে বিরথ হইল। তখন দুঃশাসনের পুত্র অবিলম্বে তাহার সমীপে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং সংশয়াপন্ন হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। পরম ধার্ম্মিক মহাবীর অভিমন্যু প্রথমতঃ সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ এবং তৎপরে পুনরায় আট সহস্র রথ, নব শত হস্তী, দুই সহস্র রাজপুত্র এবং অলক্ষিত বহু বীর ও রাজা বৃহদ্বলকে সংহার পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয় ! আমাদিগের এই শোকজনক ব্যাপার এইরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

তখন পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হা পুত্র ! বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সকলেই বিষণ্ণ বদন হইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন পূর্ব্বক অনিমিষ নয়নে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ধনঞ্জয় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং জ্বরগ্রস্তের ন্যায় কম্পিত হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি করে কর নিপীড়ন ও উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জয়দ্রথকে বিনাশ করিব। যদি জয়দ্রথ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ না করে, যদি আমাদিগের পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বা আপনার শরণাপন্ন না হয়, নিশ্চয়ই কল্য আমার শরে বিনষ্ট হইবে। সেই পাপাত্মা আমার সৌহৃদ্য বিস্মৃত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য করিতেছে এবং সেই পাপাত্মাই অভিমন্যুবধের হেতু হইয়াছে ; অতএব কালি তাহাকে সংহার করিব। দ্রোণই হউন, আর কৃপই হউন, যে কেহ তাহার রক্ষার্থে আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার শরনিকরে আচ্ছাদিত হইতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ! আমি যাহা কহিলাম, যদি সংগ্রামে সেই প্রকার কার্য্য না করি, তাহা হইলে যেন আমার পুণ্যলোক লোক সকল লাভ না হয়। যদি জয়দ্রথ বধ না করি, তাহা হইলে মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী, গুরুদারগামী, খল, সাধুগণের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাঁহাদিগের পরিবাদদাতা, গচ্ছিত ধনের অপহারক, বিশ্বাসঘাতী, ভুক্তপূর্ব্ব স্ত্রীর নিন্দক, ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, বৃথা পায়সভোজী, বৃথা যবান্নভোজী, বৃথা শাকভোজী, বৃথা কৃসরভোজী, বৃথা সংযাবভোজী, বৃথা পিষ্টকভোজী, বৃথা মাংসভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রশংসিত ব্রাহ্মণ গুরু ও গুরুর অবমন্তা যে লোকে গমন করে, আমি যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শ করে এবং যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্ম, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগ করে, আমি যেন তাহাদিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নগ্ন হইয়া স্নান করে, আহার বিষয়ে অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ ও

বৃত্তকথা করে এবং যে নীচাশয় ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্রিতগণকে প্রদান না করিয়া তাহাদের সমক্ষে স্বয়ং মিষ্টান্নভক্ষণ করে, আমি যেন তাহাদিগের জঘন্য গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত, সাধু ও বাক্যানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা উপকারকের নিন্দা করে, যে পূজনীয় প্রাতিবেশ্যকে প্রার্থনীয় দ্রব্য দান না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, যে মর্য্যাদা ভেদ করে, যে বৃষলী-গমন করে, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং ভ্রাতৃনিন্দক, আমি অবিলম্বে যেন তাহাদের গতি প্রাপ্ত হই। যদি কল্য জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে এক্ষণে যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তিত হইল না, আমি যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই।

আমি পুনর্ব্বার অন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি শ্রবণ করুন, যদি কল্য পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তগত হন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব। অসুর, সুর, মনুষ্য পক্ষী, সর্প, পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক অন্যান্য প্রাণিগণ কেহই আমার শত্রুকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অভিমন্যুর শত্রু যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর, দৈত্যপুর বা রসাতলে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি শর শত দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিব।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব শরাসন বিক্ষেপ করিলেন। শরাসনের শব্দ ধনঞ্জয়ের শব্দ অতিক্রম করিয়া নভো-মণ্ডল স্পর্শ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ কেশবের মুখবায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে তাহার ছিদ্র হইতে নির্ঘোষ নিঃসৃত হইয়া জগতীতল পাতাল আকাশ ও দিক্‌পালগণকে বিকম্পিত করিল। তখন পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র বাদ্যধ্বনি ও সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

চরগণ জয়লোলুপ পাণ্ডবগণের সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ উত্থান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত, বিমুগ্ধ-চিত্ত ও শোকসাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া অনেক বিবেচনা করত ভূপালগণের সভায় গমন করিলেন এবং অর্জ্জুনের ভয়ে নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে ভূপালগণ! পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামপরবশ ইন্দ্রের ঔরসে সমুৎপন্ন দুর্ব্বুদ্ধি ধনঞ্জয় আমাকে শমনভবনে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আমি প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করি, অথবা আপনারা সকল বীর অস্ত্র-দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। পার্থ আমাকে নিধন করিতে বাসনা করিয়াছে, আপনারা আমাকে অভয় প্রদান করুন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাহ্লীক ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ যম নিপীড়িত ব্যক্তিকেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, অতএব অর্জ্জুন একাকী আমাকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে যথার্থ বটে; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনারা সমস্ত ভূপাল একত্র হইয়াও আমাকে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছি, মুমূর্ষুর ন্যায় আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে। নিশ্চয়ই গাণ্ডীবধন্বা আমাকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; সেই নিমিত্ত পাণ্ডবগণ শোককালেও হৃষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে। ভূপালগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নন। অতএব হে ভূপতিগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা অনুজ্ঞা করুন। আমি পলায়ন পূর্ব্বক লুক্কায়িত হইয়া থাকি, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ আমার দর্শন প্রাপ্ত হইবে না।

জয়দ্রথ ভয় ব্যাকুলিত চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মকার্য্য-সাধন-তৎপর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে কহিলেন, সিন্ধুরাজ! ভীত হইও না; তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিলে কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে? আমি কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, দুর্দ্ধর্ষ বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ, সুদক্ষিণ, সত্যব্রত মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্ম্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি এবং অন্যান্য অসংখ্য ভূপাল, আমরা সকলে সসৈন্যে তোমার চতুর্দ্দিকে গমন করিব। তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। তুমি স্বয়ংও রথিশ্রেষ্ঠ এবং শৌর্য্যশালী, তবে পাণ্ডবগণকে ভয় করিতেছ কেন? আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবে। অতএব তুমি ভীত হইও না; তোমার ভয় দূরীভূত হউক।

হে রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া সেই রাত্রিতে তাঁহার সহিত দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য! দূরে লক্ষ্যে শর নিপাতন, লঘুত্ব ও দৃঢ়বেধনে অর্জ্জুনের সহিত আমার প্রভেদ কি বলুন। আমি আপনার নিকট অর্জ্জুন ও আমার যুদ্ধ বিদ্যার তারতম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের ও আমার যথার্থ বিদ্যা ব্যাখ্যা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! তোমার ও অর্জ্জুনের গুরূপদেশ সমান, কিন্তু অর্জ্জুন যোগ ও দুঃখাবস্থাননিবন্ধন তোমা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না; আমি তোমাকে ভয় হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। আমি যাহাকে রক্ষা করি, সেই সুরক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অমরগণও প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন ব্যূহ ব্যূহিত করিব যে, পার্থ তাহা কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত হইও না; স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক পিতৃ পৈতামহ পথে অনুগমন কর। তুমি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন, হোম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব মৃত্যু তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়। যদি তুমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে নিহত হও, তাহা হইলে মূঢ় মনুষ্যগণের দুর্ল্লভ মহাভাগ্য লাভ করিয়া স্বীয় ভুজবীর্য্যা-র্জ্জিত বৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট দিব্য লোক সকল লাভ করিবে। কৌরব, পাণ্ডব ও বৃষ্ণি এবং আমি অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মনুষ্যগণ সকলেই অচির-স্থায়ী! আমরা সকলেই বলবান্ কাল কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে নিহত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম লইয়া পরলোকে গমন করিব। হে সিন্ধুরাজ! তপস্বিগণ তপস্যা করিয়া যে সকল লোক প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় বীরগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সেই সকল লোক লাভ করেন।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া অর্জ্জুনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন সমুদায় কৌরবসৈন্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া ভ্রাতৃগণের সম্মতিক্রমে জয়দ্রথকে বধ করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহা অত্যন্ত সাহসের কর্ম্ম হইয়াছে। এই যে বিষম ভার উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কি প্রকারে আমরা সকল লোকের উপহাস হইতে পরিত্রাণ পাইব? আমি দুর্য্যোধনের শিবিরে চরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এই তাহারা সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই বার্ত্তা নিবেদন করিতেছে যে, তুমি জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে অস্মৎপক্ষীয় বাদিত্রনাদসংযুক্ত সুমহান্ সিংহনাদ কৌরবগণের শ্রবণগোচর হইয়াছিল। তখন ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ সেই শব্দে নিতান্ত ভীত হইলেন এবং এই সিংহনাদ অকারণ নয়, মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যুবধ শ্রবণে কাতর হইয়া রোষবশত রাত্রিতেই যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইবেন সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৌরবগণের হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহের ভীষণধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। হে রাজীবলোচন! সত্যব্রত কৌরবগণ এইরূপে যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতেছে, এমন সময় তোমার জয়দ্রথ-বধের সত্য প্রতিজ্ঞা তাহাদের শ্রবণগোচর হইল। দুর্য্যোধনের অমাত্য-

গণ তোমার দারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে একেই ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভীত ও দুর্মনায়মান হইতে লাগিল।

তখন সিন্ধু সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অমাত্য-গণের সহিত আপনার শিবিরে আগমন পূর্ব্বক সমুদায় কল্যাণকর কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া রাজসমাজে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ধনঞ্জয় আমাকে তাহার পুত্রহন্তা বলিয়া কালি আক্রমণ করিবে, সে সেনাগণের মধ্যে আমার প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, সর্প বা রাক্ষসগণ সব্যসাচীর সেই প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নয়। অতএব আপনারা সংগ্রামে আমাকে রক্ষা করুন; ধনঞ্জয় যেন আপনাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে। যদি আপনারা সংগ্রামে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অনুজ্ঞা করুন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাক্‌শিরা ও বিমনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা জয়দ্রথ দুর্য্যোধনকে কাতর দেখিয়া মৃদুস্বরে আপনার হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! মহাযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে পারে, আমাদের মধ্যে এমন ধনুর্দ্ধর বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে গাণ্ডীব ধনু কম্পন করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দর হইলেও তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না। শুনিয়াছি, ধনঞ্জয় পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে পাদচারে মহাবীর প্রভু মহেশ্বরের সহিত সংগ্রাম এবং দেবরাজের নিদেশানুসারে এক রথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবের প্রাণ সংহার করিয়াছে। আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় ধীমান্ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইলে অমরগণের সহিত ভুবনত্রয়কে বিনষ্ট করিতে পারে। এই জন্য আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, হয় আপনারা আমাকে পলায়নে অনুজ্ঞা করুন, না হয়, বীর্য্যশালী মহাত্মা দ্রোণ, পুত্রের সহিত আমাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন।

হে অর্জ্জুন! রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্যানুসারে তাঁহার রক্ষার্থে আচার্য্যের নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। সদুপায় সকল বিহিত এবং অশ্ব ও রথ সকল সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, দুর্জ্জয় বৃষসেন, কৃপ, শল্য, এই ছয় জন সমরে অগ্রসর হইবেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিবেন, উহার পূর্ব্বার্দ্ধ শকট ও পশ্চার্দ্ধ পদ্মের ন্যায় হইবে। পদ্মের মধ্যস্থলে সূচী নামে গূঢ় ব্যূহ নির্ম্মিত হইবে এবং জয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণে রক্ষিত হইয়া সেই সূচী ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। হে পার্থ! উল্লিখিত ছয় রথী ধনু, অস্ত্র, বল, বীর্য্য ও ঔরস প্রভাবে নিতান্ত অসহনীয়। এই ছয় জনকে পরাজয় না করিলে জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। হে ধনঞ্জয়! এই ছয় জনের প্রত্যেকের বীরত্বের বিষয় চিন্তা কর; তাঁহারা মিলিত হইলে শীঘ্র তাঁহাদিগকে পরাজয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। অতএব আত্মহিত ও কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রণাভিজ্ঞ সচিব ও সুহৃদ্‌গণের সহিত পুনরায় নীতি মন্ত্রণা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি দুর্য্যোধনের যে ছয় জন রথীকে অধিকতর বলবান্ বলিয়া বোধ করিতেছ, আমার বোধ হয়, তাহাদিগের বীরত্ব আমার বীরত্বের অর্দ্ধ ভাগেরও সমান নহে। তুমি দেখিবে আমি জয়দ্রথবধার্থে সংগ্রামে গমন করিয়া অস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত বীরগণের অস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন ও সিন্ধুরাজের মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিব; দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে স্বগণ সমভিব্যাহারে বিলাপ করিবেন। যদি সুররাজ ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, মরুত, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমুদায় সাধ্য, রুদ্র, বসু, দেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সাগর, পর্ব্বত, দিক্, দিক্‌পতি, গ্রাম্য ও আরণ্য প্রাণী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমগণ সিন্ধুরাজের পরিত্রাতা হন, তথাপি কালি তুমি তাহাকে আমার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিবে। আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি জয়দ্রথের রক্ষক; অতএব অগ্রে তাঁহাকেই আক্রমণ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের উপরেই এই সংগ্রামের জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে, অতএব আমি দ্রোণেরই সেনাগ্রভাগ ভেদ করিয়া সিন্ধু রাজের নিকট গমন করিব। কালি তুমি দেখিবে যে, মহাধনুর্দ্ধরগণ বজ্র বিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহের ন্যায় আমার সুতীক্ষ্ণ নারাচনিচয়ে বিদীর্য্যমাণ হইতেছে এবং মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ সমুদায় নিশিত শরসম্পাতে বিদীর্ণ কলেবর ও নিপতিত হইয়া শোণিত ধারা মোক্ষণ করিতেছে। গাণ্ডীববিনিক্ষিপ্ত মনোমারুত-গামী শরনিকর সহস্র সহস্র নর, বারণ ও অশ্বের প্রাণ সংহার করিবে। আমি যম, কুবের বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছি, নরপতিগণ এই যুদ্ধে তৎসমুদায় নয়নগোচর করিবেন। কালি তুমি দেখিবে যে যাঁহারা সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র সমুদায় আমার ব্রাহ্ম অস্ত্রে বিনাশিত এবং শরবেগচ্ছেদিত নরপতি-গণের মস্তকসমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছাদিত হইতেছে। আমি রাক্ষসগণকে পরিতৃপ্ত, শত্রুগণকে দ্রাবিত, সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত ও সিন্ধুরাজকে নিহত করিব। অশেষাপরাধী অনাত্মীয়, পাপদেশ সমুৎপন্ন সিন্ধুরাজ আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া আত্মীয়গণকে শোকাকুল করিবে। কালি পাপাচার পরায়ণ জয়দ্রথকে সমুদায় রাজার সহিত শরনিকরে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে। কালি প্রভাতে আমি এরূপ কার্য্য করিব যে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই ভূমণ্ডলে আমার সদৃশ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই বলিয়া বিশ্বাস করিবে। গাণ্ডীব দিব্য ধনু, আমি যোদ্ধা ও তুমি সারথি, তবে আমার অজেয় আর কি আছে? হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে যুদ্ধে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত নাই, তুমি আমার পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য জানিয়াও কেন আমাকে তিরস্কার করিতেছ? চন্দ্রের শোভা, ও সমুদ্রের জল যেমন স্থির, আমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ অচল জানিবে। হে মধুসূদন! আমার এবং আমার অস্ত্র, দৃঢ় ধনু ও বাহু-বলের অবমাননা করিও না। আমি এরূপ সংগ্রামে গমন করিব যে, আমার অবশ্যই জয় লাভ হইবে; আমি কখন পরাজিত হইব না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তুমি মনে স্থির কর যে, জয়দ্রথ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে নম্রতা, যজ্ঞে শ্রী ও নারায়ণে জয় প্রতি নিয়তই বিরাজমান থাকে।

ইন্দ্রনন্দন ধনঞ্জয় মহাত্মা হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আদেশ করিলেন যে, হে কেশব! যাহাতে রজনী প্রভাত হইবামাত্র আমার রথ সুসজ্জিত হয়, সাতিশয় উদ্যম সহকারে তাহার চেষ্টা কর।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শোকদুঃখাকুল বাসুদেব ও অর্জ্জুন সেই রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাতক্রোধ জানিয়া, না, জানি কি দুর্ঘটনা ঘটিবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নিদারুণ রুক্ষ অমঙ্গল সূচক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; দিবাকরের কবন্ধ ও অর্দ্ধ দৃষ্ট হইল; বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, নির্ঘাত ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল; পৃথিবী শৈল ও কাননের সহিত বিকম্পিত এবং সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল; নদী সকল প্রতিকূলস্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাক্ষসগণের প্রমোদ ও যম রাজ্য সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত রথী, অশ্ব, মনুষ্য, ও মাতঙ্গগণের অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইতে লাগিল এবং বাহন সকল মলমূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ এই সমস্ত লোমহর্ষণ নিদারুণ উৎপাত দর্শন ও মহাবল সব্যসাচীর কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় বাসুদেবকে কহিলেন, কেশব! তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রাকে এবং আমার পুত্রবধূ ও তাঁহার বয়স্যাগণকে সান্ত্ববাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাহাদের শোকাপনোদন কর।

তখন নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন পূর্ব্বক পুত্রশোকাকুলা ভগিনীকে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, সুভদ্রে! কুমারের নিমিত্ত বধূর সহিত আর শোক করিও না, কাল সকল প্রাণীকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। সৎকুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যে রূপে প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেই রূপেই প্রাণ ত্যাগ

করিয়াছে ; অতএব আর শোক করিবার আবশ্যক নাই। মহারথ বীর, পিতৃ তুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিতা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্ব্বকাম প্রদ, অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিই লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে ! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা ; অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোকাকুলা হওয়া তোমার উচিত নহে ; তোমার পুত্র পরমা গতি লাভ করিয়াছে। হে বরারোহে ! পাপাত্মা শিশুঘাতক সিন্ধুরাজও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত এই গর্ব্বের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ঐ পাপকারী শর্ব্বরী প্রভাত হইলে অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেও ধনঞ্জয়ের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। কালি অবশ্যই তোমার শ্রবণগোচর হইবে যে, সিন্ধুরাজের মস্তক সমন্ত পঞ্চকের বহিঃপ্রদেশে সমানীত হইয়াছে ; অতএব শোক পরিত্যাগ কর, রোদন করিও না। শস্ত্রজীবিগণ যেরূপ গতি লাভ করিয়া থাকেন, শৌর্য্যশালী অভিমন্যু ক্ষত্রধর্ম অনুসারে সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশালবক্ষা, মহাবাহু, সমরে অপরাঙ্মুখ, রথিগণের নিহন্তা, পিতৃ ও মাতৃপক্ষের অনুগত, বীর্য্যবান্, শৌর্য্যশালী, মহারথ অভিমন্যু সহস্র সহস্র শত্রুকে সংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে ; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। হে ভদ্রে ! পার্থ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা অবশ্যই সফল হইবে ; কদাচ অন্যথা হইবে না। তোমার স্বামীর চিকীর্ষিত বিষয় কখনই নিষ্ফল হয় নাই। যদি সমুদায় মনুষ্য, সর্প, পিশাচ, রাক্ষস, পতঙ্গ, সুর ও অসুরগণ রণক্ষেত্রগত সিন্ধুরাজের সহিত মিলিত হন, তথাপি সিন্ধুরাজ তাঁহাদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! পুত্রশোকাধিকাতরা সুভদ্রা মহাত্মা কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ; হা বৎস ! হতভাগিনীর পুত্র ! তুমি পিতৃ তুল্য পরাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে কি প্রকারে নিধনপ্রাপ্ত হইলে। আমি কি করিয়া তোমার ইন্দীবর শ্যাম, সুদর্শন, চারুলোচন মুখমণ্ডল রণরেণু সমাচ্ছন্ন অবলোকন করিব ! হে সমরাপরাঙ্মুখ মহাবীর ! আজি তুমি সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে মনুষ্যগণ তোমাকে ভূতলে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হায় ! পূর্ব্বে যাহার শয্যা মনোহর আস্তরণে সমাচ্ছন্ন থাকিত, আজি সেই সুখলালিত অভিমন্যু বাণবিদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছে ! যে মহাভুজ বীর পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণের সহবাসে কালযাপন করিত, আজি সেই যুদ্ধে নিপতিত হইয়া কি প্রকারে শিবাগণের সহবাসী হইয়া আছে ! সূত, মাগধ ও বন্দিগণ হৃষ্ট হইয়া যাহাকে স্তব করিত, আজি রাক্ষসগণ তাহার নিকট ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছে। হা বৎস ! পাণ্ডব বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকিতে কে তোমাকে অনাথের ন্যায় সংহার করিল ! হে পুত্র ! তোমাকে দর্শন করিয়া এই মন্দভাগিনীর নয়নযুগল পরিতৃপ্ত হয় নাই ; অতএব আজি আমি তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অবশ্যই শমনভবনে গমন করিব। বিশাললোচনশালী মনোজ্ঞ, কেশকলাপসম্পন্ন চারু বাক্যযুক্ত সুগন্ধ ও ব্রণশূন্য তোমার সেই মুখমণ্ডল আবার কবে আমার নয়নগোচর হইবে। ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের বলে ধিক্, বৃষ্ণিবীরগণের বীরত্বে ধিক্, পাঞ্চালগণের সামর্থ্যে ধিক্ এবং কৈকেয়, চেদী, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে ধিক্, তুমি সংগ্রামে গমন করিলে ইহারা তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। আমার শোকব্যাকুল লোচন অভিমন্যুর অদর্শনে সমুদায় পৃথিবী শূন্যের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হে বীর ! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয় ; গাণ্ডীবধন্বার পুত্র ও স্বয়ং অতিরথ ; তুমি আজি সমরে নিপতিত হইয়াছ ; ইহা আমি কি প্রকারে অবলোকন করিব। হে বীর ! তুমি স্বপ্নলব্ধধনের ন্যায় দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলে। হায় ! এখন জানিলাম মনুষ্যদিগের সমুদায় দ্রব্যই জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য। হা বৎস ! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা মনোবেদনায় নিতান্ত কাতরা হইয়াছে, আমি কি প্রকারে ইহাকে সান্ত্বনা করিব। বৎস ! আমি তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎসুক, কিন্তু তুমি আমাকে ফলকালে পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে। যখন তুমি কেশবসহায় হইয়াও সংগ্রামে অনাথের ন্যায় নিহত হইয়াছ, তখন কৃতান্তের গতি প্রাজ্ঞগণেরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই। হে বৎস ! যাগশীল, দানশীল, ব্রাহ্মণ, কৃতাত্মা ব্রহ্মচারী, পুণ্য তীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদান্য, গুরুশুশ্রূষানিরত ও সহস্র দক্ষিণাপ্রদ ব্যক্তির যে গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। অপরাঙ্মুখ বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অরাতিগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিহত হইলে যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। যাঁহারা সহস্র গোদান, যজ্ঞার্থে দান, উপকরণসম্পন্ন অভিমত গৃহ দান, শরণ্য ব্রাহ্মণগণকে রত্ন দান এবং দণ্ডার্হকে দণ্ড প্রদান করেন, তাঁহাদিগের যে পবিত্র গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। সংশিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ এক মাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার, চারি বর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সংরক্ষণ দ্বারা যে সনাতনী গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সতত সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত ব্রতানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা মাতাপিতার সেবায় নিরত থাকেন, এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, মনীষিগণ পরদার পরাঙ্মুখ হইয়া ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যাগমন করেন, যাঁহারা মৎসরশূন্য হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, যাঁহারা অন্যের মর্ম্মপীড়া প্রদানে বিরত থাকেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল হন এবং যাঁহারা মধু, মাংস, মদ্য, দম্ভ, মিথ্যা ও পরপীড়ন পরিত্যাগ করেন, তুমি তাঁহাদিগের গতি লাভ কর। হ্রীমান, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমারও সেই গতি হউক।

সুভদ্রা দীনা ও শোকাকুলা হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে দ্রুপদনন্দিনী উত্তরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে সাতিশয় রোদন ও বিলাপ করত উন্মত্তার ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অচেতনপ্রায়, রোদনশীলা, মর্ম্মবিদ্ধা, কম্পিতকলেবরা ভগিনীর গাত্রে জলসেচন ও তাঁহাকে সমুচিত হিতবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, সুভদ্রে ! পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না ; পাঞ্চালি ! উত্তরাকে আশ্বাস প্রদান কর ; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ক্ষত্রিয়গণের উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছে। হে বরাননে ! আমার এই মানস যে, যশস্বী অভিমন্যু যে গতি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগের কুলজাত পুরুষগণ সকলেই সেই গতি প্রাপ্ত হউন। তোমার মহারথ পুত্র একাকী যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, আমরা ও আমাদের সুহৃদ্গণ সকলে একত্র হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি।

মহাবাহু বাসুদেব ভগিনী, দ্রৌপদী ও উত্তরাকে এইরূপ আশ্বাসিত করিয়া পার্থের নিকট গমন পূর্ব্বক ভূপালগণ, বন্ধুগণ ও অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারাও স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়

তখন বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অপ্রতিম ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া উদক স্পর্শ পূর্ব্বক সুলক্ষণসম্পন্ন স্থণ্ডিলে বৈদূর্য্যসদৃশ কুশসমূহে প্রস্তুত মঙ্গল শয্যা বিস্তৃত করিয়া সমুচিত বিধানানুসারে মঙ্গল মাল্য, লাজ ও গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উত্তম উত্তম আয়ুধে পরিবৃত করিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ বিনীতভাবে রাত্রি কর্ত্তব্য ও ত্রৈযম্বক বলি সম্পাদন করিল। তখন ধনঞ্জয় উদকস্পর্শ করিয়া প্রীত চিত্তে গন্ধ মাল্য দ্বারা বাসুদেবকে অলঙ্কৃত করিয়া রাত্রির সমুচিত উপহার প্রদান করিলেন। বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন ! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি শয়ন কর, আমি চলিলাম।

অর্জ্জুনের প্রিয়কর ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দ্বারদেশে গৃহীতাস্ত্র রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া দারুক সমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং ভূরি ভূরি কর্ত্তব্য চিন্তা করত শুভ্র শয্যায় শয়ন

করিয়া পার্থের হিতের নিমিত্ত যোগাবলম্বন পূর্ব্বক তেজোদ্যুতি বিবর্জ্জিত শোক দুঃখাগার উপায় বিধান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের শিবিরে কেহই নিদ্রিত হন নাই, সকলেই জাগরিত থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা গাণ্ডীবধন্বা পুত্রশোকে সন্তাপিত হইয়া সহসা সিন্ধুরাজকে বধ করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহা কি প্রকারে সফল করিবেন। তিনি অতি দুষ্কর বিষয়ে অধ্যবসায় করিয়াছেন। রাজা জয়দ্রথ সামান্য বীর নয়। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন তাঁহাকে অসংখ্য সৈন্য ও মহাবল-পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুন পুত্রশোকাধিকাতর হইয়া যে দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সিন্ধুরাজ ও অন্যান্য শত্রুগণকে সংহারপূর্ব্বক তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরাগমন করুন। তিনি যদি কালি জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবেন; কদাচ আপনার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে পারিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়ের নিমিত্ত অর্জ্জুনের উপর নির্ভর করিয়া আছেন; যদি ধনঞ্জয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে। যদি আমরা কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকলের ফলে সব্যসাচী অরাতিগণকে পরাজয় করুন। পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এইরূপ জয়বিষয়ক কথোপকথনে অতি কষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

এদিকে মহাত্মা বাসুদেব সেই রজনীমধ্যেই জাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দারুককে কহিলেন, দারুক! অর্জ্জুন পুত্র-বিয়োগে কাতর হইয়া, কালি জয়দ্রথকে সংহার করিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দুর্য্যোধন পার্থের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে যাহাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, মন্ত্রিগণের সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে। দুর্য্যোধনের সেই অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা সপুত্র দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথের রক্ষায় নিযুক্ত হইবেন। দ্রোণাচার্য্য যাহাকে রক্ষা করেন, দৈত্য ও দানবগণের দর্পহারী অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্রও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নন; কিন্তু ধনঞ্জয় যাহাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারেন, আমি অবশ্যই কালি তাহার উপায় করিব। কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি বান্ধবগণ, অর্জ্জুন অপেক্ষা কেহই আমার প্রিয়তর নয়। আমি মুহূর্ত্ত মাত্রও অর্জ্জুনশূন্য পৃথিবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইব না; ফলতঃ ধনঞ্জয় অবশ্যই কালি সংগ্রামে জয় লাভ করিবেন। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের হিতার্থে অসংখ্য নাগাশ্ব সমবেত বীরগণকে, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত পরাজয় ও সংহার করিব। ত্রিলোকের লোক কালি মহাযুদ্ধে আমার বলবিক্রম নিরীক্ষণ করুক। কালি সহস্র সহস্র ভূপাল শত শত রাজপুত্র এবং অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিবে। আমি তোমার সমক্ষে পাণ্ডবগণের হিতার্থে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত কৌরব সৈন্যকে চক্র দ্বারা প্রমথিত ও নিপাতিত করিব। কালি দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ প্রভৃতি সকলেই অবগত হইবেন যে, আমি সব্যসাচীর কিরূপ সুহৃৎ। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ্টা এবং যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের বশীভূত হয়, সে আমারও বশীভূত। ফলতঃ তুমি অর্জ্জুনকে আমার শরীরার্দ্ধ বলিয়া স্থির করিয়া রাখ।

হে দারুক! এই রাত্রি প্রভাত হইলে তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আমার উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত করিয়া আমার সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে হইবে। তুমি রথমধ্যে দিব্য কৌমোদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধনু, শর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে উপকরণ সংস্থাপিত এবং রথোপস্থে রথশোভী, বীর্য্যশালী গরুড়ের ধ্বজস্থান পরিকল্পিত করিয়া সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রভা-সম্পন্ন বিশ্বকর্ম্ম-বিরচিত দিব্য কাঞ্চনজালে বিভূষিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারি অশ্ব রথে সংযোজন পূর্ব্বক স্বয়ং কবচধারী হইয়া অবস্থান করিও। ঋষভ রাগ পরিপূরিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভৈরব-রব শ্রবণ মাত্র সত্বরে আমার নিকট আগমন করিবে। আমি এক দিনেই পিতৃস্বস্রেয়ের ক্রোধ ও দুঃখ সমুদায় দূরীকৃত করিব। ধনঞ্জয় যাহাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন, আমি সর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব। হে সারথে! আমি কহিতেছি, ধনঞ্জয় যে যে ব্যক্তিকে সংহার করিতে যত্ন করিবেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে।

দারুক কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি যাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব। আজি অর্জ্জুনের জয়লাভের নিমিত্তই বিভাবরী সুপ্রভাত হইল।

অশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয়, কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অচিন্ত্যবিক্রম ধনঞ্জয় আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের চিন্তা ও ব্যাসদত্ত মন্ত্র স্মরণ করত নিদ্রাগত হইলে মহাতেজা বাসুদেব স্বপ্নে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন।
ধনঞ্জয় কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম বশতঃ কোন কালে কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না; সুতরাং এক্ষণেও প্রত্যুত্থান করিয়া বাসুদেবকে আসন প্রদান করিলেন; কিন্তু স্বয়ং তৎকালে উপবেশনের অভিলাষ করিলেন না।

মহাতেজা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, এক্ষণে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পার্থ! কাল অতি দুর্জ্জয়, কাল সকল ভূতকেই অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে নিয়োজিত করে, অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? হে পণ্ডিতবর! তোমার শোক করা উচিত নয়, শোকে কার্য্য নাশ হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। শোক চেষ্টাহীন ব্যক্তির শত্রু। শোককারী ব্যক্তি শত্রুগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ করে এবং স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অপরাজিত অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার পুত্রহন্তা দুরাত্মা জয়দ্রথকে কালি সংহার করিব; কিন্তু মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই সেই প্রতিজ্ঞা বিঘাতার্থ সিন্ধুরাজকে পৃষ্ঠভাগে সংস্থাপিত করিয়া রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি দুর্জ্জয় সৈন্য ও মহারথগণে পরিবৃত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার অতি দুঃসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ এক্ষণে দক্ষিণায়ন, দিবাকর অতি শীঘ্র অস্তে গমন করেন, অতএব বোধ হয় আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে? এক্ষণে আমার দুঃখ-প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

বাসুদেব ধনঞ্জয়ের শোকহেতু শ্রবণ করিয়া তাঁহার যত্নে নিমিত্ত জয়দ্রথের বধ সাধনার্থ জলস্পর্শ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! দেবাদিদেব মহাদেব যাহা দ্বারা সমুদায় দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যদি সেই সনাতন পাশুপাত অস্ত্র তোমার স্মৃতিপথারূঢ় থাকে, তাহা হইলে কালি নিশ্চয় তাহা দ্বারা জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে। আর যদি উহা বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে মনে মনে সাবধানে মহাদেবের স্মরণ ও ধ্যান কর। তুমি তাঁহার ভক্ত, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদে সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে।

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর জলস্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভূমিতলে উপবেশনপূর্ব্বক মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভ লক্ষণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সন্নিহিত হইলে ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, আপনি কেশবের সহিত গগনমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় কেশব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলে তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণ-সেবিত, হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে ও মণিমান্ পর্ব্বতে বায়ুবেগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তর দিকে শ্বেত পর্ব্বত, কুবেরের বিহার প্রদেশস্থিত প্রফুল্ল সরসিজসম্পন্ন সরোবর এবং পুষ্পফলসঙ্কীর্ণ দ্রুমরাজি-বিরাজিত, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ মৃগগণে পরিপূর্ণ, পবিত্র আশ্রম-সম্পন্ন, মনোহর বিহঙ্গমগণে উপশোভিত, স্ফাটিক সদৃশ অগাধ জলপূর্ণ নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিন্নর গীত ধ্বনিত হেম রৌপ্যময় শৃঙ্গে সুশোভিত কুসুমিত মন্দার বৃক্ষে সুবাসিত নানাবিধ ওষধিতে সন্দীপিত মন্দর পর্ব্বতের প্রদেশ প্রভৃতি অদ্ভুতদর্শন পদার্থ সকল অবলোকন করত অচিরাৎ অঞ্জনরাশিসন্নিভ কাল পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মতুঙ্গ, বহুসংখ্যক নদী, জনপদ, সুশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ,

পর্বতিবন, পবিত্র অর্থাণর স্থান, আবর্তগণের স্থান, বৃষদংশ পর্বত, অপ্সরা ও কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মন্দরপর্বত শৈল এবং মনোহর প্রস্রবণ, সুবর্ণ ও রজতময় শৃঙ্গে শোভিত চন্দ্রকিরণের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পৃথিবী ও বহুরত্নের আকর অদ্ভুতাকার সমুদ্র সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এইরূপে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্য্যটন করত বিস্মিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পর্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি সেই পর্বতের শিখরদেশে গমনপূর্বক দেখিলেন, মহাত্মা বৃষভধ্বজ তথায় তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এরূপ তেজ যে, বোধ হয় সহস্র সূর্য্য একত্র দেদীপ্যমান হইতেছে। তাঁহার হস্তে শূল, মস্তকে জটা, পরিধান বল্কল ও অজিন এবং শরীর শ্বেতবর্ণ ও সহস্রলোচনে সুশোভিত তাঁহার সঙ্গে পার্বতী ও ভাস্বর ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গীত, কখন বাদ্য, কখন শব্দ, কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন হস্ত পদাদির আস্ফালন, কখন আস্ফোটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার গাত্র পবিত্র গন্ধে সুবাসিত হইয়াছে এবং দিব্য ঋষি ও ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।

ধর্মাত্মা বাসুদেব সেই শরাসনধারী ভূতনাথ ভবানীপতিকে অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পার্থের সহিত ক্ষিতিতলে মস্তকাবনমন করিলেন। যে মহাত্মা সকল লোকের আদি, অজন্মা, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ুস্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পরপ্রকৃতি, দেব দানব যক্ষ ও মানবগণের সাধয়িতা, যোগের আধার, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আশ্রয়, চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিহর্ত্তা এবং ধীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয় স্থান; সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম পদলাভার্থী জ্ঞানিগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, এবং সংহারকালে যাঁহার কোপের উদয় হয়, বাসুদেব মন, বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহাকে সকল ভূতের আদি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কারণ জানিয়া ভূয়োভূয়ঃ অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে সেই কারণস্বরূপ, আত্মস্বরূপ, মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমাগত দেখিয়া প্রসন্নমনে সহাস্য বদনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে নরোত্তম বীরদ্বয়! তোমরা গাত্রোত্থান কর। তোমাদের ক্লেশ দূর হউক। তোমাদের মনের অভিলাষ শীঘ্র ব্যক্ত কর, যে কার্য্যের অনুরোধে আগমন করিয়াছ, আমি তাহা সম্পাদন করিব। তোমরা আপনাদের কল্যাণ প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিতেছি।

মহামতি বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহাত্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্থান ও অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক দিব্য বাক্যে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন;—হে দেব! তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দ্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্ত, ঈশান ও মখঘ্ন, তুমি অন্ধকঘাতী, কার্ত্তিকেয়ের পিতা, নীলগ্রীব ও বেধা, তুমি পিনাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভু, বিলোহিত, ধূম্র, ব্যাধ ও অপরাজিত; তুমি নিত্য নীল শিখণ্ডী, শূলপাণি, দিব্যচক্ষু, হর্ত্তা, পাতা, ত্রিনেত্র ও বসুরেতা; তুমি অচিন্ত্য, অম্বিকানাথ, সর্বদেবস্তুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটিল ও ব্রহ্মচারী; তুমি সলিলমধ্যস্থ তপস্বী, ব্রহ্মণ্য, অজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বব্যাপী, তুমি ভূতগণের সেবনীয়, প্রভু ও যোমুখ, তুমি সর্ব্ব, শঙ্কর ও শিব, তুমি বাক্যের পতি, প্রজাপতি, বিশ্বপতি ও মহতের পতি; তুমি সহস্রশিরা, সহস্রভুজ, সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ ও অসংখ্যেয় কর্ম্মা, তুমি সংহর্ত্তা হিরণ্যকবচ, ভক্তানুকম্পী তোমাকে নমস্কার! হে প্রভো! আমাদিগের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

হে মহারাজ! বাসুদেব ও অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত এই রূপ স্তব করিয়া প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন মনে উৎফুল্ল নয়নে সমস্ত তেজোনিধান বৃষধ্বজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক তাঁহার নিকটে বাসুদেব নিবেদিত সকল নিশার নিত্য উপহার অবলোকন করিলেন এবং মনে মনে মহাদেব ও বাসুদেবকে পূজা করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন, হে দেব! আমি দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত করিতে অভিলাষ করি।

মহাদেব ধনঞ্জয়ের অভিলাষ অবগত হইয়া সস্মিতবদনে তাঁহাকে ও বাসুদেবকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে পুরুষোত্তমদ্বয়! আমি তোমাদিগের মনের অভিলাষ অবগত হইয়াছি; তোমরা যে কামনায় আগমন করিয়াছ, আমি অবিলম্বে তাহা প্রদান করিতেছি। এই স্থানের অতি সন্নিকটে এক অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে, সেই সরসীতে দিব্য ধনু ও শর নিহিত রহিয়াছে। ঐ শর ও শরাসন দ্বারা আমি সংগ্রামে সুরারিগণকে সংহার করিয়াছিলাম। তোমরা সেই ধনুর্ব্বাণ আনয়ন কর।

তখন নর ও নারায়ণ তথাস্তু বলিয়া মহাদেবের পারিষদগণ সমভিব্যাহারে শত শত বিস্ময়কর দিব্য পদার্থ সমাকুল, পরম পবিত্র, সর্ব্বার্থ সাধক সূর্য্যমণ্ডলসন্নিভ সেই বৃষভধ্বজ নির্দ্দিষ্ট সরোবরে গমন করিলেন। তথায় সলিলের অভ্যন্তরে দুইটী ভুজঙ্গ তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল, একটী নিতান্ত ভীষণ এবং দ্বিতীয়টী সহস্রশীর্ষ ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। উহার সহস্র মুখ হইতে বিপুল অনল শিখা বিনির্গত হইতেছে। তখন বেদজ্ঞ ধনঞ্জয় ও বাসুদেব জলস্পর্শপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পরম সমাদর সহকারে মহাদেবকে স্মরণ ও অসংখ্য প্রণাম এবং শত রুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিয়া সেই নাগদ্বয়কে নমস্কার করত আরাধনা করিতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাভুজঙ্গ দ্বয় ভগবান্ রুদ্রের মাহাত্ম্য বলে রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুঘাতন শর ও শরাসনের রূপ ধারণ করিল। মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই প্রতাপসম্পন্ন ধনু ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আনয়ন ও মহাদেবকে প্রদান করিলেন। তখন পিঙ্গলাক্ষ সুনীলবর্ণ, তপস্যার আধার এক মহাবল পরাক্রান্ত ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্শ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া সেই ধনু গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা প্রসার ও বাম পদ সঙ্কোচ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শর সমেত সেই শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম ধনঞ্জয় তাঁহার মৌর্ব্বী আকর্ষণ, মুষ্টিধারণ ও পাদ সংস্থান অবলোকন এবং ভবমুখ নিঃসৃত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন বলবান্ প্রভাবশালী ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই সেই শর ও শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। স্মৃতিমান অর্জ্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পূর্ব্বে অরণ্যানী মধ্যে মহেশ্বরের নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বর এবং উঁহার সন্দর্শন সফল হউক। মহাদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রীতমনে তাঁহাকে ভীষণ পাশুপত অস্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হও বলিয়া বর প্রদান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় পুনরায় ঈশ্বর হইতে দিব্য পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে হৃষ্টচিত্তে মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জম্ভাসুরবধার্থী ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেমন মহাসুর নিপাতার্থ মহেশ্বরের অনুমতি অনুসারে প্রীত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহার অনুমতি লইয়া পরমানন্দে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কৃষ্ণ ও দারুকের পরস্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন; পাণিস্বনিক, মাগধ, মাধুপর্কিক, বৈতালিক, ও সূতগণ স্তব পাঠ, নর্ত্তকগণ নৃত্য, সুস্বর গায়কগণ কুরুবংশের স্তুতিযুক্ত মধুর সংগীত এবং সুনিপুণ সুশিক্ষিত হৃষ্ট স্বভাব বাদ্যকরগণ মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে লাগিল, মহামূল্য শয্যায় শয়ান মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই মেঘনির্ঘোষ সদৃশ গম্ভীর শব্দে মহাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্নানগৃহে গমন করিলেন। তখন স্নাত শ্বেতাম্বরধারী তরুণবয়স্ক অষ্টাধিক শত স্নাতক, পরিপূর্ণ কাঞ্চন কুম্ভ সমুদায় লইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির লঘুবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নৃপাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রপূত চন্দনজলে স্নান করিলেন। সুশিক্ষিত বলবান্ ভৃত্যগণ কষায় দ্রব্যে তাঁহার গাত্র মার্জ্জিত ও পরিশেষে অধিবাসিত অমৃত জলে ধৌত করিয়া দিল। তিনি জল শোষণের নিমিত্ত

মস্তকে রাজহংসসন্নিভ শুভ্র উষ্ণীষ বেষ্টন করিলেন। তৎপরে অঙ্গে পুষ্পোহর চন্দনানুলেপন, মাল্য ধারণ ও বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত সাধুগণের পদ্ধতি অনুসারে জপ সমাপন করিয়া বিনীতভাবে প্রদীপ্ত অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পবিত্র সমেত সমিধ ও মন্ত্রপূত আহুতি দ্বারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করিলেন। তথায় বেদজ্ঞ, বেদব্রত, স্নাত, দীক্ষান্ত, স্নাত, অনুচর সহস্র সমবেত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও আট সহস্র গৌরী-গর্ভজাত তনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া মধু, ঘৃত, ফল পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক এক এক ব্রাহ্মণকে এক এক কাঞ্চন নিষ্ক, অলঙ্কৃত এক শত অশ্ব, বস্ত্র, অভিলষিত দক্ষিণা ও দোহনশীল সবৎস হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর কপিলা ধেনুপ্রদান এবং প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বস্তিক, বর্দ্ধমান ও কাঞ্চনময় নন্দ্যাবর্ত্ত পুষ্প, মাল্য, জলকুম্ভ, প্রজ্বলিত হুতাশন, পরিপূর্ণ অক্ষত পাত্র, মাঙ্গল্য দ্রব্য, রোচনা, অলঙ্কৃত সুলক্ষণা কামিনীগণ, দধি, ঘৃত, মধু, জল ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রভৃতি পূজিত দ্রব্য সকল দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহ্য কক্ষায় আগমন করিলেন। তথায় তাঁহার পরিচারকগণ স্বর্ণময়, মুক্তা ও বৈদূর্য্য মণিমণ্ডিত, মনোহর আস্তরণে আস্তীর্ণ, উত্তরচ্ছদ সমেত, বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত, সর্ব্বতোভদ্র আসন আনয়ন করিলে তাঁহার শুভ্রবর্ণ মহামূল্য ভূষণ সমুদায় সমানীত হইল। তিনি মুক্তাভরণে সুসজ্জিত হইলে তাঁহার রূপ শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন হইয়া উঠিল। ভৃত্যগণ শশধরের ন্যায় পাণ্ডুর স্বর্ণ দণ্ডমণ্ডিত চামর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বীজন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি চপলাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে সূতগণ স্তব, বন্দিগণ বন্দনা ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বন্দিগণের ঘোরতর শব্দ, রথসমূহের নেমিশব্দ ও অশ্বগণের খুর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং গজঘণ্টানিনাদ, শঙ্খনিস্বন ও মানবগণের পদশব্দে পৃথিবী যেন কম্পিতা হইতে লাগিল।

ক্ষণকালের মধ্যে সমুদায় শব্দ তিরোহিত হইলে কুণ্ডলধারী বদ্ধখড়্গ সন্নদ্ধকবচ তরুণবয়স্ক দ্বারবান্ অভ্যন্তরে আগমন পূর্ব্বক জানু দ্বারা ভূতলে অবস্থান ও মস্তক দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া হৃষীকেশের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম পূজিত মাধবের নিমিত্ত আসন ও অর্ঘ্য আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবেশিত ও বরাসনে উপবেশিত করিয়া আগত প্রশ্ন ও বিধিবৎ পূজা করিতে লাগিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে প্রত্যভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকলও প্রসন্ন হইয়াছে? মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহাকে সেইরূপ প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর দৌবারিক যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক করপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! বীরগণ সমুপস্থিত হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরগণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবেশিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়গণ, কুরুকুলসম্ভূত যুযুৎসু, পাঞ্চালনন্দন উত্তমৌজা, সুবাহু, যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নির্ম্মল আসনে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা মহাদ্যুতি মহাবল বীর্য্যশালী কৃষ্ণ ও সাত্যকি একাসনে সমাসীন হইলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই সকল ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে কমললোচন কৃষ্ণকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে জয় ও সনাতন সুখ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগের রাজ্য নাশ, শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান ও বহুবিধ ক্লেশ, সকলই অবগত আছ। হে সর্ব্বেশ! হে ভক্তবৎসল! হে মধুসূদন! আমাদের সকলেরই সুখ ও যুদ্ধে জয় তোমাতেই নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমার মন যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং তোমার প্রসাদে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা যেন সফল হয়। হে বার্ষ্ণেয়! আজি তুমি তরণীস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুঃখ ও ক্রোধরূপ মহার্ণব হইতে উদ্ধার কর। সারথি যত্ন করিলে যুদ্ধে যেরূপ কার্য্য করিতে পারে, রিপুবধোদ্যত রথী কদাচ সেরূপ করিতে পারেন না। অতএব হে শঙ্খচক্র-গদাধর! এই অগাধ দুঃখসাগরে নিমগ্ন তরণীহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। তুমি আপৎকালে বৃষ্ণিগণকে যেরূপ পরিত্রাণ করিয়া থাক, সেইরূপ আমাদিগকেও এক্ষণে পরিত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! হে সনাতন! হে ক্ষেমঙ্কর! হে বিষ্ণো! হে জিষ্ণো! হে হর! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। নারদ তোমাকে পুরাতন ঋষি, বরদ, শার্ঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার বাক্য সার্থক কর।

ধর্ম্মরাজ সভামধ্যে এই কথা কহিলে বাগ্মী বাসুদেব মেঘগম্ভীর শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যে প্রকার ধনুর্দ্ধর, বীর্য্যবান্, অস্ত্রসম্পন্ন, রণবিখ্যাত, অমর্ষী, তেজস্বী অমর লোকেও কেহ সেরূপ নাই। সেই তরুণবয়স্ক বৃষস্কন্ধ দীর্ঘবাহু সিংহগতি মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার শত্রুগণকে সংহার করিবেন। আমিও অর্জ্জুনের ন্যায় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজি মহাবল অর্জ্জুন সেই পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রস্বভাব সৌভদ্রঘাতী জয়দ্রথকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ধরাতল হইতে অপসারিত করিবেন। গৃধ্র, শ্যেন ও প্রচণ্ড গোমায়ু প্রভৃতি নরমাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। অধিক কি বলিব, যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি সঙ্কুল যুদ্ধে তাহাকে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক যমরাজের রাজধানী গমন করিতে হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! আজি ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন। আপনি বিশোক, বিজ্বর ও ঐশ্বর্য্যশালী হউন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তাঁহাদের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক সস্মিত বদনে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার যেরূপ কান্তি এবং জনার্দ্দন আমাদের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধে তোমারই জয় লাভ হইবে। তখন ধনঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক, আমি কেশবের প্রসাদে অতি আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সুহৃদ্গণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত স্বপ্নে শিব সমাগমের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা উহা শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মস্তক দ্বারা ধরাতল স্পর্শপূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া অর্জ্জুনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ সমুদায় সুহৃদ্গণকে সংগ্রামে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে ত্বরমাণ, সুসংবদ্ধ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, বাসুদেব ও ধনঞ্জয় রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুরাধর্ষ সাত্যকি ও বাসুদেব এক রথে আরোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুন নিবেশনে উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেব সারথির ন্যায় ধনঞ্জয়ের বানরধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘগম্ভীর নির্ঘোষ তপ্তকাঞ্চন প্রভাসম্পন্ন সেই উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত হইয়া তরুণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর ধনঞ্জয়ের আহ্নিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কিরীট, হেমবর্ম্ম, শরাসন ও শর ধারণ পূর্ব্বক রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তপঃপরায়ণ, বিদ্যাসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ, ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্রিয়গণ জয়বাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনেক পরে দিবাকর যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ…

অজিত রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় সেই তৈজস ও সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যেমন অশ্বিনীকুমারযুগল শর্য্যাতির যজ্ঞে আগমনকালে ইন্দ্রের সহিত রথারোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুযুধান ও জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত রথারূঢ় হইলেন। বৃত্রাসুর বধার্থ গমনকালে মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সারথিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ ধনঞ্জয়ের অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। শশধর যেমন তিমির নাশের নিমিত্ত বুধ ও শুক্রের সহিত গমন করেন, ইন্দ্র যেমন তারা নিমিত্তক যুদ্ধে বরুণ ও সূর্য্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন; সেইরূপ ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে বধ করিবার নিমিত্ত সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বাদকগণ বাদিত্রশব্দ এবং সূত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। জয়াশীর্ব্বাদ, পুণ্যাহধ্বনি এবং সূত ও মাগধগণের স্তুতিনিনাদ বাদ্যধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল, ঐ সময় পুণ্যগন্ধবাহী শুভ সমীরণ পাণ্ডবগণকে হর্ষিত ও তাঁহাদের অরাতিগণকে শোষিত করিয়া অর্জ্জুনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং জয়সূচক বিবিধ শুভ নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল।

ধনঞ্জয় জয় লাভের লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে কহিলেন, হে যুযুধান! আজি যেরূপ নিমিত্ত সকল অবলোকন করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার জয় লাভ হইবে। অতএব জয়দ্রথ আমার বীর্য্যপ্রভাবে যমলোক গমন করিবার নিমিত্ত যেস্থানে অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। কিন্তু জয়দ্রথকে বধ করা যেমন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাও সেইরূপ নিতান্ত আবশ্যক, অতএব আজি রাজার রক্ষার্থে তোমায় নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহাকে যে প্রকার রক্ষা করিয়া থাকি, তুমিও সেই প্রকার রক্ষা করিবে সন্দেহ নাই। তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে, এমন লোক নয়নগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান; ইন্দ্রও তোমাকে জয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি বা মহারথ প্রদ্যুম্ন মহারাজকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথকে বধ করিতে পারি। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। যেস্থানে আমি বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করি, সেখানে কখনই বিপদ্ হয় না। অতএব তুমি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া সাধ্যানুসারে রাজাকে রক্ষা করিও; অরাতিনিপাতন সাত্যকি অর্জ্জুনের বাক্যে স্বীকার করিয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

প্রতিজ্ঞা পর্ব্ব সমাপ্ত।

জয়দ্রথবধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ অভিমন্যুশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পরদিন কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কৌরবগণ অরাতিনিপাতন সব্যসাচীর অসাধারণ কার্য্য সকল অবগত থাকিয়াও কিরূপে তাদৃশ অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন? পুত্রশোকসন্তপ্ত কালান্তক যমোপম কপিধ্বজ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসন বিধূনন করত সংগ্রামস্থলে আগমন করিলে অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ কি প্রকার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়াই বা কি করিলেন? আর সংগ্রামস্থলে দুর্য্যোধনেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে? হে সঞ্জয়! এই সমুদায় বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

আজি আর আনন্দধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সকল মনোহর শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আজি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে সূত ও মাগধগণের স্তুতিপাঠ এবং নর্ত্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণবিবরে প্রকাশ করিতেছে না। কৌরবগণের যে বীরনাদে আমার কর্ণকুহর নিরন্তর নিনাদিত হইত, আজি তাহারা দীনভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্ব্বে সত্যধৃতি সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম, কিন্তু আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। হে সঞ্জয়! এই সমুদায়ই আমার পরিবেদনের কারণ, হায়! আমি কি পুণ্যহীন! আজি পুত্রগণের নির্ঘোষ, নিরুৎসাহ ও আর্ত্তস্বরে নাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি। বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাহার উপাসনা করেন, যে মহাধনুর্দ্ধর আমার পুত্রগণের প্রধান অবলম্বন, যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ ও বিবিধ মনোহর গীত বাদ্য দ্বারা দিবারাত্রি যাপন করিতেন এবং কৌরব, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ সতত যাঁহার উপাসনা করিত, আজি সেই অশ্বত্থামার গৃহে পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্ত্তক মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামাকে নিরন্তর উপাসনা করিত, আজি তাহাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবিরে সায়ংসময়ে যে মহাধ্বনি হইত এবং কৈকয়গণের শিবিরে আনন্দিত স্বভাব সৈন্যগণ নৃত্যকালে যে মহান্ তাল ও গীতধ্বনি করিত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল যাজক যজ্ঞ করিতে করিতে শ্রুতনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা করিতেন, আজি তাঁহাদিগের শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের গৃহে অবিরত মৌর্ব্বীধ্বনি, বেদধ্বনি এবং তোমর, অসি, রথ ধ্বনিত হইত, আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। নানা দেশীয় গীত ও বাদিত্রধ্বনিও আজি অন্তর্হিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! মহাত্মা জনার্দ্দন যে সময়ে সকল লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ সন্ধিস্থাপনের অভিলাষে বিরাটনগর হইতে আগমন করিলেন, আমি তখন মূর্খ দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, দুর্য্যোধন! এই সময় কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। আমার মতে সন্ধি সংস্থাপন সময়োচিতই হইতেছে, অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না। মহাত্মা বাসুদেব তোমার হিতার্থেই সন্ধিপ্রার্থনা করিতেছেন; যদি তুমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে সংগ্রামে কদাচ তোমার জয়লাভ হইবে না। হে সঞ্জয়! আমি এইরূপে বারংবার দুর্য্যোধনকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু ঐ কুলাঙ্গার দুষ্পরিণাক বশত আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ণ ও দুঃশাসনের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কেশবকে প্রত্যাখ্যান করিল। আর দেখ দ্যূত ক্রীড়ায় আমার বা মহাত্মা বিদুর, জয়দ্রথ, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ ও দ্রোণের, আমাদের কাহারও সম্মতি ছিল না। আমার পুত্র যদি তৎকালে আমাদের মতের অনুবর্ত্তন করিত, তাহা হইলে চিরজীবী হইয়া জ্ঞাতি ও মিত্রের সহিত নিরাপদে পরম সুখে কালযাপন করিত।

আমি তাহাকে আরও কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ স্নিগ্ধ স্বভাব, মধুরভাষী, প্রিয়ংবদ, কুলীন, শান্ত ও প্রাজ্ঞ, তাহারা অবশ্যই সুখ লাভ করিবে। ধর্ম্মের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি ইহ লোকে সকল সময়ে সর্ব্বত্র সুখসম্ভোগ এবং পরকালে কল্যাণ ও প্রসন্নতা লাভ করেন। সামর্থ্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণ পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ ভোগ করিবার উপযুক্ত। এই কুরুকুলোপযুক্ত সমুদ্রবেষ্টিত ভূমণ্ডলে তোমাদের ন্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহারা রাজ্য লাভানন্তর ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ তোমাদিগকে অভিভব করিবে না; ধর্ম্মের অনুগত হইয়াই অবস্থান করিবে। আমার জ্ঞাতিগণ, শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লিক, কৃপ ও অন্যান্য মহাত্মা ভরতবংশীয়গণ তোমার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে সকল হিতকর কথা কহিবেন, তাহারা অবশ্যই তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে আচরণ করিবে। কেহই পাণ্ডবগণকে তোমার বিপক্ষতাচরণে অনুরোধ করিবে না। যদিও করে তাহাও কোন কার্য্যকারক হইবে না, কারণ কৃষ্ণ কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। পাণ্ডবগণ তাঁহার অনুগত, আর আমি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণকে যথার্থসঙ্গত বাক্য কহিলে তাহারা অন্যথা করিতে পারিবে না।

হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ সহকারে অনেকবার দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূঢ় কালপ্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না।

অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমাদের আর নিস্তার নাই। দেখ, যে সংগ্রামে মহাবীর বৃকোদর, অর্জ্জুন, বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালাধিপতি উত্তমৌজা, দুর্জ্জয় যুধামন্যু, দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, সোমক-শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রবর্ম্মা, কেকয়দেশীয় ভূপতিগণ, চৈদ্য, চেকিতান, কাশ্যের পুত্র বিভু, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ এবং পুরুষপ্রধান নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং মহাত্মা মধুসূদন মন্ত্রী, কোন্ জীবিতার্থী ব্যক্তি সে সমরে সম্মুখীন হইতে সাহস করিতে পারে। ফলতঃ দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন আমাদের পক্ষীয় আর কোন বীরই সংগ্রামে অরাতিগণ নিক্ষিপ্ত নিশিত শরনিকর সহ্য করিতে সমর্থ নহে। হে সঞ্জয়! ভগবান্ মধুসূদন যাহাদের অশ্বরশ্মি ধারণ করেন, বর্ম্মধারী অর্জ্জুন যাহাদের যোদ্ধা, কখনই তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার মুখে ভীষ্মের ও দ্রোণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বোধ করিতেছি যে এক্ষণে আমার পুত্রগণ দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুরের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সফল হইতেছে দেখিয়া এবং নির্ব্বোধ দুর্য্যোধন আমার সেই বিলাপ স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতেছে। শৈলের ও অর্জ্জুনের শরে সৈন্যগণকে অভিভূত ও রথ সকল বীরশূন্য সন্দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আমার পুত্রেরা বিষাদার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। হিমাত্যয়ে সমীরণ-সহায় হুতাশন যেমন তৃণতৃণ সকল দগ্ধ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে।

হে সঞ্জয়! অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু রণে নিহত হইলে তোমাদিগের অন্তঃকরণে কিরূপ হইয়াছিল? মহাবীর গাণ্ডীবধন্বার অঙ্গীকার করিয়া তাহার ক্রোধবেগ সহ্য করে আমাদের পক্ষে এমন কেহই নাই। হায়! লোভপরতন্ত্র, দুর্ব্বুদ্ধি, ক্রোধবিকৃতাত্মা, রাজ্যলোলুপ দুর্য্যোধনের দুর্নীতি-নিবন্ধনই আমার সমুদায় পুত্রেরা এই বিপদে নিপতিত হইয়াছে। যাহাহউক, এক্ষণে অভিমন্যু বধানন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, সৌবল, ও কর্ণ ইহারা এই বিষম বিপত্তি সময়ে কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিল এবং দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে সুনীতি বা দুর্নীতির অনুবর্ত্তী হইল, তৎ সমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিল, মহারাজ! যুদ্ধ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, আমি তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, আপনি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করুন। আপনার দুর্নীতি-নিবন্ধনই এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! বিগত-সলিল-প্রদেশে সেতুবন্ধন যেমন কোন ফলোপধায়ক হয় না, আপনার অনুতাপও এক্ষণে সেইরূপ নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। কৃতান্তের অদ্ভুত নিয়ম অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি পূর্ব্বে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ও স্বীয় পুত্রগণকে দ্যূত হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ পাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি পূর্ব্বে কৌরবগণকে অবাধ্য দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সংহারে আদেশ করিতেন, অথবা যদি ঐ দুরাত্মাকে সৎপথে সংস্থাপন পূর্ব্বক পিতার উচিত কার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে কখনই আপনাকে এই দারুণ ব্যসনে নিমগ্ন হইতে হইত না এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, বৃষ্ণি ও অন্যান্য ভূপালগণও আপনার বুদ্ধিব্যভিচার জানিতে পারিতেন না। হে রাজন্! আপনি ইহলোকে বিজ্ঞতম বলিয়া প্রথিত আছেন, তবে কি নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতাবলম্বী হইলেন; অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি নিতান্ত রাজ্যলুব্ধ, এক্ষণে আপনার এই বিলাপ বাক্য বিষমিশ্রিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন পূর্ব্বে আপনাকে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও সমধিক সম্মান করিতেন, কিন্তু যে অবধি আপনাকে অধার্ম্মিক বলিয়া জানিয়াছেন, সেই অবধি আর তাদৃশ সম্মান করেন না। হে মহারাজ! আপনার কুলাঙ্গার পুত্রগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যারপর নাই কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও আপনি তৎকালে পুত্রগণের রাজ্যলাভলুব্ধ সে সমুদায় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। আপনি তৎকালে পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা করিয়া পিতৃপৈতামহোপভুক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত সমুদায় ভূমণ্ডল উপভোগ করুন। পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু কৌরবগণের স্বপরাক্রমলব্ধ রাজ্য ও যশ প্রত্যাহৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহা অপেক্ষা সমধিক যশোলাভ করিয়া রাজ্য করেন; কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ্য-লোভ বশতঃ তাঁহাদিগকে পৈত্রিক রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহাদের যশ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধকালে পুত্রদিগকে তিরস্কার ও তাহাদের দোষ কীর্ত্তন করা আপনার কর্ত্তব্য নয়। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ জীবননিরপেক্ষ হইয়া অপার পাণ্ডব সৈন্যসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও বৃকোদর যে সকল সৈন্যের রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কৌরবগণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে সাহসী হইতে পারে? অর্জ্জুন যাহাদিগের যোদ্ধা, জনার্দ্দন যাহাদিগের মন্ত্রী এবং সাত্যকি ও বৃকোদর যাহাদিগের রক্ষিতা; কৌরবগণ ও তাহাদের বশবর্ত্তী বীরগণ ব্যতীত আর কোন্ ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি সেই পাণ্ডবগণের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়? ফলতঃ ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহা করিতে পারে, কৌরব পক্ষীয় বীরগণ প্রাণপণে তাহাই করিতেছে, কোন অংশে ত্রুটি করিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত কুরুদিগের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সৈন্য সমুদায় লইয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষপূর্ণ সৈন্যগণের নানাপ্রকার কোলাহল শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে অনেকে শরাসন বিস্ফারণ এবং কেহ কেহ জ্যা পরিমার্জ্জন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধনঞ্জয় কোথায় বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ কোষ নিষ্কাশিত স্বর্ণনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট মুষ্টি-সম্পন্ন আকাশসদৃশ নিশিত অসি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র বীর সংগ্রাম করিবার মানসে অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচরণ পূর্ব্বক শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ চন্দনদিগ্ধ স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ঘণ্টা সংযুক্ত গদা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলমদে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ পরিঘ দ্বারা আকাশমার্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং অনেকে সংগ্রাম মানসে বিচিত্র মাল্যে বিভূষিত হইয়া নানা প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন কোথায়, মানী ভীমসেন কোথায়, কৃষ্ণ কোথায় এবং তাহাদের সুহৃদ্বর্গই বা কোথায়, বলিয়া মহা আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শঙ্খনিনাদ ও স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করত ব্যূহরচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরোৎসাহী দ্রোণ, সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে জয়দ্রথকে কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! তুমি সৌমদত্তি, মহারথ কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ অশ্ব, ষড়যুত রথ, চতুর্দ্দশসহস্র মত্ত হস্তী ও এক বিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি লইয়া আমার ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন না, অতএব তুমি আশ্বাসিত হও। সিন্ধু-রাজ জয়দ্রথ দ্রোণের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গান্ধার দেশীয় মহারথ ও বর্ম্মধারী পার্শ্বাপাশি অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্কৃত স্বর্ণবিভূষিত ত্রিসহস্র সিন্ধুদেশীয় অশ্ব ও সপ্ত সহস্র অন্যবিধ অশ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্র দুর্মর্ষণ সুনিপুণ আরোহী সমারূঢ় বর্ম্মধারী ভীষণাকার সার্দ্ধসহস্র মত্তমাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদায় সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যে রহিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য ভূপতি এবং বহুসংখ্য রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা এক ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের পূর্ব্বার্দ্ধ শকটাকার ও পশ্চার্দ্ধ চক্রাকার। উহার দৈর্ঘ্য চতু-

বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চার্দ্ধের বিস্তৃত দশ ক্রোশ। মহাবীর দ্রোণ ঐ ব্যূহের পশ্চার্দ্ধস্থিত পদ্মাকৃতি ব্যূহমধ্যে সূচী নামে দুর্ভেদ্য গূঢ় এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সূচীমুখে সমবস্থিত হইলেন, কৃতবর্ম্মার পশ্চাৎ কাম্বোজ ও জলসন্ধ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন ও কর্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শতসহস্র যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষ শকটের অগ্রভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ অসংখ্য সৈন্যের সহিত তাহাদের সকলের পশ্চাৎ সেই সূচীনামক গূঢ় ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য শ্বেতবর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ ধারণ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় শকটের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের রক্তাশ্বযুক্ত রথ এবং বেদী ও কৃষ্ণাজিনসম্পন্ন ধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই দ্রোণনির্ম্মিত সুবর্ণসদৃশ অদ্ভুত ব্যূহ অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সমুদায় প্রাণিগণের বোধ হইল যে, এই ব্যূহ, শৈল, সাগর ও অরণ্য সমাকুল বিবিধ জনপদ পূর্ণ এই পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য রথী, পদাতি, অশ্ব ও নাগে সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্কর, অরাতিগণের হৃদয়ভেদকারী অদ্ভুত শকট ব্যূহ অবলোকন করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্য সমুদায় যথাস্থানে সংস্থাপিত হইলে সংগ্রাম স্থলে ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সেনাগণের গভীর গর্জ্জন বাদিত্রের নিস্বন ও শঙ্খের ভীষণ শব্দে সমরক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল এবং ভরতবংশীয় বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরস্থল আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীষণ সময়ে সব্যসাচী অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে লক্ষিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমাদের সেনাগণের দক্ষিণপার্শ্বে অশিবদর্শন শিবা ও ঘোরদর্শন অন্যান্য পশুগণ ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়াবহ সময়ে সহস্র সহস্র নির্ঘাতধ্বনিও উত্থিত হইতে লাগিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিতা হইল, সনির্ঘাত রূক্ষ বায়ু মহাবেগে কর্কর সমুদায় সঞ্চালন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন নকুলপুত্র সুবিজ্ঞ শতানীক ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব সৈন্যের ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সহস্র রথ, শত হস্তী, ত্রিসহস্র অশ্ব ও দশসহস্র পদাতি দ্বারা সার্দ্ধ সহস্র ধনু পরিমিত ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্বসৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, হে বীরগণ! বেলা যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, সেইরূপ অদ্য আমি গাণ্ডীবধারী যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ প্রতাপশালী অর্জ্জুনকে নিবারণ করিব। আজ তোমরা সংগ্রামে অমর্ষশীল ধনঞ্জয়কে প্রস্তরে সংলগ্ন পতিত কুম্ভের ন্যায় অবলোকন করিবে। হে যুদ্ধাভিলাষী রথিগণ! তোমাদের কাহারও যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই; আমি একাকী পাণ্ডব পক্ষীয় সমুদায় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বীয় যশ ও মান বর্দ্ধন করিব। ধনুর্দ্ধারী মহারথ দুর্ম্মর্ষণ এই বলিয়া ধনুর্দ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র কবচ, সুবর্ণময় কিরীট, শুভ্র মাল্য, শুভ্র বসন, উত্তম অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, খড়্গধারী, উত্তম রথারূঢ় নারায়ণসহায় নিবাতকবচজিষ্ণু মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্ম্মর্ষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীব বিধূনন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে অনর্থ অন্তকের ন্যায়, বজ্রধারী বাসবের ন্যায়, কালপ্রেরিত দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, অক্ষোভ্য শূলপাণির ন্যায়, পাশধারী বরুণের ন্যায়, প্রজাসংজিহীর্ষু যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ও সমুদিত দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কৌরব সৈন্যের সম্মুখে রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদনও অশঙ্কিত চিত্তে শঙ্খপ্রধান পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের শঙ্খনিনাদে সেনাগণ রোমাঞ্চিতগাত্র, কম্পিত কলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইল। যেমন অশনিনিস্বনে সমুদায় প্রাণী শঙ্কিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সমস্ত সৈন্য ভীত হইয়া উঠিল। বাহন সকল মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই দারুণ শঙ্খনাদে সমুদায় বাহন ও সৈন্যগণ উদ্বিগ্ন হইল, কেহ কেহ ভয়ে সংজ্ঞাহীন এবং অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! তখন অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত কপি তত্রত্য অন্যান্য জন্তুগণের সহিত মুখব্যাদান পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে পুনরায় শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক প্রভৃতি নানা প্রকার হর্ষজনক বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। বাদিত্রনিস্বন, সিংহনাদ, আস্ফোট ও মহারথগণের চীৎকারে সংগ্রাম স্থল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজন্! ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন সেই ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধন তুমুল শব্দ শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! যে স্থানে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থলে শীঘ্র রথ লইয়া গমন কর। আমি এই গজসৈন্য ভেদ করিয়া অরিবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিব। তখন মহাবাহু কেশব অর্জ্জুনের আদেশানুসারে দুর্ম্মর্ষণের অভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য রথী, নর ও মাতঙ্গ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবীর পার্থ অরাতিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় রথিগণও সত্বরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া শর দ্বারা রথিগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। দংশিতাধর উদ্ভ্রান্তনয়ন কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষ সুশোভিত নরমস্তকে ধরাতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল, সমন্তাৎ বিকীর্ণ যোধগণের মস্তক সমুদায় পুণ্ডরীক বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম সকল রুধিরাক্ত হইয়া সৌদামিনীমণ্ডিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিপক্ক তাল ফল সকল ধরাতলে নিপতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সৈন্যগণের মস্তক সমুদায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে সেইরূপ শব্দ সমুত্থিত হইল। কবন্ধগণ কেহ কেহ শরাসন অবলম্বন ও কেহ কেহ খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রহারোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। বীর পুরুষের অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্ব স্ব শিরঃপতন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন না। তুরঙ্গমগণের মস্তক, গজযূথের শুণ্ড এবং বীরগণের বাহু ও মস্তক সমুদায়ে রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার সৈন্যগণ সমুদায় জগৎ অর্জ্জুনময় অবলোকন করত কেহ কেহ এই পার্থ, কেহ কেহ পার্থ কোথায় গমন করিতেছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে সেই যোধগণ কালপ্রভাবে সকলকেই অর্জ্জুন জ্ঞান করিয়া আপনারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্বয়ং স্বশরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। রক্তাক্ত কলেবর সংজ্ঞাহীন বীরগণ রণশয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া স্ব স্ব বান্ধবগণের নাম কীর্ত্তন করত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভিন্দিপাল, প্রাশ, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, নির্ব্যূহ খড়্গ, শরাসন, তোমর, বাণ, বর্ম্ম, আভরণ, গদা ও অঙ্গদ যুক্ত ভীষণ ভুজগাকার অর্গল প্রতিম বাহু সকল বাণনিকৃত্ত হইয়া কখন সমুত্থিত কখনও বা মহাবেগে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে যে যে ব্যক্তি পার্থের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পার্থের শরনিকর তাহাদের সকলের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কখন যে, রথোপরি নৃত্য করিতেছেন তাহার কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিত হইল না। তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি সত্বরে শরনিক্ষেপ করিয়া রণভূমিস্থ সমুদায় বীরগণকেই বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। অসংখ্য হস্তী, হস্তিযন্তা, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও সারথি অর্জ্জুনের নিশিত শরে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডুতনয় সেই রণস্থলে কি ভ্রমণকারী কি যুধ্যমান, কি সম্মুখে সমুপস্থিত সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মরীচিমালী গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া যেমন গাঢ়ান্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন কঙ্কপত্র বিভূষিত শরনিকর দ্বারা সমস্ত গজসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। পার্থ-

ছিন্নভিন্ন করি সমুদায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, পৃথিবী প্রলয় কালে ভূধরে সমাকীর্ণ হইয়াছে।

হে মহারাজ! ঐ সময় রোষাবিষ্ট মহাবীর ধনঞ্জয় মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শঙ্কিতচিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। বেগবান্ বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্য বিমর্দ্দিত করিলেন। রথী ও অশ্বারোহিগণ অর্জ্জুনশরে নিপীড়িত হইয়া প্রতোদ, চাপকোটি, হুঙ্কার, কশাঘাত, পাষ্ণিঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বারা রথসঞ্চালন করত সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল; গজারোহিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ প্রহার দ্বারা মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করত দ্রুতবেগে ধাবমান হইল এবং অনেকে অর্জ্জুনের শরে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ হতোৎসাহ ও বিমনায়মান হইতে লাগিল।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবীর কিরীটী অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, কোন্ কোন্ বীর সেই সময়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল? তৎকালে কোন মহাবীর কি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অথবা সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত ও হতাশ্বাস হইয়া অকুতোভয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত শকটব্যূহে প্রবেশ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকর দ্বারা সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলে অস্মৎপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই হতোৎসাহ ও পলায়নপরায়ণ হইল; কেহই অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন আপনার পুত্র মহাবীর দুঃশাসন সৈন্যগণের তদ্রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থে অর্জ্জুনাভিগমন করিলেন। ঐ সুবর্ণ কবচ সমাবৃত, সুবর্ণশিরস্ত্রাণধারী, অমিত পরাক্রম মহাবীর অসংখ্য নাগ সৈন্য দ্বারা সব্যসাচীকে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। গজ ঘণ্টার শব্দ, শঙ্খের ধ্বনি, জ্যাস্ফালন নিনাদ ও করিবৃংহিত দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! ঐ মুহূর্ত্ত অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। দুঃশাসনের করিসৈন্য যেন পৃথিবীমণ্ডল গ্রাস করিতে লাগিল।

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অঙ্কুশচালিত লম্বিত শুণ্ড গজগণকে পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মকর যেমন উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল, বাতাহত মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই করিসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সমরাঙ্গনস্থ সকলেই তাঁহাকে প্রলয়কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ, রথ সমুদায়ের চক্রনির্ঘোষ, জনসমূহের চীৎকার, কার্ম্মুকের জ্যানির্ঘোষ, নানাবিধ বাদিত্রের শব্দ, গাণ্ডীবনিনাদ এবং পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের নিস্বনে নর ও নাগগণ মন্দবেগ ও অচেতন হইয়া পড়িল। মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য সায়ক দ্বারা তাহাদের কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ গাণ্ডীববিক্ষিপ্ত শত শত তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত ছিন্নপক্ষ অদ্রির ন্যায় অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক হস্তী দন্ত ও শুণ্ডের সন্ধি, কুম্ভ এবং গণ্ডদেশে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় বারংবার চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর কিরীটী সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা গজারূঢ় পুরুষগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজারোহিগণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বোধ হইল যেন মহাত্মা পার্থ পদ্মনিচয় দ্বারা দেবার্চ্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ রণস্থলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে মনুষ্যগণ যন্ত্রবদ্ধ, ব্রণার্ত্ত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া করিগণের অঙ্গে লম্বমান হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে অনেকস্থানে অর্জ্জুনের এক সুশাণিত শরে দুই তিন জন মনুষ্য বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তিগণ নারাচ দ্বারা গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রুধির বমন করত আরোহীর সহিত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা রথিগণের মৌর্ব্বী, ধ্বজ, ধনু, যুগ ও ঈষা ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান, কখন শরাকর্ষণ, আর কখনই বা শরমোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। কেবল এই মাত্র বোধ হইতে লাগিল যে, যেন মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতেছেন। ঐ সময় অনেক মাতঙ্গ অর্জ্জুনের নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রক্তোদ্গার করত ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই রণস্থলে চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। কার্ম্মুক, অঙ্গুলিত্র, খড়্গ, কেয়ূর ও কনকালঙ্কার ভূষিত ছিন্ন বাহু সকল দৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য ভূষণ ভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, চক্রবিমথিত অক্ষ, ভগ্ন যুগ, নিপতিত মহাধ্বজ রাশি রাশি মাল্য, আভরণ ও বস্ত্র এবং রণনিহত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও চর্ম্মচাপধারী ক্ষত্রিয়গণ ইতস্ততঃ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। হে রাজন্! এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দুঃশাসনও পার্থশরে অর্দ্দিত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণের আশ্রয় প্রার্থনার্থে শকট ব্যূহে প্রবেশ করিলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

সব্যসাচী মহারথ অর্জ্জুন এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্য বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ব্যূহ সম্মুখে দ্রোণাচার্য্যকে অবস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার মঙ্গলচিন্তা ও কল্যাণ করুন। আমি আপনার প্রসাদে এই দুর্ভেদ্য চমূমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সত্য বলিতেছি, আমি আপনাকে পিতার সমান, কৃষ্ণের সমান ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজের সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। হে তাত! আপনি অশ্বত্থামাকে যেরূপ রক্ষা করিয়া থাকেন, আমাকেও সর্ব্বদা সেইরূপে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুগ্রহে রণস্থলে নরোত্তম সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে হাস্য করত কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি অগ্রে আমাকে জয় না করিয়া কদাচ জয়দ্রথকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা অর্জ্জুন ও তাঁহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে স্বীয় সায়ক দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক ভীষণাকার বাণ সকল নিক্ষেপ করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সায়ক দ্বারা অর্জ্জুনের বাণ ছেদন পূর্ব্বক বিষাগ্নি সদৃশ শর দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাত্মা ধনঞ্জয়, কি রূপে আচার্য্যের শরাসন ছেদন করিবেন, এই চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে বীর্য্যবান্ দ্রোণ সত্বরে তাঁহার চাপজ্যা ছেদন পূর্ব্বক শর দ্বারা রথধ্বজ, ঘোটক ও সারথিকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে অর্জ্জুনকে সায়ক সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর পার্থ সত্বরে কার্ম্মুকে অপর জ্যা আরোপণ করিয়া আচার্য্যকে হস্তলাঘব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত একেবারে ছয় শত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে কখন সপ্তশত, কখন সহস্র ও কখন অযুত সংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। রথিগণ ধনঞ্জয়ের শরপ্রভাবে অশ্ব, ধ্বজ, সারথি ও অস্ত্রবিহীন এবং নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গ সকল বজ্রাহত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, বাতাহত মেঘের ন্যায়, হুতাশন দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায়, সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। সহস্র সহস্র অশ্ব হিমালয়প্রস্থে বারি-

বেগাহত বংশ ও ক্ষুদ্রের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। যুগান্ত কালীন সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা অগাধ জল রাশি শুষ্ক করেন, তদ্রূপ মহাবীর পার্থ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট করিলেন।

তখন মেঘ যেমন রবিকিরণ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়ের শরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক অরাতিঘাতক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় আচার্য্যের নারাচ প্রহারে ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় ব্যাকুলিত হইলেন এবং অবিলম্বে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক দ্রোণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচবাণে বাসুদেবকে ও ত্রিসপ্ততিবাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তিনশর প্রহারে তাঁহার রথধ্বজ বিপাটিত করিলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় আমরা দেখিলাম দ্রোণাচার্য্যের সায়কসকল অনবরত নিপতিত হইতেছে এবং তাঁহার ভীষণ শরাসন মণ্ডলাকারই রহিয়াছে। হে মহারাজ! দ্রোণবিসৃষ্ট কঙ্কপত্র ভূষিত শরসকল কেবল বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতিই ধাবমান হইল।

তখন মহামতি বাসুদেব দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই ভয়ানক যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া প্রকৃত-কার্য্যসাধন চিন্তা করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহো ধনঞ্জয়! আমাদের আর কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নয়। দ্রোণের সহিত অনেকক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে, অতএব চল উঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করি। মহাবীর অর্জ্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে তোমার যাহা অভিরুচি এই কথা বলিয়া দ্রোণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করত বিবৃতমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অন্যত্র গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি না সমরে শত্রু পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও না? তখন অর্জ্জুন বলিলেন, হে আচার্য্য! আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুত্রসমান শিষ্য। বিশেষতঃ আপনাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে এমন কেহই নাই।

জয়দ্রথ বধোৎসুক মহাবাহু বীভৎসু দ্রোণকে এই কথা বলিয়া সত্বর কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চালদেশীয় মহাত্মা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্র রক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুত্রশোকে সন্তপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে কৌরবপক্ষীয় জয়, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, কাম্বোজ ও শ্রুতায়ু তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বীরগণের অনুগামী দশ সহস্র রথী এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, মাবেল্লক, ললিথ, কৈকয়, মদ্রক, নারায়ণ, গোপাল ও পূর্ব্বে কর্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত কাম্বোজ দেশীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রাণ পণে বিচিত্র যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে পরস্পর স্পর্দ্ধাশীল যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ করত ঔষধাদি যেমন ব্যাধি নিবারণ করে, তদ্রূপ জয়দ্রথ বধোৎসুক ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে প্রতিরোধ ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে, রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত পার্থ ব্যাধিগণ যেমন দেহ সন্তাপিত করে, তদ্রূপ সূর্য্যরশ্মি-সন্নিভ নিশিত শরনিকর দ্বারা শত্রুসৈন্যগণকে নিতান্ত তাপিত করিতে লাগিলে প্রতাপশালী পাণ্ডুতনয়ের বিষম বিশিখপ্রভাবে কৌরব পক্ষীয় অশ্ব সকল গাঢ়াহত, রথ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, আরোহী সমবেত কুঞ্জরগণ ধরাতলে নিপতিত, ছত্র সকল নিকৃত্ত ও রথ সকল চক্রবিহীন হইল। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাঁহার শরজালপ্রভাবে সংগ্রাম স্থলে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন তিনি আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে অজিহ্মগামী বাণ দ্বারা সেই কৌরববাহিনী কম্পিত করিয়া মহারথ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ ত্বরিয়া অর্জ্জুনের উপর মর্ম্মভেদী অজিহ্মগামী পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য ধনঞ্জয় শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রোণের শরবেগ নিবারণ করত ধাবমান হইলেন এবং অমেয়াত্মা অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রজাল ছেদন পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে রণস্থলে দ্রোণাচার্য্যের এই এক আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিলাম যে, যুবা অর্জ্জুন যুদ্ধে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও কোনক্রমে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। জলধর যেমন পর্ব্বতোপরি অনবরত বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ পার্থের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের সায়ক সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পঞ্চবিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের বক্ষঃস্থলে ও ভুজদ্বয়ে সপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ধীমান্ ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া শাণিত সায়কবর্ষী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন কল্পান্ত কালীন অগ্নিসদৃশ দ্রোণের শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোজরাজের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে দ্রোণের শরনিকর হইতে মুক্ত হইয়া ভোজসৈন্যের উপর বাণ নিক্ষেপ করত কৃতবর্ম্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা অনাকুলিত চিত্তে কঙ্কপত্র ভূষিত দশ শর দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুনও শরপীড়িত হইয়া প্রথমে শত ও তৎপরে তিন শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রত্যেকের উপর পঞ্চবিংশতি শর প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বরে কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ অগ্নিশিখাকার একবিংশতি শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল ভেদ ও পুনরায় তাঁহার উপর শাণিত পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

মহামতি কেশব অর্জ্জুনকে কৃতবর্ম্মার সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। তখন তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! কৃতবর্ম্মার প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই, সম্বন্ধের অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে উঁহাকে সংহার কর। মহাবীর অর্জ্জুন কেশববাক্যে অবিলম্বে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে মূর্চ্ছিত করিয়া মহাবেগে কাম্বোজ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধনঞ্জয়কে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সশর শরাসন কম্পিত করত তাঁহার চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি যুধামন্যুর উপর তিন ও উত্তমৌজার উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতবর্ম্মাকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন তিন শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে অন্য শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক সেই বীরদ্বয়ের ধনুশ্ছেদন করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্যবাণ বর্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারাও অন্য কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যারপর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবর্ম্মার শরে নিবারিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অরিনিসূদন ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কৃতবর্ম্মাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও বিনাশ করিলেন না। মহাবীর রাজা শ্রুতায়ুধ পার্থকে কৌরবসৈন্য মধ্যে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসন কম্পিত করত সত্বরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর তিন ও জনার্দ্দনের উপর সপ্ততিসায়ক নিক্ষেপপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অর্জ্জুনের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন মহাহস্তির উপর অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ শ্রুতায়ুধের উপর নতপর্ব্বনবতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ অর্জ্জুনের পরাক্রম দর্শনে

নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শ্রুতায়ুধের ধনু ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সাতবাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ পাণ্ডবের পরাক্রম দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক নয়বাণে অর্জ্জুনের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ ধনঞ্জয় শ্রুতায়ুধের উপর সপ্ততি নারাচ ও সহস্র সহস্র শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বলবীর্য্যসম্পন্ন মহারাজ শ্রুতায়ুধ এইরূপে পার্থের শরে অশ্বহীন ও সারথিবিহীন হইয়া ক্রোধভরে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা হস্তে পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ শ্রুতায়ুধ মহীপতি বরুণের পুত্র। শীততোয়া মহানদী পর্ণাশা উঁহার জননী। মহানদী পর্ণাশা এই পুত্র অরাতিগণের অবধ্য হউক বলিয়া বরুণের নিকট বর প্রার্থনা করিলে তিনি প্রীত হইয়া কহিলেন, নদীবরে! আমি এই দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছি; ইহার প্রভাবেই তোমার পুত্র অবধ্যতা লাভ করিবে। হে ভদ্রে! মনুষ্য কদাচ অমর হইতে পারে না। এই ভূমণ্ডলে যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই কালকবলে পতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, তোমার এই পুত্র এই অস্ত্রের প্রভাবে রণস্থলে শত্রুদিগের অজেয় হইবে; তুমি মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর। বরুণদেব এই বলিয়া শ্রুতায়ুধকে মন্ত্রের সহিত গদা প্রদান করিলেন। বৎস শ্রুতায়ুধ! যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবে, তাহার উপর এই গদা কদাচ প্রয়োগ করিও না, যদি কর তাহা হইলে ইহা প্রত্যাগামিনী হইয়া তোমাকেই বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সেই বরুণদত্ত গদাপ্রভাবেই ত্রিলোক মধ্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠেন। তিনি সেই গদা সমুদ্যত করিয়া অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশত জলাধিপতির বাক্য রক্ষা না করিয়া তদ্দ্বারা জনার্দ্দনকে প্রহার করিলেন। মহাবীর বাসুদেব অনায়াসে স্বীয় পীন স্কন্ধদেশে সেই গদাঘাত সহ্য করিলেন। প্রবল বায়ু যেমন বিন্ধ্য গিরিকে কম্পিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ সেই গদা মধুসূদনকে কম্পিত করিতে পারিল না; প্রত্যুত বরুণের বাক্যানুসারে উহা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অমর্ষণ মহাবীর শ্রুতায়ুধকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও অরাতিনিপাতন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সমরপরাঙ্মুখ কেশবকে গদা প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়াই জলাধিরাজের বাক্যানুসারে স্বীয় গদাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে বায়ুবেগভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণ শত্রুতাপন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন কাম্বোজ রাজের পুত্র মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগশালী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর পার্থ সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে শর সকল বর্ম্ম ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর সুদক্ষিণ গাণ্ডীবপ্রেরিত তীক্ষ্ণশরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে প্রথমত অর্জ্জুনকে দশ ও বাসুদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তৎপরে পুনরায় অর্জ্জুনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সুদক্ষিণের ধনু ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দুই সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ অর্জ্জুনের ভল্লাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক অতি ভয়ানক ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণ নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় মহারথ অর্জ্জুনের উপর নিপতিত হইয়া কলেবর বিদারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মহাতেজা অর্জ্জুন শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করত কঙ্কপত্রশোভিত চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা সুদক্ষিণকে এবং তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনু ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তরে ভূরি ভূরি অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিষম শরপ্রহারে কাম্বোজরাজতনয় সুদক্ষিণের বর্ম্ম ছিন্ন, গাত্র শিথিল এবং মুকুট ও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। বসন্তাগমে পর্ব্বত শিখরজাত শাখাবৃত কর্ণিকার যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কাম্বোজরাজতনয় সমরাঙ্গণে নিপতিত হইলেন। সেই মহার্হাস্তরণ ভূষিত তপ্তকাঞ্চন মালালঙ্কৃত প্রিয়দর্শন, তাম্রলোচন মহাবীর অর্জ্জুনের শরে প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে বোধ হইতে লাগিল, সানুমান পর্ব্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ ও কাম্বোজরাজতনয় সুদক্ষিণ নিহত হইলে দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্যগণ মহাবেগে ধাবমান হইল।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহাবীর সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধের নিধন দর্শনে কৌরবপক্ষীয় সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা ক্রোধভরে মহাবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি দেশীয় বীরগণ সকলেই ধনঞ্জয়ের উপর সত্বরে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে তাহাদিগের ষষ্টিশত সেনাকে শর নিপীড়িত করিলেন। যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ব্যাঘ্রভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সমরবিজয়ী শত্রুনাশন অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় গাণ্ডীব নির্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অরাতি সৈন্যগণের বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নরমস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রণভূমি মধ্যে মস্তক শূন্য স্থান নয়নগোচর হইল না। সহস্র সহস্র কাক ও গৃধ্র উড্ডীয়মান হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের শরে সমুদায় কৌরব সৈন্য উৎসন্ন হইতে আরম্ভ হইলে শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বিপুল পরাক্রম স্পর্দ্ধাশালী সৎকুলোদ্ভব রথিদ্বয় আপনার পুত্রের হিতসাধন ও স্বীয় মহীয়সী কীর্ত্তি লাভের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে অতি সত্বরে উভয় পার্শ্ব হইতে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মেঘ যেমন বারি বর্ষণ দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ নতপর্ব্ব সহস্র বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহারথ শ্রুতায়ু ক্রোধভরে ধনঞ্জয়ের উপর নিশিত তোমরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। শত্রুকর্ষণ অর্জ্জুন দারুণ তোমরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া কেশবকে মোহিতপ্রায় করত স্বয়ং মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ অচ্যুতায়ু অতি তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্ষতে ক্ষার প্রদান করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মহাবীর অর্জ্জুন অচ্যুতায়ুর শূল প্রহারে সেইরূপ কষ্ট অনুভব করত ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের সেইরূপ অবস্থা সন্দর্শনে তাঁহাকে নিহত বোধ করিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থকে বিচেতন দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য হইয়া শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বাণ বৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথ, চক্র, যুগন্ধর, অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক আপনার রথ ও কেশবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং শত্রুদ্বয়কে অচলের ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া চন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব বাণ সমুৎপন্ন হইয়া শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে ঐ বীর দ্বয় অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বায়ুবেগভগ্ন পাদপ দ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের শর সকলও পার্থবাণে বিদারিত হইয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ঐ বীরদ্বয়কে ও তাঁহাদের শর সকল সংহার করিয়া মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! শ্রুতায়ু ও

অচ্যুতায়ুর নিধন সমুদ্রশোষণের ন্যায় একান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন মহাত্মা পার্থ ঐ বীর দ্বয়ের পদানুগত পঞ্চাশৎ রথ নিহত করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করত কৌরব সেনাগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর পুত্র নিযতায়ু ও দীর্ঘায়ু স্ব স্ব পিতার নিধন দর্শনে শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধ-কষায়িত লোচনে বিবিধ শর নিক্ষেপ করত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই নতপর্ব্ব শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন এবং মত্তমাতঙ্গ যেমন পদ্মসমবেত সরোবর আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। কোন ক্ষত্রিয়ই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না। তখন অঙ্গদেশীয় সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ক্রোধন স্বভাব গজারোহীরা এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন ভূপালগণ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে পর্ব্বত প্রমাণ কুঞ্জর সমুদায় দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধন্বা তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সত্বরে তাহাদের মস্তক ও ভূষণালঙ্কৃত বাহু সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরভূমি সেই সমুদায় মস্তক ও বাহু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া ভুজগবেষ্টিত কনকশিলার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সায়ক-কোন্মথিত মস্তক ও বাহু সকল বীরগণের দেহ হইতে স্খলিত হইয়া বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতনোন্মুখ পক্ষী সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শরবিদ্ধ শোণিতস্রাবী কুঞ্জরসকল বর্ষাকালীন গৈরিক ধাতুযুক্ত জলস্রাবী পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় দৃষ্ট হইল। গজপৃষ্ঠগত বিকৃত দর্শন বিবিধ বেশধারী ম্লেচ্ছগণ বিচিত্র নিশিত শরে নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। আরোহী ও পাদরক্ষক সমবেত নারাচ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষবিষ আশীবিষ সদৃশ সহস্র সহস্র মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কতকগুলি শোণিত বমন, কতকগুলি উৎক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি ভ্রমণ এবং অধিকাংশ অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগকেই মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন বিকট বেশ, বিকট চক্ষু, আসুরিক মায়াভিজ্ঞ যবন, পারদ, শক, বাহ্লিক ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ সম্ভূত নানা যুদ্ধবিশারদ কালান্তক যম সদৃশ ম্লেচ্ছগণ এবং দার্ব্বাতিসার দরদ ও পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভশ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়া বিস্তার করিয়া সুশাণিত শর দ্বারা মুণ্ডিত, অর্দ্ধমুণ্ডিত অপবিত্র জটিলবক্ত্র, একত্র সমবেত সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকে সংহার করিলেন। গিরিগহ্বরনিবাসী গিরিচারিগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কাক, কঙ্ক, বৃক, প্রভৃতি শোণিতলোলুপ প্রাণিগণ আনন্দসহকারে অর্জ্জুনের শাণিত শরে নিপাতিত গজ ও অশ্বারোহী ম্লেচ্ছদিগের রুধির পান করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ শরপ্রভাবে হস্তী অশ্ব ও রথ সমারূঢ় অসংখ্য রাজন্যগণের দেহ হইতে অনবরত শোণিতধারা বিনির্গত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে রক্ততরঙ্গসম্পন্ন নিহত করিকুল সমাকীর্ণ সাক্ষাৎ যুগান্তকালীন কালসদৃশ মহানদী প্রবাহিত হইল। নিহত হস্তী, অশ্ব, রথী, পদাতিগণ উহার সংক্রমস্বরূপ, শরনিকর প্লবস্বরূপ, কেশকলাপ শৈবল ও শাদ্বল স্বরূপ এবং ছিন্ন অঙ্গুলি সমুদায় ক্ষুদ্র মৎস্য স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে যেরূপ কি উন্নত কি অবনত সমুদায় প্রদেশেই একাকার হইয়া যায়, সেইরূপ কৌরব সৈন্যগণের গাত্র নিঃসৃত শোণিত-প্রবাহে রণস্থল একাকার হইল। হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে বহু সহস্র অশ্ব ও দশ শত ক্ষত্রিয় বীরগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। শরবিক্ষতাঙ্গ সুসজ্জিত হস্তী সমুদায় বজ্রতাড়িত শৈলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। যেমন মত্ত মাতঙ্গ নলবন মর্দ্দন করত ভ্রমণ করে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য গজ, বাজি ও রথ বিনাশ করত রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনল যেমন সমীরণ সাহায্যে ভূরি ভূরি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ মহারণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের সাহায্যে নিশিত শর দ্বারা অসংখ্য কৌরব সৈন্য সংহার পূর্ব্বক রথ সমুদায় শূন্য ও নর-দেহে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চাপ হস্তে রণস্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহারথ ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য শরপ্রভাবে বসুন্ধরা শোণিত-ময় করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠাধিপতি শ্রুতায়ু তাঁহাকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন অবিলম্বে কঙ্কপত্র ভূষিত তীক্ষ্ণ শর সমুদায় দ্বারা অম্বষ্ঠরাজের অশ্ব সমুদায় সংহার ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠরাজ অর্জ্জুনের কার্য্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া গদা হস্তে মহারথ কেশব ও পার্থের নিকট গমন পূর্ব্বক গদা দ্বারা রথের গতি নিরু-দ্ধ করিয়া কেশবকে তাড়না করিতে লাগিল। অরাতিনাশন অর্জ্জুন কেশ-বকে গদা তাড়িত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মেঘ যেমন উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ স্বর্ণপুঙ্খশর দ্বারা গদা-পাণি মহারথ অম্বষ্ঠকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অপর শরনিকরে তাঁহার গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর অম্বষ্ঠ সেই গদা ছিন্ন দেখিয়া অবিলম্বে অন্য মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সমর-বিশারদ অর্জ্জুন দুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার গদাযুক্ত ইন্দ্রধ্বজাকার ভুজদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক অন্য এক বাণে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া যন্ত্রমুক্ত ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন অসংখ্য রথ, গজ ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘনঘটাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথবধার্থ দুর্ভেদ্য দ্রোণ-সৈন্য ও ভোজসৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট, কাম্বোজরাজতনয় সুদক্ষিণ ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ুধ বিনষ্ট এবং সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইলে আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অর্জ্জুন এই সমস্ত সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিয়াছে। এক্ষণে ভবদ্‌ লোকক্ষয়কর কালে অর্জ্জুন বিনাশের নিমিত্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যাবধারণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনিই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়; অত-এব অর্জ্জুন যাহাতে জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। হুতাশন যেমন সমীরণের সাহায্যে শুষ্ক তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে আমার সৈন্য সমুদয় বিনষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বে জয়দ্রথের রক্ষক ভূপালগণের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ধনঞ্জয় প্রাণসত্ত্বে কদাচ দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিবে না, ধনঞ্জয় এক্ষণে তাঁহারা তাহাকে সৈন্য ভেদপূর্ব্বক আপনাকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। হে মহাভাগ! আমি পার্থকে আপনার সমক্ষে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অস্মৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং আপনাকে সৈন্যশূন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি আপনাকে পাণ্ডবগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত জানিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইতেছি! আমি সাধ্যানুসারে আপনার বৃত্তি ও সদ্ব্যবহার এবং আপনার প্রীতি করি, কিন্তু তৎসমুদায় আপনার স্মরণপথে হয় না। আমরা আপনার একান্ত ভক্ত, তথাচ আপনি আমাদিগের হিতাভিলাষ করেন না; প্রত্যুত আমাদের অপকারে প্রবৃত্ত পাণ্ডবদিগকে নিরন্তর প্রীতি করিয়া থাকেন। আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াই আমাদিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুর সদৃশ তাহা আমি এতকাল অবগত ছিলাম না। যদি আপনি অর্জ্জুননিগ্রহে স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমি গৃহ-গমনোন্মুখ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে কদাচ নিবারণ করিতাম না। আমি

মূর্খ বুদ্ধিপ্রভাবে আপনার বাহুবলে পরিত্রাণেচ্ছা করিয়া মোহবশতঃ সিন্ধুরাজকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। বরং মনুষ্য কৃতান্তের করাল দংষ্ট্রান্তরে নিপতিত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, কিন্তু জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বশবর্ত্তী হইলে কদাচ পরিত্রাণ পাইবে না। অতএব হে মহাত্মন্! সিন্ধুরাজ যাহাতে অর্জ্জুন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, এরূপ উপায় করুন। আমার এই আর্ত্তপ্রলাপে রোষপরবশ হইবেন না। দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার আত্মজ অশ্বত্থামার তুল্য; আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করিব না। এক্ষণে আমি যাহা নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য কর। কৃষ্ণ সারথিশ্রেষ্ঠ; তাঁহার অশ্ব সকল অতিশয় বেগগামী এবং মহাবীর অর্জ্জুন অত্যল্পমাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হয়। তুমি কি নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, অর্জ্জুনের গমন কালে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরনিকর তাঁহার রথের এক ক্রোশ পশ্চাতে নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি সুতরাং শীঘ্র গমনে সমর্থ নহি। বিশেষতঃ পাণ্ডবদিগের সেনাগণ আমাদের সেনামুখে সমুপস্থিত হইয়াছে। আর আমিও সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব বলিয়া ক্ষত্রিয়মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে যুধিষ্ঠিরও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ব্যূহের অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমি এ সময় ব্যূহমুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। তুমি এই জগতের পতি, মহাবল পরাক্রান্ত ও জয়লাভে সুনিপুণ; অতএব যে স্থানে পার্থ অবস্থান করিতেছে, তুমি স্বয়ং সহায়-সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়ে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই কুলাভিজন তুল্যকর্ম্মা একমাত্র পাণ্ডুতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সমুদায় শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য! ধনঞ্জয় আপনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব আমি কিরূপে তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আমি কুলিশধারী পুরন্দরকেও সমরে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে কোনমতেই সমর্থ হইব না। যে মহাবীর অস্ত্রবলে ভোজরাজ, হার্দ্দিক্য ও আপনাকে পরাজয় এবং সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, অচ্যুতায়ুধ, অম্বষ্ঠপতি ও অসংখ্য ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়াছে, আমি কিরূপে সেই দহনোন্মুখ হুতাশন সদৃশ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্রবিশারদ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। আজি আপনিই বা কি রূপে অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিলেন। হে আচার্য্য! আমি ভৃত্যের ন্যায় আপনার অধীন, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার যশোরক্ষা করুন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে রাজন্! ধনঞ্জয় যথার্থই দুর্দ্ধর্ষ, কিন্তু তুমি যে রূপে তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, আমি এক্ষণে তাহার উপায় বিধান করিতেছি। আজি ধনুর্দ্ধরগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করুক যে, মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সমক্ষে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইতেছে। হে মহারাজ! আমি তোমার শরীরে এই কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে বাহুব্যাস্ত্র তোমার শরীরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমুদায় সুর, অসুর যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্যগণ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। কি কৃষ্ণ, কি অর্জ্জুন, কি অন্য কোন শস্ত্রধারী বীর কেহই তোমার এই কবচে শরক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না; অতএব তুমি এই কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সমরে অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হও; সে কদাচ তোমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া স্বীয় বিদ্যাবলে সেই ভীষণ সংগ্রামসমুপস্থিত বীরগণের বিস্ময়োৎপাদন ও দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সত্বরে জলস্পর্শ করিয়া যথাবিধি মন্ত্রজপ করত দুর্য্যোধনের গাত্রে এক তেজঃ প্রজ্বলিত অদ্ভুত কবচ আবদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর সরীসৃপ এবং একচরণ, বহুচরণ ও চরণহীন প্রাণিগণের নিকট তুমি নিরন্তর মঙ্গল লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, স্বাহা, স্বধা, শচী, লক্ষ্মী, অরুন্ধতী, অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, লোকপাল, ধাতা, বিধাতা, দিক্ সকল, দিক্পালগণ, ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়, ভগবান্ ভাস্কর, দিগ্গজ চতুষ্টয়, ক্ষিতি, গগন, গ্রহগণ এবং যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমার ও ভগীরথ প্রভৃতি সকল রাজর্ষিরা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। যিনি রসাতলে অনবরত পৃথিবী নিরন্তর মস্তকে ধারণ করিতেছেন, সেই পন্নগশ্রেষ্ঠ অনন্ত তোমার মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

হে গান্ধারীতনয়! পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাসুরের সহিত সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও বলবীর্য্যবিহীন হইয়া ভয়ে ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে, কমলযোনিকে কহিলেন, হে দেবসত্তম! আপনি বৃত্রমর্দ্দিত সুরগণের একমাত্র গতি হইয়া ইহাদিগকে এই মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করুন। তখন ভগবান্ পদ্মযোনি স্বীয় পার্শ্বস্থিত বিষ্ণু ও শক্রাদি সুরগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু এক্ষণে আমি বৃত্রাসুরকে সংহার করিতে সমর্থ নহি। বিশ্বকর্ম্মার অতি দুঃসহ তেজঃপ্রভাবে বৃত্রাসুরের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বিশ্বকর্ম্মা দশলক্ষ বৎসর তপশ্চরণ পূর্ব্বক মহেশ্বর নিকটে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সেই অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দুরাত্মা বৃত্রাসুর দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেবগণ! মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলে তপস্করণ-নিদান, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, সর্ব্বভূতপতি, ভগনেত্রনিপাতন, ভগবান্ পিনাকপাণির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অতএব তোমরা অবিলম্বে তথায় গমন কর। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বৃত্রাসুরকে পরাজয় করিতে পারিবে। তখন সুরগণ ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে তাঁহার সহিত মন্দর পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় কোটি সূর্য্যসকাশ তেজোরাশি ভগবান্ পিনাকপাণি বিরাজিত হইতেছেন। তিনি দেবগণকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমাকে তোমাদিগের কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? আমার দর্শন অমোঘ। অতএব অবশ্যই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুরগণ মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! দুরাত্মা বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজ হরণ করিয়াছে। এই দেখুন, আমাদিগের কলেবর তাহার প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। তখন মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! মহাবল পরাক্রান্ত প্রাকৃত জনের দুর্নিবার্য্য বৃত্রাসুর যে বিশ্বকর্ম্মার তেজঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তোমাদের অবিদিত নাই; যাহা হউক, দেবগণের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আমার গাত্রস্থিত এই ভাস্বর কবচ গ্রহণ করিয়া মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করত ধারণ কর।

বরদাতা মহাদেব এই বলিয়া ইন্দ্রকে বর্ম্ম ও বর্ম্মধারণ মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ সেই বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বৃত্রসৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। বৃত্রাসুর তাঁহার উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনরূপেই তাঁহার সন্ধিস্থল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবরাজ অবসর পাইয়া সেই সংগ্রামে বৃত্রকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হে দুর্য্যোধন! সুররাজ পুরন্দর বৃত্রাসুর নিধনানন্তর সেই মন্ত্রযুক্ত বর্ম্ম ও মন্ত্র অঙ্গিরাকে প্রদান করেন। তৎপরে অঙ্গিরা স্বীয় মন্ত্রবেত্তা পুত্র বৃহস্পতিকে ও বৃহস্পতি ধীমান্ অগ্নিবেশ্যকে ঐ মন্ত্র সমবেত বর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন; মহাত্মা অগ্নিবেশ্য উহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। হে নৃপসত্তম! অদ্য তোমার দেহ রক্ষার্থ সেই বর্ম্ম মন্ত্রপূত করিয়া তোমার গাত্রে বন্ধন করিতেছি।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আচার্য্য পুঙ্গব দ্রোণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিলেন, হে পার্থিব! পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা সংগ্রাম সময়ে বিষ্ণুর শরীরে এবং তারকাময় যুদ্ধে ইন্দ্রের শরীরে যেমন দিব্য কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই রূপ আজি আমি তোমার গাত্রে ব্রহ্মসূত্র দ্বারা কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে সেই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! মহাবাহু দুর্য্যোধন এইরূপে আচার্য্য কর্ত্তৃক বদ্ধকবচ হইয়া ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সহস্র রথ, বিপুল বলশালী সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, নিযুত অশ্ব অন্যান্য মহারথগণ সমভিব্যাহারে নানাবিধ বাদিত্রবাদন পূর্ব্বক বিরোচনতনয় বলির ন্যায় মহাভুজে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপ দুর্য্যোধন অগাধ সমুদ্রের ন্যায় ধাবমান হইলে কৌরবসৈন্য মধ্যে মহাশব্দ সমুত্থিত হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন সমরপ্রবিষ্ট কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে পাণ্ডবেরা সোমকগণ সমভিব্যাহারে ঘোরতর গভীরনিনাদ করিয়া প্রবলবেগে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে রাজন্! তৎকালে ভগবান্ মরীচিমালী গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় ব্যূহের অগ্রভাগে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যেরূপ লোমহর্ষণ অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, তদ্রূপ সমর পূর্ব্বে আর কখন আমরা দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অসংখ্য সৈন্যসমবেত পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোণসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৌরবগণও দ্রোণাচার্য্যকে পুরস্কৃত করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়কনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ গ্রীষ্মকালীন বায়ুতাড়িত উদ্ধত মহামেঘ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বর্ষাকালীন সলিলপরিপূর্ণ জাহ্নবী ও যমুনার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইল। বায়ুবেগ সঞ্চালিত মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ সেই সংগ্রামে অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথে পরিবৃত মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শরবর্ষণ দ্বারা পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে প্রবল সমীরণ সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন জলরাশি ক্ষুব্ধ করে, তদ্রূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ যেমন সলিলরাশি প্রবলবেগে মহাসেতু ভেদ করিতে ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্যকে ভেদ করিবার নিমিত্ত পরম যত্নসহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও অচল যেমন জলবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ সংক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়দিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপ নরপতিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে পাঞ্চালগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুসৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে পাণ্ডবদিগের সাহায্যে মহাবীর দ্রোণকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর যেরূপ শর নিক্ষেপ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁহার উপর তদ্রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! শক্তি, প্রাস ও ঋষ্টিসম্পন্ন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎকালে সংগ্রামক্ষেত্রে মহামেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার তরবারি পুরোবর্ত্তী বায়ুর ন্যায়, মৌর্ব্বী বিদ্যুতের ন্যায়, শরাসননিস্বন অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ মহাবীর উপলখণ্ডের ন্যায় শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন, অসংখ্য রথী ও অশ্বসমুদায় ছেদন করিয়া সেনাগণকে প্লাবিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বাণবর্ষণ করত পাণ্ডবদিগের যে যে রথমার্গে গমন করিলেন, মহাতেজা ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরপ্রভাবে সেই সেই স্থান হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য রণস্থলে অসাধারণ যত্ন করিলেও তাঁহার সৈন্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইল। কতকগুলি সৈন্য ভোজরাজের নিকট গমন করিল, কতকগুলি জলসন্ধের শরণাপন্ন হইল এবং অবশিষ্ট দ্রোণের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য যতবার সৈন্যগণকে সংযোজিত করিলেন, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ততবারই তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অরণ্যে রক্ষকবিহীন পশু সকল যেমন ক্রূর শ্বাপদগণকর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে সকলেরই মনে এইরূপ উদয় হইল যে, সেই তুমুল সংগ্রামে সাক্ষাৎ কাল ধৃষ্টদ্যুম্ন-শরবিমোহিত যোধবর্গকে গ্রাস করিতেছে। হে মহারাজ! কুনৃপের রাজ্য যেমন দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও তস্করবাধা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আপনার সেনাগণ পাণ্ডবগণের শরপ্রভাবে ধ্বংস হইতে লাগিল। ঐ সময় অর্ককিরণবিনিক্ষিপ্ত শস্ত্র ও বর্ম সমুদায় এবং সেনাগণের চরণসমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা রণভূমিস্থ ব্যক্তিগণের চক্ষুঃপীড়া সমুৎপন্ন হইল।

এইরূপে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চালদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সায়ক দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও নিপাতিত করত সমরক্ষেত্রে দেদীপ্যমান কালাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে এক এক বাণে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে দ্রোণের শরাসনবিমুক্ত শরনিকর সহ্য করিতে সমর্থ হয়, পাণ্ডবদিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দৃষ্টিগোচর হইল না। পাণ্ডব সৈন্যগণ দ্রোণসায়ক ও সূর্য্যকিরণে যুগপৎ সন্তাপিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যেমন হুতাশন শুষ্ক বন উৎসন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণ এইরূপে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সায়কে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কেহই প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র মহারথ বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ কুন্তীপুত্র ভীমসেনকে অবরোধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বীর্য্যবান্ ক্ষেমধূর্ত্তি এই তিন জন আপনার তিন পুত্রের অনুগমন করিলেন। সৎকুলসম্ভূত মহাতেজস্বী মহারথ বাহ্লীক নৃপতি অমাত্য ও সেনাগণ সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীতনয়দিগের অবরোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! শৈব্য সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কাশীরাজের মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে আক্রমণ করিলেন। মদ্রদেশাধিপতি শল্য জ্বলন্ত পাবক সদৃশ অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। অমর্ষপরায়ণ কবচাবৃত মহাবীর দুঃশাসন স্বসৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক মহারথ সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং চারিশত মহাধনুর্দ্ধর সৈন্য লইয়া চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি চাপ, শক্তি ও খড়্গধারী সপ্তশত গান্ধার দেশীয় সৈন্য লইয়া মাদ্রীপুত্র নকুলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বান্ধবের বিজয় বাসনায় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রাণপণে বিরাটরাজের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহ্লীক নৃপতি সমরে অপরাজিত মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীকে পরাভূত করিতে সমুদ্যত হইলেন। অবন্তি নগরাধিপতি সৌবীর সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্রোধ পরিপূর্ণ প্রভদ্রকগণ সমবেত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলায়ুধ, ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে সংগ্রাম ক্ষেত্রে ধাবমান হইলেন। মহারথ কুন্তিভোজ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীষণ প্রকৃতি রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৃপ প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সেনার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে ও সূতপুত্র কর্ণ বাম ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধবিশারদ, নীতিজ্ঞ, মহাধনুর্দ্ধর কৃপ, বৃষসেন, শল ও শল্য প্রভৃতি বীরগণ এইরূপে সিন্ধুরাজের রক্ষার উপায় বিধান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষণ্নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের যে আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবাহু পাণ্ডবগণ ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যও যশোলাভের আশয়ে আপনার ব্যূহ রক্ষা করত স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের হিতৈষী অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ক্রোধান্বিতচিত্তে দশবাণে বিরাটরাজকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বিরাটরাজও সেই অনুচরবেষ্টিত মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের বাণে আহত হইয়া তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরণ্য মধ্যে মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের সহিত কেশরীর যেরূপ যুদ্ধ হয়, উক্ত বীরদ্বয়ের সহিত বিরাটরাজের সেইরূপ অতিভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডী, যথাস্থিতেও

তীক্ষ্ণবাণ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্লিক ভূপতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাহ্লীকও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর হেমপুঙ্খ শিলানিশিত সপ্তদশ নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের সংগ্রাম ভীরুগণের ত্রাসজনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন হইল। তাঁহাদিগের শরজালে এককালে সমুদায় দিক্ ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যেমন মাতঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপে শিবিরাজ গোবাসন মহারথ কাশিরাজের পুত্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। যেমন জীবের মন পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হয়, সেইরূপ বাহ্লীকরাজ কোপান্বিত হইয়া মহারথ দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ সকল শরীরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ শরবর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্লিকরাজের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুঃশাসন নতপর্ব্ব নয় তীক্ষ্ণবাণে বৃষ্ণিবংশাবতংস সত্যবিক্রম সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে তিনি ঈষৎ মূর্চ্ছিত হইলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কঙ্কপত্র যুক্ত দশবাণে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ঐ বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বাণে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সংগ্রামস্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রোধপূর্ণ মহাবীর অলম্বুষ মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিভোজের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বাণে বিদ্ধ করত কৌরব বাহিনীমুখে ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ পূর্ব্বকালীন জম্ভাসুর ও ইন্দ্রের সমরের ন্যায় মহাবীর কুন্তিভোজ ও অলম্বুষের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব কোপান্বিত হইয়া কৃতবৈর বলবান্ শকুনির উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহীপাল! এইরূপে সমরক্ষেত্রে তুমুল জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণের ক্রোধাগ্নি আপনার দুর্নীতিপ্রভাবে সমুৎপন্ন, কর্ণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ও আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া এক্ষণে এই সসাগরা ধরিত্রীকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে সমরবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি পাণ্ডুপুত্র নকুল ও সহদেবের শরপ্রহারে রণবিমুখ হইয়া পরাক্রম প্রকাশে অসমর্থ ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। মহারথ মাদ্রীতনয়দ্বয় শকুনিকে সমরবিমুখ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার উপর বারিধারার ন্যায় অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন সেই মহাবীর দ্বয়ের সন্নতপর্ব্ব বিবিধ শরে বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক দ্রোণসৈন্য-মধ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মহাবেগে অলায়ুধ রাক্ষসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ বিষম সংগ্রাম হইয়াছিল, ঐ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসদ্বয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে প্রথমত পঞ্চশত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরের সহিত অমররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মদ্ররাজের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অদ্ভুত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইহারা অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! এইরূপে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন মহাবাহু জলসন্ধকে ও অসংখ্য সৈন্য সমবেত রাজা যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মাকে এবং সূর্য্যসদৃশ প্রভাবশালী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর বর্ষণ করত দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। তখন যুদ্ধতৎপর ধনুর্দ্ধারী ক্রোধপরায়ণ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য জনসংক্ষয় সময়ে যোদ্ধাগণ নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বলবীর্য্যসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য পরাক্রান্ত পাঞ্চালপুত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর দ্রোণ ও মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যগণের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যে সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পুণ্ডরীক বন সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময় সংগ্রামস্থলে চতুর্দ্দিকে বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, শস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম ও আয়ুধ সকল বিকীর্ণ হইল। শূরগণের শোণিতাক্ত স্বর্ণ নির্ম্মিত তনুত্র সকল সৌদামিনী সম্বলিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন অন্যান্য মহারথগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য বীরগণের মস্তক অসি, চর্ম্ম, চাপ ও কবচ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরক্ষেত্রে বহুসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। মাংসলোলুপ গৃধ্র, কঙ্ক, বক, শ্যেন, বায়স ও শৃগাল সমুদায় হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যগণের মাংস ভোজন, শোণিত পান, কেশ ছেদন, মজ্জা ভক্ষণ এবং শরীর ও মস্তক সমুদায় আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সংগ্রামনিপুণ কৃতাস্ত্র, রণদীক্ষিত যোধগণ বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা নির্ভয়ে অসিমার্গে বিচরণ এবং ক্রোধভরে ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল, তোমর, পট্টিশ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ এবং ভুজ দ্বারা পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। রথিগণ রথিদিগের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অসংখ্য মত্ত মাতঙ্গ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করত পরস্পরের প্রতি আঘাত ও পরস্পরকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর সংগ্রামসময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের অশ্বগণের সহিত আপনার অশ্ব সমুদায় মিলিত করিলেন। বায়ুবেগশালী পারাবতসবর্ণ ও রক্ত বর্ণ অশ্বগণ একত্র মিলিত হইয়া বিদ্যুৎসম্বলিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন শত্রুতাপন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রোণাচার্য্যকে সমীপস্থ দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার মানসে কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং রথদণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রোণের রথে গমন করিয়া কখন অশ্বগণের উপরে, কখন অশ্বগণের পশ্চাদ্ভাগে ও কখন যুগ মধ্যে অবস্থান করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গহস্তে দ্রোণের রক্ত বর্ণ অশ্বগণের উপর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে আচার্য্য তাঁহার কিছুমাত্র রন্ধ্র অবলোকনে সমর্থ হইলেন না। শ্যেনপক্ষী আমিষ গ্রহণার্থ অরণ্যে যেরূপ ভ্রমণ করে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে সেইরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য শত্রু বারণ ধৃষ্টদ্যুম্নের চর্ম্ম, দশ শরে অসি, চতুঃষষ্টি শরে অশ্ব সমুদায় এবং দুই ভল্লে তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে ছেদন পূর্ব্বক শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপর অশনি সদৃশ জীবিতান্তক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল সাত্যকি তদ্দর্শনে অবিলম্বে চতুর্দ্দশ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দ্রোণপরিমুক্ত শর ছেদন করিয়া সিংহমুখে নিপতিত মৃগের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণ হইতে রক্ষা করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই মহারণে সাত্যকিকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহার উপর ষড়্বিংশতি শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রোণের বক্ষঃস্থলে ষড়্বিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণ সাত্যকিকে দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন দেখিয়া সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমর হইতে অপসারিত করিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকি দ্রোণ নির্ম্মুক্ত শর ছেদন পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কি রূপে সংগ্রাম করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে

শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ শর ও নারাচ সমুদায় নিক্ষেপ করত ব্যাদিতাস্য বিকটদশন, ভাস্রাক্ষ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার লোহিতবর্ণ অশ্বগণ এরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল যে, দর্শন মাত্র বোধ হয়, উহারা আকাশমার্গে গমন বা পর্ব্বতোপরি সমুত্থান করিতেছে। তখন শত্রুজেতা মহাশূর সাত্যকি শক্তি গদাধারী অপরাজিত দ্রোণাচার্য্যকে বেগশালী রথে আরোহণ পূর্ব্বক কার্ম্মুক আকর্ষণ এবং অসংখ্য শর ও নারাচ নিক্ষেপকরত অশনিনির্ঘোষশালী বারিধারাবর্ষী বায়ুবেগচালিত বিদ্যুজ্জালজড়িত মহামেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত সারথিকে কহিলেন, হে সূত! তুমি অবিলম্বে এই স্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত দুর্য্যোধনের আশ্রিত রাজপুত্রদিগের আচার্য্য শূরাভিমানী ব্রাহ্মণের অভিমুখে রথ পরিচালন কর। সারথি সাত্যকির বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ রজতসঙ্কাশ বায়ুবেগ সম অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমানীত করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর শত্রুতাপন দ্রোণাচার্য্য ও শিনিবংশাবতংস সাত্যকি উভয়ে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি বারিধারার ন্যায় বহু সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীরদ্বয়ের শরজালে আকাশমার্গ ও দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে প্রভাকরের প্রভাবিনাশ ও সমীরণের গতি রোধ হইল। এইরূপে উভয়ের বাণ বর্ষণে রণস্থল নিবিড় অন্ধকারে সমাক্রান্ত হইলে অন্যান্য বীরগণ উহা নিতান্ত অনিবার্য্য বোধ করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও সাত্যকি অবিশেষে পরস্পরের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধারাভিঘাতজ তাঁহাদের শরনিপাতের গভীর শব্দ দেবরাজপ্রেরিত অশনিনিস্বনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নারাচ বিদ্ধ বীরগণের কলেবর আশীবিষ বিদষ্ট সর্পের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধোন্মত্ত মহাবীর দ্রোণ ও সাত্যকির নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। উভয়ের রথ সারথি ও অশ্ব সমুদায় স্বর্ণপুঙ্খ শরে বিদ্ধ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। অকুটিল নির্ম্মল নারাচ নির্ম্মোকবিমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক মদস্রাবী বারণদ্বয়ের ন্যায় শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বিজয় বাসনায় পরস্পরের প্রতি জীবিতান্তকর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেনাগণের গর্জ্জন ও উৎক্রোশ এবং শঙ্খ দুন্দুভির নিস্বন এককালে তিরোহিত হইল। সৈন্য সকল তূষ্ণীম্ভূত ও যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে দ্রোণ ও সাত্যকির যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। যাবতীয় রথী গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ তাঁহাদের উভয়ের চতুর্দ্দিকে ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান হইয়া অনিমেষ নয়নে যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মুক্তাবিদ্রুম শোভিত মণিকাঞ্চনবিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, হিরণ্ময় কবচ, পতাকা, চিত্রকম্বল, নির্ম্মল শাণিত শস্ত্র, বাজিগণের চামর এবং গজ সমুদায়ের সুবর্ণ ও রজতনির্ম্মিত কুম্ভমালা ও দন্তবেষ্টনের প্রভাপ্রভাবে সেনানিচয় বকপংক্তি বিরাজিত খদ্যোত সমুদ্যোতিত সৌদামিনী সমন্বিত বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ মহাত্মা সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই অপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং সমুদায় সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক সেই বীরদ্বয়ের বিচিত্র গমন প্রত্যাগমন ও আক্ষেপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় স্ব স্ব লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে তীক্ষবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি সুদৃঢ় সায়কনিকরে দ্রোণাচার্য্যের শর সমুদায় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুনিপাতন দ্রোণ অবিলম্বে অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাহাও তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে শিনিবংশাবতংস সাত্যকি বাড়শবার দ্রোণাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিলে আচার্য্য তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রের ন্যায় হস্তলাঘব দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহাবীর পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্য ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের যেরূপ অস্ত্রবল মহাত্মা সাত্যকিও সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে মনে মনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ দ্রোণাচার্য্যের হস্তলাঘব অবগত ছিলেন, কিন্তু সাত্যকির লঘুহস্ততা অবগত ছিলেন না, এক্ষণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অস্ত্র সন্ধান করিলেন। সাত্যকিও অবিলম্বে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অস্ত্র ছেদন করিয়া তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। সমরকৌশলাভিজ্ঞ কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির সংগ্রামকৌশল ও অসাধারণ অতিমানুষ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকিও সেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শত্রুতাপন দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্ভ্রান্ত হইলেন এবং পরিশেষে রণদুর্ম্মদ অতি ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকির বিনাশ বাসনায় দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণকে রিপুঘ্ন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বারুণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে খেচর প্রাণিগণও আকাশ বিচরণ পরিত্যাগ করিল। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শরাসন-সমাহিত দিব্যাস্ত্র দ্বয় পরস্পরের তেজে পরস্পর ব্যর্থ হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর অস্তগমনোন্মুখ হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ ও কেকয় নরপতি এবং মৎস্য ও শাল্ব দেশীয় বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সহস্র সহস্র রাজপুত্রগণ দুঃশাসনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শত্রুপরিবারিত দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পার্থিব রেণু ও বীরগণের শরজালে সমরস্থল পরিব্যাপ্ত হইলে সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; তখন সংগ্রাম কার্য্য আর অনিয়মে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

একোনশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় দিনমণি অস্তাচল শিখরাভিমুখী হইলে দিবস ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল এবং দিনকরের প্রচণ্ড কিরণ মৃদূভূত হইল; তখন যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, কেহ কেহ নিবৃত্ত, কেহ কেহ পুনর্ব্বার সমাগত হইল এবং কেহ কেহ রণস্থলেই অবস্থিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই দিবাবসান সময়ে জয়াভিলাষী সেনাগণ পরস্পর সংগ্রামে সংসক্ত হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা জনার্দ্দন যে যে স্থলে রথ চালন করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকরে সৈন্যগণকে অপসারিত করত সেই সেই স্থানে রথ গমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের রথ যে যে স্থানে গমন করিল, সেই সেই স্থানে কৌরব সৈন্যগণ তাঁহার শাণিত শরে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বলবীর্য্যসম্পন্ন বাসুদেব উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় রথশিক্ষা নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালাগ্নি তুল্য, স্নায়ুবদ্ধ, নামাঙ্কিত, বায়ুবেগগামী বৈণব ও আয়স শর সমুদায় পক্ষিগণ সংহতি ব্যাহারে বিপক্ষদিগের রুধির পান করিতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন এরূপ বেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, রথারূঢ় অর্জ্জুনের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতিগণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি এক ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইলেন। বাসুদেব সঞ্চালিত অশ্বগণকে গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে দেখিয়া সমুদায় লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। মহাবীর অর্জ্জুনের মনোমারুতগামী রথ সংগ্রামস্থলে যেরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল, সূর্য্য, ইন্দ্র, রুদ্র ও কুবেরের রথও সেরূপ বেগে গমন করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে শত্রুনিপাতন কেশব সমরাঙ্গনে রথ সমানীত করিয়া সেনামধ্যে অশ্বগণকে পরিচালিত করিলেন, অনন্তর সমরবিশারদ বীরগণের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল,

সুতরাং রণভূমির রথ সমুদায়ের পর্য্যন্তদেশে উপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে অশ্বগণ আকর্ষণ করত বিচ্ছিন্নবর্ম্মে বিকীর্ণ এবং নিহত মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহের উপরিভাগ দিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর অর্জ্জুনকে শ্রান্তবাহন দেখিয়া সেনাগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে চতুঃষষ্টি, বাসুদেবকে সপ্ততি এবং তাঁহাদের অশ্বগণকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের উপর মর্ম্মভেদী নতপর্ব্ব নব বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ও কেশবকে শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দুই ভল্ল দ্বারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের বিচিত্র শরাসন দ্বয় ও কনকোজ্জ্বল ধ্বজ যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দন তদ্দর্শনে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া পুনরায় দুই শরে তাঁহাদের দুই জনের শরাসন ছেদন করিলেন এবং সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিশিখজালে তাঁহাদিগের সারথি, পদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্ব সকল সংহার করত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা বিন্দের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিন্দ অর্জ্জুনের শরে গতাসু হইয়া বাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রথিপ্রধান মহাবল পরাক্রান্ত অনুবিন্দ জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিন্দের নিধনদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাহস্তে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিয়া মধুসূদনের ললাটে গদাঘাত করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব অনুবিন্দের গদাঘাতে অণুমাত্রও কম্পিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সব্যসাচী ধনঞ্জয় ক্রোধভরে ছয়বাণে অনুবিন্দের ভুজদ্বয়, পাদদ্বয়, মস্তক ও গ্রীবা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে মহাবীর বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হইলে তাঁহাদের অনুগামিগণ ক্রোধভরে শর বর্ষণ করত অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সংহার করিয়া নিদাঘকালীন অরণ্যদহন হুতাশনের ন্যায়, মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে শ্রান্ত ও জয়দ্রথকে দূরস্থ অবধারিত করিয়া প্রসন্ন চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে পার্থকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তাহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে মৃদুবচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাধব! আমাদিগের অশ্ব সকল শরার্দ্দিত ও ক্লান্ত হইয়াছে; জয়দ্রথও অতি দূরে অবস্থান করিতেছে। অতএব এক্ষণে তোমার মতে কি করা কর্ত্তব্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞতম ও পাণ্ডবগণের নেত্র স্বরূপ, পাণ্ডবেরা তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মতে অশ্বগণকে বন্ধন মুক্ত করিয়া বিশল্য করা কর্ত্তব্য। জনার্দ্দন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর; আমি সমুদায় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি।

মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গাণ্ডীবশরাসন ধারণ করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিজয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণ ধনঞ্জয়কে ধরণীতলস্থ দেখিয়া, এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়, এইরূপ বিবেচনা করত অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে শরাসন আকর্ষণ ও বিবিধ অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গগণ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন ও তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়গণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে অরাতিনিপাতন পার্থের অদ্ভুত ভুজবল লক্ষিত হইল; তিনি স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে বিপক্ষাস্ত্র নিরাকৃত ও সমুদায় যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বাণের সংঘট্টে অন্তরীক্ষে আকাশমার্গে প্রজ্বলিত পাবকের আবির্ভাব হইল। অসংখ্য যোধগণ জয়াভিলাষী হইয়া রুধিরাক্ত দেহ, শোণিতোক্ষিত মহাপ্রাণ মাতঙ্গ ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে একমাত্র অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ সমুদায় সাগরের ন্যায় দুর্গম হইল। শরনিকর উহার তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, হস্তী নক্র, পদাতি মৎস্য, উষ্ণীষ কমঠ এবং ছত্র ও পতাকা সমুদায় ফেনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় কেবল বেলাস্বরূপ হইয়া সেই অক্ষোভ্য রথসাগর নিবারণ করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব অশঙ্কিতচিত্তে পুরুষপ্রধান অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! অশ্বগণ জলপানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে; ইহাদিগের জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক, অবগাহনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সমরক্ষেত্রে একটীও কূপ দেখিতে পাই না, ইহারা কোথায় জলপান করিবে? মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে এই জলাশয় রহিয়াছে বলিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বগণের জলপান নিমিত্ত অস্ত্র দ্বারা অবনী বিদারণ পূর্ব্বক হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক সুশোভিত মৎস্য কূর্ম্ম সমাকীর্ণ ঋষিগণসেবিত নির্ম্মলসলিলসম্পন্ন বিকসিত কমলদলোপশোভিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর প্রস্তুত করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই তৎক্ষণবিনির্ম্মিত সরোবর সন্দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মসদৃশ অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুন তথায় শরবংশ, শরাস্তম্ভ ও শরাচ্ছাদনসম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের এই আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া হাস্য করত তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রভাবে সমরস্থলে সলিল সমুৎপন্ন, শরগৃহ নির্ম্মিত ও শত্রুসৈন্যগণ নিরাকৃত হইলে মহাদ্যুতি বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কঙ্কপত্র যুক্ত বাণে নিক্ষত তুরঙ্গমগণকে মুক্ত করিলেন। যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সমুদায় সৈনিক পুরুষ মহাবীর অর্জ্জুনের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারথগণ কোনক্রমেই অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় প্রভূত গজবাজি ও অসংখ্য রথের আক্রমণেও অশঙ্কিত হইয়া সমুদায় পুরুষকে অতিক্রম পূর্ব্বক আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহীপালগণ অর্জ্জুনের উপর অসংখ্য শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাত্মা বাসবনন্দন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। সাগর যেমন নদীগণকে অনায়াসে ধারণ করে, সেইরূপ বীর্য্যবান্ পার্থ বীরগণ-নির্ম্মুক্ত শত শত শর, গদা ও প্রাস সমুদায় অব্যগ্রচিত্তে ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রবেগে ও নিজ বাহুবলে নরেন্দ্রগণের উত্তম উত্তম বাণ সকল বিফল হইয়া গেল। এক লোভ যেমন সমুদায় সদ্গুণ নিবারণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন একাকী ভূমিস্থ হইয়াও রথারূঢ় অসংখ্য ভূপতিগণকে নিবারণ করিলেন। তখন কৌরবেরা পার্থ ও বাসুদেবের অদ্ভুতপরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন যে, অদ্য প্রকারে অর্জ্জুন ও বাসুদেব রণক্ষেত্রে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। ঐ বীর দ্বয় সর্ব্বাংশে অসাধারণ তেজঃ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে অবহেলন করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় অশ্ববিদ্যা নিপুণ মহাত্মা মধুসূদন সৈন্যগণ সমক্ষে সেই অর্জ্জুন নির্ম্মিত শরগৃহে অশ্বগণকে সমানীত করিয়া তাহাদের শ্রম, গ্লানি ও বেপথু নিবারণ করিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জলপান করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বগণের উদক পান, স্নান, ভক্ষণ ও শ্রমবিনোদন সমাধান হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে পুনরায় উত্তম রথে সংযোজিত করিলেন এবং অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবেরা মহাবীর অর্জ্জুনের রথে বিগতক্লম অশ্বগণ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া পুনর্ব্বার বিমনায়মান হইলেন। তাঁহারা ভগ্নদশন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গমন করিয়াছে, আমাদিগকে ধিক্! ঐ সময় এক রথারূঢ় বর্ম্মাচ্ছাদিত দেহ অরাতিনিপাতন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ক্রীড়া কুতুকে যেন কৌরব সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে বীর

বীর্য্য প্রকাশ করত গমন করিতে লাগিলেন। তখন হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে কহিল, হে কৌরবগণ! ঐ দেখ কেশব ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে যুধযোজন করিয়া আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করত জয়দ্রথের অভিমুখে রথ চালন করিতেছেন। অতএব তোমরা অবিলম্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে যত্নবান্ হও

হে মহারাজ! সেই সময় কোন কোন ভূপতি সমরক্ষেত্রে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তাঁহার সৈন্য, ক্ষত্রিয়গণ ও সমুদায় পৃথিবী এককালে উৎসন্ন হইল। উপাদানভিজ্ঞ দুর্য্যোধন ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ কহিলেন, সিন্ধুরাজের আর নিস্তার নাই; তিনি অদ্যই শমনসদনে গমন করিবেন; এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কুরুরাজ তাহার অনুষ্ঠান করুন। হে রাজন্! এ সময় মহাবীর অর্জ্জুন অশ্রান্ত তুরঙ্গম যুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কালান্তক যমোপম মহাবাহু অর্জ্জুনকে কোনক্রমে নিবারণ করিতে পারিলেন না। শত্রুতাপন পাণ্ডব জয়দ্রথের অভিমুখে গমনার্থে মৃগকুল বিত্রস্তকারী মৃগরাজের ন্যায় কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবণ ও বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সৈন্যসাগরমধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বচালন ও পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের অশ্বগণ এরূপ প্রবলবেগে গমন করিল যে, তন্নিসৃষ্ট শরনিকর তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমুদায় নরপতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ জয়দ্রথ বধাভিলাষী ধনঞ্জয়কে পুনরায় চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সৈন্য সকল অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনেক সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের পবনোদ্ধূত ও পতাকাস্ত জলদগম্ভীর নিস্বন, কপিধ্বজ রথ দর্শন করিয়া বিষণ্ণ হইতে লাগিল। ঐ সকল পার্থিব রজোরাশি সমুত্থিত হইয়া দিনকরকে সমাচ্ছন্ন করিলে বাণার্দ্দিত বীরগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন।

একাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় ভূপতিগণ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া প্রথমতঃ ভয়ে পলায়নোন্মুখ হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা লজ্জাকুঞ্চিত হইয়া ক্রোধভরে স্থিরচিত্তে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ক্রোধোত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, তাঁহারা সাগরে পতিত তরঙ্গিণীর ন্যায় আর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে অনেক অসাধু ক্ষত্রিয় বেদবিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নরকগমনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ কেশব ও অর্জ্জুন দ্রোণের সেনাসমূহ বিদারণ ও রথিগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া রাহুবদন-বিনিঃসৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, মহাজালবিমুক্ত মকরাস্য-বিনির্গত মৎস্য দ্বয়ের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং মকর যেমন সমুদ্র সংক্ষোভিত করে, সেইরূপ শস্ত্র দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! যখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে আপনার পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধা সকলে মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কদাপি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না; অতএব সিন্ধুরাজের আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। জয়দ্রথের জীবিত রক্ষা বিষয়ে কৌরব পক্ষীয়গণের মনে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলে তাঁহাদের সে আশা একেবারে উন্মূলিত হইল। তাঁহারা প্রজ্বলিত পাবক তুল্য প্রতাপশালী মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দ্রোণসৈন্য ও ভোজসৈন্য অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া এককালে জয়দ্রথের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন অরাতিকুল-ভয়বর্দ্ধন, নির্ভীকচেতা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পরস্পর জয়দ্রথ বধ বিষয়িণী মন্ত্রণা করত কহিলেন, কৌরব পক্ষীয় ছয় জন মহারথী জয়দ্রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক উহাকে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা একবার আমাদের নয়নগোচর হইলে কদাচ বিমুক্ত হইতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি বলিব, যদি দেবগণের সহিত দেবরাজ স্বয়ং সমরে উহাকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি উহার নিস্তার নাই। হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জয়দ্রথকে অন্বেষণ করত পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই সকল কথা আপনার পুত্রগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মরুভূমি অতিক্রমণানন্তর বারি পানে পরিতৃপ্ত মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বণিকেরা ব্যাঘ্র, সিংহ ও গজসমাকীর্ণ ভূধর অতিক্রম করিয়া যেরূপ প্রফুল্লিত হয়, জরা মৃত্যু বিহীন অরিনিসূদন মধুসূদন ও অর্জ্জুনকে সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত বোধ হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রজ্বলিত হুতাশন তুল্য, আশীবিষ সদৃশ দ্রোণ, হার্দ্দিক্য এবং অন্যান্য নরপতিগণের শরজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিমান ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। লোকে সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইলে যেরূপ হৃষ্ট হয়, উক্ত বীর দ্বয় অর্ণবসদৃশ দ্রোণসৈন্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা ভারদ্বাজের শাণিত শর প্রহারে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন যেন, পর্ব্বত দ্বয় মধ্যে কর্ণিকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই মহাবীর দ্বয় শক্তিরূপ আশীবিষ, নারাচ রূপ নক্র ও ক্ষত্রিয় রূপ সলিলশালী দ্রোণরূপ হ্রদ এবং জ্যাঘোষ রূপ অশনি-নিস্বন, গদা ও খড়্গ রূপ বিদ্যুৎ সম্বলিত, দ্রোণাস্ত্র রূপ মেঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার-বিনির্ম্মুক্ত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রোণের অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইলে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যেন, ঐ বীর দ্বয় বাহু দ্বারা বর্ষাকালীন সলিলপূর্ণ, গ্রাহগণসমাকুল সমুদ্রগামী নদী সমুদায় হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন। হে মহারাজ! যেমন ব্যাঘ্র দ্বয় মৃগ জিঘাংসায় দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ সেই বীর দ্বয় সমীপস্থ জয়দ্রথের বিনাশেচ্ছায় তাঁহাকে অবলোকন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় সমুদায় যোধগণ জয়দ্রথকে বিনষ্ট বলিয়া অবধারিত করিলেন।

তখন লোহিতলোচন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অভীষু হস্ত শৌরি ও ধনুষ্মান্ ধনঞ্জয় সূর্য্য ও পাবকের সমান প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অরাতিনিসূদন মধুসূদন ও ধনঞ্জয় দ্রোণসৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া জয়দ্রথকে সমীপে অবলোকন করত যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক ক্রোধভরে সিন্ধুরাজের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ-সন্নদ্ধ দুর্ভেদ্য কবচধারী অশ্বসংস্কারবিৎ বিপুল পরাক্রম রাজা দুর্য্যোধন সেই বীর দ্বয়কে সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ এক রথে কৃষ্ণ ও পার্থকে অতিক্রম পূর্ব্বক কৃষ্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরব সৈন্য মধ্যে বিবিধ বাদিত্র ও শঙ্খধ্বনির সহিত সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনল তুল্য তেজস্বী যে যে বীরগণ সিন্ধুরাজের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলে দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন মহাত্মা কেশব অনুচর পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধনকে অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে তৎকালোচিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। দুর্য্যোধন অতি অদ্ভুত পরাক্রমশালী; আমার মতে ইহার তুল্য রথী আর কেহই নাই। ঐ মহাধনুর্দ্ধর অতিশয় অস্ত্রকুশল ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। ঐ কৃতী রাজপুত্র চিরকাল সুখে লালিত হইয়াছে। উহার অস্ত্র সকল অত্যন্ত দৃঢ়। সকল মহারথেরাই উহাকে বহুমান করে। ঐ দুরাত্মা নিরন্তর তোমাদিগের দ্বেষ করিয়া থাকে। অতএব হে অনঘ! এক্ষণে উহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই সংগ্রামে জয় ও পরাজয় তোমারই আয়ত্ত। হে অর্জ্জুন! তুমি অবিলম্বে দুর্য্যোধনের উপর সেই চিরসঞ্চিত ক্রোধবিষ নিক্ষেপ কর। যে দুরাত্মা

পাণ্ডবদিগের অনর্থপাতের নিদান, সেই আজি তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইতে চেষ্টা কর। রাজা দুর্য্যোধন রাজ্যার্থী হইয়া কেন তোমার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইল? যাহা হউক ঐ পাপাত্মা ভাগ্যক্রমেই এক্ষণে তোমার বাণগোচর হইয়াছে; অতএব যাহাতে অচিরাৎ জীবন পরিত্যাগ করে, শীঘ্র তাহার উপায় কর। ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুর্য্যোধন দুঃখের লেশ মাত্রও ভোগ করে নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার সাংগ্রামিক পরাক্রম কিছুমাত্র অবগত নহে। হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় সুরাসুর ও মানবগণ একত্র হইলেও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভাগ্যক্রমে আজি তোমার রথসমীপে উপস্থিত হইতেছে। অতএব পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও ইহাকে বিনাশ কর। এ পাপাত্মা নিরন্তর তোমার অনিষ্ট চেষ্টা, শঠতা পূর্ব্বক দ্যূত ক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা এবং সতত তোমাদিগের প্রতি ভূরি ভূরি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া এ পাপপরায়ণ নৃশংসকে সংহার কর। হে অর্জ্জুন! শঠতা সহকারে রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ স্মরণ করিয়া সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সৌভাগ্য ক্রমে তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত করিবার চেষ্টায় তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করত তোমার বাণপথের পথবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করিতেছে। আজি দৈবক্রমে তোমাদিগের মনোরথ সফল হইল। অতএব হে পার্থ! পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র জম্ভাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি তুমি কুরুকুলকলঙ্ক ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে নিপাত করিয়া দুরাত্মাদিগের মূলচ্ছেদন ও শত্রুতার শেষ কর। এ দুরাত্মার নিধনে উহার সৈন্য সকল অনাথ হইলে তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ। মহাত্মা কেশব এই কথা বলিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করত কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি যাহা কহিলে ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্থানে দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছে, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর হে মাধব! যে দুরাত্মা এত দীর্ঘকাল অকণ্টকে আমাদিগের রাজ্য ভোগ করিয়াছে, আজি কি রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই দুঃখভোগে অযোগ্যা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইব? হে মহারাজ! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার মানসে পরমানন্দে সংগ্রামস্থলে শ্বেতাশ্ব সমুদায় সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই দারুণ ভয়াবহ সময়ে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুন ও হৃষীকেশকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে সকল ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কুন্তীনন্দন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহার উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভীষণরূপধারী ভূপতিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হাস্য করত যুদ্ধার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। কেশব ও ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের আহ্বানে একান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ করত শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই বীরদ্বয়কে আহ্লাদিত দেখিয়া এককালে দুর্য্যোধনের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্নিমুখে আহুত স্থির করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ ভয়ে কাতর হইয়া রাজা হত হইলেন, রাজা হত হইলেন, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি এখনই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। কুরুরাজ সৈনিক পুরুষদিগকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, পার্থ! যদি তুমি পাণ্ডুরাজের ঔরস জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাক, তাহা হইলে দিব্য পার্থিব প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, তৎসমুদায় আমাকে প্রদর্শন কর। কেশবের যতদূর ক্ষমতা আছে, উনি তাহা প্রকাশ করুন। হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার পরোক্ষে যে যে কার্য্য করিয়াছ, আজি আমার প্রত্যক্ষে সেই সমুদায় প্রকাশ কর।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া মর্ম্মভেদী তিন শরে তাঁহাকে, চারি শরে তাঁহার চারি তুরঙ্গকে ও দশ বাণে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রতোদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের উপর বিচিত্র পুঙ্খ শিলাশাণিত চতুর্দ্দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরনিকর দুর্য্যোধনের বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় চতুর্দ্দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎসমুদায়ও দুর্য্যোধনের বর্ম্ম সংস্পর্শে ব্যর্থ হইল। তখন শত্রুতাপন কৃষ্ণ পার্থনিক্ষিপ্ত অষ্টাবিংশতি বাণ বিফল হইল দেখিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ যে ভূধরের গতি সদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিতেছি। কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণ সকল ব্যর্থ হইল। আজ কি পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার গাণ্ডীবের, মুষ্টির বা ভুজদ্বয়ের বলহানি হইয়াছে! আজ কি তোমার সহিত দুর্য্যোধনের শেষ সংঘর্ষণ হইবে না? হে অর্জ্জুন! আজি আমি তোমার শরনিকর ব্যর্থ দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তোমার অরাতিকলেবর বিদারক অশনি সদৃশ শর সকল কোন কার্য্যকারকই হইল না! একি বিড়ম্বনা!

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মাধব! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন শরীরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য দারুণ কবচ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল মহাত্মা আচার্য্য ঐ কবচ অবগত আছেন এবং আমি তাঁহার নিকট উহা অবগত হইয়াছি, এতদ্ভিন্ন ত্রিলোক মধ্যে আর কেহই এই কবচ বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহেন। হে গোবিন্দ! মনুষ্যনিক্ষিপ্ত বাণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রের অশনিতেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। হে কেশব! তুমি ত্রিলোকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি এ বিষয়টি যেরূপ অবগত আছ, এমন আর কেহই নাই, তবে কি নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মুগ্ধ করিতেছ। হে কেশব! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আচার্য্য দত্ত কবচ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু এই কবচ ধারণ করিয়া কি করা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই অবগত নহে; কেবল স্ত্রীলোকের ন্যায় গাত্রে ধারণ করিয়া আছে। অতএব তুমি আজি আমার ধনু ও বাহুদ্বয়ের বীর্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন কবচরক্ষিত হইলেও আজি উহাকে পরাজয় করিব। আমার গাত্রে যে কবচ রহিয়াছে, ইহা প্রথমতঃ দেবাদিদেব মহাদেব অঙ্গিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে অঙ্গিরা বৃহস্পতিকে ও বৃহস্পতি পুরন্দরকে সমর্পণ করেন। সুরপতি উপহারের সহিত ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, যদি দুর্য্যোধনের কবচ দেবসম্ভূত হয়, অথবা ব্রহ্মা স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তথাপি আজি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন উহা দ্বারা রক্ষিত হইতে পারিবে না।

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া শর সমুদায় মন্ত্রপূত করত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা দূর হইতে সর্ব্বাস্ত্রনাশক অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি পুনর্ব্বার এ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহি। এই অস্ত্র আমা কর্ত্তৃক দুই বার প্রযুক্ত হইলে উহা আমাকে ও আমার সৈন্যগণকে বিনাশ করিবে। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের বাণ ছিন্ন হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন আশীবিষ সদৃশ নয় বাণে কৃষ্ণকে, নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয়েরা তদ্দর্শনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিপুল বীর্য্যশালী মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আপাদমস্তক বর্ম্মরক্ষিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার গাত্রে শরনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে অন্তক সদৃশ শরনিকরে দুর্য্যো-

ধনের শরযুক্ত শরাসন, অশ্বসমুদায়, পার্ষ্ণি ও সারথিকে ছেদন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বাণদ্বারে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া অবিলম্বে তাঁহার হস্তদ্বয় বিদ্ধ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরেরা পার্থশরপীড়িত দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া, তাঁহার রক্ষার্থ সহস্র সহস্র রথ, গজ, বাজী ও যোধাবিষ্ট পদাতিসমূহ সমভিব্যাহারে আগমন ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ও গোবিন্দ সেই মহাবীরগণের অস্ত্রজালে ও জনসমূহে পরিবৃত হইলে কেহই আর তাঁহাদিগকে অবলোকনে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত অস্ত্র দ্বারা সেই সৈন্য সমুদায় আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। শত শত রথী ও মাতঙ্গ বিকলাঙ্গ হইয়া সমরভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট অর্জ্জুন-শরতাড়িত সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করিয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করত তাঁহার রথের গতি রোধ করিল। তখন বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি ধনুর্বিস্ফারণ কর, আমি শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করি। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারিত করিয়া শরাঘাতে রিপুগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূসরিত পক্ষ্মপটল কেশব বলাক্ত বদনে পাঞ্চজন্য বাদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের শঙ্খনাদ ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনিস্বনে কৌরবপক্ষীয় কি বলবান্ কি দুর্ব্বল সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই সেনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া বায়ুপ্রেরিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ঐ সময় সিন্ধুরাজের রক্ষক মহাধনুর্দ্ধর বীর পুরুষেরা সহসা পার্থকে নিরীক্ষণ করিয়া অনুচরগণ সমভিব্যাহারে বাণশব্দ, শঙ্খনিস্বন ও ভীষণ সিংহনাদ করিয়া বসুন্ধরাকে কম্পিতা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কৌরবগণের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শঙ্খশব্দে ভূধর, অর্ণব ও দ্বীপ সমবেত সমুদায় ভূতল পাতালতল এবং দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কুরুপাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় মহারথগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমত অতিশয় ভীত হইলেন, কিন্তু তৎপরেই ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ স্বর্ণ চিত্রিত, শব্দায়মান, অনল অনলসদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ দ্বারা দশ দিক্ সন্দীপন এবং কনকপৃষ্ঠ দুর্নিরীক্ষ্য ক্রুদ্ধ ভুজগ সদৃশ শব্দায়মান কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিধন বাসনায় সত্বরে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। স্বর্ণ কবচ মহাবীর ভূরিশ্রবা, শল্য, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ ও রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এই আট জন মহারথ বায়ু-বেগগামী অশ্ব সংযোজিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত, ঘনঘটা গভীর নিস্বন, হেমবিভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সংকৃজনযুক্ত জতাধারী বিচিত্র অশ্বগণ সেই মহারথগণকে বহন করত দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া অসাধারণ শোভা ধারণ করিল। কৌরব পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোধগণ পর্ব্বত, নদী ও অর্ণবসম্ভূত সংশপ্তক, বেগগামী, অত্যুত্তম তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে সত্বরে ধনঞ্জয়ের রথের প্রতি ধাবমান হইয়া শঙ্খনাদে সসাগরা ধরিত্রী ও স্বর্গ পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বদেবপ্রবর মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই শঙ্খশব্দে সমুদায় শব্দ অন্তর্হিত এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হে মহারাজ! সেই ভীরুজনের ত্রাসজনন ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, নিদারুণ শঙ্খনিনাদ সময়ে ভেরী, মুরজ, ঝর্ঝর ও আনক প্রভৃতি বাদিত্র সমূহ বাদিত হইলে দুর্য্যোধনহিতৈষী, নানাদেশ সমাগত মহা-ধনুর্দ্ধর রাজা দিগ্‌দেশীয় নরপতিরা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খনিনাদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভরে স্ব স্ব শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই নির্ঘাতশব্দসদৃশ শঙ্খনিস্বনে সমুদায় দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রথী, কুরু সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও সেই আট জন মহারথ জয়দ্রথের রক্ষার্থ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন এবং তাঁহার ধ্বজ ও অশ্ব সমুদায়ের উপর পাঁচ ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বাসুদেবকে শরাহত দেখিয়া ক্রোধ-কষায়িত লোচনে অশ্বত্থামাকে ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শল্য তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভূরিশ্রবা স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত তিন বাণে, কর্ণ দ্বাত্রিংশৎ বাণে, বৃষসেন সাত বাণে, জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততি বাণে, কৃপ দশ বাণে এবং মদ্ররাজ পুনরায় দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামা প্রথমত পার্থের উপর ষষ্টি সংখ্যক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে পাঁচ ও বাসুদেবকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করত স্বীয় হস্তলাঘবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সকল বীরগণকে শরনিকরে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কর্ণকে দ্বাদশ, বৃষসেনকে তিন, সৌমদত্তিকে তিন, শল্যকে দশ, গৌতমকে পঞ্চবিংশতি ও সৈন্ধবকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া সত্বরে শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামাকে প্রথমত অগ্নিশিখাকার আট বাণ প্রহার করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া হৃষীকেশের করস্থিত অশ্বরশ্মি ছেদনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে অতি-শয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মৎ পক্ষীয় সেই বিবিধাকার অসামান্য শোভাসম্পন্ন ধ্বজ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথগণের রথস্থিত নানা প্রকার ধ্বজ-সমূহের নাম ও আকার এবং বর্ণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সংগ্রাম-স্থলে মহারথদিগের রথোপরি স্বর্ণাভরণ ভূষিত, স্বর্ণ মাল্যমণ্ডিত, স্বর্ণময় বিবিধ প্রকার ধ্বজ সমুদায় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ও অত্যুচ্চ সুমেরু পর্ব্বতের কাঞ্চন শৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সমুদায় ধ্বজের উপরিস্থিত নানা বর্ণরঞ্জিত, ইন্দ্রায়ুধপ্রতিম, বিচিত্র পতাকা সকল বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নর্ত্তকীরা রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিতেছে।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত পতাকা সমলঙ্কৃত, সিংহলাঙ্গুলধারী, বিকটাস্য, ভীষণাকার কপিবর সংগ্রামস্থলে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামার শরক্ষ্বজসম্পন্ন, পবনকম্পিত, বাল সূর্য্যপ্রতিম, অত্যুচ্ছ্রিত, কাঞ্চনময় ধ্বজাগ্রভাগ কৌরবগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিল। মহাবীর কর্ণের মাল্য ও পতাকা যুক্ত স্বর্ণময় হস্তিকক্ষ্যধ্বজ বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা আকাশমার্গ ব্যাপ্ত করত নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডবগণের আচার্য্য তপঃসম্পন্ন গৌতমতনয়ের রথে বৃষধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। ত্রিপুর-বিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেব বৃষ দ্বারা যেরূপ শোভমান হন, গৌতমপুত্র মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই রত্নময় বৃষভধ্বজ দ্বারা তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। সেইরূপ মহাত্মা বৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্নাদিখচিত ময়ূর সেনা-প্রভাগে শোভিত হইয়া বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ ময়ূর হঠাৎ মেঘশব্দে পতিত হইলে বোধ হয়, যেন উহা কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছে। মহাত্মা বৃষসেন সেই ময়ূর দ্বারা সমরাঙ্গণে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজাগ্রভাগে সর্ব্ববীজ প্রসবিনী শস্যাধি-ষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়, অগ্নিশিখাকার স্বর্ণময় লাঙ্গল শোভা পাইতে

লাগিল। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ধ্বজোপরি বালার্কসদৃশ হেমাভরণভূষিত বরাহ নয়নগোচর হইল। পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধসময়ে সূর্য্য যেমন শোভমান হইয়াছিলেন, মহাবীর জয়দ্রথ সেই বরাহ দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান্ সৌমদত্তির কনকময় যূপধ্বজ যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় বিরাজমান হইতে লাগিল। ঐরাবত যেমন দেবরাজের সৈন্যগণকে শোভিত করে, তদ্রূপ মহাবীর শল্যরাজের ধ্বজাগ্রস্থিত বিচিত্র স্বর্ণময় ময়ূর সমুদায়ে পরিশোভিত মাতঙ্গ-ধ্বজ আপনার সৈন্যগণের শোভা সম্পাদন করিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রথস্থ স্বর্ণমণ্ডিত শব্দায়মান কিঙ্কিণী শত সমাযুক্ত মণিময় নাগধ্বজ দ্বারা অতীব শোভমান হইলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় এই নব মহাধ্বজ যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় আপনার বাহিনীমণ্ডল প্রদীপ্ত করিল। তন্মধ্যে মহাবীর অর্জ্জুনের এক মাত্র বানরধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। হুতাশন দ্বারা হিমাচল যেরূপ দেদীপ্যমান হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় ধ্বজস্থিত কপি দ্বারা তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইলেন।

অনন্তর শত্রুতাপন মহারথগণ অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত বিচিত্রাকার বৃহৎ শরাসন সমুদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন অতুলকর্ম্মা অর্জ্জুনও স্বীয় শত্রুবিনাশন গাণ্ডীব ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরপ্রভাবে, আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা-নিবন্ধন নানা দিগ্দেশ হইতে অভ্যাগত প্রভূত হস্ত্যশ্বরথসম্পন্ন বহুতর ধরণীপতিরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ ও মহাবীর অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি গর্জ্জন করত পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! ঐ সময় কৃষ্ণসারথি মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথগণকে পরাজয় ও জয়দ্রথকে সংহার করিবার মানসে একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীববিধূনন ও শরজালবিস্তার করত কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে অদৃশ্য করিলেন। তাঁহারাও চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিয়া শত্রুতাপন অর্জ্জুনকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অরাতিশরনিকরে অদৃশ্য হইলে সৈন্যমধ্যে কোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথের সমীপে উপস্থিত হইলে দ্রোণ সমাক্রান্ত পাঞ্চালগণ কৌরব পক্ষীয়দিগের সহিত কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই অপরাহ্ণ কালীন লোমহর্ষণ সংগ্রাম সময়ে পাঞ্চালগণ দ্রোণকে সংহার ও কৌরবগণ তাঁহাকে তাহাদের হস্ত হইতে মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্যের নিধন কামনায় গর্জ্জন করত তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে পাঞ্চাল ও কুরুবীরগণের সেইরূপ অদ্ভুত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথসন্নিধানে আপনাদিগের রথ অবস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে তাহাদের উপর অসংখ্য মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আচার্য্যের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেকয় দেশীয় মহারথ বৃহৎক্ষত্র অশনিসন্নিভ শাণিত শর পরিত্যাগ করত দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কীর্ত্তিমান্ ক্ষেমধূর্ত্তি অসংখ্য তীক্ষ্ণবাণ পরিত্যাগ করত বৃহৎক্ষত্রের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া শম্বরাসুরের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষেমধূর্ত্তির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বীরধন্বা তাঁহাকে ব্যাদিতাস্য কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর তাঁহার প্রতি গমন করিলেন।

তখন মহাবীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র বলবান্ বিকর্ণ, মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধনিপুণ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। শত্রুকর্ষণ দুর্ম্মুখ অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিয়া সমাগত সহদেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত শাণিত তীক্ষ্ণ শরে নরব্যাঘ্র সাত্যকিকে মুহুর্মুহু কম্পিত করিতে লাগিলেন। মহাবল সৌমদত্তি সায়কবর্ষী নরব্যাঘ্র দ্রৌপদীতনয়দিগের নিবারণে যত্নবান্ হইলেন। মহারথ ঋষ্যশৃঙ্গতনয় অমর্ষপরায়ণ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে রাম রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এই বীর দ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইল।

তখন ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নতপর্ব্ব নবতি বাণে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের সমুদায় মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্দ্ধারিদিগের সমক্ষে তাঁহার দেহ অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে লক্ষ্য করত বিংশতি বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর দ্বারা দ্রোণ-নির্ম্মুক্ত শরসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর মহাত্মা ধর্ম্মরাজের ধনুশ্ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য শরে তাঁহার সর্ব্ব শরীর আবৃত করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ দ্রোণের সায়কে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে রণভূমিস্থ সকল লোকেরা তাঁহাকে নিহত বলিয়া স্থির করিল; কেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির দ্রোণের শরাঘাতে সমরবিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন দ্রোণ-শরে বিপন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণ-প্রেরিত শরসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন দ্রোণের সমুদায় শর ছেদন করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে স্বর্ণদণ্ড ও অষ্ট ঘণ্টা বিশিষ্ট গিরিবিদারণে সমর্থ ভীষণ শক্তি সমুৎক্ষেপণ করিয়া প্রহৃষ্ট মনে গম্ভীর নিনাদ করিলেন। তাঁহার ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ ও ভীষণ শক্তি সন্দর্শনে সকল প্রাণীই শঙ্কিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গসদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল ও দিগ্বিদিক্ প্রজ্বলিত করত দ্রোণসমীপে সমুপস্থিত হইল। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সহসা সেই শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র যুধিষ্ঠির-নির্ম্মুক্ত শক্তি ভস্মসাৎ করিয়া তাঁহার স্যন্দনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন বিজ্ঞতম যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সহসা ধর্ম্মপুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই দ্রোণনির্ম্মুক্ত গদা অবলোকন করিয়া তাহার নিবারণার্থ স্বয়ং গদা গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই উভয় বীরনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদাদ্বয় পরস্পর সঙ্ঘর্ষিত হইয়া অগ্ন্যুৎপাদন পূর্ব্বক মহীতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া চারিটী তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার অশ্ব সমুদায় এক ভল্লাস্ত্রে শরাসন ও একবাণে ইন্দ্রধ্বজোপম কেতু ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে তিন শরে নিপীড়িত করিলেন। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে রথ-শস্ত্রবিহীন অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ্ণ সিংহ যেমন মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণ কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইলে সমুদায় পাণ্ডব পক্ষীয়েরা রাজা দ্রোণ কর্ত্তৃক হত হইলেন বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ত্বরান্বিত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অশ্বচালন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সমরক্ষেত্রে সমাগত কেকয় দেশীয় দৃঢ়বিক্রম বৃহৎক্ষত্রের বক্ষঃস্থলে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ করিলেন। রাজা বৃহৎক্ষত্রও দ্রোণসৈন্য ভেদ করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহাকে নতপর্ব্ব ৭, বদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেমধূর্ত্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত

ভল্লাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা বৃহৎক্ষত্রের শরাসন ছেদন করিয়া আনতপর্ব্ব শর-নিকরে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সহাস্য মুখে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তির অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদন পূর্ব্বক শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার জ্বলিত কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তির কুঞ্চিত কেশ বিরাজিত কিরীট-মণ্ডিত ছিন্ন মস্তক সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া অম্বরচ্যুত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র ক্ষেমধূর্ত্তির প্রাণ সংহার করিয়া প্রসন্ন মনে পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ সহসা কৌরব সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

মহাবীর ধৃষ্টকেতু দ্রোণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বীরধন্বা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বলবীর্য্যসম্পন্ন বীরদ্বয় ধনু সহস্র শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া নিবিড়ারণ্যচারী মদোন্মত্ত যূথপতি মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় গিরিগহ্বরস্থ ক্রুদ্ধ শার্দ্দূল দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর জিঘাংসায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণগণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব সংগ্রাম দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বীরধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া অম্লান মুখে ভল্লাস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বীরধন্বার রথ লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। মহাবীর বীরধন্বা সেই বীরঘাতিনী শক্তির আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথ বীরধন্বার মৃত্যু হইলে পাণ্ডব পক্ষীয়গণ আপনার সৈন্য সংক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাবীর দুর্ম্মুখ সহদেবের প্রতি ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করত বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মাদ্রীনন্দন তাঁহার গর্জ্জনে কোপপূর্ণ হইয়া শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্ম্মুখকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং পরিশেষে নব বাণে তাঁহাকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কেতু, চারি বাণে চারি অশ্ব, শাণিত ক্ষুরে সারথির মস্তক ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্ম্মুখ সেই অশ্ববর্জ্জিত স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া নিরমিত্রের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন শত্রুহন্তা সহদেব নিরমিত্রের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সংহার করিলেন। ত্রিগর্ত্ত রাজপুত্র নিরমিত্র সহদেবের শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ধরাতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দশরথাত্মজ রাম নিশাচর খরের প্রাণ সংহার করিয়া যেরূপ শোভমান হইয়াছিলেন, সহদেবও ত্রিগর্ত্তরাজপুত্র নিরমিত্রের জীবন নাশ করিয়া তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। ত্রিগর্ত্তেরা রাজপুত্রের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত আর্ত্তনাদ ও হাহাকার করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল আপনার পুত্র পৃথুলোচন বিকর্ণকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরাজিত করিয়া সকল লোককে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত নতপর্ব্ব শর বর্ষণ করিয়া সেনামধ্যগত সাত্যকিকে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক শর দ্বারা ব্যাঘ্রদত্তের শর সমুদায় নিবারণ এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। এই রূপে মগধরাজপুত্র বিনষ্ট হইলে মগধ দেশীয় বীরগণ ক্রোধভরে সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর, তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুষল, মুদগর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি সহাস্য মুখে অনায়াসে সেই সকল বীরগণকে পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে সংগ্রামে বিমূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আপনার সেনাগণও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইল। হে মহারাজ! এইরূপে যদুবংশাবতংস সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া ধনুর্বিধূনন পূর্ব্বক সংগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কোপাবিষ্ট হইয়া নেত্রবিঘূর্ণন পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন।

—

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! যশস্বী সোমদত্তপুত্র ধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদেয়দিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদেয়গণ সৌমদত্তির শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেতন-প্রায় হইয়া সংগ্রামে ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। অনন্তর নকুলপুত্র শতানীক নরর্ষভ সোমদত্তপুত্রকে দুই শরে বিদ্ধ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন শতানীকের অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় যত্নপূর্ব্বক তিন তিন বাণে সৌমদত্তিকে আহত করিলেন। মহাবীর সৌমদত্তি তাঁহাদিগের পাঁচ জনের বক্ষঃস্থলে পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই পাঁচ ভ্রাতা সৌমদত্তির বাণে পীড়িত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক সায়ক বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোপপূর্ণ অর্জ্জুননন্দন চারিটি শাণিত শরে সোমদত্তনন্দনের অশ্ব সমুদায় শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেনতনয় তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরে আহত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরতনয় তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নকুলপুত্র তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন সহদেব-নন্দন সৌমদত্তিকে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিমুখীকৃত অবগত হইয়া ক্ষুর-প্রাস্ত্রে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বালসূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত সৌমদত্তির মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া রণস্থল আলোকময় করিল। তখন আপনার সেনাগণ সোমদত্তপুত্রের বিনাশ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত সেইরূপ ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ভীমসেনের সহিত রাক্ষসের ঘোর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন হাস্য করিয়া নয়টী নিশিত শরে রোষপরবশ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন অলম্বুষ বাণবিদ্ধ হইয়া গভীর নিনাদ করত ভীমসেনের ও তাঁহার অনুগামিগণের সম্মুখীন হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ ও তাঁহার ত্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিল। পরে পুনরায় তাঁহার চতুঃশত রথ বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসের শর-প্রহারে ব্যথিত হৃদয় হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে ঘোর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরে অলম্বুষকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। নীল কজ্জলসদৃশ নিশাচর ভীমের বহুবাণে বিদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে প্রফুল্লকিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় অলম্বুষের ভ্রাতৃবধ বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন সে ঘোর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিল, রে মূঢ়! আজি সংগ্রামে আমার পরাক্রম দেখ! তুই পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা মহাবীর বক রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিস্। আমি তথায় তৎকালে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। মহাবীর অলম্বুষ ভীমকে এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন নিশাচরকে অদৃশ্য জানিয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস ভীমবাণে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণ পূর্ব্বক কখন ভূতলে ও কখন আকাশমণ্ডলে গমন করিতে লাগিল এবং কখন সূক্ষ্ম, কখন বৃহৎ ও কখন স্থূল আকার ধারণ পূর্ব্বক অম্বুদের ন্যায় গর্জ্জন ও নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করত আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে বিবিধ শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসবিসৃষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পট্টিশ, তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, শিলা, খড়্গ, লগুড়, ঋষ্টি, বজ্র প্রভৃতি শস্ত্র সকল সংগ্রামমধ্যে বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইয়া পাণ্ডুনন্দনের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া গেল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অলম্বুষ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে রাক্ষসগণ সমাকুল, শোণিত নদী প্রবাহিত করিল। রথ সকল উহার আবর্ত্ত, হস্তী সকল গ্রাহ, ছত্র সমুদায় হংস ও বাহু

সকল পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ঐ নদীর ভীষণ প্রবাহে ভাসিতে লাগিল। সেই ঘোররণে পাণ্ডবগণ রাক্ষসের নিঃশঙ্কচিত্তে পরিভ্রমণ ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কৌরব সেনাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা লোমহর্ষণ তুমুল বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিল। করতালিশব্দ ভুজঙ্গের যেমন অসহ্য হয়, কৌরবগণের বাদিত্র নিস্বন ভীমসেনের তদ্রূপ অসহ্য হইল। তখন তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রোষকষায়িতলোচনে তাষ্ট্র অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ সময় চতুর্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হওয়াতে অসংখ্য কৌরবসৈন্য সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সেই ভীমসেন-প্রেরিত তাষ্ট্র অস্ত্র সমরে নিশাচরের মহামায়া বিনষ্ট করিয়া তাহাকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস শরার্দ্দিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ দ্রোণাচার্য্যের বাহিনীমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে নিশাচর ভীমকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবেরা আনন্দিত চিত্তে সিংহনাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূরিত করিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা ভীমসেনকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে অলম্বুষ ভীমের নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সংগ্রামস্থলে অশঙ্কিত চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বা-নন্দন ঘটোৎকচ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাহাকে নিশিতশরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অলম্বুষও কোপাবিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই রাক্ষস দ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া বিবিধ মায়া ধারণ পূর্ব্বক সুরেন্দ্র ও শম্বরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভীষণ রাক্ষসদ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ বিংশতি নারাচাস্ত্রে অলম্বুষের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় মুহুর্মুহু গভীর নিনাদ করিতে লাগিল। অলম্বুষও যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বা-নন্দনকে পুনঃ পুনঃ বাণবিদ্ধ করিয়া বীরনাদে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই মায়াযুদ্ধবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত নিশাচরদ্বয় রোষিত হইয়া শত শত মায়াবিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে মোহিত করিয়া মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করিল, অলম্বুষের মায়া-প্রভাবে তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মায়াযুদ্ধকুশল অলম্বুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক চতুর্দিক্ হইতে তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং অসংখ্য রথ দ্বারা তাহাকে অবরোধ করিয়া তাহার উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিশাচর বীরগণের শরাহত হইয়া উল্কাহত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অচিরাৎ অস্ত্রমায়াপ্রভাবে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া দগ্ধ বন হইতে নির্গত দন্তীর ন্যায় চতুর্দ্দিকস্থ রথ সমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত হইল এবং দেবরাজের অশনি সদৃশ শব্দায়মান ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ করত ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি, যুধিষ্ঠিরকে তিন, সহদেবকে সাত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি, প্রত্যেক দ্রৌপদেয়কে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর গভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন নয়, সহদেব পাঁচ, যুধিষ্ঠির শত, নকুল চতুঃষষ্টি ও দ্রৌপদেয়েরা প্রত্যেকে তিন তিন বাণে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। বলবান্ ঘটোৎকচও ঐ সময় তাহাকে প্রথমত পঞ্চাশৎ শরে আহত করিয়া পুনরায় সপ্ততি শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বাতনয়ের ভীষণ নাদে গিরি কানন ও জলাশয়াদি সম্বলিত সমুদায় বসুন্ধরা এককালে কম্পিতা হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অলম্বুষ রথিগণের শরনিকরে সমাহত হইয়া তাহাদের সকলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অলম্বুষকে সাতবাণে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষও শরার্দ্দিত হইয়া হিড়িম্বাতনয়ের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়কসমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যেমন রোষবিষ্ট মহাবল পন্নগসমূহ পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রবেশ করে, সেইরূপ নতপর্ব্ব শরসমূহ ঘটোৎকচের কলেবরে প্রবিষ্ট হইল। তখন ঘটোৎকচ ও সমবেত পাণ্ডবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে অলম্বুষের উপর নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ জয়শীল পাণ্ডবগণের বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় হীনবীর্য্য ও কর্ত্তব্যাবধারণে অক্ষম হইল। সমরনিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ অলম্বুষকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার বিনাশ বাসনায় স্বীয় রথ হইতে তাহার ভিন্নাঞ্জনরাশি-সন্নিভ দগ্ধ গিরিশৃঙ্গ সদৃশ রথে লম্ফ প্রদান করিল এবং গরুড় যেমন সর্পকে উত্তোলন করে, তদ্রূপ অলম্বুষকে রথ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে বারংবার নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তরবিক্ষিপ্ত পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেনাগণ তাহার এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। এইরূপে অতি ভীষণ রাক্ষস অলম্বুষ ঘটোৎকচের প্রহারে বিস্ফুটিতাঙ্গ ও চূর্ণিতাস্থি হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন পাণ্ডবগণ সেই নিশাচরের বিনাশ দর্শনে পুলকিত হইয়া পতাকা বিধূনন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কুরুপক্ষীয় সেনা ও বীরগণ ভীমরূপ মহাবল অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সমরাঙ্গণে নিপতিত দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই সমরাঙ্গণে নিপতিত রাক্ষসকে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে পতিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ঘটোৎকচ অমিত পরাক্রম অলম্বুষকে পক্ক অলম্বুষ ফলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বলনিপাতন বাসবের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতা ও পিতৃব্যেরা বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে সেই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে শঙ্খনাদ ও নানাবিধ বাণনিস্বন আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে কি রূপে নিবারণ করিয়াছিলেন, তুমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর; উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের যেরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর দ্রোণ সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহাকে সহসা আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্র-কাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণও হেমপুঙ্খ নিশিত পাঁচশরে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিলেন। সেই সমস্ত অরাতিবিনাশন শর সাত্যকির সুদৃঢ় বর্ম্মভেদ করিয়া নিঃশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। তখন সাত্যকি অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনলসদৃশ পঞ্চাশৎ নারাচাস্ত্রে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমত তাঁহাকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার উপর নিশিত শরনিকর বিদ্ধ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় ও অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন আপনার আত্মজ ও সৈন্যগণ সাত্যকিকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ ও সাত্যকিকে একান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! যেরূপ রাহু সূর্য্যকে পীড়ন করে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন, অতএব যে স্থানে তিনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তোমরা সত্বর তথায় ধাবমান হও। ধর্ম্মনন্দন সৈন্যগণকে এই কথা

বলিয়া পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি কেন এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ, অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হও। দ্রোণাচার্য্য হইতে আমাদের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি তোমার বোধগম্য হয় নাই? যেমন বালক সূত্রসংযত পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সত্বর ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে সাত্যকির রথাভিমুখে ধাবমান হও। আমি সৈন্যগণের সহিত তোমার অনুগমন করিব। হে পাঞ্চাল! আজি তুমি যমদংষ্ট্রান্তর্গত সাত্যকিকে পরিত্রাণ কর।

রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এক কালে দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে সমরক্ষেত্রে মহান্ কোলাহল সমুপস্থিত হইল। বীরগণ একত্র সমবেত হইয়া দ্রোণের প্রতি কঙ্কপত্র ও ময়ূরপুচ্ছ সুশোভিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লোকে অভ্যাগত অতিথিদিগকে সলিল ও আসন প্রদান পূর্ব্বক যেমন প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য হাস্যমুখে সেই বীরগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তৎকালে সেই মধ্যাহ্নকালীন দিনকর সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যে রূপ দিবাকর প্রখর করজালে সকলকে সন্তাপিত করেন, তদ্রূপ ধনুর্দ্ধরপ্রধান দ্রোণ শরনিকরে সেই বীরগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারই আশ্রয়লাভে সমর্থ হইলেন না। সূর্য্যের করজালসদৃশ দ্রোণাচার্য্যের শরজাল পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রিয় পাঞ্চাল দেশীয় সুবিখ্যাত পঞ্চবিংশতি মহারথ দ্রোণশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণমধ্যে প্রধান প্রধান বীর বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তিনি একশত কৈকয়কে বিনষ্ট ও অন্যান্য সকলকে ইতস্তত বিদ্রাবিত করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও কৈকয় দেশীয় অসংখ্য বীরগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও পরাজিত হইয়া অরণ্যমধ্যে হুতাশন পরিবেষ্টিত বনবাসিগণের ন্যায় আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তথায় সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছেন। হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে বা তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্রোণের সহিত পাণ্ডবগণের এই রূপ বীরক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময় পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ, সহসা যুধিষ্ঠিরের শ্রবণ গোচর হইল। ঐ শঙ্খ বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ সময় সৈন্ধবরক্ষক বীর সকল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অর্জ্জুনের রথাভিমুখে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার গাণ্ডীবনির্ঘোষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের শঙ্খনিস্বন ও কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রবণে বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। যখন পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং কৌরবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। ধর্ম্মরাজ আকুলিত চিত্তে এইরূপ চিন্তা করত মুহুর্মুহু মোহে অভিভূত হইয়াও তৎকাল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত বাষ্পাকুলিত বচনে সাত্যকিকে কহিলেন, হে শৈনেয়! পূর্ব্বে সাধু ব্যক্তিরা যুদ্ধ সময়ে সুহৃদ্গণের কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই কার্য্য অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! আমি অত্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগের মধ্যে তোমার তুল্য প্রিয়সুহৃৎ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। হে শিনিপুঙ্গব! যে ব্যক্তি নিরন্তর প্রসন্ন চিত্ত ও অনুরক্ত থাকে, আমার বিবেচনায় তাহাকেই যুদ্ধে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। তুমি কৃষ্ণের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন এবং তাঁহারই ন্যায় নিরন্তর আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক। অতএব আমি তোমার প্রতি যে ভারার্পণ করিতেছি, তুমি তাহা বহন কর; আমার অভিলাষ সফল করিও না। মহাবীর অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু অত

এব তুমি বিপদ্কালে তাঁহার সাহায্য কর। তুমি সত্যব্রত, মহাবল পরাক্রান্ত ও মিত্রগণের প্রিয়দর্শন এবং স্বীয় কার্য্যপ্রভাবে লোকমধ্যে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে শিনিবংশাবতংস! যে ব্যক্তি মিত্রার্থ যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, আর যিনি ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করেন, তাঁহাদের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অনেকানেক মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সংগ্রামে সুহৃদের সাহায্য করিয়া পৃথিবী দান তুল্য অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ কর। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। হে সাত্যকে! কেবল মহাবাহু বাসুদেব ও তুমি, তোমরা দুই জনে মিত্রগণের অভয়প্রদ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া থাক। আর দেখ, বীরপুরুষই মহাবল পরাক্রান্ত সংগ্রামে যশোলাভার্থী বীরপুরুষের সহায় হইয়া থাকেন, প্রাকৃত ব্যক্তি কদাচ তদ্বিষয়ে সমর্থ হয় না। অতএব এই বিপদ্ সময়ে তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেই অর্জ্জুনের রক্ষক দেখিতেছি না।

হে বীর! ধনঞ্জয় আমার হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বক বারংবার তোমার কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। একদা তিনি দ্বৈতবনে সজ্জন সমাজে তোমার পরোক্ষে তোমার প্রকৃত গুণকীর্ত্তন করত আমাকে কহিয়াছিলেন, মহারাজ! সাত্যকি লঘুহস্ত, অসাধারণ পরাক্রমশালী, চিত্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও মহাবীর, তিনি যুদ্ধে কদাচ বিমোহিত হন না। ঐ বিপুলবক্ষা বৃষস্কন্ধ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ আমার শিষ্য ও সখা। আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং তিনিও আমার নিতান্ত প্রিয়তম। তিনি আমার সহায় হইয়া কৌরবগণকে প্রমথিত করিবেন। যদি মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ ও সাম্ব এবং সমুদায় বৃষ্ণিবংশীয়গণ রণস্থলে আমার সাহায্য করেন, তথাপি আমি নরশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সাহায্যার্থ নিয়োগ করিব। তাঁহার সমান যোদ্ধা আর কেহই নাই। হে সাত্যকি! ধনঞ্জয় এইরূপ তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি সেই অর্জ্জুনের ভীমের ও আমার এই মনোরথ নিষ্ফল করিও না। আমি তীর্থপর্য্যটনপ্রসঙ্গে দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। বিশেষত এক্ষণে আমাদের এই বিপদ্কালে তুমি যেরূপ সখ্যভাব প্রদর্শন করিতেছ, আমি অন্য কাহাতেও সেরূপ অবলোকন করি না। তুমি সদ্বংশসম্ভূত, একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও মহাবল পরাক্রান্ত; অতএব এক্ষণে স্বীয় সখা বিশেষত আচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার সহিত অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দুর্য্যোধন দ্রোণপ্রদত্ত কবচ ধারণ করিয়া সহসা অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়াছে এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথ সকল পূর্ব্বেই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব সত্বর তথায় গমন করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি মহাবীর দ্রোণ তোমাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আমরা ভীমসেন ও সেনাগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে নিবারণ করিব।

হে শৈনেয়! ঐ দেখ, কৌরবসৈন্যগণ সমরপরিহারপূর্ব্বক মহাকোলাহল করিয়া পলায়ন করিতেছে। উহারা পূর্ব্বকালীন বায়ুবেগবিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ অসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও রথ ধাবমান হওয়াতে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া চারি দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতেছে। মহাবীর অর্জ্জুন তোমর ও প্রাসধারী মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধু ও সৌবীরবৃন্দে পরিবৃত হইয়াছেন। উহাদিগকে নিবারণ না করিয়া জয়দ্রথকে পরাজয় করা অসাধ্য হইবে; উহারা জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবে, ঐ দেখ, শর, শক্তি, ধ্বজদণ্ড, অশ্ব, নাগ সমাকুল নিতান্ত দুরতিক্রম্য কৌরবসৈন্য রণস্থলে অবস্থান করিতেছে। দুন্দুভিনির্ঘোষ, গম্ভীর শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, করি-বৃংহিত ও শত সহস্র পদাতিগণের পদশব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিপকেরা ধরাতল বিকম্পিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। ঐ অগ্রে সৈন্ধব সৈন্য, পশ্চাদ্ভাগে দ্রোণসৈন্য অবস্থান করিতেছে। উহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, উহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে অসমর্থ নহে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই অসীম সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণ বিয়োগের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে আমি কিরূপে প্রাণধারণ করিব। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি জীবিত থাকিতে

আমাকে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইল। কিরীটধারী অর্জ্জুন সূর্য্যোদয়কালে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ; এক্ষণে দিবাও প্রায় অতিবাহিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন এখন জীবিত আছেন কি না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৌরব বল সাগর তুল্য, উহা দেবগণেরও দুরধিগম্য অর্জ্জুন একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া এক্ষণে এই যুদ্ধবিষয়ে কিছুতেই আমার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইতেছে না ; ঐ দেখ, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া তোমার সমক্ষে আমার সৈন্য পীড়ন করিতেছেন। হে শৈনেয় ! তুমি দুর্ব্বোধ কার্য্য সমূহের অবধারণ করিতে বিলক্ষণ সমর্থ ; এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু আমার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অর্জ্জুনকে পরিত্রাণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি লোকপালক জগৎপতি বাসুদেবের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তিনি এই দুর্ব্বল ধার্ত্তরাষ্ট্র বলের কথা দূরে থাকুক, ত্রিজগৎ একত্র সমবেত হইলেও তাহা পরাজয় করিতে পারেন। মহাবীর অর্জ্জুন সমরাঙ্গণে বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পাছে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে একান্ত অভিভূত হইতেছি। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের অনুসরণ কর। তোমার সদৃশ মহাবীরগণেরই অর্জ্জুনের রক্ষার্থ গমন করা কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্ ! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন ও তুমি উভয়েই অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অস্ত্রবলে নারায়ণ তুল্য, বাহুবলে বলদেব সদৃশ ও পরাক্রম প্রকাশে অর্জ্জুনের সমান। সাধুলোকেরা, সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও প্রভাবসম্পন্ন ; এই বলিয়া তোমার প্রশংসা করেন। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। জনগণের অর্জ্জুনের ও আমার অভিলাষ নিষ্ফল করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে প্রিয়তর প্রাণরক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ কর। হে শৈনেয় ! যাদবগণ কদাচ সমরে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন না। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করা ও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা যাদবগণের অভ্যস্ত নহে। ঐ সমুদায় ভীরুস্বভাব অসৎ লোকেরই কার্য্য। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় তোমার গুরু এবং বাসুদেব তোমার ও অর্জ্জুনের গুরু ; আমি এই নিমিত্তই তোমাকে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর গুরু ; অতএব আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। হে শৈনেয় ! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, ইহা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অনুমোদিত ; অতএব এ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সংশয় করিও না। এক্ষণে তুমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে মহারথগণের সহিত সমাগত হইয়া যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ ! শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতিযুক্ত, তৎকালোচিত, ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ ! আপনি মহাবীর অর্জ্জুনের নিমিত্ত যে সকল নীতিগর্ভ যশস্কর বাক্য বলিলেন, তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। এইরূপ সময়ে পার্থের ন্যায় আমাকে অনুরোধ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ জীবন পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত আছি ; বিশেষতঃ আপনি যখন অনুরোধ করিতেছেন, তখন রণস্থলে যে কোন কার্য্য হউক না কেন, সকলই অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুমতিক্রমে দেবতা, অসুর ও মনুষ্য পরিপূর্ণ এই ত্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি, অতএব আজি এই দুর্ব্বল দুর্য্যোধন সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, তাহার আর বিচিত্র কি ? আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে ইহাদিগকে পরাজয় করিব ; হে মহারাজ ! আমি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিব এবং দুরাত্মা জয়দ্রথ নিহত হইলে পুনরায় আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইব। কিন্তু হে মহারাজ ! বাসুদেব ও ধীমান্ অর্জ্জুন যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপনাকে জ্ঞাপিত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাবীর ধনঞ্জয় বহুসংখ্য সৈন্য ও বাসুদেবের সমক্ষে বারংবার আমাকে কহিয়াছেন, হে শৈনেয় ! আমি যতক্ষণ জয়দ্রথকে বিনাশ না করিতেছি, তাবৎ তুমি অপ্রমত্ত চিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। আমি তোমার বা মহারথ প্রদ্যুম্নের হস্তে ধর্ম্মরাজকে সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি কৌরব পক্ষের শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে সম্যক্ বিদিত ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রুত হইয়াছ। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিতেছেন এবং তদ্বিষয় সম্পাদনেও অসমর্থ নহেন ; অতএব এক্ষণে আমি নরোত্তম ধর্ম্মরাজকে তোমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া জয়দ্রথবধার্থ প্রস্থান করিতেছি ; তাহাকে সংহার করিয়া অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইব। দেখিও দ্রোণাচার্য্য যেন ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হন। ধর্ম্মরাজ গৃহীত হইলে আমি সিন্ধুরাজবধে অকৃতকার্য ও অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সমরে গৃহীত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় অরণ্যে প্রস্থান করিতে হইবে, সুতরাং আমাদিগের এই জয়লাভও কোন ফলোপধায়ক হইবে না। অতএব হে শৈনেয় ! আজি তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান, জয়লাভ ও যশোলাভার্থ ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর।

হে ধর্ম্মরাজ ! মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের আশঙ্কায় আপনাকে আমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ব্যতিরেকে সেই দ্রোণাচার্য্যের প্রতিযোদ্ধা আর কাহাকেও নিরীক্ষণ করি না। কেহ কেহ আমাকেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করিয়া থাকেন। অতএব আমি এই আত্মোৎকর্ষ ও আচার্য্য অর্জ্জুনের আদেশ বিফল করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতেছি না। আর আপনাকেই বা কিরূপে পরিত্যাগ করিব। দুর্ভেদ্য কবচধারী মহাবীর দ্রোণ ক্ষিপ্রহস্ততা প্রযুক্ত রণস্থলে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া শিশু যেমন পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনার সহিত ক্রীড়া করিবেন। যদি কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন এই স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে আপনাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতাম, তিনি মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় আপনাকে রক্ষা করিতেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলে মহাবীর দ্রোণের অভিমুখীন হইতে পারে আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে ? অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। হে মহারাজ ! মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ভার গ্রহণ করিয়া কদাচ অবসন্ন হন না ; অতএব আজি আপনি তাঁহার নিমিত্ত কোন শঙ্কা করিবেন না। সৌবীরক, সৈন্ধব, পৌরব, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য যোদ্ধৃগণ এবং কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ মহাবীর অর্জ্জুনের ষোড়শাংশেরও উপযুক্ত নহেন। সুর, অসুর, মানব, রাক্ষস, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় রণস্থলে পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যথায় মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় কার্য্যের বিঘ্ন সম্ভাবনা কোথায় ? আপনি আচার্য্য অর্জ্জুনের দৈববল, কৃতাস্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ষ, কৃতজ্ঞতা ও দয়াবিষয় চিন্তা করুন এবং আমি অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অস্ত্রবল প্রদর্শন করিবেন, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখুন। মহাবীর দ্রোণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত আপনাকে গ্রহণ করিবার উদ্দেশে অতিশয় যত্ন করিতেছেন অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ ! এক্ষণে আমি যাহাকে বিশ্বাস করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে পারি, আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে ? আমি সত্যই কহিতেছি, আপনাকে কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া কদাচ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব না অতএব ইহা বারংবার বিচার করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, তাহা অবধারণ পূর্ব্বক আমাকে আজ্ঞা করুন।

ধর্ম্মরাজ সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈনেয় ! তুমি যাহা কহিলে, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু অর্জ্জুনের অনিষ্টাশঙ্কা সতত আমার মনে সমুদিত হইতেছে অতএব আমি স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্ন করিব। তুমি আমার আদেশানুসারে অর্জ্জুন সমীপে প্রস্থান কর। আমি আত্মরক্ষণ ও অর্জ্জুনের রক্ষার্থে তোমাকে প্রেরণ এই দুইটী বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তোমাকে অর্জ্জুন সমীপে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছি। অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম, ক্রপদ, তাঁহার সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, কেকয়দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রুপদ, মহারথ, শিখণ্ডী

ধৃষ্টকেতু, ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও মৎস্যদেশীয় ভূপালগণ সাবধান হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা আমাকে আক্রমণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। বেলাভূমি যেরূপ মহাসাগরকে নিবারণ করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট দ্রোণকে নিবারণ করিবেন। যথায় তিনি অবস্থান করিবেন, তথায় দ্রোণাচার্য্য মহাবল বল সমুদায়কে কদাচ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবিনাশার্থই হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি কবচ, শর, শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত মনে গমন কর। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই রোষপরবশ দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে অর্জ্জুনের নিকট অপরাধী হইব এবং লোকেও আমাকে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে দেখিয়া ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে। তিনি মনে মনে বারংবার সেইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! যদি আপনি আপনার রক্ষা বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার আজ্ঞানুসারে মহাবীর ধনঞ্জয়ের অনুগমন করি। এই ত্রিলোক-মধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তর আর কেহই নাই। অতএব আমি সত্য বলিতেছি, আপনার আদেশক্রমে প্রিয়তম পার্থের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অকর্ত্তব্য নাই। গুরুজনের বাক্য রক্ষার ন্যায় আপনার বাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনার ভ্রাতা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আপনার প্রিয়ানুষ্ঠানে যেরূপ নিরত, আমিও তদ্রূপ তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর। অতএব হে প্রভো! আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অর্জ্জুনের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ মৎস্য যেরূপ অগাধ জলাধিজল ভেদ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ এই দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য ভেদ করিয়া যে স্থানে দুরাত্মা জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ভয়ে ভীত হইয়া অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈন্যগণে সংরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিব। মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথবধের নিমিত্ত যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ করি এখান হইতে সে স্থান তিন যোজন অন্তর হইবে। কিন্তু আমি দৃঢ়ান্তঃকরণে বলিতেছি যে, ধনঞ্জয় যোজনত্রয় দূরবর্ত্তী হইলেও আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সিন্ধুরাজ বধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। হে মহারাজ! গুরু জনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন্ বীরপুরুষ যুদ্ধে গমন করিয়া থাকেন? আর তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধবিমুখ হয়?

হে রাজন্! যে স্থানে আমার গমন করিতে হইবে, সে স্থান আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আজি আমি হল, শক্তি, গদা, প্রাস, চর্ম্ম, খড়্গ, ঋষ্টি, তোমর ও শর সমুদায়ে সঙ্কীর্ণ এই অগাধ জলধিসদৃশ সেনাসমূহ বিক্ষোভিত করিব। এই যে রণশৌণ্ড বহুতর ম্লেচ্ছাধিষ্ঠিত অঞ্জনকুলসম্ভূত বারিবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় সহস্র সহস্র মাতঙ্গ সাদিগণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, উহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে না, উহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমরা জয়ী হইতে পারিব না। আর এই যে স্বর্ণমণ্ডিত রথারূঢ় মহারথ রাজপুত্রগণকে দেখিতেছেন, ইঁহারা সকলেই ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী এবং রথযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, নাগযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ। এই সকল কৃতবিদ্য বীরপুরুষেরা কর্ণ ও দুঃশাসনের নিতান্ত অনুগত। ইঁহারা প্রতিনিয়ত সমরস্থলে জয়াভিলাষ করেন মহাত্মা বাসুদেবও ইঁহাদিগকে মহারথ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ প্রসঙ্গবিহীন বীরবরেরা সতত কর্ণের হিতাভিলাষ করেন এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে পার্থ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুদৃঢ়বর্ম্মধারণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে আমার নিবারণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। হে কুরুকুলোদ্ভব! আমি আজি আপনার হিতসাধনার্থ এই বীরগণকে রণস্থলে প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের পদবীতে পদবিক্ষেপ করিব। এই যে, কিরাতাধিষ্ঠিত দিব্যভূষণ ভূষিত বর্ম্মসংবৃত অন্যান্য শত শত হস্তী অবলোকন করিতেছেন, পূর্ব্বে কিরাতরাজ স্বীয় জীবন রক্ষার্থ মহাবীর অর্জ্জুনকে ঐ সমুদায় প্রদান করেন। পূর্ব্বে ইহারা আপনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল; কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এক্ষণে ইহারা আপনার বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মহামাত্র ম্লেচ্ছ কিরাতগণ সকলেই গজযুদ্ধবিশারদ ও সমরদুর্ম্মদ। উহারা পূর্ব্বে সব্যসাচীর নিকট পরাভূত হইয়াছিল, কিন্তু আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার বিপক্ষে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতেছে। আজি আমি ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরাতগণকে শরনিকরে নিপাতিত করিয়া সিন্ধুরাজবধার্থী ধনঞ্জয়ের অনুগমন করিব।

হে মহারাজ! এই যে, স্বর্ণময় বর্ম্মবিভূষিত অঞ্জনকুলোদ্ভব সুশিক্ষিত কর্কশগাত্র ঐরাবতসদৃশ মত্তমাতঙ্গ সকল অবলোকন করিতেছেন, এই সকল গজে অতি কর্কশস্বভাব লৌহবর্ম্মধারী দস্যুগণ আরোহণপূর্ব্বক উত্তর পর্ব্বত হইতে সমাগত হইয়াছে। ঐ দস্যুদলে গোযোনি, বানরযোনি, মানুষযোনি প্রভৃতি অনেক যোনি সম্ভূত লোক অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল হিমদুর্গ-নিবাসী পাপকর্ম্মা ম্লেচ্ছদল সমবেত থাকাতে সমস্ত সৈন্য ধূমবর্ণবোধ হইতেছে। হে মহারাজ! কালপ্রেরিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই সকল রাজমণ্ডল এবং কৃপ, সৌমদত্তি, রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কর্ণকে সহায় করিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ ও পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিতেছে; কিন্তু ঐ সকল বীর যদি মনের ন্যায় বেগগামী হয়, তথাপি আজি আমার নারাচমুখে নিপতিত হইলে আর পলায়ন করিতে সমর্থ হইবেন না। পরবীর্য্যোপজীবী দুর্য্যোধন সতত তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু আজি তাঁহারা আমার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিবেন। আর এই যে, স্বর্ণধ্বজ মহারথিগণকে অবলোকন করিতেছেন, উহারা কাম্বোজ দেশীয় মহারথ, উহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও ধনুর্ব্বেদপারগ; এক্ষণে উহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত সুকঠিন; আপনি উহাদের বলবিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। উহারা পরস্পরের হিতার্থ সমবেত হইয়াছেন। ঐ সকল মহাবীর এবং কৌরবগণ রক্ষিত দুর্য্যোধনের অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ক্রুদ্ধ ও অপ্রমত্তচিত্তে আমাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু হুতাশন যেরূপ তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে তদ্রূপ আমি উহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব রথসজ্জাকারিগণ অবিলম্বে বাণপূর্ণ তূণীর ও অন্যান্য উপকরণ সকল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত করুক। এই সংগ্রামে বহুবিধ অস্ত্রগ্রহণ করাই বিধেয়। আচার্য্য রথসজ্জায় যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চগুণে রথ সুসজ্জিত করা আবশ্যক; কারণ অত্যুগ্র আশীবিষ সদৃশ কাম্বোজগণ, নানাস্ত্রধারী বিষকল্প কিরাতগণ সতত দুর্য্যোধন প্রতিপালিত ও তাঁহার হিতৈষী। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম শকগণ এবং দাবপাবকসদৃশ, দুর্জ্জেয় কালপ্রতিম, যুদ্ধদুর্ম্মদ অন্যান্য বহুবিধ যোধগণের সহিত আজ সমরস্থলে সম্মিলিত হইতে হইবে। এক্ষণে রথপরিচারকগণ সুলক্ষণাক্রান্ত বিখ্যাত অশ্বগণকে বারিপান ও ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় আমার রথে সংযোজিত করুক।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি এই কথা বলিলে রাজা যুধিষ্ঠির তূণীর, নানাবিধ অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সকল তাঁহার রথের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন, পরিচারকগণ তাঁহার রথযোজিত সদশ্বচতুষ্টয়কে মুক্ত করিয়া মত্তকর মদ্যপান এবং স্নাপন ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের শল্যোদ্ধার করিল। তখন সাত্যকির প্রিয়সখা সারথি দারুকানুজ সেই সংহৃষ্টমনা, স্বর্ণবর্ণাভ, হেমমাল্যবিভূষিত দ্রুতগামী তুরঙ্গগণকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, বিভূষিত, পাণ্ডুরবর্ণ পতাকায় সমলঙ্কৃত, উচ্ছ্রিত ছত্র দণ্ড সমযুক্ত, সিংহধ্বজসম্পন্ন, হেমভূষণভূষিত রথে যোজিত করিয়া সাত্যকিকে নিবেদন করিল, মহাশয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে। তখন শ্রীমান্ সাত্যকি স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া সহস্র স্নাতককে সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবীর যুযুধান কিরাত দেশোদ্ভব মধুপানে বিহ্বলিত ও লোহিত লোচন হইয়া দর্পণ স্পর্শ পূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত ও প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দ্বিগুণতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। লাজ, গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর সাত্যকি সন্নদ্ধ কবচ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দন

পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ বায়ুবেগগামী সিন্ধুদেশোদ্ভব ঘোটক সকল তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকর্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! তখন দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয়েরা সেই শত্রুতাপন বীরদ্বয়কে সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই অবহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি বর্ম্মধারী ভীমসেনকে আপনার অনুগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হে বৃকোদর! আমার মতে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি স্বয়ং কৌরবসৈন্য ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব। তুমি আমার বল বিক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত আছ; তোমার বল বিক্রমও আমার নিকট অবিদিত নাই। অতএব যদি আমার হিতকামনা কর, তাহা হইলে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজার রক্ষায় নিযুক্ত হও, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার প্রধানতম কার্য্য। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির বাক্য শ্রবণান্তর কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! তুমি যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব। তুমি শীঘ্র গমন কর, তোমার কার্য্যসিদ্ধ হউক। তখন সাত্যকি পুনর্ব্বার বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীমসেন! তুমি যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ শীঘ্র গমন কর। আজি যখন আমার বশবর্ত্তী হইয়াছ এবং সুলক্ষণ সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তখন অবশ্যই আমার সমরে জয়লাভ হইবে। হে বৃকোদর! আজি দুরাত্মা সিন্ধুরাজ নিহত হইলেই মহাবীর পার্থের সহিত আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিব। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া ভীমসেনকে বিদায় করিয়া ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগগণকে অবলোকন করে, সেই রূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাত্যকিকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া পুনরায় হতজ্ঞান ও কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজের নিদেশানুবর্ত্তী সাত্যকি অর্জ্জুনদর্শনমানসে অবিলম্বে সেই সৈন্যগণমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সাত্যকি আপনার সৈন্যের প্রতি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যপরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সমরদুর্ম্মদ পাঞ্চাল রাজতনয় এবং রাজা বসুদান ইহাঁরা দুই জনে শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও; সমরদুর্ম্মদ সাত্যকি যেন অক্লেশে কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, এই বলিয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথগণ, আজি সমুদায় বীরেরা সাত্যকির জয়লাভ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন, এই বলিতে বলিতে মহাবেগে কৌরবসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণও তদ্দর্শনে জয়াভিলাষী হইয়া তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সাত্যকির রথ সমীপে মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে যুযুধানের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহারথ সাত্যকি সেই সৈন্যদিগকে শতধা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অগ্নিসন্নিভ শর দ্বারা পুরোবর্ত্তী ধনুর্দ্ধারী সাত জন মহাবীর ও নানা জনপদস্থ অন্যান্য ভূপালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি কখন এক বাণে শত ব্যক্তিকে, কখন বা এক শত বাণে এক ব্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারুদ্র যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, সেইরূপ তিনি হস্তী ও হস্ত্যারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথীদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন সৈনিক পুরুষই সেই শরনিকরবর্ষী সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা তৎকর্তৃক মর্দ্দিত ও তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক তন্ময় অবলোকন করত সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বহু রথ, রথচক্র, ছত্র, ধ্বজ, অনুকর্ষ, পতাকা, কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাণ, করিকর সদৃশ অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, ভুজগাকার উরু ও শশধরসদৃশ কুণ্ডলালঙ্কৃত বদনমণ্ডলী ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। পর্ব্বতাকার গজ সমুদায় ভূতলশায়ী হইলে বোধ হইতে লাগিল, যেন সমর ভূমি ভূধর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মুক্তাবলি বিভূষিত সুবর্ণযোক্ত্র ও বিচিত্রাকার বর্ম্মবিভূষিত অশ্বগণ মহাবাহু সাত্যকিশরে প্রমথিত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবাহু সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত ও বিদ্রাবিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যে পথে ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণশরে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মর্ম্মভেদী শাণিত পাঁচ শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধানও কঙ্কপত্র ভূষিত শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য ছয় বাণ দ্বারা তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে দশ, ছয় আট বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে অশ্ব, এক শরে ধ্বজ ও এক শরে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ একবারে পতঙ্গকুল সদৃশ শরজালে তাঁহাকে এবং তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকিও তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈনেয়! তোমার আচার্য্য অর্জ্জুন যেরূপ আজি কাপুরুষের মত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে, যদি তুমি সেইরূপ পলায়ন না কর, তাহা হইলে আজি তোমাকে জীবিত থাকিতে হইবে না। সাত্যকি দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক; আমি আর কালবিলম্ব করিতে পারি না। আমাকে ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে হইবে। শিষ্যেরা সর্ব্বদা আচার্য্য পদবীতেই পদ নিক্ষেপ করিয়া থাকে; অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে আমার গুরু অবস্থান করিতেছেন, সত্বর সেই স্থানে গমন করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর শৈনেয় এই বলিয়া সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন এবং সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! দ্রোণ আমার নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন; অতএব তুমি সাবধানে রণস্থলে গমন কর। এই যে অবন্তিদেশীয় মহাপ্রভাবশালী সৈন্য অবলোকন করিতেছ, উহার পরেই সূতপুত্রপ্রমুখ বৃহত্তর দাক্ষিণাত্য সৈন্য, তাহার পরেই উদ্ধতাস্ত্র বাহ্লীকদিগের মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য এবং উহার নিকটেই মহাবীর কর্ণের বল সমুদায় অবস্থান করিতেছে। উহারা পরস্পর ভিন্ন; কিন্তু রণস্থলে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে অশ্ব হৃষ্ট দ্রুতবেগে উহাদিগের মধ্যে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহাবীর সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিতে বলিতে সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কর্ণের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে তাঁহার উপর বহুতর বিশিখ প্রহার করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর যুযুধান শাণিত শরনিপাতে কর্ণের সৈন্যগণকে আহত করিয়া অসীম ভারত সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ করিবামাত্র কৌরব পক্ষীয় সৈনিক পুরুষেরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে রোষাকুলিত মনে সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গসন্নিভ বায়ুবেগগামী বৎসদন্ত বাণ শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলে উহা সাত্যকির বর্ম্ম ও দেহ ভেদ পূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ কৃতবর্ম্মা আশু শরনিকরে সাত্যকির সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ছিন্ন কার্ম্মুক হইয়া কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ করে শক্তি প্রহার করিলেন এবং অবিলম্বে অন্য সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করত অসংখ্য শরে তাঁহাকে রথের সহিত সমাচ্ছাদিত করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মার অশ্বগণ

সারথিবিহীন হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তখন ভোজরাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসন হস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভোজ সৈন্যেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে অশ্বগণনোদন করিয়া স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক শত্রুগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম্বোজ সৈন্য সমীপে গমন করিলে কৃতবর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ ভীমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর যুযুধান ভোজবল হইতে বিনির্গত হইয়া সত্বর কাম্বোজ রাজের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ তাঁহাকে অবরোধ করিল। তখন তিনি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির অনুসন্ধান পাইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি স্বীয় সৈন্য রক্ষণের ভারার্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধ কামনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ সাত্যকির পশ্চাদ্গামী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন পরিরক্ষিত পাঞ্চাল সৈন্যগণ রথিশ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিবারিত ও হতোৎসাহ হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সমরাভিলাষী বীরদিগকে শরনিকরে তাপিত ও তাঁহাদের বাহনগণকে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন, কিন্তু সেই মহাবীরগণ কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক এইরূপে দৃঢ় সমাহত হইয়াও যশোলাভাভিলাষে সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ভোজ সৈন্যগণকে পরাজয় করিবার মানসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার সৈন্যগণ মহাবল পরাক্রান্ত অধৃষ্য বৃদ্ধ ও আয়ত কলেবর ব্যাধিশূন্য, বর্ম্মসমাচ্ছন্ন বহুশস্ত্র ও পরিচ্ছদসম্পন্ন, শস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ এবং ন্যায়ানুসারে ব্যূহিত। তাহারা অতিশয় বৃদ্ধ নয়, বালকও নয় এবং কৃশ নয় ও স্থূলও নয়। তাহারা আমাদিগের নিকট সৎকৃত হইয়া আমাদেরই অভিলাষানুসারে সতত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা আরোহণ অবরোহণ, প্রসরণ, প্লুতগমন, সম্যক্ প্রহার, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে সুদক্ষ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যায় পরীক্ষিত। তাহারা পরম্পরা বিদ্যাশিক্ষাভিলাষ, সংস্কার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহারা অনাহূতও নহে। আমরা যথাবিধি পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সৈন্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাহারা কুলীন, হৃষ্ট পুষ্ট ও অনুরক্ত এবং সকলেই যশস্বী ও মনস্বী। লোকপালসম পুণ্যকর্ম্মা অনেকানেক প্রধান প্রধান সচিবেরা নিরন্তর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদিগের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য ভূপালগণ স্বেচ্ছানুসারে আমাদের নিতান্ত অনুগত হইয়া তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন। আমার সৈন্যগণ, সমন্তাৎ সমাগত নদীসমূহে পরিপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় পক্ষশূন্য পক্ষিসঙ্কাশ রথ, অশ্ব, মদস্রাবী মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমুদায় সৈন্য যখন বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যোদ্ধারা ঐ সৈন্য সাগরের অক্ষয় সলিল; বাহন সকল তরঙ্গ; অসি ও ক্ষেপণী, গদা, শক্তি, শর ও প্রাস সমুদায় মৎস্য; ধ্বজ ও ভূষণ সকল রত্ন ও উৎপল; দ্রোণ উহার গভীর পাতাল, কৃতবর্ম্মা মহাহ্রদ এবং জলসন্ধ মহাগ্রাহস্বরূপ; উহা কর্ণ রূপ চন্দ্রের উদয়ে উচ্ছলিত ও ধাবমান এবং বাহুরূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও যুযুধান আমার সেই সৈন্যসাগর ভেদ করিয়া যখন গমন করিতেছে, তখন বোধ হইতেছে, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, কৌরবগণ ঐ দুই বীর পুরুষকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গাণ্ডীবযুক্ত বাণের সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া সেই ভয়ানক বিপৎকালে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া অবধারিত করিয়াছি। তাঁহাদের বল, বিক্রম, আর পূর্ব্ববৎ অবলোকিত হইতেছে না। মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় অক্ষত কলেবরে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে এমন আর কেহই নাই। হে সঞ্জয়! আমি বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান ও কতকগুলিকে কেবল প্রিয় বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার সৈন্য মধ্যে কেহই অসৎকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ অন্ন ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ যুদ্ধে অপটু, অল্প বেতনে নিযুক্ত অথবা অবৈতনিক নহে। আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে দান, মান ও আসন প্রদান দ্বারা যথাসাধ্য সৎকার করিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা সাত্যকির বাহুবলে বিমর্দ্দিত মহাবীর অর্জ্জুনের দর্শন মাত্রেই পরাজিত হইতেছে। সুতরাং আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহার সন্দেহ নাই। আমি সংগ্রামস্থলে রক্ষ্য ও রক্ষক এই উভয়ের গতি একই প্রকার দেখিতেছি।

হে সঞ্জয়! আমার মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়দ্রথের সম্মুখে অবস্থান ও সাত্যকিকে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তৎকালোচিত কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল এবং আমার পক্ষ বীরগণই বা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমস্ত অস্ত্রজাল নিবারণ পূর্ব্বক সেনামধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন? বোধ হয়, আমার পুত্রেরা কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ উদ্যত দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইতেছে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুনকে সেনা সকল অতিক্রমণ ও কৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোকসম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহারা অস্মৎপক্ষীয় রথীদিগের শত্রুজয়ে উৎসাহশূন্য ও পলায়নে সমুদ্যত, সাত্যকি ও ধনঞ্জয়ের শরে রথোপস্থ সমুদায় সারথিশূন্য ও যোদ্ধাদিগকে নিহত এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বীরগণকে ব্যগ্রমনে ধাবমান দেখিয়া যারপর নাই শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহারা কতকগুলি মাতঙ্গকে অর্জ্জুনশরে পলায়িত ও কতকগুলিকে ভূতলে নিপাতিত এবং সাত্যকি ও পার্থের শরে অশ্ব সকলকে আরোহীশূন্য ও মনুষ্যগণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপ করিতেছে। পদাতিগণকে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান দেখিয়া বিজয়লাভ প্রত্যাশা তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত এবং একান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে ক্ষণমধ্যে দ্রোণসৈন্যগণকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাহাদের শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সাত্যকি সমভিব্যাহারে আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। যাহা হউক, মহাবীর শৈনেয় ভোজসৈন্য ভেদ করিয়া পৃতনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৌরবগণ কিরূপ কার্য্য করিলেন এবং পাণ্ডবেরা দ্রোণ শরে নিতান্ত নিগৃহীত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বলবানদিগের অগ্রগণ্য, কৃতাস্ত্র ও সমরবিশারদ, পাঞ্চালগণ কিরূপে তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিল? তাহারা অর্জ্জুনেরই জয়লাভার্থী, সুতরাং দ্রোণের সহিত তাহাদের শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মহারথ দ্রোণও তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত আছ, এক্ষণে এই সমুদায় বৃত্তান্ত এবং মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ বধার্থ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপরাধ বশতই এই দারুণ ব্যসন সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে প্রাজ্ঞতম বিদুর প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্গণ পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে আপনাকে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদের বাক্য কর্ণপাত করেন নাই। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী সুহৃদগণের বাক্য শ্রবণ না করে তাহাকে অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া আপনার ন্যায় শোক করিতে হয়। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকতত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নির্গুণত্ব, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্ম্মে দ্বৈধীভাব, পাণ্ডবগণের প্রতি মৎসরতা ও কুটিল অভিপ্রায় এবং আর্ত্তপ্রলাপ এই সমস্ত অবগত হইয়া কৌরবগণের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা দুর্য্যোধনকে দোষী করা আপনার উচিত হইতেছে না। প্রথমে মধ্যে বা শেষে আপনার কোন সৎকার্য্যই নিরীক্ষিত হয় না। ফলতঃ আপনিই এই পরাজয়ের মূল কারণ। অতএব

এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের অনিত্যতা অবগত হইয়া এই দেবাসুরোপম ঘোরতর যুদ্ধবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। সত্যবিক্রম সাত্যকি সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র মহারথ কৃতবর্ম্মা ক্রোধপরবশ অনুচরগণসমবেত পাণ্ডবগণকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বেলাভূমি উচ্ছ্বলিত অর্ণবকে অবরোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়াও হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। অনন্তর ভীমসেন তিন শরে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণকে পুলকিত করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, নকুল এক শত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ত্রিসপ্ততি, ঘটোৎকচ সাত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে কৃতবর্ম্মাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। তৎপরে বিরাট ও দ্রুপদ তিন তিন শরে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিলে শিখণ্ডী তাঁহাকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্যমুখে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের উপর পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনু ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর সেই ছিন্নকার্ম্মুক ভীমের বক্ষঃস্থলে সপ্ততি নিশিত শর প্রহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হার্দ্দিক্যশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ মহাবীর সকল ভীমকে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতবর্ম্মাকে রথসমূহে অবরুদ্ধ করিয়া শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া হেমদণ্ড-মণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নির্ম্মোক-মুক্ত উরগসদৃশ ভীমভুজ নির্ম্মুক্ত অতি ভীষণ শক্তি কৃতবর্ম্মার অভিমুখে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। মহাবীর হার্দ্দিক্য সেই যুগান্তানল সঙ্কাশ কনক ভূষণ শক্তি দুই শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই কৃতবর্ম্ম বিশিখ-বিচ্ছিন্ন শক্তি নভো-মণ্ডল পরিভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন শক্তি নিষ্ফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে অন্য মহার্ঘ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হার্দ্দিক্যকে নিবারণ করত পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ভীমশরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া বিকসিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্য মুখে ভীমকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সেই সমস্ত যত্নবান্ মহারথগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাত সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কৃত-বর্ম্মা রোষপরবশ হইয়া হাস্য মুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা শিখণ্ডীর কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অসি ও সুবর্ণ সমলঙ্কৃত ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর চর্ম্ম বিঘূ-র্ণিত করত কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে অসি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ অসি কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক অম্বরতল পরিভ্রষ্ট জ্যোতির ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহারথগণ সায়ক দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা সেই বিশীর্ণ কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধনুর্গ্রহণ করিয়া তিন তিন শরে পাণ্ডবগণকে ও আট বাণে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার শরে বিদ্ধ হইয়া সত্বর অন্য ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক কূর্ম্মনখ শর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগি-লেন। হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শার্দ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুনিদান মহাবীর শিখণ্ডীর প্রতি বল প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন সেই দিগ্গজসঙ্কাশ প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কখন শরাসন আস্ফা-লন, কখন সায়ক সন্ধান এবং কখন বা সূর্য্যকিরণসন্নিভ বহুসংখ্য শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই যুগান্তকাল প্রতিম বীরদ্বয় পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ শরে সন্তাপিত করিয়া ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা মহারথ শিখণ্ডীকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী হার্দ্দিক্যের বাণে গাঢ়বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে অভিভূত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ শিখণ্ডীকে বিষণ্ণ দেখিয়া কৃতবর্ম্মাকে যথোচিত সৎকার করত পতাকা সকল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডীর সারথি তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সত্বর রণস্থল হইতে অপসারিত করিল।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া অবি-লম্বে রথ সমুদায় দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে অবরোধ করিলেন; কিন্তু মহাবীর কৃতবর্ম্মা একাকী হইয়াও অদ্ভুত বল প্রকাশ পূর্ব্বক সানুচর পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া চেদি, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কৈকেয়দিগকে পরাজয় করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃতবর্ম্মার শরে একান্ত তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন, কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহা-বীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবেরা হার্দ্দিক্যশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা অনন্য মনে শ্রবণ করুন। সেই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য কৃতবর্ম্মার শরপ্রহারে বিদ্রাবিত ও লজ্জায় একান্ত অবনত হইলে আপনার পক্ষীয় বীরেরা অতি-শয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন যিনি অগাধ সৈন্যসাগর মধ্যে আশ্রয়লাভার্থী পাণ্ডবগণের দ্বীপস্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর সাত্যকি কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া সত্বর কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া চারি শরে কৃতবর্ম্মার চারি অশ্ব ও শাণিত ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে রথশূন্য করিয়া নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহার সেনাগণকে মর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণ শৈনেয়ের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সত্য-বিক্রম সাত্যকিও সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি তৎপরে যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি এইরূপে দ্রোণা-নীক অতিক্রম ও কৃতবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া হৃষ্টমনে সারথিকে কহি-লেন, হে সূত! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দবেগে রথ চালন কর। মহাবীর সাত্যকি সারথিকে প্রথমতঃ এই কথা বলিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণসঙ্কুল কৌরব সৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে সারথে! ঐ যে দ্রোণসৈন্যের বামভাগে স্বর্ণধ্বজ-পরিশোভিত, মহা-মেঘসন্নিভ মাতঙ্গারোহী বিপুল সৈন্য সমুদায় অবলোকন করিতেছ, উহারা ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজপুত্র। উঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত বিচিত্রযোদ্ধা ও মহারথ, উঁহাদিগকে নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য। ঐ রাজপুত্রগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া কুঞ্জরগণকে অগ্রবর্ত্তী করত আমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে উঁহাদের নিকট আমার অশ্ব চালন কর। আমি দ্রোণসমক্ষে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মন্দবেগে অশ্ব চালন করিতে আরম্ভ করিল। কুন্দেন্দু রজত-প্রভ বায়ুবেগগামী সারথির বশীভূত বর্ম্মযুক্ত তুরঙ্গমগণ সাত্যকিকে বহন করিতে লাগিল। তখন বিপক্ষ পক্ষীয় অমূবেধী মহাবীর সকল তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ বিবিধ সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক কৌরবসেনা দ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করিল। তখন মহাবীর সাত্যকি, যেমন গ্রীষ্মাবসানে জলজাল পর্ব্বতের উপর

বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ করিসৈন্যের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শিনিবীর সমীরিত অগ্নিসম স্পর্শ শরনিকর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত, শীর্ণদন্ত, ভগ্নকুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; উহাদের মধ্যে কাহার কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, কাহার মুখ ও শুণ্ড বিকৃত, কাহার নিয়ন্তা নিহত, কাহার পতাকা নিপাতিত, কাহার চর্ম্ম ছিন্ন ও ঘণ্টা চূর্ণ, কাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড এবং কাহারও বা আরোহী বিনষ্ট ও কম্বল পরিভ্রষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে সেই সমস্ত জলদোপম বিশাল মাতঙ্গগণ, সাত্যকির নারাচ, বৎস-দন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদারিত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার, মল মূত্র পরিত্যাগ ও শোণিতধারা বর্ষণ করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। উহাদের কতকগুলি নিপতিত ও কতকগুলি নিতান্ত ম্লান হইয়া গেল।

এইরূপে সেই করিসৈন্য নিহত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত জলসন্ধ পরম যত্ন সহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। ঐ সুবর্ণ বর্ম্মধারী কনকাঙ্গদ সুশোভিত, কিরীট ও কুণ্ডলালঙ্কৃত, রক্তচন্দন চর্চ্চিত, মহাবীর মস্তকে কাঞ্চনময়ী মালা এবং বক্ষঃস্থলে নিষ্ক ও কণ্ঠসূত্র ধারণ পূর্ব্বক মাতঙ্গের উপর উপবিষ্ট হইয়া সুবর্ণময় শরাসন বিধূনিত করত বিদ্যুজ্জাল সম্বলিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সেই জলসন্ধের মাতঙ্গকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া যেমন বেলাভূমি মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ সেই করিবরকে তৎ-ক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। মহাবীর জলসন্ধ সাত্যকির শরনিকরে স্বীয় কুঞ্জরকে নিবারিত দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সুতীক্ষ শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ ও নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছিন্ন করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি জলসন্ধের বহুসংখ্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত না হইয়া তৎকালে কোন্ শর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ ও অন্য ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক জলসন্ধকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং হাস্যমুখে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ষষ্টি শর নিক্ষেপ ও সুতীক্ষ ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর জলসন্ধ সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সাত্যকির প্রতি এক তোমর প্রয়োগ করিলেন। জলসন্ধ-নিক্ষিপ্ত তোমর সাত্যকির বাম ভুজ ভেদ করিয়া নিশ্বসত ঘোর উরগের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি জলসন্ধের শরে নির্ভিন্ন বাহু হইয়াও তাঁহাকে সুতীক্ষ ত্রিংশৎ শরে সমাহত করিলেন। তখন মহাবল জলসন্ধ খড়্গ ও শত চন্দ্র সঙ্কুল আর্ষভ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক খড়্গ বিঘূর্ণিত করিয়া সাত্যকির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ পরিত্যক্ত হইবামাত্র সাত্যকির শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর শালস্কন্ধসকাশ, বজ্রনিষ্পেষনিস্বন অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক শর দ্বারা জলসন্ধকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার বিচিত্র ভূষণ বিভূষিত বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জল-সন্ধের অর্গলসদৃশ ভূজযুগল ভূধর হইতে পরিভ্রষ্ট পঞ্চশীর্ষ উরগদ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইল। তৎপরে মহাবীর সাত্যকি অন্য ক্ষুর দ্বারা জলসন্ধের মনোহর কুণ্ডলযুগলমণ্ডিত দশনরাজি বিরাজিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই জলসন্ধের ভীমদর্শন কবন্ধ রুধির-ধারায় তাঁহার মাতঙ্গকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সত্বর গজস্কন্ধ হইতে হস্তাসনকে নিপাতিত করিলেন। তখন সেই রুধিরাক্তাঙ্গ মাতঙ্গ সাত্যকির শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলম্বমান আসন বহন ও স্বীয় সৈন্যগণকে মর্দ্দন করত ধাবমান হইল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্য-গণ তদ্দর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। যোদ্ধা সকল মহাবীর জলসন্ধকে নিহত দেখিয়া জয়লাভে উৎসাহশূন্য ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। ইত্যবসরে মহাবীর দ্রোণ মহাবেগে অশ্বচালনা পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণও সাত্যকিকে নিতান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের সহিত ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা দ্রোণ ও কৌরবগণের সহিত সাত্যকির ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে যুদ্ধনিপুণ বীরগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সপ্তসপ্ততি, দুর্ম্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ দশ, বিকর্ণ ত্রিংশৎ দুর্ম্মুখ দশ, দুঃশাসন আট ও চিত্রসেন দুই বাণে তাঁহার বামপার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ও অন্যান্য শূরগণ অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই বীরগণের শরজালে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে তিন, দুঃসহকে নব, বিকর্ণকে পঞ্চ-বিংশতি, চিত্রসেনকে সাত, দুর্ম্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিকে আট, সত্য-ব্রতকে নয় ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে কলিঙ্গাধিপতি রুক্মাঙ্গদকে কম্পিত করত অবিলম্বে আপনার পুত্র মহা-রথ দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা সুতীক্ষ শরজাল বিস্তার করিয়া পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন। সাত্যকি দুর্য্যোধনের শরাঘাতে রুধিরাপ্লুত হইয়া রসস্রাবী রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্রও সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া সুবর্ণময় শিরোভূষণভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় শোভমান হইলেন।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে কুরুরাজের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন বিপক্ষাস্ত্র-নিপীড়িত ও তাঁহার বিজয়লক্ষণ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অন্য হেমপৃষ্ঠ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধান দুর্য্যোধনের শরপ্রহারে ব্যথিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার অন্যান্য পুত্রগণ নৃপতিকে পীড়িত দেখিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরজালে সমাবৃত হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে প্রথমতঃ পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত সাত শরে আহত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সত্বর আট বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান বদনে তাঁহার ভীষণ শরাসন ও মণি-ময় নাগধ্বজ ছেদন, চারি শরে চারি অশ্বের প্রাণসংহার ও ক্ষুরপ্রাস্ত্রে সারথির নিধন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী শর দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে শৈনেয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ধনু-র্দ্ধারী চিত্রসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন। দুর্য্যোধনকে রাহুগ্রস্ত নিশা-করের ন্যায় সাত্যকির শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া সকল লোকেই হাহাকার করিতে লাগিল।

তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা ঐরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ধনুঃকম্পন ও অশ্বচালন পূর্ব্বক সারথিকে ভর্ৎসনা করত কহিলেন, হে সূত! সত্বর অগ্রসর হও। অনন্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, সারথে! ঐ দেখ, কৃতবর্ম্মা রথারোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করি-তেছে; তুমি শীঘ্র উহার অভিমুখে রথ চালন কর। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র সুসজ্জিত অশ্ব সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ দুই মহাবীর বলবান্ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একত্র মিলিত হইলেন। সুবর্ণধ্বজশালী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন বিধূনন পূর্ব্বক শৈনেয়কে ষড়্বিংশতি, তাঁহার সারথিকে পাঁচ এবং অশ্ব চতুষ্টয়কে চারিবাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর সুবর্ণ পুঙ্খ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শিনিপৌত্র সাত্যকি ধনঞ্জয়ের দর্শনকামনায় ত্বরাযুক্ত হইয়া কৃতবর্ম্মার উপর শাণিত অশীতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বলবান্ অরাতির শরপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূমিকম্পকালীন ভূধরের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি ঐ অবসরে নিশিত শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সর্প সদৃশ সুবর্ণ পুঙ্খ বিশিখ পরিত্যাগ করিলেন। সেই কালদণ্ড সদৃশ

শর কৃতবর্ম্মার কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন ও কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধিরাপ্লুত হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হার্দ্দিক্যও সেই বিষম শরে নিপীড়িত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সত্যবিক্রম সাত্যকি সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ, অক্ষোভ্য সাগরতুল্য কৃতবর্ম্মাকে নিবারণ করিয়া ইন্দ্র যেরূপ অসুর সেনা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে সেই খড়্গ শক্তি শরাসন বিকীর্ণ, গজাশ্ব-রথ-সঙ্কুল, রুধিরাভিষিক্ত কৌরব সৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে বলবান্ হার্দ্দিক্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রজতনির্ম্মিত রথ কল্পকেতু দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় দশ সহস্র বক্ষঃ-কালে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রাজা ও রাজপুত্রগণ শীঘ্র গমন কর, দ্রোণের পলায়মান অশ্বগণকে ধারণ কর, বলিতে বলিতে সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ মহারথগণকে সাত্যকির শরে সমাহত ও পলায়মান অবলোকন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যও সেই সাত্যকি-শরার্দ্দিত বায়ু সম বেগবান্ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক ব্যূহদ্বারে উপনীত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই ব্যূহ ভঙ্গ করিয়াছেন দেখিয়া আর সাত্যকির নিবারণে যত্ন না করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক ব্যূহ রক্ষা করত উদ্যত কালসূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব সেনাগণ সাত্যকিকর্ত্তৃক কম্পিত হইলে দ্রোণাচার্য্য শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে বলি রাজার সহিত বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকিরও সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দ্রোণ যুযুধানের ললাটে সর্পাকৃতি লৌহময় বিচিত্র বাণত্রয় পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শরত্রয় ললাট বিদ্ধ হওয়াতে সাত্যকি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ ঐ অবসরে তাঁহার উপর অশনিসম শব্দায়মান বাণ সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি তৎপ্রেরিত প্রত্যেক বাণের উপর দুই দুই শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমুদায় বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির এইরূপ হস্ত-লাঘব দর্শনে হাস্য করিয়া স্বীয় লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রথমতঃ বিংশতি ও তৎপশ্চাৎ শাণিত পঞ্চাশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। রোষিত সর্প সকল যেরূপ বল্মীক হইতে বিনির্গত হয়, সেইরূপ সেই নিশিত শর সমূহ আচার্য্যের রথ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। যুযুধান বিসৃষ্ট রুধিরপায়ী শরনিকরও দ্রোণের রথ সমাচ্ছন্ন করিল, এইরূপে তাঁহারা উভয়েই সমান যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তলাঘব বিষয়ে কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে নতপর্ব্ব নব বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাঁহার সারথির উপর শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুযুধানের হস্তলাঘব অবলোকন পূর্ব্বক সপ্ততি শরে তাঁহার সারথিকে ও তিন তিন শরে অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও হেমপুঙ্খ ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করত দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বিবিধ শরবৃষ্টি দ্বারা সহসা সমাগত পট্টবদ্ধ লৌহময় গদা নিবারণ করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শিলাশাণিত অসংখ্য শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকির রথাভিমুখে স্বর্ণ দণ্ডান্বিত লৌহনির্ম্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালসন্নিভ শক্তি শৈনেয়ের শরীর স্পর্শ না করিয়া রথ ভেদ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর নিস্বন করত ধরণিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সাত্যকি তীক্ষ্ণ শরে দ্রোণের দক্ষিণ ভুজ সমাহত করিলেন। মহাবীর দ্রোণও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ দ্বারা শিনিবীরের শরাসন ছেদন ও রথশক্তি দ্বারা সারথিকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই ভীষণ রথশক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথরশ্মি ধারণ করিয়া সারথ্য কার্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসন্ন মনে তাঁহাকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর সকল সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। সাত্যকি দ্রোণের শরে নিপীড়িত হইয়া কোপবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার সারথিকে সংহার করত অন্য শর সমূহ দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। এইরূপে অশ্বগণ বাণপীড়িত হইয়া পলায়মান হইলে দ্রোণাচার্য্যের সেই

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! শিনিবংশাবতংস পুরুষপ্রধান সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া সহাস্যমুখে সারথিকে কহিলেন, হে সূত! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পূর্ব্বেই আমাদের শত্রুদিগকে সংহার করিয়াছেন, আমরা নিমিত্তমাত্র হইয়া এই অর্জ্জুননিহত সৈন্য-গণকে বিনষ্ট করিতেছি। অরাতিহন্তা সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিয়া বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই মহেন্দ্রসম প্রভাব, অদ্ভুত পরাক্রম, পুরুষ-প্রবর সাত্যকিকে শশিশঙ্খসন্নিভ, শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর বিচিত্র যুদ্ধবিশারদ কাঞ্চনবর্ম্মধারী মহাবীর সুদর্শন ক্রোধপূর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। পূর্ব্বকালে দেবগণ বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ দর্শনে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধারা সাত্যকি ও সুদর্শনের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির উপর বারংবার সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই সমুদায় বাণ অন্তরীক্ষে না আসিতে আসিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র তুল্য প্রতাপশালী সাত্যকিও সুদর্শনের প্রতি যে যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, উত্তম রথারূঢ় সুদর্শন উত্তম শরে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির বাণবেগে স্বীয় শর সমুদায় নিরাকৃত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর স্বর্ণময় বিচিত্র বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি অগ্নিসদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শন নিক্ষিপ্ত সায়ক সমুদায় সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজনন্দন সুদর্শন প্রজ্বলিত বাণ চতুষ্টয় নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকির রজতসকাশ শ্বেতবর্ণ অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিলেন। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকি এই রূপে সুদর্শনশরে তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এবং তৎপরে শক্রাশনিসন্নিভ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক কালানলসন্নিভ ক্ষুর দ্বারা সুদর্শনের কুণ্ডলমণ্ডিত পূর্ণশশিসন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে বজ্রধর ইন্দ্র যেরূপ অতিবল বলদানবের শিরশ্ছেদন করত শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, যদুকুলোত্তম মহাত্মা সাত্যকি সুদর্শনের মস্তক ছেদন করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই সদশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট হইয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা কৌরব সেনাগণকে নিবারণ ও বিমর্দ্দ করত সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া অর্জ্জুনসমীপে ধাবমান হইলেন। তখন যোধগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! শিনিপুঙ্গব মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সংগ্রামে শত্রুকে বিহত করিয়া পুনরায় সারথিকে কহিলেন, সারথে! যখন শর-শক্তিরূপ তরঙ্গ, খড়্গরূপ মৎস্য ও গদারূপ গ্রাহযুক্ত, অসংখ্য রথনাগাশ্ব পরিপূর্ণ, বিবিধ আয়ুধের নিস্বন ও বাদিত্রের নিনাদ সম্পন্ন, যোধগণের অস্থিসম্পন্ন, জিগীষাদিগের দুষ্কর, রাক্ষসসদৃশ জলসন্ধসৈন্যে সমাবৃত দ্রোণানীক রূপ মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই অবশিষ্ট সেনা, অল্পসলিলসম্পন্ন ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় বোধ হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র রথ চালন কর। আমি অনায়াসে উহা অতিক্রম করিব। যখন দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যকে পরাজয় করিয়াছি, তখন অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণরূপ বোধ হইতেছে। এই সমুদায় সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার কিছুমাত্র ত্রাস হইতেছে না। উহারা প্রদীপ্ত পাবকরূপ শুষ্ক তৃণের ন্যায় আমার শরে দগ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুন যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তথায় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। ঐ কৌরবসেনাগণ অর্জ্জুনের শরে নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। তুরঙ্গম, মাতঙ্গ ও রথ সমুদায় মহাবেগে গমন করাতে কোষেয়বর্ণ রজোরাশি উদ্ধূত হইয়াছে এবং মহাতেজসম্পন্ন গাণ্ডীবের ভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ করি, মহাবীর ধনঞ্জয় অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। হে সারথে! একণে যেরূপ নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয়, দিনমণি অস্তাচলগত না হইতে হইতেই অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিবেন। একণে যে স্থানে সেনাপতিদিগকে, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ, দুষ্কর্ম্মা ক্রূরকর্ম্মা বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী যবনগণ এবং বিবিধ অস্ত্রধারী শক, কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ আমার সহিত সমরার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই স্থানে অশ্ব চালন কর। তুমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখ যে, আমি এ সমুদায় বীরগণকে রথ নাগ ও অশ্বের সহিত সংহার করিয়া এই বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

সারথি সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! যদ্যপি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহারথী দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য বা মদ্রেশ্বর শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার অভিমুখে আগমন করেন, তথাপি আপনার আশ্রয়ে আমার কিছুমাত্রও শঙ্কা হয় না। অদ্য আপনি সংগ্রামে যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রূরকর্ম্মা বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী প্রহারনিপুণ যবনগণ এবং নানাস্ত্রধারী কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়াছেন, সুতরাং আমার ভয়সঞ্চারের বিষয় কি? পূর্ব্বে আমি কোন সংগ্রামেই কখন ভীত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আজি এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার ভয়ের উদয় হইবে? যাহা হউক, একণে আজ্ঞা করুন, আপনাকে কোন্ পথ দিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে সমানীত করিব। হে বার্ষ্ণেয়! আপনি কাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহারা শমনসদনে গমন করিতে বাসনা করিয়াছে? কাহারা আপনাকে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবে? যমরাজ কাহাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, তাহাদের অভিমুখে রথ চালন করি।

সাত্যকি কহিলেন, হে সূত! তুমি শীঘ্র রথ চালন কর। বাসব যেরূপে দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেইরূপ অদ্য আমি এই মুণ্ডিতমস্তক কাম্বোজগণকে বিনাশ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া একান্ত প্রিয় অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্য দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ এই সমুদায় সেনাকে নিহত দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম অনুভব করিবেন। অদ্য শরবিক্ষত কৌরব সেনার করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে অবশ্যই অনুতাপিত হইতে হইবে। অদ্য আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনকে অস্ত্রপদ্ধতি প্রদর্শন করিব। অদ্য রাজা দুর্য্যোধন অসংখ্য সহস্র বীর পুরুষকে আমার বাণে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া অবশ্যই অনুতাপিত হইবেন। অদ্য কৌরবগণ আমার বাণবর্ষণে লঘুহস্ততা ও শরাসনের অলাতচক্রসদৃশ আকার দর্শন করিবেন। অদ্য দুর্য্যোধন আমার শরনিকর রুধিরস্রাবী সৈনিকগণের নিপাতদর্শনে বিষণ্ণ হইয়া অসহিষ্ণুতাবশতঃ আমার জয়স্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক অবশ্যই মনে করিবেন যে, দ্বিতীয় অর্জ্জুন অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অদ্য আমি কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপের প্রাণ সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে অনুতাপিত এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শিত করিব। অদ্য কৌরবগণ আমার বলবীর্য্য ও কৃতজ্ঞতা সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।

হে মহারাজ! সাত্যকির সারথি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেতবর্ণ সাধুবাহী শিক্ষিত অশ্বগণকে চালন করিতে লাগিল। অশ্বগণ আকাশ পান করিবার নিমিত্তই যেন বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তখন যুযুধান অবিলম্বেই যবনগণসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহারা অনেকে মিলিত হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেনাগ্রবর্ত্তী সাত্যকির উপর অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শৈনেয় নতপর্ব্ব বাণ দ্বারা অক্লেশে সেই শত্রুপক্ষীয় শরজাল ছেদন পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগ নিশিত শরনিকরে যবনগণের ভুজ ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিলেন। সাত্যকির শরনিকর তাহাদের লৌহময় ও কাংস্যময় বর্ম্ম এবং দেহ ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে শত শত যবন সাত্যকির শরাঘাতে গতাসু হইয়া বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিয়া এক এক বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক, শবর, কিরাত ও বর্ব্বর সাত্যকির শরে জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাশয্যা গ্রহণ করাতে সমরস্থল তাহাদিগের মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়া গেল। দস্যুগণের ছিন্নকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রুসম্পন্ন, বিবর্হ বিহঙ্গম সদৃশ মস্তক সমুদায়ে রণস্থল পরিব্যাপ্ত হইল। রুধিরাক্তকলেবর সর্ব্বাঙ্গ অসংখ্য কবন্ধ উত্থিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র শোণমেঘ সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবীরগণ সাত্যকির অশনিসমস্পর্শ সুপর্ব্ব অজিহ্মগামী শরনিকরে নিহত ও নিপতিত হইয়া বসুন্ধরা সমাবৃত করিল। হতাবশিষ্ট বর্ম্মধারী যোধগণ সন্ত্রস্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পার্ষ্ণি ও কশাঘাত করত শঙ্কিত চিত্তে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে পুরুষব্যাঘ্র সত্যবিক্রম সাত্যকি দুর্জ্জয় কাম্বোজ, শক ও যবনগণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক বিজয় লাভ করিয়া সারথিকে রথ চালনের অনুমতি করিলেন। তখন সংগ্রাম দর্শনার্থী গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ সেই অর্জ্জুনের পৃষ্ঠরক্ষার্থ গমনোদ্যত যুযুধানের অলৌকিক কার্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয়েরাও বারংবার তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ যুযুধান যুদ্ধে যবন ও কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া কৌরব সৈন্য অতিক্রম করত অর্জ্জুন নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ মৃগঘাতী শার্দ্দূল সদৃশ বিচিত্র কবচ ধ্বজ শোভিত নরশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণি বীরকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। স্বর্ণাঙ্গদ, স্বর্ণ শিরস্ত্রাণ ও স্বর্ণ ধ্বজে সুশোভিত মহাবাহু সাত্যকি রথোপরি স্বর্ণ শরাসন সঞ্চালিত করত মেরুশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুর্ম্মণ্ডল শরৎকালীন উদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বিরাজমান হইল। মত্ত দ্বিরদগামী বৃষভস্কন্ধ বৃষভাক্ষ নরর্ষভ সাত্যকি গোগণমধ্যস্থ বৃষের ন্যায়, যূথমধ্যস্থ প্রভিন্ন মাতঙ্গের ন্যায় কৌরব পক্ষীয় সেনাগণমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য, ভোজ ভূপতি, জলসন্ধ ও কাম্বোজগণকে ও দুস্তরসৈন্য এবং মহাবীর হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম পূর্ব্বক দুস্তর কৌরব সৈন্যসাগরে উত্তীর্ণ হইলে দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্দ্ধর্ষ ও ক্রথ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অমাবস্যা পর্ব্বকালীন পবনোদ্ধূত অর্ণবের ন্যায় কৌরব সেনার ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই বীরগণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সারথিকে মন্দবেগে অশ্বচালনের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক হাস্য মুখে কহিলেন, হে সূত! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের

চতুরঙ্গিণী সেনা রথঘোষে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত এবং সাগরসমবেত সমুদায় ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করত আমার অভিমুখে গমন করিতেছে। বেলা যেমন পূর্ণিমাতেও সংক্ষুব্ধ সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, আমিও তদ্রূপ এই সৈন্য সাগর নিবারিত করিব। আমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম অবলোকন কর; আমি এক্ষণে নিশিত শরনিকরে শত্রুসৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক তোমাকে স্বীয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই এই চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে আমার হুতাশনকল্প শরজালে নিহত অবলোকন করিবে। মহাবীর সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যুযুৎসু সৈনিক পুরুষেরা ধাবিত হও, জয় লাভ কর, অবস্থান পূর্ব্বক অবলোকন কর, ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে তেজস্বী সাত্যকির সম্মুখে সমাগত হইল। তখন বৃষ্ণিবীর শাণিত শরজালে বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ, ত্রিশত অশ্ব ও চারিশত কুঞ্জরকে আহত করিলেন। এইরূপে সাত্যকির সহিত কৌরবগণের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন দেবাসুর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। মহাবীর সাত্যকি সেই মেঘজালসদৃশ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অনলস্পর্শ শরজালে অনেকের প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ সময় সাত্যকির একটী বাণও ব্যর্থ হইল না; তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি বেলাস্বরূপ হইয়া সেই অসংখ্য রথনাগাশ্বসঙ্কুল, পদাতিরূপ তরঙ্গে সমাকীর্ণ কৌরব সৈন্যরূপ মহাসাগর নিবারণ করিলেন। সেই চতুরঙ্গিণী কৌরবসেনা সাত্যকির শরনিকরে ব্যথিত ও ভীত হইয়া শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর সাত্যকির শরে বিদ্ধ হয় নাই, এমন কোন, পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব বা অশ্বারোহী নয়নগোচর হইল না। নির্ভয়চিত্ত সাত্যকি হস্তলাঘব ও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যে রূপ সৈন্য সংহার করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেরূপ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রথমতঃ তিন, ও তৎপরে আটবাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথি ও চারি শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চ বিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ ও দুঃসহ পঞ্চদশ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণি শার্দ্দূল সাত্যকি শরাহত হইয়া গর্ব্বিত চিত্তে তিন তিন সুতীক্ষ্ণ বাণে সমুদায় বিপক্ষকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শকুনির শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ ও দুঃশাসনকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শকুনি অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক বার আট ও পুনর্ব্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আহত করিলে দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন ও দুর্ম্মুখ দ্বাদশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও ঐ সময় ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে ও নিশিত তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই সমুদায় বীরগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধন সারথির উপর ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সারথি অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া মহাবেগে সমরস্থল হইতে দুর্য্যোধনকে অপনীত করিল। তখন অন্যান্য বীরগণও তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া ভগ্নমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত তীক্ষ্ণ শরনিকরে তাহাদিগকে বিদারণ করত অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ, তাঁহাকে লঘুহস্তে শর গ্রহণ, সারথি সংরক্ষণ ও আত্মরক্ষা করিতে অবলোকন করিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি কৌরব সেনা বিদারণ করিয়া অর্জ্জুনসমীপে গমনে প্রবৃত্ত হইলে, আমার সেই নির্লজ্জ পুত্রেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। সব্যসাচী সদৃশ যুযুধান সমরে উপনীত হইলে তাহারা মুমূর্ষু হইয়া কিরূপে সেই দারুণ সমরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল? সেই সমুদায় রণপরাজিত ক্ষত্রিয়গণই বা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন? আমার পুত্রেরা জীবিত থাকিতে সাত্যকি কিরূপে সমরে অগ্রসর হইল, এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে বৎস! যুযুধান একাকী বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য মহারথের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, তোমার মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, আমার পুত্রদিগের প্রতি দৈব প্রতিকূল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমার সৈন্যগণ সমুদায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র সাত্যকি অপেক্ষাও কি হীনবল হইল? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সাত্যকি একাকীই যুদ্ধবিশারদ কৃতী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিয়া পশুগণের সিংহের ন্যায়, আমার পুত্রদিগকে সংহার করিবে। যখন কৃতবর্ম্ম প্রভৃতি বীরগণ কোনক্রমেই সাত্যকিকে বিনাশ করিতে পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, মহাবীর সাত্যকি যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, মহাবল পরাক্রম অর্জ্জুনও ঈদৃশ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! কেবল আপনার কুমন্ত্রণা ও দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধি এই তুমুল জনক্ষয়ের কারণ। এক্ষণে যাহা ঘটিয়াছে, সমুদায় কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সংশপ্তকগণ আপনার পুত্রের শাসনানুসারে যুদ্ধে দৃঢ় স্থির হইয়া পুনরায় সমাগত হইল। তিন সহস্র শর কাম্বোজ বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গণ, অম্বষ্ঠ, পিশাচ, বর্ব্বর ও পাষাণহস্ত পার্ব্বতীয়গণ এবং পঞ্চশত মহাবীর দুর্য্যোধনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাবকপতনোন্মুখ শলভের ন্যায় সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় রথারোহিগণ সহস্র রথ, শত মহারথ, সহস্র হস্তী ও দ্বিসহস্র অশ্ব অনতিব্যবধানে বিবিধ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুঃশাসন ঐ বীরগণকে সাত্যকিকে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিনিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি একাকী সেই বহু সংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য রথ হস্তী হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিদিগের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকরে বিমথিত চক্র, আয়ুধ, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, কুম্ভ, ধ্বজ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও বালব্যজন ইতস্ততঃ বিপর্য্যস্ত হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন গ্রহগণ সমাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অঞ্জন, বামন, সুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও ঐরাবত প্রভৃতি মহাগজের বংশে সম্ভূত পর্ব্বতাকার কুঞ্জরগণ সমরে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি বাণ প্রয়োগাভিজ্ঞ অসংখ্য পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লিকগণ নানা দেশীয় নানাজাতীয় পদাতিগণ এবং প্রধান প্রধান অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এইরূপে সেই সেনাগণ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তাহাদিগকে অগ্রে দেখিয়া দস্যুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাপাচারিগণ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন; নিবৃত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তাহারা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিবৃত্ত হইল না। তখন তিনি পাষাণযুদ্ধকুশল পার্ব্বতীয়গণকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করত কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা পাষাণযুদ্ধে সুনিপুণ, কিন্তু সাত্যকি এ যুদ্ধ কিছুমাত্র অবগত নহে, অতএব তোমরা অবিলম্বে উঁহাকে পাষাণ দ্বারা নিহত কর। কৌরবগণ পাষাণযুদ্ধে অনভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা এ যুদ্ধে পারদর্শী হইয়া তোমাদের সাহায্য করিবেন। অতএব তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও। শৈলবাসিগণ দুঃশাসন কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সেই শৈনেয়ভীত সৈন্যগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইল। মাতঙ্গ মস্তক সদৃশ উপলখণ্ড গ্রহণ ও উত্তোলন করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অন্যান্য সৈন্যগণ দুঃশাসনের আদেশক্রমে সাত্যকির বিনাশ কামনায় ক্ষেপণীয় অস্ত্র দ্বারা দিক্ সকল আচ্ছাদন করিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি তাহাদিগকে শিলা বর্ষণ করত আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর ও নাগসদৃশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদের নিক্ষিপ্ত পাষাণ সমুদায় চূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রস্তর চূর্ণ সকল খদ্যোত রাশির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া প্রভূত সেনার প্রাণ সংহার করিলে রণক্ষেত্রে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সময় প্রথমতঃ পঞ্চশত শিলাপাণি বীরপুরুষ সাত্যকির শরে ছিন্নবাহু হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল। তৎপরে একাধিক সহস্র বীর সাত্যকিকে আঘাত না করিয়াই তাঁহার শরে ছিন্নবাহু হইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অয়-

বীর সাত্যকি এইরূপে বহু সহস্র পার্ব্বত্য যুদ্ধবিশারদ বীরের প্রাণ সংহার করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন।

তখন শূলধারী অসংখ্য দরদ, তুঙ্গণ, খশ, লম্পক ও পুলিন্দগণ মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে, শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর সাত্যকিও নারাচাস্ত্রে সেই প্রস্তর সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। নিশিত শরনির্ভিদ্যমান পাষাণের শব্দ নভোমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সংগ্রামস্থ রথী, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সকলকে ভীত ও বিদ্রাবিত করিল। মনুষ্য, অশ্ব ও গজ সমূহ শিলাচূর্ণে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমর-দংশিতের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাবশিষ্ট রুধিরাপ্লুত ছিন্নমস্তক কুঞ্জরগণ যুযুধানের রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর্ব্ব সময়ে সাগরের যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, সাত্যকি শরাহত কৌরব সেনাগণের সেই রূপ মহাকোলাহল হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সূত! সাত্বতবংশীয় মহারথ সাত্যকি ক্রোধপূর্ণ হইয়া কৌরব সেনাগণকে বহুধা বিদারণ করত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। যে স্থানে ঐ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, বোধ হয়, যুযুধান্ সেই স্থানে পাষাণবর্ষী যোধগণের সহিত সমাগত হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে তথায় রথ সঞ্চালন কর। ঐ দেখ, পলায়মান অশ্বগণ শস্ত্রহীন, বর্ম্মবিহীন, রথিগণকে সমরক্ষেত্র হইতে অপনীত করিতেছে; সারথিরা কোন ক্রমেই উহাদিগকে সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। সারথি শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, আয়ুষ্মন্! ঐ দেখুন, কৌরব পক্ষীয় সেনা ও যোধগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। এ দিকে বলবান্ পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বিনাশ কামনায় আগমন করিতেছে, সাত্যকিও অতি দূরদেশে গমন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে তাহার নিকটে যান অথবা এই স্থানে অবস্থান এই উভয়ের যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা স্থির করুন। তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে মহাবীর সাত্যকি সেই রথিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। রথিগণ সমরে যুযুধানের শরে পীড়িত হইয়া তাঁহার রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণসৈন্য মধ্যে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুঃশাসন যে সকল রথী সমভিব্যাহারে সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শঙ্কিত চিত্তে দ্রোণাচার্য্যের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুঃশাসনের রথ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অহে দুঃশাসন! রথী সকল কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছে? মহারাজের মঙ্গল ত? সিন্ধুরাজ ত জীবিত আছেন? তুমি রাজপুত্র, রাজসহোদর ও এক জন মহারথ, তবে কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলে যে, রে দাসি! আমরা তোকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা দুর্য্যোধনের বস্ত্র বহন কর, তোর পতিগণ ষণ্ড তিল সদৃশ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, তাহারা আর জীবিত নাই। হে যুবরাজ! পূর্ব্বে দ্রুপদতনয়াকে এই বলিয়া কি নিমিত্ত সমর পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? তুমিই পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর বৈর উপস্থিত করিবার মূলীভূত; কিন্তু এক্ষণে রণস্থলে এক মাত্র সাত্যকিকে অবলোকন করিয়া কি জন্য ভীত হইতেছ? পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া কালে অক্ষ গ্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে, এই অক্ষই পরিণামে ভীষণ ভুজঙ্গাকার শররূপে পরিণত হইবে? তুমিই পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি অসংখ্য অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই দ্রুপদতনয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারথ! এখন তোমার সে মান কোথায়, সে দর্প কোথায় ও সেই বীর্য্যই বা কোথায়? তুমি সর্পসদৃশ পাণ্ডবগণকে রোষিত করিয়া এক্ষণে কোথায় পলায়ন করিতেছ? তুমি দুর্য্যোধনের সাহসী সহোদর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করাতে কুরুরাজের এবং কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত হইল। হে বীর! আজি স্বীয় বাহুবলে এই ভয়ার্ত্ত কৌরব সৈন্যগণকে রক্ষা করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি তাহা না করিয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শত্রুগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছ। হে শত্রুনিসূদন! তুমি সেনাপতি হইয়া ভীত চিত্তে রণ পরিত্যাগ করিলে আর কে সমরভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? হে কৌরব! তুমি আজি একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ; কিন্তু গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকোদর এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে? সাত্যকির শরজাল, মহাবীর অর্জ্জুনের সূর্য্যাগ্নি সদৃশ শরনিকরের তুল্য নহে, তুমি সেই শরজালের আঘাতেই ভীত হইয়া পলায়ন করিলে? যদি পলায়নে নিতান্তই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে মহাবীর অর্জ্জুনের নির্মোক-নির্মুক্ত ভুজঙ্গাকার নারাচ তোমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট না হইতে হইতে, মহাত্মা পাণ্ডবগণ তোমাদের শত ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ না করিতে করিতে, ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং সমরবিজয়ী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হইতে হইতে এবং মহাবাহু ভীমসেন এই মহতী চমূমধ্যে অবগাহন করিয়া তোমার ভ্রাতৃগণকে শমনভবনে প্রেরণ না করিতে করিতে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান কর। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন যে, রণস্থলে পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন কর। কিন্তু মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা করে নাই। অতএব তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যত্নশীল হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সাত্যকি যে স্থানে অবস্থান করিতেছে শীঘ্র তথায় গমন কর, নচেৎ সমুদায় সৈন্য পলায়ন করিবে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; দ্রোণের বচন সকল যেন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এইরূপ ভাণ করিয়া অপ্রতিনিবৃত্ত ম্লেচ্ছগণে পরিবৃত হইয়া যে পথে সাত্যকি গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। তথায় যুযুধানের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এ দিকে মহারথ দ্রোণাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া বেগে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অসংখ্য যোধগণকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বীয় নাম বিশ্রাবিত করত পাণ্ডব পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্যুতিমান পাঞ্চালপুত্র বীরকেতু সৈন্যবিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বান করত সনতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সাত বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যত্নবান্ হইয়াও বীরকেতুকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। তখন ধর্ম্মরাজের জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা সমরভূমিতে দ্রোণকে রুদ্ধ দেখিয়া সকলে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত তাঁহার উপর হুতাশন সদৃশ সুদৃঢ় শত শত তোমর ও বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই শরজাল দ্রোণের শরনিকরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে পবনচালিত জলধরের ন্যায় শোভমান হইল। তখন শত্রুহন্তা দ্রোণ, সূর্য্য ও অনল সদৃশ অতি ভীষণ শর সন্ধান করত বীরকেতুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণনির্মুক্ত শর বীরকেতুর দেহ বিদারণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া প্রজ্বলিতের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চালনন্দন বীরকেতুও বায়ুভগ্ন চম্পক তরু যেরূপ পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ধনুর্দ্ধারী মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র বীরকেতু নিহত হইলে পাঞ্চালগণ সত্বর চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুধন্বা, চিত্রকেতু, চিত্রবর্ম্মা ও চিত্ররথ ভ্রাতৃব্যসনে নিতান্ত রুষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরবর্ষণ করত ধাবমান হইলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সেই মহারথ রাজপুত্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের বিনাশ বাসনায় কোপকম্পিত কলেবরে তাঁহাদিগের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। পাঞ্চাল রাজকুমারেরা দ্রোণের আকর্ণাকৃষ্ট শরাসনবিমুক্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। মহাযশস্বী আচার্য্য তাঁহাদিগকে মূঢ় দেখিয়া উপহাস

হাস্য করত তাঁহাদের অশ্ব, রথ ও সারথিকে সংহার করিয়া ভল্ল ও নিশিত শরনিপাতে তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন। কুমারগণ এই রূপে দ্রোণশরে বিগতাসু হইয়া দেবাসুর-সংগ্রামস্থ দানবগণের ন্যায় রথ হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া দুরাসদ হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দেবকল্প মহারথ পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া অশ্রুমোচন করত ক্রোধভরে ভারদ্বাজের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে সমাচ্ছাদিত হইলে সংগ্রাম স্থলে সহসা হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। কিন্তু মহাবীর দ্রোণ সেই শরজালে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্য করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব নবতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশস্বী ভারদ্বাজ সেই শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধারুণলোচনে শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তরবারি ধারণ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন বাসনায় সত্বর স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ ঐ সময় সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক জিঘাংসু ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্গ্রহণ করত আসন্ন যুদ্ধোপযোগী বিতস্তিপ্রমাণ শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া সত্বর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রথে আরোহণ ও নিপুণ কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারদ্বাজও তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে ত্রৈলোক্যাভিলাষী ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই রণপণ্ডিত মহাবীরদ্বয় বিচিত্র মণ্ডল ও যমক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করত সায়কনিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে যোধগণকে মোহিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধর নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় শর সমুদায় বর্ষণ পূর্ব্বক একেবারে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য সমুদায় ক্ষত্রিয় ও সৈনিক পুরুষেরা সেই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ, 'যখন দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,' তখন উনি অবশ্যই আজি আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবেন; এই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণ সত্বর বৃক্ষের পরিপক্ক ফলের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে অরাতিপাতন প্রবলপ্রতাপ ভারদ্বাজ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে দুঃশাসন বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় অসংখ্য শরবর্ষণ করত শৈনেয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তৎপরে ষোড়শ শরে সমাহত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভরতশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন নানা দেশীয় মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া অসংখ্য সায়ক বর্ষণ করত মেঘনিঃস্বন সদৃশ গভীর গর্জ্জনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া শরনিপাতে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুঃশাসনের অগ্রসর অন্যান্য বীরগণ সাত্যকির শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীত চিত্তে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিল। তৎকালে এক মাত্র দুঃশাসন নির্ভীক মনে রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকিকে শরনিপীড়িত করত তাঁহার অশ্বগণের উপর চারি ও সারথির উপর তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন সাত্যকি ক্রোধান্বিত হইয়া শরনিপাতে দুঃশাসনের রথ, সারথি ও ধ্বজ অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন এবং ঊর্ণনাভ যেমন সমাগত মশককে স্বীয় জালে জড়িত করে, তদ্রূপ তিনি দুঃশাসনকে শরজালে জড়িত করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বাণসমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুদ্ধবিশারদ ত্রিসহস্র ক্রূরকর্ম্মা ত্রিগর্ত্তকে যুযুধানের সহিত যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে তথায় গমন পূর্ব্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অপরাঙ্মুখ হইয়া অসংখ্য শর দ্বারা যুযুধানকে অবরোধ করিতে লাগিল। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই শরবর্ষী ত্রিগর্ত্তগণের প্রধানতম পাঁচশত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। তাহারা মারুতবেগবিভগ্ন বিপুল বনস্পতি সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। শৈনেয়ের শরে নিকৃত্ত, শোণিতলিপ্ত অসংখ্য হস্তী, ধ্বজ ও কনকাভরণভূষিত অশ্বসকল নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি বিকসিত কিংশুক সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারও সকাশে ত্রাণ লাভে সমর্থ হইল না। ভীষণ ভুজঙ্গগণ যেরূপ গরুড়ের ভয়ে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণ সকলেই ভীত হইয়া দ্রোণের নিকট পলায়ন করিল। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি আশীবিষ সদৃশ তীক্ষ্ণ শরনিকরে পাঁচ শত যোদ্ধাকে নিপাতিত করিয়া মন্দবেগে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহার উপর সত্বর সন্নতপর্ব্ব নব বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহাকে রুক্মপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন সাত্যকিকে প্রথমত তিন ও তৎপরে পাঁচ শরে আঘাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর শৈনেয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর পাঁচ শর নিক্ষেপ ও তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে ধনঞ্জয়ের নিকট ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার নিধন বাসনায় লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলে বীরবর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ কঙ্কপত্র ভূষিত নিশিত বাণ দ্বারা দুঃশাসনের সেই শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার সিংহনাদ শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে অগ্নিশিখাকার শর সমুদায় নিক্ষেপ করত পুনরায় তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন বিংশতি সায়কে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন শরবাস্ত্রবিৎ মহারথ সাত্যকি দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলে সন্নতপর্ব্ব তিন শর নিক্ষেপ করিয়া শাণিত শরসন্নিপাতে তাঁহার ঘোটক ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন এবং এক ভল্লে তাঁহার ধনু, পাঁচ ভল্লে শরবৃষ্টি, দুই ভল্লে ধ্বজ ও রথশক্তি ছেদন করিয়া অন্যান্য তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষকদ্বয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। ত্রিগর্ত্তসেনাধিপতি দুঃশাসনকে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি অবলোকন পূর্ব্বক সত্বর স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসন বিনাশার্থ কিয়ৎক্ষণ তাহার অনুধাবন করিলেন, কিন্তু মহাবাহু ভীমসেন সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্মরণ করিয়া আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। হে মহারাজ! এই রূপে সত্যপরাক্রম সাত্যকি দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া যে পথে মহাবীর অর্জ্জুন গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার সেনামধ্যে কি এমন কোন মহারথ ছিল না যে, সেই অর্জ্জুনসমীপগামী কৌরবসৈন্যসংহর্ত্তা সাত্যকিকে প্রহার বা নিবারণ করে? ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি, দানবনিপাতন মহেন্দ্রের ন্যায় একাকী সমরস্থলে কি রূপে সেই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিল? অথবা সাত্যকি যে পথ দিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক শূন্য করিয়া গমন করিয়াছিল, তাহাকে আক্রমণ করে এমন কেহই

ছিল না। যাহা হউক, সাত্যকি একাকী কি রূপে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাত্মগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার সৈন্যমধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতি বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের বিক্রম দর্শন ও কোলাহল শ্রবণে বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রতিদিন আপনার সৈন্যগণের যে রূপ ব্যূহ হইত বোধ হয়, সেরূপ ব্যূহ জগতীতলে আর কোথাও হয় নাই। সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ ও চারণগণ সেই সমুদায় ব্যূহদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছেন যে, এতাদৃশ ব্যূহ আর কখনই হইবে না। বিশেষতঃ জয়দ্রথবধ সময়ে যেরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ব্যূহ আর কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ ব্যূহমধ্যে পরস্পর ধাবমান সৈন্য সমুদায়ের প্রচণ্ড বাতাহত সমুদ্র-নিস্বনের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। হে নরোত্তম! আপনার ও পাণ্ডবদিগের বলমধ্যে অসংখ্য ভূপালগণ সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রোধান্বিত চিত্তে মহানাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইঁহারা সকলেই সৈন্যগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকি অরিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র অনায়াসে জয়দ্রথের রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা কর। আজি ধনঞ্জয় ও সাত্যকি নিধন প্রাপ্ত হইলে কৌরবেরা কৃতার্থ হইবে এবং আমরা পরাজিত হইব। অতএব তোমরা সত্বর মিলিত হইয়া বেগবান্ পবন যেরূপ সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত কর। মহাতেজা সৈন্য সকল এইরূপে অভিহিত হইয়া প্রাণপণে কৌরবগণকে আঘাত করিতে লাগিল। সুহৃদের হিতসাধনার্থ অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে তাহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারাও যশপ্রার্থনা করত যুদ্ধার্থ অবস্থান করিল

হে মহারাজ! সেই ভয়াবহ তুমুল সংগ্রামে মহাবীর সাত্যকি সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র প্রভাসম্পন্ন কবচ সমুদায়ে দিবাকরকর প্রতিফলিত হওয়াতে সৈনিকগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন মহাবলশালী পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় তাঁহাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ত রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই? একে অনেকের সহিত যুদ্ধ, তাহাতে আবার তিনি নরপতি, বিশেষতঃ চিরকাল অতিশয় সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন; অতএব বোধ হয় তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র একাকী অনেকের সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন! মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ নলিনীকুলকে আলোড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ সেনাগণকে নিহত দেখিয়া সকলেই রণস্থলে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহদেবকে তিন তিন, ধর্ম্মরাজকে সাত, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীকে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি এবং দ্রৌপদীপুত্রদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য হস্ত্যারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে প্রজাক্ষক অন্তকের ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তিনি কখন শর সন্ধান আর, কখনই বা শর মোক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল মাত্র দৃষ্ট হইল যে, তিনি শিক্ষা ও অস্ত্রবলে রিপুগণকে বিনাশ ও মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দুই ভল্লাস্ত্রে দুর্য্যোধনের সেই বৃহৎ কোদণ্ড ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শর সমুদায় দুর্য্যোধনের বর্ম্ম স্পর্শমাত্র ভগ্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন পাণ্ডবগণ, দেবগণ বৃত্রবধকালে ইন্দ্রকে যেরূপ বেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপ দুর্য্যোধন অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্ট মনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সেই সময়ে দ্রোণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ, যেরূপ পর্ব্বত প্রচণ্ড বায়ুবেগে সঞ্চালিত মেঘাবলিকে নিবারণ করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবদিগের অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মৃত দেহে সমরভূমি শ্মশানসদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় যে দিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে লোমহর্ষকর মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবাহু অর্জ্জুন ও সাত্যকি কৌরব পক্ষীয় সৈন্যের সহিত এবং ব্যূহদ্বারস্থিত দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ক্রোধনিবন্ধন ঘোরতর জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! অনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে পুনরায় সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আপনার প্রিয়চিকীর্ষু মহাধনুর্দ্ধর বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণ শোণাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অনতিবেগে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বিচিত্রপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করত স্বচ্ছন্দে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সমরদুর্ম্মদ মহারথ বৃহৎক্ষত্র মহামেঘ যেমন গন্ধমাদনে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ আচার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণ করত তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। আচার্য্য তাঁহার শরাঘাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সেই দ্রোণনির্ম্মুক্ত বাণ সমুদায়ের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্বিজপুঙ্গব দ্রোণ তাহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়া হাস্য করত পুনর্ব্বার নতপর্ব্ব আট শর নিক্ষেপ করিলেন। বৃহৎক্ষত্র দ্রোণপরিত্যক্ত শর সমুদায় সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যেরা বৃহৎক্ষত্রের সেই দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রকে প্রশংসা করত তাঁহার প্রতি অতি দুর্দ্ধর্ষ দিব্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর বৃহৎক্ষত্র স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক ষষ্টি সংখ্যক স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রের উপরে নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ বৃহৎক্ষত্রের দেহাবরণ ও গাত্র ভেদ করিয়া কৃষ্ণ সর্প যেরূপ বিলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কৈকয় দ্রোণসায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নয়নবিঘূর্ণন পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত সপ্ততি শরে আচার্য্যকে বিদ্ধ করত এক বাণে তাঁহার সারথিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রয়োগ করত তাহাকে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরাঘাতে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে এক শরাঘাতে সারথিকে এবং দুই বাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক সুপ্রহিত নারাচ দ্বারা বৃহৎক্ষত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে ধরাতলে পাতিত করিলেন।

এইরূপে কেকয় বংশোদ্ভব মহারথ বৃহৎক্ষত্র নিহত হইলে শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্ধ হইয়া সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! বর্ম্মধারী দ্রোণ সমস্ত কৈকয়গণ ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ নিপাতিত করত যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে রথ সঞ্চালন কর। সারথি ধৃষ্টকেতুর বচন শ্রবণ করিয়া কাম্বোজ দেশীয় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহাকে দ্রোণসমীপে সমানীত করিল। বলদর্পিত চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাবকপতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগের নিমিত্ত দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার রথ, ধ্বজ ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুপ্ত ব্যাঘ্র প্রতিবোধিত হইলে যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টকেতুর শরাঘাতে তদ্রূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শিশুপালপুত্র সত্বর অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া কঙ্কপত্র ভূষিত সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ চারি বাণে ধৃষ্টকেতুর

অশ্বি অশ্ব বিনাশ করিয়া অস্ত্র যুদ্ধে সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টকেতু সত্বর বৈদূর্য্যবিভূষিত কনক বিভূষিত ভীষণ গদা গ্রহণ ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্রোণের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গীর ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায় সেই গদা সমাগত অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর সন্নিপাতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গদা দ্রোণশরে ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে ধরাতল প্রতিধ্বনিত হইল। তখন অমর্ষপরায়ণ মহাবীর ধৃষ্টকেতু গদা নিহত হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর তোমর ও কনক ভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও তোমর তার্ক্ষ্য নিকৃত্ত ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় দ্রোণের পাঁচ পাঁচ বাণে ছিন্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর প্রবল প্রতাপ মহাবীর দ্রোণ, ধৃষ্টকেতুবিনাশ জন্য এক সুতীক্ষ্ণ বিশিখ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণনির্ম্মুক্ত বাণ অমিত পরাক্রম শিশুপাল পুত্রের বর্ম্মসংবৃত দেহ বিদীর্ণ করিয়া নলিনীবনগামী হংসের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল। এইরূপে মহাবীর দ্রোণ ক্ষুধার্ত্ত চাতক যেরূপ পতঙ্গ বিনষ্ট করে, তদ্রূপ ধৃষ্টকেতুকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু নিহত হইলে তাঁহার পুত্র রোষপরবশ হইয়া তাঁহার ভারবহনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মৃগশাবকঘাতী বলবান্ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাকেও হাসিতে হাসিতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে কুরুরাজ! এইরূপে পাণ্ডব সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর জরাসন্ধপুত্র স্বয়ং দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলদাবলি যেরূপ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন মহাবীর দ্রোণ রথস্থিত মহারথ জরাসন্ধপুত্রের হস্তলাঘব দর্শন করিয়া অতি সত্বর বাণবৃষ্টি করত তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তৎকালে সমরভূমিতে যে যে বীর সেই কালান্তক যমোপম দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমাগত হইলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় নামোল্লেখ পূর্ব্বক অসংখ্য শরে পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই নামাঙ্কিত দ্রোণনিক্ষিপ্ত শাণিত শর সমুদায় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে আহত করিল। আচার্য্য শরপীড়িত পাঞ্চালেরা ইন্দ্র-নিপীড়িত অসুরগণের ন্যায়, শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

হে ভরতকুলতিলক! এইরূপে সৈন্য সকল দ্রোণশরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ শব্দ সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় পাঞ্চাল বংশোদ্ভব মহারথেরা আতপতাপে উত্তপ্ত ও ভারদ্বাজের শরজালে নিপীড়িত হইয়া একান্ত ভীত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেকে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন চেদি, সৃঞ্জয়, কাশি ও কোশল দেশীয় বীরগণ শক্তি দ্বারা মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্যকে যমভবনে প্রেরণ করিবার বাসনায় সকলে হৃষ্টচিত্তে আজি দ্রোণ বিনষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ বলিতে বলিতে যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর আচার্য্য সেই যত্নশীল বীরগণকে বিশেষতঃ চেদিশ্রেষ্ঠগণকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে চেদিদেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা ক্ষীণবল ও দ্রোণশরে নিপীড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম ও অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করত মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বান পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া কহিল, এই ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; তাহার প্রভাবেই সংগ্রামে ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণকে দগ্ধ করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের তপশ্চরণই প্রধান ধর্ম। কৃতবিদ্য তপস্বী দর্শনমাত্রেই লোককে দগ্ধ করিতে পারেন। বহুসংখ্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা আচার্য্যের ঘোরতর অস্ত্রানলপ্রভাবে দগ্ধ হইতেছেন। মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বল ও উৎসাহের অনুরূপ কার্য্য করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে মুগ্ধ করত আমাদিগের বলক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! তখন ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধাভরে দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ ও তাহাতে শত্রুনিপাতন ভাস্বর বেগবান্ বাণ সন্ধান করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর পরিত্যাগ করিলেন। দ্রোণনির্ম্মুক্ত বাণ ক্ষত্রধর্ম্মার হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র নিহত হইলে সমুদায় সৈন্য কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত চেকিতান দ্রোণকে আক্রমণ পূর্ব্বক দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার বক্ষঃস্থলে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও চারি বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ষোড়শ শরে চেকিতানের দক্ষিণ ভুজ বিদ্ধ করিয়া ষোড়শ শরে তাঁহার ধ্বজ ও সাত শরে সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে অশ্বগণ চেকিতানের রথ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ চেকিতানের রথ সারথিবিহীন অবলোকন করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ঐ সময়ে পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক আকর্ণ পলিত বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দিকে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করত ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে বজ্রহস্ত বাসবের ন্যায় বোধ করিলেন। পরে মহাবাহু মতিমান্ দ্রুপদরাজ বলিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র যেরূপ লোভপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র মৃগ সমুদায় বিনাশ করে, তদ্রূপ এই লুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছেন। পরকালে অবশ্যই উহাকে নরকগামী হইতে হইবে। ঐ দুরাত্মার লোভেই শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়েরা সমরনিহত ও রুধিরলিপ্ত গাত্রে নিকৃত্ত বৃষভের ন্যায় শৃগাল ও কুক্কুর কুলের ভক্ষ্য হইয়া রণভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন। হে মহারাজ! অক্ষৌহিণীপতি দ্রুপদরাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণের ব্যূহ আলোড়িত হইলে, তাঁহারা পাঞ্চাল ও সোমকদিগের সহিত অতি দূরে গমন করিলেন। সেই যুগান্তকাল তুল্য ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ বারংবার সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে এবং পাঞ্চালগণ হীনবীর্য্য ও পাণ্ডবেরা নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহারও আশ্রয় লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি কি রূপে সমস্ত রক্ষা হইবে নিরন্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বা বাসুদেবকে কোনরূপেই দেখিতে পাইলেন না; কেবল অর্জ্জুনের বানরলাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন ও গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু তৎকালে নরোত্তম বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি লোকনিন্দাভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সাত্যকির রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করত চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর সাত্যকিকে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে আমার মন কেবল অর্জ্জুনের নিমিত্তই ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এক্ষণে অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই উভয়ের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে। আমি সাত্যকিকে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া এক্ষণে তাঁহার পশ্চাদ্গমনে কাহাকে প্রেরণ করিব। যদি আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না করিয়া যত্নসহকারে ভ্রাতা অর্জ্জুনের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব এক্ষণে আমি এই লোকাপবাদ পরিহারের নিমিত্ত মহাবীর বৃকোদরকে সাত্যকির নিকট প্রেরণ করি। অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি আমার যে রূপ প্রীতি আছে, বৃষ্ণিবীর সাত্যকির প্রতিও তদ্রূপ। আমি তাঁহাকে অতি গুরুতর ভার বহনে নিযোগ করিয়াছি। তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক, বা গৌরবলাভের অভিলাষেই হউক, সাগরমধ্যগামী মক-

নের ন্যায় কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ঐ সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত অপরাঙ্মুখ বীরগণের তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব এক্ষণে অবসরোচিত কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট ভীমসেনকে প্রেরণ করাই আমার কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে ভীমের অসাধ্য কিছুই নাই। সে একাকী স্বীয় বাহুবলে পৃথিবীর সমুদায় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। আমরা তাহার ভুজবীর্য্যপ্রভাবে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সমরে অপরাজিত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাবীর, অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট গমন করিলে তাহারা অবশ্যই সহায়সম্পন্ন হইবে। সাত্যকি ও অর্জ্জুন সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; বিশেষতঃ বাসুদেব স্বয়ং তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের নিমিত্ত চিন্তা করা একান্ত অনুচিত, কিন্তু আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় উৎকণ্ঠা দূর করাও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি ভীমসেনকে সাত্যকির পদানুসরণে প্রেরণ করি। তাহা হইলে সাত্যকির প্রতিকার বিধান করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সারথি! তুমি আমাকে ভীমের রথাভিমুখে লইয়া চল অশ্ববিজ্ঞকোবিদ সারথি ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমের সমীপে তাঁহার স্বর্ণ খচিত রথ সমানীত করিল। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীম! যে বীর একমাত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেব, গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অনুজ অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ডও নিরীক্ষণ করিতেছি না। ধর্ম্মরাজ ভীমকে এই কথা বলিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। মহাবীর ভীম ধর্ম্মরাজকে একান্ত মোহাবিষ্ট অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ আমি আপনার এরূপ মোহ আর কদাচ দর্শন ও শ্রবণ করি নাই। পূর্ব্বে আমরা দুঃখে অতিশয় কাতর হইলে আপনিই আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হউন এবং আজ্ঞা করুন, আমি কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। এই ভূমণ্ডলে আমার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে ম্লান বদনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! যখন রোষাবিষ্ট বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন আজি নিশ্চয়ই তোমার অনুজ অর্জ্জুন নিহত হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিয়াছেন এবং বাসুদেব অর্জ্জুনকে বিনষ্ট দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে বৃকোদর! পাণ্ডবগণ যে মহাবীরের বলআশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, যে মহাবীর বিপদ কালে আমাদের প্রধান অবলম্বন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, প্রিয়দর্শন অর্জ্জুন জয়দ্রথবধার্থ অনেকক্ষণ কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে. এখনও প্রত্যাগত হইতেছেন না; এই আমার শোকের মূল কারণ। মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোকাবৃত পরিবর্দ্ধিত হুতাশনের ন্যায় বারংবার উদ্দীপিত হইতেছে। আমি অর্জ্জুনের বানরলাঞ্ছিত ধ্বজ দর্শন করিতেছি না বলিয়া মোহে অভিভূত হইতেছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সমরবিশারদ বাসুদেব অর্জ্জুনকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। মহারথ সাত্যকি তোমার অর্জ্জুনের অনুগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহার অদর্শনেই বিমোহিত হইতেছি। হে কৌন্তেয়! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যদি আমার বাক্য প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যে স্থানে ধনঞ্জয় ও সাত্যকি রহিয়াছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর; তুমি সাত্যকিকে অর্জ্জুন অপেক্ষাও স্নেহাস্পদ বিবেচনা করিবে। এই মহাবীর আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত নিতান্ত দুর্গম, সামান্য লোকের অগম্য, একান্ত ভয়ঙ্কর স্থানে সব্যসাচীর নিকট গমন করিয়াছে। হে বীর! এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন কর, কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে নিরাপদ দেখিলে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে সঙ্কেত করিও।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বর যে রথে আরোহণ করিতেন, মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের আর কিছুই ভয় নাই। যাহা হউক, আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিতেছি। আপনি আর শোক করিবেন না। আমি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াই আপনার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিব।

হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীম এই কথা বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের হস্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সমর্পণ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! মহারথ দ্রোণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে রূপ উপায় করিতেছেন, তাহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করা আমার যেরূপ আবশ্যক, অর্জ্জুনসমীপে গমন তদ্রূপ নহে, কিন্তু ধর্ম্মনন্দন যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ নহি। নিঃশঙ্ক মনে তাঁহার বাক্যরক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য; এক্ষণে যে স্থানে মুমূর্ষু সৈন্ধব অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকির অনুসরণক্রমে তথায় প্রস্থান করিব। তুমি সাবধানে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর; তাঁহাকে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া প্রস্থান কর। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট না করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। কুণ্ডলমুকুটালঙ্কৃত, অঙ্গদপরিশোভিত, তূণধারী মহাবীর ভীম এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ ও ধর্ম্মরাজের পাদবন্দন পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন অর্চ্চিত সন্তুষ্ট চিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও অষ্টবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক কৈরাতক মদ্য পান করিলেন। তখন তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনিল অনুকূলগামী হইয়া তাঁহার বিজয়লাভ সূচিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি মনে মনে জয়লাভ জনিত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর্ণ খচিত মহামূল্য লৌহ নির্ম্মিত বর্ম্ম, বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলদপটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং কণ্ঠত্রাণ ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধবিভূষিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পুনরায় পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত হইল। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সেই ত্রৈলোক্যত্রাসন ভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া পুনর্ব্বার ভীমকে কহিলেন, হে ভীম! ঐ দেখ, শঙ্খোত্তম পাঞ্চজন্য বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণের মুখমারুতে পরিপূরিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সন্নাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই বোধহয় ধনঞ্জয় ঘোরতর বিপদে নিপতিত হওয়াতে চক্রগদাধর বাসুদেব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজি নিশ্চয়ই আর্য্যা কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, বন্ধু বান্ধবগণ সর্ব্বাভিব্যাহারে অশুভ নিমিত্ত সন্দর্শন করিতেছেন। অতএব হে ভীম! তুমি অবিলম্বে অর্জ্জুনের নিকট গমন কর। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে অবলোকন না করিয়া আমি দশ দিক শূন্যময় দেখিতেছি।

হে মহারাজ! প্রবল প্রতাপশালী ভ্রাতৃহিত-নিরত মহাবীর ভীম এইরূপে বারংবার জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিনাদ ও সিংহনাদ করত শত্রুগণকে ভয়প্রদর্শন করিয়া শরাসন আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে বীরগণের অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। বিশোক সারথি কর্ত্তৃক সংযোজিত মনোমারুতগামী অশ্ব সকল তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যদিগকে শরবর্ষণ ও শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দ্রোণ

ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাঞ্চালেরা সোমকদিগের সহিত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃশল, চিত্রসেন, কুণ্ডভেদী, বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, শল, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও দুর্ব্বিমোচন, আপনার এই সমুদায় পুত্রেরা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতিগণে সমভিব্যাহারে পরম যত্নসহকারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত বীরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি ধাবমান সিংহের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মহাবেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন করি-সৈন্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করত অবিলম্বে মাতঙ্গগণকে শরজালে ক্ষত বিক্ষত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। মৃগকুল যেমন অরণ্যমধ্যে শরভ গর্জ্জনে একান্ত বিত্রাসিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিরদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। এইরূপে মহাবল ভীম সেই করিসৈন্য অতিক্রম করিয়া মহাবেগে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর আচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিয়া হাস্য মুখে তাঁহার ললাটদেশে নারাচ প্রহার করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের নারাচে বিদ্ধললাট হইয়া ঊর্দ্ধরশ্মি ভাস্করের ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ, অর্জ্জুনের ন্যায় এই ভীমসেনও আমার সম্মান করিবেন, এইরূপে অবধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীম! আমি তোমার বিপক্ষ, আজি আমাকে পরাজয় না করিয়া তুমি কোনক্রমেই শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদিও তোমার অনুজ অর্জ্জুন আমার আদেশানুসারে সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; তথাচ তুমি তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না। তখন নির্ভীক ভীমসেন গুরু দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধমনে আরক্তলোচনে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, হে ব্রহ্মবন্ধো! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর অর্জ্জুন বলনিসূদন ইন্দ্রের বলমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন; তিনি যে, তোমার আদেশানুসারে সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু আমি কৃপাপরবশ অর্জ্জুন নহি; আমি তোমার পরম শত্রু ভীমসেন। হে আচার্য্য! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার পুত্র। আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তোমার নিকট প্রণতভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, কিন্তু আজি তুমি আমাদিগের প্রতি বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। এক্ষণে যদি তুমি আপনাকে আমাদিগের বিপক্ষ বোধ করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বেই তোমার শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই বলিয়া অন্তক যেমন কালদণ্ড বিঘূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদা বিঘূর্ণন পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সমরবিশারদ দ্রোণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন ভীম তাঁহার অশ্ব, রথ সারথি ও ধ্বজ নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিলেন এবং সমীরণ যেমন প্রবল বেগে মহীরুহ সমুদায় বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ তাঁহার সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ পুনরায় ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ অন্য রথে আরোহণ করিয়া ব্যূহদ্বারে সমুপস্থিত রহিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখীন রথসৈন্যকে লক্ষ্য করত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও জয়লাভাভিলাষে তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া ভীমসেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এক রমণীয় সুতীক্ষ্ণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুঃশাসন প্রেরিত শক্তি সমাগত দেখিয়া দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর ভীমসেন কুণ্ডভেদী, সুষেণ ও দীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর বৃন্দারককে পাতিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্র অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা ও দুর্ব্বিমোচন এই তিন জনকে তিন শরে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার অন্যান্য আত্মজগণ ভীমশরে প্রহৃত হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেমন ধরণীধরের উপরিভাগে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ভীমকর্ম্মা ভীমের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে প্রস্তর বর্ষণ করিলে যেমন পর্ব্বতের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না, তদ্রূপ সেই বীরগণের বাণ বর্ষণে ভীমের কিছুমাত্র ব্যথা জন্মিল না। তিনি আপনার আত্মজ, বিন্দ, অনুবিন্দ ও সুবর্ম্মা প্রভৃতি শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। আপনার পুত্র সুদর্শন ও ঐ সময় ভীমশরে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাবীর ভীম ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত রথসৈন্যকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীমভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথনির্ঘোষ করত সহসা মৃগযূথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইলেন। ভীম তাঁহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত কৌরবগণকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজগণ ভীমশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বগণকে সঞ্চালিত করত রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া বাহ্বাস্ফোটন, সিংহনাদ ও তল শব্দ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে রথসৈন্যগণকে ভীত ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগকে নিহত করিয়া রথীদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে রথসৈন্য সমুত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিবার মানসে তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দ্রোণ-সমীরিত সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিয়া মায়াবলে বল সমুদায় বিমোহিত করত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহীপালগণ আপনার আত্মজগণের আদেশানুসারে মহাবেগে গমন করিয়া ভীমকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহাদের উপর মহাবেগে দেবরাজনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় এক শত্রুপক্ষ বিনাশিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজঃপ্রজ্বলিত মহাগদা ভীষণ রবে ধরণীমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সৈন্যগণকে মথিত ও আপনার আত্মজদিগকে নিতান্ত ভীত করিতে লাগিল। আপনার পক্ষ বীরগণ সেই তেজঃপুঞ্জ বিরাজিত গদা মহাবেগে নিপাতিত দেখিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। রথী সকল সেই গদার দুঃসহ শব্দশ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য বীরগণ ভীমের গদাঘাতে আহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ব্যাঘ্র দর্শনে ভীত মৃগযূথের ন্যায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম সেই দুর্জ্জয় শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পতগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে সেই সেনা অতিক্রম পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ভীমসেনকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি গমন ও শরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেনের সহিত দ্রোণের দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সহস্র সহস্র বীরগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নয়নযুগল নিমীলিত করত মহাবেগে পাদচারে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন এবং বৃষভ যেমন অবলীলাক্রমে বারি বর্ষণ সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে দ্রোণের শরবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্যের রথের ঈষাদণ্ড গ্রহণ করিয়া রথের সহিত তাঁহাকে অতিদূরে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে ভীম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ব্যূহদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভীমের সারথি মহাবেগে অশ্ব চালন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম মহাবেগে কৌরব সৈন্য অতিক্রম করিলেন এবং

যেমন উদ্ধত বায়ু পাদপদল বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ তিনি ক্ষত্রিয়গণকে মর্দ্দন ও নদীবেগ যেরূপ বৃক্ষ সকল নিবারিত করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হার্দ্দিক্যরক্ষিত ভোজসৈন্য প্রমথিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া শার্দ্দূল যেমন বৃষদিগকে পরাভব করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে পরাজয় করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধবিশারদ বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক মহাবীর সাত্যকিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুনদর্শনাভিলাষে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথবধার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার নেত্র-পথে নিপতিত হইলেন। বর্ষাকালে জলদপটল যেমন অতি গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব তেজস্বী ভীমের সেই ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করত গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত প্রীত, প্রসন্ন ও শোকশূন্য হইয়া বারংবার অর্জ্জুনের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মদমত্ত ভীমকে সিংহনাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাস্য মুখে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! তুমি গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন ও অর্জ্জুনের কুশল সংবাদ প্রদান করিলে। তুমি যাহাদের উপর বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাক, তাহাদিগের কদাচ জয়লাভ হয় না। এক্ষণে বুঝিলাম, মহাবীর অর্জ্জুনও ভাগ্যবলে জীবিত আছেন এবং সত্যবিক্রম সাত্যকিরও মঙ্গল। আমি ভাগ্যক্রমে বাসু-দেব ও ধনঞ্জয়ের গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন এবং আমরা যাঁহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, সেই আরাতি-বিজয়ী অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন। যিনি একমাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ নিবাতকবচগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটনগরে গোগ্রহণার্থ সমাগত কৌরবগণকে পরাজয় করেন, সেই অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি নিজ ভুজবলে চতু-র্দ্দশ সহস্র কালকেয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের হিত-সাধনার্থ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে অস্ত্রবলে পরাজয় করিয়াছেন, সেই কিরীট-সমলঙ্কৃত, শ্বেতবাহন, কৃষ্ণসারথি, প্রিয় ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া জয়দ্রথের বধরূপ অতি দুষ্কর কার্য্য-সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হইবে? আজি কি দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী না হইতে হইতে বাসুদেব-সুরক্ষিত অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিবেন। দুর্য্যোধন হিতানুষ্ঠাননিরত সিন্ধুরাজ জয়-দ্রথ কি অর্জ্জুনশরে নিপতিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে? মূঢ় রাজা দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজকে নিহত ও ভীমসেনশরে ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট দেখিয়া কি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন এবং অন্যান্য যোদ্ধা-দিগকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া কি অনুতপ্ত হইবেন? একমাত্র ভীষ্মের নিপাতে আমাদিগের কি বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে? রাজা দুর্য্যোধন কি অবশিষ্ট বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত সন্ধি করি-বেন? হে মহারাজ! এইরূপে কৃপাপরতন্ত্র রাজা যুধিষ্ঠির যখন নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে কুরুপাণ্ডবের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল।

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে অবরোধ করিল? ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধা-বিষ্ট হইলে তাহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। সে যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় গদা উদ্যত করে, তখন রণস্থলে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ হয় না। যে ভীম রথ দ্বারা রথ ও কুঞ্জর দ্বারা কুঞ্জর বিনাশ করিয়া থাকে, তাহার সম্মুখে কে অবস্থান করিবে; তাহার সম্মুখীন হইতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও ও সাহস হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কালান্তক যমোপম মহাবীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ চিত্তে তৃণদহনপ্রবৃত্ত দাবদহনের ন্যায় আমার পুত্রগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধনহিতনিরত কোন্ কোন্ বীর-পুরুষ তাহার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীমসেনের নিমিত্ত আমার যাদৃশী শঙ্কা হয়, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত তাদৃশী শঙ্কা হয় না। অতএব হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্রবিনাশে প্রবৃত্ত রোষপ্রদীপ্ত ভীমসেনের সন্নিহিত হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহল করত তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক বল প্রদর্শন করিবার বাসনায় মহীরুহ যেমন বায়ুর পথরোধ করে তদ্রূপ তাঁহার পথরোধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহার উপর শিলানিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও শরপ্রয়োগ করত তৎপ্রযুক্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎকালে রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি যে সকল যোধগণ ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিলেন, সেই বীরদ্বয়ের তলধ্বনি শ্রবণে তাঁহাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ভূতল ও নভোমণ্ডল অবরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অতি ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সিংহ-নাদ প্রভাবে সমুদায় যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন ভূতলে নিপতিত হইল। বাহন সকল সাতিশয় ভীত ও বিমনায়মান হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় বহুতর ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। অন্তরীক্ষ গৃধ্র, কঙ্ক ও বায়সে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া সত্বর পাঁচ শরে তাঁহার সার-থিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে সত্বর কর্ণের প্রতি চতুঃ-ষষ্টি সায়ক প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ভীমের প্রতি চারি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সায়কনিকরে ঐ সমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণশরে বারংবার আচ্ছাদিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক ভীমকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে সন্নতপর্ব্ব তিন শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ বক্ষঃস্থল বিদ্ধ শর-ত্রয় দ্বারা উত্তুঙ্গ শৃঙ্গত্রয়সম্পন্ন মহীধরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে ধাতুধারাস্রাবী ভূধর হইতে যেমন গৈরিক ধাতু নির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমের শরপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত ও ঈষৎ বিচলিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম, কর্ণের শরজালে সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়া গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহার ধনুর্জ্যা ছেদন ও সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া চারি অশ্বকে বিনষ্ট করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া বৃষসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর ভীম কর্ণকে পরাজয় করিয়া মেঘনির্ঘোষসদৃশ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগি-লেন। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদ শ্রবণে কর্ণকে পরাজিত বোধ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ চারি-দিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষ সৈন্য-

ধ্বের সেই তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান ও বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভীমের ভীষণ সিংহনাদ সেই সমস্ত শব্দ সমাচ্ছাদিত করিয়া সমুদায় সৈন্যদিগের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ মৃদুভাবে ও ভীম দৃঢ়রূপে অজিহ্মগামী শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সেনা নিপাতিত এবং অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ভীমসেন সিন্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তব্যবিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণ নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ মন ও পবনের ন্যায় মহাবেগে দ্রোণসমীপে উত্তীর্ণ হইল। তখন কুরুরাজ রোষে লোহিতলোচন হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে গুরো! মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকি এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অনেক মহারথ সংগ্রামে অপরাজিত হইয়া জয়দ্রথের সমীপে গমন করিয়াছে এবং তথায় আমাদিগের প্রভূত সেনাগণকে পরাভূত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। হে মহাত্মন্! আপনি কিরূপে সাত্যকি ও ভীমসেনের নিকট পরাভূত হইলেন? ইহলোকে আপনার ঈদৃশ পরাজয় সমুদ্রশোষণের ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। লোকে সাত্যকি, অর্জ্জুন ও ভীমের হস্তে আপনার পরাজয় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আপনাকে যথোচিত নিন্দা করিতেছে। ধনুর্ব্বেদপরায়ণ দ্রোণাচার্য্য কিরূপে সমরে পরাজিত হইলেন বলিয়া আপনার উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি অতিশয় মন্দভাগ্য! যখন তিনজন মহারথ আপনাকে অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়াছে, তখন এই সময়ে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যাহা হউক, যাহা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করুন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে মহারাজ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি, শ্রবণ করুন। পাণ্ডব পক্ষীয় তিন মহারথ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের নিমিত্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রদেশে যেরূপ ভয় হইবার সম্ভাবনা, এই অন্যান্য যোধগণের নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী প্রদেশেও তদ্রূপ ভয়ের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রহিয়াছেন, তথায় অধিক ভয়ের আশঙ্কা হইতেছে। যাহা হউক, অর্জ্জুনের হস্ত হইতে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করা আমার মতে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সাত্যকি এবং বৃকোদর সিন্ধুরাজের প্রতি গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! তুমি পূর্ব্বে শকুনির বুদ্ধি শুনিয়া যে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। তৎকালে সেই সভায় জয় অথবা পরাজয় হয় নাই; এক্ষণে আমরা এই যুদ্ধরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে জয় অথবা পরাজয় লাভ হইবে। শকুনি কুরুসভায় অসংখ্য কৌরবগণের সমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমস্ত অক্ষ এক্ষণে তোমাদিগের তনুচ্ছেদ দুরাসদ শররূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে সেনাগণকে দুরোদর, শর সমুদায়কে অক্ষ এবং জয়দ্রথকে পণ স্বরূপ জ্ঞান কর। অদ্য সিন্ধুরাজকে পণ রাখিয়া শত্রুগণের সহিত আমাদের দ্যূতক্রীড়া হইতেছে; অতএব প্রাণপণে সর্ব্বতোভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে যত্ন করা তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক। সিন্ধুরাজের জীবন রক্ষা ও প্রাণনাশ আমাদের জয় ও পরাজয়ের কারণ। অতএব যেখানে ধনুর্দ্ধারী বীরগণ জয়দ্রথের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই রক্ষকগণকে রক্ষা কর। আমি এই স্থানে থাকিয়া অপরাপর সৈন্যগণকে প্রেরণ এবং পাণ্ডব সৃঞ্জয় সমবেত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব।

অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যের বাক্যানুসারে উগ্রকর্ম্ম সম্পাদনে সমুদ্যত হইয়া পদানুগ সমভিব্যাহারে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় চক্ররক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ঐ চক্ররক্ষক দ্বয় তাঁহার অনুগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে মহাবীর কৃতবর্ম্মা উঁহাদিগকে নিবারিত করেন। এক্ষণে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ঐ দুইজনকে সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমনোদ্যত অবলোকন করিয়া সত্বর তাহাদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়প্রধান প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীরদ্বয়ও তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুধামন্যু কঙ্কপত্রালঙ্কৃত ত্রিংশৎ শরে দুর্য্যোধনকে, বিংশতি শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন যুধামন্যুর শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও এক বাণে ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ভল্ল দ্বারা সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া নিশিত শর চতুষ্টয়ে অশ্ব চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু সরোষনয়নে দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সত্বর ত্রিংশৎ শর পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উত্তমৌজাও রোষিত হইয়া হেমবিভূষিত শরনিকরে কুরুরাজের সারথিকে বিদ্ধ করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন উত্তমৌজার পার্ষ্ণি, সারথি ও অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মহাবীর উত্তমৌজা এইরূপে হতাশ্ব ও অবিলম্বে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরজালে দুর্য্যোধনের অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ উত্তমৌজার শরে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঐ সময় যুধামন্যু উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগপূর্ব্বক কুরুরাজের তূণীর ও শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অশ্ব সারথি বিবর্জ্জিত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চালদেশীয় বীরদ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা অরাতিজেতা ক্রুদ্ধ কুরুরাজকে আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দুর্য্যোধন গদা প্রহারে তাঁহাদিগের সেই হেমমণ্ডিত রথ, অশ্ব ও সারথিকে ধ্বজের সহিত প্রোথিত করিয়া অবিলম্বে মদ্ররাজরথে আরোহণ করিলেন। পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্রদ্বয়ও অন্য দুই রথে আরূঢ় হইয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে সমুদায় বীরগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে অরণ্যে মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্ত দ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থী ভীমসেনসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ১

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অর্জ্জুন রথের পার্শ্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও কর্ণের কিরূপ সংগ্রাম হইল। রাধানন্দন ভীমসেন কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পরাজিত হইয়াও কি কারণে পুনরায় তাহার নিকট যুদ্ধার্থ আগমন করিল? আর ভীমসেনই বা কি করিয়া সেই প্রসিদ্ধ মহারথ সূতপুত্রের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া অবধি ধনুর্দ্ধর কর্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ভয় করে না। কর্ণের ভয়ে তাহার শয়ন পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৃকোদর কিরূপে সেই রথিশ্রেষ্ঠ সূতপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিল? অর্জ্জুনের রথাগ্রিমুখে কর্ণ ও ভীমের কিরূপ সংগ্রাম হইল? পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণ কুন্তীর নিকট ভীমসেনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়াছে এবং অর্জ্জুন ভিন্ন আর কোন পাণ্ডবকে বিনষ্ট করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমের সহিত সংগ্রাম করিল? ভীমই বা কর্ণের পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মূঢ় দুর্য্যোধন নিরন্তর আশা করিয়া থাকেন যে, কর্ণ সমস্ত পাণ্ডবকে পরাজিত করিবে। ফলতঃ দুর্য্যোধন কেবল কর্ণের উপর নির্ভর করিয়াই জয়াশা করিয়া থাকে, সেই কর্ণ কিরূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? আমার পুত্রগণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে; যে বীর এক রথে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়াছে; যে ধনুর্দ্ধর সহজ কবচ কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ভীমসেন সেই মহাবীর কর্ণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত অসংখ্য অপকার স্মরণ করিয়াও কিরূপে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্

হইল? যাহা হউক, এক্ষণে বীরদ্বয়ের কিরূপ যুদ্ধ ও কাহারই বা জয়লাভ হইল, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক জলধর যেমন বৃষ্টি দ্বারা ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কঙ্কপত্র বিশিষ্ট শরজাল বর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত কহিলেন, হে পাণ্ডুতনয়! তুমি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পার, ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনদর্শনমানসে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কি কুন্তীপুত্রের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেছ? পলায়ন করিও না; এই স্থানে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার প্রতি শরবর্ষণ কর। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই প্রকার আহ্বান শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধ মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণপূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বর্ম্মধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ ভীমসেনের সরল শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। বৃকোদর প্রথমত কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিয়া বিবাদ শেষ করিবার মানসে কর্ণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ স্বীয় অস্ত্রমায়া প্রভাবে মত্ত দ্বিরদগামী ভীমসেনের শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সমরে আচার্য্যের ন্যায় পর্য্যটনপূর্ব্বক হাস্য করত ক্রোধপূর্ণ বৃকোদরকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাস্য সহ্য করিতে না পারিয়া যুধ্যমান বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের উপরে যেমন অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে বৎসদন্ত নামক অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় স্বপুঙ্খ সুশাণিত একবিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের কনকজাল জড়িত পবনসদৃশ বেগবান্ অশ্বগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া বাণজাল বর্ষণপূর্ব্বক নিমেষার্দ্ধ মধ্যে বৃকোদরকে সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে চতুঃষষ্টি শরে ভীমের সুদৃঢ় কবচ ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী নারাচাস্ত্রে তাঁহাকে আহত করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর সেই কর্ণ কার্ম্মুক নিঃসৃত শর সমুদায় লক্ষ্য না করিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি কর্ণের আশীবিষোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হন নাই। পরিশেষে তিনি নিশিত সুতীক্ষ্ণ দ্বাত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণও অবলীলাক্রমে শরবর্ষণ করিয়া জয়দ্রথবধাভিলাষী মহাবাহু ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক কর্ণের সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপ্রেরিত স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল শব্দায়মান বিহঙ্গকুলের ন্যায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। রথিপ্রধান রাধেয় এইরূপ শলভকুল সমাচ্ছন্নের ন্যায় ভীমসেনের শরনিকরে সমাবৃত হইয়া তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর বহুবিধ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সেই শরজাল অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ পুনরায় শরবর্ষণ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরজালে সমাবৃত হইয়া শলাকা সমাচ্ছন্ন শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দিবাকর যেমন আপনার রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন তদ্রূপ ভীমসেন কর্ণনিক্ষিপ্ত শরনিকর অক্লেশে ধারণ করিলেন। কর্ণচাপচ্যুত হেমপুঙ্খ শিলাধৌত শরজালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত হওয়াতে তিনি বসন্ত-কালীন বহু কুসুম শোভিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি কর্ণের সমরবিচেষ্টা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে নয়নদ্বয় উদ্বর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র ভীমের শরে বিদ্ধ হইয়া তীব্রবিষ আশীবিষ সমাবৃত শ্বেত ভূধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন চতুর্দ্দশ বাণে কর্ণের মর্ম্মভেদপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে তাঁহার চাপচ্ছেদন, অশ্বচতুষ্টয় বিনাশ ও সারথিকে সংহার করিয়া অর্করশ্মি সদৃশ নারাচ দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূর্য্যের কিরণজাল যেমন জলধরপটল ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভীমনির্মুক্ত নারাচনিকর কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে পতিত হইল। হে মহারাজ! পুরুষাভিমানী কর্ণ এইরূপে ভীমসেনের শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া সত্বর অন্য রথে পলায়ন করিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে কর্ণের উপর আমার পুত্রগণের মহতী জয়াশা ছিল, দুর্য্যোধন সেই কর্ণকে পরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া কি বলিল? মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ করিল এবং মহাবীর কর্ণই বা সমরাঙ্গণে ভীমসেনকে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবলোকন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ পুনরায় যথাবিধ সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক বাতোদ্ধূত মহার্ণবের ন্যায় ভীমসেন অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্রেরা কর্ণকে রোষপরবশ অবলোকন করিয়া ভীমকে হুতাশনমুখে আহুত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রাধেয় অতি ভীষণ জ্যানিস্বন ও করতল শব্দ করত ভীমের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তখন পুনরায় সূতপুত্রের সহিত ভীমের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরস্পর বধার্থী ঐ বীরদ্বয় ক্রোধারুণলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া কোপান্বিত ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায়, শীঘ্রগামী শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় এবং সংক্রুদ্ধ শরভ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া, বনবাস, বিরাট নগরে অবস্থান ও বহুরত্নপূর্ণ রাজ্য অপহরণ জন্য পাণ্ডবগণের যে দুঃখ হইয়াছিল, আপনি পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সপুত্রা তপস্বিনী কুন্তীকে যে দগ্ধ করিতে সংকল্প ও নিরন্তর পাণ্ডবগণকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার দুরাত্মা তনয়েরা সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দুঃশাসন দ্রুপদতনয়ার যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ণ সভা-মধ্যে পাণ্ডবগণের প্রতি যে নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কৌরবেরা, কৃষ্ণে! তোমার ষণ্ডতিলসদৃশ স্বামীরা নিহত হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর বলিয়া যে আপনার সমক্ষেই দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা কৃষ্ণাকে যে দাসীভাবে উপভোগ করিতে বাসনা ও পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণাজিনধারী হইয়া যে বনে গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্রোধভরে শূন্যহৃদয় বিপন্ন পাণ্ডবগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, ঐ সময় সেই সমুদায় বৃত্তান্ত ভীমসেনের মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকাল অবধি যে যে দুঃখ পাইয়াছিলেন তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণপৃষ্ঠ বৃহদ্ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক প্রাণপণে কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং রাধেয়ের রথাভিমুখে ভাস্বর শাণিত শরজাল বিস্তার করত দিবাকরের করজাল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া অতি সত্বর স্বীয় শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরজাল ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত নবশরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় রাধেয় শরে নিবারিত হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমর সমুৎসুক মত্তমাতঙ্গবিক্রম পাণ্ডবকে বেগে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং শঙ্খ ভেরী সম নিঃস্বন শব্দ প্রকাশিত করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের সৈন্য সমুদায় বিক্ষোভিত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমবেত স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণশরনিকরে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় হংসসদৃশ শ্বেতাশ্বগণের সহিত তাঁহার ঋক্ষসবর্ণ অশ্বগণকে সম্মিলিত করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই বীরদ্বয়ের বায়ুবেগগামী কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ সম্মিলিত হইয়া গগন-মণ্ডলে সিতাসিত মেঘের ন্যায় শোভাধারণ করিল।

হে রাজন্! ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় মহারথেরা কর্ণ ও বৃকোদরকে ক্রোধে অতিমাত্র আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সমরাঙ্গণ যমরাজের রাজধানীর ন্যায় অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য

হইয়া উঠিল। মহারথগণ সেই অবসর মধ্যে ঐ বীরদ্বয়ের কাহারও জয় পরাজয় স্থির করিতে পারিলেন না; কেবল ঐ বীরদ্বয় পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্রযুদ্ধ করিতেছেন, এইমাত্র অবলোকন করিলেন। তখন সেই অরাতিনিপাতন মহারথদ্বয় পরস্পরের বধার্থী হইয়া পরস্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ করত আকাশমণ্ডল শরসমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঙ্কপত্র বিভূষিত সুবর্ণময় শরনিকর দ্বারা গগনমণ্ডল উল্কা বিভাসিতের ন্যায় ও শরৎকালীন সারসসমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ভীমসেনকে কর্ণের সহিত সমরে সম্মিলিত দেখিয়া তাঁহাকে অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পরস্পরের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া দৃঢ়তর শরপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য অশ্ব, নর ও হস্তী সমুদায় বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহাদিগের নিপাতনে অসংখ্য কৌরব সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী সকল নিহত হইলে তাহাদিগের মৃতদেহে ক্ষণকালের মধ্যে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীম লঘুবিক্রম কর্ণের সহিত যখন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে। যে কর্ণ সর্ব্বশস্ত্রধারী সমরে উদ্যত যক্ষ, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত অমরগণকে নিবারণ করিতে পারে, সে ভীমকে কেন পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না? যাহা হউক, ঐ বীরদ্বয়ের প্রাণসংশয়কর যুদ্ধ কিরূপে হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর। আমার বোধ হয়, জয় বা পরাজয় উভয়েরই আয়ত্ত। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্য লাভ করিয়া সমরে সাত্যকি ও বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমি কর্ণকে ভীমশরে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া মোহে নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। এক্ষণে আমার পুত্রের দুর্নীতি প্রভাবেই কৌরবগণ কালকবলে নিপাতিত হইতেছেন। কর্ণ পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যতবার যুদ্ধ করিয়াছেন, ততবারই পরাজিত হইয়াছেন। অমরগণ সমবেত সুররাজ ইন্দ্রও যে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন, মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে না। মধুলাভার্থী যেমন বৃক্ষে আরোহণ কালে আপনার অধঃপতন অনুধাবন করে না; তদ্রূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধনেশ্বর তুল্য ধর্ম্মরাজের ধন হরণ করিয়া আত্মবিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ কৈতবপরতন্ত্র দুরাত্মা শঠতা পূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবগণের রাজ্যাপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত বোধ করত সতত তাহাদের অবমাননা করিয়া থাকে। আমিও পুত্রবাৎসল্যে একান্ত অভিভূত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছি। দূরদর্শী যুধিষ্ঠির অনেক বার সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু আমার আত্মজগণ তাহাকে যুদ্ধে অশক্ত বোধ করিয়া তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি কহিলে মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বের সেই সমস্ত দুঃখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও ভীম পরস্পরের বধাভিলাষে সমুদ্যত হইয়া যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অরণ্যমধ্যে কুঞ্জর যুগলের ন্যায় পরস্পর বধার্থী মহাবীর ভীম ও কর্ণের যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। মহাবীর পরাক্রান্ত কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রোষপরবশ ভীমসেনকে মহাবেগসম্পন্ন, প্রদীপ্ত মুখ, ত্রিংশৎশরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিন শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক রথ হইতে তাঁহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কর্ণ তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত কনক বৈদূর্য্য সমলঙ্কৃত, দণ্ডসম্পন্ন, কাল শক্তির ন্যায় প্রাণান্তকর এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধান পূর্ব্বক বজ্রের ন্যায় ভীমের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অনল ও সূর্য্যপ্রভ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজগ সদৃশ সেই কর্ণভুজনির্ম্মুক্ত মহারণ শক্তি সাত শরে অন্তরীক্ষেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণের জীবনাপহরণার্থে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন ক্রোধভরে তাঁহার উপর স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত যমদণ্ডোপম শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণও অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন নত পর্ব্ব নয় বাণে সেই কর্ণবিমুক্ত শর সমুদায় ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা কখন গাভীলাভার্থী মত্ত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় চীৎকার, কখন আমিষলোলুপ শার্দ্দূলের ন্যায় তুর্দ্ধর্ষ গর্জ্জন, কখন পরস্পরের প্রতি প্রহারে উদ্যত, কখন পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ এবং কখন বা গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভ দ্বয়ের ন্যায় সক্রোধ নয়নে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গ দ্বয় যেমন সমাগত হইয়া পরস্পরের উপর দশন প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরের প্রতি শর বৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন হাস্য, কখন ভর্ৎসনা ও কখন বা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীম কর্ণের কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ধবলকায় অশ্ব সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সারথিকে রথোপস্থ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীম শরে হতাশ্ব, হতসারথি ও বিমোহিতপ্রায় হইয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে একান্ত বিপদাপন্ন অবলোকন করিয়া কম্পিত কলেবরে ক্রোধভরে দুর্জ্জয়কে কহিলেন, হে দুর্জ্জয়! ঐ দেখ, অগ্রে ভীম কর্ণকে শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে; অতএব তুমি কর্ণের সাহায্যার্থ অবিলম্বে গমন পূর্ব্বক শ্মশ্রুশূন্য ভীমকে বিনাশ কর। তখন আপনার আত্মজ দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভীমকে নয়, ভীমের অশ্বগণকে আট ও সারথিকে ছয় বাণে নিপীড়িত করত তিন শরে তাঁহার কেতু বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন ভীম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শরনিকর দ্বারা দুর্জ্জয়ের মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশ্বগণ ও সারথির সহিত যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ দুঃখিত মনে অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে সেই দিব্যাভরণ ভূষিত ক্ষিতিতলে নিপতিত ভুজঙ্গের ন্যায় বিলুণ্ঠমান দুর্জ্জয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সেই প্রবল বৈরী কর্ণকে রথশূন্য করিয়া হাস্য মুখে শতঘ্নীতে যেমন শঙ্কু বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কর্ণের গাত্রে শরনিকর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহারথ কর্ণ ভীমের সায়ক সমূহে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়াও তৎকালে রোষপরবশ বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিলেন না।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ ভীমসেনের ভীষণ শরপ্রভাবে পুনরায় রথশূন্য ও পরাজিত হইয়া সত্বর অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ দ্বয় যেমন মিলিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় আকর্ণাকৃষ্ট শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া পুনরায় শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাঁহাকে প্রথমত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক শাণিত সায়কে তাঁহার ধ্বজবিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীম যেমন অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে ও কশা দ্বারা অশ্বকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ত্রিষষ্টি সায়কে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।

এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক ভীমের সংহারার্থ ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত

বজ্রের ন্যায় সর্ব্ব দেহ বিদারণক্ষম এক ক্ষুরপ্র বিক্ষেপ করিলেন। সেই বর্হিপুঙ্খ শিলীমুখ কর্ণের কার্ম্মুক হইতে বিমুক্ত হইয়া ভীমের দেহ ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অবিচারিতমনে এক চতুর্হস্ত পরিমিত, ষট্‌কোণসম্পন্ন স্বর্ণমণ্ডিত, অশনিসদৃশ গুরুতর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই গদাঘাতে কর্ণের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে শরনিকরে তাঁহার সারথিকে সংহার পূর্ব্বক ক্ষুরপ্র দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত-বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্বহীন, সারথিবিহীন, ধ্বজশূন্য রথ পরিত্যাগ করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে রথশূন্য হইয়াও শত্রুনিবারণে উদ্যত দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ম্মুখকে কহিলেন, হে দুর্ম্মুখ! ভীমসেন কর্ণকে রথভ্রষ্ট করিয়াছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উঁহাকে রথে আরোপিত কর। দুর্ম্মুখ দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে সত্বর কর্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রজাল বিস্তার করত ভীমকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; তখন মহাবীর ভীম দুর্ম্মুখকে কর্ণের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সন্তুষ্টমনে সৃক্কণী লেহন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শরপ্রয়োগপূর্ব্বক কর্ণকে নিবারণ করিয়া অবিলম্বে দুর্ম্মুখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব্ব সুমুখ নয় বাণে তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মুখ বিনষ্ট হইলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্তদিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং দুর্ম্মুখকে শোণিতলিপ্ত কলেবর, ভিন্নমর্ম্ম ও শরাসনে শয়ান অবলোকন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে বিরত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমনিক্ষিপ্ত রুধিরপায়ী হেমচিত্রিত স্বর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার কবচ ভেদ ও শোণিত পান পূর্ব্বক ভূতলে প্রবেশ করত বিলমধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত উরগসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর কর্ণ অবিচারিত চিত্তে স্বর্ণখচিতভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত নারাচ ভীমের দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। দিনকর অস্তগত হইলে তাঁহার ভাস্বর অংশুজাল যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত নারাচনিকর ধরাতলে প্রবেশ করত সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ঐ সকল মর্ম্মভেদী নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রসধারাস্রাবী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পতগরাজ গরুড়ের তুল্য বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এবং সাত শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশা কর্ণ ভীমের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া সমর পরিহার পূর্ব্বক বেগগামী তুরঙ্গ সমুদায় সঞ্চালন করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম স্বর্ণখচিত শরাসন বিস্ফারিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অকিঞ্চিৎকর পুরুষকারে ধিক্, আমি দৈবকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি। মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণকে রণস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সে ভীমের শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না। কর্ণের সমান যোদ্ধা পৃথিবীমধ্যে আর কেহই নাই, আমি এই কথা দুর্য্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। মন্দবুদ্ধিপরায়ণ দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছিল, কর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লমশূন্য; তিনি আমার সহায় হইলে হতবীর্য্য বিচেতনপ্রায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরগণও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি কহিতেছে? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা দুর্য্যোধন মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে একান্ত অপটু একমাত্র দুর্ম্মুখকে হুতাশনমুখে পতঙ্গের ন্যায় সমরে প্রেরণ করিয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ ও কৃপ ইঁহারা কর্ণের সহিত সমবেত হইয়া ভীমের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। ইঁহারা সেই কালান্তক যমসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের অযুত নাগতুল্য বল ও ক্রূর ব্যবসায় অবগত হইয়া কি নিমিত্ত তাঁহার রোষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিবেন? কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক ভীমকে অনাদর করিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অসুরবিজয়ী সুররাজের ন্যায় ভীমসেন তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে। অতএব ভীমকে সমরে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ভীম ধনঞ্জয়কে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে; বজ্র প্রহারে উদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন অসুরের ন্যায় কে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে গমন বা অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্য কৃতান্ত নিকেতনে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু ভীমের হস্তে নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধপরায়ণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই সমস্ত অল্পতেজঃসম্পন্ন মনুষ্যেরা বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া কৌরবগণসমক্ষে সভামধ্যে আমার পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দুঃশাসন দুর্য্যোধনের সহিত তাহা স্মরণ ও কর্ণকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া ভয়প্রযুক্তই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন সভামধ্যে বারংবার কহিয়াছিল, আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব; কিন্তু সে এক্ষণে ভীমের বাহুবলে কর্ণকে পরাজিত ও রথশূন্য নিরীক্ষণ এবং কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান বিষয় স্মরণ করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। সে স্বদোষে ভ্রাতৃগণকে ভীমসেনশরে নিহত দেখিয়া অতিশয় আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ জীবিত-লাভার্থী ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকূলে গমন করিবে। বোধ হয়, মনুষ্য বাড়বানল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারে; কিন্তু ভীমের সম্মুখে গমন করিলে তাহার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ রোষপরবশ হইলে প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি এক্ষণে এই লোকক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন এবং মুমূর্ষু যেমন হিতকর ঔষধপানে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়, তদ্রূপ আপনিও সুহৃদ্‌গণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন। হে নরোত্তম! আপনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্জ্জয় কালকূট পান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোধগণ সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অনন্তর আপনার আত্মজ দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর ও জয় এই পাঁচ সহোদর কর্ণের পরাজয় দর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেবরূপী রাজকুমারগণকে সহসা সমাগত দেখিয়া হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতি আপনার আত্মজগণকে ভীমের সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত সুতীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বর কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নতপর্ব্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দুর্ম্মর্ষণপ্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতাকে অশ্ব ও সারথির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুসুম সুশোভিত পাদপসকল যেমন সমীরণপ্রভাবে ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারা সারথিদিগের সহিত গতাসু হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত

স্বর্ণোজ্জ্বল শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীরগণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের দেহ হইতে প্রাণনিকাশিত করতই যেন সূর্য্যরশ্মি সদৃশ সপ্ত শর সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমবিনির্ম্মুক্ত কনকভূষিত শাণিত শর সকল তাঁহাদিগের হৃদয় বিদারণ ও শোণিত পান পূর্ব্বক, শোণিতলিপ্ত ও আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া ব্যোমচারী বহুসংখ্য বকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আপনার পুত্রেরাও ভিন্নহৃদয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পতনসময়ে বোধ হইল যেন, গিরিসানু সমুৎপন্ন বনস্পতি গজভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ আপনার এই সাত পুত্র নিপাতিত হইলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডবপ্রিয় বিকর্ণের নিমিত্ত বৃকোদর শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে বিকর্ণ! আমি রণস্থলে তোমাদিগের শত ভ্রাতাকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিবন্ধনই আজ তুমি নিহত হইলে, তুমি আমাদিগের বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনে একান্ত তৎপর। হে ভ্রাতঃ! তুমি যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম এই মনে করিয়া তদনুসারে রণস্থলে আগমন করিয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা ন্যায়ানুগত নহে।

হে কুরুরাজ! ভীমসেন এইরূপে রাধেয় সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনাকে জয়শালী বিবেচনা করত অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সুমহান্ বাদিত্র শব্দ করিয়া ভ্রাতার সিংহনাদ প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির মহাবীর বৃকোদরের সঙ্কেত শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া শস্ত্রধরপ্রধান দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন একত্রিংশৎ সহোদরকে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সার্থক হইতেছে। মহারাজ দুর্য্যোধন এই প্রকার চিন্তা করত ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও দুরাত্মা কর্ণ দ্যূতক্রীড়াকালে সভামধ্যে পাঞ্চালীকে সমানীত করিয়া সমস্ত পাণ্ডুপুত্রের কৌরবগণের ও আপনার সমক্ষে কৃষ্ণাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, যে, কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট ও শাশ্বত নরকগামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর, এক্ষণে সেই পরুষ বাক্যের ফলোদয় কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনার পুত্রেরা মহাত্মা পাণ্ডবগণকে ষণ্ডতিল প্রভৃতি কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাদের মনে যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, মহাবীর ভীমসেন ত্রয়োদশ বৎসরের পর সেই ক্রোধাগ্নি উদ্গিরণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতেছেন। মহাত্মা বিদুর অনেক বিলাপ করিয়াও আপনাকে শান্তিপক্ষ অবলম্বন করাইতে সমর্থ হন নাই; এক্ষণে আপনি পুত্রের সহিত সেই কর্ম্মের বাক্য সকলের ফল ভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধীর ও তত্ত্বার্থদর্শী হইয়াও দৈবনিবন্ধন বশতঃ সুহৃদের হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন না। এক্ষণে শোক সম্বরণ করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনিই স্বীয় দুর্নয় নিবন্ধন আপনার পুত্রগণের বিনাশহেতু হইয়াছেন। হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার যে যে মহারথ পুত্রেরা ভীমের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, সকলেই শমনসদনে গমন করিয়াছেন। আপনার নিমিত্তই আমাকে মহাবীর ভীমসেন ও কর্ণের শরে সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে নিপাতিত অবলোকন করিতে হইল।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বোধ করি এক্ষণে আমারই সেই মহতী দুর্নীতির পরিণাম সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত চিন্তা করা নিতান্ত অনাবশ্যক, এই মনে করিয়া বিগত বিষয়ের উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি; তুমি আমার দুর্নীতি-নিবন্ধন যে মহান্ বীরক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও ভীম উভয়ে বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীমনামাঙ্কিত স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত শর সমুদায় কর্ণের জীবন ভেদ করিয়াই যেন তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণবিমুক্ত বর্হণপুঙ্খলাঞ্ছিত অসংখ্য শরও বৃকোদরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐ দুই মহাবীর দ্বয়ের শর সমুদায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় শরাসন বিমুক্ত আশীবিষসদৃশ ভীষণ শরনিকরে কৌরব সৈন্য সমুদয়কে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বায়ুভগ্ন বনস্পতি সমুদায়ের ন্যায় ভীমশর নিপাতিত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র কৌরব সৈন্যগণ ভীমের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই বলিতে বলিতে সকলে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণও ঐ সময় বিমোহিতপ্রায় হইয়া কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট সিন্ধু, সৌবীর ও কৌরব সৈন্য সমুদায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের শরে উৎসারিত ও অশ্ব গজবিহীন হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল এবং কহিতে লাগিল, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দেবতারা পাণ্ডবের নিমিত্ত আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন; নতুবা কর্ণ ও ভীমসেনের শরে আমাদিগেরই বলক্ষয় হইবে কেন? হে মহারাজ! আপনার সেই ভয়ার্ত্ত সেনা সমুদায় এই বলিতে বলিতে সেই বীর দ্বয়ের শরনিপাতের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে গমন করিয়া সমর দর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিল।

ঐ সময় অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যগণের রুধিরে সমরাঙ্গণে শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন ও ভীরুগণের ত্রাসজনক এক ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইল। নিহত অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও তাহাদিগের অলঙ্কার এবং রাশি রাশি অনুকর্ষ, পতাকা, রথভূষণ চক্র, অক্ষ ও কূবরবিহীন রথ, গভীর নিস্বন সুবর্ণ চিত্রিত শরাসন, সুবর্ণপুঙ্খ বাণ, নির্ম্মোকমুক্ত পন্নগসদৃশ প্রাস, তোমর, খড়্গ ও পরশু, সুবর্ণময়ী গদা, মুষল ও পট্টিশ এবং বিবিধাকার হীরক, শক্তি, পরিঘ ও বিচিত্র শতঘ্নীতে সমরাঙ্গণ পরিব্যাপ্ত হইল। শরনিকর সংচ্ছিন্ন রাশি রাশি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুলিবেষ্টক, চূড়ামণি ও উষ্ণীষ, স্বর্ণালঙ্কার, তনুত্রাণ, তলত্র, গ্রৈবেয়, বস্ত্র, ছত্র, ব্যজন এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও নরগণের কলেবর ইতস্ততঃ নিপতিত থাকাতে সমরভূমি গ্রহসমুদায় সমাকীর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত সিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহাবীরদ্বয়ের অচিন্তনীয় ও অমানুষিক কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হুতাশন যেমন বায়ুসহায় হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণপূর্ব্বক উহা অনায়াসে দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন কর্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্যমধ্যে বিচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। গজদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ নলবন বিমর্দ্দন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধ্বজ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে মর্দ্দিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীম ও কর্ণ অসংখ্য সৈন্য বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ তিনবাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভিদ্যমান অচলের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না। তিনি তৈলধৌত নিশিত কর্ণি দ্বারা কর্ণের কর্ণবেশ ছেদপূর্ব্বক অম্বরখলিত সূর্য্যজ্যোতির ন্যায় তাঁহার স্বচারু কুণ্ডল ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অন্যান্য অন্য ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ললাটদেশে আশীবিষোপম দশ নারাচ প্রয়োগ করিলেন। সর্পগণ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীমবিনির্ম্মুক্ত নারাচনিকর সূতপুত্রের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্ব্বে মস্তকে নীলোৎপলমালা ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পাইতেন, এক্ষণে ললাটবিদ্ধ নারাচ দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে ভীমের দ্বারা গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত [illegible]

কার্মুকবর অবলম্বনপূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে পুনরায় চৈতন্যলাভপূর্ব্বক ক্রোধভরে মহাবেগে ভীমসেনের রথাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহার উপরি গৃধ্রপক্ষবাণশিষ্ট শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বলবীর্য্যে বিদ্রুপ কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে অনাদর করত তাঁহার উপর উগ্রশরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও রোষপরবশ হইয়া নবশরে ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই শার্দ্দূলসদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীরদ্বয় প্রতিচিকীর্ষা পরতন্ত্র হইয়া বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় বিবিধ শরজাল বর্ষণ ও তলশব্দ প্রয়োগ করত পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কর্ণ অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎকালে কৌরব, সৌবীর ও সৈন্ধব সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্ম্ম, ধ্বজ ও শস্ত্র দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দ্দিকে হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণকে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সেই শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক সরোষনয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত ময়ূখমালী দিবাকরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ কলেবর ভীমের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কিরণাবৃত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি যে কোন্ সময় শরসমূহ গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জ্জন করিলেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। তিনি দুই হস্তে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার ভীষণ শরনিকর হুতাশনচক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার কার্ম্মুক-বিনিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত অসংখ্য শরজাল আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও সূর্য্যপ্রভা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অরিন্দম কর্ণ পুনরায় স্বর্ণভূষিত শিলাধৌত গৃধ্রপক্ষযুক্ত বেগবান্ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্ণনির্ম্মিত শরজাল নিরন্তর ভীমসেনের রথে পতিত হইল। ঐ সমুদায় শর আকাশপথে গমনসময়ে শলভসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি এরূপ লঘুহস্তে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, ঐ শর সকল এক দীর্ঘ শরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বৃকোদরের বলবীর্য্য, পরাক্রম ও কার্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর উদ্ধৃত সাগরসদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য না করিয়া ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার স্বর্ণপৃষ্ঠ মণ্ডলীকৃত ইন্দ্রচাপসদৃশ শরাসন হইতে স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল বিনির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে কনকময়ী মালা লম্বমান রহিয়াছে।

তখন মহাবীর কর্ণের আকাশবিক্ষিপ্ত শরজাল ভীমসেনের শরে আহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ভীমসেন ও কর্ণের কনকপুঙ্খ, সরলগামী, অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ শরজালে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। তখন প্রভাকরের প্রভাজাল ও সমীরণের গতিরোধ হইয়া গেল এবং কোন পদার্থই নয়নগোচর হইল না। ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ মহাত্মা বৃকোদরের বলবীর্য্য অগ্রাহ্য করত তাঁহাকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহার উপরি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বীরদ্বয়-বিসৃষ্ট শরনিকর সমীরণের ন্যায় পরস্পর সংঘট্টিত হইতে লাগিল। সেই শরনিকরের সংঘর্ষণে নভোমণ্ডলে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম সমধিক পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শর দ্বারা অন্তরীক্ষে কর্ণনিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহাকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার বহ্নিশোভ হুতাশনের ন্যায় রোষপ্রদীপ্ত হইয়া অতীব শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের গোধাঙ্গুলিত্র অঙ্গুলিত্রের আঘাতে চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইল। ভয়ঙ্কর তলশব্দ, সিংহনাদ, রথনেমির রব ও জ্যাশব্দে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্যান্য যোদ্ধারা পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শন মানসে সংগ্রামে বিরত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক কর্ণের অস্ত্রসমূহের নিবারণ করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও ভীমের শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি আশীবিষসদৃশ নয় নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন নয় বাণে নভোমণ্ডলে সেই নয় নারাচ ছেদন পূর্ব্বক কর্ণকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ক্রোধভরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ড সদৃশ এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ কর্ণ সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শর উপস্থিত না হইতে হইতেই হাস্যমুখে তিন শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশ পূর্ব্বক নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় ঐ সমস্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে ভীমের তূণীর, ধনুর্জ্যা এবং অশ্বগণের রশ্মি ও যোক্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া সারথিকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি কর্ণশরে আহত হইয়া সত্বর তথা হইতে মহাবীর যুধামন্যুর রথে গমন করিল।

তখন কালানলসন্নিভ মহাবীর কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ভীমের ধ্বজ ও পতাকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া এক কনক রত্নালঙ্কৃত শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বিজয়ার্থে সংগ্রামে প্রবৃত্ত সূতনন্দন সেই মহোল্কা সদৃশ মহাশক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মৃত্যু ও জয়ের অন্যতর লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া এক স্বর্ণখচিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্য শরে সেই চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে সত্বর কর্ণের রথাভিমুখে ভয়ঙ্কর অসি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত অসি কর্ণের জ্যাসমবেত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অম্বরতল-পরিভ্রষ্ট রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কর্ণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় হাস্য করিয়া এক সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন শত্রুবিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ রুক্মপুঙ্খ সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ভীম এইরূপ কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যথিত করত অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাষী ভীমের অসাধারণ কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক রথে লীন হইয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন। ভীম তাঁহাকে রথমধ্যে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ধ্বজ গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব ও চারণগণ ভীমকে পক্ষিরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গ সংহার করিবার নিমিত্ত সমুদ্যত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে কর্ণকে বিনাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ভীম আপনার রথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কর্ণসন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও রোষভরে যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত ভীমের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় সমবেত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্রবলে ভীমসেনকে শস্ত্রবিহীন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ভীত হইয়া অর্জ্জুননিপাতিত পর্ব্বতোপম করিকলেবর অবলোকন পূর্ব্বক, কর্ণ রথ লইয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন না, এই ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে করিকলেবরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ণকে আর প্রহার করিলেন

না এবং আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় হনুমান্ যেমন মহৌষধিসম্পন্ন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়-শরাহত এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ বিশিখজালে সেই হস্তী ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি চক্র অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু রণস্থলে নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তৎসমুদায়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ নিশিত শরনিকরে ভীমনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীম কর্ণকে সংহার করিবার বাসনায় বজ্রসার মুষ্টি উদ্যত করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও অর্জ্জুনের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎকালে সূতপুত্রকে সংহার করিলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনের প্রাণ সংহার করিলেন না। অনন্তর তিনি ধাবমান হইয়া ধনুকোটি দ্বারা ভীমের অঙ্গস্পর্শ করিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ কর্ণের কার্ম্মুক আচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে তূবরক! তুমি মূঢ়, উদরপরায়ণ, সংগ্রাম কাতর ও বালক। তুমি অস্ত্রবিদ্যা কিছুমাত্র অবগত নহ, রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। যে স্থানে বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও পানীয় আছে, তুমি সেই স্থানেরই যোগ্য। তুমি অরণ্যমধ্যে পুষ্প ও ফলমূল আহার করিয়া ব্রত ও নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত, যুদ্ধ করা তোমার কার্য্য নহে। মুনিব্রত ও যুদ্ধ পরস্পর অনেক ভিন্ন। হে বৃকোদর! তুমি বনবাসনিরত, অতএব রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করা তোমার বিধেয়। তুমি আহারের নিমিত্ত স্বীয় গৃহে সূদ, ভৃত্য ও দাসগণের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করিয়া তাড়না করিতে পার; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য নহে। তুমি মুনি জনের ন্যায় বনে গমন পূর্ব্বক ফল আহরণ কর। ফলমূলাহার ও অতিথিসৎকারই তোমার উপযুক্ত কার্য্য, শস্ত্র গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে। হে মহারাজ! সূতপুত্র ভীমসেনকে এইরূপ উপহাস করিয়া তিনি বাল্যাবস্থায় যে সকল অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সেই রণক্লান্ত বৃকোদরকে ধনুকোটি দ্বারা স্পর্শ করিয়া পুনর্ব্বার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ওহে ভীম! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা তোমার বিধেয় নহে। আমার সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এইরূপ এবং অন্যরূপ অবস্থাও ঘটিয়া থাকে। অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিদ্যমান আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি বালক, তোমার যুদ্ধে প্রয়োজন কি, অবিলম্বে গৃহে গমন কর।

মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন। রে মূঢ় কর্ণ! আমি তোমাকে অনেকবার পরাজিত করিয়াছি; তবে কেন তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। পূর্ব্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন। হে দুষ্কুলোদ্ভব! তুমি একবার আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে আজিই আমি সমস্ত রাজগণ সমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত বৃহৎকায় কীচকের ন্যায় তোমাকে সংহার করিব। তখন মতিমান্ কর্ণ ভীমের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তদ্যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে রথবিহীন করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা আরম্ভ করিলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন কেশবের বাক্যানুসারে কর্ণের উপর শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থ-নিসৃষ্ট, কনকসমলঙ্কৃত গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত, ভুজঙ্গাকার শর সকল ক্রৌঞ্চপর্ব্বতগামী হংসের ন্যায় কর্ণের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভীম ইতিপূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন; এক্ষণে তিনি অর্জ্জুনশরে আক্রান্ত হইয়া রথারোহণে সত্বর ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকির রথে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গণে ভ্রাতা সব্যসাচীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধারুণ লোচনে অতি সত্বর কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত নারাচ ভুজগলোলুপ গরুড়ের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে কর্ণের উপর পতনোন্মুখ হইল। ঐ সময় মহারথ অশ্বত্থামা ধনঞ্জয়হস্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার বাসনায় শর দ্বারা আকাশমার্গেই সেই নারাচ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে অশ্বত্থামন্! পলায়ন না করিয়া ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর। শরনিপীড়িত অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ না করিয়া সত্বর মত্ত মাতঙ্গ সমাকীর্ণ রথসঙ্কুল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কৌন্তেয় গাণ্ডীবনির্ঘোষে অন্যান্য স্বর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুকের নিস্বন তিরোহিত করিয়া পশ্চাদ্ভাগে অনতিদূরে প্রস্থিত অশ্বত্থামাকে শরনিকরে ত্রাসিত করত কঙ্কপত্রসংযুক্ত নারাচসমূহে নর, বারণ ও অশ্বগণের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! প্রতিদিনই আমার প্রদীপ্ত যশ ক্ষীণ এবং বহুসংখ্য যোদ্ধা বিপক্ষশরে নিহত হইতেছে; অতএব বোধ হয় দৈব আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা ও কর্ণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সুরগণেরও অপ্রবেশ্য কৌরব সৈন্যমধ্যে রোষভরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভূতবলশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনিপ্রবীর সাত্যকির সহিত মিলিত হওয়াতে তাহার পরাক্রম পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! এই বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি অগ্নি যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শোকানল আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমি জয়দ্রথ প্রভৃতি মহীপালগণকে যেন কালগ্রাসে নিপতিত বোধ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এক্ষণে তাহার নেত্রগোচর হইয়া কিরূপে প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইবেন। আমার বোধ হইতেছে যেন, সিন্ধুরাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। যে মহাবীর ধনঞ্জয়ার্থ আত্মত্যাগ নলিনীদলপ্রমাথী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার কৌরব সৈন্যসকল সংক্ষোভিত করিয়া ক্রোধভরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি কিরূপে সংগ্রাম করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহারথ সাত্যকি কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত পুরুষপ্রবীর বৃকোদরকে গমন করিতে দেখিয়া রথারোহণে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রোধে শরৎকালীন দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে বিকম্পিত করত শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন রজতের ন্যায় ধবল বর্ণ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে কৌরব পক্ষীয় কোন বীরই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অমর্ষপূর্ণ, সমরে অপরাঙ্মুখ, শরাসন ও স্বর্ণ বর্ম্মধারী মহারাজ অলম্বুষ সেই মাধবকুলতিলক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের অভূতপূর্ব্ব ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধারা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ সাত্যকিকে লক্ষ্য করিয়া দশ শর পরিত্যাগ করিলে তিনি তৎসমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ অলম্বুষ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া পুনরায় অগ্নিকল্প সুতীক্ষ্ণ সুপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। ঐ শরত্রয় সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে অলম্বুষ অগ্নি ও অনিল সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন অতি-তীক্ষ্ণ শরত্রয়ে সাত্যকি-দেহ ভেদ করিয়া চারি বাণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধবলকায় চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর চক্রধরসদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি মহাবেগসম্পন্ন চারি শরে অলম্বুষের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। পরে কালানলসদৃশ ভল্ল দ্বারা অলম্বুষের সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশিপ্রকাশ বদনমণ্ডল কলেবর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। হে

মহারাজ! এই রূপে মধুকুলতিলক সাত্যকি মহারাজ জলসন্ধকে বিনাশ করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে নিবারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোক্ষুগ্ধ, কুন্দ, ইন্দু ও হিমসবর্ণ সুবর্ণ জালজড়িত সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে ইতস্ততঃ বহন করিতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজগণ ও যোধসকল যোদ্ধপ্রধান দুঃশাসনকে সম্মুখীন করিয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সৈন্যগণের সহিত সাত্যকিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকিও অধিকতর শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সত্বর দুঃশাসনের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সুবর্ণধ্বজসম্পন্ন ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণ সেই শিনিবংশাবতংস সাত্যকিকে ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে দুঃশাসনের রথাভিমুখে সমুদ্যত ও অসীম কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে রথসমূহ দ্বারা তাঁহাকে পরিবৃত্ত করিয়া নিবারণ করত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি একাকী অসি, শক্তি ও গদাসকুল, তরঙ্গবিহীনপূর্ণ অপার জলধিসদৃশ সেই মহাসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় পঞ্চশত রাজপুত্রকে পরাজিত করিলেন। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকির এরূপ অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতি দেখিলাম যে, তাঁহাকে পশ্চিমদিকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পুনরায় তিনি নয়ন-পথে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সেই মহাবীর সাত্যকি একাকী শত রথীর ন্যায় মুহূর্ত্তকালমধ্যে নৃত্য করতই যেন, সমস্ত দিগ্বিদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্ত সেনারা সিংহবিক্রান্ত সাত্যকির রুতগতি দর্শনে সভয় হইয়া স্বজনসমীপে প্রস্থান করিল। তখন শূরসেন দেশীয় প্রধানতম বীরগণ অঙ্কুশ দ্বারা যেমন মত্ত মাতঙ্গকে নিবারণ করে, তদ্রূপ সাত্যকিকে শরনিপীড়িত করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম সাত্যকি মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুরতিক্রমণীয় কলিঙ্গদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহাবাহু ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন। সন্তরণক্লান্ত ব্যক্তি স্থলভাগ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আশ্বাসিত হয়, যুযুধান পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া তদ্রূপ আশ্বাসিত হইতে লাগিলেন।

মহাত্মা কেশব সাত্যকিকে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! ঐ তোমার পদানুসারী শৈনেয় আগমন করিতেছে। ঐ মহাবীর তোমার শিষ্য এবং প্রাণাধিক প্রিয়সখা। ঐ পুরুষর্ষভ সমস্ত যোদ্ধগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া পরাজয় করিয়াছেন। উনি কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধগণের প্রতি ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছেন, উঁহার শর-প্রভাবে দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পরাজিত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজের হিতসাধনে নিরত। উনি সৈন্যমধ্যে বহুতর যোধগণকে নিপাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং একাকী বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সৈন্য সমুদায় ভেদ করিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বহুতর মহারথদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কৌরবদলে উঁহার সদৃশ যোদ্ধা কেহই নাই। সিংহ যেমন গোযূথ হইতে অনায়াসে বহির্গত হয়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর অসংখ্য কুরুসৈন্য বিনাশ করিয়া তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন। ইঁহার প্রভাবেই অসংখ্য নরপতিদিগের পঙ্কজসদৃশ বদনমণ্ডলে বসুধা সমাকীর্ণ হইয়াছে। উনি জলসন্ধকে বিনষ্ট, দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে পরাজিত এবং কৌরবগণকে সংহারপূর্ব্বক শোণিতনদী প্রবাহিত করিয়া এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বিমনায়মান হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! সাত্যকির আগমনে আমার কিছুমাত্র প্রীতি হইতেছে না। ধর্ম্মরাজ সাত্যকিবিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। যুযুধানের উপর ধর্ম্মরাজের রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তবে উনি কিরূপে আমার নিকট আগমন করিতেছেন; বোধ হয়, ধর্ম্মরাজ দ্রোণকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন এবং জয়দ্রথবধেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। হে কেশব! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা যুদ্ধার্থে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইয়াছে। আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত গুরুভারে আক্রান্ত হইলাম। এখন ধর্ম্মরাজের তত্ত্বাবধারণ ও সাত্যকিকে রক্ষা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ দিকে দিবাকর প্রায় অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিতেছে, জয়দ্রথকেও শীঘ্র বিনাশ করিতে হইবে। হে মাধব! সম্প্রতি মহাবাহু সাত্যকির শর সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি স্বয়ং অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে, কিন্তু মহাবলসম্পন্ন ভূরিশ্রবা এক্ষণে শ্রান্ত হয় নাই। সাত্যকি কি উঁহার সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন? মহাতেজস্বী সত্যবিক্রম যুযুধান কি সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে অবসন্ন হইবেন? হে কেশব! ধর্ম্মরাজের এ কি বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখিতেছি! তিনি দ্রোণাচার্য্যের ভয়ে শঙ্কিত না হইয়া সাত্যকিকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য আমিষ গ্রহণার্থী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সতত ধর্ম্মরাজের গ্রহণে অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার কুশলবিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিতেছে।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভূরিশ্রবা যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে শৈনেয়! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি আমার নেত্রগোচর হইয়াছ। আমি এক্ষণে রণস্থলে চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করিব, সন্দেহ নাই। যদি তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হও, তাহা হইলে প্রাণসত্ত্বে কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি সতত শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক, আজ আমি তোমার প্রাণ সংহার করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আনন্দিত করিব। আজি মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমবেত হইয়া তোমাকে আমার শরানলে দগ্ধ ও ভূতলে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিবেন। তুমি যাঁহার আদেশানুসারে সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজি তোমাকে আমার শরজালে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইবেন। আজি তুমি নিহত ও রুধি-রোক্ষিত কলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন আমার বিক্রমের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। হে শৈনেয়! তোমার সহিত সংগ্রামসমাগম আমার চিরপ্রার্থনীয়। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে দানবরাজ বলির সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ আজি তোমার সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে তুমি আমার বলবীর্য্য ও পৌরুষ সম্যক্ অবগত হইবে। আজি তুমি রামানুজ লক্ষ্মণের শরে নিহত রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিতের ন্যায় আমার শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া যমরাজের রাজধানীতে গমন করিবে। আজি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির তোমার বিনাশদর্শনে উৎসাহশূন্য হইয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করি-বেন। আজি আমি তোমাকে নিশিত সায়কে সৎকার করিয়া তোমার শরনিহত বীরবর্গের রমণীগণকে আনন্দিত করিব। হে মাধব! তুমি সিংহের নয়নপথে নিপতিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় আমার নেত্রগোচর হইয়াছ, আর তোমার নিস্তার নাই।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে কৌরবেয়! আমি যুদ্ধে ভীত নহি। কেবল বাক্য দ্বারা আমাকে ভয় প্রদর্শন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে কৌরব! যে আমাকে নিরস্ত্র করিবে, সেই আমাকে সংহার করিতে পারিবে, এবং যে আমাকে বিনাশ করিবে, সেই চিরকাল অপ্রতিহতগতি হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে বৃথা বাগ্জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন কি? তুমি যাহা কহিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত কর। তোমার এই আস্ফালন শরৎকালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল; উহা শ্রবণ করিয়া আমি হাস্য সম্বরণে অসমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগের চিরপ্রার্থিত যুদ্ধ উপস্থিত হউক। তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত আমার মন [illegible] হইতেছে।

যে মরাধম! আজি আমি তোমাকে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহাতেজস্বী শ্লাঘাশীল বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক করিণী গ্রহণার্থ রোষাবিষ্ট মদোৎকট মাতঙ্গযুগলের ন্যায় ক্রুদ্ধমনে পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অনবরত শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ সায়ক উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন শার্দ্দুল দ্বয় নখ দ্বারা ও কুঞ্জর দ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও রথ শক্তি ও বিশিখ জাল দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন ও গাত্র হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে তাঁহারা পরস্পর প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন।

অনন্তর সেই ব্রহ্মলোকপুরস্কৃত বীরযুগল মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করিবার বাসনায় যূথপতি মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত প্রহৃষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমক্ষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমরদর্শী যোদ্ধারা করিণী গ্রহণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত যূথপ যুগলের ন্যায় তাঁহাদের সেই ঘোরতর যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের অশ্ব বিনষ্ট ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসিযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একত্র সমবেত হইলেন এবং অতি বৃহৎ বিচিত্র ঋষভ চর্ম্ম নির্ম্মিত চর্ম্ম গ্রহণ ও কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই বিচিত্র বর্ম্ম ও কনকাঙ্গদধারী বীর দ্বয় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া ক্রোধভরে পরস্পরকে অসি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া আশ্চর্য্য ভ্রমণ এবং শিক্ষালাঘব ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় সেনাগণ সমক্ষে পরস্পরকে কিয়ৎক্ষণ প্রহার করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই বিস্তীর্ণবক্ষা দীর্ঘ ভুজযুগলসম্পন্ন, বাহুযুদ্ধকুশল বীরদ্বয় পরস্পরের অসি ও শতচন্দ্রক সমলঙ্কৃত চর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং লৌহময় অর্গল তুল্য বাহুযুগল দ্বারা পরস্পরের বাহু বেষ্টন করিয়া ভুজবন্ধন ও ভুজমোক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহাদের শিক্ষাবল সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন সেই বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত বীর দ্বয় বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে যেমন মাতঙ্গ দ্বয় বিষাণাগ্র দ্বারা এবং বৃষভ দ্বয় শৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহারা কখন ভুজবন্ধন, কখন মস্তকাঘাত, কখন চরণাকর্ষণ; কখন তোমর, অঙ্কুশ ও চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদ বেষ্টন, কখন ভূতলে উদ্ঘূর্ণ, কখন গত প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন এবং কখন বা পাতন, উত্থান ও লম্ফ প্রদান করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎ ক্রিয়া বিশেষ সম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকির আয়ুধ সমুদায় অবসানাবশিষ্ট হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি রথশূন্য হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন। যুযুধান তোমার পশ্চাদ্ভাগে কৌরব সৈন্যগণকে ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা উঁহাকে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ উঁহার অভিমুখীন হইয়াছেন। ইহা কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রোধাবিষ্ট ভূরিশ্রবা স্বয়ং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সাত্যকিকে আঘাত করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ উদ্বিগ্নমনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ বৃষ্ণিঅন্ধকাবতংস সাত্যকি অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছেন। উনি তোমার শিষ্য; উঁহাকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তোমার নিমিত্তই এই বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন, অতএব উনি যাহাতে ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী না হন, শীঘ্র তাহার চেষ্টা কর। তখন ধনঞ্জয় হৃষ্টচিত্তে বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বনমধ্যে মত্তমাতঙ্গের সহিত যূথপতি মৃগরাজের যেরূপ ক্রীড়া হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৃষ্ণিবীর সাত্যকির সহিত কুরুপুঙ্গব ভূরিশ্রবার ক্রীড়া হইতেছে।

হে ভরতকুলতিলক! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভূরিশ্রবা আঘাত দ্বারা সাত্যকিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সিংহ যেমন কুঞ্জরকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক যুযুধানের কেশাকর্ষণ ও বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি দণ্ড ঘট্টিত কুলালচক্রের ন্যায় কেশধারী ভূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, অন্ধকশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় তোমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কিন্তু আজি ভূরিশ্রবা উঁহাকে পরাজয় করাতে উঁহার সত্যবিক্রম নাম ব্যর্থ হইতেছে। মহাবাহু অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভূরিশ্রবাকে ভূয়সী প্রশংসা করত কহিলেন, কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিকে বিনাশ না করিয়া মৃগেন্দ্র যেমন অরণ্যমধ্যে মহাগজকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। মহাবীর অর্জ্জুন মনে মনে ভূরিশ্রবার এইরূপ প্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে মাধব! আমি নিরত সিন্ধুরাজকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্নিমিত্ত ভূরিশ্রবা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই; যাহা হউক এক্ষণে আমি সাত্যকির রক্ষার্থ এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া গাণ্ডীব শরাসনে নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজন পূর্ব্বক বিক্ষেপ করিলেন। সেই অর্জ্জুনবিসৃষ্ট দারুণ ক্ষুরপ্র আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় ভূরিশ্রবার অঙ্গদ-সুশোভিত খড়্গ-সমবেত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদমণ্ডিত সখড়্গ ভুজদণ্ড অদৃশ্য অর্জ্জুনের শরে নিকৃত্ত হইয়া জীবলোকের দুঃসহ দুঃখ উৎপাদন পূর্ব্বক পঞ্চাস্য উরগের ন্যায় মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভূরিশ্রবা আপনাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করত কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অনন্যমনে কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলাম, সেই অবস্থায় তুমি আমার বাহু ছেদ করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার বধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি তাঁহাকে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবাকে সাত্যকিবধরূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সংহার করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! তুমি যে প্রকারে আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, এইরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান্ রুদ্র কিংবা মহাবীর দ্রোণ অথবা মহাত্মা কৃপাচার্য্য তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তুমি অন্যান্য বীর অপেক্ষা স্বধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছ, তবে কি বুঝিয়া তোমার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রহার করিলে। সাধুলোকেরা প্রমত্ত, ভীত, রথশূন্য, প্রার্থনাপরতন্ত্র ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করেন না; কিন্তু তুমি এই নীচাচরিত নিতান্ত দুষ্কর পাপ কর্ম্মে কিরূপে প্রবৃত্ত হইলে। আর্য্য ব্যক্তি অনায়াসেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন; কিন্তু অসৎ কার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। হে মহাত্মন্! মনুষ্য যেরূপ মনুষ্যের সহবাসে কালযাপন করে, অচিরকালে তাহারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমাতেই সম্যক্ লক্ষিত হইতেছে। দেখ, তুমি

রাজকুলে বিশেষতঃ কুরুকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; তুমি অতি-সুশীল ও ব্রতপরায়ণ; কিন্তু এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে কৃষ্ণেরই অভিপ্রেত; এরূপ অভিপ্রায় তোমাতে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হে পার্থ! বাসুদেবের সহিত যাহার সখ্য ভাব নাই এমন কোন ব্যক্তিই অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয় না। হে অর্জ্জুন! বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং স্বভাবতই নিন্দনীয়; তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে। তুমি কি রূপে তাহাদিগের মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে?

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মনুষ্য জরা জীর্ণ হইলে তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে আমাকে যে সকল কথা কহিলে তৎসমুদায় নিরর্থক। তুমি কৃষ্ণকে ও আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি সংগ্রামধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করিব। তুমি ইহা অবগত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র সম্বন্ধী অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদেরই বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। হে মহারাজ! রণস্থলে কেবল আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য নহে, যাহাদিগকে কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেই সকল ব্যক্তি রক্ষিত হইলে রাজা সুরক্ষিত হইয়া থাকেন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগেরই নিমিত্ত নিতান্ত দুষ্কর প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধী ও দক্ষিণ বাহু স্বরূপ; যদি তাঁহাকে নিরুপায় দেখিয়া উপেক্ষা করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। আমি এই কারণে সাত্যকিকে রক্ষা করিয়াছি, অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা রোষাবিষ্ট হইতেছ। হে রাজন্! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলে, সেই অবস্থায় আমি তোমার কর ছেদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কদাচ নিন্দনীয় নহি। আমি হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সমাকুল, সিংহনাদ বহুল, অতি গভীর সৈন্যসাগর মধ্যে কখন কবচ কম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্জ্যা আকর্ষণ ও কখন বা শত্রুগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই ভীষণ সমরসাগরে একমাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। এই মনে করিয়া তৎকালে আমার বুদ্ধিবিভ্রম জন্মিয়াছিল। হে মহাবীর! সমরপারদর্শী সাত্যকি একাকী অসংখ্য মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করত তাঁহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক শ্রান্ত, শ্রান্তবাহন, শরনিপীড়িত ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। তুমি কি রূপে তাহাকে পরাজয় করিয়া আপনার শৌর্য্যাধিক্য প্রকাশ করিতে বাসনা করিলে। তুমি খড়্গ দ্বারা সাত্যকির শিরশ্ছেদ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে, সুতরাং আমার তাহাকে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ ব্যক্তি আত্মীয়কে তদ্রূপ বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে সমুদ্যত হইয়াছিলে। অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহাযশস্বী যূপকেতু ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাবীর যুযুধানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ব্রহ্মলোক গমনাভিলাষে সব্য হস্তে শর শয্যা প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে ইন্দ্রিয়গ্রাম সমর্পণ, সূর্য্যে দৃষ্টি-সন্নিবেশ ও চন্দ্রে মনঃসমাধানপূর্ব্বক মহোপনিষদ্ ধ্যান করত যোগারূঢ় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তখন সমুদায় সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিন্দা এবং পুরুষর্ষভ ভূরিশ্রবাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিন্দাবাদ শ্রবণে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। ভূরিশ্রবাও প্রশংসিত হইয়া অণুমাত্রও আহ্লাদিত হইলেন না। হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের ও ভূরিশ্রবার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অক্ষুব্ধমনে অপ্রিয়বাক্যে ভূরিশ্রবাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে যূপকেতো! আমার পক্ষ যে কেহ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকে কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেক না। আমি প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিব। আমার এই মহাব্রতের বিষয় সমুদায় ক্ষত্রিয়গণই অবগত আছেন। অতএব ইহা বিচার করিয়া আমাকে নিন্দা করা কর্ত্তব্য। যথার্থ ধর্ম্ম না জানিয়া আমাকে নিন্দা করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি যে, তোমাকে প্রভূত অস্ত্র শস্ত্র সহকারে অস্ত্রহীন সাত্যকির প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, তাহা অধর্ম্মসঙ্গত নহে; কিন্তু বল দেখি, রথ, বর্ম্ম ও শস্ত্রবিহীন বালক অভিমন্যুকে নিহত করা কি ধার্ম্মিক জনের প্রশংসনীয় কার্য্য হইয়াছে? হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক ধনঞ্জয় অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বাহু ছেদন করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সব্য হস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণভুজ গ্রহণ ও তাঁহাকে প্রদান করিয়া অধোমুখে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন অর্জ্জুন ভূরিশ্রবাকে কহিলেন, হে শলাগ্রজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন, নকুল ও সহদেবে আমার যেরূপ প্রীতি, তোমাতেও সেইরূপ আছে। অতএব আমি মহাত্মা কেশবের আদেশানুসারে কহিতেছি যে, উশীনরতনয় শিবিরাজা যে পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই স্থানে গমন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ভূরিশ্রবা! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরগণ আমার যে সকল ধাম প্রার্থনা করেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্ব্বক আমার সমান হইয়া গরুড় কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার হস্তগ্রহ হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া অর্জ্জুনশরে ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন শুণ্ড গজের ন্যায় উপবিষ্ট, নিরপরাধ মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিবার বাসনায় খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য উচ্চস্বরে তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। মহাত্মা কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীমসেন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বৃষসেন ও সিন্ধুরাজ বারংবার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু মহাবীর যুযুধান কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া খড়্গাঘাতে সেই প্রায়োপবিষ্ট সংযমী ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অর্জ্জুনাহত ভূরিশ্রবাকে নিধন করিলেন বলিয়া কেহই তাঁহার প্রশংসা করিল না। তখন দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ দেবরাজসদৃশ ভূরিশ্রবাকে যুদ্ধে প্রায়োপবেশনানন্তর নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা কহিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে সাত্যকির দোষ অপরাধ নাই, ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব আমাদিগের রোষপরবশ হওয়া বিধেয় নহে। ক্রোধ মানবগণের দুঃখের প্রধান কারণ। ভগবান্ বিধাতা সাত্যকির হস্তেই ভূরিশ্রবার বিনাশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই বধ্য, এ বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধভরে কুরুবংশীয়দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মকঞ্চুকধারী অধার্ম্মিক কৌরবগণ! তোমরা ইতিপূর্ব্বে আমাকে ভূরিশ্রবাকে বিনাশ করিতে বারংবার নিষেধ করত ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করিতে ছিলে, কিন্তু অতি বালক অস্ত্রহীন সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুকে নিহত করিবার সময় তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল? আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন কারণে আমাকে ভূতলে পাতিত করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিবে, সে মুনিব্রতাবলম্বী হইলেও আমি তাহাকে বিনাশ করিব। যাহা হউক, তোমরা আমাকে অচ্ছিন্নবাহু ও প্রতিঘাতে যত্নবান্ দেখিয়াও মৃতজ্ঞান করিয়া আপনাদের নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরবপ্রধান যোদ্ধৃগণ! ভূরিশ্রবাকে প্রতিঘাত করা উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উঁহার খড়্গযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া কেবল আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাগ্যে যাহা থাকে, দৈবই তাহা সম্পন্ন করিয়া দেয়। এই সমরাঙ্গনে ভূরিশ্রবাকে নিধন করিতে আমার কি অধর্ম্মাচরণ হইয়াছে। মহাকবি বাল্মীকি কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোককে বিনাশ করা বিধেয় নহে। সকল কালেই যত্নবান্ হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নসহকারে শত্রুগণের ক্লেশকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সাত্যকি এইরূপ কহিলে পর, সমস্ত পার্থিব ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই অমরপুত, মহাযশস্বী, অরণ্যব্রত তপোধন সদৃশ ভূরিসুবর্ণপ্রদ ভূরিশ্রবার বধে কেহই আহ্লাদিত হইলেন না। মহাবীর ভূরিশ্রবার নবীন কেশকলাপসমলঙ্কৃত কপোতনেত্র সদৃশ লোহিত নয়নযুক্ত ছিন্ন মস্তক সমরাঙ্গণে নিপাতিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে বিধিবিহিত পবিত্র অশ্বের ছিন্ন মস্তকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা এইরূপে সমরাঙ্গনে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করত স্বীয় পূর্ব্বকৃত পুণ্যে সমুদায় আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনায়াসে সৈন্যসাগর সমুত্তীর্ণ হইল এবং মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ, ও কৃতবর্ম্মাও যাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরিশ্রবা কিরূপে তাহাকে নিগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমি এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি এবং ভূরিশ্রবার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন; তাহা হইলে অনায়াসে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরন্দর সদৃশ পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র দেবতুল্য রাজর্ষি যযাতি। দেবযানীর গর্ভে যযাতি রাজার যদু নামে পুত্র সমুৎপন্ন হন। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তাঁহার বংশে দেবমীঢ় নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র ত্রিলোক প্রসিদ্ধ শূর। শূরের পুত্র মহাযশস্বী বসুদেব। মহাবল পরাক্রান্ত শূর ধনুর্ব্বিদ্যা পারদর্শী ও কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য ছিলেন। তাঁহারই বংশে শিনি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ম্বর সময়ে মহাবীর শিনি সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া দেবকনন্দিনীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর বাসুদেবের সহিত দেবকীর পরিণয় সম্পাদন মানসে তাঁহাকে আপনার রথে আরোপিত করিয়া গৃহগমনে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী সোমদত্ত শিনির ঐ কার্য্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সেই বীরদ্বয়ের অতি অদ্ভুত বাহুযুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর শিনি অসংখ্য ভূপালসমক্ষে বলপূর্ব্বক সোমদত্তকে ভূতলে নিপাতিত করত কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তরবারি উদ্যত করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক তুমি জীবিত থাক, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সোমদত্ত শিনির নিকট সেইরূপ আঘাতিত হইয়া অমর্ষিতচিত্তে ভগবান্ ভূতনাথের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদাতা মহাদেব সোমদত্তের ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, হে ভগবন্! আমি এরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি যে, অসংখ্য মহীপালসমক্ষে সমরাঙ্গণে শিনির পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ ভূতপতি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণানন্তর তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সোমদত্ত সেই বরপ্রভাবে ঐ ভূরিশ্রবা নামে পুত্র লাভ করিয়াছেন। ভূরিশ্রবা মহাদেবের বরপ্রভাবে সমস্ত নরপতিগণ সমক্ষে সমরক্ষেত্রে সাত্যকিকে পাতিত ও পদাহত করিলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা সমুদায় আপনার কর্ণগোচর করিলাম।

হে কুরুকুলতিলক! সাত্যকিকে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুদ্ধবিষয়ে লব্ধলক্ষ্য হইয়া নানা প্রকার যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। উঁহারা দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের বিজেতা এবং কখন বিস্মিত হন না। উঁহারা স্বীয় বাহুবলেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন, অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। উঁহাদিগের তুল্য বলবান্ ব্যক্তি কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, হইবেও না এবং এক্ষণেও হইতেছে না। উঁহারা জ্ঞাতিদিগকে অবজ্ঞা করেন না এবং বিদ্ধ বৃদ্ধদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ এবং রাক্ষসেরাও বৃষ্ণিদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। উঁহারা ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিদিগের দ্রব্যে অভিলাষী নন। আপদ্ উপস্থিত হইলে যে কেহ তাঁহাদিগের রক্ষিতা হয়, তাঁহারা কদাপি তাহার দ্রব্যে অভিলাষ করেন না। ঐ সত্যবাদী, ব্রহ্মানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা বিপুল অর্থশালী হইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বিপৎকালে সমর্থ ব্যক্তিদিগকেও দীন বোধে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবপরায়ণ, দাতা ও নিরহঙ্কার, তন্নিবন্ধন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের চক্র সতত অপ্রতিহত থাকে। হে রাজন্! যদি কেহ ভূধর বহনে অথবা জলজন্তু পূর্ণ মহার্ণব সন্তরণেও সমর্থ হয়, তথাপি সে বৃষ্ণিবীরগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। হে প্রভো! আপনার যে বিষয়ে সংশয় ছিল, তদ্বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহা হউক আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই এইরূপ ঘটিতেছে।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা অবশ হইয়া নিহত হইলে পুনরায় যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা পরলোক গমন করিলে পর মহাবাহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তুমি অবিলম্বে জয়দ্রথসমীপে রথ সঞ্চালন করিয়া আমাকে সফল প্রতিজ্ঞা কর। হে মহাবাহো! দিবাকর সত্বর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আমাকে অবিলম্বে এই জয়দ্রথবধরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে; কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও প্রাণপণে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন; অতএব যাহাতে আমি দিবাকর অস্তাচলে গমন না করিতে করিতে জয়দ্রথকে বিনাশ পূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্বসঞ্চালন কর। তখন অশ্বলক্ষণবিৎ মহাবাহু কেশব অবিলম্বে জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজতপ্রতিম তুরঙ্গগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ ও সিন্ধুরাজ অমোঘাস্ত্র মহাবীর ধনঞ্জয়ের শর সদৃশ বেগশীল অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রে তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়দ্রথরথের প্রতি গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে কর্ণ! এক্ষণে অর্জ্জুনের সেই যুদ্ধ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার চেষ্টা কর। দিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, শরনিকরে অরাতির বিঘ্নবিধান করিতে আরম্ভ কর। দিনক্ষয় হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব। সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতে পারিলে অর্জ্জুন বিফলপ্রতিজ্ঞ হইয়া অবশ্যই অনলে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে উহার সহোদরেরা অনুযায়িগণ সমভিব্যাহারে এক মুহূর্ত্তও অর্জ্জুনশূন্য পৃথিবীতে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইলে আমরা এই সসাগরা ধরিত্রী নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিব। আজি কিরীটী দৈবপ্রভাবে বিপরীতবুদ্ধি হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা না করিয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি জীবিত থাকিতে অর্জ্জুন কিরূপে সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে মধ্যে সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট করিবে? আমি, মদ্ররাজ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন আমরা সকলে মহাবীর জয়দ্রথকে রক্ষা করিলে অর্জ্জুন কিরূপে উঁহার বিনাশে সমর্থ হইবে? একে বহুসংখ্য বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আবার দিবাকর প্রায় অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন; অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় কখনই জয়দ্রথের বধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। হে কর্ণ! এক্ষণে তুমি আমাকে এবং অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ ও অন্যান্য রথিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অসাধারণ যত্নসহকারে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর পরাক্রান্ত ভীমসেন শরজালে আমা-

বাণ আমার কবচের ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। একণে আমি রণস্থলে অব-স্থান করিতে হয় বলিয়াই অবস্থান করিতেছি। আমার অশ্ব প্রত্যঙ্গ তাহার শরনিকরে একান্ত সন্তপ্ত ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, তোমার নিমিত্তই আমি প্রাণধারণ করিয়া আছি; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে সংহার করিতে না পারে সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া তাহার চেষ্টা করিব। আমি সমরাঙ্গণে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ধনঞ্জয় কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবেন না। হে কুরু-রাজ! হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র ভক্তিপরায়ণ লোকে যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে আমিও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত। আজি আমি তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যার পর নাই যত্ন করিব। আজি সৈন্যগণ আমার ও অর্জ্জুনের লোমহর্ষণ অতি দারুণ যুদ্ধ অবলোকন করুক।

হে মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর অর্জ্জুন আপনার সৈন্যসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিশিত শর দ্বারা সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণের অর্গল তুল্য করিশুণ্ড-সদৃশ ভুজদণ্ড ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্ব-গ্রীবা, করিশুণ্ড ও রথের অক্ষ সকল ছেদন করিয়া রুধিরলিপ্ত কলেবর, প্রাস তোমরধারী অশ্বারোহীদিগকে ক্ষুর দ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অশ্ব ও মাতঙ্গ তাঁহার শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর ও মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হুতাশন যেমন প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন শরানলে কৌরবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া অনতিকাল মধ্যে ধরণীতল রুধিরাভিষিক্ত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সত্যবিক্রম অর্জ্জুন এইরূপে আপনার পক্ষ বহুসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ভীম ও সাত্যকি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতা-শনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। আপনার পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে তদবস্থায় অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইঁহারা রোষাবিষ্ট হইয়া জয়দ্রথকে সমাভ-ব্যাহারে লইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। সংগ্রামকোবিদ, ব্যাদি-তানন অন্তকসদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর মহাবীর ধনঞ্জয় ধনুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি করত সমরাঙ্গণে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাকে পরিবেষ্টন ও জয়দ্রথকে পশ্চাদ্ভাগে সংস্থাপন করিয়া কৃষ্ণের সহিত উঁহাকে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন। হে মহারাজ। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্তগমন বাসনা করত ভুজঙ্গভোগসদৃশ ভুজ দ্বারা কার্ম্মুক আনত করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি সূর্য্যরশ্মিসদৃশ শত শত সায়ক প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সমর-দুর্ম্মদ মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেক শর দ্বিধা, ত্রিধা, ও অষ্টধা ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সিংহলাঙ্গুল কেতু অশ্বত্থামা আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার বাসনায় অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দশ শরে পার্থ ও সাত শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করত রথমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণও মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে রথসমূহে অর্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সিন্ধুরাজকে রক্ষা করত শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সায়কনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে সকলে মহাবীর পার্থের বাহুবল, গাণ্ডীবের ও শরজালের অক্ষয়ত্ব দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা ও কৃপের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া সেই সিন্ধুরাজের রক্ষায় সমু-দ্যত কৌরব পক্ষীয় বীরগণের প্রত্যেককে নয় নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা পঞ্চবিংশতি, বৃষসেন সাত, দুর্য্যোধন বিংশতি এবং কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জন গর্জ্জন ও শরাসন বিধূনন পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত বারংবার শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই মহারথগণ অবিলম্বে পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া সূর্য্যের অস্তাচল গমন প্রতীক্ষায় [illegible] ও সিংহনাদ পরি-ত্যাগ করিয়া জলধর যেমন পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের প্রতি সুতীক্ষ দিব্য শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। কর্ণ তদ্দর্শনে ভীমসেন ও সাত্যকির সমক্ষেই অর্জ্জুনকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সর্ব্বসৈন্যগণ সমক্ষে তাহাকে দশ শরে বিদ্ধ করি-লেন। তৎপরে সাত্যকি তিন, ভীম তিন, ও অর্জ্জুন সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে বহুবীরের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একক মাত্র হইয়াও ক্রোধভরে ঐ তিন মহারথকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শত সায়কে কর্ণের মর্ম্মস্থল আহত করিলে সূত-পুত্র রুধিরদিগ্ধদেহ হইয়া পঞ্চাশৎ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক সত্বর নব বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তাহাকে সংহার করি-বার নিমিত্ত সত্বর এক সূর্য্যসঙ্কাশ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অর্জ্জুন-বিসৃষ্ট শর মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সূতপুত্র সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র সায়কে পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সমীরণ যেমন শলভশ্রেণীকে অপসারিত করে, তদ্রূপ প্রবলপ্রতাপ অর্জ্জুন কর্ণবিসৃষ্ট সেই সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ নিরাশ করিয়া বীরগণ সমক্ষে পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কর্ণ প্রতিকার প্রদর্শন করিবার অভিলাষে সহস্র সহস্র সায়কে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই বীর দ্বয় বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় নিনাদ করত অজস্র সায়কনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশ-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনারাও তিরোহিত হইলেন। পরে সেই দুই মহাবীর স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক পরস্পরকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তর্জ্জন করত কিরীটী অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সংগ্রামস্থলস্থিত সকলেই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য রূপ অবলোকন এবং বায়ুবেগগামী সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে বীর দ্বয় পরস্পরবধার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় বীরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! কর্ণ আমাকে কহিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না, অতএব একণে তোমরা সাব-ধানে সূতপুত্রকে রক্ষা কর। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বীরগণকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন কর্ণের বলবীর্য্য দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট ও ভল্লাস্ত্রে সারথিকে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যো-ধন সমক্ষেই তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এই রূপে অর্জ্জুনশর-সমাচ্ছন্ন এবং হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া মোহাবেশপ্রভাবে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মদ্ররাজ ত্রিংশৎ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে কৃপাচার্য্য বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সিন্ধুরাজ চারি ও বৃষসেন সাত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামাকে চতুঃষষ্টি, মদ্ররাজকে শত ও জয়দ্রথকে দশ ভল্লে এবং বৃষসেনকে তিন ও কৃপাচার্য্যকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আপনার পক্ষ বীরগণ পার্থের প্রতিজ্ঞা প্রতিঘাতের নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। কৌরবেরাও মহার্হ রথারোহণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করত অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহা-মোহকর অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কিরীটী কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌরবগণকৃত

ধারণ ধর্ম্ম সমুৎপন্ন ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধপরবশ হইয়া গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডলে উল্কা সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ও বহুসংখ্য বায়স নরকলেবরে নিপতিত হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ যেমন রোষপরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ জ্যা সম্পন্ন পিণাক দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব-শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অশ্ব ও রথ সমুদায়ে সমারূঢ় কৌরবগণের শরজাল বিনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহীপালগণ ঊর্দ্ধ্ব গদা, লৌহময় অর্গল, অসি, শক্তি ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে হাস্যমুখে যুগান্ত কালীন মেঘগম্ভীর নিস্বন মহেন্দ্র-চাপ-প্রতিম গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ করিয়া কৌরবগণকে শরাসনে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে রথী, অশ্ব ও পদাতিগণের সহিত অস্ত্রবিহীন ও নিপাতিত করিয়া যমরাজ্যবর্দ্ধন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কার্ম্মুক আকর্ষণ করিলে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অন্তকের সুস্পষ্ট উৎক্রোশ শব্দ সদৃশ দেবরাজের অতিগম্ভীর অশনিনির্ঘোষ তুল্য টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুগান্ত-বাতাহত, উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল, মীন-মকর-সমাকীর্ণ সমুদ্রজলের ন্যায় অতিশয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে দশদিকে বিচিত্র অস্ত্রলীলা বিস্তারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান, কখন শরাকর্ষণ, আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার হস্তলাঘব প্রযুক্ত তাহা কিছুতেই লক্ষিত হইল না। অনন্তর তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করত দুরাসদ ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য অগ্নিমুখ সুপ্রদীপ্ত দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সমুদায় সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ অস্ত্র অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল অসংখ্য মহোল্কা পরিবৃতের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! কৌরবেরা ইতিপূর্ব্বে বহু সহস্র সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক রণস্থলে যে গাঢ় অন্ধকার সমুৎপাদন করিয়াছিলেন, অন্যান্য বীরগণ যত্নেও উহা নিবারণ করিবার কল্পনা করিতে সমর্থ হয়েন নাই; কিন্তু দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে স্বীয় করজাল দ্বারা গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে সেই শরান্ধকার অনায়াসে দূরীকৃত করিলেন এবং নিদাঘ সূর্য্য যেমন করজাল দ্বারা পল্বল-সলিল বিনাশ করেন, তদ্রূপ শরজাল দ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ যেমন ধরাতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ অর্জ্জুন-বিসৃষ্ট শর সমুদায় কৌরব পক্ষীয় বীরগণের উপর নিপতিত হইয়া প্রিয় সুহৃদের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ফলতঃ তৎকালে যে যে শূরাভিমানী যোদ্ধা ধনঞ্জয় সমীপে গমন করিলেন, তৎসমুদায়কেই তাঁহার শরানলে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইতে হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিগণের জীবন ও কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও কিরীটমণ্ডিত মস্তক, কাহারও অঙ্গদযুক্ত বিপুল ভুজ, এবং কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ ছেদন করিয়া সাদিগণের প্রাসযুক্ত, নিষাদিগণের তোমরযুক্ত, পদাতিগণের চর্ম্মযুক্ত, রথিগণের কার্ম্মুকযুক্ত ও সারথিগণের প্রতোদযুক্ত বাহু সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দীপ্ত শরনিকর বর্ষণ করত স্ফুলিঙ্গযুক্ত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ দেবরাজপ্রতিম সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ মহাবীর রথারোহণে একেবারে চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করত কখন মহাস্ত্র নিক্ষেপ, কখন রথমার্গে নৃত্য, কখন ব্যায়াম, কখন বা তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নরপতিরা যত্নবান্ হইয়াও মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় ঐ প্রতাপশালী বীরকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সমর শরাসন ধারণ করিয়া বারিধারাবর্ষী ইন্দ্রায়ুধ সমাযুক্ত বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত দুস্তর ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল বিস্তার করিলে কাহার মস্তক ছিন্ন, কাহার বাহু নিকৃত্ত, কাহার ভুজদণ্ড পাণিশূন্য এবং কাহারও বা পাণিতল অঙ্গুলিবিযুক্ত হইয়া গেল। মদমত্ত মাতঙ্গগণের দন্ত ও শুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল। অশ্বসকল ছিন্নগ্রীব ও রথসমূহ চূর্ণ হইতে লাগিল এবং যোধগণ কেহ ছিন্নাস্ত্র, কেহ ছিন্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! ঐ সময় সমরভূমি মৃত্যুর আবাস স্থানের ন্যায়, পশুঘাতী রুদ্রের আক্রীড় ভূমির ন্যায়, ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। মাতঙ্গগণের খণ্ডিত শুণ্ড সমুদায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকাতে রণস্থল ভুজঙ্গকুলে সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তক সহসা বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যে, রণভূমি পদ্মমাল্যে বিভূষিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি বিচিত্র উষ্ণীষ, মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণ বর্ম্ম, হস্তী ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট নিপতিত থাকাতে সমরভূমি নববধূর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গণে ভীষণ বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরুগণের ভয়াবহ এক অগাধ বিচিত্র ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। মজ্জা ও মেদ উহার কর্দ্দম; কেশনিচয় শাদ্বল ও শৈবাল, মস্তক ও বাহু সকল তটস্থিত পাষাণ খণ্ড; ছত্র এবং চাপ সমূহ তরঙ্গ; রথ সমুদায় ভেলা; অশ্ব সকল তীরভূমি; কাণ্ড ও কঙ্ক সমুদায় মহানক্র, গোমায়ু সকল মকর এবং গৃধ্রকুল উহার গ্রাহ সমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ নদীর মধ্যে অসংখ্য নরকলেবর, গজদেহ, গ্রীবা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ, কূবর, ভুজগাকার প্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও বিশিখ সকল বিকীর্ণ থাকাতে উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। উহার উভয়কূলে শিবাগণ অতি ভীষণ রব এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গতাসু যোধগণের স্পন্দহীন শত শত দেহ উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! মূর্ত্তিমান্ অন্তকের ন্যায় অর্জ্জুনের এই রূপ অদ্ভুত বিক্রম দর্শনে কৌরবগণের মনে অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা বীরগণের অস্ত্র সমুদায় ছেদন করত অতি রৌদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে রৌদ্রকর্ম্মা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি রথিগণকে অতিক্রম করিলে কোন বীরই মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার গাণ্ডীব ধনু হইতে শরসমূহ নির্গত হইলে আকাশমণ্ডল বকপংক্তি পরিশোভিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সিন্ধুরাজবধার্থ কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত রথীদিগকে মুগ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করত দ্রুতবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসনবিমুক্ত শরনিকর যেন অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় তিনি যে, কখন কার্ম্মুক গ্রহণ, কখন শরসন্ধান, আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও সমস্ত রথীদিগকে একান্ত ব্যাকুলিত করত জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ ধনঞ্জয়কে সৈন্ধবাভিমুখে গমনশীল দেখিয়া জয়দ্রথের জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষে যে সমস্ত বীর মহাবীর অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুননির্ম্মুক্ত শরনিকর তাঁহাদের উপর নিপতিত হইয়া প্রাণ সংহার করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে অনলশিখা শরজাল দ্বারা আপনার সেই চতুরঙ্গ বল একান্ত ব্যাকুলিত ও মহারাজকে কবচ সমাকুল করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বত্থামাকে পঞ্চাশৎ, কৃপাচার্য্যকে নয়, শল্যকে ষোড়শ, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ ও সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টিশরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ ধনঞ্জয় শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে আশীবিষতুল্য কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত কঙ্কপত্রাঙ্কিত শরনিকর আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ

করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাসুদেবকে তিন, ধনঞ্জয়কে ছয়, ধ্বজাকে বিদ্ধ করিয়া আট শরে তাঁহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সৈন্ধব-প্রেরিত সুতীক্ষ শরনিকর নিবারণ করিয়া ক্ষুরযুগল দ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও সুসজ্জিত অগ্নিশিখা সদৃশ বরাহধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় বাসুদেব দিবাকরকে অতি সত্বর অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রম ছয় জন মহারথ জয়দ্রথকে মধ্যস্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথও প্রাণ রক্ষার্থে নিতান্ত ভীত হইয়াছে, তুমি ঐ ছয় রথীকে পরাজয় না করিয়া প্রাণপণে যত্ন করিলেও জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না।" অতএব আমি সূর্য্যকে আবরণ করিবার নিমিত্ত যোগমায়া প্রকাশ করিব; তাহার প্রভাবে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ দিবাকরকে অস্তগত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আপনার জীবন লাভ ও তোমার বধসাধন হইল বিবেচনা করিয়া হর্ষভরে কদাচ আত্মগোপন করিবে না। সেই সুযোগে তুমি উহাকে অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন মনে করিয়া সৈন্ধবসংহারে কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না। তখন অর্জ্জুন তাহাই হইবে বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ যোগমায়াপ্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন। দিবাকর তিরোহিত হইল। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনবিনাশার্থ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের অদর্শনে সৈনিক পুরুষগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আনন উন্নমিত করিয়া দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, জয়দ্রথ নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকর দর্শন করিতেছে, উহাকে সংহার করিবার এই উপযুক্ত অবসর। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার মস্তক ছেদন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর।

মহাত্মা কেশব এইরূপ কহিলে প্রবল প্রতাপ অর্জ্জুন সূর্য্য ও অনল-সদৃশ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া কৃপাচার্য্যকে বিংশতি, কর্ণকে পঞ্চাশৎ, শল্যকে ছয়, দুর্য্যোধনকে ছয়, বৃষসেনকে আট, সিন্ধুরাজকে ষষ্টি এবং অন্যান্য কৌরব সৈন্যদিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবীর জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথরক্ষক বীরগণ প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ অর্জ্জুনকে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত সংশয়ারূঢ় হইলেন এবং জয়লাভার্থ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন জয়শালী মহাবাহু অর্জ্জুন অরাতিগণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যেরা অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল, তৎকালে ভয়ে দুইজনে একত্র গমন করিতে সাহসী হইল না। মহারাজ! তখন আমরা সেই মহাযশস্বী অর্জ্জুনের কি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, সেরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হয় নাই, হইবেও না।" রুদ্র যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী, এবং সারথিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেই সমরাঙ্গনে কোন হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্যকে অর্জ্জুন শরে অনাহত অবলোকন করিলাম না। ঐ সময় সকলেই রজোরাশি ও অন্ধকার প্রভাবে দৃষ্টিহীন হইয়া ঘোরতর মোহপ্রাপ্ত হইল। কেহ কাহাকে লক্ষিত করিতে সমর্থ হইল না। কালপ্রেরিত অসংখ্য সৈন্য অর্জ্জুনশরে মর্ম্মপীড়িত হইয়া কেহ ভ্রমণ, কেহ স্খলিত-পদ, কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন এবং কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই প্রলয়কাল সদৃশ অতি দুস্তর অতি ভীষণ সংগ্রাম সময়ে ধরাতল রুধিরসিক্ত এবং বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে পার্থিব রজোরাশি নিরাকৃত হইয়া গেল। রথচক্র সকল নাভিদেশ পর্য্যন্ত রুধিরে নিমগ্ন হইল। আরোহিবিহীন বেগবান্ দুর্দ্ধর্ষ শত শত দিগ্‌গজ ও রথিবিচ্ছিন্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করত স্বপক্ষীয় সৈন্যমর্দ্দন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। আরোহিবিহীন অশ্বগণ এবং পদাতি সমুদায় অর্জ্জুনশরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। বীরগণ বর্ম্মবিহীন হইয়া ভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তকেশে, রুধিরাক্ত গাত্রে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ গাঢ় আঘাতে বিনষ্ট হইয়া সমরভূমিতে নিপতিত রহিল এবং অনেকে নিহত হস্তী সমুদায় মধ্যে বিলীন হইয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া সিন্ধুরাজের রক্ষক কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, বৃষসেন এবং দুর্য্যোধনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অদ্ভুতত্বরা প্রযুক্ত যে কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান, আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার কার্ম্মুক ও সমন্তাৎ সমাকীর্ণ শরজালই আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভল্লাস্ত্র দ্বারা শল্যের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অসংখ্য শরনিপাতে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া অনলসন্নিভ, অশনিসম, দিব্যমন্ত্রপূত নিরন্তর গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত, এক ভয়ঙ্কর শর তূণীর হইতে উদ্ধার করিয়া বিধিপূর্ব্বক বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোজিত করত সত্বর গাণ্ডীব শরাসন সন্ধান করিলেন। নভোমণ্ডলস্থ প্রাণিগণ তদ্দর্শনে মহানাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় সত্বর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দিবাকর অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতেছেন; অতএব তুমি শীঘ্র দুরাত্মা সিন্ধুরাজের শিরশ্ছেদন কর; কিন্তু আমি সিন্ধুরাজবধবিষয়ে এক উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।"

জয়দ্রথের পিতা ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র বহুকালের পর জয়দ্রথকে লাভ করেন। জয়দ্রথের জন্মকালে এই দৈববাণী তাঁহার পিতার কর্ণগোচর হইয়াছিল, হে রাজন্! তোমার আত্মজ এই জীবলোকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়দিগের ন্যায় কুল, শীল ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত হইবেন এবং সকল বীর পুরুষেরাই প্রতি নিয়ত ইঁহার সৎকার করিবে; কিন্তু কোন এক ক্ষত্রিয়প্রধান সুপ্রসিদ্ধ শত্রু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধকালে ইঁহার শিরশ্ছেদন করিবেন। সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রস্নেহে অতিমাত্র কাতর হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ঘোরতর সংগ্রামকালে আমার এই একান্ত দুর্ব্বহ ভারবাহী পুত্রের মস্তক ধরণীতলে নিপাতিত করিবে, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই বলিয়া জয়দ্রথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া বন গমন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে অর্জ্জুন, তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; অতএব তুমি ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্র প্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অঙ্কে নিপাতিত কর। যদি তুমি স্বয়ং ইহার মস্তক ভূতলে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমারও মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। হে ধনঞ্জয়! দিব্যাস্ত্র প্রভাবে এরূপ অলক্ষিত ভাবে জয়দ্রথের মস্তক উহার পিতার অঙ্কে নিপাতিত করিবে যেন, তিনি কোন মতেই ঐ বিষয়বিদিত হইতে সমর্থ না হন। হে অর্জ্জুন! ত্রিলোকমধ্যে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক সেই সৈন্ধব বধার্থ কৃতসঙ্কল্প ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্যেন পক্ষী যেমন বৃক্ষাগ্র হইতে শকুন্তকে হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত অশনিসদৃশ শর জয়দ্রথের মস্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুগণের শোকোদ্দীপন ও মিত্রগণের হর্ষবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ ছিন্ন মস্তক ধরাতলে নিপাতিত না হইতে হইতেই শরনিকর দ্বারা পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে উপনীত করিলেন। ঐ সময় মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। ধনঞ্জয় সেই জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্নমুণ্ড অলক্ষিত রূপে তাঁহার অঙ্কদেশে নিপাতিত করিলেন। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র জপসমাপনান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র সেই জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনশরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে

মহাত্মা কৃষ্ণ অন্ধকার প্রতিসংহার করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ সেই বাসুদেব-কৃত মায়াজাল বিস্তারের বিষয় সম্যক্ অবগত হইলেন। হে রাজন্! আপনার জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই প্রকারে আট অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রগণের নেত্রযুগল হইতে শোকাবেগ প্রভাবে অনর্গল অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবোধিত করিবার জন্যই যেন সিংহনাদ দ্বারা রোদসী প্রতিধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই সিংহনাদ শ্রবণে অর্জ্জুনশরে সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছেন অনুমান করিয়া বাদ্যধ্বনি দ্বারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে আনন্দিত করত সংগ্রাম করিবার বাসনায় দ্রোণের সহিত যুদ্ধার্থ হইলেন। ঐ সময় দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সোমকেরা ভারদ্বাজকে বিনাশ করিবার বাসনায় পরম প্রযত্ন সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ বধজনিত জয়লাভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার পক্ষ মহারথগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধুরাজ নিহত হইলে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর কৃপাচার্য্য জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ধনঞ্জয়ের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামাও ঐ সময় রথারোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহারথ কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা উভয়ে দুই দিক্ হইতে অতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন তাঁহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। তখন তিনি গুরু কৃপাচার্য্য ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে বিনাশ করিবার বাসনায় আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কৃপ ও অশ্বত্থামার শরবেগ নিবারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের নিধন বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দবেগশর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুননির্ম্মুক্ত শর সমুদায় অনবরত গাত্রে নিপতিত হওয়াতে তাঁহারা দুইজনে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্য্য পার্থশর প্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি তাঁহাকে বিকল দেখিয়া মৃতজ্ঞানে রথ লইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর অশ্বত্থামাও ভীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় শরপীড়িত কৃপাচার্য্যকে রথোপরি মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন বচনে কহিতে লাগিলেন, বিজ্ঞবর বিদুর কুলান্তক পাপাত্মা দুর্য্যোধন জন্মিবা মাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন যে এই কুলাঙ্গারকে বিনাশ করুন। ইহা হইতেই কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে। এখন সত্যবাদী বিদুরের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্তই আমি গুরুকে শরশয্যায় শয়ান দেখিতে হইল। অতএব ক্ষত্রিয়দিগের আচার ও বলবীর্য্যে ধিক্; আমার সদৃশ কোন্ ব্যক্তি আচার্য্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়। মহাত্মা কৃপ ঋষিপুত্র, আমার আচার্য্য ও দ্রোণের প্রিয় সখ; আমি ইচ্ছা না করিয়াও উঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলাম। উনি আমার বাণে নিপীড়িত ও রথোপরি অবসন্ন হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন। উনি আমায় অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেও আমার উপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু আমি বিপরীতাচরণ করিয়াছি। এক্ষণে উনি আমার শরে মূর্চ্ছিত হইয়া আমাকে পুত্রশোক অপেক্ষা অধিকতর দুঃখগ্রস্ত করিলেন। হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, কৃপাচার্য্য দীনভাবে রথোপরি অবসন্ন রহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন, তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আর যে দুরাত্মারা কৃতবিদ্য হইয়া শিক্ষকদিগকে বিনাশ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। অতএব আজি আমি শরবর্ষণে আচার্য্যকে রথমধ্যে অবসন্ন করিয়া নরকগমনের কার্য্য করিলাম। কৃপাচার্য্য আমার অস্ত্রশিক্ষা সময়ে কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোদ্ভব! তুমি কখনই গুরুকে প্রহার করিও না, কিন্তু আজি আমি তাঁহাকে শরাঘাত করিয়া তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলাম। এক্ষণে রণে অপরাঙ্মুখ, পূজার্হ গৌতম পুত্রকে প্রণাম করি, আমি উঁহাকে প্রহার করিয়াছি, আমাকে ধিক্।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর কর্ণ সিন্ধুরাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকি, কর্ণকে অর্জ্জুনের সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ! ঐ দেখ, মহাবীর সূতপুত্র সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতেছে, ঐ মহাবীর কখনই ভূরিশ্রবার বিনাশ সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব শীঘ্র কর্ণের সমীপে রথ সঞ্চালন কর। কর্ণ যেন, সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পদবীতে প্রেরণ করিতে না পারে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে মহাবাহু কেশব তাঁহাকে সময়োচিত কথা কহিতে লাগিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবাহু সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ; তাহাতে আবার যুধামন্যু ও উত্তমৌজা উঁহার সহায় রহিয়াছে। বিশেষতঃ এখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। উঁহার নিকট প্রজ্বলিত মহোল্কা সদৃশী বাসবদত্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মহাবীর তোমার সংহারার্থই যত্ন পূর্ব্বক ঐ শক্তি রাখিয়াছে। অতএব কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির নিকট গমন করুক। হে অর্জ্জুন! তুমি যে সময়ে ঐ দুরাত্মাকে তীক্ষ্ণ শরে ভূতলে নিপাতিত করিবে, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে কর্ণের সহিত সাত্যকির কিরূপ সংগ্রাম হইল? সাত্যকি রথবিহীন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কোন্ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিলেন? আর পাণ্ডব পক্ষ চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাই বা কিরূপে সংগ্রাম করিলেন? এই সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট আপনারই দুরাচার জনিত সমর-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। মহাত্মা বাসুদেব অতীত ও অনাগত বিষয় বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যূপকেতু ভূরিশ্রবা যে, সাত্যকিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, উহা পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি তন্নিবন্ধন নিজ সারথি দারুককে রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণের মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে এমন কেহই নাই। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ ও সিদ্ধগণ ঐ দুই মহাত্মার অতুল প্রভাবের বিষয় সম্যক্ বিদিত আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

মহামতি বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিকে রথশূন্য ও কর্ণকে যুদ্ধে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া ঋষভস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দারুক সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে সাত্যকির নিকট গরুড়ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানুসারে কামগামী স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারি অশ্ব সংযোজিত সূর্য্যাগ্নি সঙ্কাশ, বিমানপ্রতিম রথে আরোহণ করিয়া সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাও ধনঞ্জয়ের রথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে শরবর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, এরূপ যুদ্ধ ভূর্লোক বা দ্যুলোকেও দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণ মধ্যেও কদাচ উপস্থিত হয় নাই। সেই উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল তৎকালে ঐ বীর দ্বয়ের ঘোরতর কার্য্য

অবলোকন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। তাহারা সেই বীর দ্বয়ের অলৌকিক সংগ্রাম এবং রথস্থ দারুকের গত, প্রত্যাগত, আবৃত্তমণ্ডল ও সন্নিবর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন সহকারে সারথ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনন্যমনে ঐ উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন মিত্রার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শোকাবেশ বশতঃ ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষারুণ নেত্রে সাত্যকিকে দগ্ধ করিয়াই যেন বারংবার মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহাকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে দন্তাঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই অনুপম পরাক্রমশালী বীরদ্বয় ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি শরজাল দ্বারা বারংবার কর্ণের কলেবর ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং নিশিত শরনিকরে তাঁহার শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব বিনষ্ট ও শত শত খণ্ডে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহাকে রথহীন করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষ মদ্ররাজ শল্য, কর্ণাত্মজ বৃষসেন ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা চতুর্দ্দিক্ হইতে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য আকুল হইয়া উঠিল; কেহ কিছুই জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। সৈন্যগণ কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত বাল্যাবধি সৌহার্দ্দ স্মরণ ও তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক সংগ্রাম করত সাত্যকির শরজালে নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিলেন।

মহাবীর সাত্যকি কর্ণকে রথশূন্য করিয়া দুঃশাসন প্রভৃতি পুত্রগণকে বিরথ ও বিহ্বল করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক কাহারই প্রাণ নাশ করিলেন না। অর্জ্জুন পূর্ব্বে দ্যূতসময়ে কর্ণকে সংহার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন যুযুধান তাঁহার বিনাশে ক্ষান্ত হইলেন। কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ সাত্যকিকে বধ করিবার নিমিত্ত বারংবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ মহাবীর ধনঞ্জয়ের শিষ্য মহাবীর সাত্যকি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া একমাত্র শরাসন দ্বারা অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিলেন। এইরূপে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি বাহুযুদ্ধে আপনার পক্ষ সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই ত্রিভুবনে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই তিন জনই মহাধনুর্দ্ধর; ইহাঁদের তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কাহাকেও উপলব্ধি হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বলবীর্য্যদর্পিত, দারুক সারথি সমবেত, বাসুদেবসদৃশ মহাবীর সাত্যকি কৃষ্ণের অজেয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণকে রথশূন্য করিয়া কি অন্য কোন রথে সমারূঢ় হইয়াছিলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। অতএব আমার সমক্ষে উহা কীর্ত্তন কর; আমার মতে সাত্যকির পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। কিয়ৎক্ষণ পরে দারুকের অনুজ যথাবিধি সুসজ্জিত লৌহ ও কার্ত্তস্বরময় পট্টে বিভূষিত, বিচিত্র কূবর যুক্ত, তারা সহস্র খচিত, সিংহ ধ্বজ ও পতাকা সম্পন্ন, স্বর্ণালঙ্কৃত বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, মেঘগম্ভীর নিস্বন অন্য এক রথ সাত্যকির নিকট আনয়ন করিল। মহাবীর যুযুধান উহাতে আরোহণ করিয়া কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক স্বেচ্ছানুসারে কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন কর্ণের এক অরবিন্দ শঙ্খ ও গোক্ষীরের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ, কাঞ্চন পর্যায়ধারী বেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, সুবর্ণ কক্ষা কক্ষ ধ্বজ দণ্ডে সুশোভিত যন্ত্রযুক্ত, পতাকায় সমলঙ্কৃত বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছেদে পরিপূর্ণ রথ সমানীত করিল। মহাবীর কর্ণ তাহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদায় কহিলাম। এক্ষণে আপনার দুর্নীতিজনিত বিনাশ বৃত্তান্তও শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধে বিচিত্র যোদ্ধা ভীমসেন আপনার দুর্ম্মুখ প্রমুখ একত্রিংশৎ পুত্রকে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুন, ভীষ্ম ও ভগদত্ত প্রভৃতি শত শত বীরগণকে বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্মন্ত্রণা প্রভাবেই এইরূপ লোকক্ষয় হইতেছে।

অষ্টাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এবং পাণ্ডব পক্ষীয় বীরপুরুষগণ রণস্থলে তাদৃশাবস্থাপন্ন হইলে মহাবীর ভীম কি করিল, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! রথহীন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই আমাকে তূবরক, অধম, অস্ত্রমূঢ়, বালক ও সংগ্রামকাতর বলিয়া বারংবার এই উক্তি প্রয়োগ করিতেছে। আমি পূর্ব্বে তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে দুরাত্মা আমাকে ঐ প্রকার কটূক্তি করিবে, সে আমার বধ্য। হে পার্থ! তুমিও কর্ণবধের নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের সত্য প্রতিপালন হয়, তাহার চেষ্টা কর।

অমিত পরাক্রম মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি নিতান্ত পাপাশয়, অদূরদর্শী ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ। যাহা হউক, আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর। যুদ্ধে বীরপুরুষগণের জয় ও পরাজয় এই উভয়ই হইয়া থাকে। রণস্থলে ইন্দ্রকেও কখন জয়শালী ও কখন পরাজিত হইতে হয়। তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্ত্তৃক বিরথ, বিকলেন্দ্রিয় ও মুমূর্ষু প্রায় হইলে তিনি তোমাকে আমার বধ্য স্মরণ করিয়া জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ভীমসেনকে রথশূন্য করিয়া তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করত নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ। শত্রুকে পরাজিত করিয়া আত্মশ্লাঘা, পরগ্লানি বা পরাজিতের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা বীরপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তুমি সূতপুত্র ও অল্পজ্ঞান সম্পন্ন, এই নিমিত্ত সত্যপরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের প্রতি কটূক্তি করিতেছ। মহাবীর ভীমসেন সমুদয় সৈন্যগণের, কেশবের ও আমার সমক্ষে তোমাকে অনেক বার রথবিহীন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র পরুষ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, তুমি ভীমসেনের প্রতি বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ এবং আমার অসমক্ষে অন্যান্য বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়া যে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ, অচিরেই তাহার ফল ভোগ করিবে। রে দুর্মতে! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছ। আমি তোমাকে তোমার ভৃত্য, বল ও বাহনের সহিত বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। হে রাধানন্দন! এক্ষণে তোমার মহা ভয়াবহ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহা কর্ত্তব্য থাকে, তাহা এই সময়েই অনুষ্ঠান কর। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজি তোমার সমক্ষে তোমার পুত্র বৃষসেনকে সংহার করিব, আর যে সমুদায় ভূপতি মোহ বশতঃ আমার সম্মুখে আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকেও আমার শরে শমনভবনে গমন করিতে হইবে। রে আত্মাভিমানী অজ্ঞান! দুর্মতি দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই তোমাকে রণে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিবে।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে রথিগণ তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ ভয়াবহ সময়ে দিবাকর করনিকর সংকোচ করিয়া অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি ভাগ্যবলে জয়দ্রথবধরূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ। ভাগ্যবলে বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! এই ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে মহাবীর কার্ত্তিকেয় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই জগতীতলে তোমা ভিন্ন আর কো

ব্যক্তিকেই এই সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা হয় না। তোমার তুল্য বা তোমা হইতে সমধিক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাভাব মহীপালগণ মহাবাহু দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কৌরব সৈন্য মধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাকে ক্রোধাবিষ্ট অবলোকন ও তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াও তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। তোমার বলবীর্য্য রুদ্র, শক্র ও অন্তকের সদৃশ; অদ্য তুমি যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলে, এইরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে কেহই সমর্থ নহে। হে মহাবীর! একণে তুমি জয়দ্রথকে সংহার করাতে আমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করিতেছি; দুরাত্মা কর্ণ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তোমার শরনিকরে নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমাকে এইরূপ প্রশংসা করিব।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাধব! আমি তোমার অনুকম্পাতেই অদ্য এই অমরগণেরও দুস্তর প্রতিজ্ঞা-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে মধুসূদন! তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের জয় লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার প্রসাদেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবেন। হে কৃষ্ণ! আমাদের সমস্ত কার্য্যের ভার তোমাতেই সমর্পিত আছে, সুতরাং একণে এই জয় লাভ তোমারই হইল। আমরা তোমার কিঙ্কর, আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমার কর্ত্তব্যই হইতেছে।

মহাবীর মধুসূদন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থল প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন করত কহিতে লাগিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পার্থিবগণ যুদ্ধে জয় ও বিপুল যশোলাভের অভিলাষে তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার শরনিকরে সমাহত ও সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। ঐ তাঁহাদিগের শস্ত্র আভরণ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে; রথ সকল চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তিগণ বিনষ্ট ও বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভূপালের মধ্যে কাহারও প্রাণ বিয়োগ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ সমস্ত অবনীপালগণ গতজীবিত হইয়াও স্ব স্ব প্রভাপ্রভাবে সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। ঐ দেখ, উঁহাদের অসংখ্য বাহন, স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বর্ম্ম, মণিহার, কুণ্ডলাকৃত মস্তক, উষ্ণীষ, মুকুট, মাল্যদাম, চূড়ামণি, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, নিষ্ক ও অন্যান্য নানাবিধ ভূষণ দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রাশি রাশি অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজদণ্ড, অলঙ্কার, আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র, বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত্র, শর, শরাসন, চিত্রকম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শূল, পরশু, প্রাস, তোমর, কুন্ত, যষ্টি, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডি, খড়্গ, মুষল, মুদ্গর, গদা, কুণপ, স্বর্ণমণ্ডিত কশা, করিদিগের ঘণ্টা ও বিবিধ অলঙ্কার এবং মহামূল্য নানাবিধ বসন ভূষণ, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল শরৎকালীন গ্রহ নক্ষত্র পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অবনীপালগণ পৃথিবীলাভার্থ নিহত হইয়া নিদ্রিত পুরুষেরা যেমন মনোরমা প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, যেমন পর্ব্বত সমুদায়ের গুহামুখ হইতে গৈরিক ধাতুধারা প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ শরনিকর সমাহত, ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান, ঐরাবত সদৃশ মাতঙ্গগণের শস্ত্রক্ষত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে শোণিত বিনির্গত হইতেছে। স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত, অশ্বগণ নিহত এবং বৃথা সারথিহীন গন্ধর্ব্ব নগরাকার বিমান সদৃশ রথ সকল ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কূবর, যুগ ও ঈষা বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। শরাসন ও চর্ম্মধারী সহস্র সহস্র পদাতি ধূলিধূসরিত কেশ হইয়া রুধিরাসিক্ত কলেবরে পৃথিবী আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, তোমার শরজালে যোদ্ধাদিগের দেহ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রণস্থল-নিপতিত কুঞ্জর, রথ ও অশ্বকুল সমাকুল, দুর্নিরীক্ষ্য সমরভূমিমধ্যে অনবরত রুধির, বসা, মাংস নিপতিত হওয়াতে প্রভূত কর্দ্দম সমুৎপন্ন হইয়াছে। অসংখ্য নিশাচর, কুক্কুর, বৃক, পিশাচ উহাতে নিরন্তর আমোদ প্রমোদ করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এই সংগ্রামস্থলে যেরূপ যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা কেবল তোমার ও দৈত্য দানব সংহারকারী সুররাজ ইন্দ্রেরই সাধ্যায়ত্ত; ঐ দেখ, অসংখ্য চামর, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, হস্তী, রথ, বিচিত্র কম্বল, বসা, কুথ ও মহামূল্য বস্ত্র সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল বিচিত্র বস্ত্র সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সহস্র সহস্র বীর স্বর্ণালঙ্কৃত মাতঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন পর্ব্বতশিখর হইতে নিপতিত সিংহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, সাদিগণ অশ্বের সহিত ও পদাতিগণ কার্ম্মুকের সহিত নিপতিত হইয়া দুর্নিবার রুধিরধারা ক্ষরণ করিতেছে। হে মহারাজ! এইরূপে বাসুদেব হৃষ্ট অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে সমরস্থল প্রদর্শন পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করত কহিতে লাগিলেন, হে নরোত্তম! আজি আপনার পরম সৌভাগ্য। আজি ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর অর্জ্জুনও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অরাতিনিপাতন ধর্ম্মনন্দন কেশবের বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে নেত্রজল অপনীত করিয়া বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আজি ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা নরাধম সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছে; তোমরা প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ, আমি যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং অরাতিগণও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে মধুসূদন! তুমি ত্রিলোকগুরু, তুমি সহায় থাকিলে ত্রিলোকমধ্যে কোন কার্য্যই দুষ্কর হয় না। হে গোবিন্দ! পূর্ব্বকালে পাকশাসন যেরূপ তোমার প্রসাদে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও তোমারই প্রসাদে অরাতিগণকে পরাজিত করিতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! তুমি যাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট থাক, তাহাদের পক্ষে পৃথিবী পরাজয় অতি তুচ্ছ, ত্রিলোকবিজয়ও তাহাদিগের দুষ্কর হয় না। হে জনার্দ্দন! তুমি ত্রিদশেশ্বর, তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের পাপের লেশমাত্রও থাকে না এবং কদাচ সংগ্রামে পরাজয় হয় না। তোমার প্রসাদেই সুররাজ রণক্ষেত্রে দানবদল দলন পূর্ব্বক ত্রিলোকমধ্যে জয়লাভ করিয়া সুরগণের ঈশ্বর হইয়াছেন। তোমার অনুগ্রহেই দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই এই চরাচর পৃথিবীর মনুষ্য লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য জপ-হোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবময় হইয়া গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বলোকের স্রষ্টা, পরমাত্মা, অব্যয়, পুরাণ পুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাৎপর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি নাই, নিধনও নাই। তুমি একবার যাহাদিগের নয়নে নিপতিত হও, তাহারা কখনই মুগ্ধ হয় না। তুমি ভক্তজনগণকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক, যে ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে। হে পদ্মনাভ! তুমি চারি বেদে গীত হইয়া থাক, আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। হে নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যগ্গণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে মাধব! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। হে সর্ব্বাত্মন্! হে পৃথুলোচন! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। যিনি ধনঞ্জয়ের সখা ও সর্ব্বদা উঁহার হিতসাধনে রত আছেন, তিনিও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখলাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার ক্রোধাগ্নি প্রভাবেই পাপাত্মা সিন্ধুরাজ ও বিপুল কৌরব সৈন্য দগ্ধ হইয়াছে। আপনার কোপেই কৌরবগণ নিহত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হে বীর! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আপনাকে কোপান্বিত করিয়াই বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিবে। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই, আজি সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম আপনার কোপপ্রভাবেই শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনি যাহাদিগের দ্বেষ্টা, তাহাদিগকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত

হইতে হয়, তাহারা কখনই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। আপনি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হন, তাহাদিগের রাজ্য, প্রাণ, প্রিয়তম পুত্র ও বিবিধ সুখভোগ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজধর্ম-পরায়ণ ভূপাল! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কৌরবগণ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় অরাতিশরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীমসেন ও মহারথ সাত্যকি তথায় সমুপস্থিত হইয়া পরম গুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ, মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিকে হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আজি তোমরা ভাগ্যক্রমে দ্রোণরূপ গ্রাহ ও হার্দ্দিক্য মকর যুক্ত কৌরবসৈন্য রূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। আজি ভাগ্যক্রমে পৃথিবীস্থ ভূপতিগণ এবং দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা তোমাদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ভাগ্যবলে তোমরা বিকীর্ণ অস্ত্র দ্বারা কর্ণকে পরাভূত ও শল্যকে পরাঙ্মুখ করিয়াছ। হে যুদ্ধবিশারদ মহারথ দ্বয়! আজি ভাগ্যক্রমে তোমাদিগকে সমরাঙ্গন হইতে কুশলে প্রত্যাগত দেখিলাম। তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সম্মান করিয়া থাক এবং কদাচ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হও না; তোমরা আমার প্রাণতুল্য।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও সাত্যকিকে এইরূপ কহিয়া আনন্দাশ্রু পূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট দেখিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে সংগ্রামে মনোনিবেশ করিল।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজের নিধন দর্শনে শত্রুজয়ে উৎসাহশূন্য ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে দীন বদনে ভগ্নদশন ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবীর অর্জ্জুন, ভীম ও সাত্যকির শরনিকর প্রভাবে আপনার সৈন্যগণের সংহার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিবর্ণ, কৃশ ও একান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই পৃথিবীতে অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা আর নাই। সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি কর্ণ, কি অশ্বত্থামা কেহই তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। মহাবীর পার্থ আমার পক্ষ সমুদায় মহারথকে পরাজয় করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক্ষণে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমার বিপুল বল বিনষ্ট করিবে; সাক্ষাৎ সুররাজ ইন্দ্রও উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা যাহাকে আশ্রয় করিয়া অস্ত্র সমুদ্যত করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অর্জ্জুন সেই মহারথ কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়া জয়দ্রথকে নিহত করিল। আমি যাহার বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া সন্ধি প্রার্থনালালস বাসুদেবকে তৃণজ্ঞান করিয়াছিলাম, সেই মহাবীর কর্ণ আজি সমরে পরাজিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কলুষিত চিত্ত হইয়া দ্রোণকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় তৎসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৌরবগণের নাশ ও বিজয় বাসনা পরবশ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করত কহিলেন, হে আচার্য্য! অস্মৎ পক্ষীয় মহীপালগণের বিনাশ অবলোকন করুন। তাঁহারা যে মহাবীর ভীষ্মকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখণ্ডী তাঁহাকে সংহার পূর্ব্বক পূর্ণ মনোরথ ও বিজয়াভিলাষে একান্ত লোলুপ হইয়া পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে সেনামুখে অবস্থান করিতেছে। ধনঞ্জয়, আপনার শিষ্য, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিণী সেনার সংহর্ত্তা, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছে। হে আচার্য্য! এক্ষণে আমি কিরূপে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী, উপকারনিরত, যমসদনে প্রস্থিত সুহৃদগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। যে সকল ভূপালগণ আমাকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ। আমি এইরূপে মিত্রগণকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও আমার এই পাপ ধ্বংস হইবে না। আমি অতি লুব্ধস্বভাব ও পাপপরায়ণ; নৃপতিগণ আমারই নিমিত্ত যুদ্ধে জয়লাভার্থী হইয়া কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। এক্ষণে বসুন্ধরা কেন এই মিত্রদ্রোহী পাপাত্মাকে স্থানপ্রদানার্থ বিদীর্ণ হইতেছেন না। আরক্তলোচন নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম ভূপালগণমধ্যে আমাকে কি বলিবেন? হে মহারথ! সাত্যকি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমার কার্য্য সাধনার্থ সমুদ্যত মহাবল পরাক্রান্ত জলসন্ধকে বিনাশ করিয়াছে। হায়! অদ্য কাম্বোজরাজ, অলম্বুষ ও অন্যান্য সুহৃদগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল। আর আমার প্রাণ ধারণের আবশ্যক কি। যাহা হউক, এক্ষণে যে সমস্ত বীরেরা আমার বিজয়লাভার্থ সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হইয়া সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি আমি স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট ঋণমুক্ত হইয়া যমুনায় গমন ও তাঁহাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিব। আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, বলবীর্য্য ও পুত্রের শপথ করিতেছি যে, আমি হয় পাণ্ডবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব, না হয় তাহাদের শরে নিহত হইয়া আমার কার্য্যসাধনার্থ নিহত ভূপতিগণের সলোকতা প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্য দানে প্রবৃত্ত বীর পুরুষেরা যথোচিত রক্ষিত না হইয়া এক্ষণে আর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অভিলাষ করেন না। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে আচার্য্য! আপনি সংগ্রামে আমাদিগের মৃত্যু বিধান করিয়া দিয়াছেন। দেখুন, আপনি অর্জ্জুনকে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী বীরগণ বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদিগের জয়ার্থী বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যেমন যথার্থ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জয়াভিলাষ করত স্বয়ং অবসন্ন হয়, আমার সুহৃদ্গণ আমার নিমিত্ত তদ্রূপ হইতেছেন। আমি অতি মূঢ়, পাপাশয়, কুটিল হৃদয় ও ধনলোভী। আমার নিমিত্তই মহাবীর সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিগণ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব আজি আমি সেই সকল মহাত্মাদিগের অনুগমন করিব। যখন তাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমার আর জীবন ধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আমি উক্ত মহাবীরগণের অনুগমনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবাকে বিনষ্ট করিলে তোমাদের মন কি প্রকার হইল? দুর্য্যোধন কৌরবগণসমক্ষে দ্রোণাচার্য্যকে সেইরূপ কহিলে তিনি তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে আপনার সৈন্যমধ্যে মহান্ আর্ত্তনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার পুত্রের মন্ত্রণাতে শত শত প্রধান পুরুষেরা নিহত হইলেন দেখিয়া সকলেই তাঁহার পরামর্শে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অতি দীন ভাবে কহিলেন, দুর্য্যোধন! কেন বৃথা আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ। আমি ত তোমাকে সতত বলিয়া থাকি যে, অর্জ্জুন অজেয়, শিখণ্ডী অর্জ্জুন সংরক্ষিত হইয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করাতেই ধনঞ্জয়ের অসাধারণ বলবীর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে। আমি দেবগণের অবধ্য মহাবীর ভীষ্মকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবসৈন্যগণের সমূলে উন্মূলন স্থির করিয়াছি। আমরা ত্রিলোক মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহাবীর বলিয়া বোধ করিতাম, সেই ভীষ্মই শরশায়ী হইয়াছেন, এক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে। হে বৎস! শকুনি কৌরব সভায় যে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল,

বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও খুরশব্দে রণস্থল মুখরিত হইয়া দ্রোণের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের চরণ সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের রুধিরপ্রবাহে ধূলিপটল তিরোহিত হইয়া গেল। নিশাকালে পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বংশবনের ন্যায় প্রক্ষিপ্ত শস্ত্র সমূহের ঘোরতর চট চটা শব্দ হইতে লাগিল। মৃদঙ্গ, আনক, ঝল্লরী ও পটহ শব্দ এবং অশ্ব সকলের চীৎকারে সমুদায় রণস্থল একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন আমরা মোহে অভিভূত হইলাম। কাহারই আত্ম পর বিবেচনা রহিল না। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইল। অনন্তর ধূলিপটল শোণিতপ্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে স্বর্ণময় বর্ম্ম ও ভূষণপ্রভায় অন্ধকার নিরাকৃত হইল। তখন সেই শক্তি ধ্বজ পতাকাকুল মণি ও স্বর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ভারতীসেনা সকল নিশাকালে নক্ষত্রমালাসঙ্কুল নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ঐ সৈন্যমধ্যে গোমায়ু ও কাকগণ অনবরত কোলাহল, করি সমুদায় বৃংহিত ধ্বনি এবং সৈন্যগণ সিংহনাদ ও উৎক্রোশ ধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর সমরাঙ্গনে মহেন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া একবারে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। মহারাজ! সেই অন্ধকার কালে অঙ্গদ, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত অসংখ্য রথ ও হস্তিসম্পন্ন সেই কৌরব সৈন্য বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইল। চতুর্দ্দিকে অসি, শক্তি, গদা, খড়্গ, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল নিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার সেই সৈন্যমেঘের পুরোবর্ত্তী বায়ু; রথ ও নাগ উহার বকপংক্তি; বাদিত্রধ্বনি নির্ঘোষ, দ্রোণাচার্য্য ও পাণ্ডব পর্জ্জন্য; খড়্গ, শক্তি, ও গদা অশনি, শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র উহার পবন স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিস্ময়কর অতি ভয়াবহ ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে সেই প্রদোষসময়ে মহাশব্দসঙ্কুল ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন শূরগণের হর্ষজনন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমবেত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এ সময় যে যে বীর আচার্য্যের সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন; মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের মধ্যে অনেককে বিমুখ ও অনেককে নিহত করিলেন. সেই সময়ে তিনি একাকীই সহস্র হস্তী, অযুত রথ, প্রযুত পদাতি এবং অর্ব্বুদ অশ্বকে নারাচাস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর দ্রোণ আমার আত্মজ দুর্য্যোধনকে সেই কথা কহিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা কি মনে করিলে? ধনঞ্জয় অপরাজিত মহাবীর আচার্য্যকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কি বিবেচনা করিতে লাগিল এবং মূঢ় দুর্য্যোধনই বা কোন্ কার্য্য তৎকালোচিত বলিয়া অবধারণ করিল, তৎকালে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহাকে শত্রুসংহারে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ও সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ দ্রোণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া শীতার্ত্ত কৃশ গোসমূহের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল। বাহ্ল বৃষ্টক, সেই অরাতিনিপাতন মহাবীর পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন! হে সঞ্জয়! সেই রাত্রিকালে সমস্ত মহারথ ও সৈন্যগণ সমবেত হইয়া বিমর্দ্দিত হইতে লাগিলে তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? তুমি কহিতেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ নিহত, পরাভূত ও রথশূন্য হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা বাচক্রকারনিবদ্ধ পাণ্ডবগণের শরে নিপীড়িত ও মোহাবিষ্ট হইয়া কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন? তুমি কহিতেছ, পাণ্ডবগণ অপরাজিত একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং আমার পক্ষীয় বীরগণ অর্দ্ধমৃত, ভীত ও বিমনস্ক হইতেছে। কিন্তু সেই ঘোর নিশাকালে পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিভিন্নতা কিরূপে তোমাদিগের অনুভব হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাণ্ডবগণ যোদ্ধৃগণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন. তখন আচার্য্য দ্রুতগামী শরনিকরে কেকয়গণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে যে যে মহারথ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সকলেই শমনসদনে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ শিবি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপ্রমাথী মহারথ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর আচার্য্য তাঁহাকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া লৌহময় দশ শরে বিদ্ধ করিলে তিনি কঙ্কপত্রভূষিত ত্রিংশৎ বাণে আচার্য্যকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা শিবির অশ্ব ও সারথিকে সংহার পূর্ব্বক তাঁহার উষ্ণীষ যুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বর দ্রোণের নিকট অন্য এক সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে দ্রোণের অশ্বসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা আচার্য্য অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে কলিঙ্গরাজের পুত্র পিতৃবধজনিত দুঃখে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশোদ্ভব সৈন্যগণসমভিব্যাহারে ভীমের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সারথি বিশোককে তিনবাণে নিপীড়িত করিয়া একবাণে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধভরে স্বীয় রথ হইতে তাঁহার রথে গমন পূর্ব্বক মুষ্টি প্রহারে তাঁহাকে নিহত করিলেন। ভীমের ভীষণ মুষ্টিপ্রহারে কলিঙ্গরাজতনয়ের অস্থি সকল চূর্ণ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গরাজতনয়ের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাত প্রভৃতি বীরগণ কলিঙ্গরাজপুত্রের বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া আশীবিষসদৃশ নারাচ দ্বারা ভীমকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম অবিলম্বে ধ্রুবের রথে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে দেখিয়া মুষ্টি প্রহার করিলেন। ধ্রুব সেই মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনের মুষ্ট্যাঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীম এইরূপে ধ্রুবকে সংহার করত জয়রাতের রথে সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং কর্ণের সমক্ষে তাঁহাকে বামহস্তে আকর্ষণ পূর্ব্বক তলপ্রহারে বিনষ্ট করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি কাঞ্চনময়শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সুবলনন্দন শকুনি সেই শক্তি কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর সুতীক্ষ্ণ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই সমুদায় মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বরথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুত্রগণ ভীমকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় জিঘাংসাপরবশ হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে হাস্যমুখে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দুর্ম্মদের সারথি ও অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মদ সত্বর দুষ্কর্ণের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সেই ভ্রাতৃদ্বয় বরুণ ও সূর্য্য যেমন তারকাসুরের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমের অভিমুখীন হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সমক্ষে পাদ প্রহারে ঐ বীরদ্বয়ের রথ ধরাতলে প্রোথিত করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। মহীপালগণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই ভীমসেন, সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, ইনি ভীমরূপে এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহারাজ! ভূপতিগণ এই বলিয়া মোহাবিষ্ট চিত্তে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কমললোচন ভীমপরাক্রম ভীম সেই নিশাকালে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক ভূপতিগণের প্রশংসাভাজন হইয়া যুধিষ্ঠির-

দেবপুত্রক, শল্য, আরুণি, ইন্দ্রসেন, সঞ্জয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পুরু, ক্রাথ, জয়বর্ম্মা ও সুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্র সমুদায়, আচার্য্য ও অযুত পদাতি তোমার অনুগমন করিতেছে। হে মাতুল! দেবরাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। আমি এক্ষণে তোমার উপর জয় লাভ নির্ভর করিয়াছি। অতএব কার্ত্তিকেয় যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অশ্বত্থামার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর আপনার পুত্রগণের সন্তোষ ও পাণ্ডবদিগের বিনাশ সম্পাদনার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া বিষাগ্নি সদৃশ সুদৃঢ় দশ বাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণপুত্রের বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমসুতের শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পবনাহত পাদপের ন্যায় রথমধ্যে বিচলিত হইলেন। তখন ভীমতনয় পুনর্ব্বার অবিলম্বে অঞ্জলিক বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করস্থিত সুপ্রভ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া জলধর যেমন বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাক্ষসগণের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ মর্ম্মভেদী শরজাল নিক্ষেপ করিলেন। বিশালবক্ষা রাক্ষসগণ দ্রোণপুত্রের বাণে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মত্ত মাতঙ্গ যূথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রলয়কালে ভগবান্ হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব আকাশপথে ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়া যেরূপ দীপ্তি পাইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণতনয় সেই অক্ষৌহিণী রাক্ষসসেনা ধ্বংস করিয়া সেইরূপ বিরাজিত হইতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্রকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষস সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। দশনোদ্দীপ্ত মুখ ভীমাকারধারী ঘোররূপ পিশাচগণ ঘটোৎকচের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মুখব্যাদান পূর্ব্বক সিংহনাদে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করত দ্রোণপুত্রের সংহারার্থ ধাবমান হইয়া তাঁহার মস্তকে সহস্র সহস্র শাণিত শক্তি, শতঘ্নী, পরিঘ, অশনি, শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুষল, পরশু, প্রাস, অসি, তোমর, কুণপ, কম্পন, শূল, ভুশুণ্ডি, অশ্মগুড়, লৌহময় স্থূণ এবং শত্রুদারণ ঘোর মুদ্গর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণ ভীষণ অস্ত্র সমুদায় অশ্বত্থামার মস্তকোপরি নিপতিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল; কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণতনয় অসম্ভ্রান্ত চিত্তে শিলানিশিত বজ্রকল্প শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অনায়াসে সেই ঘোরতর শরজাল নিবারণ করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ মন্ত্রপূত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে বিপুলবক্ষা রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পিশাচগণ অশ্বত্থামার ভীষণ শর-সমাহত হইয়া সিংহ-বিমর্দ্দিত গজযূথের ন্যায় একান্ত সমাকুল হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর অশ্বত্থামা অতি দুষ্কর আশ্চর্য্যজনক বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক একাকী ঘটোৎকচের সমক্ষে প্রজ্বলিত শরানলে সেই রাক্ষসী সেনা দগ্ধ করত প্রলয়কালীন সম্বর্ত্তক হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য নরপতি মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে রাক্ষসেন্দ্র ভীমতনয় ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণন, করতালি প্রদান ও ওষ্ঠাধর দংশনপূর্ব্বক স্বীয় সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! তুমি সত্বর দ্রোণপুত্র সমীপে রথ সঞ্চালন কর। সারথি আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র অশ্বত্থামার সমীপে রথ সমানীত করিলেন। ভীমবিক্রম শত্রুতাপন ঘটোৎকচ পুনরায় সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতাকা সমাযুক্ত বিকট বেশধারী দ্রোণপুত্রের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অষ্ট ঘণ্টাযুক্ত দেবনির্ম্মিত অশনি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই অশনি গ্রহণ করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাপ্রভাসম্পন্ন সেই ঘোররূপ অশনি সেই রাক্ষসের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক পৃথিবী-তলে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে সকলেই দ্রোণপুত্রকে প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অতি ভীষণ কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া পুনরায় অশ্বত্থামার উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও নিঃশঙ্ক চিত্তে আচার্য্য পুত্রের বক্ষঃস্থলে আশীবিষ সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদের দুইজনের উপর অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ও হুতাশন সদৃশ শরনিকরে তাঁহার নারাচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে যোধগণের ও মহাবীর অশ্বত্থামার প্রীতিজনক অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন সহস্র রথ, তিন শত হস্তী এবং ছয় সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন বিক্রমশালী অশ্বত্থামা ঘটোৎকচ ও অনুজসহায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, পৃথিবীমধ্যে আর কেহই সেরূপ পরাক্রম প্রদর্শনে সমর্থ নহেন। তিনি নিমেষ মধ্যে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বিজয় ও কেশব সমক্ষে সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথসমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা নিপাত করিলেন। দ্বিরদগণ অশ্বত্থামার অবক্র নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবিহীন পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। বিকৃত করভ সকল সমরভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন ভীষণ ভুজঙ্গগণ ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। কাঞ্চনময় দণ্ড ও শ্বেতচ্ছত্র সকল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন আকাশমণ্ডল যুগান্তকালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহমণ্ডলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় দ্রোণাত্মজ শরনিকর-প্রভাবে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে সমরাঙ্গনে এক ভীষণ তরঙ্গযুক্ত ভীরু জনের শোকজনক শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। বৃহদাকার ধ্বজ সকল উহার মণ্ডূক, ভেরী সকল বৃহদাকার কচ্ছপ, শ্বেতচ্ছত্র সমুদায় হংসশ্রেণী; চামর ফেন; কঙ্ক ও গৃধ্র সকল মহাগ্রাহ; অসংখ্য আয়ুধ মৎস্য; বৃহদাকার হস্তী সমুদায় পাষাণ; অশ্বগণ মকর, রথ সকল তীরভূমি, পতাকা বিচিত্র তীরস্থিত মনোহর বৃক্ষ; প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি সকল ভুজঙ্গ; মজ্জা ও মাংস পঙ্ক; কবন্ধগণ ভেলক; কেশকলাপ, শৈবাল এবং যোধগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া ঘটোৎকচকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদ ও মহারথ পাণ্ডবগণকে দুঃখভাবে নিরীক্ষণ করত দ্রুপদপুত্র শত্রুঞ্জয়কে সংহার পূর্ব্বক দ্রুপদের অনুজ বলানীক, জয়ানীক ও জয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে পৃষধ্র ও চন্দ্রদেবকে নিহত করিয়া দশ শরে কুন্তিভোজের দশ পুত্রকে ও সুপুঙ্খশাণিত তিন শরে ক্ষত্রধর্ম্মকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর, ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম অন্তক শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর পরিত্যক্ত হইবা মাত্র ঘটোৎকচের হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরভূমি শরনিকরে ছিন্নকলেবর, নিহত ও নিপতিত নিশিদুষ্ট সদৃশ রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে নিতান্ত দুর্গম ও ভীষণ হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! তৎকালে আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, অপ্সরা ও দেবগণ অশ্বত্থামার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

প্রবৃত্ত হয়, তখন সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়াছিল। কেবল তুমি একাকী সর্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাট নগরের যুদ্ধসময়ে সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে। হে সূতনন্দন! তুমি একমাত্র মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; তবে কিরূপে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইতেছ? হে সূতপুত্র! আত্মশ্লাঘা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বীর পুরুষের কর্ত্তব্য, অতএব তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিয়া আপনার অকৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছ, কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না। তুমি মহাবীর অর্জ্জুনকে দৃষ্টিগোচর না করিতে এবং তাঁহার বাণের সম্মুখবর্ত্তী না হইতেই মহা গর্জ্জন করিয়া থাক, কিন্তু একবার ধনঞ্জয়ের শরে বিদ্ধ হইলে তোমার তর্জ্জন গর্জ্জন অতি দুর্লভ হইয়া উঠে। ক্ষত্রিয়েরা বাহুবল, ব্রাহ্মণগণ বাক্‌জাল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কার্ম্মুক দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু তুমি কেবল কল্পিত মনোরথ দ্বারাই শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাক। যে মহাবীর রুদ্রকে প্রীত করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহার সাধ্য?

হে মহারাজ! বীরপ্রধান মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্যের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে কৃপাচার্য্য! যথার্থ বীরপুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় নিরন্তর গর্জ্জন এবং ক্ষিতিরোপিত বীজের ন্যায় আশু ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সমরধুরন্ধর বীরগণের সমরাঙ্গনে আত্মশ্লাঘা করা আমার মতে কিছুমাত্র দোষাবহ নহে। যে ব্যক্তি যে ভারবহনে মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহায্য প্রদান করেন। আমি মনে যাহা কল্পনা করি, তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি যদি বৃষ্ণিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া গর্জ্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? দুর্দ্দম বীরগণ শারদ জলধরের ন্যায় কখনই বৃথা গর্জ্জন করেন না। তাঁহারা স্বীয় সামর্থ্যানুসারে গর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে গৌতম! আমি আজি রণে যত্নবান্ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব বলিয়াই গর্জ্জন করিতেছি। তুমি অচিরকালমধ্যেই আমার গর্জ্জনের ফল দর্শন করিবে। আমি আজি রণস্থলে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডুতনয়দিগকে বৃষ্ণিগণের সহিত নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে নিষ্কণ্টকে পৃথিবী প্রদান করিব।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে কর্ণ! আমি তোমার এই স্বেচ্ছাকৃত প্রলাপ বাক্য গ্রাহ্য করি না। তুমি সতত কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিয়া থাক, কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষসগণেরও অজেয় অর্জ্জুন ও বাসুদেব যাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পাণ্ডবগণের নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, দয়ালু, সত্যধর্ম্মনিরত, শিক্ষিতাস্ত্র, বুদ্ধিমান্, কৃতজ্ঞ এবং পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনায় নিরত। উঁহার ভ্রাতৃগণও মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্বী ও গুরুশুশ্রূষা সাধনপরতন্ত্র। আর দেখ, ইন্দ্রসম বিক্রম, একান্ত অনুরক্ত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দুর্ম্মুখপুত্র জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীর্ত্তিধর্ম্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, সুতেজন, শতানীক, চিত্রানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, রুদ্রধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জয়প্রিয়, বিজয়, লব্ধলক্ষ্য, জয়াশ্ব, স্বরবাহন, চন্দ্রোদয়, কামরথ, সপুত্র বিরাট ও তাঁহার ভ্রাতৃ সমুদায়, যমজ নকুল ও সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহারাজ দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য অনেক মহারথ যুদ্ধকার্য্যে উঁহার সাহায্য করিতেছেন। অতএব উঁহার কিছুতেই ক্ষয় হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্রবলে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, ভুজঙ্গ ও কুঞ্জরে পরিপূর্ণ এই সমুদায় পৃথিবী নিঃশেষিত করিতেও অসমর্থ নহেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন। হে সূতনন্দন! অমিত পরাক্রম বাসুদেব যাঁহাদের সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে কিরূপে সমরে পরাজয় করিবে? তুমি যে, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছ, ইহা নিতান্ত অন্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত কথা কহিলে সকলই সত্য। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত ও অন্যান্য বহুতর সদ্গুণ বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই। আর উঁহারা যে দেবগণ সমবেত দেবরাজ ইন্দ্র বা সমুদায় দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণেরও অজেয়; তদ্বিষয়ে আমি অণুমাত্র সংশয় করি না, কিন্তু দেবরাজ আমাকে এই যে অমোঘ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি ইহার প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারি। এক্ষণে আমি তদ্দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিব। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কদাচ জয়লাভ পূর্ব্বক এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা বিনষ্ট হইলে এই সসাগরা ধরণী অনায়াসে কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তিনী হইবে। হে আচার্য্য! সুনীতি বিস্তার করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমি আস্ফালন করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও সংগ্রামকার্য্যে অনিপুণ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার সাতিশয় পক্ষপাত আছে; এই নিমিত্ত তুমি আমাকে এইরূপ অপমান করিতেছ। যাহা হউক, যদি তুমি পুনরায় আমার প্রতি এইরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি খড়্গ দ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদন করিব। হে নির্ব্বোধ! তুমি কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের স্তুতি করিতে বাসনা করিতেছ। অতএব এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, শকুনি, দুর্ম্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্ররাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি ও তুমি; তোমরা যে যুদ্ধে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তথায় বিপক্ষ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হইলেও কি জয়লাভ করিতে পারে? ঐ সমুদায় কৃতাস্ত্র, মহাবলিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, যুদ্ধনিপুণ বীরগণ দেবগণকেও সমরে নিপাতিত করিতে পারেন, উঁহারা পাণ্ডবগণের নিধন ও কৌরবগণের বিজয় কামনায় বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহা হউক, বিক্রমসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জয়লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাবাহু ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন এবং সমধিক বলসম্পন্ন দেবগণেরও দুর্জ্জয় মহাবীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদক্ষিণ, রথিশ্রেষ্ঠ শল, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য মহাবীর সমরে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈব প্রতিকূলতাই এই বিনাশের মূল কারণ। হে পুরুষাধম! তুমি যে, নিরন্তর দুর্য্যোধনরিপু পাণ্ডবগণকে স্তব করিতেছ, তাহাদিগেরও ত সহস্র সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে। পাণ্ডব ও কৌরব এই উভয় পক্ষীয় সেনা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। হে নরাধম! তুমি পাণ্ডবগণকে সতত বলবান্ বলিয়া জ্ঞান কর; কিন্তু আমি তাহাদের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব, কিন্তু জয়লাভ দৈবায়ত্ত।

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সূতপুত্রকে মাতুল কৃপাচার্য্যের প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিংহ যেমন মত্তমাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া কহিলেন, রে নরাধম! মহাত্মা কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রকৃত গুণ সকল কীর্ত্তন করিতেছিলেন, কিন্তু তুমি বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রভাবে ইহার ভর্ৎসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। রে মূঢ়! তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া কিছুই লক্ষ্য করিতেছ না এবং ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে আপনার বল বীর্য্যের শ্লাঘা করিতেছ। যখন মহাবীর অর্জ্জুন তোমাকে পরাজয় করিয়া তোমার সমক্ষেই জয়দ্রথকে বিনাশ করিলেন, তৎকালে তোমার এই বীর্য্য ও অস্ত্র সমুদায় কোথায় ছিল। হে সূতকুলাঙ্গার! যিনি পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত কেন মনে মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ। সুররাজ সনাথ সমুদায় দেব ও অসুরগণ কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি সেই অপরাজিত অদ্বিতীয় বীরকে এই সমরে ভূপালগণের সহিত কিরূপে পরাজয় করিতে পারিবে। হে

দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার বল বীর্য্য অবলোকন কর। আমি অদ্য তোমার মস্তক ছেদন করিব। অশ্বত্থামা এই বলিয়া মহাবেগে তাঁহার শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

তখন কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! ঐ ব্রাহ্মণাধম নিতান্ত দুর্ম্মতি, উদ্ধত ও সমরশ্লাঘী; তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। ঐ দুরাত্মা এক্ষণে আমার ভুজবীর্য্য দর্শন করুক। অশ্বত্থামা কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন; সূতপুত্রের প্রতি কোপ প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনাকে এবং কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, মদ্ররাজ ও শকুনিকে অতি গুরুতর কার্য্য ভার বহন করিতে হইবে। ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের অভিমুখীন হইতেছে।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মনস্বী অশ্বত্থামাকে এইরূপে প্রসন্ন করিলে দ্রোণতনয় ক্রোধবেগ সম্বরণ করিলেন। তখন শান্তস্বভাব কৃপাচার্য্য অবিলম্বে মৃদুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! এক্ষণে আমরা তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়া বারংবার গর্জ্জন করত আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রথীপ্রধান তেজস্বী কর্ণ দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত কর্ণের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কেহ এই কর্ণ, কেহ কেহ কর্ণ কোথায় এবং কেহ কেহ অরে দুরাত্মন্ সূতনন্দন! রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ কর্ণকে অবলোকন পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে কহিতে লাগিলেন যে, যাবতীয় নৃপসত্তমগণ ঐ অল্পবুদ্ধি গর্ব্বিতচিত্ত সূতপুত্রকে সংহার করুন। উহার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অত্যন্ত বিপক্ষ, দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও সকল অনর্থের মূল, অতএব উহার প্রাণ সংহার কর। পাণ্ডবপ্রেরিত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা কহিতে কহিতে কর্ণ বিনাশার্থ ধাবমান হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রামবিজয়ী লঘুহস্ত বলবান্ সূতনন্দন সেই কালান্তক যমোপম অদ্ভুত সৈন্যসাগর ও মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে শরজালাকীর্ণ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন না, প্রত্যুত শরবর্ষণ পূর্ব্বক অরাতিসৈন্যগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ শরবর্ষণ ও শরাসন কম্পন পূর্ব্বক পূর্ব্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্ব্বক সেই ভূপালগণ-বিমুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র এরূপ অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষবর্গ সমরে যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

এইরূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শরসমূহ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদের যুগকাষ্ঠ, ঈষা, ছত্র, ধ্বজ ও ঘোটক সমুদায়ের উপর স্বনামাঙ্কিত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণশরনিপীড়িত ভূপালগণ ব্যাকুল চিত্তে শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য অশ্ব, সকল গজ ও রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ মস্তক সমুদায়ে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। যোধগণ ইতস্ততঃ নিহত, হন্যমান ও রোরুদ্যমান হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতি ভীষণ যমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ঐ দেখুন, মহাবীর কর্ণ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষ সমস্ত ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণ্ডব সেনাগণ কর্ণবাণে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখুন, অর্জ্জুন বীর সৈন্যগণকে কার্ত্তিকেয় নির্জ্জিত অসুরসেনার ন্যায় কর্ণশরে নির্জ্জিত দেখিয়া সূতপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইতেছে। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় যোধগণের সমক্ষে তাঁহাকে সংহার করিতে না পারে, আপনি এরূপ উপায় অবলম্বন করুন। দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিলে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও হার্দ্দিক্য দৈত্য সেনাভিমুখীন দেবরাজের ন্যায় অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সূতপুত্রের রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া পুরন্দর বৃত্রাসুরের প্রতি যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন-সহায় কর্ণ প্রতিনিয়ত অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা ও তাঁহাকে পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই ক্রুদ্ধ কালান্তক যম সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সহসা অবলোকন করিয়া কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! গজ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবেগে সমাগত সূতপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ সরল শর সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর ত্রিংশৎ শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক নারাচে তাঁহার বাম হস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ের ভীষণ নারাচের আঘাতে কর্ণের হস্ত হইতে সশর কার্ম্মুক বিনির্ম্মুক্ত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া নিমেষ মধ্যে অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কর্ণ-পরিত্যক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর প্রতিকার-পরায়ণ বীর দ্বয় শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। করিণীর নিমিত্ত বন্য মাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, তৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুনের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সত্বর তাঁহার করস্থিত কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ভল্লাস্ত্রে চারি অশ্বকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহাকে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং জীবিত রক্ষার্থ সত্বর সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ সূতপুত্রকে পরাজিত দেখিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণ করত কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণ! তোমাদের পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই, এই আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের বধার্থ সমরাঙ্গনে গমন করিতেছি। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনকে পাঞ্চালগণের সহিত বিনাশ করিব। আজি আমি গাণ্ডীবধারীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ যুগান্তকালের ন্যায় আমার বিক্রম দর্শন করিবে। আমার শরনিকর শলভশ্রেণীর ন্যায় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। আজি আমি শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে আমার সৈনিক পুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধর-বিমুক্ত জলধারার ন্যায় আমার শরধারা সন্দর্শন করিবে। হে বীরগণ! তোমরা অর্জ্জুন হইতে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান কর। আমি আজিই শানতপর্ব্ব সায়কনিচয় দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মকরালয় মহার্ণব যেমন তীরভূমি অতিক্রমণে অসমর্থ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজি আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য মহাবাহু দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছেন। উঁহাকে শীঘ্র নিবারণ কর, নচেৎ উনি

রাধেয়ের সমক্ষে অর্জ্জুনের শরে বিনষ্ট হইবেন। উনি যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন শরনিকরের পথবর্ত্তী না হইবেন, সেই অবধিই রণস্থলে জীবিত থাকিতে পারিবেন। অতএব উনি নির্ম্মোক-বিমুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ অর্জ্জুনশরে ভস্মীভূত না হইতে হইতেই উঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কর। হে মহাযশ! আমরা উপস্থিত থাকিতে দুর্য্যোধনের অসহায়ের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করা কোনক্রমেই উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন শার্দ্দূলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে উঁহার জীবন রক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইবে।

হে মহারাজ! অস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা মাতুলের বাক্য শ্রবণানন্তর সত্বর রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে গান্ধারিপুত্র! আমি সতত তোমার হিতানুষ্ঠানে যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমাকে অনাদর করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করা তোমার উচিত হইতেছে না. হে দুর্য্যোধন! অর্জ্জুনের পরাজয় নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে হইবে না। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর; এক্ষণে আমি ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতেছি।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আচার্য্য পাণ্ডবগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনিও প্রতিনিয়ত তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এক্ষণে আমার দুরদৃষ্ট বশতই হউক, বা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই হউক, রণস্থলে আপনার পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি অতিশয় লুব্ধস্বভাব, আমাকে ধিক্! বান্ধবগণ আমার সুখলাভের নিমিত্তই পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইতেছেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্যতিরেকে মহেশ্বর সম মহাবল পরাক্রান্ত শস্ত্রবিদগ্রগণ্য অন্য কোন্ বীর সমর্থ হইয়াও বিপক্ষগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। হে গুরুপুত্র! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হউন। দেবদানবগণও আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আপনি অনুচরবর্গের সহিত সোমক ও পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পশ্চাৎ আমরা আপনারই ভুজবলে পরিরক্ষিত হইয়া, অবশিষ্ট শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব। ঐ দেখুন, সোমক ও পাঞ্চালগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দাবানলের ন্যায় আমার সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অতএব আপনি উঁহাদিগকে এবং কেকয়গণকে নিবারণ করুন। নচেৎ উঁহারা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আপনি অবিলম্বেই উঁহাদিগকে বিনাশ করুন। এই কার্য্য এক্ষণেই হউক বা পরেই হউক, আপনাকেই সাধন করিতে হইবে। সাধুসিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনি পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার প্রভাবে সমগ্রা পৃথিবী পাঞ্চালশূন্য হইবে। হে ব্রহ্মন্! সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব আপনি অনুচরগণসমবেত পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও আপনার দৃষ্টিগোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। হে পুরুষপ্রবর! আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক ও পাণ্ডবেরা বলপ্রকাশপূর্ব্বক আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি গমন করুন। আর কালবিলম্ব করিবেন না। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। হে আচার্য্যকুমার! আপনি স্বীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবরাজ দৈত্যবধে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতিনিপাতনে যত্নবান্ হইলেন এবং আপনার পুত্র মহাবীর দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা যে আমার ও পিতার নিতান্ত প্রিয় এবং আমরা পিতা পুত্রেও যে তাহাদিগের প্রীতিভাজন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সংগ্রাম সময়ে সেরূপ ঘটনা নিতান্ত অসম্ভব। আমি কর্ণ, শল্য, কৃপ ও হার্দ্দিক্যের সহিত মিলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করত নিমেষমধ্যে পাণ্ডবসেনাদিগকে সংহার করিতে পারি। আর যদি অর্জ্জুন সংগ্রামে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণও নিমেষ মধ্যে কৌরবসেনা নিঃশেষিত করিতে পারে; কিন্তু আমরা উভয় পক্ষেই সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া পরস্পরের তেজঃপ্রভাবে পরস্পরের তেজ প্রশমিত হইতেছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে বলপূর্ব্বক বিপক্ষসেনা পরাজিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বলবীর্য্যশালী পাণ্ডুপুত্রগণ আপনাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তাহারা কেন না তোমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবে? তুমি নিতান্ত লুব্ধ, নিকৃতিপরায়ণ, সর্ব্ববিষয়ে শঙ্কিত, অভিমানী ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই সতত আমাদিগের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাক। যাহা হউক, আমি জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যত্নবান্ হইয়া তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে গমন করিতেছি। অদ্য আমি তোমার হিতসাধনার্থ পাঞ্চাল, সোমক, কেকয় ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক শত্রুর প্রাণসংহার করিব। অদ্য চেদি, পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে দগ্ধ হইয়া সিংহার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবে। অদ্য আমি সংগ্রামে এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব যে, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও সোমকগণ ইহলোক দ্রোণপুত্রময় অবলোকন করিবে। ধর্ম্মনন্দন পাঞ্চাল ও সোমকগণকে আমার বাণে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইবে। ফলতঃ অদ্য যে যে বীর আমার সহিত সংগ্রামে সমাগত হইবে, তাহাদের সকলকে সংহার করিব। তাহারা কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

হে মহারাজ! মহাবাহু অশ্বত্থামা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার হিতের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে নিবারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগিলেন এবং কেকয় ও পাঞ্চালগণকে কহিলেন, হে মহারথগণ! তোমরা স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করত হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে প্রহার কর। বীরগণ দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় সকলেই তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডুতনয়দিগের সমক্ষেই তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদের দশ জনকে ভূমিসাৎ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ অশ্বত্থামার শরে তাড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেঘগম্ভীর নিস্বন, স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত, সমরে অপরাঙ্মুখ একশত রথারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রোণপুত্রের প্রতি গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে নির্ব্বোধ আচার্য্যপুত্র! সামান্য যোধগণকে বিনাশ করিলে কি হইবে, যদি বীরপুরুষ হও, তবে আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার প্রাণসংহার করিব; তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর। প্রবল প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামার প্রতি মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। মধুলোলুপ ভ্রমরগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষে গমন করে, তদ্রূপ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করিল। তখন শরপাণি মহাবীর দ্রোণপুত্র এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পাদাহত পন্নগের ন্যায় ক্রোধভরে অসম্ভ্রান্তচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি স্থির হইয়া মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর; আমি অবিলম্বেই নারাচ দ্বারা তোমাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।

অরাতিপাতন অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে একবারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালতনয় দ্রোণপুত্রের শরনিকরে এইরূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করত কহিলেন, হে বিপ্রতনয়! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় বিশেষ অবগত নহ। আমি অগ্রে দ্রোণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; তন্নিমিত্ত দ্রোণ জীবিত থাকিতে তোমাকে বিনাশ করিলাম না। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী সুপ্রভাত হইলে অগ্রে তোমার পিতাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব; অতএব এই সময়ে স্থিরচিত্তে পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি ও কৌরবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তুমি জীবিত থাকিতে কখনই আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। হে নরাধম! যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হয়, তোমার ন্যায় সে ক্ষত্রিয়েরই বধ্য হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, দ্রোণ-

গুরু অশ্বত্থামা তাঁহাকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া ক্রোধারুণ লোচনে দগ্ধ করতই যেন, ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনা পরিবৃত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের শরনিপাতে নিপীড়িত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র কম্পিত হইলেন না; প্রত্যুত বীর্য্য কার্ম্মুক অবলম্বন করিয়া অশ্বত্থামার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রোষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় প্রাণপণে পরস্পর পরস্পরের শরসন্নিপাত নিবারণ ও চারিদিকে বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণ প্রভৃতি আকাশচারিগণ অশ্বত্থামা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর বধার্থী বিকট বেশ বীরদ্বয় শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া অলক্ষিতরূপে অতি সুন্দর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বধে কৃতসংকল্প হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগকে অরণ্যমধ্যস্থ বারণদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! সেই বীরদ্বয়ের ভয়জনক তুমুল যুদ্ধকালে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ, শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে কিয়ৎক্ষণ কাহারই জয় পরাজয় লক্ষিত হয় না।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের কোদণ্ড, ধ্বজদণ্ড, ছত্র, অশ্ব চতুষ্টয়, পার্ষ্ণিরক্ষকদ্বয় ও সারথিকে ছেদন করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর নিকর বিস্তার পূর্ব্বক সহস্র সহস্র পাঞ্চালসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বত্থামার সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইল। তখন অশ্বত্থামা এককালে এক এক শত শরে এক এক শত পাঞ্চালকে ও সুশাণিত তিন তিন শরে তিন তিন মহাবীরকে সংহার করত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই বহুসংখ্য পাঞ্চালকে বিনাশ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তাঁহাদিগের রথধ্বজ সমুদায় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বর্ষাকালীন নীরদের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। হুতাশন যেমন যুগান্তকালে ভূত সমুদায়কে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র বহুসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন কৌরবগণ সেই অরাতিনিপাতন সুররাজসদৃশ দ্রোণপুত্রকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীম অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সহিত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয় পক্ষে বীরজনের ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর ভীম দুর্জ্জয় অভীষাহ ও শূরসেনদিগকে শরনিকরে ছেদন করিয়া রুধির ধারায় ধরাতল কর্দ্দমময় করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়, যৌধেয়, অদ্রিজ, মদ্রক ও মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। দ্বিরদগণ বেগগামী নারাচনিকরে সমাহত হইয়া বিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। করিশুণ্ড সকল খণ্ড খণ্ড ও ইতস্ততঃ বিলুণ্ঠমান হওয়াতে সমরভূমি জঙ্গম ভুজঙ্গ সমুদায়ে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনক চিত্রিত ছত্র সকল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমরভূমি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ সমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল।

ঐ সময় দ্রোণের রথাভিমুখে নির্ভয়ে সংহার কর, প্রহার কর, ছিন্ন কর ও ছেদন কর ইত্যাকার ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, সমীরণ যেমন মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণের অস্ত্রপ্রভাবে সমাহত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংখ্য রথারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুন আচার্য্যের দক্ষিণ পার্শ্ব ও ভীমসেন বাম পার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পাঞ্চালগণ, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও সোমকগণ ভীম ও অর্জ্জুনের অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষ মহারথগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণের সাহায্যার্থ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তৎকালে দিঙ্মণ্ডল চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত এবং সৈন্যগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই সুযোগে সেই কৌরব সৈন্যদিগকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোন কোন বর্ম্মধারী ও বাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে তখন মহাবীর দ্রোণ, রাজা দুর্য্যোধন ও অন্যান্য যোধগণ কোনক্রমে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধভরে সারথিকে কহিলেন, সূত! অবিলম্বে আমাকে সোমদত্তসমীপে সমানীত কর; আমি নিশ্চয় কহিতেছি, ঐ কৌরবাধমের প্রাণ সংহার না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইব না। সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মনোমারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, স্বর্ণালঙ্কৃত সিন্ধুদেশীয় অশ্ব সমুহ পরিচালন করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে দৈত্যবধোদ্যত সুররাজের অশ্বগণ তাঁহাকে যেরূপ বহন করিয়াছিল, সাত্যকির অশ্বগণও তাঁহাকে তদ্রূপ বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবাহু সোমদত্ত সাত্যকিকে মহাবেগে সংগ্রামাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া বারিধারার ন্যায় শরবর্ষণ পূর্ব্বক জলধর দিনকরকে যেরূপ আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকিও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কুরুশ্রেষ্ঠ সোমদত্তকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সোমদত্ত যুযুধানকে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও তাঁহাকে নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা তৎকালে রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরকে দগ্ধ করতই যেন রথমার্গে মণ্ডলাকারে বিচরণ পূর্ব্বক বারিবহ অম্বুদের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ বীর দ্বয় শরসংছিন্ন কলেবর হইয়া শল্লকী দ্বয়ের ন্যায়, স্বর্ণপুঙ্খ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোতাবৃত বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় এবং শরসন্দীপিত কলেবর হইয়া উল্কা সমবেত কুঞ্জর দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহারথ সোমদত্ত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদনপূর্ব্বক প্রথমত তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বর সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সোমদত্তকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে ভল্ল দ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সোমদত্ত স্বীয় ধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক নতপর্ব্ব স্বর্ণপুঙ্খ শতবাণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ সোমদত্তও সত্বর অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া যুযুধানকে শরনিকরে আবৃত করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, সোমদত্ত তাঁহাকে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন যুযুধানের রক্ষার্থ সোমদত্তকে দশবাণে আহত করিলেন। সোমদত্ত তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভীমসেনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সুদৃঢ় ভীষণ পরিঘাস্ত্র পরি-

স্যাৎ করিলেন। কুরুকুলোত্তম সোমদত্ত তদ্দর্শনে হাস্যমুখে সেই ঘোরদর্শন শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লৌহ নির্ম্মিত বৃহৎ শরাসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বজ্রবিদারিত ভূধরশিখরের ন্যায় পতিত হইল।

অনন্তর মহারথ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এক ভল্লে সোমদত্তের শরাসন ও পাঁচ শরে শরমুষ্টি ছেদন করিয়া চারি বাণে তুরঙ্গমগণকে শমনসদনে প্রেরণ করত আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ অতি ভয়ানক স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শৈনেয় নিমুক্ত শর শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত হইল। মহারথ সোমদত্ত সাত্যকির সেই শরপ্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সোমদত্তকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল।

এ দিকে পাণ্ডবগণ সমুদায় প্রভদ্রক ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে দ্রোণসৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই তাঁহার সৈনিক পুরুষদিগকে বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে দ্রুতবেগে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ সাত বাণে বিদ্ধ করিলে রাজা যুধিষ্ঠিরও ক্রোধভরে দ্রোণকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভারদ্বাজ যুধিষ্ঠিরের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ ও কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র শরে দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। দ্বিজোত্তম দ্রোণাচার্য্য এই রূপে যুধিষ্ঠিরের শরনিকরে নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল রথোপরি অবসন্ন হইয়া রহিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত যুধিষ্ঠির নির্ভীক চিত্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই বায়ব্যাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া আচার্য্যের সুদীর্ঘ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ক্ষত্রমর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য সত্বর অন্য কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শাণিত ভল্লে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন, উনি সর্ব্বদা আপনার গ্রহণে যত্ন করিতেছেন, অতএব উঁহার সহিত সংগ্রাম করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ যিনি উঁহার বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিই উঁহার বধসাধন করিবেন। অতএব আপনি আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করুন। নরপতিরা ভূপাল ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধাভিলাষ করেন না। অতএব যে স্থানে মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন।

অরাতিনিপাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দ্রুতবেগে ভীমসেন সমীপে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় কৌরব সৈন্য সংহার করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বর্ষাকালীন মেঘ গর্জ্জন সদৃশ রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অরাতিনিপাতন ভীমসেনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও সেই প্রদোষ সময়ে পাঞ্চালগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভয়ানক যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত এবং অন্ধকার ও পাংশুপটল প্রভাবে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছাদিত হইলে ক্ষত্রিয়প্রধান যোদ্ধৃগণ পরস্পরকে আর নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অনুমান দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ এবং ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি ইঁহারা উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা চারিদিকে ধাবমান হইল এবং ভয়ে ভীত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। মহারথগণও সেই ঘোরতর অন্ধকারে একান্ত বিমোহিত হইয়া সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই ঘোরতর রুধির পরিপূর্ণ, সমরস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সেই অন্ধকারপ্রভাবে তোমাদিগকে এইরূপে আলোড়িত করিলে তোমরা হীনতেজ হইয়া কি রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলে? আর কিরূপেই বা সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অস্মৎ পক্ষীয় ও পাণ্ডুপক্ষীয় সৈন্যগণ দৃষ্টিগোচর হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময়ে সেনাপতিগণ দ্রোণের আদেশানুসারে হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ উহার অগ্রে, শল্য পশ্চাদ্ভাগে এবং অশ্বত্থামা ও শকুনি পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই সৈন্যগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত পদাতিদিগকে সাধুবাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে পদাতিগণ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রজ্বলিত দীপ সমুদায় গ্রহণ কর। পদাতিগণ তাঁহার আদেশানুসারে হৃষ্ট মনে প্রদীপ গ্রহণ করিল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নরগণও কুতূহল সহকারে নভোমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্দেবতারা এবং মহর্ষি নারদ ও পর্ব্বত দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠানার্থ সুগন্ধি তৈলসংযুক্ত প্রদীপ সকল অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্য সকল অগ্নিপ্রভা এবং মহার্হ আভরণ ও প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত মার্জ্জিত দিব্য শস্ত্রপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতিরথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। তখন সেই দীপমালা আপনার সৈন্যগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সৈন্যগণ প্রদীপহস্ত পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল।

এইরূপে সেই সৈন্যগণ প্রকাশিত হইলে হুতাশন সদৃশ তেজস্বী দ্রোণ তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। প্রদীপপ্রভা সুবর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, বিশুদ্ধ তূণীর ও শস্ত্র সমুদায়ে প্রতিফলিত হইয়া রশ্মিজাল দ্বারা সমধিক আলোক বিস্তার করিল। তখন যোদ্ধাদিগের ছত্র, চামর, অসি, প্রদীপ মহোল্কা ও দোদুল্যমান সুবর্ণমালা সকল সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সৈন্য শস্ত্র, দীপ ও আভরণ প্রভায় সাতিশয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শোণিতসিক্ত শাণিত শস্ত্র সমুদায় বীরগণ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। শত্রুসংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান কম্পিত কলেবর মনুষ্যগণের মুখমণ্ডল সমীরণ সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পাদপপূর্ণ মহারণ্য সহসা অনলপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইলে দিবাকরের প্রভা যেমন সমধিক হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ভয়ঙ্কর কালে কৌরব সৈন্যগণের প্রভা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠিল।

তখন পাণ্ডবগণ ও কৌরব পক্ষীয় বল সমুদায় দীপমালায় শোভিত হইয়াছে অবগত হইয়া, স্বীয় সৈন্যমধ্যে পদাতিগণকে প্রতিবোধিত করিয়া সেই রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতি গজে সাত সাত, প্রত্যেক রথে দশ দশ, প্রতি অশ্বের পৃষ্ঠে দুই দুই প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। ধ্বজ এবং সমস্ত সেনার পার্শ্ব, পশ্চাৎ, অগ্র ও মধ্যভাগে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইল। হে রাজন্! এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর এবং পদাতিগণের হস্তে অসংখ্য দীপ থাকাতে পাণ্ডবসেনা আলোকময় হইল। হে মহারাজ! সেই সমুদায় সৈন্য প্রদীপ উদ্ভাসিত হইয়া দিবাকরাভিভূত হুতাশনের ন্যায় সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় প্রদীপপ্রভা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্ সমুদায়ে অতিব্যাপ্ত হইল। আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায় সুস্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ নভোমণ্ডলগত আলোকপ্রভাবে উদ্বোধিত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তখন সেই সংগ্রামস্থল দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ এবং যুদ্ধনিহত দেবলোক প্রস্থানোদ্যত যোধগণে একান্ত সমাকুল হইয়া স্বরলোক সদৃশ হইল।

নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে সাত শরে নিপীড়িত করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহার কার্ম্মুক ও শরমুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি তীক্ষ শাণিত ভল্ল প্রয়োগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত ভল্ল কৃতবর্ম্মার মহামূল্য হেমপৃষ্ঠ কবচ ভেদ করিয়া বল্মীক মধ্যে প্রবিষ্ট ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর হার্দ্দিক্য নিমেষ মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তৎপরে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার প্রতি এক ভুজগ সদৃশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই পাণ্ডব প্রেরিত হেম চিত্রিত শক্তি হার্দ্দিক্যের দক্ষিণ ভুজদণ্ড ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে হার্দ্দিক্যকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর মহাবীর হার্দ্দিক্য তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হার্দ্দিক্যও এক নিশিত ভল্ল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির এক স্বর্ণদণ্ড তোমর গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য যুধিষ্ঠির পরিত্যক্ত তোমর সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে শরনিকরে ধর্ম্মনন্দনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বর্ম্মের উপরি অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণালঙ্কৃত বর্ম্ম হার্দ্দিক্য শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট তারকা স্তবকের ন্যায় ধরাতলে খলিত হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মার শরে ছিন্নধন্বা, রথ শূন্য ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য ধর্ম্মপুত্রকে পরাজয় করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য সমুদায় রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ভূরি মহাবীর ভূরি সমাগত মত্তমাতঙ্গ সদৃশ মহারথ সাত্যকিকে নিবারণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত পাঁচ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে তাঁহার দেহ শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলোদ্ভব ভূরিও যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। এই রূপে সেই ক্রোধান্ধ অন্তক সদৃশ মহাবীরদ্বয় যোধাকুল সমরে শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত এবং সুদারুণ শরবৃষ্টি দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল তাঁহাদের সমানরূপ যুদ্ধ হইল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি হাসিতে হাসিতে মহাত্মা ভূরির কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরি শত্রুশরে ছিন্নশরাসন ও অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি শত্রুশরে শরাসনহীন হওয়াতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহাবেগে ভূরির বিপুল বক্ষঃস্থলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভূরি সেই সাত্যকি নিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে চূর্ণ কলেবর হইয়া আকাশভ্রষ্ট তীব্র রশ্মি মঙ্গল গ্রহের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ মনে যুযুধানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত জলধর যেরূপ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে সাত্যকির রথাভিমুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! তুমি ঐ স্থানে অবস্থান কর, প্রাণসত্ত্বে আমার নিকট হইতে অন্তত গমন করিতে সমর্থ হইবে না। কার্ত্তিকেয় যেমন মহিষকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি আমি তোমাকে বিনাশ করিব। হে অনঘ! আমি অদ্যই তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনীত করিব, এই কথা বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট কেশরী যেমন করীন্দ্রকে আক্রমণ করিতে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং জলধর যেমন ধরাতলে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর রথাক্ষপরিমিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রোণপুত্র আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা সেই রাক্ষস-নির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া তাহার উপর এক শত মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঘটোৎকচ আচার্য্যপুত্রের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমরমধ্যে সলোম শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অশনিসম শব্দায়মান ভীষণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, নালীক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শর সমূহে অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা অনাকুলিত চিত্তে দিব্য মন্ত্রপূত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমীরণ যেমন জলধরপটল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস নির্ম্মুক্ত অশনিসদৃশ সুদুঃসহ শরজাল নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন, অন্তরীক্ষে শর সমুদায় পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। সেই বীর দ্বয় নির্ম্মুক্ত শর সমুদায়ের পরস্পর সংঘর্ষে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন খদ্যোতশ্রেণী সন্ধ্যা সময়ে নভোমণ্ডলে বিচিত্রিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে দ্রোণপুত্র শরজাল দ্বারা দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার পুত্রগণের হিতার্থ ঘটোৎকচকে অসংখ্য শরে সমাকীর্ণ করিলেন।

অনন্তর সেই ঘোরতর রজনীযোগে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নি সদৃশ দশ বাণে দ্রোণনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা গাঢ়তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত পাদপের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিলেন এবং মোহপ্রাপ্ত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ দ্রোণতনয়কে নিহত বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামাকে তদবস্থ দেখিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা সংজ্ঞালাভ করিয়া বামকরে কার্ম্মুক গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে এক যমদণ্ডোপম ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুপুঙ্খ শর রাক্ষসের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ দ্রোণী নির্ম্মুক্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও মোহাবিষ্ট হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। তখন সারথি তাঁহাকে বিমোহিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে অশ্বত্থামার নিকট হইতে অপবাহিত করিল। মহারথ অশ্বত্থামা এই রূপে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও যোধ সমুদায় কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় সমধিক তেজঃসম্পন্ন হইলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেনকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নয় শরে বিদ্ধ করিলে তিনি তাঁহাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা উভয়ে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন পাঁচ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম নিশিত শরে কুরুরাজের ধ্বজ ও কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে সপ্ততিসংখ্যক নতপর্ব্ব শরে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে নিশিত শরনিকরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুর্য্যোধন বিমুক্ত শর সমুদায় ছেদন করিয়া তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা ভীমের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে নিশিত সাত শরে বিদ্ধ করিয়া অদ্ভুত লাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সত্বর তাঁহার সেই কার্ম্মুকও ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পুত্র অহঙ্কারী দুর্য্যোধন পাঁচ বার ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন বারংবার শরাসন ছিন্ন হওয়াতে সংগ্রামে নি

ক্রুদ্ধ হইয়া এক স্বর্ণ লৌহময় অদ্ভুত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্র-সন্নিভা মৃত্যু সদৃশ সমপ্রভ ভীমবেগ-শক্তি নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত করিয়াই যেন দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন যোধগণের সমক্ষে উহা অর্দ্ধ পথে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে মহাবেগে দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া এক প্রভা বিশিষ্ট গুরুতর গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে কুরুরাজের রথ অশ্বগণ ও সারথির সহিত চূর্ণ হইয়া গেল। তখন দুর্য্যোধন ভীমের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক মহাত্মা নন্দকের রথে সমারূঢ় হইলেন। ভীমসেন সেই রজনীতে মহারথ দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া কৌরবগণকে ভর্ৎসন করতঃ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার সেনাগণও নরপতিকে মৃত বোধ করিয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষীয় যোধগণের আর্ত্তনাদ ও মহাত্মা ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া মহাবেগে বৃকোদর সমীপে আগমন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য, সৃঞ্জয় ও চেদি গণ দ্রোণের বিনাশ বাসনায় সুসজ্জিত হইয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর ঘোর তিমির নিমগ্ন পরস্পর প্রহার নিরত যোধগণের সমক্ষে বিপক্ষ দলের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সহদেবকে দ্রোণসন্নিধানে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহাকে প্রথমতঃ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কর্ণও তাঁহাকে নতপর্ব্ব শত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার জ্যাসম্পন্ন কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীপুত্র সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে শরনিকরে সহদেবের অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া অবিলম্বে ভল্লাস্ত্রে সারথিকে সংহার করিলেন। তখন সহদেব রথশূন্য হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া এক স্বর্ণ খচিত অতি গুরুতর ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই সহদেব প্রেরিত গদা আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সহদেব গদা নিষ্ফল হইল দেখিয়া সত্বর কর্ণের প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলে সূতপুত্র শরনিকরে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর মাদ্রীতনয় সত্বর রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এক রথচক্র পরিত্যাগ করিলেন। সূতনন্দন সেই কালচক্র সদৃশ রথচক্র আগমন করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব তাঁহার প্রতি ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র, বিবিধ যুগ, হস্ত্যঙ্গ এবং নিহত অশ্ব ও মনুষ্য সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ণও শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীতনয় আপনাকে আয়ুধশূন্য ও কর্ণের শরনিকরে নিবারিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ক্ষণকাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হাস্যমুখে অতি নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে সহদেব! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রথিগণের সহিত কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে মাদ্রেয়! তুমি আমার বাক্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। মহাবীর কর্ণ সহদেবকে এই কথা বলিয়া কার্ম্মুক কোটি দ্বারা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করত পুনরায় কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, ধনঞ্জয় পরম যত্ন সহকারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; একণে তুমি অবিলম্বে তাহার সন্নিধানে, না হয়, গৃহাভিমুখে গমন কর।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ সহদেবকে এই রূপ কহিয়া হাস্যমুখে পাঞ্চাল সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়াই মৃতকল্প সহদেবকে বিনাশ করিলেন না। তখন সহদেব কর্ণশরে নিপীড়িত, বাক্‌শল্যে বিদ্ধ ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং সত্বর পাঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর মদ্ররাজ দ্রোণাচার্য্যের আক্রমণার্থ সসৈন্যে সমাগত বিরাট নৃপতিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, একণে ঐ দুই মহাধনুর্দ্ধরের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মদ্ররাজ সত্বর নতপর্ব্ব শত শর দ্বারা সেনাপতি বিরাট নৃপতিকে আঘাত করিলে বিরাটরাজ প্রথমতঃ শাণিত নব শরে মদ্ররাজকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিসপ্ততি ও তৎপরে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য বিরাটরাজের চারি অশ্ব বিনাশ পূর্ব্বক দুই বাণে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিরাট নৃপতি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর শতানীক স্বীয় সহোদর বিরাটকে অশ্বহীন অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে রথারোহণে মদ্ররাজ সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত দেখিয়া ক্ষণকাল শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শতানীক নিহত হইলে মহারথ বিরাট তাঁহার রথে আরোহণ করিয়া নয়ন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশ করত শরনিকরে মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য ক্রোধভরে সেনাপতি বিরাটরাজের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিরাট নৃপতি শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রথোপরি অবসন্ন ও মূর্চ্ছাগত হইলেন। সারথি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সত্বর সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিল। তখন সেই বহুল পাণ্ডব সৈন্য শল্যশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব তদ্দর্শনে সত্বর শল্যসন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন রাক্ষসরাজ অলম্বুষ তুরঙ্গবদন ঘোর দর্শন পিশাচগণে সংযুক্ত, রক্তার্দ্র ধ্বজপতাকা পরিশোভিত, মাল্য বিভূষিত, ঋক্ষচর্ম্ম সংবৃত, বিচিত্র পক্ষ, বিকটাক্ষ, অনবরত শব্দায়মান, গৃধ্ররাজ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, উন্নত ধ্বজ দণ্ড সম্পন্ন ও অষ্ট চক্র বিশিষ্ট, লৌহময় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দুই জনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শৈলরাজ যেমন সমীরণের গতিরোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিদলিত অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ রাক্ষসরাজ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন অলম্বুষের সহিত অর্জ্জুনের গৃধ্র, কাক, বক, উলূক, কঙ্ক ও গোমায়ুগণের হর্ষবর্দ্ধন, দর্শকগণের প্রীতিকর, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন ছয় শরে রাক্ষস অলম্বুষকে নিপীড়িত ও শাণিত দশ বাণে তাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন শরে তাহার সারথি, তিন শরে ত্রিবেণু, এক শরে কার্ম্মুক ও চারি শরে অশ্বচতুষ্টয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস অলম্বুষ পুনরায় জ্যাসম্পন্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া তাহাকে নিশিত চারি শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষ অর্জ্জুন শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অলম্বুষকে পরাজয় করিয়া কুঞ্জর, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বে দ্রোণ সন্নিধানে ধাবমান হইলেন। দ্রোণসৈন্যগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সমীরণোন্মূলিত মহীরুহ সমুদায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত মৃগযূথের ন্যায় সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র চিত্রসেন নকুলপুত্র শতানীককে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে দেখিয়া তাঁহার

নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুলনন্দন নারাচাস্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়িত করিলে চিত্রসেন তাঁহাকে প্রথমতঃ নিশিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুলকুমার নতপর্ব্ব শরনিকরে চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্ম্মবিহীন হইয়া নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নকুলতনয় সুনিশিত শরজাল দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহারথ চিত্রসেন বর্ম্মহীন ও শরাসন বিহীন হইয়া ক্রোধভরে অরাতিনিবারণ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শতানীককে নতপর্ব্ব শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শতানীক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন বলবান্ চিত্রসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নকুলতনয়কে পঞ্চবিংশতি শরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার স্বর্ণমণ্ডিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথি, রথ ও শরাসন বিহীন হইয়া মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণপুত্র বৃষসেন মহারথ দ্রুপদকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন ষষ্টি শরে কর্ণপুত্রের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেনও রোষাবিষ্ট হইয়া রথস্থ দ্রুপদরাজের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া সলোম শল্লকী দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। স্বর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব সরল শরনিকরের আঘাতে তাঁহাদের দেহের শোণিতাক্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় ও বিকসিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন দ্রুপদকে প্রথমতঃ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ততি ও তৎপরে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক এক বারে সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করত বর্ষমাণ মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা বৃষসেনের শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য এক স্বর্ণমণ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে স্বর্ণবদ্ধ নিশিত ভল্ল বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সংযোজন পূর্ব্বক সোমকগণকে ভীত করত দ্রুপদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষসেন নিক্ষিপ্ত ভল্ল দ্রুপদরাজের হৃদয় ভেদ করিয়া বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যজ্ঞসেন সেই ভল্লের আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। সারথি আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহারথ, পাঞ্চালরাজ সমর পরিত্যাগ করিলে কৌরব সৈন্যেরা সেই ভীষণ রজনীযোগে বর্ম্মহীন দ্রুপদসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে প্রদীপ সকল ইতস্ততঃ প্রজ্বলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মেঘশূন্য আকাশমণ্ডল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বিদ্যুদাম্বরঞ্জিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তারকাসুরের সংগ্রাম সময়ে দানবগণ যেমন ইন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ সোমকগণ বৃষসেনের শরনিকরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণতনয় তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র নরপতি মধ্যে কেবল বৃষসেন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণনন্দন সোমক মহারথদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র মহারথ দুঃশাসন প্রতিবিন্ধ্যকে অরাতিনিধনে নিতান্ত তৎপর দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয় সংগ্রামার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলস্থ বুধ শুক্রাচার্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর দুঃশাসন অতি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য দুঃশাসনের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং দুঃশাসনকে প্রথমতঃ নয় ও তৎপরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র তীক্ষ্ণ শরনিকরে প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার রথ, পতাকা, তূণীর, রশ্মি ও যোক্ত, সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা প্রতিবিন্ধ্য রথবিহীন হইয়াও শরাসন হস্তে অবস্থান পূর্ব্বক অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত আপনার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন ক্ষুরপ্র অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া তাঁহাকে দশ শরে তাড়িত করিলেন। অনন্তর প্রতিবিন্ধ্যের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে রথবিহীন অবলোকন করিয়া বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। তখন প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতসোমের ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয়েরা দুঃশাসনের সাহায্যার্থ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রজনীযোগে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যমরাজ্য বর্দ্ধন তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল সুবলনন্দন নকুলকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন সেই বদ্ধবৈর মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে সংহার করিবার মানসে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল যেরূপ শর প্রয়োগ করিলেন, শকুনিও স্বীয় শিক্ষা বল প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্রূপ শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় শরনিকরে সমাচ্ছন্ন কলেবর হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকী ও শাল্মলী বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহাদের বর্ম্ম শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন ও কলেবর রুধিরধারায় সমাকুল হওয়াতে তাঁহাদিগকে বিচিত্র কল্পবৃক্ষ ও বিকসিত কিংশুক পাদপ দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা লোচনযুগল বিস্তার পূর্ব্বক রোষানলে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন, কুটিলভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুবলতনয় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে নিশিত কর্ণি দ্বারা নকুলের হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুল তন্নিক্ষিপ্ত কর্ণি অস্ত্রে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথমধ্যে বিবশ ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুনি সেই প্রবল বৈরী নকুলকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক ব্যাদিত বদন কৃতান্তের ন্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাকে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া শত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সশর শরাসনের মুষ্টিদেশ দুই খণ্ডে ছেদন পূর্ব্বক সত্বর ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পীত নিশিত একমাত্র শরে তাঁহার উরুদ্বয় ভেদ করিয়া সপক্ষ শ্যেনের ন্যায় তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রথমধ্যে নিপাতিত করিলেন। তখন সুবলতনয় নকুল-নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নায়ক যেমন কামিনীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ ধ্বজযষ্টি আলিঙ্গন পূর্ব্বক রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন ও রথমধ্যে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সেনামুখ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবেরা পরমাহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল এইরূপে শকুনিকে পরাজয় করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত! তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে সমানীত কর। সারথি তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রোণাভিমুখে অশ্ব চালন করিতে লাগিল।

এ দিকে কৃপাচার্য্য মহাবল শিখণ্ডীকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে মহাবেগে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। শিখণ্ডী কৃপকে দ্রোণের সাহায্যার্থ দ্রুত বেগে আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নববাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের প্রিয়কারী কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে প্রথমতঃ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরাসুর ও সুররাজ

চন্দ্রের যেরূপ রূপ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীর যুবক তদ্রূপ, শোভমান হইতে লাগিল। আমরা বারংবার সূর্য্যের ন্যায় মহোজ্জ্বল শরবৃষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! তখন সেই যুদ্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠিল। যোদ্ধাদিগের সেই অনুপম যোর রজনী কালরাত্রির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কৃপাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিয়া শাণিত শর বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি কনকদণ্ড, অকুণ্ঠিতাগ্র, কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সেই আচার্য্য নিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিখণ্ডী সেই আচার্য্য-নির্মুক্ত শরজাল প্রভাবে অবসন্ন হইয়া রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাঁহাকে অবসন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রুপদতনয়কে একান্ত অবসন্ন ও সমরে বিমুখ অবলোকন করিয়া সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আপনার আত্মজগণও বহুল বল সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরস্পর সম্মুখীন রথিগণের মেঘগর্জ্জন সদৃশ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অশ্বারোহী ও গজারোহিগণ পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সংগ্রামস্থল অতি দারুণ হইয়া উঠিল। ধাবমান পদাতিগণের পদভরে মেদিনী ভয়কম্পিত কামিনীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। যেমন বায়সেরা পতঙ্গ সমুদায় আক্রমণ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী রথে সমারূঢ় রথিগণ রথীদিগকে, গজারোহিগণ মাতঙ্গদিগকে, যোধিত অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগকে ও পদাতিগণ পদাতিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই রাত্রিযোগে সৈন্যগণের মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমনে নিরন্তর সমরাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। রথ, হস্তী ও অশ্বগণের উপরিস্থিত প্রদীপ সকল অন্তরীক্ষস্থিত মহোল্কা সমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধতমসাবৃত তমস্বিনী প্রদীপপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া দিবসের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন জগদ্ব্যাপ্ত গাঢ় তিমির বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই প্রজ্বলিত প্রদীপ সকল সমরভূমির ঘোরান্ধকার নিরাকৃত করিয়া ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিল। সেই আলোকপ্রভাবে বীরগণের শস্ত্র, বর্ম্ম ও মণি সমুদায়ের প্রভাজাল তিরোহিত হইল। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রাত্রি যুদ্ধে যোধগণ আত্মপরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। তখন মোহ বশতঃ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মিত্র মিত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং আত্মীয়গণ আত্মীয়গণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম মর্য্যাদাশূন্য ও ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদৃঢ় শরাসন ধারণপূর্ব্বক বারংবার জ্যাকর্ষণ করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্যের স্বর্ণ বিভূষিত রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরাও পরম যত্ন সহকারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই রজনীযোগে উভয় পক্ষীয় সেনা সমবেত হইলে তাহাদিগকে বাতাহত, ক্ষুব্ধ, অতি ভীষণ সমুদ্র যুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের বক্ষঃস্থলে পাঁচ শর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য শরনিক্ষেপিত শরে দ্রুপদতনয়কে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণশরবিদ্ধ প্রবল প্রতাপ ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধে অধরোষ্ঠ দংশন করত আচার্য্যের বিনাশ বাসনায় অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া দ্রোণের প্রতি এক জীবিতান্তকারী ঘোরতর শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত শর উদিত দিবাকরের ন্যায় সৈন্য সমুদায়কে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণ সেই ঘোরতর শর সন্দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নির্মুক্ত শর আচার্য্য রথসমীপে না আসিতে আসিতেই দ্বাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শর ছেদন করিয়া তাঁহাকে শাণিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পাঁচ, দ্রোণ পাঁচ, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্য্যোধন বিংশতি ও শকুনি পাঁচ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে দ্রোণের পরিত্রাণার্থী সাত মহারথীর শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করত তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর দ্রুমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে থাক্ থাক্ বলিয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রুমসেনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ স্বর্ণপুঙ্খ প্রাণনাশক তিন শর নিক্ষেপ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিলেন। পরিপক্ক তাল ফল যেমন বাতাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্রুমসেনের দংশিতাধর মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় বীরগণকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক ভল্লে বিচিত্র যোদ্ধা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গুল ছেদন সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ স্বীয় শরাসন ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে অন্য ছয় মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া পাঞ্চাল পুত্রের বিনাশ বাসনায় তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব পক্ষীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে অবস্থিত হইলে যোধগণ তাঁহাকে কালকবলে নিপতিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যার্থ শর বর্ষণ করত তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। কর্ণ যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি শূরগণের সমক্ষে কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিও না, ঐ স্থানে অবস্থান কর, বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলি ও বাসবের ন্যায় বলবান্ সাত্যকি ও মহাত্মা কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয়প্রধান সাত্যকি রথনির্ঘোষে ক্ষত্রিয়গণকে ভীত করিয়া রাজীবলোচন রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও শরাসন শব্দে বসুধা কম্পিত করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপাঠ, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর যুযুধানও কর্ণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সমভাবে হইল। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া নিশিত শরনিকরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর যুযুধান স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের ও কর্ণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবীর্য্যশালী বৃষসেন সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। মহারথ কর্ণ তদর্শনে বৃষসেনকে নিহত বোধ করিয়া পুত্রশোকাকুলচিত্তে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথ যুযুধানও কর্ণশরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বাণে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি দশ বাণে কর্ণকে ও পাঁচ বাণে বৃষসেনকে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে উভয়ের শরমুষ্টি ও শরাসন সহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ও বৃষসেন সত্বর অতি ভীষণ অন্য শরাসন দ্বয় গ্রহণ ও জ্যারোপণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই অসংখ্য বীরবিনাশক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সময়ে গাণ্ডীবের ভীষণ নির্ঘোষ অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ রথনির্ঘোষ ও গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহি-

দ্রোণ, হে মহারাজ! অনন্তর এক্ষণে অন্যান্য বীর ও কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া বাণধ্বনি করিতেছে। অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ঘোষ অশনি নির্ঘোষ ও প্রতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কৌরবসৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে বিদীর্ণ ও ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ হইতেছে। উহারা কোনক্রমেই এক স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। সমীরণ যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। এক্ষণে উহারা অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মহারাজ! ঐ দেখুন, যোদ্ধৃগণ গাণ্ডীব-বিমুক্ত শরনিকরে নিপতিত এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে। উহাদিগের কোলাহল এবং অর্জ্জুনের রথসন্নিধানে নভোমণ্ডলে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভি নির্ঘোষ, হাহাকার শব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতি-গোচর হইতেছে। ঐ দেখুন, সাত্যকি আমাদিগের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। আর পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সহোদরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে যদি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। অতএব হে মহারাজ! আমরা সকলে সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে যেরূপে সংহার করিয়াছি, ঐ বীরদ্বয়কেও সেইরূপে সংহার করা আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখুন, ধনঞ্জয় সাত্যকিকে বহু সংখ্য কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত জানিয়া দ্রোণসৈন্যাভিমুখে আগমন করিতেছে। অতএব আপনি সাত্যকিসন্নিধানে বহু সংখ্য রথিগণকে প্রেরণ করুন। যুযুধান অসংখ্য মহারথ পরিবৃত হইলে ধনঞ্জয় আর তাঁহাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করুন।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের আজ্ঞায় অবগত হইয়া শকুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতুল! তুমি দশ সহস্র হস্তী ও দশ সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া ধনঞ্জয় সন্নিধানে গমন কর। দুঃশাসন, দুর্বিষহ, সুবাহু ও দুর্দ্ধর্ষ ইঁহারা বহুসংখ্য পদাতি সৈন্য পরিবৃত হইয়া তোমার অনুগমন করিবেন। তুমি এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও বাসুদেবকে সংহার কর। হে মাতুল! দেবগণ যেমন দেবরাজকে আশ্রয় করিয়া জয়াশা করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি তোমারই উপর নির্ভর করিয়া জয়াশা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে মহাবীর কার্ত্তিকেয় যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! মহাবল সুবলনন্দন রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহারই প্রিয়ানুষ্ঠানার্থ বহুসংখ্য সৈন্য ও আপনার পুত্রগণের সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সংহারার্থ যাত্রা করিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অনবরত শরনিকর বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ অন্য অন্য বীরগণও সমবেত হইয়া যুযুধানকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিয়া তাঁহার ও পাঞ্চালগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ কৌরব পক্ষীয় নরপতিগণ সুবর্ণ ও রত্নে খচিত অসংখ্য রথ এবং বহুসংখ্য হস্তী ও অশ্বারোহী সমভি-ব্যাহারে ক্রোধভরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথগণ সত্য-বিক্রম সাত্যকির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবদুর্দ্ধর অরাতিনিপাতন সাত্যকি এই বীরগণকে সমাগত অবলোকন করিয়া তাঁহাদের উপর বিবিধ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ-পর্ব্ব বিশিখনিকর দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা গজ শুণ্ডাদেশ শুণ্ড, অশ্বগণের গ্রীবা ও বীরগণের কেয়ুরযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অসংখ্য শ্বেতচ্ছত্র ও চামরনিচয় নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি নক্ষত্রমালামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি এই রূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে প্রেতগণের চীৎকারের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দে রণভূমি পরিপূরিত হইলে সেই ঘোররূপা রজনী অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহারথ রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকি শরে সৈন্য-গণকে উন্মূলিত অবলোকন এবং লোমহর্ষণ তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সূত! যে প্রদেশে ঐ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হই-তেছে, সেই স্থানে অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। সারথি তাঁহার আদেশা-নুসারে যুযুধানের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। জিতক্লম বিচিত্র যোদ্ধা রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর যুযুধান শোণিতলোলুপ শাণিত দ্বাদশ শর আকর্ণ আক-র্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন শৈনেয়ের শরে অগ্রে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষিত চিত্তে তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করি-লেন। তখন সমস্ত পাঞ্চালগণের সহিত কৌরবগণের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে আপনার মহারথ পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে অশীতি সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবাহু দুর্য্যোধন সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকির রথের প্রতি নিশিত পঞ্চাশৎ শর পরিত্যাগ করিলেন। সাত্যকি লঘুহস্ততা প্রদ-র্শন পূর্ব্বক সেই দুর্য্যোধন প্রেরিত শরনিকর নিবারণ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা দুর্য্যো-ধন রথ বিহীন ও কার্ম্মুক বিহীন হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ম্মার রথে আরো-হণ করিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন সমরপরাঙ্মুখ হইলে সাত্যকি শরনিকর দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শকুনি বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর নানাশস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করি-লেন। কালপ্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ অর্জ্জুনের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শকুনিকে সমরে পরাঙ্মুখ করিবার মানসে সেই সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি রোষকষায়িতলোচনে বিংশতি শরে অরাতিঘাতন অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার রথের উপর শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বিংশতি বাণে শকুনিকে ও তিন তিন বাণে অপরাপর ধনুর্দ্ধারিগণকে বিদ্ধ করিয়া অরাতি-নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিবারণ পূর্ব্বক বজ্রসম সায়ক সমুদায়ে আপনাদের যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে বসুধাতল যোধগণের সহস্র সহস্র ছিন্নভুজ ও কলেবর দ্বারা, কুণ্ডলে সমাবৃত, কিরীট কুণ্ডলমণ্ডিত, নিষ্কচূড়ামণি বিভূষিত, উন্নত লোচন ও দংশিতাধর মস্তক সমুদায় দ্বারা চম্পক বিস্তৃত পর্ব্বতসমূহে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বিপুল বিক্রম বীভৎসু সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর নত-পর্ব্ব পাঁচ বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহার পুত্র উলূকের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিলেন এবং সত্বর শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। সুবলনন্দন এইরূপে অর্জ্জুন শরে অশ্ববিহীন হইয়া অবিলম্বে স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উলূকের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সমুত্থিত মেঘদ্বয় যেমন পর্ব্বতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ এক রথে সমারূঢ় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূক অর্জ্জুনের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘাবলি যেরূপ সমীরণ প্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনার সেনাগণ অর্জ্জুন বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই গাঢ়তিমিরাবৃত রজনীতে অনেক যোদ্ধা স্ব স্ব অশ্ব পরিত্যাগ ও অনেকে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক সন্ত্রস্ত চিত্তে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আপনার যোদ্ধবর্গকে পরাজিত করিয়া প্রসন্ন মনে শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত শর দ্বারা তাঁহার শরাসন ও মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্নচাপ ধরাতলে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচ বাণে তাঁহার

সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর দ্বারা দ্রোণকে নিবারণ করিয়া দেবরাজ যেমন অসুরসেনা সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে অসংখ্য কৌরব সৈন্য নিহত হইলে সমরাঙ্গনে উভয় পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে বৈতরণী সদৃশী ঘোরতরা শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। সহস্র সহস্র রথী, অশ্ব ও হস্তী উহার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে সেই কৌরব সৈন্য নিবারণ পূর্ব্বক দেবগণ পরিবৃত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীরগণও কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপালের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জয়শালী হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সমক্ষে বারং বার, সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর বাক্য প্রয়োগ সুনিপুণ আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণমধ্যে কতকগুলিকে পাণ্ডবগণের শরে নিহত ও কতকগুলিকে পলায়মান দেখিয়া অবিলম্বে কর্ণ ও দ্রোণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা অর্জ্জুন শরে জয়দ্রথকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গন প্রজ্বলিত করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আমার সৈন্য সকল বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া অরাতিবিনাশে সমর্থ হইয়াও একান্ত অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। যদি আমাকে পরিত্যাগ করাই আপনাদের অভিপ্রেত ছিল, তবে তৎকালে কি নিমিত্ত আপনারা পাণ্ডবগণকে সমরে পরাজয় করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? আপনারা পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে স্বীকার না করিলে আমি কদাচ তাহাদের সহিত এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতাম না। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আপনারা অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দণ্ডঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিবার মানসে জীবনাশা পরিত্যাগ করত পাণ্ডবপক্ষীয় সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও স্বীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই মহাবীর দ্বয়ের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণ রোষপরবশ হইয়া সত্বর সাত্যকিকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ দশ, রাজা দুর্য্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও শকুনি সাত শরে যুযুধানকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় যোধগণ দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডব সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার উপর শর নিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজাল বিস্তার পূর্ব্বক অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরজাল প্রয়োগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিষ্পীড়িত হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বন্ধু এবং কেহ কেহ বা সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ সত্বর পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইয়া অভিমুখেই উপস্থিত হইলেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য শমনসদনে প্রেরিত হইল। অবশিষ্ট সেনাগণ দ্রোণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধাবমান হইল। তৎকালে পাণ্ডব সৈন্যগণ প্রদীপ পরিত্যাগ করিলে নিরবচ্ছিন্ন গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কেহ কিছুই নিশ্চিত হইতে সমর্থ হইল না। কেবল কৌরবগণের দীপালোক প্রভাবে পাণ্ডবপক্ষ যোধাদিগের পলায়ন নয়নগোচর হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে পলায়মান দেখিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে পাঞ্চালগণ বিনষ্ট ও পলায়িত হইলে মহাত্মা জনার্দ্দন নিতান্ত দীনমনা হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণ সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের সৈন্যগণ দ্রোণের শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে; কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আইস আমরা উহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করি। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পলায়মান সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিও না, ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলাম।

হে মহারাজ! ঐ সময় কেশব বৃকোদরকে আগমন করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়ের হর্ষোৎপাদন করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে সখে! ঐ দেখ, সমরশ্লাঘী মহাবীর ভীমসেন সোমক ও পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন। অতএব আজি তুমি পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ ও ভীমের সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার কর। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সহিত দ্রোণ ও কর্ণ সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরাতিনিপাতনে প্রবৃত্ত দ্রোণ ও কর্ণের নিকট আগমন করিল। অনন্তর সেই চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগর দ্বয়ের ন্যায় সমুদ্বেলিত উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরব সৈন্যগণ প্রদীপ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঐ সময় ধূলি-পটল ও অন্ধকার প্রভাবে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোদ্ধারা স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ম্বর সভার ন্যায় সেই সমরাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহীপালগণের নাম শ্রবণগোচর হইল। ঐ সময় রণস্থল মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিল। অনন্তর পুনরায় জয়শীল ও পরাজিত ব্যক্তিরা ক্রোধভরে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন যে স্থানে প্রদীপ সকল পরিদৃশ্যমান হইল, বীরগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন এইরূপে সেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিভাবরী অতি প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে মর্ম্মভেদী দশ শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে থাক্ থাক্ বলিয়া পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর দ্বয় পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে অভীষ্ট সাধক সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ পাঞ্চাল প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে কর্ণসমীপে গমন করিয়া তাহার চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন। তৎপরে তিনি বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় কর্ণসমীপে গমনোদ্যত হইলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী কর্ণ সিংহনাদ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ প্রধ্মাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরাজিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া কর্ণের অভিমুখীন হইলেন। তৎকালে কর্ণের সারথিও তাঁহার রথে শঙ্খবর্ণ সিন্ধুবর্ণ সিন্ধুদেশোদ্ভব বেগবান্ অন্য অশ্ব সমূহ সংযোজিত করিল। তখন মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ লব্ধলক্ষ্য মহাবীর রাধেয় পাঞ্চালবংশীয় মহারথদিগের প্রতি আয়ত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল সেনাগণ কর্ণ কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ ধাবমান পদাতি, অশ্বারোহী ও পলায়িতগণের মধ্যে ক্ষুরপ্রহারে কাহারও বাহু, কাহারও ঊরু, কাহারও বা কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎ-

কালে অন্যান্য মহারথগণ স্ব স্ব বাণ ও বাহন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র অবনত হইতে পারিলেন না। এইরূপে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিতান্ত অস্থির চিত্ত হইয়া উঠিল। তখন দুঃশাসনকেও তাহাদিগের মনে কর্ণভয় উপস্থিত হইল। তাহারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকেও কর্ণজ্ঞান করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ চারিদিকে শরবর্ষণ করত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যোধগণ, কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্যের শর প্রহারে বিচেতন প্রায় হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করত পলায়ন করিতে লাগিল। কেহই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবার মানসে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এই ভীষণ রজনীতে প্রখর ভাস্করের ন্যায় অবস্থান এবং তোমার আত্মীয়গণ কর্ণশরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনাথের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। সূতপুত্র যে, কখন শরসন্ধান এবং কখনই বা শরনিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণকে আকুলিত করিতেছে, তাহা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য অবধারণপূর্ব্বক যাহাতে সূতপুত্রের বধসাধন হয়, তাহা সম্পাদন কর।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কেশব! আজি ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়াছেন। দেখ, সৈন্যগণ বারংবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাদিগের সেনা সকল দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে, কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরে প্রধান প্রধান রথীদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নির্ভীকচিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতেছে। হে বৃষ্ণি-শার্দ্দূল! ভুজঙ্গ যেমন কাহারও পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি এই সংগ্রামস্থলে সূতপুত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র কর্ণসমীপে রথসঞ্চালন কর; আজি হয়, আমি উহার বিনাশ সাধন করিব, না হয় ঐ দুরাত্মাই আমার বধ সাধন করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অলৌকিক বিক্রমশালী কর্ণকে সুররাজের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে দেখিতেছি। তুমি ও ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। সূতপুত্র তোমার বধ সাধনার্থ দেদীপ্যমান মহোল্কা সদৃশ দেবরাজ প্রদত্ত ভীষণ শক্তি অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করত ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছে, অতএব তোমাদের সতত অনুরক্ত ও হিতৈষী মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণের অভিমুখে গমন করুক। ঐ দেবতুল্য পরাক্রমশালী রাক্ষস মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং দিব্য, আসুর ও রাক্ষস অস্ত্রে উহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, অতএব ঘটোৎকচ অবশ্যই কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

হে মহারাজ! কমললোচন অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন। বিচিত্র কবচ মণ্ডিত ভীমসেন-কুমার অর্জ্জুনের আহ্বান শ্রবণমাত্র খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে ও বাসুদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক সগর্ব্ব বচনে কহিল, হে ভগবন্! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, আজ্ঞা করুন, কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তখন বাসুদেব হাস্যমুখে সেই নীলনীরদ সদৃশ ভীমতনয়কে কহিলেন, হে ঘটোৎকচ! আমি তোমায় যে কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে এই সংগ্রামে তোমারই বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পরাক্রম প্রদর্শনে সমর্থ হইবে না। তোমার নিকট রাক্ষসী মায়া ও বিবিধ অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তুমি দুঃখসাগরনিমগ্ন পাণ্ডবগণের প্লবস্বরূপ হও। ঐ দেখ, পাণ্ডব সৈন্যগণ গোপাল তাড়িত গো সমূহের ন্যায় কর্ণশরে বিদ্রাবিত হইতেছে। দৃঢ় বিক্রম ধনুর্দ্ধারী মতিমান কর্ণ পাণ্ডব সেনামধ্যে প্রবীণ প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছে। দৃঢ় চাপধারী যোধগণ অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়াও কর্ণশরপ্রভাবে সমরে অবস্থান করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছে। ঐ ঘোর নিশীথ সময়ে পাঞ্চালগণ কর্ণশরে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতেছে। হে ভীমবিক্রম ভীমনন্দন! এক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করা আর কাহারও সাধ্য নহে; অতএব তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং আপনার তেজস্বিতা ও অস্ত্রবলের অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িম্বাতনয়! মানবগণ পুত্র দ্বারা বন্ধু বান্ধবগণের সহিত ইহলোকে দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইবার মানসেই পুত্রকামনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এক্ষণে পিতৃবান্ধবগণকে দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। হে ঘটোৎকচ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অস্ত্রবল অতি ভীষণ ও মায়া অতি দুস্তর হইয়া উঠে। তোমার সমান যুদ্ধনিপুণ আর কেহই নাই। অতএব তুমি এই রজনীতে কর্ণসায়কচ্ছিন্ন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! নিশাচরগণ রাত্রিকালে অমিত বলবিক্রমশালী, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সংগ্রামনিপুণ হইয়া উঠে। অতএব তুমি এই নিশীথ সময়ে মায়া প্রভাবে ধনুর্দ্ধারী কর্ণকে বিনাশ কর। পার্থগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণকে বিনাশ করিবেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কেশবের বাক্যাবসানে হইলে মহাবাহু ধনঞ্জয় ঘটোৎকচকে কহিলেন, বৎস! সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে তুমি, মহাবাহু সাত্যকি ও মহাবীর ভীমসেন তোমরা এই তিন জনই আমার মতে সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে তুমি এই রজনীযোগে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহারথ সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ যেমন কার্ত্তিকেয়ের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ কর।

ঘটোৎকচ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, হে মহাত্মন্! কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অন্যান্য অস্ত্রবেত্তা ক্ষত্রিয়গণ আমি সকলকেই পরাজয় করিতে পারি। অদ্য সূতপুত্রের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিব যে, যতদিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন লোকে আমার সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে। অদ্য কি শূর, কি ভীরু, কি কৃতাঞ্জলি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিব না। রাক্ষসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিব।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাবাহু ঘটোৎকচ এই বলিয়া কৌরব সৈন্যগণকে ভীত করত কর্ণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রদীপ্তানন সূতপুত্র হাস্যমুখে ক্রুদ্ধ নিশাচরকে বাণবর্ষণে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ঘটোৎকচকে সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ কর্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া উহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে; অতএব মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ যে স্থলে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে তথায় গমন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে তাঁহাকে রক্ষা কর। ভীমতনয় যেন কর্ণকে প্রমাদবশতঃ সংহার করিতে সমর্থ না হয়। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত বীরশ্রেষ্ঠ জটাসুরতনয় অলম্বুষ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিল, হে রাজন্! আমি আপনার বিখ্যাত শত্রু যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুজ্ঞা প্রদান করুন। পূর্ব্বে দুরাত্মা কুন্তীপুত্রেরা আমার পিতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ জটাসুরকে নিপাতিত করিয়াছে; অতএব আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি আজি শত্রুগণের শোণিত ও মাংস দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া ঋণ হইতে বিমুক্ত হই।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন জটাসুরতনয়ের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার তাহাকে কহিতে লাগিলেন হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের সাহায্যে অনায়াসে

পাণ্ডব বিনাশে সমর্থ হইব। এক্ষণে তোমারে অনুমতি প্রদান করিতেছি যে, তুমি শীঘ্র ঘটোৎকচকে বিনাশ কর। ঐ মানুষ-সম্ভূত দুরাত্মা রাক্ষস অতি ক্রূরকর্ম্মা এবং নিরন্তর পাণ্ডবগণের হিতসাধনে তৎপর। ঐ দুরাত্মা আকাশমার্গে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণ করিতেছে; অতএব উহাকে যমরাজপুরে প্রেরণ কর।

অনন্তর মহাকায় জটাসুরতনয় দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহার উপর নানা প্রকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বাতনয় একাকী প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অলম্বল, কর্ণ ও বহু সংখ্য কুরুসৈন্যগণকে খণ্ডিত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অলম্বল ঘটোৎকচের মায়াবল নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে নানা লক্ষণাক্রান্ত শরনিকরে ছিন্ন করত পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যগণ সমীরণ সঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এদিকে আপনার সৈন্যগণও ঘটোৎকচের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অন্ধকারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর অলম্বল রোষপরবশ হইয়া মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্বলের রথ সারথি ও সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করত মেঘ যেমন সুমেরু পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণ, অলম্বল ও কৌরবগণের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার চতুরঙ্গ বল হিড়িম্বাতনয়ের শরনিকরে নিপীড়িত ও সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন রথহীন, সারথিবিহীন, জটাসুরতনয় ক্রোধভরে ঘটোৎকচকে মুষ্টি প্রহার করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই জটাসুরতনয়ের মুষ্টিপ্রহারে আহত হইয়া ভূমিকম্প কালীন বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্ম সমাযুক্ত অচলের ন্যায় বিচলিত হইল এবং অর্গলপ্রতিম বাহু সমুদ্যত করত অগ্রসর হইয়া তাহার উপর মুষ্টিপ্রহার করিল। পরে ভুজযুগল দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করত ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অলম্বল ঘটোৎকচের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার প্রতি ধাবমান হইল এবং ঘটোৎকচকে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই বৃহদাকার বীরদ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

অনন্তর তাহারা মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্র ও বলীর ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই বীরদ্বয় পরস্পর বধার্থী হইয়া কখন পাবক ও অম্বুনিধি, কখন গরুড় ও তক্ষক, কখন মহামেঘ ও প্রবল বায়ু, কখন বজ্র ও ভূধর; কখন কুঞ্জর ও শার্দ্দূল এবং কখন বা রাহু ও ভাস্করের রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ মায়া প্রদর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের উপর পরিঘ, গদা, প্রাস, মুদ্গর, পট্টিশ, মুষল ও পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ এবং কখন অশ্বারোহণে, কখন বা পাদচারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর অস্ত্র শস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অলম্বলের বিনাশ বাসনায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তাহার উপর নিপতিত হইল এবং অবিলম্বে তাহাকে ভূতলে নিপাতন পূর্ব্বক খড়্গ প্রহারে [illegible] মস্তক ছেদন করিয়া মহানাদে নিনাদ করত [illegible] [illegible]। হে মহারাজ! ভীমতনয় এইরূপে অলম্বলকে বিনাশ করিয়া [illegible] পূর্ব্বক তাহার সেই [illegible] মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল এবং [illegible] সেই বিকৃত [illegible] তাহার রথে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কহিল, হে দুর্য্যোধন! এই তোমার [illegible] বন্ধুকে বিনাশ করিলাম; এক্ষণে কর্ণকে এবং তোমাকে [illegible] প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি [illegible] [illegible]। হে মহারাজ! মহাবীর ভীমতনয় এই কথা বলিয়া [illegible] পূর্ব্বক তাহার মস্তকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। [illegible] ঘটোৎকচের ঘোরতর বিক্রম [illegible] [illegible] হইল।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই নিশীথ কালে মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচের কিরূপ যুদ্ধ হইল? আর সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের আকার, রথ, অশ্ব ও আয়ুধ সকল কি প্রকার? অশ্ব, ধ্বজ ও কার্ম্মুকের প্রমাণ কিরূপ এবং উহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণই বা কি প্রমাণ? হে সঞ্জয়! তুমি এই সমস্ত অবগত আছ; এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ লোহিতলোচন, মহাকায়, মহাবাহু, মহাশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, নিম্নোদর, নীলকলেবর ও বিকৃতাকার। উহার মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, শ্মশ্রুজাল হরিদ্বর্ণ, দন্ত সমুদয় [illegible] রোমরাজি ঊর্দ্ধমুখ, আস্য দন্ত আকর্ণ বিস্তারিত, দশনপংক্তি সুতীক্ষ্ণ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও সুদীর্ঘ, ভ্রূযুগল আয়ত, নাসিকা স্থূল, গ্রীবাদেশ লোহিত বর্ণ, কলেবর পর্ব্বত প্রমাণ, কেশকলাপ বিকটাকারে উদ্ধ, কটিদেশ স্থূল, নাভি [illegible] এবং [illegible] শিখাকলাপে মণ্ডিত। সেই মহামায়াসম্পন্ন রাক্ষস ভুজদণ্ডে কটক ও অঙ্গদ, অচল সদৃশ বক্ষঃস্থলে [illegible] [illegible], মস্তকে সুবর্ণময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র শুভ্র কিরীট, কর্ণে [illegible] কুণ্ডলযুগল, গলদেশে সুবর্ণময়ী মালা ও গাত্রে বিপুল কাংস্যময় কবচ ধারণ পূর্ব্বক কিঙ্কিণীজাল নিনাদযুক্ত, রক্তবর্ণ [illegible], [illegible] পরিবৃত, ঋক্ষচর্ম্মপরিবৃত, বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, অষ্টচক্রবিশিষ্ট, মেঘগম্ভীর নির্ঘোষ মহারথে আরোহণ করিয়া সমরস্থলে সমুপস্থিত হইল। মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, লোহিত লোচন, নানাবর্ণ, [illegible] বিপুল জটাজাল মণ্ডিত, মহাবল কামচারী অশ্ব সকল মুহুর্মুহু হ্রেষারব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে উহাকে বহন করিতে লাগিল। বিরূপাক্ষ নামে প্রদীপ্ত বদন, [illegible] কুণ্ডল এক রাক্ষস সূর্য্যরশ্মি সদৃশ অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক উহার অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ সেই সারথি সমভিব্যাহারে সমবেত হইয়া অরুণ সারথি দিবাকরের ন্যায় সমরস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড অভ্রখণ্ড সংযুক্ত উন্নত পর্ব্বতের ন্যায় উহার রথোপরি সমুচ্ছ্রিত রক্তবর্ণ [illegible] [illegible] গগনস্পর্শী [illegible] শোভমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর রাক্ষস ঘটোৎকচ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সুদৃঢ় [illegible], [illegible] শরাসন আকর্ষণ ও অক্ষ [illegible] শরনিকর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করত সেই বীরবিনাশিনী রজনীযোগে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। উহার শরাসন শব্দ অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হওয়াতে আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই বিকটলোচন অতি ভীষণ নিশাচরকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর শর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি গমন করে এবং যূথপতি বৃষ অন্য বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তিনি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দুই মহাবীর ভীমনিস্বন শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে পরস্পরের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকর্ণপূর্ণ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের কাংস্যনির্ম্মিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া পরস্পরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শার্দ্দূলদ্বয় নখ দ্বারা ও মাতঙ্গদ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয় রথশক্তি ও শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা কখন পরস্পরের কলেবর ছেদন, কখন সায়ক সন্ধান ও কখন বা পরস্পরকে শরানলে দহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কেহই তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা শরজালে ক্ষত বিক্ষত ও রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইয়া গৈরিক ধাতু ধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় উহারা পরম যত্ন সহকারে শরনিকরে পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়াও কিছুতেই পরস্পরকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই নিশাকালে উক্ত মহাবীর দ্বয় প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। রণস্থলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই ঘটোৎকচের কার্মুকনির্ঘোষে সাতিশয় ভীত হইল। কর্ণ তাহাকে কোন

ক্রমে অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ঘটোৎকচ রাক্ষসীমায়া পরিগ্রহ করিয়া শূল, শৈল ও মুদ্গরধারী, ভয়ঙ্কর রাক্ষসসেনায় পরিবৃত হইল। মহীপালগণ সেই দণ্ডধারী ভূতান্তক কৃতান্তের ন্যায় ঘটোৎকচকে শস্ত্র উদ্যত করত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। মাতঙ্গগণ উহার সিংহনাদে একান্ত ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্য সকল সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল।

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ অর্দ্ধ রাত্রি প্রভাবে সর্ব্বাধিক বীর্য্যশালী হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভূশুণ্ডি, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ সকল অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজ ও যোদ্ধৃগণ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। কেবল অস্ত্রবলশ্লাঘী একমাত্র কর্ণ তৎকালে ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে সেই রাক্ষসকৃতমায়া নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মায়া বিফল হইল দেখিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সূতপুত্রের সংহারার্থ শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসনিক্ষিপ্ত শর সমুদায় কর্ণের কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলবীর্য্যে ঘটোৎকচকে অতিক্রম করত দশ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণপ্রহিত শরনিকরে মর্ম্মদেশে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত মনে কর্ণের সংহারার্থ এক সহস্র শরসম্পন্ন নবোদিত দিবাকর সদৃশ, মণিরত্ন বিভূষিত ক্ষুরধার, দিব্য চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ সেই রাক্ষস নিক্ষিপ্ত চক্র শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করাতে উহা হতভাগ্য পুরুষের মনোরথের ন্যায় বিফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাহু যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রুদ্র, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী মহাবীর কর্ণও অসম্ভ্রান্ত হইয়া সত্বর শরনিকর বিস্তার পূর্ব্বক ঘটোৎকচের রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক হেমাঙ্গদ বিভূষিত গদা নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ উহা শরনিকর দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক বৃক্ষবৃষ্টি করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর কর্ণ সূর্য্যরশ্মি যেমন জলদজালকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ নভস্থিত মায়াবী ভীমসেনতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাহার অশ্বগণকে বিনাশ ও রথ শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচের গাত্রে কর্ণ শরে অনির্ভিন্ন অঙ্গুলি দ্বয় মাত্রও স্থান রহিল না। তাহাকে তৎকালে লোমযুক্ত শল্লকীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ মহাবীর কর্ণের শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, উহার কলেবর, অশ্ব, রথ, বা ধ্বজ, কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন মায়াবী ঘটোৎকচ স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কর্ণের দিব্যাস্ত্র দূরীকৃত করিয়া তাঁহার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল হইতে অলক্ষিত রূপে শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস মায়াবলে স্বয়ং বিকৃতাকার হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করত প্রথমতঃ বিকটাকার মুখব্যাদান পূর্ব্বক সূতপুত্রের দিব্যাস্ত্রনিকর গ্রাস করিল এবং তৎপরেই শতধা ছিন্নদেহ, গতাসু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সমস্ত কুরুপুঙ্গবেরা তাহাকে নিহত বোধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমতনয় অনতিবিলম্বেই আবার দিব্য নূতন দেহ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত কখন মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় শতশীর্ষ, শতোদর ও বৃহদাকার ধারণ, কখন বা অঙ্গুলি প্রমাণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক উদ্ধত বীচিমালার ন্যায় বক্রভাবে ঊর্দ্ধে অবস্থান, কখন বসুধা বিদারণ পূর্ব্বক সলিলপ্রবেশ, কখন অন্য স্থানে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় যথাস্থানে উত্থান করিতে লাগিল।

পরে বর্ম্মধারী হিড়িম্বাতনয় পুনরায় স্বর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ এবং পৃথিবী, আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করিয়া কর্ণসমীপে গমনপূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে কহিল, হে সূতপুত্র! এই স্থানে অবস্থান কর। জীবিতাবস্থায় আমার নিকট হইতে বিমুক্ত হইবে না। আজিই তোমার রণকণ্ডূ নিরাকৃত করিব। ক্রূরপরাক্রম রাক্ষসেন্দ্র এই বলিয়া রোষকষায়িত লোচনে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিল এবং কেশরী যেমন গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণকে রথাক্ষসদৃশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ঘটোৎকচ কর্ণের উপর বারিধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর কর্ণ দূর হইতেই সেই শরনিকর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হিড়িম্বাতনয় সেই মায়া নিহত হইল দেখিয়া পুনরায় মায়া প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া অবিলম্বে উত্তুঙ্গশৃঙ্গ ও তরুনিচয় সমাযুক্ত উন্নত পর্ব্বত রূপ ধারণ করিল। অসংখ্য শূল, প্রাস, অসি ও মুষল উহার প্রস্রবণ স্বরূপ হইল। মহাবীর কর্ণ সেই উগ্র আয়ুধ প্রপাত যুক্ত মহীধর দর্শনে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, প্রত্যুত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই শৈলেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ আকাশমার্গে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ সমন্বিত নীল মেঘ রূপ ধারণ করিয়া সূতপুত্রের উপর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন অস্ত্রবিৎপ্রবর কর্ণ বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপ নিশাচরকে আহত করিয়া শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করত রাক্ষসপ্রযুক্ত অস্ত্র সমুদায়কে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকুমার হাস্য করিয়া মহারথ কর্ণের নিকট মহামায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়াপ্রভাবে মহাবীর কর্ণ সিংহ শার্দ্দূল সদৃশ, মত্তমাতঙ্গ বিক্রম বর্ম্মাস্ত্রধারী, রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত ঘটোৎকচকে দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পাঁচ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরব পক্ষীয় ভূপালগণের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করত পুনর্ব্বার অঞ্জলিক দ্বারা কর্ণের শরজাল ও করস্থ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক আকাশচারিদের প্রতি স্বর্ণপুঙ্খ শত্রুঘাতন শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ্ণ সায়কে সিংহার্দ্দিত গজযূথের ন্যায় নিতান্ত নিপীড়িত হইল। যুগান্ত সময়ে হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর সূতনন্দন অশ্ব, সারথি ও গজসমবেত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহেশ্বর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, মহাবীর সূতনন্দন সেই রাক্ষসী সেনা সংহার করিয়া তদ্রূপ শোভমান হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপগণমধ্যে ভীমপরাক্রম, ক্রুদ্ধ, অন্তকসদৃশ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই কর্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। জ্বলন্ত মহোল্কা হইতে যেমন অগ্নিযুক্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ক্রুদ্ধ ভীমতনয়ের নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তখন সে করতল শব্দ ও অধর দংশন করত গজ সদৃশ, গর্দ্দভ সংযুক্ত, মায়া নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে কহিল, হে সারথে! তুমি শীঘ্র আমাকে কর্ণ নিকটে লইয়া চল।

হে মহারাজ! ভীমকুমার এইরূপে ঘোররূপ রথে আরোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি শিবনির্ম্মিত অষ্টচক্র অশনি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ করিয়া তাহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সমবেত রথ ভস্মীকৃত করিয়া বসুধা ভেদ পূর্ব্বক পাতালতলে প্রবেশ করিল। দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবীর কর্ণ সেই দেবসৃষ্ট মহাশনি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সেই দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীষণদর্শন সংগ্রামে তিনি যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, অন্য ব্যক্তিই তাহা করিতে সমর্থ নহে।

তখন সেই বিপুল শৈলের ন্যায় ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ণনিক্ষিপ্ত নারাচনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক মহা অন্তর্হিত হইয়া মায়া ও অদ্ভুত প্রভাবে কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমু

সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে অস্ত্র সমুদায় ছিন্ন হইলে কর্ণ অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবান্ ভীমতনয় তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া মহারথিগণকে ভীত করত বহুসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিল। তখন নানা দিক্ হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, অগ্নিজিহ্ব, ভুজঙ্গ ও অয়োমুখ বিহঙ্গমগণ সমরাঙ্গনে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। হিমালয় সদৃশ নিশাচর কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। ঐ সময় অসংখ্য রাক্ষস, পিশাচ, যাতুধান, বিকৃতানন বৃকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক উগ্র রবে তাঁহাকে ভীত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ শোণিতোক্ষিত বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্র রাক্ষসী মায়া সংহার পূর্ব্বক নতপর্ব্ব শরজালে ঘটোৎকচের অশ্বসমুদ্র নিহত করিলেন। অশ্বগণ কর্ণের শরাঘাতে ভগ্ন, বিকলাঙ্গ ও ছিন্নপৃষ্ঠ হইয়া ঘটোৎকচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই নিশাচর এইরূপে সেই মায়া বিফল হইল দেখিয়া, কর্ণকে এই তোমার মৃত্যুবিধান করিতেছি বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের এইরূপ মহাযুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ পূর্ব্ববৈরস্মরণ পূর্ব্বক বিকট দর্শন অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে মহাবীর ভীমসেন উহার জ্ঞাতি বিক্রমশালী ব্রাহ্মণঘাতী বক, মহাতেজা কির্মীর এবং উহার পরম বন্ধু হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের এই বৈরাচরণ দুরাত্মা অলায়ুধের অন্তঃকরণে এযাবৎ কাল জাগরূক ছিল। এক্ষণে যে নিশাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় সমাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! দুরাত্মা ভীমসেন যে আমার পরম বান্ধব হিড়িম্ব, বক ও কির্মীরকে নিধন এবং আমাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়া হিড়িম্বাকে বলাৎকার করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন; অতএব আজি আমি কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে এবং সবান্ধব হিড়িম্বাতনয়কে হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সংহারপূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ভক্ষণ করিব বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করুন; আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে মহারাজ! ভ্রাতৃগণ পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন অলায়ুধের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আমার সৈনিক পুরুষেরা সকলেই বৈরনির্য্যাতনে সমুৎসুক হইয়াছে; ইহারা কখনই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আমরা তোমাকে তোমার সৈন্যগণের সহিত পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে কুরুরাজ! রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের রথসদৃশ ভাস্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে সত্বর ভীমতনয়ের প্রতি ধাবমান হইল। উহার রথও ঘটোৎকচের ন্যায় নল্ব প্রমাণ, বহু তোরণে চিত্রিত ও ঋক্ষচর্ম্মে পরিবৃত ছিল। ঐ রথে মাংসশোণিতভোজী মহাকায় একশত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল। উহাদের আকার হস্তীর ন্যায় এবং কণ্ঠস্বর গর্দ্দভের ন্যায়। ঐ রথের নির্ঘোষ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর। ঘটোৎকচ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু অলায়ুধের বৃহৎকার্ম্মুকও ঘটোৎকচের শরাসনের ন্যায় দৃঢ় জ্যাসম্পন্ন, বাণ সকল স্বর্ণপুঙ্খ, শিলাশিত ও অক্ষপ্রমাণ এবং সূর্য্য ও অনলসদৃশ রথকেতুও গোমায়ুকুলে পরিরক্ষিত ছিল। উহার রূপও ঘটোৎকচের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দীপ্ত অঙ্গদ, উষ্ণীষ, মালা, কিরীট, খড়্গ, গদা, ভুশুণ্ডি, মুষল, হল, শরাসন এবং বারণ চর্ম্ম সদৃশ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সেই অনল ভাস্বর রথে সমারূঢ় হইয়া পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবিত করত নভোমণ্ডলে চপলাযুক্ত জলদের ন্যায় বিরাজিত হইল। ওদিকে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল নরপতিগণও বর্ম্মধারী হইয়া চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! যেরূপ প্লববিহীন ব্যক্তিগণ প্লব লাভ করিয়া সাগর পার হইবার মানসে আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত কৌরব ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ সেই ভীমকর্ম্মা বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ আপনাদিগের পুনর্জ্জন্ম বোধ করিয়াই যেন সেই স্বগণপরিবৃত সমাগত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের অতি ভীষণ অলৌকিক সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পাঞ্চাল ও অন্যান্য কৌরব পক্ষীয় ভূপালগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদের বিক্রম দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ সমরে ঘটোৎকচের অলৌকিক কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কৌরব সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ সৈন্যের জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করত নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন দুর্য্যোধন কর্ণকে সাতিশয় পীড়িত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! কর্ণ ভীমতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। ভীমসেনকুমার তথাপি মহাবীর নৃপতিগণকে শরজাল পাদপের ন্যায় বিবিধ শস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া নিহত করিয়াছে। অতএব আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলাম যে, তুমি বিক্রমপ্রকাশ পূর্ব্বক ভীমপুত্রকে নিপীড়িত কর। পাপাত্মা ঘটোৎকচ মায়াবল অবলম্বনপূর্ব্বক যেন কর্ণকে সংহার করিতে না পারে। মহাবলপরাক্রান্ত অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমকুমার কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা সমাগত শত্রুকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন অরণ্যে করিণীর নিমিত্ত মত্তমাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও ঐ অবসরে নিশাচর হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যসমপ্রভ স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন স্বীয় পুত্রকে সিংহাক্রান্ত বৃষের ন্যায় অলায়ুধশরে নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া অসংখ্য শরনিক্ষেপ করত রাক্ষসের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমকে আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। রাক্ষসান্তকারী বৃকোদর তদ্দর্শনে সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়া শরবর্ষ দ্বারা সেই স্বগণপরিবেষ্টিত রাক্ষসকে আকীর্ণ করিলেন। তখন অলায়ুধ বারংবার তাঁহার উপর শিলাধৌত সরল শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী ভীষণাকার রাক্ষসগণও জিগীষু হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন রাক্ষসগণ কর্তৃক এইরূপে তাড়িত হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে নিশিত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। নিশাচরগণ ভীমশরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করত দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল অলায়ুধ নিশাচরগণকে ভীত দেখিয়া বেগে আগমনপূর্ব্বক ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাকে আহত করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমনিক্ষিপ্ত শরনিকরের মধ্যে কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রহণ করিল। তখন ভীমসেন ভীমপরাক্রম রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া এক অশনি সদৃশ গদা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর গদা দ্বারা সেই ভীমনিক্ষিপ্ত জ্বালাকুল গদা তাড়িত করিলে উহা ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া নিশাচরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসও নিশিত শরনিকরে সেই শর সমুদায় ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় ভীষণাকার নিশাচরগণ অলায়ুধের আজ্ঞানুসারে কুঞ্জরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় রাক্ষসগণের নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব সেইরূপ অতি ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ মহা-

মহাবাহু ভীমসেন নিশাচরের বশীভূত হইয়াছে, তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রোণ পুরস্কৃত সৈন্যগণকে সংহার কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথ দ্রৌপদী-তনয়গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীর্য্যশালী নকুল, সহদেব ও যুযুধান তোমার শাসনে অন্যান্য রাক্ষসগণকে সংহার করুক। একণে অতি ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ এই কথা কহিলে মহারথগণ তাঁহার আজ্ঞানুসারে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর প্রবল প্রতাপ অলাযুধ আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্ব সমুদায় ও সারথিকে সংহার করিল। তখন বৃকোদর অশ্বহীন ও সারথি বিহীন হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চীৎকার করত অলাযুধের প্রতি ভয়ঙ্কর গদা পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস গদাপ্রহারে সেই ভীম নিক্ষিপ্ত ভীষণ নির্ঘোষ মহাগদা চূর্ণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বীর দ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গদানিপাত শব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে তাহারা গদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর বজ্রসম মুষ্টি প্রহার এবং বজ্রশব্দ ধ্বজ, রথচক্র, যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে উভয়ে রুধির-মোক্ষণ পূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবহিতৈষী হৃষীকেশ তদ্দর্শনে ভীমসেনের উদ্ধারার্থ ঘটোৎকচকে প্রেরণ করিলেন।

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন হে মহাবাহো! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র অলাযুধ তোমার এবং সমস্ত সৈন্যগণের সমক্ষে বৃকোদরকে পরাজয় করিতেছে। অতএব তুমি সত্বর কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলাযুধের নিকট গমন পূর্ব্বক অগ্রে তাহাকে বিনাশ কর, পরে সূতপুত্রের বধ সাধন করিবে।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ বাসুদেবের বাক্যানুসারে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া একত্রাতা রাক্ষসেন্দ্র অলাযুধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর দুই রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিকট দর্শন অলাযুধের যোধগণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইল। গৃহীতাস্ত্র মহারথ সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয়পুঙ্গবদিগকে শরনিকরে নিরাকৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল বংশীয় মহারথগণ সূতপুত্র কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইলে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শরবর্ষণ করত দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকি রাক্ষসদিগকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে রাক্ষসেন্দ্র অলাযুধ অরাতিপাতন ঘটোৎকচের মস্তকে এক বৃহদাকার পরিঘ নিক্ষেপ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় সেই পরিঘের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিল এবং অনতিবিলম্বেই অলাযুধের রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘণ্টা সমলঙ্কৃত, দীপ্তাগ্নিসদৃশ, কাঞ্চনমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিল। সেই গদার আঘাতে অলাযুধের অশ্ব, সারথি ও মহাস্বন রথ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলাযুধ সেই অশ্ব, চক্র ও অক্ষ বিহীন, বিশীর্ণধ্বজ, ভগ্নকূবর রথ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নভোমণ্ডল বিদ্যুদাম সমন্বিত, নিবিড় জলধরপটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বজ্রনিপাত নির্ঘোষ ও ভীষণ চটচটা শব্দ হইতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বাতনয় সেই রাক্ষসী বিহিত মায়া অবলোকন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে তাঁহার মায়া নাশ করিল। মায়াবী মহাবীর অলাযুধ স্বীয় মায়া প্রতিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচের উপর ঘোরতর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল।

ভীমপরাক্রম ভীমতনয় শরনিকরে সেই ভয়ানক প্রস্তরবৃষ্টি নিরাকৃত করিল, তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর সেই বীর দ্বয় পরস্পরের উপর লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, অয়োগুড়, ভিন্দিপাল, গোশীর্ষ, উলূখল এবং মহাশাখা সমাকীর্ণ পুষ্পিত শমী, পীলু, করবীর, চম্পক, ইঙ্গুদী, বদরী রক্তকাঞ্চন, অর্জ্জুন, বট, অশ্বত্থ ও পিপ্পল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতু সমাযুক্ত নানাবিধ পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সকল অস্ত্র শস্ত্রের সংঘর্ষণে বজ্রনিষ্পেষের ন্যায় মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে কপিরাজ বালি ও সুগ্রীবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোৎকচ ও অলাযুধের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় করে করবাল গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে মহাবেগে ধাবমান হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ করিল। তখন তাহাদের গাত্র হইতে জলধরের ন্যায় স্বেদজল ও রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর হিড়িম্বাতনয় বল পূর্ব্বক অলাযুধকে উদ্ভ্রামিত করিয়া তাহার কুণ্ডলবিভূষিত মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই বকবন্ধু অলাযুধকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষে সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ বাদিত হইল। হে মহারাজ! দীপমালা বিভূষিত রজনী পাণ্ডবগণের অতীব বিজয়াবহ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় অলাযুধের মস্তক লইয়া দুর্য্যোধন সমীপে নিক্ষেপ করিল। রাজা দুর্য্যোধন রাক্ষসেন্দ্রকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় বিষণ্ণায়মান হইলেন। মহাবীর অলাযুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিয়া ভীমসেনকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দুর্য্যোধনও তাহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে ভীমকে অলাযুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে দীর্ঘজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে অলাযুধকে ঘটোৎকচের হস্তে নিহত দেখিয়া ভীমসেনের দুঃশাসন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সংহাররূপ প্রতিজ্ঞা সফল হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অলাযুধকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টমনে সেনামুখে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সৈন্যগণ সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সেই ভীমতনয়ের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর ঐ সময় মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া আকর্ণপূর্ণ নতপর্ব্ব দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং নারাচনিকর বিস্তার পূর্ব্বক যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকিকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও দক্ষিণ ও বামহস্তে শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কার্ম্মুক সকল কেবল মণ্ডলাকার লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় রণস্থল জলদের ন্যায় শোভমান হইল; জ্যা ও চক্রের ধ্বনি উহার গভীর নিস্বন; কার্ম্মুক বিদ্যুজ্জাল ও শরজাল বারিধারা তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন আপনার পুত্রগণের হিতানুষ্ঠাননিরত মহাবীর কর্ণ সমরাঙ্গনে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই অদ্ভুত শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া অশনি সদৃশ তোমর ও শাণিত শরনিকরে শত্রুগণকে সমাহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাঘাতে কাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন, কেহ সারথিশূন্য এবং কেহ বা অশ্বশূন্য হইল। এইরূপে সেই বীরগণ সূতপুত্রের ভীষণ শরে সমাহত ও নিতান্ত অস্থির হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও সমরপরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সুবর্ণ ও রত্নখচিত রথারোহণে কর্ণসন্নিধানে সমুপস্থিত

হইয়া তাঁহাকে বজ্রসন্কাশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তৎপরে সেই দুই মহাবীর কর্ণি, নারাচ, নালীক, দণ্ড, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাঠ, শৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই তির্য্যক্‌গত, স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল গগনমণ্ডলে বিচিত্র, কুসুমমালার ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই অপ্রমিত প্রভাব বীরদ্বয় অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক সমভাবে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তৎকালে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। তখন রাহু ও ভাস্করের ন্যায় সেই বীর দ্বয়ের শরনিকর সঙ্কুল, অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ কর্ণকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে না পারিয়া এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তর্হিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই কূটযোধী নিশাচর অন্তর্হিত হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ তৎকালে কি রূপ বিবেচনা করিলেন, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! কৌরবগণ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে অন্তর্হিত অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, এইবার কূটযোধী ঘটোৎকচ নিঃসন্দেহ কর্ণকে সংহার করিবে। কৌরবগণ এই কথা কহিলে কর্ণ লঘুহস্ততা প্রদর্শন পুরঃসর শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তরিক্ষিপ্ত শরনিকরে নভোমণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে পরিবৃত হইলে সকল জীব জন্তুই অদৃশ্য হইল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ যে, কখন শর গ্রহণ, কখন শরসন্ধান ও কখনই বা তূণীরস্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে ভয়ঙ্কর রাক্ষসীমায়া প্রকাশ করিল। সেই মায়াপ্রভাবে নভোমণ্ডলে দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা সদৃশ লোহিত মেঘ সমুত্থিত হইল। সেই মেঘ সহস্র দুন্দুভিনিনাদ সদৃশ, নির্ঘোষসম্পন্ন, অসংখ্য বিদ্যুৎ ও প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল প্রাদুর্ভূত এবং নিশিত শর, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, লৌহবদ্ধ গদা, শাণিত শূল, শতঘ্নী প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, সহস্র সহস্র অশনি, বজ্র, চক্র ও বহু সংখ্য ক্ষুর চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই শস্ত্রবৃষ্টি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরব পক্ষীয় অশ্ব সকল শরাহত, মাতঙ্গগণ বজ্রাহত ও রথ সমুদায় শস্ত্রাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাদের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ নানাবিধ আয়ুধের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং একান্ত বিষণ্ণ ও মুমূর্ষু প্রায় হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মহাবীরগণ আর্য্যস্বভাব বশতঃ তৎকালে সমর পরিত্যাগ করিলেন না।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ সেই রাক্ষসকৃত ঘোরতর শস্ত্রবৃষ্টি নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যোধগণ হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিতজিহ্ব শত শত শিবাগণকে ঘোর চীৎকার ও রাক্ষসগণকে ভীষণ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই দীপ্তানন, দীপ্তজিহ্ব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র শৈল সদৃশ কলেবর, নিতান্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ নভোমণ্ডলে আরোহণ ও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বারিধারা বর্ষী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আপনার সৈন্যগণ সেই রাক্ষসগণের শর, শক্তি, শূল, গদা, পরিঘ, বজ্র, পিণাক, অশনি, চক্র ও শতঘ্নী দ্বারা বিমথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি অনবরত শূল, খড়্গ, গুড়, অশ্ম, গুড়, শতঘ্নী এবং লৌহ পট্টসম্বদ্ধ স্থূণ সকল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সকলেই মোহে একান্ত আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। বীরগণ বিশীর্ণ অস্ত্র, চূর্ণ মস্তক ও চূর্ণ কলেবর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, কুঞ্জরগণ প্রমথিত ও রথ সমুদায় শিলাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঘোররূপ নিশাচরগণ এইরূপে অনবরত অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভীত বা প্রাণরক্ষার্থ প্রার্থনাপরতন্ত্র ব্যক্তিগণও নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই কালকৃত কুরুকুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের অভাব কাল সমুপস্থিত হইলে কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন ও পলায়নপরায়ণ হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে কৌরবগণ! তোমরা এক্ষণে পলায়ন কর, আর নিস্তার নাই।

দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের উপকার সাধনার্থ আমাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কৌরবগণ এইরূপ ঘোরতর বিপদ্ সাগরে নিমগ্ন হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং কৌরব সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে রণস্থলে কে কৌরবপক্ষীয় আর কেই বা পাণ্ডব পক্ষীয় কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কেবল একমাত্র কর্ণ অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের মায়া প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত দুষ্কর অতিলোকিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি তৎকালে কিছুতেই বিমোহিত হইলেন না। তখন সৈন্ধব ও বাহ্লিকগণ ভীতচিত্তে কর্ণকে অবিমোহিত নিরীক্ষণ করিয়া অসক্তচিত্তে তাঁহার প্রশংসা করত রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের বিজয় ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর ঘটোৎকচ এক চক্রযুক্ত শতঘ্নী বিক্ষেপ করিয়া এককালে কর্ণের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিল। অশ্বগণ গতাসু এবং দশন, অক্ষি ও জিহ্বা শূন্য হইয়া জানুদ্বয় সঙ্কুচিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কৌরবগণকে পলায়মান ও ঘটোৎকচের মায়াপ্রভাবে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিহত নিরীক্ষণ করিয়াও অবিচলিত চিত্তে তৎকালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমস্ত কৌরবগণ সেই ভয়ঙ্কর মায়া দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতনন্দন! এই সময় কৌরব সৈন্য বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি সত্বর এই নিশীথ সময়ে সেই বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা নিশাচরকে সংহার কর। ভীমসেন ও অর্জ্জুন আমাদের কি করিবে? আজি বীরগণ এই ঘোর সংগ্রামে নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে অনায়াসে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। অতএব তুমি অবিলম্বে শক্তি দ্বারা এই দুরাশয় রাক্ষসের প্রাণ সংহার কর। ইন্দ্রতুল্য কৌরবগণ যেন এই রাত্রিযুদ্ধে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট না হন।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে শঙ্কিত দর্শন ও কৌরবগণের ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচের বিনাশার্থ সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক উঁহাকে ঐ শক্তি প্রদান করেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বহুদিন অতি যত্ন সহকারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঘটোৎকচের অমিত পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বিনাশবাসনায় সেই পাশযুক্ত, যমের ভগিনীর ন্যায়, অন্তকের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত, ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিলেন। ভীমসেনকুমার সেই কর্ণবাহুস্থিত অরাতিনিপাতন প্রজ্বলিত শক্তি সন্দর্শনে ভীত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদসদৃশ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ সেই ভয়ঙ্করী শক্তি দর্শন করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্ঘাত অশনি নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সেই শত্রুঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিবা মাত্র উহা ঘটোৎকচের মায়া ভস্মীভূত করিয়া তাহার হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে নক্ষত্রমালার অন্তর্গত হইল।

এই রূপে ভীমসেনকুমার মহাবীর ঘটোৎকচ দিব্যাস্ত্র বিবিধাস্ত্র দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস ও মনুষ্যগণের সহিত সংগ্রামকালে অন্যান্য বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে বাসবদত্তা শক্তির আঘাতে অতিভীষণ চীৎকার করত প্রাণত্যাগ করিল। ভীমকর্ম্মা ভীমসেন সূতপুত্রের ভীষণ শক্তির আঘাতে মর্ম্মাহত হইয়া যে স্থানে নিপতিত হইল, তত্রত্য এক অক্ষৌহিণী কৌরবসৈন্য তাহার দেহভারে নিষ্পেষিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! নিশাচর এইরূপে হতজীবিত হইয়াও স্বীয় প্রকাণ্ড শরীর দ্বারা আপনার বহু সংখ্য সৈন্য সংহার করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রিয়কার্য্য সাধন করিল। অনন্তর কৌরবগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে নিহত ও তাহার মায়া বিনষ্ট অবলোকন করিয়া পরমাহ্লাদে সিংহনাদ, শঙ্খনিস্বন এবং ভেরী, মুরজ ও আনকের নিনা-

করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া অমরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণ ঘটোৎকচের প্রাণসংহার পূর্ব্বক কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করত স্বীয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়কে নিহত ও পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোকে বাষ্পাকুলনেত্র হইলেন; কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যথিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি রথরশ্মি সংযত করিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বাতোদ্ধূত বনস্পতির ন্যায় রথোপরি নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আস্ফোটনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন কেশবকে অতিশয় হৃষ্ট অবলোকন করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রধানতম সৈন্যগণ ও আমরা সকলেই হিড়িম্বাতনয়কে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি, কিন্তু তুমি অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছ। তোমার এই অনুপযুক্ত সময়ে আহ্লাদ প্রকাশ সমুদ্রশোষণের ন্যায় ও মেরুসঞ্চালনের ন্যায় নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যাহা হউক তোমার এই আহ্লাদের অবশ্যই কোন মহৎ কারণ আছে, যদি উহা গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে আমার নিকট কীর্ত্তন কর; উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি যে জন্য অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজি ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্তা শক্তি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এখন কর্ণকে সমরভূমিতে নিপতিত বলিয়া বোধ কর। এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, কার্ত্তিকেয়সদৃশ শক্তিধারী সূতপুত্রের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং অদ্য উহার শক্তিও ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপসৃত হইল। সূতপুত্রের কবচ এবং কুণ্ডল থাকিলে ঐ বীর একাকীই অমরগণের সহিত ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। কি দেবরাজ, কি কুবের, কি বরুণ, কি যম কেহই কর্ণসমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শন চক্র উদ্যত করিয়াও উহাকে পরাজিত করিতে পারিতাম না; কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিতসাধনার্থ কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডলবিহীন করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পূর্ব্বে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করাতে বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আজি কর্ণকে মন্ত্রবল শিথিলিত ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায়, প্রশান্তজ্বাল অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে। মহারথ কর্ণ যে দিন ইন্দ্রের নিকট কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়ের বিনিময়ে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইদিন অবধি ঐ মহাবীর উহা দ্বারা তোমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ বীর শক্তিশূন্য হইয়াছে; উহা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যাহা হউক হে ধনঞ্জয়! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কর্ণ এক্ষণে শক্তিশূন্য হইলেও তুমি ভিন্ন অন্য কেহই উহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। কর্ণ নিয়ত ব্রহ্মানুষ্ঠানে তৎপর, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং অরাতিগণেরও প্রতি দয়াবান্ বলিয়া বৃষনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহাবাহু রণদক্ষ এবং নিরন্তর শরাসন উদ্যত করত কেশরী যেমন বনমধ্যে মত্ত মাতঙ্গগণকে মদবিহীন করে, তদ্রূপ মহারথগণকে মদহীন করিয়া মধ্যাহ্নকালীন প্রখর মার্ত্তণ্ডের ন্যায় যোধগণের দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরনিকর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণও শরজাল বিস্তার করিয়া উহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। উহার শরপ্রভাবে তাঁহাদিগেরই শরীর হইতে মাংস ও শোণিত বিগলিত হইতে থাকে, কিন্তু এক্ষণে সূতপুত্র কবচ, কুণ্ডল ও বাসবদত্ত শক্তিবিহীন হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে কর্ণের বধোপায় অবধারণ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। সূতপুত্রের রথচক্র নিমগ্ন হইলে সেই ছিদ্রে আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া সাবধানে উহাকে বিনাশ করিবে। কর্ণ উদ্যতাস্ত্র হইয়া সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিলে বজ্রধর বাসবও উহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যাহা হউক হে ধনঞ্জয়! আমিই তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য এবং হিড়িম্ব, কিম্মীর, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধসাধন করিয়াছি।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপালগণকে নিপাতিত করিলে, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ পূর্ব্বে নিহত না হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। সেই মহারথগণ জীবিত থাকিলে দুর্য্যোধন অবশ্যই তাহাদিগকে সমর কার্য্যে বরণ করিত। সেই সমুদায় অস্ত্রবেত্তা কৃতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর আমাদের চিরবিদ্বেষী ছিল, তাহারা অবশ্যই কৌরবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত। সূতপুত্র, জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ উহারা সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলে এই সমুদায় পৃথিবীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে পার্থ! আমি যেরূপ উপায় করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত সুরগণও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। তাহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপাল রক্ষিত সমস্ত দেবসেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে সমর্থ ছিল। জরাসন্ধ বলদেব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে আমাদিগের বিনাশার্থ এক পাবক তুল্য প্রভাসম্পন্ন, সর্ব্বসংহারক্ষম, অশনি সদৃশ গদা ক্ষেপণ করিল। জরাসন্ধনির্ম্মুক্ত গদা আকাশমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর বলদেব সেই গদা দর্শন করিয়া তাহার প্রতিঘাতার্থ স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। গদা বলদেবের অস্ত্রে প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন অবনী বিদীর্ণ ও ভূধর সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ দুই মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, উহার মাতৃদ্বয় উহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর প্রসব করিয়াছিল। জরা নামে এক রাক্ষসী উহার সেই অর্দ্ধ কলেবর দ্বয় যোজিত করে। এই নিমিত্তই ঐ বীর জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই নিশাচরী জরা সেই গদা, স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্রের আঘাতে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত হতজীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ এইরূপে গদা বিহীন হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর ভীমসেন তোমার সমক্ষেই তাহাকে নিপাতিত করিয়াছেন। যদি সেই প্রবল প্রতাপশালী জরাসন্ধ গদা হস্তে অবস্থান করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইতেন। হে ধনঞ্জয়! মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য তোমার হিতের নিমিত্তই ছদ্মবেশে আচার্য্যত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষাদরাজ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। অভিমানী দৃঢ়বিক্রমশালী নিষাদাধিপতি অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শোভা পাইতেন। একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে সমুদায় উরগ, রাক্ষস, দেব ও দানবগণও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। মনুষ্যগণও তাঁহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইত, কিন্তু সেই দৃঢ়মুষ্টিসম্পন্ন নিষাদরাজ বাণনিক্ষেপে সমর্থ, কৃতী নিষাদরাজ অঙ্গুষ্ঠবিহীন হইলে আমি তোমার হিতসাধনার্থ সমরে নিপাতিত করিয়াছি। হে পার্থ! আমি তোমার সমক্ষেই চেদিরাজকে সংহার করিয়াছি। ঐ বীরও সমরে সমস্ত সুরাসুরের অপরাজিত ছিল। আমি তোমার সাহায্যে চেদিরাজ ও অন্যান্য অসুরের বিনাশ সাধন এবং লোকের হিতবর্দ্ধনের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! ভীমসেন দশাননসদৃশ বলশালী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিঘাতক নিশাচর, হিড়িম্ব, বক ও কিম্মীরকে বিনাশ করিয়াছে। মহাবীর ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে উহার প্রভাবে কর্ণের শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচেরও প্রাণবিয়োগ হইল। যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা

ঘটোৎকচকে নিহত না করিত, তাহা হইলে আমাকেই বৃকোদরের পুত্রকে বধ করিতে হইত। আমি কেবল তোমাদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই পূর্ব্বে উহার জীবন নাশ করি নাই। ঐ নিশাচর ব্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞনাশক, ধর্ম্মলোপ্তা ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই কৌশলক্রমে নিপাতিত হইল। ঐ রাক্ষসের বিনাশে কর্ণের অমোঘ শক্তিও বিফলীকৃত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যাহারা ধর্ম্মনাশক তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা ও ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেই স্থানেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকি। হে পার্থ! তুমি কর্ণ সংহারের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। আমি তোমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব যে, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে অবশ্য তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে। মহাবীর বৃকোদর যেরূপে সমরে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়া দিব। যাহা হউক, এক্ষণে শত্রুসৈন্যগণ তুমুল শব্দ করিতেছে, তোমার সৈন্যগণও দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, লব্ধলক্ষ্য কৌরবগণ ও সংগ্রামবিশারদ দ্রোণাচার্য্য অস্মৎপক্ষীয় সেনাসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূতপুত্র কর্ণ কি নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অর্জ্জুনের প্রতি সেই এক পুরুষঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিল না? ধনঞ্জয় নিহত হইলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ বিনষ্ট ও জয়শ্রী আমাদেরই করগত হইত। পূর্ব্বে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অতএব তাঁহাকে সমরে আহ্বান করা কর্ণের অতি কর্ত্তব্য ছিল। মহাবীর কর্ণ কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আহ্বানপূর্ব্বক দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া বাসবদত্তা শক্তি দ্বারা সংহার করিল না? আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত নির্ব্বোধ ও সহায়শূন্য এবং বিপক্ষেরা তাহাকে একান্ত নিরুপায় করিয়াছে, সুতরাং সেই নরাধম কিরূপে শত্রুসংহার করিবে? সে যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিজয়লাভের অভিলাষ করিত, বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই দিব্য শক্তি রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া উহা একান্ত বিফল করিয়াছেন। যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুক্কুরের অন্যতরের মৃত্যু হইলে চণ্ডালেরই লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণ ও ঘটোৎকচের এই দুই জনের মধ্যে অন্যতর বীরের বিনাশ হইলে বাসুদেবেরই পরম লাভ, সন্দেহ নাই। যদি ঘটোৎকচ কর্ণকে বিনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের অতিশয় উপকার হয়; অথবা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে সংহার করিতে সমর্থ হয়; তাহা হইলেও তাহার একপুরুষঘাতিনী শক্তির বিনাশে পাণ্ডবগণের হিতকর কার্য্য সাধন করা হয়। বাসুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ অবধারণ করিয়া পাণ্ডবগণের প্রিয়সাধনের নিমিত্তই সূতপুত্র দ্বারা ঘটোৎকচের বিনাশসাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। মহাবুদ্ধিসম্পন্ন জনার্দ্দন কর্ণের এই অভিলাষ অবগত হইয়া সেই অমোঘ শক্তি প্রতিহত করিবার নিমিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি তৎকালে কর্ণের হস্ত হইতে মহারথ অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতাম। হে কুরুরাজ! সেই যোগিগণের ঈশ্বর বাসুদেব এইরূপ কৌশল না করিলে ধনঞ্জয় অশ্ব ধ্বজ ও রথের সহিত কর্ণের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিতেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপায়বলেই রক্ষিত হইয়া সম্মুখাগত শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া থাকেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেবই সেই অব্যর্থ শক্তি হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন; নচেৎ উহা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহাকে নিপাতিত করিত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিরোধী, কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র ও প্রজ্ঞাভিমানী; তাহার নিমিত্তই এই অর্জ্জুনের বধোপায় বিফল হইয়াছে। যাহা হউক মহাবীর কর্ণ সকল শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য ও মহাবুদ্ধিসম্পন্ন; সে কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ করিল না? হে সঞ্জয়! তুমিও কি এই বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলে? তুমি কেন ইহা তৎকালে কর্ণকে স্মরণ করিয়া দিলে না?

তখন সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি আমরা প্রতি রাত্রিতেই সূতপুত্রকে কহিতাম, হে কর্ণ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার কর, তাহা হইলে আমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে কিঙ্করের ন্যায় নিদেশানুবর্ত্তী করিতে পারিব। অথবা অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অন্যতমকে সমরে দীক্ষিত করিবেন, অতএব তুমি অর্জ্জুনকে বিনষ্ট না করিয়া কৃষ্ণকেই বিনাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মূল স্বরূপ; যুধিষ্ঠির বৃক্ষ স্বরূপ, অর্জ্জুন স্কন্ধ স্বরূপ, ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ শাখা স্বরূপ এবং পাঞ্চালেরা পত্র স্বরূপ। পাণ্ডবদিগের কৃষ্ণই আশ্রয়; কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং কৃষ্ণই পরমা গতি। অতএব হে কর্ণ! তুমি পর্ণ, শাখা ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মূল স্বরূপ কৃষ্ণকে বিনাশ কর। যদি বাসুদেব নিহত হইয়া সমর শয্যায় শয়ন করেন, তাহা হইলে শৈল, সাগর ও অরণ্য পরিশোভিত সমুদায় বসুন্ধরা তোমার বশবর্ত্তী হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আমরা প্রতি রজনীতেই হৃষীকেশকে সংহার করিবার নিমিত্ত এইরূপ অবধারণ করিতাম কিন্তু যুদ্ধকালে উহার সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। মহাত্মা বাসুদেব সতত ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি সূতপুত্রের সমক্ষে তাঁহাকে অবস্থাপিত করিতেন না। তিনি সেই অমোঘ শক্তি নিষ্ফল করিবার নিমিত্ত অন্যান্য রথীদিগকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতেন। হে মহারাজ! যখন বাসুদেব এই রূপে কর্ণের হস্ত হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, তখন যে তিনি আত্মরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন কদাচ ইহা সম্ভবপর নহে। ফলতঃ আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, জনার্দ্দনকে পরাজয় করিতে সমর্থ এমন কেহই এই ত্রিলোক মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই।

হে মহারাজ! ঘটোৎকচবধের পর সত্যবিক্রম সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বাসুদেব! কর্ণ ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই পরাক্রান্তা শক্তি প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছিল কিন্তু কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিল? বাসুদেব সাত্যকির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শিনিপ্রবীর! দুঃশাসন শকুনি, কর্ণ ও জয়দ্রথ, দুর্য্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়া সতত কর্ণকে কহিত, হে সূতপুত্র! তুমি কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি এই শক্তি কদাচ প্রয়োগ করিও না। ধনঞ্জয় দেবগণ মধ্যে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডবগণ মধ্যে সাতিশয় যশস্বী; তাহাকে সংহার করিতে পারিলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ হুতাশনবিহীন সুরগণের ন্যায় বিনষ্টপ্রায় হইবে, সন্দেহ নাই। হে সাত্যকি! দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় বীরেরা বারংবার এইরূপ কহিলে কর্ণও তাহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং এই শক্তি দ্বারা ধনঞ্জয়েরই বধসাধন করিতে হইবে, ইহা সততই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত; কিন্তু আমি তাহাকে বিমোহিত করিতাম বলিয়াই সে অর্জ্জুনের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে শৈনেয়! আমি যে পর্য্যন্ত না অর্জ্জুনের এই মৃত্যুর প্রতিকার করিয়াছিলাম, ততদিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ এককালে তিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কৃতান্তের করাল আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেরূপ কর্ত্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা করা তদ্রূপ নহে। অধিক কি, ত্রিলোকরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে, আমি অর্জ্জুনবিহীন হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান! ধনঞ্জয়কে পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া আমার এইরূপ গুরুতর হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। রজনীকালে কর্ণকে নিবারণ করিতে পারে, ঘটোৎকচ ভিন্ন এমন আর কেহই নাই; এই নিমিত্তই আমি তাহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের হিতানুষ্ঠানে পরতন্ত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিকে তৎকালে এইরূপ কহিয়াছিলেন

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণ দুর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতি বীরগণের, বিশেষতঃ তোমার অতিশয় নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিতেছি। তোমরা সকলেই ত অবগত ছিলে যে, সেই বাসবদত্তা শক্তি একজনকে অবশ্যই সংহার করিতে পারে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও কেহ উহা রুদ্ধ বা নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন; তবে কর্ণ কি নিমিত্ত এতকাল পর্য্যন্ত সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি দেবকীপুত্র বা অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করেন নাই?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমরা প্রতিদিন সমরাঙ্গণ হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া কর্ণকে কহিতাম, হে কর্ণ! কল্য প্রভাতেই তুমি এই একপুরুষঘাতিনী শক্তি হয় কেশব, না হয় অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা, পরদিন প্রভাতেই কি কর্ণ কি অন্যান্য যোধগণ সকলেই উহা বিস্মৃত হইত। হে মহারাজ! দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; তাহার প্রভাবে সূতনন্দন হতবুদ্ধি হইয়া দেবকীপুত্রের বা ইন্দ্রপরাক্রম অর্জ্জুনের প্রতি সেই কালরাত্রি সদৃশী বাসবী শক্তি নিক্ষেপ করেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, দৈব ও কেশবের প্রভাবে বিনষ্ট হইলে। বাসবদত্তা শক্তি তৃণ তুল্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়া ব্যর্থ হইল; মহাবীর কর্ণ, আমার পুত্রগণ ও অন্যান্য ভূপালগণ এই নীতি বহির্ভূত কার্য্য নিবন্ধনই শমনভবনে গমন করিলেন। যাহা হউক, হিড়িম্বাতনয় নিহত হইলে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল? কীর্ত্তন কর। যে যে পাঞ্চালেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল? মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বিনাশ নিবন্ধন, অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জৃম্ভমাণ শার্দ্দূলের ন্যায়, ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় প্রাণপণে অরাতিসৈন্য মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কিরূপে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল? দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যে যে বীরগণ আচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সংগ্রামস্থলে কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যবধার্থী ধনঞ্জয় ও বৃকোদরের উপর কিরূপ বাণবৃষ্টি করিল? কৌরবগণ জয়দ্রথের ও পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের বিনাশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সেই রাত্রিতে পরস্পর কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? এই সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই ঘোর রজনীতে মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করিলে কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পরমাহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করত বেগে আগমনপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য সমুদায় বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির অতি দীনভাবে ভীমসেনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি শীঘ্র কৌরব সৈন্যগণকে নিবারণ কর। আমি ঘটোৎকচের নিধনে বিমোহিত প্রায় হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়াই অশ্রুপূর্ণমুখে স্বীয় রথে আসীন হইয়া কর্ণের বিক্রম সন্দর্শনপূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত মহা মোহে অভিভূত হইলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত ব্যথিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! প্রাকৃতজনের ন্যায় শোক প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সমরভার বহন করুন। আপনি এরূপ শোকপরবশ হইলে বিজয়লাভে সংশয় উপস্থিত হইবে।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর পাণিতল দ্বারা নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করত কহিলেন, হে মহাবাহো! ধর্ম্মপথ কিছুই আমার অবিদিত নাই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। দেখ, অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে মহাত্মা হিড়িম্বাতনয় বালক হইয়াও আমাদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। ঐ মহাধনুর্দ্ধর কাম্যক বনে আমার শুশ্রূষা করিতে এবং ধনঞ্জয়ের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছিল। ঐ মহাতেজা মহাবীর গন্ধমাদন-পর্ব্বতে আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও পরিশ্রান্ত পাঞ্চালীকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। মহাবীর ভীমতনয় আমার নিমিত্ত এইরূপ অনেক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে জনার্দ্দন! সহদেবের প্রতি আমার যেরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। ভীমতনয় আমার অতিশয় ভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিল; তজ্জন্যই আমি শোকসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! ঐ দেখ, কৌরবেরা আমাদিগের সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পরম যত্ন সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন নলবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিতেছেন। কৌরবেরা ভীমসেনের ভুজবল ও অর্জ্জুনের বিবিধ অস্ত্রশিক্ষায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ঐ দেখ, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, ঘটোৎকচের নিধননিবন্ধন আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে জনার্দ্দন! তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে সূতপুত্র কিরূপে সর্ব্ব সমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয়ের বিনাশ সাধন করিল? যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অভিমন্যুকে বিনাশ করে, সে সময়ে মহারথ ধনঞ্জয় রণস্থলে উপস্থিত ছিল না, আমরাও সকলে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক রুদ্ধ ছিলাম। দ্রোণাচার্য্য ও পুত্র সমভিব্যাহারে অভিমন্যু বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন। তিনি তাহার বধোপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন, কর্ণ তাহার অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে, নৃশংস কৃতবর্ম্মা বিপন্ন বালকের অশ্বগণকে পার্ষ্ণি ও সারথির সহিত নিহত করে এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধরেরা তাহার বিনাশ সাধন করেন। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! অভিমন্যুবধে জয়দ্রথের অতি সামান্য অপরাধ ছিল, তন্নিমিত্ত অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বিনাশ করাতে আমি অধিক আহ্লাদিত হই নাই। এক্ষণে যদি শত্রু বিনাশ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ঐ দুই জনই আমাদিগের দুঃখের আদি কারণ; উহাদিগের সাহায্যেই দুর্য্যোধন আশান্বিত হইয়াছে। হে মাধব! যে সংগ্রামে দ্রোণ ও কর্ণকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করা কর্ত্তব্য, অর্জ্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সূতপুত্রকে নিগ্রহ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে; অতএব আমি তাহারই সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত চলিলাম। ঐ দেখ, ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণসৈন্য সমভিব্যাহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারিত ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে শিখণ্ডী অসংখ্য রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন সহস্র প্রভদ্রক সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজার অনুগমন করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন, ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতেছেন। অতএব উঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া সত্বর অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক দূরগত ধর্ম্মপুত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শোকবিমূঢ় সন্তপ্তচিত্ত যুধিষ্ঠিরকে সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় সত্বর গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! অর্জ্জুন সৌভাগ্যক্রমে সমরাঙ্গনে সূতপুত্রের হস্তে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের নিধন কামনায় বাসবদত্তা শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অর্জ্জুন কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই ঐ বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে সূতপুত্র নিশ্চয়ই তাঁহার উপর বাসবদত্তা শক্তি নিক্ষেপ করিত। তাহা হইলে তোমার বিষম ব্যসন উপস্থিত হইত। ভাগ্যক্রমে সূতপুত্র তাহা না করিয়া সেই শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভরতবংশাবতংস! দৈবই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে, পুরন্দর প্রদত্ত শক্তি কেবল নিমিত্তমাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে ক্রোধ ও শোক সম্বরণ কর। জীবমাত্রেরই সংহার আছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নরপতিগণের সমভিব্যাহারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি হইতে পঞ্চম দিবসে বসুন্ধরা তোমার হস্তগত হইবে। তুমি নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। পরম প্রীত মনে অনৃশংসতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়। হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ঘটোৎকচবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রোণবধ পর্ব্বাধ্যায়।

—:•:—

পঞ্চাশাত্যধিকশততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে স্বয়ং কর্ণ বিনাশে বিরত এবং ঘটোৎকচবধজনিত দুঃখ ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি ভীমসেনকে অসংখ্য কৌরব-সেনা বিদারিত করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অরিন্দম! তুমি দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত শর, কবচ, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। অতএব নির্ভয়ে সমরে ধাবমান হও। তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জনমেজয়, শিখণ্ডী, যশোধর, দৌর্ম্মুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত দ্রুপদ ও বিরাট, মহাবল সাত্যকি ও অর্জ্জুন এবং প্রভদ্রক, কেকয় ও দ্রৌপদীতনয়গণ ইঁহারাও সন্তুষ্ট চিত্তে দ্রোণবধ বাসনায় বেগে ধাবমান হউন। রথিগণ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া মহারথ দ্রোণকে নিপাতিত করুন।

হে মহারাজ! তখন সেই সমস্ত যোধগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে দ্রোণজিগীষু হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সময়ে সহসা সমাগত বীরগণকে অনায়াসে প্রতিগ্রহ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের জীবন রক্ষার্থ সুসজ্জিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন শ্রান্তবাহন পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে মহারথগণ নিদ্রান্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমরে নিশ্চেষ্টপ্রায় হইলেন। সেই প্রাণিগণের প্রাণনাশিনী ত্রিযামা রজনী তাঁহাদিগের পক্ষে সহস্রযামা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে সৈন্যগণ ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইলে উভয় পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ দীনচিত্ত, উৎসাহশূন্য এবং অস্ত্র শস্ত্র বিহীন হইয়াও লজ্জা ও স্বধর্ম্ম পরিপালন নিবন্ধন স্ব স্ব সৈন্য পরিত্যাগ করিলেন না। সৈন্যগণ নিদ্রান্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কেহ অশ্বে, কেহ গজে ও কেহ বা রথোপরি শয়ন করিতে লাগিল। অন্য যোধগণ তাহাদিগকে অনায়াসে যমালয়ে প্রেরণ করিল। অনেকে স্বপ্নে বিপক্ষদলকে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক আপনাকে, আত্মীয়গণকে ও শত্রুগণকে সমরে সংহত করিতে লাগিল। আমাদের পক্ষীয় অসংখ্য বীর শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে নিদ্রারক্তলোচনে অবস্থান করিতে লাগিল। কতকগুলি নিদ্রান্ধ বীরপুরুষ সেই নিদারুণ অন্ধকারে গমনাগমন পূর্ব্বক পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, শত্রুহস্তে নিহত হইয়াও কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগের এইরূপ চেষ্টা অবগত হইয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে সেনাগণ! তোমরা বাহনগণের সহিত অন্ধকার ও ধূলিজালে সমাবৃত এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ; অতএব যদি তোমাদিগের মত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ সমরে নিবৃত্ত হইয়া এই রণভূমিতেই নিদ্রা যাও। অনন্তর নিশানাথ সমুদিত হইলে তোমরা বিনিদ্র হইয়া স্বর্গলাভের নিমিত্ত পুনরায় পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইবে। তখন কৌরব পক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞ বীরগণ ধার্ম্মিক ধনঞ্জয়ের সেই বাক্য শ্রবণে তাহাতে সম্মত হইয়া হে কর্ণ! হে মহারাজ দুর্য্যোধন! পাণ্ডব সেনা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়াছে; অতএব তোমরাও নিবৃত্ত হও, পরস্পর উচ্চস্বরে বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে সমুদায় কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য সমরে নিবৃত্ত হইল। সমুদায় দেব ও মুনিগণ সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত সৈনিক পুরুষগণ অর্জ্জুনবাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। আপনার সৈন্যগণ বিশ্রামের অবকাশ পাইয়া অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, হে মহাবাহো! তোমাতে বেদ, অস্ত্র সমূহ, বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও জীবের প্রতি অনুকম্পা বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব আমরা আশ্বাসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হও। মহারথগণ তাঁহাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন। কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ গজস্কন্ধে, কেহ কেহ ক্ষিতিতলে শয়ন করিলেন। অনেকে বাণ, গদা, খড়্গ, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়াই পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ ভূরেণুভূষিত ভুজঙ্গভোগ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত পৃথিবীতল শীতল করিয়া নিশ্বসন্ত পন্নগ পরিবৃত বর্জ্জিত সমুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্বর্ণ যোক্ত্র, পরিশোভিত অশ্বগণ কেশরাঞ্চিত যুগকাষ্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা সমরভূমি বিষম করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই সংগ্রামস্থলে অশ্ব, হস্তী ও যোধগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও যুদ্ধে বিরত হওয়া নিদ্রিত হইল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন সুনিপুণ চিত্রকরগণ ঐ সমস্ত বল চিত্রপটে বিচিত্র করিয়াছে। পরস্পরের শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ কুণ্ডলধারী তরুণবয়স্ক ক্ষত্রিয়গণ গজকুম্ভের উপর শয়ান থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহারা কামিনীগণের কুচকলস আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন।

হে মহারাজ! অনন্তর নয়নপ্রীতিবর্দ্ধন কামিনীগণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ভগবান্ কুমুদনায়ক চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী দিক্ অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয় পর্ব্বতের সিংহের ন্যায় পূর্ব্ব দিক্‌রূপ গুহা হইতে বিনিঃসৃত হইয়া তিমিররূপ হস্তীযূথ বিনাশ করত সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষ সমপ্রভ, কন্দর্পচাপ সদৃশ, নববধূর হাস্যের ন্যায় মনোহর কুমুদবান্ধব প্রথমতঃ আলোক মাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবর্ণবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকিরণপ্রভা দ্বারা তমোরাশি উৎসারিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলে গমন করিল। তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইল। তিমির রাশি অবিলম্বেই বিনষ্ট হইয়া গেল। নিশাচর জন্তুগণ কেহ কেহ ক্ষান্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে চন্দ্রমা সমুদিত হইলে সৈন্যগণ সূর্য্যাংশু সান্নিধ্য পদ্মবনের ন্যায় প্রবোধিত হইতে লাগিল এবং তাহারা মহাসাগরের ন্যায় চন্দ্রোদয় দর্শনে উদ্ধত হইয়া উঠিল। তখন লোক বিনাশের নিমিত্ত পরমগতি লাভার্থ বীরপুরুষগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

—

ষট্‌পঞ্চাশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার হর্ষ ও তেজ সন্ধুক্ষিত করত কহিতে লাগিলেন, হে আচার্য্য! দীনমনা শ্রমাপনোদনে প্রবৃত্ত অরাতিগণকে ক্ষমা করা লব্ধলক্ষ্য বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, উহারা সেই অবসরে সমুদায় সমরপরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই বারংবার উহাদিগের অভ্যুদয় লাভ হইতেছে; এবং আমরা ক্রমশঃ তেজ ও বলবীর্য্য পরিশূন্য হইতেছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র সমস্ত সম্যক্ অবগত আছেন। আমি সত্যই কহিতেছি, কি পাণ্ডবগণ কি কৌরবগণ কি অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ কেহই যুদ্ধকালে আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদায় লোক উচ্ছিন্ন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবগণ আপনার পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য এই বলিয়াই হউক বা আমার ভাগ্য দোষেই হউক, আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি। আমি অস্ত্রবেত্তা; কিন্তু এই সমস্ত বীর অস্ত্রবিদ্যায় তাদৃশ সুনিপুণ নহে। বিজয়াভিলাষে এই সকলকে সংহার করিতে হইলে আমাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র জনের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহা হউক, একণে তুমি যাহা বিবেচনা করিতেছ, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমি তোমার বাক্যানু-

পৌত্র ত্রয়ের প্রাণ সংহার করিলে তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎপরে মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে চেদি, কৈকয়, সৃঞ্জয় ও মৎস্যগণকে পরাজিত করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটরাজ তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ অনায়াসে তাঁহাদের বাণবর্ষণ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাট ভূপতি দ্রোণশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদের কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বিরাট তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া দ্রোণের বধমানসে দশ তোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রণবিশারদ দ্রুপদও ক্রোধভরে দ্রোণের রথাভিমুখে এক স্বর্ণ খচিত ভুজঙ্গোপম ভীষণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই বিরাট-নিক্ষিপ্ত দশ তোমর ও নিশিত সায়ক দ্বারা দ্রুপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া সুশাণিত ভল্লদ্বয় দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

মনস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের হস্তে বিরাট, দ্রুপদ ও দ্রুপদের তিন পৌত্র এবং কৈকয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও দুঃখ ভরে মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য দ্রোণ যদি আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আমাকে পরাজয় করেন, তাহা হইলে যেন আমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়তেজ হইতে পরিভ্রষ্ট হই। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ শপথ করিয়া সৈন্যগণ মধ্যে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন এক দিকে পাঞ্চালগণ ও অন্য দিকে অর্জ্জুন অবস্থান পূর্ব্বক দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এবং দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের প্রযত্নে সুরক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়সত্তম! কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়জাতিমানী ও দ্রুপদের কুলে উৎপন্ন হইয়া সম্মুখস্থ শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। কোন্ পুরুষ পিতৃবধ ও পুত্রবধ সহ্য এবং ভূপালগণ সমক্ষে শপথ করিয়া শত্রু প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। ঐ দেখ, মহাবীর দ্রোণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন। উনি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সমগ্র পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিবেন। অতএব আমি সংগ্রামার্থ দ্রোণসন্নিধানে চলিলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ কর।

মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া ক্রোধভরে দ্রোণসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আকর্ণপূর্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! সেই সূর্য্যোদয় কালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল আমরা কদাচ তদ্রূপ যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় সৈন্য সকল অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথসমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রাণিগণ নিহত ও ইতস্ততঃ বিশীর্ণ হইল। কোন কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করত রিপুগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। যাহারা সমরপরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, অরাতিগণ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠভাগে ও কেহ কেহ বা পার্শ্বদেশে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে অতি নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদিত হইলেন।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বর্ম্মধারী বীরগণ সমরাঙ্গনেই নবোদিত দিবাকরের উপাসনা করিলেন। অনন্তর তপ্তকাঞ্চন তাম্রতোরণ সমুদিত হওয়াতে জগৎ আলোকময় এবং প্রকাশিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে যে সৈন্যগণ যাহাদিগের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই পুনরায় সেই সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বারোহিগণ রথীদিগের সহিত, গজারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, পদাতিরা হস্ত্যারোহীদিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণের সহিত, পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং মাতঙ্গগণ মাতঙ্গগণের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। হে মহারাজ! যোধগণ রজনীযোগে বহু যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আতপতাপে উত্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অচেতন প্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরী-নিস্বন, মৃদঙ্গধ্বনি, বৃংহিত শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার, নিপাতিত অস্ত্র সমুদায়ের নিঃস্বন, অশ্বের হ্রেষারব ও রথ সমুদায়ের ঘর্ঘর নির্ঘোষে মহা তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত কলেবর রণনিপতিত বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। তখন সৈন্যগণ শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মপক্ষীয়গণকেও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণ নিক্ষিপ্ত করবাল সকল নিজ্যমান বসন রাশির ন্যায় নিরীক্ষিত ও সেই খড়্গ সমুদায়ের শব্দ নিজ্যমান বসন শব্দের ন্যায় শ্রুত হইল। অনন্তর বীরগণ খড়্গ, তোমর ও পরশু নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত করিলে সমরস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহ সম্ভূত শোণিত দ্বারা এক অতি ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল। শস্ত্র সমুদায় উহার মৎস্য, মাংস কর্দ্দম, পতাকা ও বস্ত্র সমুদায় ফেন এবং সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অশ্ব ও গজ সমুদায় রজনীতে শর ও শক্তি দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে বীরগণ চারুকুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বারা অসাধারণ শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় ক্রব্যাদগণে এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত সৈন্য সমুদায় দ্বারা রথসঞ্চালনের পথরোধ হইল। বাহন সদৃশ বলবান্ সৎকুল সম্ভূত বাজিগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং রথচক্র নিমগ্ন হইলে কম্পিত কলেবরে বলপূর্ব্বক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন আর সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ই তৎকালে স্ব স্ব পক্ষের আশ্রয় ও অভয়দাতা হইয়াছিলেন। উঁহাদের প্রভাবে উভয় পক্ষীয় অনেক বীর শমনসদনে গমন করিলেন। কৌরব সৈন্য সমুদায় নিতান্ত ভীত হইল। পাঞ্চাল সৈন্যেরা কোন্ স্থানে রহিয়াছে তাহা কিছুমাত্র স্থির হইল না। সেই ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন, শ্মশানভূমিসদৃশ সমরাঙ্গনে ক্ষত্রিয়-গণের ক্ষয়কালে ধূলিপটল সমুত্থিত হইলে কি কর্ণ কি দ্রোণ কি অর্জ্জুন কি যুধিষ্ঠির কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি ধৃষ্টদ্যুম্ন কি সাত্যকি কি দুঃশাসন কি অশ্বত্থামা কি দুর্য্যোধন কি শকুনি কি কৃপ কি মদ্ররাজ কি কৃতবর্ম্মা কি অন্যান্য যোধগণ কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তৎকালে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আত্মদেহ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই ধূলিপটলে সংবৃত হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন পুনরায় নিশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়ে কে কৌরব, কে পাঞ্চাল, কে পাণ্ডব কিছুই অবধারিত হইল না। ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল এবং সম ও বিষম প্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। বিজয়-প্রার্থী নরগণ কি স্বকীয় কি পরকীয় যাহাকে প্রাপ্ত হইল, তাহাকেই নিপা-তিত করিতে লাগিল। ক্রমে প্রবল বায়ুবেগ ও শোণিত নিষেক দ্বারা রজোরাশি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী ও পদাতিগণ রুধিরোক্ষিত হইয়া পারিজাত বনাবলির ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন, নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ বৃকোদরের সহিত ও অর্জ্জুন ভারদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদায় যোধগণ তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করত পরস্পরের পরাজয় বাসনায় পরস্পরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা সূর্য্যসঙ্কাশ রথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহাদিগকে শারদ জীমূতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন ক্রোধপূর্ণ মহাধনুর্দ্ধর অন্যান্য যোধগণও পরম যত্ন সহকারে স্পর্দ্ধা করত মত্ত মাতঙ্গ সমূহের ন্যায় পরস্পরে অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যে, কেহ কাহার দেহভেদ করিতেছেন না, মহারথগণ সহসা নিহত ও নিপাতিত হইতেছেন। ঐ

সমর যোধগণের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক, কার্ম্মুক, বিশিখ, প্রাস, খড়্গ, পট্টিশ, পরিঘ, বাণ্ডীক, ক্ষুদ্র, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর, ও অন্যান্য বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র বর্ম্ম, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধশূন্য ধ্বজবিহীন নগরাকার রথ সমুদায়, আরোহীবিহীন শস্ত্রচিহ্ন বায়ুবেগে-ধাবমান অশ্বগণ, মলকৃত নিহত বীরগণ এবং রাশি রাশি ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র, আভরণ, বস্ত্র, সুগন্ধি মাল্য, হার, কিরীট, মুকুট, উষ্ণীষ, কিঙ্কিণীজাল, বক্ষঃস্থলার্পিত মণি, নিষ্ক ও চূড়ামণি দ্বারা সংগ্রাম-স্থল নক্ষত্রকুল বিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মর্ষান্বিত নকুলের সহিত ক্রোধোন্মত্ত দুর্য্যোধনের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মাদ্রীপুত্র দুর্য্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। ঐ সময় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন নকুলের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়াই তাঁহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তখন বিচিত্র যুদ্ধমার্গাভিজ্ঞ তেজস্বী নকুল দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রতিচিকীর্ষু দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধনও তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া শরজালে পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর নকুল আপনার কুমন্ত্রণাজনিত বহু দুঃখ স্মরণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন রোষাবিষ্ট হইয়া রথবেগে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করত সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণ সমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এত শীঘ্র উহার শিরশ্ছেদন করিলেন যে, দুঃশাসন ও অন্যান্য সৈনিক পুরুষেরা উহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। তখন দুঃশাসনের অশ্বগণ যন্তা বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে সারথি নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া স্বয়ং নির্ভয়ে অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কি বিপক্ষ কি স্বপক্ষ সকলেই তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দুঃশাসনের অশ্বগণের উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বগণ মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন দুঃশাসন এক বার অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও শরাসন পরিত্যাগ এবং একবার কার্ম্মুক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সহদেব এই সুযোগে তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ দুঃশাসনের সাহায্যার্থ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে পরম যত্নসহকারে আকর্ণপূর্ণ তিনটি ভল্ল কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। তখন সূতপুত্র দণ্ডঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কর্ণ ও ভীমসেনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা নেত্র বিঘূর্ণন পূর্ব্বক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করত ক্রোধভরে মহাবেগে পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবীর পরস্পর অতিশয় সন্নিকৃষ্ট ছিলেন; সুতরাং শরপ্রয়োগ বিষয়ে নিতান্ত অসুবিধা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম গদাঘাতে কর্ণের রথকূবর চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন মহারথ কর্ণ ভীমের অভিমুখে গদা নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার গদা চূর্ণ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন পুনরায় কর্ণের প্রতি এক প্রকাণ্ড গদা নিক্ষেপ করিলে মহাবীর কর্ণ মহাবেগসম্পন্ন সুপুঙ্খ বহুসংখ্য সায়ক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা কর্ণের শরপ্রভাবে মন্ত্রাভিভূত ভুজঙ্গীর ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভীমসেনের বিপুল ধ্বজ নিপাতিত ও সারথিকে বিমোহিত করিল। পরে বিপুলবিক্রম ভীমসেন ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণের প্রতি আট বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অম্লান বদনে তাঁহার শরাসন তূণীর ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বর অন্য এক স্বর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ শরাসন ধারণপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা বৃকোদরের অশ্ব সমুদায়, পার্ষ্ণি ও সারথিদ্বয়কে সংহার করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন ভীমসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহ যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করে, তদ্রূপ নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য অর্জ্জুন উভয়ে যুদ্ধসন্ধান ও রথের বিচিত্র গতি দ্বারা মানবগণের নয়ন ও মন বিমোহিত করত বিচিত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই গুরু শিষ্যের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকনে সমরে বিরত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগের অসামান্য পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। হে মহারাজ! গগনমার্গে আমিষলোলুপ শ্যেনদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কৌশলপ্রভাবে তৎসমুদায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অস্ত্রবেত্তা আচার্য্য অর্জ্জুনকে কৌশলক্রমে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে ঐন্দ্র, পাশুপত, ত্বাষ্ট্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও ঐ সমুদায় অস্ত্রকে দ্রোণের শরাসন বিমুক্ত হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রজাল ছেদন করিলে মহাবীর দ্রোণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও অনায়াসে তৎসমুদায় নিরাকৃত করিলেন। ফলতঃ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি যে যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন-শরপ্রভাবে তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইয়া গেল। এইরূপে পার্থশরে দিব্যাস্ত্র সমুদায়ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার শিষ্য এই নিমিত্ত তিনি আপনাকে ভূমণ্ডলস্থ সমুদায় অস্ত্রবেত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল সহস্র সহস্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ, অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, উহা পুনরায় মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও দ্রোণের স্তুতি সংযুক্ত দৈববাণী বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত শরজাল প্রভাবে দশদিক্ আলোকময় হইলে সিদ্ধ ও ঋষিগণ সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহা মানুষ, আসুর, রাক্ষস, দৈব বা গান্ধর্ব্ব যুদ্ধ নহে, ইহা ব্রাহ্ম যুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবকে, কখন পাণ্ডবও দ্রোণকে অতিক্রম করিতেছেন; ইহাঁদের দুই জনের মধ্যে কাহারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এরূপ বিচিত্র যুদ্ধ আর কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। যদি সাক্ষাৎ রুদ্র আপনার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই এই যুদ্ধের উপমাস্থল হইতে পারে, নচেৎ ইহার উপমা নাই। দ্রোণাচার্য্য জ্ঞান ও শৌর্য্যে অদ্বিতীয়, অর্জ্জুনও উপায় ও বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিপক্ষগণ ইহাঁদিগকে কদাচ সংগ্রামে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে দেবগণের সহিত সমুদায় জগৎকে বিনষ্ট করিতে পারেন। হে মহারাজ! অন্তর্হিত ও প্রকাশিত প্রাণিগণ এইরূপে সেই বীর দ্বয়ের বিক্রম দর্শনে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর মহামতি দ্রোণাচার্য্য সমরে মহাবীর অর্জ্জুন ও অন্তর্হিত প্রাণিগণকে সন্তপ্ত করত ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। তখন পর্ব্বত পাদপসমন্বিত সমুদায় ভূমণ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ এবং উভয় পক্ষীয় সেনা ও অন্যান্য জীবগণ নিতান্ত ভীত হইতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রাহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সকলকে প্রশান্ত করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ না হইলে পরিশেষে সঙ্কুলযুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। তখন আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে

পারিলাম না। আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতিরোধ হইল।

নবত্যধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! এইরূপে ঐ সময়ে অসংখ্য নর, অশ্ব ও গজ নিহত হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন স্বর্ণ রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বগণের উপরি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অল্পকাল মধ্যে দুঃশাসনের কি রথ কি ধ্বজ কি সারথি সকলেই অদৃশ্য হইল। মহাবীর দুঃশাসন মহাত্মা পাঞ্চালনন্দনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনকে পরাঙ্মুখ করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর তদ্দর্শনে পাঞ্চালতনয়ের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পুরুষপ্রধান নকুল ও সহদেব সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুগমন করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর এই চারিজন বীরের সহিত পাণ্ডব পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাবীরের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ বিশুদ্ধাত্মা, বিশুদ্ধ চরিত্র, বিশুদ্ধ বংশ সম্ভূত, স্বধর্ম্মপরায়ণ বীরগণ স্বর্গলাভার্থে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে কর্ণী, নালীক এবং বিষলিপ্ত, সূক্ষ্মঘটিত, বহুশল্য, ভগ্ন, গজাস্থি বা গবাস্থিযুক্ত, জীর্ণ ও কুটিলগতি শর সকল ব্যবহৃত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও কীর্ত্তি বাসনা করত অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তিন জন পাণ্ডবের সহিত কৌরব পক্ষীয় চারি জনের দোষবিহীন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেবকে সেই কৌরব পক্ষচারী বীরকে নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় বীর চতুষ্টয় মাদ্রীতনয় দ্বয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাদ্রীনন্দন দ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত কৌরব পক্ষীয় দুই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাবীর দ্রুপদতনয় নির্ভয়ে দ্রোণের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালনন্দনকে দ্রোণের ও মাদ্রীপুত্র দ্বয়কে আপনাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া সর্ব্বভেদী শরবর্ষণ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের অভিমুখে আগমন করিলেন। এই রূপে নরশার্দ্দূল মহাবীর দুর্য্যোধন ও সাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া বাল্য বৃত্তান্ত স্মরণ ও ঈক্ষণাবেক্ষণ করত বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রিয়সখা সাত্যকিকে সম্বোধন পূর্ব্বক আপনার চরিত্রের নিন্দা করিয়া কহিলেন, হে সখে! ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক্! আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে, আমিও তোমার তদ্রূপ ছিলাম, এক্ষণে আমাদিগের সে সকল বাল্যবৃত্তান্ত আমার স্মরণ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সে সকলই একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও লোভ প্রভাবে অদ্য আমাকে তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

হে মহারাজ! তখন অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ বিশিখ সমুদ্যত করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজপুত্র! আমরা যে স্থলে সমাগত হইয়া ক্রীড়া করিতাম, এ সে সভা বা আচার্য্য-নিকেতন নহে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে শিনিপুঙ্গব! কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমাদিগের সেই বাল্যক্রীড়া অন্তর্হিত হইয়া এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ধনতৃষ্ণা নিবন্ধন সকলে সমাগত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম যে, ইঁহারা আচার্য্যের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! যদি আমি তোমার প্রিয়পাত্র হই, তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছ, শীঘ্র আমাকে বিনাশ কর, তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদূর পরাক্রম থাকে, তাহা প্রদর্শন কর, আর আমি আত্মীয়গণের ব্যসন নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করি না। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া নির্ভীক চিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সাত্যকিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দুর্য্যোধন আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকরে যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও সত্বর তাঁহাকে প্রথমতঃ পঞ্চাশৎ, তৎপরে বিংশতি ও দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র হাসিতে হাসিতে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর যাদবপুঙ্গব অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সংহারার্থ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দুর্য্যোধন মহাবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ যুযুধানের শরনিকরে গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সত্বর অন্য রথে পলায়ন করিলেন এবং সত্বরই পরিশ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সাত্যকির সম্মুখে গিয়া তাঁহার রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও কুরুরাজের রথোপরি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ক সমুদায় সমন্তাৎ বিনিক্ষিপ্ত হওয়াতে মহাগ্রাহ্যুক্ত কক্ষদহন-প্রবৃত্ত হুতাশনের শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ বীরদ্বয়ের শরনিকরে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশমার্গ দুর্গম হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর কর্ণ, সাত্যকিকে দুর্য্যোধন অপেক্ষা সমধিক বলশালী অবলোকন করিয়া কুরুরাজের হিতার্থ মহারথ যুযুধানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বর কর্ণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অবলীলাক্রমে ভীমসেনের শর সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক শরনিকরে তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন এবং সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সূতপুত্রের শরাসন, রথের এক খান চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই একচক্র রথে অবস্থিত হইয়াও হিমাচলের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণের অশ্বগণ তাঁহার সেই রথের একচক্র রথ বহন করিতে লাগিল। তখন তিনি ভীমসেনের প্রতি নানা প্রকার বিবিধ অস্ত্র ও শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃকোদরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারথ পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! যাঁহারা আমাদিগের প্রাণ ও মস্তক স্বরূপ, যে যোধগণ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, সেই সকল পুরুষপ্রধান বীরগণ দুর্য্যোধনাদির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছ। যে স্থানে যোধগণ যুদ্ধ করিতেছেন, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে জয়লাভই হউক বা প্রাণনাশ হউক, উভয় পক্ষেই সদ্গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, জয়লাভ করিলে ভূরি দক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং নিহত হইলে দেবস্বরূপ হইয়া শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হইবে। হে মহারাজ! মহারথ বীরপুরুষেরা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রুতপদে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ এক দিক্ হইতে শরনিকরে দ্রোণকে আহত করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেনপ্রমুখ বীরগণ অন্য দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব

উচ্চস্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি শীঘ্র ধাবমান হইয়া দ্রোণরক্ষণে নিযুক্ত কৌরবগণকে নিপাতিত কর। আচার্য্য সহায়বিহীন হইলে পাঞ্চালগণ উঁহাকে অনায়াসে বিনষ্ট করিবেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে সহসা কৌরবগণের সম্মুখীন হইলেন। দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যেমন সংগ্রামে দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ দ্রোণের অস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া ভীত হইলেন না। মহারথ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন এবং পরিশেষে দ্রোণের শর ও শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে নিপীড়িত ও আচার্য্যের অস্ত্র সমুদায় ভীষণরূপে চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ হইলে পাণ্ডবেরা অশ্ব ও যোধগণের নিধন দর্শনে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া জয়াশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, বসন্ত সময়ে সমিদ্ধ হুতাশন যেমন বন দগ্ধ করে, তদ্রূপ পরমাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। সংগ্রামে উঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কেহই সমর্থ নহেন। ধর্ম্মপরায়ণ অর্জ্জুন কখনই উঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবহিতৈষী ধীমান্ বাসুদেব কুন্তীপুত্রগণকে দ্রোণশরে পীড়িত ও নিতান্ত ভীত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে শরাসন ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু উনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও উঁহাকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশল করিয়া উঁহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর, নচেৎ আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না, অতএব কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলুন যে, অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; অন্যান্য যোধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে উহা অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন গদাঘাতে মালবাধিপতি অবন্তিদেশীয় ইন্দ্রবর্ম্মার অরাতিঘাতন অশ্বত্থামা নামক মহাগজকে নিপাতিত করিয়া সলজ্জভাবে দ্রোণসমীপে আগমনপূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৃকোদর অশ্বত্থামা নামক গজ নিপাতিত করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমত নিতান্ত বিষণ্নমনা হইলেন। পরিশেষে স্বীয় পুত্রকে অমিত পরাক্রমশালী ও অরাতিকুলের দুঃসহ মনে করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশবাসনায় তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র ভূষিত সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথ সেই রণচারী দ্রোণাচার্য্যের উপর চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাহাদের শরনিকরে পরিবৃত হইয়া বর্ষাকালীন জলধর সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর তিনি অবিলম্বে পাঞ্চালগণের শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিনাশার্থ ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া সোমকদিগকে বিনাশ এবং পাঞ্চালগণের মস্তক ও পরিঘাকার কনকভূষিত বাহু সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরপতিগণ ভারদ্বাজকর্ত্তৃক নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। নিপতিত হস্তী ও অশ্বগণের মাংস ও শোণিতে গাঢ়কর্দ্দম সমুৎপন্ন হওয়াতে সমরভূমি অগম্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপে পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথের প্রাণ নাশ করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে বসুদানের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক পঞ্চশত মৎস্য, ষট্ সহস্র সৃঞ্জয়, অযুত হস্তী ও অশ্বের প্রাণ বিনাশ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য সূক্ষ্মতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যকে ক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সত্বরে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি বেদ বেদাঙ্গবেত্তা ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত, তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্ত্যলোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব অবিলম্বে আয়ুধ পরিত্যাগ কর, আর ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ইতিপূর্ব্বে ভীমসেনের মুখে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া অধিকতর বিমনায়মান হইলেন। তখন তিনি একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে বাল্যকালাবধি সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল যে, যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না। তন্নিমিত্তই তিনি অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর হৃষীকেশ দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিলে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিবেন, স্থির করিয়া দুঃখিতচিত্তে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! যদি দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া আর অর্দ্ধ দিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যা কথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যা কথা প্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। কামিনীদিগের নিকট, বিবাহ স্থলে এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।

হে কুরুরাজ! ঐ সময়ে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি দ্রোণাচার্য্যের বধোপায় শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অবন্তিনাথ ইন্দ্রবর্ম্মার ঐরাবত সদৃশ অশ্বত্থামা নামক হস্তী সংহার পূর্ব্বক আর্য্যকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছে, আর কেন আপনি যুদ্ধ করিতেছেন? হে মহারাজ! ভারদ্বাজ তৎকালে আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন! এক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাষী গোবিন্দের বাক্যানুসারে আচার্য্যকে অশ্বত্থামার বিনাশ বার্ত্তা প্রদান করুন, তাহা হইলে তিনি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি সত্যপরায়ণ বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত আছেন। আচার্য্য আপনার বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন।

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের অনুষ্ঠানবশতঃ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলেন! তিনি জয়াভিলাষ ও মিথ্যা কথন ভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া দ্রোণসমক্ষে অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে বলিয়া অব্যক্তরূপে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। হে মহারাজ! ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অবস্থান করিত, কিন্তু তৎকালে তিনি এইরূপ মিথ্যা কথা কহিলে তাঁহার বাহনগণ ধরাতল স্পর্শ করিল। তখন মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঋষিগণের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া আপনাকে মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিকট অপরাধী জ্ঞান ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে

ধনুর্ব্বেদ বিস্মরণপূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া আর পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদরাজ দ্রোণবিনাশার্থ মহাযজ্ঞে প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রোণজিঘাংসু হইয়া সুদৃঢ় মৌর্ব্বীসম্পন্ন, জলদগম্ভীরনিস্বন, অজীর্ণ দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায়, আশীবিষের ন্যায় শরসংযোজন করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসনমণ্ডলস্থ শর শরৎকালীন পরিবেষমধ্যস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৈনিকগণ সেই প্রজ্বলিত শরাসন ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় প্রতাপশালী ভারদ্বাজও দ্রুপদপুত্রের শরসন্ধান সন্দর্শনপূর্ব্বক আপনার আসন্নকাল সমাগত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিলেন কিন্তু তাঁহার অস্ত্রজাল আর প্রাদুর্ভূত হইল না। ঐ বীর পুরুষ চারি দিন ও একরাত্রি ক্রমাগত বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শর ক্ষয় হয় নাই। এক্ষণে ঐ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অতীত হইলে তাঁহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল।

তখন তেজঃপুঞ্জ শরীর দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোক ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ের অপ্রসন্নতাবশতঃ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বিপ্রগণের বাক্য প্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার বাসনায় আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদনন্দন তাঁহার শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইলেন। তখন ভারদ্বাজ পুনরায় নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া দ্রুপদতনয়ের শরাসন, ধ্বজ ও শর সমুদায় শতধা ছেদনপূর্ব্বক সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎক্ষণে মহাস্তহস্তে পুনরায় অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত শর দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ দ্রুপদতনয়ের শরে বিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া শিতধার ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার গদা ও খড়্গ ব্যতীত অন্য সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র ছেদন করিয়া তাঁহাকে অতীক্ষ্ণ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্ম অস্ত্র মন্ত্রপূত করত স্বীয় অশ্বগণের সহিত দ্রোণের অশ্বগণকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দ্রোণের বায়ুবেগগামী পারাবতবর্ণ অশ্ব সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের শোণবর্ণ অশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত গভীর গর্জ্জনশীল জলদপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণশরে ছিন্নকার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সেই ঘোরতর বিপৎকালে তাঁহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরনিকরে সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় গদা নিষ্ফল দেখিয়া দ্রোণকে বধ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন এবং বিমল খড়্গ ও অতি উজ্জ্বল চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করিয়া দ্রোণের রথে গমন করত তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তৎকালে তিনি কখন যুগমধ্যে, কখন যুগসন্নহনে ও কখন বা শোণবর্ণ অশ্ব সমুদায়ের নিতম্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য কোনক্রমেই তাঁহাকে প্রহার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আমিষলোলুপ গৃধ্রদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথশক্তি দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ নিহত ও নিপতিত হইলে দ্রোণাচার্য্যের শোণবর্ণ অশ্ব সমুদায় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। [illegible] একান্ত অধীর হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু সংহারকালে বিষ্ণু যেরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রোণসংহারে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নও সেইরূপ আকার হইয়া উঠিল। তখন তিনি খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, সৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত সমুদীর্ণ ভারত কৌশিক ও সাত্বত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণকে বিনাশ করিবার বাসনায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদায় যোদ্ধা ও সমাগত দেবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই বিচিত্র গতি সন্দর্শনে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দ্রোণাচার্য্য ঐ সময় সহস্র শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ ও শত চন্দ্র বিভূষিত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণাচার্য্য এক্ষণে যে সকল বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসমুদায় বিতস্তি প্রমাণ। সমীপবর্ত্তী বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় ঐ সকল শরের বিশেষ আবশ্যক হয়। ঐরূপ বাণ কেবল দ্রোণ, কৃপ, অর্জ্জুন কর্ণ, প্রদ্যুম্ন, যুযুধান ভিন্ন আর কাহারও নাই। অর্জ্জুনতনয় মহাবীর অভিমন্যুর ঐ রূপ শর সমুদায় ছিল। হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশার্থ এক কেশধান্ বিতস্তি প্রমাণ সুদৃঢ় শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি নিশিত দশ শরে সেই শর ছেদন করিয়া আচার্য্য দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচার্য্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্যবিক্রম সাত্যকিকে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপের সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের দিব্যাস্ত্র সকলকে ধ্বংস করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! ঐ দেখ, শত্রুনাশন সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণের সমক্ষে শিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচরণ করত আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে আনন্দিত করিতেছে। সমুদায় সিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃষ্ণিকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন যুযুধানকে প্রশংসা করিতেছে। হে মহারাজ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় যোধগণ সমরে অপরাজিত সাত্যকির অলোকসামান্য কার্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ সাত্যকির তাদৃশ কর্ম্ম দর্শনে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ যত্ন ও পরাক্রম সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণ সমরে সমাগত হইয়া যুযুধানকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব ইঁহারা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সেই মহারথগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ঘোররূপিণী শরবৃষ্টি নিবারণপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের দিব্যাস্ত্র সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময়ে পশুনিধনে সমুদ্যত পশুপতির ন্যায় কোপাবিষ্ট শত্রুগণের সাত্যকি সমরে প্রবৃত্ত হইলে রণভূমি অতি দারুণ হইয়া উঠিল। সমরাঙ্গনে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কার্ম্মুক, ছত্র ও চামর ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগ্নচক্র রথ, নিপতিত ভুজদণ্ড, নিহত অশ্বারোহী বীরগণ দ্বারা ধরাতল পরিব্যাপ্ত হইল। সেই দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোর সংগ্রামে যোধগণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাতলে বিলুণ্ঠমান হইতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্নসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ

আচার্য্য নিশ্চয় জানিতেন যে, পাণ্ডবেরা আমার নিমিত্ত আপনার জীবন, পুত্র, কলত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিতে পারে ; কিন্তু আমি সেই মহাত্মার নিধন সময়ে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম ; অতএব নিশ্চয়ই আমাকে পরলোকে অবাক্‌শিরা হইয়া নরক ভোগ করিতে হইবে। আজ যখন আমরা মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে রাজ্যার্থে নিহত করিয়াছি, তখন আমাদের জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; মরণই শ্রেয়ঃ।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে [illegible] তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আর কিছুই কহিলেন না। [illegible] ভীম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বিস্মিত করত কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ ! অরণ্যবাসী মুনি ও জিতেন্দ্রিয় শংসিতব্রত ব্রাহ্মণেরা যেমন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় অন্যকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, [illegible] এবং যিনি দেব, ব্রাহ্মণ ও গুরুর প্রতি ক্ষমাশীল, তিনিই অচিরে রাজ্য ধর্ম যশ ও শ্রী লাভ করিয়া থাকেন। তুমি সমুদয় ক্ষত্রিয়গুণে সমলঙ্কৃত আছ ; অতএব এক্ষণে মূর্খের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত হইতেছে না। হে কৌন্তেয় ! তুমি [illegible] পরাক্রমশালী। মহাসাগর যেমন বেলা ভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মপথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হও না। তুমি [illegible] ক্রোধ অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মলোলুপ [illegible] হইতেছ, এই গুণে কে না তোমাকে প্রশংসা করিবে ? [illegible] সতত ধর্ম্মপথে ধাবমান হইতেছে [illegible] নিয়তই [illegible] অনুসরণ করিতেছ, কিন্তু দুর্বৃত্ত [illegible] অধর্ম্মানুচরণ পূর্ব্বক তোমার রাজ্য [illegible] সভায় আনয়ন পূর্ব্বক পরাভব করিয়াছিল। [illegible] হইয়াও তাহাদের নিকৃতিজালে [illegible] পূর্ব্বক [illegible] বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছি। হে ধনঞ্জয় ! এই [illegible] ক্রোধ প্রকাশ করিতে হয় ; কিন্তু আমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া [illegible] সহ্য করিয়াছি। আজি [illegible] বিপক্ষগণকে সেই অধর্ম্মের প্রতিফল প্রদান [illegible]। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী ক্ষুদ্রাশয় বিপক্ষগণকে বন্ধু [illegible] সংহার করিব।

পূর্ব্বে তুমি [illegible] যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে [illegible] এক্ষণে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা [illegible] তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলে উহা এক্ষণে আমার [illegible] হইতেছে। এক্ষণে আমরা বিপক্ষদিগের [illegible] এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষার প্রদানের ন্যায় বাক্‌শল্য [illegible] মর্ম্ম বিদ্ধ করিতেছ। আমার হৃদয় তোমার বাক্‌শল্যে পীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে, তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও অধর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতেছ না। হে অর্জ্জুন ! তুমি স্বয়ং প্রশংসনীয় ; কিন্তু তুমি আপনাকে ও আমাদিগকে প্রশংসা না করিয়া যে তোমার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নয় [illegible] বিদ্যমান থাকিতে সেই অশ্বত্থামাকে প্রশংসা করিতেছ। তুমি স্বয়ং আত্মদোষ কীর্ত্তন করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না ? আমি ক্রোধভরে এই স্বর্ণমালিনী গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া ভূমণ্ডল বিদীর্ণ, পর্ব্বত সকল বিক্ষিপ্ত ও অচল সদৃশ বৃক্ষ সমূহ ভগ্ন এবং শরনিকরে গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকে বিদ্রাবিত করিতে পারি। হে অমিতবিক্রম ধনঞ্জয় ! তুমি আমাকে এই রূপ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত অশ্বত্থামা হইতে ভীত হইতেছ ? অথবা তুমি অবস্থান কর, আমিই গদা গ্রহণ পূর্ব্বক হরি যেমন ক্রোধাবিষ্ট গর্জ্জনশীল হিরণ্যকশিপুকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সমস্ত বীরবর্গের সহিত অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিব।

অনন্তর পাঞ্চাল রাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য ; কিন্তু দ্রোণ ইহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতেন না। অতএব [illegible] তাঁহাকে [illegible] বলিয়া তুমি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ। তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নীচ কার্য্যপরতন্ত্র হইয়া অমানুষ অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। সেই মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী ও অতিশয় মায়াবী ; তিনি মায়াবলেই আমাদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন কার্য্যেরি অনুষ্ঠানই অন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে যদি অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? তিনি বৃথা গর্জ্জন দ্বারা কৌরব পক্ষীয়গণকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের রক্ষণে অসমর্থ হইয়া সংহারের কারণ হইবেন। হে ধনঞ্জয় ! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া আমাকে তোমার গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছ, কিন্তু আমি দ্রোণ বিনাশার্থই হুতাশন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আর দেখ, সংগ্রাম কালে যাঁহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই সমান জ্ঞান ছিল, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কি রূপে নির্দ্দেশ করিব। যিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনাশ করেন, তাঁহাকে যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, বধ করাই কর্ত্তব্য।

হে অর্জ্জুন ! ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিককে বিষতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব তুমি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ। আমি ক্রূরকর্ম্মপরায়ণ আচার্য্যকে রথোপরি আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি। তাহাতে আমার কোন রূপেই নিন্দার কার্য্য করা হয় নাই, কিন্তু তুমি আমাকে কি নিমিত্ত অভিনন্দন করিতেছ না ? আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই কালানল অর্ক ও বিষ সদৃশ ভীষণ মস্তক ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছি ; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না ? দ্রোণ আমারই বন্ধু বান্ধবগণের বধ সাধন করিয়াছেন ; অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্রোধ দূর হয় নাই। আমি যে, জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় তাঁহার মস্তক চণ্ডাল সমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্তই আমার অতিশয় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। হে ধনঞ্জয় ! আমি শুনিয়াছি, শত্রুবিনাশ না করিলে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হয়। হয় শত্রুকে বিনষ্ট করা, না হয় স্বয়ং তাহার হস্তে বিনষ্ট হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আচার্য্য আমার শত্রু ছিলেন, অতএব তুমি যেমন পিতৃসখা মহাবীর ভগদত্তকে সংহার করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমি ধর্ম্মানুসারে দ্রোণকে সংহার করিয়াছি। তুমি যখন স্বীয় পিতামহকে বিনাশ করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ ; তখন আমি পাপস্বভাব শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া কেন আমাকে অধার্ম্মিক বিবেচনা করিবে ? হে পার্থ ! আমি সম্বন্ধনিবন্ধন স্বয়ংকৃত সোপান বিনম্র কুঞ্জরের ন্যায় তোমার নিকট অবনত হইয়া আছি, অতএব আমার প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি কেবল দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এই সমস্ত বাক্যদোষ সহ্য করিয়া তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। আচার্য্যের সহিত শত্রুতা যে আমাদিগের কুলপরম্পরাগত, ইহা সকলেই অবগত আছে ; তোমাদের কি ইহা বিদিত নহে ? হে অর্জ্জুন ! যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্ম্মিক নহি। আচার্য্য শিষ্যদ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার জয় লাভ হইবে।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! যে মহাত্মা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয়, যাঁহাতে লজ্জা ও দেবসেবাই সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রধান পুরুষগণ যাঁহার অনুগ্রহে দেবগণেরও দুষ্কর অদ্ভুত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই মহর্ষিনন্দন দ্রোণ অশ্বত্থামার মিথ্যা বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণে রোরুদ্যমান হইলে নীচপ্রকৃতি, ক্ষুদ্রমতি, নৃশংসাচারপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে সংহার করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! এ বিষয়ে কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না ! অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও ক্রোধে ধিক্ ! হে সঞ্জয় ! পাণ্ডবেরা এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধর ভূপালগণ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কি কহিলেন তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! দ্রুপদতনয় অর্জ্জুনকে সেই কথা বলিলে

অন্যান্য পাণ্ডবগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রুরস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য বীরগণ লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধভরে কহিলেন, এই পরুষ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত নরাধম পাঞ্চাল কুলাঙ্গারকে শীঘ্র বিনাশ করিতে পারে, এমন কি কোন ব্যক্তিই নাই। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণ যেমন চণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ তোমার এই পাপকর্ম্ম দর্শনে তোমার নিন্দা করিতেছেন। তুমি এইরূপ লোকের নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে বাক্যোচ্চারণ করিতে কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না। তুমি আচার্য্যবধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার জিহ্বা ও মস্তক কি নিমিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইল না এবং কি নিমিত্তই বা তুমি অধর্ম্ম প্রভাবে অধঃপতিত হইলে না। তুমি এই গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে শ্লাঘা প্রকাশ করত পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। তুমি তাদৃশ অনার্য্য কার্য্য সংসাধন করিয়া পুনরায় আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ; অতএব তুমি আমাদিগের বধ্য তোমাকে আর মুহূর্ত্তকাল জীবিত রাখায় আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে নরাধম! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা সাধু আচার্য্যের কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক বধসাধন করিতে অধ্যবসিত হইয়া থাকে? তুমি পাঞ্চালকুলের কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ পুরুষ যশোভ্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি অর্জ্জুনকে ভীষ্মঘাতী বলিতেছ; কিন্তু ভীষ্মদেব স্বয়ংই আপনার বিনাশ সাধন করিয়াছেন। তোমার সহোদর শিখণ্ডীই সেই ভীষ্মের নিধনের মূল। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এই পৃথিবীতে পাঞ্চালপুত্রগণ অপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই। তোমার পিতা ভীষ্মের সংহারার্থ শিখণ্ডীকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন সেই ভীষ্মদেবের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীকে রক্ষা করেন। তুমি ও তোমার ভ্রাতা তোমরা উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়। পাঞ্চালগণ তোমাদের নিমিত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি যদি পুনরায় আমার সন্নিধানে পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাহ্মণহন্তা, মনুষ্যেরা তোমার মুখাবলোকন করিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। হে দুর্ব্বৃত্ত! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমার গুরুর গুরুকে বধ করিয়া পুনরায় তিরস্কার করত লজ্জিত হইতেছ না। এক্ষণে তুমি অবস্থান পূর্ব্বক আমার এক গদাঘাত সহ্য কর; আমি তোমার গদাঘাত বারংবার সহ্য করিব।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে হাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি স্বয়ং অনার্য্য ও নীচপ্রকৃতি হইয়া আমাকে নিরপরাধে তিরস্কার করিতেছ। আমি তোমার এই সকল তিরস্কার বাক্য শুনিয়াও তোমাকে ক্ষমা করিলাম ইহ লোকে ক্ষমা গুণই প্রশংসনীয়। পাপ কখন ক্ষমা গুণকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপাত্মারা কেবল ক্ষমাবান্‌কে পরাজিত বোধ করিয়া থাকে। তুমি ক্ষুদ্রতম, নীচ স্বভাব, পাপপরায়ণ এবং সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় হইয়াও আমার নিন্দা করিতেছ। হে সাত্যকি! তুমি যে, নিবারিত হইয়াও ছিন্নভুজ প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রাণ সংহার করিয়াছ, তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্বে দিব্যাস্ত্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিশেষে শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, ইহাতে আমার কি অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা? যে ব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্ন বাহু, মুনির ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ও সমর-পরাঙ্মুখ ব্যক্তির প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কি বলিয়া অন্যের নিন্দা করে? হে যুযুধান! যখন বলবিক্রমশালী সোমদত্ততনয় তোমাকে পদাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বিক্রমপ্রকাশ করিয়াছিল, তুমি সেই সময় কেন তাহাকে সংহার পূর্ব্বক সৎপুরুষোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে না? প্রতাপশালী সোমদত্তপুত্র পার্থ কর্ত্তৃক অগ্রে পরাজিত হইলে তুমি তাহাকে নিপাতিত করিয়াছ। দেখ, দ্রোণাচার্য্য যে যে স্থানে পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক সেই সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি অদ্য নির্জ্জিত ব্যক্তির সংহার রূপ চণ্ডাল সদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বয়ং নিন্দনীয় হইয়া আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। হে বৃষ্ণিকুলাধম! তুমি পাপ কর্ম্মের আবাস, আমি তোমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মকারী নহি, অতএব তুমি পুনরায় আমাকে নিষেধ করিও না, মৌনাবলম্বন কর। যদি তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পুনরায় আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ কর, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে শরনিকর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। রে মূর্খ! কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয় না। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ যে যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরবগণের অধর্ম্মপ্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও দ্রৌপদী পরিক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উঁহাদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। উঁহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে আপনাদের পক্ষে আনয়ন করত বালক সৌভদ্রকে নিহত করিয়াছে। এদিকে পাণ্ডবগণের অধর্ম্মাচরণে কুরুপিতামহ ভীষ্মদেব নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও অধর্ম্ম সহকারে ভূরিশ্রবার জীবন নাশ করিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ কৌরব ও পাণ্ডবগণ বিজয়াভিলাষী হইয়া এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। হে শৈনেয়! পরম ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন না করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ কর।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখে এইরূপ পরুষ ও ক্রুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন দ্বয় রোষানলে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রথে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইয়া কহিলেন, হে দুরাত্মন্! তুমি বধার্হ; অতএব তোমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া তোমাকে নিপাতিত করিব। তখন বাসুদেব সাত্যকিকে সহসা কালান্তক যমের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিলেন. মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ ও বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ সাত্যকিকে নিবারণ করত তিনি ছয় পদ গমন করিবামাত্র তাঁহাকে ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি ভীম কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে মহাত্মা সহদেব অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ যুযুধান! অন্ধক, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর অন্য বন্ধু নাই এবং আমরাও অন্ধক, বৃষ্ণিগণের বিশেষতঃ কৃষ্ণের যেরূপ মিত্র, সেরূপ আর কেহই নহে। অতএব তোমরা আমাদের যেরূপ মিত্র, আমরাও তোমাদের সেইরূপ সুহৃৎ। আর পাঞ্চালগণ সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও পাণ্ডব ও বৃষ্ণিগণ অপেক্ষা প্রিয় সুহৃৎ কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না; সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তোমার ও তোমার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশেষ সৌহার্দ্দ আছে, সন্দেহ নাই; অতএব হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে তুমি মিত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কোপ সংহার পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর। ধৃষ্টদ্যুম্নও তোমাকে ক্ষমা করুন। আমরাও এক্ষণে ক্ষমাবান্ হইতেছি। শান্তি অপেক্ষা হিতকর আর কিছুই নাই।

হে মহারাজ! সহদেব সাত্যকিকে এইরূপে সান্ত্বনা করিলে দ্রুপদকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন। হে ভীমসেন! তুমি এই যুদ্ধমদান্বিত সাত্যকিকে সত্বর পরিত্যাগ কর। সমীরণ যেমন ভূধরে মিলিত হয়, তদ্রূপ ঐ দুরাত্মা আমার সহিত মিলিত হউক। আমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে ইহার ক্রোধ, যুদ্ধশ্রদ্ধা ও জীবন বিনষ্ট করিব। ঐ দেখ, কৌরবগণ পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইতেছে; আমি অচিরাৎ এই পাপাত্মাকে সংহার করিয়া উহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক সুমহৎ কার্য্য সংসাধন করিব। অথবা অর্জ্জুন কৌরবগণকে নিবারণ করুন। আমি সায়কনিকরে যুযুধানের মস্তক ছেদন করিব। সাত্যকি আমাকে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার ন্যায় বোধ করিতেছে। অতএব আমি সংগ্রামে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে উহাকে বিনাশ করিব। অথবা সাত্যকি আমাকে সংহার করুক। ভীমসেনের ভুজপাশগত সাত্যকি পাঞ্চালপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন আরম্ভ করিলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির

সেই দ্বিতীয় যম সদৃশ বীর ধনুর্দ্ধরকে বহুযত্নে নিবারণ করিলেন। তৎপরে ধনুর্ধারী অভিমন্যুও সেই ক্রোধসংরক্তনেত্র ধনুর্দ্ধারী বীর যোদ্ধাকে নিবারণ করিয়া যুদ্ধার্থ অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কল্পান্ত কালীন অন্তকের ন্যায় শত্রুবিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অস্ত্রাস্ত্রের আঘাতে অসংখ্য অরাতি নিপাতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ধ্বজ সকল উহার বৃক্ষ, অস্ত্র সমুদায় শৃঙ্গ, হতাশ্ব গজনিচয় মহাশিলা, অশ্বগণ কিংপুরুষ, শরাসন সকল লতা, রাক্ষসগণ পক্ষী ও ভূত সমুদায় যক্ষগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা মহাসিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় দুর্য্যোধনকে প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! আমি সত্য বলিতেছি, যখন কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগে বাধিত করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার সমক্ষেই পাণ্ডবসৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিব। আর যদি পাণ্ডবপক্ষীয়েরা রণে পরাঙ্মুখ না হইয়া আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকলেই আমার হস্তে নিহত হইবে। তুমি আমাদিগের সেনা সমুদায়কে প্রতিনিবৃত্ত কর।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দ্রোণতনয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে ভয়শূন্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরিপূর্ণ অর্ণব দ্বয়ের ন্যায় পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের ভয়ানক সমাগম উপস্থিত হইল। কৌরবগণ অশ্বত্থামার উত্তেজনায় স্থিরচিত্ত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আচার্য্যনিধনে নিতান্ত হৃষ্ট ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় বীরগণ জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমরাঙ্গনে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পর্ব্বতে পর্ব্বতে এবং সাগরে সাগরে যে রূপ পরস্পর প্রতিঘাত হইয়া থাকে, কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের তদ্রূপ প্রতিঘাত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ হৃষ্ট চিত্তে সহস্র শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদ্রমন্থন সময়ে যেরূপ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, সৈন্যমধ্যে তদ্রূপ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে দীপ্তাস্য পন্নগের ন্যায় অসংখ্য প্রজ্বলিত শরজাল বিনির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যাকুলিত করত মুহূর্ত্ত মধ্যেই দিবাকর কিরণের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল ও সেই সেনামণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। লৌহময় বজ্রমুষ্টি সকল গগনমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শতঘ্নী, বজ্রমুষ্টি, গদা ও সূর্য্যমণ্ডলাকার ক্ষুরধার চক্র সকল দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপ অস্ত্রনিচয়ে গগনমণ্ডল সমাকীর্ণ হইলে, পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ যে যে স্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, নারায়ণাস্ত্র সেই সেই স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনেকে সেই অনল সদৃশ নারায়ণাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইলেন। শিশিরাপগমে হুতাশন যেরূপ শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই নারায়ণাস্ত্র পাণ্ডব সেনাগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে স্বীয় সৈন্য মধ্যে কতক গুলিকে বিনষ্ট, কতকগুলিকে জ্ঞানশূন্য ও কতকগুলিকে ধাবমান এবং অর্জ্জুনকে সমরে উদাসীন অবলোকন করিয়া ভীত চিত্তে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি পাঞ্চালসেনা সমভিব্যাহারে পলায়ন কর। হে সাত্যকি! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব জনসমূহের উপদেষ্টা। উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইবেন। হে সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। আমি নিশ্চয়ই সোদরগণের সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায় আমি ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া একণে দ্রোণপুত্ররূপ গোষ্পদে বন্ধুগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম। আমি সচ্চরিত্র আচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া ধনঞ্জয় এত্যন্তক্ষুব্ধ হইয়াছেন। একণে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হউক। রণবিশারদ ক্রূরকর্ম্মা মহারথীরা যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুকে বিনাশ করেন, তখন যে, দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই, দীনভাবাপন্ন সভাগত দ্রৌপদী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যিনি পুত্র সমভিব্যাহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্যান্য সমস্ত সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হইলে যিনি অর্জ্জুন জিঘাংসু দুর্য্যোধনকে কবচ ও সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা আমার জয়াভিলাষী সত্যজিৎ প্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন এবং কৌরবগণ অধর্ম্ম পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে যিনি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পরম সুহৃৎ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন; একণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত হই।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর মহাত্মা বাসুদেব বাহুসঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহন হইতে অবতীর্ণ হও। তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতলে অবতীর্ণ হইলে এ অস্ত্র আর তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার এই মাত্র উপায় আছে। তোমরা যে যে স্থানে শত্রু নিবারণার্থ বা অস্ত্রকে নিরাকরণার্থ যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কৌরবেরা অতি প্রবল হইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাঁহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকু, যাঁহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, তাঁহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবে। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয়েরা বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই অস্ত্র ও যুদ্ধ চিন্তা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল।

তখন মহাবীর ভীমসেন যোধগণকে অস্ত্র পরিত্যাগে উদ্যত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আহ্লাদিত করত কহিতে লাগিলেন, হে যোধগণ! তোমরা কদাচ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই স্বর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডল মধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবত শুণ্ড সদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুত নাগ তুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোক মধ্যে আমিও তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র নিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুক। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিযোদ্ধা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। হে ভ্রাত অর্জ্জুন! তুমি গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে। অর্জ্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি গাণ্ডীব ধারণ করি না, ইহা আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম। শত্রুনিসূদন ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মেঘগম্ভীর নিস্বন স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করত নিমেষ মধ্যে তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া প্রদীপ্তাগ্র মন্ত্রপূত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই কাঞ্চন স্ফুলিঙ্গ সদৃশ দীপ্তাস্য ভুজঙ্গ তুল্য প্রজ্বলিত মর্ম্মভেদী শরসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রজনীযোগে খদ্যোত পরিবেষ্টিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অশ্বত্থামার সেই ভীষণ অস্ত্র তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়া অনিলোদ্ধত অগ্নির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই রথ ও অশ্ব হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে অস্ত্রায়ুধ ও বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই বিপুল বীর্য্য ভীষণ অস্ত্র ভীমসেনের মস্তকে

পতিত হইল। তখন শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা ভীমসেনকে তেজ দ্বারা পরিবৃত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

একোনদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুন ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অস্ত্রের তেজ নষ্ট করিবার মানসে বৃকোদরকে বারুণাস্ত্রে পরিবৃত করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের লঘুহস্ততা প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে নারায়ণাস্ত্র বারুণাস্ত্রে আবৃত হইলে উহা কাহারও নেত্রগোচর হইল না। ক্রমে ক্রমে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্রপ্রভাবে অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া পাবকমধ্যস্থিত জ্বালাব্যাপ্ত দুর্নিরীক্ষ্য অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! নিশাবসানে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অস্তগিরিতে গমন করে, তদ্রূপ অসংখ্য শরজাল ভীমসেনের রথে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বৃকোদর অশ্বত্থামার অস্ত্রে সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রদীপ্ত অনলে পরিবেষ্টিত হইলেন। প্রলয়কালীন হুতাশন যেমন এই চরাচর জগৎকে ধ্বংস করিয়া বিশ্বস্রষ্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার ভীষণাস্ত্র ভীমসেনের শরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে উহা সূর্য্যপ্রবিষ্ট অনলের ন্যায় ও অনলে প্রবিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় কাহারও বোধগম্য হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রের প্রাধান্য বিবর্দ্ধিত, পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণকে নিক্ষিপ্তাস্ত্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণকে সমরবিমুখ অবলোকন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ ও ভীম-সমীপে গমন পূর্ব্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবল সম্ভূত তেজোরাশি মধ্যে অবগাহন করিলেন। নারায়ণাস্ত্র সম্ভূত হুতাশন সেই বীরদ্বয়ের অস্ত্র পরিত্যাগ, বীর্য্যবত্তা ও বারুণাস্ত্রের প্রভাব নিবন্ধন তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণাস্ত্রের শান্তির নিমিত্ত বলপূর্ব্বক ভীমসেনকে ও তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র সকলকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণনন্দনের দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্রও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বাসুদেব ভীমসেনকে কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিবারিত হইয়াও কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ না? যদি এক্ষণে যুদ্ধ দ্বারা কৌরবগণকে পরাজয় করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম এবং মহারথগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতেন না। ঐ দেখ, তোমার পক্ষীয় সমুদায় বীরগণই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ কর। বাসুদেব ইহা কহিয়া বৃকোদরকে রথ হইতে ভূতলে আনয়ন করিলে ভীমসেন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রোষে লোহিতনেত্র হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ করিলেন। নারায়ণাস্ত্রও প্রশান্ত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে বিধিনির্দ্দিষ্টের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা নিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাস্ত্রের দুঃসহ তেজ প্রশান্ত হইলে সমুদায় দিক্ বিদিক্ নির্ম্মল হইল; বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ শান্তভাব অবলম্বন করিল; যোধ ও বাহনগণ আনন্দিত হইলেন এবং ভীমসেন প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন হতাবশিষ্ট পাণ্ডব সেনাগণ সেই নারায়ণাস্ত্রের সংহার অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে দ্রোণপুত্রকে কহিলেন হে অশ্বত্থামন্! পাঞ্চালগণ বিজয়বাসনায় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমিও পুনর্ব্বার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর। দ্রোণনন্দন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! সেই অস্ত্র আর প্রত্যাবর্ত্তিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রযোক্তার প্রাণ সংহার করে। বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত শত্রুসংহার হইল না। যাহা হউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান; বরং পরাজয় অপেক্ষা প্রাণ ত্যাগই শ্রেয়স্কর। ঐ দেখ, শত্রুগণ সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে।

তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার! যদি এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্য অস্ত্র দ্বারা গুরুহন্তা পাণ্ডবগণকে নিপাতিত কর। দিব্যাস্ত্র সকল তোমাতে ও অমিততেজা মহাদেবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত হইলে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কি কার্য্য করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিংহলাঙ্গুলকেতন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবিনাশে ক্রোধান্বিত হইয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবেগে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে, স্বর্ণপুঙ্খ সুশাণিত পঞ্চবিংশতি শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত তাঁহাকে বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন সমস্ত লোকের প্রাণ সংহার হইতেছে। তৎপরে অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি গমন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার মস্তকোপরি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ স্মরণে ক্রোধান্বিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শর ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে পীড়িত করিয়া তাঁহার সারথি রথ ও অশ্ব সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুচরগণও অশ্বত্থামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন পাঞ্চাল সৈন্যগণ নিশিত শরপ্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত কাতর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি যোধগণকে পরাঙ্মুখ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ আট ও তৎপরে বিংশতি বাণে অশ্বত্থামা ও তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করত ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে দ্রোণপুত্রের স্বর্ণালঙ্কৃত ও অশ্বযুক্ত রথ চূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা এইরূপে শরজালে সংবৃত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারথ দুর্য্যোধন আচার্য্যপুত্রকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কৃতবর্ম্মা দশ, কর্ণ পঞ্চাশৎ, দুঃশাসন একশত ও বৃষসেন সাত শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে রথ বিহীন ও সমর-পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে অশ্বত্থামা সংজ্ঞালাভ করিয়া বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক শত শত শর বর্ষণ করিয়া সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ সাত্যকি অশ্বত্থামাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রথ বিহীন ও সমর-পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে পাণ্ডবগণ সাত্যকির পরাক্রম দর্শনে প্রীত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপে অশ্বত্থামাকে রথবিহীন করিয়া বৃষসেনের অনুগামী ত্রিসহস্র মহারথ, কৃপাচার্য্যের সার্দ্ধ অযুত হস্তী ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্ব বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকির বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন। অরাতিপাতন সাত্যকি পুনরায় দ্রোণপুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া উপর্য্যুপরি নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাস্ত্র বলে

তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভীতমনে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমস্ত সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অশ্বত্থামাকে সংহার করিবার বাসনায় ক্ষত্রিয়দিগকে নিবারণ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রযত্নে নিবারিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র ধনঞ্জয়, সোমক, যবন, মৎস্য ও অন্যান্য পৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলাঙ্গুলধ্বজ অশ্বত্থামার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র। তুমি পুনরায় এখানে তোমার সেই বল, বীর্য্য, জ্ঞান, পুরুষকার, নিজ তেজ এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি প্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রদর্শন কর। এক্ষণে দ্রোণ সংহারকারী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন, অতএব তুমি সেই কালানল তুল্য বিপক্ষগণের অন্তকসদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং আমার ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত, আমি অদ্যই তোমার দর্প চূর্ণ করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহাবল পরাক্রান্ত ও সম্মানভাজন। অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সবিশেষ প্রীতি আছে এবং অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। অর্জ্জুন স্বীয় প্রিয়সখা অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বে কখনই এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে নাই, কিন্তু আজি কি নিমিত্ত তাঁহাকে এইরূপ কহিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সেই সমস্ত বাক্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের মর্ম্মদেশ নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার চেদিদেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহৎক্ষত্র ও মালব দেশীয় সুদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হইলে পূর্ব্ব দুঃখ সমুদায় স্মৃতিপথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় সম্মান ভাজন অশ্বত্থামার উপর নিতান্ত অনুপযুক্ত অশ্লীল ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় ক্রোধপরবশচিত্ত ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার ও বিশেষতঃ বাসুদেবের উপর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমন পুরঃসর যত্নসহকারে দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বিধূম পাবক সদৃশ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুগণের উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে নভোমণ্ডল জ্বালাকরাল ভীষণ শরবৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিল। ঐ সময় গগনতল হইতে মহোল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে, গাঢ়তর অন্ধকার সহসা সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষস ও পিশাচগণ সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অমঙ্গলজনক সমীরণ প্রবাহিত হইল। সূর্য্যদেব আর উত্তাপ প্রদানে সমর্থ হইলেন না। বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। জলদজাল রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে গো প্রভৃতি পশু পক্ষী ও ব্রতপরায়ণ মুনিগণ শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। মহাভূত সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন সূর্য্যের সহিত সমুদায় বিশ্ব উদ্ভ্রান্ত ও জ্বরাবিষ্টের ন্যায় নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অস্ত্রতেজে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। জলাশয় সকল সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থিত জীবজন্তুগণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোন ক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইল না। ঐ সময় দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল হইতে গরুড় ও সমীরণের তুল্য বেগশালী নানাবিধ শরনিকর প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অরাতিগণ মহাবীর অশ্বত্থামার বজ্রবেগ তুল্য সেই সমস্ত শর দ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া অনলদগ্ধ পাদপের ন্যায় নিপতিত হইল। উন্নতকায় মাতঙ্গগণ শরানলে দগ্ধ হইয়া জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি অরণ্য মধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন ভীত চিত্তে অনবরত চীৎকার করত ধাবমান হইল। অশ্ব ও রথ সকল কানন মধ্যে দাবানল দগ্ধ মহীরুহশিখরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বহুসংখ্য রথ ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ভগবান্ হুতাশন প্রলয়কালীন সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় সেই পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অশ্বত্থামার শর প্রভাবে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎকালে তুমুল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে মহাবীর অর্জ্জুন ও সমস্ত সৈন্যগণকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা ঐ সময় ক্রোধভরে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে আর কখন সেই রূপ অস্ত্র দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

এইরূপে অশ্বত্থামার শরজাল প্রভাবে সমুদায় সৈন্য নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় উহা প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই গাঢ়তর অন্ধকার নিরাকৃত ও দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইল। সুশীতল অনিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সেই অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রতেজে দগ্ধ ও অলক্ষিত রূপে নিঃশেষ নিরীক্ষণ করিলাম। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ঘোর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া অক্ষত শরীরে পতাকা, ধ্বজ, রথ, অশ্ব, অনুকর্ষ ও আয়ুধের সহিত সুশোভিত ও নভোমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সমালোকিত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তুমুল কোলাহল এবং শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনি করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় সেনাগণ কেশব ও অর্জ্জুনকে তেজঃসমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছিল, এক্ষণে ঐ বীরদ্বয়কে অক্ষত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তখন কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে প্রফুল্লচিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তেজঃপ্রতিমুক্ত অবলোকন করিয়া দুঃখিত মনে মুহূর্ত্তকাল তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে শোকাকুলিত চিত্তে বিষণ্ণ মনে দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ধিক্ ধিক্ সমুদায়ই মিথ্যা এই কথা বারংবার উচ্চারণ করত রণস্থল হইতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে বীরশ্রেষ্ঠ বেদবিভক্তা বেদী সরস্বতীর আবাস স্বরূপ ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দ্রোণতনয় মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দীন ভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, হে ভগবন্! আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত বিফল হইল? কোন্ মায়াপ্রভাবে বা আমার কোন ব্যতিক্রম হওয়াতে এই অস্ত্রশক্তির অনিয়ম ঘটিয়াছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় যে জীবিত আছেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য। যাহা হউক, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমার অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কি অসুর কি গন্ধর্ব্ব কি পিশাচ কি রাক্ষস কি সর্প কি পক্ষী কি মনুষ্য কেহই উহা বিফল করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এক্ষণে সেই সংপ্রযুক্ত সর্ব্বঘাতী অস্ত্র কেবল এই অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিয়া প্রশান্ত হইল। মর্ত্ত্যধর্ম্মপরায়ণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় কি নিমিত্ত উহাতে বিনষ্ট হইলেন না? হে ভগবন্! আপনি ইহার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ভারদ্বাজতনয়! তুমি বিস্ময়াম্বিত হইয়া আমাকে যে গুরুতর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পূর্ব্বতম লোকদিগেরও পূর্ব্বজ বিশ্বকর্ত্তা, ভগবান্ নারায়ণ কার্য্য সাধনার্থ ধর্ম্মের পুত্র হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সেই সূর্য্য ও অনল প্রতিম কমললোচন মহাতেজা হিমালয় পর্ব্বতে প্রথমতঃ ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টি সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করত আত্মাকে পরিশুষ্ক করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কাল অন্য কঠোর তপশ্চরণ করিয়া তেজঃপ্রভাবে রোদসী পরিপূরিত করিলেন এবং পরিশেষে সেই তপঃপ্রভাবে নিতান্ত নির্ম্মল হইয়া একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য দেবাদিদেব বিশ্বযোনি জগৎপতি পশুপতির দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন। মহাত্মা ত্রিপুর

নিপুরদহনশম্ভু সর্ব্বদেবের প্রভু এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি রুদ্র, ঈশান, হর, জটাজুটধারী, চৈতন্যস্বরূপ এবং স্থাবর ও জঙ্গমের নিদানভূত। তিনি উগ্র, দুর্ন্নিবার, উগ্রমন্যু, সর্ব্বসংহর্ত্তা, প্রচেতা, অনন্তবীর্য্য এবং দিব্য শরাসন ও তূণীর, হিরণ্যবর্ম্ম পিণাক, বজ্র, শূল, পরশু, গদা, সুদীর্ঘ অসি ও মুষলধারী। অহি তাঁহার যজ্ঞোপবীত, পরিধেয় ব্যাঘ্রাজিন, করে দণ্ড ও বাহুতে অঙ্গদ; তিনি সতত ভূতসমূহে পরিবেষ্টিত, অদ্বিতীয় পুরুষ ও তপস্যার নিধান। বৃদ্ধেরা ইষ্ট বাক্য দ্বারা সতত তাঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, অগ্নি ও এই জগতের পরিমাণ। দুরাচারেরা কখনই সেই মোক্ষদাতা ব্রহ্মদ্বেষী [illegible] আদিপুরুষের দর্শনে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ [illegible] ও নিষ্পাপ হইলে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন।

হে ভারদ্বাজতনয়! ভগবান্ নারায়ণ সেই [illegible] অক্ষমালা-[illegible] পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়মান অন্ধকনিপাতক পিণাককে দর্শন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর [illegible] তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে আদিদেব! হে বরদ! দেবগণেরও [illegible] যে প্রজাপতিগণ এই বসুন্ধরা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা ও এই [illegible] তোমার দেহসম্ভূত। তুমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, নাগ, [illegible] প্রভৃতি বিবিধ জীবগণের সৃষ্টি [illegible] নিয়ন্তাই [illegible] ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, সোম [illegible] স্ব স্ব কার্য্য [illegible] করিতেছেন। রূপ, জ্যোতি, শব্দ, আকাশ, [illegible], স্পর্শ, আত্মা, [illegible], গন্ধ, উর্ব্বী, কাল, ব্রহ্মন্, ব্রাহ্মণ, [illegible] তোমা [illegible] উদ্ভূত হইয়াছে। তোমার প্রভাবে [illegible] রাশি পৃথক্ পৃথক্ [illegible] রহিয়াছে। বিশ্ব প্রলয়কাল উপস্থিত [illegible] সমস্ত একাধার [illegible] ব্যক্তি প্রাণিদের এইরূপ [illegible] অবস্থা [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি [illegible] জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটী পক্ষী [illegible] বাক্যরূপ শাখা [illegible] এবং [illegible] বুদ্ধি [illegible] প্রাণিগণকে [illegible] ঐরূপ অনেকের সৃষ্টি করিয়াছ; [illegible] ঐ সমুদায় হইতে [illegible] প্রযুক্ত অনিন্দ্য [illegible] এই [illegible] হইতেই সৃষ্টি এবং তোমা হইতেই [illegible] সংহার [illegible] হে দেব! আমি তোমার নিকট [illegible] একণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। [illegible] বিপক্ষের [illegible] একণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। বিপক্ষাচরণ [illegible] তুমি সূক্ষ্ম, প্রকাশ স্বরূপ [illegible] আত্মা, লোকে তোমার তত্ত্ব অবগত হইলেই তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।

হে দেবপ্রধান! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী [illegible] তোমাকে অর্চ্চনা [illegible] নিমিত্ত তোমার স্তববাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। একণে তুমি [illegible] আমাকে আমার অভিলষিত নিতান্ত দুর্ল্লভ বর প্রদান কর।

হে দ্রোণপুত্র! নারায়ণ, অচিন্ত্যাত্মা পিনাকপাণি নীলকণ্ঠকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি তাঁহাকে বর প্রদান করত কহিলেন, হে নারায়ণ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া কহিতেছি যে, মনুষ্য, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য বলশালী হইবে না। দেব, অসুর, উরগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, নর, রাক্ষস বা সুপর্ণগণ [illegible] মধ্যে কেহই তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরাঙ্গনে আমা হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে। আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শস্ত্র কি বজ্র কি অগ্নি কি বায়ু কি আর্দ্র বস্তু কি শুষ্ক পদার্থ কি স্থাবর কি জঙ্গম দ্রব্য কিছুতেই তোমার ক্লেশোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভারদ্বাজ-তনয়! পূর্ব্বকালে হৃষীকেশ এই রূপ বরলাভ করিয়াছিলেন। একণে তিনি বাসুদেব রূপে মায়া প্রভাবে সমুদায় জগন্মণ্ডল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তিনি সেই নারায়ণের তপঃপ্রভাব-সম্ভূত নরনামা মহর্ষি। ঐ দুই মহাত্মা আদ্য দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ; উঁহারা লোকযাত্রা বিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহামতে! তুমিও সেই কর্ম্ম এবং তপোবলে তেজ ও ক্রোধযুক্ত হইয়া রুদ্রদেবের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি পূর্ব্ব জন্মে একজন দেবতুল্য বিজ্ঞ ছিলে। তুমি এই জগৎকে মহেশ্বরময় জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রিয় চিকীর্ষায় নিয়ম দ্বারা আত্মাকে পরিক্লিষ্ট এবং পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছিলে। ভগবান্ রুদ্রদেব তোমার পূজায় প্রীত হইয়া তোমাকেও অভিমত উৎকৃষ্ট বর সকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জন্ম, কর্ম্ম ও তপস্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্রূপ। তাঁহারা যেরূপ যুগে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবকে সর্ব্বরূপ অবগত হইয়া সতত শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই রুদ্রসম্ভূত ও রুদ্রভক্ত কেশব। উঁহাতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ নিরন্তর বিদ্যমান আছে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভার্থ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেব শিবলিঙ্গকে সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ জানিয়া সতত অর্চ্চনা করেন; মহাত্মা বৃষভধ্বজও কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় মহারথ দ্রোণপুত্র দেবব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রুদ্রদেবকে নমস্কার ও কেশবে মহান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন, তাঁহার গাত্র পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎপরে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদন পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে [illegible] হইয়া অবহার করিলেন। তখন পাণ্ডবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিনমাত্র যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সেনা বিনাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সমরাঙ্গনে আচার্য্য নিহত হওয়াতে কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

—

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অতিরথাগ্রগণ্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত ও কৌরবগণ পলায়নপর হইলে কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় স্বীয় বিজয়াবহ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি যৎকালে সংগ্রামে সুনিশিত শরনিকরে শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে পাবকসদৃশ কোন পুরুষকে আমার অগ্রভাগে অবলোকন করিলাম। তিনি শূল উত্তোলন পূর্ব্বক যে যে দিকে ধাবমান হইলেন, সেই সেই দিকের বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সকলে বোধ করিল যে, আমি হইতেই সমুদায় সৈন্য ভগ্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুত আমি তৎকালে কেবল সেই হুতাশনসদৃশ পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়াছি। হে মহর্ষে! সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন শূলপাণি মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূতলে পদ স্পর্শ বা শূল পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার তেজঃপ্রভাবে শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল বিনির্গত হইতে লাগিল।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের নিদান স্বরূপ, সর্ব্বশরীরধারী, ত্রৈলোক্য শরীর, সর্ব্বলোকনিয়ন্তা, তেজোময়, দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিয়াছ। যে মহাত্মা ভুবনব্যাপী, জটিল, মঙ্গলদায়ক, ত্রিনেত্র, মহাভুজ, রুদ্র, শিখী, চীরবাসী, স্থাণু, বরদাতা, জগৎপ্রধান, জগদানন্দকর, জগদ্যোনি, বিধাতা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ্বর, কর্ম্মের ঈশ্বর, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, ত্রিকালস্রষ্টা, যোগস্বরূপ, যোগেশ্বর, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, দুর্জ্জেয়, জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানগম্য, লোকত্রয়বিধাতা, লোকত্রয়ের আশ্রয়, জন্মমৃত্যু জরাবিহীন ও ভক্তগণের বাঞ্ছিত প্রদ, তুমি সেই দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। বামন, জটিল, মুণ্ড, হ্রস্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, মহোৎসাহ ও মহাকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত বেশধারী, বিকৃতানন, বিকৃতপাদ, প্রাণিগণ তাঁহার পারিষদ। তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তোমার অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহাধনুর্দ্ধর মহেশ্বর ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণের রক্ষিত যোধগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করিতে পারে? যাহা হউক মহাত্মা মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত হইলে কোন ব্যক্তিই সংগ্রামে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার সমান আর

কেহই নাই। মহাদেব কোপাবিষ্ট হইলে তাঁহার আগমনেই অসংখ্য দৈত্য নিহত, কম্পিত ও পতিত হইয়া থাকে। স্বর্গে সুরগণ নিরন্তর তাঁহাকে নমস্কার করেন। যে সমস্ত স্বর্গলাভোপযুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য মানবগণ সেই উমাপতি মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহলোকে সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সেই রুদ্র, নীলকণ্ঠ, সূক্ষ্ম, দীপ্ত-তম, কপর্দ্দী, করাল, পিঙ্গলাক্ষ, বরদ, যাম্য, রক্তকেশ, সদাচারনিরত, শঙ্কর, কল্যাণকর, হরিনেত্র, স্থাণু, হরিকেশ, কৃশ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান্, বহুরূপ, প্রিয়, প্রিয়বাসা, উষ্ণীষধর, সুবক্ত্র, বৃষ্টিকর্ত্তা, গিরিশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, সুবর্ণালঙ্কৃতবাহু, অগ্র, দিক্‌পতি, পর্জ্জন্যপতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, গোপতি, বৃক্ষাবৃতদেহ, সেনানী, মধ্য-স্বামী, স্রুবহস্ত, ধনুর্দ্ধর, ভার্গব, বিশ্বপতি, মুঞ্জবাসা, সহস্রমস্তক, সহস্রনয়ন, সহস্রবাহু ও সহস্র চরণ, ভূতভাবন ভগবান্‌কে নিরন্তর নমস্কার কর। যিনি বরদ, ভুবনেশ্বর, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, প্রজাপতি, অনাকুল, ভূতপতি, অব্যয়, কপর্দ্দী ব্রহ্মাদির ভ্রাময়িতা, প্রশস্তমূর্ত্তি, বৃষ-ধ্বজ, ত্রৈলোক্যসংহারসমর্থ, ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মপ্রধান, ইন্দ্রাদির শ্রেষ্ঠ, বৃষাক্ষ, ধার্ম্মিকগণের বড় কল্পদ্রু, সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, যোগধর্ম্মৈকগম্য, শ্রেষ্ঠ, প্রহরণধারী, ধর্ম্মাত্মা, মহেশ্বর, মহোদর, মহাকায়, দ্বীপিচর্ম্মবাসা, লোকেশ, বরদ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ত্রিশূলপাণি, খড়্গচর্ম্মধারী, পিনাকী, লোকপতি ও ঈশ্বর, তুমি সেই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। আমি সেই চীরবাসা শরণ্য ঈশান দেবের শরণাপন্ন হইলাম। সেই বৈশ্রবণসখা, সুরেশ, সুবাসা, সুব্রত, সুধন্বা, প্রিয়ধন্বা, বাণস্বরূপ, মৌর্ব্বী-স্বরূপ, ধনুঃস্বরূপ, ধনুর্ব্বেদগুরু, উগ্রায়ুধ, দেব, সুরাগ্রগণ্য, বহুরূপ, বহুধনুর্দ্ধর, স্থাণু, ত্রিপুরঘ্ন, ভগনেত্রঘ্ন, বনস্পতির পতি, নরগণের পতি, মাতৃ-গণের পতি, গণপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, জলপতি, দেবপতি, পূষো-দন্তবিনাশন, ত্র্যম্বক, বরদ, হর, নীলকণ্ঠ ও স্বর্ণকেশ ভগবান্‌কে নমস্কার।

হে ধনঞ্জয়! একণে আমি আপনার জ্ঞান ও শ্রবণানুসারে তাঁহার দিব্য কর্ম্ম সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কোপাবিষ্ট হইলে সুর, অসুর গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ পাতালগত হইয়াও পরিত্রাণ পায় না। পূর্ব্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদায় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধি পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করত বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট দর্শন এবং তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদায় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিল-রাশিসংক্ষুব্ধ বসুন্ধরা কম্পিত, পর্ব্বত ও দিক্ সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমুদায়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য্য প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতিঃপদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। ঋষিগণ ভীত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া আপনাদিগের ও অন্যান্য প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ শান্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্য্যদেব যজ্ঞীয় পুরোডাশ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শঙ্কর হাস্যমুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিত কলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ সুবিশিখ শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করত তাঁহার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন কৈলাস-নাথ কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই যজ্ঞ পুনঃস্থাপন করিলেন। হে অর্জ্জুন! সুরগণ সেই অবধি তাঁহার নিকট নিতান্ত ভীত হইয়া আছেন; অদ্যাপি তাঁহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই।

পূর্ব্বকালে স্বর্গে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণের সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত তিনটী পুর ছিল। কমলাক্ষ সুবর্ণময়, তারকাক্ষ রজতময় ও বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুর অধিকার করিত। দেবরাজ সমুদায় অস্ত্র দ্বারা ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাই। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভো! এই ত্রিপুরনিবাসী অসুরগণ ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া লোককে নিতান্ত প্রপীড়িত করিতেছে। হে দেবদেবেশ! আপনি ভিন্ন আর কোন্ [illegible] বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি দেবদ্বেষিদিগকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্যে পশুগণ আপনার ভাগে নিয়োজিত হইবে।

হে অর্জ্জুন! দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাদিগের হিতার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং সেই ত্রিপুর বিনাশার্থ গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচলকে বংশধ্বজ, সসাগরা ধরিত্রীকে রথ, নাগেন্দ্র অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে চক্র, এলাপত্র ও পুষ্পদন্তকে অক্ষকীলক, মলয়াচলকে যূপ, তক্ষককে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত্র, চারি বেদকে চারি অশ্ব, উপবেদনিচয়কে কবিকা, সাবিত্রীকে প্রগ্রহ, ওঙ্কারকে প্রতোদ, ব্রহ্মাকে সারথি, মন্দরপর্ব্বতকে গাণ্ডীব, বাসুকিকে গুণ, বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অগ্নিকে শল্য, অনিলকে শরপক্ষ, বৈবস্বত যমকে পুঙ্খ, চপলাকে সিঞ্জিত ও সুমেরু পর্ব্বতকে ধ্বজ করিয়া সেই দিব্যরথে আরোহণ পুরঃ-সর এক অলৌকিক ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সেই ব্যূহ মধ্যে অচলের ন্যায় সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সেই পুরত্রয় অন্তরীক্ষে একত্র মিলিত হইলে তিনি ত্রি-পর্ব্বযুক্ত শল্য দ্বারা উহা ভেদ করিলেন। তখন দানবগণ সেই ত্রিপুরঘ্ন ত্রিলোচনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় সেই কালাগ্নি বিষ্ণু ও সোমসংযুক্ত শল্য দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ হইলে অনন্তর হইলে পার্ব্বতী বালকরূপধারী মহাদেবকে ক্রোড়ে লইয়া সেই স্থল দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি দেবগণের মনের ভাব অবগত হইবার মানসে কহিলেন, হে দেবগণ! আমার ক্রোড়ে এই কে অবস্থান করিতেছে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র কুতূহলক্রমে সেই বালকের উপর অসূয়াপরবশ হইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ ভূতনাথ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার বজ্রসমেত বাহু স্তম্ভিত করিলেন। পুরন্দর এইরূপে সেই বালকরূপী মহাদেবের প্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সত্বর ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সুরগণ ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে বালকরূপধারী এক অদ্ভুত জীবকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অভিবাদন করি নাই। বালক আমাদের সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না করিয়াও অবলীলাক্রমে আমাদিগকে পুরন্দরের সহিত পরাজিত করিয়াছেন। আমরা সেই বালকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য ব্রহ্মা দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যোগ প্রভাবে সেই অমিততেজা বালককে ত্রিলোচন জানিতে পারিয়া ইন্দ্রাদি দেব-গণকে কহিলেন, হে সুরগণ! সেই বালক এই চরাচর জগতের প্রভু ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর। তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর পদার্থ নাই। তোমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছ, তিনি সেই পার্ব্বতীর নিমিত্তই বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন; অতএব চল, আমরা সকলে তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি সর্ব্বলোকেশ্বর দেবাদি-দেব মহাদেব। তোমরা সকলে সেই বালক জগদীশ্বরকে জানিতে সমর্থ হও নাই।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহেশ্বরের নিকট গমন ও তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া বন্দনা করত কহিলেন, হে দেব! তুমি এই ভুবনের যজ্ঞ, গতি ও শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়। তুমি ভব, তুমি মহাদেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরম পদ। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে ভগবন্! হে ভূতভাবন! হে লোক-নাথ! হে জগৎপতে! তুমি ক্রোধান্বিত পুরন্দরের প্রতি কৃপাবলোকন কর।

হে অর্জ্জুন! ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে প্রসন্নতা প্রদর্শনে উন্মুখ হইয়া অট্টহাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সুরগণ ভগবতী পার্ব্বতী রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দক্ষযজ্ঞবিনাশন দেবাদিদেব ও পার্ব্বতী দেবগণের স্তবে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন দেবরাজ ইন্দ্রের বাহুও পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। সেই রুদ্রদেবই শিব, অগ্নি ও সর্ব্ববেত্তা। তিনি ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বিদ্যুৎ। তিনি ভব, পর্জ্জন্য ও নিষ্পাপ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, ঈশান ও বরুণ। তিনি কাল, অন্তক, মৃত্যু, যম রাত্রি ও দিবা। তিনি মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু,

অমূহ, মন্যাবর্ত্ত সংবৎসর। তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বকর্ম্মকারী। তিনি স্বয়ং অশরীরী হইয়াও সকল দেবগণের আকার স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের স্তবনীয়। তিনি এক প্রকার, বহুপ্রকার, শত প্রকার, সহস্র প্রকার ও শত সহস্র প্রকার। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন যে, তাঁহার ঘোরা ও শিবা নামে দুই মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার বহু প্রকার হইয়া থাকে। অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্করই তাঁহার ঘোরা মূর্ত্তি এবং সলিল, চন্দ্র ও জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায়ই তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি। বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, পুরাণ ও অধ্যাত্মনিশ্চয় মধ্যে যাহা নিতান্ত গূঢ় আছে, তাহাই দেব মহেশ্বর। তিনি বহুল ও জন্মবিবর্জ্জিত।

হে অর্জ্জুন! সেই ভূতভাবন ভগবান্ শিব এইরূপ। আমি সহস্র বৎসরেও তাঁহার সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি। সেই শরণাগতানুকম্পী দেবাদিদেব শরণাগত ব্যক্তি সর্ব্বগ্রহ গৃহীত ও সর্ব্বপাপ সমম্বিত হইলেও তাহার উপর প্রীত হইয়া তাহার মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ও সমগ্র অভিলাষ প্রদান এবং পুনরায় প্রত্যাহরণ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। তিনি মনুষ্যগণের শুভ ও অশুভ বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় ঈশ্বরত্ব প্রভাবে সমুদায় অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে পারেন। তিনি মহতের ঈশ্বর ও মহেশ্বর, তিনি বহুতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার আস্যদেশ সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া সোমময় হবি পান করত বড়বামুখ নামে কীর্ত্তিত হইতেছে। তিনি প্রতিনিয়ত শ্মশানে বাস করেন। মনুষ্যেরা সেই বীরস্থানে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। সেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বহুতর রূপ আছে। মনুষ্যেরা ঐ সমস্ত রূপের উপাসনা ও বর্ণনা করিয়া থাকে। লোকে তাঁহার কার্য্যের মহত্ত্ব ও বিভুত্ব প্রযুক্ত বহুতর সার্থক নাম কীর্ত্তন করে। বেদে তাঁহার শতরুদ্রীয় স্তব, অনন্ত রুদ্র মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে। তিনি দিব্য ও মানুষ অভিলাষ সকল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বিভু এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি দেবগণের আদি। তাঁহার আস্যদেশ হইতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি নিরন্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে পশুপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার লিঙ্গ নিত্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং তিনি সতত লোক সকলকে উৎসবযুক্ত করেন, এই নিমিত্তই লোকে তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঋষি, দেবতা, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই লিঙ্গ উন্নতভাবে অবস্থিত আছে। উহা পূজিত হইলে মহেশ্বর আনন্দিত হইয়া থাকেন। ত্রিকাল মধ্যে মহাত্মা মহেশ্বরের স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহুতর রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই তিনি বহুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি একাক্ষি দ্বারা জাজ্বল্যমান বা সর্ব্বত অক্ষিময় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লোক মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে সর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তিনি ধূম্ররূপ, এই নিমিত্ত ধূর্জ্জটী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বকার্য্যে অর্থ সকল পরিবর্দ্ধিত ও মনুষ্যগণের মঙ্গল অভিপ্রায় করেন, এই নিমিত্ত শিবনামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি সহস্রাক্ষ, অযুতাক্ষ ও সর্ব্বত অক্ষিমৎ। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই ভুবনেশ্বর ত্রিলোক প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ত্র্যম্বক নামে ... তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও স্থির কারণ এবং সমাধি দ্বারা ... হইয়াও অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকে স্থাণু নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকাশকীর্ণ তেজোরাশি তাঁহার কেশস্বরূপ হওয়াতে তিনি ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বৃষ শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। মহাত্মা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া বৃষকপি নামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরকে নিগ্রহ করিয়া সংহার করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে হর নামে কীর্ত্তন করে। তিনি উন্মীলিত নেত্রদ্বয় হইতে বলপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্র্যম্বক নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি পাপাত্মা কি পুণ্যশীল সমুদায় শরীরীর শরীরে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বায়ুরূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি মহাদেবের বিগ্রহ পূজা ও লিঙ্গার্চ্চনা করেন, তাঁহার নিত্য লক্ষ্মী লাভ হয়। তাঁহার কেবল এক পদ অগ্নিময় ও অন্য পদ সোমময়, এমন নহে, সমুদায় শরীরেরই অর্দ্ধাংশ অগ্নিময় ও অর্দ্ধাংশ সোমময় বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার অগ্নিময় দেহ দেবগণ ও মনুষ্যগণের অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান্। মহাত্মা মহাদেবের যে মঙ্গলদায়িনী মূর্ত্তি আছে, তিনি সেই মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এবং তাঁহার যে ঘোরতর মূর্ত্তি আছে, তাহা ধারণ পূর্ব্বক সকলকে সংহার করেন। তিনি মহনশীল, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রতাপশালী এবং মাংস, শোণিত ও মজ্জা ভোক্তা বলিয়া রুদ্র নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! তুমি সংগ্রাম কালে যে পিনাকধারী দেবদেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ, এই তাঁহারই গুণকীর্ত্তন করিলাম। তুমি সিন্ধুরাজ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকেই তোমায় স্বপ্নে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ঐ ভগবান্ই সংগ্রামে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। তুমি যাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমার নিকট সেই দেবদেবের ধন্য যশস্য আয়ুষ্য পরম পবিত্র বেদসম্মিত শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সর্ব্বার্থসাধক সর্ব্বপাপ বিনাশন ভয়দুঃখ নিবারণ পবিত্র চতুর্ব্বিধ স্তোত্র শ্রবণ করে, সে সমুদায় শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া শিবলোকে পূজিত হয়। যে মনুষ্য সর্ব্বদা যত্নবান্ হইয়া মহাত্মা মহাদেবের মঙ্গলপ্রদ সাংগ্রামিক দিব্য চরিত ও শতরুদ্রীয় পাঠ বা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, ত্রিনয়ন প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে গমন পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। জনার্দ্দন যাহার পার্শ্বস্থ মন্ত্রী ও রক্ষিতা, তাহার পরাজয় সম্ভাবনা কখনই নাই।

হে মহারাজ! পরাশরতনয় ব্যাসদেব সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। বেদাধ্যয়নে যে ফল এই দ্রোণপর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফল লাভ হয়। এই পর্ব্বে নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাপান্বিত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফল লাভ এবং ক্ষত্রিয়গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয় লাভ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের ধন পুত্রাদি অভিলষিত ... লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রোণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

ভূমিকা

পুরাণ সংগ্রহের দশম খণ্ডে কর্ণপর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। অন্যান্য পর্ব্বে যেরূপ এক এক বিষয়ের এক এক পর্ব্বাধ্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এই পর্ব্বে সেইরূপ প্রণালী নাই। মহাবীর কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষে শল্যকে স্বীয় সারথি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে দুর্য্যোধন উত্তেজনা দ্বারা মদ্ররাজকে সন্তুষ্ট করিয়া সূতপুত্রের সারথ্য কার্য্যে নিয়োজিত করেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কৌরবকুলের প্রধান অবলম্বন ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহারই বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হন। ফলত মহাবীর কর্ণ অনেক পরাক্রমশালী যোদ্ধা অপেক্ষা সমধিক বলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি মহামতি বাসুদেবের অসাধারণ কৌশলবলে [illegible] নিহত হন। কৃষ্ণ ঐরূপ কৌশল উদ্ভাবন না করিলে বোধ হয় মহাবীর অর্জ্জুন উঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না।

কর্ণ জনসমাজে অধিরথ সারথির সন্তান ও রাধাগর্ব্ভজাত বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। কুন্তীর অনূঢ়াবস্থায় তাঁহার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে ঐ মহাবীরের জন্ম হয়। মহাত্মা মধুসূদন, কুন্তী ও সূর্য্য ব্যতীত আর কেহই এই গূঢ় ব্যাপার অবগত ছিলেন না। ভাবিনী কুন্তী কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধের উপক্রমকালে একদা নির্জ্জনে কর্ণের নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু মহাবীর কর্ণ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আপনার পরমোপকারী হিতৈষী রাজা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া কোন ক্রমে কুন্তীর অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হন নাই।

দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে অঙ্গ রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। [illegible] ক্রোশ অন্তর আধুনিক মুঙ্গের নামক স্থানকেই ভূতপূর্ব্ব অঙ্গরাজ্যের রাজপাট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, বাস্তবিক মুঙ্গেরের একদেশে কর্ণের নির্ম্মিত প্রস্তরময় দুর্গ, কারানিবাস ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং তাহা স্থির করিয়াছেন, বাস্তবিক মুঙ্গেরের একদেশে ঐ কর্ণের নির্ম্মিত প্রস্তরময় দুর্গ, কারানিবাস ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং তাহা অদ্যাপিও "কর্ণচৌরা" বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অঙ্গরাজ কর্ণ অসাধারণ বদান্য ছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে উঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। এরূপ এক কিম্বদন্তী আছে যে, [illegible] ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রার্থনা করিলে তিনি অম্লান বদনে স্বীয় আত্মজকে ছেদন করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সম্পাদন করেন। ফলতঃ তিনি যে কিরূপ দাতা ছিলেন, বিপ্রবেশধারী ইন্দ্রকে স্বীয় সহজ কবচ কুণ্ডল প্রদান করাতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

পূর্ব্বতন হিন্দুগণ কি কৌশলে কি প্রকারে নিয়মানুসারে যুদ্ধ করিতেন এবং তাঁহাদের ব্যূহরচনা ও সৈন্য পরিচালনের কিরূপ প্রথা ছিল, এই বীররসসার কর্ণ পর্ব্বে তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৪ শক

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারত

কর্ণপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহীপালগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া অশ্বত্থামার সন্নিধানে গমন করিলেন। তৎকালে মোহপ্রভাবে তাঁহাদিগের তেজ প্রতিহত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দ্রোণের নিমিত্ত নিতান্ত শোকাকুল হইয়া অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্রবিহিত যুক্তি স্মরণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হইয়া রজনী উপস্থিত হইলে স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা ঘোরতর হত্যাকাণ্ড স্মরণ করত শোক ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। ঐ রজনীতে মহাবীর সূতপুত্র, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও মহাবল সুবলনন্দন ইঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের আবাসে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া কালে দ্রৌপদীকে যে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন ও পাণ্ডবগণকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদায় স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখ উৎকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল না। সেই রজনী তাঁহাদের শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ অতি কষ্টে সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর প্রভাত কালে কৌরবগণ বিধিবিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আশ্বস্তচিত্তে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং কর্ণকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তে মাঙ্গল্য সূত্র বন্ধন এবং দধি পাত্র, ঘৃত, অক্ষত, নিষ্ক, গো, হিরণ্য ও মহামূল্য বসন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মহাবীর কর্ণকে, জয়লাভ হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এদিকে পাণ্ডবেরাও প্রভাতোচিত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ কৌরব ও পাণ্ডবগণের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কর্ণ কৌরবগণের সেনাপতি হইলে দুই দিবস কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি আশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণ ঐ দুই দিনের মধ্যে বহু সংখ্যক শত্রু বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সমক্ষেই অর্জ্জুনশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহামতি সঞ্জয় তদ্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের সমর-সংবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠানপরায়ণ মহাবীর কর্ণের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিলেন? তিনি যে কর্ণের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পুত্রগণের বিজয়লাভের আশা করিতেন, সেই মহাবীর বিনষ্ট হইলে কিরূপে জীবন ধারণে সমর্থ হইলেন? তিনি এই একান্ত শোকাবহ বিষয়েও জীবন পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি কৃচ্ছ্রদশায় নিপতিত হইলেও কোনমতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে অভিলাষ করে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য অসংখ্য সুহৃৎ ও পুত্র পৌত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন জীবিত রহিলেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, প্রাণ পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্ব পুরুষগণের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে মহামতি সঞ্জয় রজনীযোগে দুঃখিত মনে বায়ুবেগগামী অশ্বসমুদায় সমারোহণপূর্ব্বক সত্বর হস্তিনা নগরীতে গমন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই হতচেতন কুরুরাজকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পাদ বন্দন ও যথাবিধানে সৎকার করিয়া অতি কষ্ট সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়। কেমন, আপনি ত সুখে আছেন? আপনি আপনার দোষে ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া ত বিমোহিত হন নাই? বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কেশব এবং রাম, নারদ ও কণ্ব প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপনাকে সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই; এক্ষণে কি তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না? ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্গণ আপনার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রতিদিন দশ সহস্র রথীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন, সেই ভীষ্ম পাণ্ডবরক্ষিত শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। ভৃগুনন্দন রাম বাল্যকালে যাঁহাকে ধনুর্ব্বেদ উপদেশ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য মহীপালগণ মহারথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সত্যসন্ধ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ, অতিশয় আকুল হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে যাঁহাদের তুল্য চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে

কেহই নাই, সেই বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে আমার পক্ষীয়েরা কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? মহাবীর ধনঞ্জয়ের বিক্রমে সংশপ্তক সৈন্যগণ বিনষ্ট, দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও অন্যান্য সৈন্যগণ পলায়িত হইলে কৌরবেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল? আমার বোধ হইতেছে, উহারা দ্রোণের নিধনানন্তর অর্ণবমধ্যে নৌকাভগ্ন ব্যক্তির ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন ও পরাজিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! সৈন্যগণ পলায়িত হইলে কর্ণ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমার অবশিষ্ট আত্মজগণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল? তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডব পক্ষীয় ও আমার পক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপরাধ বশতঃ কৌরবগণের যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি দৈবদুর্ঘটনায় অনুতাপ করেন না। মনুষ্যগণের অভিলষিত পদার্থ দৈবায়ত্ত। অতএব ইষ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্ট প্রাপ্তি নিবন্ধন শোক করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অশুভ ঘটনা শ্রবণে সমধিক ব্যথিত হইব না। দৈবই আমার অনিষ্টের কারণ, অতএব তুমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষণ্ণ, ম্লানবদন ও বিচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহারা সকলেই শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক শোকার্ত্তচিত্তে অধোমুখে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া খিন্ন মনে ঊর্দ্ধমুখে রহিল। দ্রোণ-বিনাশ দর্শনে তাহাদিগের হস্ত শোণিতাক্ত ও শস্ত্র সমুদায় ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ! অস্ত্র সমুদায় সৈন্যগণের হস্তে লম্বমান থাকাতে নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রজালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প দেখিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আমি তোমাদেরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ভারদ্বাজ নিহত হওয়াতে আমাদের সংগ্রাম নিতান্ত বিষাদের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধেই যোধগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। সমর-প্রবৃত্ত বীরপুরুষের জয়লাভ বা মৃত্যু হয়, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ঐ দেখ, মহাবল মহাত্মা কর্ণ শরাসন ও দিব্যাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় যাঁহার ভয়ে মৃগেন্দ্র-ভীত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় সতত প্রতিনিবৃত্ত হয়; যিনি মানুষ যুদ্ধেই অযুত নাগ তুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেনকে তদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন এবং যিনি অমোঘ শক্তি দ্বারা দিব্যাস্ত্রবেত্তা মায়াবী ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছেন; অদ্য সেই দুর্ন্নিবার বীর্য্য সত্যসন্ধ মহাবীরের অক্ষয় বাহুবল সন্দর্শন কর। পাণ্ডবেরাও বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় অশ্বত্থামা ও কর্ণের পরাক্রম দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীর্য্যবান্ ও কৃতাস্ত্র। তোমাদের নির্জ্জিত হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সসৈন্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে নিপাতিত করিতে পার। হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। রণদুর্ম্মদ মহাবল কর্ণ সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করত সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে ভ্রমর পংক্তির ন্যায় শত শত শরধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এইরূপে পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র অপার শোকসাগরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিহত বোধ করত বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া ছিন্নমূল মাতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাজা ভূতলে পতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের আর্ত্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ভরতকুলকামিনীগণ ঘোরতর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন গান্ধারী ও অন্যান্য মহিলাগণ রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় সেই শোকমূর্চ্ছিত বাষ্প-পরিপূর্ণ কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ সঞ্জয়ের বাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া বায়ুচালিত কদলীর ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। মহাত্মা বিদুর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে জলসেচন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক স্ত্রীগণকে সমীপস্থ জানিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করত মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গবল্গণনন্দন! তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র রাজ্যকামুক দুর্য্যোধন ত জয়লাভে নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই? তুমি পুনরায় আমার নিকট উহা যথার্থ রূপে কীর্ত্তন কর।

মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা কর্ণ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যশস্বী ভীমসেন সমরে দুঃশাসনকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার শোণিত পান করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বৎস! আমার অদূরদর্শী পুত্রের দুর্নীতি বশতই কর্ণ নিহত হইয়াছে। সূতপুত্রের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে শোকে আমার মর্ম্মভেদ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের মধ্যে কাহারা জীবিত রহিয়াছে আর কাহারাই বা নিহত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ দুরাধর্ষ শান্তনুনন্দন দশ দিনে অর্ব্বুদ সংখ্য পাণ্ডবসৈন্য নিহত, মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগের রথিগণকে নিপাতিত, মহাবীর কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ হতাবশিষ্ট পাণ্ডব সৈন্যের অর্দ্ধাংশ ধ্বংস, মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি আনর্ত্তবাসী শত শত যোধগণকে বিনষ্ট এবং অবন্তিদেশীয় রাজপুত্র মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আপনার পুত্র বিকর্ণ সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুগণের সম্মুখে সমরশায়ী হইয়াছেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন, দুর্য্যোধনদুর্নীতিজনিত বিবিধ ক্লেশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছেন। সিন্ধুরাষ্ট্র প্রভৃতি দশটি রাজ্য যে বীরের বশবর্ত্তী ছিল, যে বীর সতত আপনার শাসনানুসারে কার্য্য করিতেন, অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। পিতৃশাসনকারী যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধনপুত্র [illegible]তনয়ের, মহাবল পরাক্রান্ত সমরনিপুণ দুঃশাসনতনয় দ্রৌপদীনন্দনের, কৌরববংশীয় শঙ্কাবিহীন ভূরিবিক্রম ভূরিশ্রবা সাত্যকির, সমরবিশারদ কৃতাস্ত্র অমর্ষপূরিত দুঃশাসন ভীমসেনের এবং পর্ব্বতের অনুগামী কিরাতগণের অধিপতি, দেবরাজের প্রিয় সখা, ক্ষত্রধর্ম্মনিরত অপ্রমত্ত ও নির্ভীকচিত্ত মহাধনুর্দ্ধর সংগ্রামনিরত ভগদত্তরাজ প্রতাপবান্ ধনঞ্জয়ের হস্তে নিপাতিত হইয়াছেন। যে বীরের বহু সকল

গণকে সংগ্রামসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিত, আজি সে অসংখ্য শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিহত হইয়াছে। সেই মহাবীর ব্যতীত আমার জীবনে প্রয়োজন কি? হায়! আজি সেই অধিরথনন্দন কর্ণ শরাহত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রথ হইতে বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গবিনিপাতিত কুঞ্জরের ন্যায়, সমরাঙ্গনে নিপাতিত হইয়া ভূমণ্ডল, সুশোভিত করিতেছে; যে মহাবীর মিত্রগণের অভয়প্রদ, আমার পুত্রগণের বল, পাণ্ডবগণের ভয়স্থান ও ধনুর্দ্ধরদিগের উপমাস্থল ছিল, সেই মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এক্ষণে দেবরাজ বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের অভিলাষ পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের জলবিন্দুর ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হইল না। আমরা যেরূপ কার্য্য করিবার চিন্তা করি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব দৈবই বলবান্ ও কাল নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়।

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনজন্য দীনপৌরুষের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইয়া নিহত হইয়াছে? সে কি ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে? মহামতি যুধিষ্ঠির বারংবার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু মূঢ়াত্মা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই ঔষধ সদৃশ হিতকর বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করে নাই। মহাত্মা ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া অর্জ্জুনের নিকট পানীয় প্রার্থনা করিলে পার্থ অবনী বিদারণ পূর্ব্বক জলধারা উত্তোলিত করিয়াছিল। মহাবাহু শান্তনুনন্দন সেই সময়ে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! আর সংক্রোধ করিও না, আমার নিধনেই তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। তুমি এক্ষণে সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভ্রাতৃভাবে পৃথিবী ভোগ কর। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র তৎকালে শান্তনুতনয়ের সেই বাক্যানুসারে কার্য্য না করিয়া এক্ষণে শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হায়! দূরদর্শী মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। সর্ব্বনাশকর দূ্যতক্রীড়াপ্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে, আমি নিতান্ত কৃচ্ছ্রে নিপতিত হইয়াছি। বালকগণ বিহঙ্গমের পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন পক্ষহীন ও গমনে অসমর্থ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতিবন্ধুহীন, অর্থবিহীন, নিরন্তর দীন ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়া যারপর নাই কষ্ট ভোগ করিতেছি। হায়! এখন কোথায় গমন করিব?

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকব্যাকুল ও বিষাদযুক্ত হইয়া এইরূপ বহুতর বিলাপ করত পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, বৎস! যে বীর দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত সমুদায় কাম্বোজ, অম্বষ্ঠ, কেকয়, গান্ধার ও বিদেহগণকে জয় করিয়া সমুদায় পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল, বাহুবলশালী পাণ্ডবগণ শরনিকর দ্বারা সেই কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়াছে! সেই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনশরে নিহত হইলে অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর সমরাঙ্গনে অবস্থান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। অভ্যপুত্র পাণ্ডবগণে নিহত হইলে অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ ত তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে নাই? হে সঞ্জয়! যে বীর যে রূপে নিহত হইয়াছে, তুমি তাহা ইতিপূর্ব্বেই আমার নিকট বর্ণন করিয়াছ। রূপনন্দন শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রতিপ্রহার পরাঙ্মুখ ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর ন্যস্তশস্ত্র যোগাবৃত দ্রোণাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খড়্গাঘাতে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর দ্বয়ের মৃত্যু ছিদ্রান্বেষণতৎপর অরাতিগণের ছলপ্রভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে। ন্যায় যুদ্ধে বজ্রধর ইন্দ্রও উঁহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে দিব্যাস্ত্রজ্ঞ ইন্দ্রোপম মহাবীর কর্ণ কি রূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইল, তাহা কীর্ত্তন কর। সুররাজ পুরন্দর যাহাকে কবচ ও কুণ্ডল যুগলের বিনিময়ে কনক ভূষণ, অরাতিনিপাতন, দিব্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার নিকট স্বর্ণভূষণ সর্পমুখ দিব্য শর বিদ্যমান ছিল; যে বীর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথ গণকে অবজ্ঞা করিয়া জামদগ্ন্যের নিকট অতি ঘোর ব্রহ্ম অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল, যে বীর শরপীড়িত দ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে বিমুখ দেখিয়া অচিরে সৌভদ্রের শরাসন ছেদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, যে বীর অযুত নাগ তুল্য পরাক্রান্ত ও বজ্রের ন্যায় বেগবান্ ভীমসেনকে সহসা বলহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল; যে বীর নতপর্ব্ব শরনিকরে সহদেবকে নির্জ্জিত ও বিরথ করিয়া কেবল ধর্ম্মানুরোধে নিহত করে নাই, যে বীর ইন্দ্রশক্তি দ্বারা অশেষ মায়াবলধারী জয়লিপ্সু রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছে, এবং মহাবীর ধনঞ্জয় ভীত হইয়া যাহার সহিত এযাবৎ কাল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কি রূপে সংগ্রামে নিহত হইল? তাহার রথ ভগ্ন, শরাসন বিশীর্ণ বা অস্ত্র বিনষ্ট না হইলে সে কখনই অরাতিশরে নিপাতিত হইত না। মহাবীর কর্ণ সমরে মহাচাপ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক ভীষণ শর দিব্যাস্ত্র সমূহ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে পরাজয় করা কাহার সাধ্য। হে সঞ্জয়! তোমার মুখে কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তাহার শরাসন ছিন্ন বা রথ ভূতলগত অথবা অস্ত্র সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমুদায়ের অন্যতর কারণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা, আমি অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিব না বলিয়া সুদৃঢ় ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার রণনৈপুণ্য স্মরণে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হয় নাই, যে বীরের বলবীর্য্যপ্রভাবে আমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রেয়সী পাঞ্চালীকে বল পূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া পাণ্ডবগণ সমক্ষে দাসভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, যে বীর রোষাবিষ্ট হইয়া সভামধ্যে দ্রৌপদীকে হে বরবর্ণিনি! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ পতিগণ আর বর্ত্তমান নাই। অতএব অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর, বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সূতনন্দন কি রূপে শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? ঐ মহাবীর পূর্ব্বে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল, হে মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যদি সমরনিপুণ ভীষ্ম ও যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্য পক্ষপাত প্রযুক্ত কৌন্তেয়গণকে নিপাতিত না করেন, তবে আমি উঁহাদের সকলকেই নিহত করিব। আমার শিলাচন্দনদিগ্ধ শর সমরাঙ্গনে ধাবমান হইলে গাণ্ডীব শরাসন ও তূণীরদ্বয় কি করিতে পারিবে? যে মহাধনুর্দ্ধর এইরূপ আশ্বাসিত করিয়া দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, সেই সূতপুত্র কি রূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? যে মহাবীর গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরের উগ্রতা অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীকে, হে পাঞ্চালি! তুমি পতিহীনা হইয়াছ বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল; যে বীর বাহুবল প্রভাবে মুহূর্ত্ত কালও জনার্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে ভীত হয় নাই; আমার বোধ হয় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে সংগ্রামে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অধিরথনন্দন কর্ণ মৌর্ব্বী স্পর্শ বা বর্ম্ম ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারে? বরং ভূমণ্ডল চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির অংশুবিহীন হইতে পারে কিন্তু সমরে অপরাঙ্মুখ কর্ণের বিনাশ কখনই সম্ভবপর নহে।

আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যে সূতপুত্র কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনকে সহায় করিয়া বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ করি, এক্ষণে তাহাদের উভয়কেই নিহত অবলোকন করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণকে নিহত ও পাণ্ডবগণকে জয়যুক্ত দর্শন করিয়া কি কহিল? বোধ করি, সে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে নিহত, সৈন্য সমুদায়কে মহারথগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন, ভূপতিগণকে পলায়নপরায়ণ এবং রথিগণকে বিদ্রুত অবলোকন করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে। হে সঞ্জয়! দুর্ব্বিনীত, অভিমানী, দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ মহতী বৈরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। এক্ষণে সৈন্যগণকে ভগ্নোৎসাহ ও প্রধান প্রধান বীরগণের প্রায় সমুদায়কে নিহত দেখিয়া কি কহিল? গান্ধাররাজ শকুনি পূর্ব্বে সভামধ্যে দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছিল; এক্ষণে সে কর্ণকে নিহত অবলোকন করিয়া কি বলিল? সাত্বত বংশীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা

পুরন্দরের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবেরা তোমার অগ্রে অবস্থান করিতে অক্ষম হইবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অমিতপ্রভা প্রভাবে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র কালপ্রেরিত দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে সমবেত হইতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুর সংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত স্কন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন স্বয়ং সোদরের ন্যায় স্নিগ্ধ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সূতপুত্র সৈন্যগণকে সূর্য্যোদয় সময়ে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রেরা কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্য বাদন পূর্ব্বক সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন রাত্রিশেষে আপনার সৈন্যমধ্যে সকলে সুসজ্জিত হও, শীঘ্র সুসজ্জিত হও, সহসা এই শব্দ সমুদ্ভূত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, বরূথযুক্ত রথ সমুদয় তুরঙ্গ ও পদাতি সুসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর ত্বরান্বিত যোধগণ চীৎকার করাতে গগনস্পর্শী ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শ্বেত পতাকা পরিশোভিত নাগকক্ষ কেতু সম্পন্ন বলাকাবর্ণ অশ্বসংযুক্ত বিমল আদিত্যসঙ্কাশ রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্ণ বিভূষিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত ও কনকমণ্ডিত কোদণ্ড বিধূনিত করিতে লাগিলেন। ঐ রথ হেমপৃষ্ঠ ধনু, তূণীর, অঙ্গদ, শতঘ্নী, কিঙ্কিণী, শক্তি, শূল ও তোমরাদি অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কর্ণকে ধ্বান্তনাশক উদয়োন্মুখ ভানুমানের ন্যায় রথে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বীরগণের বিনাশদুঃখ একবারে বিস্মৃত হইলেন। তখন বীরবর সূতপুত্র শঙ্খশব্দে যোধগণকে ত্বরান্বিত করত বিপুল কৌরব সৈন্য দ্বারা মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পরাজয় বাসনায় তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ঐ মকর ব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবায় তাঁহার সোদরগণ, বামপদে নারায়ণী সেনা পরিবৃত যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণ পদে মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেষ্টিত সত্যবিক্রম কৃপাচার্য্য, বাম পদের পশ্চাদ্ভাগে বিপুল সেনা পরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণ পদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সমবেত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবল পরাক্রান্ত মহেন্দ্র রাজা চিত্র ও চিত্রসেন নামে সহোদর দ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এইরূপে সমরে যাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ বীরগণাভিরক্ষিত কৌরব সৈন্য সমুদায়কে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান বীর পুরুষ ছিল, তাহারা নিহত হইয়াছে; এক্ষণে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ হইবে। তুমি যুদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশ বর্ষসংস্থিত শল্য সমুদ্ধৃত হয়। অতএব এক্ষণে তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। হে মহারাজ! শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর আপনাদিগের সৈন্য লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ ব্যূহের বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণ পার্শ্বে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয় এবং যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনপালিত চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা যোদ্ধা কিরীটীর সমীপে সমবস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট বীরেরা স্ব স্ব উৎসাহ ও বল অনুসারে যথাক্রমে সেই ব্যূহ মধ্যে অবস্থান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষে ব্যূহ নির্ম্মিত হইলে মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইলেন। বন্ধু বান্ধব সমবেত রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকৃত ব্যূহ দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কর্ণ সমবেত দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে নিহত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে শঙ্খ, ভেরী, আনক, দুন্দুভি, ডিণ্ডিম ও ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদিত্র সকল চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সময় জয়াভিলাষী শূরগণের সিংহনাদ, অশ্বগণের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি ও রথনেমির ঘোর নিস্বন শ্রবণগোচর হইল। মহাধনুর্দ্ধর বর্ম্মধারী কর্ণকে ব্যূহমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই দ্রোণবধজনিত দুঃখ অনুভব করিল না। তখন সেই প্রহৃষ্ট নরসঙ্কুল উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর বিনাশার্থ যুদ্ধে কৃতসংকল্প হইল। ঐ সময় কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় নৃত্য করিতেছে। এইরূপ সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে যুদ্ধার্থী বীরগণ ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হস্তী, অশ্ব ও রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন সেই প্রহৃষ্ট হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যে সঙ্কুল দেবাসুর সৈন্য সদৃশ কুরু পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। উগ্রবিক্রম রথী, অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতিগণ পরস্পরের প্রাণ ও পাপ নাশার্থ পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান প্রধান যোধগণ অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, ক্ষুরপ্র, অসি, পট্টিশ, ও পরশু দ্বারা পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যের সদৃশ কান্তি এবং পদ্মতুল্য গন্ধযুক্ত নরমস্তক ছেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। মহাবাহু বীরগণের রক্তাম্বুলিপ্ত আয়ুধ ও বাহু সমুদায় বিপক্ষ পক্ষীয় বীরগণের শরনিকরে ছিন্ন ও নিপতিত হইয়া গরুড়বিধ্বস্ত পর্য্যস্ত ভুজঙ্গ সমুদায়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণ যেমন বিমান হইতে পতিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বীরগণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া হস্তী, রথ ও অশ্ব সমুদায় হইতে ধরাতলে নিপাতিত হইতে লাগিল। অনেকে গুরুতর গদা, পরিঘ ও মুষল সমূহের আঘাতে বিপক্ষ পক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কুল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে, মত্ত মাতঙ্গগণ মত্ত মাতঙ্গদিগকে ও অশ্বারূঢ়গণ অশ্বারূঢ়দিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অনেক বার পদাতিগণ রথিদিগের, রথিগণ পদাতিদিগের এবং পদাতিগণ অশ্বারোহীদিগের শরে নিপাতিত হইলেন। কখন বা মাতঙ্গগণ রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী হস্ত্যারোহীদিগকে; অশ্বগণ রথ, পদাতি ও হস্তিগণকে এবং রথিগণ পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। পদাতি, অশ্বারোহী বীরগণ এইরূপে বিপক্ষ পক্ষীয় পদাতি অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ, মস্তক ও বিবিধ অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই সেনাগণ পরস্পরের শরে নিপীড়িত হইলে মহাবীর বৃকোদর প্রভৃতি সৈন্য পরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর তনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান এবং ব্যূহাবৃত পাণ্ড্য, চোল ও কেরলগণ সর্ব্বতোভাবে আমাদের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বিশালবক্ষ, দীর্ঘভুজ, উন্নত, পদ্মলোচন, আপীড়শোভিত, রক্তদন্ত, মত্তমাতঙ্গ বিক্রম, বিচিত্র বসনাবৃত, গন্ধচূর্ণাকৃত, বদ্ধখড়্গ, পাশহস্ত, উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী ও যুদ্ধপ্রিয়, চাপতূণীরধারী দীর্ঘকেশ, প্রিয়ভাষী পদাতি এবং ঘোররূপ পরাক্রান্ত [illegible] অশ্বারোহিগণ মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রাম করিতে

লাগিল। চেদী, পাঞ্চাল, কেকয়, করূষ, কোশল, কাঞ্চি ও মগধ দেশীয় বীরগণ মহাবেগে সমরে ধাবমান হইল। তাহাদিগের রথী, নাগ ও প্রধান প্রধান পদাতি সকল বিবিধ বাদ্যোদ্যমে হৃষ্ট হইয়া হাস্যমুখে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহামাত্রগণে পরিবেষ্টিত ও গজারূঢ় হইয়া সৈন্য মধ্য হইতে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার যথাবিধানে বিভূষিত উৎকৃষ্ট মাতঙ্গ উদিতভাস্কর উদয়াচলের অগ্রভাগের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গজবরের অপূর্ব্ব রত্ন বিভূষিত লৌহ-নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরৎকালীন নক্ষত্রমালাযুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তোমর হস্তে সেই মাতঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে রিপুগণকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজারূঢ় ক্ষেমধূর্ত্তি দূর হইতে সেই গজবরকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট মনে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সেই দ্রুমবান্ মহাপর্ব্বত দ্বয়ের সদৃশ মহাকায় মাতঙ্গ দ্বয়ের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুঞ্জর দ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গজারোহী বীর দ্বয় ও সূর্য্যরশ্মি সদৃশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে আহত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে উভয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাদিগের সিংহনাদ, আস্ফোটন ও শর শব্দে আহ্লাদিত হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত উদ্যতশুণ্ড মাতঙ্গ দ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে পরস্পর পরস্পরের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক বর্ষাকালীন বারিবর্ষী জলদ দ্বয়ের ন্যায় শক্তি ও তোমর বর্ষণ করত গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে এক তোমরাঘাত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পুনরায় অতি বেগে ছয় তোমরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে ক্রোধপ্রদীপ্ত ভীমসেন সেই দেহস্থিত সপ্ত তোমর দ্বারা সপ্তাশ্বযুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক অরাতির প্রতি এক ভাস্বরবর্ণ লৌহময় তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলূতাধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি শরাসন আকর্ষণ করিয়া দশ শরে সেই তোমর ছেদন পূর্ব্বক ছয় শরে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মেঘগম্ভীরনিঃস্বন শরাসন গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করত শরনিকর নিপাতে অরাতির কুঞ্জরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হস্তী ভীমসেনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। যন্তা অশেষ প্রকার যত্ন করিয়াও তাহাকে স্থির করিতে পারিল না। তখন পবনপরিচালিত পয়োধর যেরূপ জলদের অনুগমন করে, তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জরের অনুগমন করিতে লাগিল। প্রবল প্রতাপ ক্ষেমধূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ স্বীয় বারণকে নিবারণ পূর্ব্বক প্রতিমুখাগত ভীম মাতঙ্গকে বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন আনতপর্ব্ব ক্ষুর দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া মাতঙ্গের সহিত তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ রোষভরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নারাচ দ্বারা তাঁহার মাতঙ্গের সমুদায় মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। গজরাজ ক্ষেমধূর্ত্তির ভীষণ শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন গজনিপতনের পূর্ব্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিও ঐ সময় গদাঘাতে ক্ষেমধূর্ত্তির হস্তীকে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সেই নিহত নাগ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আয়ুধ উদ্যত করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ বৃকোদর তাঁহার উপরেও গদাঘাত করিলেন। খড়্গধারী মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের সেই গদাঘাতেই গতাসু ও গজসমীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন অচলের সমীপস্থ বজ্রহত সিংহের ন্যায় শোভা

হে মহারাজ! আপনার সৈন্য সকল সেই কুলূত-কুলতিলক ক্ষেমধূর্ত্তিকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হে মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া কর্ণের সম্মুখে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সূতপুত্র সূর্য্যরশ্মি সমপ্রভ কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচনিকর দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ কর্ণের প্রহারে ম্লান ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব সেনাগণ সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন দুষ্কর কার্য্যকারী অশ্বত্থামাকে ও সাত্যকি কেকয় দেশীয় বিন্দ অনুবিন্দকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজা চিত্রসেন, সমাগত শ্রুতকর্ম্মার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্রধ্বজ শরাসন শোভিত চিত্রের প্রতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ও ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ সংশপ্তকগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের সহিত, অপরাজিত শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার সহিত, মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের সহিত এবং প্রতাপশালী মাদ্রীসুত সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সময় কেকয় দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিকে এবং সাত্যকি ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। বারণদ্বয় যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের উপর দন্তাঘাত করে, তদ্রূপ কেকয় দেশীয় ভ্রাতৃদ্বয় যুযুধানের বক্ষঃস্থলে সুদৃঢ় শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি হাস্য করত শর বর্ষণে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। বীরদ্বয় সাত্যকির শরে নিবারিত হইয়া ক্রোধভরে পুনঃ শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথ আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশস্বী শিনিপুঙ্গব তৎক্ষণাৎ সেই বীরদ্বয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহারা অন্য অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত সংগ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কঙ্কপত্রশোভিত স্বর্ণমণ্ডিত শরজাল দশদিক্ আলোকময় করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের শরনিকরে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সংগ্রাম ভূমি তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর সাত্যকি সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের ও তাঁহারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধান সত্বর অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অনুবিন্দের মস্তক ছেদন করিলেন। সম্বরনিহত শম্বরাসুরের মস্তক যেরূপ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই অনুবিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কেকয়গণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন মহারথ বিন্দ ভ্রাতার নিধন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরনিকরে সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত পুনরায় তাঁহার বাহু ও উরুদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি বিন্দের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি হাস্য করত সত্বর পঞ্চবিংশতি বাণে কেকয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উৎকৃষ্ট কোদণ্ড দ্বিখণ্ড এবং অশ্বগণ ও সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত চন্দ্র ভূষিত চর্ম্ম ও অসি গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত অবিলম্বে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিনাশে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর সংগ্রামে বজ্রধারী জম্ভাসুর ও পুরন্দরের

শোভা হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি ও বিন্দ [illegible] সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি খড়্গাঘাতে কেকয়রাজের চর্ম্ম দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর যুযুধানের শত শত তারাসঙ্কুল চর্ম্ম ছেদন করিয়া কখন মণ্ডলাকারে বিচরণ এবং কখন বা গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বর খড়্গহস্তে সেই রণচারী কবচধারী কেকয়রাজকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বর্ম্মধারী মহাধনুর্দ্ধর কেকয় খড়্গাহতে ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ সাত্যকি এইরূপে কেকয়রাজ বিন্দকে নিহত করিয়া সত্বর যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন এবং তৎপরে যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরূঢ় হইয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে কেকয় সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যুযুধানের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা কোপাবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশৎ শরে মহীপতি চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন অভিসারাধিপতি চিত্রসেন নতপর্ব্ব নয় বাণে শ্রুতকর্ম্মাকে নিপীড়িত ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত নারাচাস্ত্র দ্বারা সেনানুবর্ত্তী চিত্রসেনের মর্ম্ম ভেদ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন শ্রুতকর্ম্মনিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ অবসরে মহাযশস্বী শ্রুতকীর্ত্তি নবতি শরে শ্রুতকর্ম্মাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর মহারথ চিত্রসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভল্ল দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে স[illegible] বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রুতকর্ম্মা স্বর্ণভূষণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক চিত্রসেনের বিচিত্র রূপ করিয়া দিলেন। চিত্রমালাধর যুবা চিত্রসেন ভূপতি শ্রুতকর্ম্মার শরে সমাবৃত হইয়া গোষ্ঠমধ্যস্থ মহাবৃষভের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া নারাচ দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা চিত্রসেন-নিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে গৈরিক বর্ণ রুধির ক্ষরণ করত শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে তিনশত নারাচে সমাচ্ছন্ন ও শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক সুশাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। চিত্রসেনের গগনমণ্ডল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে নিপতিত চন্দ্রমার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সৈনিকগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট প্রেতরাজ যেমন প্রলয় কালে ভূতগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিপাতে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ একান্ত নিপীড়িত হইয়া দাবানলদগ্ধ গজযূথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইল। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তাহাদিগকে শত্রুপরাজয়ে নিরুৎসাহ দেখিয়া তাহাদের উপর অনবরত সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া একবাণে তাঁহার ধ্বজ ও তিনবাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলে মহাবাহু চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের বাহু ও উরোদেশে কঙ্কপত্রবিরাজিত, শাণিতাগ্র, স্বর্ণপুঙ্খ নয় ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য শরনিপাতে চিত্রের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত পাঁচ শর প্রয়োগ করিলেন। বীরবর চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণঘণ্টাসমাযুক্ত অগ্নিশিখা সদৃশ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য সেই মহোল্কা সদৃশ শক্তি সমাগত সন্দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই চিত্রনিক্ষিপ্ত বিচিত্র শক্তি প্রতিবিন্ধ্য শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যুগান্তকালীন সর্ব্বভূত ত্রাসজনন অশনির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর চিত্র আপনার শক্তি ব্যর্থ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণজাল জড়িত এক মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গদা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিবিন্ধ্যের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের উপর এক কনকভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু চিত্র সহসা সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলে শক্তি তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদারণ পূর্ব্বক অশনির ন্যায়, সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত করিয়া নিপতিত হইল। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া এক স্বর্ণভূষিত তোমর গ্রহণ পূর্ব্বক চিত্রের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তোমর চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিল প্রবেশোদ্যত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। মহারাজ চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের তোমরে সমাহত হইয়া পরিঘাকার পীন বাহুযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক রণশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ চিত্ররাজকে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কিঙ্কিণী সমাযুক্ত শতঘ্নী ও বিবিধ বাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মেঘ যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য অসুরসৈন্যনিসূদন বজ্রধরের ন্যায় সৈন্যগণকে শরনিকর নিপাতে নিপীড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ প্রতিবিন্ধ্য শরে বিদ্ধ হইয়া বায়ুবেগ সঞ্চালিত ঘনঘটার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা একাকী অবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সত্বরান্বিত হইয়া লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রথমতঃ নিশিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার মর্ম্মস্থলে তীক্ষ্ণ নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণপুত্রের নিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রশ্মিবান সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণকুমারও শরনিকরে তাঁহার শরজাল সংহার পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বৃকোদরের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত নারাচ ললাট দেশে ধারণ করিয়া অরণ্যচারী মত্ত গণ্ডকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন অশ্বত্থামার ললাটে তিন নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্যপুত্র সেই ললাটস্থ নারাচত্রয় দ্বারা বর্ষাভিষিক্ত ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ভীমসেনের উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সেই মহাবীর পাণ্ডুতনয়কে কোনক্রমে কম্পিত করিতে পারিলেন না। ভীমসেনও শত শত নিশিত শরে অশ্বত্থামাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই রথারূঢ় মহারথ দ্বয় শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করত পরস্পর কিরণাভিতাপিত লোকক্ষয়কর দীপ্যমান সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত দংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় সেই মহারণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীরদ্বয় প্রথমতঃ পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পরের শরজাল নির্ম্মুক্ত মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায় শোভমান হইলেন। এইরূপে সেই সংগ্রাম অতি দারুণ হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা বৃকোদরকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেনও শত্রুর বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতেই তাঁহার প্রতিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই বীর দ্বয় বিবিধ মণ্ডল ও গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আকর্ণকৃষ্ট শরাসন বিসৃষ্ট শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরস্পরের বিনাশবাসনায় পরস্পরকে বিরথ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্র সমুদায় প্রাদুর্ভূত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন অস্ত্র দ্বারা সেই মহাস্ত্র সকল সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজাসংহারের নিমিত্ত যেমন গ্রহযুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই বীর দ্বয় বিসৃষ্ট শর সমুদায় দিক্ সকল দ্যোতিত করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল এককালে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া [illegible]। [illegible] উল্কাপাতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন

গগনমণ্ডল প্রলয়কালীন উল্কাপাতে সমাবৃত হইয়াছে। সেই বীরদ্বয়ের পরস্পরের বাণবর্ষণে স্ফুলিঙ্গময় দীর্ঘশিখ হুতাশন সমুত্থিত হইয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে সিদ্ধগণ সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, এই যুদ্ধ অন্যান্য যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদায় ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। এরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হইবে না। এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহারা উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন, শৌর্য্য সমাযুক্ত ও উগ্রপরাক্রম। মহাবীর ভীমসেন ভীমপরাক্রম এবং অশ্বত্থামা অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইহারা কি বীর্য্যশালী! এই বীরদ্বয় কালান্তক যমের ন্যায়, রুদ্রদ্বয়ের ন্যায় ও ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছেন। হে মহারাজ! সিদ্ধগণের এইরূপ বাক্য বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময় সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত অচিন্ত্য কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অশ্বত্থামা ও ভীমসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট [illegible] নয়ন বিঘূর্ণন পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রোষারুণনেত্র ও স্ফুরিতাধর হইয়া অধর দংশন পূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শর ও অস্ত্র বর্ষণ করত পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে পরস্পরের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ বিদ্ধ করত পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর দ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বিনাশবাসনায় ভীষণ বাণ দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বাণদ্বয় সেনামুখে দেদীপ্যমান হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য বীরদ্বয়কে আহত করিল। তখন তাঁহারা পরস্পরের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। ঐ সময়ে দ্রোণতনয়ের সারথি তাঁহাকে অচেতন অবলোকন করিয়া সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। ভীমসারথি বিশোকও শত্রুতাপন বৃকোদরকে বারংবার বিহ্বল হইতে দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংসপ্তকগণ ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের এবং অন্যান্য মহীপালগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শত্রুগণের সহিত কৌরবপক্ষীয় বীরগণের যেরূপ দেহ ও পাপবিনাশন সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া অর্ণবকে যেরূপ সংক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সংসপ্তকগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করত নিশিত ভল্ল দ্বারা বীরগণের মনোহর নেত্র, ভ্রূ ও দশন যুক্ত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, বিমল নলিন সদৃশ মস্তক সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে বিকীর্ণ করিলেন। তাঁহারা [illegible] বীরগণের অঙ্গদ-চন্দনাক্ত আয়ুধ ও তলত্রাণ সমন্বিত, পঞ্চাস্য ভুজগ সদৃশ বিশালবাহু সকল নিকৃত্ত, ভল্ল দ্বারা এক কালে অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারূঢ়, সারথি ধ্বজ শরাসন শর ও রত্নাভরণ যুক্ত হস্ত ছিন্ন এবং নিশিত সায়কনিকর দ্বারা আরোহী সমবেত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণ একান্ত কোপাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বৃষভগণ যে সমদাভিলাষার্থ গর্জ্জন করত শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষভকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারা সিংহনাদ করত শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাহত করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্য-বিজয় কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সহিত অর্জ্জুনের তদ্রূপ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বিবিধ অস্ত্র দ্বারা শত্রুদের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া শরনিকরে তাহাদের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন এবং সমীরণ যেমন মহামেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ লোমহীন সারথি-বিহীন রথ সমূহের ত্রিবেণু, কক্ষ, আয়ুধ, তূণীর, কেতু, যোক্ত্র, রশ্মি, বরূথ, কুবর, যুগ, তল্প ও অক্ষাগ্রসকল সমস্ত ছেদন পূর্ব্বক রথ সকল খণ্ড খণ্ড করত একাকী সহস্র মহারথের কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অরাতিগণের জয়বর্দ্ধন ও বিস্মিত বীরগণের প্রেক্ষণীয় [illegible] সিদ্ধ, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ দুন্দুভি ধ্বনি এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে এই দৈববাণী হইল যে, এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন [illegible] চন্দ্র ও সূর্য্যের দ্যুতি [illegible] নর ও নারায়ণ।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সেই সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন এবং হাস্যমুখে শরসমন্বিত কর দ্বারা শরনিকরবর্ষী অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি আমাকে তোমার যোগ্য অতিথি বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে যুদ্ধরূপ আতিথ্য প্রদান কর। অর্জ্জুন মহাবীর আচার্য্যপুত্রকর্ত্তৃক এইরূপে যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করত জনার্দ্দনকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমায় সংসপ্তকগণকে বধ করিতে হইবে; কিন্তু এক্ষণে অশ্বত্থামা আমাকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব তুমি উচিতকর্ত্তব্য অবধারণ কর। যদি আচার্য্যপুত্রকে আতিথ্যপ্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, তবে অগ্রে তাহাই কর।

হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বায়ু যেমন ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে সমানীত করে, তদ্রূপ সমরে সমাহূত ধনঞ্জয়কে দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত করিয়া অশ্বত্থামাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্যপুত্র! তুমি এক্ষণে স্থির হইয়া প্রহার কর [illegible] উপজীবিগণের ভর্ত্তৃপিণ্ড পরিশোধের সময় সমাগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বিবাদ অত্যন্ত সূক্ষ্ম জয় ও পরাজয় স্থূল। তুমি মোহবশতঃ অর্জ্জুনের নিকট যে অতিথিসৎকার প্রার্থনা করিয়াছ এক্ষণে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্থিরচিত্তে যুদ্ধ কর।

মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া কেশবকে ষষ্টি ও অর্জ্জুনকে তিন নারাচে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে আচার্য্যপুত্রের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনশরে ছিন্নচাপ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ভীষণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যারোপণ করিয়া নিমেষমধ্যে তিন শত বাণে বাসুদেবকে ও সহস্র বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি চরণদ্বয় স্তম্ভিত করিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যোগবলে তাঁহার তূণীর শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষঃস্থল, বদন, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ ও অন্যান্য অঙ্গ এবং রথ ধ্বজ হইতে শরনিকর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরজালে কেশব ও অর্জ্জুন জড়িত হইলে আচার্য্যতনয় যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া মেঘগম্ভীর গর্জ্জনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে মাধব! গুরুপুত্রের অত্যাচার অবলোকন কর। আমরা শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদিগকে নিহত বোধ করিতেছেন; অতএব এক্ষণে আমি শিক্ষাবলে উঁহার অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি, এই বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় দিবাকর যেমন নীহাররাশি বিধ্বস্ত করেন, তদ্রূপ সেই দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদনপূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, গজ, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত সংসপ্তকগণকে উগ্রতর শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যে যে ব্যক্তি যে যে রূপে সমরাঙ্গনে অবস্থিত ছিল, সকলেই আপনাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন বোধ করিল। সেই গাণ্ডীববিমুক্ত বিবিধ শরনিকর কি ক্রোশস্থিত কি সম্মুখস্থিত, সমস্ত হস্তী ও মনুষ্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। মদস্রাবী মাতঙ্গগণের কর সমুদায় ভল্ল প্রহারে ছিন্ন হইয়া পরশু-নিকৃত্ত মহাদ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্ব্বতাকার কুঞ্জর সকল সাদিগণের সহিত বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণাধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গযুক্ত গন্ধর্ব্বনগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া অরাতিগণের [illegible] অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রলয়কালীন সূর্য্য যেমন কিরণজালে

ভুজদণ্ডদ্বয়, সুবর্ণজালসমলঙ্কৃত হিমাচলশিখরসদৃশ উন্নত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের বিনাশবাসনায় তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং সূর্য্যকরপ্রভ তিন তোমরে জনার্দ্দনকে ও পাঁচ তোমরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও ছয়টা ক্ষুর দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভুজযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডের সেই তোমরধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত চন্দনচর্চ্চিত ভুজদ্বয় ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া অচলশিখর হইতে পতিত রুচির উরগদ্বয়ের ন্যায় দ্বিরদপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা দণ্ডের মস্তক ছেদন করিলে উহা শোণিতসিক্ত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া অস্তাচল হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার শ্বেতাভ্রসদৃশ হস্তীকে দিবাকরের করজালসদৃশ শরজালে নিপীড়িত করিলেন। করিবর অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলিশাহত হিমাচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দণ্ডধার ও দণ্ডের হস্তীদ্বয়ের ন্যায় অন্যান্য হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে শত্রুসৈন্য সমুদায় পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত ব্যথিত হইয়া কোলাহল সহকারে সমরাঙ্গনে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে অর্জ্জুনের সৈনিক পুরুষেরা দেবগণ যেমন পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিল, হে বীর! আমরা মৃত্যুর ন্যায় যে দণ্ডধারকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে তাহাকে সংহার করিয়াছ। আমরা মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুগণের ভুজবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলাম, যদি তুমি তৎকালে আমাদিগকে রক্ষা না করিতে তাহা হইলে আমরা এক্ষণে শত্রুগণের বিনাশে যেরূপ আনন্দিত হইতেছি, তাহারাও তৎকালে আমাদিগকে নিহত দেখিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সুহৃদ্গণের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে সংকার পূর্ব্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে জয়শীল অর্জ্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের নিধনানন্তর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মঙ্গল গ্রহের ন্যায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করত পুনরায় সংশপ্তকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় অশ্ব, রথ, কুঞ্জর ও যোধগণ পার্থশরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, ঘূর্ণিত, ম্লান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাসন, হস্ত হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু, মস্তক ও সারথি সমুদায়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃষভযূথ যেমন গাভী লাভার্থে অন্য বৃষভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! ত্রৈলোক্যবিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধতনয় দন্দশূক সর্পের ন্যায় তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাঁহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ষাকালীন বায়ুপ্রেরিত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্রনিকরে বিপক্ষ পক্ষের অস্ত্র সমুদায় নিবারণপূর্ব্বক শরজালে বহুসংখ্য বীরকে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেণু, আয়ুধ, তূণীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোক্ত্র, অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠদ্বয় ও বর্ম্ম সমুদায় এবং অসংখ্য অশ্ব, পত্তি ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনবিক্ষত রথ সমুদায় ধনিগণের অগ্নি, অনিল ও সলিলের প্রভাবে বিনষ্ট গৃহ সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ অশনিসদৃশ শরনিকরে ছিন্ন কবচ হইয়া বজ্রাগ্নিনির্দ্দগ্ধ পর্ব্বতাগ্রস্থিত গৃহ সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। অশ্বগণ অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে বিক্ষত ও বীর বিহীন হওয়াতে শোণিতার্দ্র কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য অর্জ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শব্দায়মান, ম্লান, বিঘূর্ণিত, স্খলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতক মহেন্দ্রের ন্যায় শিলাধৌত অশনিসদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম্ম ও ভূষণে মণ্ডিত মহাস্ত্রধারী নানারূপ বীরগণ রথ ও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকৃৎ সৎকুলোদ্ভব জ্ঞানসম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিলেন; কেবল তাঁহাদের শরীর রসাতলে পতিত রহিল। অনন্তর নানাজনপদের অধ্যক্ষ জাতক্রোধ যোধগণ স্বগণ সমভিব্যাহারে মহাবল অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজারূঢ় অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া বিবিধ শস্ত্র বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখীন হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বায়ু যেমন মহামেঘ বিমুক্ত বারিধারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে সেই যোধগণপরিমুক্ত আয়ুধবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে অশ্ব, পদাতি, হস্তী ও রথ সমুদায়ের সহিত বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কি বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ? সত্বর এই সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণবধের চেষ্টা কর। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করিয়া দানবহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্ব্বক শস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন যে কখন শর গ্রহণ, কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরনিক্ষেপ করিলেন, তাহা অবহিত হইয়াও কেহ জানিতে পারিল না। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের হস্তলাঘব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। হংসগণ যেরূপ সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই সুমহান্ জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইলে মহামতি কেশব সমরভূমি সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের অপরাধে এই অতি ভয়ঙ্কর ভরতকুলক্ষয় ও পার্থিবগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনুর্দ্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ, কার্ম্মুক, শরযষ্টি, তূণীর, স্বর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোক-বিমুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনকপৃষ্ঠ চর্ম্ম, স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষিত শক্তি, হেমসূত্র বেষ্টিত বিপুল গদা, স্বর্ণযষ্টি, স্বর্ণখচিত পট্টিশ, স্বর্ণদণ্ড যুক্ত পরশু, ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল ভুশুণ্ডি, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মুষল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিপতিত রহিয়াছে। জয়লোলুপ বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ গদাবিমথিত কলেবর, মুষলচূর্ণিত মস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লগুড় প্রভৃতি অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন, রুধির পরিপ্লুত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের দেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র ও অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, অঙ্গুলিত্রাণযুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, হস্তিশুণ্ড সদৃশ ঊরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত মস্তক সমুদায় দ্বারা সমর ভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হেমকিঙ্কিণী যুক্ত রথ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতাক্ত অশ্ব, রথাগ্রস্থিত কাষ্ঠ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুবর্ণ প্রকীর্ণক, নিরস্ত রণশয্যায় পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা, নিহত গজযোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কম্বল, গজচূর্ণিত ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত দণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগগ্রৈবেয়, রত্নবিচিত্র বর্ম্ম, সাদিগণের কক্ষাগ্রে বিদ্ধ স্বর্ণমণ্ডিত চিত্রকম্বল, অশ্বগণের স্বর্ণখচিত মণিমণ্ডিত রাঙ্কব আস্তরণ, ভূপালগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও চামর সকল নিপতিত রহিয়াছে। নরপতিদিগের কুণ্ডলাকৃত, চন্দ্রনক্ষত্রসমপ্রভ শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল সর্ব্বত্র নিপতিত থাকাতে রণভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায়, শরৎকালীন চন্দ্র নক্ষত্র সুশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! এই সমুদায় অবলোকনে বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরাঙ্গনে আপনার অনুরূপ কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর কাহারও এরূপ করিবার সাধ্য নাই।

ত্রিগর্ত ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার উপর শক্ত্যৃষ্টিশর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ নকুলকে মেঘাবৃত দিবাকরের ন্যায় অস্ত্রাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই হস্তী-যূথের সহিত শর তোমরবর্ষী রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথিগণের শরাঘাতে মাতঙ্গগণের কুম্ভ, মর্ম্ম ও দন্ত সমুদায় বিদীর্ণ ও ভূষণ সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেব সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে আটটী মহাগজের প্রাণসংহার করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলনন্দন নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব নারাচনিকরে মাতঙ্গগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও প্রভদ্রকগণ বৃহৎকায় মাতঙ্গগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তিগণ পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণের জলধরনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় শর-ধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় রথী ও মহারথিগণ কৌরবপক্ষীয় নাগগণকে নিপাতিত করিয়া বিপক্ষ সেনাগণকে ভিন্নকূল নদীর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া পুনর্ব্বার কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন সহদেবকে রোষাবিষ্ট চিত্তে শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথগণ ঐ দুই মহাবীরকে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক [illegible] করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন ক্রোধপরবশ হইয়া তিন শরে সহদেবের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডুপুত্র সহদেবও নারাচ দ্বারা দুঃশাসনকে প্রহার করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন সহদেবের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার জ্যা ছেদন করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি অন্য ধনু-গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন সেই যমদণ্ডোপম বিশিখ সমাগত দেখিয়া খরধার খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অন্য শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। সহদেব সেই খড়্গ আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নিশিত শর-নিকর দ্বারা সহসা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সমস্ত শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শর প্রয়োগ করিলেন। আপনার আত্মজ দুঃশাসন তিন তিন শরে সহদেব নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করিয়া মহানাদে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরদ্বারা সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব ক্রোধভরে বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি অন্তকসদৃশ ভয়ঙ্কর এক শর প্রয়োগ করিলে উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদপূর্ব্বক বল্মীকমধ্যগামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই শরাঘাতে বিমো-হিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া শীঘ্র তীক্ষ্ণবেগে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এইরূপে আপনার আত্মজ দুঃশাসনকে পরাজয় করিয়া মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিকাপুট বিমর্দ্দন করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায়কে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর কর্ণ মাদ্রীতনয় নকুলকে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অনুকূল দৈবপ্রভাবে তোমার নেত্র-গোচরে নিপতিত হইলাম। হে পাপাত্মন্! তুমিই এই অনর্থ পরস্পর বৈর ও কলহের মূল। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি আমার প্রভাব নিরীক্ষণ কর। আজি আমি তোমাকে সংহার করিয়া কৃতকার্য্য ও গতজ্বর হইব। মহাবীর সূতনন্দন নকুলের মুখে রাজপুত্রের বিশেষতঃ ধনুর্দ্ধারীর সমুচিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! তুমি আমাকে প্রহার কর; অদ্য আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শূর! অগ্রে যুদ্ধে বীরজনো-চিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্‌জাল বিস্তার করা তোমার কর্ত্তব্য। বীরগণ বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া শক্ত্যনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি আজি তোমার দর্পচূর্ণ করিব। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বর ত্রিসপ্ততি শরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল সূতপুত্রশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ ভীষণ অশীতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে নকুলের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিংশৎ বাণে তাঁহাকে নিপীড়ন করিলে সেই সমুদায় শর ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহার কবচ ভেদপূর্ব্বক শোণিত পান করিল।

অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক হাস্য মুখে তিনশত সায়কে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অন্যান্য রথী ও সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের শরনিকরে সূতপুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচবাণে নকুলের জত্রুদেশ বিদ্ধ করিলেন। ভুবনদীপন ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় রশ্মিজালপ্রভাবে যেমন শোভমান হন, মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত জত্রুদেশে বিদ্ধ শর সমুদায় দ্বারা তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন এবং অবিলম্বে সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুষ্কোটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শর-জালে নকুলের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। নকুল কর্ণচাপচ্যুত শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরজাল প্রয়োগপূর্ব্বক অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোৎ সমূহের ন্যায়, শলভ সমাকীর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই শ্রেণীভূত শরনিকর অনবরত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরজালে এক-কালে সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর তিরোহিত হইলে আকাশগামী কোন প্রাণীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! এইরূপে চতুর্দ্দিক শরনিকরে নিরুদ্ধ হইলে মহাবীর কর্ণ ও নকুল উদিত কাল সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সোমকগণ কর্ণচাপচ্যুত শরজালে সমাহত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণও নকুল শরে সমাহত হইয়া সমীরণ সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক সেই ঘোরতর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে সৈন্য সকল উৎসারিত হইলে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুলনির্ম্মুক্ত কঙ্কপত্রযুক্ত শর সকল সূতপুত্রকে এবং সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজাল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ আকার ধারণপূর্ব্বক

নকুলকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলে মহাবীর নকুল কর্ণের শরে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তখন সূতপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে নভোমণ্ডল একেবারে মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে মহাত্মা সূতপুত্র নকুলের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং শরনিকর দ্বারা তাঁহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, ধ্বজা, খড়্গ, শতচন্দ্র খড়্গ চর্ম্ম ও অন্যান্য উপকরণ সকল এবং চক্ররক্ষকগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিঘ উদ্যত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদন পূর্ব্বক নকুলকে নিরস্ত্র করিয়া নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে মহাত্মা নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সূতপুত্রকে প্রহার করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা ব্যাকুলিতচিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করত মাদ্রীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যারোপিত কার্ম্মুক সমর্পণ করিলেন। পাণ্ডুতনয় কর্ণের শরাসনে কণ্ঠবদ্ধ হইয়া মণ্ডলমধ্যগত শশধরের ন্যায়, শক্রচাপ শোভিত নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ বলবান নকুলকে কহিলেন, হে মাদ্রীতনয়! তুমি ইতিপূর্ব্বে বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক এক্ষণে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আর মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে স্ব সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, না হয় গৃহে প্রতিগমন বা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমীপে গমন কর। হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে এই মাত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাদ্রীতনয়কে ঐ সময়ে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন কিন্তু কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিরত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডুতনয় নকুল কর্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিত মনে কুম্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত লজ্জাবনত মুখে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও নকুলকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে চন্দ্রবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত ও ভূরি পতাকা শোভিত রথে সমারূঢ় হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি সূতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করত পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোন-কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও অক্ষবিহীন রথে অবসন্ন পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মত্তকুঞ্জর সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়াই যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অনেক করিবর বিদীর্ণকুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর, বিদারিতশুণ্ড ও নিকৃত্তলাঙ্গুল হইয়া বিদলিত অভ্রখণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়বিহ্বল হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে গমন করিল। আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে শোণিত ক্ষরণ করত জলস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল। অশ্বগণ উরশ্ছদ, প্রকীর্ণকেশর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংস্যময় আভরণ, কবিকা, চামর, চিত্রকম্বল, তূণীর এবং আরোহীবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ, প্রাস ও ঋষ্টি দ্বারা বিদ্ধ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী আরোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিহীন, কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ নিহন্যমান ও কেহ কেহ বা কম্পিত হইতে লাগিল। রথিগণ নিহত হওয়াতে বেগগামী অশ্ব সংযুক্ত স্বর্ণমণ্ডিত রথ সকল অক্ষ, কুবর, চক্র ধ্বজ, পতাকা ও ঈষাদণ্ড বিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য রথী নিহত ও অনেকে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনেকে অস্ত্রহীন হইয়া এবং অনেকে অস্ত্রহীন না হইয়াই প্রাণত্যাগ করিল। তারকাজাল সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাযুক্ত, বিচিত্রবর্ণ পতাকা পরিশোভিত বারণগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অসংখ্য মস্তক, উরুদেশ, বাহু এবং অন্যান্য অবয়ব সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্রের সায়কপ্রহারে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোধগণের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না। সৃঞ্জয়গণ সূতপুত্রের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় পুনরায় তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল মহারথগণ সেই যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় সেনানিপাতন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ তাঁহাদিগের অনুগমন করত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া, মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু আরতিসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, মহাবীর উলূক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুৎসু বজ্র সদৃশ শিতধার শর দ্বারা উলূককে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর উলূকও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে কর্ণী দ্বারা তাড়িত করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ ও বেগশালী অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রোষ কষায়িত নয়নে ষষ্টি বাণে উলূককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন উলূক কোপাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ ভূষিত বিংশতি শরে যুযুৎসুকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎসু উলূকের শরে ধ্বজ উন্মথিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলূক তৈলধৌত ভল্ল দ্বারা যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথির ছিন্ন মস্তক অন্তরীক্ষপরিভ্রষ্ট বিচিত্র তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর উলূক যুযুৎসুর চারি অশ্বকে নিহত করিয়া তাঁহাকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু উলূকের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। উলূকও তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন।

এ দিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নিশিত শরনিকরে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করত অকুতোভয়ে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে শতানীকের অশ্ব সমুদায় ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শতানীক সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার পুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ঐ গদা শ্রুতকর্ম্মার অশ্ব, সারথি ও রথ সংচূর্ণিত করিয়া ধরণী বিদারণ করতই যেন নিপতিত হইল। এইরূপে সেই কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীরদ্বয় পরস্পরের আঘাতে বিরথ হইয়া পরস্পরের প্রতি নেত্রপাত করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা বিবিংশুর রথে ও শতানীক সত্বর প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরোহণ করিলেন।

ঐ সময় সুবলনন্দন শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুতসোমকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বারিবেগ যেমন পর্ব্বতকে চালিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। সুতসোম পিতার পরম শত্রু শকুনিকে অবলোকন করিয়া বহু সহস্র শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্র প্রয়োগদক্ষ বিচিত্র যোদ্ধা শকুনি শরজালে সুতসোমের শরনিকর ছেদন পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে তিলপ্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকল লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিল। ধনুর্দ্ধর সুতসোম এইরূপে হতাশ্ব, বিরথ ও ছিন্ন ধ্বজ হইয়া সত্বর শরাসন হস্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিবিধ বিশিখ দ্বারা শকুনির রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ শকুনি সেই রথ সমীপে সমাগত পতঙ্গশ্রেণি সদৃশ শরজাল সন্দর্শনে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে তৎসমুদায় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় তত্রত্য মনুষ্য, যোদ্ধা ও আকাশস্থিত সিদ্ধগণ সুতসোমকে পদাতি হইয়া রথস্থ শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। তখন সুবলনন্দন নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথবিহীন সুতসোম এইরূপে ছিন্নচাপ

হইয়া বৈদূর্য্য ও উৎপলের ন্যায় প্রভাযুক্ত হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিদেশ সম্পন্ন খড়্গ সমুদ্যত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। শকুনি স্তুতসোমের সেই বিমলাম্বর সদৃশ নক্ষত্রশোভিত খড়্গকে কালদণ্ডের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন শিক্ষাবলসম্পন্ন স্তুতসোম সেই অসি ধারণ পূর্ব্বক সহসা ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বলবীর্য্য সম্পন্ন সুবলনন্দন স্তুতসোমের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্তুতসোমও অসি দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শকুনি তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি আশীবিষ সদৃশ শর সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। বরুণ তুল্য পরাক্রমশালী স্তুতসোম বীর্য্য বল ও শিক্ষা প্রভাবে হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎসমুদায়ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শকুনি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার প্রভাসম্পন্ন অসি ছেদন করিলেন। সেই মহাখড়্গ ছিন্ন হইলে উহার অগ্রভাগ ভূতলে নিপতিত হইল ও অর্দ্ধভাগ মাত্র স্তুতসোমের হস্তে রহিল। তখন মহারথ স্তুতসোম স্বীয় খড়্গ ছিন্ন অবগত হইয়া ছয় পদ গমন পূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে সেই হস্তস্থিত খড়্গার্দ্ধ নিক্ষেপ করিলেন। স্তুতসোম নিক্ষিপ্ত অর্দ্ধ ছিন্ন খড়্গ মহাত্মা সৌবলের স্বর্ণ হীরক বিভূষিত সগুণ শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর স্তুতসোম সত্বর শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ করিলেন। শকুনিও অন্য দুর্জ্জয় কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করত পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন সমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে ঘোরতর নিনাদ সমুত্থিত হইল। তখন মহাত্মা শকুনি সেই শস্ত্রধারী গর্ব্বিত পাণ্ডব পক্ষীয় সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করত দেবরাজ যেমন দৈত্যসেনাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এদিকে শরভ যেমন বনমধ্যে সিংহকে দেখিয়া নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রাণিগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসন্নিধানে কৃপাচার্য্যের রথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুপদতনয়কে বিনষ্ট বলিয়া অবধারণ করিল। তখন রথী ও সাদিগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, বোধ হয়, মহাত্মা কৃপ দ্রোণনিধনে জাতক্রোধ হইয়াছেন। ইনি মহাতেজস্বী, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও উদার, ধীশক্তিসম্পন্ন। আজি কি ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? এই সমস্ত সৈন্য কি মহাভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ মহাবীর কি আমাদিগকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? ইঁহার রূপ কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত করাল। আজি ইনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমরবিজয়ী মহারথ লঘুহস্ত এবং মহাস্ত্র ও বলবীর্য্যসম্পন্ন। অত ধৃষ্টদ্যুম্ন নিঃসন্দেহই উঁহার সহিত সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে নানা প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারথ কৃপ ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মদেশে আঘাত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের শরজালে একান্ত সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবীর! আপনার মঙ্গল ত? আমি যুদ্ধকালে আপনার এইরূপ বিপদ্ ত কখন নিরীক্ষণ করি নাই। একণে সুদৈব বশতঃ আপনি মর্ম্মভেদী শর নিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ঐ দ্বিজবর আপনার মর্ম্মদেশ লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন, অতএব আমি অবিলম্বে অর্ণবমুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত নদীবেগের ন্যায় এই রথ প্রতিনিবৃত্ত করি। একণে যিনি তোমার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ অবধ্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথির মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, হে সূত! আমার চিত্ত বিমোহিত ও দেহ হইতে স্বেদজল নির্গত হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত ও অনবরত বিকম্পিত হইতেছে। অতএব একণে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনসন্নিধানে রথ উপনীত কর। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অর্জ্জুন বা ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইলে অদ্য আমার শ্রেয়োলাভ হইবে। হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করত যে স্থানে ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, উহার রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ ও মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কৃপাচার্য্য দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীত করিলেন।

ঐ সময় মহারাজ হার্দ্দিক্য হাস্যমুখে ভীষ্মের সংহারহেতু একান্ত দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডীকে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সুশাণিত পাঁচ ভল্লে হার্দ্দিক্যের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। তখন হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ষষ্টি সায়কে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে এক শরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদাত্মজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কৃতবর্ম্মাকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র খণ্ডিত হইয়া পড়িল। শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর ব্যর্থ ও ক্ষিতিতলে নিপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কৃতবর্ম্মা ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় প্রকোপ প্রকটনে অমর্ষ হইলে দ্রুপদতনয় ক্রোধভরে অশীতি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হৃদিকাত্মজ শিখণ্ডীনিক্ষিপ্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত কলেবর ও একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কুম্ভমুখ হইতে বিনির্গত সলিলের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে অনবরত রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারাবাহিত শৈলের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং তৎপরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশে বহুসংখ্যক শর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাত্মজ স্কন্ধদেশবিদ্ধ শর সমূহ দ্বারা শাখা প্রশাখা শোভিত অতি বৃহৎপাদপের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই বীর দ্বয় পরস্পর পরস্পরের শরাঘাতে রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া পরস্পর শৃঙ্গাভিহত বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া অসংখ্য মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক রথারোহণে সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃতবর্ম্মা সুশাণিত সপ্ততি শরে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক জীবিতান্তক ভয়ঙ্কর শরনিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী ভোজরাজ নিক্ষিপ্ত শরে একান্ত আহত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক মোহে অভিভূত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে হার্দ্দিক্য-শরাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী হার্দ্দিক্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবসৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন বায়ু যেমন ইতস্ততঃ তূলরাশি বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ আপনার সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, সংশপ্তক ও অন্যান্য নারায়ণী সেনাগণ এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, শ্রুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি চিত্রসেন, মিত্রবর্ম্মা, সুশর্ম্মা, বসুবর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও মহাধনুর্দ্ধর অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তাধিপতি অর্জ্জুনের উপর শরধারা বর্ষণ করত জলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তার্ক্ষ্য দর্শনে পন্নগগণ যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই যোধগণ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া জড়ীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা বধ্যমানের পক্ষে নিহত নিহন্যমান হইয়াও হুতাশনে পতঙ্গের ন্যায়

পতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চন্দ্রসেন সাত, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি, সৌশ্রুতি সাত, শত্রুঞ্জয় বিংশতি ও সুশর্ম্মা নব শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিকে সাত, সত্যসেনকে তিন, শত্রুঞ্জয়কে বিংশতি, চন্দ্রসেনকে আট, মিত্রদেবকে শত, শ্রুতসেনকে তিন, মিত্রবর্ম্মাকে নব ও সুশর্ম্মাকে আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলানিশিত শরনিকরে শত্রুঞ্জয়, সৌশ্রুতি ও চন্দ্রবর্ম্মাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ পূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন রোষাবিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড সুবর্ণময় তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ ও রথরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষীকেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সত্বর সত্যসেনের নিকট রথসঞ্চালন কর, আমি অবিলম্বেই উহাকে বিনাশ করিব। মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয়ও তীক্ষ্ণ শরনিকরে সত্যসেনকে নিবারণ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি শাণিত বাণ দ্বারা মিত্রবর্ম্মাকে ও বৎসদন্ত দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিয়া পুনরায় শত শত শর দ্বারা অসংখ্য সংসপ্তককে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই সেই রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা মিত্রসেনের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক সুশর্ম্মার জক্রদেশে মহা আঘাত করিলেন। অনন্তর সংসপ্তকগণ ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ক্রোধভরে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করত শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রতুল্য মহাপরাক্রমশালী মহারথ অর্জ্জুন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলে সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। রাশি রাশি ধ্বজ, পতাকা, রথ, কার্ম্মুক, তূণীর, যুগ, অক্ষ, যোক্ত্র, রশ্মি, কুবর, বরূথ, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্রযুক্ত শতঘ্নী, ভুজ, ঊরু, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন ও মুকুট সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অম্বর মেঘমুক্ত কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছিন্ন মস্তক সকল অম্বরতলস্থিত তারকাজালের ন্যায় লক্ষিত হইল। নিহত বীরগণের মাল্যাম্বরধারী চন্দনদিগ্ধ দেহ সকল ধরাতলে নিপতিত রহিল। তৎকালে সংগ্রামস্থল অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব নিপতিত হওয়াতে রণভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ভূভাগের ন্যায় অতিশয় দুর্গম হইল। ঐ সময় শত্রুতাপন অর্জ্জুনের রথচক্রের গতি রোধ হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল, যেন মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথচক্র তাঁহাকে সেই শোণিতজাত কর্দ্দম সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলে বিচরণ পূর্ব্বক অসংখ্য শত্রু ও হস্ত্যশ্ব মনুষ্য সংহার করিতে দেখিয়া অবসন্ন হইয়াছে। তখন মনোবেগগামী অশ্বগণ প্রাণপণে সেই কর্দ্দমমগ্ন চক্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন এইরূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে তাহারা প্রায় সকলেই রণবিমুখ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বহুসংখ্য সংসপ্তকগণকে পরাজয় করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন।

—•—

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরব সৈন্যের উপর অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহাকে বাণ বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথির উপর এক ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের উপর সুবর্ণপুঙ্খ ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব এবং এক এক শরে তাঁহার সারথির মস্তক, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও খড়্গ ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে পাঁচ বাণে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। আপনার পুত্র এইরূপে একান্ত বিপন্ন হইয়া সেই অশ্ব বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডুতনয়েরাও যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তূর্য্য বাদিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যে স্থলে কৌরব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়াছিল, সেই স্থানে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। নরগণ নরদিগের সহিত, কুঞ্জরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বীরগণ পরস্পর পরস্পরের বিনাশ বাসনায় বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বীরজনের সমর-ব্রতানুসারে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন, কোন ক্রমেই কেহ সমর পরিত্যাগ করিল না। এইরূপে ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল অতি মধুরদর্শন হইল, কিন্তু অবিলম্বেই একবারে সকলে উন্মত্ত হওয়াতে উহা নির্ম্মর্য্যাদ হইয়া উঠিল। তখন রথিগণ মাতঙ্গদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন ও অশ্বগণকে বেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে লাগিল। মহামাতঙ্গগণ বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান হইলে অশ্বারোহিগণ কুঞ্জরদিগের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত দ্বিরদগণ অশ্ব সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া দশন প্রহারে বিনষ্ট ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী রোষভরে দশন দ্বারা অশ্বারোহিগণের সহিত অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ পদাতিসৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুযোগ ক্রমে সমাহত হইয়া ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় পদাতিগণ আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে গজারোহিগণ জয়লক্ষণ অবগত হইয়া সত্বর তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল এবং গজদিগকে আহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর ভেদ ও আভরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবেগ সম্পন্ন বলমদমত্ত পদাতিগণও হস্ত্যারোহীদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কতকগুলি হস্ত্যারোহী করিশুণ্ড দ্বারা আকাশমার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতনকালে মাতঙ্গগণের বিষাণাগ্রে বিদ্ধ হইল। কতকগুলি হস্ত্যারোহী হস্তীর দন্ত দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল। কতকগুলি সেনা মধ্যে মহাগজ দ্বারা বিদীর্ণ কলেবর ও পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইল এবং কতকগুলি হস্তীর পুরোবর্ত্তী বীরকুঞ্জরগণ কর্ত্তৃক ব্যজনের ন্যায় আবিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। এইরূপে হস্ত্যারোহীদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বারণগণ প্রাস, তোমর ও ঋষ্টি দ্বারা গণ্ডস্থল কুম্ভ ও দন্তবেষ্টে অতিমাত্র বিদ্ধ হইল।

ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পার্শ্বস্থ দারুণ বীরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও রথিগণ অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ তোমর দ্বারা চর্ম্মধারী পদাতিগণকে ভূতলে মর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তিগণ কোন কোন রথীকে আক্রমণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর সমরাঙ্গণে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গ নারাচ নিহত হইয়া বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল। তখন যোধগণ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টি প্রহার ও পরস্পরের কেশ ধারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভুজযুগল উদ্যত করিয়া প্রতিপক্ষকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পদ দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ অসি দ্বারা পতনোন্মুখ শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির দেহে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যোদ্ধাদিগের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশগ্রহ ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতর্কিত প্রকারে অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণ সংহার করিল। এইরূপে যোধগণ পরস্পর ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। শস্ত্র ও কবচ সকল শোণিতলিপ্ত হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে গঙ্গাপ্রপাতের ন্যায় সৈন্যগণের ভীষণ কল কল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে শরপাত সঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া আত্মপর অবধারণে অসমর্থ হইল। ক্ষত্রিয় বীরগণ ও ভূপালগণ যুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে কেহ কেহ কি আত্মীয় কি বিপক্ষ পক্ষীয় যাহাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহাকেই বিনাশ করিলেন। ফলতঃ তৎকালে বীরগণের শর প্রভাবে উভয় পক্ষীয় সেনাগণই আকুল হইয়া উঠিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য নিপাতিত হওয়াতে রণভূমি ক্ষণকাল মধ্যে অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমরাঙ্গনে শোণিত তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত, কর্ণ, পাঞ্চাল এবং ভীমসেন কৌরব ও করিসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অপরাহ্ণ কালে কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যেরা বিপুল যশোলাভাভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ ও অশান্ত দুর্ব্বিষহ বিবিধ দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। তুমি যেরূপ যুদ্ধের কথা কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, কৌরবগণের জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। হে সূতনন্দন! তুমি বক্তৃতা বিশারদ; অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ দুর্য্যোধনকে বিরথ করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল? দুর্য্যোধনই বা কিরূপে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্ণ সময়ে মহাত্মা বীরগণের কিরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? তৎসমুদায় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যগণ অন্যোন্যকে সংগ্রামে নিহত ও নিহন্যমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিষপূর্ণ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজকে লক্ষ্য করত সারথিকে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে বর্ম্মধারী রাজা যুধিষ্ঠির আতপত্র দ্বারা বিরাজিত হইতেছে, তুমি সত্বর তথায় আমাকে লইয়া চল। সারথি দুর্য্যোধনের আজ্ঞা শ্রবণে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে রথ চালন করিতে লাগিল। তখন যুধিষ্ঠিরও মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় প্রকোপিত হইয়া স্বীয় সারথিকে দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন পরস্পর মিলিত হইয়া সরোষনয়নে পরস্পরের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শিলানিশিত ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মনন্দনের শরাসন ছেদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে অবিলম্বে ছিন্নচাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্য্যোধনও অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই আতৃষ্ণ রোষিত সিংহ দ্বয়ের ন্যায়, গর্জ্জমান বৃষ দ্বয়ের ন্যায় জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করত আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বারংবার সিংহনাদ, তলধ্বনি, চাপনির্ঘোষ ও শঙ্খনিস্বন করত পরস্পরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলে।

রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রতুল্য বেগশালী তিন বাণে আপনার পুত্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনও স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচ বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভীষণ শক্তি মহোল্কার ন্যায় সমাগত দেখিয়া নিশিত তিন বাণে ছেদন পূর্ব্বক পাঁচ বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্বর্ণদণ্ডাবিত হুতাশনসদৃশ শক্তি গগনভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় ভীষণ শব্দ করত নিপতিত হইল। দুর্য্যোধন শক্তি নিহত দেখিয়া নিশিত নব-ভল্লে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। অমিততেজাঃ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সংযোজন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে ঐ শর আপনার পুত্রকে বিমোহিত করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন দুর্য্যোধন কলহের শেষ করিবার মানসে সরোষনয়নে গদা উদ্যত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ দণ্ডধর যমের ন্যায় দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মবিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বিমোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার বধ্য নহে। রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সেই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে হেমবিভূষিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে হার্দ্দিক্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অপরাহ্ণ সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভ লোলুপ কৌরবপক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম হইল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোগন্তা করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ করিবৃংহিত, নরকোলাহল রথঘর্ঘর শব্দ ও শঙ্খনিস্বন দ্বারা অতিশয় পুলকিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথী বীরপুরুষ নিক্ষিপ্ত শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ শরে নিহত হইয়া গেল। চন্দ্র, সূর্য্য ও কমলতুল্য, ধবলদশনরাজি বিরাজিত, নাসাবংশ সুশোভিত, কমনীয় লোচন, রুচির কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত বীর মস্তক সমূহে রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। অসংখ্য পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভুশুণ্ডি ও গদা দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষত বিক্ষত ও ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরাঙ্গন লোকক্ষয় কালীন যমরাজ্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ আত্মজ ও সৈনিকগণ বহুল বল সমভিব্যাহারে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সম্পন্ন কৌরবসৈন্য গমন কালে সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করত সুররাজের সেনার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সুররাজ সদৃশবিক্রমসম্পন্ন মহাবীর কর্ণ দিনকর কিরণের ন্যায় প্রখর শরনিকর দ্বারা উপেন্দ্র তুল্য সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও সত্বর বিবিধ শর দ্বারা সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র পুরুষ প্রবীর কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর আপনার সুহৃদ্ অতিরথগণ সাত্যকি নিক্ষিপ্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত সত্বর বৃষসেনের নিকট গমন করিলেন। তখন মহার্ণব সদৃশ কৌরব সৈন্য সমুদায় সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে দ্রুপদতনয় প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ উঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন; ঐ সময় বহুসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়া গেল।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সায়ংকালোচিত কার্য্য সমাধানানন্তর ভগবান্ ভবানীপতির যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কৌরব-সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের অম্বুদের ন্যায় গম্ভীর নিস্বন যুক্ত, পবন-বিকম্পিত ধ্বজপট সম্পন্ন শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ সম্মুখে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিতপ্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক নৃত্য করতই যেন শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল ও গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এবং বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে তদ্রূপ সুসজ্জিত, যন্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজদণ্ড সমন্বিত, বিমান প্রতিম রথ সমুদায় সারথির সহিত শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শর প্রয়োগ পূর্ব্বক বৈজয়ন্তী, আয়ুধ ও ধ্বজ সম্পন্ন গজ, মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন একাকীই সেই সংক্রুদ্ধ অন্তক তুল্য দুর্ব্বিষহ অর্জ্জুনকে শরনিকর দ্বারা সমাহত করত তথায় আগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সাত সায়কে তাঁহার কার্ম্মুক, অশ্ব

ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার হস্তদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণনাশক শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে হার্দ্দিক্যের শরাসন, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া সূতপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর তিন শরে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে বারংবার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ সময় রোষপরবশ সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার ও অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল না।

অনন্তর সাত্যকি তথায় আগমন পূর্ব্বক কর্ণকে প্রথমত নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, উত্তমৌজা, নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ এবং প্রভদ্রক, চেদি কারূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিদিগের সহিত কর্ণ বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন ও কটূক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্রবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ নিশিত শরনিকরে ঐ সমস্ত শস্ত্র ছেদন করিয়া বায়ু যেমন মহীরুহ ভগ্ন করিয়া অপসারিত করে, তদ্রূপ তথা হইতে তৎসমুদায় অপসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথী, মহামাত্র সমবেত গজ, সাদীর সহিত অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডব সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে বিশস্ত্র, ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণ পূর্ব্বক সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত করিয়া শরনিকর দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরজাল মুষলের ন্যায়, পরিঘের ন্যায়, শতঘ্নীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের অস্ত্র বলে নিহন্যমান হইয়া নিমীলিত লোচনে ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভীত হইয়া ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ ভানুমান্ অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। গাঢ়তর অন্ধকার ও ধূলিপটল প্রভাবে আর কোন বস্তুই নিরীক্ষিত হইল না। তখন কৌরব পক্ষীয় মহারথগণ রাত্রিযুদ্ধে নিতান্ত ভীত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে রণস্থল হইতে অপসরণ করিলেন। পাণ্ডবেরাও জয়শ্রী লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতিবাদ করত স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে অবসায় করিলে ভূপালগণ পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সেই নিশাকালে শিবিরে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদগণ সমবেত হইয়া রুদ্রদেবের আক্রীড় সদৃশ সেই ভীষণ রণস্থলে সমাগত হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দে আমাদের সমুদায় যোধগণকে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিলে যমও উঁহার নিকট পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। যে বীরবর একাকী দিব্য শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সুভদ্রা হরণ, অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন, এই পৃথিবীর পরাজয় পূর্ব্বক সমুদায় ভূপালের নিকট কর গ্রহণ, নিবাত কবচগণের বিনাশ সাধন, গন্ধর্ব্বগণের পরিত্রাণ এবং কিরাতরূপী দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম, ও তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই অর্জ্জুন পরাক্রম দ্বারা নৃপগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সেই অনুপম বীরগণ ও আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শস্ত্রমুখ বিধ্বস্ত হত আহত ও বিহ্বল বাহনগণে পরিবেষ্টিত মহামানী কৌরবগণ এই রূপে অরাতিগণের শস্ত্রমুখ বিধ্বস্ত, বাহনবিহীন, হতসৈন্য, একান্ত সমাহিত ও নির্জ্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থান পূর্ব্বক ভগ্নদংষ্ট্র বিষবিহীন বিষধরের ন্যায় দীনস্বরে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও করে কর নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন দৃঢ় কার্য্যদক্ষ ও ধৈর্য্যশালী, বিশেষতঃ বাসুদেব যথাসময়ে উঁহাকে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অদ্য সহসা শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু কল্য আমি তাহার সমুদায় সংকল্প ধ্বংস করিব। দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া ভূপালগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রফুল্ল চিত্তে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং দেখিলেন। ধর্ম্মরাজ যত্ন পূর্ব্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত দুর্জ্জয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন অরাতিঘাতন দুর্য্যোধন যুদ্ধে পুরন্দরের ন্যায়, বলে মরুদ্গণের ন্যায় ও বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় শত্রু নিসূদন, বৃষভস্কন্ধ, সূতপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমুদায় সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকেই প্রাণ সঙ্কট কালীন বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেনাগণ কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইলে দুর্য্যোধন কি করিল? সৈন্যগণের অবহারানন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইলে আমার পুত্র কি সূর্য্যদর্শনোৎসুক শীতার্ত্ত পুরুষের ন্যায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল। হে সঞ্জয়! উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সূতপুত্র কি রূপে যুদ্ধ করিল? পাণ্ডবেরাই বা কি রূপে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? মহাবাহু কর্ণ একাকী সৃঞ্জয় ও পার্থগণকে নিহত করিতে পারে। ঐ মহাবীর সংগ্রামকালে ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য ভুজবল ধারণ করিয়া থাকে। দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে যত্নশীল হইয়াছিল, মহারথ কর্ণও দুর্য্যোধনকে পীড়িত ও পাণ্ডবগণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই বাসুদেব সমবেত সপুত্র পাণ্ডবগণকে জয় করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে পরাভূত করিতে পারিল না; অতএব দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! এক্ষণে দ্যূত ক্রীড়ার চরম ফল উপস্থিত হইয়াছে। আমি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি জনিত শল্যভূত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সৌবলও নীতিমান্, পরাক্রান্ত ও দুর্য্যোধনের অনুগত। তথাপি এই মহাযুদ্ধে আমার পুত্রগণকে নির্জ্জিত ও নিহত শ্রবণ করিতে হইল? হায়! পাণ্ডবগণকে নিবারণ করে, এমন আর কেহই নাই। তাহারা আমাদের সৈন্যগণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অনায়াসে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; অতএব দৈবই, বলবান্।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। অতীত কার্য্যের অনুশোচন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার শক্তি বিনষ্ট হয়। আপনি পূর্ব্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিষয়ের পরীক্ষা করেন নাই, সুতরাং এক্ষণে আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত দুর্ঘট হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বারংবার আপনাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি মোহবশতঃ তাহাদের হিতবাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষতঃ আপনি তাহাদের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে যেরূপে ভীষণ জনক্ষয় উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করুন।

রজনী প্রভাত হইলে, মহাবাহু কর্ণ দুর্য্যোধন সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আজি আমি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অদ্য হয় আমিই তাহাকে সংহার করিব, না হয়

তেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্য বাহুল্য প্রযুক্ত কখনই যুদ্ধে পরস্পরের সমাগম হয় নাই। হে কুরুরাজ! এক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনানুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং আমিও শক্রদত্ত শক্তিহীন হইয়াছি; এক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলে ধনঞ্জয় অবশ্যই আমার অভিমুখীন হইবে। তখন তুমি তাহার ও আমার দিব্যাস্ত্র সমুদায় দেখিতে পাইবে। সব্যসাচী অর্জ্জুন প্রতিযোদ্ধার কার্য্য বিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত, বল, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, নিমিত্তজ্ঞান ও বিক্রম বিষয়ে কখনই আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ! আমার এই শরাসন সামান্য নহে, পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে প্রসিদ্ধ শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা দেবরাজ দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, যাহার নির্ঘোষে দানবগণ দশদিক্ শূন্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল, সুররাজ সেই শরাসন পরশুরামকে প্রদান করেন। ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য চাপ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ কার্ম্মুক দ্বারা সমাগত দৈত্যগণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপে জয়শীল মহাবাহু অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। এই আমার পরশুরামদত্ত ভীষণ শরাসন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার দিব্য কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি এই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়শীল অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া তোমাকে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত করিব। অদ্য এই গিরিকাননদ্বীপশোভিতা সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী তোমার ও তোমার পুত্রপৌত্রাদির ভোগার্থে কল্পিত হইবে। ধর্ম্মানুরক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধি লাভ যেমন অশক্য নহে, তদ্রূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। অগ্নিসংস্পর্শ পাদপের যেরূপ অসহ্য হইয়া উঠে, আমিও অর্জ্জুনের তদ্রূপ অসহ্য হইব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে অংশে হীন, তৎসমুদায় আমার স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা দিব্য, তূণীরদ্বয় অক্ষয়, সারথি বাসুদেব, কাঞ্চনভূষণ দিব্য রথ অগ্নিদত্ত ও অচ্ছেদ্য, অশ্ব সকল মনের তুল্য বেগশালী এবং ধ্বজ বিস্ময়কর ও দ্যুতিমান বানর-লাঞ্ছিত। আমার এতাদৃশ কিছুই নাই। আমার কেবল একমাত্র বিজয়াখ্য দিব্য কার্ম্মুক ধনঞ্জয়ের অজিত গাণ্ডীব শরাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় না থাকাতে অর্জ্জুন অপেক্ষা হীন হইয়াও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। কিন্তু দুঃসহবীর্য্য মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের সদৃশ! উনি যদি আমার সারথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। অতএব দুঃসহবীর্য্য শল্যই আমার সারথি হউন। শকট সমুদায় আমার নারাচনিকর বহন এবং উৎকৃষ্ট অশ্বসংযোজিত রথ সকল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুক। হে মহারাজ! এইরূপ হইলে আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা সমধিক হইব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণসম্পন্ন এবং আমিও অর্জ্জুন অপেক্ষা সমধিক গুণবান্। কৃষ্ণ যেমন অশ্ববিজ্ঞান অবগত আছেন, শল্যও তদ্রূপ। বিশেষতঃ শল্য অপেক্ষা ভুজবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই এবং আমার তুল্য অস্ত্রযুদ্ধ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব শল্য আমার সারথি হইলে আমার রথ অর্জ্জুনের রথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিব। এক্ষণে অবিলম্বে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। ইহা সম্পাদিত হইলে আমি সংগ্রামে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিব, তাহা দেখিতেই পাইবে। তখন দেবগণও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণকে অবশ্যই পরাজয় করিব। সামান্য মনুষ্য পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবাসুরগণও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন না।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে অর্চ্চনা করত কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যেরূপ কহিলে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে তূণীর ও অশ্ব সংযুক্ত রথ সমুদায় তোমার অনুগমন করিবে। শকট সমুদায় তোমার নারাচ ও শর সকল বহন করুক। আমরা ও তোমার অনুগমন করিব।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন কর্ণকে এই কথা বলিয়া বিনয় পূর্ব্বক মহারথ মদ্ররাজের সমীপে গমন করত তাঁহাকে প্রণয় পুরঃসরে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সত্যব্রত, শত্রুতাপন ও অরাতি-সৈন্যের ভয়ঙ্কর। মহাবীর কর্ণ প্রধান প্রধান ভূপালগণের মধ্যে আপনাকে যেরূপে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এক্ষণে আমি মস্তক দ্বারা বিনীত হইয়া শত্রুনাশার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রণয়ানুরোধে পার্থবিনাশ ও আমার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য কার্য্য স্বীকার করুন। আপনি সারথির পদে অভিষিক্ত হইলে সূতপুত্র অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবেন। হে মহাত্মন্! আপনি বাসুদেবের সমান, সুতরাং আপনি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব কমলযোনি যেমন মহেশ্বরকে ও কৃষ্ণ যেমন বিপদ্ অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ কর্ণকে পরিত্রাণ করুন, হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বে বীর্য্যবান্ ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভোজরাজ, শকুনি, অশ্বত্থামা, আপনি ও আমি, আমরা অরাতি-সৈন্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মূলিত হইয়াছে। মহাবীর শান্তনুতনয় ও আচার্য্য স্ব স্ব হন্তব্য সৈন্যগণকে নিহত করিয়া অন্যান্য অসংখ্য অরাতির প্রাণসংহার করত পরিশেষে কেবল বিপক্ষদিগের ছলপ্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অস্মৎপক্ষীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধগণও যথাশক্তি আমাদের হিতসাধন করত সমরে অরাতিহস্তে নিপাতিত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক হইয়াও আমাদের অধিকাংশ সেনা নিহত করিয়াছে। এক্ষণে সেই সত্যবিক্রম পাণ্ডুপুত্রগণ যাহাতে আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করুন। হে মদ্ররাজ! মহাবাহু কর্ণ ও আপনি আপনারা দুইজনই সর্ব্বলোকাতিশায়ী, মহারথ ও আমাদের হিতানুষ্ঠান-নিরত। অদ্য মহাবীর রাধেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছেন। তন্নিবন্ধন আমাদের জয়াশাও বলবতী হইয়াছে, কিন্তু উঁহার অশ্বরশ্মি গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও এমন দেখিতে পাই না। অতএব বাসুদেব সমরে যেরূপ পার্থের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, আপনিও সেই রূপ কর্ণের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সাহায্যরক্ষিত হইয়া যে দুরন্ত কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ধনঞ্জয় অন্যান্য বিপক্ষগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ শত্রুক্ষয় করিতে সমর্থ ছিল না। এক্ষণে কেবল কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াই সমধিক বিক্রম সহকারে প্রতিদিন কৌরব সেনা বিদ্রাবিত করিতেছেন। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে কর্ণের ও আপনার হন্তব্য অরাতি-সৈন্যের অল্প অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে, অতএব দিবাকর যেরূপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যুগপৎ সেই অংশবর্গ বিনাশ করিয়া অর্জ্জুনকে নিহত করুন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ উদিত বাল সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় কর্ণকে ও আপনাকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করুক। যেরূপ সূর্য্য ও অরুণের দর্শনে অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ আপনাদিগকে দেখিয়া বিনষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের অগ্রগণ্য, আপনিও সারথিশ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ সমরে আপনার তুল্য আর কাহাকেও দৃষ্ট হয় না। অতএব বাসুদেব যেমন সকল অবস্থাতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনিও সেই রূপে সমরে কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, আপনি সারথি হইলে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে মত্ত মদ্ররাজ শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া ললাটে ত্রিশিখা ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক বারম্বার করযুগল বিকম্পিত ও রোষারুণ নেত্র দ্বয় পরিবর্ত্তিত করত কহিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি আমাকে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ! তুমি কর্ণকে আমা হইতে সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহাকে সমকক্ষ

ব্যক্তি বলিয়া গণনাই করি না। এক্ষণে তুমি আমাকে কর্ণ অপেক্ষা অধিক অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেও। আমি উহা অনায়াসে পরাজয় করিয়া উহাকে গ্রহণ করিব। অথবা আমি এক্ষণেই একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু-সংহার করিতেছি, তুমি আমার বাহুবল অবলোকন কর। হে মহারাজ! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ ব্যক্তি কখনই অবমানিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না। আর যুদ্ধে আমার অবমাননা করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, আমার বাহুযুগল নিতান্ত স্থূল ও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। আমার শরাসন বিচিত্র, শরনিকর ভুজঙ্গের ন্যায় একান্ত ভয়ঙ্কর, রথ সুসজ্জিত ও বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমে সংযোজিত এবং গদা সুবর্ণপট্টে সমলঙ্কৃত। আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমগ্র মহীমণ্ডল বিদীর্ণ, মহীধর সকল বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র সকল শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। হে মহারাজ! আমি এইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত ও শত্রুনিগ্রহে সুদক্ষ। তুমি তথাপি কি নিমিত্ত আমাকে নীচ কুলোৎপন্ন কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ। আমাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। শ্রেষ্ঠতর পুরুষ নীচ ব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিতে কদাচ উৎসাহিত হয় না। প্রীতি-পূর্ব্বক সমাগত ও বশীভূত মহৎ ব্যক্তিকে নীচাশয় পুরুষের আয়ত্ত করিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বৈপরীত্য করণজনিত গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করা হয়। বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বাহু হইতে, বৈশ্যেরা উরু হইতে এবং শূদ্র পাদযুগল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই বর্ণ চতুষ্টয়ের পরস্পর ভিন্ন বর্ণ সংযোগে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সঙ্কর জাতি সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অর্থসংগ্রহ, দান ও প্রজাপালন এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম; কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও ধর্ম্মতঃ দান এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাই শূদ্রের পরম ধর্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূতেরাও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক; অতএব সূতের শুশ্রূষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজর্ষিকুলসম্ভূত, মহারথ এবং বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তুতিভাজন; সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আজি আমি তৎকৃত অপমান সহ করিয়া কখনই যুদ্ধ করিব না, অতএব এক্ষণে বিদায় দাও, স্বগৃহে প্রস্থান করি এই বলিয়া মহাবীর শল্য অবিলম্বে ক্রোধভরে ভূপালগণ মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও বহুমান নিবন্ধন তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া শান্তভাবে সর্ব্বার্থসাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে আপনাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা কখনই বলশালী নহেন এবং আমিও আপনাকে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না। হে মদ্ররাজ! আপনি যাহা কহেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কদাচ অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, এই নিমিত্ত আপনার নাম আর্ত্তায়নি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্ত শল্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা অধিক বলশালী নহি। হে মহারাজ! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা অধিক গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর সূতপুত্র যেমন যুদ্ধে ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ববিদ্যাভিজ্ঞ ও সমধিক বলবীর্য্যসম্পন্ন। আমি এই নিমিত্তই এক্ষণে আপনাকে উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায়ের যন্তৃপদে বরণ করিতে অভিলাষ করি।

হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি আমাকে সৈন্যগণ মধ্যে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু উহার সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহারই সমক্ষে যথেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ও কর্ণ ইহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর দুর্য্যোধন শল্যকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনাকে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবিচারিত চিত্তে উহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেব দানবগণ পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত করেন। তৎকালে দৈত্যগণ তারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান করত অতি সুকঠিন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব দেহ পরি-শুষ্ক করিতে লাগিল। চিরকাল পরে বরদাতা সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, তপ, নিয়ম ও সমাধি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাহা-দিগকে বর দান করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন তারকপুত্রেরা সকলে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল, হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন যে, আমরা যেন সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অবধ্য হই। পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অসুরগণ! কেহই সর্ব্বভূতের অবধ্য নহে; অতএব তোমরা ইহা ভিন্ন অন্য যাহা অভিরুচি হয়, তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অসুর ত্রয় একতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির নিশ্চয় করিয়া প্রণতি পুরঃসর পিতামহকে কহিলেন, হে দেব! আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিন জনে পুরত্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক জনসমাজে পূজিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব এবং সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনরায় পরস্পর মিলিত হইব। তখন সেই পুরত্রয়ও একাকার হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি একবাণে সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার হস্তেই নিহত হইব। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অসুরগণের বাক্য শ্রবণে তাহা-দিগকে তথাস্তু বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

তারকাসুর পুত্রেরা এইরূপে বরলাভ করিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে পুরত্রয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত দৈত্যদানব পূজিত, রোষবিহীন স্থপতি ময়দানবকে নিযুক্ত করিল। ধীমান্ ময়দানবও স্বীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় পুর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ পুরত্রয়ে এক একটি শত যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ, জনতাযুক্ত রাজপথ ও বিবিধ দ্বারে শোভিত। তারকাসুরের তিন পুত্র ঐ পুরত্রয়ের অধীশ্বর হইল। তার-কাক্ষের স্বর্ণময়, কমলাক্ষের রজতময় ও বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুরী নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর সেই অসুরত্রয় অস্ত্রবলে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন তাহারা আর প্রজাপতিকেও তৃণ-তুল্য বোধ করিল না। পূর্ব্বে যে সমস্ত মাংসাশী সুদৃপ্ত দানবগণ সুরগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুত প্রযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কোটি কোটি জন একত্র সমবেত হইয়া সেই অসুরত্রয়ের সমীপে আগমন পূর্ব্বক ত্রিপুর দুর্গ আশ্রয় করিল এবং পুনরায় সকলে সম্মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল ঐ সমুদায় ত্রিপুরনিবাসী দানব যে যাহাতে অভিলাষী হইল, ময়দানব মায়াবলে তাহাকে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল

ঐ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক লোকপিতামহ প্রজাপতিকে পরম পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন তারকাক্ষপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে দেব! আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটি বাপী প্রস্তুত করিব। বাপীজলে যে সমস্ত অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হয়। পিতামহ দানবনন্দনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষের পুত্র সেই নিদারুণ বরলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনাদের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশে নিহত হইত, বাপীতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়া উঠিত। এই রূপে [illegible] পুনরুজ্জীবিত হইয়া ত্রিলো-কের ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। [illegible] তাহারা সংগ্রামে

অধিক হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! নির্ভয় দানবগণ এইরূপে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দর্পিত ও লোভ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেবগণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে রমণীয় দেবারণ্য, তপস্বিগণের পবিত্র আশ্রম ও রমণীয় জনপদ সমুদায়ে বিচরণ করত সকলের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্ত্তৃক ত্রিভুবন পীড়িত দেখিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার বর প্রভাবে সেই অভেদ্য পুর সকল ভেদ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈত্যগণের দৌরাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগণ নতশিরা হইয়া ভগবান্ পিতামহকে প্রণতি পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে কমলযোনি কহিলেন, হে দেবগণ! যে তোমাদের অনিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিকট অপরাধী হয়। অতএব দুরাত্মা অসুরগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীকে সমান জ্ঞান করি; কিন্তু অধার্ম্মিকগণের প্রাণ সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে দেবগণ! অসুরগণের পুরত্রয় একবাণেই ভেদ করিতে হইবে, সুতরাং ঐ কার্য্য মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা জয়শীল যোদ্ধা মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থে বরণ কর। তিনিই তাহাদিগকে নিপাতিত করিবেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া ঋষিগণের সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তপোনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করত মনোজ্ঞ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন, যিনি সর্ব্বত্র আত্মা ও পরমাত্মা রূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আত্মতত্ত্ব ও সাংখ্যযোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সতত যাঁহার বশীভূত রহিয়াছে, সেই তেজোরাশি ভগবান্ উমাপতি সুরগণের নয়নগোচর হইলেন। তাঁহারা সেই অনন্ত সদৃশ অকল্মষ ভগবান্ দেবাদিদেবকে নানারূপে কল্পিত করিয়াছেন, এক্ষণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে সেই মহাত্মাকে স্ব স্ব কল্পনানুরূপ রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদায় ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া মঙ্গলসূচক বাক্যে সৎকার করত হাস্যমুখে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা কি কারণে আগমন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। দেবগণ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি দেবাদিদেব পিনাকধারী, বনমালাবিভূষিত, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, প্রজাপতিগণের পূজ্য, সকলের স্তুত্য, স্তূয়মান ও স্তব। আপনি শম্ভু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শূলধারী, অমোঘ, মৃগাক্ষ, প্রবরায়ুধ যোধী, অর্হ, শুদ্ধ, ক্ষয়, ক্রথন, দুর্ব্বারণ, কাপ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, ঈশান, অপ্রমেয়, নিয়ন্তা, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসী, তপোনিরত, পিঙ্গ, ব্রতাবলম্বী, গজচর্ম্মবাসা, কার্ত্তিকেয়পিতা, ত্রিনেত্র, শরণাগতের ক্লেশ সংহর্ত্তা, অসুরনাশন, বৃষপতি, নারীপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, মহেশ ও অমিতৌজা, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করুন। তখন ভগবান্ দেবাদিদেব দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্নে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের ভয় দূর হউক; এক্ষণে বল, আমাকে তোমাদের নিমিত্ত কি করিতে হইবে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে ভগবান্ উমাপতি দেবগণকে অভয় প্রদান করিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের হিতকর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে প্রাজাপত্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে তুষ্টি সহকারে বর প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই দুরাত্মা দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি আমার দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজয় কর, তোমার অনুগ্রহে সমুদায় জগৎ সুখী হউক। হে লোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য বলিয়া আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি।

তখন দেবাদিদেব রুদ্রদেব কহিলেন, হে দেবগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদর্পিত বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধ বল গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাজিত কর। একতা মহাবল উৎপাদনের কারণ। দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদিগের বলবীর্য্য আমাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণতর হইবে। মহেশ্বর কহিলেন, সেই অপরাধী পাপাত্মাগণকে যেরূপে হউক, নিহত করিতে হইবে, অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধ তেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। সুরগণ কহিলেন, হে ভূতভাবন! আমাদিগের তোমার অর্দ্ধ তেজ ধারণ করিবার শক্তি নাই, অতএব তুমিই আমাদের বলার্দ্ধ লইয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর।

তখন মহাদেব কহিলেন, হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার বলার্দ্ধ ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। তদবধি তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি শরাসন ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করিব। তোমরা আমার রথ ও ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই দানবগণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন, হে দেবেশ্বর! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদায় মূর্ত্তি আহরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, আপনার জন্য তদ্রূপ এক দ্যুতিমান্ রথ প্রস্তুত করিব। সুরগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণ পরিবৃত, বিশাল নগর সম্পন্ন বসুন্ধরাকে দেবাদিদেবের রথ করিলেন। মন্দর পর্ব্বত ও জলরাশি জলনিধি ঐ রথের অক্ষ; মহানদী ভাগীরথী জঙ্ঘা, দিগ্‌বিদিক্ ভূষণ, নক্ষত্র সকল ঈষা, সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ, ভুজঙ্গরাজ অনন্তদেব কূবর, হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধুর্য্যাধ, জল ও নদী সকল বন্ধন রজ্জু; দিবা রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ঋতু ও শীত গ্রীষ্ম সমুদায় অনুকর্ষ; তারাগণ বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু, ফল পুষ্প পরিশোভিত ওষধী ও লতা সকল ঘণ্টা, রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব ও অপর পক্ষ, ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ দশ নাগপতি ঈষা, মহোরগগণ যোক্ত্র, সম্বর্ত্তক মেঘ যুগ চর্ম্ম, কালপৃষ্ঠ, নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশর বন্ধন, অনুরাগ দিক্ প্রদিক্ এবং ধর্ম্ম, সত্য তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি তারা পরিশোভিত অন্তরীক্ষ বাহাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব, পূর্ব্ব অমাবস্যা, পূর্ব্ব পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্যা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোক্ত্র; পূর্ব্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক, মন রথোপস্থ, সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ, শক্রচাপসমন্বিত বিদ্যুৎ শরমোচক পতাকা; বষট্‌কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহেশ্বরের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি সেই বাণের কাণ্ড, সোম ফল এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণাগ্র শল্য হইলেন। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের অঙ্গে যে সংবৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উঁহার শরাসন রূপ ও মহাশব্দ সাবিত্রী মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য, বজ্রভূষিত অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল। মৈনাক ও মেরু পর্ব্বত ধ্বজ যষ্টি হইল এবং সৌদামিনী সমন্বিত মেঘমালা পতাকা হইয়া ঋত্বিক্‌গণ মধ্যে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপূর্ব্ব রথ ও শরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে দেবগণ সমুদায় তেজ একত্র সমবেত অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

হে মহারাজ! দেবগণ এইরূপে শত্রুমর্দ্দনশ্রেষ্ঠ রথ নির্ম্মাণ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব উহাতে সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র সমুদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক

আকাশকে রথ যষ্টি করিয়া উহার উপর মহাবৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জ্বর রথের পার্শ্বরক্ষক; অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক; ঋগ্বেদ, সামবেদ ও পুরাণ সকল পুরঃসর; ইতিহাস ও যজুর্ব্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক ও সমুদায় স্তোত্রাদি, দিব্য বাক্য, বিদ্যা ও বষট্কার পার্শ্বচর হইল। ওঙ্কার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ দেবাদিদেব ষড়ৃতু সম্পন্ন সংবৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ; সংবৎসর তাঁহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইঁহারা তাঁহার বাণ স্বরূপ হইলেন। সমুদায় জগৎ অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুময়; বিশেষতঃ বিষ্ণু অমিততেজা ভগবান্ ভূতনাথের আত্মস্বরূপ; সুতরাং সেই শর অসুরগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। ভগবান্ ভূতনাথ সেই শরে সুতীক্ষ্ণ ও অনিবার্য্য বজ্রসদৃশ দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় যে নীললোহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী ভবানীপতি অযুত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, ইন্দ্রেরও নিপাতনে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের নিহন্তা, ধার্ম্মিকগণের পরিত্রাতা ও অধার্ম্মিকগণের সংহর্ত্তা এবং যাঁহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া এই অদ্ভুতদর্শন স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই মহাত্মা ভীম বল, ভীমরূপ ও প্রহরণশীল আয়ুধগণে পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কবচ ও শরাসনধারী ভগবান্ ভবানীপতিকে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুসম্ভূত দিব্যশর গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে উন্মুখ দর্শন করিয়া পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণকে তাঁহার অনুকূলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে বিত্রাসিত করত সেই রথারোহণে সমুদ্যত হইলেন। মহর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ব্রহ্মর্ষি ও বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে খড়্গ, বাণ ও শরাসনধারী ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! এক্ষণে কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য কার্য্য করিবেন? সুরগণ কহিলেন, হে দেবেশ! তুমি যাঁহাকে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় কহিলেন, হে দেবগণ! যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনা পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহাকেই সারথি কর।

হে মহারাজ! দেবগণ ভবানীপতির সেই বাক্য শ্রবণে পিতামহের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত যেরূপ কহিয়াছিলে, আমরা তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। বৃষভধ্বজ প্রসন্ন হইয়াছেন, বিচিত্র আয়ুধযুক্ত এক রথও প্রস্তুত করা হইয়াছে, কিন্তু সেই উত্তম রথে কে সারথি হইবে, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই; অতএব তুমি কোন প্রধান ব্যক্তিকে সারথি বিধান করিয়া আমাদিগের বাক্য রক্ষা কর। আর তুমিও পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, আমি তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিব; অতএব এক্ষণে তদনুরূপ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে কমলাসন! দেবগণের মূর্ত্তির সংযোগে সেই শত্রুবিদারণ রথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সপর্ব্বত ধরিত্রী রথ হইয়াছেন। চারি বেদ উহার চারি অশ্ব ও নক্ষত্রমালা বরূথ হইয়াছে। দৈত্যনিসূদন ভগবান্ পিনাকপাণি উহার রথী হইয়াছেন, কিন্তু সারথি লাভ হইতেছে না। যিনি সমুদায় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই সারথি করিতে হইবে। আমাদের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, কবচ, শর ও কার্ম্মুক প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও সারথি লাভ হইতেছে না। তুমি সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, অতএব তুমি অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে সংযত কর। হে মহারাজ! এই রূপে সুরগণ আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে সারথি হইতে অনুরোধ করত প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। আমি যুদ্ধকালে মহাদেবের অশ্ব সমুদায় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহকে মহাত্মা মহেশ্বরের সারথির পদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করিলে পবনের ন্যায় বেগবান্ অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তখন ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা প্রগ্রহ ও প্রতোদ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাদেবকে কহিলেন, হে ভগবন্! রথারোহণ কর। তখন ভগবান্ শূলপাণি সেই বিষ্ণুসোমাগ্নি সম্ভূত শর গ্রহণ করিয়া শরাসননিস্বনে বসুন্ধরা কম্পিত করত রথে আরোহণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভবানীপতি শর, শরাসন ও অসি ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় তেজে ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি অসুরগণকে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইব মনে করিয়া তোমরা শোক করিও না। আমার এই বাণে তাহাদিগকে নিহত বোধ কর। তখন দেবগণ তোমার বাক্য সত্য, অসুরগণ নিহত হইয়াছে, এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অনুপম রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত এবং পরস্পর তর্জ্জমান, চতুর্দ্দিকে ধাবমান মাংসভোজী নৃত্যপরায়ণ, দুরাসদ, স্বীয় পারিষদগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাভাগ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয় প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অভয়দাতা দেবাদিদেব যুদ্ধে নির্গত হইলে সুরগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঋষিগণ তাঁহাকে নানাবিধ স্তব করত বারংবার তাঁহার তেজ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্ব বিবিধ বাদ্যবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অসুরগণের উদ্দেশে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে ভূতনাথ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে দৈত্যগণের অভিমুখে অশ্ব চালন কর। আজি আমি শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক তোমাকে বাহুবল প্রদর্শন করিব। ভগবান্ কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে দৈত্য দানব রক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে পবন তুল্য বেগবান্ অশ্বগণকে পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি সেই লোকপূজিত অশ্বসংযোজিত স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া দানবগণের নিমিত্ত ধাবমান হইলে তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভীষণ নিনাদ করত দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভয়াবহ নিনাদ শ্রবণে অসংখ্য দৈত্য প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইল। তদ্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তখন সমুদায় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য বিকম্পিত ও ঘোর নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। ঐ সময় রথ অবসন্ন ও শত্রুগণ গর্জ্জমান হওয়াতে মহাবল পরাক্রান্ত ভগবান্ দেবাদিদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ করত দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি গো সমূহের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তন বিহীন হইয়াছে। হে মহারাজ! অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য ও সেই শর পাশুপতাস্ত্রে সংযোজন পূর্ব্বক কার্ম্মুকে নিহিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। তদ্দর্শনে দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আহ্লাদের পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বরের স্তব করত জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই পুরত্রয়, অসুর সংহারে প্রবৃত্ত অসহ্য পরাক্রম উগ্রমূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্করের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বর সেই দিব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করত সেই ত্রৈলোক্যসারভূত শর পরিত্যাগ করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণ ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই পুরত্রয় ও দানবগণ ত্রিলোকের হিতা[illegible]ীর পরন্তপ ভগবান্ শঙ্করের রোষপ্রভাবে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তিনি হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধসম্ভূত হুতাশনকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, হে হুতাশন! তুমি এই ত্রিলোককে ভস্মসাৎ

করিও না। অনন্তর রুদ্রদেবের প্রবর্ত্তে পূর্ণমনোরথ প্রজাপতিপ্রমুখ দেব-মহর্ষি ও সমস্ত লোক সমুদায় প্রফুল্লিত হইয়া অতি উত্তম বাক্যে তাঁহার স্তব করত তাঁহার আদেশানুসারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! এইরূপে সেই লোকস্রষ্টা দেবাসুরগণের অধ্যক্ষ মহেশ্বর লোকের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্রের সারথ্য গ্রহণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এই সূতপুত্র সংগ্রামে রুদ্রের সদৃশ এবং আপনিও নীতি প্রয়োগে ব্রহ্মার তুল্য; অতএব আপনি নিশ্চয়ই অসুরগণের ন্যায় এই শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে আমি কর্ণ যাহাতে কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে প্রমথিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, আপনি শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করুন। হে মদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদিগের রাজ্যলাভ প্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য, জয়লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত, অতএব আপনি এক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। হে মদ্ররাজ! আর এক সর্বশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুগর্ভ কার্য্যার্থ সংশ্রিত অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দিগ্ধ মনে তাহার অনুষ্ঠান করুন।

মহাযশা মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাম। ঐ তেজোগুণসম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন অস্ত্রলাভার্থ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক রুদ্রদেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ মহাদেব তাঁহার ভক্তিভাব ও শান্তি গুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুধাবন পূর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে রাম! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আপনাকে পবিত্র কর, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন! যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমাকে অস্ত্র সমুদায় প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। জমদগ্নিনন্দন রাম ভগবান্ শূলপাণি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমি নিয়তই আপনার শুশ্রূষা করিতেছি, আপনি যখন আমাকে অস্ত্র ধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়েই আমাকে উহা প্রদান করিবেন। এই বলিয়া জমদগ্নিনন্দন তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, নিয়ম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোম দ্বারা বহু বৎসর শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী পার্ব্বতীর সন্নিধানে কহিলেন, প্রিয়ে! দৃঢ়ব্রতপরায়ণ রাম আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান্ উমাপতি পার্ব্বতীকে এইরূপ বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সমক্ষে বারংবার জামদগ্ন্যের গুণরাশির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণ মোহ ও দর্প-প্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরগণ মিলিত ও তাহাদিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অনায়াসে যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহাদিগকে কিছুতেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ভগবান্ রুদ্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার করুন। রুদ্রদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সমক্ষে বিপক্ষসংহারে অঙ্গীকার করিয়া রামকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি লোকের হিত ও আমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত দেবতাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর। রাম কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অশিক্ষিতাস্ত্র, সুতরাং শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবদলকে দমন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? রুদ্র কহিলেন, হে বৎস! আমি কহিতেছি, তুমি অবশ্যই অসুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর। তুমি উহাদিগকে পরাজয় করিলে অনায়াসে অস্ত্রগ্রাম প্রাপ্ত হইবে। তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্য স্বীকার করিয়া স্বস্ত্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক অসুরগণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যগণ! দেবাদিদেব মহাদেব তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দৈত্যগণ রামের বাক্য শ্রবণ মাত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিল। মহাবীর রামও বজ্রসমস্পর্শ অস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অসুরবাণে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া রুদ্রদেবের সন্নিধানে গমন করিলে মহাদেব করস্পর্শ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ব্রণশূন্য করিয়া প্রীতমনে বহুবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি অসংখ্য নিপতিত অস্ত্রজাল সমুদায় সহ্য করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণ কর।

অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর পরশুরাম প্রীতমনে কর্ণকে দিব্য ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করেন। যদি কর্ণের কিছুমাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে মহর্ষি রাম তাঁহাকে কদাচ দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিতেন না। এই নিমিত্ত আমি কর্ণকে সূতকুলোৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করি না। আমার মতে উনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার এবং মহৎ যোধ সম্পন্ন; উনি কখনই সূতকুলসম্ভূত নহেন। যেমন মৃগীর গর্ভে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ সামান্যা নারীর গর্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত কবচধারী দীর্ঘবাহু আদিত্যসঙ্কাশ মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। হে মদ্ররাজ! কর্ণের ভুজযুগল করিকর সদৃশ নিতান্ত পীন ও বক্ষঃস্থল অতি বিশাল; অতএব উনি কদাচ প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবল পরাক্রান্ত রামের শিষ্য ও মহাত্মা।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মদ্ররাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ রথী অপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তিকে সারথি করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি রণস্থলে সূতপুত্রের তুরঙ্গগণকে সংযত করুন। ব্রহ্মা মহাদেব অপেক্ষা অধিক বীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া দেবগণ যেমন বিধাতাকে শঙ্করের সারথি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনাকে সূতপুত্রের সারথ্যে নিয়োগ করিতেছি।

মদ্ররাজ কহিলেন, হে মহারাজ! যেরূপে পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সারথ্য কার্য্য করিয়াছিলেন এবং যে রূপে ভগবান্ ভূতভাবন এক বাণে অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দিব্য উপাখ্যান অনেক বার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যদ্বেত্তা মহাত্মা হৃষীকেশও এ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত আছেন। এবং ইনি অবগত হইয়াই বিধাতা যেমন বৃষভধ্বজের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি সূতপুত্র কোন রূপে অর্জ্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেশব স্বয়ং শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক তোমার সৈন্যগণকে উন্মূলিত করিবেন। বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে কৌরব সৈন্যমধ্যে অবস্থান করে, কাহার সাধ্য।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্ররাজ এই রূপ কহিলে আপনার পুত্র মহাবাহু দুর্য্যোধন অত্যন্ত ভীতভাবে কহিলেন, হে মাতুল! আপনি অস্ত্রবিৎপ্রধান সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কর্ণকে অবজ্ঞা করিবেন না। যাঁহার ভীষণ জ্যাশব্দ শ্রবণে পাণ্ডবসৈন্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করে; মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনাদের সমক্ষে রাত্রিকালে যাঁহার মায়াপ্রভাবে নিহত হইয়াছে, মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ভীত হইয়া এত দিন যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই; যে মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে কার্ম্মুককোটি দ্বারা অর্দ্দিত করিয়া বারংবার মূঢ় ও ঔদরিক বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, যিনি মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে পরাজয় করিয়া কোন গূঢ় কারণ বশতঃ বিনাশ করেন নাই; যিনি বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিকে বল পূর্ব্বক পরাজিত

ও রথবিহীন করিয়াছিলেন; যিনি বাহুযুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বারংবার পরাজয় করেন এবং যিনি সমরে ক্রোধপরায়ণ হইয়া বজ্রধর পুরন্দরকেও সংহার করিতে পারেন, পাণ্ডবেরা কি রূপে সেই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। হে মদ্ররাজ! আপনি সকল বিদ্যা ও অস্ত্রে পারদর্শী; এই পৃথিবী মধ্যে আপনার তুল্য ভুজবীর্য্য সম্পন্ন আর কেহই নাই। আপনার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ এবং আপনি শত্রুগণের শল্যস্বরূপ, এই নিমিত্তই লোকে আপনাকে শল্য বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। সাত্বতগণ আপনার ভুজবলে পরাজিত হইয়াছিল। আপনার অপেক্ষা বাসুদেব কি বলশালী? হে মহাবীর! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাসুদেব যেমন পাণ্ডব সৈন্য রক্ষা করিবে, তদ্রূপ কর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে আপনাকেই কৌরবসৈন্য রক্ষা করিতে হইবে। বাসুদেব যে আমাদের সৈন্য সকল নিবারণ করিবে, আর আপনি যে উহাদিগের সৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। হে মদ্ররাজ! আমি আপনার নিমিত্ত মৃত সহোদর ও মহীপালগণের পদবীতেও পদার্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন শল্য কহিলেন, মহারাজ! তুমি সৈন্যগণের সমক্ষে আমাকে যে বাসুদেব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমারই অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ সমুদ্যত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উঁহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে শল্যের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মদ্ররাজ কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলে রাজা দুর্য্যোধন একান্ত আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্ট মনে সূতপুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে মহাবীর! পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুর সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডববিনাশে প্রবৃত্ত হও। তখন মহাবীর কর্ণ পুলকিত মনে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; হে মহারাজ! মদ্ররাজ অবভিন্ন মনে অশ্বের প্রগ্রহ গ্রহণে অস্বীকার করিতেছেন; অতএব তুমি পুনরায় মধুর বাক্যে উঁহাকে প্রসন্ন কর। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় স্নিগ্ধ গভীর বাক্যে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! মহাবীর কর্ণ অদ্য ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অধ্যবসায় করিয়াছেন, অতএব আপনি এক্ষণে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অন্যান্য বীরগণকে বিনাশপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সংহার করিবেন, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। এক্ষণে বাসুদেব যেমন অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সারথি হইয়া তাঁহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।

তখন মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি যেখানে যে কার্য্যের উপযুক্ত, প্রাণ পণে সেই সমস্ত কার্য্যভার বহন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু আমি হিতকামনাপরবশ হইয়া কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয়ই হউক, কিছু বলিব, তৎসমুদায় কর্ণকে ও তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। তখন কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ! ব্রহ্মা যেমন মহাদেবের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন এবং বাসুদেব যেমন ধনঞ্জয়ের শুভানুধ্যান করেন, তদ্রূপ আপনিও নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করুন। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দা ও পরের স্তুতিবাদ এই চারিটি সাধু লোকের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কিন্তু আমি তোমার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত যা কিছু আত্মপ্রশংসা করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। আমি সাবধানতা, অশ্বচালন, ভবিষ্যৎ দোষের অবেক্ষণ, দোষ পরিহার জ্ঞান ও দোষ পরিহার সামর্থ্য এই কয়েকটি গুণে মাতলির ন্যায় সুররাজ ইন্দ্রেরও সারথ্য কার্য্যে সম্যক্ উপযুক্ত হইতে পারি; অতএব এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তোমার অশ্ব সঞ্চালন করিব।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য অর্জ্জুনসারথি কৃষ্ণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইনি তোমার সারথ্য কার্য্য করিবেন। মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বযুক্ত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ অদ্য এই মহাত্মা শল্য তোমার রথ সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যোদ্ধা ও মদ্ররাজ সারথি হইলে পার্থগণ সমরে পরাভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে দুর্য্যোধন পুনরায় মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামে কর্ণের সুশিক্ষিত অশ্ব সকলকে পরিচালিত করুন। আপনি রক্ষিতা হইলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবেন। তখন মদ্ররাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন। শল্য সারথি হইলে কর্ণ প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে সারথে! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত কর। তখন মদ্ররাজ জয় হউক বলিয়া কর্ণের সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম শ্রেষ্ঠ রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ রথ পূর্ব্বকালে বেদবিৎ পুরোহিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। মহারথ কর্ণ সেই রথকে যথাবিধি পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা সমাধান পূর্ব্বক সমীপস্থ মদ্ররাজকে রথারোহণে আদেশ করিলেন। মহাতেজা শল্য কর্ণের আদেশানুসারে সিংহ যেমন পর্ব্বতে আরোহণ করে, তদ্রূপ কর্ণের সেই প্রধান রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যকে রথারূঢ় দেখিয়া স্বয়ং স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক বিদ্যুৎ সমন্বিত নীরদমধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় এক রথে অধিরূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে আকাশ পথে মেঘ সন্নিবিষ্ট সূর্য্য ও অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিগ্গণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে, তদ্রূপ বন্দিগণ সেই বীরদ্বয়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তখন শরনিকরধারী পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ সেই মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত মণ্ডলাকারগত সহস্র রশ্মিধারী দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন সেই সর্ব্বোত্তম মহাবাহু সূতপুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য সমরে যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি মনে করিয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিপাতিত করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এক্ষণে দ্বিতীয় বজ্রপাণির ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ অথবা ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর। হে সূতনন্দন! তোমার জয় ও মঙ্গল লাভ হউক, তুমি যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক পাণ্ডব সেনাগণকে ভস্মীভূত কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মেঘনিস্বনের ন্যায় সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত অযুত ভেরীর ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। রথারূঢ় মহারথ কর্ণ দুর্য্যোধন বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে অশ্ব চালন কর। আমি অচিরাৎ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব। আমি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি, ধনঞ্জয় আমার বাহুবল দর্শন করুক। অদ্য আমি পাণ্ডব বিনাশ ও দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিব।

শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! সাক্ষাৎ শক্রকেও যাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ কদাপি সমরে প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবেন না। যখন তুমি সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনিনির্ঘোষ সদৃশ ভীষণ গাণ্ডীব নিস্বন শুনিবে, এবং যখন দেখিবে, ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণদন্ত ও নিহত করিতেছেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকরে নভোমণ্ডলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছেন ও অন্যান্য অদ্ভুত দুর্জ্জয় পার্থিবগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ কথা মুখে আনিবে না।

হে মহারাজ! তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে চারিদিক্ হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন! দুন্দুভি, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি, নানা প্রকার বাণশব্দ এবং অশ্ব হস্তী প্রভৃতির ভীষণ গর্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল। কৌরব সৈন্যগণ জীবিতানপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে যাত্রা করিলে যোধগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া বিকৃত শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে সাত মহাগ্রহকে নির্গত হইতে লক্ষিত হইল। উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহন হইতে লাগিল। ভূমিভিত্ত ভৌতিক অসংখ্য মৃগ ও পক্ষিগণ সৈন্যগণের বাম ভাগে অবস্থান করিল। কর্ণের অশ্বগণ গমনকালে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিল অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ানক অস্থি বর্ষণ আরম্ভ হইল। অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত, ধ্বজনিচয় কম্পিত এবং বাহনগণের অশ্রুধারা অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরব সৈন্যগণের বিনাশের নিমিত্ত এবম্বিধ ও অন্যান্য নানা প্রকার ভয়াবহ উৎপাত সকল উপস্থিত হইল। তৎকালে দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ মূঢ় হইয়া কেহই সেই দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষ্য করিল না। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সূতপুত্রকে জয় হউক বলিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ মনে মনে পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত পাবক তুল্য সূর্য্য-সদৃশ শত্রুতাপন কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে বিগতবীর্য্য সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের কার্য্যাতিশয় চিন্তা করত একবারে অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি রথারোহণ ও আয়ুধ ধারণ করিলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হই না। এক্ষণে ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণকে রণশয্যায় শয়ান দেখিয়া আমি কিছুমাত্র অস্থির হইতেছি না। মহেন্দ্র ও বিষ্ণুর সদৃশ অমিত পরাক্রম, অনিন্দিত, রথ অশ্ব ও করিগণের নিহন্তা, অবধ্যকল্প, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণকে অদ্যাতিশরে নিহত দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। দিব্যাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন অসংখ্য মহীপাল এবং সারথি, রথী ও কুঞ্জরদিগকে অরাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি নিমিত্ত তাহাদিগকে সংহার করিলেন না? হে কৌরবগণ! আমি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে দ্রোণেরও সমানতাজন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্য, কোন বীরই করাল কৃতান্তের ন্যায় সমাগত ধনঞ্জয়ের ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য ও নীতি সম্পন্ন ছিলেন, যখন সেই মহাত্মা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আজি আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কর্ম্ম অনুসারে দৈবায়ত্ত, তন্নিবন্ধন আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই পৃথিবীর কোন বস্তুরই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অদ্য সূর্য্যোদয়ে আমি যে জীবিত থাকিব একথা নিঃসন্দেহ রূপে কে বলিতে পারে। হে শল্য! অরাতি হস্তে আচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্যাস্ত্র, বলবীর্য্য ও কার্য্যকলাপ এই সমস্ত মনুষ্যের সুখোৎপাদনে সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বিক্রমে ত্রিবিক্রম ও ইন্দ্রের তুল্য, নীতি বিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ এবং তেজে হুতাশন ও আদিত্যের সদৃশ, সেই নিতান্ত দুঃসহবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে আমাদিগের স্ত্রী পুত্রেরা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পৌরুষ ও বীর্য্য হইয়া গিয়াছে; এ সময় যুদ্ধ করা কেবল আমারই কার্য্য; অতএব তুমি অবিলম্বে বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি এবং সৃঞ্জয়গণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। অতএব হে মদ্ররাজ! যে স্থানে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি অবিলম্বে তথায় রথ লইয়া গমন কর। আজি আমি হয় তাহাদিগকে সংহার, না হয় স্বয়ংই দ্রোণ-প্রদর্শিত পদবী অবলম্বন পূর্ব্বক যমলোকে প্রস্থান করিব। হে শল্য! আমাকেও সেই ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু আমি রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোন ক্রমেই মিত্রদ্রোহ করিতে সমর্থ হইব না। দেখ, বিদ্বান্‌ই হউক বা মূর্খই হউক, আয়ুক্ষয় হইলে মৃত্যুর হস্তে কাহারই পরিত্রাণ নাই; আর অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণ সন্নিধানে গমন করিব। ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহারাজ দুর্য্যোধন নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার কার্য্য সংসাধনার্থ প্রীতিকর ভোগ ও দুস্ত্যজ জীবন বিসর্জ্জন করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। হে শল্য! ভগবান্ রাম আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, শব্দ হীন চক্রযুক্ত, স্বর্ণময় আসন সম্পন্ন, রজতময় ত্রিবেণু সমলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট তুরঙ্গ সংযোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভয়ঙ্কর সায়কনিকর, সমুজ্জ্বল অসি এবং ভীষণ নিস্বন সম্পন্ন শুভ্র শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্র পতাকা সমলঙ্কৃত অশনিসমনিস্বন শ্বেতাশ্ব যুক্ত তূণীর পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্ব্বক্ষয়কর মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাহাকে সংহার না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের ন্যায় যমলোকে গমন করিব। অধিক কি যদি অদ্য যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণ সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাচ আমি তাঁহাদিগের সহিত তাহাকে পরাজয় করিব।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামার্থ একান্ত হৃষ্ট সূতপুত্রের এইরূপ আত্মশ্লাঘা শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষেধ করত কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি আর আত্মশ্লাঘা করিও না। তুমি যথার্থ মহাবল পরাক্রান্ত বটে, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করিতেছ। ধনঞ্জয় পুরুষপ্রধান, আর তুমি পুরুষাধম। তাঁহার সহিত তোমার কোন রূপেই তুলনা হইতে পারে না। দেখ, দেবরাজের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি যদুরাজ-রক্ষিত দেবলোকের ন্যায় বাসুদেব প্রতিপালিত দ্বারকাপুরী আলোড়িত করিয়া কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ এবং ত্রিভুবন বিভু ভূতভাবন ভগবান্ ভূতনাথকে মৃগবধ কলহে যুদ্ধে আহ্বান করিতে পারে? ঐ মহাবীর অগ্নির প্রতি বহু বাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সুর, অসুর, উরগ, নর, গরুড়, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত হবি প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ধর্ব্বগণ কৌরবগণ সমক্ষে কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে হরণ ও তুমি সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন যে সূর্য্যের করজাল সদৃশ শরজাল দ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরবর্গকে মোচন করিয়াছিল, ইহা কি এক্ষণে তোমার স্মৃতিপথে উদিত হয়? ঐ মহাবীর গোগ্রহ যুদ্ধে মহারথ সম্পন্ন দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিল; তৎকালে তুমি কি তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? হে সূতপুত্র! এক্ষণে তোমার বধসাধনের নিমিত্ত এই একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি অদ্য শত্রুভয়ে পলায়ন না করিয়া সমরে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ নিহত হইবে।

মদ্ররাজ শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনের গুণবাদ সমকুল অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে কৌরব সেনাপতি সূতপুত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে শল্য! তুমি কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের শ্লাঘা করিতেছ? অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, যদি সে আমাকে পরাজয় করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই শ্লাঘা সফল হইবে। মহাত্মা শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হউক বলিয়া বিরত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে রথ চালন করিতে কহিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণের সেই শ্বেতাশ্ব-সংযো-

জিত রথ শল্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনাশ করত সমুদিত হন, তদ্রূপ শত্রু সংহার করত ধাবমান হইল।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ পরম প্রীত হইয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথে আরোহণ ও পাণ্ডুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত আপনার সৈন্যগণকে আহ্লাদিত করিয়া পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণকে একাদিক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! আজি তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমাকে মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিব। যদি তিনি প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব। যদি তিনি তাহাতেও আহ্লাদিত না হন, তাহা হইলে কাংস্য নির্ম্মিত দোহন পাত্র সমবেত এক শত দুগ্ধবতী গাভী, এক শত গ্রাম এবং অশ্বতরী যুক্ত সুকেশী যুবতীগণ সমবেত শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয় মাতঙ্গ সংযোজিত সুবর্ণ নির্ম্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠ গীতবাদ্যাদিনিপুণ মাতঙ্গপুঞ্জ এক শত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাও তাঁহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে এক শত কুঞ্জর, এক শত গ্রাম, এক শত সুবর্ণ রথ, গুণযুক্ত সুশিক্ষিত দশ সহস্র অশ্ব এবং সুবর্ণ শৃঙ্গযুক্ত চারি শত সবৎসা ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবর্ণখচিত মণিময় ভূষণধারী শ্বেতবর্ণ স্বরযুক্ত অষ্টাদশবিধ পঞ্চাশৎ অশ্ব এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্বযুক্ত ও সুন্দর ভূষণ বিভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবর্ণ ভূষণ বিভূষিত পশ্চিম দেশ সম্ভূত সুশিক্ষিত ছয় শত হস্তী প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে মগধদেশ সম্ভূত এক শত নবযৌবনসম্পন্না নিষ্ককণ্ঠধারিণী ও প্রভূত ধনশালী, ভয়শূন্য, নদী ও বনের সমীপবর্ত্তী, রাজ্যভোজ্য চতুর্দ্দশ বৈশ্য গ্রাম প্রদান করিব। যদি ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র, কলত্র ও বিহার সামগ্রী সমুদায়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই অর্পণ করিব এবং পরিশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের যে সমস্ত অর্থ থাকিবে, তৎসমুদায়ই তাঁহাকে প্রদান করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বারংবার এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাগরসম্ভূত সুস্বর শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সূতপুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্যমধ্যে সিংহনাদ মিশ্রিত বৃংহিত ধ্বনি এবং দুন্দুভি ও মৃদঙ্গের নিস্বন সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আহ্লাদিত হইলে মদ্ররাজ শল্য রণচারী আত্মশ্লাঘানিরত মহারথ সূতপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক হাস্য করত কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে সূতপুত্র! তোমাকে ছয় হস্তীসংযোজিত সুবর্ণময় রথ প্রভৃতি কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। তুমি বালকবৎ প্রযুক্ত কুবেরের ন্যায় ধন দানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অদ্য অনায়াসেই ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি অজ্ঞানের ন্যায় প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু অপাত্রে দান করিলে যে সমস্ত দোষ জন্মে, মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সমস্ত ধন বৃথা দান করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা বিবিধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব। শৃগাল সংগ্রামে সিংহদ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা কদাপি আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। তোমার তাদৃশ ব্যক্তি যাহা অভিলাষ করিবার নহে, তুমি তাহাই অভিলাষ করিতেছ। তোমার কি এমন কোন সুহৃৎ নাই যে, এ সময়ে তোমাকে হুতাশনে পতনোন্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে? তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। কোন্ জিজীবিষু ব্যক্তি এমন অশ্রোতব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন পূর্ব্বক বাহু দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ ও গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ন্যায় নিতান্ত অনর্থকর। এক্ষণে যদি তুমি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ব্যূহিত যোদ্ধা ও সেনাগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রতি দ্বেষ করিতেছি না, দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ এই রূপ কহিতেছি। এক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন কর।

কর্ণ কহিলেন, হে শল্য! আমি স্বীয় বাহুবল প্রভাবে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। তুমি মিত্রতা পূর্ব্বক শত্রুতাচরণ করিয়া আমাকে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক এক্ষণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক অদ্য ইন্দ্রও আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

অনন্তর মহাবীর মদ্রেশ্বর শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রকোপিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে সূতপুত্র! যখন অর্জ্জুনের জ্যানিঃসৃত বেগবান্ নিশিতাগ্র শরজাল তোমার অনুসরণ করিবে, যখন সব্যসাচী দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক কৌরবসেনা তাপিত করত নিশিত শরনিকরে তোমাকে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান হইয়া চন্দ্র গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ তুমি মোহবশতঃ অদ্য দেদীপ্যমান রথস্থ অর্জ্জুনকে জয় করিতে প্রার্থনা করিতেছ। হে মূঢ়! অদ্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করাতে তীক্ষ্ণধার ত্রিশূলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষিত করা হইতেছে। ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্র মৃগশাবক যেমন রোষাবিষ্ট বৃহৎ সিংহকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তদ্রূপ তুমি অদ্য অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছ। অরণ্যে মাংসতৃপ্ত শৃগাল যেমন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে কর্ণ! তুমি শশক হইয়া প্রভিন্নগণ্ড বিশাল দশনশালী মহাগজস্বরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কামনা করাতে তোমার কাষ্ঠ দ্বারা বিলস্থ মহাবিষ ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ সর্পকে বিদ্ধ করা হইতেছে। শৃগাল যেমন কেশরান্বিত ক্রুদ্ধ সিংহকে ও ভুজঙ্গ যেমন আত্মবিনাশার্থ বলবান্ পতগশ্রেষ্ঠ সুপর্ণকে আহ্বান করে, তুমি সেইরূপ ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ এবং প্লবহীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত অসংখ্য মীনমকরাকীর্ণ ভীষণ জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছ। বৎস যেমন সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গশালী, প্রহারসমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ভেক যেমন বারিপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও আত্মগৃহস্থিত কুক্কুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে ঘোরতর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ তুমি নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উদ্দেশে গর্জ্জন ও তাঁহাকে সমরে আহ্বান করিতেছ। হে কর্ণ! অরণ্যমধ্যে শশক পরিবেষ্টিত শৃগাল যে পর্য্যন্ত সিংহ সন্দর্শন না করে, তাবৎকাল আপনাকে সিংহের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে, তুমিও তদ্রূপ শত্রুদমন নরসিংহ ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনাকে সিংহ বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন একরথাধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে না দেখিতেছ, তাবৎকাল তুমি আপনাকে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামে গাণ্ডীবনির্ঘোষ তোমার কর্ণগোচর না হইবে, তাবৎকাল তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিবে, কিন্তু অর্জ্জুনের রথ ও শরাসনের জ্যার নিস্বনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইলে তোমাকে গর্জ্জমান শার্দ্দূলদর্শী শৃগালের ন্যায় বিমূঢ় হইতে হইবে। হে মূঢ়! মহাবীর ধনঞ্জয় সিংহের সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন, আর তুমি বীর জনের বিদ্বেষ করিয়া শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। হে সূতপুত্র! মূষিক ও বিড়ালের, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের, শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের, মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরূপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়েরও তদ্রূপ বিভিন্নতা, সন্দেহ নাই।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! মহাবল পরাক্রান্ত শল্য সূতপুত্রকে এইরূপ তিরস্কার করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার বাক্‌শল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ ! গুণগ্রাহী ভিন্ন গুণবান্ ব্যক্তির গুণাবধারণে সমর্থ হয় না। তুমি গুণবিহীন, কিরূপে গুণাগুণ পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে। মহাবীর অর্জ্জুনের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বল বিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য আমার যেরূপ বিদিত আছে, তোমার তদ্রূপ নহে। আমি আপনার ও অর্জ্জুনের বীর্য্যের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াই গাণ্ডীবধারীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি। হে শল্য ! আমার নিকট এক এক তূণীরশায়ী সুন্দর পুঙ্খযুক্ত শোণিত-লোলুপ সর্পময় শর বর্ত্তমান আছে। আমি বহুকাল উহাকে পূজা করত চন্দনচূর্ণ মধ্যে রাখিতেছি। সেই বিষযুক্ত ভীষণ শর নর, হস্তী ও অশ্ব, সমূহের বিনাশ সম্পাদন ও একবারে বর্ম্ম ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়। আমি তদ্দ্বারা সুমেরু পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন অন্যের প্রতি কদাচ সেই বাণ নিক্ষেপ করিব না। হে মদ্ররাজ ! আমি এই শর প্রভাবে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিক্রমানুরূপ কার্য্য করিব। সমস্ত বৃষ্ণিবীর মধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুতনয়গণ মধ্যে অর্জ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না, কিন্তু আজ সেই রথস্থিত মহাপুরুষ দ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্য সন্দর্শন কর। আজি আমি সেই পিতৃষস্রেয় ও মাতুলজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ করিয়া সূত্রগ্রথিত মণিদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গণে নিপাতিত করিব। হে মদ্ররাজ ! অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীরু জনের ভয়ঙ্কর বটে, কিন্তু আমার হর্ষোৎপাদন করে। তুমি নিতান্ত মূঢ় ও মহাযুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং ভয়প্রযুক্ত বহুবিধ অসম্বদ্ধপ্রলাপ এবং কোন কারণ বশত তাহাদিগের স্তব করিতেছ। আমি আজি সমরে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তোমাকেও বন্ধু বান্ধবের সহিত নিপাতিত করিব। রে দুর্ব্বুদ্ধে ! ক্ষুদ্রাশয় ! ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার ! তুই সুহৃৎ হইয়াও শত্রুর ন্যায় কি নিমিত্ত আমাকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হইতে ভীত করিতেছিস্ ? যাহা হউক, আজি তাহারাই আমাকে বিনাশ করুক, আর আমিই বা তাহাদিগকে বিনাশ করিব; কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া কখনই তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন সমরে আগমন করিলেও আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তোর কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই।

রে মূঢ় ! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও দেশাগত ব্যক্তিরা দুরাত্মা মদ্রকদিগের যে বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করে এবং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় যাহা কীর্ত্তন করিতেন, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া, হয় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, না হয় উত্তর প্রদান কর। মদ্রকেরা মিত্রদ্রোহী, নিয়ত পরবিদ্বেষী; তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচাশয়, নরাধম, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতস্বভাব, তাহাদের সহিত প্রণয় করা অকর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, মদ্রকেরা জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদাসী সকলে একত্র মিলিত এবং কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদিগের সহিত সমবেত প্রবৃত্ত হইয়া মদ্য পান পূর্ব্বক শক্তু, মৎস ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করত কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান ও কখন কখন অসম্বদ্ধপ্রলাপ করিয়া থাকে। মদ্রকেরা বিরুদ্ধকর্ম্মা ও অহঙ্কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে ? মদ্রকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্দ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহই উহাদিগের সহিত মিলিত হয় না। উহারা মল স্বরূপ। গান্ধারদিগের শৌচ ও মদ্রকদিগের সঙ্গতি নাই।

হে মদ্রেশ্বর ! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই মন্ত্র বলিয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া থাকেন "যে, রাজা যেমন যজ্ঞের যাজক হইলে দূষিত হয় ও ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অবমানিত হয় এবং ব্রাহ্মণদ্বেষী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, তদ্রূপ লোকে মদ্রকদিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে পতিত হইয়া থাকে; অতএব মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ; হে বৃশ্চিক ! তোমার বিষক্ষয় হইল; আমি অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রোষ শান্তি করিলাম।" হে শল্য ! আমি এইরূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব তুমি ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

হে মদ্ররাজ ! যে কামিনীগণ মদমত্ত হওয়াতে পরিধান বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৃত্য, যাহারা ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সংসর্গ এবং যাহারা উদ্ধতস্বভাব হইয়া উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায় মূত্র পরিত্যাগ করে, তুমি সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ স্ত্রীগণের অন্যতরের তনয় হইয়া কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অভিলাষ করিতেছ ! মদ্রদেশীয় কামিনীগণের নিকট কাঞ্জিক প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্বদেশে করাঘাত করত কহিয়া থাকে যে, কাঞ্জিক আমাদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা কেহ যাচ্ঞা করিও না। আমরা পতি বা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঞ্জিক প্রদান করিতে পারি না। হে মদ্ররাজ ! আমরা আরও শুনিয়া থাকি যে, মদ্রদেশীয় সৌবীরা নির্লজ্জ, কম্বলাবৃত, উদরপরায়ণ ও অশুচি। আমি হই, অথবা অন্য ব্যক্তি যে কেহই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম্মশালী মদ্রকদিগের এইরূপ দোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশ সম্ভূত, ম্লেচ্ছ ও নিতান্ত অধর্ম্মপরায়ণ। তাহারা কিরূপে ধর্ম্মকীর্ত্তনে সমর্থ হইবে। যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। হে শল্য ! অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ আমি দুর্য্যোধনের প্রিয় সখা; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পাপদেশজ ও ম্লেচ্ছ; এক্ষণে তুমি আমাদিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সদৃশ এক শত ব্যক্তিও আমাকে সমরপরাঙ্মুখ বা ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ঘর্ম্মার্ত্ত মৃগের ন্যায় বিলাপ কর বা শুষ্কমুখ হও, আমি অস্ত্রগুরু পরশুরামের বাক্যানুসারে রণে অপরাঙ্মুখ স্বর্গগত নরপালগণের গতি স্মরণ এবং প্রধানতম পুরুরবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরবগণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশে উদ্যত হইয়াছি, কখনই নিবৃত্ত হইব না। এক্ষণে বোধ হয়, আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করে, এরূপ লোক ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই। অতএব তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর, ভীত হইয়া কেন বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ। রে মদ্রকাধম ! আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া ক্রব্যাদগণকে উপহার প্রদান করিব না। মিত্রকার্য্য সংসাধন, দুর্য্যোধনের অনুরোধ ও তিতিক্ষা এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার নিকট পরিত্রাণ পাইলে। কিন্তু পুনরায় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। রে কুদেশজ শল্য ! অদ্য বীরগণ আমাকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে। হে মহারাজ ! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে পুনরায় বারংবার মদ্ররাজকে অশ্ব-সঞ্চালনে আদেশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধাভিলাষী কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে সূতপুত্র আমি যজ্ঞপরায়ণ এবং সমরে অপরাঙ্মুখ যাগ যজ্ঞ নিরত মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, অতএব আমি বন্ধুতা নিবন্ধন তোমার চিকিৎসা করিব। হে কর্ণ ! আমি যে এক্ষণে একটি কাকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া যেচ্ছানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে কুলপাংশন

আমার অণুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বিনাপরাধে আমাকে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছ। আমি সারথ্যে নিযুক্ত, বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র, সুতরাং তোমাকে হিত ও অহিত এই দুইটি বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত করিব। তোমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আমার কথা কর্ত্তব্য। আমি এই রথের সারথি হইয়াছি সুতরাং সম বিষম ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথ ও অশ্বদিগের শ্রম ও খেদ, অস্ত্রধ্বনি, পক্ষীর বিরুত, ভার, অতিভার, শল্যের প্রতিকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও নিমিত্ত সমুদায় আমার পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

সমুদ্র পারে কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজ্যে এক প্রভূত ধন ধান্যসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, স্বধর্ম্মনিরত, পবিত্রচিত্ত সর্ব্বভূতানুকম্পী বৈশ্য নির্ভয়ে বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেকগুলি পুত্র ছিল। বৈশ্য পুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাককে ভরণ পোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যপুত্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।

একদা গরুড়ের ন্যায় বেগগামী হৃষ্টচিত্ত কতকগুলি হংস সেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্যকুমারগণ সেই হংস সমুদায়কে নিরীক্ষণ করিয়া কাককে কহিল, অহে কাক! তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্ট ভোজনতৃপ্ত বায়স অল্পবুদ্ধি বৈশ্যকুমারগণের সেই প্রতারণা বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া মূর্খতা ও দর্পনিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্যই বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন সে সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একটি হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, হে হংসবর! আইস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হই। তখন সেই সমাগত হংসগণ বহুভাষী কাকের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, হে দুর্ম্মতিপরতন্ত্র কাক! আমরা মানস সরোবরবাসী হংস। অনায়াসে এই সমুদায় ভূমণ্ডলে সঞ্চরণ করিয়া থাকি! অন্যান্য বিহঙ্গগণ আমাদিগকে দূরগামিত্ব নিবন্ধন প্রতিনিয়ত সৎকার করিয়া থাকে, সুতরাং তুই কাক হইয়া কোন্ সাহসে মহাবল হংসকে উড্ডীন হইতে আহ্বান করিতেছিস্। যাহা হউক, বল দেখি, তুই কিরূপে আমাদের সহিত উড্ডীন হইবি।

তখন জাতিস্বভাব লাঘবতা নিবন্ধন আত্মশ্লাঘা পরবশ বায়স হংসের বাক্যে বারংবার অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, হে হংসগণ! আমি শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন তুরিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব এবং তোমাদিগের সমক্ষে উড্ডীন, অবডীন, প্রডীন, ডীন, নিডীন, সংডীন, তির্য্যক্‌ডীন্ বিডীন, পরিডীন, পরাডীন, সুডীন, অতিডীন, মহাডীন, নিডীন, ডীনডীন, সম্পাত, সমুদীর্ণ ও অন্যান্য নানা প্রকার গত্যাগতি এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এক্ষণে আমার বল অবলোকন কর। এক্ষণে আমি ঐ সমুদায় গতির মধ্যে কোন্ প্রকার গতি অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইব, তোমরা তাহা আদেশ কর। আমি যে গতি দ্বারা উড্ডীন হইব, তোমাদিগকেও সেই গতি অবলম্বন করিয়া আমার সহিত এই আশ্রয়হীন নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইতে হইবে, অতএব উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া বল আমি কোন্ প্রকার গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উড্ডীন হইব।

তখন সেই হংসদিগের মধ্যে একটী হংস কাকের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার গত্যাগতি অবগত আছ; কিন্তু আমরা সমুদায় পক্ষীজাতির বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত গমন করিব, এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলাষানুরূপ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক গমন কর।

হে কর্ণ! ঐ সময় ঐ স্থানে আরও কএকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, এই হংস এক প্রকার গতি দ্বারা কিরূপে শত প্রকার গতিকে পরাজয় করিবে।

অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল এবং স্ব স্ব কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া পরস্পরকে বিস্মিত করত গমন করিতে লাগিল। তখন বায়সেরা সেই কাকের বিবিধ বিচিত্র উড্ডয়ন নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে মুক্তকণ্ঠে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। হংসেরাও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কাককে উপহাস করত কখন বৃক্ষাগ্র কখন বা ভূতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনবরত কোলাহল করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় হংস একমাত্র মৃদু গতি অবলম্বন পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইবার উপক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল কাক অপেক্ষা হীনগতি লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন বায়সগণ হংসদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া কহিল, হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ, এক্ষণে তাহাকে হীনগতি লক্ষিত হইতেছে। তখন সেই অন্তরীক্ষস্থিত হংস বায়সগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিম দিকে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর কাক একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই অগাধ সমুদ্র মধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ না করিয়া ভীত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইল এবং কোথায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিবে, বারংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হে কর্ণ! মহাসাগর জলজন্তুগণের আকর ও দুঃসহ বেগসম্পন্ন; উহা অসংখ্য তরঙ্গে সমুত্থাপিত হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গাম্ভীর্য্যে কেহই উহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের ন্যায় সুদূর বিস্তৃত। সুতরাং সামান্য কাক কি প্রকারে সেই বহু বিস্তীর্ণ অর্ণব পার হইতে সমর্থ হইবে। অনন্তর হংস বহু দূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্ত কাল সেই কাককে নিরীক্ষণ করত তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া হংসসন্নিধানে আগমন করিল। হংস কাককে হীনগতি ও নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া সৎপুরুষোচিত ব্রত স্মরণ পূর্ব্বক তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এক্ষণে যেরূপ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চঞ্চুপুট ও দুই পক্ষ দ্বারা বারংবার সলিল স্পর্শ করিতেছ, অতএব বল এক্ষণে কোন্ গতি আশ্রয় করিয়াছ? হে কাক! আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

হে কর্ণ! তখন সেই দুষ্টস্বভাব বায়স সাগরের পার নিরীক্ষণ না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়ুবেগে প্রপীড়িত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ত্ত স্বরে হংসকে কহিল, হে হংস! আমরা কাক; কাকা শব্দ শ্রবণ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করি। এক্ষণে আমি জীবন সমর্পণ পূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাকে সমুদ্র-পারে লইয়া যাও। বায়স এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া দুই পক্ষ ও চঞ্চুপুট দ্বারা সাগর স্পর্শ করত নীরমধ্যে নিপতিত হইল। তখন হংস বায়সকে সাগরসলিলে নিপতিত, দীনমনা ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া কহিল, হে কাক! তুমি আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন করিব, এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত প্রকার উড্ডয়নাভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতা সম্পন্ন; তবে কিরূপে এইরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে?

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া ঊর্দ্ধভাগে হংসকে অবলোকন পূর্ব্বক প্রসন্ন করত কহিল, হে হংস! আমি উচ্ছিষ্টভোজনে দর্পিত হইয়া আপনাকে গরুড়ের ন্যায় জ্ঞান এবং অন্যান্য কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম; এক্ষণে প্রাণ রক্ষার্থ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি জীবিতাবস্থায় স্বদেশ যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহাকেও অপমানিত করিব না। তুমি আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান্ হংস মহার্ণবে নিপতিত বিচেতন বায়সের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণার্দ্র হইয়া পদ দ্বারা তাহাকে বেগে উৎক্ষেপণ ও আপনার পৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বে যে দ্বীপ হইতে উভয়ে সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

হে কর্ণ! এইরূপে সেই উচ্ছিষ্টভোজী পরিপোষিত বায়স হংস কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের ন্যায় নিঃসন্দেহ দুর্য্যোধনাদির উচ্ছিষ্টান্নে প্রতিপালিত হইয়া কি প্রধান কি তুল্য সকলকেই অবজ্ঞা

করিতেছ। হে সূতপুত্র! বিরাট নগরে সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, সিংহ যেমন অনায়াসে শৃগালদিগকে পরাজয় করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। সে সময় তুমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও কি নিমিত্ত তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই; তৎকালে তোমার বলবিক্রম কোথায় ছিল। সব্যসাচী তোমার ভ্রাতাকে নিহত করিলে তুমি সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগকে আক্রমণ করিলে তুমিই সমস্ত কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পলায়ন কর। সেই সময় অর্জ্জুন সংগ্রামে চিত্রসেনপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া ভার্য্যাসমবেত দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজসভায় অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পূর্ব্ব প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যও সর্ব্বদাই ভূপতিগণ সমক্ষে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। হে সূতপুত্র! ব্রাহ্মণ যেমন সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় তোমা অপেক্ষা প্রধান। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই একরথারূঢ় বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ ও কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইবে। অতএব সেই বায়স যেমন বুদ্ধি পূর্ব্বক হংসকে আশ্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বীরদ্বয়কে আশ্রয় করিও। হে কর্ণ! যখন তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে এক রথে অবলোকন করিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন পার্থ শত শত বার তোমার দর্পচূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহার ও তোমার যে কি বৈলক্ষণ্য, তাহা অবগত হইবে; তুমি অজ্ঞতা প্রযুক্তই দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নরোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অশ্রদ্ধা করিতেছ। হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি আপনাকে খদ্যোত স্বরূপ এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সূর্য্য ও চন্দ্র স্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হও; আর তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা বা আত্মশ্লাঘা করিও না।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সম্যক্ অবগত হইয়াছি। আমি বাসুদেবের রথ চালন ও অর্জ্জুনের অস্ত্রবল যেরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ নও; অতএব আমি নির্ভীক চিত্তে সেই অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাত্মা বীর দ্বয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু দ্বিজোত্তম পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার অতিশয় সন্তাপ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে পরশুরামের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলাম। একদা গুরু আমার উরুদেশে মস্তক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতাভিলাষে আমার বিঘ্নবিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার উরুদেশ বিদীর্ণ করিলেন। উরুদেশ বিদারিত হইলে তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত বিনির্গত হইতে লাগিল, তথাপি আমি গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে মহাত্মা জামদগ্ন্য নিদ্রা হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া সেই শোণিত দর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্য্যালোচনা করত কহিলেন, বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ; অতএব যথার্থরূপে আত্মপরিচয় প্রদান কর। তখন আমি সূতপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহাতপা ভার্গব আমার বাক্য শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া আমাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, হে দুষ্টাত্মন্! তুমি শঠতাচরণ পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না। হে মূঢ়! অব্রাহ্মণ কি কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে? হে মদ্ররাজ! আজি এই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি সেই অস্ত্র বিস্মৃত হইলে ভরতকুলতিলক ভীমপরাক্রম অর্জ্জুন সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে সন্তপ্ত করিবে, এই নিমিত্তই আমি সংগ্রামার্থ দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক; আমার সর্পমুখ শর আছে, তদ্দ্বারা আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া অসহ্যপরাক্রম, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ক্রূরকর্ম্মা, মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব। মহাসমুদ্র অসংখ্য জন্তুগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে তীরভূমি যেমন তাহাকে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাবল সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী অব্যাহত শরনিকরে নরপালগণকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হইলে আমি বাণজালে তাহাকে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং যে সমরাঙ্গনে সুরাসুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ, আজি সেই বীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন কর। প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ মহাবীর অর্জ্জুন অলৌকিক অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে আমি মেঘের ন্যায় শরজালে তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্রে তাহার অস্ত্র সকল ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিব। জলধর যেমন বারি বর্ষণে সর্ব্বলোকদহনোন্মুখ প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রশমিত করে, তদ্রূপ আজি শরনিকর নিপাতে তাহাকে প্রশমিত করিব। সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র আশীবিষ সদৃশ ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তীনন্দন আজি আমার নিশিত অস্ত্র-প্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমাচল যেমন অনায়াসে অত্যুগ্র বায়ুবেগ সহ্য করে, তদ্রূপ আমি রথমার্গবিশারদ সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহ্য করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিল, যাহার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই নাই, অদ্য আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে বীর পুরুষ খাণ্ডব দাহ কালে দেবগণের সহিত অসংখ্য জীবজন্তু পরাজিত করিয়াছেন, আমি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি জীবিত নিরপেক্ষ না হইয়া সেই সব্যসাচীর সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হয়। হে শল্য! আজি আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই অভিমান সম্পন্ন শিক্ষিতাস্ত্র দিব্যাস্ত্রবেত্তা ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর ধনঞ্জয়ের শিরশ্ছেদন করিব। অন্য কোন মনুষ্যই অসহায় হইয়া যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না; আমার মৃত্যুই হউক, বা জয়লাভই হউক, অদ্য সেই ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। হে মূর্খ! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট অর্জ্জুনের পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ; আমি স্বয়ংই হৃষ্ট মনে ভূপালগণ সমক্ষে তাহার পুরুষকার কীর্ত্তন করিব। তুমি অপ্রিয়কারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয় ও একান্ত অসহিষ্ণু; আমি তোমার সদৃশ শত ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু এক্ষণে অসময় বলিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় আমার অবমাননা করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার সহিত সরল ব্যবহার করাই তোমার কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন করিতেছ, সুতরাং তুমি অতি মিত্রদ্রোহী ও পামর। রে মূঢ়! এক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন, ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য সংসাধনার্থ যত্ন করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহাদের সহিত কিছুমাত্র মিত্রতা নাই, তাহাদেরই হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ। হে শল্য! যিনি স্নেহপ্রদর্শন, হর্ষবর্দ্ধন, প্রীতিসম্পাদন, রক্ষাবিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র। আমাতে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা রাজা দুর্য্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর যে ব্যক্তি বিনাশ সাধন, হিংসা, শাসন, হীনতা ও অবসাদ সম্পাদন এবং মন্যু প্রকাশ করে, সেই শত্রু। তোমাতে ঐ উক্ত দোষ সমুদায়ের প্রায় সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি তৎসমুদায় আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে শল্য! অদ্য আমি রাজা দুর্য্যোধনের হিতসাধন, তোমার প্রীতি সম্পাদন এবং আপনার জয় লাভ, যশোলাভ ও ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুন ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। তুমি এক্ষণে আমার অদ্ভুত কার্য্য, ব্রাহ্ম অস্ত্র, ঐন্দ্র বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র ও মানুষ অস্ত্র সমুদায় নিরীক্ষণ কর। যদি অদ্য আমার রথচক্র বিষম প্রদেশে নিপাতিত না হয়, তাহা হইলে আমি মত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করে, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভার্থ তাহার প্রতি দুর্নিবার ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ঐ অস্ত্র হইতে কেহই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ডধারী যম, পাশহস্ত বরুণ, গদাধারী ধনপতি ও সবজ্র বাসব প্রভৃতি কোন আততায়ী শত্রু হইতেই ভীত হই না; এই নিমিত্ত জনার্দ্দন ও ধনঞ্জয় হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। অতএব অদ্য আমি অবশ্যই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে মদ্ররাজ! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত প্রযত্নের ন্যায়

অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অটবীতে পর্য্যটন করত অজ্ঞানতা নিবন্ধন কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু সম্ভূত বৎসকে সংহার করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে আমাকে কহিলেন, তুমি প্রমত্ত হইয়া আমার এই হোমধেনুর বৎসকে বিনাশ করিয়াছ; অতএব তুমি যুদ্ধ করিতে যে সময় একান্ত ভীত হইবে, তৎকালে তোমার রথচক্র বিবরমধ্যে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে শল্য! আমি কেবল সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপভয়ে ভীত হইতেছি। তিনি এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে এই সমস্ত সুখ দুঃখের ঈশ্বর সোমবংশীয় ভূপালেরা তাঁহাকে সহস্র ধেনু ও ছয় শত বলীবর্দ্দ প্রদান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমিও সাত শত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাস দাসী প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎপরে আমি তাঁহাকে শ্বেতবর্ণ বৎস সম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু প্রদান করিলাম, ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমি তাঁহাকে সৎকার করিয়া সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন গৃহ ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম, কিন্তু তিনি তাহাও প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর তিনি আমাকে প্রযত্ন সহকারে অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, সূত! আমি যাহা কহিয়াছি তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না। মিথ্যা বাক্য কথিত হইলে প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্দ্বারা আমাকেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে, অতএব আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না। হে সূত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংসা করিও না, বরং প্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি যদৃচ্ছ অভিশাপের ফল ভোগ কর। হে শল্য! আমি তোমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বন্ধুতা নিবন্ধন তোমাকে এই কথা কহিলাম। এক্ষণে তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আমি আরও যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন কর্ণ মদ্ররাজকে এই রূপে নিবারণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে শল্য! তুমি নিদর্শন প্রদর্শনের নিমিত্ত আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহাতে কখনই সমরে ভীত হইব না। বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের কথা দূরে থাকুক, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার মনে ভয়সঞ্চার হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমাকে কদাচ শঙ্কিত করিতে পারিবে না। তুমি আমার প্রতি বারংবার কটূক্তি করিতেছ, কিন্তু নীচেরাই পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আমার গুণ বর্ণনে অশক্ত হইয়া কেবল বিবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু স্পষ্ট জানিও যে, কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, আমার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছেন। শল্য! এক্ষণে তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্দ ও মিত্রের ইষ্টসাধন এই তিন কারণ বশত জীবিত রহিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর নিহিত করিয়াছেন, আর আমিও পূর্ব্বে তোমার কটূক্তি ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; বিশেষতঃ মিত্রদ্রোহ নিতান্ত পাপজনক; এই সমস্ত কারণ বশতই তুমি এযাবৎকাল জীবিত রহিয়াছ। হে মদ্ররাজ! আমি সহস্র শল্য সদৃশ, অতএব তুমি সহায় না থাকিলেও অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারি।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শল্য কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি অরাতিগণকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলে, উহা প্রলাপমাত্র। তোমার ন্যায় সহস্র কর্ণও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে।

মদ্ররাজ সূতপুত্রের প্রতি এইরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে কর্ণ বৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্রাহ্মণমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্রমন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ ও পূর্ব্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্ত কহিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূর প্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্ম্মবর্জ্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন, বট ও সুভদ্র নামে চত্বর বাল্যাবধি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি কিঞ্চিৎ নিগূঢ় কার্য্যানুরোধ বশত বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম; তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি। শাকল নামে নগর, আপগা নামে নদী ও জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার যাহার পর নাই নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপূপ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন রচিত হইয়া নগরের গৃহ প্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষ বিবেক-বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করত উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে। একদা একজন বাহীক কুরুজাঙ্গলে অবস্থান পূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে কহিয়াছিল, আহা! সেই সূক্ষ্মকম্বল বাসিনী গৌরী আমাকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে; হায়! আমি কত দিনে রম্যা শতদ্রু ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমনপূর্ব্বক সেই কম্বলাজিন সংবীত স্থূল ললাটাস্থি সম্পন্ন গৌরীগণের মনঃশিলার ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গদেশ, ললাট, কপোল ও চিবুকে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্দ্দলের নিস্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায়! কত দিনে শমী, পীলু ও করীরের অরণ্যে চক্রসমবেত অপূপ ও শক্তুপিণ্ড ভোজন করত সুখী হইব, এবং মহাবেগে গমন পূর্ব্বক পথিমধ্যে পথিকদিগের বস্ত্রাপহরণ করিয়া বারংবার তাহাদিগকে তাড়না করিব। হে মহারাজ! দুরাত্মা বাহীকদিগের এইরূপ দুশ্চরিত। তাহাদের দেশে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে।

হে শল্য! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্যপাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার যাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। বাহীক দেশে শাকল নামে এক নগর আছে। তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রজনীতে দুন্দুভিধ্বনি করত এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ীসুরা পান এবং গোমাংস ও পলাণ্ডুযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহেচ্ছিক সঙ্গীত করিব! যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ও মেষের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে শল্য! শাকল দেশের আবাল বৃদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে, অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?

হে মদ্ররাজ! আর এক ব্রাহ্মণ কুরুসভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলু বন বিস্তমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরট্টদেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ দেবতা ও পিতৃলোক ধর্ম্মভ্রষ্ট সংস্কারহীন অরট্টদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। সেই ঘৃণাশূন্য মূর্খেরা শক্তু ও মদ্যলিপ্ত কুক্কুরলীঢ় কাষ্ঠময় ও মৃন্ময় পাত্রে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই দুরাচারগণ কোন প্রকার অন্ন ভক্ষণে বা ক্ষীর পানে পরাঙ্মুখ নহে। তাহাদের কাহারই পিতার নির্ণয় নাই। পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না।

হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরও যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি যুগন্ধরে উষ্ট্রাদির দুগ্ধ পান, অচ্যুত স্থলে বাস ও ভূতিলয়ে স্নান করে তাহার কিরূপে স্বর্গ লাভ হইবে? পঞ্চ নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানের নাম আরট্ট, সাধুলোক তথায় কদাচ দুইদিন

অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহি ও বহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহ্লিকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে; সুতরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শাস্ত্র-বিহিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবে। ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে মদ্ররাজ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনানুরোধে সেই আরট্ট দেশে এক রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলূখলমেখলা রাক্ষসী তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই আরট্ট-দেশ বাহীকগণের বাসস্থান, তথায় যে সকল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। আরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে শল্য! আমি পুনরায় তোমাকে এক উপাখ্যান কহিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। কিছু দিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি বহুকাল একাকী হিমালয় শৃঙ্গে বাস ও নানা ধর্ম্মসঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু সমুদায় প্রজাকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকলেই বেদোক্ত-ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি নানা জনপদ ভ্রমণ করত বাহীক দেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রস্থ লোক সকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়। অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়। গান্ধার, মদ্রক ও বাহীকেরা সকলেই কামচারী, লঘুচেতা ও সংকীর্ণ। আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে এইরূপ ধর্ম্মসঙ্করকারিব আচার-বিপর্য্যয় শ্রবণ করিলাম।

হে মদ্রাধিপ! আমি আর একজনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আরট্ট দেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীকে অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্ত আরট্ট-দিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশপৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদীদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব বাহীক, মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ ভিন্ন আর সকল দেশের অসাধু ব্যক্তিদিগেরও ধর্ম্মবিষয় বিদিত আছে।

হে মদ্ররাজ! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। তুমি সেই সকল লোকদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যাপাপের ষড়ভাগ ভর্ত্তা অথবা রাজা প্রজারক্ষা করিলেই তাহাদিগের পুণ্যভাগী; তোমার ত তাহাদিগের রক্ষার্থ যত্ন নাই; অতএব তুমি তাহাদের পুণ্য-ভাগের অধিকারী নহ, কেবল তাহাদিগের দুষ্কৃতের অংশ সংগ্রহ করিয়া থাক। পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদায় দেশে সনাতন ধর্ম্ম পূজিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চনদ দেশীয় ধর্ম্ম নিতান্ত কুৎসিত দেখিয়া ধিক্কার প্রদান করেন। হে শল্য! ব্রহ্মা যখন বাহীকদিগকে সত্যযুগেও কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাক্য ব্যয় করা নিতান্ত অনুচিত।

হে মদ্ররাজ! আমি পুনরায় তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কল্মাষপাদ নিশাচর "ক্ষত্রিয়গণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অব্রত মলস্বরূপ; বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ অন্যান্য স্ত্রীদিগের মলস্বরূপ।" এই কথা বলিতে বলিতে সরোবরে নিমগ্ন হইতেছিল। ঐ অবসরে এক ভূপতি তাহাকে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষস-বিদ্রাবক মন্ত্র জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, হে মহারাজ! কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্ত্তৃক উপক্রান্ত হইলে এই মন্ত্র বলিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হয় যে, "ম্লেচ্ছগণ মনুষ্যদিগের, তৈলিকগণ ম্লেচ্ছদিগের, ষণ্ডগণ তৈলিকদিগের ও যাজক ভূপতিগণ ষণ্ডদিগের মলস্বরূপ। এক্ষণে তুমি যদি আমাকে পরি-ত্যাগ না কর, তাহা হইলে যাজক ভূপতি ও মদ্রকদিগের ন্যায় পাপভাজন হইবে" পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম, কৌরবেরা সত্যধর্ম্ম এবং মৎস্য ও শূরসেন-দেশবাসীরা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশীয়েরা শূদ্রধর্ম্মা-বলম্বী; দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম্মদ্রোহী, বাহীকেরা তস্কর এবং সৌরাষ্ট্রীয়েরা সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পরবিত্তাপহরণ, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমন, বাক্‌পারুষ্য, গোবধ, পারদারিকতা ও পরবস্তু উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, সেই আরট্ট-দিগের আর কি অধর্ম্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চনদ দেশকে ধিক্। হে মদ্ররাজ! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্যদেশীয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন, আর উত্তর দিক্ স্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্ট জনের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

দেখ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন। পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা যমরাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেছেন। বরুণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া সুরগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ভগবান্ কুবের ও ঈশান ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক্ রক্ষা করিতে-ছেন। হিমাচল পিশাচ ও রাক্ষসগণকে ও গন্ধমাদন পর্ব্বত গুহ্যকগণকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বাহীকদিগের প্রতি কোন বিশেষ দেবতার অনু-গ্রহ নাই। সর্ব্বভূতরক্ষক বিষ্ণুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; আর দেখ, মাগধগণ ইঙ্গিতজ্ঞ ও কোশল দেশবাসীরা প্রেক্ষিতজ্ঞ। কৌরব ও পাঞ্চালগণ বাক্য অর্দ্ধ উচ্চারিত না হইলে ও শাল্বেরা সমগ্র বাক্য অভিহিত না হইলে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। পার্ব্বতীয় শিবিদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ। ম্লেচ্ছ ও যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ ও মহাবীর পরাক্রান্ত হইলেও মনঃকল্পিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং অন্যান্য জাতিরা হিত বাক্যে উপদিষ্ট হইলে উহা স্বয়ং অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বাহীকগণ তাড়িত হইলে হিত বাক্য বুঝিতে পারে; কিন্তু মদ্রদেশীয়েরা কোনক্রমেই হিতাবধারণে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়; অতএব আর আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিও না। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় দেশ আছে, মদ্রদেশ সেই সকলের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহারা মদ্যপান, গুরুপত্নীগমন, ভ্রূণহত্যা ও পরবিত্তাপহরণ যাহাদের পরম ধর্ম্ম, তাহাদের ত কোন কার্য্যই অধর্ম্ম নহে; অতএব আরট্ট ও পাঞ্চনদদিগকে ধিক্। হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তুমি ইহা অবগত হইয়া তূষ্ণী-ম্ভাব অবলম্বন কর। আমার প্রতিকূলাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখিও যেন পূর্ব্বে তোমাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও অর্জ্জু-নকে সংহার করিতে না হয়।

অনন্তর মহাবীর শল্য কর্ণের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে; তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি। মহাবীর ভীষ্ম রথাতিরথ সংখ্যাকালে তোমার যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তৎসমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধ সম্বরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং পতিপরায়ণা রমণীগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। সর্ব্ব স্থলেই পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে পরিহাস করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরাও সর্ব্বত্র অবস্থান করে কে হয়। সকলেই পরদোষ কীর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু আত্মদোষে কাহারই দৃষ্টি নাই। লোক আপনার দোষ জানিতে পারিয়াও বিস্মৃত হয়। স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ভূপালগণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া দুষ্ট দল দমন করিতেছেন; ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদেশেই বাস করিয়া থাকেন। এক দেশের সকল লোকেই যে অধর্ম্মাচরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজ ও সূতপুত্রকে পর-স্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আর প্রত্যু-ত্তর করিলেন না এবং শল্যও শত্রুসংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! এক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সমরনিপুণ শত্রুসূদন মহাতেজা কর্ণ পাণ্ডবগণের ধৃষ্টদ্যুম্নাভিরক্ষিত অরাতিপরাক্রমসহনক্ষম অপ্রতিম ব্যূহ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধকম্পিত কলেবরে আপনার সৈন্যগণকে যথাবিধ ব্যূহিত করিয়া রথনির্ঘোষ, সিংহনাদ ও বাদিত্রের নিস্বনে মেদিনী কম্পিত করত অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বাম ভাগে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সূতপুত্র কিরূপে সেই ভীমসেন-সংরক্ষিত দেবগণের ও অপরাজেয় ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণের বিপক্ষ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের ব্যূহের পক্ষ ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রপক্ষ হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ন্যায়ানুগত বিভাগ করত অবস্থান করিতে লাগিল? পাণ্ডুপুত্রগণ কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিল? আর কিরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তৎকালে ধনঞ্জয় কোথায় ছিল? মহাবীর অর্জ্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহার সাধ্য? পূর্ব্বে যে অর্জ্জুন খাণ্ডবে একাকী সকল প্রাণীকে পরাজিত করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জীবিতাশা পরিত্যাগ না করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যেরূপে ব্যূহ রচনা হইল, মহাবীর অর্জ্জুন তৎকালে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্ব স্ব পক্ষীয় ভূপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপে যুদ্ধ করিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বলবান্ মাগধগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলূক বিমল পাশধারী সাদিগণ, শলভ সমূহের ন্যায় ও বিকটাকার পিশাচগণের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত গান্ধার সৈন্যগণও দুর্জ্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সমবেত হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক কৌরব সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমর-মদমত্ত সংসপ্তকগণ ও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রথ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশ সংসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐ ব্যূহের বাম পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল শক, কাম্বোজ ও যবনগণ অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগের সহিত সূতপুত্রের আদেশানুসারে ধনঞ্জয় ও মহাবল বাসুদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত উঁহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র বর্ম্মধারী অঙ্গদভূষিত মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনামুখের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যহুতাশনসঙ্কাশ, পিঙ্গললোচন, প্রিয়দর্শন দুঃশাসন মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন দেবগণ পরিরক্ষিত দেবরাজের ন্যায় বিচিত্র অস্ত্র ও কবচধারী সহোদর এবং মহাবীর্য্য মদ্রক, কেকয় ও দ্রোণপুত্র প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া দুঃশাসনের অনুগমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছগণ সমারূঢ় মত্ত মাতঙ্গ সকল জলবর্ষী জলধরের ন্যায় অনবরত মদধারাবর্ষণ পূর্ব্বক রথীদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। উহারা ধ্বজ, পতাকা ও উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী মহামাত্রগণ কর্তৃক অধিরূঢ় হইয়া মহীরুহ পরিশোভিত মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পট্টিশ ও অসিধারী সমরে অপরাঙ্মুখ অসংখ্য বীরগণ ঐ সমস্ত মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। এইরূপে সেই কর্ণের প্রযত্নে মহাব্যূহ অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথীসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করতই যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে লাগিল

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেনামুখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া অমিত্রঘ্ন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ সংগ্রামার্থ পক্ষপ্রপক্ষ যুক্ত মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগকে পরাভূত করিতে না পারে তুমি এইরূপ উপায় স্থির কর। মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, সন্দেহ নাই। যাহাতে শত্রুপক্ষের বিনাশ হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলেই সকলের বিনাশ সাধন হইবে। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ কর আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর ভীমসেন দুর্য্যোধনের, নকুল বৃষসেনের, সহদেব শকুনির, শতানিক দুঃশাসনের, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার, পাণ্ড্য অশ্বত্থামার ও দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডী সমভিব্যাহারে অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করুন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়, ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে, আদেশ করিয়া স্বক চমূমুখে অবস্থান করত অরাতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখসম্ভূত বিশ্বনরের নেতা অগ্নি যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে অনল হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ যাহা ব্রহ্মাকে প্রদান করেন এবং পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে যথাক্রমে বহন করিয়াছিল, এক্ষণে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সেই আদ্য রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শল্য সেই অদ্ভুতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসম্পন্ন নারায়ণ পরিচালিত কর্ম্মবিপাকের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিবার্য্য মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করত আগমন করিতেছেন। হে কর্ণ! যখন মেঘনিস্বনের ন্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, পার্থিব ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মেদিনীমণ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আহত হইয়াই যেন কম্পিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের দুইদিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রব্যাদগণ ঘোরতর চীৎকার ও তুরঙ্গগণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন কেতু গ্রহ সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মৃগযূথ ও বলবান শার্দ্দূলগণ দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কঙ্ক ও গৃধ্রপক্ষী সকল একত্র সমবেত ও পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। তোমার মহারথের রঞ্জিত চামর সকল প্রজ্বলিত এবং ধ্বজ ও পাণ্ডুর গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ মহাকায় তুরঙ্গমগণ কম্পিত হইতেছে। হে রাধেয়! যখন এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই শত শত ভূপাল নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিবেন। ঐ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শঙ্খ, আনক ও মৃদঙ্গের লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ, মনুষ্য, অশ্ব ও গজ সমুদায়ের ঘোরতর নিনাদ এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের বাণ শব্দ জ্যানিস্বন ও তলত্র ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথে সুবর্ণময় চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাগণে সুশোভিত স্বর্ণরজত খচিত শিল্পিনির্ম্মিত কিঙ্কিণীমুখরিত নানা বর্ণের পতাকা সকল বায়ুবিকম্পিত হইয়া মেঘমালা বিলসিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহাত্মা পাঞ্চালগণের পতাকাশালী রথ সমুদায়ের ধ্বজ সকল বায়ুবেগে কম্পমান হইয়া বিমানস্থ দেবতাগণের শোভা ধারণ করিতেছে। ঐ দেখ, অপরাজিত কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বিপক্ষবিনাশের নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। তাঁহার ধ্বজাগ্রে অরাতিভীষণ ভীমদর্শন বানর লক্ষিত হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেব অর্জ্জুনের পবন তুল্য বেগবান্ পাণ্ডুর অশ্বগণকে পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও কৌস্তুভ মণি যাহার পর নাই শোভা পাইতেছে। ধনঞ্জয়ের শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আকৃষ্ট হইয়া ঘোরতর নিস্বন ও নিশিত শরনিকর নিক্ষিপ্ত হইয়া অরাতিগণের প্রাণ সংহার করিতেছে। এই বিশাল সমরভূমি অপলায়িত ভূপালগণের তাম্রাক্ষ সম্পন্ন মস্তক দ্বারা সমাকীর্ণ হইতেছে। বীরগণের পরিঘ গন্ধানুলিপ্ত উদ্যতায়ুধ পরিঘাকার ভুজ সমুদায় অনবরত নিপতিত হইতেছে। অশ্বগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত নিপাতিত হইয়া নিস্পন্দ নয়নে ধরাশয্যায় শয়ন করিতেছে। পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে।" সমরনিহত নৃপগণের গন্ধর্ব্ব নগরাকার রথ সমুদায় ক্ষীণপুণ্য স্বর্গবাসীদিগের বিমানের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সেনাগণকে সিংহ-নিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় ব্যাকুলিত করিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে ধাবমান হইয়া কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিদিগকে নিপীড়িত ও ভূপতিগণকে নিহত করিতেছেন। হে কর্ণ! তুমি যাহাকে অন্বেষণ করিতেছ, সেই শত্রুসূদন কেতাই কুরুসারথি

ধনঞ্জয় মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল তাঁহার ধ্বজাগ্র লক্ষিত ও জ্যাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। তুমি অচিরাৎ কৃষ্ণের সহিত এক রথে সমাসীন সেই অরাতিনিপাতন মহাবীরকে অবলোকন করিবে। হে সূতপুত্র! বাসুদেব যাঁহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন, তুমি যদি সেই অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। মহাবল ধনঞ্জয় সংসপ্তকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষ নয়নে কহিলেন, হে শল্য! ঐ দেখ, সংসপ্তকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হওয়াতে অর্জ্জুন মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় আর লক্ষিত হইতেছে না। অতঃপর তাহাকে ঐ যোধসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিহত হইতে হইবে। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্র পান, জল দ্বারা বরুণকে বিনাশ ও ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রশমন করা যেরূপ অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে নিপীড়িত করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদি দেব ও অসুরগণও ঐ মহাবীরকে সংগ্রামে জয় করিতে পারেন না! যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব, মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনা হও; কিন্তু বস্তুত কখনই তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। অতএব অর্জ্জুন পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন মনোরথ করাই তোমার কর্ত্তব্য। যিনি বাহু দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল উদ্ধৃত, ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ ও দেবগণকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে পারেন, তিনিই অর্জ্জুনকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

হে কর্ণ! ঐ দেখ, অক্লিষ্টকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ মহাবাহু ভীমসেন চিরবৈর স্মরণ পূর্ব্বক বিজয়লাভ বাসনায় সমরাঙ্গনে অপর সুমেরুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অরাতিকুলঘাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পুরুষব্যাঘ্র দুর্জ্জয় নকুল ও সহদেব সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। অর্জ্জুন তুল্য সংগ্রামনিপুণ দ্রৌপদীতনয়গণ প্রজ্বলিতাগ্নি তুল্য পাঁচ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদতনয়গণ সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়াছে। এবং ইন্দ্রতুল্য অসহ্য পরাক্রমশালী সাত্বতশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সংগ্রামার্থী হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় কৌরবসেনার প্রতি গমন করিতেছে। হে মহারাজ! বীরদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় পরস্পর মিলিত হইল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংসপ্তকদিগের প্রতি ও সূতপুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিল, তুমি সমরবৃত্তান্তবর্ণনে সুনিপুণ; অতএব এক্ষণে উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। আমি বীরগণের পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণের ব্যূহ অবলোকন করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিলেন। চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ কান্তিসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবত সবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সেই সাদি, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথ সমুদায় সঙ্কুল মহাব্যূহের মুখে অবস্থান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দিব্য আয়ুধ ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তারাগণ যেমন চন্দ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংসপ্তকগণকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হতাবশিষ্ট সংসপ্তকগণও বিজয়লাভার্থী ও অর্জ্জুনবধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রাণপণে তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ঐ সময় ধনঞ্জয়ের সহিত নিবাত কবচগণের ন্যায় সেই সংসপ্তকগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষগণের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত উদ্যত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংসপ্তকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্ত্ত মধ্যে ধনঞ্জয়ের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশু সংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের ন্যায় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্মুখীন বীরগণকে সংহার পূর্ব্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত অরাতিগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি ইঁহারা সমরমত্ত হইয়া কোশল, কাশী, মৎস্য, কারূষ, কৈকয় ও শূরসেনদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কুলসম্ভূত বীরগণের বিনাশকর, যশস্কর ও পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্ম্মলাভের হেতুভূত।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রক ও কৌরব বীরগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহারথ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরনিকরে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অসংখ্য শত্রুগণের বস্ত্র ছেদন, রথ উন্মূলন ও প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগকে যশস্বী ও স্বর্গভাজন করিয়া সম্পূর্ণমনোরথ ও আহ্লাদিত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের ক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট ও যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কিরূপে লোকক্ষয় করিল। পাণ্ডব মধ্যে কোন্ কোন্ বীর কর্ণকে নিবারণ করিল; এবং সূতপুত্র কোন্ কোন্ বীরকে প্রমথিত করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইল; তুমি এক্ষণে আমার সমক্ষে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাবীর কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া সত্বর পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হংসেরা যেমন মহাসাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর উভয় পক্ষে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি ও ভয়ঙ্কর ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং অনবরত শর নিপাত শব্দ, করিবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত, রথের ঘর্ঘর রব ও বীরগণের সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যাবতীয় জীব জন্তুগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অদ্রিদ্রুম পরিপূর্ণ বসুন্ধরা, সমীরণ সমীরিত অম্বুদ পরিশোভিত আকাশ এবং চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিকম্পিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। অল্পসত্ত্ব প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কলেবর পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বর শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি প্রভদ্রককে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং সুনিশিত পঞ্চবিংশতি শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া অরাতিদেহ বিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচনিকরে সহস্র সহস্র চেদি দেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকে সংগ্রামে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বর শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে পাঞ্চালগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চালদেশীয় আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহাদিগকেও অবিলম্বে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্র ও চক্ররক্ষক সুষেণ ও সত্যসেন প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পৃষ্ঠ রক্ষক বৃষসেন বহু সমাদরে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল,

সহদেব দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভদ্রক, চেদি, কৈকয়, পাঞ্চাল মৎস্যগণ সূতপুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া বর্ষাকালে জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের পুত্রগণ ও তাঁহার পক্ষ অন্যান্য বীর সকল তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ ভল্লাস্ত্রে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সাত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বর অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সুষেণের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি তৎপরে দশ শরে কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুহৃদ্‌গণ সমক্ষে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি, আয়ুধ ও ধ্বজ সমভিব্যাহারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভানুসেনের সেই শশধর সদৃশ রমণীয় মস্তক ভীমসেনের ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া মৃণালভ্রষ্ট কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বীরগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিন শরে দুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া উলূক ও তাঁহার ভ্রাতা পতত্রিকে রথহীন করিলেন। তৎপরে তিনি সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া হা সুষেণ! তুমি এইবারে নিহত হইলে এই বলিয়া এক সায়ক গ্রহণ করিলে মহাবীর কর্ণ উহা সত্বর ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহাকে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটি সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিয়া কর্ণপুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে মহাবীর মাদ্রীতনয় বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বর অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নয় শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে অসংখ্য শরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক সুষেণের সারথিকে আহত ও তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তিন ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ রোষভরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বিনাশ মানসে সায়ক নিকরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সুরাসুর সংগ্রামের ন্যায় ঘোরতর হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর সাত্যকি তিন শরে বৃষসেনের সারথিকে বিনাশ, এক ভল্লে শরাসন ছেদন, সাত শরে অশ্ব সংহার ও এক বাণে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া নিশিত তিন শরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমতঃ একবারে অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং সাত্যকিকে সংহার করিবার মানসে খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর দশ বরাহকর্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার খড়্গ চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে রথশূন্য, আয়ুধহীন নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত অবিলম্বে অন্য এক খানি রথ আনয়ন করাইলেন। মহারথ বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিকে পাঁচ, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ, শতানীককে সাত, শিখণ্ডীকে দশ, ধর্ম্মরাজকে এক শত ও অন্যান্য বীরগণকে বহুসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসনকে নয় শরে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্য সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূতপুত্রের সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, দ্রৌপদীতনয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, ধর্ম্মরাজ এক শত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত করিলেন। মহাবীর কর্ণও ঐ সমস্ত বীরের প্রত্যেককে দশ দশ শরে বিদ্ধ করত সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও হস্তলাঘব দর্শনে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি যে ক্রোধভরে কখন অস্ত্র গ্রহণ, কখন সন্ধান আর কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে সকলে কেবল তাঁহার বিপক্ষগণকে নিহত ও সমরাঙ্গনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় কর্ণের নিশিত শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অম্বরতল রক্তবর্ণ অভ্রখণ্ডে সমাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সূতপুত্র শরাসন হস্তে নৃত্য করতই যেন, শত্রুগণ তাঁহাকে যাবৎ সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়াছিল, তদপেক্ষা তিন গুণ শরে তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কর্ণের শরে অশ্ব রথ সমভিব্যাহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক চেদীদেশীয় ত্রিংশৎ রথীকে বিনাশ করিয়া নিশিত শরনিকরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবগণও দুর্নিবার কর্ণকে পরম যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনে নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ নির্ভীক চিত্তে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব সৈন্য ভেদ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শত্রুনিক্ষিপ্ত বিবিধ শরনিকর ছেদন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের মস্তক, বাহু ও উরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রের ভীষণ শরাঘাতে অরাতি পক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতকগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। ঐ সময়ে দ্রাবিড় ও নিষাদদেশীয় পদাতিগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্নবাহু, ছিন্ন উষ্ণীষ ও নিপাতাশ্ব করিয়া ছিন্নমূল শালবনের ন্যায় যুগপৎ ভূতলে নিপাতিত করিলেন। বীরগণ এইরূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের যশোঘোষণায় দশ দিক পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় কর্ণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া মন্ত্র ও ঔষধ যেমন ব্যাধিকে অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মন্ত্রৌষধ প্রমাথী উল্বণ ব্যাধির ন্যায় তাহাদিগকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির হিতাখী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবেত্তাগণ যেমন মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, তদ্রূপ তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষারুণিত লোচনে অদূরস্থিত অরাতিনিপাতন সূতপুত্রকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সতত বলবান্ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং দুর্য্যোধনের মতানুসারে নিয়ত আমাদিগকেও পীড়ন করিতেছ! একণে তোমার যত দূর বলবীর্য্য ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ কর। আমি আজি তোমার রণবাসনা নিঃশেষিত করিব। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রকে এই কথা বলিয়া স্বর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন কর্ণ হাস্য করত দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের শরে হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক

পূর্ব্বক হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার কলেবর কল্পান্ত কালীন বিশ্বদহন প্রবৃত্ত, জ্বালাসমাকীর্ণ সম্বর্ত্তাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই প্রদীপ্তায়ুধধারী সৈন্যগণ সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় অতি সত্বর স্বর্ণ-ভূষিত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পর্ব্বতবিদারণক্ষম সুশাণিত যমদণ্ড সদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রনিভ শর মহারথ সূতপুত্রের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া স্যন্দনোপরি শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব সৈন্যমধ্যেও মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষণ-পরাক্রম কর্ণ অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞালাভ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর নিশিত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চালবংশীয় চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার শশধর-পার্শ্ববর্ত্তী পুনর্ব্বসুর ন্যায় ধর্ম্ম-রাজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাবীর সূতপুত্র দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহাদিগকে নিহত করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিশিত শরনিকরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সুষেণের উপর তিন, সত্যসেনের উপর তিন, শল্যের উপর নবতি এবং সূতপুত্রের উপর পুনরায় ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষকগণকে তিন তিন বক্র বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে কার্ম্মুক বিকম্পিত করত এক ভল্লে ধর্ম্মরাজের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অমর্ষিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরের পরিরক্ষণার্থ সূতপুত্রের উপর শর পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীতনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপালপুত্র এবং কারূষ, মৎস্য, কেকয়, কাশী ও কোশল দেশোদ্ভব বীরগণ সত্বর বসুষেণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চালবংশো-দ্ভব জনমেজয় শরনিকর নিপাতে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বরাহকর্ণ নারাচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র ও চটকামুখ প্রভৃতি নানা প্রকার শর নিক্ষেপ করত সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব করিয়া শরবর্ষণে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন এবং শররূপ অগ্নিশিখা দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যরূপ বন দগ্ধ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মহাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া ধর্ম্মরাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষ মধ্যে নতপর্ব্ব নবতি বাণ সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার কনকমণ্ডিত কবচ ভেদ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই স্বর্ণ চিত্রিত কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ-সংশ্লিষ্ট চপলা বিরাজিত বাতাহত জলধরের ন্যায়, নিশাকালীন বিগতাভ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। ধর্ম্মতনয় এইরূপে বর্ম্মবিহীন ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ক্রোধভরে সূতপুত্রের প্রতি এক লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহা-বীর কর্ণ সাত শরে আকাশপথেই সেই প্রজ্বলিত শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলপূর্ব্বক সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করিয়া পরমাহ্লাদে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন সেই তোমরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির ক্ষরণ ও রোষাবিষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত এক ভল্লে ধর্ম্মতনয়ের ধ্বজ ছেদন ও তিন ভল্লে তাঁহার দেহ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহার তূণীর দ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন অসিতপুচ্ছ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কোনক্রমেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর রাধেয় বেগে গমন পূর্ব্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কূর্ম্ম ও শঙ্খ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডুর বর্ণ কর দ্বারা পাণ্ডুনন্দনের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করত স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। তৎকালে কুন্তীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণে সমুদ্যত দেখিয়া নিষেধ করত কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি এই প্রধানতম মহী-পতিকে গ্রহণ করিও না। উঁহাকে গ্রহণ করিলেই উনি তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করত কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম-গ্রহণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ! আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম অবগত নহ। তুমি নিয়ত বেদ পাঠ ও যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সংগ্রামেচ্ছা পরিত্যাগ কর, আর বীর পুরুষদিগের নিকটে গমন করিও না এবং তাহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না। মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রহস্ত পুরন্দরের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরনাথ যুধিষ্ঠিরও লজ্জিতভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চেদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাত্যকি, নকুল সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়-গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত দেখিয়া সকলেই তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৌরবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কার্ম্মুক নিস্বন, সিংহনাদ এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণের বিক্রম অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে স্বপক্ষীয় যোধগণকে বলিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সত্বর বিপক্ষদিগকে বিনাশ কর। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ ধর্ম্ম-রাজের আদেশানুসারে আপনার পুত্রগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্র সমূহের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ গাত্রোত্থান কর, প্রহার কর, অভিমুখীন হও, এইরূপ বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল জলদজালের ন্যায় শরজালে আচ্ছাদিত হইল। শরসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহার করত বিকলাঙ্গ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধ বিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। আরোহী সমবেত মাতঙ্গগণ প্রভৃতি বলশালী বজ্রভিন্ন শৈলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বর্ম্মধারী দিব্য ভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীরগণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ঐ সময় সমররসপরায়ণ বীরগণের বিশাল লোহিত নেত্রযুক্ত, পূর্ণেন্দু সদৃশ মুখপদ্মে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অপ্সরোগণ অভিমুখাগত সমরনিহত অসংখ্য বীরগণকে গীত বাদ্যাদিযুক্ত বিমানে আরোপিত করিয়া গমন করাতে ভূমণ্ডলের ন্যায় নভোমণ্ডলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বীরগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া স্বর্গবাস বাসনায় সত্বর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রথি-গণ রথীদিগের, পদাতিগণ পদাতিদিগের, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের এবং অশ্বগণ অশ্বদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপ সেই অসংখ্য গজবাজী ও মনুষ্যের ক্ষয়জনক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সেনাগণের পদাঘাতে সমুত্থিত ধূলিপটলে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন, তাহাকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ কেশাকেশি, দন্তাদন্তি, মুষ্টামুষ্টি, নখানখী ও বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের দেহবিনিঃসৃত শোণিতে সমরাঙ্গনে ভীরু-জন ভীষণ ঘোরতর নদী সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব, নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণ মধ্যে কেহ কেহ সেই নদীপারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং কেহ কেহ সন্তরণ করত সেই শোণিত মধ্যে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হওয়াতে বর্ম্ম, অস্ত্র ও বস্ত্রের সহিত রুধিরাক্ত হইয়া সেই শোণিতে স্নান, সেই শোণিত পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম্ম, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রায় সমুদায়ই লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। রুধিরের

যক্ষ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধময় শব্দে সৈন্যগণের মহাবিবাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সকল সেই নিহত প্রায় সৈন্যগণের প্রতি বারংবার ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া চর্ম্ম, কবচ ও আয়ুধ বিহীন হইয়া সিংহার্দ্দিত হস্তীযূথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া প্রযত্নসহকারে চীৎকার করত তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না। অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণও কৌরবগণকে দুর্য্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে আমাকে ভীমের রথসন্নিধানে উপনীত কর। তখন মদ্ররাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অবিলম্বে বৃকোদরের সমক্ষে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে সংহার করিবার অভিলাষে সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর দ্বয়! তোমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দুরাত্মা সূতপুত্র দুর্য্যোধনের প্রীতি পরিবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে উঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই উনি তৎকালে সেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব অদ্য আমাকে এককালে এই দুঃখের শেষ করিতে হইবে। অদ্য হয় আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয় সেই আমাকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরদ্বয়! আজি আমি ধর্ম্মরাজকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতেছি; তোমরা অনলস হইয়া সতত সাবধানে ইহাঁকে রক্ষা করিও। মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মদ্ররাজ ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! ঐ দেখ, ভীমসেন ক্রোধভরে তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। উনি অদ্য নিঃসন্দেহ তোমার উপর চির সঞ্চিত ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে উঁহার রূপ যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। মহাবীর অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও উঁহার ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ মহাবীর রোষাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তথায় আগমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র সমরলোলুপ ভীমকে সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি আমার সমক্ষে ভীমসেনের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা কহিলে, সমুদায়ই সত্য। ভীম মহাবীর, পরাক্রান্ত, ক্রোধনস্বভাব ও দেহ-রক্ষায় একান্ত নিরপেক্ষ। ঐ মহাবীর বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাসকালে দ্রৌপদীর হিতাভিলাষ পরবশ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে কীচককে সগণ সমভিব্যাহারে সংহার করিয়াছিল। অদ্য সে উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। হে শল্য! হয় অর্জ্জুন আমাকে সংহার করিবে, না হয় আমিই তাহাকে বিনাশ করিব। ইহা আমার চির প্রার্থনীয়। অদ্য কি ভীমের সহিত সমাগম লাভে আমার সেই মনোরথ সফল হইবে। ভীম নিহত বা বিরথ হইলে যদি ধনঞ্জয় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তাহা হইলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শীঘ্র অবধারণ কর।

মহারাজ শল্য সূতপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি এক্ষণে ভীমপরাক্রম ভীমের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হও। অগ্রে ভীমকে পরাজয় করিলে পশ্চাৎ অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি চিরকাল যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, অদ্য তাহা পূর্ণ হইবে। তখন সূতপুত্র পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! অদ্য হয় আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, না হয় অর্জ্জুন আমাকে বিনাশ করিবে। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যে স্থানে ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন। এইরূপে ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রামস্থলে তূর্য্যনিনাদ ও ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া সুনিশিত নারাচনিকরে নিতান্ত দুরাসদ কৌরব সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম নিতান্ত ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সূতপুত্রের সম্মুখীন হইলেন। সূতপুত্রও তাঁহাকে সমাগত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত সায়কে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সুনিশিত নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতপুত্র শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদরও সত্বর অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া রোদসী বিকম্পিত করত ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল কর্ণ অরণ্য মধ্যে মদোৎকট গর্ব্বিত কুঞ্জরকে যেমন উল্কা দ্বারা আহত করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি নারাচে ভীমসেনকে সমাহত করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের নারাচে ছিন্ন কলেবর হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সূতপুত্রের সংহার বাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া, তাঁহার প্রতি এক পর্ব্বতবিদারণক্ষম ভারসাধন সায়ক সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অশনিনিস্বন ভীষণবাণে সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহারথ সূতপুত্র সেই ভীম-নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। দুর্য্যোধন বারংবার আমাকে কহিয়াছিল যে, কর্ণ একাকী সংগ্রামে সমুদায় সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে। এক্ষণে সে বৃকোদর কর্ত্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অবলোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন সূতনন্দনকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহোদরদিগকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া যুদ্ধ বাসনার্ণবে নিমগ্ন রাধেয়কে রক্ষা কর। আপনার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া পতঙ্গগণ যেমন পাবকের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় সরোষ নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পাশ তূণীর, কবচধারী শ্রুতবান্, দুষ্কর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নন্দ, উপনন্দক, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, ধনুর্গ্রাহ, দুর্ম্মদ, জলসন্ধ, শল ও সহ, ইঁহারা অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করত তাঁহার উপর বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়া সত্বর তাঁহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া ভল্ল দ্বারা বিবিৎসুর কুণ্ডলমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ সম্বলিত পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ মহাবীর বিবিৎসুকে নিহত দেখিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অরাতিনিপাতন বৃকোদর অন্য দুই ভল্ল দ্বারা বিকট ও সম নামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। সেই দেবপুত্র সদৃশ বীর

বন বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন অন্য সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ক্রাথকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর পুনরায় নন্দ ও উপনন্দকে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে কালান্তক যমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ আপনার পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন। মদ্ররাজ কর্ণের আদেশানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মহাবেগে ধাবমান হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথসমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! আমি তৎকালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সংগ্রামে সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, অদ্য এই বীরদ্বয়ের কিরূপ সংগ্রাম হইবে। অনন্তর সমরনিপুণ ভীমসেন আপনার পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রজ্ঞ কর্ণও কোপাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব নয় ভল্ল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীম পরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শরে তাড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ সাত বাণে তাঁহাকে সমাহত করিলেন। কর্ণও ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত শরবর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল বৃকোদর কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ রাধেয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ ভীমের শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসন দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও বৃকোদরের প্রতি শিলানির্শিত দশ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিশিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের নিধন বাসনায় এক হেমদণ্ড বিভূষিত দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সূতনন্দনও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিষোপম শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শব্দায়মান মহাঘোর পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুনিসূদন কর্ণকে বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর পরস্পর বধৈষী সিংহ দ্বয়ের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ বৃকোদর কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম বিশিখ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে উহা সূতপুত্রের বর্ম্ম ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ ভীমের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একান্ত রোষপরবশ হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি নারাচে বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও ভল্ল দ্বারা সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলীলাক্রমে তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বৃকোদর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ভগ্ন স্যন্দন হইতে মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ গদা প্রহারে কৌরব সেনাগণকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং ঈষাদন্ত সপ্তশত মাতঙ্গগণকে সহসা বিদ্রাবিত করিয়া তাহাদের দন্ত বেষ্টন, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ড ও মর্ম্মে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারা ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে ভীত হইয়া প্রথমতঃ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল, কিন্তু মহামাত্রগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক মেঘমণ্ডল যেমন দিবাকরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা অচল সংচূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদাঘাতে সেই সপ্ত শত মাতঙ্গ নিহত করিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার শকুনির মহাবল পরাক্রান্ত দ্বিপঞ্চাশৎ হস্তী বিপোথিত করিয়া কৌরব পক্ষীয় একশত রথ ও শত শত পদাতিকে সংহার পূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ এইরূপে মহাত্মা ভীমসেনের প্রতাপে ও সূর্য্যের প্রতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত ও অনলাপিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন অন্যান্য চর্ম্মবর্ম্মধারী পঞ্চ শত রথী শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদরও অসুর বিনাশন বিষ্ণুর ন্যায় গদাঘাতে সেই ধ্বজপতাকায়ুধ সমন্বিত বীরগণকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ত্রিসহস্র অশ্বারোহী শকুনির আদেশানুসারে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অরাতিনিপাতন ভীমসেনও মহাবেগে তাহাদের অভিমুখীন হইয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ পূর্ব্বক গদা প্রহারে তাহাদিগকে বিমথিত করিলেন। তখন প্রস্তর নিপীড়িত গজযূথের ন্যায় তাহাদিগের সুমহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কোপাবিষ্ট পাণ্ডব এইরূপে সুবলপুত্রের ত্রিসহস্র অশ্বারোহী বিনষ্ট করিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ অরাতিঘাতন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির কর্ণের রথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রও শরনিকরে ধর্ম্মরাজের প্রতি অবক্র শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক রোদসী সমাবৃত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পবননন্দন ভীমসেন কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে সূতপুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শত্রুকর্ষণ কর্ণও তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাণিত শরজালে ভীমসেনকে সমাবৃত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ভীমের পার্ষ্ণি গ্রহণ নিমিত্ত তাঁহার রথসমীপস্থ কর্ণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কর্ণ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ বীর দ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ভীষণ শরনিকর সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর আকাশমণ্ডলের মধ্যগত হইলেও তাঁহার প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপকে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত দেখিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাত্যা সমুদ্ধূত সাগরের ন্যায় তাহাদিগের তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণ পূর্ব্বক আহ্লাদিতচিত্তে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মধ্যাহ্ন সময়ে উভয় পক্ষে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর হয় নাই। বেগবান্ জলরাশি যেমন সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণ পাণ্ডব সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সেনানী দ্বয় একত্র সমবেত হইলে তাহাদের পরস্পর বিক্ষিপ্ত শরজালের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর যশোলোলুপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্তে বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির পিতৃগত, মাতৃগত, কর্ম্মগত বা স্বভাবগত যে কিছু দোষ ছিল, প্রতিপক্ষেরা তাহাকে তৎ সমুদায় শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আমি ঐ সময়ে সমরাঙ্গনে বীরগণকে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে হতজীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম এবং সেই অমিততেজা ক্রোধান্বিত বীরগণের শরীর সন্দর্শন পূর্ব্বক ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি আজি কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে। অনন্তর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবগণ নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সেই পরস্পর জয়াভিলাষী কৃতবৈর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পরস্পর বিক্ষিপ্ত গদা, পরিঘ, কুণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভূশুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্র সকল পতঙ্গকুলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল।

অশ্বদিগকে, রথিগণ রথীদিগকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিদিগকে, রথিগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং দ্রুতগামী কুঞ্জরগণ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়কে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ চীৎকার করত পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সংগ্রামস্থল পশুবিনাশ স্থলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ রুধিরাক্ত হইলে বসুন্ধরা কুসুম্ভরাগ-রঞ্জিত বসনধারিণী যুবতী কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন উহা স্বর্ণময় বা বর্ষাকালীন ইন্দ্রগোপ সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীরগণের মস্তক, বাহু, ঊরু, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং দেহ সমুদায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ পরস্পর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারাস্রাবী গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ তোমর সমুদায়ের উপর শুণ্ড নিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমর সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী নারাচাস্ত্রে ছিন্ন বর্ম্ম হইয়া হিমাগমে মেঘনির্ম্মুক্ত মহীধরের ন্যায় এবং স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে বিচিত্র হইয়া উল্কাপ্রদীপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া পক্ষযুক্ত অচলের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, কোন কোনটা শল্য দ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা হস্ত ও কুম্ভ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে লাগিল। স্বর্ণভূষণ বিভূষিত অশ্বগণও শরনিকরে পীড়িত হইয়া অবসন্ন, ম্লান ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কতকগুলি অশ্ব, শর ও তোমরের আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিতে লাগিল। মানবগণ ভূতলে নিপতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান অরাতিগণকে অবলোকন করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিখ্যাত নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের স্বর্ণভূষণালঙ্কৃত ছিন্ন বাহু সমুদায় কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বিচেষ্টিত কখন পতিত কখন উত্থিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পঞ্চাস্য পন্নগের ন্যায় বেগে বিলুণ্ঠিত হইল। সেই চন্দনদিগ্ধ ভুজঙ্গাকার ভুজ সমুদায় রুধিরাক্ত হওয়াতে স্বর্ণধ্বজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে চারি দিকে সেই ঘোরতর সঙ্কুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ পরস্পর পরিজ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমুত্থিত ধূলিপটল ও শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে কাহারও আর আত্মপর বিবেচনা রহিল না। সেই ঘোরতর ভীষণ সংগ্রাম সময়ে বারংবার সুদীর্ঘ শোণিতনদী সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তক সকল উহাদের পাষাণ, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, অস্থি মীন শর শরাসন ও গদা সকল ভেলা এবং মাংস উহার পঙ্ক স্বরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীরু জন বিত্রাসক ও শূরজন হর্ষবর্দ্ধক ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় ক্রব্যাদগণ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থল যমালয়ের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। ভূতগণ মাংস, শোণিত ও বসা পানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক গৃধ্র ও বক সমুদায় মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংস ভক্ষণে মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। শূরগণ সেই ভীষণ সময়েও যোদ্ধার সমুচিত ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দুষ্পরিহার্য্য ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তি সমাকুল ক্রব্যাদগণ সঙ্কীর্ণ সমরাঙ্গনে স্বীয় স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য যোধ চতুর্দ্দিক্ হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্র নাম ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি তোমর ও পট্টিশ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৌরব সেনা সকল সমুদ্রমগ্ন ভগ্ন তরীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সেই ক্ষত্রিয়গণ ক্ষয়কারক ভীষণ যুদ্ধ সময়ে যে স্থানে মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তক, কোশল ও নারায়ণী সেনা সমুদায়কে বিনাশ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশপ্তকগণ রোষাবিষ্ট ও জয়াভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় অনায়াসে সেই শরধারা নিবারণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপাতিত করত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলানিশিত কঙ্কপত্র ভূষিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করত উত্তম আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। তখন মহারথ সুশর্ম্মা ও সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দ্দনের দক্ষিণ ভুজে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত বানরবর সুশর্ম্মার শরে আহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাগর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই বানরের ভীষণ রব শ্রবণে ভয়বিহ্বলিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিবিধ পুষ্প সমাকীর্ণ চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলদাবলি যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করত তাঁহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা রোষাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনঞ্জয়ের অশ্ব, রথচক্র, রথেষা ও রথ আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ঐ সময় অনেকে কেশবের ভুজদ্বয় এবং কেহ কেহ মহা আহ্লাদে রথস্থিত অর্জ্জুনকে ধারণ করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ মহাবেগে বাহু বিকম্পিত করিয়া, দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তীপকদিগকে অধঃপাতিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক আপনাকে পরিবৃত, রথ নিগৃহীত ও কেশবকে উপদ্রুত অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার রথে সমারূঢ় বহুসংখ্য পদাতিকে অধঃপাতিত ও সমীপবর্ত্তী যোধগণকে আসন্ন যুদ্ধোপযোগী শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করত কৃষ্ণকে কহিলেন, হে যদুপুঙ্গব! ঐ দেখ, ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত অসংখ্য সংশপ্তক বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে আমা ভিন্ন এরূপ ঘোরতর রথবন্ধ সহ্য করা আর কাহারই সাধ্য নহে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কেশবও রোদসী পরিপূরিত করিয়া পাঞ্চজন্য নিস্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বারংবার নাগাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণের গতিরোধ করিলেন। তাহারাও অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন পূর্ব্বে তারকাসুর বিনাশ সময়ে পুরন্দর যেমন দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়ের নাগাস্ত্রপ্রভাবে নিশ্চেষ্ট হওয়াতে কিছুই করিতে পারিল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অনায়াসে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ফলত তিনি ঐ সময় যাহাদিগের উদ্দেশে নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সর্প সমুদায়ে পরিবেষ্টিত হইল।

অনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা সেই সৈন্য সমুদায়কে নিগৃহীত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গরুড়াস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে অসংখ্য সুপর্ণ সমুৎপন্ন হইয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হতাবশিষ্ট সর্প সমুদায় গরুড় দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সৈন্যগণ মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় সেই নাগাস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথোপরি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই মহাস্ত্র বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া যোধগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ এক আনতপর্ব্ব শরে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ অর্জ্জুন নিহত হইয়াছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও ভেরী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদিত্রের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া সত্বর ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে সহস্র সহস্র শর সমুৎপন্ন হইয়া

চতুর্দ্দিকে আপনার সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও অন্যান্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সংসপ্তক ও গোপালগণ নিতান্ত ভীত হইয়া কেহই ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন শূরগণ সমক্ষেই সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরগণ অস্পন্দ হইয়া তাহাদিগের মৃত্যু অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডুতনয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র কুঞ্জরকে নিহত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংসপ্তকগণ হয় প্রাণত্যাগ না হয় শাশ্বত জয় লাভ করিব এই স্থির করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনের সহিত তাহাদের পুনরায় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলূক, সৌবল ও ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রমধ্যস্থ ভগ্ন নৌকার ন্যায় স্বপক্ষীয় সেনাগণকে পাণ্ডবের ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভীরু জনের ভয়জনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কৃপনির্ম্মুক্ত শর নি[illegible] ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোষাবিষ্ট [illegible] ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাস্ত্রবিদ্ কৃপাচার্য্যও সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া সরোষ নয়নে শিখণ্ডীকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া অজিহ্মগামী সাত বাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃপ শিখণ্ডীর শরে বিদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ শিখণ্ডী সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া সত্বর কৃপাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্যও নতপর্ব্ব শরনিকরে সহসা সমাগত শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া উপস্থিত জনগণকে চমৎকৃত করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আমরা শিখণ্ডীকে নিশ্চেষ্ট হইয়া সমরে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উহা শিলাপ্লবনের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীকে কৃপের শরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অবিলম্বে গৌতমনন্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সপুত্র ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ত্বরান্বিত মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ করত আক্রমণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেন এবং করূষ, কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার প্রতি সত্বর শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী বারংবার তলবারণ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অনতি বিলম্বে শরনিকর দ্বারা দ্রুপদপুত্রের শতচন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর শিখণ্ডী এইরূপে চর্ম্ম বিহীন হইয়া করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক মৃত্যুর করীভূত আতুরের ন্যায় কৃপের সম্মুখীন হইলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত চিত্রকেতুসুত সুকেতু শিখণ্ডীকে কৃপের শরে পরিবৃত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া সত্বর বিবিধ শরনিকরে কৃপাচার্য্যকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার রথাভিমুখে আগমন করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী দ্বিজবর কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর সুকেতু প্রথমতঃ নয়, তৎপরে সপ্ততি ও পুনরায় তিনবাণে কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক এক বাণে সারথির মর্ম্মভেদ করিলেন। কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিংশৎ শরে সুকেতুর সমুদায় মর্ম্ম আহত করিলেন। মহাবীর সুকেতু কৃপাচার্য্যের শরাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিকম্পকালীন পাদপের ন্যায় রথোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য সেই অবসরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও শিরস্ত্রাণ সমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া শ্যেনাহৃত আমিষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে সুকেতুর কলেবরও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সুকেতু নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ কৃপকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে মহারথ কৃতবর্ম্মা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে থাক্ থাক্ বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমিষের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শ্যেন পক্ষিদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, বৃষ্ণিপ্রবর কৃতবর্ম্মা ও পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া হার্দ্দিক্যকে নিপীড়িত করত নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মাও দ্রুপদতনয়ের শরে নিপীড়িত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার শরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদজালে সমাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে কনকভূষিত বিশিখজালে সেই বাণ সকল দূরীকৃত করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সমরনিপুণ হার্দ্দিক্যও বহু সহস্র শরে সেই সহসা সমাগত দুরাসদ শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরজাল নিবারিত দেখিয়া কৃতবর্ম্মাকে নিবারণ পূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত অরাতিরে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণও সিংহনাদ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরনিকর বর্ষণ ও বিবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্য মন্ত্রপূত অস্ত্রজালে পরিবৃত করত নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আর কোন বস্তুই অনুভূত হইল না, সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইল। স্বর্ণজাল জড়িত শরনিকর গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরনিকরে পরিবৃত হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। তখন অন্তরীক্ষচারী কোন প্রাণী আর উড্ডীন হইতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। ঐ সময় সমরশ্লাঘী শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সৈনিকগণ দ্রোণপুত্রের হস্তলাঘব সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কোনক্রমেই পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারথ ভূপালগণও সেই প্রখর দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্রোণাত্মজকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীর তনয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে স্বীয় সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সপ্তবিংশতি শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণ খচিত সাত নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্ম্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, সুতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র তাঁহাদের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীর্ত্তিকে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতবর্ম্মাকে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্মপুত্রকে পাঁচ ও অন্যান্য বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়ন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শ্রুতকীর্ত্তি অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে প্রথমত তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় শর বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে ধর্ম্মরাজের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য শরাসন

গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্ততি শরে অশ্বত্থামার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ সত্বর শক্তি দ্বারা সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকির অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ বীরগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণতনয়ের উপর মহাবেগে অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামাও সেই মহাবেগে সমাগত শর সমুদায় হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎপরে হুতাশন যেমন তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনি শরানলে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিমি যেমন নদীমুখ ক্ষুভিত করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডব সৈন্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তত্রস্থ সকলেই দ্রোণপুত্রের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাত্মজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র! যদি তুমি যখন আমাকে সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশ মাত্র নাই। দেখ তপোনুষ্ঠান, দান ও অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের কার্য্য, আর ধনুর্দ্ধারণ করা ক্ষত্রিয়েরই কর্ত্তব্য; অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিতেছ, তখন তুমি নাম মাত্র ব্রাহ্মণ সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণাধম! অদ্য আমি তোমার সমক্ষেই কৌরবদিগকে পরাজয় করিব তুমি এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে হাস্যমুখে প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন পূর্ব্বক কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া প্রজা সংহারে প্রবৃত্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ দ্রোণপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সেই বৃহৎ বল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে কৌরব সৈন্য সংহারার্থ প্রস্থান করিলেন। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ চেদী ও কৈকেয় পরিবৃত ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকরে নিবারণ করিলেন। তৎপরে তিনি মহাবীর ভীমেরই সমক্ষে চেদী, কারুষ ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুষ্কবন প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া কৌরব সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সেই অনলসঙ্কাশ তিন মহারথ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে তাঁহার চারিটি অশ্বকে নিপীড়িত করিলেন এবং ক্ষুরধার ক্ষুর দ্বারা সহদেবের কাঞ্চন ধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সাত ও সহদেব পাঁচ শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া দুই ভল্লে শরাসন ও শর ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার তুল্য মহাবীর নকুল ও সহদেব অবিলম্বে ইন্দ্রচাপসদৃশ অন্য দুই কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক মহামেঘ যেমন পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত ও শরনিকর অনবরত নিপতিত হইতেছে, ইহাই লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি দিবাকরের করজালের ন্যায় শর-জালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রণস্থল শরময় ও নভস্থল শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলে নকুল ও সহদেবের রূপ কালান্তক যমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া যমজ নকুল ও সহদেবকে যমরাজের সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রম পূর্ব্বক দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধনস্বভাব দুর্য্যোধনও ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমত পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞ্চষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সশর শরাসন ও হস্তাবাপ ছেদন পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রোষকষায়িত লোচন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ববীর্য্য প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারসহনক্ষম অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের সংহার বাসনায় নিঃশ্বসৎ পন্নগের ন্যায় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলা নিশিত নারাচনিকর পরিত্যক্ত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের স্বর্ণ খচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্ম ও জর্জ্জরীকৃত কলেবর হইয়া বসন্তকালে কুসুমসমূহ সুশোভিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক সত্বর দশ সায়কে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচনিকর দ্রুপদতনয়ের আননে সংলগ্ন হইয়া প্রফুল্ল কমল মধ্যস্থ মধুলোলুপ ভ্রমরপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে অন্য এক ধনু ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং পাঁচ ভল্লে দুর্য্যোধনের অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিয়া এক ভল্লে শরাসন ছেদন পূর্ব্বক দশ ভল্লে তাঁহার সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা, ও ধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্থিবগণ দুর্য্যোধনের হেমাঙ্গদ সমলঙ্কৃত বিচিত্র মণিময় নাগধ্বজ খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় কুরুরাজের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্ন সমক্ষে অসম্ভ্রান্ত মনে দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

এ দিকে মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরাজয় করিয়া দুর্য্যোধনের হিতার্থে দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকিও কুঞ্জর যেমন প্রতিপক্ষ কুঞ্জরের জঘনদেশে দশনাঘাত করে তদ্রূপ সূতপুত্রের, পশ্চাদ্ভাগে শরনিকর নিক্ষেপ করতঃ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

অনন্তর মহারথ কর্ণ সত্বর পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে উভয় পক্ষে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালগণ, বিহঙ্গেরা যেরূপ আবাস বৃক্ষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কর্ণকে পরাজয় করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্ল, রোচমান ও সিংহসেন এই কয়েকটি পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদায় বীরেরা রথসমূহ দ্বারা মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। সূতপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সেই আট জন মহাবীরকে সুনিশিত আট শরে আহত করিয়া সমর-বিশারদ অন্যান্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্ম্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, চিত্র, হরি, সিংহকেতু, রোচমান ও শলভ এবং চেদী দেশীয় বহুসংখ্য মহারথকে বিনাশ করিলেন। ঐ বীরগণের বধসাধন সময়ে কর্ণের কলেবর রুধিরলিপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় করিনিকর কর্ণশরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া রণস্থল একান্ত আকুলিত করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্র-বিদলিত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহে সূতপুত্রের গমন-পথ সমাকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ তৎকালে যেরূপ কার্য্য করিলেন, আপনার

পূর্ব্বে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কোন যোদ্ধাই রণস্থলে সেরূপ অদ্ভুত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করিলেন এবং সিংহ যেমন মৃগযূথ মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ তিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে নিঃশঙ্ক চিত্তে সঞ্চরণ করত তাহাদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ সিংহের মুখকুহরে প্রবিষ্ট মৃগগণের ন্যায় সূতপুত্রের সমক্ষে সমাগত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যগণ যেমন অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয়গণ কর্ণের রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে চেদী, কৈকয় ও পাঞ্চালগণ মধ্যে অনেকেই কর্ণের শর-সমাহত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক নিহত হইল। তৎকালে মহাবীর কর্ণের পরাক্রম দর্শনে আমার বোধ হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণ মধ্যে কোন বীরই জীবিতাবস্থায় কর্ণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণশরে পাঞ্চালগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও প্রভদ্রকগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য বীর অগ্রসর হইয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র গরুড় যেমন পন্নগগণকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ একাকী সেই সমস্ত চেদী, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাঁহাদিগের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দিবাকর যেমন অন্ধকার নিরাস করেন, তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্র একাকীই অনাকুলিত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরনিকরবর্ষী বীরদিগকে পরাভূত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে যমদণ্ড সদৃশ শরজাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী বাহ্লীক, কৈকয়, মৎস্য, বাসাতি, মদ্র ও সৈন্ধবদিগের সহিত ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অলৌকিক শোভা ধারণ করিলেন। করিনিকর তাঁহার নারাচ মর্ম্মদেশে আহত ও পীড়িত হইয়া মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করত আরোহীর সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহীবিহীন অশ্বসমুদায় ও পদাতিগণ ভীমশরে নির্ভিন্নকলেবর হইয়া অনবরত রুধিরবমন-পূর্ব্বক সমরশয্যায় শয়ন করিল। অসংখ্য রথী ভীমভয়ে নিতান্ত ভীত ও পরিত্যক্তায়ুধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রণস্থল রথারোহী সারথি, পদাতি, অশ্ব গজ ও ভীমের সায়ক সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীমভয়ে ভীত, প্রভাহীন, উৎসাহশূন্য ও দীনভাবাপন্ন স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থান করত শরৎকালীন নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হইল। এই অবসরে মহাবীর সূতপুত্র পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ও ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর অদ্ভুত সংগ্রাম সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন বহু সংখ্যক সংসপ্তককে নিহত করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এক্ষণে এই বল সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংসপ্তকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সিংহশব্দার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় অনুগামীদিগের সহিত পলায়ন করিতেছে। ঐ দিকে সৃঞ্জয় সৈন্যগণ কর্ণ-শরে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ কর্ণের হস্তিকক্ষ্যা ধ্বজ সৈন্যমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর মহা আহ্লাদে যুধিষ্ঠিরের বলমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অন্য কোন মহারথই উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমিও সূতপুত্রের বল পরাক্রম অবগত আছ। অতএব আমার মতে অন্যান্য বীরগণকে পরিত্যাগ করিয়া সূতপুত্র যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য বিদারিত করিতেছে, সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য। অথবা তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই অনুষ্ঠান কর।

মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে পাণ্ডব! অবিলম্বে কৌরবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ স্বর্ণভূষণালঙ্কৃত অশ্বগণ কেশব কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহাদের প্রবেশ কালে আপনার সৈন্যগণ চারি দিকে ধাবমান হইল। ধনঞ্জয়ের সেই কম্পিত পতাকা বিরাজিত মেঘ গম্ভীরগর্জ্জন বানরধ্বজ মহারথও বিমান যেমন স্বর্গে গমন করে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব সৈন্যমধ্যে গমন করিল। এইরূপে সেই সমরনিপুণ রোষারুণনেত্র মহাবীর কেশব ও অর্জ্জুন তলশব্দে সংক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ক্রোধান্বিত চিত্তে সেই বিপুল সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্গণ কর্ত্তৃক সমাহূত, যজ্ঞস্থলে সমাগত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন রথ ও অশ্বসমুদায়কে মর্দ্দিত করত পাশধারী অন্তকের ন্যায় বাহিনীমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্য মধ্যে ধনঞ্জয়কে বিক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিয়া পুনরায় সংসপ্তকগণকে অভিমুখীন হইতে আদেশ করিলেন। বীরগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্ব ও দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধকোবিদ পদাতি সমভিব্যাহারে একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় সংসপ্তকগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় উগ্রতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার মূর্ত্তি সকলেরই প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার সৌদামিনীসমপ্রভ স্বর্ণভূষিত অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুনন্দন চতুর্দ্দিকে সরলাগ্র স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন সমুদায় প্রদেশ সর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং গাণ্ডীব শব্দে সমুদ্র, পর্ব্বত, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ পাণ্ডুনন্দন দশ সহস্র নরপালকে নিপাতিত করিয়া সত্বর সংসপ্তক সৈন্যের প্রপক্ষে গমন করিলেন। সংসপ্তকদিগের প্রপক্ষ কাম্বোজগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তথায় সমুপস্থিত হইয়া পুরন্দর যেমন দানবদিগকে বিদলিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সৈন্যগণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্ল দ্বারা আততায়ী অরাতিগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাহুগণ অর্জ্জুনশরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিহীন ও আয়ুধশূন্য হইয়া বহু শাখা সঙ্কুল বাতাহত বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তীনন্দন দুই অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার পরিঘাকার ভুজদ্বয় ও ক্ষুর দ্বারা পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মস্তক ছেদন করিলেন। কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণানুজ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া শোণিতার্দ্রকলেবরে বজ্রবিদারিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, কাঞ্চনশৃঙ্গের ন্যায়, ভগ্ন সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় বাহন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে যোধগণের নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিতে লাগিল। অর্জ্জুনের এক এক বাণে কাম্বোজ, যবন ও শকদেশ সমুদ্ভূত অনেকানেক অশ্ব নিহত হইলে রুধিরাক্ত কলেবর হওয়াতে সমুদায়ই লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় অশ্ব সারথি বিহীন রথী, আরোহীশূন্য অশ্ব, মহামাত্রহীন হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাত্রগণ পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে ঘোরতর জনক্ষয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংসপ্তকগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ বিনষ্ট করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা স্বর্ণ ভূষিত কোদণ্ড বিধূনিত করত সূর্য্যের করজাল সদৃশ ঘোরতর শরজাল গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সত্বর অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই মহাবীরের অনবরত নিক্ষিপ্ত উগ্রতর শরনিকরে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা হৃষীকেশকে রথোপরি অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রথস্থিত কেশব ও ধনঞ্জয় উভয়েই সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ঐ সময় প্রবল প্রতাপ দ্রোণতনয় তীক্ষ্ণ শরনিকরে জগতের রক্ষক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিতেছে দেখিয়া কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ জগতের হিত চিন্তা করত চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! সেই যুদ্ধে অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার সেরূপ পরাক্রম নয়নগোচর হয় নাই।

ঐ সময় সিংহগর্জ্জনের ন্যায় দ্রোণপুত্রের অরাতিবিত্রাসক কার্ম্মুকশব্দ বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার শরাসনজ্যা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাদৃশ দৃঢ়হস্ত ও ক্ষিপ্রকারী হইয়াও তৎকালে অশ্বত্থামাকে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত মুগ্ধের ন্যায় আপনার পরাক্রম নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার মুখমণ্ডল ও কলেবর অতি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও আচার্য্যপুত্রের এইরূপ ভীষণ সংগ্রামে অশ্বত্থামা অধিকবল ও ধনঞ্জয় ন্যূনবল হইলে মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে দগ্ধ করতই যেন বারংবার অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রণয় বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আজি দ্রোণপুত্র তোমাকে অতিক্রম করাতে আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আজি কি তোমার বলবীর্য্য অবসন্ন হইয়াছে? তোমার হস্তে বা রথে কি গাণ্ডীব শরাসন বিদ্যমান নাই? তোমার মুষ্টি ও বাহুদ্বয়ে কি কোন আঘাত লাগিয়াছে? আজি কি নিমিত্ত দ্রোণতনয়কে উদ্ধত দেখিতেছি? হে ধনঞ্জয়! গুরুপুত্র বোধে উঁহাকে উপেক্ষা করিও না। ইহা উপেক্ষার সময় নহে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর দ্রোণতনয়ের ধনু, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি, গদা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বর তাঁহার জত্রুদেশে দৃঢ়রূপে বৎসদন্ত শরনিকর প্রহার করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ অবলোকন করিয়া পরিত্রাণার্থ রথ লইয়া অপসৃত হইল। ঐ অবসরে শত্রুতাপন ধনঞ্জয় মহাবীর দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার অসংখ্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে এইরূপ কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ক্ষণকাল মধ্যে মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে, বৃকোদর কৌরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিলেন। এইরূপে বীরজনক্ষয়কারক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির সমরবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া সমরস্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে গমনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূতপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে কর্ণ! আত্মসদৃশ বলবিক্রমশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দিগের প্রার্থনীয়; এক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সমর ক্ষত্রিয়দিগের সুখজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উঁহাদিগের স্বর্গদ্বার স্বেচ্ছাক্রমে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে শূরগণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিয়া বিশাল পৃথিবী প্রাপ্ত হউন অথবা অরাতিহস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করুন।

হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদ্য নিস্বন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করত কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! আমার পিতা সমুদায় সৈন্যগণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি সেই ক্রোধে ও মিত্রের হিতসাধনার্থ তোমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না। অদ্য কি অর্জ্জুন, কি ভীমসেন, যে ব্যক্তি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবে আমি শরনিকরে তাহাকেই নিহত করিব।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সমুদায় কৌরবসেনা মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ও পাণ্ডবগণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় রথীদিগের মহাপ্রলয়কল্প অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই নরবীরগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। অপ্সরোগণ আহ্লাদিত চিত্তে বিবিধ দিব্য মাল্য গন্ধ ও রত্ন দ্বারা স্বকর্ম্মনিরত নরবীরগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবহ সেই সুগন্ধ লইয়া সমস্ত যোধগণকে আমোদিত করিতে লাগিল। যোধগণ সুগন্ধি সমীরণ সংস্পর্শে সমাহ্লাদিত হইয়া পরস্পর আঘাত করত ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমণ্ডল, দিব্য মাল্য স্বর্ণপুঙ্খ বিচিত্র নিশিত শরনিকর ও যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া তারকাচ্ছন্ন বিচিত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন দেবগন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্তরীক্ষচারিগণ সাধুবাদ দ্বারা সেই জ্যানির্ঘোষ, নেমিনিস্বন ও সিংহনাদ সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলকে অধিকতর সমাকুল করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন, কর্ণ ও ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইলে মহীপালগণের এইরূপ মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডবসেনা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ ও আমাদের পক্ষীয় মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার রথধ্বজ আমার নেত্রগোচর হইতেছে না। দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষতঃ এক্ষণে কৌরব পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে না; অতএব তুমি এই সময় আমার প্রিয় সাধনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে যাত্রা কর। আমি ধর্ম্মরাজকে কুশলী দেখিয়া পুনরায় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। বাসুদেব ধনঞ্জয় বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ সমীপে রথ চালন করিলেন।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহারথ সৃঞ্জয়গণ প্রাণপণে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সেই সংগ্রাম ভূমিতে অসংখ্য বীরকে নিহত অবলোকন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের দুর্নীতি নিবন্ধন পৃথিবীস্থ অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। হতজীবিত বীরগণের স্বর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তূণীর, স্বর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত হেমখচিত খড়্গ, হেমভূষিত চর্ম্ম, স্বর্ণ বিকৃত প্রাস, কবচ, ভূষণ, শক্তি, স্বর্ণপট্টে বদ্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ, কনকদণ্ডযুক্ত পরশু, লৌহময় কুন্ত, ভীষণ মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ এবং চক্র ও তোমর ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ সহস্র সহস্র যোধ গদা প্রহারে চূর্ণিত কলেবর, মুষলাঘাতে ভিন্ন মস্তক এবং হস্তী অশ্ব ও রথ দ্বারা মথিত হইয়াছেন। রণভূমি বিবিধ শর, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগণের খুরের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের শরীর এবং বীরগণের হেমভূষিত কেয়ূরান্বিত সতলত্র-চন্দন চর্চ্চিত ছিন্ন বাহু, অঙ্গুলিত্র সম্বলিত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিশুণ্ডোপম ঊরু ও চূড়ামণি বিভূষিত কুণ্ডলান্বিত মস্তকসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন। ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ শোণিত দিগ্ধ কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হওয়াতে সমরভূমি শান্তজ্বাল হুতাশনে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, কিঙ্কিণীজালজড়িত বহুধা ভগ্ন অসংখ্য রথ, শরাহত বিনির্গতান্ত্র অশ্ব, অনুকর্ষ তূণীর, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, রথিগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুবর্ণ চামর, পর্ব্বতাকার নিষ্কাশিতজিহ্ব মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা শোভিত নিহত অশ্ব, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রকম্বল, স্বর্ণমণ্ডিত রথাঙ্কুশ, পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাঘাতে বহুধা ভগ্নঘণ্টা; বৈদূর্য্যদণ্ড, অশ্বারোহিগণের ভুজাগ্রবদ্ধ স্বর্ণ বিকৃত কশা, বিচিত্র মণিখচিত স্বর্ণ সমলঙ্কৃত রঙ্কুচর্ম্ম নির্ম্মিত অশ্বাস্তরণ, নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চনমালা, ও ব্যজন সকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চন্দ্রনক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল চারু কুণ্ডলমণ্ডিত শ্মশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দৃঢ়তর সমাহত ও নিপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতেছে এবং উঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করত উঁহাদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ক্রোধপরতন্ত্র বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ জীবিত-

বীর যোধগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া, অন্যান্য বীরগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছে। সমর-সমাহত শয়ান জ্ঞাতিগণ জলপ্রার্থনা করাতে অনেকে সলিলানয়নার্থ সত্বর গমন করিতেছে। অনেকে বান্ধবদিগের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীৎকার করত ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ জল পান করিয়া ও কেহ কেহ জলপান করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয় বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য যোধগণ অধরোষ্ঠ দংশন ও ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতেছে। হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিতে কহিতে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও ধর্ম্মরাজের দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণকে বারংবার ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পাণ্ডব! ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় পার্থিবগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইতেছে। রণস্থলে কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন সমরে ধাবমান হইতেছে। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাহার অনুগমন করিতেছে। পাণ্ডব সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাবীর কর্ণ পলায়নপরায়ণ কৌরবসৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। দেখ, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে এবং সৃঞ্জয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে অর্জ্জুনকে সমুদায় সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় লোকগণ প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে রাজন্! কেবল আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে উভয় পক্ষের এইরূপ ক্ষয় উপস্থিত হইল।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব ও সূতপুত্রপ্রমুখ কৌরবগণ নির্ভয়ে পুনরায় সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কর্ণের যমরাজ্য বর্দ্ধন অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই তুমুল যুদ্ধে শোণিতস্রোত প্রবাহিত ও সংসপ্তকগণ অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ অন্যান্য ভূপালগণ সমভিব্যাহারে সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই সমস্ত বিজয়াভিলাষী প্রহৃষ্টচিত্ত বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া পর্ব্বত যেমন জলপ্রবাহকে অবরোধ করে, তদ্রূপ একাকীই তাহাদিগের গতি রোধ করিলেন। তখন জলস্রোত যেমন অচলে সংলগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই মহারথগণ সূতপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা কর্ণকে প্রহার করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণও বিজয় নামক উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক বিস্ফারিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের আশীবিষোপম শর ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নয় শরে তাঁহাকে তাড়িত করিলেন। সূতপুত্রনির্ম্মুক্ত শরনিকর ধৃষ্টদ্যুম্নের স্বর্ণ মণ্ডিত বর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক শোণিত লিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারথ দ্রুপদতনয় সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক শরাসন ও শরনিকর গ্রহণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্রও আশীবিষ সদৃশ শরনিকর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদনন্দনের প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ শরনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত ঘোররূপ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণ করত সাত নারাচে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও হেমমণ্ডিত সুনিশিত শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করিলেও অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে সকলেরই কলেবর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

এই অবসরে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুদমন ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে ব্রহ্মঘাতক! তুই ক্ষণকাল এইস্থানে অবস্থান কর্, আজি জীবিতাবস্থায় কদাচ আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবি না। মহাবীর দ্রোণতনয় এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রযত্ন সহকারে ক্ষিপ্রহস্তে সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শন পূর্ব্বক উহাকে যেমন আপনার মৃত্যু স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামাকে স্বীয় মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যম সদৃশ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনাকে সংগ্রামে শস্ত্রের অবধ্য বিবেচনা করিয়া মহাবেগে অন্তকপ্রতিম অশ্বত্থামার অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ অশ্বত্থামাও ক্রোধভরে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর অশ্বত্থামা সন্নিহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাঞ্চালাপসদ! আজি আমি তোমাকে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি আমার পিতাকে সংহার করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছ, অদ্য সেই পাপ তোমাকে সাতিশয় সন্তপ্ত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া রণস্থলে অবস্থান কর, অথবা সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ না হও, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সংহার করিব। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! আমার যে অসিদণ্ড তোমার সমরাসক্ত পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খড়্গই তোমারও এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে; আমি যখন ব্রাহ্মণাধম দ্রোণকে বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমাকে নিহত না করিব? পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে সুনিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও যোধগণ সেই দ্রোণপুত্র নির্ম্মুক্ত শরনিকরপ্রভাবে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সূতপুত্রের সমক্ষে অশ্বত্থামাকে শরনিকরে তিরোহিত করিলেন। মহারথ কর্ণ মহাবীর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, যুধামন্যু ও সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শর দ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অবিলম্বে সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ ও অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা তৎক্ষণাৎ নিঃশেষ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের শক্তি, শরাসন, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার প্রভাবে ছিন্নকার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহারথ অশ্বত্থামা, দ্রুপদতনয় সেই ভূতল হইতে অবতীর্ণ না হইতে হইতেই ভল্ল দ্বারা তাঁহার অসিদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐ ঘটনা সকলেরই বিস্ময়কর হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদনন্দনের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, শরাসন ও খড়্গ ছিন্ন এবং শরনিকরে সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও অশ্বত্থামা কোন ক্রমেই সায়ক দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণপুত্র যখন দেখিলেন যে, অস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন তিনি কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভুজগগ্রহণলোলুপ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে দ্রুপদনন্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মোচন কর, নচেৎ অশ্বত্থামা অবশ্যই উহাকে সংহার করিবেন। মহাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে

লাগিলেন। চন্দ্রসন্নিভ অশ্বগণ গগনতল পান করতই যেন দ্রোণপুত্রের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামাকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সেই সমুদায় শর বল্মীকাভ্যন্তরে পন্নগের ন্যায় অশ্বত্থামার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণাত্মজ সেই অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া, ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রথে আরোহণ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে সায়ক সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব অরাতিতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া দ্রোণপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার অংসদেশে নিপতিত হইল। মহারথ দ্রোণনন্দন সেই শরাঘাতে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। তদর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে অপবাহিত করিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয় শরাসন আকর্ষণ ও ধনঞ্জয়কে বারংবার নিরীক্ষণ করত তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোহিত ও দ্রোণাত্মজকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বিবিধ বাদিত্র সমুদয় বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এক্ষণে তুমি সংসপ্তকগণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহাদিগকে বিনাশ করাই আমার প্রধান কার্য্য। তখন বাসুদেব সেই মনোমারুতগামী পতাকা পরিশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের রথ চালন করত তাঁহাকে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় দ্রুতবেগে উঁহার অনুগমন করিতেছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ অপরিমিত বলশালী পাঞ্চালগণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ ক্রোধভরে উঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কবচধারী রাজা দুর্য্যোধনও রথারোহণ পূর্ব্বক আশীবিষ সদৃশ যুদ্ধবিশারদ ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণও ধর্ম্মরাজের নিধন বাসনায় রত্ন গ্রহণে ধাবমান অর্থলোলুপের ন্যায় উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অনল ও পুরন্দর যেমন অমৃত হরণোদ্যত দৈত্যগণকে রোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমনোদ্যত কৌরব সৈন্যগণের গতি রোধ করিতেছেন, কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে উঁহারা শঙ্খ বাদন, শরাসন বিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত ঐ বীরদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সমুদ্র গমনোন্মুখ বর্ষাকালীন জলরাশির ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতেছে। এক্ষণে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের অধীন হওয়াতে উঁহাকে কালগ্রাসে পতিত ও হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ হইতেছে। একণে দুর্য্যোধনের যেরূপ কৌরব সৈন্য অবলোকন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্রও উঁহার নিকট হইতে মুক্তি পাইতে সমর্থ নহেন। হে পার্থ! ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তেজস্বী শরধারাবর্ষী ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর দুর্য্যোধনের শরবেগ সহ্য করা কাহার সাধ্য? মহাবীর দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ ইঁহাদিগের এক এক জনের বাণবেগে পর্ব্বতও বিদীর্ণ হইয়া যায়। হে ধনঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির অদ্য এক বার কর্ণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলত সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে পীড়ন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য মহারথেরাও তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে। উপবাসব্রতধারী ভরতসত্তম ধর্ম্মরাজ নিয়ত ক্ষমাগুণে ভূষিত; ক্ষত্রিয় জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন। উনি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে উঁহার জীবন নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! যখন অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন বারংবার কৌরবগণের সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ সহ্য করিতেছেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবশ্যই অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, পাশুপতাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রজালে বাণজালে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন ধর্ম্মরাজপ্রপীড়িত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলনিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার বাসনায় ধাবমান বলবান ব্যক্তিদিগের ন্যায় সত্বর ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে। তখন নিশ্চয়ই তিনি অরাতিশরে নিতান্ত ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়াছেন। উঁহার রথকেতু আর নয়নগোচর হয় না; উহা নিঃসন্দেহ কর্ণের শরে ছিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গ যেমন নলিনীবনকে বিদলিত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদিগণের সমক্ষেই পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করিতেছে, পাণ্ডুনন্দন। ঐ দেখ, তোমাদিগের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করত দশ দিকে পলায়ন করিতেছে এবং সূতপুত্রের বিজয়কক্ষা কেতু ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ শত শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাণ্ডবসেনাগণকে বিনাশ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। পাঞ্চালগণ কর্ণ শরে বিদ্রাবিত হইয়া পুরন্দর বিদলিত দৈত্যগণের ন্যায় চারি দিকে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে মহাবীর কর্ণ পাণ্ডু পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে ঐ বীর তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে। মহাবীর সূতনন্দন এক্ষণে কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত শত্রু জয়ে পরমাহ্লাদিত সুরগণ পরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, কৌরবগণ রাধেয়ের বিক্রম দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিত্রাসিত করিতেছে। মহাবীর কর্ণ আমাদিগের সৈন্যগণের মনে ভয়সঞ্চারিত করিয়া কৌরব সৈন্যদিগকে কহিতেছে, তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, যেন সৃঞ্জয়গণ জীবিত সত্ত্বে তোমাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে; আমরাও তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। হে পার্থ! সূতপুত্র এই বলিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্রোদয়ে উদয়াচল যেরূপ শোভিত হয়, আজি মহাবীর কর্ণ শত শলাকাযুক্ত শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা তদ্রূপ শোভমান হইয়াছে। ঐ বীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করত তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, এক্ষণে নিশ্চয়ই এই দিকে আগমন করিবে। হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ সূতপুত্র তোমার বানরধ্বজ অবলোকনে তোমার সহিত সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় রথসৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। এক্ষণে তুমি রাজ্য, যশ ও সুখ লাভার্থী হইয়া যত্নপূর্ব্বক উঁহাদিগের সহিত দুরাত্মা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। হে অর্জ্জুন! তুমি ও কর্ণ দেবদানবের ন্যায় অকাতরে সমরে প্রবৃত্ত হইলে ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমাদের দুই জনকে ক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সূতপুত্রের ক্রোধ অনুধাবন করিয়া এক্ষণকার সমুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহারথ কর্ণের প্রতি গমন কর। ঐ দেখ, পাঁচ শত মহাবল পরাক্রান্ত রথী, পাঁচ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব এবং অযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষা করত তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে। অতএব তুমি স্বয়ং মহাবেগে মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হও। ঐ দেখ, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। উহার রথকেতু ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে লক্ষিত হইতেছে।

হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমাকে এক মঙ্গল সংবাদ প্রদান করিতেছি। ঐ দেখ, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন। মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকি ও সৃঞ্জয়সৈন্য পরিবৃত হইয়া সৈন্যমুখে অবস্থিত

রহিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিত শর-নিকরে কৌরবগণকে বিনাশ করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ শর নিপীড়িত ও রুধিরোক্ষিত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে। শস্যহীন বসুন্ধরার ন্যায় উহাদের আকার এক্ষণে নিতান্ত বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র চিহ্নিত পতাকা ও ছত্র সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সুবর্ণ, রজত নির্ম্মিত, তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় চারিদিকে নিপতিত রহিয়াছে। রথিগণ পাঞ্চালদিগের বিবিধ বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালগণ কৌরব পক্ষীয় আরোহী বিহীন হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইতেছে, এবং ভীমসেনের সাহায্যে প্রাণপণে শত্রুবল বিমর্দ্দিত করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পাঞ্চালদিগের ক্ষমতা অবলোকন কর; ইহারা নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সেই অস্ত্র দ্বারাই উহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণের মস্তক ও বাহু সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। পাণ্ডব পক্ষীয় গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী বীরগণ সকলেই প্রশংসনীয়। হংসাবলী যেমন মানস সরোবর হইতে ভাগীরথীতে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ মহাবেগে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্য মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগকে নিবারণার্থে পরাক্রম প্রকাশ করে, তদ্রূপ কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ পাঞ্চালদিগের নিবারণের নিমিত্ত বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ ভীমাস্ত্রে মর্দ্দিত কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র সৈন্য নিহত করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণ পাঞ্চালদিগকে অভিভূত করাতে মহাবীর বৃকোদর নির্ভীকচিত্তে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরব সৈন্যগণের অধিকাংশই অবসন্ন হইয়াছে। রথিগণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, কতকগুলি হস্তী ভীমের নারাচে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বত-চূড়ার ন্যায় ভূতলে নিপতিত এবং কোন কোনটা সন্নত পর্ব্ব শরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত ধাবমান হইতেছে। ঐ মহাবীর ভীমসেন অরাতি পরাজয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন। ঐ দেখ, একজন গজারোহী গর্জ্জন করত দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় তোমর গ্রহণ করিয়া ভীমের বিনাশ বাসনায় আগমন করিয়াছিল; মহাবীর ভীমসেন সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ সুতীক্ষ্ণ দশ নারাচে উহার ভুজদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক উহাকে বিনাশ করিয়া শক্তি ও তোমর সমূহ দ্বারা মহামাত্র সমন্বিত নীলাম্বুদ সন্নিভ অন্যান্য হস্তিগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ দেখ, উনি নিশিত শরনিকরে একবারে সাত সাত মাতঙ্গ নিহত করত ধ্বজ পতাকা সকল ছিন্ন করিয়া দশ দশ বাণে এক এক হস্তী নিপাতিত করিতেছেন। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পুরন্দর সদৃশ মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরব সৈন্যের সিংহনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য ভীমসেনের সম্মুখে সমাগত হইয়াছিল, বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সকলকেই নিবারণ করিয়াছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের সেই সুদুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া নিশিত শরনিকরে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সংসপ্তকগণ অর্জ্জুনের শরে নিহন্যমান হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া শোকশূন্য হইল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে কৌরবগণের বলনিহত করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বারংবার নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও পলায়নপরায়ণ হইলে কৌরবগণ কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ। প্রতাপান্বিত সূতনন্দন মহাবাহু বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের শরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া যথোচিত যত্ন সহকারে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ স্ব স্ব শরাসন বিকম্পন ও বিশিখজাল বর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভদ্রকগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয় লাভার্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে কৌরব সেনাগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় মহারথগণও জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া সত্বর পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই অসংখ্য গজসমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বল অদ্ভুতরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী কর্ণের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপরিবৃত দুঃশাসনের, নকুল বৃষসেনের, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের, সহদেব উলূকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ দ্রোণপুত্র অর্জ্জুনের, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর, [illegible] উত্তমৌজার এবং দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন একাকী অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্মহন্তা মহাবীর শিখণ্ডী সমরচারী নির্ভয়চিত্ত কর্ণকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র শিখণ্ডীর শরে সমাহত ও ক্রোধে স্ফুরিতাধর হইয়া তিন বাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ ললাটদেশে ধারণপূর্ব্বক ত্রিশৃঙ্গ রজত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে নিশিত নবতি শরে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে, মহারথ সূতপুত্র তাঁহার অশ্ব বিনাশ ও তিন বাণে সারথিকে সংহারপূর্ব্বক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ শরনিকরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া নিশিত নয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার শরপতনপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ বলবান্ বায়ু যেমন তূলরাশি [illegible] করে, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিন বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, দুঃশাসন স্বর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। দুঃশাসন সেই ভীষণ শর মহাবেগে সমাগত হইতেছে দেখিয়া তিন বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কনকভূষণ সপ্তদশ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন হাস্যমুখে সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন যাবতীয় বীরপুরুষ এবং অপ্সরা ও সিদ্ধগণ আপনার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই রূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহসংরুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় দুঃশাসনকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতিকে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদায়ে সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অবরোধ করিলেন। তখন উভয়পক্ষে সর্ব্বজন ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

এদিকে বৃষসেন পিতৃসমীপে অবস্থানপূর্ব্বক নকুলকে প্রথমতঃ লৌহ-নির্ম্মিত পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও হাস্যমুখে সুতীক্ষ্ণ নারাচে বৃষসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শত্রুনিসূদন বৃষসেন এইরূপে নকুলশরে সমাহত হইয়া তাঁহাকে বিংশতি বাণে পীড়িত করিলে মাদ্রীতনয়ও তাঁহাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অন্যান্য সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করত বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ণের চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রতাপশালী সহদেব রোষাবিষ্ট উলূককে নিবারণ করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তখন উলূক অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি নিশিত বিংশতি শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে ভল্ল দ্বারা তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির কবচ বিদারণ পূর্ব্বক তাহার সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুধান তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত ও শরনিকরে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক মহাত্মা উলূকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকির সমীপ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সাত্যকি মহাবেগে কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈনিকগণ যুযুধানশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমরপরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়িত ও নির্জ্জীবের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সমরে ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর ক্রোধাম্বিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে, তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিকে ধ্বংস করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণ পরম পরিতুষ্ট হইল। কুরুরাজও ভীত হইয়া ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনের বিনাশ কামনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। এদিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপকে বিদ্ধ করত তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, ছত্র ও সারথিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহারথ যুধামন্যু তদ্দর্শনে ভীত হইয়া স্বয়ং রথ চালন পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর উত্তমৌজা জলধর যেমন জলধারায় ভূধরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম কৃতবর্ম্মাকে সহসা শরনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের অতি ভীষণ অপূর্ব্ব তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তদনন্তর কৃতবর্ম্মা সহসা উত্তমৌজার হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। সারথি তদ্দর্শনে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর সমুদায় কৌরবসৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। দুঃশাসন ও শকুনি গজসৈন্য দ্বারা বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রক অস্ত্র দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন শরনিকরে রোষাম্বিত দুর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়া মহাবেগে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং গজারোহীদিগকে সহসা সমাগত সন্দর্শনে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্য অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই করিসেনাগণকে নিপীড়িত করিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল শলভসমূহে [illegible] পাবকের ন্যায় ভীমশরে পরিবৃত হইল। অনিল যেরূপ জলদজাল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন একত্র সমাবেত সমস্ত মত্তমাতঙ্গযূথ বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ জালজড়িত মণিমালা সৌদামিনী সংযুক্ত মেঘ সদৃশ মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন নিপীড়িত হস্তী [illegible] নিপতিত হওয়াতে পৃথিবীমণ্ডল শিলীন্ধ্র [illegible] পর্ব্বতে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রত্ন খচিত গজারোহিগণ [illegible] নিপতিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ক্ষীণপুণ্য গ্রহ সমুদায় ভূতলে বিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এইরূপে মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরনিকরে গণ্ড, শুণ্ড ও কুম্ভ সকল বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ ভয়ার্ত্ত হইয়া রুধির বমন পূর্ব্বক পলায়ন করত ধাতুধারায় ধরাধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ভীমসেন ভীষণ ভুজগ সদৃশ অগুরু চন্দনাক্ত ভুজদ্বয় দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং মাতঙ্গগণ তাঁহার অশনি নিস্বন সদৃশ জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে মল মূত্র পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন একাকী সেই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতনিহন্তা রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত নারায়ণ সঞ্চালিত রথে অবস্থান পূর্ব্বক সমীরণ যেমন মহাসাগরকে ক্ষুভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অশ্ব বহুল কৌরব সৈন্যগণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় অনবহিত দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্যগণের অর্দ্ধাংশ লইয়া সমাগত ধর্ম্মরাজের সমীপে সহসা গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করত ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দুর্য্যোধনের প্রতি ত্রিংশৎ ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষগণের দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার অভিলাষে অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমও কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া শত্রুবর্গ পরিবৃত ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই সর্ব্বাস্ত্রপারগ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও অনবরত শরজাল বিসর্জ্জন ও তোমর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সত্বর তথায় আগমন করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক বিংশতি শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সহদেব নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া প্রভিন্নগণ্ড অচলসন্নিভ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই অসংখ্য সৈন্য সূতপুত্রের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় সূতপুত্রের পূর্ব্ব নিক্ষিপ্ত শরের পুঙ্খ, পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত শরের ফল দ্বারা আহত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শরনিকর সঙ্ঘর্ষণে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল এবং দশ দিক্ সঞ্চালিত শলভ সমূহের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবীর সূতপুত্র রক্তচন্দন চর্চ্চিত মণি হেম সমলঙ্কৃত বাহুযুগল নিক্ষেপ করত মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সূতপুত্র সায়ক সমূহে সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ রোষপরবশ হইয়া কর্ণের প্রতি সুশাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর রণস্থল শরান্ধকারে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধর্ম্মরাজ নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র সমলঙ্কৃত শর, ভল্ল এবং বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুষল দ্বারা সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; ফলতঃ তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে স্থানে ক্রূর দৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র ক্রোধ [illegible] [illegible] নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র, বৎসদন্ত প্রভৃতি সায়ক সমুদায় বর্ষণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠিরও [illegible] প্রতি স্বর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে নিশিত তিন ভল্লে যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত ভল্লের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথে উপবেশন পূর্ব্বক সারথিকে অবিলম্বে রথ অপসারিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ [illegible] সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ কর বলিয়া বারংবার চীৎকার করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সময়ে সাত শত কৈকেয় পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই লোকক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও দুর্য্যোধন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় কর্ণ সমরাগ্রবর্ত্তী মহারথ কেকয়গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার নিবারণে যত্নবান্ হইলে তাঁহাদের পঞ্চদশ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। যোধগণ কর্ণের শরনিকরে পীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ বোধ করত আত্মরক্ষার্থে ভীমসেনের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র একাকী শরনিকরে সেই বিপুল রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিতেছিলেন, সূতপুত্র দুর্য্যোধনের হিতকামনায় সুতীক্ষ্ণ তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথির ও চারি বাণে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক শত্রুতাপন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া যথোচিত যত্ন সহকারে তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী সূতনন্দনও দুই শিতধার ভল্ল দ্বারা শত্রুঘাতন মহাত্মা নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান মুখে যুধিষ্ঠিরের মনোমারুতগামী দন্তবর্ণ অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং শরনিকরে নকুলের অশ্ব সমুদায় সংহার পূর্ব্বক রথধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ও নকুল রথাশ্ব বিহীন ও শরনিপীড়িত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

পাণ্ডবগণের মাতুল শত্রুসূদন মদ্ররাজ দয়াপরবশ হইয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয় ! অদ্য তোমাকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তুমি কি নিমিত্ত একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ ! ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অস্ত্র শস্ত্র অল্পমাত্রাবশিষ্ট কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং সারথি ও বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইলে তুমি শত্রুশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জ্জুন সমীপে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইবে।

হে মহারাজ ! কর্ণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়াও সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দনদ্বয়কে বিদ্ধ করত হাস্যমুখে যুধিষ্ঠিরকে সমরবিমুখ করিলেন। তখন শল্য সূতপুত্রকে যুধিষ্ঠিরের সংহারে একান্ত সমুৎসুক অবলোকন করিয়া হাস্যমুখে পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ ! যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া তোমার কি ফল হইবে? দুর্য্যোধন যাহার বধের নিমিত্ত তোমার সম্মান করিয়া থাকে, তুমি সেই অর্জ্জুনকে অগ্রে বিনাশ কর। ঐ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের শঙ্খ নিস্বন এবং বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, অর্জ্জুন শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপীড়িত করত আমাদিগের সমস্ত সেনা সংহার করিতেছে। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ, মহাবীর সাত্যকি উত্তর দিকের চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দক্ষিণ দিকের চক্র রক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। অতএব যাহাতে বৃকোদর আজি আমাদিগের সমক্ষে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। ঐ দেখ, সমরনিপুণ দুর্য্যোধন ভীমসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই চমৎকৃত হইবে। অতএব সত্বর গমন করিয়া সংশয়াপন্ন রাজাকে পরিত্রাণ কর। যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে।

হে মহারাজ ! বীর্য্যবান্ কর্ণ মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণানন্তর দুর্য্যোধনকে ভীমহস্তে নিপতিত দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরুরাজের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। তাঁহার অশ্বগণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আকাশগামীর ন্যায় গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে শরবিক্ষত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরও সহদেবের বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত শিবিরে প্রতিগমন পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া অবিলম্বে শয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমরবেদনা অপনীত হইলে তিনি মহারথ মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃদ্বয় ! মহাবীর বৃকোদর মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাহার সৈন্যমধ্যে গমন কর। মহারথ নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পবনতুল্য বেগশালী অশ্ব সংযোজিত অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোধগণকে নিপতিত দর্শন করিয়া সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! মহাবীর অশ্বত্থামা অতি বৃহৎ অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া সহসা পার্থসমীপে ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া তীরভূমি যেমন সমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে অশ্বত্থামা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকৃত করিলেন। ফলতঃ তৎকালে ধনঞ্জয় আচার্য্যতনয়ের নিধন বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ অস্ত্রযুদ্ধ সময়ে দ্রোণতনয়কে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সরল শরনিকরে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তিন বাণে বাসুদেবের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্যতনয়ের বাহনগণকে নিহত করিয়া সমরাঙ্গণে এক ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণতনয়ের অসংখ্য রথসমবেত রথী অর্জ্জুনের শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। ঐ সময় অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের ন্যায় ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত করিলেন।

হে মহারাজ ! এইরূপে বীরদ্বয়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোধগণ মর্য্যাদাশূন্য হইয়া যুদ্ধ করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্ব ও সারথিবিহীন রথ, সাদীশূন্য অশ্ব এবং আরোহী ও মহামাত্রবিহীন মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সেনার প্রাণসংহার করিলেন। রথিগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং অশ্বগণ যোক্ত্রবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে অতি সত্বর তাঁহার অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক স্বর্ণবিভূষিত শরাসন বিধূনিত করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে শাণিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করত অতি নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার বক্ষঃস্থল নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শর বর্ষণপূর্ব্বক সহসা দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় বজ্রসদৃশ পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব হাস্য করত সহসা সেই কনকমণ্ডিত পরিঘ ছেদন করিলেন। পরিঘ অর্জ্জুনের শরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহারথ দ্রোণতনয় রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজালপ্রভাবে ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত ভীষণ অস্ত্র সমুদায় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ইন্দ্রজাল দর্শনে সত্বর গাণ্ডীব শরাসনে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে অশ্বত্থামার রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণতনয় ধনঞ্জয়ের শরে অভিভূত হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক শরনিকর সহ্য করত শত শরে কৃষ্ণকে ও তিন শত ক্ষুদ্রক শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শত শরে গুরুপুত্রের মর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণ সমক্ষেই তাঁহার অশ্ব, সারথি ও শরাসনজ্যার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে, রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনঞ্জয়কে শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করাতে আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইলাম এবং যোধগণ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর জয়শীল অর্জ্জুন হাস্যমুখে ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বরশ্মি

শরাসন সমর্পণ কর এই কথা, যিনি, আমাকে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব; এই আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে সেই কথা কহিয়াছেন; অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করিতে নিশ্চিন্ত হইব. আমার খড়্গ গ্রহণ করিবার এই কারণ। তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য. তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত আছ। এ সময়ে বিবেচনা পূর্ব্বক যেরূপ কহিবে, আমি তাহাই করিব.

হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে বারংবার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমাকে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ [illegible] নাই. তুমি ধর্ম্মভীরু; কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ. ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না. আমি তোমাকে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যে [illegible] কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য [illegible] স্থির [illegible], সে নরাধম. [illegible] পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তুমি [illegible] অবগত নও। অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি [illegible] সময়ে তোমার ন্যায় নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হন. [illegible] কার্য্যাকার্য্যের যথার্থ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে. [illegible] দ্বারা সমস্ত [illegible] তুমি যখন মোহবশতঃ [illegible] [illegible] নিমগ্ন [illegible] উদ্যত হইয়াছ, [illegible] নিশ্চয় [illegible] আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম. [illegible] বরং [illegible] বলিতে পারে; কিন্তু কখন প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে. তুমি [illegible] প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় [illegible] ধর্ম্মকোবিদ, [illegible] সংগ্রামে উদ্যত [illegible]. সাধুরা সমরে [illegible], রণপরাঙ্মুখ শত্রুকেও বিনাশ করা নিন্দনীয় [illegible] থাকেন, কিন্তু তুমি [illegible] অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত হইয়াছ. পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ [illegible] এক্ষণে মূর্খতা বশতঃ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতর ধর্ম্মপথ অবগত না [illegible] বিনাশে অভিলাষ করিতেছ. হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

সাধু ব্যক্তিরা সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্য স্বরূপ ও সত্য মিথ্যা স্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণ কালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে, সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতান্ত বালক। আর যে ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যথার্থ নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক ব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি বলাক ও কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অসূয়াশূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত মৃগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্রবিহীন [illegible] তাহার নয়নগোচর হইল। [illegible] শ্বাপদ ঘ্রাণ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও [illegible] করিতে পারিত। ব্যাধ উহাকে একাগ্রচিত্তে জলপান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল; অপ্সরাদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য আরম্ভ হইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত, বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জ্জুন! সেই শ্বাপদ তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশ হেতু তপস্যাতে বিধাতা উহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণনাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ লতা ও গুল্ম পরিবেষ্টিত অটবী মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই [illegible] জনিত পাপে লিপ্ত হওয়াতে ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি [illegible] নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান [illegible] দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে [illegible] শ্রুতিকে [illegible] নির্দ্দেশ করেন। আমি [illegible] দোষারোপ করি না, কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে কাহার নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য. ঐরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফল লাভে সমর্থ হয় না। প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন এবং উপহাস, এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মদর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরদিগকে ধন দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধি সাধ্যানুরূপ ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার বধার্হ কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন; তুমি আমাদের হিতার্থে যাহা কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি আমাদের পিতা মাতার সদৃশ এবং তুমিই আমাদের গতি ও আশ্রয়। এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব সমস্ত ধর্ম্ম যে তোমার বিশেষ বিদিত আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ যে আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। হে কৃষ্ণ! যদি কোন মনুষ্য আমাকে কহে যে, হে পার্থ! তুমি তোমা অপেক্ষা সমধিক অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার

করিব। আমার এই ব্রত তোমার অবিদিত নাই। মহাত্মা ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাঁহাকে তুবরক বলে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার সমক্ষে আমাকে বারংবার অস্ত্রকে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিলেন। এক্ষণে আমি যদি ইহাঁকে সংহার না করি, তাহা হইলে ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব না। হে কেশব! আমি বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মরাজের বধ চিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয় এবং আমার ও ধর্ম্মরাজের জীবন রক্ষা হয়, তাহার উপায় অবধারণ কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে সখে! ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় তাড়িত ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইনি রোষভরে তোমার প্রতি এইরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তুমি উঁহার বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ করিবে, এই উঁহার অভিপ্রায়। পাপাত্মা সূতপুত্র একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; আজি কৌরবগণ তাহাকে পণস্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে সেই দুর্দ্ধর্ষ কর্ণের বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই কৌরবেরা অক্লেশে পরাজিত হইবে। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই বিবেচনা করিয়াই কটু বাক্য দ্বারা তোমাকে কোপিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাঁকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার অতি কর্ত্তব্য; অতএব এক্ষণে ইনি জীবিত সত্ত্বেও যাহাতে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, এইরূপ এক উপায় কহিতেছি শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, ততদিন তিনি জীবিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধগণ ও অন্যান্য বীরগণ তুমি, নকুল ও সহদেব, তোমরা সকলেই ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক, আজি তুমি তাঁহাকে অণুমাত্র অপমানিত কর। হে অর্জ্জুন! গুরুকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহাকে বধ করা হয়; অতএব তুমি পূজ্যতম ধর্ম্মরাজকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর। এক্ষণে আমি যে প্রকার কহিলাম, অথর্ব্ব বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাও এইরূপই কহিয়া গিয়াছেন। ফলত গুরুলোককে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহাকে এক প্রকার বধ করা হয়; অতএব মঙ্গলাভার্থী ব্যক্তি অবিচারিত চিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে ধর্ম্মনন্দনকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনাকে তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান করিবেন। তৎপরে তুমি ইহাঁর চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি এইরূপ করিলে এই ধর্ম্মরাজ যথার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এইরূপে স্বীয় সত্য প্রতিপালন ও ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিয়া সূতপুত্রকে বিনাশ কর।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করত পরুষ বাক্যে ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ; অতএব আমাকে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুসূদন ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী মহীপালগণকে নিপীড়িত ও নিপাতিত করিয়া মৃগনিহন্তা সিংহের ন্যায় বহু সহস্র কুঞ্জর এবং অযুত কাম্বোজ ও পার্ব্বতীয়কে সংহার পূর্ব্বক তোমার অসাধ্য অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ন্যায় প্রভাবশালী। ঐ মহাবীর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা ও খড়্গের আঘাতে চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিয়া হস্ত পদের আঘাতে অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করিতেছেন এবং রথে আরোহণপূর্ব্বক শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকরে শত্রুগণকে সহসা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর একাকী দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গ বল প্রমথিত করত নীল মেঘ সদৃশ কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাধ, মাগধ ও অন্যান্য শত্রুগণের প্রাণসংহার এবং যথাসময়ে রথে আরোহণপূর্ব্বক জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরবর্ষণ করিতেছেন। অদ্য তাঁহার নিশিত শরে অষ্ট শত গজ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই বীরই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। কিন্তু তুমি সতত সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাক; সুতরাং আমার নিন্দা করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা দ্বিজগণের বাক্যবল ও ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাক্য প্রকাশ করত নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে বলহীন কহিতেছ। সত্যসন্ধ পিতামহ তোমার প্রিয়কামনায় স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করাতে দ্রুপদনন্দন মহাবীর শিখণ্ডী সেই মহাত্মাকে নিপাতিত করিয়াছেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, নচেৎ দ্রুপদতনয় কদাপি পিতামহকে সংহার করিতে পারিতেন না। ফলতঃ আমি স্ত্রী, পুত্র, শরীর ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমার হিতার্থে যত্নবান্ রহিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে বাক্যবাণে নিপীড়িত করিতেছ! আমি তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে নিপাতিত করিতেছি, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি অতি নিষ্ঠুর। তোমার নিকট থাকিয়া কোনমতেই সুখী হইতে পারি না। হে রাজন্! তুমি অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধুব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে অরাতিগণকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করিতেছ। অতএব আমি তোমার রাজ্যলাভে সন্তুষ্ট নহি। সহদেব অক্ষক্রীড়াতে বহুতর দোষ ও অধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিল। তথাপি তুমি তাহা পরিত্যাগ কর নাই; সেই নিমিত্তই আমরা এই পাপগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া স্বয়ং দুঃখোৎপাদন পূর্ব্বক অদ্য আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; অতএব জানিলাম তোমা হইতে আমাদিগের কিছুমাত্র সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। তোমার অপরাধেই শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ আমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎকার করত ছিন্নগাত্রে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। তোমা হইতেই কৌরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং উভয়পক্ষীয় যোধগণ সমরে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করত পরস্পরকে সংহার করিতেছে। হে রাজন্! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই আমাদের রাজ্যনাশ ও যাহার পর নাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি পুনরায় ক্রূর বাক্য দ্বারা আমাকে ব্যথিত করিও না।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মভীরু স্থিরপ্রজ্ঞ সব্যসাচী ধর্ম্মরাজকে এই রূপ পরুষবাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্পমাত্র পাপের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিলেন। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত পুনরায় এই আকাশসদৃশ শ্যামল অসি নিষ্কাশিত করিলে? তুমি অবিলম্বে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর। আমি তোমার প্রয়োজনসিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে আত্মবিনাশ করিব। তখন পরম ধার্ম্মিক বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি রাজাকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া আপনাকে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করত আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুজনের সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। দেখ যদি আজি তুমি খড়্গাঘাতে ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় রহিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি করিতে? সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অতিশয় দুরবগাহ। অজ্ঞ ব্যক্তি উহা কখনই সহসা বুঝিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা ঘোরতর নরকে পতিত হইবে। অতএব এক্ষণে, স্বয়ং আপনার গুণ কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তোমার আত্মবিনাশ করা হইবে।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্যে অনুমোদন করিয়া শরাসন অবনত করত ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি তাঁহার অনুগৃহীত ও মহাত্মা। আমি ক্ষণকাল মধ্যে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ নষ্ট করিতে পারি। আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়

আপনার বশীভূত করিয়াছি। আমার পরাক্রমেই আপনার দিব্য সভা নির্ম্মিত ও সম্যগ্দক্ষিণ রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আমার করে নিশিত শরনিকর ও জ্যাযুক্ত সশর শরাসন এবং পদদ্বয়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে; মাদৃশ ব্যক্তিকে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি কৌরব পক্ষীয় উদীচ্য প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছি। সংসপ্তকগণের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; বস্তুত আমি কৌরব পক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছি। দেবসেনা সদৃশ বিক্রমসম্পন্ন কৌরব সৈন্যগণ আমার শরে নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আমি অস্ত্রজ্ঞদিগকেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, এই নিমিত্তই সমুদায় লোককে ভস্মসাৎ করিতেছি না। এক্ষণে কৃষ্ণ ও আমি আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ করিয়া কর্ণ বিনাশার্থ গমন করিতেছি। আপনি সুস্থির হউন। আমি অবশ্যই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিব। অদ্য হয় কর্ণের মাতা পুত্রহীনা হইবে, না হয় আমার মৃত্যুনিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত বিষণ্ণ হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য কর্ণকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে কুরুরাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া শরাসন ও শস্ত্র পরিত্যাগ এবং অসি কোষমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনাকে এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ! সূতপুত্র আমার সহিত সংগ্রামার্থে আগমন করিতেছে। আমি অচিরাৎ তাহাকে সংহার করিব। আমি কেবল আপনার হিত সাধনার্থে জীবন ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে ভীমসেনকে সমর হইতে মুক্ত ও সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিতে চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপ কহিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদ বন্দনানন্তর সমরে গমন করিবার মানসে সমুত্থিত হইলেন।

হে কুরুরাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতার পূর্ব্বোক্ত পরুষ বাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি অতি অসৎকার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত, মূঢ়, অলস, ভীরু ও কাপুরুষ, আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল। অতএব তুমি অচিরাৎ আমার মস্তক ছেদন কর। কি সুখে আর আমার অধীন থাকিবে? অথবা আমি অচিরাৎ বনে গমন করিতেছি; তুমি সুখী হও। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্য লাভের উপযুক্ত। আমি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন কি! আমি আর তোমার পরুষ বাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউক। অপমানিত হইয়া আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বন গমনে উদ্যত হইলেন।

তখন মহামতি বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে প্রণতি পুরঃসর কহিলেন, হে মহারাজ! সত্যসন্ধ গাণ্ডীবধন্বা গাণ্ডীব বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি উঁহাকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহাকে বিনাশ করিবেন। আপনি ধনঞ্জয়কে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব সমর্পণ করিতে কহিয়াছেন, সেই নিমিত্তই উনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ আমার প্রবর্ত্তনায় আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুলোকের অপমানই মৃত্যু স্বরূপ। হে মহারাজ! এক্ষণে আমরা উভয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য পৃথিবী কর্ণের শোণিত পান করিবে। এক্ষণে আপনি সূতপুত্রকে নিহত বোধ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা কহিলে, সকলই যথার্থ। আমি অর্জ্জুনকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে বলিয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম। অদ্য তুমি আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ্ হইতে মুক্ত করিলে। আজি অর্জ্জুন ও আমি আমরা উভয়েই অজ্ঞান প্রভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার প্রজ্ঞাবলে এই ভীষণ বিপদ্ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার বুদ্ধি প্রভাবরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দুঃখ শোকার্ণব হইতে উদ্ধার করিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে ধনঞ্জয়কে অনুরোধ করিলেন এবং মহাত্মা অর্জ্জুনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ নিবন্ধন নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! যদি তুমি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইত, তুমি রাজাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া এইরূপ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছ, আর তাঁহাকে বিনাশ করিলে না জানি কি করিতে! যথার্থ ধর্ম্ম স্বভাবতঃ নিতান্ত দুর্ব্বোধ। বিশেষতঃ অজ্ঞানেরা উহা কখনই সহজে বুঝিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মভয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিলে নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইতে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে পরম ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন কর। যুধিষ্ঠির প্রীত হইলে আমরা উভয়ে কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইব। আজি তুমি নিশ্চয়ই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্মরাজের বিপুল প্রীতি সম্পাদন করিবে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে গমন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব উহা করিলেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ভাবে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত হইয়া বারংবার কহিলেন, হে মহারাজ! আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ আপনাকে যে সমস্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় ক্ষমা করুন। তখন ধর্ম্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান অবলোকন করিয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত সস্নেহ নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় বহুক্ষণ রোদন করিয়া পরিশেষে পরম প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতমনে অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ সংগ্রামনিপুণ সমুদায় সৈন্যের সমক্ষে শরজাল দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শরাসন, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব জানিয়া ও কার্য্য দেখিয়া বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। আমার জীবনে আর আস্থা নাই। যদি তুমি অদ্য তাহাকে নিপাতিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমি সত্য, মহাশয়ের প্রসাদ, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, অদ্য হয় সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইব। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই সূতপুত্রকে সংহার করিব। বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে নিহত করিবে। ইহা আমি সতত অভিলাষ করিয়া থাকি। অনন্তর মহামতি বাসুদেব পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া দুরাত্মা কর্ণের বিনাশে অনুজ্ঞা করুন। আমরা আপনাকে কর্ণশর পীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। ভাগ্যক্রমে আজি আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এক্ষণে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া বিজয় লাভার্থ আশীর্ব্বাদ করুন।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়, তুমি আমাকে অবশ্য কর্ত্তব্য হিতকর কথা কহিয়াছ, অতএব উহা পরুষ হইলেও আমি ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না। হে মহারাজ! মহাত্মা ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণানন্তর প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমাকে বিশেষ রূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম্য লাভ কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্য শর

নিকরে বজ্রবর্জিত পাপাত্মা কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র শরাসন আনত করিয়া শরজালে আপনাকে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অচিরেই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ঘোর সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনাকে দর্শন ও আপনার সম্মান করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার পদ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, অদ্য সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাচ সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগত হইব না। তখন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার শোকক্ষয়, অরাতি বিনাশ, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও জয় লাভ হউক। দেবগণ তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন এবং তোমার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা করি, তুমি তৎসমুদায় লাভ কর। এক্ষণে পুরন্দর যেমন পূর্ব্বে আপনার বৃদ্ধির নিমিত্ত বৃত্রাসুরের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হও।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে প্রহৃষ্ট মনে ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন করিয়া সূতপুত্রের বধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি পুনরায় আমার রথ সুসজ্জিত এবং উহাতে অশ্ব সকল সংযোজিত ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সুশিক্ষিত অশ্ব সকল শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারংবার বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং সূতপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে আমাকে রণস্থলে লইয়া চল।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই রূপ কহিলে মহামতি বাসুদেব স্বীয় সারথি দারুককে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্জ্জুনের বাক্য অবিকল বলিয়া অবিলম্বে রথানয়নে আদেশ করিলেন। দারুক বাসুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক মহাত্মা অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন ও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের রথাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহাকে মহাবেগে ধাবমান দেখিয়া সূতপুত্রকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় সমুদায় দিক্ বিদিক্ নির্ম্মল হইল। চাস, শতপত্র ও ক্রৌঞ্চপক্ষিগণ অর্জ্জুনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পুংনামক মঙ্গলজনক বিহঙ্গমগণ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে ত্বরা প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিতান্ত ভীষণদর্শন গৃধ্র, বক, শ্যেন ও বায়সগণ মাংসলোলুপ হইয়া অর্জ্জুনের অগ্রে অগ্রে গমন করত অর্জ্জুনের অরিসৈন্য বিনাশ ও সূতপুত্র সংহাররূপ শুভ নিমিত্ত সূচিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামস্থলে গমন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত স্বেদজল নির্গত হইল এবং তিনি কিরূপে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন ধনঞ্জয়কে চিন্তায় আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখে! গাণ্ডীব প্রভাবে তুমি যাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। দেবরাজ সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন বহুসংখ্য বীরগণ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরমা গতিলাভ করিয়াছেন, তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তোমার দিব্য অস্ত্র, হস্তলাঘব, বাহুবল, যুদ্ধে অসংমোহ বিজ্ঞান, দৃঢ়ভেদিতা, লক্ষ্যে অস্খলন ও প্রহার বিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা আছে। তুমি দেব গন্ধর্ব্ব সমবেত সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত বিনাশ করিতে পার। এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি সমরদুর্ম্মদ ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার তুল্য বীর কখন শ্রবণ বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্ব্বলোকস্রষ্টা পিতামহ গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ, অতএব তোমার সদৃশ বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা হিতকর, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত, নিতান্ত গর্ব্বিত, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালকোবিদ। আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ বীর আমার মতে তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব পরম যত্ন সহকারে তাহাকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তেজে হুতাশন সঙ্কাশ, বেগে বায়ু সদৃশ ও ক্রোধে অন্তক তুল্য; ঐ বিশাল বাহুশালী বীরবরের দৈর্ঘ্য আট অরত্নি পরিমিত, বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত এবং সে নিতান্ত দুর্জ্জয়, অভিমানী, প্রিয়দর্শন, যোধগুণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হিতানুষ্ঠাননিরত। আমার বোধ হইতেছে, এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহই ঐ মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, অতএব তুমি অদ্য তাহাকে বিনাশ কর। ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবতা মিলিত হইয়াও পরম যত্ন সহকারে ঐ মহারথকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র অতিশয় দুরাত্মা, পাপস্বভাব, ক্রূর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিসম্পন্ন; সে এক্ষণে অকারণ তোমাদিগের সহিত এইরূপ বিরোধ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হও। ঐ দুরাত্মাকে পরাজয় করে, এমন আর কেহই নাই; অতএব তুমি তাহাকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। দুরাত্মা সূতপুত্র বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া থাকে। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনও উহার বীর্য্যপ্রভাবে আপনাকে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজি তুমি সেই শরশরাসন খড়্গধারী গর্ব্বিতস্বভাব পাপকার্য্যের মূলস্বরূপ সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার প্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বল বীর্য্য সম্যক্ অবগত আছি; এক্ষণে দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্য আশ্রয় করিয়া তোমার বলবীর্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি সেই সূতপুত্রকে কেশরী যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ অচিরাৎ সংহার কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর উদারস্বভাব বাসুদেব কর্ণবিনাশে কৃতসঙ্কল্প অর্জ্জুনকে পুনরায় কহিলেন, হে সখে! অদ্য সপ্তদশ দিন হইল, অনবরত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডব পক্ষীয় বিপুল সৈন্য কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। কৌরবগণ প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। যাবতীয় পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সমাগত অন্যান্য ভূপালগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই সমরে অবস্থান করিতেছেন। পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, কারূষ ও চেদিগণ তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই শত্রুক্ষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কৌরব সৈন্যের কথা দূরে থাকুক, তুমি সুরাসুরনর সমবেত ত্রিলোক পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি দেবরাজ সদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও, রাজা ভগদত্তকে পরাজয় করিতে পারে? ভূপালগণ তোমার বাহুবলে রক্ষিত সৈন্যগণকে দর্শন করিতেও সমর্থ নহেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমা কর্ত্তৃক নিয়ত রক্ষিত হইয়াই ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিপাতিত করিয়াছে, নচেৎ সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয়কে পরাজয় করা কাহার সাধ্য! তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি অনেক অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর যুদ্ধদুর্ম্মদ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সৌমদত্তি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে পারে? তোমার শরে নানা জনপদবাসী অসংখ্য ক্ষত্রিয় বিনষ্ট এবং রথ ও হস্তী সমুদায় বিদীর্ণ হইতেছে। প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন গোবাস, দাশমীয়, বশাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজ সৈন্যগণ তোমার ও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই দুর্য্যোধনের কার্য্যে নিযুক্ত কৌরবগণ পরিবৃত অতি ভীষণ উগ্রপ্রভাব দণ্ডপাণি যুদ্ধবিশারদ তুষার, যবন, খশ, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, মাঠর, কোকণ, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় ও সাগর

পূর্ব্ববর্ত্তী শূরগণকে জয় করিতে পারে নাই। যদি তুমি দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ব্যূহিত ও উগ্র দেখিয়া স্বপক্ষ-রক্ষণে তৎপর না হইতে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতিগমনে সমর্থ হইত? কোপাবিষ্ট পাণ্ডবগণ তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই সাগরের ন্যায় সমুদ্ভূত ধূলিপটল সংবৃত কৌরবসৈন্যগণকে বিদারণপূর্ব্বক নিহত করিয়াছেন। আজি সাত দিন হইল, মগধাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত জয়ৎসেন অভিমন্যুর শরে নিপাতিত হইয়াছেন এবং ভীমসেন গদা প্রহারে তাঁহার অনুগামী দশ সহস্র হস্তীর প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অন্যান্য শত শত নাগ ও রথ বিনষ্ট করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণ এইরূপে মহাবীর ভীমসেনের ও তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সহিত নিহত হইয়াছে।

পাণ্ডবগণ এইরূপে কৌরবদিগের সেনামুখ নিপাতিত করিলে পরমাস্ত্রবিদ্ ভীষ্মদেব শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিহত করিয়াছেন। তাঁহার শরাসনচ্যুত পরদেহবিদারণ স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি এক এক বার শর পরিত্যাগপূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া এক লক্ষ মনুষ্য ও হস্তী নিহত করিয়াছেন। তাঁহারা বিনষ্ট হইয়া ঐ সমরে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ সংহার করিয়াছে। মহাবীর ভীষ্মদেব ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশ দিন অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক রথ সকল রথিশূন্য ও গজবাজিগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন পুরঃসর চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয় দেশীয় নরপতিদিগকে নিপীড়িত করত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি সমরসাগরে নিমগ্ন মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে সৃঞ্জয়দিগের সহস্র কোটি পদাতি ও অন্যান্য মহীপালগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাবে রক্ষিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে পুরুষপ্রধান কুরুপিতামহকে নিপাতিত করিয়াছে। ফলত মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

প্রতাপান্বিত দ্রোণাচার্য্যও পাঁচ দিন শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তিনি অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে সংহার ও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। ঐ অন্তক সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোধ দগ্ধ হইয়াছিল। মহাবল পরাক্রান্ত আচার্য্য এইরূপে অরাতি সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক পরমা গতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির হইবে যে, তোমার প্রভাবেই দ্রোণের মৃত্যু হইয়াছে। যদি তুমি সমরে কর্ণপ্রমুখ রথিগণকে নিবারণ না করিতে, তাহা হইলে ঐ বীর কখনই নিহত হইতেন না। তুমি দুর্য্যোধনের সমুদায় বলকে নিবারণ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি জয়দ্রথ বিনাশ সময়ে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন্ ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে পারে। তুমি সমুদায় কৌরবসৈন্য নিবারণ ও মহাবীর ভূপতিগণকে সংহার করিয়া অস্ত্রবলে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছ। ভূপালগণ সিন্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন কিন্তু তুমি ঐরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে নিহত করিয়াছ বলিয়া আমার উহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তুমি যদি সম্পূর্ণ এক দিন যুদ্ধ করিয়া এই সমুদায় ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট কর, তাহা হইলেও আমি উহাদিগকে বলবান্ বলিয়া স্বীকার করি। তুমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর কৌরব সেনা বীরশূন্য হইয়াছে। যোধগণ নিপতিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বিনষ্ট হওয়াতে অদ্য কৌরব সৈন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাবিহীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বকালে অসুরসেনাগণ যেমন ইন্দ্রের পরাক্রমে ধ্বংস হইয়াছিল, এক্ষণে কৌরব সেনারাও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, মদ্ররাজ, কৃপাচার্য্য এই পাঁচজন মাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য পাঁচ মহারথকে নিপাতিত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিরিকানন সমন্বিত পৃথিবী প্রদান কর। পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে দেবতারা যেমন হৃষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য অরাতিগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ সেই রূপ পরিতুষ্ট হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মান রক্ষার্থ অশ্বত্থামার প্রতি ও আচার্য্যগৌরব প্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রতি দয়া কর; এবং যদি মাতৃবান্ধব বলিয়া কৃতবর্ম্মাকে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্রও দোষ নাই। দুর্য্যোধন রজনীযোগে যে তোমাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত এবং সভামধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপপরায়ণ সূতপুত্রই তৎসমুদায়ের মূল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রতিনিয়ত কর্ণ হইতেই পরিত্রাণ বাসনা করিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা আমাকে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছে যে, কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার বলবীর্য্য অবগত হইয়াও একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাত্মা সূতপুত্রও আমি পাণ্ডবগণকে এবং মহারথ বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া প্রতিনিয়ত দুরাশয় দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে গর্জ্জন করিয়া থাকে। ফলতঃ দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, পাপাত্মা কর্ণ সেই সমুদায়েরই মূলীভূত। অতএব আজি তুমি তাহাকে বিনাশ কর।

হে ধনঞ্জয়! বৃষভস্কন্ধ মহাযশস্বী অভিমন্যু দ্রোণ অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত এবং মাতঙ্গগণকে আরোহীশূন্য মহারথদিগকে রথশূন্য তুরগগণকে আরোহীহীন এবং পদাতিগণকে আয়ুধ ও জীবিতবিহীন করিয়া সমস্ত সৈন্য ও মহারথগণকে বিদলিত করত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হইতেছিল, ক্রূরকর্ম্মকারী ছয় মহারথ একত্র হইয়া সেই মহাবীরকে নিহত করিয়াছে। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তদ্দর্শনাবধি ক্রোধানলে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। দুরাত্মা কর্ণ অভিমন্যুর সংগ্রামসময়ে তাহারও দ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে সক্ষম হয় নাই। তৎকালে ঐ দুরাত্মা সুভদ্রাতনয়ের প্রহারে জর্জ্জরীভূত, উৎসাহশূন্য ও জীবনে নিরাশ হইয়া ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের তৎকাল সদৃশ ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ছলপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ সেই আয়ুধশূন্য বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করে। তদ্দর্শনে কর্ণ ও দুর্য্যোধন ব্যতীত আর সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল।

হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণসমক্ষে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, হে বিপুলনিতম্বে! মৃদুভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ নিহত হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর? তোমার পূর্ব্বভর্ত্তৃগণ বর্ত্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজসদনে প্রবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য। হে পার্থ! পাপপরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কুবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজি তুমি জীবিতনাশক শিলাশিত স্বর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া, তাহার দুর্ব্বাক্যের এবং সে তোমার প্রতি যে সকল পাপাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদায়ের শান্তি বিধান কর। আজি কর্ণ গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত ঘোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন স্মরণ করুক। আজি তোমার ভুজনিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎসপ্রভ স্বর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় সূতপুত্রের বর্ম্ম ও মর্ম্ম বিদারণপূর্ব্বক শোণিত পান করত উহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করুক। আজি ভূপালগণ তোমার শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া হাহাকার করত বিষণ্ণমনে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত এবং তাহার বান্ধবগণ দীনভাবে তাহাকে শোণিতময় ও রণশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ দুরাত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লে ছিন্নভিন্ন হইয়া, কম্পিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হউক। মহাবীর শল্য তোমার শরনিকরে রথ চূর্ণিত, যোধশূন্য, কনক-

খণ্ডিত রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্যলাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ দুরাত্মা কর্ণের নিশিত শরে নিপীড়িত হইয়াও তোমাদিগের উদ্ধার বাসনায় ধাবমান হইতেছে। সূতপুত্র পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ, নকুলপুত্র শতানীক, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকিকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ কর্ণশরনিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চালগণের সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম একাকী শরজালে সমুদায় পাণ্ডবসৈন্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়াও সমরপরাঙ্মুখ বা ভীত হয় নাই। উঁহারা ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য, প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ, তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সমুদ্যত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া রণপরাঙ্মুখ হয় নাই। আজি হুতাশন যেমন শলভদিগকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ দুরাত্মা সূতপুত্র নিস্বার্থ প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত, মহাবেগে সমাগত সেই পাঞ্চালগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আজি প্লবস্বরূপ হইয়া সেই সমরসাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরিত্রাণ কর। সূতপুত্র ঋষিসত্তম পরশুরামের নিকট হইতে যে ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজি সেই শত্রুসৈন্যতাপন তেজঃপ্রজ্বলিত অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়াছে। সেই অস্ত্রপ্রভাবে অসংখ্য শর সমুৎপন্ন হইয়া ভ্রমরপংক্তির ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করত পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিতেছে। পাঞ্চালগণ কর্ণের অনিবার্য্য অস্ত্রপ্রভাবে ব্যথিত হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন সৃঞ্জয়গণে পরিবৃত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইতেছেন। এক্ষণে যদি তুমি সূতপুত্রকে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে ঐ মহাবীর শরীরস্থিত ব্যাধির ন্যায় প্রবল হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিবে। হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠিরের বলমধ্যে তোমা ভিন্ন এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, সূতপুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সুস্থ শরীরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমা ভিন্ন আর কেহই সমরাঙ্গনে কর্ণের সহিত কৌরবগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আজি তুমি নিশিত শরজালে মহারথ কর্ণের বিনাশরূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, কীর্ত্তিলাভ ও অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক সুখী হও।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমধ্যে শোকশূন্য ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি কর্ণবিনাশার্থ গাণ্ডীবগ্রহণ ও উহার জ্যাপরিমার্জ্জন করিয়া কেশবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! তুমি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রবর্ত্তয়িতা, তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয়লাভ হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সাহায্য লাভ করিয়া সূতপুত্রের কথা দূরে থাকুক, একত্র মিলিত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই বিনাশসাধন করিতে পারি। হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে পাঞ্চালসৈন্যগণকে ধাবমান হইতে এবং সূতপুত্রকে অশঙ্কিতচিত্তে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিতেছি। দেবরাজনির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সূতপুত্র পরিত্যক্ত ভার্গবাস্ত্রও চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। আজি এই ঘোরতর সংগ্রামে আমি সূতপুত্রকে সমরে নিহত করিলে যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন আমার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিবে। আজি আমার বিকর্ণ অস্ত্র সকল গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত হইয়া কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভের অযোগ্য দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন বলিয়া আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিবেন। আজি তিনি রাজ্যহীন, শ্রীহীন ও পুত্র বিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি কর্ণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই রাজ্যে ও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া তুমি সন্ধিস্থাপনোপলক্ষে যে সকল কথা কহিয়াছিলে, তৎসমুদায় স্মরণ করিবে। আজি গান্ধাররাজ শকুনি আমার শরনিকর গ্রহ গাণ্ডীব দুরোদর ও রথকে শারীস্থাপন মণ্ডল বলিয়া অবগত হইবে। আজি আমি নিশিত শরজালে সূতপুত্রকে সমরশায়ী করিয়া ধর্ম্মরাজের রজনীজাগরণদুঃখ অপনীত করিব। আজি তিনি প্রীত ও প্রসন্নমনে শাশ্বত সুখভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। আজি আমি নিশ্চয়ই এক নিতান্ত দুঃসহ অপ্রতিম শর পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ণকে সমরশায়ী করিব। হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা সূতপুত্র পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদক্ষালন করিব না; আজি আমি সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত নিতান্ত নিষ্ফল করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র রণস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য করে না, কিন্তু আজি আমার শরপ্রভাবে অবনী তাহার শোণিত পান করিবেন। পূর্ব্বে ঐ হতভাগ্য, দুর্য্যোধনের অভিলাষানুসারে আত্মশ্লাঘা করিয়া দ্রৌপদীকে, হে কৃষ্ণে! তুমি এক্ষণে পতিহীনা হইয়াছ বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল, আজি আমার রোষোদ্ধত আশীবিষের ন্যায় ভীষণদর্শন সুনিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করত তাহার শোণিত পান করিবে। আমি বিদ্যুতের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল নারাচনিকর মদীয় ভুজদণ্ডসমাকৃষ্ট গাণ্ডীব হইতে বিনির্গত হইয়া সূতনন্দনকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ভর্ৎসনা করিয়া দ্রৌপদীর প্রতি যে সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, আজি তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবে। যে পাণ্ডবেরা কৌরবসভায় ষণ্ডতিল হইয়াছিলেন, আজি দুরাত্মা কর্ণ নিহত হইলে তাঁহারা তিল হইবেন। নির্ব্বোধ রাধানন্দন আপনার গুণগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে পরিত্রাণ করিবে কহিয়াছিল, আজি আমার সুশাণিত শরজাল তাহার সেই বাক্য নিষ্ফল করিবে। যে দুরাত্মা পাণ্ডবগণকে পুত্রের সহিত বিনাশ করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়া থাকে, আজি আমি ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে সেই সূতনন্দনের বিনাশ সাধন করিব। আজি মহাবীর কর্ণ পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আমার শরে নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সিংহদর্শনভীত মৃগযূথের ন্যায় ভয়াকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমাকে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণনা করিবে। আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ভৃত্যবর্গের সহিত নিরাশ্রয় করিব। আজি চক্রাঙ্গ ও বিবিধ ক্রব্যাদগণ আমার শরনিকরে ছিন্ন সূতপুত্রের দেহের উপর সঞ্চরণ করিবে। আজি আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তীক্ষ্ণ বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দুরাত্মা রাধাপুত্রের শরীর বিদারণ ও মস্তক ছেদন করিব। আজি রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মনস্তাপ ও মহাকষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন। আজি আমি সূতপুত্রকে বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া ধর্ম্মনন্দনকে আনন্দিত করিব। আজি আমার সর্পবিষ সদৃশ পাবক সন্নিভ গৃধ্রপত্র যুক্ত সায়কে কর্ণের অনুচরগণ নিহত হইবে। আজি আমি নরপালগণের দেহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন এবং নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিব। আজি আমি হয় এই পৃথিবী ধৃতরাষ্ট্রতনয়শূন্য করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিব, না হয় তুমি অর্জ্জুন বিহীন হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। আজি আমি সমুদায় ধনুর্দ্ধর সমক্ষে ক্রোধ, শর সমুদায় ও গাণ্ডীব শরাসনের ঋণ পরিশোধ করিব। হে কৃষ্ণ! পুরন্দর যেমন শম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া ত্রয়োদশবর্ষসঞ্চিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইব। আজি সূতপুত্র বিনষ্ট হইলে মিত্রজয়লাভার্থী সোমবংশীয় মহারথগণ চরিতার্থ হইবেন। আজি আমি সমরে জয়লাভ করিলে সাত্যকির আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। আজি আমি কর্ণকে ও উহার মহারথ তনয়কে নিহত করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিকে পরম প্রীত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। আজি সকলে অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরাঙ্গনে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম ও সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সন্দর্শন করুক।

হে মাধব আমি পুনরায় তোমার নিকট আত্মগুণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে ধনুর্ব্বিদ্যাপরায়ণ পরাক্রমশালী ক্রোধপরায়ণ বা ক্ষমাগুণ সম্পন্ন আর কোন ব্যক্তি নাই। আমি ধনুর্ধারণ করিলে একাকী একত্র সমবেত সমুদায় সুর, অসুর ও অন্যান্য প্রাণিগণকে পরাভূত করিতে পারি। অতএব তুমি আমাকে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক

পূর্ব্বকার সম্পন্ন বলিয়া অবগত হও। আমি গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় একাকীই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লিকগণকে বধ করিতে পারি। আমার হস্তে শরনিকর ও শরসন্ধানযুক্ত দিব্য শরাসন এবং পদতলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব মাদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে গমন করিলে কেহই তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না।

হে মহারাজ! লোহিতলোচন অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুন কেশবকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের পরিত্রাণ ও কর্ণের মস্তক ছেদন বাসনায় সমরে অগ্রসর হইলেন।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে গমন করিলে সূতপুত্রের সহিত তাহার কিরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের ধ্বজদণ্ড সম্পন্ন সুসজ্জিত সৈন্যগণ রণস্থলে সমাগত হইয়া নিনাদ সহকারে বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রাম অসাময়িক অনিষ্টজনক বর্ষার ন্যায় নিতান্ত ক্রূর ও প্রজাবিনাশক হইয়া উঠিল। মহাকায় মাতঙ্গ সকল মেঘ, বাদ্য, নেমি ও তলধ্বনি গভীর নির্ঘোষ; স্বর্ণময় বিচিত্র আয়ুধ সমুদায় বিদ্যুৎ; শর, অসি ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্রসকল জলধারার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ যুদ্ধে রুধির প্রবাহ অনবরত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় কালকবলে নিপতিত হইলেন; তৎকালে বহুসংখ্য রথী সমবেত হইয়া একমাত্র রথীকে, একমাত্র রথী বহুসংখ্য রথীকে এবং এক জন রথী অন্য এক জন রথীকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীকে অশ্ব ও সারথির সহিত সংহার করিলেন। এবং কোন কোন গজারোহী একমাত্র মাতঙ্গ দ্বারা বহুসংখ্য রথ ও অশ্ব সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অরাতি পক্ষীয় অসংখ্য পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্ব সারথি সমবেত রথ, সাদি সমবেত অশ্ব সমুদায়কে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; তখন কৃপাচার্য্য, শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি গমন করিলেন এবং শ্রুতশ্রবা দ্রোণপুত্রের, যুধামন্যু চিত্রসেনের ও উত্তমৌজা কর্ণপুত্র সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেব, ক্ষুধার্ত সিংহ যেমন বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। নকুলনন্দন শতানীক কর্ণপুত্র বৃষসেনের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃষসেনও শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল কৃতবর্ম্মাকে এবং পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সসৈন্য কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ দুঃশাসনও সংসপ্তক সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর উত্তমৌজা শাণিত শর দ্বারা অবিলম্বে কর্ণাত্মজ সুষেণের মস্তক ছেদন করিলেন। কর্ণতনয়ের ছিন্ন মস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল।

মহাবীর কর্ণ সুষেণের মৃত্যু দর্শনে একান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে সুনিশিত শরনিকরে উত্তমৌজার অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমৌজা শাণিত শরনিকরে ও ভাস্বর খড়্গ দ্বারা কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণি গ্রাহগণকে বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর শর প্রহার করিতে অভিলাষী হইলেন না। অনন্তর মহাবীর দ্রোণপুত্র কৃপাচার্য্যকে পঙ্কে নিপতিত বৃষভের ন্যায় বিপন্ন দেখিয়া সত্বর তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহাকে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। ঐ সময় হিরণ্য বর্ম্মধারী ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত দিবাকরের ন্যায় প্রখর তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক সুনিশিত শরনিকরে আপনার পুত্রগণের সৈন্য সমুদায়কে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অসংখ্য অরাতিসৈন্য সমাবৃত হইয়া সারথিকে, কহিলেন, হে সারথে! তুমি বেগে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্য মধ্যে রথ সঞ্চালন কর। আমি অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে ধর্ম্মরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে তাঁহার সারথি বিশোক দ্রুতবেগে রথ সঞ্চালন করত, বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাঁহাকে সেই স্থলে উপনীত করিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সমভিব্যাহারে বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার বেগগামী রথের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা ভীমসেনও স্বর্ণময় শরনিকরে সেই সমাগত শর সমুদায় দুই তিন খণ্ডে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় হস্তী, অশ্ব রথী ও পদাতি সমুদায় ভীমশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ভূপালগণ ভীমসেনের ভীষণ শরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া পুষ্পলাভার্থী বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর কল্পান্তকালীন ভূতসংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় মুখব্যাদান পূর্ব্বক মহাবেগে তাহাদের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ ও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভীত চিত্তে অনিলাহত মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

তখন প্রবল প্রতাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সারথিকে কহিলেন, হে বিশোক! আমি এক্ষণে যুদ্ধে একান্ত আসক্ত হইয়াছি। সমাগত রথ সমূহ স্বকীয় বা পরকীয় বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উহা বিশেষ রূপে অবগত হও। আমি যেন সমরোদ্যত হইয়া শরনিকরে স্বীয় সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন না করি। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাগ্র সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বিশেষতঃ মহারাজ অদ্য অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং অর্জ্জুনও একাল পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সমুদায় কারণ বশত আমার অধিকতর কষ্ট হইতেছে। হে বিশোক! আজি ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে শত্রুমণ্ডলী মধ্যে গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয়কেও অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে উহারা দুই জন জীবিত আছেন কি না জানিতে না পারিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, আজি আমি এই সমরাঙ্গনে সমবেত শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব। এক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত তূণীরে কোন্ কোন্ বাণ কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাকে জ্ঞাপিত কর।

বিশোক কহিলেন, হে বৃকোদর! এক্ষণে আপনার তূণীরে অযুত সংখ্যক শর, অযুত সংখ্যক ক্ষুর, অযুত সংখ্যক ভল্ল, দুই সহস্র নারাচ, তিন সহস্র প্রদর এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদ্গর, শক্তি ও তোমর বিদ্যমান আছে। যে সকল অস্ত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমুদায় শকটে নিহিত করিলে ছয় বলীবর্দ্দেও উহা বহন করিতে পারে না। অতএব তুমি স্বীয় বাহুবল প্রকাশ পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক চিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ কর। অস্ত্র নিঃশেষিত হইবার কিছু মাত্র আশঙ্কা করিও না।

ভীমসেন কহিলেন, হে বিশোক! আজি দেখ, আমার নৃপদেহ বিদারণ বেগবান্ বাণপ্রভাবে সূর্য্য তিরোহিত হইলে সমরভূমি মৃত্যুলোক সদৃশ দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া উঠিবে। আজি ভূপালগণ হয় ভীমসেনকে সমরে নিহত, না হয়, একমাত্র তাঁহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজি আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিপাতিত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সঞ্চিত গুণকীর্ত্তন করিবে। আজি হয় আমি কৌরবগণকে নিহত করিব নচেৎ তাহারাই আমাকে নিপাতিত করিবে। এক্ষণে মঙ্গলাভিলাষী দেবগণ আমার বিঘ্ন বিনাশ করুন। শত্রুঘাতক ধনঞ্জয় যজ্ঞস্থলে আহূত পুরন্দরের ন্যায় অবিলম্বে এই সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হউক।

হে সারথে! ঐ দেখ, ভারতী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং নরপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়, নরোত্তম ধীমান্ অর্জ্জুন শরনিকরে কৌরবসৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, প্রভূতধ্বজ সম্পন্ন চতুরঙ্গ বল অসংখ্য শর ও শক্তির আঘাতে নিপী-

ক্ষিপ্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক সৈন্য ধনঞ্জয়ের অশনি তুল্য সুবর্ণপুঙ্খ সায়কে সমাহত হইয়া নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। কৌরবগণ দাবাগ্নি দহন ভীত মাতঙ্গগণের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন এবং অন্যান্য ভূপতিগণ হাহাকার করিতেছে।

বিশোক কহিলেন, হে মহাত্মন্! মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর গাণ্ডীব নিস্বন কি আপনার শ্রবণগোচর হয় নাই? মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়ের ধনুষ্টঙ্কারে কি আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? হে পাণ্ডব! আজি আপনার সমুদায় মনোরথ সফল হইল। ঐ দেখুন, গজসৈন্য মধ্যে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রস্থিত বানররাজ শত্রুসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতেছে। উহাকে দেখিয়া আমিও ভীত হইয়াছি। ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা নীল নীরদ বিরাজিত চপলার ন্যায় বিস্ফারিত হইতেছে। উঁহার বিচিত্র কিরীট ও কিরীট মধ্যস্থিত দিবাকর সদৃশ দিব্য মণি অতিমাত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং উঁহার পার্শ্বে পাণ্ডুর মেঘসবর্ণ ভীষণ নিস্বন সম্পন্ন দেবদত্ত শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দেখুন, রথরশ্মিধারী রণচারী জনার্দ্দনের পার্শ্বে সূর্য্যপ্রভ যশোবর্দ্ধন ক্ষুরধার চক্র ও শশধরের ন্যায় শুভ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং বক্ষঃস্থলে জাজ্বল্যমান কৌস্তুভ মণি ও বিজয়প্রদ মালা শোভা পাইতেছে। যদুবংশীয়েরা সর্ব্বদা উঁহার চক্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্রে করিগণের সরল বৃক্ষ সদৃশ কর সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক উহাদিগকে আরোহিগণের সহিত সংহার করাতে উহারা বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে মহারথাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় বাসুদেব সঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করত সমরাঙ্গনে আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, অসংখ্য রথ, হস্তী ও পদাতি পুরন্দর সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিদ্রাবিত হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিপাটিত মহাবনের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে অশ্ব ও সারথি সমবেত চারি শত রথ, সাত শত হস্তী এবং অসংখ্য সাদী পদাতি নিহত হইয়াছে। ঐ দেখুন, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবগণকে সংহার করত আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে হে ভীমসেন! আপনার শত্রু সকল বিনষ্ট ও মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আপনার আয়ু ও বলবৃদ্ধি হউক। তখন ভীমসেন সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিশোক! তুমি আমাকে অর্জ্জুনের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করাতে আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া এই প্রিয় সংবাদ প্রদান নিবন্ধন তোমাকে চতুর্দ্দশ গ্রাম, এক শত দাসী এবং বিংশতি রথ প্রদান করিব।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে রথনির্ঘোষ ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সত্বর অশ্ব সঞ্চালন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন, অচিরাৎ তোমাকে তথায় লইয়া যাইতেছি, এই বলিয়া তিনি তুষার শঙ্খ ধবল মণিমুক্তা ভূষিত সুবর্ণজাল-জড়িত অশ্ব সকলকে বায়ুবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কৌরবদিগের চতুরঙ্গিণী সেনা জম্ভাসুর সংহারার্থ প্রস্থিত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট বজ্রধারী সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনকে বিজয় লাভাভিলাষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে ভীষণনিস্বন রথচক্রের ঘর্ঘর রব ও অশ্বগণের খুর শব্দে রণস্থল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিলোক রক্ষার্থ অসুরগণের সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় একাকীই ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও নিশিত ভল্ল দ্বারা বিপক্ষগণের বিবিধ আয়ুধ, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অরাতিগণের মস্তক ভুজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। বীরগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বিকৃতাঙ্গ হইয়া বায়ুবেগে উন্মূলিত অরণ্যানীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। যোধ ও ধ্বজপতাকা সম্পন্ন সুবর্ণজাল সমলঙ্কৃত বৃহদাকার করি-নিকর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বজ্রসন্নিভ শরনিকরে অসংখ্য [illegible], অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া বলাসুর সংহারার্থে প্রস্থিত সুররাজের ন্যায় সূতপুত্রের বিনাশ সাধনার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় বীরগণ একান্ত হৃষ্ট চিত্তে প্রভূত রথ, পদাতি, হস্তী ও অশ্ব সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গমন সময়ে ক্ষুভিত মহাসাগরের জলকল্লোলের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এইরূপে সেই ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রম সম্পন্ন মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর পাণ্ডুনন্দন প্রবল বায়ু যেমন জলদজালকে সমাহত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে বিশিখজালে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্থ-শরে নিপীড়িত ও ভীত হইয়া স্পন্দহীনের ন্যায় স্ব স্ব রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে সংগ্রাম নিপুণ চারি শত মহারথের প্রাণ সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ ধনঞ্জয়ের নানাবিধ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পলায়ন সময়ে বাহিনী-মুখে গিরিসংঘট্টিতজলদজালের গভীর নিস্বনের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে সেই সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া সূতপুত্রের সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় অরাতিসেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় বায়ুর ন্যায় বেগবান্ মহাবল পরাক্রান্ত পবন-নন্দন ভীমসেন সেই গভীর শব্দ শ্রবণে পরম প্রীত ও অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণপণে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব সেনা সকলকে বিমর্দ্দিত করত বায়ুবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত সদৃশ বৃকোদরের অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে একান্ত ভীত ও শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত ও ভগ্ন অর্ণবযানের ন্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন সেই কৌরব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলে রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর সৈনিক পুরুষ ও যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেনকে নিহত কর। ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষিত হইবে। দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে ভূপালগণ তাঁহার আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য হস্তী, রথী ও পদাতি বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্র পরিবেষ্টিত পরিবেষমধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া রোষা-রুণিত নেত্রে বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় তাঁহার উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃতান্ত সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর ভীমসেন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সেই প্রভূত সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক মহাজাল বিনির্গত মৎস্যের ন্যায় তাহাদের মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবি-লম্বে দশ সহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুই লক্ষ দুই শত মনুষ্য, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও এক শত রথ বিনাশ করিয়া সংগ্রামস্থলে বৈতরিণী নদীর ন্যায় ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। রথ সমুদায় ঐ নদীর আবর্ত্ত, হস্তী সকল গ্রাহ, মনুষ্যগণ মীন, অশ্ব সমুদায় নক্র, কেশ-কলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, মজ্জা পঙ্ক, মস্তক সমুদায় উপলখণ্ড, কার্ম্মুক-নিচয় কাশকুসুম, শরনিকর বিরোহণ, ভূমি, উষ্ণীষ ফেণা, হার ও বলি পদ্ম, পার্থিবরাজ তরঙ্গমালা এবং ছত্র ও ধ্বজ উহার হংস স্বরূপ শোভমান হইল। ঐ নদী ভীরু জনের নিতান্ত দুস্তর; কিন্তু বলবিক্রমসম্পন্ন

নির্ভীকচিত্ত বীরগণ উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। হে মহারাজ! ঐ সময় রথিসত্তম ভীমসেন যে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, সেই সেই স্থানেই অসংখ্য যোধ বিনষ্ট হইল।

রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে শকুনিকে কহিলেন, হে মাতুল! তুমি অবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজয় কর। উহাকে জয় করিতে পারিলেই সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য পরাজিত হইবে।

হে কুরুরাজ! প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তীরভূমি যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর শকুনির শরনিকরে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন সুবলনন্দন বৃকোদরের বক্ষঃস্থলে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ সকল মহাত্মা ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষভরে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণ বিভূষিত ঘোরতর সায়ক প্রয়োগ করিলেন। সুবলনন্দন সেই ভীষণ শর সমাগত সন্দর্শন করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করত এক ভল্লে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ শকুনিও অবিলম্বে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ এবং অন্য শরাসন ও সমনতপর্ব্ব ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ পূর্ব্বক দুই ভল্লে ভীমের হস্ত ও এক ভল্লে ধ্বজ ছেদন করিয়া সাত ভল্লে তাঁহাকে, দুই ভল্লে সারথিকে এবং চারি ভল্লে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শকুনির প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমভুজ-নির্ম্মুক্ত ভুজগজিহ্বার ন্যায় চঞ্চল ভীষণ শক্তি মহাবেগে শকুনির উপর নিপতিত হইল। শকুনি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কনকভূষিত ভীষণ শক্তি ভীমসেনের বাম বাহু বিদারণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরব বীরগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বর জ্যাযুক্ত অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করত প্রাণপণে মুহূর্ত্তমধ্যে শরজালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং অবিলম্বে সুবলনন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি সেই অশ্বশূন্য রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিস্ফারিত করিয়া রোষারুণ নেত্রে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ ভীমসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে সুবলনন্দনের শরজাল নিরাকৃত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরাতিকর্ষণ শকুনি বৃকোদরের প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শকুনিকে বিহ্বল অবলোকন করিয়া ভীমসেনের সমক্ষেই তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। কৌরবগণ শকুনিকে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ভীত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! রাজা দুর্য্যোধনও শকুনিকে ভীমকর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া একান্ত ভয়াবিষ্ট চিত্তে মাতুলের জীবিত রক্ষা প্রত্যাশায় তাঁহাকে লইয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

কৌরবসৈন্যগণ নরপতিকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর বর্ষণ করত মহাবেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরবসৈন্যগণ ভীমশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! ভগ্ন নৌকারোহী নাবিকেরা যেমন দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বস্ত হয়, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ তৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণকে আশ্রয় করিয়া আশ্বাসিত হইল এবং পরমাহ্লাদ সহকারে পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর বৃকোদরের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমাদের পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কি করিলেন? ভীমসেন একাকী সমুদায় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শত্রুসূদন কর্ণ সমস্ত কৌরবগণের মঙ্গল, বর্ম্ম, যশ ও জীবিতাশা স্বরূপ। সে কি ঐ সময় আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ যোধগণকে বিনাশ করিল? হে সঞ্জয়! ভীমসেনের প্রভাবে কৌরব সৈন্য ভগ্ন হইলে আমার দুর্দ্ধর্ষ পুত্রগণ, মহারথ ভূপতিগণ ও সূতপুত্র কর্ণ কি করিল? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই অপরাহ্ণ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের সমক্ষে সমুদায় সোমকগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদরও কৌরবসৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমাকে অবিলম্বে পাঞ্চালগণের অভিমুখে লইয়া চল। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণে চেদী, পাঞ্চাল ও কারূষদিগের অভিমুখে সেই মনোমারুতগামী শ্বেতাশ্ব সকল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অরাতিসৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সূতপুত্র যে যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, সেই সেই স্থানে রথ সমানীত করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণের সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত মেঘ সদৃশ রথ সন্দর্শন করিয়া একান্ত ভীত হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্ব্বত ও মেঘের ন্যায় সেই রথের ঘোরতর নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। মহাবীর কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সমরে এইরূপ দারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করত, চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও ভীমসেন শত বাণে কর্ণের জত্রুদেশ আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চ বিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদীতনয়গণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল একশত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সূতনন্দন শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করত নিমেষ মধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত ও ত্রিংশৎ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে নিপীড়ন পূর্ব্বক দ্রৌপদেয়গণকে রথ বিহীন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে মহারথগণকে বিমুখ করিয়া নিশিত সায়ক দ্বারা মহাবীর পাঞ্চাল ও মহারথ চেদিগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদী ও পাঞ্চালগণ কর্ণের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহারথ কর্ণও নিশিত শরনিকরে তাহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী সূতপুত্র একাকী সমরে শর বর্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে যত্নশীল পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য ধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মহাত্মা কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহাধনুর্দ্ধর কৌরবগণও সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহারথ সূতপুত্রকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সূতপুত্র গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় শরশিখায় অরাতিসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ণশরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করত

ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য পাণ্ডব-সৈন্যেরা সেই শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কর্ণকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তখন শত্রুনিসূদন রাধেয় পুনর্ব্বার এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন যে, পাণ্ডবসৈন্যগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। তাহারা সূতপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বতলগ্ন জলরাশির ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরনিকরে বিপক্ষ বীরগণের মস্তক কুণ্ডলাম্বিত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টি সম্পন্ন খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগযোক্ত্র ও চক্র সমুদায় অনবরত নিকৃত্ত হইতে লাগিল। তাঁহার সায়কে নিহত প্রভূত গজবাজি ও তাহাদের মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে সমরাঙ্গন দুর্গম হইয়া উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে সম কি বিষম কিছুই নিরূপিত হইল না। ঐ সময়ে কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে সমরভূমি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে যোধগণ কে আত্মীয়, কে পর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর সূতনন্দন স্বর্ণভূষিত শর-নিকর দ্বারা পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেরূপ অরণ্যে মৃগেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগযূথকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ যশস্বী সূতপুত্র মহারথ পাঞ্চালগণকে বারংবার বিদ্রাবিত করত পশুহন্তা বৃকের ন্যায় তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডবসেনাদিগকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সিংহনাদ করত তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানাবিধ বাদিত্র-নিস্বন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ভগ্নাস্ত্র হইয়াও বীর পুরুষের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুতাপন কর্ণও তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতি জন পাঞ্চাল ও শতাধিক চেদির প্রাণ সংহার করিলেন। তাহার পরে বিপক্ষগণের রথোপস্থ, বাজিপৃষ্ঠ ও গজস্কন্ধ নির্ম্মনুষ্য এবং পদাতি সকল বিদ্রুত হইতে লাগিল। তখন তিনি মধ্যাহ্নকালীন দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যের ন্যায়, কালান্তক যমের ন্যায় শোভমান হইলেন।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাধনুর্দ্ধর রাধেয় এইরূপে পাণ্ডব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। বলবান্ কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ মহারথ কর্ণ একাকী সোমকগণকে নিহত করিয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা পাঞ্চালদিগেরও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা সমরাঙ্গনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! ঐ অবসরে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং শকুনি ইহারাও অসংখ্য পাণ্ডবসেনা নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পাণ্ডবসেনা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণও কোপাবিষ্ট হইয়া কৌরব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে পাণ্ডব পক্ষীয় ও ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য কালগ্রাসে নিপাতিত হইতে লাগিল।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় অরাতিঘাতন অর্জ্জুন মহারণে কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়াতে সংগ্রামস্থানে বীর জনের সুপ্রতর, ভীরুগণের দুস্তর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। মাংস, মজ্জা ও অস্থি সকল ঐ নদীর পঙ্ক; নর মস্তক সমুদায় উহার উপলখণ্ড; হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় তীর স্বরূপ; আতপত্র সকল হংস; হার সকল পদ্ম; উষ্ণীষ সমুদায় ফেনা; শরাসন সকল শরবন; রথ সমুদায় উড়ুপ এবং বর্ম্ম ও চর্ম্ম সকল উহার আবর্ত্ত স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। বীরগণ বৃক্ষ সমুদায়ের ন্যায় উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং কাক ও গৃধ্রগণ উহার উভয় পার্শ্বে ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সূতপুত্রের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীম-সেন প্রভৃতি বীরগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন শ্বেতাতপত্রে পরিশোভিত হইয়া কর্ণসায়ক নির্ভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সূতপুত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্য্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা উঁহাদিগকে নিধন না করিলে উঁহারা নিশ্চয়ই সোমকগণকে সংহার করিবেন। ঐ দেখ, রশ্মিগ্রহণবিশারদ মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের রথ সঞ্চালন করিতেছেন; অতএব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথ চালন কর। আমি সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাপি সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যদি আমি এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন না হই, তাহা হইলে ঐ দুরাত্মা নিশ্চয়ই আমাদিগের সমক্ষে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার মানসে সূতপুত্রের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ তদ্দর্শনে আশ্বাসযুক্ত হইল। তখন পুরন্দরের বজ্রের ন্যায়, জলধির তরঙ্গের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথের ভীষণ নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সত্যবিক্রম মহাত্মা অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যগণকে পরাজিত করত [illegible] ধাবমান হইলেন।

তখন মদ্রাধিপতি শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনের বানরধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলে, ঐ সেই কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করত আগমন করিতেছে। যদি আজি উঁহাকে নিপাতিত করিতে পার, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গললাভ হইবে। অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় বসুন্ধরগণকে নিপীড়িত করত আমাকেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি-গমন কর। ঐ কৌরবসেনাগণ শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। ধনঞ্জয়ও উঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভি-মুখে ধাবমান হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুন তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত, ধর্ম্মরাজকে বিরথ ও ক্ষতবিক্ষত এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কৌরব পক্ষীয় সমুদায় পার্থিবগণের বিনাশ সাধনার্থ অন্যান্য সৈন্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষা-রক্ত নয়নে মহাবেগে আমাদিগেরই প্রতি ধাবমান হইতেছে; অত-এব সত্বর তুমি উহার প্রতিগমন কর। ইহ লোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই ক্রোধপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ঐ দেখ, মহাবীর কুন্তীনন্দন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, কেহই উহার পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব এক্ষণে তুমি আপনার কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সংগ্রামে বাসুদেব অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে পারিবে; ঐ ভার তোমার উপরেই অর্পিত হইয়াছে, অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। তুমি ভীম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের সদৃশ, অতএব এই মহাসংগ্রামে লেলিহান সর্পের ন্যায়, গর্জ্জনশীল বৃষভের ন্যায় ও বনস্থিত ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে নিবারণ পূর্ব্বক সংহার কর। ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় মহারথ ভূপালগণ অর্জ্জুনের ভয়ে সমর-নিরপেক্ষ হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই তাহাদিগের ভয় নিবা-রণে সমর্থ নহেন। কৌরবগণ এই সমরসাগরে দ্বীপের ন্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজয় করিয়াছ, সেইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতি গমন কর।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ, শল্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া

কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ। ধনঞ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি তুমি আমার ভুজবল ও অস্ত্রশিক্ষা অবলোকন কর। আমি একাকীই সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিব। আজি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয়লাভের কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব হয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার নচেৎ তাঁহাদিগের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরশয্যায় শয়ন করিয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইব। তখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! মহারথগণ সেই অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে একাকী থাকিলেও তাহাকে আক্রমণ করা সহজ নহে। এক্ষণে আবার সে বাসুদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে তাহাকে পরাজয় করা কাহার সাধ্য। কর্ণ কহিলেন হে শল্য! আমিও শুনিয়াছি যে, ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর কেহই নাই; তথাপি আমি সেই মহাবীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে তুমি আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ কর। ঐ দেখ, পাণ্ডুতনয় মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। অদ্য হয়ত ঐ বীরই আমাকে বিনাশ করিবে। আমি বিনষ্ট হইলে কৌরব পক্ষীয় কোন যোদ্ধাই জীবিত থাকিবে না। হে মদ্ররাজ! ধনঞ্জয়ের ভুজযুগল সুদীর্ঘ ব্রণাঙ্কিত; উহা হইতে স্বেদজল নির্গত বা উহা কদাচ বিকম্পিত হয় না। দৃঢ়ায়ুধ মহাবীর অর্জ্জুন অদ্বিতীয় কৃতী ও ক্ষিপ্রহস্ত। এই পৃথিবীতে উঁহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর এক শরের ন্যায় এককালে বহুসংখ্য শর গ্রহণ ও অবিলম্বে সন্ধান পূর্ব্বক এক ক্রোশ অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতুষ্ট করাতে তিনি বাসুদেবকে চক্র এবং উঁহাকে গাণ্ডীব শরাসন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ, অক্ষয় তূণীর ও দিব্য শস্ত্র সমুদায় প্রদান করেন। ঐ মহাবীর ইন্দ্রলোকে একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্র ও দেবদত্ত শঙ্খ লাভ করিয়া অসংখ্য কালকেয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিল। অতএব এই পৃথিবীতে উঁহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কে আছে? ঐ মহাবীর ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের তুষ্টিসাধন করিয়া ত্রৈলোক্য সংহারকর একান্ত ভয়ঙ্কর পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকীই বিরাটনগরে সমবেত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে পরাজয় করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ ও মহারথদিগের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ সকল লোক সমবেত হইয়া অযুত বৎসরেও যে শঙ্খচক্রগদাপাণি জয়শীল মহাত্মা বাসুদেবের গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না; সেই অনন্তবীর্য্য অপ্রতিম প্রভাবসম্পন্ন, দেবকীনন্দন ঐ মহাবীরকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি সেই অশেষ গুণসম্পন্ন কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে আহ্বান করিয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী জ্ঞান করিতেছি। মহাবীর বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে এক রথে সমবেত দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারও হইতেছে। ধনঞ্জয় শরযুদ্ধে ও বাসুদেব চক্রযুদ্ধে অতিশয় সুনিপুণ। যদিও হিমাচল স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়; কিন্তু ঐ দুই মহাবীর কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমা ব্যতিরেকে ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ দ্বয়ের নিকট যুদ্ধার্থ আর কে অগ্রসর হইবে? আজি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার যে অভিলাষ হইয়াছে, উহা অচিরাৎ পূর্ণ হইবে। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম করিব। ঐ যুদ্ধে হয় আমি ঐ বীরদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিব, না হয় উঁহারাই আমাকে নিহত করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া জলধরের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধনসন্নিধানে সমুপস্থিত ও তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এবং কৃপ, ভোজ, অনুজ সমবেত গান্ধাররাজ শকুনি, অশ্বত্থামা, আপনার কনিষ্ঠ পুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও পরিশ্রান্ত কর। তোমরা ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে অতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিলে আমি অক্লেশে উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইব। হে মহারাজ! তখন ঐ সমস্ত বীরেরা সূতপুত্রের আদেশানুসারে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবমান হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাহত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও মহাসাগর যেমন বহুল সলিলসম্পন্ন নদ নদী সমুদায়ের বেগ ধারণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব পক্ষীয় বীরগণের শরনিকর সহ্য করিলেন। অনন্তর তিনি বিপক্ষগণের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান ও বর্ষণ করিতে লাগিলেন, শত্রুগণ তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য তাঁহার শরে বিদীর্ণ কলেবর ও নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কুন্তীনন্দন যুগান্তকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলে তাঁহার শরনিকর কিরণ ও গাণ্ডীব শরাসন পরিবেশের ন্যায় শোভমান হইল। চক্ষুরোগপীড়িত ব্যক্তি যেমন দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত দিবাকর যেমন জলরাশি বিশোষিত করে, তদ্রূপ বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কৌরব সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, ভোজ, রাজা দুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বত্থামা, জলধর যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত অর্জ্জুনের উপর শরনিকর বিসর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবনান্তকর শরনিকর দ্বারা সেই শরসমূহ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বক্ষঃস্থলে তিন তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে শরানলে নিতান্ত সন্তপ্ত করত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেশ সুশোভিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা দশ শরে ধনঞ্জয়কে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে ও তিন শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধ্বজাগ্রস্থিত বানরের উপর নারাচনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শরে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক, ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ও চারি শরে অশ্বগণকে ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া হীরক মণি সমলঙ্কৃত, সুবর্ণজাল জড়িত, তক্ষক দেহের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, অদ্রি-তটস্থ অজগরের ন্যায় প্রকাণ্ড এক মহামূল্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নিপীড়িত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বারিধর যেমন দিবাকরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর কৃপ, ভোজ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথগণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে শরনিকর দ্বারা কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে গাঙ্গেয় যেমন অর্জ্জুনের অসংখ্য শরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৃপাচার্য্যও তদ্রূপ একান্ত নিপীড়িত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথ সমুদায় এবং গজযূথকে বিপাটিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ জলবেগবিদারিত সেতুর ন্যায় সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ রণপীড়িত শত্রুগণকে অর্জ্জুনের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ বৃত্রাসুর নিধনোদ্যত বাসবের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধাবমান অবলোকন করিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সুকল্পিত রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধবাসনায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অরাতিগণকে নিবারণ ও শাণিত শরনিকরে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অজিহ্মগামী সায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে অসুরগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে কৌরবগণের সহিত সৃঞ্জয়দিগের তদ্রূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া সত্বরে গমন ও পরস্পরকে প্রহার করত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যোধগণ পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর

নিক্ষেপ করাতে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।

একাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান কৌরবসৈন্যগণকে ভীমসেনের আক্রমণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার উদ্ধার বাসনায় সূতপুত্রের সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরজাল বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর কুন্তীনন্দন কৌরবগণের অন্তকস্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও বিমল নারাচ দ্বারা তাঁহাদের গাত্র ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরভূমি ছিন্নগাত্র, ছিন্নমস্তক, কবচশূন্য যোধগণের কলেবরে সমাবৃত এবং ছিন্ন ভিন্ন বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহের নিপাতে ভীষণাকার বৈতরণী নদীর ন্যায় অতিশয় দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভল্ল ইতস্ততঃ নিপাতিত হইতে লাগিল; ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্বসারথি বিহীন, কোন কোন রথ কেবল অশ্বযুক্ত ও কোন কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। সুবর্ণবর্ণ বর্ম্মধারী, কনক ভূষণালঙ্কৃত, যোধগণ সমারূঢ়, ক্রুর মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পরিচালিত, মদমত্ত, কবচ ভূষিত চারিশত মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন মহাপর্ব্বতের সমৃদ্ধিশালী শৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ ও ধরাতলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন সেই জলদসন্নিভ মদবর্ষী বারণগণকে নিপাতিত করিয়া মেঘবিনির্গত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে অস্ত্র, যন্ত্র, কবচশূন্য চতুরঙ্গ বল সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে পথ সকল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীব শরাসনের ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সাগরমধ্যে নৌকা যেমন প্রবল সমীরণে সমাহত হইয়া বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই কৌরবসৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে সমাহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। অঙ্গার, উল্কা ও অশনির ন্যায় প্রাণবিনাশক গাণ্ডীবনিঃসৃত বিবিধ বাণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রজনীযোগে পর্ব্বতস্থিত প্রজ্বলিত বেণুবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অটবীমধ্যে মৃগগণ যেমন দাবদহন-ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করে, তদ্রূপ কৌরবগণ অর্জ্জুনের শরানলে দগ্ধ ও ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় যাহারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও ভীত চিত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণপরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করত তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের নিরাপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময় দুঃশাসনের অনুজ দশ জন মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহারা জ্যারোপিত শরাসন আয়ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে উল্কানিপীড়িত কুঞ্জরের ন্যায় আপনার পুত্রগণের শরে সমাহত দেখিয়া, অর্জ্জুন অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রথ অন্য দিকে ধাবমান দেখিয়া সত্বর তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র শরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়ক সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্লে তাঁহাদিগের লোহিত নেত্রযুক্ত দষ্টৌষ্ঠ মস্তক সকল ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণের বদন সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইয়া পঙ্কজের ন্যায় শোভিত হইল

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়ের সুবর্ণভূষণ বিভূষিত মুক্তাজাল জড়িত শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। অনন্তর কৌরব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত নবতি সংখ্যক সংশপ্তক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর পারলৌকিক শপথ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরজালে অবিলম্বে সেই সংগ্রামতৎপর নবতি বীরকে তাহাদের সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। পুণ্যক্ষয় হইলে বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারা অর্জ্জুনের নানারূপ শরনিকরে নিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ লইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে অবরোধ করত অসংখ্য শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, গদা, তরবারি ও শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও দিবাকর যেমন কিরণজালে তিমির নাশ করেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা আরাতি-নিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাশি বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ শত মত্ত গজসমারূঢ় ম্লেচ্ছ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিপাল দ্বারা রথস্থ পার্থের পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন নিশিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণ-নিক্ষিপ্ত শস্ত্র বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া নানাবর্ণ শরনিকরে ধ্বজ পতাকা বিশিষ্ট দ্বিরদগণকে আরোহিগণের সহিত নিহত করিলেন। স্বর্ণমালাবৃত মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাবৃত ও নিহত হইয়া বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের নিস্বন এবং গাণ্ডীবের গম্ভীর নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অসংখ্য কুঞ্জর ও আরোহীবিহীন অশ্বগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। অশ্বহীন রথিবিহীন গন্ধর্ব্ব নগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অশ্বারোহিগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের কি অদ্ভুত বাহুবল! তিনি তৎকালে একাকাই সেই হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজয় করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অর্জ্জুনকে ত্রিবিধ সৈন্যপরিবৃত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবগণের অল্পমাত্রাবশিষ্ট ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। গদাপাণি বৃকোদরও অর্জ্জুনের সমীপে গমন করত ধনঞ্জয়-হতাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় মহাবল তুরঙ্গমগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রাকার অট্টালিকা ও পুরদ্বার বিদারণে সমর্থ, কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ গদা নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। লৌহবর্ম্মধারী অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ সেই প্রচণ্ড গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাস্থি ও ভগ্নচরণ হইয়া শোণিতার্দ্র কলেবরে চীৎকার করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্রব্যাদগণ আনন্দিত চিত্তে তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। তখন ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থি দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া দুর্নিরীক্ষ্য কালরাত্রির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এইরূপে ভীমসেন দশ সহস্র অশ্ব ও বহুসংখ্যক পদাতিকে নিপাতিত করিয়া গদা হস্তে সরোষনয়নে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ তাঁহাকে গদাহস্তে সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া সাক্ষাৎ কালদণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। বর্ম্মাচ্ছাদিত, পরিশোভিত, আরোহিসমবেত, মত্ত মাতঙ্গগণ পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মহাবল ভীমসেন এইরূপে সেই গজসৈন্য নিপাতিত করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কৌরবসৈন্যগণ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সমরে নিরুৎসাহ ও পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই সৈনিকগণকে তেজো-

হীন দেখিয়া প্রাণনাশক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া কেশর বিরাজিত কদম্ব কুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময়ে অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নাগ, নর ও অশ্ব নিহত হওয়াতে কৌরব পক্ষে ভীষণ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈনিকগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হাহাকার করত অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন রথ, অশ্ব অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত ছিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া বিকসিত অশোক কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবগণ সব্যসাচীর পরাক্রম দর্শনে কর্ণের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং পার্থের শরসম্পাত অসহ্য বোধ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করত সূতপুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও শত শত শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিলেন।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ অর্জ্জুনশরে ব্যথিত হইয়া কর্ণের রথসমীপে প্রতিগমন করিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র সেই বিপদ্‌সাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। অন্যান্য কৌরবগণও অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নির্ব্বিষ পন্নগের ন্যায় পলায়ন করত কর্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্ প্রাণিগণ যেমন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ আপনার তনয়গণ মহাত্মা অর্জ্জুনের ভয়ে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ সেই শরপীড়িত শোণিতক্লিন্ন বীরগণকে অভয় প্রদান করিলেন এবং সৈনিকগণকে অর্জ্জুনপ্রভাবে ভগ্ন দেখিয়া শত্রুসংহার বাসনায় শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে অর্জ্জুনের বধ চিন্তা করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহারই সমক্ষে পুনরায় পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় ভূপালগণ তদ্দর্শনে আরক্তনয়ন হইয়া জলদজাল যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র মহাবীর অর্জ্জুনের বীর্য্যপ্রভাবে কৌরবগণকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া বায়ু যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালতনয়গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অঞ্জলিকাস্ত্রে জনমেজয়ের অশ্ব সমুদায় ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা শতানীক ও সুতসোমকে বিদ্ধ করত তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ছয় শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ ও শরনিকরে তাঁহার অশ্ব সকলকে নিহত করিয়া সাত্যকির অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক কৈকয়পুত্র বিশোকককে বিনষ্ট করিলেন। কৈকয় সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা রাজকুমারকে নিহত দেখিয়া কর্ণাত্মজ প্রসেনকে উগ্রবেগ সম্পন্ন শরনিকরে সমাহত ও বিচলিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্যমুখে তিন অর্দ্ধচন্দ্র শরে কৈকয়সেনাপতির ভুজযুগল ও মস্তক ছেদন করিলে তিনি গতাসু হইয়া পরশুছিন্ন শাল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণাত্মজ প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ ও নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করত যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে তৎক্ষণাৎ প্রসেনের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবীর কর্ণ পুত্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া সাত্যকিকে সংহার করিবার বাসনায়, অরে শৈনেয়! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে অবিলম্বে তিন বাণে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া তাঁহাকে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাতেজস্বী সূতপুত্র ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নতনয়ের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক সুশাণিত শর দ্বারা সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র নিহত হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পরন্তপ! ঐ দেখ, কর্ণ প্রায় সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনষ্ট করিল; এক্ষণে তুমি শীঘ্র গিয়া উহাকে সংহার কর। নরপ্রবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাঞ্চালদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন এবং গাণ্ডীব বিস্ফারণ ও তলধ্বনি করিয়া সহসা শরান্ধকার বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার শব্দ অন্তরীক্ষমণ্ডল ও ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় রথারোহণে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর সূতপুত্র সোমকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে নিহত এবং শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সমুদায় যেমন সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র হইয়াও সূতপুত্রকে রথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরনিকর দ্বারা সেই মহাবীরগণের ধনু, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও পতাকা সকল অবিলম্বে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগকে আঘাত করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার শরাসননিস্বনে অদ্রিক্রম পরিশোভিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল অনুমান করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর সূতপুত্র ইন্দ্রচাপ সদৃশ নিতান্ত আয়ত শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক করজাল বিরাজিত পরিবেশ সম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শিখণ্ডীকে দ্বাদশ, উত্তমৌজাকে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহারথ ভোগ্য বস্তু সকল যেমন জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বলবীর্য্যে পরাজিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন দ্রৌপদীর আত্মজগণ স্বীয় মাতুলগণকে সূতপুত্র বিহিত বিপদ্ সাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া নৌকাভঙ্গ নিবন্ধন সমুদ্রে নিমগ্ন বণিকগণকে যেমন অন্য নৌকা দ্বারা উদ্ধার করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন

অনন্তর মহারথ সাত্যকি নিশিত শরনিকরে সূতপুত্র-প্রেরিত শরসমূহ খণ্ড খণ্ড ও তাঁহার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া আট শরে মহারাজ দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও রাজা দুর্য্যোধন সুনিশিত শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর যুযুধান সেই চারি মহাবীরের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিক্‌পতিদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দানবরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং অনবরত শরনিকরবর্ষী অতিমাত্র আয়ত মহাঘন শরাসন প্রভাবে শরৎকালীন নভোমণ্ডল মধ্যস্থিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন ইত্যবসরে পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ সমবেত হইয়া দেবতারা যেমন দেবরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার সৈনিকগণের সহিত বিপক্ষদিগের দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ বিনাশন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সকল নানাবিধ শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কতকগুলি পরস্পর আহত ও স্খলিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল।

এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমও সিংহ যেমন রুরুর অভিগমন করে, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতিগমন করিলেন। তখন শম্বর ও শত্রুর ন্যায় সেই রোষাবিষ্ট বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনবরত মদধারাবর্ষী মন্মথাসক্তচিত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীনিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় জয়শ্রী লাভ করিবার অভিলাষে দেহবিদারণক্ষম সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে

প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দুই ক্ষুর দ্বারা দুঃশাসনের কার্ম্মুক ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার ললাটদেশে এক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজকুমার দুঃশাসন সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ভীমের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীমকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যমরীচিসপ্রভ, হীরক রত্ন সমলঙ্কৃত, সুবর্ণজাল জড়িত, অশনি তুল্য নিতান্ত দুঃসহ দেহবিদারণক্ষম, ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন সেই শরে নির্ভিন্ন কলেবর ও গতাসুর ন্যায় শিথিলদেহ হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন। এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ভীষণ রবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই সমরাঙ্গনে নিদারুণ যুদ্ধ করত এক শরে ভীমসেনের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক ষষ্টি শরে তাঁহার সারথিকে ও নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য উত্তম উত্তম সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অসামান্য পরাক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শক্তিপ্রয়োগ করিলেন। আপনার পুত্র প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সেই ভীষণ শক্তি সহসা সমাগত হইতেছে দেখিয়া আকর্ণ সমাকৃষ্ট দশ শরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় ভীমসেনকে অতিমাত্র বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন আপনার পুত্রের শরাঘাতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর! তুমি ত আমাকে বিদ্ধ করিলে, এক্ষণে আমি গদা প্রহার করিতেছি সহ্য কর। ভীমসেন এই বলিয়া ক্রোধভরে দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় সেই দারুণ গদা গ্রহণ করত পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে দুরাত্মন্! আজি আমি রণস্থলে তোমার শোণিত পান করিব। মহাবীর দুঃশাসন ভীম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত গদা দুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করত তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহার রথ হইতে দশ ধনু অন্তরে নিপাতিত এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণিত করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার প্রহারে কম্পিত কলেবর ও বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরবর বৃকোদরও দুঃশাসনকে পাতিত করিয়া মহা আহ্লাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল তাঁহার সিংহনাদ শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইল। তখন অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে দুঃশাসনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরজনভূয়িষ্ঠ ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র আপনার পুত্রগণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এবং পতিপরায়ণা ঋতুমতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণ ও অন্যান্য দুঃখ সকল বৃকোদরের স্মৃতিপথে সমুদিত হইল, পরে ক্রোধে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, হে যোধগণ! আজি আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে উহাকে রক্ষা কর।

বলবান্ বৃকোদর এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই কেশরী যেমন মহামাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সোৎসুক নয়নে ক্ষণকাল দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করত আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধার অসি সমুদ্যত করিয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার উপর পদার্পণ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিলেন এবং তাঁহাকে অবিলম্বে ভূতলে নিপাতিত করিয়া সেই খড়্গে তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় বারংবার ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করত কহিলেন যে, মাতৃস্তন্য, ঘৃত, মধু, উৎকৃষ্ট জল এবং দধি ও দুগ্ধ হইতে সমুৎপন্ন উত্তম তক্র প্রভৃতি যে সকল অমৃতরস তুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজি এই শত্রুশোণিত সর্ব্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল। ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন এই কথা বলিয়া দুঃশাসনকে গতাসু নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এক্ষণে মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আর আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না। হে মহারাজ! ঐ সময়ে যে সকল বীরগণ শোণিতপায়ী হৃষ্টচিত্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন; কাহার কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্র সকল পরিভ্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অস্ফুট স্বরে চীৎকার করত সঙ্কুচিত নেত্রে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্ত পান করিতে অবলোকন করিয়া এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, অবশ্য রাক্ষস হইবে এই বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে নৃপতনয় যুধামন্যু সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়মান চিত্রসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া নির্ভয়ে নিশিত সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরাঘাতে পাদস্পৃষ্ট লেলিহান ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুকে তিন ও তাঁহার সারথিকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণপূর্ণ সুন্দর পুঙ্খযুক্ত সুশাণিত শরে চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন নিহত হইলে মহাবীর কর্ণ স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল অবিলম্বে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

এ দিকে মহাবীর ভীমসেন রোষপরায়ণ নিহত দুঃশাসনের রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করিতেছি, এক্ষণে পুনরায় হৃষ্টচিত্তে গরু গরু বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে যাহারা আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিয়াছিল, এখন আমরা তাহাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিব। রে দুঃশাসন! আমরা দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে যে প্রমাণকোটি নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কৃষ্ণসর্পের দংশন, দ্যূতে রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ, অরণ্যে নিবাস, সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত এবং স্বগৃহে ও বিরাট ভবনে বিবিধ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সে সকলের মূল! আমরা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাত্ম্যে চির কাল দুঃখভোগ করিতেছি, কখন সুখের লেশমাত্রও জানিতে পারি নাই।

হে মহারাজ! রক্তাক্ত কলেবর, লোহিতাস্য ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর জয় লাভের পর এই সকল কথা বলিয়া হাস্য করত কেশব ও অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি দুঃশাসন নিধনার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজি রণস্থলে তাহা সফল করিলাম। এক্ষণে অবিলম্বে এই সংগ্রামরূপ মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুকে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে পদাঘাতে ঐ দুরাত্মার মস্তক বিমর্দ্দন পূর্ব্বক উহাকে বিনাশ করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে মহারাজ! রুধিরাক্ত কলেবর মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া বৃত্রাসুরনিপাতন সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় হৃষ্ট চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইলে নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, অলোলুপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চ্চা আপনার এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে শরনিকরে মহাবীর ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর সেই ক্রোধনস্বভাব শরে অপরাঙ্মুখ মহারথগণের বিশিখজালে বিদ্ধ ও রোষে লোহিতনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায়

যোদ্ধা ধাবন পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ বেগবান্ দশ ভল্লে তাঁহাদের দশ জনকে নিপাতিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে ভীমভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সূতপুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ প্রজানাশক কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তখন মহামতি শল্য তাঁহার দর্শনে মনের বিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! ঐ দেখ, ভূপতিগণ ভীমসেনের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন দুঃশাসনের রুধির পান করাতে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ও মহাত্মা কৃপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতেছেন। ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণকে পরাজয় করিয়া তোমার অভিমুখেই সমাগত হইতেছে। অতএব এ সময় ব্যথিত বা বিষণ্ণ হওয়া তোমার উচিত নহে। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতিগমন কর। দুর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদায় ভার অর্পণ করিয়াছেন, তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর। সংগ্রামে জয় লাভ করিলে বিপুল কীর্ত্তি এবং পরাজিত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গ লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে তোমার পুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইতেছে। হে মহারাজ! মহাতেজস্বী মদ্ররাজ এই কথা কহিলে মহাবীর কর্ণ মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। ঐ সময় কর্ণপুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া গৃহীতদণ্ড কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামনিরত গদাহস্ত বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণপুত্রের উপর শরনিকর বর্ষণ করত জম্ভাসুরাভিমুখে ধাবমান পুরন্দরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুর দ্বারা তাঁহার স্ফটিকবিন্দু শোভিত ধ্বজ ও ভল্ল দ্বারা স্বর্ণভূষিত বিচিত্র শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণতনয় দুঃশাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দিব্য মহাস্ত্র দ্বারা নকুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা নকুল বৃষসেনের অস্ত্রাঘাতে কোপান্বিত হইয়া মহোল্কা সদৃশ শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষিতাস্ত্র বৃষসেনও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্রনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র শরাভিঘাতজনিত ক্রোধ এবং স্বীয় দীপ্তি ও অস্ত্রপ্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের স্বর্ণজালজড়িত বনায়ুদেশীয় শুভ্রবর্ণ অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক স্বর্ণময় চন্দ্র পরিশোভিত চর্ম্ম ও আকাশসবর্ণ অসি ধারণ করিয়া বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদান করত বৃষসেনের হস্তী অশ্ব ও রথ সমুদায় ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণপুত্রের সেই বিবিধ সৈন্য নকুলের খড়্গাঘাতে যাজ্ঞিক কর্ত্তৃক নিকৃত্ত পশুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় সমরবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচর্চ্চিত, নানা দেশসম্ভূত, দুই সহস্র বীর বিজয়াভিলাষী একমাত্র মহাবীর নকুলের অসি প্রহারে নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন।

তখন মহাবীর বৃষসেন মহাবেগে নকুলের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নকুলও তাঁহাকে অনবরত শরজালে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষসেন নকুলশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর নকুল ভ্রাতা ভীমসেন প্রভাবে সেই তুমুল রণস্থলে রক্ষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন

অনন্তর কর্ণের আত্মজ বৃষসেন মহারথ নকুলকে রথী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে শরনিকরে নিরন্তর বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে অষ্টাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর নকুল সেই কর্ণসুত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। বৃষসেন বিস্তীর্ণ পক্ষ আমিষলুব্ধ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নকুলকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল বৃষসেন নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কর্ণসুত বৃষসেন শরজাল দ্বারা নকুলের সহস্র তারকা সমলঙ্কৃত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশিত ছয় শরে তাঁহার শত্রুতার সাধন শত্রুগণের প্রাণনাশক সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র কোষ নিষ্কাশিত সুতীক্ষ্ণ অসি ছেদন পূর্ব্বক শাণিত শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর নকুল বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, খড়্গহীন ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের সমক্ষে সিংহ যেমন অচলশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন সেই দুই মহারথকে এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার অভিলাষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎপরে অন্যান্য কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন রোষপ্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া বৃষসেনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এই দেখ, নকুল কর্ণাত্মজ-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছে। মহাবীর বৃষসেন আমাদিগের উপরও শর বর্ষণ করিতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতিগমন কর। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মাদ্রীতনয় নকুল তাঁহাকে তথায় সমাগত দেখিয়া কহিলেন, হে বীর! আপনি শীঘ্র বৃষসেনকে বিনাশ করুন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কেশবকে অবিলম্বে বৃষসেনের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে কহিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রুপদরাজার পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও মহাত্মা শিনিনপ্তা সাত্যকি এই একাদশ বীর নকুলকে কর্ণপুত্রের শরনিকরে ছিন্ন শরাসন, খড়্গহীন, রথবিহীন, ও নিতান্ত নিপীড়িত অবগত হইয়া পবনচালিত পতাকা যুক্ত, গভীর নিস্বন সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ভুজগগতি সদৃশ শরনিকরে আপনার হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপীড়িত করত সত্বর মাদ্রীতনয়ের সাহায্যার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন শকুনির পুত্র, বৃক, ক্রাথ এবং দেবাবৃধ, কৌরব পক্ষীয় এই কয়েক জন মহারথগণ জলদ গম্ভীর নিস্বন রথারোহণ পূর্ব্বক অনবরত জ্যানির্ঘোষ ও শরবর্ষণ করত সেই একাদশ বীরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কুলিন্দগণ তদ্দর্শনে নব জলধরসন্নিভ পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ বেগগামী মাতঙ্গে সমারূঢ় হইয়া সেই কৌরব পক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের হিমালয়সম্ভূত স্বর্ণজাল সমাবৃত মদোৎকট মাতঙ্গগণ চপলাবিরাজিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর কুলিন্দরাজ লৌহময় দশ বাণে কৃপাচার্য্যকে অশ্ব ও সারথির সহিত সাতিশয় নিপীড়িত করিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাহার সায়কে সমাহত হইয়া অচিরাৎ সুতীক্ষ্ণ শরে তাহাকে মাতঙ্গের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলিন্দরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া সূর্য্যরশ্মি সদৃশ লৌহময় তোমরে কৃপাচার্য্যের রথ আলোড়িত করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শকুনি তদ্দর্শনে সত্বর তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শরনিকরে শতানীকের অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে নিহত ও নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় বহুতর আয়ুধ ও পতাকা যুক্ত অন্য তিন মহাগজ অশ্বত্থামার শরে আরোহীর সহিত নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কুলিন্দরাজের তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে দুর্য্যোধনকে তাড়িত করিলে তিনি নিশিত শরনিকরে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করত তাহার মাতঙ্গকে নিহত করিলেন। গজরাজ দুর্য্যোধনের শরে নিহত হইয়া বর্ষাকালীন বজ্রাহত গৈরিক ধাতুধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোণিত ক্ষরণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। কুলিন্দরাজের সহোদর হস্তী পতিত না হইতে হইতেই অবিলম্বে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ধরাতলে অবতরণ করিল এবং সত্বর অন্য এক মহামাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রাথের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ক্রাথ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকর [illegible] কুলিন্দরাজের সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের

সহিত নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই গজারূঢ় মহাবীর দুর্জ্জয় ক্রাথাধিপকে শরনিকরে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ক্রাথ কুলিন্দরাজ সহোদরের শরে নিহত হইয়া বায়ুবিশাটিত বনস্পতির ন্যায় অশ্ব, সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃক সেই গজারূঢ় কুলিন্দরাজ সহোদরকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলে তাঁহার মাতঙ্গ পদাঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত বৃককে বিপোথিত করিল। তখন বভ্রুতনয় শরনিকর নিক্ষেপ করত কুলিন্দরাজ সহোদরকে তাঁহার মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বভ্রুতনয়ের শরে সমাহত হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। এই অবসরে মহাবীর সহদেবতনয় বভ্রুনন্দনকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কুলিন্দরাজ সহোদর সেই যোধবিদারণক্ষম মহাগজ লইয়া শকুনির বিনাশ বাসনায় মহাবেগে গমন করত তাঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর শকুনি অচিরাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর অক্লান্ত কুলিন্দগণ নিহত হইলে আপনার ধনুর্দ্ধারী পুত্রগণ মহা আহ্লাদে লবণ সমুদ্র-সম্ভূত শঙ্খ সকল প্রধ্মাপিত করত কার্ম্মুক ধারণ করিয়া অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে খড়্গ, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল পরস্পরের আঘাতে নিহত ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যুদ্বিরাজিত ও নির্ঘাতযুক্ত মেঘ সকল মহামারুত বেগে সমাগত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ সময় আপনার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ নকুলপুত্র শতানীকের শরে নিহত হইয়া সুপর্ণের পক্ষবায়ুবিদলিত ভুজঙ্গমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় এক জন কুলিন্দ অসংখ্য শরে শতানীককে সমাহত করিতে লাগিল। মহাবীর নকুলনন্দন কুলিন্দের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র মহাবীর বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে বিদ্ধ করিয়া ভীমকে তিন, অর্জ্জুনকে তিন, নকুলকে সাত ও জনার্দ্দনকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময়ে কৌরবগণ কর্ণপুত্রের লোকাতীত কার্য্য সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা অর্জ্জুনের পরাক্রম সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহারা কর্ণ পুত্রকে হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দন নকুলকে হতাশ্ব ও বাসুদেবকে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া বৃষসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূতপুত্রের সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেন অসংখ্য বাণধারী নরবীর অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া পূর্ব্বে দানবরাজ নমুচি যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বহুসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অর্জ্জুনের দক্ষিণ ভুজমূলে শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে কর্ণতনয় অর্জ্জুনের উপর অগ্রে শরাঘাত করিলে মহাবীর পার্থ ঈষৎ রোষ পরবশ হইয়া তাঁহার বিনাশে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ললাটে ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া নিরন্তর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রোষকষায়িত লোচনে গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক সূতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! আজি আমি তোমার সমক্ষেই দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরগণ এবং দুর্য্যোধন ও বৃষসেনকে নিশিত শরনিকরে যমলোকে প্রেরণ করিব। সকলেই কহিয়া থাকে যে আমার পুত্র অভিমন্যু যৎকালে রথমধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বৃষসেনকে বিনাশ করিব; তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রক্ষা কর। হে মূর্খ! তুমি আমাদের এই কলহের মূল; বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের আশ্রয়লাভে তোমার অন্তঃকরণে অহঙ্কারসঞ্চার হইয়াছে। অতএব আমি অদ্য বৃষসেনকে পরে বল প্রকাশ পূর্ব্বক তোমাকে বিনাশ করিব। আর যাহার নিমিত্ত এই লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীম সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া শরাসন পরিমার্জ্জিত করত বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার বাসনায় শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক হাস্যমুখে অশঙ্কিত চিত্তে দশ শরে তাঁহার মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার চারি ক্ষুর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার শরাসন, বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কর্ণাত্মজ বৃষসেন অর্জ্জুনের ক্ষুরাস্ত্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া বায়ুবেগভগ্ন কুসুমশোভিত অতিবিশাল শাল বৃক্ষ যেমন শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার আত্মজকে অর্জ্জুন-শরে নিহত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি কাতর ও রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

হে মহারাজ! তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব দেবগণের ও দুর্নিবার্য্য মহাকায় সূতপুত্রকে উদ্বেল মহোদধির ন্যায় গর্জ্জন করত সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, সখে! যাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সেই কর্ণ শল্যসঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে: অতএব তুমি এক্ষণে স্থির হও। ঐ দেখ, মহাত্মা কর্ণের কিঙ্কিণীজাল জড়িত নানা পতাকা পরিবৃত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ আকাশস্থিত বিমানের ন্যায় সমাগত হইতেছে। উহার শক্রচাপ সন্নিভ নাগকক্ষ ধ্বজ যেন আকাশমার্গ উল্লিখিত করিতেছে। ঐ দেখ, সূতনন্দন দুর্য্যোধনের হিতচিকীর্ষায় বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করত সমাগত হইতেছে। মদ্ররাজ শল্য উহার রথে অবস্থিত হইয়া অশ্ব সঞ্চালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিস্বন ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। কর্ণের কোদণ্ডনিস্বন সমুদায় মহাশব্দ তিরোহিত করিয়াছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন কোপাবিষ্ট সিংহকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণ সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে অতএব এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের বাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি দেবাসুর গন্ধর্ব্ব সম্বলিত তিন লোক জয় করিতে পার। দেখ, জটাজূটধারী ভীষণাকার ত্রিনয়ন মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তুমি সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গলপ্রদ মূর্ত্তিমান্ দেবদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রীত করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমাকে বর প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই শূলপাণির প্রসাদে ইন্দ্র যেমন নমুচিকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সূতপুত্রকে সংহার কর। তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয় লাভ হউক।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি সর্ব্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছ, তখন অবশ্যই আমার জয় লাভ হইবে। অতএব এক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর। অর্জ্জুন কর্ণকে সমরে নিপাতিত না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। আজি তুমি আমার বাণে কর্ণকে না হয় কর্ণের বাণে আমাকে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত নিরীক্ষণ করিবে। যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুন কর্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে মহাবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের রথ ক্ষণকাল মধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ বৃষসেনের বিনাশ দর্শনে পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তিনি অর্জ্জুনকে সমীপে অবলোকন করিয়া রোষতাম্র নেত্রে তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত রথদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া উদিত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই অরাতিনিসূদন বীরদ্বয় শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থান পূর্ব্বক গগনমণ্ডলস্থ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সৈনিকগণ ত্রৈলোক্য জয়াকাঙ্ক্ষী ইন্দ্র ও বলি রাজার ন্যায় সমরে সমুদ্যত সেই বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণ তাঁহাদিগকে রথনির্ঘোষ, জ্যাতলশব্দ, শরনিস্বন ও সিংহনাদ করত দ্রুতবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তিকক্ষ ও অর্জ্জুনের ধ্বজে ভীষণ বানর বিরাজমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদ সহকারে সেই রথিদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বীর পুরুষ দুই বীরকে দ্বৈরথ যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া বাহ্বাস্ফোটন ও বস্ত্রকম্পন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ কর্ণকে আমোদিত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বাদিত্রধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও তূর্য্য ও শঙ্খের নিনাদে ধনঞ্জয়কে আনন্দিত করত দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে শূরগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তূণীর, শঙ্খ ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি প্রিয়দর্শন। তাঁহাদের স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, বাহুযুগল বিশাল, লোচন লোহিতবর্ণ, সুবিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল, সুবর্ণ মাল্যদামে সমলঙ্কৃত, ও সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত। পরিচারকগণ মহাবৃষভের ন্যায় গর্ব্বিত, মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়কে চামর ব্যজন ও তাঁহাদের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্যের রথে মহাত্মা বাসুদেব সারথ্য করিতেছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত তুল্য আশীবিষশিশু সন্নিভ বীরদ্বয় পরস্পরের বধসাধন ও জয়লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, প্রভিন্নগণ্ড মাতঙ্গযুগলের ন্যায়, রোষাবিষ্ট পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায়, ক্রোধোদ্ধত পুরন্দর ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ক্রুদ্ধ মহাগ্রহদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দেবাংশসম্ভূত, দেবতুল্য বলশালী ও রূপে দেবতার অনুরূপ। সেই নানা শস্ত্রধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে সমরাঙ্গনে যদৃচ্ছাক্রমে আগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণকে শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। পৌরুষ ও বল-প্রভাবে বিশ্রুত, সম্বর ও অমররাজের সদৃশ ঐ মহাবীরদ্বয় সংগ্রামে মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য তুল্য, দশরথতনয় রামের অনুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির তুল্য। তাঁহাদিগের বলবীর্য্য বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর সদৃশ। ঐ সময় তাঁহারা বাহ্বাস্ফোটন শব্দে নভস্তল অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন কেহই সেই একত্র সমবেত বীরদ্বয়ের মধ্যে যে কাহার জয়লাভ হইবে, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর সিদ্ধচারণগণ সেই মহারথদ্বয়কে সমরাঙ্গনে শোভমান দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরশোভী মহাত্মা কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের ও অর্জ্জুন পাণ্ডবগণের পণস্বরূপ হইলেন। বীরগণ পক্ষদ্বয়ের জয় পরাজয় দর্শনার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেই সমরশোভী ক্রোধাবিষ্টচিত্ত বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ভীষণমূর্ত্তি মহাধূমকেতুদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইল। অনন্তর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণের পরস্পর মহাবিবাদ ও ভেদ উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাশমণ্ডল সূতপুত্রের এবং ভূমণ্ডল অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, বেদ, বৃক্ষ ও লতা সকল কেহ কর্ণ ও কেহ অর্জ্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ; গরুড় ও অন্যান্য পক্ষী, রত্ন ও নিধি; চতুর্ব্বেদ, আখ্যান, উপবেদ, উপনিষদ, রহস্য ও সংগ্রহ; বাসুকী, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালেয়; বৃক, শশ ও অন্যান্য মঙ্গলজনক পশুপক্ষী; আট বসু, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দশ দিক্, পাদাঙ্গুষ্ঠ সমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক; যম, কুবের, বরুণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ, দক্ষিণা, সমুদায় রাজর্ষি এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইলেন। আদিত্য, অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, পক্ষী, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, সঙ্করজাতি, প্রেত, পিশাচ অন্যান্য ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল, কুক্কুর ও ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রাধেয়, মৌনেয়, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম দর্শন মানসে বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ু বাহনে আরোহণ করিয়া সমাগত হইলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষী, তপোনুষ্ঠাননিরত বেদজ্ঞ মহর্ষি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ওষধি সকল কোলাহল ধ্বনি করত নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া এবং মহাত্মা মহাদেব দিব্য যানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া কহিলেন, অদ্য আমার তনয় ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে বিনাশ করিবে। সূর্য্যদেব কহিলেন, আমার আত্মজ কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিয়া জয়শ্রীলাভে কৃতকার্য্য হইবে। এইরূপে তৎকালে সুররাজ ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে দেবর্ষি ও চারণগণ সমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ মিলিত দেখিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অসুরগণ কর্ণের পক্ষে এবং অমরগণ ও অন্যান্য ভূত সমুদায় অর্জ্জুনের পক্ষে অবস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! অর্জ্জুন ও কর্ণ এই দুই মহাবীরের মধ্যে কোন্ বীর বিজয়লাভ করিবে। আমাদের মতে ইহঁদিগের উভয়েরই জয়লাভ হওয়া উচিত। অতএব ইঁহারা উভয়েই সমরে ক্ষান্ত হউক। হে দেব! এই দুই বীরের বিবাদে সমস্ত জগৎ সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইঁহাদের মধ্যে কে বিজয়লাভে সম্যক্ অধিকারী, আপনি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ব্রহ্মন্! ইঁহাদের উভয়েরই যে বিজয়লাভ হওয়া উচিত, ইহা আপনি স্বীকার করুন।

হে মহারাজ! তখন সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিশ্চয়ই বিজয়লাভ হইবে। এক্ষণে আমি আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহাদেবের সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, হে সুররাজ! যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তিসাধন ও দেবলোকে উপস্থিত হইয়া তোমাকে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই জয়লাভ হইবে। সূতপুত্র দানবদিগের পক্ষ; অতএব তাহার পরাজয় হওয়াই উচিত। অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজয় করিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য্য সাধন হইবে, সন্দেহ নাই! এই নিমিত্তই আমরা অর্জ্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্মকার্য্য সংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য। আর দেখ, মহাত্মা ধনঞ্জয় সতত সত্যধর্ম্মনিরত। ঐ বীর অস্ত্রবলে ভগবান্ বৃষভবাহনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিল। অতএব সেই মহাবীরের অবশ্যই জয়লাভ হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় মহাবলপরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও তপোবলসম্পন্ন; ঐ মহাবীর ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ অধিকারী হইয়াছে; বিশেষতঃ জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাহার সারথ্য করিতেছেন; অতএব কি নিমিত্ত তাহার জয়লাভ হইবে না। এক্ষণে অর্জ্জুনের জয়লাভ হইলে একটী দেবকার্য্য সাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ নিবারণ হয়। অতএব তাহারই জয়লাভ হওয়া উচিত।

হে দেবেন্দ্র! মহাবীর অর্জ্জুন তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; তাঁহার দৈববল

...জন্য পিতামহ পূর্ব্বকালে অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব উঁহার অরাতিদল সমূলে উন্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব প্রাণপরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইঁহারা পুরাণ ঋষি নর ও নারায়ণ; ইঁহারাই জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা। ইঁহারাই সকলকে শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদিগের নিয়ন্তা কেহই নাই। কি স্বর্গ কি মর্ত্ত্য কুত্রাপি ইঁহাদিগের তুল্য ব্যক্তি নাই। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ ইঁহাদিগের অনুগত হইয়া আছেন। ইঁহাদেরই প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে ইঁহারাই জয়শ্রী অধিকার করুন। আর এই সূতপুত্র বীরগণের সহিত দেবলোক বা ভীষ্মের সহিত বসুলোক প্রাপ্ত হউক। হে মহারাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবাদিদেব মহাদেবও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

তখন দেবরাজ পুরন্দর, ব্রহ্মা ও মহাদেবের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া অন্যান্য সমুদায় প্রাণীকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও রুদ্র যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। উঁহাদের কথা কদাচ অন্যথা হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনারা বিস্মিত হইয়া অবস্থান করুন। তখন তত্রত্য সমস্ত প্রাণী দেবরাজের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ হর্ষভরে নানাপ্রকার সুরভি পুষ্প বর্ষণ ও তূর্য্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুর, অসুর, ও গন্ধর্ব্বগণ সেই বীর দ্বয়ের অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনস্থ মহাবীরগণ সেই বীরদ্বয়ের অধিষ্ঠিত দিব্য রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও বাসুদেব এবং মহাবীর কর্ণ ও শল্য ইঁহারাও হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের ভীরু জন ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণের আশীবিষ সদৃশ, রত্নময়, সুদৃঢ় শক্রশরাসন তুল্য হস্তিকক্ষ্যাধ্বজ এবং অর্জ্জুনের মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ ঘোর শ্রীসম্পন্ন এক বিকটদশন বানরধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই দুইটী ধ্বজ প্রলয়কালে নভোমণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুগ্রহের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রামার্থী হইয়া স্বস্থান হইতে মহাবেগে কর্ণের হস্তিকক্ষ্যাধ্বজে উৎপতিত হইল এবং গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্রের সেই কিঙ্কিণীজাল জড়িত কালপাশোপম হস্তিকক্ষ্যা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কপিবরের প্রতি ধাবমান হইল। এইরূপে সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর দ্বৈরথযুদ্ধে প্রথমত দুই ধ্বজের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় উভয়ের অশ্বগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক হ্রেষারব পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বাসুদেব শল্যের প্রতি এবং অর্জ্জুন সূতপুত্রের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ ও কর্ণ বারংবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র হাস্যমুখে শল্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। হে মদ্ররাজ! যদি ধনঞ্জয় আজি আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, তাহা সত্য করিয়া বল। শল্য কহিলেন, হে সূতপুত্র! যদি আজি মহাবীর শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে তোমাকে নিহত করে, তাহা হইলে আমি সত্য কহিতেছি যে, একাকীই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাসুদেব! যদি আজি কর্ণ আমাকে নিহত করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে নিপতিত হন, যদি মহোদধি পরিশুষ্ক হয় এবং যদি হুতাশন শৈত্যগুণ অবলম্বন করেন, তথাপি কর্ণ তোমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। যদিও কথঞ্চিৎ এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। আমি কর্ণ ও শল্যকে ভুজ দ্বারা নিহত করিব।

হে মহারাজ! কপিকেতন অর্জ্জুন বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে জনার্দ্দন! সূতপুত্র ও শল্য ইঁহারা উভয়ে সমবেত হইলেও আমি উঁহাদিগকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করি না। আজি তুমি অচিরাৎ দেখিতে পাইবে যে, হস্তী যেমন বৃক্ষ বিমর্দ্দিত করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্ন ভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব। হে মাধব! আজি কর্ণের পত্নীগণের বৈধব্য দশা উপস্থিত হইবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! আজি তুমি কর্ণ পত্নীদিগকে বিধবা দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দুরাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৃষ্ণাকে ও আমাদিগকে বারংবার উপহাস করাতে আমার মনোমধ্যে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। অতএব মত্ত মাতঙ্গ যেমন পুষ্পিত বনস্পতিকে উন্মূলিত করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে উন্মথিত করিব। হে গোবিন্দ! আজি সূতপুত্র নিপাতিত হইলে তুমি জয় লাভে আহ্লাদিত হইয়া অভিমন্যুর জননী, বীর পিতৃষ্বসা কুন্তী, সজলনয়না দ্রৌপদী এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অমৃত তুল্য মধুর বচনে সান্ত্বনা করিবে।

একোননবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় নভোমণ্ডল দেব, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, গরুড়, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। মানবগণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে আকাশপথ গীত, বাদ্য, স্তুতি, নৃত্য, হাস্য ও সুমধুর শব্দে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ আহ্লাদিত হইয়া বাদিত্রশব্দ, শঙ্খনিস্বন ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রু পীড়ন করিতে লাগিল। বীরগণের শোণিতধারা অনবরত নিপতিত হওয়ায় সেই চতুরঙ্গিণী সেনা পরিবৃত, মৃত দেহ পূর্ণ, শর শক্তি ঋষ্টি সঙ্কুল সমরাঙ্গন লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের সরল শরনিকরে উভয় পক্ষীয় সৈন্য ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর কাহারও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্যান্য বীরগণ ভয়াকুলিত চিত্তে মহারথ অর্জ্জুন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্র দ্বারা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিয়া কিরণজালবর্ষী অম্বরতলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলে তাহারা দেবতা ও অসুরগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গনে ইতস্ততঃ মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুখিত হইলে মহাবীর সূতপুত্র ও ধনঞ্জয় শশাঙ্কমান মেঘমণ্ডল পরিবৃত শশাঙ্ক ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ অরাতিনিপাতন অজেয় বীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎ দহনে প্রবৃত্ত পরিবেশ মধ্যস্থ ময়ূখ পরিশোভিত প্রলয়কালীন সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় অশঙ্কিত চিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনবরত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইয়া সিংহতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন।

তখন দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বত্থামা এই পাঁচ মহারথ শরীরবিদারণ শরনিকরে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিশরে সমাহত হইয়া শরনিকরে তাঁহাদিগের শরাসন, তূণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ বাণে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গজারোহী এবং অশ্বারোহী শক, যবন ও কাম্বোজগণ অর্জ্জুনের বধাভিলাষে সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সত্বর শরনিকর ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্র শস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলসাৎ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তূর্য্য নিস্বন, ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান ও তাঁহার মস্তকে সুগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অদ্ভুত

প্রাণার অর্দ্ধোত্থান করিয়া সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু একমাত্র বলবান্ দুর্য্যোধন ও সূতপুত্র কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

অনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! একণে ক্ষান্ত হও, আর পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে ধিক্, এই সংগ্রামে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ব্রহ্মতুল্য দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য, আমরা উভয়ে অবধ্য, এই নিমিত্ত অদ্যাপি জীবিত আছি। অতএব একণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক পরম সুখে চিরকাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিবারণ করিলে অর্জ্জুন সমরে ক্ষান্ত হইবে, জনার্দ্দনের বিরোধে বাসনা নাই; যুধিষ্ঠির নিয়ত প্রাণিগণের হিতসাধনে তৎপর; আর বৃকোদর এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের বাধ্য; অতএব পাণ্ডবগণকে অনায়াসে শান্ত করা যাইবে। একণে তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিলে প্রজা সকল ক্ষেমবান্ হয়। অতএব তুমি সমরে ক্ষান্ত হও। হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুক এবং সৈনিক পুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! যদি তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি যে, তুমি এই যুদ্ধে নিহত হইবে। একণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান্ বিধাতা যে কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হন, অর্জ্জুন একাকী সেই কার্য্যসাধন করিল। হে রাজন্! ধনঞ্জয় এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও কদাচ আমার বচন লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া কালযাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া শান্তি অবলম্বন কর। তুমি আমাকে সম্মান করিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার অতিশয় সৌহার্দ্দ আছে বলিয়া আমি এরূপ কহিতেছি। একণে তুমি ক্ষান্ত হইলে আমি সূতপুত্রকেও নিবারণ করিব। হে রাজন্! বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মতে বন্ধু চারি প্রকার। সাম, দান ও দণ্ড দ্বারা বশীভূত এবং স্বভাবসিদ্ধ। পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বন্ধু। একণে সন্ধি দ্বারা তাহাদিগের সহিত পুনরায় বন্ধুতা কর। একণে তুমি প্রসন্ন হইয়া যদি পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা লাভে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে তোমা হইতে জগতের বিলক্ষণ হিতসাধন হইবে।

হে মহারাজ! পরমাত্মীয় অশ্বত্থামা এইরূপ হিত কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া কহিলেন, সখে। তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। দুরাত্মা বৃকোদর শার্দ্দূলের ন্যায় সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপনার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে; অতএব একণে কিরূপে সন্ধি স্থাপন করিব। আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বারংবার বৈরাচরণ করিয়াছি। তাহারা তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইবে না। বিশেষতঃ এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রচণ্ড বায়ু যেমন উন্নত মেরু পর্ব্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনও কখনই কর্ণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুপুত্র! আজি অর্জ্জুন সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে; সূতপুত্র এখনই উহাকে বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ! অনন্তর পুত্র দুর্য্যোধন বিনয় পূর্ব্বক বারংবার আচার্য্যতনয়কে এইরূপ কহিয়া স্বীয় সৈনিকগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, শীঘ্র বাণ বর্ষণ করত শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হও।

নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করত হিমালয় সম্ভূত উন্মত্ত মত্ত মাতঙ্গ দ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই শঙ্খ ও ভেরী শব্দ সমাকুল সংগ্রামস্থলে মিলিত হইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন সহসা মহামেঘে মেঘে ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে সম্মিলিত হইতেছে; যেন নির্ঝর, বৃক্ষ, লতা ও ওষধিযুক্ত উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বয় চলিত হইতেছে। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও দানবরাজ বলির ন্যায় তাঁহাদের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ের অঙ্গে উভয়েরই অশ্ব ও সারথির অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে অনবরত শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বীরদ্বয় ভুজঙ্গসদৃশ রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন পদ্ম, উৎপল, মৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণে সমাবৃত, বায়ুসঞ্চালিত হ্রদদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে। অনন্তর সেই মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয় বজ্র সদৃশ সায়কে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বর্ম্ম, আভরণ ও অম্বরধারী উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুনকে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় ঘোর সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও কম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন মত্ত মাতঙ্গ যথার্থ ধাবমান মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অভিবধের নিমিত্ত গমন করিলে দর্পশালী বীরগণ মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গুলি সঞ্চালিত ও বস্ত্র বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী সোমকগণ চীৎকার করত তাঁহাকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত কর। হে মহারাজ! তখন আমাদিগেরও অসংখ্য যোদ্ধা কর্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে সূতপুত্র! তুমি শীঘ্র গিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর। পাণ্ডবগণ দীর্ঘকালের নিমিত্ত পুনরায় বনগমন করুক।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে অর্জ্জুনকে প্রথমে বিদ্ধ করিলে তিনিও হাস্য করত সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে শিতধার দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীরদ্বয় অসংখ্য সুপুঙ্খ সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় বাহ্বাস্ফোটন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক অনবরত নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে বিহঙ্গমগণ যেমন অবাঙ্মুখ হইয়া বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই অর্জ্জুনের শরজাল কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বারংবার কর্ণের প্রতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও তৎসমুদায় নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন ভ্রূকুটিবন্ধনপূর্ব্বক তৎকালে যে যে শর পরিত্যাগ করিলেন, সূতপুত্র স্বীয় শরনিকর দ্বারা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুঘাতন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্র ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই অস্ত্রে প্রতাপের দগ্ধবসন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরাঙ্গনে তদ্রূপ ঘোরতর নিস্বন হইতে লাগিল। তখন প্রতাপান্বিত সূতপুত্র সেই প্রজ্বলিত আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া উহার নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণের সেই মহাস্ত্র প্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বারিধারা নিপতিত হইয়া সেই অর্জ্জুনবাণসঞ্জাত অতি প্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। ঐ সময় মেঘমণ্ডলে সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও আকাশমার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধতমস প্রভাবে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা কর্ণের বারুণাস্ত্র নিবারণ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখজাল মন্ত্রপূত করিয়া এক বজ্রতুল্য প্রভাব, দেবরাজের অতি প্রিয়তর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নালীক নারাচ ও বরাহকর্ণ অনবরত নির্গত হইয়া সূতপুত্রের দেহ, অশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড ভেদ করিয়া গরুড়ভীত ভুজঙ্গের ন্যায় অবিলম্বে ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা সূতপুত্র অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ক্রোধবিবৃত নেত্রে সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষসম্পন্ন শরাসন আনত করিয়া ভার্গবাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। ঐ অস্ত্রপ্রভাবে ধনঞ্জয়-বিনির্ম্মুক্ত অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য রথী, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাশিত স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সোমকদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ

শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র দুর্জ্জয় শরনিকরে পাঞ্চাল দেশীয় রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে বলপূর্ব্বক নিহত, বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ——রা কর্ণের শরজালে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া অরণ্যমধ্যে ক্রোধোদ্ধত বিক্রম সিংহ কর্তৃক নিহত মৃগযূথের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র বলপ্রকাশপূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলস্থ প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ সূতপুত্রের জয় লাভ হইল, এই বিবেচনা করিয়া প্রফুল্ল মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অনুমান করিলেন যে, মহাবীর কর্ণ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অতিশয় আঘাত করিয়াছেন।

ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহারথ সূতপুত্রের পরাক্রম নিতান্ত দুর্ব্বিষহ ও ধনঞ্জয়-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রোষারুণিত লোচনে করে কর নিষ্পেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীর! আজি তোমার সমক্ষে এই অধর্ম্মপরায়ণ সূতনন্দন কি রূপে বল পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনাশ করিল? পূর্ব্বে রুদ্রদেবের প্রভাবে কালকেয় অসুরগণও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই; আজি সূতপুত্র দশ শরে কি রূপে তোমাকে বিদ্ধ করিল? আজি সূতপুত্র তোমার নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করাতে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। হে অর্জ্জুন! ঐ দুরাত্মা সূতপুত্র দ্রৌপদীকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং সভামধ্যে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া অতি কঠোর বাক্যে যে উপহাস করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া অবিলম্বে উহাকে সংহার কর। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত সূতপুত্রের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ। ইহা উপেক্ষার প্রকৃত অবসর নহে। পূর্ব্বে তুমি খাণ্ডবারণ্যে ভগবান্ পাবকের তৃপ্তিসাধনার্থে যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তত্রত্য প্রাণি সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়াছিলে, এক্ষণেও সেই রূপ ধৈর্য্য দ্বারা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। ঐ দুরাত্মা তোমার শরে নিহত হইলে আমি উহাকে গদাঘাতে বিপোথিত করিব।

ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেবও কর্ণ শরে অর্জ্জুনের অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আজি সূতপুত্র যে অস্ত্র দ্বারা তোমার অস্ত্রজাল নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কেনই বা বিমোহিত হইতেছ। ঐ দেখ, কৌরবগণ তোমার অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া, সূতপুত্রকে পুরস্কার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যে রূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে তমোগুণ প্রধান ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও গর্ব্বিত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং যে রূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, আজি সেই রূপ ধৈর্য্য সহকারে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সূতপুত্রকে সংহার কর। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দানবরাজ নমুচিকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে তুমিও মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শন দ্বারা উহার শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রাম নগর পরিপূর্ণা সাগরাম্বরা ধরণী প্রদান করিয়া স্বয়ং অসামান্য যশস্বী হও।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ভীমসেন ও বাসুদেবের এই রূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সূতপুত্রের সংহারে একান্ত অভিলাষী হইলেন এবং আপনার অসাধারণ বিক্রম স্মরণ ও ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিবার কারণ অনুধাবন করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি সূতপুত্রের বধ ও লোকের উপকারসাধনের নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিতেছি; তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর, আর ভগবান্ ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুরগণ ইঁহারাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃসহ ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন মহারথ সূতপুত্র জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! লোকে তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অতএব তুমি অন্য এক ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা কর।"

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেনের বাক্যানুসারে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে দিবাকরের করজাল সদৃশ সুতীক্ষ্ণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর অসংখ্য শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত যুগান্তকালীন অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত শরনিকর ক্ষণকাল মধ্যে দিঙ্মণ্ডল ও সূতপুত্রের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর অর্জ্জুনের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র, নারাচ সমুদায় অনবরত নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিকে নিহত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন যোদ্ধা অর্জ্জুনের শরে অন্যের মস্তক ছিন্ন ও দেহ ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কোন বীরের করিশুণ্ড সদৃশ দক্ষিণ ভুজদণ্ড অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন বীরের বাম হস্ত ক্ষুরনিকৃত্ত হইয়া চর্ম্মের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন জীবনান্তকর ভয়ঙ্কর শরনিকর দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিলেন।

ঐ সময় মহারথ কর্ণও অর্জ্জুনের প্রতি পর্জ্জন্যনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে তিন তিন শরে আঘাত করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্র শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধভরে অষ্টাদশ শর সন্ধান করত তিন শরে সূতপুত্রকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও চারি শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া স্বর্ণবর্ম্ম সমলঙ্কৃত সভাপতির প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। রাজকুমার সভাপতি অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অশ্ব, সারথি, শরাসন ও কেতু বিহীন হইয়া পরশু নিকৃত্ত শাল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় পুনরায় ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি শত দ্বিরদ, আয়ুধ সম্পন্ন আট শত রথী, আরোহী সমবেত সহস্র সহস্র অশ্ব ও আট সহস্র পদাতিকে নিহত করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে সূতপুত্রকে সারথি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া চীৎকার করত সূতপুত্রকে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! তুমি অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অবিলম্বে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর, নচেৎ ঐ মহাবীর অল্পকাল মধ্যেই কৌরব পক্ষীয় সমুদায় বীরগণকে নিহত করিবে। মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম যত্নসহকারে অনবরত মর্ম্মচ্ছেদী শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় মহাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন

ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে মন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা বিশল্য হইয়া যুদ্ধ সন্দর্শনার্থ সত্বর সংগ্রামস্থলে আগমন করিলেন। তখন সকলে তাঁহাকে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গ বৈদ্যগণকর্ত্তৃক চিকিৎসিত অসুরশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সুররাজ পুরন্দরের ন্যায়, রাহুর করাল আস্যদেশ হইতে বিমুক্ত অখণ্ড চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তথায় সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে স্বর্গবাসী ও ভূতলনিবাসিগণ অনিমেষ নেত্রে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় অনবরত জ্যানিস্বন ও তলধ্বনি করত বিবিধ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসনজ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোর রবে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। এই অবসরে মহাবীর সূতপুত্র এক শত ক্ষুদ্রক ও নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় কঙ্কপত্র ভূষিত তৈলধৌত অপরাপর বাণে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি ষষ্টি শরে বাসুদেবকে ও আট বাণে পুনরায় অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট শরে বৃকোদরের মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার অনুগামী সোমকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সোমকগণ ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ সূতপুত্রও অসংখ্য শরে তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র নিরাকৃত, হস্তী, অশ্ব ও রথ

গণ নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। বীরবর সূতপুত্রের শরপ্রভাবে ক্রুদ্ধ সিংহসমুত্থিত কুঞ্জরগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করত বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার নিধন ও অর্জ্জুনের সাহায্যের নিমিত্ত মহাবেগে সমাগত পাঞ্চালগণকে সুনিশিত শরনিকরে নিপাতিত করিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে আপনাদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সকলেই বোধ করিল যে, এই বীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কর্ণের বশবর্ত্তী হইতে হইবে।

তখন সূতপুত্রের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসনজ্যা অবনামিত করত কর্ণের শর সমুদায় নিরাকৃত করিয়া চাপজ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাস্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে পক্ষিগণের গতিরোধ হইল। ঐ সময় আকাশস্থিত জীব সকল সুগন্ধি সমীরণ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শল্যের বর্ম্মোপরি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে প্রথমত দ্বাদশ বাণে ও পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র অর্জ্জুনের অশনি সদৃশ শরে সাতিশয় সমাহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হইলে তাঁহাকে প্রলয় কালীন শ্মশানমধ্যস্থিত শোণিতদিগ্ধাঙ্গ রুদ্রদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সূতপুত্র সুররাজ সদৃশ ধনঞ্জয়কে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গম সদৃশ প্রজ্বলিত পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাঁচ শর তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষীয় পাঁচ মহাসর্প। উহারা সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবের বর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক মহাবেগে পাতালতলে প্রবেশ ও ভোগবতীজলে স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে দশ ভল্লে তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে কর্ণনিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ নিরীক্ষণপূর্ব্বক তৃণদহনপ্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দেহান্তকর শরনিকরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ক্লেশ নিবন্ধন অতিমাত্র বিচলিত হইলেন; কেবল ধৈর্য্যাতিশয় প্রযুক্ত রথ হইতে নিপাতিত হইলেন না। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদায় দিক্, বিদিক্, সূর্য্যরশ্মি ও আধিরথির রথ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং নভোমণ্ডল নীহার সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন পার্থ একাকী ক্ষণকাল মধ্যে দুর্য্যোধনের প্রেরিত দ্বিসহস্র চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষককে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা ও হতাবশিষ্ট কৌরবগণ নিহত ও ক্ষত বিক্ষত আত্মীয়দিগকে এবং বিলাপমান পিতা ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিয়াছে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না; প্রত্যুত হৃষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ অস্ত্রপ্রভাবে কৌরবগণ সসৈন্যে পলায়ন করিয়া দূরে অবস্থান করত চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল অর্জ্জুনাস্ত্র অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার বধার্থী অর্জ্জুনের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, নিহত ও পলায়িত অবলোকন করিয়া দৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক পরশুরামের নিকট শিক্ষিত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করত ধনঞ্জয়-নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর পরস্পর দন্তাঘাতে প্রবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা অনবরত শরনিকর বর্ষণ করত একেবারে আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের বাণ বর্ষণে সংগ্রামভূমি তিমিরাবৃত হইলে কৌরব ও সোমকগণ শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরনিকরবর্ষী ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় নিরন্তর শর সন্ধান করত সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও অস্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা এবং কখন বা ধনঞ্জয় সূতপুত্রের অপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিলেন। অন্যান্য যোধগণ ঐ পরস্পর ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বয়ের দুর্বিষহ ঘোর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ কেহ কেহ সাধু কর্ণ ও কেহ বা সাধু অর্জ্জুন বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অসংখ্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের পদাঘাতে সমরাঙ্গন দলিত হইয়া গেল।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে অশ্বসেন নামে যে সর্প খাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত হইয়া রোষভরে পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময় সেই নাগরাজ অর্জ্জুনকৃত মাতৃবধজনিত পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া বেগে পাতালতল হইতে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম সন্দর্শন করত বৈরনির্য্যাতনের এই প্রকৃত অবসর ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ণের সেই এক তূণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই বীরদ্বয়ের কিরণজালময় শরজালে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কৌরব ও সোমকগণ সেই ভীষণ বাণান্ধকার দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইলেন। তৎকালে ভয়ানক শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় সেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর মহাপুরুষদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে দিব্য চামর বীজন ও চন্দনসলিলে সেচন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ পুরন্দর ও দিবাকর করতল দ্বারা তাঁহাদিগের মুখকমল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন।

তৎকালে সূতপুত্র যখন বলবীর্য্যে অর্জ্জুনকে কোনক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত ও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই একতূণীরশায়ী শর তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। ঐ শর ঐরাবত নাগবংশসম্ভূত। সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের নিধনার্থ অতি যত্নসহকারে উহা বহুদিন স্বর্ণ তূণীর মধ্যে চন্দনচূর্ণোপরি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদনার্থ সেই মহাবেগবান্ সর্পমুখ শর শরাসনে সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে সেই সর্পবাণ শরাসনে সংহিত হইলে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত ভীষণ উল্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ হাহাকার শব্দ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে যে ঐ ভীষণ শরমধ্যে মহানাগ অশ্বসেন যোগবলে প্রবেশ করিয়াছিল, সূতপুত্র তাহার কিছুই বিদিত হন নাই। দেবগণমধ্যস্থিত ইন্দ্র কর্ণের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া এইবারেই আমার আত্মজ অর্জ্জুন বিনষ্ট হইবে মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি সুররাজকে ভয়সন্তপ্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না। মহাবীর ধনঞ্জয়েরই জয়শ্রী লাভ হইবে। ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রকে সর্পশর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! এই শরটি অর্জ্জুনের গ্রীবা ছেদনে সমর্থ হইবে না; অতএব যদ্দ্বারা অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করা যাইতে পারে, এরূপ একটি শর সন্ধান কর। তখন মহাবীর সূতপুত্র মদ্ররাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষারুণিত লোচনে কহিলেন, হে শল্য! কর্ণ কখনই এক শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্য শর সন্ধান করেন না এবং আমার সদৃশ ব্যক্তিরা কদাচ কূট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। সূতপুত্র শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয়লাভার্থ উদ্যত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষ পরিপূজিত প্রযত্ন সহকারে সংরক্ষিত ভুজঙ্গ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি এই বারেই বিনষ্ট হইলে। তখন সেই কর্ণশরাসনচ্যুত হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত অতি ভীষণ সায়ক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব সেই সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত দেখিয়া সত্বর পদ দ্বারা রথ আক্রমণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভূতল মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করিলেন। অর্জ্জুনের স্বর্ণজালজড়িত চন্দ্রমরীচির ন্যায় ধবলবর্ণ অশ্বগণও জানু আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন নভোমণ্ডলে তুমুল কোলাহল সহকারে বাসুদেবের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইল এবং অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাত্মা মধুসূদনের প্রযত্নে অর্জ্জুনের রথ ভূতলে নিমগ্ন হওয়াতে কর্ণের সেই নাগাস্ত্র ধনঞ্জয়ের ইন্দ্রদত্ত সুদৃঢ় কিরীটে নিপতিত

হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ঐ কিরীট সুবর্ণনির্ম্মিত, মুক্তাজড়িত, মণিহীরক সমলঙ্কৃত, সূর্য্য, চন্দ্র ও অনলসম দীপ্তিশীল ও মহামূল্য কিরীট ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং তপোবলে প্রযত্ন সহকারে, দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা উহা নিরীক্ষণ করিতে ভীত হইত। পূর্ব্বে পুরন্দর অসুরসংহার কালে অর্জ্জুনকে ঐ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন, উহা রুদ্রের পিনাক, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের বজ্র ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এক্ষণে দুষ্টস্বভাব অশ্বসেন সূতপুত্রের শরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের সেই কিরীট বিমর্দ্দিত করিল।

হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই সুবর্ণজালে পরিবৃত অতি ভাস্বর কিরীট বিষাগ্নি দ্বারা বিঘট্টিত ও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া অস্তগিরি-শিখর হইতে নিপতিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বজ্র যেমন ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপপরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিচূর্ণিত এবং প্রবল বায়ু যেমন ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘট্টিত করে, তদ্রূপ সেই নাগরাজ অর্জ্জুনের দিব্য কিরীট মহাবেগে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ত্রিভুবনমধ্যে একটি ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে সকলেই একান্ত ব্যথিত ও স্খলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কিরীট ব্যতিরেকে নীলবর্ণ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি অনাকুলিত চিত্তে শ্বেতবর্ণ বসন দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করিয়া শিখরগত সূর্য্যমরীচি দ্বারা একান্ত উদ্ভাসিত উদয় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই অর্জ্জুনের সহিত বদ্ধবৈর সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত নাগ ধনঞ্জয়কে মৃত্যুমুখে নিপতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করত পুনরায় স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহোরগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই ভুজঙ্গ কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে কর্ণ! তুমি আমাকে না দেখিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করিতে পারিলাম না; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকে দেখিয়া পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার ও আমার শত্রুকে সংহার করিব। তখন মহাবীর কর্ণ ভুজঙ্গের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে ভদ্র! তোমার আকার অতি ভয়ঙ্কর দেখিতেছি। এক্ষণে তুমি কে, তাহা সবিশেষ করিয়া বল। নাগ কহিল, হে কর্ণ! পূর্ব্বে অর্জ্জুন আমার মাতৃবধ করিয়াছিল, তদবধি উহার সহিত আমার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; অতএব যদি স্বয়ং দেবরাজও উহার রক্ষক হন, তথাপি আমি উহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।

তখন সূতপুত্র কহিলেন, হে নাগ! কর্ণ কখন অন্যের বলবীর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরবিজয়ী হয় না এবং একশত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে হইলেও কখন এক শর দুই বার সন্ধান করে না। অতএব আমি রোষ ও যত্নসহকারে বিবিধ উৎকৃষ্ট শরে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতেছি, তুমি নিরাপদে গমন কর। হে মহারাজ! সূতপুত্র এইরূপ কহিলে নাগরাজ তাঁহার সেই বাক্য অসহ্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক রোষভরে অর্জ্জুনের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি শীঘ্র ঐ কৃতবৈর উরগপতিকে বিনাশ কর। তখন গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় মধুসূদনকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে মহানাগ গরুড়মুখগমনোদ্যতের ন্যায় ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বয়ং আমার সমীপে আগমন করিতেছে, ও কে? কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি যৎকালে খাণ্ডবদাহনপূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলে; সেই সময় ঐ ভুজঙ্গমের মাতা আপনার ক্রোড়ে উহাকে লুক্কায়িত করিয়া আকাশমার্গে অবস্থান করিতেছিল। তুমি তৎকালে উহার মাতাকে বিনাশ করিয়াছিলে, কিন্তু উহাকে দেখিতে পাও নাই। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা সেই মাতৃবধজনিত পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া তোমার বিনাশ বাসনায় আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সমাগত হইতেছে।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া নভোমণ্ডলে পক্ষীর ন্যায় সমাগত সেই নাগরাজকে ছয় নিশিত শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভুজগরাজ নিহত হইলে পুরুষোত্তম হৃষীকেশ স্বয়ং বাহুযুগল দ্বারা পৃথিবী হইতে অর্জ্জুনের রথ উত্তোলন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করত বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছযুক্ত নিশিত দশ শরে পুরুষপ্রধান ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুনও কর্ণের প্রতি সুশাণিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক এক আশীবিষতুল্য নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উৎকৃষ্ট শর কর্ণের প্রায় সংহারার্থী যেন তাঁহার বর্ম্ম বিদারণ ও রুধির পান করিয়া শোণিতলিপ্ত গাত্রে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র সেই শরপাতে দণ্ডবিঘট্টিত সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিষাক্ত সর্প যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তম উত্তম শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমতঃ দ্বাদশ শরে জনার্দ্দনকে ও নবতি শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘোরতর শরে ধনঞ্জয়ের দেহ বিদারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দর তুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের আস্ফালন সহ্য করিতে না পারিয়া সুররাজ ইন্দ্র যেমন বলাসুরের মর্ম্ম বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য শরে সূতপুত্রের মর্ম্ম ভেদ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি যমদণ্ড সদৃশ নবতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার স্বর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডল দ্বয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পীরা বহু যত্নসহকারে দীর্ঘ কালে কর্ণের যে মহামূল্য ভাস্বর বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিল, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষণকাল মধ্যে তাহাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে সেই বর্ম্মবিরহিত কর্ণকে নিশিত চারি শরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিলে সূতপুত্র সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত আতুরের ন্যায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন শরাসন-নির্গত নিশিত শরনিকরে তাঁহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের বিবিধ শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ করত গৈরিক ধাতু ধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন ক্রৌঞ্চবিদারণ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড সদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় শরনিকরে পুনরায় কর্ণের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও শিথিলমুষ্টি হইয়া ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন ও তূণীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পরম ধার্ম্মিক ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিকে নিপাতিত করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রকে সেই ব্যসনকালে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন না। তখন ইন্দ্রাবরজ বাসুদেব সসম্ভ্রমে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ, পণ্ডিতেরা দুর্ব্বল অরাতিদিগকেও নিধন করিতে কাল প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা ব্যসননিমগ্ন শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও। তুমি নমুচিনিসূদন পুরন্দরের ন্যায় সত্বর উহাকে শরবিদ্ধ কর, নচেৎ ঐ বীর অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার অভিমুখীন হইবে। হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবরাজ বলিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ বৎসদন্ত বাণ দ্বারা সূতপুত্রকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ শরজালে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিলেন। স্থূলবক্ষা সূতনন্দন অর্জ্জুনের বৎসদন্ত বাণে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুসুমিত অশোক, পলাশ ও শাল্মলি বৃক্ষ এবং চন্দন কাননে সমাকীর্ণ অচলের ন্যায়, বৃক্ষশ্রেণী পরিপূর্ণ বিকসিত কর্ণিকার পরিশোভিত হিমালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, অস্তাচলগামী দিনকরের করজাল সদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও নিশিতাগ্র শরনিকর দ্বারা সেই ভুজঙ্গমের ন্যায় দেদীপ্যমান কর্ণনির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রোষিত সর্পের ন্যায় বিশিখজাল বর্ষণ পূর্ব্বক দশ বাণে অর্জ্জুন ও ছয় বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধনঞ্জয় সেই মহাযুদ্ধে কর্ণের উপর সর্পবিষ অনলের ন্যায় ভীষণ উগ্রনিস্বন রৌদ্র শর ক্ষেপণ করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্যভাবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের শাপবৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করত কহিলেন, সূতপুত্র! বসুন্ধরা তোমার রথচক্র

প্রাপ্ত করিয়াছেন। কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ শরজালবিদ্ধ অঙ্গ বিশ্বত হইলেন এবং পৃথিবী তাঁহার রথের বাম চক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণসন্তানের শাপে সূতপুত্রের রথ বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল। রথও বেদিবদ্ধ বিশিষ্ট পুষ্পিত চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।

হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্রের সর্পমুখ বাণ বিনষ্ট, রথ ঘূর্ণিত ও পরশুরাম-প্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় খিন্ন ও বিহ্বল হইলেন। অনন্তর তিনি সেই ক্লেশ সকল সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত বিধূনন পূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শক্তি অনুসারে ধর্ম্মরক্ষণে যত্ন ও ধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকি। ধর্ম্ম তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্ম আর নিয়ত ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করেন না। মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এই রূপ কহিতে কহিতে অর্জ্জুন-শরে বিচলিত হইলেন। তাঁহার অশ্ব ও সারথি স্খলিত হইল। তিনিও স্বীয় কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া বারংবার ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণ তিন বাণে বাসুদেবের হস্ত ও সাত বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহার উপর দেবরাজের বজ্র সদৃশ অনলোপম ভীষবেগ সপ্তদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরজাল প্রবল বেগে কর্ণশরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে নিপতিত হইল। তখন সূতনন্দন কম্পিতাত্মা হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করত বল পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুসূদন অর্জ্জুনও তদ্দর্শনে ঐন্দ্র অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন এবং গাণ্ডীবজ্যা ও অন্যান্য শরনিকর মন্ত্রপূত করিয়া বারিবর্ষী পুরন্দরের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পার্থরথ-নিঃসৃত তেজোময় শরজাল সূতপুত্রের রথসমীপে প্রাদুর্ভূত হইল। মহারথ কর্ণও সেই সম্মুখাগত শরজাল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের অস্ত্র বিনষ্ট হইলে বৃষ্ণিবীর বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ কর। তখন ধনঞ্জয় অতি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতপুত্র সুনিশিত শরনিকরে ক্রমে ক্রমে একাদশ বার অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের যে এক শত জ্যা আছে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যা সংযোজিত ও মন্ত্রপূত করিয়া সর্পের ন্যায় দেদীপ্যমান শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র অবিলম্বে অন্য জ্যা সংযোজিত করিতে লাগিলেন। কর্ণ তাঁহার জ্যাযোজন বৃত্তান্ত বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর সূতপুত্র অস্ত্রজালে সব্যসাচীর অস্ত্র ছেদন করত অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কর্ণাস্ত্রে নিপীড়িত দেখিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! প্রধান অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের সমীপবর্ত্তী হও। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সর্পবিষ ও অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর দিব্য রৌদ্রাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা করিলেন। ঐ সময়ে বসুমতী সূতপুত্রের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভুজদ্বয় দ্বারা চক্রের উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গিরি কানন সমবেতা সপ্তদ্বীপা মেদিনী কর্ণের বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু সূতপুত্রের চক্র কোন ক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি ক্রোধে অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপাবিষ্ট অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈব বশত আমার দক্ষিণ চক্র পৃথিবীতে পোথিত হইয়াছে। এ সময় তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর! তুমি রণপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ, এক্ষণে অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে অর্জ্জুন! সাধুব্রতাবলম্বী শূরগণ মুক্তকেশ, বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত, যাচমান, ন্যস্ত শস্ত্র, বাণবিহীন, কবচহীন ও ভগ্নায়ুধ ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর পরিত্যাগ করেন না। ইহলোকে তুমি শূরতম, ধার্ম্মিক যুদ্ধধর্ম্মাভিজ্ঞ দিব্যাস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, বেদপারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ভূতলগত ও বিকলাঙ্গ হইয়াছি। তুমি রথোপরি অবস্থান করিতেছ; অতএব যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমাকে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি বাসুদেব বা তোমা হইতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই। তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমাকে ক্ষমা কর।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে যে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূত রজস্বলা দ্রৌপদীকে, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিকে বরণ কর এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে নিরাপদে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ; তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে। তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধ দেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমকদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করত রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতনন্দন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শরাসন উদ্যত করত অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিনাশ কর। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সূতপুত্রের দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার লোমকূপ হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করত পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে সূতপুত্রের প্রতি শরবৃষ্টি বিসর্জ্জন করত তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে উহা স্বীয় তেজপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সেই প্রজ্বলিত পাবক নির্ব্বাণ করিলেন। তৎকালে সূতপুত্রের সায়কপ্রভাবে জলদজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সূতপুত্রের সমক্ষেই সেই অম্বুজাল অপসারিত করিলেন।

অনন্তর সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার বাসনায় এক প্রজ্বলিত

পাবক-সদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ ও শরাসনে সংযোজন করিলেন। ঐ শর সংযোজিত হইবামাত্র শৈল কানন সম্পন্না অবনি বিচলিত হইল। সমীরণ কর্করাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল ধূলিপটলে পরিবৃত হইয়া গেল। দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই কর্ণবিসৃষ্ট অশনি সদৃশ শিতধার সায়ক ভুজগরাজ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সূতপুত্রের সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব কোদণ্ড শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় কম্পিত হইলেন। ঐ অবসরে মহাবীর কর্ণ ভূতলগত স্বীয় রথের উদ্ধারাভিলাষে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা রথচক্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈব প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অর্জ্জুন সংজ্ঞালাভ করিয়া অঞ্জলিক নামে এক যমদণ্ড সদৃশ বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তক ছেদন কর। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সূতপুত্রের রথধ্বজস্থিত দিবাকর সদৃশ হস্তিকক্ষা ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণের ঐ স্বর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদি খচিত হস্তিকক্ষা-কেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পিগণের প্রযত্নে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ কক্ষা দর্শনে আপনার সৈন্যগণের মনে বিজয়বাসনা এবং অরাতিগণের মনে ভয়সঞ্চার হইত। উহার প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অগ্নি সদৃশ স্বর্ণপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা অধিরথির সেই ধ্বজও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণের দর্প, যশ, প্রিয়কার্য্য ও মনোরথ সকল ভগ্ন এবং হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সূতপুত্রের জয়াশা তাহাদের মনোমন্দির হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের বিনাশ বাসনায় তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্র, হুতাশনের দণ্ড ও দিবাকরের তীক্ষ্ণ রশ্মি সদৃশ অঞ্জলিক নামে এক বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ মর্ম্মভেদী বাণ মাংস ও শোণিতলিপ্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণনাশক। উহার পরিমাণ তিন রত্নি ও ছয় পাদ। উহা বাদিত্রাস্থ রুদ্রাস্ত্রের ন্যায়, মহাদেবের পিনাকের ন্যায়, ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ এবং দেবতা ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ এবং মহাত্মা অর্জ্জুন সতত উহার পূজা করিতেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষ্ট চিত্তে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করাতে চরাচর বিচলিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেই অনুপম মহাস্ত্র শরাসনে সংযোজিত করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ করত হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, যদি আমি তপোনুষ্ঠান, গুরুজনের সন্তোষসাধন ও সুহৃদ্গণের হিত কথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অরাতিঘাতন মহাস্ত্র অবিলম্বে প্রবল শত্রু সূতপুত্রের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আমাকে জয়শ্রী প্রদান করুক। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সেই অন্তকেরও অনতিক্রমণীয়, সাক্ষাৎ আথর্ব্বণ ও আঙ্গিরস কার্য্যের ন্যায় অতি ভীষণ, চন্দ্র সূর্য্যসমপ্রভ অঞ্জলিক-শর সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত সায়ক সেই অপরাহ্নকালে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া পুরন্দর-নিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল, তদ্রূপ সূতপুত্রের মস্তক ছেদন করিল। তখন কর্ণের সেই ছিন্ন মস্তক গৃহস্থ যেমন অতিক্লেশে ধনরত্ন পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার সাতিশয় সুরূপ সতত সুখোপভোগে পরিবর্দ্ধিত দেহ অতি কষ্টে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সূতপুত্রের ধনঞ্জয় শরনির্ভিন্ন উন্নত কলেবর ও কুলিশ-বিদলিত গৈরিক ধারাস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সমরে নিপতিত হইলে তাঁহার দেহ হইতে একটি তেজ বিনির্গত হইয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে যোধগণ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রহিল। ঐ সময় বাসুদেব সমবেত ধনঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের নিধনে যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া অতি গম্ভীর স্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সিংহনাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও হস্ত বিধূনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ প্রফুল্ল মনে অর্জ্জুনের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নৃত্য ও সিংহনাদ করত কহিতে লাগিলেন; আজি ভাগ্যবলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সন্তপ্ত করিয়া দিবাবসান সময়ে অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্যপ্রভাবে বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার সমরাঙ্গনে নিপাতিত ছিন্ন মস্তক যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, অস্তগত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শরনিকর সমাচিত শোণিত পরিপ্লুত কলেবর কিরণজাল পরিব্যাপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন অস্তগমনকালে স্বীয় প্রভাজাল লইয়া গমন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শর কর্ণের প্রাণ লইয়া গমন করিল। কৌরবগণও শত্রুশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও ভয়বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত ধ্বজ বারংবার নিরীক্ষণ করত দশ দিকে ধাবমান হইলেন

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সূতপুত্রকে নিহত করিলে মহারথ শল্য সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ছিন্ন বিভূষণ রথ লইয়া ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত নিহত অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীনভাবে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য বীরগণ শর সমাচিত ও শোণিতলিপ্ত গাত্রে সহসা অধঃস্খলিত দিবাকরের সদৃশ সূতপুত্রকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময়ে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় যোধগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ আহ্লাদিত, কেহ ভীত, কেহ শোকার্ত্ত ও কেহ কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন বর্ম্ম, আভরণ, অম্বর ও আয়ুধ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ নির্জ্জন বনে গোযূথ যেমন বৃষভ নিহত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ভীষণ সিংহনাদে ও বাহ্বাস্ফোটশব্দে রোদসী পরিপূরিত করত আপনার পুত্রগণকে বিত্রাসিত করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ হৃষ্ট আহ্লাদে শঙ্খধ্বনি ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কেশরী যেমন হস্তীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ কর্ণকে বিনাশ করিয়া বৈরভাব ও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মদ্ররাজ একান্ত বিমোহিত চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! তোমার গিরিশিখর সদৃশ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ শত্রুসৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই। মহাবীর কর্ণ অদ্য বাসুদেব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি আমার শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব পাণ্ডবগণের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। এই নিমিত্তই তাহারা জীবিত রহিয়াছে আর আমরা বিনষ্ট হইতেছি। হে মহারাজ! কুবের, যম ও বাসবের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন শৌর্য্যশালী বিবিধ গুণভূষিত অসংখ্য ভূপালগণ তোমার কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়া পাণ্ডবগণের বাহুবলে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা অতিশয় দুষ্কর। এক্ষণে আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণে স্বীয় দুর্নীতি পর্য্যালোচনা করত বিচেতনপ্রায় হইয়া দীন মনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণার্জ্জুনের সেই ভীষণ সংগ্রাম দিবসে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের শরবিক্ষত সৈন্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ দিন যেমন লোকক্ষয় হইয়াছিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত ও ধনঞ্জয় সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় কোন যোদ্ধাই সৈন্য-সংস্থাপন ও পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কিত, শস্ত্রবিক্ষত ও নাথবিহীন কৌরবসেনাগণ সমুদ্রমগ্ন প্লবহীন বণিকদিগের ন্যায় কি রূপে সমরসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা অর্জ্জুনের শরজালে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষগণের ন্যায় ও ভগ্নদংষ্ট্র ভুজঙ্গমকুলের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ যন্ত্র কবচ বিহীন, ভয়ার্দ্দিত ও বিচেতন প্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিয়া পলায়ন করত, অর্জ্জুন ও বৃকোদর আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে, এই মনে করিয়া নিপতিত ও ম্লান হইতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে দশ দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পলায়মান কুঞ্জরগণ দ্বারা রথ সমুদায়, রথসমূহ দ্বারা অশ্বারোহিগণ ও অশ্ব সমুদায় দ্বারা পদাতি সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ব্যাল তস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যে নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই সংগ্রামস্থলে আপনার পক্ষীয় যোধগণেরও তদ্রূপ দুরবস্থা হইল। তাহারা সূতপুত্রের নিধনে আরোহিবিহীন গজযূথের ন্যায় ছিন্নহস্ত মনুষ্যের ন্যায় নিতান্ত বিপন্ন হইল এবং সমুদায় জগৎ পাণ্ডবময় অবলোকন করত মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সূত! তুমি সৈন্যগণ মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ অশ্ব সঞ্চালন কর। আজি আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। মহাসাগর যেমন বেলা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমাকে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। আজি আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, মহামানী বৃকোদর ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণের ঋণ পরিশোধ করিব। হে মহারাজ! কুরুরাজের সারথি তাঁহার শূর ও আর্য্য লোকের ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু ভাবে তাঁহার স্বর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন আপনার পক্ষীয় গজাশ্ব রথ-বিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারাও ইঁহাদের উভয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ ভীম ও দ্রুপদনন্দনের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ভূতলস্থ যোধগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিবার মানসে গদাহস্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাবকে পতনোন্মুখ পতঙ্গকুলের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীমসেনও সমরাঙ্গনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত জীবসংহর্ত্তা অন্তকের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে মহাবল পাণ্ডুনন্দন আপনার পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীর পুরুষকে বিনাশ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় কৌরব পক্ষীয় রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনের সৈন্য নিপীড়িত করত শকুনির প্রতি বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ মহাবীর অর্জ্জুনকে শ্বেতাশ্ব যুক্ত কৃষ্ণ-সঞ্চালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমাগত দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে পুরুষপ্রধান মহাবীর পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া কৌরব পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে কোবিদার-নির্ম্মিত ধ্বজযুক্ত পারাবতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে সমারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব, লঘুহস্ত গান্ধাররাজের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক অন্যান্য সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদেয়গণও গান্ধাররাজের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগকে পরাজিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরসৈন্যগণকে পরাজিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন।

তখন পরাক্রান্ত সব্যসাচী অর্জ্জুন হতাবশিষ্ট কৌরবসেনাগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব বিস্ফারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমুদায় সংগ্রামস্থল ধূলিপটল সমাবৃত ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধগণও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ। এই রূপে সৈনিকগণ পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমাগত শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পূর্ব্বে দানবরাজ বলি যেমন যুদ্ধার্থে দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সমবেত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বারংবার দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিপক্ষগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র সমবেত অসংখ্য বিপক্ষের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত করিবার মানসে কহিলেন, হে বীরগণ! এক্ষণে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানে তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতএব তোমাদের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতি অল্প এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়া জয় লাভ করিব। হে যোধগণ! যদি তোমরা এক্ষণে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে নিপাতিত করিবে; অতএব তাহা না করিয়া সমরে প্রাণ ত্যাগ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী যোধগণের সংগ্রামে মৃত্যু সুখজনক। সমরে প্রাণত্যাগ করিলে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ হয়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! যখন কালান্তক কৃতান্তের নিকটে কি বীর কি ভীরু পুরুষ, কাহারও পরিত্রাণ নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্ ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইবে। তোমরা কি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া কোপাবিষ্ট বৃকোদরের বশীভূত হইতে উদ্যত হইয়াছ? পিতৃপিতামহাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়দিগের সমর হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর নাই। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গের উত্তম পথ আর নাই। তোমরা অবিলম্বেই নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপে সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা অরাতিশরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে সৈন্যদিগকে বিনিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত দেখিয়া ভীত ও বিমোহিত চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দেখ, নিহত হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে মাতঙ্গ-

গণ একেবারে শরাস্তত-কলেবর, বিবশ ও গতাসু হইয়া বিদীর্ণ পাষাণ, বৃক্ষ, ওষধি সম্পন্ন, বজ্র-বিদারিত অচলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে এবং উঁহাদিগের বর্ম, চর্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থানে স্বর্ণজাল-পরিবেষ্টিত শোণিতলিপ্ত তুরঙ্গমগণ শর-নির্ভিন্নদেহ, নিতান্ত নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনবরত রুধির বমন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বীর আর্তস্বরে চীৎকার করিতেছে; কতকগুলি নেত্র পরিবর্তিত করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন করিতেছে। রণস্থল বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণী নদীর ন্যায় এবং স্বর্ণজালজড়িত যোধহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া জলদজাল-পরিবৃত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সমস্ত রথের তূণীর, পতাকা, কেতু, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, যোক্ত্র, চক্র, অক্ষ, ঈষা ও যুগ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। উহাদের নীড় সমুদায় ভগ্ন ও বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মহাবেগগামী তুরঙ্গমগণ ঐ সকল রথ বহন করিত। কোন স্থানে স্খলিতবর্ম্ম, স্খলিতাভরণ বস্ত্রহীন, আয়ুধবিহীন উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকরে ভিন্ন-কলেবর ও বিচেতন হইয়া রহিয়াছে, বীরগণ রজনীযোগে বিমল প্রভাবশালী নভোমণ্ডল-পরিচ্যুত অতি প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহু উচ্ছ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্ত পাবকের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, কর্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুনির্মুক্ত শরনিকর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ ভেদ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া উরগগণ যেমন আবাসগর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নম্রমুখে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকর এবং নিহত শরসমাচিত অশ্ব, গজ ও মনুষ্য দ্বারা রণস্থল নিতান্ত দুরভিগম্য হইয়াছে। ঐ দেখ, হেমপট্টমণ্ডিত পরিঘ, পরশু, শাণিত শূল, মুষল ও মুদ্গর সকল চতুরঙ্গ বলের গতায়াতে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বিমল কোশ নিষ্কাসিত অসি, স্বর্ণপট্ট সংবৃত গদা, স্বর্ণপুঙ্খ শর, হেমবিভূষিত শরাসন, নিশিত ঋষ্টি, কনকদণ্ড সমলঙ্কৃত বিকোষ প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্নপুঙ্খ, বিচিত্র মাল্য, চিত্রকম্বল, পতাকা, বস্ত্র, ভূষণ, কিরীট, মুকুট, প্রবাল, মুক্তা সমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ কেয়ূর, স্বর্ণসূত্র সমবেত নিষ্ক, নানাবিধ রত্ন এবং নরেন্দ্রগণের সুখোপভোগ পরিবর্দ্ধিত দেহ ও ইন্দ্রপ্রতিম মস্তক সকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপতিগণ বিবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও পরিচ্ছদ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকমধ্যে যশোবিস্তার ও ধর্ম্মলাভ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক! তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বশিবিরে প্রবেশ কর। ঐ দেখ, ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন।

হে মহারাজ! শোকাকুলিতচিত্ত মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ প্রভৃতি নৃপতিগণ কুরুরাজকে দুঃখিত মনে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে হা কর্ণ। হা কর্ণ! বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের যশঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজদণ্ড বারংবার নিরীক্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর কালে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ হইতে নিঃসৃত রুধির প্রভাবে সমাচ্ছন্ন সমরভূমিকে রক্তাম্বরধারিণী-বারবিলাসিনীর ন্যায় বিবিধ মাল্য বিভূষিত, সুবর্ণালঙ্কার সম্পন্ন ও সর্ব্বলোকগম্য অবলোকন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং কর্ণবধে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারংবার হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত দিবাকরকে সন্ধ্যারাগ লোহিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্বর শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুনের শিলাশিত স্বর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন শরনিকরে সমাচিত মহাবীর সূতপুত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও অংশুমান মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভাস্কর করজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ স্পর্শে আরক্ত কলেবর হইয়া স্নান করিবার নিমিত্তই যেন অপর সমুদ্রে গমন করিলেন। তখন সুরর্ষিগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর সূতপুত্র ও অর্জ্জুনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করত স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ রুধিরাক্ত অস্ত্র, নিকৃত্ত কবচ ও গতাসু হইয়াও কিছুমাত্র শোভাবিহীন হন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত সূর্য্যসমপ্রভ ও তপ্তকাঞ্চনাভ মূর্ত্তি দর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সিংহ নিহত হইলেও যেমন অন্যান্য মৃগগণ তাঁহার দর্শনে শঙ্কিত হয়, তদ্রূপ সূতপুত্র নিহত হইলেও যোধগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। তাঁহার মনোহর গ্রীবাসম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বিবিধ ভূষণবিভূষিত কনককেয়ূরধারী মহাবীর রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইল, যেন শাখা প্রশাখা পরিশোভিত বনস্পতি বিপাটিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সুযুদ্ধে স্বীয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করত দিবাকর যেমন স্বীয় কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করেন, তদ্রূপ শরজালে দশ দিক্, সমুদায় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ সলিলস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ পুত্র ও বাহনগণের সহিত অর্জ্জুনশরে নিহত হইলেন। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন। তিনি যাচকদিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা যাঁহাকে সর্ব্বদা সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন; যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছিল; যিনি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও উদ্যত হইতেন, যিনি কামিনীগণের সতত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আপনার পুত্রগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৌরব-কুলের বর্ম্ম স্বরূপ সেই মহারথ কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জয়াশা ও মঙ্গলের সহিত নিহত ও পরমা গতি প্রাপ্ত হইলেন।

হে মহারাজ। মহারথ কর্ণ এইরূপে নিহত হইলে নদী সমুদায়ের বেগ রুদ্ধ হইল; দিবাকর অস্তগমন করিলেন; দিগ্বিদিক্ সকল ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ বুধগ্রহ তির্য্যগ্ভাবে অভ্যুদিত হইলেন; নভোমণ্ডল যেন ভূতলে নিপতিত হইল, বসুন্ধরা গভীর ধ্বনি করত কম্পিত হইয়া উঠিল; বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহার্ণব সকল সংক্ষুব্ধ ও শব্দায়মান হইল; কাননের সহিত ভূধর সকল কম্পিত হইতে লাগিল; জীব সকল নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। বৃহস্পতি রোহিণীকে নিপীড়িত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ শোভা ধারণ করিলেন; নভোমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; অনল সদৃশ উল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিশাচরগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

হে মহারাজ! যৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুর দ্বারা অধিরথির মস্তক ছেদন করেন, ঐ সময় সহসা অন্তরীক্ষে সুরগণ হাহাকার শব্দ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া যেমন প্রভাশালী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুনও মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সম্মানিত সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়া মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরন্দরপরাক্রম, অগ্নি ও দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী, স্বর্ণ, হীরক, মণি, মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম কেশব ও অর্জ্জুন মেঘগম্ভীর-নির্ঘোষ, তুষার, চন্দ্র, শঙ্খ ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, ঐরাবত সদৃশ, পতাকা পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় নির্ভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট কৌরবগণ মহাবীর ধনঞ্জয়ের জ্যানিস্বন ও তলশব্দে হতপ্রভ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারিত করত মহা আহ্লাদে স্বর্ণজালজড়িত তুষারসবর্ণ মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক এককালে প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভীষণ শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, ভূধর ও বন সমুদায় পরিপূরিত হইল। সেই গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ বিত্রাসিত ও যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কৌরবগণ সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্ররাজ শল্য ও দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় জীবগণ সমবেত হইয়া সমরশোভী ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনের অভিনন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ কর্ণশর-সমাচিত বীরদ্বয়কে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন চন্দ্র ও সূর্য্য গাঢ়ান্ধকার নাশ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ,

দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও মহোরগগণ তাঁহাদিগকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথানিয়মে পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া বলির নিধনানন্তর বিষ্ণু ও বাসব যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সুবান্ধবে যাহারপর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র নিহত হইলে কৌরবগণ বিপক্ষগণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশ দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণ দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন মনে অবহার করিতে বাসনা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শল্যের অনুমত্যনুসারে সেনাগণের অবহারে আদেশ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৌরব পক্ষীয় রথিগণ ও অবশিষ্ট নারায়ণী সেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধার সৈন্যগণের সহিত, কৃপাচার্য্য মহামেঘ সন্নিভ মাতঙ্গ বলের সহিত ও মহাবীর সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংসপ্তকগণের সহিত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের জয় লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন হতসর্ব্বস্ব ও হতবান্ধব হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ শল্য কর্ণের সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দশ দিক্ অবলোকন করত শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ কম্পিত কলেবরে ভীত ও উদ্বিগ্ন মনে অনবরত রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্জ্জুনের ও কেহ কেহ বা কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অসংখ্য যোধগণ মধ্যে কাহারই আর যুদ্ধ করিবার বাসনা রহিল না। কর্ণ নিহত হওয়াতে কৌরবগণ আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কলত্রের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন শোক দুঃখে একান্ত সমাকুল হইয়া যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করত শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারাও কুরুরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ম্লান বদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। একণে যশস্কর কর্ণবধ বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বহু দিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, একণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির তোমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত শরবিদ্ধ হওয়াছিলেন বলিয়া সমরাঙ্গন হইতে স্ব শিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।

হে মহারাজ! যদুপুঙ্গব বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির সমীপে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীতনয় অর্জ্জুনের রথ পরিবর্ত্তিত করত সৈনিকদিগকে কহিলেন, হে যোধগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সজ্জীভূত হইয়া শত্রুগণের অভিমুখে অবস্থান কর। মহামতি বাসুদেব সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, বৃকোদর, সাত্যকি ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে কহিলেন, হে বীরগণ! আমরা একণে ধর্ম্মরাজের নিকট অর্জ্জুনহস্তে কর্ণের নিধনবার্ত্তা প্রদান করিতে চলিলাম; যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হই, তাবৎকাল তোমরা সকলে সুসজ্জিত হইয়া যত্নসহকারে এই স্থানে অবস্থান কর। হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ এই কথা কহিলে শূরগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন তিনি পার্থ সমভিব্যাহারে শিবিরে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণময় উত্তম শয্যায় শয়ন সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। অরাতিঘাতন মহাবাহু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হর্ষচিহ্ন দর্শনে কর্ণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ ও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করত কর্ণের নিধনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সমীপে কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ঈষৎ হাস্য করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আজি সৌভাগ্য বশতঃ মহাবীর অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও আপনি, আপনারা সকলে এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আজি ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিপাতিত, আপনি বিজয় প্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিতা দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজি পৃথিবী সেই সূতপুত্রের শোণিত পান করিতেছে। আপনার সেই শত্রু শরজালে বিভিন্ন-কলেবর হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক তাহার দুর্দ্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। একণে আপনি আমাদিগের সহিত যত্নসহকারে এই অরাতিশূন্য পৃথিবী শাসন ও বিপুল সুখভোগ করুন।

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির হৃষীকেশের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে দেবকীনন্দন! আজি আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি সারথি হওয়াতেই ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে। তোমার বুদ্ধি-কৌশলেই সূতপুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কেশবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অঙ্গদযুক্ত দক্ষিণ বাহু ধারণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার অনুগ্রহেই ধনঞ্জয় শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে; কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। যখন তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয় হইবে না। হে গোবিন্দ! তোমার বুদ্ধি-কৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছে।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া কৃষ্ণপুচ্ছ মনোবেগগামী শ্বেতাশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত কনকমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রিয় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত সমরভূমি সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পরে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরে সমাচিত হইয়া কেশর-পরিবৃত্ত কদম্ব কুসুমের ন্যায় রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলযুক্ত সহস্র সহস্র কাঞ্চনময় দীপ তাঁহাকে উদ্ভাসিত করিতেছে। অর্জ্জুনের শরপাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পুত্রগণও সংগ্রামস্থলে নিহত ও নিপতিত রহিয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বারংবার কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রের নিধন-নিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে নিরাশ হইবে। আজি কেবল তোমার অনুগ্রহেই আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। আজি ভাগ্যক্রমে শত্রু নিপাতিত হইল এবং ধনঞ্জয় ও তুমি তোমরা উভয়ে বিজয়ী হইলে। আমাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে; একদিনও নিদ্রা হয় নাই। আজি তোমার অনুগ্রহে নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনশরে সূতপুত্রকে পুত্রগণের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে পুনর্জাত বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, সহদেব, বৃকোদর, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ স্তবার্হ বাক্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশংসা ও ধর্ম্মরাজের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মহা আহ্লাদে স্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা বশতই এরূপ লোমহর্ষকর মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কেন বৃথা অনুতাপ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ অমঙ্গল-বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। দূরদর্শিনী গান্ধারীও ভূতলে নিপতিত হইয়া কর্ণের উদ্দেশে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব পত্নীগণও গান্ধারীকে উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলচিত্ত শোকসন্তপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও সঞ্জয় কর্ত্তৃক সমাশ্বাসিত হইয়া দৈব ও ভবিতব্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করিয়া বিচেতনের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভূপাল! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের সমরযজ্ঞের বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের অবভৃথ ফল লাভ হয়। পণ্ডিতগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, দিবাকর ও ভগবান্ বিষ্ণুকে যজ্ঞ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সমরযজ্ঞ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সংহিতা পাঠ করিলে ধনধান্য সম্পন্ন, যশস্বী ও সমস্ত সুখলাভের অধিকারী হয় এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভূ, শম্ভু ও বিষ্ণু সতত তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণপর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কর্ণ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভূমিকা

পুরাণসংগ্রহের একাদশ খণ্ডে বীররসসার শল্য পর্ব্বের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। অঙ্গরাজ কর্ণ সমরশায়ী হইলে কুরুপতি, মদ্রক দেশের অধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ শল্য পাণ্ডবগণের মাতুল, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে সমর-সঙ্ঘটনের পূর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনকে সাহায্য দানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; সুতরাং ভাগিনেয়দিগের স্নেহ ও আত্মীয়তায় উপেক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কৌরব পক্ষই অবলম্বন করেন। মদ্ররাজ কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নৈসর্গিক স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পক্ষপাতে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন নাই। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি কর্ণের তেজোহ্রাস করিব বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমক্ষে অঙ্গীকার করেন। মহারাজ শল্য মদ্ররাজ্যের রাজা ছিলেন। অদ্যাপিও ঐ দেশ ঐ নামে প্রখ্যাত আছে।*

মহর্ষি বেদব্যাস এই শল্য পর্ব্বে শল্যবধ, দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ, বলদেবের তীর্থযাত্রা বৃত্তান্ত, ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ এবং ঊরুভঙ্গ, সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যে ক্ষত্রিয়ান্তক মহাসমর ভারতভূমিকে উচ্ছিন্নপ্রায় করে, যাহাতেই হিন্দুকুলের প্রতাপসূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হয় এবং যাহা হইতেই পৃথিবী বীরশূন্যা হইয়া যায়, এই শল্য পর্ব্বেই সেই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী সমরের উপসংহার হইয়াছে। সেই ঘোরতর সমরানল অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে ভস্মীভূত করত নির্ব্বাপিত হইলে বসুন্ধরা নরশোণিতলোলুপ নিশাচরীর উগ্র বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

মহাভারতের ভূতপূর্ব্ব পদ্যানুবাদক মৃত কাশীরাম দাস গদাপর্ব্ব নামে স্বতন্ত্র একটী পর্ব্ব কল্পনা করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থযাত্রা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ উহা তাঁহার ভ্রম মাত্র! গদাপর্ব্ব নামে স্বতন্ত্র একটী পর্ব্ব মূল মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। শল্য পর্ব্বের শেষে গদাযুদ্ধ-পর্ব্বাধ্যায়েই গদাযুদ্ধ, কুরুপতির ঊরু-ভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থযাত্রা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের গৌরববৃদ্ধির সহিত উহার বিশৃঙ্খলত্ব সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁহাকে বঙ্গদেশের হিতচিকীর্ষু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দুরন্ত যবন রাজাদিগের অধিকার সময়ে হিন্দুশাস্ত্রানুশীলন উচ্ছিন্নপ্রায় হইলে তিনি ছন্দোবন্ধে মহাভারতের যথার্থ প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে সহস্র সহস্র অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কথঞ্চিৎ ভারতের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এমন কি কাশীদাসের অনুবাদ না থাকিলে এত দিনে মহাভারতও অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণের ন্যায় হিন্দুসমাজে একান্ত বিরল-প্রচার হইত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

* মান্দ্রাজ

মহাভারত

শল্য পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইলে অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবগণ কি করিলেন? আর মহারাজ দুর্য্যোধনই বা পাণ্ডবগণের প্রভাবে আপনার প্রভূত সৈন্য বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন? হে ব্রহ্মন্! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বপুরুষগণের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মহারথ সূতপুত্রের নিধনদর্শনে শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া [illegible]। হা কর্ণ! [illegible] বলিয়া বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করত হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অতি কষ্টে স্বশিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় নরপতিগণ শাস্ত্রবিহিত যুক্তি অনুসারে কুরুরাজকে নিরন্তর আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কর্ণের নিধন চিন্তা করিয়া কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি দৈব ও ভবিতব্যকে বলবান্ বিবেচনা করত সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত [illegible] ভূপালগণের সহিত [illegible] যুদ্ধার্থ নির্গমন করিলেন। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ [illegible] ঐ যুদ্ধে মহাবীর শল্য [illegible] সমাধান ও অসংখ্য [illegible] মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজের হস্তে নিহত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন বন্ধুবান্ধবের নিধন দর্শনে শত্রুভয়ে নিতান্ত ভীত ও সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইয়া এক ভয়ঙ্কর হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া [illegible] দুর্য্যোধনকে আহ্বান [illegible] হইতে উত্থাপিত [illegible] পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। [illegible] কৌরব পক্ষীয় তিন জন মহারথ ঐ দিন রজনীযোগে রোষভরে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপাতিত করিলেন। পর দিন পূর্ব্বাহ্নে মহামতি সঞ্জয় শিবির হইতে আগমন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে দুঃখিত মনে পুরামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুরঃপ্রবেশ পূর্ব্বক বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া দীন ভাবে কম্পিত কলেবরে ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ করত হা মহারাজ! হা মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম, বলবান্ কালের কি বিষম গতি! হায়! আমাদের পক্ষ বীরগণ দেবরাজ তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন, এই বলিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই পুরোমধ্যে আবালবৃদ্ধ সকল লোকই সঞ্জয়কে ক্লেশে নিতান্ত অভিভূত নিরী-ক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে হা মহারাজ! হা মহারাজ! বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া তত্রত্য যাবতীয় স্ত্রী পুরুষ শোকে একান্ত নিপীড়িত ও [illegible] হইয়া উন্মত্তপ্রায় ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে গান্ধারী, বিদুর এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ, [illegible] জ্ঞাতি সমুদায় ও পুত্রবধূগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং কর্ণের [illegible] নিতান্ত বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি বাষ্পাকুললোচনে [illegible] হৃষ্ট মনে [illegible] ভূপতিকে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করি-তেছি। [illegible] শকুনি, উলূক ও কৈতব্য, ইহারা [illegible] সংযমনী [illegible] পার্ব্বতীয় যবন, [illegible] নিহত হইয়াছে। সমুদায় রাজা ও রাজপুত্রগণ [illegible] আসিয়া সংহার করিয়াছেন। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে রাজা দুর্য্যোধনের বধসাধন করিয়াছেন। [illegible] শয়ান রহিয়াছেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীর [illegible] ও [illegible] শিখণ্ডী, [illegible] নিহত হইয়াছেন।

[illegible] হস্তী, রথ [illegible] আপনা-দিগের শিবির মধ্যে অতি [illegible] অবশিষ্ট আছে। হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমস্ত জগৎ কাল-বশে বিমোহিত হইয়া প্রায় স্ত্রীলোক মাত্রাবশিষ্ট হইল। এক্ষণে আপনা-দের [illegible] পক্ষ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি [illegible] কৌরব পক্ষে কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন বীর অবশিষ্ট আছেন। অন্যান্য সকলেই কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কাল দুর্য্যোধনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করত এই সমুদায় জগৎ বিনষ্ট করিলেন।

হে মহারাজ জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। যশস্বী বিদুর এবং রাজমহিষী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরব মহিলাগণ সেই কঠোর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সমগ্র রাজমণ্ডল চিত্রার্পিতের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং সকলেই হা হতোস্মি! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রবিনাশ দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতি কষ্টে সংজ্ঞা লাভ

করিয়া দীন মনে কম্পিত কলেবরে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক বিদুরকে কহিলেন, হে বিদুর! আমি পুত্রহীন ও অনাথ; এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া সুশীতল সলিলসেচন ও তালবৃন্ত-সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলম্বে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কুম্ভমধ্যে নিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য নারীগণ মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহুর্মুহু মোহে অভিভূত হইয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিদুর! আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এক্ষণে গান্ধারী ও অন্যান্য রমণী এবং বন্ধুবান্ধবগণ এস্থান হইতে প্রস্থান করুন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর রাজার আদেশানুসারে সেই সকল মহিলাদিগকে গমনে আদেশ করিলেন। কামিনীগণ এবং বন্ধুবান্ধব সমুদায় মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিত কলেবরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর সঞ্জয় দীন নয়নে লব্ধসংজ্ঞ নৃপতিকে শোকাবেগে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কামিনীগণ প্রস্থান করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বারংবার বাহুযুগল বিধূনন করত ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে সূত! তোমার নিকট পাণ্ডবগণকে সমরাঙ্গনে নিরাপদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, আমার হৃদয় বজ্র-নির্ম্মিত; নতুবা পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইত। হে সঞ্জয়! আজি পুত্রগণের বয়ঃক্রম ও বাল্যক্রীড়া স্মরণ হওয়াতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে। যদিও আমি জন্মান্ধ প্রযুক্ত তাহাদের রূপ সন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম, তথাপি তাহাদিগের প্রতি আমার অপত্যস্নেহ নিতান্ত বলবান্ ছিল। তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা ও যৌবনান্তর প্রৌঢ়াবস্থায় অধিরূঢ় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আজি তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিহত শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছি, কিছুতেই শান্তিলাভ হইতেছে না। হা পুত্র দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমি অনাথ হইয়াছি, একবার আমাকে দর্শন প্রদান কর। তোমার অভাবে আমার কি দশা ঘটিবে। হে বৎস! তুমি সমাগত নরপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত প্রাকৃত ভূপতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছ! তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের অনন্য অবলম্বন ছিলে, এক্ষণে এই বৃদ্ধ অন্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে! হে রাজেন্দ্র! তোমার সে ভক্তি, সে স্নেহ ও সম্মান কোথায় গেল! তুমি ত সমরে অপরাজিত ছিলে, তবে পাণ্ডবগণ কিরূপে তোমাকে নিহত করিল। হে বৎস! আমি যথাসময়ে গাত্রোত্থান করিলে কে আর হে তাত! হে মহারাজ! হে লোকনাথ! বলিয়া বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। হে বৎস! এক্ষণে একবার সেই মধুর বাক্য প্রয়োগ কর। আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি যে, এই সমুদায় পৃথিবীতে পাণ্ডুতনয়ের ন্যায় আমারও অধিকার আছে। তুমি বলিয়াছিলে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, অবন্তীনাথ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, সোমদত্ত, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, ভোজ, মাগধ, বৃহদ্বল, কাশীশ্বর, শকুনি, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, শতায়ু, জলসন্ধ, সুবাহু, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, রাক্ষস অলায়ুধ ও অলম্বুষ, অন্যান্য নরপালগণ এবং শক, যবন ও ম্লেচ্ছগণ সকলেই আমার নিমিত্ত প্রাণপণে সমরে সমুদ্যত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত বীরগণ মধ্যে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকি, ভোজ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব। তুমি বলিয়াছিলে, আমি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত বীরগণকে নিবারণ করিতে পারি, তাহাতে আবার অন্যান্য অসংখ্য বীর একত্র সমবেত ও পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন বাসুদেব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব নিশ্চয়ই অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন, আর মহাবীর কর্ণ একাকীই আমার সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবে। তাহা হইলে সমস্ত নরপালগণই আমার বশবর্ত্তী হইবেন।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন বারংবার আমার নিকট এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করাতে আমি বোধ করিয়াছিলাম, পাণ্ডবগণ আমাদিগের বলপ্রভাবে সমরে নিহত হইবে। এক্ষণে যখন আমার পুত্রগণ সেই সমস্ত বীরমণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও বিনষ্ট হইল, তখন আমার দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে। শৃগাল হস্তে সিংহ যেমন নিহত হয়, তদ্রূপ প্রবল পরাক্রম ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গজযুদ্ধবিশারদ ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, জলসন্ধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, মহাবল পরাক্রম পাণ্ড্য, বৃহদ্বল, মগধরাজ, উগ্রায়ুধ, বিন্দ, অনুবিন্দ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, অসংখ্য সংসপ্তক, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও অলায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, নারায়ণী সেনাগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ গোপালগণ, অসংখ্য ম্লেচ্ছ, সসৈন্য সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল কৈতব্য, সর্ব্ব অস্ত্রবিশারদ নানাদেশ সমাগত মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণ এবং আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও বয়স্যগণ, ইঁহারা সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব এ বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে। মানবগণ নিশ্চয়ই ভাগ্য সংযোগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; যাহার সৌভাগ্য থাকে, সে শুভ ফল প্রাপ্ত হয়। আমি নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়াই পুত্র বিহীন হইলাম। হায়! আমি কিরূপে অরাতির বশবর্ত্তী হইয়া কালযাপন করিব। এক্ষণে বনবাস ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। এরূপ সহায়হীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া লোকালয়ে অবস্থান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; বনগমনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হায়! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শল্য ও বিকর্ণ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ নিহত হইল। ভীমসেন একাকীই আমার একশত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। সে দুর্য্যোধনের বিনাশ জন্য বারংবার আত্মশ্লাঘা করিলে আমি কিরূপে তাহার সেই কঠোর শব্দ শ্রবণ করিব। আমি দুঃখ শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আর বৃকোদরের পরুষ বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে পুত্রশোকাভিভূত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া শত্রুকৃত পরাভব স্মরণে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় বীরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে নিহত শ্রবণ করিয়া কাহাকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহারা যাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে, সেই বীরই অচিরকাল মধ্যে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হয়। দেখ, তোমাদের এবং অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও সূতপুত্রকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর আমাকে কহিয়াছিল, যে, দুর্য্যোধনের অপরাধেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইবে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই মোহাবেশ প্রভাবে উহার সেই বাক্য পর্য্যালোচনা করে নাই; কিন্তু ঐ মহাত্মা যাহা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সত্যই হইল। যাহা হউক, এক্ষণে আমার দুর্দ্দৈব নিবন্ধন যে দুর্নীতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল পুনরায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ বীর সেনাপতি হইয়াছিল? কোন্ রথী অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল? মহাবীর মদ্ররাজ সমরোদ্যত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ চক্র, বাম চক্র ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধন তোমাদের সমক্ষে কিরূপে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন? অনুচরবর্গ সমবেত পাঞ্চালগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ইহারাই বা কিরূপে সমরশয্যায় শয়ন করিল? আর পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এবং কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, ইঁহারাই বা কিপ্রকারে মৃত্যুমুখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন?

সঞ্জয়! তুমি সমরবৃত্তান্ত বর্ণনে সুনিপুণ, এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইলে যেরূপে জনক্ষয় হইয়াছিল, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর সূতপুত্র নিহত, হস্তী ও মনুষ্য সমুদায় বিনষ্ট এবং সৈন্যগণ বারংবার পলায়িত ও পুনঃপুনঃ সমানীত হইলে মহাত্মা ধনঞ্জয় সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ফলত কর্ণের নিধনানন্তর কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই সৈন্য সন্ধান বা বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। আপনার আত্মজগণ নিতান্ত ভীত ও শস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অগাধ সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন ভেলা লাভের অভিলাষ করে, তদ্রূপ সেই অপার বিপদ্ সাগরে আশ্রয়লাভ প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনের ভুজবলে পরাজিত হইয়া সায়াহ্নকালে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদংষ্ট্র উরগের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও শস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে তাঁহারা মোহে এমনই অভিভূত হইলেন যে কোন্ দিকে গমন করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অন্যান্য বীরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ অর্জ্জুন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা বৃকোদর আমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, এইরূপ বোধ করিয়া ম্লান মুখে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কোন মহারথ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে এবং কোন কোন বীর রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীত মনে পদাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুঞ্জর দ্বারা রথ ভগ্ন, রথ দ্বারা সাদী নিহত ও অশ্বসমূহ দ্বারা পদাতিগণ সাতিশয় সমাহত হইল। এইরূপে তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণ ব্যালতস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে সার্থহীন বণিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কতকগুলি নাগ আরোহিবিহীন ও কতকগুলি ছিন্ন-শুণ্ড হইয়া ভীত চিত্তে চতুর্দ্দিক্ অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সৈন্যগণকে ভীমভয়ে ভীত ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া স্বীয় সারথিকে কহিলেন, হে সূত! আমি ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছি। সাগর যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমাকে কদাচ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি অবিলম্বে অশ্বসঞ্চালন কর। আজি আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, অভিমানী বৃকোদর এবং অবশিষ্ট শত্রুদিগকে নিহত করিয়া সূতপুত্রের ঋণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইব। সারথি রাজা দুর্য্যোধনের সেই শূরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর্ণজাল-জড়িত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথহীন বীর এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি মৃদুভাবে ধাবমান হইল। মহাবীর ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ বল সাহায্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন। তাহারাও ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং বারংবার তাঁহাদিগের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদা হস্তে সত্বর রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তিনি অধর্ম্মভয়ে রথস্থ হইয়া সেই ভূমিস্থ ব্যক্তি-দিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। তিনি স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া যমদণ্ড সদৃশ সুবর্ণমণ্ডিত বিপুল গদা দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণ হতবান্ধব হইয়া বহ্নিমুখে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপণে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল এবং ভূত সমুদায় যেমন কৃতান্তকে নিরীক্ষণ করিয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ভীমের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর বৃকোদর কখন খড়্গ কখন বা গদা গ্রহণপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত দুর্য্যোধনের সেই পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রথিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির নিধন বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনকে ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন ধারণপূর্ব্বক রথসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন রথাশ্বশূন্য শরনিকর নিবারিত পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইল। পাঞ্চাল বংশীয় মহারথগণ তদ্দর্শনে ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অরাতিনিপাতন, মহাযশস্বী ও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ অশ্বসংযোজিত রথারোহণে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ভয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সাত্যকি সম-ভিব্যাহারে লঘুহস্ত গান্ধাররাজ শকুনির অনুসরণ ক্রমে অচিরাৎ আমা-দের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। মহাবীর চেকিতান শিখণ্ডী ও দ্রৌপ-দীর পাঁচ পুত্র কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সেনা বিনাশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কৌরব পক্ষীয় সৈন্য-গণকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া বৃষগণ যেমন বৃষকে পরাজয় করিয়া তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই-লেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণস্থলে অবস্থিত অবলোকন করিয়া রোষভরে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজোরাশি উত্থিত হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও ধরাতল শরসমাচ্ছন্ন হইলে কৌরব সৈন্যগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে ধাবমান হইয়া দানবরাজ বলি যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব-গণও সমবেত হইয়া ক্রোধভরে নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ ও বারংবার দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্বর সেই শত্রুগণের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা আপনার পুত্রের অতি আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অনতিদূরস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে ক্ষত বিক্ষত ও পলায়নে কৃত-নিশ্চয় অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রণস্থলে অবস্থাপন ও তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা লোকালয় বা পর্ব্বত মধ্যে যে কোন প্রদেশে পলায়ন করিবে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে গিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে। তবে তোমাদিগের পলায়নের প্রয়োজন কি? দেখ, এক্ষণে উহাদিগের বল অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যদি আমরা একত্র হইয়া এই সমরাঙ্গনে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমা-দিগের জয় লাভ হইবে। তোমরা সমর-পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিলে পাপাত্মা পাণ্ডবগণ অবশ্যই তোমাদের অনুগমন করিয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। অতএব সেরূপে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা সমরস্থলে বিনষ্ট হওয়াই তোমাদের শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সাংগ্রামিক মৃত্যুই অতীব সুখকর। সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, পরলোকেও অনন্ত সুখসম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট দুরাত্মা ভীমসেনের বশবর্ত্তী হওয়াও তোমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু কুলাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয়ের রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা পাপ কর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গগমনেরও অন্য সদুপায় নাই। অন্যান্য লোকে বহু দিনে যে সমুদায় দুর্লভ লোক লাভ করে, যোধগণ অনায়াসে অতি অল্পক্ষণে তৎসমুদায় লাভ করিতে পারে।

হে মহারাজ! মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার প্রশংসা করিয়া শত্রুকৃত পরাজয় দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া

আমাদিগের অনন্যগতি ; অতএব কাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব, আদেশ করুন।

মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ ! মদ্রাধিপতি শল্য বলবীর্য্য, শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষগুণ-সম্পন্ন এবং সৎকুল-সম্ভূত ; অতএব ঐ কার্ত্তিকেয় সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীরই আমাদিগের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। ঐ কৃতজ্ঞ মহাত্মা স্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া যেমন জয়লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও ইঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া জয়লাভে সমর্থ হইব।

হে মহারাজ ! আচার্য্যতনয় এই কথা কহিলে সমুদায় মহারথ শল্যকে পরিবেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করত যুদ্ধার্থে উৎসুক হইলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্ম দ্রোণ সদৃশ সমরপারদর্শী রথস্থিত মহাবীর শল্যকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল ! যে সময় বিদ্বান্ ব্যক্তিরা মিত্র ও অমিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদিগের বন্ধু, অতএব এক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। আপনি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ অমাত্যগণের সহিত সমরে নিরুৎসাহ হইবে।

শল্য কহিলেন, হে কুরুরাজ ! তুমি আমাকে যাহা অনুমতি করিতেছ, আমি তাহাই করিব। আমার রাজ্য, ধন, প্রাণ প্রভৃতি যা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিবেশিত হইবে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল ! আমি আপনাকে সেনাপতিপদে বরণ করিতেছি। কার্ত্তিকেয় যেমন দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ শত্রুগণকে বিনাশ করুন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! প্রবল প্রতাপশালী মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথিপ্রধান জ্ঞান কর। কিন্তু উঁহারা আমার তুল্য ভুজবীর্য্যসম্পন্ন নহে। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুর মনুষ্য সমবেত সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেও আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনায়াসেই উহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইয়া বিপক্ষগণের নিতান্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমাগত, সমস্ত, সোমক ও পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট মনে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন। তখন বীরগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণমধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। মহারথ মদ্রকগণ ও অন্যান্য যোধ সমুদায় হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতি শল্যের তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ ! আপনি চিরজীবী হউন। সমাগত শত্রুগণ আপনার নিকট পরাজয় হউক এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার বাহুবলে শত্রুগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক সমগ্রা পৃথিবী শাসন করুন। মর্ত্ত্যধর্ম্মাবলম্বী সোমক ও সৃঞ্জয়গণের কথা দূরে থাকুক, আপনি সুরাসুরদিগকেও সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ।

হে মহারাজ ! মদ্রাধিপতি শল্য এইরূপে সংস্তুত হইয়া দুর্ব্বলের নিতান্ত দুর্লভ হর্ষ লাভ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুরাজ ! আজি আমি হয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে বিনাশ, না হয় স্বয়ং তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিব। আজি সকলে রণস্থলে আমাকে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে নিরীক্ষণ করুক। পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, সিন্ধু, চারণ ও প্রভদ্রকগণ এবং বাসুদেব, সাত্যকি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার অতুল বিক্রম, ভুজবীর্য্য হস্তলাঘব, অস্ত্র সম্পত্তি ও কার্ম্মুকবল অবলোকন করুন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ আমার বিক্রম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রতীকার করিবার আশয়ে নানা প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। হে মহারাজ ! আজি আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সংসাধনার্থ দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র অপেক্ষা সমধিক বল বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিব।

হে মহারাজ ! এই রূপে রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সকলেরই কর্ণবিনাশজনিত দুঃখ অপনীত হইল। সৈন্যগণ একান্ত পুলকিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিল এবং পরম সুখ স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করত সেই রজনী অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থিরচিত্ত হইল।

হে মহারাজ ! এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের সেই কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব ! রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর মদ্রাধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। তুমিও আমাদিগের সেনাপতি ও রক্ষাকর্ত্তা। এক্ষণে বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর।

তখন মহামতি বাসুদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি মহাত্মা মদ্ররাজকে বিশেষ রূপ অবগত আছি। ঐ বীর বিপুল বলশালী, মহাতেজস্বী বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার বোধ হয়, উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক রণবিশারদ। উঁহার তুল্য যোদ্ধা আর কাহাকেও লক্ষিত হয় না। উনি শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, ভীম, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং হস্তী ও সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত। উনি যুদ্ধকালে নির্ভীক চিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে কুরুনন্দন ! আজি এই ত্রিলোক মধ্যে আপনি ভিন্ন উঁহার সহিত যুদ্ধ বা উঁহাকে বিনাশ করিতে পারে, এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। মহারাজ ! মদ্রাধিপতি দিন দিন আপনার বল সমুদায় বিক্ষোভিত করিতেছেন ; অতএব পুরন্দর যেমন শম্বরাসুর ও নমুচিকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উঁহাকে বিনাশ করুন। দুর্য্যোধন উঁহাকে অজেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর নিহত হইলে নিশ্চয়ই সমুদায় কৌরবসৈন্যের বিনাশ ও আপনার জয়লাভ হইবে। হে মহাত্মন্ ! মাতুল বলিয়া মদ্ররাজকে দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে উঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া উঁহাকে বিনাশ করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে শল্যরূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্র বীর্য্য আছে, এক্ষণে সমরাঙ্গনে তৎসমুদায় প্রদর্শন করুন।

হে মহারাজ ! অরাতিপাতন বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মান লাভ পূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিশ্রামার্থ বিদায় করিয়া অপেতশল্য কুঞ্জরের ন্যায় সুখে শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের বিনাশে মহা আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ সূতপুত্রের নিধনে জয় লাভ করিয়া মহা আহ্লাদে এই রজনী অতিবাহিত করিল।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সৈন্যগণকে বর্ম্ম ধারণ করিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যগণ রাজার আদেশ লাভ করিবামাত্র বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অবিলম্বে রথে অশ্ব যোজনা করিল ; কেহ কেহ দ্রুত বেগে ধাবমান হইল ; কেহ কেহ মাতঙ্গ সকলকে সুসজ্জিত করিয়া দিল এবং সহস্র সহস্র লোক রথ সমুদায়ে আস্তরণ বিস্তীর্ণ করিতে লাগিল। ঐ সময় সৈন্য ও যোধগণের সমুৎসাহ উদ্দীপনার্থ নানাবিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল।

অনন্তর মহারথগণ সৈন্যগণকে সন্নদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থাপিত করিলেন। মহাবীর শল্য সেনাপতি হইলেন। তখন মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য পার্থিবগণ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সমবেত হইয়া নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, এক ব্যক্তি কদাচ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে না। যে একাকী পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং যে ব্যক্তি কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে পঞ্চ পাতক ও উপপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে। আর আমরা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের রক্ষা

বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করত যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! কৌরব পক্ষীয় বীরগণ এইরূপ নিয়মস্থাপন পূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সত্বর বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও ব্যূহ রচনা করিয়া সেই ক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায় তুমুল কোলাহল সম্পন্ন রথকুঞ্জর বহুল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে চারি দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল দ্রোণ, ভীষ্ম, সূতপুত্র, ইহাদিগের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধনের নিধন কীর্ত্তন কর। শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে কিরূপে নিহত হইল।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমি মনুষ্য, অশ্ব ও করিনিকরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! দ্রোণ, ভীষ্ম, ও সূতপুত্র নিপাতিত হইলেও ঐ সময় আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, মদ্ররাজ শল্য অনায়াসে পাণ্ডবদিগকে সমরে পরাজিত করিবেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ঐ আশায় আশ্বাসিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে আশ্রয় করত আপনাকে সনাথ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র নিহত হওয়াতে পাণ্ডবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে উহা শ্রবণে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল; এক্ষণে মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অতি সমৃদ্ধ সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং স্বয়ং সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ভারসহ বেগশালী শরাসনে অনবরত টঙ্কার প্রদান করত পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি রথারূঢ় হইয়া রথের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। প্রবল প্রতাপশালী বর্ম্মধারী মদ্ররাজ আপনার আত্মজগণের ভয় অপনোদন পূর্ব্বক মদ্রদেশীয় বীরবর্গ ও নিতান্ত দুর্জ্জয় কর্ণাত্মজগণের সহিত ব্যূহের মুখে অবস্থান করিলেন। কৌরবগণ পরিরক্ষিত মহারাজ দুর্য্যোধন ব্যূহের মধ্যভাগে, ত্রিগর্ত্তগণ পরিবৃত কৃতবর্ম্মা উঁহার বাম পার্শ্বে, শক ও যবন পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বে, কাম্বোজগণ সমবেত মহাবীর অশ্বত্থামা উঁহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইলেন। মহাবীর শকুনি ও কৈতব্য অশ্বসৈন্য পরিবৃত হইয়া বহুল বল সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! তখন পাণ্ডবগণও ব্যূহ রচনা করত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও সাত্যকি মহারথ শল্যের সৈন্যগণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জিঘাংসা পরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণের সহিত মহাবীর শল্যের প্রতি, প্রবল প্রতাপশালী অর্জ্জুন মহাবেগে কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের প্রতি, মহাবীর বৃকোদর ও সোমকগণ শত্রুগণের বিনাশ সাধন বাসনায় কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সসৈন্যে মহারথ শকুনি ও উলূকের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইলে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য মহারথ বিবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনানন্তর অল্পাবশিষ্ট কৌরব ও ক্রোধাবিষ্টচিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের কি পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যেরূপে আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ হইল এবং যে পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৌরব সৈন্য মধ্যে একাদশ সহস্র রথ, দশ সহস্র সাত শত হস্তী, দুই লক্ষ অশ্ব ও তিন কোটি পদাতি এবং পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ছয় সহস্র রথ, ছয় সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও এক কোটি পদাতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল। আপনার সেই সমুদায় সৈন্য মদ্রাধিপতির আদেশানুসারে রীতিমত বিভক্ত হইয়া জয় লাভার্থ ক্রোধভরে পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিল। তখন জয়োল্লাসিত যশস্বী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই প্রভাত সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বধার্থী হইয়া ধাবমান হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল।

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষে দেবাসুর সংগ্রাম তুল্য ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। ধাবমান ভীষণাকার মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি বর্ষাকালীন জলদপটলের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। কোন কোন রথী ধাবমান মদোন্মত্ত কুঞ্জরগণের আঘাতে রথের সহিত ভূতলে নিপতিত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অশ্ব সকল ও পাদরক্ষকগণ সুশিক্ষিত রথিগণের শরাঘাতে পরলোকে প্রস্থান করিল। সুশিক্ষিত অশ্বারোহিগণ মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাস শক্তি ও ঋষ্টির আঘাত করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধারী বীর সকল সমবেত হইয়া মহারথগণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এক এক জনকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ ধাবমান মাতঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া বিনাশ করিলেন। কুঞ্জরগণও ক্রোধাবিষ্ট অসংখ্য শরবর্ষী রথিবরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিতে লাগিল। হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীকে ও রথী রথীকে আক্রমণ পূর্ব্বক শক্তি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নিহত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করাতে সমরস্থল অতি সমাকুল হইয়া উঠিল। চামর বিরাজিত অশ্বগণ হিমালয় প্রস্থস্থিত হংস সমুদায়ের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন উহারা বসুন্ধরা গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বসুমতী সেই সকল অশ্বগণের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নখচিহ্নাঙ্কিত কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং নির্ঘাত শব্দের ন্যায় অশ্বগণের খুরশব্দ, রথনেমির ঘর্ঘর নির্ঘোষ, পদাতিগণের কোলাহল, গজগণের বৃংহিত ধ্বনি, শঙ্খের নিস্বন ও বাদিত্র সমুদায়ের বিবিধ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় শরাসনের ভীষণ টঙ্কার এবং দেদীপ্যমান খড়্গ ও কবচের প্রভাপ্রভাবে আর কিছুই বিদিত হইল না। করিশুণ্ডাকার ছিন্ন বাহু সকল মহাবেগে কখন উদ্বেষ্টন ও কখন বিচেষ্টন করিতে লাগিল। পরিপক্ক তালফল পতিত হইলে যে রূপ শব্দ হয়, বীরগণের মস্তক পতনেও সেই রূপ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। উদ্ধৃতনেত্র মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বিকসিত পুণ্ডরীক সমূহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেয়ূর সমলঙ্কৃত চন্দনচর্চ্চিত বাহু সকল শক্রধ্বজের ন্যায় বসুধাতলে শোভমান হইল। সমরাঙ্গন নরেন্দ্রগণের করিশুণ্ডোপম নিকৃত্ত ঊরুদণ্ড সমুদায়ে আকীর্ণ হইয়া গেল এবং শত শত কবন্ধে সঙ্কীর্ণ ও রাশি রাশি ছত্র চামরে সঙ্কুল হইয়া কুসুমসমূহ সুশোভিত কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ শোণিতলিপ্ত কলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ করত পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শর তোমর নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও বেগে প্রধাবিত এবং প্রলয়কালীন কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। সাদিগণের সহিত নিপতিত অশ্বগণের পর্ব্বতাকার স্তূপ সকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় শূরগণের হর্ষজনন ও ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন শোণিততরঙ্গিণী সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইল। রুধির উহার সলিল; রথ সমুদায় আবর্ত্ত; ধ্বজ, পতাকা সকল বৃক্ষ ও অস্থিনিচয় কর্কর; বাহু সমূহ নক্র, শরাসন সকল স্রোত, হস্তী সমুদায় শৈল; অশ্ব সকল উপল; মেদ ও মজ্জা কর্দ্দম; ছত্র সমুদায় হংস; গদা সমূহ ভেলা ও চক্র সমুদায় চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহা কবচ, উষ্ণীষ, ত্রিবেণু ও দণ্ড দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পরিঘাকার ভুজদণ্ড সম্পন্ন বীরগণ বাহনরূপ নৌকা দ্বারা সেই যমলোকাভিমুখে প্রবহমাণ ভয়ঙ্কর শোণিতনদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ বলক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে কোন কোন বীর ভয়ে বান্ধবগণকে আহ্বান করাতে বান্ধবেরা তাঁহাদিগকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া চীৎকার করত নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও ভীমসেন স্বীয় বল বীর্য্যে বিপক্ষগণকে বিমোহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যোষিদ্গণ যেমন মদভরে জ্ঞানশূন্য হয়, তদ্রূপ সেই কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ অর্জ্জুন ও ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া হতজ্ঞান হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাবীর বৃকোদর ও অর্জ্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণকে বিমোহিত

করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয়শ্রিয়াহারে লইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! বীরগণ শল্যের সম্মুখে সমাগত ও বিভক্ত হইয়া যে রূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব জিগীষাপরবশ হইয়া সত্বর আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণের শরপ্রহারে ছিন্ন ভিন্ন ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যোদ্ধারা সকলে হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরাও মুক্ত কণ্ঠে রণস্থলে অবস্থান কর বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। জয়াভিলাষী দুর্য্যোধন বারংবার কৌরব সৈন্যগণকে স্থির করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাদের সমক্ষে সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা প্রিয়তম পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, পিতামহ, ভাগিনেয়, ও অন্যান্য বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বাহন দ্রুতবেগে সঞ্চালন করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দশম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী মদ্রাধিপতি শল্য কৌরব সৈন্যগণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে শ্বেতচ্ছত্রধারী পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন, আমার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক সত্বর আমাকে ঐ স্থানে লইয়া চল। আমি অচিরাৎ তোমাকে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। সমরাঙ্গনে পাণ্ডবগণ কখনই আমার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। তখন মদ্ররাজের সারথি তাঁহার আদেশানুসারে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর শল্য বেলা যেমন উদ্ধৃত সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ একাকীই সেই সহসা সমাগত পাণ্ডব সৈন্যগণের বেগ নিবারণ করিলেন। তখন অচল সমাগমে সিন্ধুবেগ যেমন প্রতিহত হয়, তদ্রূপ শল্য সমাগমে পাণ্ডব সৈন্যগণের গতি রোধ হইল। কৌরবগণ মদ্ররাজকে সমরসাগরে অবতীর্ণ অবলোকন করিয়া যথাক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উভয় পক্ষে শোণিতবর্ষী ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন সেই বিচিত্র কার্ম্মুকধারী বীরদ্বয় দক্ষিণ ও উত্তর দিক্‌স্থিত বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। দুই মহাবীরই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও রথচর্য্যাবিশারদ। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী ও বধসাধনে যত্নবান্ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন সুনিশিত ভল্লে নকুলের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে অশ্বগণকে নিহত এবং তিন তিন শরে ধ্বজ ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া তাঁহার ললাটে স্বর্ণপুঙ্খ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর নকুল শত্রুনিক্ষিপ্ত শরত্রয়ে ললাটদেশে বিদ্ধ হইয়া ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক কেশরী যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর চিত্রসেনও নকুলকে পাদচারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাবীর নকুল চর্ম্ম দ্বারা সেই শরনিকর নিবারণ করত সমস্ত সৈন্যসমক্ষে চিত্রসেনের রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার মুকুটকুণ্ডলশোভিত, বিস্তীর্ণ নয়নযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দিবাকরপ্রভ মহাবীর চিত্রসেন নকুলের খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ চিত্রসেনকে গতাসু নিরীক্ষণ করিয়া নকুলকে সাধুবাদ প্রদান ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কর্ণের পুত্র মহারথ সুষেণ ও সত্যসেন স্বীয় ভ্রাতাকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিবিধ শর পরিত্যাগ করত নিবিড় অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় যেমন কুঞ্জরের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হয়, তদ্রূপ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘদ্বয় যেমন সলিলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ মাদ্রীতনয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া হৃষ্টচিত্তে রথারোহণ পূর্ব্বক পুনরায় শরাসন ধারণ করিয়া ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণপুত্রদ্বয় সন্নতপর্ব্ব সায়কনিকরে নকুলের রথ খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল ঈষৎ হাস্য করিয়া চারি নিশিত বাণে সত্যসেনের চারি অশ্ব নিপাতিত ও স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত নারাচে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন অন্য এক রথে আরোহণ ও অপর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুষেণ সমভিব্যাহারে নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে দুই দুই শরে সেই বীরদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে নকুলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল মাদ্রীতনয় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ শরে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং সত্বর সন্ধান পূর্ব্বক সত্যসেনের কার্ম্মুক ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সত্যসেন ভারসহ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া শরনিকরে নকুলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই সত্যসেন-নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় নিবারণ করিয়া দুই দুই বাণে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণতনয়দ্বয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামী শরজালে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শাণিত শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত প্রবল প্রতাপশালী সত্যসেন দুই শরে নকুলের রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল স্বর্ণদণ্ড সমলঙ্কৃত অকুণ্ঠিতাগ্র তৈলধৌত সুনির্ম্মল লেলিহান মহাবিষ নাগকন্যা সদৃশ অতিভীষণ এক রথশক্তি গ্রহণ ও পরামর্শণ পূর্ব্বক সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ শক্তি মাদ্রীতনয়ের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সত্যসেনের হৃদয়দেশ শতধা বিভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবীর কর্ণনন্দন সেই আঘাতেই গতসত্ত্ব ও অচেতন হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহাবল সুষেণ স্বীয় ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে নকুলের প্রতি অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, পাঁচ শরে ধ্বজ ও তিন শরে সারথিকে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীতনয় সুতসোম স্বীয় পিতা নকুলকে রথহীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল সুতসোমের রথে আরোহণ পূর্ব্বক গিরিশিখরস্থ কেশরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই দুই মহারথ পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের বধ সাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন শরে নকুলকে এবং বিংশতি শরে সুতসোমের বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে সুষেণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সত্বর এক সুতীক্ষ্ণাগ্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণ সমক্ষে কর্ণপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণাত্মজ সুষেণ নকুলশরে নিহত হইয়া নদীবেগময় তীরস্থ জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

তখন কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ণাত্মজ সুষেণের বধ ও নকুলের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে দশ দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি শল্য তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ মদ্রাধিপতি শল্যের প্রভাবে সুরক্ষিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ ও শরাসনধ্বনি করত প্রফুল্ল মনে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনেকে সেনাপতি শল্যকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে

মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন ও মাদ্রীকুমারদ্বয় লজ্জাশীল রাজা যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বারংবার সিংহনাদ ও বাণশব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীরুজনভয়াবহ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কপিকেতন ধনঞ্জয় সংসপ্তকগণকে সংহার করিয়া কৌরবসৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করত বিপক্ষ-সৈন্যগণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবসৈন্যগণ পাণ্ডবদিগের শরে সমাহত হইয়া বিমোহিত হইল। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। তখন মহারথ পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুসংখ্যা বীরগণকে নিহত করিলেন। এদিকে আপনার আত্মজগণও বহুসংখ্যক পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহন্যমান ও শোণিতাক্ত হইয়া বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। ... কৌরব ... বীরগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই পাণ্ডবকৌরবের নানাস্ত্র নরাকীর্ণ চতুরঙ্গ বলসমাকুল যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন ভীরুজনের ভয়জনক বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন লোমহর্ষণ সংগ্রামস্থলে উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের বধসাধনে সমুদ্যত হইয়া নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; কুঞ্জর সকল চীৎকার করিতে লাগিল এবং কোলাহল প্রবৃত্ত পদাতি সৈন্যমধ্যে অশ্বগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণের প্রভাবে সেই অসংখ্য কৌরব সেনা জলজসমাকুল কুরঙ্গীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর শল্য তাহাদিগকে পঙ্কনিমগ্ন গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণও নিশিত শরনিকরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য বিপক্ষগণের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই শাণিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। বসুন্ধরা শব্দায়মান হইয়া ভূধরগণের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। দণ্ড ও শূল সমুদায়ের সহিত উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও পক্ষিগণ কৌরবসেনার বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল এবং শুক্র, মঙ্গল ও বুধগ্রহ পাণ্ডবগণের পশ্চাদ্ভাগে ও অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইলেন। অস্ত্রসমূহের অগ্রভাগ হইতে দৃষ্টিপ্রতিঘাতিনী প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল এবং কাক ও উলূক সকল বীরগণের মস্তকে ও রথধ্বজে উপবেশন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মদ্ররাজ শল্য সলিলবর্ষী সহস্রলোচনের ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি শিখণ্ডী, ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সহস্র সহস্র সোমক ও প্রভদ্রক মদ্ররাজের শরজালে সমাহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল। মহাবীর শল্যের শরনিকর ভ্রমরাবলি, শলভশ্রেণী ও জলদনির্গত বজ্রের ন্যায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি মদ্ররাজের শরাঘাতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কালপ্রেরিত অন্তক সদৃশ মদ্ররাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরুষকার প্রকাশ করিবার মানসে মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত শরজালে শত্রুগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সমুদায় শল্য কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহাবীর মদ্রাধিপতি ক্ষিপ্রহস্তে শরজাল বর্ষণ করত ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজকে পদাতি ও অশ্বসৈন্যের সহিত ধাবমান দেখিবা মাত্র, হস্তীকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি এক আশীবিষোপম নিতান্ত ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত সায়ক ধর্ম্মরাজের দেহ ভেদ করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর বৃকোদর সাত, সহদেব পাঁচ ও নকুল দশ শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীতনয়গণ জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপ মদ্ররাজকে পাণ্ডবগণের শরজালে সমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত উলূক, শকুনি, অশ্বত্থামা ও আপনার পুত্রগণ মদ্ররাজের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তিন শরে রোষোদ্দীপ্ত ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাদের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেনের ঋক্ষবর্ণ অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহারাজ মদ্ররাজ সহদেবের অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। মহাবীর সহদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া অসি দ্বারা শল্যপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য অসম্ভ্রান্ত চিত্তে নির্ভীক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা অম্লান মুখে দ্রৌপদীতনয়গণকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেনের রথে নূতন অশ্ব সমুদায় সংযোজিত হইয়াছিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা অবিলম্বে উহাদিগকেও নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় গদা গ্রহণ করিয়া কৃতবর্ম্মার রথ ও অশ্ব সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা সত্বর সেই ভগ্ন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়ন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শল্যও কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় নিশিত শরনিকরে সোমক ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করত শল্যের বিনাশ বাসনায় স্বীয় সুবিখ্যাত লৌহময় গদা সমুদ্যত করিলেন। ঐ গদা অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের প্রাণ সংহারকারী, স্বর্ণপট্টে সমলঙ্কৃত, গিরিশৃঙ্গ বিদারণক্ষম শতঘণ্টাযুক্ত, বসা, মেদ ও রুধিরে চর্চ্চিত, রিপুসৈন্যের ভয়বর্দ্ধন, স্বসৈন্যের হর্ষজনক, কামিনীর ন্যায় অগুরু ও চন্দনচর্চ্চিত এবং যমদণ্ডের ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায়, প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায়, উগ্র ভুজঙ্গীর ন্যায়, ইন্দ্র-নির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায়, যমের জিহ্বার ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ঐ গদা গ্রহণ করিয়া কৈলাসভবনে মহেশ্বরের সখা ক্রুদ্ধ অলকাধিপ কুবেরকে আহ্বান এবং দ্রৌপদীর প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ সৌগন্ধিক পুষ্পাভিলাষে গন্ধমাদনে গর্ব্বিত গুহ্যকগণকে সংহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই বিবিধ মণির খচিত ভীষণ গদা উদ্যত করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখীন হইয়া অবিলম্বে তাঁহার বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মদ্রাধিপতি তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের বিশাল বক্ষঃস্থলে তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত তোমর ভীমসেনের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। মহাবীর বৃকোদর তোমরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া অশঙ্কিত চিত্তে স্বীয় দেহ হইতে সেই তোমর উত্তোলন পূর্ব্বক শল্যসারথির হৃদয় ভেদ করিলেন। সারথি তোমরাঘাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া রুধির বমন করত নিপতিত হইল। তখন মদ্ররাজ ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়া-

পন্ন হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক গদা হস্তে বৃকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শল্য সারথির বিনাশ দর্শনে সত্বর লৌহময় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন, তাঁহাকে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায়, সশৃঙ্গ কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায়, বজ্রপাণি বাসবের ন্যায়, শূলহস্ত মহাদেবের ন্যায় এবং বনমধ্যস্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শল্যকে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় ভীষণ গদা সমুদ্যত করত মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বীরজনের হর্ষবর্দ্ধন অসংখ্য শঙ্খনিস্বন, তূর্য্যধ্বনি ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রম দর্শন করত তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য ও যদুনন্দন বলরাম ভিন্ন আর কেহই বৃকোদরের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। আর মহাবীর বৃকোদর ব্যতীত ও অন্য কোন যোদ্ধাই মদ্রাধিপতির গদাবেগ নিবারণ করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই বীরদ্বয় গদাপাণি হইয়া বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করত মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপে মণ্ডলাকার গতি প্রদর্শন ও গদা সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্রাধিপতির অগ্নিজ্বালা সদৃশ বিচিত্র স্বর্ণপট্ট পরিবেষ্টিত গদা দর্শনে সকলেরই মনে ভয়সঞ্চার হইল। মহাবীর ভীমসেনের গদাও অঙ্গদবিরাজিত চপলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মদ্ররাজ ভীমসেনের গদার উপরে গদাঘাত করিলে ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইল। ভীমের গদাঘাতেও শল্যের গদা হইতে অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন কুঞ্জরদ্বয় যেমন দন্তে দন্তে ও বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় ভীষণ গদাদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করত ক্ষণকাল মধ্যে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর শল্য ভীমসেনের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে গদা প্রহার করিলে বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মদ্রাধিপতিও ভীমসেনের গদা প্রহারে বারংবার নিপীড়িত হইয়াও বজ্রনিভিন্ন মহাগিরির ন্যায় কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করিলেন না। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বজ্রনিস্বনের ন্যায় অতি ভীষণ গদানিপাতশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবল পরাক্রান্ত অমানুষকর্ম্মা বীরদ্বয় ক্ষণকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় গদা উদ্যত করত মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে পরস্পরের বধসাধনার্থ অষ্টপদমাত্র অগ্রসর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত স্ব স্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভূমিকম্পকালে অচলদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তদ্রূপ সেই ঘোরতর গদা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর গদা প্রহারে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া এক কালে ইন্দ্রধ্বজ দ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য মদ্রাধিপতিকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন মত্তের ন্যায় নিমেষ মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্রাধিপতিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিবিধ শস্ত্র উদ্যত ও নানাপ্রকার বাদ্য বাদিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ ভুজদণ্ড ও অস্ত্র শস্ত্র সমুচ্ছিত করিয়া তুমুল কোলাহল সহকারে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবেরাও বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাস দ্বারা চেকিতানের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চেকিতান দুর্য্যোধন-নিক্ষিপ্ত প্রাসের আঘাতে একান্ত তাড়িত ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ চেকিতানকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে কৌরব সৈন্যগণমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দন শকুনি, ইহাঁরা মদ্ররাজ শল্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভুজবীর্য্যসম্পন্ন দ্রোণনিহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিন সহস্র রথী রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে অশ্বত্থামাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিজয়লাভাভিলাষে প্রাণপণে ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষে পরস্পর বধাভিলাষী বীরগণের প্রীতিবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় বায়ুসহযোগে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া সমরাঙ্গন সমাচ্ছাদিত করিল। তৎকালে আমরা বীরগণের নাম শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, যোদ্ধারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ধূলিজাল রুধিরপ্রবাহে প্রশমিত হওয়াতে দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল।

এইরূপে সেই ভীরুজনভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের কোন বীরই সমরপরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর ঋণ পরিশোধ, জয়লাভ ও স্বর্গলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ স্পর্দ্ধা সহকারে বিবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে উভয় পক্ষীয় বলমধ্যেই বনাশ কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, কেবল এই সকল বাক্য শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার মর্ম্মস্থলে চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশস্বী মদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় ক্রোধভরে তাঁহার উপর কঙ্কপত্রভূষিত অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য সমক্ষে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক আনতপর্ব্ব শর প্রহার করিলেন। মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কঙ্কপত্র ভূষিত শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে নয় এবং চক্ররক্ষক চন্দ্রসেনকে সপ্ততি ও দ্রুমসেনকে চতুঃষষ্টি শরে বিনাশ করিলেন। এইরূপে চক্ররক্ষকদ্বয় নিহত হইলে মদ্রাধিপতি শল্য ক্রোধভরে চেদিদেশীয় পঞ্চবিংশতি বীরকে বিনাশ পূর্ব্বক সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি, ভীমসেনকে সাত এবং যমজ নকুল ও সহদেবকে এক শত শরে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির আশীবিষ সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ভল্লে মদ্রাধিপতির গিরিশৃঙ্গ সদৃশ ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মদ্রাধিপতি শল্য ধ্বজযষ্টি নিপতিত ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রাধিপতির জলজাল সদৃশ শরজালে ধর্ম্মরাজের বক্ষঃস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে মহাবীর শল্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে এককালে যুধিষ্ঠিরের দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্য-নির্ম্মুক্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পুরন্দর-বিদলিত জম্ভাসুরের ন্যায় হতপরাক্রম হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের শরজালে নিপীড়িত হইলে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব শল্যকে রথ সমুদায়ে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ একাকী অসংখ্য মহারথের শরনিকরে নিপীড়িত হইলে চতুর্দ্দিকে মহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইল। সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া বিস্ময়সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন মহা-

বীর ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে প্রথমতঃ এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করিবার অভিলাষে শল্যকে সাত বাণে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। নকুল মদ্ররাজকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেব তাঁহাকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিলেন।

সমরনিপুণ মহাবীর মদ্ররাজ এইরূপে সেই মহারথগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভারসহ ভীষণ শরাসন আকর্ষণ করত পঞ্চবিংশতি শরে সাত্যকিকে, ত্রিসপ্ততি শরে ভীমসেনকে ও সাত বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব সত্বর অন্য শরাসনে জ্যাযুক্ত করিয়া মহাতেজা মদ্ররাজের উপর প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পাঁচ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক আনতপর্ব্ব এক বাণে তাঁহার সারথিকে ও তিন বাণে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সপ্ততি, সাত্যকি নয় ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শরে শল্যের শরীর ভেদ করিলেন।

এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ সেই মহারথগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোণিতধারা ক্ষরণ করিতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ বাণে সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহারথ শল্য অন্য এক ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মরাজের জ্যাসংযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে শল্যকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরের শরজালে সমাকীর্ণ হইয়া অবিলম্বে সুশাণিত দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি একান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মদ্রাধিপতিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শল্য ক্ষুরপ্র দ্বারা সত্বর সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেন প্রমুখ বীরগণকে তিন তিন বাণে নিপীড়িত করিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড ভীষণ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন এক প্রজ্বলিত শতঘ্নী প্রয়োগ করিয়া মদ্ররাজকে সংহার করিতে সচেষ্ট হইলেন। মহাবীর মদ্ররাজ তদ্দর্শনে অবিলম্বে ভল্ল সমুদায় দ্বারা সাত্যকির তোমর ও ভীমনিক্ষিপ্ত কনকভূষণ নারাচ ছেদন এবং শরনিকরে নকুল পরিত্যক্ত হেমদণ্ডভূষিত ভীষণ শক্তি ও সহদেব প্রেরিত গদা নিবারণ পূর্ব্বক দুই বাণে যুধিষ্ঠিরের শতঘ্নী ছেদন করিয়া পাণ্ডবগণের সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শত্রুনিসূদন সাত্যকি অরাতি-জয়লাভ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুই বাণে শল্যকে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মদ্ররাজও অঙ্কুশতাড়িত মহাগজের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশ বাণে সেই সাত্যকি প্রমুখ পাঁচ মহাবীরকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুসূদন মহারথগণ শল্যশরে নিবারিত হইয়া কোন ক্রমেই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন শল্যের পরাক্রম অবলোকন করিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিহত বোধ করিলেন।

অনন্তর মহাপ্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন প্রাণপণে পুনরায় শল্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব ও সাত্যকি ইহারাও মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপান্বিত শল্য এইরূপে সেই চারি মহারথকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্য মনে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার চক্ররক্ষকের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য স্বীয় চক্ররক্ষককে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে শরনিকরে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈনিকদিগকে শল্যশরে পরিবৃত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি রূপে বাসুদেবের সেই মহাবাক্য সত্য হইবে, কি রূপে ক্রুদ্ধ মদ্ররাজের হস্ত হইতে আমার সৈন্যগণ পরিত্রাণ পাইবে।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অশ্ব, রথ ও নাগ সমূহে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে নিপীড়িত করত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তখন মহাবীর মদ্ররাজ পবন যেমন মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাদের শরজাল নিরাকৃত করিলেন। ঐ সময় আমরা আকাশপথে শলভশ্রেণীর ন্যায়, বিহঙ্গাবলির ন্যায় শল্যনিক্ষিপ্ত শরজাল অবলোকন করিতে লাগিলাম। শল্যচাপমুক্ত সুবর্ণভূষণ শরনিকরে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত ও সমরভূমি তিমিরাবৃত হইলে কি পাণ্ডব পক্ষীয়, কি কৌরব পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ মদ্ররাজের শরজালে পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিলোড়িত দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর শল্য শরনিকরে পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়া ধর্ম্মরাজকে সায়ক-সমাচ্ছন্ন করত বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু ধর্ম্মরাজের অগ্রবর্ত্তী ভীমসেনপ্রমুখ মহাবীরগণ সমরনিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামা ও তাঁহার অনুচর ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণকর্ত্তৃক শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রকে ও দুই দুই শরে অন্যান্য বীরগণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অবিরত নিক্ষিপ্ত শরজালে কণ্টকিত কলেবর হইয়াও ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাকে রথসমূহে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই বীরগণের স্বর্ণজালজড়িত শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উল্কাপাত পরিশোভিত ভূতলস্থিত বিমানের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহারথগণ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত কলেবর দেখিয়া একান্ত হৃষ্ট হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুনের রথকূবর, রথচক্র, ঈষা, যোক্ত্র, যুগ ও অনুকর্ষ সমুদায়ই শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাদৃশ সংগ্রাম আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় জলধর যেমন মহীধরের উপর জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেনাগণ পার্থনামাঙ্কিত শরসমূহে সমাহত হইয়া সমস্তই অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পার্থ হুতাশনের ন্যায় শরজালে আপনার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধনঞ্জয়ের রথমার্গে রাশি রাশি রথচক্র, যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, ঈষা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ এবং কুণ্ডল সমলঙ্কৃত উষ্ণীষধারী ছিন্ন মস্তক, হস্ত, স্কন্ধ, ছত্র, চামর ও মুকুট নিপতিত হইতে লাগিল। মাংসশোণিতজনিত কর্দ্দমে পার্থের গমনপথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতি ভীষণ বেশ ধারণ করিল। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দুই সহস্র রথী সংহার করিয়া ক্রোধে চরাচর বিশ্বদহন ধূমশূন্য দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা রণস্থলে অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া বিচিত্র পতাকা পরিশোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় পরস্পরের সংহারে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতিগমন করিলেন। তাঁহাদের শরাসন হইতে বর্ষাকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম বহুক্ষণ সমভাবে হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে ও দশ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্যমুখে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ গুরুপুত্রের উপর শর নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন এবং তৎপরে মৃদু ভাবে তাঁহাকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই হাস্যমুখে অর্জ্জুনের প্রতি এক পরিঘাকার মুষল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর পার্থ সেই হেমপট্ট সমলঙ্কৃত মুষল তাঁহার প্রতি আগমন করিতেছে দেখিয়া অবিলম্বে উহা সাত খণ্ডে ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। সমরবিশারদ দ্রোণতনয় তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি এক গিরিশিখর সদৃশ ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রোধপরতন্ত্র অন্তক সদৃশ পরিঘ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্বর উহা পাঁচ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত পরিঘ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন হইয়া মহীপালগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই যেন ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় তিন ভল্লে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাত্মজ মহাবীর পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে পাঞ্চালদেশীয় সুরথের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ সুরথ [illegible] অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং [illegible] শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর [illegible] বিষ সদৃশ [illegible] শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। [illegible] অশ্বত্থামা [illegible] ন্যায় [illegible] শরীর হইতে উত্থিত [illegible] বিশাল [illegible] তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাত্মজ নিক্ষিপ্ত নারাচ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া [illegible] মহাবেগে ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহারথ সুরথও সেই নারাচ সমাহত হইয়া [illegible] বিদলিত অচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সেই সুরথের রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংসপ্তকগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে আমরা মহাবীর অর্জ্জুনকে বহুসংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দৈত্য সৈন্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই একমাত্র অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের তদ্রূপ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য শর ও শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালীন জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। দৃঢ় বিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনের উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। কুরুরাজের সহোদরগণ তাঁহাকে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে নিপীড়িত দেখিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুপদপুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অনায়াসে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণ পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ তিন মহাবীরের যুদ্ধ অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহারা তিন জনেই জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ চারি দিকে শর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিয়া বীর্য্য ও অস্ত্রবলে কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন বীরই সেই শল্যশরবিদ্ধ পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণের পরিত্রাণে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মাদ্রীনন্দন মহাবীর নকুল বেগে ধাবমান হইয়া মাতুল মদ্ররাজকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত সুবর্ণপুঙ্খ দশ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য নকুলের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নতপর্ব্ব শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। [illegible] সময়ে তাঁহাদিগের রথনির্ঘোষে সমুদায় দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন অরাতিনিপাতন সেনাপতি শল্য অনায়াসে সেই বীরগণের অভিমুখীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিকে শত ও সহদেবকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা নকুলের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ মাদ্রীতনয় সত্বর অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে শল্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির দশ, ভীমসেন ষষ্টি ও সাত্যকি নব বাণে মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিলেন। মদ্ররাজ অরাতিগণের শরাঘাতে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমত নব ও পশ্চাৎ সপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং [illegible] তাঁহার চারি অশ্বের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক [illegible] শরে [illegible] বিদ্ধ করিয়া [illegible], সহদেব এবং ভীমসেন ও যুধিষ্ঠিরকে [illegible] বাণে বিদ্ধ করিলেন। [illegible] আমরা সংগ্রামস্থলে মদ্ররাজের অতি [illegible] [illegible] [illegible] পাণ্ডবগণ [illegible] মিলিত হইয়াও [illegible] সম্মুখে [illegible] পারিলেন না।

[illegible] মহাবীর সাত্যকি [illegible] নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া [illegible] রথে আরোহণ [illegible] মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ শল্যও সাত্যকিকে আগমন করিতে দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। পূর্ব্বকালে শম্বরাসুর ও অমররাজের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য ও সাত্যকির তদ্রূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত্যকি [illegible] সাত্যকি মদ্ররাজকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে [illegible] দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত [illegible] মহাত্মা যুযুধানের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বিচিত্রপুঙ্খ [illegible] শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ মদ্ররাজকে সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া মাতুলের নিধন বাসনায় সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং [illegible] সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করত মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শরজালে ধরণীতল সমাচ্ছন্ন ও দিঙ্মণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল। আকাশমণ্ডল সেই নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শরজালে নিরন্তর সমাবৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন জলদজাল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় শত্রুসূদন মহাবীর শল্য একাকী সেই অসংখ্য বীরের সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। তাঁহার ভুজনির্ম্মুক্ত ভীষণ শরজালে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল এবং রথ অসুররাজ দেবরাজের রথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ অসংখ্য কৌরবসৈন্য মদ্ররাজকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগে পাণ্ডবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে একবারে তাহাদিগকে আলোড়িত ও বিদ্রাবিত করিল। মহাবীর বৃকোদর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কৌরবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কোন ক্রমেই সমরস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও তাঁহাদের অনুগামীদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সহদেব সৈন্যপরিবৃত শকুনির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বহুসংখ্যক ভূপতির, পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী অশ্বত্থামার, গদাপাণি ভীমসেন দুর্য্যোধনের ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সৈন্য সমবেত মদ্ররাজের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মদ্ররাজের অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তিনি একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির সমীপে শল্যকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন শশধর সমীপে মিগ্রহ বিরাজিত হইতেছে। তখন মহাবীর শল্য আশীবিষ সদৃশ শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় শর বর্ষণ করত ভীমসেনের

প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই মদ্ররাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যেরা শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির রোষভরে হয় জয় লাভ করিব, না হয় বিনষ্ট হইব, এই স্থির করিয়া পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যে সকল বীরগণ কৌরবদিগের নিমিত্ত সমরস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন। তোমরাও উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমার অংশে একমাত্র মহারথ মদ্রাধিপতি অবশিষ্ট আছেন। আজি আমি উঁহাকে পরাজিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর মাদ্রীতনয়দ্বয় আমার চক্র রক্ষা করিতেছে। সুররাজ পুরন্দরও এই সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরদ্বয়কে সমরে পরাস্ত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব ইহারা আমার [illegible] ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন [illegible] কে বা বধ করুন! আমি সত্য বলিতেছি, আজি [illegible] পরাজিত হইব, আজি ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব সন্দেহ নাই। তাঁহার ও আমার অস্ত্র শস্ত্র [illegible] সমান আছে। [illegible] আমি মদ্ররাজ [illegible] ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির [illegible]

[illegible] যুধিষ্ঠির [illegible] শল্যের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। [illegible] সিংহনাদ [illegible] ধাবমান হইল। [illegible] কৌরবগণ [illegible] নাদ [illegible] রাজা দুর্য্যোধন [illegible] মদ্ররাজ [illegible] যেমন [illegible] প্রতিগ্রহ করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডবগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি [illegible] বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধনও [illegible] শরাসন গ্রহণ ও বিবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক [illegible] নিরন্তর শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেহই তাহার কোন লক্ষ্য প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর [illegible] রাজা যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ বিবিধ শরজাল [illegible] আমিষলোলুপ [illegible] পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত [illegible]। মহাবীর [illegible] সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ইহারা শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। ভীমসেনের সেই কিঙ্কিণীজাল সমলঙ্কৃত [illegible] ছিন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে [illegible] নিপতিত হইল। তৎপরে কুরুরাজ পুনরায় খরধার ক্ষুর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বৃকোদরের করিশুণ্ডোপম কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন শরাসন বিহীন হইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমের সেই রথশক্তির আঘাতে তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইয়া রথোপরি বিষণ্ণ হইলেন। মহাবীর বৃকোদর কুরুরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া সত্বর ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দুর্য্যোধনের অশ্বগণ সারথিহীন হইয়া রথ লইয়া স্বচ্ছন্দক্রমে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অনুচরগণ সৈন্যগণকে নিতান্ত বিশৃঙ্খল দেখিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল।

মহাবীর ধনঞ্জয় সেই অবসরে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মনোবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি মৃদু স্বভাবাপন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যে তৎকালে অতিশয় দারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। তিনি রোষভরে বিস্ফারিতলোচন ও কম্পিত কলেবর হইয়া সুনিশিত ভল্ল দ্বারা অসংখ্য যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ফলত, তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার শরনিকরে বিদীর্ণ হইয়া কুলিশনির্দ্দলিত অচলের ন্যায় নিপতিত হইল। তিনি একাকী হইয়াও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সমবেত রথ ও রথীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং রুদ্রদেব যেমন পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক [illegible] শূন্যপ্রায় করিয়া মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করত বারংবার থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য [illegible] বেগে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি করিয়া পরস্পরকে আহ্বান ও ভর্ৎসনা করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর শল্য শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মদ্ররাজের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে তাঁহাদিগের উভয়েরই কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহারা বসন্তকালে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তৎকালে আমি [illegible] ধর্ম্মরাজ শল্যকে সংহার করিয়া রাজশ্রী উপভোগ করিবেন, কি মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন, কোনরূপে ইহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না।

অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিয়া খরধার ক্ষুর দ্বারা তাহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। [illegible] ক্ষুর দ্বারা [illegible] ছেদন করিয়া [illegible] শরনিকরে তাহার [illegible] পূর্ব্বক [illegible] খণ্ড খণ্ড করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের [illegible] ছিন্ন ভিন্ন [illegible] পড়িল।

ঐ সময় মহারথ [illegible] মদ্ররাজকে [illegible] আক্রমণ করিয়া [illegible] রক্ষা করিবার নিমিত্ত [illegible] এবং সত্বর তাঁহাকে [illegible] করিতে লাগিলেন। [illegible] মদ্ররাজকে [illegible] হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ শল্য অতি সুদৃঢ় বেগবান অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকিকে দশ, ভীমসেনকে তিন ও সহদেবকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধরগণ হস্তিযূথ যেমন উল্কা দ্বারা আহত হয়, তদ্রূপ মদ্ররাজের শরনিকরে সমাহত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী ও হস্ত্যারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথী তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শল্য অনেকের আয়ুধযুক্ত বাহু এবং অনেকের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরভূমি নিপতিত যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞ বেদির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ সেই অরাতি-

সৈন্যনিপাতক্ষম কৃতান্ততুল্য মদ্ররাজের পরাক্রম দেখিয়া রোষভরে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অসাধারণ বল সম্পন্ন মদ্রাধিপতিকে যুধিষ্ঠিরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান ও পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহাবেগ সম্পন্ন শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মদ্রাধিপতির বক্ষঃস্থলে অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যকে শরনিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য অতি সত্বর সাত বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলে তিনিও তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে আকর্ণাকৃষ্ট তৈলধৌত শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ধনুষ্টঙ্কার ও তলনিনাদ অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহারা নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত আমিষগৃধ্নু ব্যাঘ্র শাবকদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করত বিষাণযুক্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মদ্রাধিপতি সহসা মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থলে এক সূর্য্য ও অনল সদৃশ প্রভাসম্পন্ন শর নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার উপর শরাঘাত করত তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। দেবরাজপ্রতিম মহাত্মা মদ্ররাজও মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া রোষারুণ নেত্রে অতি সত্বর একশত শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে নয় বাণে মদ্ররাজের স্বর্ণময় কবচ ছেদন ও বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ছয় শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শল্য যুধিষ্ঠিরের শরে সমাহত হইয়া হৃষ্ট মনে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করত দুই ক্ষুরাস্ত্রে যুধিষ্ঠিরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মতনয় অন্য এক নূতন শরাসন গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচিকে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর শল্য নয় শরে ভীম ও রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণময় বর্ম্ম ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের ভুজযুগল বিদ্ধ করিলেন। হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ক্ষুর দ্বারা পুনরায় ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপ ছয় শরে যুধিষ্ঠিরের সারথির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মদ্ররাজ চারি শরে ধর্ম্মরাজের চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহার সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শরে মদ্ররাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া দুই শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে অন্য এক শরে তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া সত্বর তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। এই রূপে মদ্ররাজ অশ্ব সারথি বিহীন হইলে ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় সহদেব উভয়ে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরচারী একমাত্র বীরকে শাণিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃকোদর মদ্ররাজকে শরজালে বিমোহিত দেখিয়া পুনরায় শর প্রয়োগ পূর্ব্বক মদ্ররাজের বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মদ্ররাজ সহস্র তারকা সম্পন্ন চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে নকুলের রথেষা ছেদন পূর্ব্বক দ্রুত বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র মদ্ররাজকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। তখন মহাত্মা বৃকোদর নয় শরে মদ্ররাজের সেই অপ্রতিম চর্ম্ম ও সুনিশিত ভল্লে তাঁহার খড়্গের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া সৈন্যগণমধ্যে প্রফুল্ল মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ মহাবীর ভীমের সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্যকরণে হাস্য বদনে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শশাঙ্কধবল শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সুরক্ষিত কৌরব সৈন্যগণ সেই ভীষণ শব্দে একান্ত ভীত ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া শোণিতসিক্ত কলেবরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

ইত্যবসরে মদ্রাধিপতি শল্য ভীমপ্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও মৃগ বিনাশার্থী সিংহের ন্যায় মহাবেগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষ প্রভাবে হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বাসুদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া তৎকালে তাঁহাকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন তিনি শল্যের অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করত সেই অশ্ব সারথি শূন্য রথে অবস্থান করিয়াই এক কনকসঙ্কাশ মণিখচিত স্বর্ণদণ্ড সম্পন্ন শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মদ্ররাজ সেই পবিত্রস্বভাব পাপহীন ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে যমদণ্ডপ্রতিম শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা পাশহস্তা কালরাত্রির ন্যায়, যমরাজের উগ্ররূপা ধাত্রীর ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; পাণ্ডবগণ গন্ধ, মাল্য, পান ও ভোজন দ্বারা প্রযত্ন সহকারে নিরন্তর ঐ শক্তির অর্চ্চনা করিতেন; উহা সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত ও অথর্ব্ববেদপ্রোক্ত কার্য্যের ন্যায় নিতান্ত উগ্র। পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ শঙ্করের নিমিত্ত ঐ শক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর বিনাশে সমর্থ। উহার দণ্ড, ঘণ্টা, পতাকা, মণি ও হীরক সমলঙ্কৃত এবং স্বর্ণ ও বৈদূর্য্য খচিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজের বিনাশ সাধনার্থ সেই অসুরবিনাশক, অব্যর্থ, ব্রহ্মদণ্ডসন্নিভ শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রযত্ন সহকারে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে রুদ্রদেব যেমন অন্ধকাসুরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ এক্ষণে মদ্ররাজের প্রতি সেই প্রাণান্তকর শক্তি প্রয়োগ করিয়া রে পাপ! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত সুদৃঢ় ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ হুতাশন যেমন বিধি পূর্ব্বক হুত ঘৃতধারা গ্রহণ করিতে উৎসুক হন, তদ্রূপ সেই যুধিষ্ঠির প্রেরিত দুর্নিবার শক্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমুখিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই শক্তি মদ্ররাজের অতি বিশাল শুভ্র বক্ষঃস্থল ও সমুদায় মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যশ বিস্তার করিয়া সলিলের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মদ্ররাজ নাসা, চক্ষু, কর্ণ ও আস্যদেশ হইতে বিনিঃসৃত রুধিরধারায় সংসিক্ত কলেবর হইয়া কার্ত্তিকেয় নিহত ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক কুলিশদলিত অচলশিখরের ন্যায়, সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন বসুন্ধরা প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় প্রণয় পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন ও আলিঙ্গন করিতেছে। তিনি যেন বসুন্ধরাকে প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় বহু কাল উপভোগ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুষুপ্তি লাভ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শল্য ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মনন্দনের হস্তে নিহত হইয়া হোমাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শক্তি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ, আয়ুধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও তিনি কিছুমাত্র শোভা বিহীন হন নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনুপ্রতিম শরাসন গ্রহণ করিয়া খগরাজ যেমন পন্নগগণকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুনিশিত ভল্লে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য কৌরব সেনা বিনষ্ট হইল। অনেকে তাঁহার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিমীলিত লোচনে পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়ন পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে অস্ত্র শস্ত্র বিহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর মদ্ররাজের অনুজ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের নিধনে ক্রোধান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ মহাবীর মদ্ররাজের ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। তিনি ভ্রাতৃঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অসংখ্য নারাচ দ্বারা ধর্ম্মনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অতি সত্বর ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক এক দেদীপ্যমান সুদৃঢ় ভল্লে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক রথ হইতে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন কোন স্বর্গবাসী পুণ্যক্ষয় স্বর্গ হইতে নিপতিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার সেই মস্তকশূন্য রুধিরাক্ত কলেবর ভূমিসাৎ হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে বিচিত্র কবচমণ্ডিত মহারথ শল্যানুজ নিহত হইলে কৌরবগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূলিধূসরিত কলেবরে হাহাকার করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই ভয়পলায়িত কৌরবগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভীক চিত্তে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সেই মার্ত্তণ্ড সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর সিংহবিক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মলপ্রভ শরনিকরে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরাসনচ্যুত শরনিকর নভোমণ্ডলস্থিত পক্ষিগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবীর কৃতবর্ম্মা দশ বাণে সাত্যকিকে এবং তিন শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক নতপর্ব্ব শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অবিলম্বে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দশ বাণে কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষা ছেদন এবং অশ্বগণ, পার্ষ্ণি ও সারথিদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন দেখিয়া সত্বর স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মদ্ররাজের নিধনে পূর্ব্বেই নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গন রজোরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আপনার সৈন্যগণের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সমুত্থিত রজোরাশি শোণিতনিস্রবে সিক্ত ও প্রশমিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ এবং পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথারোহণে বেগে সমাগত সন্দর্শন করিয়া একাকীই নিশিত শরনিকরে অরাতিগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মর্ত্ত্যেরা যেমন আসন্ন মৃত্যুকে নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অরাতিগণ কোন ক্রমেই দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মাও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির চারি বাণে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া ছয় ভল্লে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাকে যুধিষ্ঠিরের শরে অশ্ব ও রথবিহীন দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অপসৃত হইলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে ছয় ও তাঁহার অশ্বগণকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায় অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইল। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শল্যকে নিহত করাতে পাণ্ডবগণ পরমাহ্লাদে একত্র সমবেত হইয়া বৃত্রাসুর নিধনান্তে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ও বিবিধ বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী সংগ্রামার্থ ধাবমান হইল। ছত্র ও চামর পরিশোভিত রাজা দুর্য্যোধন অচল সন্নিভ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মদ্রকদিগকে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার মানসে পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় মদ্ররাজ শল্য নিহত ও যুধিষ্ঠির নিপীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া গাণ্ডীবনিস্বন ও রথনির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সংগ্রামে সমাগত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক মকর যেমন সাগরকে ও মহাবাত যেমন বৃক্ষসকলকে কম্পিত করে, তদ্রূপ কৌরবসৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারথ মদ্রকগণ পাণ্ডবসেনাগণকে পুনরায় আলোড়িত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কোথায়? এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণ সেই মদ্ররাজের অনুচরদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রদেশীয় বীরগণ কেহ কেহ ছিন্ন, মহাধ্বজ ও কেহ কেহ চক্রের আঘাতে বিমথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মদ্রকগণ পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করত বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই তাঁহার শাসন রক্ষা করিল না।

অনন্তর গান্ধাররাজপুত্র শকুনি কুরুরাজকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি সংগ্রামে বর্ত্তমান থাকিতে এই মদ্রকসৈন্যগণ নিহত হইতেছে; ইহা কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তুমি পূর্ব্বে নিয়ম করিয়াছিলে যে, সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিব, তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত অরাতিগণকে সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাতুল! আমি উহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে বারংবার নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু ইহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহারা আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াই নিহত হইতেছে, ইহাতে আমার অপরাধ কি? তখন শকুনি কহিলেন, কুরুরাজ! বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে প্রভুর শাসন রক্ষা করিতে পারে না। অতএব তুমি কোপ সম্বরণ কর; এক্ষণে উপেক্ষা করিবার সময় নহে। চল, আমরা সকলেই রথ, কুঞ্জর ও অশ্বগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া পরস্পরের রক্ষায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মদ্রকগণের পরিত্রাণার্থ গমন করি।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত গমন করিতে লাগিলেন অন্যান্য বীরগণও মদ্রকদিগের রক্ষার্থ ধবমান হইলেন। তখন কৌরব সৈন্য মধ্যে নিহত কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, ইত্যাকার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় পাণ্ডবগণ মদ্ররাজের অনুচরগণকে দর্শন পূর্ব্বক মধ্যম ব্যূহে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মদ্রকগণ মুহূর্ত্ত কাল বাহুযুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সমক্ষেই মদ্রকদিগকে নিপাতিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে কবন্ধ সমূহ সমুত্থিত ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে উল্কাজাল নিপতিত হইল। ভগ্ন রথ, যুগ, অক্ষ, নিহত মহারথ ও নিপতিত অশ্বগণে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইল। বায়ুতুল্য বেগশালী তুরঙ্গমগণ সারথি বিহীন হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে যোধগণকে ইতস্ততঃ সমানীত করিতে লাগিল এবং কোন কোনটা ভগ্নচক্র রথ বহন ও কোন কোনটা রথার্দ্ধ লইয়া দশ দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ঋষিগণ ক্ষীণপুণ্য স্বর্গচ্যুত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মদ্ররাজের অনুচরগণ নিহত হইলে জয়গৃধ্নু মহারথ পাণ্ডবগণ শঙ্খনিস্বন ও শরশব্দ করত মহাবেগে সমাগত কৌরব সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া চাপনির্ঘোষ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মহাবীর মদ্ররাজের সৈন্য সমুদায়কে নিহত দেখিয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ ও অমর্ষশীল পাণ্ডবগণের শরে দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্ররাজ নিপাতিত হওয়াতে আপনার পক্ষীয় বীরবর্গ ও আপনার পুত্রগণ প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। অগাধ সাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন পারলাভের প্রত্যাশা করে, তদ্রূপ তাঁহারা মদ্ররাজের নিধনানন্তর আশ্রয় লাভের অভিলাষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমরা সকলেই সেই মধ্যাহ্নকালে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, নিতান্ত ভীত ও পরাজিত হইয়া সিংহ নিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, দলিতদন্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। তৎকালে কোন যোদ্ধাই সৈন্য সন্ধান ও বিক্রম প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র নিহত হইলে যোদ্ধাদিগের যেরূপ দুঃখ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য

কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের তদ্রূপ ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা জয়লাভে একবারে নিরাশ হইয়া ক্ষত বিক্ষত কলেবরে ভীত চিত্তে কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ রথে ও কেহ কেহ পাদচারে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেকে শত্রুশরে সমাহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিলেন। পর্ব্বতাকার দ্বি সহস্র মাতঙ্গ অঙ্কুশ-প্রহার ও অঙ্গুষ্ঠের তাড়নে সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষের শরজালে সমাহত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবগণকে পরাজিত, হতোৎসাহ ও ছিন্ন ভিন্ন, দেখিয়া বিজয়াভিলাষে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ঘোরতর শরশব্দ, সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরব সৈন্যদিগকে ভয়বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আজি সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইলেন। আজি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন রাজশ্রীবিহীন হইল। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবেন। আজি তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা এবং আপনাকে মন্দবুদ্ধি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। আজি তাঁহাকে বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। আজি অবধি তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবেরা যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ দুঃখ পরম্পরা অনুভব করিবেন। আজি তিনি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং অর্জ্জুনের অতি ভীষণ গাণ্ডীবনিস্বন, অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্যক্ অবগত হইবেন। আজি কৌরবগণ দেবরাজনিহত বলাসুরের ন্যায় দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমের ভয়ঙ্কর বাহুবলের পরিচয় পাইবে। মহাবীর বৃকোদর দুঃশাসন বধকালে যেরূপ ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আর কেহই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। আজি কৌরবগণ দেবগণেরও নিতান্ত দুঃসহ মদ্ররাজকে নিহত শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম বিদিত হইবেন। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবল সুবলনন্দন ও অন্যান্য গান্ধারগণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া স্থির করিবেন। দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগের যোদ্ধা, ত্রিলোকনাথ বাসুদেব যাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয় এবং নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানই যাঁহাদিগের অভিপ্রেত, তাঁহাদিগের কি নিমিত্ত জয় লাভ হইবে না? মহাত্মা বাসুদেব যাঁহার নাথ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে আর কোন বীর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য অসংখ্য মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন।

হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ আপনার যোদ্ধাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া আনন্দভরে পরস্পর এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় রথসৈন্যের এবং মহারথ নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে ধাবমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সারথিকে কহিলেন, হে সূত! ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি পশ্চাদ্ভাগে যুদ্ধ করিলে মহাসাগর যেমন তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় কিছুতেই আমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। সৈন্যগণের চরণ সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়াছে এবং বীরগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন; অতএব তুমি সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি সমরে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমার সৈন্যগণ নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

কুরুরাজসারথি তাঁহার সেই বীরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর্ণ-মণ্ডিত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথবিহীন একবিংশতি সহস্র পদাতি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং নানা দেশীয় অক্লান্ত যোধগণ যশোলোলুপ হইয়া সংগ্রামে মনোনিবেশ করিলেন।

অনন্তর সেই হৃষ্টচিত্ত সৈন্যগণ অরাতিগণের সহিত সমবেত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে সেই বিবিধ জনপদবাসী কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরলোক গমনাভিলাষী পদাতিগণও সিংহনাদ ও আস্ফোট শব্দ করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। আপনার পুত্রগণ বৃকোদরকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সমরাঙ্গনে পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং বারংবার সমাহত হইয়াও মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ রোষভরে অন্যান্য যোধগণকে প্রহার করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধভরে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় এক স্বর্ণমণ্ডিত ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই একবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্যকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। পদাতিগণ নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে বায়ুবিপাতিত পুষ্পিত কর্ণিকারের ন্যায় সমরশয্যায় শয়ান রহিল।

হে মহারাজ! এইরূপে ঐ যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রধারী কুণ্ডলালঙ্কৃত, নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোক সকল নিহত হইল। ধ্বজ পতাকাসম্পন্ন পদাতি সৈন্য নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ কৌরবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সবেগে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় আমরা দুর্য্যোধনের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও সেই একমাত্র বীরকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কুরুরাজ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া অনতিদূর প্রস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা পৃথিবী বা পর্ব্বত মধ্যে যে কোন প্রদেশে গমন কর, কোন স্থানেই পাণ্ডবদিগের হস্তে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে না; তবে বৃথা পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি! দেখ, পাণ্ডবগণের অতি অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব যদি এ সময় আমরা সকলে সমরস্থলে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের জয়লাভ হইবে। হে বীরগণ! তোমরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা নিশ্চয় তোমাদের অনুগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে সংহার করিবে; অতএব তাহা অপেক্ষা রণস্থলে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বান্তকারী কৃতান্ত, বীরই হউক আর ভীরুই হউক, সকলকে বিনাশ করেন; অতএব ক্ষত্রিয়ের সমরপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এক্ষণে ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদিগের শ্রেয়স্কর। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা তাহার পর নাই সুখজনক। দেখ, মানবগণ গৃহে অবস্থান করিলেও কদাচ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ইহলোকে সুখভোগ এবং মৃত্যু হইলে পরলোকে স্বর্গ লাভ হয়। হে কৌরবগণ! যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ লাভের আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই! যুদ্ধে নিহত হইলে অবিলম্বেই অতি দুর্ল্লভ লোকলাভে সমর্থ হয়।

হে মহারাজ! ভূপালগণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক উহার প্রশংসা করিয়া পুনরায় সেই আগত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও ক্রোধভরে সমাগত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি মহাবেগে আপনার সৈন্যমধ্যে শকুনির প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সৈন্যগণ এইরূপে ছিন্নভিন্ন হইলে ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া এক ঐরাবত সদৃশ অঞ্জনাচলসন্নিভ পর্ব্বতাকার মহাগজে আরোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। ম্লেচ্ছরাজের সেই মাতঙ্গ ঐরাবতপ্রসূত, গজবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত ও দুর্য্যোধনের সতত সমাদরণীয়। মহারাজ শাল্ব সেই মহাগজে সমারূঢ় হইয়া নিদাঘকালে উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ইন্দ্রাশনি সদৃশ ভীষণ নিশিত শরনিকরে যোধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কি আত্মপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় কেহই সেই ঐরাবতস্থিত বাসব সদৃশ বীরবরের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সেই এক-মাত্র মাতঙ্গকে সহস্র সহস্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজের প্রভাবে বিদ্রাবিত ও তাহার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভীত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। আপনার পক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মহারাজ শাল্বকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন।

তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোদিত কৌরবগণের সেই শঙ্খনিনাদ অসহ্য জ্ঞান করিয়া জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় গজরাজ ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ অতি সত্বর বিজয়লাভার্থ শাল্বরাজের গজের প্রতি ধাবমান হই-লেন। মহারাজ শাল্ব ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা সমাগত দেখিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তাঁহার অভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্ট-দ্যুম্ন সেই মাতঙ্গকে আগমন করিতে দেখিয়া অনল সদৃশ উগ্রবেগ তিন নারাচ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তাহার কুম্ভদেশে পাঁচ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। শাল্বরাজের মহাগজ এইরূপে দ্রুপদপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ শাল্ব অঙ্কুশ দ্বারা নাগরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনরায় অতি সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে সঞ্চালন করিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় মহাগজকে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। গজরাজ তৎক্ষণাৎ দ্রুপদতনয়ের সেই সুবর্ণভূষিত রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক চীৎকার করত ধরাতলে নিপোথিত করিল। তখন ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সেই নাগবর কর্ত্তৃক ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শরনিকরে মাতঙ্গের বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। গজরাজ রথিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব চতুর্দ্দিকে দিবাকরের কর-জাল সদৃশ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ তাঁহার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যোধশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ শাল্বরাজের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে হাহাকার করত মাতঙ্গের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন কৌরব সৈন্যনিসূদন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অচলশৃঙ্গ সদৃশ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া জলদ সদৃশ পর্ব্বতাকার মদস্রাবী মাতঙ্গকে সমা-হত করিতে লাগিলেন। গজরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের গদাঘাতে গভীর গর্জ্জন ও রুধির বমন করিয়া ভূকম্পচালিত ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন শিনি-বংশাবতংস সাত্যকি নিশিত ভল্লে শাল্বরাজের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবীর শাল্ব ছিন্নমস্তক হইয়া বজ্রবিদলিত বিপুল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অচিরাৎ সেই নাগরাজের সহিত ভূতলে নিপাতিত হইলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শাল্ব নিহত হইলে আপনার পক্ষীয় সৈনিকগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে বলপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ কৃতবর্ম্মাকে সমরে সম্মুখীন দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা মহাবীর কৃতবর্ম্মার আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একাকীই সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ সেই গগনস্পর্শী সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন মহাবাহু সাত্যকি মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শিলাশিত সাত বাণে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিকে নিপাতিত করিলেন। মহামতি কৃতবর্ম্মা মহাবীর যুযুধানকে সমাগত দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর সেই শরাসনধারী সাত্বতবংশাবতংস রথিদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাদিগের সমর দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা বৎস-দন্ত ও নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহৃষ্ট কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় নিপী-ড়িত করিয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ করত পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বারংবার সমাচ্ছন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের চাপবেগ সমুদ্ভূত শরজাল বেগবান্ পতঙ্গগণের ন্যায় আকাশপথে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমরনিপুণ কৃতবর্ম্মা নিশিত চারি বাণে মহাবীর সাত্যকির চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকিও অঙ্কুশতাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আট বাণে কৃতবর্ম্মাকে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা শিলানিশিত তিন বাণে যুযুধানকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরাসনে শর সংযোজন পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া নিশিত দশ বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন এবং অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত রথ অশ্বসূত বিবর্জ্জিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে শূল গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে বিমোহিত করিয়াই যেন নিশিত শরনিকরে সেই শূল শতধা ছেদন পূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা এইরূপে শিক্ষিতাস্ত্র যুযুধানের শরে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রভাবে রথহীন হইলে কৌরব সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত ও রাজা দুর্য্যোধন যৎপরো-নাস্তি বিষণ্ণ হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সত্বর সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষেই কৃতবর্ম্মাকে স্বীয় রথোপরি আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় কৌরব সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মাকে রথহীন ও সাত্যকিকে সমরাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মুখ হইল; কিন্তু অরাতিগণ সৈন্যগণের পদাঘাত সমুত্থিত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা অবগত হইতে পারিল না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কেবল মহারাজ দুর্য্যোধন একাকী সমরভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি আপনার সমক্ষেই সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সরোষ নয়নে আগমন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকয়, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করত মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় পাবকের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ মহা-বীরের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা অন্য রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সংগ্রামে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক প্রবল প্রতাপান্বিত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। তাঁহার শরনিকরে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। জলধর যেমন ভূধরগণের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি অরাতিগণের উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে কি হস্তী, কি অশ্ব, কি রথ, কি মনুষ্য, কেহই অক্ষত রহিল না। আমরা সকলকেই দুর্য্যোধনের শরে সমাচ্ছিত দেখিলাম। সমুত্থিত রজোরাশি দ্বারা সৈন্য সমুদায় যেমন সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, দুর্য্যোধনের শরনিকরে তদ্রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন সমর পৃথিবী শরময় বলিয়া বো

হইতে লাগিল। তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দুর্য্যোধনকেই অদ্বিতীয় বেগিয়া বোধ করিলাম। ঐ সময় পাণ্ডবেরা একত্র সমবেত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, উহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

অনন্তর কুরুরাজ সেই সমরস্থলে যুধিষ্ঠিরকে এক শত, ভীমসেনকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সাত এবং সাত্যকিকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে সহদেবের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও কুরুরাজকে অতি ভীষণ নব শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সপ্ততি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, ভীমসেন অশীতি ও সাত্যকি এক শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে এইরূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার হস্তলাঘব ও বীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পলায়মান কৌরব পক্ষীয় যোধগণ কিয়দ্দূর মাত্র গমন করিয়া পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে তরঙ্গমালা সঙ্কুল সমুদ্রের নিস্বনের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ জয়াভিলাষে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর দ্রোণতনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শরনিকরে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোধগণ আর কিছুই অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অসহ্য পরাক্রমশালী মহাবীর অশ্বত্থামা ও বৃকোদর পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ হইয়া দশ দিক্ বিত্রাসিত করত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এ দিকে মহাবীর শকুনি যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত, তাঁহার চারি অশ্বকে নিহত ও সৈন্যগণকে কম্পিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপশালী সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শকুনির শরে নিপীড়িত দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন সত্বর অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক শকুনির সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে প্রথমে নয় ও তৎপরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ বীরদ্বয়ের যুদ্ধ অতি বিচিত্র, ঘোরতর ও সিদ্ধচারণ প্রভৃতি দর্শকগণের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল।

ঐ সময় শকুনির পুত্র মহাবীর উলূক যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শর বর্ষণ করত ধাবমান হইলেন। মহাবল মাদ্রীতনয়ও চতুর্দ্দিক্ হইতে শর বর্ষণ করত তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ মহারথদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুসূদন সাত্যকি, দেবরাজ যেমন বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও মহাস্ত্র ধারণ করিয়া ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রভিন্নমদ মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর কৃপাচার্য্য কোপাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণীর যেরূপ বিরোধ হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালীতনয়গণের সহিত কৃপাচার্য্যের অনিবার্য্য ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রিয় সকল মূর্খকে যেমন কষ্ট প্রদান করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীতনয়গণ তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দ্রৌপদীতনয়দিগের সহিত কৃপাচার্য্যের অতি বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অতি ভীষণ ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পার্ব্বতীয়গণ পদাতিগণকে, গজযূথ গজযূথকে, অশ্বসকল অশ্বসকলকে এবং রথিগণ রথীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসূদন বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ ও আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের শরাঘাতে, করিকুলের নিনাদে এবং রথ ও অশ্বারোহিগণের সঞ্চারণজনিত বায়ুবেগে ধরাতল হইতে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিলে তখন নভোমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দিবাকরের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল ও বীরগণ এক কালে অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর পরস্পর প্রহারপরায়ণ বীরগণের গাত্র হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হওয়াতে অতি অল্পকালমধ্যেই সেই প্রবৃদ্ধ রজোরাশি প্রশমিত হইয়া গেল। যোদ্ধাদিগের বর্ম্মের উপর মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের করজাল নিপতিত হওয়াতে উহা অধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন আমরা পুনরায় বীরগণের বাহুযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের শরাসনশব্দ সর্ব্বতোভাবে দহ্যমান বেণুবনের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে আপনার সৈন্যগণ সমরপরাঙ্মুখ ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন পরম প্রযত্ন সহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যোদ্ধারা সকলেই প্রত্যাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের বিজয়লাভাভিলাষে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষে সুরাসুরসংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। তৎকালে উভয় পক্ষে কোন সৈন্যই আর সমরপরাঙ্মুখ হইল না। সকলকে অনুমান ও পরস্পরের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় রণস্থলেও অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে রিপুপক্ষগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারি নারাচে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাকে অশ্ববিহীন দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আট শরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার অভিমুখে সাত শত রথী প্রেরণ করিলেন। রথিগণ মহাবেগে ধর্ম্মরাজের রথাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং জলদজাল যেমন দিবাকরকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ শরনিকরে ধর্ম্মরাজকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। শিখণ্ডী প্রমুখ মহারথগণ যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অবস্থা দর্শনে উহা নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিঙ্কিণীজালজড়িত অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর গমন করিলেন।

অনন্তর উভয় পক্ষে যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদিগের সহিত কৌরব পক্ষীয় সাত শত রথীকে বিনাশ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐরূপ যুদ্ধ আমরা কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে অব্যবস্থিত যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য বীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সমরাঙ্গনে অনবরত শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। যোদ্ধারা শরনিকরে পরস্পরের মর্ম্মচ্ছেদন পূর্ব্বক জয়লাভাভিলাষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বহুসংখ্য মহিলাগণের কেশসংস্কার নিবারক শোকজনক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভূতল ও নভোমণ্ডলে অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ পৃথিবী ঘোরতর শব্দ করত বিকম্পিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও উল্কাযুক্ত উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডল সমাহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্করাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং করিনিকর কম্পিত কলেবর হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বর্গলাভাভিলাষে সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গান্ধাররাজতনয় শকুনি যোদ্ধাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা সম্মুখে যুদ্ধ কর, আমি পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতেছি। মদ্রদেশীয় যোদ্ধা ও অন্যান্য বীরগণ সুবলনন্দনের বাক্য শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সমরে যোগদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রিপুজেতা পাণ্ডবগণ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মদ্ররাজের সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ

নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মুখ হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি তাহাদিগকে কহিলেন, সৈন্যগণ ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পলায়ন পূর্ব্বক অধর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

হে মহারাজ ! ঐ সময় গান্ধাররাজ শকুনির দশ সহস্র প্রাসধারী অশ্বারোহী ছিল ; তিনি পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করত সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ বায়ুসঞ্চালিত অভ্রজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সমক্ষে সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে মহাবল সহদেবকে কহিলেন, হে সহদেব ! ঐ দেখ, দুর্ম্মতি সুবলনন্দন আমাদিগের পশ্চাদ্ভাগে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে ; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার সম্মুখীন হইয়া উহাকে সংহার কর। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তিন সহস্র পদাতি এবং হস্তী ও অশ্বগণ তোমার সমভিব্যাহারে গমন করুক। আমি পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে শরানলে রথীদিগকে দগ্ধ করিতেছি। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে আরোহী সমবেত সাত শত হস্তী, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর আত্মজগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরদুর্ম্মদ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শকুনিকে অতিক্রম করিয়া জয়াভিলাষে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহিগণ ক্রোধভরে রথীদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক শকুনির সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সহদেবের সৈন্যগণের সহিত শকুনির সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী সকল শর বর্ষণে বিরত হইয়া তাহাদের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কে আত্মপক্ষ আর কেহই বা পরপক্ষ, তাহা বোধগম্য হইল না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ নক্ষত্রপাতের ন্যায় শূরগণ-বিসৃষ্ট শক্তিসম্পাত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নভোমণ্ডল নির্ম্মল ঋষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রাস সমুদায় শলভশ্রেণীর ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইল। অসংখ্য অশ্ব শরবিদ্ধ ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পরস্পর পরিপেষিত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর রণস্থল সৈন্যসমুত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অসংখ্য অশ্ব ও মনুষ্য তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি সৈন্য ভূতলে নিপতিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরস্পরের কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক মল্লের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইল। কোন কোন বীর অশ্বপৃষ্ঠে নিহত হইলে অশ্বেরা তাহাদিগকে লইয়া ধাবমান হইল এবং কেহ কেহ গতাসু হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় রুধিরোক্ষিত শস্ত্রখণ্ডিত ভুজদণ্ড, ছিন্ন কেশপাশ, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র, নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং শোণিতসিক্ত বর্ম্মধারী পরস্পর বধাভিলাষী উদ্যতায়ুধ সৈনিকগণে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইলে কেহই আর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দন মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বসৈন্যের সহিত প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! তখন শোণিতলিপ্ত কলেবর পাণ্ডব সেনাগণও অবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্ব লইয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। তখন জীবিতনিরপেক্ষ রক্তাক্তদেহ পাণ্ডবপক্ষীয় অশ্বারোহিগণ কহিল, হে বীরগণ ! এখানে মহাগজের কথা দূরে থাকুক, রথ লইয়া যুদ্ধ করাও সাধ্যায়ত্ত নহে ; অতএব রথিগণ রথিদিগের প্রতি এবং কুঞ্জর সকল কুঞ্জরগণের অভিমুখে গমন করুক। সুবলনন্দন শকুনি পলায়ন পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছে, আর যুদ্ধ করিতে আগমন করিবে না। অশ্বারোহিগণ এই কথা বলিলে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও করিসৈন্যগণ পাঞ্চাল-কুলোদ্ভব মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিল। সহদেবও একাকী রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৈন্য সকল অপসৃত হইলে শকুনি পুনরায় সংগ্রামে আগমন পূর্ব্বক এক পার্শ্ব হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণ পুনরায় প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মস্তক সকল খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন তালফল নিপতিত হইতেছে। ছিন্ন ভিন্ন কলেবর, ঊরু ও অস্ত্রযুক্ত বাহনিচয় নিপতিত হওয়াতে ঘোরতর, চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ শাণিত শস্ত্রসমূহে ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে নিপীড়িত করত আমিষলোলুপ বিহঙ্গমকুলের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রোধাবিষ্ট বীরগণ আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব, আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব বলিয়া ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে নিপাত করিলেন। গতাসু নিপতমান অশ্বারোহিগণের সঙ্ঘর্ষণে শত শত বীর ভূতলে নিপতিত হইল। নিতান্ত ক্লিষ্ট চঞ্চল অশ্বগণের হ্রেষারব এবং সন্নদ্ধগাত্র পরমর্ম্মবিদারণোদ্যত মনুষ্যগণের চীৎকার ও অস্ত্রশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিশিত শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তাহাদের বাহনগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল। বীরগণ রুধির গন্ধে মত্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া কি স্বকীয় কি পরকীয় যোধগণকে প্রাপ্তিমাত্রই বিনাশ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয় জিগীষাপরবশ হইয়া বিপক্ষের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ ! আপনার পুত্রের সমক্ষেই এইরূপ ঘোরতর সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন বৃক, গৃধ্র ও শৃগালগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সমরভূমি মনুষ্য ও অশ্বগণের দেহে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরপ্রবাহে সমাকুল হইয়া ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ অসি, পট্টিশ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বারংবার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সমরে নিবৃত্ত হইলেন না ; যতক্ষণ জীবিত রহিলেন, স্ব স্ব শক্ত্যনুসারে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনেক যোদ্ধা অরাতিগণের অস্ত্রে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। কবন্ধগণ সমুত্থিত হইয়া যোধগণের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শোণিতদিগ্ধ অসি সমুদ্যত করিতে লাগিল। অসংখ্য যোদ্ধা রুধিরগন্ধে মোহ প্রাপ্ত হইল।

হে মহারাজ ! ঐ সময় সমরশব্দ তিরোহিত প্রায় হইলে সুবলনন্দন শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও অতি সত্বর শকুনির অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় উদ্যতাস্ত্র হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে শকুনিকে পরিবেষ্টন করিয়া বিবিধ শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অস্ত্রহীন পদাতিগণ কেহ কেহ পদ দ্বারা ও কেহ কেহ মুষ্টি দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিল। পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধগণ যেমন বিমান হইতে ভূতলে নিপতিত হন, তদ্রূপ রথিগণ রথ হইতে ও গজারোহিগণ গজ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই প্রাস, অসি ও শরসঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যোধগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ বন্ধু, কেহ কেহ পুত্রগণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম অতি অব্যবস্থিত হইয়া পড়িল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! পাণ্ডবগণের শরে কৌরবসৈন্য নিহত ও সমরকোলাহল নিবারিত হইলে গান্ধাররাজতনয় শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্ব লইয়া সংগ্রামে আগমন পূর্ব্বক সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করত ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বীরগণ ! মহারাজ দুর্য্যোধন এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ? তখন ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, হে সুবলনন্দন ! ঐ যে স্থানে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন সুমহৎ আতপত্র বিরাজিত রহিয়াছে, যে স্থানে বর্ম্মধারী রথিগণ অবস্থান করিতেছেন এবং যে স্থানে

মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে; আপনি ঐ স্থানে গমন করুন, মহারাজ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইবেন। মহাবীর শকুনি যোধগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিচিত্র যুদ্ধনিপুণ বীরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষীয় রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া রথীদিগকে আনন্দিত করত তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় অশ্বকে জয় করিয়াছি, তুমি রথীদিগকে পরাজয় কর। এক্ষণে পাণ্ডবগণের রথিগণ নিহত হইলে আমরা অনায়াসে পাণ্ডবগণের সমুদায় গজসৈন্য ও পদাতির প্রাণসংহার করিতে পারিব।

হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বিজয়কাঙ্ক্ষী বীরগণ সুসজ্জিত ও রথারূঢ় হইয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরাসন নিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জ্যানির্ঘোষ, শঙ্খধ্বনি ও নির্ম্মুক্ত শরজালের দারুণ শব্দে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কার্ম্মুকধারী বীরগণকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি অসম্ভ্রান্ত চিত্তে অশ্বচালন পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও, আজি আমি নিশিত শরনিকরে শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব। আজি অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের এই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কৌরবগণের সাগর সদৃশ সৈন্য আমাদিগের বিক্রমপ্রভাবে এক্ষণে গোষ্পদের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! মহাবীর ভীষ্ম নিহত হইলে আমাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করাই দুর্য্যোধনের শ্রেয়স্কর ছিল, কিন্তু ঐ দুরাত্মা মোহাবেশপ্রভাবে তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হইল না। পিতামহ দুর্য্যোধনকে যেরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ নির্ব্বোধ তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই। হে বাসুদেব! সেই ঘোরতর সংগ্রামে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইলে কৌরবগণ পুনরায় যে কি নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলেই মূর্খ, নচেৎ তাহারা ভীষ্মকে নিপতিত দেখিয়া পুনরায় কি নিমিত্ত আমাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, পিতামহের মানবলীলা সম্বরণানন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কর্ণপুত্র বিকর্ণ, শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, শ্রুতায়ুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভগদত্ত, সুদক্ষিণ ও দুঃশাসন এবং অবন্তিদেশীয় বীরগণ নিহত হইলেও এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড উপশমিত হইল না। মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষৌহিণীপতি ভূপালগণ ভীষণশরে সমরশয্যায় শয়ন করিলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লোভ মোহ প্রভাবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই। হায়! মূঢ়মতি দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে কৌরব কুলোৎপন্ন আর কোন্ রাজা এই নিরর্থক বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে? হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপক্ষকে গুণ ও বল বীর্য্যে সমধিক অবগত হইয়া কদাচ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। হে বন্ধো! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, কিন্তু ঐ দুরাত্মা তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হয় নাই। সে যখন তোমার বাক্য রক্ষা করে নাই, তখন অন্যের বাক্য কিছুতেই রক্ষা করিবে না। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলে যে দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহার আর কিরূপে রক্ষা হইবে? যে পাপাত্মা মূঢ়তা নিবন্ধন হিতবাদী বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে অসম্মান পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যের বাক্য শ্রবণ করিবে। হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনের কার্য্য ও দুর্নীতি দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ হতভাগ্যই কৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিবে। এক্ষণে সে কোনক্রমেই সহজে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। মহাত্মা বিদুর আমাকে বারংবার কহিয়াছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন জীবনসত্ত্বে কদাচ তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিবে না। সে যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিনই তোমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে, অতএব তোমরা যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপেই সেই দুরাত্মার নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণে সমর্থ হইবে না।

হে মাধব! সত্যবাদী মহাত্মা বিদুর যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সেইরূপ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ দুরাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম হইতে আনুপূর্ব্বিক হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও তদ্বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার নিশ্চয়ই বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সিদ্ধপুরুষেরা বারংবার কহিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মার পাপেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইবে, এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাক্য সত্যই হইল। অসংখ্য ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সমুপস্থিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট আছে, আজি আমি তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট ও শিবিরশূন্য দেখিয়া আমাদিগের হস্তে নিহত হইবার নিমিত্ত অবশ্যই স্বয়ং যুদ্ধার্থে আগমন করিবে। বোধ হয়, তাহা হইলেই এই বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে। হে মাধব! ঐ দুরাত্মার কার্য্য দর্শন, বিদুরের বাক্য শ্রবণ ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া এইরূপই অনুমান করিতেছি। এক্ষণে তুমি কৌরব সৈন্যমধ্যে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি অদ্য নিশিত শরনিকরে দুর্য্যোধন ও তাহার দুর্ব্বল সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে মহাত্মা বাসুদেব রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বল পূর্ব্বক সেই শরশক্তিসঙ্কুল, গদা পরিঘ সমাকীর্ণ, চতুরঙ্গ বল সম্পন্ন কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকেই অর্জ্জুনের সেই বাসুদেব পরিচালিত শ্বেতাশ্বগণ নয়নগোচর হইল। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় এইরূপে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নতপর্ব্ব শরনিকরের ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। গাণ্ডীবপ্রেরিত অশনি সদৃশ শরজাল বীরগণের বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া শলভায়মান পতঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে একেবারে সমুদায় সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। বীরগণ দাবানলে দহ্যমান গজযূথের ন্যায় অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। তখন প্রবল প্রতাপশালী ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত পাবক যেমন শুষ্ক লতা পরিপূর্ণ অসংখ্য পাদপ সম্পন্ন মহাবন দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি কি হস্তী, কি অশ্ব, কি মনুষ্য, কাহারও প্রতি দুই বার শর প্রয়োগ করিলেন না। পূর্ব্বে বজ্রপাণি ইন্দ্রের প্রভাবে দৈত্যগণ যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই এক বীর ধনঞ্জয়ের শরনিকরে কৌরবসৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সংগ্রামে নিবৃত্ত না হইয়া ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার মানসে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদিগের মনোরথ বিফল করিলেন। তাঁহার অশনি সদৃশ অসহ্য শরনিকর জলধরনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ সেই শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও কেহ কেহ বয়স্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পুত্রের সমক্ষেই তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অনেকের রথাশ্ব ও অনেকের সারথি নিহত হইল এবং অনেকের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষা ভগ্ন হইয়া গেল। কেহ কেহ অস্ত্রহীন ও কেহ কেহ নিতান্ত শরপীড়িত হইল। কেহ কেহ অক্ষতশরীর হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। বাহনশূন্য হইয়া কেহ কেহ পুত্র ও কেহ কেহ পিতাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। অনেকানেক মহারথ দৃঢ়তর আঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় রথে সমারোপিত করিয়া কিয়ৎকাল আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় সমরস্থলে সমাগত হইলেন। কেহ কেহ দুর্য্যোধনের আদেশ রক্ষার্থ সমাহত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। কোন কোন বীর পানীয় পান, কেহ কেহ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন, কেহ কেহ বর্ম্ম পরিধান, কেহ কেহ রথসজ্জা এবং কেহ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে আশ্বাস প্রদান ও স্বীয় শিবিরে সংস্থাপিত করিয়া

পাঞ্চালকুলনন্দনের প্রতি [illegible] হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই কিরীটীরাজকৃত বীরদ্বয়কে অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, দানবদ্বয় ত্রৈলোক্যবিজয়ে সমুদ্যত হইয়াছে।

ঐ সময় রাজার মহাবীর স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সঞ্জয় সমবেত হইয়া পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক কৌরব পক্ষীয় বীরদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবসৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন পাঞ্চালতনয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচ, অর্দ্ধ নারাচ ও বৎসদন্ত বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ ও তাঁহার বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিপাতে কুরুরাজের চারি অশ্বকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন রথবিহীন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত নিস্তেজ দেখিয়া সুবলনন্দন শকুনির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

এইরূপে কৌরব পক্ষীয় রথ সকল ভগ্ন হইলে দুই সহস্র গজারোহী সৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে পঞ্চপাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিল। পাণ্ডবগণ কুঞ্জরসৈন্য পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণ বিবিধ নারাচে সেই পর্ব্বতাকার গজসৈন্য বিপোথিত করিতে আরম্ভ করিলে কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের এক এক শরে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে অসংখ্য সৈন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর ভীমসেন সেই গজসৈন্য সন্দর্শনে ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ ভীম সন্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পর্ব্বতাকার হস্তী সকল বৃকোদরের গদাঘাতে বিদীর্ণকুম্ভ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া গৃধ্রপক্ষ যুক্ত নিশিত শরনিকরে সেই গজারোহিগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে আপনার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলে মহাবীর পাঞ্চালনন্দনও পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যে পরিবেষ্টিত অবলোকন করিয়া প্রভদ্রকগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ইহারা রথিগণ মধ্যে দুর্য্যোধনকে অবলোকন না করিয়া বিশীর্ণবদনে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গমন করিয়াছেন? হে মহারাজ! সেই ঘোরতর লোকক্ষয়কালে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কুরুরাজ নিহত হইয়াছেন। তখন কোন কোন যোদ্ধা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধনের সারথি বিনষ্ট হওয়াতে তিনি শকুনির নিকট গমন করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষত বিক্ষত ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, দুর্য্যোধনকে লইয়া আর আমাদিগের কি কার্য্যসাধন হইবে, তবে তিনি জীবিত আছেন কি না একবার তাহার অনুসন্ধান কর। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিয়া এই দিকে আগমন করিতেছে; অতএব আমরা যে সমস্ত সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই। হে মহারাজ! তৎকালে শরনিকর নিপীড়িত ক্ষতবিক্ষত কলেবর হৃতবাহন ক্ষত্রিয়গণ অপরিস্ফুট রূপে এই প্রকার কহিতে লাগিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ক্ষত্রিয়দিগের মুখে ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল সৈন্যগণের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত সুবলনন্দন শকুনির সন্নিধানে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কৌরবসৈন্যগণকে বিনাশ করত আগমন করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকে প্রহৃষ্ট মনে আগমন করিতে দেখিয়া এককালে প্রাণরক্ষায় নিরাশ হইল। তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন আমরা পাঁচ জন সেই সমস্ত সৈন্যকে ক্ষীণায়ুধ ও শত্রুগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া [illegible] অশ্ব ও হস্তী লইয়া কৃপাচার্য্যের সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণপণে পাঞ্চাল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিতে লাগিলাম। তথায় আমাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদিগকে পরাজয় করিলে আমরা রণস্থল হইতে অপসৃত হইলাম। অনন্তর মহারথ সাত্যকি চারি শত রথির সহিত আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। আমি শ্রান্তবাহন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া নরকে নিপতিত পাপপরায়ণের ন্যায় সাত্যকির সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলাম। তখন মুহূর্ত্ত কাল ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাকে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া দৃঢ়তররূপে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর গদা ও অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা হস্তীদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই পর্ব্বতোপম মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে গাঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে পাণ্ডবগণের রথমার্গ অবরুদ্ধ প্রায় হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই সমস্ত মৃত হস্তীদিগকে অপসারিত করিয়া রথগমনের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। এদিকে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রথিগণ মধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন মনে শকুনির সন্নিধানে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন অদৃশ্য হইলে এবং পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর গজানীককে নিহত ও কৌরববলসমূহকে নিপীড়িত করিয়া প্রাণঘাতন দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্ব্বিষহ, অরিহা, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ ও শ্রুতর্বা আপনার এই কয়েকটী হতাবশিষ্ট যুদ্ধবিশারদ পুত্র ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া আপনার পুত্রগণের মর্ম্মদেশে নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুমারগণ ভীমশরে সমাকীর্ণ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর কোপাবিষ্ট হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের শিরশ্ছেদন ও সর্ব্বাবরণভেদী ভল্ল দ্বারা মহারথ শ্রুতান্তের প্রাণসংহারপূর্ব্বক অম্লান মুখে নারাচ দ্বারা জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর জয়ৎসেন ভূতলে নিপতিত হইয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর শ্রুতর্বা তদ্দর্শনে কোপপূর্ণ হইয়া নতপর্ব্ব শত বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর তৎকালে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ না করিয়া বিষাগ্নি সদৃশ তিন বাণে জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনকে নিপাতিত করিলেন। বীরত্রয় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া বসন্তকালে ছিন্ন কিংশুক পাদপত্রয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন এক সুতীক্ষ্ণ ভল্লে দুর্ব্বিমোচনের জীবন নাশ করিলে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইয়া বায়ুভগ্ন গিরিকূটজাত পাদপের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর দুই দুই বাণে দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন মহাবীর দুর্ব্বিষহ মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদর তাঁহাকেও ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে ভল্লের আঘাতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শ্রুতর্বা ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে স্বর্ণভূষিত শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বিষাগ্নি তুল্য বিবিধ শর বর্ষণ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সুদৃঢ় অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রুতর্ব্বাকে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত শরজালে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বকালে জম্ভাসুর ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের অতি বিচিত্র ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের যমদণ্ড সদৃশ নিশিত শর-

জালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর শ্রুতর্ব্বা কোপান্বিত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তাঁহার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে শ্রুতর্ব্বার চারি অশ্ব ও সারথির প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে অবিরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভীমসেনের প্রভাবে বিরথ হইয়া খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা সেই খড়্গচর্ম্মধারী মহাবীরের শিরশ্ছেদন করিলেন। শ্রুতর্ব্বার মস্তক বিহীন কলেবর রথ হইতে নিপতিত হওয়াতে বসুধাতল শব্দায়মান হইল। তখন আপনার পক্ষীয় ভয়মোহিত যোধগণ যুদ্ধার্থে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রতাপান্বিত বৃকোদরও হতশেষ বলার্ণব হইতে সমাগত বর্ম্মধারী যোধগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৌরবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ পরিবৃত হইয়া সুররাজ যেমন অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন এবং অবিলম্বে পাঁচ শত মহারথ সাত শত কুঞ্জর এক লক্ষ পদাতি ও আট শত অশ্ব নিপাতিত করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে আপনার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তিনি আপনাকে কৃতার্থ ও আপনার জন্মসার্থক বলিয়া বোধ করিলেন। ঐ সময় আপনার পক্ষীয় যোধগণ সেই কৌরবনিসূদন মহাবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কৌরবগণকে বিদ্রাবিত ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া বাহ্বাস্ফোটনে করিগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তখন সেই অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরব সৈন্য নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া রহিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণের মধ্যে কেবল দুর্য্যোধন ও দুর্দ্ধর্ষ অশ্বগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবকীনন্দন জনার্দ্দন দুর্য্যোধনকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অসংখ্য জ্ঞাতি শত্রু নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব কৌরব পক্ষীয় যোধগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথ অশ্বত্থামা ইঁহারা তিন জন এক্ষণে দুর্য্যোধনের সমীপে বর্ত্তমান নহেন। ঐ দেখ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত অবস্থান করিতেছে। ঐ দেখ, শ্বেতচ্ছত্র পরিশোভিত দুর্য্যোধন আপনার সমুদায় সৈন্য ব্যূহিত করিয়া অশ্বমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে। তুমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে উহাকে নিপাতিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবে। এই সমস্ত কৌরব সৈন্য গজানীক নিহত ও তোমাকে সমরে সমাগত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন না করে, তাবৎ তুমি দুর্য্যোধনের পরাজয় চেষ্টা কর। কোন কোন ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করুক। পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় শ্রান্ত হইয়াছে; ঐ দুরাত্মা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ নরাধম তোমার অসংখ্য সৈন্যসংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল বিবেচনা করিয়া ভীষণবেশে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অবশ্যই সংগ্রামে আগমন করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সখে! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমুদায় পুত্রকে নিহত করিয়াছেন। যে দুই জন এক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহারাও আজি বিনষ্ট হইবে। কৌরব পক্ষের মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও মদ্ররাজ শল্য নিহত হইয়াছে। এক্ষণে কেবল শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও কৃতবর্ম্মা এই কয়েকজন যোধমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কৃতান্তের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আজি নিশ্চয়ই মহাবীর যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইবেন। শত্রুপক্ষের কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। আজি বিপক্ষপক্ষের যে যে মদোদ্ধত বীর সমর পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা মনুষ্য না হইলেও তাহাদিগকে নিপীড়িত করিব। আজি নিশিত শরনিকরে শকুনিকে নিহত করিয়া ঐ দুরাত্মা দ্যূতক্রীড়ায় আমাদের যে সকল রত্ন হরণ করিয়াছিল, তৎসমুদায় প্রত্যাহরণ করিব। আজি রাজা যুধিষ্ঠির স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন। আজি হস্তিনার অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণ স্ব স্ব পতি পুত্রদিগকে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। আজি আমার সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। আজি দুর্য্যোধন স্বীয় রাজশ্রী ও জীবন পরিত্যাগ করিবে। ঐ দুরাত্মা আমার ভয়ে সংগ্রাম হইতে পলায়ন না করিলে নিঃসন্দেহই উহাকে নিপাতিত করিব। ধার্ত্তরাষ্ট্র যে সমুদায় অশ্ব সৈন্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমার জ্যা-নির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণেও সমর্থ নহে। এক্ষণে তুমি অশ্ব সঞ্চালন কর, আমি অচিরাৎ অরাতিগণকে নিহত করিতেছি।

হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দুর্য্যোধনসৈন্যের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভীমসেন ও সহদেব ইঁহারাও কৌরব বল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত দুর্য্যোধনের বিনাশ বাসনায় অর্জ্জুনের সহিত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি উদ্যতকার্ম্মুক আততায়ী পাণ্ডবদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সহিত, সুশর্ম্মা ও শকুনি অর্জ্জুনের সহিত, এবং অশ্বারূঢ় মহাবীর দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন প্রাস দ্বারা মাদ্রীপুত্রের মস্তকে আঘাত করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোহাভিভূত ও রথোপস্থে নিপতিত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে নিশিত শরনিকরে কুরুরাজকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমরপরাক্রান্ত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ও শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহী বীরগণের মস্তক ছেদন ও অশ্ব সমুদায়কে সংহার করিয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ মিলিত হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় এক ক্ষুরপ্রে সত্যকর্ম্মার রথেষা ছেদন পূর্ব্বক আর এক শিলাশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সহসা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি বুভুক্ষিত সিংহ যেমন অরণ্যে মৃগসংহার করে, তদ্রূপ সত্যেষুকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া তিন বাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সুশর্ম্মার সুবর্ণভূষিত রথ যমুনা ধনঞ্জয়ের শরে বিনষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় চিরসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধবিষ উদ্গার করত সুশর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া তাঁহাকে শত বাণে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শর মহাবেগে গমন পূর্ব্বক সুশর্ম্মার হৃদয় ভেদ করিলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। মহারথ ধনঞ্জয় এইরূপে সুশর্ম্মাকে নিপাতিত করিয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র ও সমুদায় সৈন্যসংহার পূর্ব্বক হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন মহাবীর ভীমসেন নিতান্ত কোপান্বিত হইয়া অম্লান মুখে শরনিকরে সুদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সুদর্শন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ বিবিধ শর বর্ষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। মহাবীর বৃকোদর তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজের বজ্রতুল্য নিশিত শরজালে কৌরব সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। সৈন্যগণ নিহত হইলে সেনাধ্যক্ষ মহারথগণ ভীমসেনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ভীষণ শরজালে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারাও শরজাল নিক্ষেপ করত মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ এককালে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং অনেকে পরস্পরের আঘাতে সমাহত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবের নিমিত্ত শোক করতঃ নিপতিত হইতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! এইরূপে সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী সহদেবও তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর উলূক ভীমের প্রতি দশ ও সহদেবের প্রতি নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই মহাবীরগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জলধারা সদৃশ শরধারায় দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও সহদেব কৌরবসৈন্যগণকে বিনাশ করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ বীরদ্বয়ের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শরসমাচ্ছন্ন তুরঙ্গমগণ বহুতর নিহত সৈন্য আকর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হওয়াতে সমরাঙ্গনের পথ রোধ হইল। নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ এবং ছিন্ন প্রাস, ঋষ্টি, খড়্গ, চর্ম্ম, শক্তি ও পরশু সমুদায়ে রণভূমি সমাকীর্ণ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন উহা নানাবিধ কুসুমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় বীরগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্বৃত্ত নেত্র, দংশিতাধর, কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখপদ্ম এবং অঙ্গদ, বর্ম্ম, খড়্গ, প্রাস ও পরশুসমাযুক্ত গজশুণ্ডাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন আবৃত করিলেন। ক্রব্যাদগণ ইতস্ততঃ বিচরণ ও কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করাতে রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

মহারাজ ! তৎকালে কৌরবসৈন্য অতি অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে তাহাদিগকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের মস্তকে প্রাস প্রহার করিলেন। মাদ্রীনন্দন প্রাসের আঘাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সহদেবকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সমস্ত কৌরবসৈন্য নিবারণ ও নারাচ দ্বারা অসংখ্য যোদ্ধার কলেবর ভেদ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শকুনির অনুচরগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ ! তোমরা কেন পলায়ন করিতেছ ; নিবৃত্ত হও। তোমাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। যে মহাবীর রণপরাঙ্মুখ না হইয়া সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে শকুনির অনুচরগণ প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। গমন কালে তাহাদের সংক্ষুব্ধ সাগরশব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দে চারি দিক্ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। তখন বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরদিগকে পুরোবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সহদেব সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক শকুনিকে দশ এবং তাঁহার অশ্বগণকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে শরনিকরে সুবলনন্দনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি এবং ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর উলূকও পিতার পরিত্রাণ বাসনায় ভীমসেনকে সাত ও সহদেবকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন উলূকের প্রতি সাত, শকুনির প্রতি চতুঃষষ্টি এবং তাঁহাদের পার্শ্বস্থ বীরগণের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগ করিলেন। বীরগণ সহদেবের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে বিদ্যুদ্বিরাজিত জলদাবলি যেমন পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সহদেবের উপর অনবরত শরধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাপ্রতাপশালী সহদেব উলূককে সমাগত সন্দর্শন করিয়া এক ভল্লে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর উলূক রুধিরাক্ত কলেবর ও ছিন্ন মস্তক হইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

সুবলনন্দন শকুনি পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষণকাল বিদুরের বাক্য স্মরণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি তিন শর প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর সহদেব অবিলম্বে সুবলনন্দনের শর সকল নিরাকৃত করিয়া স্বীয় শরনিকরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি এক অতি ভীষণ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মাদ্রীতনয়ও অবলীলাক্রমে সেই ঘোরতর খড়্গ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শকুনি ঘোরতর গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে তাহাও মাদ্রীনন্দনের শর প্রভাবে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুবলনন্দন এক কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ কনকভূষিত শক্তি সমুদ্যত করিয়া নকুলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীতনয় তাহাও অবলীলাক্রমে শরনিকরে ত্রিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ শক্তি নিপতিত হইবার সময় বোধ হইতে লাগিল যেন গগনমণ্ডল হইতে দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ বিশীর্ণ হইতেছে। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ শক্তি বিনিহত ও শকুনিকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর শকুনিও পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। আপনার পুত্রদিগের আর জয়বাসনা রহিল না। জয়শীল পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মহা আহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় কৌরবদিগকে বিমনায়মান অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি অশ্বারোহী গান্ধারসৈন্য পরিরক্ষিত শকুনিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আপনার বধ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কার্ম্মুকে জ্যা আরোপিত করিয়া অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে যেমন আঘাত করে, তদ্রূপ ক্রোধভরে নিশিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, হে সুবলনন্দন ! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর ; দ্যূতক্রীড়া সময়ে সভামধ্যে যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে আজি তাহার ফলভোগ কর। পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মা আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল ; তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তুমি তোমরা দুই জন অবশিষ্ট আছ। লগুড় প্রহারে বৃক্ষ হইতে ফল যেমন নিপাতিত করে, তদ্রূপ আজি আমি ক্ষুর প্রহারে তোমার মস্তক উন্মথিত করিব।

হে মহারাজ ! মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব শকুনিকে এইরূপ কহিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি রোষানলে দগ্ধ হইয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ পুরঃসর শকুনিকে দশ ও তাঁহার অশ্বগণকে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার ছত্র ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুবলতনয় মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এক স্বর্ণমণ্ডিত প্রাস ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার বিনাশার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক শকুনির সেই সমুদ্যত প্রাস ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয় যুগপৎ ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সুবলনন্দনের মস্তক কৌরবগণের দুর্নীতির মূলীভূত বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে অন্য এক সর্ব্বাবরণভেদী স্বর্ণপুঙ্খ লৌহময় ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি সহদেবের সূর্য্যসন্নিভ স্বর্ণমণ্ডিত শরে ছিন্ন মস্তক হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় শস্ত্রধারী যোধগণ শকুনিকে ছিন্ন মস্তক, শোণিতাক্ত কলেবর ও সমরাঙ্গনে শয়ান অবলোকন করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ তাঁহাদের চতুরঙ্গ বল গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণে ভীত, শুষ্কমুখ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ শকুনিকে নিহত অবলোকন করিয়া মহাত্মা বাসুদেব ও যোধগণের সন্তোষ সাধনার্থ শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন এবং সহদেবকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে বীর ! তুমি আজি ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা শকুনি ও তাহার পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছ।

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সুবলনন্দন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণের নিবারণে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ তেজস্বী ভীমসেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। শকুনির অনুচরগণ সহদেবের বিনাশ বাসনায় শক্তি ঋষ্টি ও প্রাস ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব প্রভাবে তাহাদের সেই সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন ভল্ল দ্বারা অভিমুখে সমাগত যোধগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। যোধগণ সব্যসাচীর শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হতাবশিষ্ট চতুরঙ্গ বল একত্র সমবেত করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে সুহৃদ্গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে ও সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন কর। হে মহারাজ! তখন সৈন্যগণ আপনার পুত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবগণ সেই হতাবশিষ্ট যোধগণকে অভিমুখে সমাগত দেখিয়া তাহাদের উপর আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কাহাকেও রক্ষক না দেখিয়া শঙ্কাপ্রযুক্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ধূলিপটল পরিবৃত অশ্বগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্য হইতে যোধগণ বিনির্গত হইয়া কৌরবপক্ষীয় যোধগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ আপনার পুত্রের সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষিত প্রায় করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপালমধ্যে কেবল একমাত্র দুর্য্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি ঐ সময় দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের সিংহনাদ ও বাণশব্দ শ্রবণে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট ও শিবির শূন্য হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য কি পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল? আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই বা ঐ সময় সেই বলক্ষয় দেখিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত হস্ত্যারোহী, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি অবশিষ্ট ছিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রণস্থলে আর কাহাকেও আপনার সহায় না দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং শত্রুগণের সিংহনাদ শ্রবণ ও আপনার সৈন্যক্ষয় অবলোকন করিয়া শঙ্কিত মনে নিহত স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাহস্তে পাদচারে পূর্ব্বদিকে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ধীমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, পূর্ব্বে বিদুর আমাদিগের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের যে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ অনুমান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে, মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করত হ্রদপ্রবেশাভিলাষে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে দ্রুতবেগে কৌরবসৈন্যগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব প্রভাবে সেই সমস্ত শক্তি, ঋষ্টি, ও প্রাসধারী কৌরবসৈন্যগণের সমুদায় সঙ্কল্প নিষ্ফল করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সংহার পূর্ব্বক রথোপরি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় সুবলনন্দন হস্তী ও অশ্বগণের সহিত নিহত হওয়াতে আপনার সৈন্য ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে, আপনার সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে আর কেহই জীবিত রহিলেন না।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে সাত্যকির নিকট অবলোকন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর! সঞ্জয়কে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি? ইহাকে অচিরাৎ সংহার কর। মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণমাত্র নিশিত অসি দ্বারা আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তথায় আগমন করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, যুযুধান! তুমি সঞ্জয়কে পরিত্যাগ কর; ইহাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমাকে কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর। এইরূপে আমি সেই অপরাহ্নে সাত্যকির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বর্ম্ম ও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোণিতসিক্ত কলেবরে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গমনকালে রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত ক্ষতবিক্ষতদেহ গদাধারী একমাত্র রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিলাম। তাঁহার লোচনদ্বয় বাষ্পবারিতে সমাকুল হওয়াতে তিনি আমাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কুরুরাজকে শোকাকুল ও অসহায় সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। পরিশেষে আমি যেরূপে অরাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রসাদে মুক্ত হইয়াছিলাম, তাহাই আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। তখন রাজা দুর্য্যোধন চৈতন্যলাভ ও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া আমাকে স্বীয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপনার সমুদায় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। আমার রণস্থল হইতে আগমন সময়ে ব্যাসদেব কহিলেন, এক্ষণে কৌরবপক্ষীয় তিন জন মাত্র মহারথ জীবিত আছেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আমার বাক্য শ্রবণানন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ ও আমার গাত্রস্পর্শ করিয়া কহিলেন, সঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিকেই জীবিত দেখিতেছি না। কিন্তু পাণ্ডবেরা সকলেই সহায়সম্পন্ন আছে। যাহা হউক, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষত শরীরে সমর হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হইয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন। হায়! মাদৃশ ব্যক্তি বিপক্ষশরে পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন বন্ধুবান্ধব বিহীন, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে। হে মহারাজ! কুরুরাজ এই বলিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মায়াপ্রভাবে উহার সলিল স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন।

এইরূপে দুর্য্যোধন সেই হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন মহাবীর ক্ষতবিক্ষতকলেবর ও শ্রান্তবাহন হইয়া সেই প্রদেশের অনতিদূরে সমুপস্থিত হইলেন। এবং আমাকে দেখিবামাত্র সত্বর অশ্ব চালন পূর্ব্বক আমার সমীপে আগমন কহিলেন, সঞ্জয়! আজি সৌভাগ্য বশত তোমাকে জীবিত দেখিলাম। আমাদিগের রাজা দুর্য্যোধন ত জীবিত আছেন? তখন আমি সেই বীরত্রয়ের নিকট দুর্য্যোধনের পরিত্রাণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কুরুরাজ হ্রদপ্রবেশকালে যাহা কহিয়াছিলেন তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম এবং কুরুরাজ যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইয়া দিলাম। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ হ্রদ দর্শন পূর্ব্বক এই বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট! রাজা আমাদিগকে কি জীবিত বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন না! আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসেই অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতাম।

এইরূপে সেই তিন মহারথ সেই স্থানে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা পাণ্ডবগণকে সমরক্ষেত্রে অবলোকন পূর্ব্বক আমাকে কৃপাচার্য্যের রথে আরোপিত করিয়া শিবিরে উপনীত হইলেন। ঐ সময় দিনকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। শিবিরস্থ যাবতীয় লোক কুমারগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন অন্তঃপুররক্ষক বৃদ্ধগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবকুলরমণীগণ বীরগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে কুররীগণের ন্যায় বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া

মস্তকে করাঘাত, মর্ম্ম প্রহার ও কেশোৎপাদন পূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ আতুর হইয়া গদ্গদ অশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রাজবনিতাগণকে লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের বেত্রধারী দ্বারপালগণ বহুমূল্য আস্তরণে মণ্ডিত শুভ্র শয্যা সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অনেকে স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে অশ্বতরীযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক নগরে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! পূর্ব্বে দিবাকরও যে কুলকামিনীগণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে সামান্য লোকেরাও অবাধে তাহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় গোপাল মেষপালক প্রভৃতি প্রাকৃত মনুষ্যগণও ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করত নগরাভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে সমস্ত লোক পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার পুত্র যুযুৎসু নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণকে নিহত করিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে কেবল আমি একাকী জীবিত রহিয়াছি। শিবিরস্থ সমস্ত লোকেই পলায়ন করিতেছে। অদৃষ্টপূর্ব্বা রমণীগণ অনাথা শোকসন্তপ্তা হইয়া হরিণীগণের ন্যায় ভয়ব্যাকুল লোচনে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত ধাবমান হইতেছেন। দুর্য্যোধনের হতাবশিষ্ট সচিবগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এই সময়ে আমারও তাঁহাদিগের সহিত নগরে গমন করা কর্ত্তব্য। মহাবাহু যুযুৎসু এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে দয়াপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু রথারোহণ করিয়া হস্তিনাভিমুখী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সচিবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সন্ধ্যা সময়ে বাষ্পাকুললোচনে হস্তিনায় প্রবেশ পূর্ব্বক মহাত্মা বিদুরকে অবলোকন করিয়া প্রণতি পুরঃসর তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিজ্ঞতম মহাত্মা বিদুর যুযুৎসুকে অবলোকন করিয়া অশ্রুগদ্গদস্বরে কহিলেন, বৎস! কৌরবগণের এই ভয়াবহ সংগ্রামে যে তুমি জীবিত রহিয়াছ, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনকে না লইয়া কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

যুযুৎসু কহিলেন, হে মহাত্মন্! মহাবীর শকুনি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হইলে রাজা দুর্য্যোধনের সমস্ত পরিবার নিঃশেষিত হইল। তখন তিনি স্বীয় অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা পলায়ন করিলে অন্যান্য সকলেই ভয়ব্যাকুলিত হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অন্তঃপুররক্ষকগণ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের কলত্রদিগকে বাহনে সমারোপিত করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় আমি কেশবের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিগণকে রক্ষা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।

হে মহারাজ! সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। প্রজাগণ যেমন দিবাকরের পুনরাগমন সন্দর্শন করে, তদ্রূপ আজি আমি ভাগ্যক্রমে সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমার প্রত্যাগমন সন্দর্শন করিলাম। তুমি অদূরদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত রাজ্যলোলুপ হতভাগ্য অন্ধ নৃপতির একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া রহিলে। আজি তুমি এই স্থানেই বিশ্রাম কর, কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বিদুর এই মাত্র বলিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে যুযুৎসুর সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ হাহাকার করিতে লাগিল। রাজভবন নিরানন্দময় ও শোভাবিহীন হইল। কাহারও আর কিছুতেই সুখ রহিল না, তখন সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আবাসে প্রবেশ করিলেন। মহামতি যুযুৎসুও সেই রজনী আপনার গৃহে অতিবাহিত করিলেন। বন্দিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত ভরতবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরূক হওয়াতে তিনি কোনক্রমেই সুস্থ হইতে পারিলেন না।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলে হতাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় ক্ষত্রিয়রমণীগণ ধাবমান ও শিবিরশূন্য হইলে আমাদিগের পক্ষীয় সেই তিন জন মহারথ পাণ্ডবগণের জয় কোলাহল শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরও দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার বাসনায় হৃষ্ট মনে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে পর্য্যটন করত পরম যত্ন সহকারে কুরুরাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কুরুরাজ ইতিপূর্ব্বেই গদা হস্তে রণস্থল হইতে দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে সলিলস্তম্ভিত করিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের বাহন সকল একান্ত পরিশ্রান্ত হইল। তখন তাঁহারা সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে শিবিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা মৃদু পদসঞ্চারে সেই হ্রদ-সন্নিধানে গমন করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর এবং আমাদিগের সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় পাণ্ডুনন্দনকে বিনাশ পূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া সুরলোক প্রাপ্ত হও। হে দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায়কে প্রায় বিনাশ করিয়াছ। যাহারা অবশিষ্ট আছে তাহারাও তোমার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। এক্ষণে আবার আমরা তোমাকে রক্ষা করিতেছি, সুতরাং পাণ্ডবগণ কিছুতেই তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারথগণ! আমি ভাগ্যবলে এইরূপ ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমাদিগকে বিমুক্ত দেখিলাম। অতঃপর শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব। এক্ষণে তোমরা সকলেই সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ এবং আমিও শরনিকরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের সৈন্য এখনও অধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং এ সময় যুদ্ধ করিতে আমার কোনমতেই অভিরুচি হইতেছে না। তোমরা বীরগণের অগ্রগণ্য; অতএব আমার প্রতি গাঢ়তর অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধে এইরূপ উৎসাহ প্রদান করা তোমাদের নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমার মতে এ সময় পরাক্রম প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি এই রাত্রিটি বিশ্রাম করিয়া কল্য তোমাদিগের সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হও। তোমার মঙ্গল হউক, আমরাই তোমার বিপক্ষগণকে বিনাশ করিব। হে বীর! আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, সত্য ও জপ দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব। যদি আমি রজনী প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুগণকে বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার সজ্জনোচিত যজ্ঞকৃত প্রীতি কদাচ অনুভূত না হয়। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাপি কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে কতকগুলি ব্যাধ মাংসভার বহন ক্লেশে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জলোপসেবনের নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে সেই হ্রদসন্নিধানে আগমন করিল। ঐ ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরম ভক্তিসহকারে মাংস আহরণ করিত। তাহারা সেই হ্রদের কূলে উপবেশনপূর্ব্বক নির্জ্জনে রাজা দুর্য্যোধন ও সেই সমস্ত মহারথগণের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল।

ঐ সময় কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণও সমরস্পৃহাশূন্য সলিলে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্যাধগণ তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন যে হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির ঐ ব্যাধগণকে দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া অপরিস্ফুটরূপে পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই এই হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছেন; অতএব চল আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার নিকট বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইব। মহাবীর ভীমসেনও আমাদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিবেন। উঁহাদের দুই জনের নিকট বিপুল ধন প্রাপ্ত হইলে আর প্রতিদিন এইরূপ শুষ্ক মাংস বহন করিতে হইবে না! অর্থলোলুপ ব্যাধেরা এইরূপ পরামর্শ করিয়া প্রফুল্ল মনে মাংসভার গ্রহণপূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

এদিকে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ রণস্থলের চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না; সে পলায়ন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুলিতচিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্যাধগণ হৃষ্ট চিত্তে অতি সত্বর দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের শিবিরে সমুপস্থিত হইল এবং নিবারিত হইয়াও শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন মহাবীর বৃকোদর তাহাদিগকে প্রভূত ধন দান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, আমি লুব্ধকগণের মুখে সেই দুরাত্মার বৃত্তান্ত অবগত হইলাম! সে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই প্রিয়বাক্য শ্রবণে সোদরগণের সহিত যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং জনার্দ্দনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ভীষণ সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই অতি সত্বর দ্বৈপায়ন হ্রদ সমীপে ধাবমান হইলেন। সোমকগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া দুর্য্যোধনকে দেখিয়াছি ও তাহার বিবর জ্ঞাত হইয়াছি বলিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। বেগগামী রথিগণের ঘোরতর শব্দ আকাশমার্গে সমুপস্থিত হইল। শ্রান্তবাহন বীরগণ অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালবংশোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে দ্বৈপায়ন হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রবল প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই দুর্য্যোধন সমাশ্রিত দ্বৈপায়ন হ্রদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ হ্রদ দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, উহার জল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদাপাণি হইয়া মায়াপ্রভাবে সেই জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অলক্ষিতরূপে তাহার মধ্যে বাস করিতে ছিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যের সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রের বিনাশ বাসনায় শঙ্খরব ও রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই হ্রদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা পাণ্ডব সৈন্যের সেই তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! ঐ সমরবিজয়ী পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অনুমতি প্রদান করিলে আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া মায়াপ্রভাবে জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণও শোকার্ত্ত চিত্তে বহু দূরে গমন পূর্ব্বক সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া শয়ন রহিয়াছেন, পাণ্ডবগণও যুদ্ধার্থ হ্রদসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, পাণ্ডবেরা কিরূপেই বা তাঁহার অনুসন্ধান পাইবে, আর অনুসন্ধান পাইলেই বা রাজা দুর্য্যোধন কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই কৃপ প্রভৃতি তিন জন রথী প্রস্থান করিলে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়ন, হ্রদ দুর্য্যোধনের মায়াপ্রভাবে স্তম্ভিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, কৃষ্ণ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্য হইতে উহার কিছুমাত্র ভয় নাই। যাহা হউক, আমি ঐ মায়াবীকে কদাচ জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিব না। যদি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উহার সহায়তা করেন, তথাপি লোকে ইহাকে সংগ্রামে নিহত দর্শন করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি মায়াবলে ঐ মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন। মায়াপ্রভাবে মায়াকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি উপায় দ্বারা ঐ দুরাত্মাকে বিনষ্ট করুন। দেবরাজ উপায় বলেই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়াছেন। কৌশল প্রভাবেই বলি রাজা বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও বৃত্রাসুরের বধসাধন হইয়াছে। শ্রীরাম উপায় প্রভাবেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন। আমার উপায় প্রভাবেই মহাবল পরাক্রান্ত বিপ্রচিত্তি ও তারকাসুর নিপাতিত হইয়াছে। উপায় প্রভাবেই বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা, সুন্দ ও উপসুন্দ নিহত হইয়াছে এবং দেবরাজ ইন্দ্র উপায়বলেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন। হে মহারাজ। উপায় সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্! উপায় প্রভাবেই দানব, রাক্ষস ও ভূপালগণ নিহত হইয়াছে। অতএব আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করুন।

হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব এইরূপ কহিলে কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া জলমধ্যস্থ মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজি আপনার জীবন রক্ষার্থ জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ। অচিরাৎ জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষোত্তম! আজি তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায়? সভামধ্যে সকলেই তোমাকে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে; কিন্তু আজি তুমি প্রাণভয়ে সলিলমধ্যে প্রবেশ করাতে উহা বৃথা বোধ হইতেছে। তুমি ক্ষত্রিয়বংশে বিশেষতঃ কৌরবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, যুদ্ধে ভীত হইয়া সলিল মধ্যে অবস্থান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমরপরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করা ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম নহে। অসাধু লোকেরাই সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। তুমি সমরসাগর সমুত্তীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত জীবন রক্ষার বাসনা করিতেছ? এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্য, গুরুজন, ও বন্ধুবান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া কি এই হ্রদমধ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে? হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি সর্ব্বলোক সমক্ষে আপনাকে বীর বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করিতে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বীরপুরুষেরা প্রাণান্তে শত্রু সন্দর্শনে পলায়ন করেন না। তুমি কি মনে করিয়া সমর পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর এবং শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করিয়া এক্ষণে জীবন রক্ষার বাসনা করা ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি মোহবশত কর্ণ ও শকুনিকে আশ্রয়পূর্ব্বক আপনাকে অমর জ্ঞান করিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর। তোমার ন্যায় বীর পুরুষেরা কখনই সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন না। এক্ষণে তোমার সে পৌরুষ, সে ক্ষত্রিয়াভিমান, সে বিক্রম, সে অস্ত্রশিক্ষা কোথায় রহিল। তুমি কি নিমিত্ত জলাশয়ে শয়ান রহিলে? অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হও। বিধাতা

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই পরম ধর্ম নির্দেশ করিয়াছিলেন। তুমি সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাজ্য লাভ কর।

হে মহারাজ! ধীমান্ ধর্মনন্দন এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জলমধ্যে হইতে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করি নাই। সংগ্রামস্থলে আমার রথ তূণীর বিনষ্ট এবং সমুদায় সৈন্য সামন্ত ও পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হওয়াতে আমি একাকী নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সলিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; প্রাণভয়ে বা বিষাদ প্রযুক্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই। হে কুন্তীনন্দন! এক্ষণে অনুচরগণের সহিত তুমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর। আমি অবিলম্বেই সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমরা শ্রমাপনোদন করিয়াছি; এক্ষণে বহুক্ষণের পর তোমার অনুসন্ধান পাইলাম, অতএব তুমি অবিলম্বে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত ও আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় রণস্থলে আমাদিগকে বিনাশপূর্ব্বক অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছিলাম, আমার সেই সমস্ত ভ্রাতারা পরলোকে গমন করিয়াছে এবং পৃথিবীও রত্নহীন ও ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে। সুতরাং বিধবা রমণীর ন্যায় এই অবনীকে উপভোগ করিতে আমার আর স্পৃহা নাই। হে যুধিষ্ঠির! আমি এখনও পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ভগ্নোৎসাহ করিয়া তোমাকে পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, ও পিতামহ ভীষ্ম নিহত হওয়াতে আমার আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই। অতএব এক্ষণে তুমিই এই হতাশ্বশূন্য, বন্ধুবান্ধব বিহীন পৃথিবী ভোগ কর। আমার সদৃশ কোন্ রাজা সহায় বিহীন হইয়া রাজ্যশাসন করিতে বাসনা করে? বিশেষতঃ তাদৃশ সুহৃৎ পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত এবং শত্রু কর্তৃক রাজ্য অপহৃত হওয়াতে আমার জীবন ধারণ করিতেও অভিলাষ নাই। আমি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বনে গমন করিব। রাজ্যভোগে আমার আর কিছুতেই স্পৃহা হইতেছে না।

হে মহারাজ! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি সলিল মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক আর এইরূপ পরিতাপ করিও না। শকুনির ন্যায় তোমার ঐ সকল আর্ত্ত প্রলাপে আমার মনে কিছুমাত্র দয়াসঞ্চার হইতেছে না। তুমি কথঞ্চিৎ রাজ্যদানে সম্মত হইতে পার; কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে সম্মত নহি। প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব তুমি সমগ্র পৃথিবী দান করিলেও আমি অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক কদাচ তাহা প্রতিগ্রহ করিব না। আমি তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া এক পৃথিবী ভোগ করিব। হে দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে আমরা কুলরক্ষার্থ ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপ্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত উহা আমাদিগকে প্রদান কর নাই? তুমি প্রথমে মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণেই বা কি নিমিত্ত রাজ্যদানে অভিলাষী হইয়াছ; হা! তোমার কি ভ্রান্তি; কোন্ রাজা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্য দানে ইচ্ছা করিয়া থাকে? আর এক্ষণে তোমার এই রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা দান করিবার ক্ষমতা নাই; সুতরাং তুমি কি রূপে উহা আমাকে দান করিবে। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে তুমি আমাকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী প্রতিপালন কর। পূর্ব্বে তুমি আমাকে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি প্রদান করিতে অভিলাষী হও নাই; এক্ষণে কি রূপে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করিবে। কোন্ মূর্খ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ও রাজ্য শাসন করিয়া শত্রুকে বসুন্ধরা দানে অধ্যবসায় করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহপ্রভাবেই উহা অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। হে কুরুরাজ! তুমি রাজ্যদানে অভিলাষী হইলেও আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব না। অতএব এক্ষণে হয় তুমি আমাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য শাসন কর, নতুবা আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও। তুমি ও আমি, আমরা দুই জনেই জীবিত থাকিলে লোকে আমাদের জয় পরাজয়ে সন্দেহ করিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তোমার জীবন আমার অধীন হইয়াছে, আমি মনে করিলে তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু তুমি স্বয়ং কখনই আত্মপরিত্রাণে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে তুমি গৃহদাহ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে এবং রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বারংবার আমাদিগকে কষ্ট প্রদান করিয়াছ। সেই সমুদায় কারণ বশত তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধই তোমার পক্ষে শ্রেয়। হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন স্বভাবতই ক্রোধপরায়ণ! সে তৎকালে বিপক্ষগণ কর্তৃক ঐ রূপ তিরস্কৃত হইয়া কি করিল? পূর্ব্বে এরূপ তিরস্কার বাক্য কখনই তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। সে রাজত্ব নিবন্ধন সর্ব্বদা সকল লোকের মান্য হইয়া কালযাপন করিয়াছে। হায়! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আতপত্রচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া আমি পরের ছায়া আশ্রয় করিলাম বলিয়া খেদ করিত; সূর্য্যের প্রভাও যাহার অসহ্য হইত; সে কি রূপে অরাতিগণের কটুবাক্য সহ্য করিল; হে সঞ্জয়! ম্লেচ্ছ ও আটবিক সমবেত সমুদায় পৃথিবী যাহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই দুর্য্যোধন এক্ষণে স্বজনবিহীন হইয়া নির্জ্জনে সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার পাণ্ডবগণের তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বাহুদ্বয় কম্পন করত সলিলমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তোমাদিগের বন্ধুবান্ধব, রথ ও বাহন সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমি একাকী, বিরথ, হতবাহন ও পরিশ্রান্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি! তোমরা অনেকে রথারূঢ় হইয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলে আমি পদাতি ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কিরূপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি! অতএব একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির বিশেষতঃ বর্ম্মহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন ক্ষতবিক্ষত ও শ্রান্তবাহন ব্যক্তির সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে কি তুমি, কি ভীমসেন, কি অর্জ্জুন, কি নকুল, কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চালগণ, কি অন্যান্য সৈনিকগণ, তোমাদের কাহাকেও দেখিয়া আমার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আমি একাকী তোমাদের সকলকেই নিবারণ করিব। হে মহারাজ! সাধুদিগের কীর্ত্তি ধর্ম্মমূলক। আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া কহিতেছি যে, সংবৎসর যেমন ক্রমে ক্রমে সমুদায় ঋতুতে মিলিত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাদের সকলের সহিত মিলিত হইব। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা কিয়ৎক্ষণ সুস্থির হও। আমি বিরথ ও শস্ত্রবিহীন হইয়াও প্রভাত সময়ে সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ তোমাদের সকলকেই সংহার করিব। হে যুধিষ্ঠির! আজি তোমাকে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত নিপাতিত করিয়া বাহ্লীক, ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভূরিশ্রবা, শকুনি, এবং আমার পুত্রগণ, বন্ধু বান্ধবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ঋণ পরিশোধ করিব। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির কুরুরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি ভাগ্যবলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত হইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই তোমার যুদ্ধে বাসনা হইয়াছে। তুমি ভাগ্যবলে বীরপদবী প্রাপ্ত এবং সমরব্যাপার সম্যক্ অবগত হইয়া একাকীই আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার

অভিলাষ করিতেছ। অতএব অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি, তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিতে পারিলে সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যদি আমাকে এক জনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব। আর তুমি আমাকে যে কোন আয়ুধ মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিতে কহিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত করিলাম। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যিনি আমার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পদাচারে আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। ইতিপূর্ব্বে বারংবার অত্যাশ্চর্য্য রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই অদ্ভুত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হউক। লোকে অস্ত্রের পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, আজি তোমার সম্মতিক্রমে যুদ্ধেরও পরিবর্ত্ত উপস্থিত হউক। হে যুধিষ্ঠির! আমি গদাপ্রভাবে তোমাকে, তোমার অনুজদিগকে এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য সৈন্যগণকেও পরাজয় করিব। সমরাঙ্গনে দেবরাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গান্ধারীতনয়! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমার বা আমার পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তির সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং অবহিত হইয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। আজি যদি ইন্দ্রও তোমাকে আশ্রয় প্রদান করেন, তথাপি তুমি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলমধ্যে লীন ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য কোন ক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় ভীষণ লৌহময় গদা স্কন্ধে লইয়া সলিলরাশি বিক্ষোভিত করত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, শূলপাণি রোষোদ্দীপ্ত রুদ্রের ন্যায় হ্রদ হইতে সমুত্থিত হইলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের করস্পর্শ করত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন তখন রাজা দুর্য্যোধন উহা উপহাস বিবেচনা করিয়া নয়নদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন, ললাটে ত্রিশিখা ভ্রুকুটী বন্ধন ও বারংবার দশনচ্ছদ দংশন পূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা অবিলম্বে এই উপহাসের ফল লাভ করিবে। আমি অচিরাৎ তোমাদিগকে পাঞ্চালগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন এই বলিয়া গদাহস্তে সলিলসিক্ত কলেবরে হ্রদের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ঝর জলস্রাবী মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া উদ্ধবাহু নিতান্ত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষভরে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করত মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে পাণ্ডবগণকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমরা একে একে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির সহিত এককালে বহু লোকের যুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অন্যায় হইতেছে। বিশেষতঃ আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সলিলসিক্ত, বর্ম্মহীন ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়াছি এবং আমার বাহন ও সৈন্যসকল বিনষ্ট হইয়াছে; আমি ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিতে পার, এক্ষণে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়াছিল, তখন তোমার এরূপ প্রজ্ঞা কোথায় ছিল? ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নিতান্ত ক্রূর ও নিরপেক্ষ. ইহাতে দয়ার লেশ মাত্রও নাই। নচেৎ তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও বীরপুরুষ হইয়া তৎকালে কিরূপে অভিমন্যুকে বিনাশ করিলে? ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। অনেকে একত্র হইয়া এক জনকে বিনাশ করিলে যদি অধর্ম্ম হয়, তবে কিরূপে তোমার মতানুসারে বীরগণ সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিল। বিপৎকালে সকলেই ধর্ম্মচিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোন দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা গ্রহণ কর। আমি এখনও কহিতেছি যে তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত অভিরুচি হয়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, হয় তাহাকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর, না হয় তাহার হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গসুখ অনুভব কর। হে বীর! এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কি হিতসাধন করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ কর।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে আপনার পুত্র সুবর্ণময় বর্ম্ম ও কনকমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গদা সমুদ্যত করিয়া পাণ্ডবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে সহদেব, ভীমসেন, নকুল, অর্জ্জুন অথবা যুধিষ্ঠির এক জন আসিয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য্য হইব। আমি ক্রমে ক্রমে তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। বোধ হয়, ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে তোমরা কেহই আমার সমকক্ষ হইবে না। স্বমুখে এরূপ উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, আমি অচিরাৎ তোমাদিগের সমক্ষে আপনার বাক্য সফল করিব। এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি গদা গ্রহণ করুন, আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ পাইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বারংবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে মহামতি বাসুদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর। ঐ দুরাত্মা যদি আপনাকে অথবা অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেবকে যুদ্ধার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা হইবে! বোধ হয়, আপনারা কেহই উহার সহিত গদা যুদ্ধে সমর্থ নহেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের নিধন বাসনায় ত্রয়োদশবর্ষ পর্য্যন্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। অতএব এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইবে? আপনি কৃপাপরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত দুর্য্যোধনের সমকক্ষ আর কেহই নহে। তিনিও দুর্য্যোধনের ন্যায় গদাযুদ্ধ অধিক অভ্যাস করেন নাই। অতএব বোধ হয়, পূর্ব্বে শকুনির সহিত আপনার যেরূপ দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীমসেন বলবান্ ও পরাক্রমশালী; কিন্তু দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী। বলবান্ ও কৃতী এই উভয়ের মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের মঙ্গলপথে বিনিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও বিপদ্‌সাগরে নিপাতিত করিলেন। কোন্ ব্যক্তি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া একমাত্র অরাতিকে বহু কষ্টে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার হস্তে প্রাপ্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে? দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অমরগণের মধ্যেও কেহ উহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। ঐ বীর গদাযুদ্ধে অতিশয় দক্ষ; অতএব ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে কি আপনি, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি অর্জ্জুন কেহই উহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। যখন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদের জয়লাভে সংশয় উপস্থিত হয়, তখন আপনি কিরূপে উহাকে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন? এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাণ্ডুতনয়গণের কখনই রাজ্যভোগ হইবে না। বিধাতা উহাদিগকে চিরকাল বনে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মধুসূদনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যদুনন্দন! আর বিষাদ করিও না, আজি আমি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। ধর্ম্মরাজের জয় লাভ স্পষ্টই

প্রতীয়মান হইতেছে, দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা আমার গদা সার্দ্ধেক গুণে গুরুতর, আমি সেই গদা অবলম্বন করিয়া অবিলম্বেই উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, তোমরা দর্শকভাবে অবস্থান কর। ক্ষুদ্র শত্রু দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, অমর প্রভৃতি তিনলোক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমি অনায়াসে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিতে পারি।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীমের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীর! ধর্ম্মরাজ তোমার বাহুবলেই অরাতি বিহীন হইয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় পুত্র এবং কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য রাজা, রাজকুমার ও নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমার প্রভাবেই কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি দুর্য্যোধনকেও নিপাতিত করিয়া বিষ্ণু যেমন দেবরাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী প্রদান কর। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমার হস্তেই বিনষ্ট হইবে, তুমি অচিরাৎ তাহার ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া আত্মপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, কিন্তু ঐ দুরাত্মা অতিশয় বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ। সর্ব্বদা যত্নসহকারে উহার সহিত যুদ্ধ করিও। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর সাত্যকি এবং ধর্ম্মরাজ প্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভীমসেনকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী সৃঞ্জয়গণ পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আমি দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই। ঐ পুরুষাধম কখনই আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি আজি দুর্য্যোধনের প্রতি হৃদয়নিহিত ক্রোধানল নিক্ষেপ করিব। আজি গদার আঘাতে ঐ পাপাত্মার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আপনার হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিয়া ফেলিব। আজি আপনি সুস্থ শরীর হইবেন; আজি আমি আপনার শত্রুহৃত কীর্ত্তিময়ী মালা প্রত্যাহরণ করিব। আজি দুর্য্যোধন প্রাণ, শ্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে আমার হস্তে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ব্বুদ্ধিজনিত দুষ্ক্রিয়া সমুদায় স্মরণ করিবেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর এই বলিয়া বাসব যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত গদা উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আপনার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের আহ্বান সহ্য করিতে না পারিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ ভীমসেনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ শিখর পরিশোভিত কৈলাস পর্ব্বত সদৃশ মহাবীর দুর্য্যোধনকে যূথবিহীন মাতঙ্গের ন্যায় সমরে সমুপস্থিত দেখিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধনও সিংহের ন্যায় নির্ভয় শরীরে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি তোমরা হস্তিনায় আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর। তুমি শকুনির বুদ্ধিপ্রভাবে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়, সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে কষ্ট প্রদান করিয়া যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। হে কুলনাশক নরাধম! তোমার নিমিত্তই আমাদিগের পিতামহ মহাযশা ভীষ্মদেব নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন। তোমার পাপেই তোমার সহোদরগণ, পুত্রগণ ও সমরনিপুণ বহুসংখ্যক ভূপতি, অসংখ্য সৈন্য এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভূত কারণ দুরাত্মা শকুনি ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী শমনসদনে গমন করিয়াছে। এক্ষণে কেবল তুমি একাকী অবশিষ্ট রহিয়াছ। আজি গদা প্রহারে নিশ্চয়ই তোমাকে নিপাতিত করিব। আজি পাণ্ডবগণের ক্লেশ এবং তোমার দর্প ও বিপুল রাজ্যলালসা দূরীভূত হইবে।

কুরুরাজ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! অধিক বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আজিই তোমার যুদ্ধপ্রবৃত্তি উচ্ছিন্ন করিব। আমি হিমালয় শিখরের ন্যায় গদা ধারণ করিয়া সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি। ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে সুররাজ পুরন্দরও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি সলিলবিহীন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় আর বৃথা গর্জ্জন করিও না। যত দূর পরাক্রম থাকে, সংগ্রাম করিয়া প্রকাশ কর।

হে মহারাজ! কুরুরাজ এই কথা কহিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তলশব্দ দ্বারা উন্মত্ত মাতঙ্গকে যেমন আমোদিত করে, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আমোদিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় কুঞ্জরগণ অনবরত বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ বারম্বার হ্রেষারব করিতে আরম্ভ করিল এবং বিজয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডবগণের অস্ত্র সমুদায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ সকলেই উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় তালধ্বজ বলদেব শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার সন্দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া কেশব সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, মহাশয়! শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন। তখন বলদেব কৃষ্ণসমবেত পাণ্ডবগণকে ও গদাধারী রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আজি দ্বিচত্বারিংশ দিবস হইল, আমি তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়াছিলাম। আমি পুষ্য নক্ষত্রে আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রবণায় প্রত্যাগমন করিয়াছি। এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ সংবাদ অবগত হইয়া উহা দর্শন করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন গদাযুদ্ধে সমুদ্যত মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রীত প্রফুল্ল মনে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন, মাদ্রীতনয়দ্বয় ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র তাঁহাকে নমস্কার এবং রাজা দুর্য্যোধন ও ভীমসেন তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে আপনি এই গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবদিগকে যথাক্রমে সৎকার ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও তাঁহাকে পূজা ও অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বলদেব প্রীতিপ্রফুল্ল মনে জনার্দ্দন ও সাত্যকিকে আলিঙ্গন ও তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হৃষ্ট মনে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোহিণীনন্দনকে কহিলেন, হে রাম! আপনি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন। নীলাম্বরধারী ধবলকায় বলদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত মনে সেই ভূপালগণ মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণপরিবৃত নিশাকরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধন ও বৃকোদরের ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষট্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে বলরাম কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডুতনয়দিগের সহায়তা করিব না বলিয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কি নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কি রূপেই বা যুদ্ধ দর্শন করিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ বিরাটভবনে

অবস্থানপূর্ব্বক মধুসূদনকে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে প্রেরণ করিলে মহামতি বাসুদেব প্রাণী সকলের হিতসাধনার্থ সন্ধির উদ্দেশে অম্বিকানন্দনকে বিশেষরূপে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সন্ধিসংস্থাপনে কৃতকার্য্য না হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বিরাটনগরে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডবগণকে কহিলেন, কৌরবগণ কালপ্রভাবে আমার বচন রক্ষা করিল না; অতএব চল, আমরা এই পুষ্যানক্ষত্রে যুদ্ধার্থ যাত্রা করি।

অনন্তর উভয় পক্ষের সৈন্য নির্দ্ধারিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত রোহিণী-তনয় কৃষ্ণকে কৌরবগণের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় বাসুদেব তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না। তখন যদুনন্দন বলদেব রোষপরবশ হইয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে সরস্বতী তীর্থে প্রস্থান করিলেন। বলদেব তীর্থযাত্রা করিলে অরাতিনিপাতন ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধন-সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বাসুদেব সাত্যকির সহিত পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পুষ্যানক্ষত্রযোগে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

এ দিকে বলদেব গমনকালে পথিমধ্যে ভৃত্যবর্গকে কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে অগ্নি, যাজক, সুবর্ণ, রজত, ধেনু, বস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং তীর্থযাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ ও নানাবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া সারস্বত তীর্থাভিমুখে যাত্রা কর। মহাবল বলদেব ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ঋত্বিক্, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, রথ, গজ, অশ্ব, কিঙ্কর এবং গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বিবিধ যানে পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে সারস্বত তীর্থ সমুদায় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পরিচারকগণ দেশে দেশে বৃদ্ধ, শিশু ও পরিশ্রান্ত অর্থিগণকে প্রদান করিবার উদ্দেশে বিবিধ দানোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিতে লাগিল। যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ যে ভোজ্য বস্তু প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা হইল। মহাবল বলরামের আদেশানুসারে ভৃত্যগণ স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পানীয় আহরণ করিতে লাগিল। সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণকে মহার্হ বস্ত্র, পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ প্রদান করা হইল। গমনাভিলাষীর নিমিত্ত যান, তৃষ্ণার্ত্তের নিমিত্ত পানীয়, বুভুক্ষিতের নিমিত্ত সুস্বাদু অন্ন এবং রাশি রাশি বস্ত্র ও আভরণ সমুদায় প্রস্তুত রহিল। বিপ্র বা ক্ষত্রিয় মধ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও কুত্রাপি গমনে বা অবস্থানে কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। এইরূপে সেই তীর্থ-গমন পথ সকলেরই পক্ষে স্বর্গ সদৃশ সুখাবহ হইয়া উঠিল। উহা বিপণী, আপণ, পণ্য দ্রব্য এবং বিবিধ লতা, বৃক্ষ ও নানাবিধ রত্নে ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সংযমী মহাত্মা বলদেব মহা আহ্লাদে সেই পুণ্য তীর্থ সমুদায়ে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণা, কাঞ্চনময় শৃঙ্গশোভিত মহার্হ বস্ত্র সমাযুক্ত সহস্র সহস্র পয়স্বিনী গাভী, নানা দেশজাত অশ্ব, মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, যান, দাস এবং লৌহ ও তাম্রময় ভাণ্ড সকল দান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অপ্রতিম প্রভাব রোহিণী-নন্দন এইরূপে সারস্বত তীর্থ সমুদায়ে ভূরি ভূরি অর্থ দান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সারস্বত তীর্থ সমুদায়ের গুণ, উৎপত্তি, কর্ম্ম ও ফল সমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি বহুতর তীর্থ এবং তৎসমুদায়ের উৎপত্তি ও গুণ শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ তারাপতি চন্দ্র যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যে তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক শাপ হইতে মুক্তি লাভ ও পুনর্ব্বার স্বীয় তেজ অধিকার করিয়া সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, যদুপ্রবীর বলদেব সুহৃৎ ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থ চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম প্রভাস হইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ শশাঙ্ক কিরূপে যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা প্রভাস তীর্থে অবগাহন করিয়া শাপবিমুক্ত হইলেন, আপনি সবিস্তরে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে দান করেন। উঁহারা নক্ষত্র; উঁহাদের দ্বারা লোকে কাল নিরূপণ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না বিশাললোচনা কন্যার মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন। ভগবান্ চন্দ্র তাঁহারই প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাঁহারই সহিত সুখসম্ভোগ করিতেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য দক্ষতনয়ারা নিতান্ত কুপিত হইয়া অবিলম্বে দক্ষসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমাদিগের প্রতি চন্দ্রের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তিনি নিরন্তর রোহিণীর সহিত সুখসম্ভোগে কালযাপন করিয়া থাকেন, অতএব আমরা আপনার সমক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক মিতাহারিণী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপে প্রীতি প্রদর্শন কর নতুবা তোমার ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে। পরে তিনি কন্যাগণের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, তোমরা এক্ষণে চন্দ্র-সন্নিধানে গমন কর, তিনি আমার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তোমাদি-দিগের প্রতি তুল্যরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন।

তখন দক্ষকন্যারা পিতার অনুমতি ক্রমে পুনরায় চন্দ্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু চন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া প্রীত মনে রোহিণীর সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যাগণ পুনরায় দক্ষসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! চন্দ্র আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। আমাদিগের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র প্রীতি নাই। অতএব এক্ষণে আমরা আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া আপনারই সন্নিধানে কালযাপন করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে চন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তোমাকে শাপ প্রদান করিব। হে মহারাজ! প্রজাপতি দক্ষ ঐ কথা কহিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কালহরণ করিতে লাগিলেন।

তখন দক্ষকন্যারা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্টা হইয়া পুনরায় পিতৃসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদ বন্দন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! চন্দ্র আমাদিগের সহবাসে এককালে বিমুখ হইয়াছেন। আমাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই। আপনি বারংবার তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি আপনার বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া রোহিণীর সহিত কালহরণ করিতেছেন। অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র আমাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহারও উপায় করিয়া দিউন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। যক্ষ্ম দক্ষকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ভগবান্ চন্দ্র সেই যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তিনি উহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমে রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। হে মহারাজ! চন্দ্র এইরূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইলে ওষধি সকল নিস্তেজ, আস্বাদশূন্য ও উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তন্নিবন্ধন লোক সকল নিতান্ত কৃশ ও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

তখন দেবগণ চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, হে শশলাঞ্ছন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্ষীণ ও শোভাহীন হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। আমরা অবশ্যই উহার প্রতিবিধান করিব। তখন ভগবান্ শশাঙ্ক যে নিমিত্ত শাপগ্রস্ত ও যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত সুরগণের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। সুরগণ শশাঙ্কের মুখে তাঁহার ক্ষয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রকে শাপ হইতে মুক্ত করুন। শশধর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন; উঁহার কলেবর এক্ষণে অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। উনি ক্ষীণ হওয়াতে ওষধি, লতা ও বিবিধ বীজ বিনষ্ট হইতেছে। তন্নিবন্ধন আমাদিগেরও ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিনষ্ট হইলে এই জগৎ নিতান্ত ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। কিন্তু আমি এক্ষণে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা চন্দ্রের শাপ শান্তি হইতে পারিবে। নিশাকর সারস্বত তীর্থে অবগাহন করিলে পত্নীগণের প্রতি প্রতিনিয়ত তুল্যরূপ স্নেহ প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে উনি পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইবেন, সন্দেহ নাই। হে দেবগণ! আমার

বাক্যানুসারে মাসমধ্যে পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের নিত্য নিত্য ক্ষয় ও পঞ্চদশ দিন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হইবে। উনি এক্ষণে পশ্চিম সমুদ্রে গমন পূর্ব্বক সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পুনরায় বৰ্দ্ধিত হইবেন।

হে মহারাজ! তখন ভগবান্ চন্দ্র মহর্ষি দক্ষের নিদেশানুসারে অমাবস্যায় সরস্বতীতে গমন করিয়া প্রভাসাখ্য তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় লোক উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ প্রভাসে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রকে লইয়া দক্ষের নিকট আগমন করিলেন। মহর্ষি দক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় দিয়া প্রীত মনে চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি স্বীয় পত্নীগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না, এক্ষণে দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে গমন করিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তখন নিশানাথ দক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার আলয়ে আগমন করিলেন। প্রজারাও হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ কালযাপন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ভগবান্ শশাঙ্ক যেরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস তীর্থ যেরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ তীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবৰ্দ্ধিত হন। উহা চন্দ্রকে প্রভাসিত করে বলিয়া লোকমধ্যে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল বলদেব চমসোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রভূত দান, বিধিপূর্ব্বক স্নান ও এক রজনী যাপন করিয়া সত্বর উদপান তীর্থে গমন করিলেন। হে মহারাজ! সরস্বতী ঐ স্থানে অন্তঃসলিলা হইলেও সিদ্ধগণ মহান্ শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা অবলোকন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে বিদিত হইয়া থাকেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! হলায়ুধ বলদেব মহাযশা মহর্ষি ত্রিতের উদপান তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নান, বিবিধ ধন দান ও দ্বিজগণের পূজা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপা ত্রিত ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। তিনি ঐ কূপে অবস্থান পূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে ঐ কূপে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আবাসে প্রস্থান করিলে মুনিবর ত্রিত তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! উদপান তীর্থ কি রূপে উৎপন্ন হইল? মহাতপা ত্রিত কি নিমিত্ত কূপমধ্যে পতিত হইয়া ছিলেন? কি নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে কূপমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন? আর কিরূপেই বা মহর্ষি ত্রিত যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন? যদি এই সমস্ত কথা শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব যুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহাতপা একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের তিন জনকেই প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইত। তাঁহারা কেহই প্রজাবিহীন ছিলেন না। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও তপোবলে ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ গৌতম পুত্রগণের তপস্যা, নিয়ম ও দম গুণে পরম প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল স্বপুত্রদিগের সৎকার্য্যজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহার যজমানগণ তাঁহার পুত্রগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। গৌতমের পুত্রত্রয়ের মধ্যে মহাত্মা ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহাভাগ মহর্ষিগণ ত্রিতের গুণগ্রাম দর্শনে মহাত্মা গৌতমের ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন।

এক দিন একত ও দ্বিত উভয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধন লাভের নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া পরামর্শ করিলেন, আমরা ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানদিগের নিকট বিবিধ পশু প্রতিগ্রহ করিয়া মহাফলসাধন যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পরমানন্দে সোমরস পান করিব। তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিধানানুসারে তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাধানপূর্ব্বক অসংখ্য পশু প্রতিগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলেন। ত্রিত আনন্দিত চিত্তে সকলের অগ্রসর হইলেন এবং একত ও দ্বিত পশুগণকে সঞ্চালন করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন একত ও দ্বিত সেই প্রভূত পশু দর্শনে লোভপরবশ হইয়া কিরূপে এই সমস্ত গাভী আমরা উভয়ে প্রাপ্ত হইব, ইহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সেই পাপপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর যুক্তি স্থির করিয়া কহিলেন, দেখ, ত্রিত যজ্ঞকুশল ও বেদপারগ; সে আমাদের অপেক্ষা অনেক গাভী লাভ করিতে পারিবে; অতএব চল, আমরা গো সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রস্থান করি। ত্রিত যথেচ্ছা গমন করুক।

হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা তিন জন গমন করিতেছেন, এমন সময় একটা বৃক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইল। গৌতমতনয়গণ যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উহার অনতিদূরে সরস্বতীর তটে একটা বৃহৎ কূপ ছিল। মহাত্মা ত্রিত পথিমধ্যে বৃক দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করত সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর ঘোরতর কূপে নিপতিত হইলেন। তিনি সেই কূপমধ্যে আর্ত্তনাদ করিলে উহা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ত্রিতকে কূপে নিপতিত জানিতে পারিয়াও বৃকভয় ও পশুলোভে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাতপস্বী ত্রিত এইরূপে ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে নরকে নিপতিত দুষ্কৃতীর ন্যায় সেই তৃণলতা পরিবেষ্টিত ধূলিসমাচ্ছন্ন নির্জ্জল কূপে নিপতিত অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এই কূপে থাকিয়া কি রূপে সোমরস পান করিব। মহাত্মা ত্রিত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, এক লতা সেই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। তখন তিনি ক্ষণকাল ধ্যান করত সেই ধূলিসমাবৃত কূপ খনন পূর্ব্বক জল উত্তোলন ও বহ্নিস্থাপন করিলেন এবং আপনাকে হোতা, সেই লম্বমান লতাকে সোমলতা, প্রস্তরখণ্ডকে শর্করা এবং জলকে আজ্য কল্পনা করিয়া ঋক্, যজু ও সামবেদ চিন্তা করত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি দেবগণের নিমিত্ত সোমরসের ভাগ কল্পনা করিয়া তুমুল শব্দে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহামুনি ত্রিতের সেই শব্দ স্বর্গমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাতে দেবগণের মনেও ভয়সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা উহার কিছুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণে সমস্ত দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! মহাতপস্বী ত্রিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অন্যান্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব আমাদিগকে তথায় গমন করিতে হইবে। দেবগণ বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণে পরস্পর সমবেত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিতের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই কূপমধ্যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আমরা যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছি। তখন মহর্ষি ত্রিত দেবগণকে, এই দেখুন, আমি অতি ভীষণ কূপে নিপতিত হইয়াছি, এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপূত ভাগ প্রদান করিলেন। দেবগণও প্রীত মনে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া ত্রিতকে অভিলাষানুরূপ বর প্রদানে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা ত্রিত কহিলেন, হে দেবগণ! আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন; আর যিনি এই কূপোদক স্পর্শ করিবেন, তিনি যেন আপনাদের বরে সোমরসপায়ীর সদ্গতি লাভে সমর্থ হন। দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। দেবগণ বর প্রদান করিবামাত্র কূপমধ্যে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল। মহর্ষি ত্রিত ঐ নদীপ্রভাবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেবগণকে অভিবাদন করিলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি ত্রিতও মহা আহ্লাদে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, তোমরা পশুলোভে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে; অতএব আমার শাপপ্রভাবে দংষ্ট্রায়ুধ ভীষণ বৃকরূপ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ কর। তোমাদিগের সন্তান সন্ততিও গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানর হইবে। মহর্ষি ত্রিত এই

বলিবামাত্র তাঁহার সত্যবাদিতা প্রভাবে সেই তাপসদ্বয় তৎক্ষণাৎ ধ্রুবরূপী হইলেন।

হে মহারাজ! অমিতপরাক্রম বলরাম সেই পুণ্য তীর্থে কূপ দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সলিল স্পর্শ ও বারংবার প্রশংসা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা বলদেব বিনশন তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় সরস্বতী, শূদ্র ও আভীরদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিনিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে বিনশন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সুভূমিক তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণ সতত অবস্থান ও প্রসন্ন বদন অপ্সরোগণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ প্রতিমাসে সে স্থানে উপস্থিত হন। দেবতা ও পিতৃগণ তথায় সমবেত ও পবিত্র দিব্য কুসুম সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থ অপ্সরাদিগের আক্রীড়ভূমি বলিয়া সুভূমিক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান, বিবিধ গীত বাদ্য শ্রবণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের ছায়া দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্বতীর্থে গমন করিলেন। তথায় বিশ্বাবসু প্রভৃতি তপঃপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণ মনোহর নৃত্য গীত করিয়া থাকেন। মহাত্মা রোহিণীনন্দন তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ, ছাগ, মেষ, গো, খর, উষ্ট্র, সুবর্ণ ও রৌপ্য প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি গর্গস্রোত তীর্থে গমন করিলেন। তথায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ বৃদ্ধ গর্গ জ্ঞান ও কালের গতি, জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের ব্যতিক্রম এবং শুভ ও দারুণ নিমিত্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নামানুসারেই উহার নাম গর্গস্রোত হইয়াছে, ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ কালজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ তীর্থে প্রতিনিয়ত মহর্ষিগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্বেত চন্দনচর্চ্চিত কলেবর বলদেব তথায় মুনিগণকে ধনদান ও বিপ্রদিগকে নানাবিধ ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি সরস্বতী-তীরে মহর্ষিগণ-নিষেবিত মহাশঙ্খ নামে এক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষ শ্বেতপর্ব্বত সন্নিভ ও সুমেরুর ন্যায় সমুন্নত; বিদ্যাধর, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ অন্য প্রকার আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহার ফল ভক্ষণ ও ঐ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। মহাত্মা বলদেব সেই শঙ্খতীর্থে গাভী, বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র এবং তাম্র ও লৌহময় ভাণ্ড সকল প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা ও তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া পবিত্র দ্বৈতবনে উপনীত হইলেন। তিনি ঐ তীর্থে নানা বেশধারী মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিয়া উহার সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা ও প্রচুর ভোগ্য দ্রব্য দান করিয়া সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া নাগধন্বা নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে পন্নগরাজ বাসুকির বাসস্থান আছে। উহা অসংখ্য সর্পে সমাকীর্ণ, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র সর্প ভয় নাই। ঐ তীর্থে চতুর্দ্দশ সহস্র মহর্ষি নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া নাগরাজ বাসুকিকে বিধানানুসারে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিকে গমন করিলেন। তথায় শত সহস্রসংখ্যক সুবিখ্যাত তীর্থে স্নান, ঋষিগণের আদেশানুসারে উপবাস, সংযম ও প্রভূত ধনদান করিলেন এবং তীর্থবাসী মুনিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ স্থান হইতে বাতাহত বৃষ্টির ন্যায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। মহাত্মা বলদেব সরস্বতীকে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সরস্বতী নদী কি নিমিত্ত তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছেন এবং কি কারণেই বা বলদেব তথায় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে তত্রত্য অসংখ্য মহর্ষি সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তীর্থ দর্শনার্থ সরস্বতীর দক্ষিণ কূলে আগমন করিলেন। ঋষিগণের সংখ্যাবাহুল্য প্রযুক্ত সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত তীর্থ সকল নগর সদৃশ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ তীর্থবাসাভিলাষে সমন্ত পঞ্চকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আশ্রয় করিলেন। তাঁহাদিগের আহুতি দান ও বেদাধ্যয়ন শব্দে দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হুতাশন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হওয়াতে সরস্বতীর অতি চমৎকার শোভা হইল। বালখিল্য, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, প্রসংখ্যান এবং বায়ু ভক্ষণ, জলাহার, পর্ণভোজন ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি বিবিধ নিয়মধারী অন্যান্য তাপসগণ, দেবগণ যেমন মন্দাকিনীর শোভা সম্পাদন করেন, তদ্রূপ সরস্বতীর শোভা সম্পাদন করিলেন। তৎপরে যজ্ঞনিরত ব্রতধারী অন্যান্য অসংখ্য ঋষি তথায় সমুপস্থিত হইলেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র স্থান পাইলেন না। তখন তাঁহারা তীর্থের শেষ সীমা হইতে যজ্ঞোপবীত প্রমাণ ভূমি লইয়া তীর্থ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক হোমাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে এই অল্প প্রমাণ স্থানে আমাদের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। হে মহারাজ! ঐ সময় সরস্বতী মুনিগণকে চিন্তাকুলিত চিত্ত দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্য সাধনার্থ তথায় গমন ও দর্শন প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরস্বতী ঋষিগণের আগমন চরিতার্থ করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইলেন। সরস্বতীর আগমনে ঐ স্থানে অসংখ্য জলস্থান হইল। তৎকালে মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের হিতার্থ ঐরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করাতে সেই জলস্থান সকল নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

হে মহারাজ! সেই স্থানে বহুতর জলস্থান এবং সরস্বতীর পূর্ব্বাভিমুখে গমন অবলোকন করিয়া বলরামের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই তীর্থে যথাবিধি অবগাহনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও সুবর্ণাদি বিবিধ ধন দান করিয়া তথা হইতে সপ্তসারস্বত তীর্থে যাত্রা করিলেন। ঐ তীর্থ বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য, অশ্বত্থ, বট, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, কক্ষবক, বিল্ব, আম্রাতক ও কষণ্ড প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে এবং কদলী, পারিজাত ও মাধবী লতাবনে সুশোভিত আছে। জলপায়ী, বায়ুভক্ষক, ফলাহারী, পর্ণাশী, দন্তোলূখল ও অশ্মকুট্ট প্রভৃতি বহুতর মুনিগণ নিরন্তর উহাতে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে। উহা হিংসাধর্ম্ম শূন্য অসংখ্য লোকের আবাস ভূমি। মঙ্কণক নামে একজন সিদ্ধ ঐ বহু মৃগ সমাকীর্ণ তীর্থে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সপ্তসারস্বত তীর্থ কিরূপে উৎপন্ন হইল? মঙ্কণক মুনি কে? কিরূপে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন? তাঁহার কিরূপ নিয়ম ছিল এবং তিনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ ও কি কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? আমি তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সরস্বতীর সপ্ত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বিগণ সরস্বতীকে যে যে স্থানে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানে আবির্ভূত হন; তন্নিবন্ধন তাঁহার সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা নামে সাত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে। পুষ্কর তীর্থে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইলে সেই বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে দ্বিজগণ পবিত্র বেদপাঠে নিযুক্ত ও দেবগণ নানা কার্য্যে ব্যগ্র হইলেন। ঐ যজ্ঞের ধর্ম্মার্থকুশল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণের নিকট বিবিধ দ্রব্যজাত উপস্থিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমধুর বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও সেই সর্ব্বকামসম্পন্ন যজ্ঞ দেখিয়া পরিতুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে মহারাজ!

পিতামহ এইরূপে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও পরম পরিতুষ্ট হইলে মহর্ষিগণ কহিলেন যে, এই যজ্ঞে সরিদ্বরা সরস্বতীর আবির্ভাব নাই, অতএব ইহা মহাগুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী যজ্ঞদীক্ষিত পিতামহ কর্ত্তৃক পুষ্কর তীর্থে আহূত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীকে দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে পিতামহকে ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন; হে মহারাজ! এইরূপে সরিদ্বরা সরস্বতী পিতামহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুনিগণের সন্তোষার্থ পুষ্কর তীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিনি সুপ্রভা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নৈমিষারণ্যে অনেক স্বাধ্যায়নিরত তপস্বীর বাস ছিল। তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া দেববিষয়ক নানাবিধ বিচিত্র কথার আন্দোলন করিতেন। সেই মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীর স্মরণ করাতে তিনি তাঁহাদের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করেন। ঐ স্থানে সরস্বতীর নাম কাঞ্চনাক্ষী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। গয় নামে ভূপতি গয় তীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরস্বতীকে আহ্বান করাতে তিনি তথায় আগমন করেন। গয়ের যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত মুনিগণ সরস্বতীকে তথায় সমাগত দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিত করিয়াছেন। মহর্ষি উদ্দালকি কোশলার উত্তর ভাগে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বহুসংখ্যক মহর্ষি আগমন করেন। উদ্দালকি যজ্ঞকালে সরস্বতীকে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহার অভিলাষ সার্থক করিবার উদ্দেশে হিমালয়ের পার্শ্ব হইতে তথায় সমাগত হন। বল্কলাজিনধারী ঋষিগণ তাঁহাকে ঐ স্থানে মনোরমা নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ নদী সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া সেই পবিত্র স্থানে আগমন পূর্ব্বক ওঘবতী নাম ধারণ করিয়াছেন। উনি যজ্ঞনিরত দক্ষ কর্ত্তৃক গঙ্গাদ্বারে সমানীত হইয়া সুরেণু নামে এবং হিমালয়ে বিরিঞ্চির কার্য্য সাধনার্থ সমাগত হইয়া বিমলোদা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে মহারাজ! যে স্থানে ঐ সাতনদী একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্তসারস্বত তীর্থ। আমি সেই সরস্বতীর সাত শাখার নাম ও পবিত্র সপ্ত সারস্বত তীর্থের স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম।

হে মহারাজ! এক্ষণে কৌমার ব্রহ্মচারী মহর্ষি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদা ঐ মহর্ষি সরস্বতী জলে অবগাহন করিয়া তথায় এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীকে অবলোকন করিলেন। তৎকালে ঐ নারী দিগম্বরী হইয়া সরস্বতীর নির্ম্মল সলিলে স্নান করিতেছিল। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র সেই সরস্বতীজলে মহর্ষির রেতঃস্খলিত হইল। তখন তিনি এক কুম্ভমধ্যে সেই রেত অবস্থাপন করিলেন। মঙ্কণকের রেত কলসমধ্যে অবস্থাপিত হইবামাত্র সপ্তধা বিভক্ত হইল। বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র নামক সাতজন মহর্ষি সেই রেতঃপ্রভাবে ঐ কলসে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সাতজন মহর্ষি হইতেই বায়ুসকল উৎপন্ন হইয়াছেন

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি মহর্ষি মঙ্কণকের আরও একটি ত্রিলোক বিশ্রুত অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করুন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদা কুশাগ্র দ্বারা ঐ মহর্ষির হস্ত ক্ষত হইয়াছিল। মহর্ষি সেই ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যপ্রভাবে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তু বিমোহিত ও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তপোধনগণ সমভিব্যাহারে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি মঙ্কণক যাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

ভগবান্ রুদ্র দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যসাধনার্থ ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি মঙ্কণকের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন! তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ? তোমার এরূপ হর্ষের কারণ কি? মহর্ষি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই দেখুন, আমার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতেছে। আমি এই নিমিত্তই প্রফুল্ল মনে নৃত্য করিতেছি। তখন মহাদেব হাস্য করিয়া সেই একান্ত পুলকিত তপোধনকে কহিলেন, হে বিপ্র! ঐ রূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে আমি কদাচ বিস্মিত হই না; বরং তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর।

ভগবান্ শূলপাণি এই বলিয়া নখাগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র উহা হইতে তুষারধবল ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। মহর্ষি মঙ্কণক তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি রুদ্র অপেক্ষা অন্য কোন দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি না। আপনিই এই চরাচর বিশ্বের একমাত্র গতি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন; আপনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত বস্তু আপনাতেই প্রবেশ করিবে। হে ভগবন্! আমার কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আপনাকে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায় আপনাতে নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি বরদাতা; ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করেন। আপনি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা! তাঁহারা আপনারই আদেশে কার্য্যানুষ্ঠান এবং আপনারই অনুগ্রহে অকুতোভয়ে আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিয়া থাকেন। মহর্ষি মঙ্কণক এই রূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে দেব! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত দেখিয়া যে গর্ব্ব ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই দোষে যেন আমার তপঃক্ষয় না হয়।

হে মহারাজ! তখন রুদ্রদেব ঋষির বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে, আমি এক্ষণে তোমার সহিত নিরন্তর এই আশ্রমে অবস্থান করিব। যে মনুষ্য এই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহার উভয় লোকে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকিবে না এবং সে সারস্বত লোক লাভে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! পবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন মহর্ষি মঙ্কণকের চরিত্র আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ। মহাত্মা বলদেব সেই সপ্ত সারস্বত তীর্থে মহর্ষি মঙ্কণকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্রমবাসীদিগকে পূজা ও ব্রাহ্মণকে ধন দান করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাতকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তপোধনদত্ত পূজা গ্রহণ ও সলিল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগের আদেশানুসারে তীর্থ পর্য্যটনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর তিনি ঔশনস তীর্থে আগমন করিলেন। ঐ তীর্থ কপালমোচন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দাশরথি রাম এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে সেই ছিন্ন মস্তক মহর্ষি মহোদরের জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল। মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে আগমন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হন। ঐ তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্র তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই দানবগণের সংগ্রাম বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার সমগ্র নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহাবল বলদেব সেই ঔশনস তীর্থে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক ধন দান করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত উহার নাম কপালমোচন হইল, কিরূপে মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে জঙ্ঘালগ্ন ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন আর কি নিমিত্তই বা ছিন্ন মস্তক তাঁহার জঙ্ঘায় লগ্ন হইয়াছিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে রঘুবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র রাক্ষসবিনাশবাসনায় দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তিনি একদা জনস্থানে খরধার ক্ষুর দ্বারা এক দুরাত্মা নিশাচরের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে ঐ মস্তক সহসা মহোদর নামক বনচারী ব্রাহ্মণের উরুদেশে নিপতিত হইয়া অস্থিভেদ পূর্ব্বক সংলগ্ন হইল। মস্তক উরুদেশে লগ্ন হওয়াতে বিজবর মহোদরের দেবালয় বা তীর্থ পর্য্যটনে আর তাদৃশ ক্ষমতা রহিল না। তাঁহার উরুদেশ হইতে অবিরত পূয় নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিতান্ত বেদনার্ত্ত হইয়াও পাদচারে পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঋষিদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ঐ মহাতপস্বী প্রায় সকল তীর্থেই অবগাহন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুত্রাপি মুক্তি লাভে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি মুনিগণের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, সরস্বতীতে ঔশনস নামে এক অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে সমস্ত পাপের শান্তি এবং সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! দ্বিজবর মহোদর তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে ঔশনস তীর্থে গমন

করিয়া অবগাহন করিবামাত্র সেই হস্তালগ্ন মস্তক স্খলিত হইয়া সলিলমধ্যে নিপতিত ও অদৃশ্য হইল। তখন মহাত্মা মহোদর নিষ্পাপ, কৃতার্থ ও পরম সুখী হইয়া প্রীত মনে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় তিনি ঋষিদিগের নিকট সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া সেই উশনস তীর্থের কপালমোচন নাম প্রদান করিলেন। তৎপরে মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই কপালমোচন তীর্থে গমন পূর্ব্বক তাহার জল পান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবীর বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও বিবিধ ধন দান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত রুষঙ্গু তপোধনের সুসমৃদ্ধ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ আশ্রমে আর্ষ্টিষেণ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রম মুনি ও ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি। একদা তপোনুষ্ঠাননিরত বৃদ্ধ দ্বিজবর রুষঙ্গু কলেবর পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া তনয়গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা আমাকে প্রভূত সলিলসম্পন্ন তীর্থে লইয়া চল। তপোধন-পুত্রেরা ঐ পিতার বাক্য শ্রবণে তাহাকে তীর্থশত সমবেত ব্রাহ্মণসেবিত সরস্বতী তীরে উপনীত করিলে মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাহার গুণরাশি চিন্তা করিয়া প্রীত মনে পুত্রগণকে কহিলেন, হে তনয়গণ! যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তর ভাগে অগাধ জলে জপকার্য্যে নিরত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও আচমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক যে স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকালোক পর্ব্বত নির্ম্মাণ, উগ্রতপা মহাযশা আর্ষ্টিষেণ সিদ্ধি লাভ এবং সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ কিরূপে কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কি রূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সত্যযুগে আর্ষ্টিষেণ নামে এক ব্রাহ্মণ গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়নে অনুরক্ত থাকিয়াও বিদ্যা ও বেদে পারদর্শী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই সরস্বতীতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপোবলে অচিরাৎ বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া সেই তীর্থে এই তিন বর প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি যে পুরুষ এই তীর্থে অবগাহন করিবেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে; আজি হইতে এই তীর্থে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিবে না এবং আজি অবধি এই স্থানে লোকে অল্প কালমধ্যে সমধিক ফল লাভে অধিকারী হইবে। তেজঃপুঞ্জকলেবর আর্ষ্টিষেণ ইহা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ তথায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ঐ তীর্থে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ইহারা তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গাধি নামে এক ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ভুবনবিখ্যাত মহাযোগী নরপতি ছিলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ গাধি [illegible] তাঁহা বাসনায় স্বীয় পুত্রের প্রতি সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিতে [illegible] হইলে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আপনি পরলোকযাত্রা করিবেন না। ইহলোকে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। রাজর্ষি প্রজাগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পুত্র সমুদায় পৃথিবী রক্ষা করিবে। মহাত্মা গাধি এই বলিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিশ্বামিত্র পিতার পরলোক গমনানন্তর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; কিন্তু বহু যত্ন সহকারেও সুচারুরূপে পৃথিবী রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি রাক্ষসভয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বহু দূর অতিক্রম পূর্ব্বক মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাহার সৈন্যগণ বিবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাতে সেই মহাবন ভগ্ন হইতে লাগিল। ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে স্বীয় হোমধেনুকে অসংখ্য ঘোর দর্শন শবরের সৃষ্টি করিতে কহিলেন। ধেনু বশিষ্ঠের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ভীষণাকার শবর সমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন। শবরগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে তপস্যাই পরম ধন বিবেচনা করিয়া তপোনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সরস্বতীর তীরে সমাহিত হইয়া উপবাস, জলপান, পর্ণাহার, বায়ুভক্ষণ ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়ম সমুদায় দ্বারা কলেবর ক্ষীণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইল না। গাধিনন্দন বহু যত্নে কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন। ভগবান্ কমলযোনি গাধিনন্দনের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্ত বলিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে অপ্রতিহত দৈবশক্তি প্রভাবে সরস্বতীর সেই তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে দ্বিজগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে অসংখ্য দুগ্ধবতী ধেনু, যান, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বকের আশ্রমে গমন করিলেন। মহাত্মা দল্ভতনয় ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল বলদেব বেদধ্বনি-নিনাদিত মহর্ষি বকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বক একদা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনার দেহ ক্ষীণ করিয়া হুতাশনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠানকালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞাবসানে মুনিগণ পাঞ্চাল রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্ট পুষ্ট বলবান্ একবিংশতি গোবৎস দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বক তাঁহাদিগের পশুর অভাব দেখিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! তোমরা আমার এই সমস্ত পশু গ্রহণ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লও। আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিব। মহর্ষি বক এই বলিয়া মুনিগণকে পশু প্রদান পূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিয়া পশু প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষির প্রার্থনা শ্রবণে একান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং কতকগুলি গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি ত্বরায় এই সমস্ত পশু লইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণে চিন্তা করিলেন, হায়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে আমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে বিচিত্রবীর্য্যতনয়ের বিনাশ সাধনার্থ সমুদ্যত হইলেন। এই সরস্বতী তীর্থে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত ও সেই সমস্ত মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য হোম করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহর্ষি বক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন মহারাজ অম্বিকানন্দন স্বীয় রাজ্য পরশুচ্ছিন্ন নিবিড় কাননের ন্যায় ক্ষীণ হইতে দেখিয়া একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ঐ দুর্নিমিত্ত শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার রাজ্য প্রতিনিয়তই ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। পরিশেষে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সভাসদগণকে আহ্বান পূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি

বককে মৃত পশু প্রদান পূর্ব্বক প্রতারণা করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার রাজ্যক্ষয়ের নিমিত্ত সেই মৃত পশুর মাংস-দ্বারা হোম করিতেছেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবেই আপনার এইরূপ রাজ্যক্ষয় হইতেছে; অতএব আপনি সত্বর সরস্বতী তীর্থে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভাসদগণের বাক্যানুসারে সরস্বতী তীর্থে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি বকের চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি অতিশয় দীন, লুব্ধ ও মোহান্ধ; অতএব আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এক্ষণে আপনিই আমার গতি। তখন মহর্ষি বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোকাকুলিত চিত্তে সেইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া একান্ত দয়াপরবশ হইলেন এবং ক্রোধসম্বরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের উৎপাত শান্তির নিমিত্ত পুনরায় হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের বিঘ্ন শান্তি করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ পশু গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্ন মনে স্বনগরে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ তীর্থে উদার বুদ্ধিসম্পন্ন সুরগুরু বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের মঙ্গল সম্পাদনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মাংস দ্বারা হোম করিয়াছেন। অসুরগণ সেই যজ্ঞের প্রভাবে সংগ্রামে দেবগণের নিকট পরাজিত ও বিনষ্ট হইয়াছে। মহাবল বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন ও প্রভূত ধান্য প্রদান পূর্ব্বক যাযাত তীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে সরিদ্বরা সরস্বতী নহুষতনয় রাজা যযাতির যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিলাষানুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে ঘৃত ও দুগ্ধের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা যযাতি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হৃষ্ট মনে ঊর্দ্ধে গমন ও সদ্গতিলাভ করিয়াছিলেন। উদার প্রকৃতি যযাতিরাজ আর একবার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঐ স্থানে যজ্ঞ আহরণ করেন। স্রোতস্বতী সরস্বতী সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে যে দ্রব্যের অভিলাষ হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই প্রদান করিয়াছিলেন। আহূত ব্যক্তিগণ যিনি যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই সরস্বতীর কৃপায় ষড়্‌রস সম্পন্ন সুস্বাদু পান, ভোজন ও বিবিধ ধন প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমুদায় রাজারই দান অনুমান করিয়া প্রীত মনে তাঁহাকে স্তব ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মনুষ্যগণ যযাতির সেই যজ্ঞ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দাননিরত মহাবীর বলদেব তথা হইতে তীব্রবেগসম্পন্ন বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! কি নিমিত্ত বশিষ্ঠাপবাহের প্রবাহ অতি ভীষণ হইয়াছিল? কি কারণে মহানদী সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রবাহিত করিলেন? আর কি নিমিত্তই বা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠদেবের বৈরভাব ঘটিয়াছিল? তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই উভয়ের তপঃস্পর্দ্ধাবশতঃই সাতিশয় বৈরভাব উপস্থিত হয়। স্থাণু তীর্থের পূর্ব্বস্থান মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ছিল। ঐ তীর্থের পশ্চিমকূলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবস্থান করিতেন। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরস্বতীকে পূজা করিয়া ঐ তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহার নাম স্থাণুতীর্থ। দেবগণ ঐ তীর্থে কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি পদে অভিষেক করেন। ঐ তীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় উগ্র তপঃপ্রবাহে যেরূপ বশিষ্ঠদেবকে আপনার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে নিরন্তর তপঃস্পর্দ্ধা করিতেন। একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাব সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি সরিদ্বরা সরস্বতীকে জপনিরত দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ তপোধনকে আমার সমীপে উপনীত করিতে আদেশ করি। সরস্বতী স্বীয় বেগপ্রভাবে বশিষ্ঠকে এ স্থানে আনয়ন করিলে আমি উঁহাকে বিনাশ করিব। গাধিনন্দন এইরূপ স্থির করিয়া রোষকষায়িতলোচনে সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রোধনস্বভাব ও তেজস্বী বলিয়া অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্মরণে পতি পুত্রবিহীনা কামিনীর ন্যায় একান্ত ও ব্যাকুলিত হইয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিসত্তম! এক্ষণে আমাকে কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন। তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, সরস্বতি! তুমি অবিলম্বে বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন কর। আমি আজি তাঁহাকে বিনাশ করিব। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত ও ব্যথিত হইয়া বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্বর বশিষ্ঠকে আমার নিকটে উপনীত কর। তখন সরিদ্বরা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের পাপচিকীর্ষা ও বশিষ্ঠদেবের অপ্রতিম প্রভাব চিন্তা করিয়া উভয়ের শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট আগমন পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে বিশ্বামিত্রের আদেশ নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ মহানদী সরস্বতীকে একান্ত কৃশ, বিবর্ণ ও চিন্তাম্বিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, সরস্বতি! তুমি আর চিন্তা করিও না, অবিলম্বে আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকট উপনীত কর। নচেৎ গাধিনন্দন তোমাকে শাপ প্রদান করিবেন। তখন সরস্বতী কৃপাপরতন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি, মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রতিনিয়ত আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব উঁহার হিত সাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সরিৎপ্রধানা সরস্বতী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় কূলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জপকার্য্যে নিরত দেখিয়া এই উত্তম অবসর বিবেচনা করিয়া স্বীয় বেগপ্রভাবে কূল বিপাটন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে লইয়া চলিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ সরস্বতীর বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে সরস্বতি! তুমি মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ। তোমার সলিলে চরাচর বিশ্বব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমিই আকাশমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক মেঘমণ্ডলে জল প্রদান করিয়া থাক। সেই জল পুনরায় তোমাতেই আগমন করে। তুমিই পুষ্টি, তুমিই দ্যুতি, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই সিদ্ধি, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই উমা, তুমিই বাণী এবং তুমিই স্বাহা। এই জগৎ তোমারই অধীনে অবস্থান করিতেছে। তুমি সূক্ষ্মা, মধ্যমা বৈখরি ও পশ্যন্তি এই চারি রূপে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ।

হে মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপে স্তব করিলে নদীপ্রধানা সরস্বতী মহাবেগে তাঁহাকে বিশ্বামিত্র সমীপে উপনীত করিয়া গাধিতনয়কে বারংবার বশিষ্ঠের আগমন বার্ত্তা নির্দ্দেশ করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সমানীত সন্দর্শন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন সরস্বতী গাধিপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে বিশ্বামিত্রের বাক্য রক্ষা করা হইয়াছে; অতএব বশিষ্ঠকে লইয়া প্রস্থান করি। মহানদী মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায় পূর্ব্ব কূলে উপনীত করিলেন। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে উপবাহিত ও আপনাকে বঞ্চিত দেখিয়া ক্রোধভরে সরস্বতীকে কহিলেন, সরস্বতি! তুমি আমাকে বঞ্চনা করিলে, অতএব আজি হইতে রাক্ষসগণের আহ্লাদকর শোণিতপ্রবাহ বহন কর। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিতে লাগিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সরস্বতীর তদ্রূপ দশা সন্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এক বৎসর পরে সরস্বতী পুনরায় স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ঐ তীর্থে মহাত্মা বশিষ্ঠ সরস্বতীর প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াতে ভূমণ্ডলে বশিষ্ঠাপবাহ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী রোষাবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক ঐরূপ অভিশপ্ত হইয়া সেই তীর্থে শোণিতধারা প্রবাহিত করিলে রাক্ষসগণ তথায় আগমন পূর্ব্বক পরম সুখে সেই রুধির পান করত পরিতৃপ্ত হইয়া কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে কতকগুলি তাপস তীর্থপর্য্যটনক্রমে সরস্বতীতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতীর অন্যান্য সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিয়া পরিশেষে সেই শোণিতধারাপ্রবাহী তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা সরস্বতীর জল শোণিতপরিপ্লুত ও বহুসংখ্য রাক্ষসগণ কর্তৃক নিরন্তর পীয়মান নিরীক্ষণ করিয়া মহানদীর পরিত্রাণ বাসনায় তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার এই তীর্থ কি নিমিত্ত এইরূপ শোণিতময় হইয়াছে, আমরা তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। সরস্বতী মহর্ষিগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাদের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তাপসগণ সরস্বতীকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমরা তোমার অভিশাপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সকলেই তোমার শাপ শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিব।

হে মহারাজ! তাপসেরা সরস্বতীকে এইরূপ কহিয়া পরস্পর তাঁহার শাপ বিমুক্ত করিবার পরামর্শ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ নিয়ম ও উপবাস দ্বারা অচিরাৎ জগৎপতি পশুপতিকে প্রসন্ন করিয়া পবিত্র নদীর শাপ শান্তি করিয়া দিলেন। তখন রাক্ষসেরা সরস্বতীকে তপোধনগণের তপোবলে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন সলিলসম্পন্ন দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইল এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সমস্ত কৃপাপরায়ণ মুনিগণকে বারংবার কহিতে লাগিল, হে তাপসগণ! আমরা শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমরা স্বেচ্ছানুসারে পাপানুষ্ঠান করি না। আপনাদিগের অপ্রসন্নতা নিবন্ধনই আমাদের পাপ বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি। কামিনীগণ যেমন স্বভাবসিদ্ধ কামপরতন্ত্র হইয়া যোনিদোষকৃত পাপে লিপ্ত হয়, তদ্রূপ আমরা নৈসর্গিক ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিবিধ পাপে জড়িত হই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রমধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ এবং ঋত্বিক্, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে অপমান করে, তাহারাও রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! আপনারা লোকদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব আমাদিগকেও পরিত্রাণ করুন।

হে মহারাজ! তাপসেরা রাক্ষসগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, এ স্থানে যে অন্ন কীটযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, হিক্কা ও কেশদূষিত, অস্পৃশ্য জাতিস্পৃষ্ট, পূতিগন্ধোপহত ও অশ্রুজল মিশ্রিত হইবে, রাক্ষসেরা তাহা অধিকার করিবে; অতএব বিবেচক ব্যক্তিগণ অতি যত্ন সহকারে উক্ত প্রকার অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি ঐরূপ দূষিত অন্ন ভোজন করিবেন, তাঁহার রাক্ষসের আহার করা হইবে। তাপসেরা এইরূপে রাক্ষসগণের আহার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপস্থিত নিশাচরগণকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীকে অনুরোধ করিলেন। তখন সরিৎপ্রধানা সরস্বতী তাপসগণের বাক্যানুসারে আপনার শাখা ব্রহ্মহত্যাপাপনাশিনী অরুণা নদীকে তথায় প্রবাহিত করিলেন। রাক্ষসেরা সেই অরুণায় স্নান ও দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। কিয়ৎকাল পরে দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুররাজ ইন্দ্র কি নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা এই তীর্থে অবগাহন করিয়া সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র দানবরাজ নমুচির সহিত নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক উহা লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। আপনি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মিমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাহার সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আমি সত্যই কহিতেছি, দিবসে বা রজনীতে, তোমাকে বিনাশ করিব না এবং আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু দ্বারা তোমার প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! অনন্তর একদা নীহারজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে দেবরাজ সলিলফেন দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন সেই ছিন্নমস্তক রে পাপাত্মন্! তুই মিত্রকে বিনাশ করিলি, এই বলিয়া দেবরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দেবরাজ সেই ছিন্ন মস্তক হইতে বারংবার এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত মনে পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ত্রিলোকগুরু কমলযোনি তাঁহাকে কহিলেন, হে পুরন্দর! তুমি অরুণাতীর্থে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইবে। মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে অতিশয় পবিত্র করিয়াছেন। উহার ঐ স্থানে আবির্ভাব অতিশয় নিগূঢ় ছিল; কিন্তু সরিদ্বরা সরস্বতী স্বীয় সলিল দ্বারা উহাকে প্লাবিত করেন। হে দেবরাজ! ঐ অরুণাসরস্বতীসঙ্গমতীর্থ অতি পবিত্র! তুমি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিবিধ ধন দান ও স্নান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অরুণা তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বিধানানুসারে স্নান করিয়া সেই দানববিনাশনিবন্ধন ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় দেবলোকে গমন করিলেন। তৎপরে দানবরাজ নমুচির সেই ছিন্ন মস্তকও ঐ তীর্থে স্নান করিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিল।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে বিবিধ ধন দান পূর্ব্বক ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে ঐ তীর্থে ভগবান চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিপ্রবরাগ্রগণ্য অত্রি তাঁহার যজ্ঞে হোতা হইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞের অবসানে দেবগণের সহিত অসুরদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কার্ত্তিকেয় দেবগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করেন। ঐ তীর্থে যে স্থানে বটবৃক্ষ বিরাজিত আছে, তথায় সেনাপতি কার্ত্তিকেয় নিরন্তর অবস্থান করিতেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কোন্ স্থানে কি রূপে কাহাদের কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তুমি কৌরবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অতএব এই আনন্দজনক বৃত্তান্তে অবশ্যই তোমার কৌতূহল হইতে পারে। এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম্য ও অভিষেক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে ঋষিমধ্যে দেবাদিদেবের রেতঃপাত হইয়াছিল। হব্যবাহন তাহার প্রভাবেই দীপ্তিশালী ও তেজস্বী হইয়াছেন; তিনি তৎকালে সেই অক্ষয় বীর্য্য বহন ও ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে উহা গঙ্গাজলে পরিত্যাগ করিলেন। ভগবতী ভাগীরথীও সেই তেজোময় বীর্য্য ধারণে অসমর্থা হইয়া উহা সুরপূজিত সুরম্য হিমালয়ের শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। তথায় সেই রেতঃপ্রভাবে কুমার সমুৎপন্ন হইলেন। কুমারের তেজঃপুঞ্জে ত্রিলোক সমাবৃত হইল। তখন পুত্রাভিলাষিণী ছয় জন কৃত্তিকা শরবনে সেই অপূর্ব্ব কুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কুমার তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ষড়ানন হইয়া এককালে তাঁহাদিগের ছয় জনের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। দিব্যরূপা কৃত্তিকাগণ বালকের সেই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে ভগবান্ কুমারকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শিখর স্বর্ণময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ নিমিত্ত পর্ব্বতগণ কাঞ্চনের আকর হইয়াছে। হে মহারাজ! ঐ কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়। উনি ক্রমে ক্রমে শান্তপ্রকৃতি, তপোনিষ্ঠ, বলবীর্য্যসম্পন্ন ও চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সতত সেই সুবর্ণময় শরস্তম্বে শয়ান থাকিতেন। তথায় গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ এবং নৃত্যবাদিত্রনিপুণা চারুদর্শনা দেবকন্যাগণ নৃত্য করিতেন।

ঐ সময় নদীপ্রধানা গঙ্গা কুমারের উপাসনা ও বসুন্ধরা দিব্য কণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিতে লাগিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিলেন। চারি বেদ, চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ, সমুদায় অস্ত্র এবং সরস্বতী ইহাঁরা মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! একদা মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় দেখিলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেব অদ্ভুতদর্শন বিকৃত বেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলপুত্রীর সহিত একাসনে আসীন রহিয়াছেন। ঐ ভূতগণের বদন ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বিড়াল, মকর, বৃষ, হস্তী, উষ্ট্র, উলূক, গৃধ্র, গোমায়, ক্রৌঞ্চ, কঙ্ক ও পারাবতের ন্যায় এবং অনেকের শরীর শল্য, গোধা, গো ও মেষের ন্যায়, কেহ কেহ মেঘ সদৃশ, কেহ কেহ অঞ্জন পর্ব্বত সন্নিভ, কেহ কেহ ধবল পর্ব্বতাকার ও কেহ কেহ গদা ও চক্রধারী। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় মহাদেবকে এইরূপে সমাসীন দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন সপ্ত মাতা, পুত্র সমবেত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সাধ্য, সিদ্ধ, বিশ্বেদেব, বসু, রুদ্র, আদিত্য, ভুজঙ্গ, দানব, খগ, যাম, ধাম, নারদাদি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কুমারের দর্শন লালসায় তথায় সমাগত হইলেন।

অনন্তর সেই যোগসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত কুমার দেবাদিদেব পিনাকপাণির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও হুতাশন তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই বালক গৌরব প্রযুক্ত অগ্রে আমারই নিকট আগমন করিবে। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যোগবলে আপনার মূর্ত্তি চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিলেন। তখন তাঁহার কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় নামে চারিটী মূর্ত্তি হইল। উঁহাদের চারি জনেরই রূপ সমান। অনন্তর কার্ত্তিকেয় রুদ্রের নিকট, বিশাখ পার্ব্বতীর নিকট, বায়ুমূর্ত্তি ভগবান শাখ অগ্নির নিকট ও নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দকর লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে দেব, দানব ও রাক্ষসগণের মহাকোলাহল সমুখিত হইল। তখন ভগবান্ মহাদেব, পার্ব্বতী, ভাগীরথী ও অনল, পুত্রের প্রিয়কামনায় ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমাদিগের প্রিয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এই বালককে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করুন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বে দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, পক্ষী ও পন্নগগণকে সমুদায় ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি। এই বালকও সেই সমুদায় ঐশ্বর্য্যভোগের উপযুক্ত। এক্ষণে ইহাকে কোন ঐশ্বর্য্য প্রদান করি। ভগবান কমলযোনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণের হিতসাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে সর্ব্বভূতের সৈনাপত্য প্রদানপূর্ব্বক প্রধান প্রধান দেবগণমধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কার্ত্তিকেয়কে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অভিষেকার্থ হিমালয়ের যে স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত পরম পবিত্র সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত অভিষেক দ্রব্য আহরণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনিল, অনল এবং পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান, মিত্র, বরুণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়পরিবৃত ভগবান্ মহাদেব, যাবতীয় বিশ্বদেব, মরুৎ, সাধ্য, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বৈখানস, বালিখিল্য, বায়ুভক্ষ, মরীচিপায়ী ভার্গব, আঙ্গিরস, যতি, সর্প, বিদ্যাধরগণ সমবেত সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতু সকল, গ্রহ ও জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়, মূর্ত্তিমতী নদী সকল, সনাতন চারি বেদ, সমুদ্র সকল, হ্রদসমুদায়, বিবিধ তীর্থ, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাদপসমূহ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনিবালী, অনুমতি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, হুহু, অন্যান্য দেব পত্নীগণ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বহুশৃঙ্গসম্পন্ন সুমেরু, সানুচর ঐরাবত, চতুঃষষ্টি কলা, দশদিক্, মাসার্দ্ধ, মাস, দিবস, রজনী, হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধি সমবেত বৃক্ষ সমুদায়, ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ ও অন্যান্য দেবতারা কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। হে মহারাজ! বাহুল্য প্রযুক্ত সমুদায় দেবের নামোল্লেখ করিলাম না। ঐ দেবগণ হিমাচল প্রদত্ত মণিরত্নখচিত অতি পবিত্র আসনে আসীন সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রত্নকলস ও অভিষেকের অন্যান্য দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে অতি পবিত্র সরস্বতীসলিলে পূর্ব্বে যেমন বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নিতান্ত প্রীত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে বায়ুবেগগামী অমিতবীর্য্য নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুমুদমালী এই চারি পারিষদ প্রদান করিলেন এবং মহাতেজা মহেশ্বর একজন কামবীর্য্যসম্পন্ন দৈত্যঘাতন শতমায়াধারী মহাপারিষদকে তাঁহার অনুচর করিয়া দিলেন। ঐ মহাপারিষদ দেবাসুর সংগ্রামে কোপাবিষ্ট হইয়া বাহুবলে চতুর্দ্দশ প্রযুত মহাভীষণ দৈত্যকে নিপাতিত করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ অসুরনিসূদন অজেয় বিষ্ণুরূপী সৈন্যগণকে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা কুমার বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মুনি ও পিতৃগণ মহা আহ্লাদে জয় শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন যম, উন্মাথ ও প্রমাথ নামে মহাবল পরাক্রান্ত কালোপম অনুচরদ্বয়কে, ভগবান্ সূর্য্য প্রীত মনে সুভ্রাজ ও ভাস্বর নামে দুই অনুচরকে, চন্দ্র কৈলাসশৃঙ্গ সদৃশ শ্বেতমাল্য সুশোভিত শ্বেতচন্দন ভূষিত মণি ও সুমণি নামে দুই অনুচরকে এবং হুতাশন জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামে শত্রুসৈন্যসূদন অনুচরদ্বয়কে, মহাত্মা অংশ মহাবল পরাক্রান্ত পরিঘ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অনুচরকে এবং শত্রুসূদন দেবরাজ বজ্রদণ্ডধারী উৎক্রোশ ও পঙ্কজ নামে দুই অনুচরকে কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাবীর উৎক্রোশ ও পঙ্কজ সংগ্রামস্থলে বাসবের অসংখ্য শত্রুসংহার করিয়াছিল। অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু বলবান্ চক্র বিক্রম ও সংক্রমকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত মনে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে, ধাতা কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আডম্বরকে, বিশ্বকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত চক্র ও অনুচক্রকে, মিত্র তপোবল সম্পন্ন বিদ্যাবিশারদ মহাত্মা সুব্রত ও সত্যসন্ধকে, বিধাতা সুব্রত ও শুভকর্ম্মাকে, পূষা মায়াবী লোকবিশ্রুত পাণিতক ও কালিককে, বায়ু বল ও অতিবলকে, বরুণ তিমিমুখ যম ও অতিযমকে, হিমালয় মহাত্মা সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চাকে, মহাত্মা মেরু কাঞ্চন, মেঘমালী, স্থির ও অতিস্থিরকে, বিন্ধ্যগিরি পাষাণযুদ্ধবিশারদ উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গকে, সমুদ্র সংগ্রহ ও বিগ্রহকে, পার্ব্বতী উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণকে এবং অশেষের বাসুকি জয় ও মহাজয় নামে দুই নাগকে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের পারিষদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদায় মহাত্মা কার্ত্তিকেয়কে শূল, পট্টিশ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রধারী বিবিধ বেশভূষিত অসংখ্য সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন। এক্ষণে সেই সকল সেনাধ্যক্ষের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ঘ্রাণশ্রবা, কপিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জন, কুনদীক, তমোন্তকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুচক্র, প্রিয়দর্শন, গজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালাজিহ্ব, করালাক্ষ, শিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দংষ্ট্র, মেঘনাদ, পৃথুশ্রবা, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাভ, বসুপ্রভ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্প, বৃষ, মেষপ্রবাহ, নন্দ, উপনন্দ, ধূম্র, শ্বেতকলিঙ্গ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কনকাপীড়, গায়ন, হসন, বাণ, খড়্গ, বৈতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, হংসজ, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, সিত, ভূতলোন্মথন, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মজ্জল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরীটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, সূচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র,

পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক, অচল, বালকরক্ষক, কনকাক্ষ, দণ্ডারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক চাসবক্ত্র, শাকবক্ত্র, কুণ্ডল।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মার প্রদত্ত ব্রাহ্মণপ্রিয় যোগাসক্ত অন্যান্য বালক, বৃদ্ধ ও যুবা পারিষদগণ কুমারের সমীপে সমুপস্থিত হইল। উহাদের মুখ কূর্ম্ম, কুক্কুট, শশ, উলূক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জ্জার, নকুল, কাক, মূষিক, ময়ূর, মৎস্য, ছাগ, মেষ, মহিষ, ভল্লুক, শার্দ্দূল, দ্বীপি, সিংহ, হস্তী, নক্র, গরুড় কঙ্ক, বৃক, বৃষ, দংশ, পারাবত, কোকিল, শ্যেন, তিত্তিরি, কৃকলাশ, সর্প ও শূলের ন্যায়, ভূষণ সর্প এবং পরিধান গজচর্ম্ম ও কৃষ্ণাজিন। উহাদের মধ্যে কাহারও উদর স্থূল, অঙ্গ কৃশ; কাহারও বা গ্রীবা ক্ষুদ্র; কাহারও কর্ণ বৃহৎ এবং কাহারও মুখ স্কন্ধদেশে, কাহারও উদরে, কাহারও পৃষ্ঠে, কাহারও হনুদেশে, কাহারও কটিদেশে, কাহারও জঙ্ঘাদেশে এবং কাহারও বা পার্শ্বে নিহিত। কাহারও কাহারও মুখ কীট পতঙ্গের ন্যায়; কাহারও বাহু, মস্তক ও উদর অসংখ্য; কাহারও কাহারও বাহু বৃক্ষের ন্যায়; কাহারও কাহারও বাস বল্কলখণ্ডিত; কেহ কেহ চীরবাসা এবং কেহ কেহ বিবিধ বস্ত্র মাল্যে বিভূষিত। কেহ কেহ উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুকুট-ধারী ও কেহ কেহ কিরীটধারী; কাহারও কাহারও দুই শিখা, কাহারও কাহারও তিন শিখা, কাহারও কাহার পাঁচ শিখা এবং কাহারও কাহারও সাত শিখা এবং কাহার কাহারও কেশপাশ স্বর্ণবর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছে শোভিত কেহ কেহ মুণ্ড, কেহ কেহ জটিল ও কাহারও কাহারও মুখ রোমশ, কেহ কেহ দীর্ঘবক্ত্র, কেহ কেহ স্থূলপৃষ্ঠ, কেহ কেহ ক্ষীণপৃষ্ঠ, কেহ কেহ দীর্ঘ-বাহু, কেহ কেহ হ্রস্ববাহু, কেহ কেহ বিস্তীর্ণজঙ্ঘ, কেহ কেহ হ্রস্ব-জঙ্ঘ, কেহ কেহ দীর্ঘদন্ত, কেহ কেহ হ্রস্বদন্ত ও কেহ কেহ বা চতুর্দ্দন্ত, কেহ শীর্ণগাত্র, কেহ বামন, কেহ কুব্জ এবং কাহারও কাহারও নাসিকা হস্তী, কূর্ম্ম ও বৃকের ন্যায়। কেহ কেহ অধোমুখ, কেহ কেহ সুন্দর, দ্যুতিমান্ ও মনোহর অলঙ্কারে বিভূষিত এবং কেহ কেহ বা দিগ্‌গজাকার ও অতি ভীষণ, কাহারও কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও নাসিকা রক্তবর্ণ। কেহ বা শঙ্কুকর্ণ, কাহারও ওষ্ঠ স্থূল, কাহারও মেঢ্র লম্বিত। উহাদিগের পাদ, ওষ্ঠ, দশন, হস্ত, মস্তক, পরিহিত চর্ম্ম এবং ভাষা নানা প্রকার। উহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। দেবগণও উহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। উহারা সকলেই দেশভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে অতি হৃষ্টভাবে তথায় উপস্থিত হইল। উহাদিগের মধ্যে অনেকের গ্রীবা, নখ, পাদ, মস্তক, বাহু ও কর্ণ সুদীর্ঘ এবং উদর বৃকের ন্যায় আয়ত। কাহারও কাহারও কণ্ঠ নীলবর্ণ, শরীর অঞ্জনবর্ণ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, লোহিতবর্ণ।

ঐ সকল নানাবর্ণ সুশোভিত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবেগসম্পন্ন ঘণ্টা-জালজড়িত রণপ্রিয় পারিষদগণ পাশ, শতঘ্নী, চক্র, মুষল, মুদ্গর, অসিদণ্ড, গদা ভুশুণ্ডি ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া কুমারের অভি-ষেক দর্শনপূর্ব্বক মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক পারিষদও তৎকালে কার্ত্তিকেয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত সহস্র সহস্র বীর দেবতাদিগের আদেশানুসারে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের অনুচর হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণে এই চরাচর ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রুঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনী, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্ররোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাবলা, কমলা, সুদামা, বহুদামা, যশস্বিনী, সুপ্রভা, উদূখলমেখলাধারিণী, নৃত্যপ্রিয়া, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, চত্বর-বাসিনী, বামা, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডূতি, কালিকা, দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কৌতুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মহাজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, কেশযন্ত্রী, ত্রুটি, ক্রোশনা, তড়িৎ-প্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডি, কোটরা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্রচূড়া বিকাসিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, পক্ষালিকা, মৎকুণিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, খ্যাতা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণু, বীণাধরা, শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎ-কটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একচরা, কৃষ্ণবর্ণা, খড়্গধরা, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথ-নিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুম্ভশ্রবা, ভগদা, গণা, সুগণা, ভীমা, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, সুবি-শালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, মুখকর্ণী, বসুলা, মথিনী, একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা ও বিরোচনা। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকেয়ের অনুযায়িনী আরও অসংখ্য মাতৃকা আছেন। উঁহারা কামরূপী, মহাবল-যুক্ত, যৌবনসম্পন্ন, শুভ্রবস্ত্র ও বিবিধ অলঙ্কার বিভূষিত, দীর্ঘকেশ সুশো-ভিত ও কামচারী। উঁহাদের বাক্য কোকিলের ন্যায়, ধন কুবেরের ন্যায়, যুদ্ধনৈপুণ্য ইন্দ্রের ন্যায়, বেগ বায়ুর ন্যায় ও দীপ্তি হুতাশনের ন্যায়। উঁহা-দের মধ্যে কাহার নখ, বদন ও দন্ত সুদীর্ঘ, কাহার গাত্র মাংসশূন্য, কাহার মেখলা লম্বিত। কেহ শ্বেতবর্ণা, কেহ কাঞ্চনবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ধূম্রবর্ণা, কেহ অরুণবর্ণা, কেহ ঊর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ তাম্রাক্ষী, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা, ও কেহ লম্বস্তনী। উঁহারা কেহ কেহ যম হইতে, কেহ কেহ রুদ্র হইতে, কেহ কেহ সোম হইতে, কেহ কেহ কুবের হইতে, কেহ কেহ বরুণ হইতে, কেহ কেহ ইন্দ্র হইতে, কেহ কেহ অগ্নি হইতে, কেহ কেহ বায়ু হইতে, কেহ কেহ কুমার হইতে, কেহ কেহ ব্রহ্ম হইতে, কেহ কেহ বিষ্ণু হইতে, কেহ কেহ সূর্য্য হইতে ও কেহ কেহ বরাহদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে অনেকেরই রূপ অপ্সরার ন্যায় মনোহর। বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রস্রবণ উঁহাদের বাসস্থান। উঁহারা যুদ্ধকালে শত্রুগণকে যাহার পর নাই ভীত করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! ঐ সকল বলবীর্য্য সম্পন্ন দিব্য মাল্যবিভূষিত মাতৃকা ইন্দ্রের আদেশানুসারে মহাত্মা কুমারের নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন অসুরগণের বিনাশ সাধ-নার্থ কার্ত্তিকেয়কে দিব্য শক্তি, পশুপতি মহাঘণ্টাযুক্ত অরুণ সদৃশ দেদীপ্য-মান পতাকা ও রুদ্রতুল্য পরাক্রান্ত তিন অযুত যোধে পরিবৃত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ নানাস্ত্রধারী ধনঞ্জয় সেনা, বিষ্ণু বলবর্দ্ধিনী বৈজয়ন্তী মালা, পার্ব্বতী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নির্ম্মল বস্ত্রদ্বয়, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু, বৃহস্পতি দণ্ড, গরুড় বিচিত্র শিখণ্ডযুক্ত স্বীয় পুত্র ময়ূর, অরুণ চরণায়ুধ কুক্কুট, বরুণ বলবীর্য্যশালী নাগ এবং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন ও বিজয় প্রদান করিলেন।

এইরূপে ভগবান্ কুমার দেবগণের নিকট সেনাপ্রতিপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক সুরগণকে আহ্লাদিত করিয়া পারিষদ ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে দৈত্য বিনাশার্থ নির্গত হই-লেন। তাঁহার সেনাগণ ধ্বজ ও বিবিধ আয়ুধ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জ্যোতি-র্ম্মণ্ডলমণ্ডিত শরৎকালীন রজনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর দেবসেনা ও ভূতগণ মহা আহ্লাদে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, গোবিষাণিক, আড়ম্বর, গোমুখ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ কুমারের স্তব পাঠ, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় দেবগণের স্তবে প্রীত হইয়া আমি তোমাদের বধে সমুদ্যত দানবদিগকে বিনাশ করিব বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। দেবগণ কুমারের বর লাভ করিয়া শত্রু সমুদায় নিহত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় ভূতগণের হর্ষধ্বনিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইল। তখন মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সেনাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের নিধন নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। উদ্যোগ, জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি তাঁহারা সৈন্যের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলেন। বিচিত্র ভূষণালঙ্কৃত ও কবচধারী শূল, মুদ্গর, মুষল, গদা, নারাচ, শক্তি, তোমর ও প্রজ্বলিত অলাত ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তদ্দর্শনে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। বিবিধ আয়ুধধারী দেবগণও তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার মানসে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হুত হুতাশন সদৃশ তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় ক্রোধভরে বারংবার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে অসংখ্য প্রজ্বলিত উল্কা ও নির্ঘাত বজ্রধাতল নিনাদিত করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর মহাসেন একমাত্র শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই শক্তি হইতে কোটি কোটি শক্তি নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি প্রীত মনে মহাবল পরাক্রান্ত দশ অযুত দৈত্যপরিবৃত দৈত্যেন্দ্র তারককে, অষ্টপদ্ম দৈত্য পরিবেষ্টিত মহিষকে, কোটি দানব পরিবৃত ত্রিপাদকে এবং দশনিখর্ব্ব দৈত্যপরিবেষ্টিত হ্রদোদরকে অনুচরগণের সহিত নিপাতিত করিলেন। এইরূপে দৈত্যক্ষয় আরম্ভ হইলে কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণ সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূরিত করিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। শক্তির প্রভাপ্রভাবে ত্রৈলোক্য বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র দৈত্য মহাসেনের সিংহনাদে ভীত, কেহ কেহ পতাকা বিধূননে নিহত, কেহ কেহ ঘণ্টানিস্বনে ক্লিষ্ট এবং কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় অসংখ্য আততায়ী অসুরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণদৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বাণদৈত্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন বলিতনয় প্রাণভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইল। ঐ পর্ব্বত ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। মহাবীর কার্ত্তিকেয় বাণদৈত্যকে পর্ব্বতমধ্যে লুক্কায়িত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে অগ্নিদত্ত শক্তি দ্বারা উহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই পর্ব্বতস্থিত হস্তী ও বানরগণ নিতান্ত আকুল, পক্ষী সকল উড্ডীন এবং পন্নগ সমুদায় নির্গত হইতে লাগিল। সিংহ, শরভ, গোলাঙ্গূল, ভল্লূক ও হরিণ সকল ধাবমান হওয়াতে পর্ব্বতস্থ কানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ কুমারের শক্তিপাত শব্দে ভীত ও কাতর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পর্ব্বত অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর বিচিত্র ভূষণধারী অসংখ্য দৈত্য সেই দেদীপ্যমান পর্ব্বত হইতে নির্গত হইল। কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণও তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কার্ত্তিকেয় দেবরাজ যেমন বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বলিতনয়কে তাহার অনুজের সহিত শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা কুমার ঐ সময় যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, উহা তত বারই তাঁহার হস্তে প্রত্যাগত হইল। হে মহারাজ! শৌর্য্যাদিগুণসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা কার্ত্তিকেয় পূর্ব্বে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ ও শত শত দৈত্য নিপাতিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে দৈত্যগণ নিহত হইলে সুরগণ প্রীত মনে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন আরম্ভ হইল। দেবমহিলাগণ কুমারের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ কার্ত্তিকেয়ের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কুমারকে লোকপিতামহ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ কুমার ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়া স্থির করিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে মহেশ্বরের, কেহ কেহ অনলের, কেহ কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কেহ কৃত্তিকাগণের ও কেহ কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট কুমারের অভিষেক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সরস্বতীর যে তীর্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবল কার্ত্তিকেয় দৈত্যগণকে নিপাতিত করিলে ঐ তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন ষড়ানন ঐ তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য ও ত্রৈলোক্যাধিকার প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থ তৈজস নামে প্রসিদ্ধ। সুরগণ ঐ তীর্থে জলাধিপতি বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ভগবান্ কুমারের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ ও বিবিধ বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন এবং সেই তীর্থের পূজা ও জল স্পর্শ করিয়া তথায় সেই রজনী অতিবাহন পূর্ব্বক পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে কুমারের অভিষেক ও দৈত্যগণের বিনাশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া আমার আত্মা পবিত্র, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল। এক্ষণে বরুণ কিরূপে সুরগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পুরাতন বিচিত্র কথা শ্রবণ করুন। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবগণ বরুণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! দেবরাজ যেমন আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তদ্রূপ তুমি সমুদায় নদীর অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। তোমাকে সতত সমুদ্রে বাস করিতে হইবে। সমুদ্র তোমার বশবর্ত্তী হইবেন এবং চন্দ্রমার হ্রাস-বৃদ্ধির ন্যায় তোমারও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। বরুণদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন দেবগণ সেই তৈজস তীর্থে তাঁহার অভিষেক পূর্ব্বক তাঁহাকে সমুদায় নদীর অধিপতি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং সমুদ্রে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাত্মা বরুণ এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সুরপালক শতক্রতুর ন্যায় নদ, নদী, সাগর ও সরোবরদিগকে বিধি পূর্ব্বক শাসন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থ হইতে অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন। ভগবান্ হুতাশন ঐ তীর্থে শমীগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। অগ্নির অদর্শনে ত্রিলোকের আলোক বিনষ্ট হইলে দেবগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! অগ্নি যে কি নিমিত্ত কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। এক্ষণে আপনি অচিরাৎ অনলের সৃষ্টি করুন। নচেৎ সমুদায় জগৎ বিনষ্ট হইবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ হুতাশন কি নিমিত্ত লুক্কায়িত হইয়াছিলেন? আর কিরূপেই বা দেবগণ তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু হুতাশনকে সর্ব্বভক্ষ হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিলে তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার অদর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সরস্বতীর সেই তীর্থে গমন করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্ হুতাশন শমীগর্ভমধ্যে সমাসীন রহিয়াছে। বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ হুতাশনের দর্শন লাভে সাতিশয় প্রীত হইয়া পুনরায় যথাস্থানে গমন করিলেন। অগ্নিও তদবধি ভৃগুর শাপপ্রভাবে সর্ব্বভক্ষ হইয়া রহিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম সেই অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ বিধাতা সুরগণের সহিত ঐ তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিবিধ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব তথায় স্নান ও বিবিধ ধন দান পূর্ব্বক কৌবের তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে কুবেরের মনোহর কানন আছে। মহাত্মা যক্ষরাজ তথায় কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া নলকূবর নামে পুত্র এবং ধনাধিপত্য, অমরত্ব, লোকপালত্ব ও মহাদেবের সহিত সখ্যভাব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে নিধি সমুদায় স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইত। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক-সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে হংসযুক্ত মনোমারুতগামী পুষ্পক নামে দিব্য বিমান ও দেবোপযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলরাম ঐ

তীর্থে স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করিয়া সর্ব্বজন্তুসম্পন্ন বিবিধ ফল পুষ্পযুক্ত বদরপাচন তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে সর্ব্বদা ষড়্ ঋতুর ফল বিরাজমান থাকে।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সিদ্ধ তাপসসেবিত বদরপাচন তীর্থে মহর্ষি ভারদ্বাজের শ্রুবাবতী নামে অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী কৌমার ব্রহ্মচারিণী কন্যা দেবরাজের পত্নী হইবার অভিলাষে স্ত্রীজনের দুষ্কর বিবিধ তীব্র নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। শ্রুবাবতী ঐরূপে এক শত বৎসর তপস্যা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাঁহার চরিত্র, তপস্যা ও ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ভারদ্বাজতনয়া মহাতপা বশিষ্ঠকে অবলোকন পূর্ব্বক তাপসনির্দ্দিষ্ট আচার দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সমুদায় আজ্ঞাই প্রতিপালন করিব; কেবল ইন্দ্রের প্রতি দৃঢ় ভক্তি নিবন্ধন পাণি প্রদান করিতে পারিব না। আমি তপস্যা ও সুকঠিন নিয়মে ত্রিভুবনেশ্বর বাসবকে প্রীত করিব, এই আমার উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠরূপধারী দেবরাজ শ্রুবাবতীর বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, সুব্রতে! তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই। তুমি যে অভিপ্রায়ে এই কঠিন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছ, তপোবলে অবিলম্বেই তাহা লাভ করিবে। কল্যাণি! তপস্যাই মহৎ সুখের মূলকারণ। তপোবলেই সুরসেবিত দিব্য স্থান সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানবগণ ঘোরতর তপস্যা প্রভাবেই দেহান্তে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। একণে তুমি এই পাঁচটী বদর পাক কর। ভগবান্ পাকশাসন এই বলিয়া সেই ঋষিকন্যাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই আশ্রমের সমীপে ইন্দ্রতীর্থ নামক প্রদেশে গমন পূর্ব্বক শ্রুবাবতীর ভক্তি পরীক্ষার্থ বদর পাকের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত জপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রুবাবতী বাগ্যত ও পবিত্র হইয়া সেই পাঁচটী বদর পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর সকল সুপক্ব হইল না। এইরূপে শ্রুবাবতী সেই পাঁচটী বদর পাক করিতে বহুদিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি যে সমুদায় কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহা সকলই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন ঋষিকন্যা হুতাশন কাষ্ঠশূন্য অবলোকন করিয়া মহর্ষির প্রিয়সাধনার্থ অবিচলিত চিত্তে স্বীয় দেহ দাহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে হুতাশনে পাদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐরূপ দুষ্কর কার্য্য করাতে তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না। লোকে জলে অবগাহন করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তিনি স্বীয় দেহ প্রজ্বালিত করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তৎকালে বদর সকল পাক করিতেই হইবে, ইহা সতত তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। এইরূপে তিনি মহর্ষির বাক্য রক্ষার্থ বদর পাক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎসমুদায় কোন ক্রমেই সুপক্ব হইল না। ভগবান্ হুতাশন স্বয়ং তাঁহার চরণদ্বয় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অঙ্গ দগ্ধ হওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীর সেই অসাধারণ কার্য্য সন্দর্শনে পরমপরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিণি! আমি তোমার ভক্তি, তপোনুষ্ঠান ও নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে আর এই স্থান বদরপাচন তীর্থ বলিয়া চিরকাল ত্রিলোকমধ্যে খ্যাত রহিবে।

হে মহাভাগে! সপ্তর্ষিগণ এই তীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী ফল মূল আহরণার্থ হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি সমুৎপন্ন হওয়াতে তাপসগণ তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে অরুন্ধতীও তপোনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ ভূতভাবন অরুন্ধতীর কঠোর নিয়ম দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। তখন প্রিয়দর্শনা অরুন্ধতী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার সঞ্চিত অন্ন সমুদায় নিঃশেষিত হইয়াছে, অতএব আপনি বদর ভক্ষণ করুন। মহাদেব অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে সেই বদর ফল সকল পাক করিতে কহিলেন, তপস্বিনী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের হিতার্থ প্রজ্বলিত হুতাশনে সেই ফল পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাদেব তাঁহার নিকট অতি মনোহর দিব্য পবিত্র উপাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অরুন্ধতী তাঁহার মুখে পবিত্র কথা সকল শ্রবণ ও বদর পাক করিতে করিতে সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। ঐ দ্বাদশ বৎসর তাঁহার এক দিনের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। উহার মধ্যে তিনি কিছুই আহার করেন নাই। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ফল পুষ্প আহরণ করিয়া হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন প্রীত হইয়া অরুন্ধতীকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় ঋষিদিগের নিকট গমন কর। আমি তোমার নিয়ম ও তপোনুষ্ঠান দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি। ভূতভাবন ত্রিলোচন এই বলিয়া স্বস্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক সপ্তর্ষিদিগকে কহিলেন, হে তাপসগণ! তোমরা হিমালয়ে যে তপোনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা অরুন্ধতীর তপস্যার তুল্য নহে। ইনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন। অনাহারে পাককার্য্যে ইঁহার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! ভগবান্ ভূতনাথ মহর্ষিগণকে এই কথা বলিয়া অরুন্ধতীকে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি এক্ষণে অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। তখন অরুণলোচনা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিসমক্ষে মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যেন এই তীর্থ বদরপাচন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সেবনীয় হয়। আর যিনি পবিত্র হইয়া এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন, তিনি যেন দ্বাদশ বৎসর উপবাসের ফল লাভে সমর্থ হন। ভগবান্ ভবানীপতি অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত অরুন্ধতীকে অবিম্লান ও পূর্ব্বের ন্যায় রূপলাবণ্য সম্পন্ন দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

হে ব্রহ্মচারিণি শ্রুবাবতি! পূর্ব্বে অরুন্ধতীও এইরূপে তোমার ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তুমি তাঁহা অপেক্ষা তপস্যায় বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছ। আমি তোমার নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতেছি যে, যিনি এই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক সংযত হইয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তিনি দেহাবসানে স্বর্লোকে বাস করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত, পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণ প্রবাহিত ও মহাশব্দে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। তপস্বিনী শ্রুবাবতীও কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! শ্রুবাবতী কোন্ স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? আর তাঁহার মাতাই বা কে? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! একদা আয়তাক্ষী ঘৃতাচী অপ্সরাকে দর্শন করিয়া মহর্ষি ভারদ্বাজের রেতঃপাত হয়। মহর্ষি কর দ্বারা সেই রেত গ্রহণ পূর্ব্বক পত্রপুটে সংস্থাপন করেন। সেই পত্রপুটে শ্রুবাবতীর জন্ম হয়। তপোধন ভারদ্বাজ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া দেবর্ষিগণ সমক্ষে শ্রুবাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ে গমন করেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলদেব সেই বদরপাচন তীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক ইন্দ্র তীর্থে যাত্রা করিলেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিবংশাবতংস বলদেব ইন্দ্রতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি অবগাহনপূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিবিধ ধন রত্ন প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থে ভগবান্ অমররাজ বেদবিধানানুসারে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে বিপুল ধন প্রদান করিয়া শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দেবরাজ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা সর্ব্বপাপবিনাশন পবিত্র ইন্দ্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে স্নান ও দ্বিজগণকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া রামতীর্থে প্রস্থান করিলেন। মহাতপা ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া স্বীয় উপাধ্যায় মুনিবর কশ্যপকে লইয়া ঐ তীর্থে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন এবং উপাধ্যায়কে বিবিধ ধনরত্ন সম্পন্ন সমুদায় ভূমণ্ডল দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব সেই দেবব্রহ্মর্ষি-সেবিত পুণ্য তীর্থে মুনিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক যমুনা তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অদিতিনন্দন মহাত্মা বরুণ দেবগণ ও মানবগণকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই যজ্ঞ আরব্ধ হইলে ত্রিভুবনে ভয়াবহ দেবদানবসংগ্রাম এবং উহা সমাপ্ত হইলে ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থেও মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়া যাচকদিগকে অর্থ দান ও তাপসদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণপূর্ব্বক আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ভগবান্ ভাস্কর যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদায় জ্যোতির আধিপত্য ও মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ঐ তীর্থে ভগবান্ বেদব্যাস, শুকদেব, বাসুদেব এবং ইন্দ্রাদি দেবতা, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাতপা অসিত-দেবল ঐ তীর্থে পরম যোগ লাভ করিয়াছিলেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে অসিতদেবল নামে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। কি নিন্দা, কি স্তুতিবাদ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র, সকলেতেই তাঁহার সমভাব ছিল। তিনি প্রতিনিয়ত দেবারাধনা, অতিথিসেবা ও সকল প্রাণীকে তুল্য জ্ঞান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি ঐ তীর্থে আগমন পূর্ব্বক দেবলের আশ্রমে বাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলেন। মহাত্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন। দেবল তাঁহাকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক প্রীতি সহকারে যথাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি বহু বৎসর এই ভিক্ষুকের পূজা করিলাম; কিন্তু ইনি কি অলস! ইহার মধ্যে আমাকে কোন কথাই কহিলেন না। ধীমান্ দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া সাগরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন যে, জৈগীষব্য অগ্রেই ঐ স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তখন মহর্ষি দেবল একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই ভিক্ষুক কিরূপে এত শীঘ্র এই স্থানে আগমন ও স্নান করিলেন। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করত সমুদ্রে অবগাহন এবং জপ আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাতপস্বী জৈগীষব্য কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রমে সমাসীন রহিয়াছেন। কোনক্রমেই কোনরূপ বাক্যালাপ করেন না। তখন অসিতদেবল জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এইমাত্র ইহাকে সমুদ্রে স্নান করিতে দেখিয়াছি, ইনি ইতিমধ্যে কিরূপে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন!

বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যকে পূজা করিতেছেন। মহর্ষি দেবল তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে যমলোকে, যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, পশুযজ্ঞ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুত, বাজপেয়, রাজসূয়, বহুসুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ, সৌত্রামণি ও দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রযাজীদিগের লোক সমুদায় এবং তৎপরে মিত্রাবরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতিস্থান, গোলোক, ব্রহ্মসত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্যান্য তিন লোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতাদিগের লোকে গমন করিতে দেখিলেন। পরিশেষে মহাত্মা জৈগীষব্য তথা হইতে যে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, দেবল তাঁহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব ও অসামান্য যোগসিদ্ধি অবলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মসত্রযাজী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমি কি নিমিত্ত আর জৈগীষব্যের সন্দর্শন পাইতেছি না, উহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। আপনারা ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। সিদ্ধগণ কহিলেন, হে দেবল! মহর্ষি জৈগীষব্য সাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহর্ষি দেবল সেই সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মলোকস্থ জৈগীষব্যকে দর্শন করিবার মানসে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবামাত্র নিপতিত হইলেন। তখন সিদ্ধপুরুষেরা পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! জৈগীষব্য ব্রহ্মার সদনে গমন করিয়াছেন, তুমি কোনক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিবে না। মহর্ষি দেবল সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মলোকগমনে নিরস্ত হইয়া যথাক্রমে সেই সমুদায় লোক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পতঙ্গের ন্যায় দ্রুতবেগে স্বীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহর্ষি জৈগীষব্য পূর্ব্বের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুগত বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবে মহর্ষি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি। মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলের বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণে কৃতনিশ্চয় অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিলেন। পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ দেবলকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কে আমাদিগকে অন্ন দান করিবে বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবল চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মোক্ষ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পবিত্র ফল মূল ও ওষধি সমুদায় দেবলকে মোক্ষ ধর্ম্ম পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া "ক্ষুদ্রবুদ্ধি দেবল পুনরায় আমাদিগকে ছেদন করিবে, মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে, সমুদায় প্রাণীকে অভয় প্রদান করা হয়, ইহা উহার বোধগম্য হইতেছে না" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষি দেবল তাহাদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে কি করি। গার্হস্থ্য ও মোক্ষ ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর? তিনি কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়া পরিশেষে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় চিত্তের একাগ্রতা প্রভাবে অচিরাৎ পরম যোগ ও সিদ্ধিলাভ করিলেন।

তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষি জৈগীষব্য ও তাঁহার তপস্যার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য গালব অমরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! জৈগীষব্য দেবলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব উহাঁর কিছুমাত্র তপোবল নাই। তখন দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর! এরূপ কথা কহিবেন না। মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহার ও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই। হে মহারাজ! মহর্ষি জৈগীষব্য ও দেবল আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও দ্বিজগণকে প্রভূত ধন দানপূর্ব্বক পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সোমতীর্থে ভগবান্ চন্দ্রমা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থেই তারকাময়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা বলদেব সেই সোমতীর্থের জল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক সারস্বত মুনির তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে সারস্বত মুনি ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সারস্বত মুনি কি নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে ঋষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্ব্বে দধীচ নামে এক অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতপা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া তাঁহাকে বহুবিধ বর প্রদান দ্বারা তপস্যা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি মহর্ষির তপস্যার ব্যাঘাতার্থ অলম্বুষা নামে এক লোচনলোভনীয়া অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি দধীচ সরস্বতীজলে দেবগণের তর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বিলাসিনী তথায় সমুপস্থিত হইল। অপ্সরার অলোকসামান্য রূপ দর্শনে মহর্ষির রেতঃপাত হইল। সরিদ্বরা সরস্বতী পুত্র প্রসব করিবার নিমিত্ত সেই বীর্য্য গ্রহণ করিয়া মহা আহ্লাদে আপনার উদরে ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যথাযোগ্য সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি দধীচের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে অলম্বুষা অপ্সরাকে অবলোকন করিয়া আপনার রেতঃপাত হইলে আমি সেই বীর্য্য বৃথা নষ্ট হইবার নহে বিবেচনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উদরে ধারণ করিয়াছিলাম। সেই রেতঃপ্রভাবে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব এ আপনার পুত্র, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। সরিদ্বরা সরস্বতী এইরূপ কহিলে মহর্ষি পুত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও তাহাকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া মহা আহ্লাদে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে সুভগে! বিশ্বেদেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তোমার সলিলে তর্পণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিবেন। মহর্ষি দধীচ সরস্বতীকে এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করত কহিলেন, হে মহাভাগে! তুমি ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ; ব্রতধারী মুনিগণ সকলেই তোমার মহিমা অবগত আছেন। তুমি সতত আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাক; অতএব এই পুত্র মহাতপা হইয়া তোমার নামানুসারে সারস্বত নামে বিখ্যাত হইবে। এই সারস্বত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে। আর তুমি আমার প্রসাদে সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্র হইবে। হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষি দধীচের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত ও তৎকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া পুত্রগ্রহণ পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

কিয়দ্দিন পরে দানবদিগের সহিত দেবগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্র অন্বেষণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি দানব বধোপযোগী অস্ত্রপ্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি সুরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি দধীচ মুনির অস্থি ব্যতীত দেবদ্বেষ্টাদিগের বিনাশে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা সকলে দধীচের নিকট গমন পূর্ব্বক শত্রু বিনাশার্থ তাহার অস্থি প্রার্থনা কর। অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রের আদেশানুসারে দধীচ মুনির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক অস্থিপ্রার্থনা করিলে তিনি অবিচারিত চিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইলেন। সুররাজ পুরন্দরও মহা আহ্লাদে সেই অস্থি দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দধীচ প্রজাপতিপুত্র মহর্ষি ভৃগুর তীব্র তপঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উনি হিমালয়ের ন্যায় উন্নত ও মহাগৌরবান্বিত ছিলেন। ভগবান্ পাকশাসন উহার তেজঃপ্রভাবে সতত উদ্বেজিত হইতেন। হে মহারাজ! এক্ষণে তিনি তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব অশনি মন্ত্রপূত করিয়া একোনশত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। তখন মহর্ষিগণ একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকালাভার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সারস্বত মুনিও আহারান্বেষণে গমনোদ্যত হইলে সরস্বতী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার এখান হইতে প্রস্থান করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এই স্থলে অবস্থান কর। আমি তোমার আহারের নিমিত্ত সতত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য প্রদান করিব। সরস্বতী এইরূপ কহিলে মহাত্মা সারস্বত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক মৎস্যাহারে প্রাণধারণ করিয়া দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনাবৃষ্টি অতীত হইলে মুনিগণ পুনরায় আপনাদিগের আশ্রমে মিলিত হইলেন। তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া সকলেই বেদপাঠ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরকে বেদ অধ্যয়ন করাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই বেদাধ্যাপনে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে একজন মহর্ষি যদৃচ্ছাক্রমে ঋষিসত্তম সারস্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি সারস্বত অনর্গল বেদপাঠ করিতেছেন। তখন তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ঋষিগণকে কহিলেন যে, একজন মহর্ষি নির্জ্জনে বেদপাঠ করিতেছেন। ঋষিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া সারস্বতের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমাদিগকে বেদাধ্যয়ন করাও। সারস্বত কহিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা যথাবিধানে আমার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার কর। তখন মুনিগণ কহিলেন, বৎস! তুমি নিতান্ত বালক, আমরা কিরূপে তোমার শিষ্য হইব। সারস্বত কহিলেন, হে তাপসগণ! ধর্ম্ম রক্ষা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্মানুসারে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিলে অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই পাপগ্রস্ত বা বৈরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বয়োবাহুল্য, পলিত, বিত্ত বা বান্ধব প্রভাবে ঋষিগণের মহত্ত্বলাভ হয় না; আমাদের মধ্যে যিনি বড়ঙ্গ বেদাধ্যাপনে সুনিপুণ, তিনিই মহান্ বলিয়া পরিগণিত।

তখন ষষ্টিসহস্র তাপস মহর্ষিসারস্বতের বাক্যশ্রবণে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাঁহারা প্রতিদিন সেই বালকের আসনের নিমিত্ত এক এক মুষ্টি কুশ আহরণ করিতেন। মহারাজ! বাসুদেবাগ্রজ মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব সেই সারস্বত মুনির তীর্থে বিপুল ধনদান করিয়া মহা আহ্লাদে সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধকন্যক তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে একজন কুমারী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অনূঢ়াবস্থায় তপস্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার মুখে আমি সুদুষ্কর বিষয় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সেই কুমারী কি কারণে কিরূপে তপস্যা ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে কুণিগর্গ নামে এক তপোবলসম্পন্ন মহাযশা মহর্ষি ছিলেন। তিনি তপোবলে এক পরমরূপবতী মানসীকন্যার সৃষ্টি করেন। কিয়দ্দিন পরে মুনিবর কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার দুহিতা তপোনুষ্ঠান নিরত হইয়া উপবাস করত বহুকাল দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার পিতা তাঁহার পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ পতির অভাবে তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করেন। এক্ষণে তিনি নির্জ্জন বনে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক কলেবর শীর্ণ করিয়াও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে ক্রমে তাঁহার আর পদ সঞ্চালনের সামর্থ রহিল না। তখন তিনি পরলোকে গমন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তাঁহাকে শরীর পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি, অনূঢ়া কন্যার কোন লোকেই গমন করিতে অধিকার নাই। তুমি কেবল তপঃসঞ্চয়ই করিয়াছ; কিন্তু তথাপি তোমার কোন লোকে গমন করিবার ক্ষমতা হয় নাই। অতএব কিরূপে পরলোকে যাত্রা করিবে।

তাপসী নারদের বাক্য শ্রবণে ঋষিসমাজে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে স্বীয় তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব। তখন গালবকুমার মহর্ষি

শৃঙ্গবান্ কহিলেন, সুন্দরি! যদি তুমি আমার সহবাসে এক রাত্রি অতিবাহিত করিতে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি। বৃদ্ধ কন্যা শৃঙ্গবানের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন গালবপুত্র বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া তাপসীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর রজনী সমাগত হইলে ঐ বৃদ্ধা দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যগন্ধানুলেপনা নবযৌবনা কামিনীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ঋষিকুমারের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গালবনন্দন পত্নীর অসামান্য রূপমাধুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পরম সুখে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে তাপসকুমারী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঋষিপুত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিলাম। এক্ষণে প্রস্থান করি; ঋষিকন্যা এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গমন সময়ে পুনরায় কহিলেন, যে ব্যক্তি এই তীর্থে এক মনে দেবতাদিগের তর্পণ করিয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তাঁহার অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফললাভ হইবে। হে মহারাজ! তাপসদুহিতা এই কথা বলিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে গালবনন্দন তাঁহার সৌন্দর্য্য স্মরণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীর অনুগমন করিলেন। মহারাজ! এই আমি বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা বলদেব সেই বৃদ্ধকন্যক তীর্থে দ্বিজগণকে বিবিধ ধন দান করেন। ঐ স্থানেই তিনি মদ্ররাজ শল্যের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হন। অবশেষে সমন্তপঞ্চকে সমুপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদায় কহিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে হলায়ুধ! সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির উত্তর বেদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মহাবরপ্রদ দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন অমিততেজা কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বলদেব কহিলেন, হে তপোধনগণ! কুরুরাজ কি নিমিত্ত এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে রোহিণীনন্দন! পূর্ব্বকালে কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে পরম যত্ন সহকারে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ? কুরুরাজ কহিলেন, হে পুরন্দর! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা অতি সুনির্ম্মল স্বর্গ লোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। আমার ভূমিকর্ষণের এই উদ্দেশ্য। সুররাজ কুরুরাজের বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহীপতি কুরু ইন্দ্রের উপহাসে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া একান্ত মনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ রূপে বারংবার কুরুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুরুরাজ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। পরিশেষে পাকশাসন ভূপতির দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের নিকট রাজর্ষির বাসনা বিজ্ঞাপন করিলে তাঁহারা কহিলেন, হে সুররাজ! কুরুরাজকে কোন প্রকার বর প্রদান পূর্ব্বক নিরস্ত করাই শ্রেয়ঃ। দেখ, যদি মানবগণ এই স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিলেই স্বর্গ গমনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা কদাচ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না; সুতরাং আমরা এককালে যজ্ঞভাগলাভে বঞ্চিত হইব।

তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুর নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বাক্য রক্ষা কর। আমি কহিতেছি, যাহারা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে বাণপথবর্ত্তী হইয়া নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে। কুরুরাজ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্রও মহা আহ্লাদে পুনরায় স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে বলদেব! পূর্ব্বে কুরুরাজ এইরূপে সমন্তপঞ্চকের ভূমিকর্ষণ করিয়াছিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন যে, আর কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না। যাহারা এই স্থানে তপোনুষ্ঠান করিবে, তাহারা চরমে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যাহারা এই পুণ্যক্ষেত্রে দান করিবে, তাহাদিগের অর্থ অচিরাৎ সহস্র গুণ অধিক হইবে। যাহারা শুভফল প্রত্যাশায় এই পুণ্য ভূমিতে বাস করিবে, কদাচ তাহাদিগের যমলোক দর্শন করিতে হইবে না এবং যাহারা ঐ স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাদের চিরকাল স্বর্গে বাস হইবে, আর সুররাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এই কুরুক্ষেত্রের ধূলি পবন-পরিচালিত হইয়া যাহাদিগের অঙ্গস্পর্শ করিবে, তাহারা দুষ্কৃতকারী হইলেও চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। অনেকানেক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃগপ্রভৃতি মহীপতিগণ এই স্থানে যজ্ঞাতে দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমা গতি লাভ করিয়াছেন। তরন্তুক, আরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক এই চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র, সমন্তপঞ্চক ও প্রজাপতির উত্তর বেদি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থান অতি পবিত্র, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও দেবগণের অভিমত। অতএব ভূপতিগণ এই স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় পবিত্র লোকলাভে সমর্থ হইবেন। হে বলদেব! সুররাজ ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে এই কথা কহিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন ও প্রভূত ধন দান করিয়া দিব্যাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ পবিত্র আশ্রম মধূক, আম্র, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, বিল্ব, পনস ও অর্জ্জুন বৃক্ষে সমাকীর্ণ। মহাত্মা বলদেব সেই আশ্রম দেখিয়া তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! এই আশ্রমে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেন? তখন তপস্বীরা কহিলেন, মহাত্মন্! পূর্ব্বে যে মহাত্মার এই আশ্রম ছিল, তাহা সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান ও বিধিপূর্ব্বক সমুদায় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করিয়াছেন। এই স্থানে কৌমার ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যদুহিতা স্ত্রীজনের দুষ্কর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহাত্মা বলদেব ঋষিগণের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক হিমালয়ে আরোহণ করিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করত সরস্বতীর প্রভব ও প্লক্ষ প্রস্রবণ তীর্থ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কারবপন নামক পুণ্য তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে মহাত্মা বলদেব পবিত্র নির্ম্মল জলে অবগাহন, বিবিধ বস্তু দান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণপূর্ব্বক যতি ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে যমুনাকূলে মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন। পূর্ব্বে ঐ আশ্রমে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বলদেব সেই আশ্রমে গমন করিয়া যমুনায় অবগাহন পূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধগণ ও তাঁহাদের মুখে পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রোহিণীতনয় এইরূপে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবব্রাহ্মণ-পূজিত কলহপ্রিয় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান স্বর্ণচীর এবং করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও স্তুতিবিচিত্র কচ্ছপী বীণা। মহাত্মা বলদেব দেবর্ষিকে দেখিবা মাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া কৌরবদিগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে নারদ তাঁহার নিকট কুরুকুলের নিধনবার্ত্তা কীর্ত্তন করিলেন। তখন রোহিণীকুমার দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, পূর্ব্বে আমি তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ

করিয়াছি, এক্ষণে আপনার মুখে সবিস্তরে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রৌহিণেয়! পূর্ব্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, ভূরিশ্রবা, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্যান্য সমরনিপুণ অসংখ্য রাজপুত্রগণ দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে কৌরবপক্ষে কেবল কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। তাঁহারাও পাণ্ডবগণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে নিহত ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয়কে পলায়িত দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি বিবিধ কটু বাক্য প্রয়োগ করাতে তৎসমুদায় অসহ্য বোধ করিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া ভীষণ গদা ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। মহাবীর ভীম ও দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ সংগ্রাম হইবে। যদি আপনার শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনে কৌতূহল থাকে, তবে অবিলম্বে তথায় গমন করুন।

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব নারদের বাক্য শ্রবণানন্তর দ্বিজগণকে পূজা করিয়া স্বীয় অনুযাত্রিকদিগকে দ্বারকাগমনে আদেশ করিলেন এবং হিমাচল হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সরস্বতীর তীর্থফল শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে কহিলেন, কোন তীর্থই সরস্বতীর তুল্য তৃপ্তিজনক নহে। সরস্বতী তীর্থে যাহাদের বাস, তাহারাই পরম সুখী। মহাত্মারা সরস্বতীতে আগমন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা সরস্বতী নদীকে স্মরণ করিবে। সরস্বতী সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্রা ও শুভদায়িনী। সরস্বতীতে আগমন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে স্বীয় দুষ্কৃতির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হয় না। হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব এই কথা বলিয়া প্রীত মনে বারংবার সরস্বতী দর্শন পূর্ব্বক অশ্বযুক্ত শ্বেত রথে আরোহণ করিয়া শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনার্থ অবিলম্বে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীম ও দুর্য্যোধনের তুমুল যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, সূতনন্দন! মহাত্মা বলদেব সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত হইলে আমার পুত্র কিরূপে তাঁহার সমক্ষে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবাহু দুর্য্যোধন বলদেবকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতি মনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন প্রদান ও যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রোহিণীনন্দন ধর্ম্মরাজকে কহিলেন মহারাজ! আমি তাপসগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র ও স্বর্গতুল্য। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সতত ঐ স্থানে বাস করেন। বীরগণ তথায় যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে অনায়াসে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গবাসে সমর্থ হয়। ঐ স্থান ব্রহ্মার উত্তর বেদি বলিয়া দেবলোকে প্রথিত। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে সমন্তপঞ্চকে গমন করি।

হে মহারাজ! তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলদেবের বাক্য স্বীকার করিয়া সমন্তপঞ্চকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও রোষপ্রযুক্ত সুদীর্ঘ গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আকাশস্থিত দেবগণ বর্ম্মধারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে গমন করিতে দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বাতাবহ ও চরগণ কুরুরাজের যুদ্ধবেশ দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইল। কুরুরাজ পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রমত্ত বারণের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বীরগণের সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও ভেরিনিস্বনে দশদিক্ পরিপূরিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরগণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নিদেশানুসারে পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ তথা হইতে সরস্বতীর দক্ষিণ পবিত্র তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া সেই অনুত্তর প্রদেশই যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করিলেন।

অনন্তর বর্ম্মধারী ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাকোটী গদা গ্রহণ করিয়া গরুড়ের ন্যায় এবং আপনার পুত্র উষ্ণীষ ও সুবর্ণবর্ম্ম ধারণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায়, সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধোদ্ধত বারণদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর বধার্থী হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন মহা আহ্লাদে সৃক্কণী লেহন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া রোষারুণ নয়নে ভীমের প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করত হস্তী যেমন হস্তীকে আহ্বান করে, তদ্রূপ বৃকোদরকে আহ্বান করিলেন। মহাবীর ভীমসেনও প্রস্তরের ন্যায় সুদৃঢ় গদা গ্রহণ করিয়া সিংহ যেমন সিংহকে আহ্বান করে, তদ্রূপ কুরুরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যম, বাসব, বরুণ, কুবের, বাসুদেব, বলদেব, মধু, কৈটভ সুন্দ, উপসুন্দ, রাম, রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের ন্যায় ভীমপরাক্রম বীরদ্বয় ক্রোধভরে গদা উদ্যত করিয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শরদাগমে মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহারা জিগীষাপরবশ হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন এবং উরগের ন্যায় ক্রোধবিষ উদ্গার করত পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলদেবের শিষ্য, মহাবল পরাক্রান্ত গদাযুদ্ধবিশারদ এবং সিংহের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, নখদংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একান্ত দুঃসহ, লোকসংহারার্থ সমুচ্ছলিত সাগরদ্বয়ের ন্যায় দুস্তর, হুতাশনের ক্রোধোপজনিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মঙ্গল গ্রহদ্বয় রোষভরে ভূতলে ধাবমান হইতেছেন এবং ক্রোধোদ্ধত দৈত্যদ্বয় যেন পরস্পরের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহারা বায়ুসঞ্চালিত পূর্ব্ব পশ্চিমাদিকে সমুদিত অনবরত সলিলধারাবর্ষী বর্ষাকালীন মেঘদ্বয়ের ন্যায় জটাজালসঙ্কুচিত সিংহ যুগলের ন্যায় ও ক্রোধোদ্ধত মেঘদ্বয়ের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন, অশ্বদ্বয়ের ন্যায় হ্রেষারব এবং মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃংহিতধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহাদিগের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ, মহাত্মা কৃষ্ণ, অমিতপরাক্রম বলদেব এবং কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। কুরুরাজ বীরের ন্যায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; এক্ষণে তুমি সমুপস্থিত নৃপতিগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আমাদের সংগ্রাম নিরীক্ষণ কর রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে তত্রত্য সকলেই তথায় উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা বলদেব তাঁহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রজনীযোগে নক্ষত্রমণ্ডল পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে দুর্য্যোধনের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয়! মনুষ্যজন্মে ধিক্! মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দেখ, আমার পুত্র দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। ভূপতিগণ প্রতিনিয়ত তাহার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিত। এক্ষণে সেই দুর্য্যোধনকে গদা ধারণ পূর্ব্বক পাদচারে সংগ্রামে গমন করিতে হইল। হায়! অদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! আমার পুত্র সমুদায় জগতের নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় কত কষ্টই ভোগ করিল। মহারাজ অম্বিকানন্দন এইরূপ বিলাপ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

তখন সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কুরুরাজ দুর্য্যোধন আনন্দিত চিত্তে বৃষের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া ভীমসেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কুরুরাজ ভীমকে আহ্বান করিবামাত্র ঘোরতর বিবিধ দুর্নিমিত্ত

সকল প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইল। মহানিস্বন লোমহর্ষকর নির্ঘাত সকল নিপতিত ও বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাংশুবৃষ্টি ও ঘোরতর অন্ধকারে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত শত উল্কাপাতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রাস করিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত, পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল ভূতলে নিপতিত ও কূপের জল বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অমঙ্গলসূচক শিবা সমুদায় সমাগত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নানাবিধ মৃগ দশদিকে ধাবমান হইল। অশুভসূচক জন্তুগণ ভাস্করাধিষ্ঠিত দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে তুমুল শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু কে শব্দ করিতেছেন, তাহা কিছুই বোধগম্য হইল না।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই দুর্নিমিত্ত দর্শনে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তদ্রূপ আজি আমি দুর্য্যোধনের উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আপনার হৃদয় নিহিত শোকশল্য সমুদ্ধৃত করিব। আজি গদা দ্বারা কুরুকুলাধম পাপাত্মার দেহ শতধা বিভিন্ন করিয়া আপনার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী মালা প্রদান করিব। এই দুরাত্মা পুনরায় হস্তিনানগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। আজি আমাদিগের সর্পক্রোড়ে শয়ন, বিষান্ন ভোজন, জতুগৃহ দাহ, সভামধ্যে উপহাস, সর্ব্বস্বাপহরণ, অজ্ঞাতবাস ও বনবাস প্রভৃতি দুঃখের শান্তি হইবে। আমি একদিনেই উহাকে বিনাশ করিয়া আপনার নিকট ঋণশূন্য হইব। আজি উহার পরমায়ু নিঃশেষিত ও মাতৃ পিতৃ দর্শন সমাপ্ত হইল। আর উহাকে সুখসম্ভোগ বা কামিনীগণের সহিত সন্দর্শন করিতে হইবে না। আজি ঐ কুরুকুলাঙ্গারকে রাজ্যহীন, প্রাণবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে হইবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিপাতিত শ্রবণ করিলে শকুনির দুর্ম্মন্ত্রণা স্মরণ করিবেন।

হে মহারাজ! শার্দ্দূলসম বিক্রান্ত বৃকোদর এইরূপ কহিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, কুরুরাজ! বারণাবত নগরে তোমরা পিতা পুত্রে আমাদিগকে নিধন করিবার মানসে যে সকল দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর। তোমরা সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ প্রদান, শকুনির সহিত একত্র হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে যে বঞ্চনা করিয়াছিলে এবং আমরা তোমাদের নিমিত্ত বনে বাস করিয়া যে সকল কষ্টভোগ করিয়াছি, অদ্য সেই সমস্ত দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিব। আজি ভাগ্যক্রমে তোমার সন্দর্শন পাইলাম। প্রবল প্রতাপশালী মহারথ ভীষ্ম তোমার নিমিত্তই শিখণ্ডী হস্তে নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, আমাদের শত্রুতার আদি কারণ শকুনি, দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা প্রাতিকামী এবং তোমার বিক্রমশালী ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছে। এক্ষণে তোমাকেও এই গদাঘাতে নিহত করিব সন্দেহ নাই

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নির্ভীক চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, বৃকোদর! বৃথা বাগ্জাল বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই, অচিরাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি নিশ্চয়ই তোমার রণকণ্ডূতি অপনোদন করিব। হে কুলাধম! দুর্য্যোধন সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ত্বৎসদৃশ লোকের কথায় ভীত হইবার নহে। আমি বহুদিন অবধি তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিব বলিয়া বাসনা করিতেছি; আজি দৈব অনুকূল হইয়া আমার সেই বাসনাপূর্ণ করিল। এক্ষণে আর বৃথা বাক্য ব্যয় ও আত্মশ্লাঘা করিবার প্রয়োজন নাই। মুখে যেরূপ কহিতেছ, তাহা অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত কর

হে মহারাজ! ঐ সময় সোম ও অন্যান্য বংশসম্ভূত যে যে ভূপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রশংসায় পুলকিতগাত্র হইয়া যুদ্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তখন নরপতিগণ দুর্য্যোধনকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তলশব্দ দ্বারা পুনরায় আহ্লাদিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদরও গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে কুরুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় জয়লোলুপ পাণ্ডবদিগের কুঞ্জরগণ বৃংহিত ধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় সমধিক দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

হে মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে সমবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বক ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায়, পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া তুমুলযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে ঘোরতর প্রহারশব্দ সমুত্থিত হইল। দর্শকগণ সেই রুধিরোক্ষিত কলেবর গদাধারী বীরদ্বয়কে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিলেন। পরস্পরের গদানিষ্পেষে হুতাশনস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে নভোমণ্ডল খদ্যোত সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবীর দ্বয় যুদ্ধশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গদা গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ করিণীলাভলোলুপ মদমত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং কাহার যে জয়লাভ হইবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শকেরা ভীমের যমদণ্ডোপম অশনি সদৃশ ভীষণ গদা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থলে ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবেগে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর গদাহস্তে বিবিধ কৌশল ও মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া আহারলাভার্থী মার্জ্জার যুগলের ন্যায় বারংবার পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন এবং পরিশেষে বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, পরিমোক্ষ, প্রহার, বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরিবর্ত্তন, সংবর্ত্তন, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত প্রভৃতি বিবিধ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের গদাপাত পরিহার করত পুনরায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সমরক্রীড়া প্রদর্শনপূর্ব্বক পরস্পরকে গদাপ্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরস্পরের আঘাতে পরস্পরের কলেবর রুধির ধারায় সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ঐ বীরদ্বয়কে দশনযুদ্ধে প্রবৃত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দক্ষিণমণ্ডল এবং ভীমসেন বামমণ্ডল অবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন গদা উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমসেনের পার্শ্বদেশে আঘাত করিলে মহাবীর বৃকোদর তাঁহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত বজ্রতুল্য যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দর্শকেরা যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া তাঁহার গদার উপর গদাঘাত করিলেন। উভয়ের গদাঘর্ষণে রণস্থলে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত ও তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বিবিধ মণ্ডলকৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করত ভীম অপেক্ষা সমধিক যুদ্ধনিপুণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিঘূর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনও পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় স্বীয় গদা বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার গদার ভ্রমণবেগ দর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর পরস্পর যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে গদাপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদাবেগ সম্বরণ করিতে দেখিয়া বিচিত্র কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গদার উপর প্রহার করিলেন। তখন বজ্রদ্বয়ের ন্যায়, সেই দুই গদার অভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ ও অগ্নি-

স্ফুলিঙ্গ সমুদায় সমুত্থিত হইল। ভীমসেনের মহাবেগ সম্পন্ন গদা দুর্য্যোধনের গদা প্রতিহত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলে উহার আঘাতে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় গদা অপ্রতিহত দেখিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎপরে তিনি বামমণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমের মস্তকে গদাপ্রহার করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনের প্রতি স্বীয় স্বর্ণমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সত্বর সেই ভীমনিক্ষিপ্ত গদা নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া দর্শকগণকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করিলেন। তখন ভীমপ্রেরিত গদা একান্ত ব্যর্থ হইয়া গম্ভীর ধ্বনি সহকারে ভূমণ্ডল বিচলিত করিয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কুরুরাজ ক্রোধভরে ভীমের বক্ষঃস্থলে এক গদাঘাত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই আঘাতে বিমোহিত প্রায় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ বৃকোদরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ ও বিমনায়মান হইয়া রহিলেন। পরিশেষে মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের গদাঘাতে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবেগে কুরুরাজের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া অবনত জানুদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করিলে সৃঞ্জয়গণ পুনরায় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুরুরাজ তাঁহাদের সেই সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেনকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করত তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার ললাটদেশে গদাঘাত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই গদাঘাতে ভীমের ললাট হইতে রুধিরধারা নির্গত হওয়াতে তাঁহাকে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে অরাতিপাতন অর্জ্জুনাগ্রজ অশনিতুল্য লৌহময় গদা গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে প্রহার করিলে কুরুরাজ বনমধ্যে বায়ুবেগে বিপাটিত পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া হ্রদ হইতে সমুত্থিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষণকাল শিক্ষা-নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া রোষভরে পুরোবর্ত্তী বৃকোদরের উপরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের গদাঘাতে বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কুরুরাজ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশনি তুল্য গদাঘাতে তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষে দেবতা ও অপ্সরোগণের মহাকোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীমসেন ভূতলে নিপতিত এবং তাঁহার সুদৃঢ় বর্ম্ম নির্ভিন্ন হইলে পাণ্ডবগণের মনে মহান্ ভয়সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর বৃকোদর চৈতন্যলাভ করিয়া বদন পরিমার্জ্জন ও অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিবৃত নয়নে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! এই বৃকোদর ও দুর্য্যোধন ইহাদের মধ্যে কোন্ বীর তোমার মতে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধকুশল এবং কাহারই বা কোন্ গুণ অধিক, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, ভ্রাতঃ! ঐ বীরদ্বয় উভয়েই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীমসেন দুর্য্যোধন অপেক্ষা বলবান্ বটেন, কিন্তু বৃকোদর অপেক্ষা কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধনৈপুণ্য অধিক। অতএব ভীমসেন ন্যায় যুদ্ধে কদাচ দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়াছি, দেবগণ মায়াবলে অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন; দেবরাজ মায়াপ্রভাবেই বিরোচনকে পরাজয় ও বৃত্রাসুরের তেজ হ্রাস করিয়াছেন। এক্ষণে বৃকোদরও মায়াময় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিনাশ করুন। উনি দ্যূতক্রীড়া সময়ে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। মায়াবী দুর্য্যোধনকে মায়াবলেই নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। যদি ভীমসেন উহার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইবেন। হে অর্জ্জুন! আরও দেখ, এক্ষণে ধর্ম্মরাজের অপরাধেই পুনরায় আমাদের মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণ নিহত হওয়াতেই আমাদের জয়লাভ, কীর্ত্তিলাভ ও বৈরনির্যাতন হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত এক্ষণে আমাদের জয়লাভে মহান্ সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব কি নির্ব্বোধ! উনি কি বুঝিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে পরাজয় করিতে পারিলেই তোমার রাজ্য লাভ হইবে। দুর্য্যোধন একে যুদ্ধনিপুণ, তাহাতে আবার একাগ্র চিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং উহাকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য হইবে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই একটি সারার্থ সম্বলিত কথা কহিয়াছেন যে, যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে তৎকালে জীবিত-নিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে অর্জ্জুন! বীরগণ জীবিতাশা নিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রও তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হন না। দেখ, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া রাজ্যলাভের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাসে কৃতনিশ্চয় ও হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ আহ্বান করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। দুর্য্যোধন ত্রয়োদশ বৎসর গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে, এক্ষণে ভীমের নিধন বাসনায় কখন উর্দ্ধে সমুত্থান ও কখন বা তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। অতএব যদি বৃকোদর উহাকে অন্যায় যুদ্ধে সংহার না করেন, তাহা হইলে ঐ বীর নিশ্চয়ই আমাদের নির্জ্জিত রাজ্য লাভ করিয়া ভূপতি হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় মহাত্মা মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় বাম জানুতে আঘাত করত ভীমসেনকে সঙ্কেত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া গদাহস্তে সব্য মণ্ডল, দক্ষিণ মণ্ডল, যমক ও গোমূত্রক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিয়া দুর্য্যোধনকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। গদামার্গবিশারদ মহাবীর দুর্য্যোধনও ভীমসেনের নিধন বাসনায় সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সঞ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই ক্রুদ্ধ কৃতান্ত সদৃশ বীরদ্বয় বিজয় লাভের নিমিত্ত অগুরুচন্দনচর্চ্চিত ভীষণ গদা বিকম্পিত করিয়া পরস্পরকে নিধন ও বৈরানল নির্ব্বাণ করিবার বাসনায় মাংসলোলুপ গরুড়দ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সমীরণসংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায়, মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, বীরযুগলের পরস্পর গদা সংঘর্ষণে সমরাঙ্গনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনিঃসৃত ও নির্ঘাত শব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই সুদারুণ সংগ্রামে তাঁহারা উভয়েই পরিশ্রান্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীষণ সমরে গদাঘাতে উভয়েরই কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইল। তাঁহারা পঙ্ক মহিষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি আঘাত করত জর্জ্জরিতগাত্র ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া হিমালয়স্থিত পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর ইচ্ছাপূর্ব্বক রন্ধ্র প্রদর্শন করিলে দুর্য্যোধন ঈষৎ হর্ষিত হইয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদরও তাঁহাকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পুত্র তদ্দর্শনে তথা হইতে অপসৃত হইলেন; সুতরাং ভীমের গদা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে কুরুরাজ সেই প্রহার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভীমের শরীরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই আঘাতে শোণিতাক্ত কলেবর ও মূর্চ্ছাগত প্রায় হইলেন কিন্তু তৎকালে এরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন যে, দুর্য্যোধন তাঁহাকে অবিচলিত ও প্রতিপ্রহারোদ্যত বিবেচনা করিয়া পুনরায় আর প্রহার করিলেন না।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ ভীমসেনকে রোষান্বিত চিত্তে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহার ব্যর্থ করিবার মানসে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং কুরুরাজ ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইলে তাঁহার জানুদ্বয় লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের সেই বজ্রতুল্য ভীষণ গদা দুর্য্যোধনের সুচারু জানুদ্বয় ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া ধরাশায়ী হইলে সনির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত, পর্ব্বতবৃক্ষ সমন্বিত সমুদায় পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল। অনবরত শোণিতবর্ষণ, ভীষণ উল্কাপাত ও পাংশুবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অন্তরীক্ষে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই শব্দ শ্রবণে মৃগকুল ও বিহগগণ তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থিত গজ, বাজী ও মনুষ্যগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গের মহানির্ঘোষে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অসংখ্য করচরণশালী ঘোরদর্শন কবন্ধগণ নৃত্য করিতে করিতে দিক্ সকল পরিবৃত করিল। ধ্বজধারী ও অস্ত্র শস্ত্রধারী বীর পুরুষেরা কম্পিত হইতে লাগিলেন। হ্রদ ও কূপ সকল হইতে রুধির উচ্ছলিত হইতে লাগিল। বেগবতী নদী সকল প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইল এবং পুরুষগণকে নারীর ন্যায় ও নারীগণকে পুরুষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই অদ্ভুত দুর্নিমিত্ত দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও বায়ুচরগণ মহাবীর ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের অদ্ভুত যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন ও তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমহস্তে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় নিপাতিত হইলে পাণ্ডব ও সোমকগণ আহ্লাদে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন সমরশায়ী রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দুরাত্মন্! পূর্ব্বে সভামধ্যে আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া যে উপহাস এবং একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি যে বিবিধ কটূক্তি করিয়াছিলে, আজি তাহার ফল ভোগ কর। মহাবীর বৃকোদর এই কথা কহিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাতপূর্ব্বক ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মারা গরু গরু বলিয়া আমাদিগের সমক্ষে নৃত্য করিয়াছিল, আজি আমরা তাহাদিগের সমক্ষে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করিব। আমরা শঠতাচরণ, বহ্নি প্রদান, পাশক্রীড়া, ও বঞ্চনা প্রভৃতি কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই না, কেবল স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া থাকি।

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনকে ঐ কথা কহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠির, কেশব, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে কহিলেন, দেখ, যে দুরাত্মারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে আনয়নপূর্ব্বক সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ দ্রৌপদীর তপঃপ্রভাবে নিহত হইয়াছে। আর, যাহারা পূর্ব্বে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে স্বগণে নির্ম্মূল করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের স্বর্গলাভ বা নরকভোগ হউক, কিছুতেই অসন্তুষ্ট নহি। মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া স্কন্ধস্থিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় সেই ধরাতলগত রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা সোমকগণ ভীমসেনের সেই নীচজনোচিত ব্যবহার অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই আত্মশ্লাঘানিরত বৃকোদরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি বৈরঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ এবং সৎকার্য্য দ্বারা হউক বা অসৎ কার্য্য দ্বারাই হউক, প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছ, এক্ষণে ক্ষান্ত হও। দুর্য্যোধন আমাদিগের জ্ঞাতি, বিশেষতঃ এই বীর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের ও কৌরবগণের অধিপতি ছিল, ইহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিও না। এক্ষণে ইঁহার বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য, ভ্রাতা এবং পুত্রগণ নিহত হওয়াতে এই বীর সর্ব্বপ্রকারেই শোচনীয় হইয়াছে; বিশেষতঃ কুরুরাজ আমাদের ভ্রাতা, অতএব ইহার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করা তোমার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে বৃকোদর! প্রাচীন লোক মাত্রেই তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি রূপে রাজাকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিতেছ?

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা কহিয়া অশ্রুকণ্ঠে দীন ভাবে দুর্য্যোধনের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার দুঃখ বা শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ঘোরতর ফল ভোগ করিতেছ। হে কুরুসত্তম! আমরা তোমার হিংসা করিব এবং তুমি আমাদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিধাতাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তুমি লোভ ও বালকত্ব প্রযুক্ত আপনার দোষেই ঈদৃশ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছ। তুমি বয়স্য, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণের বিনাশসাধন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইলে। কেবল তোমার অপরাধেই আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণকে নিহত করিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, এক্ষণে আমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রাণাধিক বন্ধুবিচ্ছেদে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে। আমরা কিরূপে বিপ্রপত্নী ও ভ্রাতৃবধূগণকে বিধবা ও শোকার্ত্ত নিরীক্ষণ করিব। তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে বাস করিবে, কিন্তু আমরা নরকতুল্য দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে রহিলাম। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পৌত্রবধূগণ ও পুত্রবধূগণ একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া নিরন্তর আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিবেন। হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই বলিয়া দুঃখিত চিত্তে বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন; হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত গদাযুদ্ধবিশারদ বলদেব দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন; মহারাজ! মহাবল বলদেব ভীমসেনকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের ঊরুদেশে গদাঘাত করিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সেই ভূপালগণমধ্যে বাহু সমুদ্যত করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ ও ভীমসেনকে বারংবার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মযুদ্ধে নাভির অধঃস্থলে গদাঘাত করা বৃকোদরের নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। গদাযুদ্ধে ভীমসেন যেরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নাভির অধঃপ্রদেশে কদাচ গদাঘাত করিবে না, ইহা শাস্ত্রসম্মত ও স্থিরসিদ্ধান্ত; কিন্তু মহামূর্খ বৃকোদর শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে মহারাজ! হলধারী বলদেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া লাঙ্গল উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় হলধর হস্ত উদ্যত করাতে তাঁহার রূপ বহুবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় বিনয়ী বাসুদেব বলদেবকে ভীমের প্রতি ধাবমান দেখিয়া স্থূল বর্ত্তুল বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন। সেই ধবল ও কৃষ্ণকলেবর যদুবংশীয় বীরদ্বয় একত্র হইলে অপরাহ্নকালীন নভোমণ্ডলগত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা হইল। তখন যদুপ্রবীর বাসুদেব বলদেবের ক্রোধশান্তি করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে মহাত্মন! শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণের উন্নতি এবং শত্রুর অবনতি, শত্রুর মিত্রগণের অবনতি ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের অবনতি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার ও স্বীয় মিত্রগণের অবনতি অবলোকন করিলে আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিবে। সমরবিশারদ পাণ্ডবেরা আমাদিগের পিতৃষসার পুত্র; সুতরাং ইহারা আমাদের সহজ মিত্র। এক্ষণে বিপক্ষেরা ইহাদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল। আর দেখুন, প্রতিজ্ঞাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। মহাবীর বৃকোদর আমি রণস্থলে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিব বলিয়া সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহাবল মৈত্রেয়ও দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে তোমার ঊরু ভগ্ন

হইবে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে ভীমসেনের এইরূপ অনুষ্ঠানে অণুমাত্রও দোষ লক্ষিত হইতেছে না। হে রেবতী-রমণ! আপনি ক্রোধসংবরণ করুন। পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের যৌনিসম্বন্ধ ও সাতিশয় সৌহার্দ্দ আছে; সুতরাং ইহাদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগের উন্নতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ হলধর বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! সাধু লোকেরাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দ্বারা উপহত হয়। দেখ, অতিশয় লুব্ধ অর্থলোভে ও অত্যাসক্ত ব্যক্তি কামপ্রভাবে ধর্ম্মহীন হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া কালযাপন করিতে পারে, সেই যথার্থ সুখভোগে সমর্থ হয়। হে হৃষীকেশ! এক্ষণে তুমি যত চেষ্টা কর না কেন, ভীমসেন যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, ইহা আমার মনোমন্দির হইতে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন বাসুদেব কহিলেন, হে রাম! লোকে আপনাকে অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও ধর্ম্মবৎসল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ ও শান্তি অবলম্বন করুন। দেখুন, এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত সময়। অতএব ইনি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে বৈর ও প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হউন।

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব কৃষ্ণের মুখে এইরূপ কপট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অপ্রসন্ন মনে পুনরায় কহিলেন, হে বাসুদেব! ভীমসেন ধর্ম্মপরায়ণ দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে বিনষ্ট করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এই ভূমণ্ডলে কূটযোদ্ধা বলিয়া প্রখ্যাত হইবেন। আর রাজা দুর্য্যোধনও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন, অতএব উনি শাশ্বত গতি এবং ইহলোকে অতিশয় যশোলাভ করিবেন। শ্বেত পর্ব্বতশিখরাকার রোহিণীতনয় এই বলিয়া রথারোহণপূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলদেব প্রস্থান করিলে পাঞ্চাল, যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই যাহার পর নাই বিমনা হইলেন। তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অধোবদনে দীন মনে শোক ও চিন্তায় একান্ত আকুল দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব অধর্ম্মে অনুমোদন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ভীমসেন হতবন্ধু বিচেতন প্রায় দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি কি বলিয়া উহাতে উপেক্ষা করিতেছেন? যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! বৃকোদর রোষপরবশ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে যে পদাঘাত করিতেছেন, ইহা আমার অভিমত নহে। আমি কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট নহি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা নিত্য শঠতাচরণ ও নানাপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। সেই সমস্ত দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমিও সেই কারণ বশতই আমার ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারেই হউক, আর অধর্ম্মানুসারেই হউক, লোভপরতন্ত্র দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া অভীষ্ট সাধন করুক, এই মনে করিয়া জ্ঞাতিবিনাশ ও দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে যদুবংশাবতংস বাসুদেব অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ভীমের কার্য্যে অনুমোদন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অরাতিপরাজয়জনিত হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আজি আপনার পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে রাজধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন। প্রবঞ্চনাপরতন্ত্র শঠতাপ্রিয় বিপক্ষভাবের মূল কারণ দুর্য্যোধন ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। রাধেয়, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি অতি কর্কশভাষী শত্রু সমুদায়ও নিহত হইয়াছে। অদ্যাবধি এই পর্ব্বত কানন সমন্বিত নানা রত্নসমাকীর্ণ বসুন্ধরা পুনরায় আপনার হস্তগত হইল। আপনি এক্ষণে নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করুন।

কহিলেন, হে বৃকোদর! আজি কৃষ্ণের মন্ত্রণাবলে দুর্য্যোধন নিহত, বৈরানল প্রশমিত ও বসুন্ধরা আমাদের অধিকৃত হইল। আজি তুমি ভাগ্যক্রমে অরাতিনিপাতন পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া জননীর ও চিরসঞ্চিত ক্রোধের নিকট আনৃণ্য লাভ করিলে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনিপাতিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া প্রীত মনে উত্তরীয় বিধুনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বসুন্ধরা পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের হর্ষবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ শরাসনে টঙ্কার প্রদান, কেহ কেহ শঙ্খ বাদন, কেহ কেহ দুন্দুভিধ্বনি, কেহ কেহ ক্রীড়া ও কেহ বা হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর! আজি তুমি গদাযুদ্ধবিশারদ কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়া যাহার পর নাই মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। আজি সকল লোকেই তোমাকে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বোধ করিতেছেন। তুমি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র মার্গচারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে পারে? আজি তুমি সৌভাগ্য বশত কৌরবদিগের সহিত শত্রুভাব নিঃশেষিত করিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে তুমি সিংহ যেমন মহিষের রক্ত পান করে, তদ্রূপ দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার রুধির পান করিয়াছিলে। হে বীরবর! যাহারা পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তুমি ভাগ্য বলে তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিলে। তুমি দুর্য্যোধন ও অন্যান্য অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিলে। বৃত্রাসুর নিহত হইলে বন্দিগণ দেবরাজকে যেরূপ অভিনন্দন করিয়াছিল, আজি দুর্য্যোধন নিপতিত হওয়াতে আমরা তোমাকে তদ্রূপ অভিনন্দন করিতেছি। দুর্য্যোধনের নিপাত সময়ে আমাদিগের যে পুলকোদ্গম হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সমবেত হইয়া ভীমসেনকে এইরূপে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা মধুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের মুখে সেইরূপ অসঙ্গত প্রশংসা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভূপতিগণ! মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পাপসহায় নির্লজ্জ দুর্য্যোধন যখন মহাত্মা বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম সঞ্জয় প্রভৃতি সুহৃদ্গণ বারংবার অনুরোধ করিলেও লোভ প্রযুক্ত তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদানে অসম্মত হইয়াছিল, তখনই আমি উহাকে নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে ঐ নরাধম মিত্র বা শত্রুমধ্যেও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে; ও কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত জড় হইয়াছে। উহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। চল আমরা রথারোহণ পূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। পাপাত্মা দুর্য্যোধন এত দিনের পর ভাগ্যবলে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত হইল।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বাসুদেবের মুখে ঐরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণে বাহুদ্বয়ে পৃথিবী ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সরোষনয়নে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি শরীর অর্দ্ধোন্নত করাতে তাঁহাকে ছিন্নপুচ্ছ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুরুরাজ তৎকালে প্রাণান্তকর বিষম বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণের তিরস্কার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার ঊরুভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্ম্ম যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। অশ্বত্থামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে নিষেধ কর নাই। কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থ বহু দিন অতি যত্ন সহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছ। সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনবধে

সমুদ্যত হইলে তুমি কৌশলক্রমে তাঁহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ; অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে! দেখ, যদি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্ম্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।

তখন বাসুদেব দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন! তুমি অসৎ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে। তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ও তোমার ন্যায় অসচ্চরিত্র সূতপুত্র নিহত হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দুরাত্মা শকুনির পরামর্শে লোভপ্রভাবে পাণ্ডবগণকে পৈত্রিক রাজ্যের অংশ প্রদান কর নাই। তুমি ভীমসেনকে বিষান্ন ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং আর্য্যা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলে। রে দুরাত্মন্! তুমি যৎকালে সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সেই সময়েই তোমার বধসাধন করা অতি কর্ত্তব্য ছিল। তুমি শঠতাচরণ পূর্ব্বক দ্যূতনিপুণ শকুনির প্রভাবে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজকে পরাজয় করিয়াছিলে। পাণ্ডবগণ মৃগয়ার্থ তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিলে অরণ্যমধ্যে দুরাত্মা জয়দ্রথ তোমার মতানুসারেই দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং তোমার দোষেই বহুসংখ্য রথী একত্র হইয়া একমাত্র বালক অভিমন্যুর বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই তুমি নিহত হইলে। হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের উপর যে দোষ ক্রুকর্ম্ম আরোপিত করিতেছ, স্বয়ং, সেই সেই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি কদাচ সুরগুরু বৃহস্পতির উপদেশ বাক্য শ্রবণ, বৃদ্ধগণের সেবা ও তাঁহাদিগের হিত বাক্যে কর্ণপাত কর নাই। প্রবল লোভ ও ভোগাকাঙ্ক্ষা অভিভূত হইয়া বিস্তর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহারই পরিণত ফল ভোগ কর।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্ব্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের নিতান্ত দুর্লভ দেবভোগ্য সুখসম্ভোগ ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি; পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমর-মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে। এক্ষণে আমি ভ্রাতা ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিবামাত্র আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্র বাদন ও অপ্সর সকল রাজা দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই দুর্য্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অধর্ম্ম যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে মহাত্মা বাসুদেব পাণ্ডবগণকে একান্ত চিন্তাকুল অবলোকন করিয়া মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্য্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন; তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদিগের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। যদি আমি ঐ রূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধারী এই দুর্য্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহাকে অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগকে কূট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূটযুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি; সায়ংকালও সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল, হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করি। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও দুর্য্যোধনের নিধনে প্রফুল্ল হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবাহু ভূপালগণ এইরূপে শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ আমাদিগের শিবিরে ধাবমান হইলে মহাধনুর্দ্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণও স্বীয় স্বীয় শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজের শিবিরে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ শিবির জনশূন্য রঙ্গভূমির ন্যায় উৎসবশূন্য নগরের ন্যায়, এবং গজরাজশূন্য হ্রদের ন্যায় নিতান্ত শোভাবিহীন হইয়াছিল। বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রী ও ক্লীবদিগের সহিত উহাতে অবস্থান করিতেছিলেন; দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিনিয়ত ঐ সকল বৃদ্ধ অমাত্যের উপাসনা করিতেন। মহারথ পাণ্ডবগণ সেই শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের হিতানুষ্ঠান তৎপর হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে কহিলেন, ধনঞ্জয় তুমি গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া অগ্রে রথ হইতে অবরোহণ কর, আমি পশ্চাৎ অবতীর্ণ হইব। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তৎপরে ধীমান্ বাসুদেবও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন। জগৎপতি হৃষীকেশ অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে মহাবীর কপিবর অন্তর্হিত হইল এবং অকস্মাৎ রথ তূণীর, রশ্মি, অশ্ব ও যুগবন্ধ কাষ্ঠের সহিত প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। পাণ্ডবতনয়গণ ধনঞ্জয়ের রথ ভস্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, গোবিন্দ! কি নিমিত্ত আমার রথ ভস্মাবশেষ হইল? যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় কীর্ত্তন কর।

মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সখে! বিবিধ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে পূর্ব্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া একাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয় নাই। এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইলে আমি ঐ রথ পরিত্যাগ করাতে উহা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল। ভগবান্ কেশব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আজি ভাগ্যক্রমে জয় লাভ করিলেন। আপনার শত্রু সকল নিহত হইয়াছে এবং আপনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এই বীরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আপনি পূর্ব্বে বিরাট নগরে আমাকে মধুপর্ক প্রদানপূর্ব্বক হে কৃষ্ণ! ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা ও সখা, তোমায় ইহাকে সমুদায় বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, এই বলিয়া অর্জ্জুনকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমিও তৎকালে আপনার বাক্য স্বীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর ধনঞ্জয় মৎকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া জয় লাভপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত এই বীরক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধর্ম্মরাজ রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, জনার্দ্দন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ যে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমাভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে পারে? বজ্রধারী ইন্দ্রও তাহা সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। তোমার অনুগ্রহেই সংসপ্তকগণ পরাজিত হইয়াছে; অর্জ্জুন অপরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং আমি পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ কার্য্যসাধন করিয়াছি। হে বাসুদেব! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরাট নগরে আমাকে

কহিয়াছিলেন যে, যে যেখানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই কৃষ্ণের অবস্থান এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই জয় লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ। অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ শিবিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আপনার অসংখ্য দাস, দাসী এবং সমুদায় স্বর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কম্বল ও অজিন প্রভৃতি নানাপ্রকার ধন প্রাপ্ত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সমুদায় স্ব স্ব বাহনগণের বন্ধনমোচন ও শ্রমাপনোদন করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী বাসুদেব কহিলেন যে, হে বীরগণ! মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই রাত্রিতে শিবিরের বহির্ভাগে অবস্থান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তখন মহাবীর সাত্যকি ও পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত শিবির হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক নদীসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হতপুত্রা গান্ধারীর আশ্বাস প্রদানার্থ বাসুদেবকে হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিয়োগানুসারে দারুকসঞ্চালিত রথে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে গান্ধারীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মরাজ কি নিমিত্ত গান্ধারীর নিকট কৃষ্ণকে প্রেরণ করিলেন? পূর্ব্বে বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরবগণের নিকট গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে ঘোরসংগ্রামে কৌরবপক্ষীয় সমুদায় যোদ্ধা ও রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ অরাতিবিহীন ও যশস্বী হইয়াও কি নিমিত্ত কৃষ্ণকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন? ইহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ থাকিবে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। এক্ষণে যে নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ বাসুদেবকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা যুধিষ্ঠির অন্যায় গদাযুদ্ধে ভীমসেনের হস্তে দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে এই চিন্তা করিলেন যে, পতিপ্রাণা তপস্বিনী গান্ধারী ক্রুদ্ধা হইলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব অগ্রে তাঁহার ক্রোধশান্তি করা আবশ্যক। তিনি অধর্ম্মযুদ্ধে পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। দুর্য্যোধন ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহাকে অন্যায়াচরণপূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি, গান্ধারী এই কথা শুনিলে নিঃসন্দেহই দুর্ব্বিষহ পুত্রশোক ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিবেন। ধর্ম্মরাজ ভয়শোকাকুলিত চিত্তে এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, পাণ্ডবসখে! তোমার প্রসাদেই আমাদিগের দুষ্প্রাপ্য রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমি আমার সমক্ষেই এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামকালে দানবগণকে বিনাশ করিবার জন্য দেবগণকে যেরূপ সাহায্যদান করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগেরও তদ্রূপ আনুকূল্য করিয়াছ। তুমি সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। যদি তুমি অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এই সৈন্যগণকে কিরূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতাম। হে জনার্দ্দন! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত বারংবার গদাঘাত, পরিঘতাড়ন এবং শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশু প্রভৃতি বজ্রোপম অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত ও অতি কঠোর বাক্যযন্ত্রণা যে সহ্য করিয়াছিলে, আজি দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতেই তাহা সার্থক হইল। এক্ষণে আবার যাহাতে সকল রক্ষা হয়, তোমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জয়লাভ হওয়াতেও আমার অন্তঃকরণে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক অতিশয় ক্ষীণকলেবর হইয়াছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের বধসংবাদ শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমার মতে তাঁহাকে প্রসন্ন করাই শ্রেয়ঃ। এক্ষণে সেই পুত্রশোকার্ত্তা ক্রোধসংরক্তলোচনা গান্ধারীকে তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি তাঁহার ক্রোধশান্তি করিবার নিমিত্ত গমন কর। তুমি অব্যয় এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। তুমি যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক অবিলম্বেই গান্ধারীর ক্রোধ শান্তি করিতে সমর্থ হইবে। আর মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তথায় গমন করিবেন। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র; অতএব গান্ধারদুহিতার ক্রোধশান্তি করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, দারুক! তুমি অবিলম্বে রথ সুসজ্জিত কর। দারুক কেশবের বাক্যশ্রবণে সত্বর রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল। তখন মহাত্মা মধুসূদন রথারোহণপূর্ব্বক ঘর্ঘর রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও কৃষ্ণের আগমন সংবাদ অবগত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দর্শন ও তাঁহার পাদবন্দন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণপূর্ব্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া সলিল দ্বারা লোচনদ্বয় প্রক্ষালন ও বিধানানুসারে আচমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি কালের গতি সমুদায়ই অবগত আছেন। পাণ্ডবগণ আপনার চিত্তানুবর্ত্তন এবং যাহাতে কুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ না হয়, তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। পাণ্ডবগণ কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাস ও নানা বেশ ধারণপূর্ব্বক অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিতান্ত অক্ষমের ন্যায় বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং আগমন করিয়া সর্ব্বলোকসমক্ষে আপনার নিকট পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তৎকালে কালোপহত চিত্ত হইয়া লোভপ্রভাবে তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই, অতএব আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছে! মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত আপনাকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই। হায়! কালপ্রভাবে সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকে। আপনি জ্ঞানবান্ হইয়াও সন্ধিস্থাপনের কথা উত্থাপিত হইলে মোহে অভিভূত হইয়াছিলেন। অতএব কাল ও অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। এ বিষয়ে ধর্ম্মত, ন্যায়ত ও স্নেহত তাঁহাদিগের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে না। এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়াশূন্য হউন। এক্ষণে কুলরক্ষা, পিণ্ডদান ও পুত্রকর্ত্তব্য অন্যান্য কার্য্যকলাপ সমুদায়ই পাণ্ডবগণের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব আপনি ও আর্য্যা গান্ধারী শোকাবেগ সম্বরণ ও পাণ্ডবগণের প্রতি রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাপদে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি ধর্ম্মরাজের স্বভাবত যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এক্ষণে সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়াও দুঃখানলে দিবা রাত্রি দগ্ধ হইতেছেন। আপনার ও গান্ধারীর নিমিত্ত অনবরত শোক করাতে তাঁহার সুখের লেশমাত্রও নাই। আপনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জা বশত আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না।

যদুবংশাবতংস মহাত্মা বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোকবিহ্বলা গান্ধারীকে কহিলেন, সুবলনন্দিনি! ইহলোকে আপনার তুল্য নারী আর নয়নগোচর হয় না। আপনি সভামধ্যে আমার সমক্ষেই আপনার পুত্রগণকে উভয় পক্ষের হিতকর ধর্ম্মার্থসংহিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার পুত্রেরা তাহা প্রতিপালন করেন নাই। আপনি তৎকালে দুর্য্যোধনকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রে মূঢ়! আমি কহিতেছি, যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। এক্ষণে আপনার সেই বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদায় চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহাভাগে! আপনি মনে করিলে তপোবলে স্বীয় ক্রোধানলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশ বাসনা করিবেন না।

তখন গান্ধারী বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! তুমি যাহা কহিতেছ, সত্য বটে। দারুণ শোকাবেগপ্রভাবে আমার মন বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তোমার বাক্য শ্রবণে আমি শান্তভাব অবলম্বন করিলাম। যাহা হউক, বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ, তাহাতে

তাঁবার পুত্রবিহীন হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত উঁহার অকল্যাণ হইলে। শোককাতরা গান্ধারী এইমাত্র বলিয়া অঙ্গবস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব হেতুগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বিবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকাপনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামার দুরভিসন্ধি তাঁহার বোধগম্য হইল। তখন তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি আর শোক করিবেন না। আমি চলিলাম, অশ্বত্থামা এই রাত্রেই পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্ত অভিসন্ধি করিয়াছেন। উহা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে আমি সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কেশীনিসূদন মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কেশব! তুমি অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ কর। পুনরায় যেন অচিরাৎ তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়।

তখন মহাত্মা বাসুদেব যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডবগণের দর্শন বাসনায় দারুকসঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া সেই রাত্রিতেই হস্তিনা হইতে শিবিরসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে পাণ্ডবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে বাসুদেব প্রস্থান করিলে পর জগৎপূজ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন অতিশয় কোপনস্বভাব। সে আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের সহিত তাহার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। এক্ষণে ভীমসেন তাহার ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া মস্তকে বারংবার পদাঘাত করিলে সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কি কহিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবর হইয়া সেই ঘোরতর বিপৎকালে দশ দিক্ অবলোকন ও কেশপাশ বন্ধন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে বারংবার আমাকে নিরীক্ষণ, ধরণীতলে বাহু নিক্ষেপণ, দশনে দশন নিপীড়ন ও মূর্দ্ধজজাল বিধূনন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, হায়! শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শকুনি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃতবর্ম্মা নিয়ত আমাকে রক্ষা করিতেন, তথাপি আমি এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলাম; কালমাহাত্ম্য অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলাম, তথাচ আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তুমি আমার অনুজ্ঞানুসারে তাহাকে কহিও যে, ভীম নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাকে বিনষ্ট করিয়াছে। পাণ্ডবেরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি অতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এইরূপ অকীর্ত্তিকর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিশ্চয়ই সাধু লোকের নিকট হতাদর হইবে। ছলপূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া কোন্ বীর প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে। যে নিয়ম লঙ্ঘন করে, কোন্ বিবেচক ব্যক্তি তাহার সম্মান করিয়া থাকেন। পাপাত্মা বৃকোদর অধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যেমন হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছে, আর কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া তাদৃশ আনন্দিত হয় না। এক্ষণে আমার ঊরুদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে সুতরাং ভীমসেন যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার মস্তকে পদাঘাত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি। যে ব্যক্তি প্রতাপশালী, রাজশ্রীযুক্ত ও বন্ধুবান্ধব সম্পন্ন ব্যক্তিকে এরূপ অবমাননা করে, সে কি সম্মানের উপযুক্ত?

হে সঞ্জয়! আমার পিতা মাতা যুদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন। তুমি আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে কহিবে যে, আমি বিবিধ যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান, ভৃত্য প্রতিপালন, ধর্ম্মানুসারে সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, জীবিত শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান, যাচকদিগকে অর্থদান, অধ্যয়ন ও মিত্রগণের প্রিয় কার্য্যসাধন করিয়াছি। আমি বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মান বর্দ্ধন, বশংবদ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সৎকার, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রভৃতির চরিতার্থতা সম্পাদন, প্রধান প্রধান ভূপালগণকে আজ্ঞা প্রদান, অন্যের নিতান্ত দুর্লভ সম্মান লাভ ও উৎকৃষ্ট অশ্বে গমনাগমন করিয়াছি; আমি শত্রুরাজ্য অধিকৃত ও অনেকানেক মহীপালকে দাসের ন্যায় বশীভূত করিয়া অনায়াসে জীবন ক্ষেপ করিয়াছি এবং এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিলাম; সুতরাং আমার সদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে বিপক্ষগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না। সৌভাগ্য বশতঃ আমি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর আমার রাজ্যলক্ষ্মী অন্যকে আশ্রয় করিবে। স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ মৃত্যু অভিলাষ করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সমরে পরাজিত হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় শত্রুভাব পরিত্যাগ করি নাই। নিদ্রিত বা প্রমত্ত শত্রুকে বিনাশ করিলে যেরূপ পাপ হয়, বিষ প্রয়োগপূর্ব্বক শত্রুসংহার করিলে যেরূপ অধর্ম্ম হয়, অধার্ম্মিক বৃকোদর নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাকে নিপাতিত করিয়া তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যানুসারে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে, পাণ্ডবেরা নিয়মাতিক্রম ও সতত অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, অতএব তোমরা কিছুতেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না।

কুরুরাজ আমাকে এই কথা বলিয়া বার্ত্তাবহদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে আমাকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সার্থহীন পথিকের ন্যায়, মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, বৃষসেন, শকুনি, জলসন্ধ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, জয়দ্রথ, লক্ষ্মণ, দুঃশাসনতনয় এবং দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য বীরগণের অনুগমন করিব। হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণের ও ভর্ত্তার নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে! আমার বৃদ্ধ পিতা ও জননী গান্ধারী পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণে পরিবৃত হইয়া একান্ত শোকাকুল হইলেন। আমার ভার্য্যা, আমার ও আত্মজ লক্ষ্মণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণে যদি বাগ্বিশারদ পরিব্রাজক চার্ব্বাক এই বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহা হইলে তিনি আমার উপকারার্থ অবশ্যই বৈরনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহা হউক, আমি আজি এই পবিত্র ত্রিলোকবিশ্রুত সমন্তপঞ্চক তীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইব।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলে তত্রত্য সকলেই অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে দশ দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পৃথিবী বিকম্পিত ও নির্ঘাত শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং দিঙ্মণ্ডল নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। অনন্তর সেই বার্ত্তাবহগণ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া গদাযুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের নিপাত বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখিত মনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

হে মহারাজ! তখন সেই গদা, শক্তি, তোমর ও বাণের আঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হতাবশিষ্ট মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা দূতগণমুখে দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগসম্পন্ন অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন অটবীমধ্যে ব্যাধ-বিনিপাতিত রুধিরাক্ত কলেবর মহাগজের ন্যায়, সহসা নিপতিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, মহাবাত পরিশুষ্ক সাগরের ন্যায়, তুষার সমাচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, বায়ুবেগ বিপাটিত মহাপাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছে। ধনলোলুপ ভৃত্যগণ যেরূপ নরপতির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভূত ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্রোধভরে তাঁহার নয়নদ্বয় উদ্বৃত্ত ও ললাট ভ্রূকুটি কুটিল হইয়াছে। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ কুরুরাজকে তদবস্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোক ও দুঃখে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং তিন জনেই স্ব স্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন

অনন্তর দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা বাষ্পাকুল নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে সর্ব্বলোকেশ্বর! যখন তুমি ধূলিধূসরিত গাত্রে ভূতলে শয়ন রহিয়াছ, তখন জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর। হায়! পূর্ব্বে তুমি সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়া, আজি কিরূপে একাকী এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিতেছ? কি নিমিত্ত মহারথ দুঃশাসন, কর্ণ ও সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে দেখিতে পাইতেছি না? কৃতান্তের গতি অতি দুর্জ্জেয়। দেখ, তুমি সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়াও আজি ধূলিধূসরিত গাত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! পূর্ব্বে যিনি নরপতিগণের অগ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, আজি তিনি পাংশু গ্রাস করিতেছেন। হে মহারাজ! তোমার সে শ্বেতচ্ছত্র, সে, নির্ম্মল ব্যজন এবং সে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কোথায়? কার্য্যকারণের গতি নিতান্ত দুর্জ্জেয়। তুমি সর্ব্ব লোকের মাননীয় ও ইন্দ্রতুল্য বিভবশালী হইয়াও ঈদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইলে। কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে তোমার দুঃখ দর্শনে বোধ হইতেছে যে, লক্ষ্মী চিরদিন কাহারও নিকট স্থিরভাবে অবস্থান করেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণে কর দ্বারা নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জন ও বাষ্পবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে এবং কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, কালক্রমেই সর্ব্বভূতেরই বিনাশ হয় এবং লোকস্রষ্টা বিধাতাও ঐ রূপ মর্ত্ত্য ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাদিগের সাক্ষাতেই সেই মর্ত্ত্য ধর্ম্মানুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হই-লাম। আমি পূর্ব্বে সমুদায় পৃথিবী পালন করিয়া এক্ষণে এতাদৃশ দুর-বস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমেই আমি কোন বিপদেই সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই। ভাগ্যক্রমেই পাপাত্মারা ছলপূর্ব্বক আমাকে নিপাতিত করিয়াছে। ভাগ্যক্রমে আমি প্রতি নিয়ত যুদ্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমি সমরক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধব-গণের সহিত নিহত হইলাম। আর আজি যে তোমাদিগকে এই জনক্ষয়-কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত ও কল্যাণযুক্ত অবলোকন করিলাম, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমরা স্নেহ বশতঃ আমার নিধনে কিছুমাত্র অনুতাপ করিও না। যদি বেদবাক্য যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করিব। আমি অমিততেজা বাসু-দেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি? তোমরা আপন আপন উৎসাহ ও পরাক্রমের অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও প্রতিনিয়ত জয় লাভে যত্ন করিয়াছ। কিন্তু পরিণামে অরাতি পরা-জয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। কি করিবে, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র এই কথা কহিয়া বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষণ-কাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যথায় বিহ্বল হইয়া রহিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কুরুরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে কর নিষ্পীড়ন করিয়া বাষ্প-গদ্গদ স্বরে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! নীচাশয় পাণ্ডবগণ অতি নৃশংস ব্যবহার দ্বারা আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে। কিন্তু আজি তোমার জন্য যেরূপ অনুতাপ হইতেছে, তাঁহার নিমিত্ত সেরূপ হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ধর্ম্ম, সুকৃত ও সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যে কোন প্রকারে হউক আজি বাসুদেবের সমক্ষেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। তুমি আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান কর। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, আচার্য্য! সত্বর জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন। কৌরবহিতৈষী কৃপাচার্য্য আপনার পুত্রের আদেশ শ্রবণমাত্র জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহা হইলে অচিরাৎ দ্রোণতনয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, রাজা অনুজ্ঞা প্রদান করিলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা দোষাবহ নহে। মহা-বীর কৃপাচার্য্য কুরুরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলে রাজা দুর্য্যোধন রুধিরাক্ত কলেবরে সেই স্থানেই সেই সর্ব্বভূত ভয়াবহ ঘোর রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ

ভূমিকা

পুরাণসংগ্রহের দ্বাদশ খণ্ডে সৌপ্তিক পর্ব্ব প্রকাশিত হইল। ঐষীক পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত। মহর্ষি বেদব্যাস এই সৌপ্তিক পর্ব্বে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার হস্তে জয়লাভপ্রহৃষ্ট সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বিনাশ, দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ, পুত্রশোকার্দ্দিতা দ্রুপদতনয়ার উত্তেজনায় পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক ঐষিকাস্ত্র পরিত্যাগ ও অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে উহার নিবারণ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ হইলে হতাবশিষ্ট পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ আপনাদের শিবিরমধ্যে নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন, পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও বাসুদেব মঙ্গলানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঐ রাত্রি শিবিরে অবস্থান করেন নাই। দ্রোণপুত্র এই সুযোগ পাইয়া পিতৃবধজনিত বৈরনির্য্যাতন মানসে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সমভিব্যাহারে শিবিরদ্বারে আগমন ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসাদ লাভ করিয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অন্যান্য অসংখ্য বীরের প্রাণসংহার করেন। অশ্বত্থামা এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় অবশিষ্ট যোধগণকে বিনাশ করিয়া সমরাঙ্গনশায়ী ভগ্নোরু মৃতপ্রায় দুর্য্যোধনের নিকট গমন ও আপনার বৈরনির্য্যাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে ক্ষণৈক পরেই রুধির বমন করিতে করিতে কুরুরাজের প্রাণবিয়োগ হয়।

আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী কাশীরাম দাস স্বীয় সঙ্কলিত সৌপ্তিক পর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, কুরুরাজ দ্রোণপুত্রপ্রদত্ত দ্রৌপদীতনয়গণের মস্তক সকল গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চপাণ্ডবের মস্তক বোধ করিয়া প্রথমত একান্ত প্রহৃষ্ট এবং তৎক্ষণাৎ মস্তক সকল চূর্ণ করিতে করিতে তৎসমুদায় পাণ্ডবতনয়দিগের মস্তক বিবেচনা করিয়া যাহার পর নাই বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। সেই এককালীন হর্ষ বিষাদেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়; কিন্তু ব্যাসকৃত মূল মহাভারতে দ্রৌপদীতনয়গণের মস্তক চূর্ণ বা দুর্য্যোধনের হর্ষবিষাদের নাম গন্ধও নাই, পাঠকগণ এই মহাভারত পাঠ করিলেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮০ শক

মহাভারত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সায়ংকালে শোকসন্তপ্ত চিত্তে রণস্থল হইতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়া শিবিরের অনতিদূরে গমন ও বাহন সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্কিত মনে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই জিগীষাপরবশ পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে অনুসরণ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সমস্ত মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ভীম অযুত নাগ তুল্য বলশালী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হায়! আমার আত্মজ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাকে নিপাতিত করিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মনুষ্য কোন ক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হা! আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায় নিতান্ত কঠিন; শত পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। আমার মহিষী গান্ধারী স্থবিরা এবং আমিও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে জানি না, আমাদিগের ভাগ্যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে। আমি কিছুতেই পাণ্ডবদিগের রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিব না। আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা; আমি সমুদায় পৃথিবী ভোগ ও ভূপতিগণকে শাসন করিয়াছি; এক্ষণে কিরূপে আমার শত পুত্রঘাতী ভীমের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দাসের ন্যায় বাস করিব! মহামতি বিদুর আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সে তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করে নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল পরিণত হইল। এক্ষণে আমি কোনক্রমেই ভীমের কঠোর বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না। হে সঞ্জয়! এক্ষণে দুরাত্মা ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণতনয়প্রমুখ বীরত্রয় অনতিদূরে গমন করিয়া এক তরুরাজিবিরাজিত লতাজালসমাচ্ছন্ন ভীষণ অরণ্য নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামপূর্ব্বক অশ্বগণকে জল পান করাইয়া সেই বহুবিধ মৃগ, পক্ষী ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ, কুসুমপাদপশোভিত, নীলোৎপলসমলঙ্কৃত সলিলসম্পন্ন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক সঙ্কুল শাখাসঙ্কুল বটবৃক্ষ তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। বীরত্রয় তদ্দর্শনে সেই বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত ও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমুপস্থিত হইল। নভোমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রকুলে সমলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রজনীচরগণ স্বেচ্ছানুসারে গতায়াত ও কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। দিবাচরেরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং ক্রব্যাদগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য সেই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও শোকাকুলিত চিত্তে কুরুপাণ্ডবের ক্ষয় বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরাৎ নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন। দুঃখভোগে অনভ্যস্ত কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনাথের ন্যায় সেই ধরাতলে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহাবীর দ্রোণতনয় পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও নিদ্রিত হইলেন না। তিনি জাগরিতাবস্থায় থাকিয়া বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উহার মধ্যে একটী সুদীর্ঘ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষের শাখায় অসংখ্য বায়স স্ব স্ব আবাস স্থানে শয়ন করিয়া সুখে যামিনী যাপন করিতেছিল। ঐ সময় এক গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় উলূক তথায় আগমন করিল। উহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ। পেচক ধীরে ধীরে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া কাকদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কাহারও পক্ষচ্ছেদ কাহারও কাহারও মস্তক ছেদন এবং কাহারও কাহারও পদ ভগ্ন করিয়া তত্রত্য বায়স সকলকে নিঃশেষিত প্রায় করিল। কাককুলের কলেবরে ঐ বৃক্ষতল একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়সান্তক উলূক এইরূপে বৈরনির্য্যাতন করিয়া মহা আহ্লাদিত হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা উলূককে এইরূপ রজনীযোগে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া সেইরূপে বৈরনির্য্যাতন করিবার মানসে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পেচক আমাকে শত্রু বিনাশ করিবার উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে অরাতিবিনাশের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমি দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবদিগের বিনাশ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু উহারা বিজয়ী, বলবান্ এবং অস্ত্র শস্ত্র ও উৎসাহ শক্তিসম্পন্ন; সুতরাং সম্মুখসংগ্রামে কখনই উহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে বোধ হয় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ছদ্মভাব অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি ও শত্রুক্ষয় করিতে পারিব। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সন্দিগ্ধ বিষয় অপেক্ষা অসন্দিগ্ধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিলে লোকনিন্দিত অতি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

বিশেষতঃ নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতাপরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তত্ত্বদর্শী ধার্ম্মিকগণও কহিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্রবিদীর্ণ, নায়কহীন, অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণতনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে জাগরিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অশ্বত্থামার মন্ত্রণা শ্রবণে লজ্জিত হইয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহাবীর দ্রোণপুত্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, মাতুল! যাঁহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশয় ভীমসেন সেই মহাবল পরাক্রান্ত একাদশ চমূপতি অদ্বিতীয় বীর কুরুরাজকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ শুনুন, পাঞ্চালগণ সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনিঃস্বন করিয়া মহা আহ্লাদে হাস্য পরিহাস করিতেছে। শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল বাদ্যশব্দ পবনপরিচালিত হইয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়াছে। পূর্ব্বদিকে অশ্বগণের হ্রেষারব, গজযূথের বৃংহিতধ্বনি, শূরগণের সিংহনাদ, রথ সমুদায়ের লোমহর্ষণ চক্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! পাণ্ডবগণ কৌরবপক্ষীয় শত মাতঙ্গতুল্য বলশালী সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ বীরগণকেও বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে সমুদায় কৌরবসৈন্যই উহাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট রহিয়াছি; এক্ষণে যদি মোহ বশতঃ আপনাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যের দৈব ও পুরুষকারসাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া আছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর কিছুই বলবান্ নাই। একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হইলে সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট, সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ। পর্জ্জন্য পর্ব্বতোপরি সলিল বর্ষণ করিয়া কোন ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না; কিন্তু কৃষ্টক্ষেত্রে বারি বর্ষণ করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন করিতে পারে। দৈবহীন পুরুষকার আর পুরুষকারশূন্য দৈব উভয়ই নিতান্ত নিষ্ফল। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই আনুকূল্য থাকিলে মনুষ্যের অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ক্ষেত্র বারিধারা সংসিক্ত ও সম্যক্ কর্ষিত হইলে তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করে, কিন্তু বিবেচক লোকেরা দৈববল অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষকারেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। পুরুষকার সহবাসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা দৈববলযোগে সুসিদ্ধ হয় এবং সেই দৈববলপ্রভাবেই কর্ম্মকর্ত্তা ফল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য দৈববলশূন্য পুরুষকার প্রকাশ করিলে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয়। আর অলস ও নির্ব্বোধেরা পুরুষকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না। কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইলে নিশ্চয়ই অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহার ফল ভোগ করে আর যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফল ভোগে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অক্লেশে কালাতিপাত করিতে পারে, কিন্তু অলস ব্যক্তি কিছুতেই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। এই জীবলোকে সুনিপুণ ব্যক্তিরা প্রায়ই হিতৈষী হইয়া থাকে। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অনুষ্ঠিত কার্য্যে ফল ভোগে সমর্থ হউক বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফল লাভ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয় ও সকলেরই বিদ্বেষভাজন। এই নিমিত্তই বুদ্ধিমান্ লোকেরা কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারের অনাদর করে, সে আপনার অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে।

দৈব ও পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যদি পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কার্য্য অবশ্যই সফল হয়। সকলেরই বৃদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও উপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যুদয়কালে সর্ব্বদা বৃদ্ধদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। বৃদ্ধেরা অলব্ধ বস্তু লাভ ও কার্য্যসিদ্ধির মূল কারণ। যে ব্যক্তি বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করে, সে অচিরাৎ ফল লাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ ভয় ও লোভপরতন্ত্র হইয়া কাহারও সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, সে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হয়। দেখ, অদূরদর্শী লুব্ধপ্রকৃতি দুর্য্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনাদর প্রদর্শন ও অসাধু লোকের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সেই নিমিত্তই এক্ষণে পরিতাপিত হইতেছে। আমরা সেই পাপাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার নিমিত্তই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে দুঃখপ্রভাবে আমার বুদ্ধি নিতান্ত আকুল হওয়াতে আমি কোনক্রমেই সৎবিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনুষ্য মোহান্ধ হইলে সুহৃদ্ ব্যক্তিকে সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। তৎকালে সেই সুহৃদই তাহার বুদ্ধি, বিনয় ও শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ, সুতরাং তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব চল, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের নিকট গমনপূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া অবধারণ করিবেন, আমরা তাহাই করিব। কার্য্য আরম্ভ না করিলে কদাচ ফল লাভ হয় না; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয়, তবে দৈবকেই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে শোকানলে দগ্ধ হইয়া ক্রূরভাবে তাঁহাকে ও কৃতবর্ম্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়! ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্। সকলেই অন্য অপেক্ষা আপনাকে সমধিক বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া নিরন্তর আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে। এক এক বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধির ঐক্য হয়, অন্য অন্য বিষয়ে তাঁহাদিগেরই বুদ্ধি পরস্পর নিতান্ত বিপরীত হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের চিত্ত-বৈচিত্র্যই বুদ্ধিবৈচিত্র্যের কারণ। সুবিজ্ঞ বৈদ্য যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া রোগশান্তির নিমিত্ত বুদ্ধিপ্রভাবে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, তদ্রূপ অন্যান্য মানবগণও স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যথোপযুক্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে! অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সকল সময়ে সমান থাকে না। দেখ, মনুষ্য যৌবনকালে যে বুদ্ধিপ্রভাবে বিমোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়, বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে সে বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। হে ভোজরাজ! বিষম দুঃখ বা অধিক সম্পদের সময় মনুষ্যের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই আপনার বুদ্ধি অনুসারে কার্য্যনিশ্চয় করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে। লোকে মারণার্থ কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই প্রীতমনে সেই সকল নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ সকল লোকেই স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবে বিবিধ কার্য্য নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে।।

আজি বিষম দুঃখপ্রভাবে আমার যেরূপ বুদ্ধি উপস্থিত, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি স্থির করিয়াছি যে, ঐরূপ কার্য্য করিলেই আমার শোক বিনষ্ট হইবে! দেখ প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের

সৃষ্টি ও তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা ও শূদ্রে সর্ব্ববর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন। অতএব অদান্ত ব্রাহ্মণ, নিস্তেজ ক্ষত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য ও প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটই অসাধু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমি সুপূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইয়াছে। যদি আমি ক্ষত্রধর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে। আমি দিব্যাস্ত্র ও দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং পিতৃবধের প্রতিকার না করিলে জনসমাজে কি রূপে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইবে। অতএব আজি আমি নিশ্চয়ই ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পদবীতে পদার্পণ করিব। আজি ব্যায়ামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইলে আমি রাত্রিযোগে শিবিরাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক দেবরাজ যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন; তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিব। আজি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ অনলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। আজি আমি পশুসূদন পিনাকপাণি রুদ্রের ন্যায় পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ও পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিব। আজি আমি পাঞ্চালগণের শরীরে ভূমণ্ডল পরিবৃত করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিব। আজি পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধনে, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পথে পদার্পণ করিবেন। আজি আমি পশুহন্তা শিবের ন্যায় রজনীযোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া নিশিত খড়্গাঘাতে পাঞ্চালরাজ ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত সন্তান সন্ততির ও তৎপক্ষীয় সৈন্য সমুদায়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও সুখী হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, বৎস! আজি ভাগ্যক্রমে তোমার বৈরনির্য্যাতনে বুদ্ধি হইয়াছে। স্বয়ং পুরন্দরও তোমার নিবারণে সমর্থ নহেন। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই রাত্রি বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। আমিও কৃতবর্ম্মার সমভিব্যাহারে বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্চালগণ ও তাহাদের অনুচরগণের বধসাধনে সমর্থ হইবে। তোমার বহুদিন ক্রমাগত জাগরণ হইতেছে; অতএব রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর; তাহা হইলে বিশ্রান্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়া নিঃসন্দেহই অরাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিবে। আমি তোমার সমভিব্যাহারে থাকিলে এবং কৃতবর্ম্মা তোমাকে রক্ষা করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমার ও আমার নিকট অনেক দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে, আর মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও রণপণ্ডিত; অতএব আজি আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শ্রমহীন হইলে কল্য প্রাতঃকালে একত্র সমবেত হইয়া সমস্ত শত্রু সংহার পূর্ব্বক যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইব। হে দ্রোণতনয়! আজি তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইয়া যামিনী যাপন কর। কল্য প্রভাতে অরাতিগণের শিবিরমধ্যে প্রবেশ স্বকীয় নামোচ্চারণপূর্ব্বক শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সমস্ত মহাসুরঘাতী সুররাজের ন্যায় পরমসুখে বিহার করিতে পারিবে। পূর্ব্বে যাহারা বিষ্ণু যেমন দৈত্যসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। কি আমি ও কৃতবর্ম্মা, আমরা পাঞ্চালগণকে পরাজয় না করিয়া কখনই সমর হইতে নিবৃত্ত হইব না। হয় আমরা পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলত আমি সত্য কহিতেছি, কল্য প্রভাতে কৃতবর্ম্মার সহিত সর্ব্বপ্রকারে তোমার সহায়তা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য, এইরূপ হিত কথা কহিলে মহাবীর অশ্বত্থামা রোষারুণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মাতুল! আতুর, অমর্ষিত, চিন্তাব্যাবৃত ও কামুক ব্যক্তিরা কখনই নিদ্রাসুখ অনুভবে সমর্থ হয় না। আজি অমর্ষ প্রভাবে আমার নিদ্রা বিচ্ছেদ হইয়াছে দেখুন, ইহলোকে পিতৃবধ স্মরণ অপেক্ষা আর কি অধিক কষ্টকর হইতে পারে। পিতৃবধ স্মরণেই অহোরাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই তাহার শান্তি হইতেছে না। পাপাত্মারা যেরূপে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তাদৃশ পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? এক্ষণে সমরাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কোনক্রমেই আমার জীবন ধারণে বাসনা হইতেছে না। ঐ দুরাত্মা আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে বিনাশ করিব; আর রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যেরূপ বিলাপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ পাষাণহৃদয়ের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন্ নির্দ্দয় ব্যক্তি বাষ্পবেগ সম্বরণ করিতে পারে? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্রপক্ষের এরূপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইতেছে। আমি পাঞ্চালগণের বিনাশসাধনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; অতএব আজি নিদ্রা বা সুখানুভবের সম্ভাবনা কি? আমার বোধ হয়, বাসুদেব ও অর্জ্জুন পাণ্ডবপক্ষীয়দিগকে রক্ষা করিলে ইন্দ্রও যে তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হন না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তথাপি কোনরূপেই ক্রোধাবেগ সম্বরণে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমাকে এই ক্রোধ হইতে মুক্ত করে, এরূপ কোন লোকও নেত্রগোচর হইতেছে না; সুতরাং আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দূতমুখে মিত্রপক্ষের পরাভব ও পাণ্ডবগণের জয়লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি আমার হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছে; অতএব আজি রাত্রিতেই নিদ্রিত শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সতত শুশ্রূষাপরতন্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও সুচারুরূপে ধর্ম্মার্থ জ্ঞাপন অবগত হইতে পারে না। আর বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বিনয় শিক্ষা না করিলে ধর্ম্মার্থ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়। দর্ব্বী যেমন নিয়ত সূপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড় ব্যক্তি সর্ব্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রেই সূপরসের আস্বাদ গ্রহণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন। গুরুশুশ্রূষাতৎপর বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা অচিরাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হন, তাঁহারা কদাচ সর্ব্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন না। দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা লোক সজ্জনের কল্যাণকর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হয়। সুহৃদ্গণ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে যাহারা তাঁহাদের বাক্যানুসারে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা সম্পদ্ভাজন হইতে পারে; আর যাহারা সুহৃদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপ কার্য্যে বিরত না হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট হয়। লোকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে যেমন বিবিধ বাক্য দ্বারা শান্ত করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আত্মীয়কে পাপকার্য্যে পরাঙ্মুখ করেন। যাহারা সুহৃদ্বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপপরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগকে অবশ্যই অবসন্ন হইতে হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা বিজ্ঞ সুহৃদকে পাপনিরত দেখিলে যথাশক্তি বারংবার উপদেশ প্রদান করেন; অতএব হে দ্রোণতনয়! তুমি কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ ও আত্মদমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর; নচেৎ নিশ্চয়ই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। প্রসুপ্ত, ন্যস্তশস্ত্র, রথহীন, বাহনবিহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বধ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পাঞ্চালগণ আজি কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিচেতন হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইবে। যে পামর সেই অবস্থায় তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাহাকে অগাধ নরকে মগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ইহলোকে অস্ত্রবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। অণুমাত্র পাপও তোমাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই; অতএব কল্য সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশ্য যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিও। তুমি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উহা শুক্ল বস্ত্রে শোণিতপাতের ন্যায় নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মাতুল! আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ

বটে ; কিন্তু পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক ধর্ম্মের সেতু শতধা বিদলিত হইয়াছে। দেখুন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করিলে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপতিগণের ও আপনাদিগের সমক্ষেই তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। মহাবীর কর্ণের রথচক্র ভূতলে প্রোথিত হইলে অর্জ্জুন সেই বিপদ্‌কালে সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে এবং শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ন্যস্তশস্ত্র নিরায়ুধ ভীষ্মদেবের বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। সাত্যকি প্রায়োপবিষ্ট মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবাকে এবং ভীমসেন অন্যায় গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছে। আজি দূতমুখে ভগ্নোরু রাজা দুর্য্যোধনের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মহাত্মন্ ! পাপাত্মা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এইরূপে বারংবার ধর্ম্মসেতু ভগ্ন করিয়াছে ; আপনি কি নিমিত্ত সেই পামরদিগের নিন্দা করেন না। আমি এই রজনীতে পিতৃহন্তাদিগকে সুপ্তাবস্থায় নিপাতিত করিব, ইহাতে যদি আমায় কীট অথবা পতঙ্গ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। এক্ষণে আমি অভীষ্টসাধনে নিতান্ত তৎপর হইয়াছি। এক্ষণে আমার নিদ্রা ও সুখ বাসনা কোথায় ? আজি আমাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, করিবেও না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! প্রতাপান্বিত অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক বিপক্ষগণের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবীর ! তুমি কি অভিপ্রায়ে রথযোজন করিলে সত্য করিয়া বল। আমরা তোমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদের প্রতি কোন আশঙ্কা করিও না। তখন অশ্বত্থামা পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক কোপে কম্পিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরনিকরে সহস্র যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অস্ত্রত্যাগী পিতাকে নিপাতিত করিয়াছে। আজি আমি সেই বর্ম্মবিহীন পাপপরায়ণ দ্রুপদপুত্রকে নিহত করিব। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন যাহাতে আমার হস্তে পশুর ন্যায় নিহত হইয়া শস্ত্রনির্জ্জিত লোকে গমন করিতে না পারে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা বর্ম্ম ধারণ এবং কার্ম্মুক ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর। দ্রোণপুত্র এই বলিয়া বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরত্রয়কে যজ্ঞস্থানসমিদ্ধ হুতাশনত্রয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা সেই সুপ্ত জনপূর্ণ শিবিরসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক শিবিরদ্বারে গমন করিয়া রথবেগ সম্বরণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামাকে দ্বারদেশে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! এইরূপে মহারথ অশ্বত্থামা ক্রোধভরে শিবিরদ্বারে আগমন করিয়া তথায় চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন এক মহাকায় পুরুষকে অবলোকন করিলেন। তাহার বদনমণ্ডল বিচিত্র সহস্র নেত্র সমলঙ্কৃত, বাহুযুগল সুদীর্ঘ, ভুজ ও নাগাঙ্গদ বিভূষিত, আস্যদেশ ব্যাদিত, দংষ্ট্রাকরাল ও অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত, তাঁহার পরিধান শোণিতাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী ভীষণদর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। তাঁহাকে দেখিলে পর্ব্বত সকলও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে সেই দিব্য পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল ও সহস্র নেত্র হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন।

মহারথ অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় পুরুষও বাড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রাস করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আপনার দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রলয়কালে মহোল্কা যেমন সূর্য্যদেবকে আহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষকে আহত করিয়া বিদীর্ণ ও নিপতিত হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা এক আকাশ সদৃশ নীলবর্ণ স্বর্ণমুষ্টি সমলঙ্কৃত খড়্গ বিবরনিঃসারিত ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ দিব্য পুরুষের দেহে নিপতিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত নকুলের ন্যায় তিরোহিত হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি এক ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ প্রজ্বলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ক্ষয় হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজোরাশি বিনির্গত অসংখ্য হৃষীকেশ এককালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্য্যের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক সন্তপ্তচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি সুহৃতের হিতকর বাক্য অপ্রিয় বোধে অনাদর করে, তাহাকে আমার ন্যায় বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিয়া শত্রু সংহারের অভিলাষ করে, তাহাকে ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে প্রতিহত হইতে হয়। বৃদ্ধ লোকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ শস্ত্র প্রহার করিবে না। আমি সেই শাস্ত্রবিহিত সনাতন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিয়া এই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অশক্তি নিবন্ধন ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈব অপেক্ষা পুরুষকার কদাচ গুরুতর নহে। যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্দ্দৈববশতঃ উহা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞাসহকারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয় প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অগ্রে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎ কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া আমার এই মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ উদ্যত দৈব দণ্ডের ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না ; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত বুদ্ধির ভয়ঙ্কর ফলস্বরূপ। আমি কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই, এক্ষণে কেবল দৈবই আমাকে সমরবিমুখ করিলেন, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈববল প্রাপ্ত না হইলে আমি কদাচ এই কার্য্য সাধনে সমর্থ হইব না ; অতএব এক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই দুর্দ্দৈব শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ উমাপতি তপ ও বিক্রম প্রভাবে সমস্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন ; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ ! আমি অতি ক্ষুদ্রাশয়। এক্ষণে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মোপহার প্রদান পূর্ব্বক তোমার পূজা করিব। হে দেব ! তুমি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান ও ঈশ্বর ; তুমি গিরিশ, বরদ ও ভবভাবন ; তুমি শিতিকণ্ঠ, অজ ও শুক্র ; তুমি দক্ষযজ্ঞনাশক হর ; তুমি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও বহুরূপী ; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি ; তুমি শ্মশানবাসী, খট্টাঙ্গধারী ; তুমি জটিল ; তুমি স্তুত ও স্তূয়মান ; তুমি অমোঘ, তুমি শক্র, তুমি কৃত্তিবাসা, বিলোহিত, অসহ্য ও দুর্নিবার ; তুমি ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী ; তুমি ব্রতধারী, তপস্বী ও তাপসগণের গতি ; তুমি অনন্ত, পারিষদপ্রিয়, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও ক্ষিতিমুখ ; তুমি পার্ব্ব-

তীর হৃদয়বল্লভ ও স্কন্দের পিতা; তুমি পিঙ্গ, বৃষবাহন ও সূক্ষ্ম বাসধারী; তুমি পার্ব্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; তুমি অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ; তুমি দিগন্ত ও দেশরক্ষক; তুমি চন্দ্রমৌলী ও হিরণ্যকবচধারী; অতএব আমি একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাগত হইলাম। যদি আমি আসন্নবর্ত্তী বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে স্বীয় শরীরস্থ পঞ্চ ভূত উপহার প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা অশ্বত্থামা এইরূপ স্তব করিলে তাহার সম্মুখে এক কাঞ্চনময় বেদি সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান্ হুতাশন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদিমধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্র অঙ্গদধারী উদ্যতবাহু অসংখ্য করচরণ-সম্পন্ন বহু মস্তক শোভিত উজ্জ্বলনেত্র পর্ব্বতাকার মহাগণ সকল তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগের আকার কুকুর, বরাহ ও উষ্ট্রের ন্যায়; মুখ অশ্ব, শৃগাল, ভল্লূক, মার্জ্জার, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, বায়স, বানর, শুক, অজগর, হংস, সারস, চাষ, কূর্ম্ম, নক্র, শিশুমার, পারাবত, তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শ্যেন, মেষ ও ছাগের ন্যায়; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সহস্রলোচন, কাহার কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও অঙ্গ কৃশ, কেহ কেহ মস্তকবিহীন, কেহ কেহ দীপ্তনেত্র ও দীপ্তজিহ্বা সম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও বর্ণ ও কাহারও বা গাত্রলোম তাম্রবর্ণ। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্খের ন্যায় ধবল; কেহ কেহ শঙ্খমালাধারী এবং কেহ কেহ শঙ্খশব্দের ন্যায় অতি গভীর কণ্ঠস্বরসম্পন্ন, কেহ কেহ জটাভার-ধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখা সম্পন্ন, কেহ কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কাহারও কাহারও চারি দন্ত, কাহারও কাহারও চারি জিহ্বা, কাহারও কাহারও উদর অতি কৃশ, কাহারও কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়, কেহ কেহ কিরীট ও উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুঞ্জমেখলা সমলঙ্কৃত, কেহ সর্পকিরীট-শোভিত, কেহ কেহ সর্পাঙ্গদধারী, কেহ কেহ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশকলাপ কুঞ্চিত এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে সুশোভিত। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতঘ্নী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ মুষল, কেহ ভুশুণ্ডি, কেহ কেহ পাশ, কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লগুড়, কেহ কেহ স্থূণা, কেহ কেহ খড়্গ এবং কেহ কেহ বা শরপরিপূর্ণ তূণীর ধারণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও কলেবর পঙ্কলিপ্ত, কেহ কেহ শুক্লাম্বর ও শুক্ল মাল্যধারী এবং কেহ কেহ নীল ও কেহ কেহ পিঙ্গল বর্ণ।

ঐ সময় তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লঙ্ঘন ও কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; উহাদের কেশ-কলাপ বায়ুবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল; কেহ কেহ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত দুর্ব্বিষহ বিক্রম সম্পন্ন নানারাগ রঞ্জিত বসনধারী রত্নখচিত অঙ্গদ সমলঙ্কৃত শত্রুনাশক ঘোররূপ মাংসভোজী বসাশোণিতপায়ী। পরিচারকগণমধ্যে কেহ কেহ চূড়াসম্পন্ন, কেহ কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহার কাহারও উদর পিঠরের ন্যায়, কাহার কাহারও ওষ্ঠ লম্বিত, কাহার কাহারও মেঢ্র ও অণ্ড বৃহৎ। উহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রপরিপূর্ণ নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলে আনয়ন এবং চতুর্ব্বিধ লোক সকলকে বিনাশ করিতে সমর্থ। উহারা প্রতি-নিয়ত নির্ভয়ে ভবানীপতির ভ্রূভঙ্গি সহ্য করিয়া থাকে। উহারা নিরন্তর স্বেচ্ছাচারপরায়ণ এবং ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। উহারা হিংসা দ্বেষশূন্য হইয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে। ঐ সকল বাক্যবিন্যাসবিশারদ পারিষদগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও গর্ব্বিত হয় নাই। ভগবান্ শূলপাণি উহাদের কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং উহাদের কর্ত্তৃক কায়মনোবাক্যে আরাধিত হইয়া ঔরস পুত্রের ন্যায় উহাদিগকে রক্ষা করেন। উহারা রুদ্রের একান্ত ভক্ত। উহারা চতুর্ব্বিধ সোমরস এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে রাক্ষসদিগের শোণিত ও বসা পান করিয়া থাকে। উহারা বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ভগবান্ শশিশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সালোক্য লাভ করিয়াছেন। কালত্রয়ের অধিপতি রুদ্রদেব ও দেবী পার্ব্বতী ঐ সমস্ত আত্মানুরূপ পরিষদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত ভূত বিবিধ বাদিত্র বাদন, মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তেজ দর্শন ও মহিমা বর্ণন করিবার মানসে স্ব স্ব প্রভাজাল বিস্তার করিয়া মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। সেই ভীমদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই ভয় জন্মে, কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে আপনার দেহ উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তৎ-কালে তাঁহার কার্ম্মুক সমিধ, শাণিত শরনিকর পবিত্র ও আত্মা হবিঃস্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মা রুদ্রদেবকে সৌম্য মন্ত্রে আপনার দেহ উপহার প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! আমি আঙ্গিরসকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, অদ্য এই বিপদ্-কালে তোমার প্রতি ভক্তিভাবে সমাধিবলে হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিতেছি, তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমস্ত ভূত তোমাতেই বিদ্যমান আছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছ; প্রধান প্রধান গুণ সমুদায় তোমাতেই অবস্থান করি-তেছে। এক্ষণে আমি শত্রুপরাজয়ে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিঃস্বরূপ অবস্থান করিতেছি, তুমি আমাকে প্রতিগ্রহ কর। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া সেই প্রদীপ্ত পাবকযুক্ত বেদীতে আরোহণ পূর্ব্বক হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে হুতাশন-মধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও ঊর্দ্ধবাহু নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে বীর! মহাত্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, আর্জ্জব, দান, তপ, নিয়ম, ক্ষমা, ধৃতি, বুদ্ধি ও বাক্যে আমার আরাধনা করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার আর কেহই প্রিয়তম নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া মায়াবল বিস্তার করিয়াছিলাম; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালগ্রস্ত হইয়াছে, আজি তাহাদিগের জীবন রক্ষা হইবে না। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে এক সুনির্ম্মল খড়্গ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পুনরায় শঙ্করের তেজঃপ্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধার্থে মহাবেগে শিবিরে ধাবমান হইলেন। ভূত ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় দ্রোণতনয়কে শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহার উভয় পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করিলে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিলেন? তাঁহারা কি ভয়ব্যাকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্ত্তৃক অলক্ষিত ভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন অথবা শিবির ভেদ এবং সোমক ও পাণ্ডবগণকে সংহারপূর্ব্বক পাঞ্চাল-দিগের হস্তে নিহত হইয়া দুর্য্যোধনের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন মহারাজ! মহাত্মা দ্রোণপুত্র শিবিরপ্রবেশে সমুদ্যত হইলে মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা যত্ন করিলে নিদ্রাগত হতাবশিষ্ট বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে পারেন, আমি এক্ষণে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিব। যেন এস্থানে কোন ব্যক্তি আপনাদের নিকট পরিত্রাণ না পায়, আমার এইমাত্র প্রার্থনা। মহাবাহু দ্রোণ-কুমার এই বলিয়া গম্য দ্বার পরিহার পূর্ব্বক অন্য স্থান দিয়া নির্ভয়-চিত্তে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগার-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সমর-পরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ বিশ্বস্তচিত্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে আহ্লাদিত চিত্তে দ্রুপদপুত্রের শয়নগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে দিব্যাস্তরণ সমাবৃত সুগন্ধি মাল্য পরিশোভিত বিচিত্র ক্ষৌমমণ্ডিত শয়নীয়ে অকুতোভয়ে নিদ্রাগত দেখিয়া পদাঘাত

দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। সমরদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার পদ-প্রহারে জাগরিত ও উত্থিত হইয়া তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়কে শয্যা হইতে সমুত্থিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাতলে নিপেষিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের প্রভাবে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া নিদ্রা ও ভয় প্রযুক্ত প্রতিবিধানের কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা চরণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পশুর ন্যায় নিধন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন দ্রুপদকুমার নখর প্রহারে দ্রোণপুত্রের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, আচার্য্যপুত্র! অস্ত্র প্রহার দ্বারা অবিলম্বে আমাকে সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্রলোকে গমন করিতে পারিব। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়ের এই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রে কুলাঙ্গার! আচার্য্যহন্তাদিগের কোন লোকেই গমনের অধিকার নাই; অতএব তোর উপর শস্ত্র নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোপান্বিত দ্রোণপুত্র এই বলিয়া সিংহ যেমন মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ম্ম পীড়ন করে, তদ্রূপ সুদারুণ পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্ম পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য মহিলাগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক সকল তাঁহার আর্ত্তনাদে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ভূতোপহত জ্ঞান করিয়া ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হইল না। মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূরিত করত অন্যান্য শত্রু সংহারার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

মহারথ দ্রোণপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে যাবতীয় মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দন কোলাহল সমুত্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ স্বামীকে নিহত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্ম্মধারণপূর্ব্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণীগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সত্বর আগমন কর। ঐ দেখ একজন পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। ঐ ব্যক্তি মনুষ্য কি নিশাচর, তাহা আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তখন শিবিরস্থ প্রধান প্রধান যোধগণ সহসা অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার রুদ্রাস্ত্র দ্বারা সেই সমাগত বীরগণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদূরে নিদ্রিত উত্তমৌজাকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ পদ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু উত্তমৌজাকে রাক্ষসহস্তে নিহত বিবেচনা করিয়া সত্বর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বত্থামার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পশুর ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন।

যুধামন্যু নিহত হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্ততঃ শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলে বিকম্পিত পশুগণের ন্যায় একে একে তাহাদের প্রাণসংহার করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে শিবিরমধ্যস্থ শস্ত্রশস্ত্র পরিশ্রান্ত যোধগণকে সমুদায় হস্তী ও অশ্বের সহিত নিপাতিত করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই করাল করবালধারী মহাবীরের গাত্রে অসিবিচ্ছিন্ন ইতস্ততঃ সঞ্চরিত বীরগণের শোণিতধারা সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহাকে অতি ভীষণ অপূর্ব্ব প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমরে অপ্রবৃত্ত যোধগণ অশ্বত্থামার অলৌকিক রূপ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেকে তাঁহাকে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নেত্র নিমীলিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমকগণকে অবলোকন করিলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ সমর কোলাহলে জাগরিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধনবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাঁহাদিগের সমরশব্দে প্রবোধিত হইয়া শরজালে দ্রোণপুত্রকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরপরাক্রান্ত মহারথ অশ্বত্থামা সেই শরজালবর্ষী বীরগণকে দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পিতৃবধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সরোষনয়নে সহস্রচন্দ্রপরিশোভিত চর্ম্ম ও স্বর্ণমণ্ডিত দিব্য খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করিলে ঐ মহাবীর নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন। তখন প্রতাপশালী সুতসোম প্রাস দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সুতসোমের অসি সমবেত বাহু ছেদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। মহাবীর সুতসোম সেই আঘাতে ব্যথিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন নকুলপুত্র মহাবল শতানীক বাহুবলে অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার নকুলনন্দনের প্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভূতলে নিপাতনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া অশ্বত্থামার মধ্যদেশে আঘাত করিলেন। আচার্য্যপুত্র তদ্দর্শনে করাল করবাল দ্বারা তাহার আস্যদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা আচার্য্যতনয়ের খড়্গাঘাতে বিকৃতমুখ ও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র চর্ম্ম দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার কুণ্ডলসমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীষ্মনিহন্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর অশ্বত্থামাকে বিবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া তাহার ললাটে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণকুমার তদ্দর্শনে কোপান্বিত হইয়া খড়্গ দ্বারা শিখণ্ডীকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদতনয় নিহত হইলে অসিমার্গবিশারদ মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া যাবতীয় প্রভদ্রক, বিরাট রাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সমুদায়, দ্রুপদের পুত্র পৌত্র ও সুহৃদ্গণ এবং অন্যান্য বীরগণকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ দেখিলেন যে, রক্তবদনা লোহিতনয়না রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তবস্ত্রধারিণী কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রি অসংখ্য অশ্ব কুঞ্জর ও ন্যস্তশস্ত্র মুক্তকেশ মহারথদিগকেও ভীষণ পাশে বদ্ধ করিয়া প্রস্থানে সমুদ্যত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুরুপাণ্ডবের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হওয়া অবধি পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ প্রতিরাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিতেন যে, ঐ করালবদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতেছেন এবং মহারথ দ্রোণতনয় তাঁহাদের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এইরূপে মহাবীর দ্রোণকুমার সেই দৈবোপহত প্রাণিগণকে সিংহনাদে বিত্রাসিত ও নিপাতিত করিলেন। বীরগণ তৎকালে পূর্ব্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া উহা দৈবপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর পাণ্ডবশিবিরস্থ সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় কাহারও চরণদ্বয় ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং কাহারও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ গজ ও কেহ কেহ অশ্ব দ্বারা উন্মথিত হইল এবং অনেকে নিতান্ত পেষিত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই সমস্ত নিপতিত বীরগণে রণভূমি পরিপূর্ণ হইলে ঐ বীর কে, কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে, এইরূপ নানাপ্রকার ক্রন্দন ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় দ্রোণনন্দন অন্তকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শস্ত্রহীন কবচশূন্য পাণ্ডবসৈন্য ও সৃঞ্জয়গণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অনেকে অশ্বত্থামার শস্ত্রপাতে নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করত নিদ্রাবেশ প্রভাবে বিসংজ্ঞ ও নিপতিত হইল। অনেকে মোহযুক্ত ও উরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে নিতান্ত ভীত ও একান্ত অবসন্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ভীমনিস্বনসম্পন্ন রথে পুনর্ব্বার আরোহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শরনিকরে অনেকানেক বীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কতকগুলি বীর উত্থিত এবং কতকগুলি তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দূর হইতে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি রথচক্র দ্বারা অনেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং অব্যবহিত পরেই বিচিত্র চর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় নীল অসি গ্রহণ করিয়া

রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণতনয় মত্ত মাতঙ্গ যেমন অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় নিদ্রায় একান্ত কাতর অনেক যোদ্ধা সেই তুমুল সংগ্রাম শব্দে নিতান্ত ভীত ও উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি কর্কশস্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে লাগিল। তৎকালে অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও বসন প্রাপ্ত হইল না। অনেকের কেশ আলুলায়িত হইয়া গেল। কেহই কাহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইয়া নিপতিত হইল। কেহ কেহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী ও অশ্বেরা বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাবমান হইল। কতকগুলি মনুষ্য নিতান্ত ভীত হইয়া ভূতলে বিলীন হওয়াতে হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে চরণ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল।

এইরূপে সেই রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিলে রাক্ষসগণ হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হস্তী ও অশ্বগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক শিবিরস্থিত ব্যক্তিদিগকে বিমর্দ্দিত করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন উহাদিগের চরণসমুত্থিত ধূলিজালে সেই রজনীযোগে শিবিরমধ্যে অন্ধকার দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই জ্ঞানশূন্য হইয়া কে পিতা, কে পুত্র কে ভ্রাতা, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হস্তী অশ্বযূথকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া তাড়িত, সমাহত, ভূতলে পাতিত ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। ঐ সময় সুপ্তোত্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণ কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মপক্ষবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বারপালেরা দ্বারদেশ ও শিবিররক্ষকেরা শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহই কাহাকে চিনিতে পারিল না। সকলেই বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করত গোত্র ও নামোচ্চারণ করিয়া হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে ভূতলে শয়ান হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে পলায়মান ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় অনেক ক্ষত্রিয় প্রাণরক্ষার্থ ভয়ে শিবির হইতে পলায়নে উদ্যত হইল। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর কৃপাচার্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ সময় তাঁহারা উভয়ে দ্রোণপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে শিবির আলোকময় হইলে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করত যাহারা তাঁহার অভিমুখে আগমন ও যাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গাঘাতে অনেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দীর্ঘকলেবর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ চীৎকার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের কলেবরে পৃথিবী এককালে সমাকীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য নিহত হইলে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কোন কোন বীরের আয়ুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও করিশুণ্ড সদৃশ ঊরু, কাহারও পাদ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কাহার কাহারও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া তাহার মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সমরপরাঙ্মুখ হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য সংহারপূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। অনেকে দ্রোণতনয়ের হস্তে নিহত ও অনেকে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই মৃত হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল, যক্ষরাক্ষস সমাকীর্ণ সমরস্থলে নিপতিত হইল। অসংখ্য লোক পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেহ কেহ কহিল, ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যে কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই, আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ সেই কার্য্য সংসাধন করিল। পাণ্ডবগণ এখানে উপস্থিত না থাকাতেই আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাসুদেবপরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। ঐ মহাবীর ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, দান্ত ও পরম দয়ালু। শত্রুপক্ষ নিদ্রিত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, বদ্ধাঞ্জলি, ধাবমান বা মুক্তকেশ হইলে তিনি কখনই তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। হায়! আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ কি ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। হে মহারাজ! অসংখ্য লোক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল।

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের তুমুল কোলাহল তিরোহিত হইয়া গেল। বসুন্ধরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর রজোরাশি এককালে অদৃশ্য হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, পশুপতি যেমন পশু বিনাশ করেন, তদ্রূপ কি শয়ান, কি ধাবমান, কি যুধ্যমান, সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অনেকে হুতাশনে দগ্ধ ও অশ্বত্থামার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর দ্রোণতনয় এইরূপে অর্দ্ধরাত্রমধ্যে পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্যকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে ঐ রাত্রিতে রাক্ষস ও পিশাচগণের আনন্দের আর পরি-

তাহারা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বসা আস্বাদন পূর্ব্বক ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি সুস্বাদু এই বলিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ধাবমান হইল। ঐ সমুদায় মাংসজীবী দেখিতে অতি ভয়ানক। উহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, দন্ত দীর্ঘাকার, কেশ জটিল, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি পশ্চাদ্ভাগে নিহিত, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, শরীর ধমনীজালে জড়িত এবং কণ্ঠ নীলবর্ণ। উহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণ। উহাদের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ। হে মহারাজ! এইরূপ নানাপ্রকার বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রাক্ষস তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময় অসংখ্য ভূতও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল।

অনন্তর প্রত্যূষ সময়ে রুধিরাক্ত কলেবর মহাবীর অশ্বত্থামা শিবির হইতে প্রতিগমন করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় তাঁহার খড়্গমুষ্টি একবারে করতলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অতি দুর্গম পথে পদার্পণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতৃবিনাশজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রজনীযোগে লোক সকল নিদ্রিত হইলে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক উহা যেরূপ নিঃশব্দ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্রত্য যাবতীয় লোক বিনষ্ট হওয়াতে উহা তদ্রূপ নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং অচিরাৎ কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন তাঁহারাও আমরা অসংখ্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়কে উৎসন্ন করিয়াছি বলিয়া অশ্বত্থামার প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনই করতালি প্রদান পূর্ব্বক মহা হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই রজনী নিদ্রিত ও অনবহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের পক্ষে অতি ভয়ানক হইয়াছিল। কালের গতি অতিক্রম করা সুকঠিন! দেখুন, যাহারা আমাদিগের অসংখ্য বল নিহত করিয়াছিল, তাহারাই আবার এক্ষণে নিহত হইল। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিনিয়তই আমার পুত্রের জয়লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ ছিলেন। তিনি কি কারণে পূর্ব্বেই ঐরূপ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হন নাই। এক্ষণে নীচাশয় দুর্য্যোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি কারণে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর অশ্বত্থামা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে তাঁহারা তথায় উপস্থিত না থাকাতে বিশেষতঃ রাত্রিকালে সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত হওয়াতেই তিনি আপনার অভিলষিত কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হইলেন। বাসুদেব ও সাত্যকি সমবেত পাণ্ডবগণের সমক্ষে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও

পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে পারেন না। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ পূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া পরম সৌভাগ্য পরম সৌভাগ্য বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণতনয় মহা আহ্লাদে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। অতএব আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। অচিরাৎ কুরুরাজের সমীপে গমনপূর্ব্বক যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তিন মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া রণনিপতিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন ও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দেখিলেন, কুরুরাজ বিচেতনপ্রায় হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক প্রভৃতি ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি গাঢ়তর বেদনায় নিতান্ত কাতর ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অতি কষ্টে উহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে সেই হতাবশিষ্ট বীরত্রয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুরুরাজ সেই রুধিরোক্ষিত তিন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হুতাশনত্রয় পরিশোভিত যজ্ঞবেদীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে ধরাশয্যায় শয়ান দেখিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা দুর্য্যোধনের মুখমণ্ডল হইতে রুধিরধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায়! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। কুরুরাজ দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে উনি নিহত হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে ধরাতলে শয়ান করিয়া আছেন। এই গদাপ্রিয় মহাবীরের সমীপে স্বর্ণজালজড়িত ভীষণ গদা নিপতিত রহিয়াছে। ইনি কোন যুদ্ধেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রিয়তমা ভার্য্যা যেমন হর্ম্ম্যতলে নিদ্রিত ভর্ত্তার সহিত একত্র অবস্থান করে, তদ্রূপ এই গদা কুরুরাজের সহিত অবস্থান করিতেছে। উহা এই স্বর্গারোহণকালেও ইঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! যিনি সমস্ত ভূপালগণের শ্রেষ্ঠ, আজি তিনি সমরে নিপতিত হইয়া রজোরাশি গ্রাস করিতেছেন। যিনি বহুসংখ্য শত্রুকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন, আজি তিনি বিপক্ষের বলবীর্য্যে বিনষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। অসংখ্য ভূপতি ভীত মনে যাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, আজি তিনি সমরশায়ী হইয়া শৃগাল কুক্কুরে পরিবৃত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের নিমিত্ত যাঁহার নিকট সতত প্রার্থনা করিতেন, আজি মাংসাশী জন্তুগণ মাংসলাভার্থ সেই মহাবীরের উপাসনা করিতেছে।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা কুরুরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, মহারাজ! লোকে তোমাকে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তুমি হলধারী বলদেবের প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধে ধনাধিপতি কুবেরের অনুরূপ। দুরাত্মা ভীম রণস্থলে কিরূপে তোমার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল? কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। ভীম তোমাকে সংহার করিয়াছে ইহাও আমাদিগের দেখিতে হইল। সেই পাপাত্মা মূর্খ ছল প্রকাশপূর্ব্বক তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐ দুরাচার ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মানুসারে গদাঘাতে তোমার ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে। সে যখন তোমাকে অধর্ম্মযুদ্ধে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদাঘাত করে, তৎকালে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল। অতএব তাহাদিগকে ধিক্। যত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৃকোদর যে শঠতাচরণপূর্ব্বক তোমাকে সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবল বলদেব সর্ব্বদা সভামধ্যে শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন, তাঁহা অপেক্ষা গদাযুদ্ধে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই।

হে মহারাজ! মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দিগের যাহা প্রশস্ত গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সমরে পরাঙ্মুখ ও নিহত হইয়া সেই গতি লাভ করিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না। কেবল তোমার বৃদ্ধ জনক জননী দারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তই সন্তপ্ত হইতেছি। তাঁহারা অতঃপর ভিক্ষুক হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্! উহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু তোমাকে অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। অন্যান্য ভূপালগণ দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইয়াছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে, হে কুরুরাজ! তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে এই নিমিত্ত তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বন্ধুবান্ধব বিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী ও প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজের কি গতি হইবে! ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে, মহারথ কৃপাচার্য্যকে ও আমাকে ধিক্! আমরা প্রজারক্ষক সর্ব্বকামপ্রদ ভূপতিকে অগ্রসর করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে আমরা মহাবীর কৃপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বীর্য্য প্রভাবে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে রত্নময় বিবিধ গৃহে অবস্থান ও ভূরিদক্ষিণ প্রভৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব। আপনি সমুদায় ভূপতিকে অগ্রসর করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন, কেবল আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্তই নিতান্ত তাপিত হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগকে স্বর্গহীন অর্থবিহীন হইয়া চিরকাল আপনার সুকৃত স্মরণ করিতে হইবে। আমরা জীবিত থাকিয়া আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি এই আশ্রিতগণকে পরিত্যাগ করাতে ইহাদের সুখ, শান্তি একেবারেই উচ্ছিন্ন হইল। অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে অতি কষ্টে ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক আমার বচনানুসারে মহারথগণকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পিতা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আচার্য্যকে কহিবেন যে, আজি অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতাকে এই কথা বলিয়া মহারথ বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য ভূপালগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ভগ্নোরু বিচেতন দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং আমাদের পক্ষে আমরা তিন জন, সমুদায় উভয়পক্ষে আমরা দশজনমাত্র জীবিত রহিয়াছি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সমুদায়, পাঞ্চালগণ ও ও অবশিষ্ট মৎস্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি এই রাত্রিযোগে শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় সংহার ও পাণ্ডবগণের সমুদায় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশ পূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন করিয়াছি। হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের মুখে সেই প্রীতিকর সমাচার শ্রবণে সংজ্ঞালাভ করিয়া কহিলেন, হে বীর! মহাবাহু ভীষ্মদেব, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছ। নীচাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আজি আমি আপনাকে ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করিতেছি; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক; পুনর্ব্বার স্বর্গে আমার সহিত মিলন হইবে। কুরুরাজ এই কথা বলিয়া সেই বীরত্রয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুবিয়োগ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বর্গে সমারূঢ় হইলেন। তাঁহার দেহমাত্র ভূতলে নিপতিত রহিল। হে মহারাজ! এইরূপে কুরুপতি মহাবীর দুর্য্যোধন সমরে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন ও সস্নেহনয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত চিত্তে সেই প্রত্যূষ সময়ে নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরুপাণ্ডবসৈন্যক্ষয়ের মূলীভূত কারণ। আজি আপনার পুত্র স্বর্গারোহণ করিলে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি বিনষ্ট হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে প্রিয়পুত্র দুর্য্যোধনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন।

ঐষীক পর্ব্বাধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ঐ রাত্রির সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিল, মহারাজ! দ্রুপদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাত্রিকালে, বিশ্বস্তচিত্তে শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সেই সুযোগে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মাদিগের প্রাস, শক্তি ও পরশু প্রভাবে আমাদের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত হইয়াছে। কুঠার-নিকৃত্ত মহাবনের ন্যায় আপনার বিপুল বল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। দুরাত্মারা আপনার শিবিরস্থ সমুদায় প্রাণীর প্রাণসংহার করিয়াছে, কেবল আমি একাকী অনবহিত কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে অতি কষ্টে মুক্তিলাভ করিয়াছি।

হে জনমেজয়! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির দূতমুখে সেই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অতি কষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া শোকাকুল বাক্যে বিলাপ করত কহিলেন, হায়! আমরা যে শত্রুগণকে পরাজয় করিলাম, আবার তাহাদিগের হস্তেই আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। কার্য্যগতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। আমরা বিপক্ষগণের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইলাম। দৈবপ্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায় এবং অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের এই জয়লাভ পরাজয় তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয় জয়ের তুল্য হইয়াছে। যে জয় দ্বারা বিপদ্গ্রস্তের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয় কখনই জয় নহে; উহা পরাজয় স্বরূপ। হায়! আমরা যাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধু বান্ধব বিনাশ করিয়া পাপাচরণ করিলাম, নির্জ্জিত ব্যক্তিগণ আবার সেই জয়লাভ-প্রহৃষ্ট পুত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কর্ণি ও নালীক যাহার দংষ্ট্রা, খড়্গ যাহার জিহ্বা, কার্ম্মুক যাহার ব্যাদিত বদন ও জ্যানিস্বন যাহার গর্জ্জন স্বরূপ প্রতীয়মান হইত, সেই সিংহ স্বরূপ সমরোৎসাহী ক্রোধাবিষ্ট কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আজি প্রমাদ বশত নিহত হইল। যাহারা বায়ুবেগগামী তুরঙ্গসংযোজিত রথে সমারূঢ় বিচিত্র শরশরাসন সম্পন্ন সমরদুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যের নিকট মুক্তি লাভ করিয়াছিল, আজি সেই রাজপুত্রগণই প্রমাদ প্রযুক্ত কালকবলে প্রবেশ করিল। অতএব মর্ত্ত্যলোকে প্রমাদই মনুষ্যের নিধনের প্রধান কারণ। অনবহিত ব্যক্তি অচিরাৎ অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হয় এবং কদাচ বিদ্যা, তপস্যা, শ্রী ও কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয় না! দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অবহিত হইয়াই সমস্ত শত্রু বিনাশপূর্ব্বক সুখে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেছেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিকেরা যেমন সাবধানে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদ প্রযুক্ত সামান্য নদীমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ শিবিরস্থ রাজবংশীয় মহেন্দ্র তুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনবধান বশত ক্ষুদ্র অরাতিহস্তে নিহত হইল। তাহারা নিদ্রিতাবস্থায় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে প্রিয়তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা এবং ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে! হায়! আজি তাহার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বিলাপ করিয়া নকুলকে কহিলেন, মাদ্রীতনয়! তুমি অবিলম্বে মন্দভাগিনী দ্রৌপদীকে তাহার মাতৃকুলের সহিত এইস্থানে উপনীত কর। তখন ধর্ম্মাত্মা নকুল যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে রথারোহণপূর্ব্বক দেবী পাঞ্চালী ও পাঞ্চালরাজের মহিষীগণকে আনয়নার্থ প্রস্থান করিলেন। মাদ্রীতনয় প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকার্দ্দিতচিত্তে সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে সেই ভূতগণ সমাকীর্ণ শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার পুত্রগণ ও বন্ধু বান্ধব সম্প্রদায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ ছিন্ন ভিন্ন এবং কলেবর হইতে মস্তক পৃথক্কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদের সেই দুরবস্থা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে অচেতন ও অনুচরগণের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদ্গণকে সমরে নিহত দেখিয়া শোক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তাঁহাদের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্মরণে তাঁহার শোকসাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য সুহৃদ্গণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্র কম্পিতকলেবর বিচেতনপ্রায় ধর্ম্মরাজকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা নকুল রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর সহিত সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন। কমলনয়না পাঞ্চালী শিবির সন্নিধানে পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় বিকম্পিত কলেবরে শোকাকুলিতচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখকমল তিমিরাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর প্রিয়তমাকে ধূলিধূসরিত দেখিয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা দ্রৌপদী ভীমসেনকর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পুত্রগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া কি সুখে রাজ্য সম্ভোগ করিবেন? সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া কি একবারে মত্তমাতঙ্গগামী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুকে বিস্মৃত হইলেন? আপনি শিবিরমধ্যে শূরবরাগ্রগণ্য পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপে স্থির রহিয়াছেন? পাপাত্মা দ্রোণপুত্র অনায়াসে সুখপ্রসুপ্ত বীরগণকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। যদি আপনি আজি সেই পামরের জীবন সংহার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে প্রায়োপবেশন করিব। অতএব অবিলম্বে দুরাত্মা দ্রোণতনয়কে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করুন। যশস্বিনী কৃষ্ণা এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপে প্রায়োপবেশন করিলেন।

পরম ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয়মহিষী পাঞ্চালীকে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে; অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর অনুশোচনা করিও না। আর দ্রোণপুত্রও এ স্থান হইতে অতি দূরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যে পলায়ন করিয়াছে; অতএব তুমি কিরূপে তাহার সমরমৃত্যু অবগত হইতে সমর্থ হইবে।

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি দ্রোণপুত্রের মস্তকে একটি সহজমণি আছে, যদি আপনি ঐ পাপাত্মাকে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে, উহা আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি। চারুদর্শনা যাজ্ঞসেনী ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া ভীমসেনের নিকট আগমনপূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিলেন, হে নাথ! ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব সুররাজ যেমন শম্বরকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাপাত্মা অশ্বত্থামাকে নিপাতিত কর। ইহলোকে তোমার তুল্য পরাক্রান্ত পুরুষ আর কে আছে? তুমি যে বারণাবত নগরে বিষম বিপদে পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে; হিড়িম্ব নিশাচরের হস্ত হইতে যে ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর সুররাজ পুরন্দর যেমন নহুষের হস্ত হইতে শচীকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি বিরাট নগরে দুরাত্মা কীচকের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে যেমন এই সকল মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে দুরাত্মা অশ্বত্থামাকে সংহার করিয়া সুস্থশরীর হও।

হে মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্তা পাঞ্চালী এইরূপ বিলাপ করিলে মহাবীর বৃকোদর উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কার্ম্মুকহস্তে কাঞ্চনভূষিত মহারথে আরোহণপূর্ব্বক নকুলকে সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দ্রোণপুত্রের বিনাশ বাসনায় সশর শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বগণ নকুল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইল। এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণপুত্রের রথচক্রচিহ্ন দর্শনপূর্ব্বক সেই চিহ্নের অনুসরণক্রমে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! সমরদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীমসেন অশ্বত্থামার নিধনার্থ ধাবমান হইলে যদুকুলতিলক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া একাকীই অশ্বত্থামার বিনাশ বাসনায় গমন করিতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয়। আপনি আজি তাঁহাকে বিপদ্‌সাগরে পতনোন্মুখ দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উহা সমুদায় পৃথিবী দগ্ধ করিতে সমর্থ। আচার্য্য প্রথমে ঐ অস্ত্র প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে প্রদান করাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা কোপাবিষ্ট হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন। সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে দুঃশীল ও চঞ্চল বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তন্নিমিত্ত অনতিসন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে সেই অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঘোরতর বিপদ্‌কালেও কাহারও বিশেষত মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আচার্য্য পুত্রকে এইরূপে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পুত্র! তুমি কখনই সাধুজনাশ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না। তখন অশ্বত্থামা পিতার সেই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণে এককালে মঙ্গল লাভে হতাশ্বাস হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যৎকালে বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই সময় দ্রোণপুত্র দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করেন। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁহাকে প্রতিনিয়ত পূজা করিতেন। এক দিন আমি একাকী অবস্থান করিতেছি, এমন সময়ে দ্রোণকুমার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমার পিতা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির নামে যে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে। আপনি উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে আপনার অরাতিঘাতন চক্র প্রদান করুন। অশ্বত্থামা এইরূপে অস্ত্র প্রার্থনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিলে আমি প্রীত হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও পতগগণ একত্র মিলিত হইলেও বলবীর্য্যে আমার শতাংশের একাংশও হইবে না। অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই। আমার এই শরাসন, শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে যাহা তুমি সমরে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা প্রার্থনা কর; আমি অবশ্যই তোমাকে প্রদান করিব। দ্রোণপুত্র আমার বাক্য শ্রবণে গর্ব্বপূর্ব্বক এই বজ্রতুল্য লৌহময় সহস্রকোটিসম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল। আমিও তাহাকে অচিরাৎ চক্র গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলাম। তখন দ্রোণকুমার সহসা উত্থিত হইয়া বামহস্তে চক্র ধারণ করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি উহা দক্ষিণ করে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি সম্পূর্ণ আয়াস ও যত্ন সহকারে কোনক্রমে চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে চক্র গ্রহণ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, আচার্য্যপুত্র! যে মহাবীর সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবী মধ্যে যাহার তুল্য প্রিয়পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহাকে পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায়ই প্রদান করিতে পারি, সেই পরম সুহৃৎ শ্বেতাশ্ব কপিধ্বজ অর্জ্জুন কদাপি এই চক্র প্রার্থনা করে নাই। আমি হিমালয়ের পার্শ্বে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি, যে বীর আমার তুল্য ব্রতচারিণী রুক্মিণীর গর্ভে সনৎকুমারের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রিয়পুত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই দিব্য চক্র প্রার্থনা করে নাই। আর মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব, গদ ও শাম্ব প্রভৃতি দ্বারকানিবাসী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কখন এই চক্র গ্রহণ করিবার বাসনা করেন নাই। তুমি কোন সাহসে ইহা প্রার্থনা করিলে? তোমার পিতা ভরতবংশীয়দিগের আচার্য্য, তুমিও সমুদায় যাদবগণের মান্য। অতএব এরূপ গর্হিত প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্র লইয়া কাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়াছিলে?

তখন দ্রোণপুত্র কহিলেন, হে প্রভো! আমি আপনার পূজা করিয়া আপনারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভূতের অপরাজেয় হইব, এই অভিপ্রায়ে এই দেবদানবপূজিত চক্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি চক্রলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও শিবের সহিত যুদ্ধে গমন করি। তুমি এই যে ভীষণ চক্র ধারণ করিয়াছ, ইহা আর কাহারও ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! ঐ মহাবীর নিতান্ত রোষপরায়ণ ও বিশেষত ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত আছেন; অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যদুনন্দন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের ধুরকাষ্ঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে সুগ্রীব এবং উহার উভয় পার্শ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কাম্বোজ দেশীয় স্বর্ণমালাভূষিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। উহাতে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রত্নখচিত দিব্য ধ্বজযষ্টি মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ ধ্বজদণ্ডে প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত পতগরাজ গরুড় অবস্থান করাতে উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন সেই গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ ও বাসুদেবের উভয় পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তখন মহামতি বাসুদেব অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলে অশ্বগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। বিহঙ্গকুলের গমনকালে নভোমণ্ডলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমনবেগে অবনীমণ্ডলে সেইরূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। উঁহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ভীমের সন্নিহিত হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ বীরত্রয় শত্রুবিনাশে সমুদ্যত ক্রোধোদ্ধত মহাবীর বৃকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদের বাক্যে অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক দ্রৌপদীতনয়নিহন্তা দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং ক্রূরকর্ম্মা অশ্বত্থামা ঘৃতাক্ত, কুশচীরধারী ও ধূলিপটল পরিবৃত হইয়া তাঁহারই সন্নিধানে উপবিষ্ট আছেন। তখন মহাবীর ভীম দ্রোণপুত্রকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে শর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা ভীমবল ভীমসেনকে মহাবেগে আগমন ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে বাসুদেবের রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল অনুমান করিয়া সেই বিপদ্‌কালে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার মানসে ঈষিকা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে সেই ঈষিকায় ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক পাণ্ডববংশ বিনষ্ট হউক বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন উহাতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবাহু মধুসূদন অশ্বত্থামার আকার দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, সখে! তোমার নিকট যে দ্রোণোপদিষ্ট দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে অস্ত্র ত্যাগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি ভ্রাতৃগণ ও আপনার পরিত্রাণার্থ সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ কর। তখন অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে অশ্বত্থামার ও তৎপরে আপনার ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন এবং গুরু ও দেবগণকে নমস্কারপূর্ব্বক এই অস্ত্রপ্রভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিরাকৃত হউক বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্রের ও অর্জ্জুনের সেই তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্ত্রদ্বয় সহসা যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল; সমুদায় জীব জন্তু ভয়ে কম্পিত হইল। আকাশমণ্ডলে ভীষণ শব্দ ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল এবং গিরিকানন পরিপূর্ণ সসাগরা ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল

অনন্তর সর্ব্বভূতাত্মা নারদ ও ভরতকুলপিতামহ ব্যাসদেব সেই দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সমুদায় লোককে তাপিত দেখিয়া অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা ও তাঁহাদের অস্ত্রতেজ নিবারণ করিবার মানসে সেই প্রদীপ্ত দিব্য অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, পূর্ব্বে অনেক বিবিধাস্ত্রবেত্তা মহারথ ছিলেন। তাঁহারা মনুষ্যের উপর কদাপি এরূপ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে ইহাঁরা দুই জনে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই হুতাশন সদৃশ তেজঃপুঞ্জ কলেবর তাপসদ্বয়কে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্তে স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিবার মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি অশ্বত্থামার অস্ত্রবেগ নিবারণ করিবার মানসেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এক্ষণে উহার প্রতিসংহার করিলে নিশ্চয়ই পাপাত্মা অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে আমাদিগের সকলকে ভস্মাবশেষ করিবে। অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোকের মঙ্গল হয়, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন। মহাত্মা ধনঞ্জয় এই বলিয়া স্বীয় অস্ত্র প্রতিসংহার করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করা দেবগণেরও অসাধ্য। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন। ঐ দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিনির্ম্মিত। ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি উহা প্রয়োগ করিলে আর প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য বিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্রের প্রতিসংহারে চেষ্টা করিলে উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করে। মহাবীর ধনঞ্জয় সত্যব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই সেই অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও কখন ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঋষিদ্বয়কে পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া কোন ক্রমেই স্বীয় ঘোরতর অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অতি দীন মনে দ্বৈপায়নকে কহিলেন, মুনিসত্তম! আমি ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই প্রাণরক্ষার্থ এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। ভীমসেন সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ কপট ব্যবহার দ্বারা অতি অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আমি সেই কারণে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই দুরাসদ দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতিসংহারে সমর্থ হইতেছি না। হে ব্রহ্মন্! আমি রাগোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবে।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! মহাত্মা অর্জ্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র বিদিত থাকিয়াও কদাচ তোমার বিনাশের নিমিত্ত রোষভরে উহা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে কেবল তোমার অস্ত্র নিবারণের নিমিত্তই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অচিরাৎ উহার প্রতিসংহারও করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। মহাবীর অর্জ্জুন ধৈর্য্যশালী, সাধু ও সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ; তুমি কি নিমিত্ত তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করিয়াছ। যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হয়, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্য মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। হে দ্রোণ-তনয়! এক্ষণে আপনাকে, পাণ্ডবগণকে ও তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার পূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হও। পাণ্ডবগণও নিরাপদ হউক। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কখনই অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করেন না। এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণকে স্বীয় মস্তকস্থিত মণি প্রদান কর। উহাঁরা সেই মণি গ্রহণ করিয়া তোমার প্রাণদান করিবেন

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মহর্ষে! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সকল ধনরত্ন আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা আমার এই মণি শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং দেব, দানব, পন্নগ, রাক্ষস ও তস্কর হইতে শঙ্কার লেশমাত্র থাকে না। অতএব এই মণি কোন রূপেই পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাও আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে, আমিও উপস্থিত রহিয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু এই অমোঘ ঐষীকাস্ত্র পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভস্থ সন্তান সন্ততির উপর নিপতিত হইবে। আমি কোন ক্রমেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, হে দ্রোণতনয়! এক্ষণে পাণ্ডবতনয়দিগের কামিনীগণের গর্ভে অস্ত্র নিক্ষেপ করাই তোমার কর্ত্তব্য। আর অন্য ইচ্ছা করিও না। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে দ্রোণতনয় পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভ উদ্দেশ করিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব পাপাত্মা অশ্বত্থামা পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ঐষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে কহিলেন, দ্রোণতনয়! পূর্ব্বে এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বিরাট নগরে বিরাটদুহিতা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরাকে কহিয়াছিলেন যে, রাজকুমারি! কৌরববংশ উৎসন্ন প্রায় হইলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। কৌরববংশের পরিক্ষীণাবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া উহার নাম পরীক্ষিৎ হইবে। হে আচার্য্যতনয়! সেই সাধু ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছে, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পরীক্ষিৎ নামে এক বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইবে।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক যাহা কহিলে, তাহা কদাচ সফল হইবে না। আমি যাহা কহিয়াছি তাহাই ঘটিবে। দেখ, তুমি বিরাটদুহিতার গর্ভ রক্ষা করিবার বাসনা করিতেছ, কিন্তু আমার এই অস্ত্র অচিরাৎ তাহাতে নিপতিত হইবে। বাসুদেব কহিলেন, দ্রোণতনয়! তোমার দিব্যাস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু সেই গর্ভস্থ বালক মৃত ও পুনরায় জীবিত হইয়া সুদীর্ঘকাল বসুন্ধরা অধিকার করিবে। হে দ্রোণাত্মজ! মনীষিগণ তোমাকে পাপপরায়ণ কাপুরুষ বলিয়া অবগত আছেন। তুমি বালকঘাতী; অতএব তোমাকে এক্ষণে অবশ্যই এই পাপ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। তুমি অসহায় হইয়া মৌনভাবে তিন সহস্র বৎসর নির্জ্জন প্রদেশে পর্য্যটন করিবে; কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না। তোমাকে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও পূয়শোণিতগন্ধ সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ষষ্টিবৎসর পৃথিবী পালন করিবে। হে নির্ব্বোধ! তোমার সমক্ষেই পরীক্ষিৎ কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি তাঁহাকে

অস্ত্রানলে দগ্ধ করিলেও আমি পুনরায় তাহার জীবন প্রদান করিব। আজি তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর করিয়া এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং যখন তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তখন বাসুদেব যাহা কহিলেন, তাহা তোমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! আমি এই জীবলোকে আপনারই সহিত বাস করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে। অশ্বত্থামা এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান পূর্ব্বক বিষণ্ণমনে সর্ব্বসমক্ষে বনে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবেরাও সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক বাসুদেব, ব্যাস ও নারদকে সম্মান করিয়া সত্বর কৃষ্ণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্টা কৃষ্ণার নিকট ধাবমান হইলেন।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিবিরে গমন পূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দ্রৌপদী শোকাকুলিতচিত্তে নিরানন্দে অবস্থান করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত নিতান্ত দুঃখিতমনে দ্রৌপদীসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দ্রৌপদীকে অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহন্তাকে পরাজয় করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মরাজ সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিলে বাসুদেব যখন দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন করেন, তৎকালে তুমি তাঁহাকে কহিয়াছিলে, মধুসূদন! ধর্ম্মরাজ শান্তিস্থাপনে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়, আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও বিনষ্ট হইয়াছ। হে দ্রৌপদি! তুমি তৎকালে যে সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরূপ অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; এক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ কর। আমি আমাদিগের রাজ্যপ্রাপ্তির কণ্টকস্বরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বিনাশসাধন এবং জীবিতাবস্থায় দুঃশাসনের শোণিতপান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের বৈরানল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে আর কেহ কোন অংশেই নিন্দা করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অশ্বত্থামাকে পরাজয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গুরু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহার সমগ্র যশঃ অপহৃত হইয়াছে। এক্ষণে কেবল কলেবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিয়োজিত ও অস্ত্রভ্রষ্ট হইয়া দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছে।

হে মহারাজ! মনস্বিনী দ্রৌপদী বৃকোদরের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাথ! আমার মনোরথ সফল হইল। দেখ, গুরুপুত্র আমার গুরু; অতএব তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ উহা স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর অনুরোধে সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। মণি ধর্ম্মরাজের মস্তকে সন্নিহিত হইলে চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। তদ্দর্শনে পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরত্রয়ের হস্তে স্বীয় সমস্ত সৈন্য ও পুত্রগণের নিধন নিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, মধুসূদন! পাপাত্মা নরাধম অশ্বত্থামা কিরূপে আমার মহারথ পুত্রগণকে নিপাতিত করিল এবং কৃতাস্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদতনয়গণ লক্ষ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা কি নিমিত্ত দ্রোণপুত্রকর্ত্তৃক নিহত হইল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্যও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বীর কি কারণে অশ্বত্থামার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। ফলত অশ্বত্থামা এমন কি উপায় অবলম্বন করিয়া একাকী আমার পক্ষীয় সমুদায় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণকুমার নিশ্চয়ই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রসাদে একাকী সমুদায় বীরকে নিপাতিত করিয়াছে। ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইলে বলবীর্য্যের কথা দূরে থাকুক, অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার প্রভাবে লোকে ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে সমর্থ হয়। আমি দেবদেব মহাদেবকে ও তাঁহার পুরাতন কার্য্য সমুদায় বিশেষরূপে বিদিত আছি। তিনিই সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। তাঁহার প্রভাবে এই জগতের সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ রুদ্রকে কহিলেন, তুমি অচিরাৎ ভূতগণের সৃষ্টি কর। ভগবান্ দেবদেব তাঁহার বাক্যশ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে প্রজার সৃষ্টি করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সলিলে প্রবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির নিমিত্ত আর একজন অমরের সৃষ্টি করিলেন। তিনি ভগবান্ রুদ্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি। তখন কমলযোনি কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার অগ্রজ কেহই নাই; মহাদেব জলমগ্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আত্মকার্য্য নির্ব্বাহ কর। তখন অমর ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সমুদায় ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। ঐ সমুদায় প্রজাপতি হইতেই এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর প্রজাগণ নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভক্ষণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট সহসা ধাবমান হইল। তখন তিনি ভীতচিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! প্রজাগণের আহার নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন। ব্রহ্মা তাঁহার বাক্য শ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ওষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ সমুদায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই নিয়মানুসারে দুর্ব্বল প্রাণিগণ বলবানদিগের আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তখন প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অনুরক্ত হইয়া জীবসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! প্রজাগণ এইরূপে পরিবর্দ্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইলে ভগবান্ মহাদেব সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত তেজঃপরিবর্দ্ধিত অসংখ্য প্রজা দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, মহাদেব! তুমি এত দীর্ঘকাল সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া কি কার্য্য করিলে; আর কি নিমিত্তই বা এক্ষণে আপনার লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিলে? তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বিধাতঃ! আমার অগোচরে আর একজন এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমার এই লিঙ্গে আর প্রয়োজন কি? আমি জলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়াছি। প্রজাদিগের ন্যায় ওষধি সমুদায়ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃসাধনার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর দেবযুগ অতীত হইলে দেবগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার মানসে হবিঃ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী সমুদায় আহরণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞভাগ কল্পনা সময়ে ভগবান্ ভূতভাবনকে বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল আপনাদিগেরই ভাগ কল্পিত করিয়াছিলেন। তখন কৃত্তিবাসা ভূতপতি স্বীয় ভাগ কল্পনা না হওয়াতে প্রথমেই যজ্ঞনাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! লোকযজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ ও পঞ্চভূতযজ্ঞ এই, চারি যজ্ঞ দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা মহেশ্বর ঐ সমুদায় যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ নিষ্ক পরিমাণ এক শরাসন নির্ম্মাণ করিলেন। বষট্‌কার ঐ শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাঙ্গ উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিল। তখন ভগবান্ মহাদেব ক্রোধভরে সেই কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে দেবগণের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহাকে ধনুষ্পাণি অবলোকন করিয়া বসুন্ধরা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল; সমীরণ স্থির হইলেন, হুতাশনও

আর পূর্ব্ববৎ প্রজ্বলিত হইলেন না ; অন্তরীক্ষমধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ; দিবাকরের আর সেরূপ জ্যোতিঃ রহিল না ; চন্দ্রমণ্ডল একেবারে শোভা বিহীন হইল এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন দেবগণ নিতান্ত ভয়াভিভূত হইয়া বিষয়জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের যজ্ঞেরও শোভা তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর মহাদেব অতি ভীষণ শর দ্বারা সেই যজ্ঞকে বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক পাবকের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। মহেশ্বরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

এইরূপে যজ্ঞ তথা হইতে প্রস্থান করিলে দেবতাদিগের আর কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ চাপকোটি দ্বারা সূর্য্যের ভুজযুগল, ভগের নয়নদ্বয় এবং পূষার দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন। তখন দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ সমুদায় ভীতচিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ঘূর্ণায়মান হইয়া তথায় মৃতবৎ নিপতিত রহিলেন। মহাত্মা মহাদেব এইরূপে সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া হাস্যবদনে শরাসন দ্বারা দেবগণের গতিরোধ করিলেন। ঐ সময় দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল। তখন দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে শরাসন বিহীন দেখিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্বীয় ক্রোধ সংস্থাপন করিলেন। সেই ক্রোধ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সলিল শোষণ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব সূর্য্যকে ভুজযুগলদ্বয় ও পূষাকে তাঁহার দন্তপংক্তি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ সুস্থ হইল। দেবগণ সমস্ত হবনীয় দ্রব্যে মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মনন্দন! এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়াতে সমুদায় সুস্থ হইল। এক্ষণে সেই মহাবীর্য্যশালী ভগবান্ ভূতনাথ অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচর সমবেত মহাবলশালী পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়াছে। অশ্বত্থামার প্রভাবে কখনই একপ ঘটে নাই, কেবল মহাদেব-প্রসাদে এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে কার্য্যান্তর সাধনের চেষ্টা করুন।

ঐষীক পর্ব্ব সমাপ্ত।

—

সৌপ্তিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

—

পুরাণসংগ্রহের স্ত্রীপর্ব্ব প্রকাশিত হইল। এই পর্ব্ব জলপ্রাদানিক, স্ত্রীবিলাপ ও শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়ে বিভক্ত। মহর্ষি বেদব্যাস এই পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা, কৌরবকামিনীগণের সমরাঙ্গন দর্শন ও বিলাপ এবং সমরনিহত যোধগণের দাহ ও অন্যান্য প্রেতকৃত্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্বে অন্ধরাজ লৌহময় ভীমভঙ্গ, পতিপরায়ণা গান্ধারী পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাসুদেবকে "তুমি যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হইবে" শাপ প্রদান এবং যশস্বিনী কুন্তী পাণ্ডবগণকে কর্ণের উদ্দেশে জলপ্রদান করিতে অনুরোধ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই করুণরস পরিপূর্ণ স্ত্রীপর্ব্ব রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় করুণরসে আর্দ্র ও নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গলিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৩ শক।

মহাভারত।

স্ত্রী পর্ব্ব

জলপ্রাদানিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও উভয় পক্ষের সমুদায় সৈন্যসামন্ত নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিলাম। অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্ধরাজের শত পুত্র নিহত হওয়াতে তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বৃক্ষের ন্যায় বাক্যালাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাকুলচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছে। বসুমতী জনশূন্য হইয়াছেন। যে সকল ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ নানা দেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্, জ্ঞাতি, গুরু ও পিতৃগণের যথাবিহিত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকার্দ্দিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন; সঞ্জয়! আমার পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্গণ নিহত হইয়াছে। অতঃপর চিরকালই আমাকে দীন হীনের ন্যায় এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এক্ষণে বন্ধুবিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষহীন বিহঙ্গমের ন্যায় আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? দিবাকর যেমন রশ্মিহীন হইলে নিতান্ত শোভাশূন্য হন; তদ্রূপ আমিও রাজ্যহীন, নেত্রহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্ব্বে পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হিতবাক্য শ্রবণ করি নাই এবং বাসুদেব সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি তৎকালে বধিরের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই অপরাধেই এই অনুতাপ করিতে হইল। হায়! বৃষভতুল্য মহাবীর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্যতুল্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে; আমাকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্বজন্মে কোন না কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, নচেৎ বিধাতা কেন আমাকে এরূপ দুঃখভাগী করিবেন। দৈব প্রতিকূল হওয়াতেই আমাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমুদায় বন্ধু বান্ধবের বিনাশ দেখিতে হইল। পৃথিবীতে আমার তুল্য হতভাগ্য আর কেহই নাই। অতএব আজিই পাণ্ডবগণ আমাকে ব্রহ্মলোক গমনে সুদীর্ঘ পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত শোকাকুল দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, নরনাথ! আপনি মহাত্মাগণের মুখে সমুদায় বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সৃঞ্জয় পুত্রশোকাতুর হইলে মুনিগণ তাঁহাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আপনার অবিদিত নাই, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। দুর্য্যোধন যৌবনমদে মত্ত হইলে আপনি অর্থলাভসায় সুহৃদ্গণের বাক্য গ্রহণ করেন নাই, নিরন্তর কেবল দুঃশীলগণের বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতেন। এক্ষণে তাঁহারই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আপনার বুদ্ধি অসিস্বরূপ হইয়া আপনাকেই ছেদন করিয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রূর, অহঙ্কারী, অল্পবুদ্ধি ও অসন্তুষ্ট ছিল। সে দুরাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রসেন ও মদ্ররাজ শল্যের মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধ ভীষ্মদেব, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, বাসুদেব এবং ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি মহাত্মাগণের বাক্য কর্ণপাতও করে নাই। সতত কেবল যুদ্ধবাসনাই প্রকাশ করিত। সেই নিমিত্তই সে বংশের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী; ভবাদৃশ ব্যক্তির শোক মোহের বশবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। দেখুন, আপনি ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া কেবল যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তিদিগকেই প্রশংসা করিতেন, সেই নিমিত্তই ভারতীয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট ও শত্রুদিগের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উভয় পক্ষে সমভাব প্রদর্শন করেন নাই। হে মহারাজ! যে কার্য্য করিলে শেষে অনুতাপ করিতে না হয়, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়স্কর। আপনি পুত্রের প্রীতিসাধনার্থ তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্তই আপনাকে এক্ষণে অনুতাপ করিতে হইল। যে ব্যক্তি আপনার পতন বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধু-লোভে পর্ব্বতে আরোহণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া আপনার ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। শোক অর্থলাভ, ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রে সংযোগপূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া দুঃখার্ত্ত হয়, তাহাকে কখনই পণ্ডিত বলা যায় না। পূর্ব্বে আপনারা পিতা পুত্রে লোভরূপ ঘৃত ও বাক্যরূপ বায়ু দ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ পাবকে শলভকুলের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি অশ্রুজল দ্বারা মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, উহা কিন্তু নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। পণ্ডিতেরা কহেন, যে, আত্মীয় ব্যক্তির

শোকাশ্রু অনল স্বরূপ হইয়া মৃত ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। মহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে জনমেজয়! সঞ্জয়ের বাক্যাবসানে মহাত্মা বিদুর অমৃততুল্য বাক্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কিছুই চিরস্থায়ী নহে; ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই জীবনের অন্ত। কৃতান্ত বীর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়গণ কি নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবেন? দেখুন, লোকে যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। ফলতঃ কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! প্রাণিগণের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে পুনরায় অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিবার তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য নিতান্ত শোকাকুল হইলেও যখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে সমর্থ হয় না, তখন আপনি কি নিমিত্ত এইরূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন। কৃতান্ত সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। তৃণ সমুদায় যেমন বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কৃতান্তের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। হে মহারাজ! সকলকেই সেই একমাত্র কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে। কাল সকলেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। অতএব মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে যদি শাস্ত্রযুক্তি আপনার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সংগ্রামনিহত বীরগণের নিমিত্ত আর শোকপ্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল বীর স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ, বিশেষত তাঁহারা যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি? আর দেখুন, জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বীরগণের দর্শন লাভ হয় নাই এবং এক্ষণেও পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন, আর তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা মূঢ়ের কার্য্য। হে মহারাজ! সমরে প্রাণ ত্যাগ করিলে নিশ্চয় স্বর্গলাভ এবং শত্রু বিনষ্ট করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুগুণাত্মক; সুতরাং যুদ্ধপ্রবৃত্তি কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। যাহারা সমরে নিহত হন, তাঁহারা ইন্দ্রের নিকট আতিথ্য লাভ করেন। দেবরাজ রণনিহত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অভীষ্ট লোক নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সন্দেহ নাই। বীরগণ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া যেমন অবিলম্বে স্বর্গ লাভ করেন, অন্যে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা সেরূপ করিতে সমর্থ হন না। সেই সমস্ত মহাবীর বিপক্ষ বীরগণের দেহরূপ হুতাশনে শরনিকররূপ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অরাতিগণের শরবেগ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গ লাভের সুলভ পথ আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক-প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আপনি শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। শোকে অভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য বিস্মৃত হইবেন না। এই জগতে সহস্র সহস্র লোকের মাতা পিতা ও পুত্র কলত্র বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কেহই কাহারও নহে। এই সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় প্রতিনিয়ত মূর্খকেই অভিভূত করিয়া থাকে, পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কদাচ সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! কাহারও উপরে কালের প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। কাল কাহারই প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না; সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই কালপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হয়। সকলে নিদ্রিত হইলেও একমাত্র কাল নিরন্তর জাগরিত থাকে। উহাকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। দেখুন, জীবন, যৌবন, রূপ, ধন, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে; বিবেচক লোকেরা এই ভাবিয়াই ঐ সমস্ত বিষয়ে কোনক্রমেই লিপ্ত হন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত একাকী এই সাধারণভোগ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন? লোকে দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অনুশোচনা দ্বারা তাহার সেই দুঃখ কদাচ নিরাকৃত হয় না। দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখ নাশের প্রকৃষ্ট ঔষধ। নিরন্তর দুঃখ চিন্তা করিলে উহা কদাচ অপনীত হয় না, প্রত্যুত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগ এই দুই কারণবশত মনোদুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হয়। হে মহারাজ! শোক প্রকাশ করা ধর্ম্মানুশীল, অর্থ চিন্তা বা সুখভোগ নহে। শোকাকুল হইলে লোকের কার্য্যক্ষতি ও ত্রিবর্গ নাশই হইয়া থাকে। মূঢ়েরা বিশেষ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অবস্থায় সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে মানসিক দুঃখ ও ঔষধ প্রভাবে দৈহিক দুঃখ অপনীত করিবেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কাহারই দুঃখ দূরীকরণের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চাৎ শয়ন, অবস্থান করিলে পশ্চাৎ অবস্থান ও ধাবমান হইলে উহা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকে। মনুষ্য যে যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং যে শরীরে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখ ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখ হইয়া থাকে। সকলেই আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই ফলভোগে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কখনই জ্ঞানবিরুদ্ধ বহুপাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার পরম উপাদেয় বাক্য শ্রবণে আমার শোক নিবারণ হইল। এক্ষণে আমি পুনরায় তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব পণ্ডিতেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কিরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন, কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! যে যে উপায় দ্বারা মনোদুঃখ ও সুখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সুখদুঃখবর্জ্জিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। আমরা যা কিছু চিন্তা করি, সকলই অনিত্য। মানবগণ কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার পদার্থ। যখন বিদ্বান্, মূর্খ, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলে একত্র হইয়া স্নায়ুপরিবৃত অস্থিময় মাংসশূন্য গাত্রে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তৎকালে অপর লোকে কিরূপে তাহাদিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে? লোকে আপনার বুদ্ধির দোষে পরস্পর লিপ্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মানবদিগের দেহকে গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু জীবাত্মার কোন কালেই বিনাশ নাই। লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মা তদ্রূপ এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রাণিগণ স্বস্ব কার্য্য দ্বারাই ইহলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ও সুখ দুঃখ লাভ হয় বলিয়াই মনুষ্য অবশই হউক ও স্ববশই হউক, সততই কর্ম্মভার বহন করে। যেমন মৃণ্ময় ভাণ্ডের মধ্যে কতকগুলি কুলালচক্রে আরূঢ়; কতকগুলি কিঞ্চিৎ আকারসম্পন্ন; কতকগুলি সম্পূর্ণ গঠিত, কতকগুলি ছিন্ন, কতকগুলি অবরোপ্যমান, কতকগুলি অবতীর্ণ, কতকগুলি শুষ্ক, কতকগুলি অনলদগ্ধ, কতকগুলি অনল হইতে উদ্ধৃত ও কতকগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ গর্ভবাস কালে, কেহ কেহ প্রসবান্তে, কেহ কেহ একদিন পরে, কেহ কেহ এক পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক মাসাবসানে, কেহ কেহ এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে, কেহ কেহ যৌবনাবস্থায়, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায় ও কেহ কেহ বৃদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়া

থাকে। ভূতগণ জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা ইহলোকে জন্ম গ্রহণ বা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যখন সংসারের এইরূপ গতি, তখন আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? প্রাণিগণ যেমন সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে এক বার নিমগ্ন ও এক বার উন্মগ্ন হয়, তদ্রূপ অল্পবুদ্ধি লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সংসারে ক্লেশ ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে সকল বিজ্ঞলোক ইহলোকে প্রাণিগণের হিত-চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগেরই পরমা গতি লাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বাক্যবিশারদ! অতি দুর্জ্ঞেয় সংসারের গতি কিরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, তুমি যথার্থরূপে উহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ। প্রাণীদিগের জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জীব সর্ব্ব প্রথমে গর্ভমধ্যে গাঢ় রক্তে লীন থাকে। পরে পঞ্চম মাস অতীত হইলে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া মাংসশোণিত-লিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে। পরিশেষে বায়ুপ্রভাবে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনিদ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়পাশে বদ্ধ হইতে থাকে। তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ঐ সমুদায় আমিষলোলুপ সারমেয়গণের ন্যায় তাহার সন্নিধানে সমাগত হয়। ব্যাধি সকল কর্ম্মদোষে তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং আর আর বিবিধ ব্যসন তাহাকে নিপীড়িত করিতে থাকে। মনুষ্য বাল্যকালে এই প্রকার বিবিধ ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় কাহাকে সৎকর্ম্ম আর কাহাকেই বা অসৎকর্ম্ম বলে, তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরাই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ক্রমে যমলোকগমনের সময় সমুপস্থিত হইতেছে বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যমদূত তাহাকে যথাকালে আকর্ষণপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। সংসারের কি চমৎকার গতি। লোকে বারংবার আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইয়াও আপনাকে উপেক্ষা করে। ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া একবারে আত্মজ্ঞান রহিত হয় এবং কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রভাবে কুলহীন-দিগকে ও ধনদর্পে দরিদ্রগণকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে অন্যের উপর দোষারোপ ও অন্যকে মূর্খ জ্ঞান করে; কিন্তু আপনার শাসন বা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যখন প্রাজ্ঞ ও মূঢ়, ধনবান্ ও নির্দ্ধন এবং মর্য্যাদাপন্ন ও মর্য্যাদাহীন সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র হইয়া অস্থিভূয়িষ্ঠ শিরাসংযুক্ত মাংসশূন্য কলেবরে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তখন কেহ কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা তাহাদের কুল, রূপ ও গুণ অবগত হইতে পারে না। যখন সকলকেই সমভাবে ধরাতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, তখন বুদ্ধিহীন মানবগণ কি নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে বাসনা করে। হে মহারাজ! যে ব্যক্তি জন্মাবধি এই কথা শ্রবণ করে, তাহার অন্তে পরমা গতি লাভ হয় এবং তাহার পক্ষে কোন পথই দুর্গম হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যে বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মগহনে প্রবেশ করা যায়; সেই বুদ্ধির বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া আপনার আদেশানুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষিগণ সংসারকে বনস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ বন সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও নিশাচরগণে সমাকীর্ণ ও ভীষণ শব্দে পরিপূরিত। উহা এরূপ ভয়ানক যে, দর্শন করিবামাত্র কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয়। সেই ভীষণ অরণ্য দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কাহার শরণাপন্ন হইব, এই ভাবিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই সেই বনচরদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ ভীষণ কানন বন্ধনজালে সমাবৃত ও শৈলের ন্যায় সমুন্নত পঞ্চশীর্ষ নাগগণে সমাকীর্ণ এক বৃহৎকায় কামিনী বাহুদ্বয় দ্বারা ঐ অরণ্য আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ কাননে সুদৃঢ় তৃণলতাদিমণ্ডিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান ছিল। দ্বিজবর ভ্রমণ করিতে করিতে সেই লতাবিতানজড়িত গভীর কূপে নিপতিত ও লতাজালে লগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধপাদে অধোমস্তকে বৃন্তসংলগ্ন পনসফলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন। ব্রাহ্মণ যে কূপমধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এমন নহে, ঐ স্থানেও তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল। তিনি তথায় সেই অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা মহাসর্প ঐ কূপের অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে এবং একটা ষড়্‌বক্ত্র দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদমত্ত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষের সমীপে আগমন করিতেছে। ঐ বৃক্ষের প্রশাখায় নানারূপধারী ভয়ঙ্কর মধুকরগণ মধুক্রম আবৃত করিয়া নিরন্তর প্রাণিগণের প্রার্থনীয় এবং বালকেরও লোভনীয় অতি উপাদেয় মধুপান করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতকগুলি কৃষ্ণসর্প ও শ্বেতবর্ণ মূষিক দশন দ্বারা ঐ পাদপ ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই বৃক্ষশাখা হইতে অনবরত মধুধারা নিঃসৃত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ ঐ সঙ্কট সময়েও সতত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। তখন ঐ অবস্থাতেও তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল না। হে মহারাজ! ঐ অরণ্যে প্রথমত হিংস্রজন্তুগণ, দ্বিতীয়ত সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়ত কূপের অধঃস্থিত মহাসর্প, চতুর্থত কূপমুখস্থ বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গ, পঞ্চমত মূষিকদশন-ছিন্ন বৃক্ষের পতন ও ষষ্ঠত মধুলুব্ধ মধুকরগণ হইতে বিষম শঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে সেই অরণ্যে কূপমধ্যে সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন; কোন ক্রমেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তখন ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হায়! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই। তিনি কি নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন? তিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, সে স্থান কোথায় এবং তথা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায় বা কি, তাহা কীর্ত্তন কর। তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

বিদুর কহিলেন মহারাজ! মোক্ষধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন! মানবগণ উহা বিশেষ অবগত হইয়া সাবধানে অবস্থান করিতে পারিলে পরলোকে সুকৃত লাভে সমর্থ হয়। ইতি পূর্ব্বে আপনাকে যে মহারণ্যের কথা কহিলাম, উহা মহাসংসার। উহাতে যে সকল হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা ব্যাধি আর সেই বৃহৎকায় কামিনী রূপলাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং সেই কূপ মানবগণের দেহ স্বরূপ। ঐ কূপের অধোভাগে যে মহাসর্প বাস করিতেছে, সে মনুষ্যগণের সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, প্রাণীদিগের অন্তক কাল। ঐ কূপমধ্যে যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে এবং যাহাতে সেই ব্রাহ্মণ লম্বমান রহিয়াছে, উহা মনুষ্যদিগের জীবিতাশা। যে ষড়ানন কুঞ্জর ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষ সমীপে গমন করিতেছে, উহা সংবৎসর; উহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ চরণ দ্বাদশ মাস। যে সকল মূষিক ও পন্নগ ঐ বৃক্ষছেদন করিতেছে, উহারা প্রাণিগণের আয়ুক্ষয়কর দিবা ও রাত্রি। আর যে সকল মধুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহারা কাম। আর সেই বৃক্ষ হইতে যে মধুধারা নিঃসৃত হইতেছে, উহা কামরস। মানবগণ ঐ রসে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকে। হে মহারাজ! পণ্ডিতগণ সংসারকে এইরূপ স্থির করিয়া উহাতে বদ্ধ হন না।

দৈবকৃত বিড়ম্বনা অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ, প্রাণধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। আমি পূর্ব্বেই এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞসময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের সহিত বিদ্রোহ-ঘটনা না হইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবের বলবত্ত্ব ও অখণ্ডনীয়তা প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কাহারই কৃতান্তের নিয়ম অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি ধার্ম্মিক, বুদ্ধিবিশারদ এবং প্রাণিগণের সদ্গতি ও দুর্গতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ, তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ? রাজা যুধিষ্ঠির তোমাকে এরূপ শোকাভিভূত জানিতে পারিলে প্রাণ পরিত্যাগেও ক্ষান্ত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ একান্ত ধীর। তিনি পশুপক্ষীর প্রতিও নিয়ত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি তাঁহার দয়া না হইবার সম্ভাবনা কি? এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা, দৈবের অখণ্ডনীয়তা অনুধ্যান ও পাণ্ডবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া জীবন ধারণ কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকসমাজে কীর্ত্তি লাভ, ধর্ম্মার্থের অনুশীলন ও দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর প্রজ্ঞারূপ জলসেচন দ্বারা প্রজ্বলিত পুত্রশোকানল নির্ব্বাপিত করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আমি গুরুতর শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি। বারংবার মোহ উপস্থিত হওয়াতে আমার আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার মুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম যে আমার পুত্রগণ দৈবপ্রভাবেই নিহত হইয়াছে। অতএব আর আমি প্রাণত্যাগের বাসনা বা শোক প্রকাশ করিব না। মহারাজ! তখন মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ বেদব্যাস প্রস্থান করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? আর ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি বীরত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যদলের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া ধৃতরাষ্ট্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নানা দেশীয় ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বৈরত উচ্ছিন্ন করিবার মানসে সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যথানিয়মে পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচেতন ও মৃতকল্প হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিদুর তাঁহাকে ভূতলশায়ী দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জীবকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বে অভাব; তৎপরে কিয়দ্দিন মাত্র স্থিতি এবং পরিশেষে নিধনানন্তর পুনরায় অভাব লক্ষিত হয়। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে। শোক করিলে মৃত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়া যায় না। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন। দেখুন; লোকে সংগ্রামবিমুখ হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কাল সমুদায় জীবকেই আকর্ষণ করে। কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তৃণরাশি যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, প্রাণিগণও তদ্রূপ কালের বশীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহলোকস্থ সমুদায় জীবগণকেই এক স্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব কালবশবর্ত্তী ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর আপনি যে সমস্ত মহাত্মার নিমিত্ত শোক করিতেছেন; বস্তুতঃ তাঁহারা শোচ্য নহেন। তাঁহারা সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বীরগণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া যেরূপ সহজে স্বর্গলাভ করেন, অন্যান্য লোকে প্রভূতদক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যাপ্রভাবে সেরূপ সহজে স্বর্গারোহণে সমর্থ হয় না। আপনার পক্ষীয় সমুদায় বীরই বেদবেত্তা ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রামবিমুখ হন নাই। তাঁহারা বিপক্ষদিগের শরীরানলে শস্ত্রাহুতি প্রদান ও অনায়াসে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের স্বর্গলাভের উত্তম পথ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রাম অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। আপনার পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরমা গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই শোচনীয় নহেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং আশ্বাসিত হইয়া শোক সংবরণ করুন। শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না।

দশম অধ্যায়

হে মহারাজ! তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যান সুসজ্জিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় বিদুরকে কহিলেন, মহামতে! তুমি গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য মহিলাগণকে অবিলম্বে আনয়ন কর। অন্ধরাজ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে যানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলেন। রোরুদ্যমানা রমণীগণ রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বিদুর শোকসন্তপ্তচিত্তে আর্ত্তস্বরে সেই রোরুদ্যমানা কুলকামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক রথে সংস্থাপিত করিয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবগণের প্রতিগৃহে আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইল; পূর্ব্বে দেবগণও যে রমণীগণের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্রপথে নিপতিত হইতে লাগিল। আলোলিতকেশা একবস্ত্রা কামিনীগণ অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক হরিণীগণ যেমন যূথপতির বিনাশে দুঃখার্ত্ত হইয়া শৈলগুহা হইতে বহির্গত হয়, তদ্রূপ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শোকাকুলিতচিত্তে অঙ্গনচারিণী ঘোটকীর ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন তাঁহারা যুগান্তকালীন লোকসংক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সময় তাঁহারা শোকে নিতান্ত হতজ্ঞান হইয়া কোন প্রকারেই কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে কামিনীগণ সখীগণের নিকটেও লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে শ্বশ্রূদিগের সমীপেই লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা অল্প শোকের কারণ উপস্থিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন, এক্ষণে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে সেই রোরুদ্যমানা রমণীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিত মনে সমরাঙ্গনে যাত্রা করিলেন। শিল্পী, বণিক, বৈশ্যরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহিলাগণের আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন ব্যথিত হইয়া উঠিল। বীরগণ যুগান্তকালে প্রাণিগণের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিতহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশ মাত্র গমন করিলে মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ বীরত্রয় জ্ঞানচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, মহারাজ আপনার পুত্র অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া অনুচরগণের সহিত ইন্দ্র-

লোকে গমন করিয়াছেন। আমাদের অন্যান্য সমুদায় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি।

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজ্ঞি! তোমার পুত্রগণ যখন নির্ভীকচিত্তে বীরজনোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ করিয়া অমরগণের ন্যায় সুনির্ম্মল দিব্যলোকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই সমরে পরাঙ্মুখ বা শত্রুগণের শরণাপন্ন হইয়া নিহত হয় নাই। প্রাচীন মহাত্মারা ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই উৎকৃষ্ট গতিলাভের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার পুত্রগণের অরাতি পাণ্ডবগণও সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও আমি আমরা তিনজন দুরাত্মা ভীমসেন অধর্ম্মানুসারে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে, শ্রবণ করিবামাত্র সেই রজনীতে শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমরা এইরূপে তোমার পুত্রের শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক অবশেষে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ রোষভরে নিশ্চয়ই বৈরনির্যাতনার্থ সমাগত হইবে, বিবেচনা করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ পুত্রদিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতঃপর আর এস্থানে অবস্থান করিতে সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি শোক সংবরণ করিয়া আমাদিগকে প্রস্থানে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজও আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন।

হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বারংবার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাগীরথীর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক উদ্বিগ্নচিত্তে তিন জনে তিন দিকে ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরত্রয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমনে প্রবৃত্ত হইলেই মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরাজিত করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে নির্গত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মহাত্মা বাসুদেব, সাত্যকি, যুযুৎসু ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপদীও দুঃখশোকাকুলিতচিত্তে পাঞ্চালমহিলাগণের সহিত ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পুত্রশোকপীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণে পরিবৃত হইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে গমন করিতেছেন। কামিনীগণ কুররীর ন্যায় দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনৃশংসতা কোথায় গেল? তুমি কিরূপে পিতৃ, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে বিনাশ করিলে। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথকে সংহার করিয়া কি তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না! এক্ষণে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সুহৃৎ ও ভ্রাতৃগণ বিরহে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহিলাগণের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে অন্যান্য পাণ্ডবেরাও স্ব স্ব নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক অন্ধরাজের অভিবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্ন মনে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় দুরভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার মানসে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহার শোকানল ক্রোধসমীরণে সন্ধুক্ষিত হইয়া ভীমসেনরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছে। হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব ইহার পূর্ব্বেই ভীমের উপর ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অন্ধরাজের ভাবদর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া ভীমকে হস্ত দ্বারা অবরোধপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন। অযুত নাগতুল্য বলশালী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমকে প্রাপ্তিমাত্র ভুজ দ্বারা গ্রহণ করিয়া যথার্থ ভীম বোধে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীমের লৌহময় প্রতিকৃতি চূর্ণ করিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থল বিমথিত হইয়া গেল এবং আস্যদেশ হইতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোণিতসিক্ত কলেবরে পুষ্পিত পারিজাতের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় তাঁহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে হা ভীম! হা ভীম! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব অন্ধরাজকে ক্রোধহীন ও ভীমবধে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনি লৌহময় ভীমকে চূর্ণ করিয়াছেন; প্রকৃত ভীমকে বিনাশ করেন নাই। আমি আপনাকে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া ভীমকে মৃত্যুর দশনান্তর্গত বোধ করিয়া অগ্রেই অপসারিত করিয়াছিলাম। আপনার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। আপনি ভুজযুগল দ্বারা পরিগ্রহ করিলে কোন্ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে পারে? কৃতান্তের সন্নিহিত হইলে যেমন কেহ জীবিতসত্ত্বে বিমুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনার বাহুযুগলের মধ্যগত হইলে কোন বীরই জীবিত লাভে সমর্থ হয় না। আমি সেই নিমিত্তই আপনার নিকট দুর্য্যোধননির্ম্মিত লৌহময় ভীমপ্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আপনার মন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মভাবশূন্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আপনি ভীমসেনকে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভীমকে সংহার করা আপনার শ্রেয়ঃ নহে। দেখুন, আপনার পুত্রগণ কদাচ জীবিত থাকিতেন না। নচেৎ আমরা পূর্ব্বে শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াও কি নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না? অতএব এক্ষণে উহা বিশেষরূপে অনুধ্যান করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর পরিচারকগণ অন্ধরাজের গাত্র প্রক্ষালনাদি শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, নরনাথ! আপনি সমগ্র কার্য্যাকার্য্য বিবেচনায় সমর্থ ও বহুদর্শী এবং বেদ, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তবে কি নিমিত্ত স্বয়ং অপরাধ করিয়া ঈদৃশ কোপ প্রকাশ করিতেছেন? তৎকালে আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয় আমরা সকলে আপনাকে কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীর্য্যশালী; সুতরাং তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনই আপনার কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আমরা ঐরূপে বারংবার আপনাকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলেও আপনি সে সময় আমাদিগের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন; কোনক্রমে তদনুরূপ কার্য্য করিলেন না। দেখুন, যে স্থিরবুদ্ধি মহীপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি মঙ্গল লাভে সমর্থ হন। আর যিনি হিতাহিত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে নিশ্চয়ই দুর্নীতিনিবন্ধন বিপদ্গ্রস্ত হইয়া শোক করিতে হয়। আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব ও দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমসেনকে সংহার করিতে চেষ্টা করিতেছেন? ভীমের অপরাধ কি? যে নীচাশয় স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, মহাবীর বৃকোদর তাহাকে বিনাশ করিয়া বৈরনির্যাতন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি নিরপরাধে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আর দুর্য্যোধন

উহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ-সংবরণ করুন।

হে জনমেজয়! দেবকীপুত্র বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! তুমি যাহা যাহা কহিতেছ, তৎসমুদায়ই সত্য, কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহ আমাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, সেই নিমিত্তই আমি ভীমের অশুভানুষ্ঠানে বাসনা করিয়াছিলাম! তুমি ভাগ্যক্রমে সত্যপরাক্রম মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদরকে রক্ষা করাতে সে আমার ভুজপঞ্জরে নিপতিত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; আমার শোকতাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে, অতঃপর মহাবীর ভীমসেনকে কুশল প্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করিব। আমার তনয়গণও অন্যান্য ভূপতি সমুদায় নিহত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আস্পদ হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন। পুত্রশোকার্ত্ত পতিপরায়ণা গান্ধাররাজদুহিতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অরাতিবিহীন অবগত হইয়া শাপ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদৃষ্টি সর্ব্বভূতভাববেত্তা সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভাগীরথীর নির্ম্মল জলে অবগাহনপূর্ব্বক মনোমারুতবেগে অচিরাৎ পুত্রবধূর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার মানসে কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিগুণ অবলম্বন কর। ইতিপূর্ব্বে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন অরাতিগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সমরে সময়ে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিল, মাতঃ! আমি শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন। তুমিও সেই সেই সময়ে তাহাকে কহিয়াছিলে, বৎস! যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। হে কল্যাণি! তুমি সমুদায় প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত। তোমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য ভূপতির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে। পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমাগুণ ছিল; আজি তুমি কি নিমিত্ত সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ। এক্ষণে অধর্ম্মকে পরাজয় করাই তোমার কর্ত্তব্য। যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণপূর্ব্বক এক্ষণে কোপ সংবরণ কর।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই। আর উহারা যে বিনষ্ট হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু পুত্রশোকে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে। কুন্তী যেমন পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবেরও কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্পপ্রভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই নিহত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক তাহাকে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ দেখিয়া বাসুদেবের সাক্ষাতে তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, উহার সেই অধর্ম্মই আমার কোপানল প্রজ্বলিত করিতেছে। সংগ্রামস্থলে আপনার প্রাণরক্ষার্থ সাধুজনসমুদ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীরপুরুষের উচিত কার্য্য?

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ভীমসেন গান্ধারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভীতচিত্তে তাঁহাকে অনুনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! আমি আত্মরক্ষা করিবার মানসে ভয়প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার আত্মজকে বিনাশ করিয়াছি। ধর্ম্মযুদ্ধে তাহাকে সংহার করা নিতান্ত দুষ্কর এবং সে আমাকে বিনাশ করিলেই রাজ্যগ্রহণ করিবে এই ভাবিয়াই আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত সতত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকুমারী দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। বিশেষত তাহাকে আয়ত্ত না করিলে আমাদিগের এই সসাগরা বসুন্ধরা ভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে আর্য্যে! যৎকালে সেই দুরাচার সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি অযোচিত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীকে বাম ঊরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা তৎকালে তাহাকে বিনাশ করিতাম, কেবল ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারেই এত দিন সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। হে আর্য্যে! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। সেই নিমিত্তই ঐরূপ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে ধন বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল একেবারে নির্ব্বাণ হ… যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এ… হইয়াছি।

তখন গান্ধারী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভীম বৈরনির্য্যাতন মানসে দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়া … কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিলে তুমি যে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কার্য্যটী সাধুজন বিগর্হিত, ক্রূর ও অনার্য্য জনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তখন ভীমসেন কহিলেন, আর্য্যে! আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অন্যের রুধির পান করা অকর্ত্তব্য; বিশেষত ভ্রাতা আমার তুল্য, সুতরাং দুঃশাসনের রুধির পান আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তাহার সন্দেহ … অতএব আমি তাহার রুধির পান করি নাই, দুঃশাসনের শোণিত আমার অধর … ক্রম করিয়া উদরস্থ হয় নাই, কেবল তাহার শোণিতে আমার হস্তদ্বয় সংসিক্ত হইয়াছিল। এই বিষয় মহাবীর … অবগত ছিলেন। বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনাশ করিলে … আর আত্মজগণ অতি হৃষ্ট হইয়াছিল। আমি তৎকালে তাহাদিগের প্রমোদোৎপাদনের নিমিত্ত ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আর, দেখুন, দ্রৌপদী দ্যূতে পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাহার কেশাকর্ষণ করাতে আমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রুধির পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্যাপি আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করিতাম, তাহা হইলে আমাকে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে হইত; এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার পুত্রগণ আমাদিগের নিকট বিলক্ষণ অপরাধী হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন না করিয়া এক্ষণে আমাকে কি নিমিত্ত দোষী করিতেছেন?

তখন গান্ধারী কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের এক শত পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটীকেও কি নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিলে না? সেই পুত্রই এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিস্বরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি, আমাদিগের রাজ্যও অপহৃত হইয়াছে, এখন তুমিই আমাদিগের পুত্রস্বরূপ হইলে। যাহা হউক, যদি তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে; তাহা হইলে আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইত না।

হে মহারাজ! পুত্রপৌত্রবধপীড়িতা রাজমহিষী গান্ধারী এই বলিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে পুনরায় কহিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়? তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে গান্ধাররাজ

তনয়ার সন্নিহিত হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা, অতি নৃশংস এবং আপনাদের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু; আপনি এক্ষণে আমাকে অভিশাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপ প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। আর্য্যে! আমি মিত্রদ্রোহী ও মূঢ়। আমি যখন তাদৃশ সুহৃদ্গণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন আমার রাজ্য, জীবন ও ধনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দেহ অবনত করিয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলেন। তখন দূরদর্শিনী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আবরণের মধ্য হইতে তাঁহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির কুনখী হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বাসুদেবের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বীরপ্রসূতি জননী কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহুদিন তনয়গণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বসনে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণকে অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া তাঁহাদের ... গাত্রে বারংবার করস্পর্শ ... দুঃখিত হইলেন। ... দ্রৌপদীকে ... নিপতিত ... অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া ...

... দ্রৌপদী কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক ... আর্য্যে! এক্ষণে অভিমন্যু ও আমার পুত্রেরা কোথা গেল! ... দিনের পর এখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন ... করিতেছে না। আমি যখন পুত্রহীন হইয়াছি, তখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? তখন বিশাললোচনা কুন্তী যাজ্ঞসেনীকে ... উত্থাপিত করিয়া পুত্রগণের সহিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী রাজতনয়া ও পুত্রগণের সহিত তথায় আগমন করিয়া দ্রৌপদীকে কহিলেন, বৎসে! তুমি আর দুঃখ প্রকাশ করিও না; দেখ, আমিও শোকদুঃখে একান্ত আকুল হইয়াছি; এক্ষণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই লোকক্ষয় ... কালের কার্য্য। পূর্ব্বে মহামতি বিদুর সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশে আগমন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হইল। এক্ষণে এই দুর্নিবার ... অতিক্রান্ত হইয়াছে; অতএব এ সময়ে আর শোক প্রকাশের আবশ্যক নাই। যাহারা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা উচিত নয়। আর দেখ, তুমি যেরূপ শোকে আকুল হইয়াছ, আমিও তদ্রূপ কাতর হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে কে আমাদিগকে আশ্বাসিত করিবে? ... আমারই দোষে এই কুলক্ষয় হইল।

জলপ্রাদানিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বাধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধারী দ্রৌপদীকে এই কথা বলিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই স্থানে থাকিয়াই কৌরবগণের রণভূমি দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থানে ভগ্নরথ, অস্থি কেশ ও শোণিতে সমাবৃত এবং নর, অশ্ব ও গজসমুদায়ের রুধিরোক্ষিত মৃতদেহে পরিপূর্ণ ছিল। অসংখ্য অশ্ব, গজ ও নরনারীগণ ঐ স্থানে ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগাল ও কাকোল, কঙ্ক, কাক, গৃধ্র ও রাক্ষসগণ মহা আহ্লাদে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছিল। দিব্যজ্ঞানসম্পন্না গান্ধারী দূর হইতে সেই রণস্থল অবলোকন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বাসুদেব ও বন্ধুহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া কৌরবমহিলাগণের সমভিব্যাহারে সংগ্রামভূমিতে গমন করিলেন। অনাথা কৌরবকামিনীগণ কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্ত্তা প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। গোমায়ু, বক, বায়স, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ পরমানন্দে সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কামিনীগণ এইরূপে সেই শ্মশানসদৃশ সমরভূমি নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিত্র যান হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ ব্যাপার দর্শনে ব্যথিতদেহ হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত পরিশ্রান্ত বশতঃ বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় পাঞ্চাল ও কৌরবকামিনীগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী ... কামিনীগণের রোদনশব্দে সমরভূমির চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ দেখিয়া ... মধুসূদনকে সম্বোধনপূর্ব্বক করুণবচনে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, আমার বধূগণ অনাথা হইয়া আলোলিতকেশে কুররীগণের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক ... পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের মৃতদেহের নিকট ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, সমরাঙ্গন পুত্রহীনা বীরজননী ও পতিহীনা বীরপত্নীগণে ... হইয়াছে। তেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, ... প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও ... প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরভূমি মহাবীরগণের কাঞ্চনময় কবচ, বিবিধ মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর, মাল্য, পরিঘ, খড়্গ, ... শরাসন সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। ক্রব্যাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও ... করিতেছে। হে মধুসূদন! সমরভূমির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার ... শোকানলে দগ্ধ হইতেছে ... কৌরব ও পাঞ্চালগণ ... পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, ... শোকাভিভূত ... সৈন্ধব জয়দ্রথ, ... ভীম ও অভিমন্যুর ... বিদীর্ণ না হয় ... হায়! আজি ঐ সকল ... শোধন

নিহত ও শোণিতাক্ত হইয়া ... কুকুর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে ... কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা নিহত হইয়া ... ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। যাঁহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিপাঠ শ্রবণ করিতেন; আজি তাঁহাদিগকে শিবাগণের বিবিধ ... শুনিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া শয়ন করিতেন; আজি তাঁহারা ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছেন। গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ এক্ষণে উঁহাদিগের আভরণ হইয়াছে। ভয়ঙ্কর জন্তুগণ বারংবার ভীষণ চীৎকার করত তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যুদ্ধাভিমানী নিহত বীরগণ নিশিত শরনিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণপূর্ব্বক জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিচিত্র মাল্যসমলঙ্কৃত ... অসংখ্য বীর নিশাচরগণ কর্ত্তৃক ধরাতলে বিক্ষিপ্ত হইতেছেন। পতিব্রতারা মহাবীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন। রাক্ষসগণ বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভয়ে আকর্ষণ করিতেছে না। রাক্ষসসমাকৃষ্ট বহুসংখ্যক ... সুবর্ণময় বিচিত্র হার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শৃগালগণ ... নিহত বীরগণের কণ্ঠাবলম্বী হার আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ দ্বারা যাহাদিগকে আনন্দিত করিত, এক্ষণে রমণীগণ দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদিগের নিকট করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। ঐ দেখ, কৌরব কামিনীগণের মনোহর বদনমণ্ডল নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উহারা অবিরল বাষ্পাকুললোচনে দুঃখিতমনে ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। উঁহাদিগের মুখমণ্ডল অনবরত রোদন ও রোষপ্রভাবে রক্তবর্ণ হইয়া রক্তোৎপলবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উঁহারা ভীষণ রোদনকোলাহল প্রভাবে পরস্পরের অপরিস্ফুট বিলাপশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখে নিস্পন্দ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। অনেকে ভর্ত্তৃগণের মৃতদেহ দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও শিরে করাঘাত

করিতেছে। এই দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, হস্ত ও স্তূপাকার অস্ত্র প্রত্যঙ্গে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের দেহে অন্য বীরের মস্তক যোজনা করিয়া হায়! কাহার মস্তক কাহার দেহে যোজিত করিলাম বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শরসংচ্ছিন্ন বাহু, ঊরু ও চরণ সংযোজিত করিয়া দুঃখিতমনে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। কতকগুলি নারী পশুপক্ষীর নখদন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্তৃগণকে সন্দর্শন করিয়াও আপনার পতি বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছে না। কেহ কেহ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্র দিগকে শত্রুগণের হস্তে নিহত দেখিয়া বারংবার শিরে করাঘাত করিতেছে। সখড়্গ বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও মাংসশোণিত সম্ভূত কর্দ্দমে রণভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, যে কামিনীগণ পূর্ব্বে দুঃখের লেশমাত্রও জানিত না, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের হতদেহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে কেশব! আমার দীর্ঘকেশী পুত্রবধূগণ যে এক্ষণে এইরূপ মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! যখন আমাকে পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি পূর্ব্ব জন্মে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। অন্ধরাজমহিষী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দেখিবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞালাভ করত রুধিরাক্ত কলেবর রণশয্যায় শয়ান কুরুরাজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রজলে দুর্য্যোধনের হারবিভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। অনন্তর গান্ধাররাজতনয়া সমীপবর্ত্তী হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! এই জ্ঞাতি বিনাশক ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে আমাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে কহিলে আমি আপনার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! যেখানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে।' হে মাধব! পূর্ব্বে আমি এই বৃথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত হইতেছি! ঐ দেখ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধন বীরশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যে দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণের অগ্রগণ্য ছিল, আজি তাহাকে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। যাহা হউক, ঐ বীর যখন বীরজনোচিত শয্যায় শয়ন করিয়াছে, তখন উহার স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে; সন্দেহ নাই। আহা! পূর্ব্বে রমণীগণ যাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিত, এক্ষণে অমঙ্গলজনক শিবাগণ তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আমোদ করিতেছে। পণ্ডিতগণ যাঁহার সমীপে সতত সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃধ্র সকল তাহার সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে অবলাগণ যাহাকে উৎকৃষ্ট ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, আজি পক্ষিগণ তাহাকে পক্ষ দ্বারা বীজন করিতেছে। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদা প্রহারে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। যে বীর সমরাঙ্গনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমানীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, আজি সেই মহাধনুর্দ্ধরকে স্বীয় দুর্নীতি নিবন্ধন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। হতভাগ্য দুর্য্যোধন, মহামতি বিদুর, অন্ধ পিতা ও বৃদ্ধদিগকে অপমান করিয়াই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে এই পৃথিবীকে দুর্য্যোধনের শাসনবর্ত্তী হস্তী, গো ও অশ্বে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহাকে অন্যের হস্তগত ও শূন্যপ্রায় দেখিতে হইল; অতএব আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে অবলাগণকে মৃত বীর পুরুষদিগের নিকট গমন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া আমার যাহার পর নাই কষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, দীর্ঘকেশা বিপুল নিতম্বা স্বর্ণবেদী সদৃশ লক্ষ্মণের গর্ভধারিণী দুর্য্যোধনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে। ঐ বরবর্ণিনী পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের জীবিতাবস্থায় উহার বাহুযুগল অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিত, হায়! আজি পুত্রসমবেত দুর্য্যোধনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না! ঐ দেখ, লক্ষ্মণমাতা রুধিরাক্তকলেবর স্বীয় পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ ও দুর্য্যোধনের দেহ পরিমার্জ্জন করিতেছে এবং কখন পতির ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে অধীর হইতেছে। ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং পতি ও পুত্রের মুখপদ্ম পরিমার্জ্জিত করিতেছে। হে বাসুদেব! যদি বেদ ও শাস্ত্র সমুদায় সত্য হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র যে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মাধব! এই যে আমার শতসংখ্যক পুত্রকে নিহত দেখিতেছ, ভীমসেন প্রায়ই গদাঘাতে উহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে যে আমার হতপুত্র পুত্রবধূগণ আলোলিত কেশে রণস্থলে ধাবমান হইতেছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্লেশকর। পূর্ব্বে যাহারা অলঙ্কৃত পদে প্রাসাদোপরি বিচরণ করিত, অদ্য তাহারা বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া রুধিরার্দ্র ভূমিতে মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করত, গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃশোদরী দুর্য্যোধনমহিষী ঘোরতর জনক্ষয় সন্দর্শনে দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ রাজপুত্রীকে অবলোকন করিয়া আর আমার মন স্থির হইতেছে না। ঐ দেখ, কামিনীগণ কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পতি, কেহ কেহ তনয়গণকে সমরনিহত নিরীক্ষণ করিয়া উহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে। প্রৌঢ় ও স্থবির কামিনীগণ অতি ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, শ্রান্ত ও মোহাবিষ্ট অবলাগণের মধ্যে কেহ কেহ রথনীড় ও কেহ কেহ নিহত গজবাজিগণের দেহ ধারণ এবং কেহ কেহ আমার কুণ্ডলযুক্ত ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। বোধ হয়, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণ এবং আমি পূর্ব্ব জন্মে বহুবিধ গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম; সেই নিমিত্তই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইতে এইরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইল। ফলভোগ ব্যতীত পাপ পুণ্যের কখনই ক্ষয় নাই। হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, নবযৌবনসম্পন্না কুলশীল অবলাগণ দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সারসীগণের ন্যায় শব্দ করিতেছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে উহাদের মুখপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হায়! আজি আমার মত্তমাতঙ্গপরাক্রম পুত্রগণের মহিষীরা সামান্য লোকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ দেখ, আমার পুত্রগণের শত চন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম, সূর্য্যসন্নিভ ধ্বজ এবং স্বর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম, নিষ্ক ও শিরস্ত্রাণ সকল ভূতলে নিপতিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর দুঃশাসন সমরস্থলে শয়ান রহিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন উহাকে নিপাতিত করিয়া উহার সর্ব্বাঙ্গের রুধির পান এবং দ্যূতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য স্মরণ করিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনভ্রাতা দুঃশাসন ও সূতপুত্র কর্ণের প্রিয়চিকীর্ষায় সভামধ্যে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, পাঞ্চালি! তুমি আজি দাসভার্য্যা হইয়াছ, অতএব অবিলম্বে নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর। আমি ঐ সময় দুর্য্যোধনকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক অবনত হইয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! তুমি অবিলম্বে কলহপ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি মাতুল শকুনিকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। ভীমসেন তোমার বাক্‌শল্যে বিদ্ধ হইয়া যে উল্কাভিহত কুঞ্জরের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি অবধাবন করিতেছ না। হে মাধব! তৎকালে দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ জানিয়া ও সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাহাদিগের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই অপরাধেই এক্ষণে কুরুকুল নির্ম্মূল হইল। ঐ দেখ, দুঃশাসন সুদীর্ঘ ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। সিংহ যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মহাবীর

বৃকোদর রোষাবিষ্ট হইয়া উঁহাকে সংহারপূর্ব্বক উঁহার শোণিত পান করিয়া অতি ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, বিজ্ঞজনসম্মত প্রিয় পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নীলনীরদসমাচ্ছন্ন শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় গজযূথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মাংসলোলুপ গৃধ্রগণ বহু কষ্টে উহার চাপগ্রহণকর্কশ তলত্রযুক্ত পাণিতল ছেদন করিতেছে। ঐ দেখ, উহার অল্পবয়স্কা ভার্য্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত আমিষগৃধ্নু গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়! যে তরুণবয়স্ক মহাবীর বিকর্ণ চিরকাল পরম সুখে কালহরণ করিয়াছে; আজি তাহাকে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। এক্ষণে কর্ণি, নালীক ও নারাচ দ্বারা উহার মর্ম্মভেদ হইয়াছে; তথাপি শ্রী উহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ঐ দেখ; অরাতিহন্তা দুর্ম্মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীমকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে। শ্বাপদগণ উহার বদনমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ভক্ষণ করাতে উহা সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যে বীরের মুখশ্রী অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; তাহাকে রজোরাশি গ্রাস করিতে দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব। পূর্ব্বে সংগ্রাম সময়ে যাহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে নাই, যে বীর অমরগণকেও জয় করিতে সমর্থ ছিল; সেই বীর কিরূপে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিল। ঐ দেখ; মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্র মাল্যধারী চিত্রসেন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। শোকাকুলা যুবতীগণ ক্রব্যাদগণের সহিত মিলিত হইয়া উহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে, আমি কামিনীগণের ক্রন্দনকোলাহল ও শ্বাপদ-দিগের গর্জ্জনশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ঐ দেখ, তরুণবয়স্ক বিবিংশতি ধূলাবলুণ্ঠিত কলেবরে বীরজনোচিত ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। গৃধ্র-গণ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। উহার মধুর হাস্যসমন্বিত সুন্দর বদন সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপ্সরারা যেমন গন্ধর্ব্বের সহিত বিহার করে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র সুন্দরী ঐ বীরের সহিত ক্রীড়া

বীরসেনানিপাতন, মহাবীর দুঃসহকে পূর্ব্বে কেহই পরাজয় করিতে পারে নাই; এক্ষণে তাহার শরীর অরাতিগণের শরনিকরে সমাচিত হওয়ায় প্রফুল্ল কর্ণিকারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ মহাবীর জীবিতবিহীন হইয়াও সমুজ্জ্বল কবচ ও সুবর্ণময় হার দ্বারা অগ্নিযুক্ত ধবলগিরির ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মাধুসূদন! যাহার বলবীর্য্য তোমার ও অর্জ্জুনের অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক ছিল, যে সিংহপরাক্রম মহাবীর সহায়হীন হইয়াও আমার পুত্রের একান্ত দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, যে বীর বিপক্ষগণের সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ ছিল, সেই অভিমন্যু এক্ষণে স্বয়ং কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়াছে। অর্জ্জুনতনয় নিহত হইয়াও কিছুমাত্র প্রভাহীন হয় নাই। দেখ, অনিন্দনীয়া বিরাটনন্দিনী ভদ্রা অভিমন্যুকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে করিতে নিজ কোমল করপল্লব দ্বারা উহার কলেবর পরিমার্জ্জিত করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ বালা মধুপানে মত্ত হইয়া অভিমন্যুর বিকসিত পুণ্ডরীক সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল আঘ্রাণপূর্ব্বক সলজ্জ ভাবে উঁহাকে আলিঙ্গন করিত, এক্ষণে সেই নিতম্বিনী ভর্ত্তার বর্ম্ম উন্মোচিত করিয়া উঁহার শোণিতলিপ্ত কলেবর বারংবার নিরীক্ষণ করত তোমাকে কহিতেছে, হে কমললোচন! আমার এই স্বামীর নেত্রদ্বয় তোমার চক্ষুর ন্যায় সুন্দর; ইঁহার বর্ণও তোমার ন্যায় মনোহর; এই বীর বলবীর্য্য এবং তেজেও তোমারই সদৃশ ছিলেন; এক্ষণে ইনি নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, ঐ বালিকা পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছে, মহাবাহো! তুমি পূর্ব্বে অতি সুকুমার ও রাঙ্কবচর্ম্মে শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার দেহ ভূতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না? তুমি জ্যাঘাতঘটিত অঙ্গদ-সমলঙ্কৃত করিশুণ্ড সদৃশ প্রকাণ্ড ভুজদণ্ড প্রসারণপূর্ব্বক শয়ান থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, বারংবার ব্যায়াম সাধনে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছ। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি আমাকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত আলাপ করিতেছ না। নাথ! আমি ত তোমার নিকট কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই। হে আর্য্যপুত্র! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা, অমরোপম পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং একান্ত দুঃখিনী এই অনাথাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে। হে মধুসূদন! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমন্যুর মুখমণ্ডল স্বীয় উৎসঙ্গে সন্নিবেশিত ও শোণিতলিপ্ত কেশকলাপ সংযত করিয়া উঁহাকে জীবিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে; আর্য্যপুত্র! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয় ও ধনঞ্জয়ের তনয়; মহারথগণ রণমধ্যে তোমাকে কিরূপে সংহার করিল! যাহারা তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে ধিক্। হায়! ঐ মহারথগণ যখন তোমাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করে, তৎকালে তাহাদিগের মন কিরূপ হইয়াছিল। হে বীর! তুমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন হইয়াও অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কিরূপে নিহত হইলে! তোমার পিতা অর্জ্জুন তোমাকে বহুসংখ্য বীরগণের হস্তে নিহত দেখিয়া কিরূপে জীবিত আছেন। হে কমললোচন! এক্ষণে একমাত্র তোমার বিরহে পাণ্ডবগণের বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় কোনক্রমেই প্রীতিকর হইতেছে না। আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্র-বিজিত লোকে গমন করিব; তোমাকে তথায় আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কলেবর পরিত্যাগ করা নিতান্ত সুকঠিন; সেই নিমিত্তই এই মন্দভাগিনী তোমাকে নিহত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে জীবিতনাথ! তুমি পরলোকে গমন করিয়া এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহাকে হাস্যমুখে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিবে। আমার বোধ হইতেছে, সুরলোকে তোমার রমণীয় রূপ দর্শন ও মধুর বাক্য শ্রবণে নিশ্চয়ই অপ্সরাদিগের মন মোহিত হইবে। তুমি অপ্সরাদিগের সহিত সমাগত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কার্য্য সকল স্মরণ করিও। তুমি এই পৃথিবীতে আমার সহিত ছয় মাস বাস করিয়া সপ্তম মাসে দেহ বিসর্জ্জন করিলে!

হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটদুহিতাকে দুঃখিতমনে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া উঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। উঁহারা বিরাটকে নিহত দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগালগণ দ্রোণশরসংছিন্ন রুধিরলিপ্তকলেবর সমরাঙ্গনে শয়ান বিরাটকে পরিবেষ্টন করিয়া কোলাহল করিতেছে। এক্ষণে বিরাটকুলরমণীগণ বিরাটের মৃতদেহ বিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। আতপসন্তপ্ত মহিলাগণের মুখমণ্ডল শ্রান্তি নিবন্ধন একান্ত বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কলেবরও নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অপ্রাপ্তযৌবন সুদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাম্বোজদেশীয় সুদক্ষিণ নিহত হইয়া রণশয্যায় রহিয়াছে।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

কৃষ্ণ! ঐ দেখ, জ্বলিতানল সদৃশ অমর্ষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ অসংখ্য অতিরথকে নিপাতিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রভাবে প্রশান্ত ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক শোণিতলিপ্তগাত্রে ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া যাঁহাকে যূথপতির ন্যায় অগ্রসর করিয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, এক্ষণে সেই বীর মত্ত মাতঙ্গ-নিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহাদিত শার্দ্দূলের ন্যায় অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়াছে। রমণীগণ একত্র সমবেত হইয়া আলোলিতকেশে উঁহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহার ভয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হন নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থির, দুর্য্যোধনের প্রধান অবলম্বন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষসেনজননী

কর্ণবনিতা বসুধাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করত কহিতেছে, হা নাথ! এত দিনে আচার্য্যের অভিশাপ সত্য হইল। "পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিলে নির্দ্দয় ধনঞ্জয় সে অবস্থায় তোমার মস্তক ছেদন করিল। ক্রব্যাদগণ তোমার দেহ ভক্ষণ করিয়া অল্পাবশেষ করাতে উহা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমার ন্যায় নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। কর্ণবনিতা এই বলিয়া একবার ধরাশায়ী হইতেছেন এবং পুনরায় সমুত্থিত ও পতিপুত্র-শোকে অধীর হইয়া কর্ণের বদন আঘ্রাণ করিতেছেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, গৃধ্র ও জম্বুকগণ ভীমসেনের হস্তে নিহত মহাবীর অবন্তিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে। ঐ বীর অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া শোণিতাক্ত কলেবরে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। শৃগাল, কঙ্ক ও ক্রব্যাদগণ উঁহাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমণীগণ মিলিত হইয়া ঐ সমরশয়ান মহাবীরের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রতীপপুত্র মহাধনুর্দ্ধর বাহ্লীক ভল্ল দ্বারা নিহত হইয়া প্রসুপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। এখনও উঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা মহাবীর জয়দ্রথ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া উঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। অশুভসূচক শিবা ও গৃধ্রগণ চীৎকার শব্দ করিতে করিতে উঁহাকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিতেছে। সিন্ধুরাজের পত্নীগণ উঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়াও উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাম্বোজ ও যবনকামিনীগণ জয়দ্রথের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যৎকালে কেকয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীকে গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সময়েই উঁহাকে বিনষ্ট করিত। তৎকালে উঁহারা কেবল দুঃশলার বৈধব্য নিবারণার্থ সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করে, এক্ষণে সেই দুঃশলার অনুরোধেই উঁহাকে কি নিমিত্ত জীবিত রাখিল না? ঐ দেখ, দুঃশলা দুঃখশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ও আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত জ্ঞান করিতেছে। হায়! আজি আমার বালিকা কন্যা ও পুত্রবধূগণ বিধবা হইল! ইহার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে! হা কি কষ্ট! ঐ দেখ, দুঃশলা পতির মস্তক না দেখিয়া শোক ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। মহাবীর সিন্ধুরাজ পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে নিবারণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রবদনা কামিনীগণ ঐ মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ বীরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মদ্রাধিপতি মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল। ঐ মহাবীর সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন। উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণের জয়লাভের নিমিত্ত তাঁহার তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন। আহা! ঐ দেখ, কাক সকল পদ্মপলাসলোচন মদ্রাধিপতির পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ বদনমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে। সুক্ষ্মবস্ত্রধারিণী কুলকামিনীগণ পঙ্কনিমগ্ন গজরাজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিক্ষতাঙ্গ ভূতলশায়ী মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, পর্ব্বতযোধী প্রবল প্রতাপশালী ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ উঁহাকে ভক্ষণ করিতেছে। উঁহার কেশকলাপ শিরঃস্থিত সুবর্ণমালার প্রভাপ্রভাবে কেমন সুশোভিত হইয়াছে। বলি রাজের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের সহিত উঁহারও তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ঐ মহাবীর সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের প্রাণ সংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগান্তকালীন দিনকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উঁহার সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর সংগ্রাম কালে স্বীয় অস্ত্রপ্রতাপে অরাতিগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবাপি সদৃশ ছিলেন। ঐ বীররসপরায়ণ মহাত্মা কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শরনিচয়নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া শরবনশায়ী ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। মহাবীর অর্জ্জুন তিন শর দ্বারা উঁহার অতি উৎকৃষ্ট উপধান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম ধার্ম্মিক; ঐ বীর মর্ত্ত্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অমরের ন্যায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যখন মহাবীর শান্তনুতনয় ধরাশায়ী হইয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী মধ্যে আর কোন যুদ্ধবিশারদ ও বলবিক্রমশালী ব্যক্তি জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করাতে উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্যবাদী মহাত্মা ক্ষয়োন্মুখ কুরুবংশের প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই মহামতি এক্ষণে কৌরবগণের সহিত পরাভূত হইলেন। হে মাধব! দেবতুল্য দেবব্রত দেবলোকে প্রস্থান করিলে কৌরবকুল আর কাহাকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে?

ঐ দেখ, মহাবীর অর্জ্জুন, সাত্যকি ও কৌরবগণের উপদেষ্টা দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাবীর জামদগ্ন্যের ন্যায় চতুর্ব্বিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যাঁহার প্রসাদে মহাবীর অর্জ্জুন এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছে, যাঁহাকে অগ্রসর করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিত এবং যিনি সমরমধ্যে হুতাশনের ন্যায় বিচরণ করিয়া সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেন, আজি সেই মহাবীর নিহত হইয়া শান্তশিখ পাবকের ন্যায় ভূতলে বিলীন রহিয়াছেন। উঁহার বামমুষ্টি এখনও ধনুর্ব্বাণ বিশীর্ণ হয় নাই। উনি নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। চারি বেদ ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র প্রজাপতির ন্যায় ঐ বীরকে পরিত্যাগ করে নাই। হায়! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণদ্বয় বন্দিগণ কর্ত্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত হইত, আজি গোমায়ুগণ সেই পাদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, ব্রহ্মচারিণী আচার্য্যপত্নী কৃপী অতি দীনভাবে আলোলিত কেশে অধোবদনে ধৃষ্টদ্যুম্ননিহত অস্ত্রবিদ্‌গ্রগণ্য স্বীয় পতির সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক বিলাপ ও উঁহার প্রেতকার্য্যের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, জটাধারী ব্রহ্মচারিগণ রথনীড়, শরাসন, শক্তি ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের চিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। সামগায়কগণ অগ্নি আহরণপূর্ব্বক যথাবিধানে চিতা প্রজ্বলিত ও তদুপরি আচার্য্যের দেহ নিহিত করিয়া ত্রিবিধ সাম গান করিতেছেন। অনেকে শোকে অভিভূত হইয়াছেন। ঐ দেখ, আচার্য্যের শিষ্যগণ সামবেদ গান করত দ্রোণাচার্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া চিতার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে গমন করিতেছে।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মধুসূদন! ঐ দেখ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা যুযুধানকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। বিহগগণ উঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ঐ দেখ, সমরনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যুযুধানকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। ভূরিশ্রবার জননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভর্ত্তা সোমদত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছে, মহারাজ! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি এই ভয়ঙ্কর কুরুকুলক্ষয় অবলোকন করিতেছ না! আজি ভাগ্যক্রমে তোমাকে যজ্ঞশীল অতি বদান্য মহাবীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল না। আজি ভাগ্যক্রমে সাগরমধ্যস্থ সারসীকুলের ন্যায় পুত্রবধূগণের বিলাপ তোমার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। হায়! তোমার পুত্রবধূগণ পতিপুত্র বিহীন হইয়া একমাত্র বসন ধারণ পূর্ব্বক আলোলিতকেশে ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিয়াছে; শ্বাপদগণ উঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধবা হইয়াছে। আজি ভাগ্যক্রমে তোমাকে উহাদের বৈধব্য অবলোকন করিতে হইল না। হায়! বৎস যূপকেতুর কাঞ্চনময় ছত্র রথোপরি নিপতিত রহিয়াছে। হে মধু-

সূদন ! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় মহিষীগণ উহাঁকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। উহাঁরা ভর্তৃশোকে একান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে তোমারই অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। ধনঞ্জয় অনবহিত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া অতিশয় ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। বিশেষতঃ সোমদত্ততনয় প্রায়োপবিষ্ট হইলে সাত্যকি তাহার প্রাণ সংহার করিয়া অর্জ্জুন অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার পত্নীগণ দুইজনে এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছে। ভূরিশ্রবার প্রিয়মহিষী উহার হস্ত উৎসঙ্গে লইয়া রোদন করিয়া দীন বচনে কহিতেছে, হা ! যাহা আমাদিগের রসনা আকর্ষণ; কঠিন স্তনযুগল বিমর্দ্দন, নীবি বিস্রংসন এবং নাভি, ঊরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত; যাহা শত্রুগণের বধসাধন, মিত্রগণকে অভয় প্রদান ও বিপ্রগণকে অসংখ্য গো দান করিত, এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে। আর্য্যপুত্র ! তুমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও অনবহিত ছিলে, পার্থ সেই সময় বাসুদেবের সমক্ষে তোমার এই হস্ত ছেদন করিয়াছিলেন। মধুসূদন সভামধ্যে কিরূপে অর্জ্জুনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিবেন এবং স্বয়ং অর্জ্জুনই বা কিরূপে আত্মশ্লাঘায় সমর্থ হইবেন ! হে কৃষ্ণ ! ভূরিশ্রবার প্রধান মহিষী তোমাকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং উহার সপত্নীরা আপনাদিগের পুত্রবধূর ন্যায় উহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছে।

ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনেয় সহদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। পূর্ব্বে পরিচারকেরা যাহাকে হেমদণ্ডমণ্ডিত ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, অদ্য বিহঙ্গমেরা সেই বীরকে পক্ষপুট দ্বারা বীজন করিতেছে। যে ব্যক্তি মায়াবলে অসংখ্য রূপ ধারণ করিত, সহদেবের তেজঃস্বরূপ হুতাশন তাঁহার সেই মায়া ভস্মসাৎ করিয়াছে। যে শঠতাচরণ ও মায়াবল বিস্তার পূর্ব্বক সভামধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সহদেব তাহারই জীবন হরণ করিয়াছে। ঐ নির্ব্বোধ আমার পুত্রগণের বিনাশসাধনের নিমিত্তই শঠতা শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ধূর্ত্তই আমার পুত্রগণের ও স্বপক্ষীয় বীর সমুদায়ের প্রাণনাশের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত এই বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা আমার পুত্রগণের ন্যায় নিহত হইয়া দিব্যলোক লাভ করিয়াছে। হে মধুসূদন ! আমার পুত্রেরা অতি সরল স্বভাব এবং ঐ মূর্খ নিতান্ত কুটিল, এক্ষণে বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত্ত লোকান্তরে উপস্থিত হইয়াও আমার পুত্রগণমধ্যে পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করিয়া দিবে !

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ ! ঐ দেখ, বৃষভস্কন্ধ দুর্দ্ধর্ষ কাম্বোজরাজ নিহত হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে কাম্বোজ দেশীয় মহার্হ আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিতেন। ঐ দেখ, উহাঁর বনিতা প্রিয়তমের চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় শোণিতলিপ্ত দেখিয়া শোকাকুলিতচিত্তে বিলাপ বাক্যে কহিতেছে, হা নাথ ! তোমার এই সুন্দর অঙ্গুলিসমন্বিত বাহুদ্বয় পরিঘ তুল্য ছিল। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার এই ভুজদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতাম, তখন রতি আমাকে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ করিত না। এক্ষণে তোমার অভাবে আমার কি গতি হইবে ! কাম্বোজরাজমহিষী এই বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুরস্বরে রোদন করত বিকম্পিত হইতেছে। ঐ দেখ, কলিঙ্গরাজের উভয় পার্শ্বে সমবস্থিত কামিনীগণ দিব্য মাল্যের ন্যায় আতপতাপিত হইয়াও শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে না। ঐ দেখ, মগধদেশীয় রমণীগণ প্রদীপ্তাঙ্গদধারী মগধরাজ জয়ৎসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ বিশাললোচনা সুস্বরসম্পন্না রমণীগণের শ্রুতিসুখকর মধুর নিনাদে আমার অন্তঃকরণ বিমোহিত প্রায় হইতেছে। ঐ কামিনীগণ পূর্ব্বে মহামূল্য আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিত, এক্ষণে উহারা শোকাকুলিত চিত্তে আভরণ সকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোশলরাজপুত্র বৃহদ্বলের নারীগণ পতিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে এবং ব্যাকুলমনে উহাঁর হৃদয়গত শরজাল উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। আতপতাপ ও পরিশ্রমে উহাদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণমাল্যধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত অল্পবয়স্ক আত্মজগণ নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন রহিয়াছে। উহারা পাবক তুল্য প্রতাপশালী দ্রোণের বাণপথে পতিত হইয়া শলভের ন্যায় নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, রুচিরাঙ্গদধারী কেকয়দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা দ্রোণশরে নিহত ও সমরশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উহাঁদের তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত বর্ম্ম, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে সমরাঙ্গন দেদীপ্যমান হইয়াছে। ঐ দেখ, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অরণ্যমধ্যে সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণশরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। উহাঁর সুনির্ম্মল পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পাঞ্চালরাজের পুত্রবধূ ও ভার্য্যারা দুঃখিত মনে উহাঁর মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করিতেছে।

ঐ দেখ, চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং দ্রোণশরে নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। বিহঙ্গমেরা উহাঁর কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে ! উহার ভার্য্যারা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া উহাঁকে অঙ্কে আরোপণপূর্ব্বক অনবরত রোদন করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে। ঐ দেখ, উহাঁর চারুকুণ্ডলমণ্ডিত মহাবল পরাক্রান্ত আত্মজ দ্রোণশরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ বীর অদ্যাপি স্বীয় পিতাকে পরিত্যাগ করে নাই। আমার পৌত্র লক্ষ্মণও ধৃষ্টকেতুর পুত্রের ন্যায় স্বীয় পিতার অনুগমন করিয়াছে। ঐ দেখ, কাঞ্চনাঙ্গদ সমলঙ্কৃত কাঞ্চন বর্ম্মধারী বিমল মাল্যসুশোভিত মৃগলোচন অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বসন্ত কালে বায়ুবেগবিপাটিত কুসুমপরিশোভিত শালবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে শয়ন রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ ! পাণ্ডবেরা যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন উহারা ও তুমি অবধ্য। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেবগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু কালের কি কুটিলা গতি। আজি তাঁহারাই নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। হে বাসুদেব ! তুমি যখন শান্তিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া বিরাট নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখনই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে; আমার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে। তৎকালে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুর আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আপনার পুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রদর্শন করিও না। সেই মহাত্মাদিগের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। ঐ দেখ, আমার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের রোষানলে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

হে মহারাজ ! গান্ধাররাজতনয়া এই বলিয়া দুঃখশোকে একান্ত অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধভরে বাসুদেবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন ! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমাকে অবশ্যই ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন এবং বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।

তখন মহামতি বাসুদেব গান্ধারীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে কহিলেন, দেবি ! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগকে বিনাশ করে, এমন আর কেহই নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা বহুদিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই করিলেন।

নহে; সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন। বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র পাণ্ডবেরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণবিষয়ে এককালে হতাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর বাসুদেব গান্ধারীকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃত কার্য্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষ ক্ষালনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? যাহা হউক, অতঃপর দুঃখ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গতানুশোচন দ্বারা দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী, পুত্র হইলে তপোনুষ্ঠান করিবে; বৈশ্যা পুত্র হইলে পশুপালন করিবে; শূদ্রা, পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে; তুরঙ্গী, শাবক হইলে দ্রুততর ধাবমান হইবে; গাভী, বৎস হইলে ভারবহন করিবে এবং তোমার মত ক্ষত্রিয়ারা পুত্র হইলে সমরমৃত্যু লাভ করিবে বলিয়াই গর্ভধারণ করিয়া থাকেন।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে গান্ধারী উহা নিতান্ত অপ্রিয় বোধে শোকাকুলিত চিত্তে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধিবিপাকজ শোক সংবরণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে যে সমুদায় সৈন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতগুলি নিহত হইয়াছে; কতগুলিই বা জীবিত আছে. যদি তুমি উহা অবগত থাক; তাহা হইলে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! এই যুদ্ধে শতাধিক ষট্‌ষষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং চতুর্ব্বিংশতি সহস্র এক শত পঞ্চষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে! তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুরুষসত্তম! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব নিহত ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! এই যুদ্ধে যাহারা হৃষ্টচিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রলোকে, যাহারা মৃত্যু অবধারণ করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে নিহত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোকে, যাহারা শরণার্থী হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে, তাহারা গুহ্যকলোকে, যাহারা সমরপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বিহীন হইয়াও শত্রুর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসদনে এবং যাহারা সমরাঙ্গনের বহির্ভাগে নিহত হইয়াছে, তাহারা কথঞ্চিৎ উত্তর কুরুতে গমন করিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞান প্রভাবে সিদ্ধপুরুষের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় অবলোকন করিতেছ? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! পূর্ব্বে আমি আপনার আদেশানুসারে বনবাসী হইয়া তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহেই জ্ঞানযোগে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে যুধিষ্ঠির! এই সমরে যে সমুদায় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অনাথ বা বন্ধু বান্ধব সম্পন্ন ও যাহাদের অগ্নিহোত্র সঞ্চিত নাই, তাহাদিগকে ত বিধিপূর্ব্বক দগ্ধ করিতে হইবে? এক্ষণে আমরাই বা কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হইলে তাহারাও ত সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে?

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিলে তিনি সুধর্ম্মা, ধৌম্য, সঞ্জয়, মহাত্মা বিদুর, যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেনপ্রমুখ ভৃত্য ও সারথিগণকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ বীরগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর! ইহাদিগের শরীর যেন অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয়। ধর্ম্মরাজ এইরূপ আদেশ করিলে সুধর্ম্মা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিলম্বে অগুরু-চন্দন; কালীয়ক, ঘৃত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌম বস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্ন রথ ও বিবিধ প্রহরণ আহরণ পূর্ব্বক পরম যত্নে চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রাধান্যানুসারে ঘৃতধারা সমাহুত হুতাশনে মহারাজ দুর্য্যোধন, তাহার ভ্রাতৃগণ, শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনতনয় লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, সৃঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, কেকয়গণ, ত্রিগর্ত্তগণ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শত সহস্র নরপতির মৃতদেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সামবেদ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল। সেই রজনীতে সাম ও ঋক্‌বেদ ধ্বনি এবং রমণীগণের আর্ত্তনাদে সমুদায় প্রাণিগণ মূর্চ্ছিত প্রায় হইল। হুতাশন ধূমশূন্য ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলে গ্রহ সমুদায় মেঘে পরিবৃত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি নানা দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক অনাথ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তৈলসংসিক্ত রাশি রাশি কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে একত্র দাহ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বীরগণের দাহক্রিয়া সমাধান হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তিরা পুণ্যতোয়া প্রসন্নসলিলা ভাগীরথীতে সমুপস্থিত হইয়া ভূষণ ও উত্তরীয় সকল পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৌরবকুলকামিনীগণ দুঃখিতমনে গদগদ-নয়নে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পৌত্র, কেহ কেহ শ্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে গঙ্গার অবতরণ-পথ সাতিশয় সুশোভিত হইল। ভাগীরথীর তীর এক কালে বীরপত্নীগণে সমাকীর্ণ; নিরানন্দ ও উৎসবশূন্য হইয়া উঠিল।

ঐ সময় আর্য্যা কুন্তী শোকাকুলিতচিত্তে গদগদস্বরনয়নে, পাণ্ডবগণকে কহিলেন, পুত্রগণ! যে বীরলক্ষণলাঞ্ছিত মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছে, যাহাকে তোমরা রাধাগর্ভসম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে; যে সৈন্যগণমধ্যে দিবাকরের ন্যায় বিরাজিত হইত; যে তোমাদিগের ও তোমাদের অনুচরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল; যে দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায়কে পরিচালিত করিত; এই পৃথিবীতে যাহার তুল্য বল বীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই; যে জীবন প্রদান করিয়াও যশোলাভের বাসনা করিত; সেই সত্যসন্ধ সমরে অপরাঙ্মুখ মহাবীর কর্ণের উদককার্য্য সম্পাদন কর। সেই সহজ কবচকুণ্ডলধারী মহাবীর তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে দিবাকরের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ কর্ণের নিমিত্ত যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক জননীকে কহিলেন, আর্য্যে! যে সমুদ্র সদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গ স্বরূপ, ধ্বজ আবর্ত্ত স্বরূপ, ভুজযুগল গ্রাহ স্বরূপ এবং রথ হ্রদ স্বরূপ ছিল, ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন বীরই যাহার শরবেগ সহ্য করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ভে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? যাহার বাহুবলে আমরা সকলেই পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কিরূপে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা যেমন অর্জ্জুনের ভুজবল অবলম্বন করিয়া আছি, তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়াছিল,

যাঁহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত ভূপালগণের সৈন্য সমুদায়ের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ কি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? আপনি সেই অদ্ভুতবিক্রম মহাবীরকে কিরূপে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন? আপনি এই বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা এক্ষণে কর্ণের বিনাশ নিবন্ধন বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে বিপন্ন হইয়া যাহার পর নাই দুঃখভোগ করিতেছি। আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যেরূপ পরিতাপিত হইয়াছি, আজি কর্ণের বিনাশে তদপেক্ষা শতগুণ পরিতাপিত হইলাম; এক্ষণে কর্ণবিরহ হুতাশনের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হায়! আপনি পূর্ব্বে এই গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে আমাদিগের স্বর্গীয় বস্তুও দুর্লভ হইত না এবং এই কৌরবকুলক্ষয়কর ঘোরতর হত্যাকাণ্ডও সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া কর্ণের উদকক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। তখন যে সমস্ত মহিলারা উদকক্রিয়া সমাধানার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের প্রতি প্রীতি নিবন্ধন তাঁহার ভার্য্যাদিগকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক ব্যাকুলিতচিত্তে ভাগীরথীর সলিল হইতে উত্থিত হইলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ খণ্ডে মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বের রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। মহাভারতে যতগুলি পর্ব্ব আছে, তন্মধ্যে শান্তিপর্ব্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। এই পর্ব্বে শরশয্যাশয়ান কুরুপিতামহ মহাবীর ভীষ্ম, রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ক বিবিধ বিচিত্র কথা দ্বারা মোহবিহ্বল রাজা যুধিষ্ঠিরের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বতন হিন্দু নরপতিগণ কি প্রকার নিয়মানুগত হইয়া নিজ নিজ অধিকৃত ধরিত্রী প্রতিপালন করিতেন, রাজধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে তাহা অবিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে এবং বিপদাপন্ন ব্যক্তি কি প্রকার নিয়মে আপনার উপস্থিত আপদের শান্তি করণে সমর্থ হইবেন, তাহা আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় পাঠ করিলে সম্যক্ রূপে জানা যায়।

পুরাণসংগ্রহ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আমার বিজ্ঞবর সহযোগী কাশীরাম দাসের কল্যাণে অনেকে মহাভারতের স্থূল মর্ম্ম জানিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রণীত পুস্তকে শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই, তিনি এই পর্ব্বাধ্যায় আদ্যোপান্ত পরিত্যাগ করিয়া একেবারে মোক্ষধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; সুতরাং শান্তিপর্ব্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই অদ্যাপি অপরিচিত রহিয়াছে, বিজ্ঞবর সহযোগী কি কারণে এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়দ্বয়ের মর্ম্মানুবাদ ও উল্লেখ মাত্র করেন নাই, তাহা স্থির করা অতীব দুরূহ। ফলতঃ এই দুই পর্ব্বাধ্যায় যে মহাভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকবর্গ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

হিন্দুশাস্ত্রে বৈদিক সাংখ্য, দার্শনিক ও ন্যায়ানুগত আশ্রম, বর্ণ, কর্ম্ম, ক্রিয়া তপ, মুক্তি ও ঈশ্বরমীমাংসা বিষয়ক যতগুলি মত আছে, শরশয্যাশয়ান কুরুপ্রবর মহাবীর ভীষ্ম তাহার প্রত্যেকের অবিচ্ছেদসমালোচনাপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ধার করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্তিবিষয়ক মহার্হ মন্ত্রণা প্রদান করেন। ফলতঃ মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম পরিণামদর্শী মুমুক্ষু মহাত্মাদিগের প্রধান উপজীব্য ও অনন্য অবলম্বনস্বরূপ।

মোক্ষধর্ম্মের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যতগুলি প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ বিষয়ক বৈদিক মতের মীমাংসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সুতরাং যদি কাহারও জগদীশ্বরের বিদিত হইবার অভিলাষ থাকে, যদি পরলোক ও পরিণামের তত্ত্বজ্ঞ হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে এই মহাভারতেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন।

আমার বিজ্ঞবর সহযোগী কাশীরাম দাস দেব তাঁহার প্রণীত মহাভারতের রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে মোক্ষবিষয়ক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও মূলসঙ্গত নহে। উল্লিখিত প্রস্তাবের অনেকাংশ তাঁহার কপোলকল্পিত ও কতক ভাগ সম্প্রদায়বিশেষের মনোরঞ্জনার্থ হরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, তন্নিবন্ধন মোক্ষধর্ম্মও সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রে অদ্যাপিও কতদূর অপরিচিত রহিয়াছেন, তাহা এই পর্ব্ব পাঠ করিলেই বিদিত হইতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৭ শক।

মহাভারত

শান্তি পর্ব্ব

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এইরূপে পঞ্চ পাণ্ডব, মহামতি বিদুর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যাবতীয় কৌরবকামিনী, স্ব স্ব সুহৃদ্গণের সলিলক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ আপনাদের বিশুদ্ধিসম্পাদনের নিমিত্ত এক মাস পুরের বহির্ভাগে ভাগীরথীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় শিষ্যসমবেত মহাত্মা ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, দেবস্থান ও কণ্ব প্রভৃতি সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক বেদবেত্তা স্নাতক ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ভাগীরথীর তীরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলে বিপ্রগণ ধর্ম্মরাজের পূজা গ্রহণ ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ দেবর্ষি নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণের সমক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বীয় বাহুবল ও বাসুদেবের প্রসাদে ধর্ম্মানুসারে এই অখণ্ড ভূমণ্ডল পরাজয় করিয়াছেন। ভাগ্যবলে এই ভীষণ সমর হইতে আপনার মুক্তিলাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি ক্ষত্রধর্ম্মে নিরত থাকিয়া ত সন্তুষ্ট হইতেছেন? অরাতিবিহীন হইয়া ত সুহৃদ্গণের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন? এবং রাজ্যের অধীশ্বরত্ব লাভ করিয়া ত শোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি মহাত্মা বাসুদেব, ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছি, কিন্তু আমার রাজ্যলোভ নিবন্ধন জ্ঞাতিকুলক্ষয় এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অভিমন্যুর বিনাশ হওয়াতে এক্ষণে এই জয়লাভ পরাজয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় দুঃখানলে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছে। হায়! মহাত্মা মধুসূদন দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলে সুভদ্রা তাঁহাকে কি বলিবেন। আমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষিণী এই দ্রৌপদী পুত্রহীনা ও বন্ধুবান্ধববিহীনা হইয়া আমাকে যাহার পর নাই ব্যথিত করিতেছেন। বিশেষত জননী কুন্তী এক বিষয় গোপন করিয়া আমাকে নিতান্ত দুঃখিত করিয়াছেন। আমি সেই বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি ইহলোকে অযুত নাগতুল্য পরাক্রান্ত, অপ্রতিরথ, সিংহের ন্যায় দর্পিত, করুণাপরতন্ত্র, যতব্রত, বদান্য, অভিমানী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রধান আশ্রয় ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সমরে আমাদিগের প্রতি বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর কর্ণ কুন্তীর গূঢ়োৎপন্ন পুত্র ও আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মাতা কুন্তী বীরগণের উদকক্রিয়া সময়ে ঐ মহাবীরকে সূর্য্যের ঔরসজাত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে জননী সেই সর্ব্বগুণোপেত পুত্রকে মঞ্জুষা মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লোকে কর্ণকে রাধাগর্ভসম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া বোধ করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদিগের সহোদর ভ্রাতা। আমি ঐ বৃত্তান্ত না জানিয়া রাজ্য লোভে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সেই ভ্রাতৃবধজনিত শোক অনল যেমন তূলরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে। পূর্ব্বে কি অর্জ্জুন কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি আমি, আমরা কেহই তাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া অবগত হই নাই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, জননী কুন্তী আমাদিগের শান্তিসাধনার্থ তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর। কুন্তী এই কথা কহিলে মহাত্মা কর্ণ তাঁহার অভীষ্টসাধনে অস্বীকার করিয়া কহিয়াছিলেন, জননি! আমি সংগ্রামকালে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কুরুরাজকে পরিত্যাগ করিলে সকলেই আমাকে অনার্য্য, নৃশংস ও কৃতঘ্ন বোধ করিবে। বিশেষতঃ এক্ষণে যদি আমি আপনার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত বোধ করিবে। অতএব আমি বাসুদেবের সহিত অর্জ্জুনকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধিস্থাপন করিব। তখন জননী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি তবে আমার আর চারি পুত্রকে অভয় প্রদান করিয়া কেবল অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মতিমান্ কর্ণ মাতার সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন; জননি! আমি তোমার অন্য চারি পুত্রকে কদাচ বিনাশ করিব না। হয় আমি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইব, না হয় অর্জ্জুন আমার হস্তে নিহত হইবে। যাহা হউক, আপনার পাঁচ পুত্রই জীবিত থাকিবে; সন্দেহ নাই। তখন জননী কর্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি যে সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাদের মঙ্গলানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও. এই কথা বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

হে মহর্ষে! এক্ষণে সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনশরে নিপাতিত হইয়াছেন। আমি এত দিনের পর জননীর মুখে ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া জানিতে পারিলাম। হায়! ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুন আমার সহায় থাকিলে আমি সুররাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিতে পারিতাম। আমি কৌরব সভায় দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দৌরাত্ম্য দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কর্ণকে দেখিবামাত্র আমার ক্রোধ শান্তি হইয়া যায়। দ্যূতক্রীড়া সময়ে মহাবীর কর্ণ

দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আমার প্রতি বিবিধ কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কুবাক্য প্রয়োগ করি নাই। তৎকালে তাঁহার চরণযুগল দর্শন করিয়া আমার ক্রোধ শান্তি হইয়াছিল। ঐ মহাবীরের পাদদ্বয় জননী কুন্তীর চরণযুগলের সদৃশ ছিল। আমি ঐ সাদৃশ্যের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনক্রমেই এতদিন উহার অনুসন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী কি নিমিত্ত কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাবীরই বা কি নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হন, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। আপনি পৃথিবীর সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি যথার্থ কহিয়াছেন, সংগ্রামস্থলে কর্ণ ও অর্জ্জুনের অসাধ্য কিছুই ছিল না। আমি এক্ষণে কর্ণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ বৃত্তান্ত দেবগণেরও গোপনীয়। ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম মৃত্যুজনিত স্বর্গলাভ হইবার নিমিত্তই দৈবপ্রভাবে অনূঢ়া কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। কর্ণ বাল্য কালে সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা দ্রোণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ঐ মহাবীর, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের পরাক্রম, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাসুদেবের সহিত সখ্যভাব এবং তোমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেন এবং সেই নিমিত্তই বাল্যকালে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ্দ-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তোমরা স্বভাবত সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিতে। ঐ মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধনুর্ব্বেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়া একদা নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন; গুরো! আপনি আমাকে মন্ত্রসমবেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। কি পুত্র, কি শিষ্য, সকলেরই প্রতি আপনার সমান স্নেহ আছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার প্রসাদে পণ্ডিতেরা যেন আমাকে অকৃতাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারেন। তখন অর্জ্জুনপক্ষপাতী দ্রোণাচার্য্য কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার অত্যাচার বাসনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, কর্ণ! নিত্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয় ইঁহারাই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারে, অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই।

মহাবীর কর্ণ দ্রোণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনাকে ভৃগুকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে স্বাগত প্রশ্ন ও নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া সেই স্বর্গ সদৃশ মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করত ভার্গবের নিকট বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বতে প্রতিনিয়ত গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও দেবগণের সমাগম হইত। মহাবীর কর্ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

একদা সূতপুত্র শরাসন ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরে যদৃচ্ছাক্রমে শরনিক্ষেপ করত একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাঁহার শরাঘাতে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হইল। মহাত্মা কর্ণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক বিনয় সহকারে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি মোহ বশত আপনার হোমধেনু বিনষ্ট করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দ্বিজবর কর্ণের বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, দুরাচার তুমি আমার বধার্হ। তোমাকে অবশ্যই এই দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং যাহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতেছ, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন। 'চক্র দুর্গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে।' তুমি যেমন প্রমত্ত হইয়া আমার হোমধেনু নিহত করিয়াছ, তেমনি প্রমত্তাবস্থাতেই শত্রু তোমার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে। ব্রাহ্মণ এইরূপে শাপ প্রদান করিলে মহাবীর কর্ণ বিবিধ রত্ন ও গো দান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বিজবর কোন ক্রমেই প্রশান্ত না হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, কর্ণ! আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান বা অন্যত্র গমন, অথবা তোমার আর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। তখন সূতপুত্র ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া অধোমুখে শঙ্কিত মনে শাপবিষয় চিন্তা করিতে করিতে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! এদিকে মহাবীর পরশুরাম কর্ণের বাহুবল, প্রণয়, দমগুণ ও শুশ্রূষায় একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগসংহারমন্ত্র-সমবেত সমুদায় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন। মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদ আলোচনা করত পরম সুখে সেই পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। একদা উপবাসপরিক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের সন্নিধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সূতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময় এক শ্লেষ্মশোণিতভোজী মেদমাংসলোলুপ দারুণ কীট কর্ণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না; ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সেই কীটদংশনজনিত দারুণ বেদনা সহ্য করিয়া কম্পিত দেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে রুধির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন জমদগ্নিতনয় জাগরিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, আঃ আমি অশুচি হইলাম। তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ। ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন কর। তখন কর্ণ গুরুর নিকট কীটদংশনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পরশুরাম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অষ্টপাদ কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ কীট অলর্ক জাতীয়। উহার কলেবর শূকরের ন্যায়, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সূচী সদৃশ লোমজালে সমাকীর্ণ। জমদগ্নিনন্দন দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ঐ কীট সেই শোণিতমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় অন্তরীক্ষে এক কৃষ্ণাঙ্গ লোহিতগ্রীব রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ নিশাচর পরশুরামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, হে ভৃগুবংশাবতংস! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমাকে এই দারুণ নরক হইতে মুক্ত করিলেন। এক্ষণে আমি স্বস্থানে চলিলাম। তখন প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবাহু জমদগ্নিতনয় তাহাকে কহিলেন, হে বীর! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা নরকগামী হইয়াছিলে? আমার নিকট কীর্ত্তন কর। রাক্ষস কহিল, ভগবন্! আমি সত্যযুগে দংশ নামে মহাসুর ছিলাম। আপনার পূর্ব্ব-পিতামহ মহর্ষি ভৃগুর অপেক্ষা আমার বয়ঃক্রম ন্যূন ছিল না! আমি বলপূর্ব্বক ঐ মহর্ষির প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করাতে তিনি আমাকে শ্লেষ্মমূত্রভোজী কীট হও বলিয়া অভিসম্পাত করেন। আমি তাঁহার শাপে ভীত হইয়া শাপমোচনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলাম। তখন তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, আমার বংশসম্ভূত রাম হইতে তোমার মুক্তিলাভ হইবে। হে মহাত্মন্! সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে আমার এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমি পাপযোনি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। মহাসুর এই কথা বলিয়া পরশুরামকে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

রাক্ষস প্রস্থান করিলে জমদগ্নিতনয় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কর্ণকে কহিলেন, হে মূঢ়! তুমি কীটদংশনে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণে কখনই সেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি, অতএব অচিরাৎ আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর। তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি সূতপুত্র; সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা, আমার নাম কর্ণ। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হইয়াছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশসম্ভূত

বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতশরীরে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সূতপুত্র! তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশকাল বা সঙ্কট সময়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যাবাদীর বাসের উপযুক্ত নহে, অতএব তুমি এ স্থান হইতে যথা ইচ্ছা তথা গমন কর। যাহা হউক, অতঃপর কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সমান যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তখন মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দুর্য্যোধন সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরামের নিকট অস্ত্র লাভ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভূপালগণ কলিঙ্গদেশে রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী রাজপুর নামক নগরে কন্যা লাভার্থ স্বয়ংবর সভায় গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সূতপুত্রের সহিত স্বর্ণ খচিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে মহারাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, রুক্মী, স্ত্রীরাজ্যাধিপতি শৃগাল, অশোক, শতধন্বা ভোজ ও বীর এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দেশস্থিত কাঞ্চনাঙ্গদধারী স্বর্ণ বর্ণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বলমদমত্ত ম্লেচ্ছাধিপতি ভূপালগণ আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপতি স্বয়ংবর সভায় উপবিষ্ট হইলে রাজকন্যা ধাত্রী ও বর্ষবরগণ সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধাত্রীমুখে ভূপালগণের নাম শ্রবণ ও পরিচয় গ্রহণ করত তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিলেন। তখন বলমদমত্ত ভূপতি দুর্য্যোধন উহা সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া অন্যান্য ভূপালগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণের বলবীর্য্য-সাহায্যে সেই কন্যাকে রথে আরোপিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ রথারোহণ ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

দুর্য্যোধন এইরূপে ভূপতিগণের সমক্ষে কন্যাহরণে প্রবৃত্ত হইলে নরপতিগণ যুদ্ধার্থী হইয়া তুমুল কোলাহল সহকারে বর্ম্ম ধারণ ও রথ যোজন করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মেঘ সকল যেমন পর্ব্বতদ্বয়ের উপর সলিল বর্ষণ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধন ও কর্ণের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ এক এক শরে তাঁহাদিগের শর ও শরাসন ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার হস্তলাঘব প্রভাবে সেই শরশরাসনধারী গদাযুদ্ধবিশারদ বীরগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও পরাজিত হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও কর্ণের ভুজবীর্য্যে রক্ষিত হইয়া কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে হস্তিনা নগরে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ সূতপুত্রের বলবীর্য্যের বিষয় শ্রবণগোচর করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মহাবীর কর্ণও অবিলম্বে তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দিব্যাস্ত্রবিশারদ বীরদ্বয়ের বহুক্ষণ ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল। পরিশেষে তাঁহাদিগের শর, শরাসন ও খড়্গ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কর্ণ জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জরা রাক্ষসী-সংযোজিত দেহের সন্ধি বিশ্লেষিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর জরাসন্ধ স্বীয় শরীরের বিকার নিরীক্ষণ করিয়া বৈরভাব পরিত্যাগ ও কর্ণের প্রতি অতিমাত্র প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে তাঁহাকে মালিনী নগরী প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন এবং দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চম্পা নগরী শাসন করিতেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এইরূপে শস্ত্রবলে ভূমণ্ডলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র আপনার হিতসাধনার্থ সূতপুত্রের নিকট তাঁহার সহজ কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করিলে সূতপুত্র দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় প্রদান করেন। ঐ মহারথ সহজ কবচকুণ্ডল বিহীন হওয়াতেই মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহাত্মা কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন না। ধনঞ্জয় রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনুগ্রহে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াই তাঁহার বিনাশ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষতঃ যদি ঐ মহাবীর পরশুরাম ও হোমধেনুবিনাশক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত না হইতেন, যদি তিনি কুন্তীর সমক্ষে অর্জ্জুন ব্যতীত আর কোন পাণ্ডবকেই নিধন করিব না বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, যদি দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক দেবমায়া প্রকাশিত ও বাসুদেবের নীতি উদ্ভাবিত না হইত, যদি রথাতিরথসংখ্যা সময়ে ভীষ্ম উঁহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ ও মদ্ররাজ সমরকালে ঐ মহাবীরের তেজ হ্রাস না করিতেন, তাঁহা হইলে অর্জ্জুনের হস্তে কখনই সেই সূর্য্যসন্নিভ সূর্য্যতনয়ের বিনাশ হইত না। হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা কর্ণ এইরূপে অভিশাপগ্রস্ত ও বহু ব্যক্তিকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সমরে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত ও নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া দীনমনে অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শোকব্যাকুলা কুন্তী ধর্ম্মরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া মধুর বাক্য কহিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি ও ভগবান্ ভাস্কর আমরা উভয়ে তুমি যে কর্ণের ভ্রাতা, ইহা কর্ণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম। ভগবান্ সূর্য্য কর্ণকে স্বপ্নাবস্থায় সুহৃদের ন্যায় বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমিও বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে অনুনয় করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা উভয়েই কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কর্ণ তৎকালে কোন মতেই তোমার সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিল না। প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে তোমাদিগের বিলক্ষণ প্রতিকূলাচারী হইয়া উঠিল। আমিও কর্ণকে নিতান্ত দুর্ব্বিনেয় বোধ করিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শোকাকুল ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া বাষ্পাকুল লোচনে কহিলেন, জননি! আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাতেই আমাকে বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হইল। অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারিবে না। শোকাকুলিত চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে স্ত্রীজাতির প্রতি শাপ প্রদান করিয়া পুত্র পৌত্র ও বন্ধুবান্ধবগণকে স্মরণপূর্ব্বক নিতান্ত উদ্বিগ্নহৃদয়ে সধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির মহারথ কর্ণকে স্মরণ করিয়া দুঃখিতমনে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা জ্ঞাতিবর্গকে নিঃশেষিত করিয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আর এই দুর্গতি ভোগ করিতে পারিব না। চল, আমরা যাদব নগরে গিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করি। কৌরবগণ আমাদিগের আত্মতুল্য ছিল। আমরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আত্মবিনাশ করিয়াছি; সুতরাং আত্মঘাতী হইয়া আমরা কিরূপে ধর্ম্মফল ভোগ করিব। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, বল, পৌরুষ ও অমর্ষে ধিক্! এই সমুদায়ের প্রভাবেই আমরা এক্ষণে

এই দারুণ বিপদে নিপতিত হইয়াছি। ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৌচ, বৈরাগ্য, অমৎসরতা, অহিংসা ও সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অরণ্যচারী সাধুগণ সতত ঐ সমুদায় গুণের সেবা করিয়া থাকেন। আমরা রাজ্যলাভ লোভে মোহ, অহঙ্কার ও অভিমানপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইলাম। যখন আমাদিগের বন্ধুবান্ধব সমুদায় নিহত হইয়াছে, তখন কেহ ত্রৈলোক্যের রাজত্ব প্রদান করিয়াও আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। আমরা রাজ্যলাভের নিমিত্ত অবধ্য ভূপালগণকে মৃত্যুমুখে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বান্ধবশূন্য হইয়া জীবিত রহিয়াছি। আমরা আমিষলোলুপ কুক্কুরের ন্যায় রাজ্যগৃধ্র হইয়া নিতান্ত বিপদ্গ্রস্ত হইলাম। পূর্ব্বে রাজ্যলাভ আমাদের প্রার্থনীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে রাজ্য পরিত্যাগই আমাদের প্রীতিকর হইয়াছে। আমাদের যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছেন, সমগ্রা পৃথিবী, সুবর্ণরাশি এবং সমুদায় অশ্ব ও গোধনের বিনিময়েও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষভরে মৃত্যুযানে আরোহণ করিয়া যমলোকে প্রস্থান করিয়াছেন! পিতা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক বহু কল্যাণযুক্ত পুত্রলাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। আর মাতা উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত ও মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা গর্ভধারণ করিয়া দশ মাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করত মনে মনে চিন্তা করেন যে, আমার সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহু দিন জীবিত থাকিবে এবং বলিষ্ঠ ও সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া আমাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে সুখী করিবে। হায়! এক্ষণে আমাদিগের এই সংগ্রামে যে সকল মহাবীর নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের জননীগণের সেই সমস্ত অভিলাষই নিষ্ফল হইল। ঐ হতভাগ্য কামিনীগণের যুবক তনয়েরা পার্থিবভোগ সমুদায় উপভোগ না করিয়াই দেবতা ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত না হইয়াই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ সমুদায় বীরের বল, বীর্য্য ও রূপ দর্শনে উঁহাদের জনকজননীগণের হৃদয়ে বহুবিধ শুভ প্রত্যাশা জন্মিবার সময়েই উঁহারা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। উঁহারা আর কখনই জয়লাভজনিত সুখভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ পরস্পরের সংগ্রামে পরস্পর নিহত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মের [illegible] করিতেন। আমরাই এই ঘোরতর লোকবিনাশের হেতুভূত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রতি এই দোষ সম্পূর্ণরূপে আরোপিত করা যাইতে পারে। রাজা দুর্য্যোধন অতিশয় শঠ, শুভদ্বেষী ও মায়াবী ছিল। আমরা কোন অপরাধ না করিলেও সে সতত আমাদিগের অপকার করিত। এক্ষণে আমাদিগের অভীষ্ট ফললাভ বা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের মনোরথ পরিপূর্ণ হইল না। আমাদিগের জয়লাভ হয় নাই এবং তাহারাও জয়লাভ করিতে পারে নাই। ঐ নির্ব্বোধগণ পূর্ব্বে আমাদের সমৃদ্ধি দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন কখনই সুস্থ অন্তঃকরণে এই পৃথিবী উপভোগ, নারীগণের সহিত বিহার, গীত বাদ্য শ্রবণ, ধনদান, অর্থাগমের চেষ্টা এবং অমাত্য, সুহৃৎ ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মুখে আমাদিগের অভ্যুদয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবর্ণ ও একান্ত কৃশ হইয়াছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি অবগত হইয়াও পুত্রস্নেহ নিবন্ধন বিদুর ও ভীষ্মের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিতেন। দুর্য্যোধন কিরূপে আমাদের ন্যায় সুখী হইবে, এই চিন্তাতেই তাঁহার দিনযামিনী অতিবাহিত হইত। অন্ধরাজ তৎকালে লুব্ধপ্রকৃতি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ দুর্য্যোধনকে নিবারণ না করাতেই এক্ষণে আমার ন্যায় তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন সহোদরগণের বিনাশ সাধন ও বৃদ্ধ জনকজননীকে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া যাহার পর নাই অযশোভাগী হইয়াছে। বাসুদেব শান্তিস্থাপনের উদ্দেশে গমন করিলে সেই দুরাত্মা সংগ্রামার্থী হইয়া তাঁহাকে যে কথা কহিয়াছিল, সৎকুলসম্ভূত আর কোন্ ব্যক্তি সুহৃদের প্রতি সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? এক্ষণে আমরা দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দশ দিক্ দগ্ধ করিয়া আপনাদিগের দোষেই চিরকাল দুঃখ ভোগ করিব। আমাদিগের প্রবল শত্রু দুর্ম্মতিপরায়ণ দুর্য্যোধন এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মার দোষেই কৌরবকুল উৎসন্নপ্রায় হইল। এবং আমরাও অবধ্য জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইলাম।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বে কুলনাশক দুর্ম্মতি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া এক্ষণে একান্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষীয় বীর সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি পাপস্পৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্য সম্পত্তিও হস্তান্তর হইয়াছে। এক্ষণে আমরা শত্রু বিনাশ করিয়া ক্রোধশূন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু দুর্নিবার শোকে আমাকে একান্ত ব্যাকুল করিতেছে। পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রচার, মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান, অনুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি, তীর্থগমন, শ্রুতিস্মৃতি পাঠ ও জপ দ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকে ত্যাগশীল হইলে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ত্যাগশীল ব্যক্তিকে জন্মমৃত্যুজনিত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। তিনি মোক্ষপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মুনি হইয়া বনে প্রস্থান করিব। স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে লোকে ত্যাগশীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয় না। আমি রাজ্যলোলুপ হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রুতি অনুসারে ত্যাগশীল হইলে আর আমাকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে না অতএব আমি সমস্ত রাজ্য সম্পদ্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকদুঃখ বিবর্জ্জিত হইয়া অরণ্যে গমন করিব। আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতঃপর তুমিই নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী শাসন কর। ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দৃঢ়পরাক্রম অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কণী লেহন করত গর্ব্বিতভাবে কহিলেন, মহারাজ! অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া ক্লীবের ন্যায় রাজশ্রী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। শত্রুসংহারপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সমুদায় পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য, সন্দেহ নাই। ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রীর কখনই রাজ্য লাভ হয় না। আপনি কি নিমিত্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া ভূপালগণকে নিপাতিত করিলেন? যে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, যে কোনক্রমেই জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ নহে এবং যাহার পুত্র কলত্র ও পশু প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই অর্থচিন্তা-পরাঙ্মুখ হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। আপনি রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীচজনোচিত ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিলে লোকে আপনাকে কি বলিবে? আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত ও উদ্যমশূন্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাসনা করিতেছেন?

রাজকুলে জন্মগ্রহণ ও স্বীয় বাহুবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপনপূর্ব্বক পরিশেষে ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রস্থান করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। আপনি যজ্ঞক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষা অবলম্বন করিলে অসাধুগণ কখনই উহার অনুষ্ঠান করিবে না; সুতরাং আপনাকে যজ্ঞনাশ নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হইবে। মহারাজ নহুষ কহিয়া গিয়াছেন যে, ইহলোকে অকিঞ্চনতার অভিলাষ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নির্দ্ধনতা নিতান্ত নিন্দনীয়। ঋষিগণই অর্থোপার্জ্জন ও অর্থরক্ষায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন; কিন্তু ভূপতিগণের কখনই ঐ রূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। লোকে ধন দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে। মনুষ্যের ধন অপহৃত হইলে ধর্ম্মও অপহৃত হয়। কেহ আমাদিগের ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলে আমরা কখনই তাহাকে ক্ষমা করি না।

লোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই! আমরা নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে নিয়তই মিথ্যাপবাদদূষিত দেখিতে পাই। অতএব আপনি দরিদ্র হইবার বাসনা পরিত্যাগ করুন। নির্দ্ধন ব্যক্তি পতিতের ন্যায় সতত শোক করিয়া থাকে; সুতরাং পতিত ও নির্দ্ধনের কিছুই ইতর বিশেষ নাই। যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সমুদায়ের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ সঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। লোকে অর্থ হইতেই ধর্ম্মকাম ও স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। অর্থ না থাকিলে জীবিকা নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে। ধনবিহীন অল্পবুদ্ধি পুরুষের ও ক্রিয়া- গ্রীষ্মকালে সামান্য নদীসমূহের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহলোকে

যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিত পদ বাচ্য হইয়া থাকে। নির্দ্ধন ব্যক্তি অর্থাগমের চেষ্টা করিলেও তাহা বৃথা হয়। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ অর্থ অর্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম, ধৈর্য্য, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও মমতা উৎপন্ন হয়। ধনই কুলমর্য্যাদা ও ধর্ম্মবৃদ্ধির নিদান। নির্দ্ধন ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না। লোকের শরীর কৃশ হইলে তাহাকে কৃশ বলা যায় না, যাহার অশ্ব, গো, ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ কৃশ।

আর দেখুন, অসুরগণ দেবতাদিগের জ্ঞাতি, কিন্তু দেবগণ তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যকে পরাজিত করিয়া অর্থ গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত সহজ হয় না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পাণ্ডিত্য লাভ ও বিবিধ যত্ন সহকারে ধন আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ বিদ্রোহাচরণ করিয়াই স্বর্গের সমুদায় স্থান অধিকার ও জ্ঞাতিবর্গের পীড়ন করিয়া বিপুল অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ও অর্থসংগ্রহ অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য। অন্যের অপকার না করিলে প্রায়ই অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না। এই নিমিত্তই রাজারা অন্যকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী গ্রহণ এবং পুত্র যেমন পিতার ধন অধিকার করেন, তদ্রূপ উহা অধিকার করিয়া গিয়াছেন। ভূপালগণের এইরূপ কার্য্য ধর্ম্মানুগত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তাঁহারা ঐরূপ কার্য্য করিয়াই স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছেন। সলিলরাশি যেমন পূর্ণ সাগর হইতে বহির্গত হইয়া দশ দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধনরাশি রাজকুল হইতে নিঃসরণপূর্ব্বক সমুদায় পৃথিবীতে সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই পৃথিবী রাজা দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতার ভোগ্যা ছিল, এক্ষণে ইহা আপনার ভোগার্হা হইয়াছে। অতঃপর আপনার সর্ব্বদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদি আপনি বিষয়বিরক্ত হইয়া উহা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে। রাজা প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সমুদায় প্রজাই সেই যজ্ঞের অবসানে স্নান করিয়া পবিত্র হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। বিশ্বরূপ মহাদেব মহাযজ্ঞ সর্ব্বমেধে সর্ব্বভূতের সহিত আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অবিনশ্বর। মহারাজ দশরথ যজ্ঞকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দেশ ও সতত উহার অনুষ্ঠান করিতেন। অতএব আপনি মহাজনসেবিত মার্গ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিবেন না।

নবম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি ক্ষণকাল একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলেই আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকিবে। আমি কি তোমার অনুরোধে সাধুজনসেবিত পথ অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হইব? কখনই নহে। আমি নিশ্চয়ই গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিব। এক্ষণে একাকী কোন্ পথে গমন করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে এই প্রশ্ন করাই তোমার কর্ত্তব্য। অথবা তুমি জিজ্ঞাসা না করাতেই আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি গ্রাম্য সুখ ও গ্রাম্য আচার পরিহারপূর্ব্বক অরণ্যে ফল মূল ভক্ষণ করিয়া মৃগদিগের সহিত সঞ্চরণ করিব, মিতাহারী ও চর্ম্মচীরজটাধারী হইয়া দুই সন্ধ্যা সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিব, ক্ষুৎপিপাসা, শ্রান্তি, শীত, আতপ ও বায়ুজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক শরীর শুষ্ক করিব এবং অরণ্যচারী একান্ত হৃষ্ট মৃগ ও পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর কলরব শ্রবণ, নানাপ্রকার পুষ্পের কোমল গন্ধ আঘ্রাণ ও অরণ্যস্থ বিবিধ রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিব। গ্রামবাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, বনবাসীদিগেরও কোন অপকার করিব না। একাগ্রচিত্তে সমস্ত বিষয় বিবেচনা, পক্ক ও অপক্ক ফল ভক্ষণ এবং বনজাত দ্রব্য ও সুস্বাদু সলিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিব। এইরূপে অতি কঠোর আরণ্যক আচার প্রতিপালন করত প্রাণান্তকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড মুনি হইয়া একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক এক দিবস ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কলেবর পরিশুষ্ক করিব। আমি প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তু সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষমূলে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া থাকিব। শোক বা হর্ষে কদাচ অভিভূত হইব না। স্তুতি ও নিন্দাবাদে আমার সমান জ্ঞান থাকিবে এবং আমি পরিগ্রহ ও মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক জড়, অন্ধ ও বধিরাকার হইয়া সতত প্রসন্ন মনে অবস্থান করিব। স্বধর্ম্মনিরত স্থাবরজঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রজাগণের প্রতি কদাচ হিংসা প্রকাশ বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিব না। সকল জীবের প্রতি অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিব। কাহারও প্রতি কখন ভ্রূভঙ্গী ও উপহাস করিব না। ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া সতত প্রসন্ন মুখে অবস্থান করিব। কাহাকে পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া কামক্রোধাদিশূন্য চিত্তে যে কোন একটি পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিব। কোন দেশ বা কোন দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন অথবা গমনকালে পশ্চাদ্ভাগে অবলোকন করিব না। দেহ ও আত্মার অভিমান পরিত্যাগ করিব। স্বভাব সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে, তন্নিবন্ধন আমাকে অবশ্যই আহার করিতে হইবে। কিন্তু আমি অন্ন ভোজনাদিজনিত ক্লেশ এককালে পরিত্যাগ করিব। এক গৃহে অল্প পরিমাণেও ভিক্ষা না পাইলে অন্য গৃহে এবং তথায় ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, আর এক গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। যে দিন কোথাও কিছু না পাইব, সে দিন আমার নিরাহারেই অতিবাহিত হইবে। গৃহ সকল ধূমশূন্য ও অগ্নিহীন, গৃহস্থগণের ভোজন ব্যাপার সুসম্পন্ন ও অতিথি সঞ্চার বিরহিত হইলে আমি এককালে দুই তিন বা পাঁচ গৃহে ভিক্ষার্থ সঞ্চরণ করিব। আশাপাশ হইতে এক কালে বিমুক্ত হইব। লাভ ও ক্ষতি উভয়ই আমার পক্ষে সমান হইবে। আমি কদাচ জীবিতাভিলাষী বা মুমূর্ষুর ন্যায় ব্যবহার করিব না। জীবনে ও মৃত্যুতে হর্ষ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। এক ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার এক হস্ত ছেদন ও অন্য ব্যক্তি আমার অপর হস্তে চন্দনানুলেপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি সেই দুই ব্যক্তির শুভ বা অশুভ কিছুই প্রার্থনা করিব না। জীবিত ব্যক্তি যে সকল উন্নতিজনক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই সেই কার্য্যে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল দেহমাত্র ধারণ করিব। আমি কোন কার্য্যেই লিপ্ত হইব না; সমুদায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরিহার করিব; বিষয়বাসনাকে মনেও স্থান প্রদান করিব না; আত্মাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিব; অসৎকার্য্যরূপ পাশ হইতে অন্তরিত হইব এবং বায়ুর ন্যায় কাহারই আয়ত্ত হইব না।

হে অর্জ্জুন! আমি এইরূপে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শাশ্বত সন্তোষ লাভ করিব। আমি বিষয়বাসনাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি। অনেকানেক লোক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দের নিদানভূত ভার্য্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগকে দেহাবসানে এই সমুদায় কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। এই সংসার রথচক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে জীবগণ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া জীবগণের সহিত সমাগত হয়। এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় নিতান্ত সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখলাভে সমর্থ হন। দেবগণকে স্বর্গ হইতে এবং মহর্ষিগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া কোন্ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সংসারবাসের বাসনা করিবেন। আর দেখ, এক জন রাজা নানা প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে সামান্য কারণে অন্যান্য ভূপালগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! বহু কালের পর আমার এই দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। জ্ঞানপ্রভাবে আমি শাশ্বত স্থান লাভের অভিলাষ করিয়াছি। অতঃপর নিরন্তর ঐরূপ ধৈর্য্য সহকারে নির্ভয় পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিচরণ করিব; এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় অভিভূত পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিব।

দশম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! আপনার অর্থবিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হওয়াতে এক্ষণে আপনি হতভাগ্য শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কথা কহিতেছেন। যদি রাজধর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া আলস্যে কালহরণ করিবেন, তবে কি নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিলেন? ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা প্রকাশ করেন না। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে আপনার এরূপ বুদ্ধি জানিতে পারিলে কদাচ শস্ত্র গ্রহণ বা কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতাম না। যাবজ্জীবন ভিক্ষা করিয়া কালহরণ করিতাম। তাহা হইলে ভূপালগণ কদাচ এই দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। পণ্ডিতগণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তুকেই প্রাণ ধারণের উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন যে, রাজ্য গ্রহণ কালে যে যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে নিপাতিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহাদের নিদেশানুসারে শত্রুগণকে সংহারপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য ভোগ করুন। জলার্থী ব্যক্তির কূপ খননপূর্ব্বক জল প্রাপ্ত না হইয়া পঙ্কলিপ্তগাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, মধুলোলুপ ব্যক্তির মহাবৃক্ষে আরোহণ ও মধু আহরণপূর্ব্বক মধু পান না করিয়া প্রাণত্যাগ করা, ধনার্থী ব্যক্তির আশাবলে প্রভূত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া; বীর পুরুষের সমুদায় শত্রু নিপাতিত করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যা করা এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন লাভ ও কামুক পুরুষের কামিনী লাভ করিয়া ভোগ না করা যেরূপ শোচনীয়, আমাদের শত্রু বিনাশপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করাও তদ্রূপ সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া আপনার অভিমত থাকিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইতেছি। আমরা বাহুবলশালী ও কৃতবিদ্য হইয়াও অশক্তের ন্যায় ক্লীবের বাক্যের অধীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং লোকে কেন আমাদিগকে গতিহীন ও অর্থভ্রষ্ট অবলোকন না করিবে। আপদ্‌গ্রস্ত জরাগ্রস্ত অথবা শত্রুহস্তে পরাজিত ব্যক্তিরই সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই নিমিত্তই বিষয় পরিত্যাগ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন। ক্ষত্রিয়গণ হিংসার্থই জন্মগ্রহণ করেন। হিংসাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং সেই সহজ হিংসাধর্ম্মের ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিন্দা করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ নির্দ্ধন ব্যক্তিগণই ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করা অকর্ত্তব্য নহে বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রব্রজ্যারূপ কপট ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা নিতান্ত কঠিন; উহাতে অচিরাৎ জীবন নাশ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, দেবতা, ঋষি, অতিথি ও গুরুজনের ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিই একাকী অরণ্যমধ্যে সুখে কালহরণ করিতে পারে। অরণ্যচারী মৃগ, বরাহ ও পক্ষিগণের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানবিমুখ বনচারী মনুষ্যগণও স্বর্গলাভে অসমর্থ হয়। যদি ত্যাগশীল হইলেই সিদ্ধিলাভ করা যাইত, তাহা হইলে পর্ব্বত ও বৃক্ষগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। লোকে আপনার ভাগ্যবলেই সিদ্ধ হয়, অন্যের ভাগ্যবলে কদাচ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য, কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর নাই। যদি কেবল আপনার ভরণ পোষণ করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যাইত, তাহা হইলে জলজন্তু ও স্থাবরগণেরও অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইত। জগতের যাবতীয় লোক স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মহীন ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! এই বিষয়ে তাপসগণের সহিত ভগবান্ পুরন্দরের কথোপকথন উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি আপনার নিকট সেই ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কতকগুলি অজাতশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাই যথার্থ ধর্ম্ম এইরূপ বিবেচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া হিরণ্ময় পক্ষীর বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে কহিলেন; বিঘসাশীরা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, প্রাকৃত মনুষ্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত সুকঠিন। ঐ কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়, জীবনের সার্থকতা ও অন্তে সদগতি লাভ হইয়া থাকে।

তখন সেই ঋষিগণ পক্ষীর বাক্য শ্রবণে পরস্পর কহিলেন, ঐ দেখ, এই বিহঙ্গম বিঘসাশীদিগের প্রশংসা করিতেছে আমরা বিঘসাশী, অতএব এ প্রশংসা আমাদিগেরই তাহার আর সন্দেহ নাই।

তখন পক্ষী কহিল। হে তাপসগণ! তোমরা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, রজোগুণযুক্ত, উচ্ছিষ্টভোজী ও মন্দবুদ্ধি; তোমরা কখনই বিঘসাশী নও, আমি তোমাদিগকে প্রশংসা করি না।

ঋষিগণ কহিলেন, বিহঙ্গম! আমরা এইরূপে অবস্থান করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ইহাতে রত হইয়াছি। যদি ইহা অপেক্ষা কিছু শ্রেয়স্কর থাকে, তবে তাহার উপদেশ প্রদান কর। আমরা ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।

পক্ষী কহিলেন, হে তাপসগণ! যদি তোমরা আমার বাক্যে কোন আশঙ্কা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিব।

ঋষিগণ কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! তোমার কোন পথই অবিদিত নাই; অতএব আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ এবং তোমার বাক্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিব, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান কর।

তখন পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ! চতুষ্পদ মধ্যে গোধন, ধাতুদ্রব্য মধ্যে সুবর্ণ, শব্দমধ্যে মন্ত্র এবং দ্বিপদমধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত মন্ত্রোক্ত জাতকর্ম্মাদি দ্বারা সংস্কার হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের স্বর্গলাভের উপায়। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে দেবতাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া আরাধনা করে, সে দেহান্তে সেই দেবতার সালোক্য প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। সিদ্ধিলাভ সকলের প্রার্থনীয়; কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কদাপি সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মের নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, অর্থহীন ও পাপাত্মা। যাহারা শাশ্বত দেবলোকে গমন, পিতৃলোকে গমন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ ত্যাগ করে, তাহাদিগকে পরিশেষে কীটযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বিবিধ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোনুষ্ঠান করা হয়। অতএব তোমরা ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রতিদিন যথানিয়মে দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুর পরিচর্য্যা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। দেখ, দেবতারা ঐরূপ দুরূহ তপোনুষ্ঠান করিয়া পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমি তোমাদিগকে সুকঠিন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই মানবদিগের মহাতপস্যা সন্দেহ নাই। উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। রাগদ্বেষশূন্য নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। হে তাপসগণ! যাহারা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পিতৃলোক, অতিথি, দেবতা ও আত্মীয়গণকে অন্নপ্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, তাহারাই বিঘসাশী। বিঘসাশীদিগের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ নহে। উহারা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠানফলে ইহলোকে জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া অন্তে অনন্তকাল নিরাপদে ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! তখন ব্রাহ্মণগণ সেই বিহঙ্গের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে

গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই স্থির করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন। অতএব আপনিও এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এই শত্রুশূন্য সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করুন।'

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মিতভাষী মহাবাহু নকুল অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দেবগণ বিশাখ যূপক্ষেত্রে বহ্নিস্থাপনার্থ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সমুদায় স্থণ্ডিল অদ্যাপি নেত্রগোচর হয়; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, দেবগণও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন। যে পিতৃলোকেরা জলবর্ষণাদি দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও বিধি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে, তাহারাই নাস্তিক। যে ব্রাহ্মণ সমুদায় কার্য্যেই বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনিই বেদমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। বেদবিদ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে সমুদায় আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া প্রধান প্রধান যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী। যিনি গার্হস্থ্য সুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষকামনায় বনে পরিভ্রমণ করত দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী। আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান ও কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আর যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রূরতা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহাকেও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, একগৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য। অন্য অন্য আশ্রমে কেবল স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কাম ও স্বর্গ উভয়ই লাভ হইতে পারে। অতএব এই আশ্রম লোকতত্ত্ববেত্তা মহর্ষিগণের প্রধান গতি। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অবলম্বনপূর্ব্বক রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল। যে ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন করে, তাহাকে ত্যাগশীল বলা যায় না। ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি বনে থাকিয়া কামাদি স্মরণ করিলে যম পরিণামে মৃত্যুপাশ দ্বারা তাহার কণ্ঠবন্ধন করেন। অভিমান সহকারে কার্য্য করিলে উহা কদাপি ফলপ্রদ হয় না। ত্যাগী হইয়া কার্য্য করিলেই উহা মহাফল প্রদান করে। গৃহস্থাশ্রমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি তপস্বিজনোচিত কার্য্যকলাপ এবং দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। এই আশ্রমে ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণসেবিত গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ত্যাগশীল হইতে পারেন, তাঁহার কখনই অপকার হয় না। হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ নিষ্পাপ প্রজাপতি পর্য্যাপ্তদক্ষিণ যজ্ঞ সমুদয়ের ভাগ গ্রহণ করিবেন বলিয়া সমুদায় প্রজা, যজ্ঞীয় তরুলতা, ওষধি, পশু ও পবিত্র ঘৃতের সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থের যজ্ঞকার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, এই নিমিত্তই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্লভ। গৃহস্থ যদি পশু ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞ না করে, তাহা হইলে তাহাকে নিয়ত পাপ ভোগ করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন মনে মনে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কই ঋষিদিগের যজ্ঞ। ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগের মনঃসমাধান দেবগণেরও প্রার্থনীয়।

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত সমাহৃত বিচিত্র বস্তু যজ্ঞকার্য্যে ব্যয় করিবার বাসনা না করিয়া নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। যিনি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করেন, সর্ব্বত্যাগী হওয়া তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাদের আহৃত ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অভিপ্রেত রাজসূয়, অশ্বমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজার প্রমাদদোষেই প্রজারা দস্যুতস্করাদিকর্ত্তৃক ক্লেশিত হয়। যে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি কলিস্বরূপ। আমরা যদি ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সমলঙ্কৃত হস্তী, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান না করিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ হই, তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই কলিস্বরূপ হইতে হইবে। রাজা অদাতা ও শরণাগত প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। তিনি কদাচ সুখাস্বাদন করিতে পারেন না। যদি আপনি মহাযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তীর্থাবগাহনে পরাঙ্মুখ হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার মাহাত্ম্য মারুতোদ্ধৃত ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং আপনাকে উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পিশাচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ ত্যাগশীল। কেবল গৃহ ত্যাগ করিলে ত্যাগশীল হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে তাঁহাকে কখনই হীন হইতে হয় না। হে মহারাজ! কোন্ ব্যক্তি দৈত্যসূদন দেবরাজের ন্যায় স্বধর্ম্মানুসারে বলশালী অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া শোক করিয়া থাকে। আপনি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছেন। এক্ষণে উহা মন্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণপূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে পারেন। অতএব আপনার শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নকুলের বাক্যাবসান হইলে সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার ধন ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার কহে। মমকার দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তরিক। কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগ করিলে কোনরূপেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। আন্তরিক মমকার পরিত্যাগ করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। বাহ্য মমকারশূন্য আন্তরিক মমকারসম্পন্ন ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হয়, তাহা আমাদের বিপক্ষগণের হউক। আর আন্তরিক মমকার শূন্য ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হয়, আমাদের মিত্রগণ সেইরূপ ধর্ম্ম ও সুখলাভ করুন। মমকার মৃত্যুস্বরূপ ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম ও মৃত্যু অলক্ষিত ভাবে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। হে মহারাজ! যদি আত্মা অবিনাশী হয়, তাহা হইলে অন্যের জীবন নষ্ট করিলে হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যদি দেহের সহিত আত্মার এককালে উৎপত্তি ও এককালে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে পরলোকোদ্দেশে যে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদায় বৃথা। অতএব আত্মা অবিনশ্বর, কি বিনশ্বর, ইহা নির্ণয় না করিয়া পূর্ব্বতন সাধু লোকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, বিজ্ঞব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

যে মহীপাল স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়া উহা ভোগ না করেন, তাঁহার প্রাণ ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষত যে ব্যক্তি বনে বাস ও বনজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বাহ্য পদার্থ রাজ্যাদির মমতা করে, তাহাকে করাল কৃতান্তের আস্যদেশে বাস করিতে হয়। এক্ষণে আপনি প্রাণিগণের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করুন। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই সংসার হইতে বিমুক্ত হন। আপনি আমার পিতা, ভ্রাতা, রক্ষিতা ও গুরু; অতএব আপনি আমার এই আর্ত্ত প্রলাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি যে সমস্ত কথার উল্লেখ করিলাম, ইহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আন্তরিক ভক্তি সহকারেই কহিয়াছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভ্রাতৃগণ এইরূপ বিবিধ বেদবিধানানুরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অসাধারণ রূপলাবণ্য সম্পন্না সৎকুলসম্ভূতা ধর্ম্মদর্শিনী দ্রৌপদী গজযূথ-পরিবেষ্টিত যূথপতির ন্যায় ভ্রাতৃগণ পরিবৃত ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, নাথ। এই তোমার ভ্রাতৃগণ চাতকের ন্যায় বারংবার শুষ্ককণ্ঠে চীৎকার করিতেছে; কিন্তু তুমি একবারও উহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছ না। এক্ষণে যুক্তিযুক্ত বচনবিন্যাস দ্বারা ঐ চিরদুঃখভোগী ভ্রাতৃগণের আহ্লাদবর্দ্ধন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে দ্বৈতবনে তোমার ভ্রাতৃগণ শীত, বায়ু ও

আতপে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইলে তুমি উহাদিগকে কহিয়াছিলে যে, আমরা রথারোহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়া সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিব। যখন তোমরা রথিগণকে রথবিহীন এবং গজ ও আরোহিগণের মৃত কলেবর ও রথসমূহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন করিয়া বিপুল দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেই সময় তোমাদিগের এই বনবাসদুঃখ অতীব সুখকর হইয়া উঠিবে। তুমি তৎকালে উহাদিগকে ঐ কথা কহিয়া আজি কি নিমিত্ত আমাদিগের মন ব্যথিত করিতেছ। ক্লীবব্যক্তি কখনই পৃথিবী বা ঐশ্বর্য্যভোগে অধিকারী হয় না। মৎস্য যেমন পঙ্কে অবস্থান করে না, তদ্রূপ ক্লীবের গৃহে কখনই পুত্র বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রাজা দণ্ডবিহীন হইলে তাঁহার কিছুমাত্র প্রতাপ বা ভূমিভোগে অধিকার থাকে না এবং তাঁহার প্রজারাও সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হয়। সকলের সহিত মিত্রতা, দান, অধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান ব্রাহ্মণেরই নিত্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নহে। অসাধুদিগের দমন ও সাধুগণের প্রতিপালন এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতাই নরপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহার শরীরে ক্ষমা ও ক্রোধ, দান ও অদান, ভয় ও নির্ভীকতা এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিদ্যমান আছে, লোকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করে। তুমি বিদ্যা, দান, সন্ধি, যজ্ঞ বা যাচ্ঞা দ্বারা এই পৃথিবী লাভ কর নাই। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রভূত গজাশ্বরথসম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিয়াই উহা অধিকার করিয়াছ। অতএব এক্ষণে পৃথিবী উপভোগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে পুরুষশার্দ্দূল! তুমি দণ্ডবলে বিবিধ জনপদাকীর্ণ জম্বুদ্বীপ, মহামেরুর পশ্চিমস্থিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্বস্থিত শাকদ্বীপ, উহার উত্তরস্থিত শাকদ্বীপ সদৃশ ভদ্রাশ্ব প্রদেশ এবং বিবিধ দেশ পরিপূর্ণ সমীপবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপ শাসন করিয়াছ। এই সমস্ত অলৌকিক অসাধারণ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট সম্মান লাভ করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রীত হইতেছ না? একবার উদ্ধত বৃষভ তুল্য, প্রমত্ত গজেন্দ্র সদৃশ ভ্রাতৃগণকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হও। উঁহারা সকলেই অরাতিতাপন ও অমর সদৃশ। আমার বোধ হয়, তোমাদের মধ্যে এক জন মাত্র স্বামী হইলেই আমার সুখের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু আমার অদৃষ্টবলে শরীরস্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় তোমরা পাঁচ জনই আমার স্বামী হইয়াছ। মহারাজ! পূর্ব্বে কুন্তী দেবী আমাকে কহিয়াছিলেন, পাঞ্চালি! যুধিষ্ঠির অসংখ্য নরপতিকে বিনাশ করিয়া তোমাকে যার পর নাই সুখে রাখিবেন। সেই পরিণামদর্শিনী আর্য্যার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু এক্ষণে তোমার মোহপ্রভাবে বুঝি তাঁহার সেই বাক্য মিথ্যা হয়। হে মহারাজ! জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হইলে তাহার ভ্রাতৃগণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং এক তোমার উন্মত্ততাতে সকল পাণ্ডবই উন্মত্ত হইয়াছে। যদি উঁহারা উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তোমাকে নাস্তিকদিগের সহিত বদ্ধ করিয়া আপনারাই পৃথিবী শাসন করিতেন। এক্ষণে তুমি যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছ, শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই এইরূপ অভিলাষ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া উঠে, ধূপ, কজ্জল ও নস্য প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। আমি পুত্রহীন, সুতরাং কামিনীগণের মধ্যে নিতান্ত অধম হইয়াও জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। তুমি ইঁহাদিগের সমক্ষে আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিও না। তুমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া স্বয়ং অগাধ বিপদ্‌সাগরে নিপতিত হইতেছ। মহারাজ মান্ধাতা ও অম্বরীষ যেমন পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূপতির মাননীয় ছিলেন, এক্ষণে তুমিও তদ্রূপ হইয়াছ! অতএব মনঃক্ষোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে এই গিরিকানন সমন্বিতা সদ্বীপা পৃথিবী শাসন, প্রজাপালন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অরাতিদিগের সহিত সংগ্রাম এবং দ্বিজগণকে ভোজ্য, বস্ত্র ও ধনরত্ন প্রদান কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। আর দেখুন, অনেকানেক পাপপরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলতঃ সংসারের প্রায় সমুদায় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদায়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দ্দান্তদিগকে দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্ব্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড। মনুষ্যের মোহান্ধকার নিরাশ ও অর্থ রক্ষার নিমিত্ত জনসমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। দণ্ডের কলেবর কৃষ্ণ ও নেত্র লোহিতবর্ণ। যে স্থানে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে তথায় প্রজারা কদাচ মোহে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইঁহারা দণ্ডের ভয়েই স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছেন। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না। আর দেখুন, অন্যের মর্ম্ম ছেদন, দুষ্কর কার্য্য সাধন এবং মৎস্যঘাতীর ন্যায় লোকের প্রাণ সংহার না করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ হয় না। দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। দেখুন, যে সকল দেবতা অসুরঘাতী, লোকে তাঁহাদিগকেই ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের, সূর্য্য এবং বসু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ ইঁহারা সকলেই অসুরঘাতী, মনুষ্যেরা ইঁহাদিগের প্রবল প্রতাপ স্মরণ পূর্ব্বক ইঁহাদিগকে নমস্কার করে। ব্রহ্মা, বিধাতৃ প্রভৃতি সুরগণের নিকট প্রণত হয় না। শান্তিপরায়ণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল উদাসীন দেবগণ কেবল কতকগুলি সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠান তৎপর লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। আর দেখুন, এই জীবলোকে কেহ হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। বলবান্ জীবগণ দুর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। নকুল মূষিককে, মার্জ্জার নকুলকে, কুক্কুর মার্জ্জারকে, চিত্রব্যাঘ্র কুক্কুরকে এবং মনুষ্য সেই চিত্রব্যাঘ্রকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিধাতা স্বয়ং স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদায়কে জীবের জীবনধারণোপযোগী অন্ন স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞেরা হিংসা সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কিছুতেই সঙ্কুচিত হন না।

হে মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করাই আপনার কর্ত্তব্য। মূঢ়েরাই ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন। দেখুন, তাপসগণও হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। সলিলে ভূতলে ও ফল সমুদায়ে বহুসংখ্য জীব বাস করিয়া থাকে। লোকে প্রাণধারণের নিমিত্ত সেই জীবগণের জীবন বিনাশ করিতেছে। এই পৃথিবীতে এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব আছে যে, কেবল তর্ক দ্বারা তাহাদিগের সত্তা অবগত হইতে হয়। লোকের অক্ষিপক্ষ্মের আঘাতেও সেই সকল জীবের প্রাণনাশ হইতেছে। অনেক মুনি রাগ দ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত ও অরণ্যবাসী হইয়াও বিমুগ্ধচিত্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আর অনেক সামান্য মনুষ্যও ভূমিভেদ এবং ওষধি, পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিতেছে! যাহা হউক, দণ্ডনীতির প্রভাবেই সকল জীবের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি এই জীবলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজা সকল বিনষ্ট হইত এবং বল... ন ...ধর্ম্ম থাকে। লোকে কথাবার্ত্তা বিষয় ত্যাগ, মস্তক মুণ্ডন বা

কহিয়া গিয়াছেন যে, দণ্ড সুবিহিত হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। বিধাতার এই বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দেখুন, হুতাশন একবার প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াও ফুৎকারপ্রভাবে ভীত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হন। যদি দণ্ড সৎ ও অসতের বিচার না করিত, তাহা হইলে এই জীবলোক গাঢ় তিমির পরিবৃতের ন্যায় লক্ষিত হইত। আর কোন বিষয়ই অনুভূত হইত না। দেখুন, বেদনিন্দক নাস্তিকদিগকেও দণ্ডপ্রভাবে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। ফলতঃ সমুদায় লোকই দণ্ডের আয়ত্ত। যথার্থ শুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন লোক নিতান্ত দুর্লভ। বিধাতা বর্ণ চতুষ্টয়ের ভেদ নির্দ্দেশ, উৎকৃষ্ট নীতি প্রবর্ত্তন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। দণ্ডভয় না থাকিলে বায়স ও হিংস্র পশুগণ যজ্ঞীয় হবিঃ এবং অন্যান্য পশু ও মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিত; মনুষ্যেরা বেদাধ্যয়ন ও সবৎসা ধেনুদোহন করিত না; স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারিণী হইত; সমস্ত বস্তু উচ্ছিন্ন ও নিয়মাবলী বিলুপ্ত হইয়া যাইত; সকলে সকল বস্তুই আপনার বলিয়াই পরিগ্রহ করিতে পারিত; প্রভূত দক্ষিণাসম্পন্ন সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সমুদায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত না; কেহই বিধানানুসারে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন ও বিদ্যানুশীলন করিত না; উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভেরা যানবহনে প্রবৃত্ত হইত না; ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইত এবং বালিকা পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মানুষ্ঠান করিত। ফলত সমস্ত প্রজা দণ্ডেরই একান্ত বশবর্ত্তী। মনুষ্যেরা দণ্ডপ্রভাবে স্বর্গ লাভ ও ভূর্লোকে সুখে বাস করিয়া থাকে। যে স্থানে শত্রুবিনাশন দণ্ড বিরাজমান আছে, তথায় পাপ ও প্রতারণার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। যদি দণ্ড উদ্যত না থাকিত, তাহা হইলে কুক্কুর হবিঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্রই অবলেহন ও কাক সকল পুরোডাশ অপহরণ করিত, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ। এক্ষণে এই রাজ্য ধর্ম্মানুসারে বা অধর্ম্মানুসারেই হউক, আমাদিগেরই আয়ত্ত হইয়াছে; ঐ বিষয়ে শোক প্রকাশ করিবার আর আবশ্যক নাই। অতঃপর আপনি উদ্যোগী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এই রাজ্য ভোগ করুন। পরম সুন্দর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী মনুষ্যেরা পুত্র, কলত্র সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন পূর্ব্বক অক্লেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সমস্ত কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন; সেই অর্থ আবার দণ্ডের আয়ত্ত; অতএব আপনি দণ্ডের যে কতদূর গৌরব তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। ধর্ম্ম লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি কেহ প্রবল জন্তুকে দুর্ব্বল জন্তুর বিনাশার্থ উদ্যত দেখিয়া প্রবলের বিনাশ সাধন না করে, তাহা হইলে তাহাকে সেই দুর্ব্বল জন্তুর হিংসায় একপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়; অতএব সে স্থলে প্রবল জন্তুকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলকে পরিত্রাণ করাই প্রধান ধর্ম্ম; সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে। কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ দোষ যুক্ত বা সম্পূর্ণ গুণসম্পন্ন হয় না। মনুষ্যেরা পশুগণের বৃষণ ছেদ ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহাদের দ্বারা ভারবহন করাইয়া লয় এবং তাহাদিগকে প্রহারও করিয়া থাকে। জীবলোকের সমুদায় কার্য্যই এইরূপে দণ্ডপ্রভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে। অতএব আপনি নীতিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বতন ধর্ম্মের অনুশীলন করুন। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, প্রজাপালন, মিত্রগণের রক্ষা ও শত্রুদিগের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হউন, শত্রুবিনাশবিষয়ে দীনভাব অবলম্বন করিবেন না; শাস্ত্রানুসারে শত্রুবিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ জন্মে না। শস্ত্র দ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; কারণ ক্রোধই ঐ হত্যার মূলীভূত। বিশেষত আত্মা অবধ্য; সুতরাং আত্মার বিনাশ করা কখনই সম্ভবপর নহে। যেমন কোন ব্যক্তি পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা এক শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কলেবর আশ্রয় করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা উহাকেই মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন

ষোড়শ অধ্যায়।

তখন অমর্ষপরায়ণ তেজস্বী ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, নরনাথ! ইহলোকে আপনার কোন ধর্ম্ম অবিদিত নাই। আমরা সতত আপনার চরিত্রের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোনক্রমেই উহাতে সমর্থ হই না। আমি বারংবার মনে করি যে, আপনাকে উপদেশ প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য, অতএব তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু দুঃখাবেগপ্রভাবে কোন ক্রমেই নিরস্ত থাকিতে পারি না। এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার মোহবশতঃ আমাদের সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়াছে এবং আমরাও নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়াছি। আপনি প্রজারক্ষক ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত দৈন্যগ্রস্ত কাপুরুষের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছেন? আপনি লোকের সদ্গতি ও দুর্গতি এবং ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে আমি আপনাকে রাজ্য গ্রহণ বিষয়ে অনুরোধ করিয়া যে যুক্তিযুক্ত কথা কহিতেছি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ব্যাধি দ্বিবিধ— শারীরিক ও মানসিক, ঐ উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখ দ্বারা দুঃখ লাভ করে। কফ, পিত্ত ও বায় এই তিনটি শারীরিক গুণ। যাহাদিগের এই তিন গুণ সমভাবে থাকে, তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদিগের এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তাহাদিগকে অসুস্থ বলা যায়। পণ্ডিতেরা উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তের নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক রোগের প্রতিবিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনেরও তিন গুণ আছে। সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। যাহাদিগের গুণত্রয় সমভাবাপন্ন থাকে, তাহারাই সুস্থ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। শোক দ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষ দ্বারা শোকাবেগ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকে সুখসম্ভোগ কালে দুঃখ স্মরণ ও অনেকে দুঃখের সময় সুখ স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনি কখনই দুঃখে অভিভূত বা সুখে একান্ত আসক্ত হন নাই। সুতরাং আপনার সুখ দুঃখ স্মরণ হইবার বিষয় কি? অথবা যদি আপনি স্বভাবের দুস্ত্যজ্যতা বশতঃ এক্ষণে দুঃখ স্মরণ করেন, তাহা হইলে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী যে আমাদিগের সমক্ষে সভামধ্যে সমানীত হইয়াছিলেন, আমরা অজিন পরিধান পূর্ব্বক নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যে মহারণ্যে বাস করিয়াছিলাম, চিত্রসেনের সহিত আমাদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল; দুরাত্মা জটাসুর ও জয়দ্রথ আমাদিগকে যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং অজ্ঞাতবাসকালে পাপাত্মা কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই সমুদায় দুঃখ স্মরণ করাই আপনার কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত আপনার যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মনের সহিত সেই রূপ যুদ্ধ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে শরনিকর বা বন্ধুবান্ধবের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেবল নির্ব্বিকল্পাত্মক আত্মাকে সহায় করিতে হইবে। যদি এই যুদ্ধে আপনি জয়লাভ না করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে দেহান্তর আশ্রয় করিয়াও পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ পুনরায় মনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। অতএব আজিই আপনার আত্মাকে একাগ্র করিয়া মনকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উহাকে জয় করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অতঃপর এই বুদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক মনকে বশীভূত করিয়া পিতৃপিতামহগণের রীত্যনুসারে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হউন। এক্ষণে আমাদিগের সৌভাগ্যবশতই পাপাত্মা দুর্য্যোধন অনুচরগণের সহিত নিহত ও দ্রৌপদীর কেশকলাপ সংযত হইয়াছে। আমরা বলবীর্য্যশালী বাসুদেবের সহিত আপনার কিঙ্কর হইলাম। আপনি অতঃপর প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি কেবল অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, বল, অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হইয়া রাজ্যভোগে বাসনা করিতেছ। এক্ষণে ঐ সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া সুখী হও। যে ভূমিপতি এই অখিল ভূমণ্ডলমধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্যভোগের প্রশংসা করিতেছ? এক দিন বা কতিপয় মাসের কথা দূরে থাকুক, যাবজ্জীবন চেষ্টা করিলেও কেহ আশা পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আর কাষ্ঠশূন্য হইলে শান্ত ভাব অবলম্বন করে; অতএব তুমি অল্পাহার দ্বারা সমুদ্দীপ্ত জঠরানলের সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তি কেবল আপনার উদরপূরণের নিমিত্তই অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজয় কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। তুমি ঐশ্বর্য্য ও কামাসক্ত মানবগণকে প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু যাঁহারা ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহারাই চরমে পরম পদ লাভে সমর্থ হয়। রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে; অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া মহৎ ভার হইতে বিমুক্ত হও। ব্যাঘ্র আপনার উদরপূরণের নিমিত্ত অধিকতর আহার সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং লোভপরতন্ত্র অন্যান্য মৃগেরা তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়। রাজাও ব্যাঘ্রের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া অধিক সংগ্রহ করেন, আর অন্যে তাহার সেই সংগৃহীত দ্রব্যজাত অনায়াসে ভোগ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রায় কোন নরপতিই বিষয়সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন না। পত্রভোজী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, জলাহারী ও বায়ুভক্ষ তপস্বীরাই নরক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে নরপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাকে কৃতকার্য্য বলা যায় না; যাঁহার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই যথার্থ কৃতকার্য্য; অতএব এক্ষণে সংকল্পিত বিষয়ে নিরাশ, নিশ্চেষ্ট ও মমতাশূন্য হইয়া অক্ষয় পদ লাভের চেষ্টা কর, ভোগাভিলাষপরিশূন্য ব্যক্তি কখনই শোকে অভিভূত হন না। তুমি বৃথা কেন ভোগ্য বস্তুর নিমিত্ত অনুতাপিত হইতেছ; অচিরাৎ ভোগাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয় হইতে বিমুক্ত হও। দেবলোক ও পিতৃলোক এই উভয় স্থানে গমন করিবার পথ অতি সুপ্রসিদ্ধ। যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহারা পিতৃলোকে, আর যাহারা অভিমানশূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করত দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন। তাঁহাদিগকে মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হয় না। ইহলোকে ভোগ্য বস্তুই বন্ধন ও কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরম পদ লাভে সমর্থ হয়।

হে পার্থ! পূর্ব্বে জনক রাজা মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি; কিন্তু আমার কিছুই নাই। এই মিথিলা নগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলে কখনই অশোচ্য বিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে না এবং পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় জন সমাজ হইতে অন্তরিত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কার্য্য সকল সন্দর্শন করে। যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় অবলোকন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা অন্যের অজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের বাক্যাববোধে সমর্থ, তিনি সমাজমধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি শরীরস্থিত পঞ্চভূতকে একবার, আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। মূর্খ, লঘুচেতা, নির্ব্বোধ, তপোনুষ্ঠানবিমুখ ব্যক্তিরা কদাচ ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হয় না। যথার্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। ফলত সকল কার্য্যই বুদ্ধির আয়ত্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যশল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুঃখশোকসন্তপ্ত চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বিদেহরাজ জনকের স্বীয় মহিষীর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে। আমি আপনার সমীপে সেই কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ জনক রাজ্য, ধন, রত্ন ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধহীন ও নিরীহ হইয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলে তাঁহার মহিষী তাঁহাকে ভৃষ্ট যবমুষ্টি ভিক্ষা করিতে দেখিয়া নির্জ্জনে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ক্রোধস্বরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি নিমিত্ত ধনধান্য পরিপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে? ভৃষ্ট যবমুষ্টি যাচ্ঞা করা কি তোমার কর্ত্তব্য? তুমি সমুদায় রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু ভৃষ্ট যবমুষ্টি গ্রহণ লোভ থাকাতে তোমার সর্ব্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন ক্রমেই অতিথি, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তোমার এই পরিশ্রম বিফল হইবে। তুমি ক্রিয়াকলাপ বিবর্জ্জিত হইলে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন। ইতি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অসংখ্য লোক তোমার নিকট জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে তুমিই অন্যের অনুগ্রহে আপনার উদরপূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আজি স্বীয় সমুজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন প্রত্যাশায় ইতস্তত পরিভ্রমণ করাতে তোমার জননী পুত্রহীন ও ভার্য্যা পতিবিহীন হইলেন। ধর্ম্মফললাভার্থী ক্ষত্রিয়গণ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া সতত তোমার উপাসনা করিতেন। তুমি তাঁহাদিগের আশা বিফল করিয়া কোন্ লোকে গমন করিবে? প্রাণীমাত্রেই অদৃষ্টের অধীন; সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিলেও লোকে মোক্ষলাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ। তুমি যখন ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছ, তখন তুমি নিতান্ত পাপাত্মা; তোমার কোন লোকেই অধিকার নাই। তুমি কি নিমিত্ত গন্ধমাল্য, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ? তুমি নিপানের ন্যায়, মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ; আত্মোদরপূরণার্থ অন্যের উপাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কর্ম্মহীন হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছ। হস্তীও কার্য্যবিহীন হইলে ক্রব্যাদ ও কৃমিগণ তাহার মাংস ভোজন করে। হায়! যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দণ্ড কমণ্ডলু ও বসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তুমি কি নিমিত্ত তাহাতে অনুরক্ত হইতেছ? তুমি সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভৃষ্ট যবমুষ্টি ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ যবমুষ্টিও রাজ্যাদির ন্যায় লোভের দ্রব্য। সুতরাং উহা গ্রহণ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! এক্ষণে তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর। যে ব্যক্তি পরম সুখার্থী সন্ন্যাসীদিগের সন্ন্যাহৃত কমণ্ডলু প্রভৃতি দর্শন ও স্বয়ং তৎসমুদয়ের আহরণে যত্ন করে, তাহার প্রাসাদ, শয়নীয়, যান, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সতত প্রতিগ্রহ করে, আর যে ব্যক্তি নিরন্তর দান করে, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যে ব্যক্তি সতত যাচ্ঞা করে, তাহাকে দক্ষিণা দান করা দাবানলে আহুতি প্রদানের তুল্য। হুতাশন যেমন দাহ্য বস্তু না পাইলে স্বয়ং প্রশান্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ যাচক ব্রাহ্মণও ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে স্বয়ং নিরস্ত হয়। ইহলোকে সাধু লোকেরা অন্ন দান করিবার নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন। রাজা যদি দাতা না হন, তাহা হইলে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারেন। ইহলোকে অন্নসম্পন্ন মানবগণই গৃহস্থ হইয়া থাকে। ভিক্ষুকগণ তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই জীবন ধারণ করে। সকলেই অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, অতএব অন্নদাতাই প্রাণদাতার স্বরূপ। গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণ গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দমগুণপ্রভাবে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। লোকে কথঞ্চিৎ বিষয় ত্যাগ, মস্তক মুণ্ডন বা

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না। যে ব্যক্তি সরল ভাবে সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থই ভিক্ষুক। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অনুরাগীর ন্যায় ব্যবহার এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কষায় বসনধারী মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিবিধ কর্মপাশে বদ্ধ হইয়া দান গ্রহণার্থ পরিভ্রমণ ও মঠশিষ্যাদি লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ বেদাধ্যয়ন, বার্তাশাস্ত্র ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ড ও কষায় বস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। মুণ্ডব্রতধারী ধর্ম্মধ্বজীদিগেরই কষায় বস্ত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া অজিনধারী, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড ও জটাধর সন্ন্যাসীদিগকে প্রতিপালন করিয়া সমুদায় লোক জয় কর। যে ব্যক্তি গুরুলোকের প্রীতি সম্পাদনার্থ অহরহঃ বিপুলদক্ষিণ বহুপশু সমন্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই জগতে তাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ আর কে হইতে পারে?

হে ধর্ম্মরাজ! লোকে যে রাজর্ষি জনককে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তিনিও এইরূপে মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হয়, মোহ সকলকেই অভিভূত করিতে পারে। অতঃপর আপনি আর মোহের বশতাপন্ন হইবেন না। বদান্য মনুষ্যেরাই গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা অনৃশংস কামক্রোধবর্জ্জিত, দানধর্ম্মপরায়ণ, গুরুসেবানিরত ও সত্যবাদী হইয়া যথাবিধি দেবতা ও অতিথিদিগের সেবা করত প্রজাপালন করিলেই ইষ্টলোক লাভ করিতে পারিব সন্দেহ নাই।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ উভয়ই অবগত আছি। বেদে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেখ, শাস্ত্র সমুদায় নিতান্ত জটিল। যুক্তি দ্বারা উহার যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক্ অবগত আছি। তুমি কেবল বীরব্রতধারী ও অস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থ নও। যদি তুমি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ও ধর্ম্মনিশ্চয় সম্যক্‌রূপ অবগত হইতে তাহা হইলে আমাকে কদাচ এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে না। যাহা হউক, তুমি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ নিবন্ধন আমাকে যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যুদ্ধধর্ম্ম ও কার্য্যনৈপুণ্য বিষয়ে এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার সদৃশ আর কেহই নাই। তুমি যুদ্ধবিষয়ে সূক্ষ্মতর নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে পার। কিন্তু আমি যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কেবল যুদ্ধশাস্ত্রই অনুশীলন করিয়াছ। জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা কর নাই এবং যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সংক্ষেপ ও সবিস্তরে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনির্ণয়ও সবিশেষ অবগত নও। বুদ্ধিমান্ লোকে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন যে, তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ শ্রেষ্ঠ। তুমি ধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ, কিন্তু আমি উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি না। দেখ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে অক্ষয়লোক লাভ করিয়া থাকেন। আর অন্যান্য বনবাসীরাও স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। আর্য্য ব্যক্তিরা বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া ত্যাগশীল ব্যক্তিদিগের অধিকৃত উত্তর দিক্‌স্থিত লোক সমুদায় লাভ করিয়া থাকেন। আর ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিরা শ্মশানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী লোকে গমন করেন। মোক্ষার্থীরা যে গতি লাভ করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রার্থনীয়। এক্ষণে যোগের বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সার ও অসার পরীক্ষার্থ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক ও বিবিধ শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে যেমন কদলীস্তম্ভ বিপাটনপূর্ব্বক তন্মধ্যে সার নিরীক্ষণ করে না, তদ্রূপ তাঁহারাও শাস্ত্রমধ্যে সার নিরীক্ষণে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ অদ্বৈতভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক দেহমধ্যে অবস্থিত আত্মাকে ইচ্ছাদিসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ আত্মা চক্ষুর অপ্রত্যক্ষ, বাক্যে অনির্দ্দেশ্য ও অতি সূক্ষ্মস্বরূপ। উহা অবিদ্যাপ্রভাবে জীব রূপে পরিবর্ত্তন করিয়াছে। লোকে মন ও ইচ্ছাকে দমন, অহঙ্কার ও ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ এবং আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই সুখী হয়।

হে ধনঞ্জয়! এইরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির গোচর সাধুজনসেবিত পথ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি নিমিত্ত অনর্থবহুল অর্থের প্রশংসা করিতেছ। জ্ঞানসম্পন্ন দানযজ্ঞাদিনিরত ব্যক্তিরাও অর্থকে অনর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলে আর কতকগুলি এরূপ লোক আছে, যাহারা অধ্যয়ন করিয়া পূর্ব্বজন্মসংস্কার বশত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঐ রূপ লোকেরা নিতান্ত মূঢ়। উহারা আত্মা নাই বলিয়া বাচালতা প্রকাশপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করে। হে অর্জ্জুন! এই জীবলোকে এরূপ বহুসংখ্য শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও মহল্লোক আছেন যে, তাঁহাদের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া আমাদের বা অন্যান্য লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহাহউক, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে তপ ও বুদ্ধিপ্রভাবে মহত্ত্ব এবং ত্যাগ দ্বারা অবিনশ্বর সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসান হইলে পর মহাতপস্বী সদ্বক্তা দেবস্থান তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন ধনকে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, আমি তোমার সমক্ষে তাহা সপ্রমাণ করিব; তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ, অতএব অকারণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। লোকমধ্যে যে চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে তুমি প্রভূত দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ঋষিগণ বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধন যাচ্‌ঞা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করা শ্রেয়। যাচ্‌ঞা করা নিতান্ত দোষাবহ। যে সকল নির্দ্ধন ব্যক্তি যজ্ঞাদির নিমিত্ত অতি কষ্টে ধন ও বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহপূর্ব্বক পাত্রসাৎ না করিয়া অপাত্রে সমর্পণ করে, তাহারা আত্মাকে ব্রহ্মহত্যা দোষে দূষিত করিয়া থাকে। পাত্র অপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

যাহাহউক, ভগবান্ বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই অর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পুরুষকে উহার রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; অতএব যজ্ঞাদিতে সমস্ত ধন ব্যয় করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাবেই সমস্ত দেবতাকে অতিক্রম ও ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস মহাত্মা মহাদেব সর্ব্বযজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বিশ্বমধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র অপেক্ষা ধনসম্পত্তিশালী মহীপতি মরুত্ত সুবর্ণময় যজ্ঞীয় পাত্র সকল নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে লক্ষ্মী স্বয়ং আগমন করেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক শোকতাপশূন্য ও পুণ্যশালী হইয়াছিলেন। উঁহার সম্পত্তিও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক ছিল। অতএব যজ্ঞেই সমুদায় ধন ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

দেবস্থান কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট জ্ঞানোপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন, যে, সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ, সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। মনুষ্যের কাম সকল কূর্ম্মের শুণ্ডাদির ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেই আত্মজ্যোতি প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ এককালে পরাজিত হইয়া যায়, তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আর যৎকালে প্রাণিগণের অনিষ্টবাঞ্ছা তিরো-

হিত হয় এবং কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সময়েই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। হে ধর্ম্মনন্দন! এইরূপে প্রাণিগণের মধ্যে যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন; অতএব বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জগতে কেহ কেহ সন্ধির ও কেহ কেহ যুদ্ধের প্রশংসা করে এবং কেহ কেহ ঐ উভয়ের প্রশংসা করেন না। কেহ কেহ যজ্ঞ, কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম, কেহ কেহ দান ও কেহ কেহ প্রতিগ্রহকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে। আর কেহ কেহ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া থাকে। কেহ কেহ অরাতিগণের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ ও প্রজা প্রতিপালন এবং কেহ কেহ বা নির্জ্জনবাসকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুও অহিংসা, সত্যবাক্য, সম্যক্‌রূপে বিভাগ, দয়া, দম, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা এবং স্বয়ং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, এই সকলকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি যত্নসহকারে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যে রাজনীতিবেত্তা ক্ষত্রিয় জীতেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় রাজ্যমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন, অসাধুগণের নিগ্রহ, সাধুগণের সম্মান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বন্য ফলমূল দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে নিরত হন, তিনি উভয়লোকেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! আমার মতে মুক্তিপদ লাভ করা নিতান্ত কঠিন। উহাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব ভূপতিদিগের পক্ষে প্রজাপালনাদিই শ্রেয়। যাঁহারা সত্য, দান, তপস্যা ও অহিংসাদি গুণসম্পন্ন হইয়া কাম ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং গো ও ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। রুদ্র, বসু, আদিত্য সাধ্য ও রাজর্ষিগণও ঐ সকল ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে শত্রুজয় ও নিতান্ত দুর্লভ রাজ্য অধিকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সন্তপ্ত হইতেছেন? ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই শ্রেয়স্কর; উহা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আর ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস ও তপস্যা এবং ক্ষত্রিয়ের সংগ্রামমৃত্যুই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শস্ত্রনিষ্ঠ ও অতি ভয়ঙ্কর। সংগ্রামকালে শস্ত্র দ্বারা মৃত্যুলাভ হওয়াই ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়। ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে এই জীবলোকে অতিশয় সম্মানাস্পদ হইয়া থাকেন। সন্ন্যাস, যাচ্ঞা, তপ ও পরধনে জীবিকানির্ব্বাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পূর্ব্বাপরদর্শী; অতএব এক্ষণে শোক সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বজ্রের ন্যায় অতি কঠিন; উহাতে শোক সন্তাপ প্রবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে শত্রুজয় ও নিষ্কণ্টক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, অতঃপর দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হইয়াও স্বীয় কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নরবৃত্তিবার পাপস্বভাব জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যও পূজ্য ও প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবেই দেবগণের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোক তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের ন্যায় প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরমৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহা ঘটিয়াছে, উহা অবশ্যম্ভাবী, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন যাহা কহিলেন, সমুদায়ই যথার্থ। শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রমেই পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেবতা পিতৃলোক ও অতিথি গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভৃত্যগণ ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী সমুদায় গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয়। অতএব গৃহী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্মপ্রতিপালনে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে যত্ন কর। তোমার বেদজ্ঞান ও প্রভূত তপঃসাধন হইয়াছে; অতঃপর পৈত্রিক রাজ্যভার বহন করাই তোমার কর্ত্তব্য। তপস্যা, যজ্ঞ, ক্ষমা, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, একান্তশীলতা, তুষ্টি ও জ্ঞান ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম। আর যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জ্জন, পৌরুষপ্রকাশ, সম্পদে অসন্তোষ, দণ্ডধারণ, উগ্রতা, প্রজাপালন, বেদজ্ঞান, বিবিধ তপোনুষ্ঠান, প্রভূত ধনোপার্জ্জন ও পাত্রে দান এই সমস্ত কার্য্য ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সকল কর্ম্মপ্রভাবেই ক্ষত্রিয়েরা উভয় লোকে জয়লাভ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায়ের মধ্যে দণ্ডধারণই সর্ব্বপ্রধান। সেই দণ্ড আপনার বলসাপেক্ষ; সুতরাং বলই ক্ষত্রিয়ের মহৎ গুণ। বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়া গিয়াছেন যে, সর্প যেমন মূষিকদিগকে গ্রাস করে, তদ্রূপ পৃথিবী যুদ্ধনৈপুণ্যবিহীন রাজা ও প্রবাসী ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! রাজর্ষি সুদ্যুম্ন দণ্ড ধারণ করিয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহারাজ সুদ্যুম্ন কি রূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! পুরাতন ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, শংসিতব্রত শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই সহোদর বাহুদা নদীর অনতিদূরে পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ঐ আশ্রমদ্বয় পুষ্পফলান্বিত পাদপসমূহে পরিশোভিত ছিল। একদা মহর্ষি লিখিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তপোধন শঙ্খ ঐ সময় স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আশ্রমে না দেখিয়া তত্রত্য বৃক্ষ হইতে সুপক্ব ফল সমুদায় আহরণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিশ্রব্ধ চিত্তে ফল ভক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে শঙ্খ স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি এই সকল ফল কোথায় পাইলে? তখন লিখিত তাঁহার সমীপে আগমন ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, মহাশয়! আমি আপনারই আশ্রম হইতে এই সমস্ত ফল গ্রহণ করিয়াছি। তখন শঙ্খ ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কনিষ্ঠকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফল গ্রহণ করিয়া চৌরের কর্ম্ম করিয়াছ। অতএব অচিরাৎ রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা কর। তখন ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে অবিলম্বে সুদ্যুম্ন রাজার দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ সুদ্যুম্ন দ্বারপালমুখাৎ ভগবান্ লিখিতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণসমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন; আমাকে কি করিতে হইবে? তখন মহাত্মা লিখিত কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমার বাক্য রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, অতএব আমি যাহা বলিব, কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহার আশ্রমের ফল ভক্ষণপূর্ব্বক চৌরের কার্য্য করিয়াছি, আপনি অচিরাৎ আমাকে শাসন করুন। তখন সুদ্যুম্ন কহিলেন, ভগবন্। রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের ন্যায় তাহার দোষ মার্জ্জনও করিতে পারেন। আপনি ব্রতপরায়ণ ও পবিত্র কর্ম্মশালী; অতএব আমি আপনার দোষ মার্জ্জন করিলাম। এক্ষণে আপনি দণ্ডবিধান ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করেন?

হে মহারাজ! মহাত্মা সুদ্যুম্ন এই কথা কহিলে দ্বিজবর লিখিত

কোন রূপে অন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। প্রত্যুত বারংবার ভূপতিকে দণ্ডবিধানার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ সুদ্যুম্ন সেই মহাত্মার করদ্বয় ছেদন করিয়া তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন। মহানুভব লিখিত এইরূপে দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ভূপতি আমার প্রতি এই দণ্ডবিধান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই। তোমাকে ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে দেখিয়া তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে বাহুদা নদীতে গমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক দেবতা ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর। আর কদাপি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। ভগবান্ লিখিত শঙ্খের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক তর্পণ করিবার উপক্রম করিলেন। তিনি তর্পণ করিতে উদ্যত হইলেই তাঁহার বাহুদ্বয় পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইল। মহাত্মা লিখিত তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বীয় করদ্বয় প্রদর্শন করিলেন। তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাতঃ! এ বিষয়ে অন্য কোন আশঙ্কা করিও না, আমার তপঃপ্রভাবেই এইরূপ হইয়াছে। মহাত্মা লিখিত ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনার ঈদৃশ তপঃপ্রভাব, তবে কেন আমাকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ না করিয়া পবিত্র করিলেন না? তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার দণ্ডবিধানে ত আমার অধিকার নাই। এই নিমিত্তই তোমাকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার দণ্ডনিবন্ধন সেই দণ্ডধর ভূপতি ও তুমি তোমরা উভয়েই পিতৃলোকের সহিত পবিত্রতা লাভ করিয়াছ।

বেদব্যাস কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ সুদ্যুম্ন এইরূপে মহাত্মা লিখিতের দণ্ডবিধান করিয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব প্রজাপালন ও দণ্ডবিধানই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। মুণ্ডব্রত অবলম্বন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার ভ্রাতৃগণ অরণ্যবাস কালে যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। তুমি নহুষতনয় যযাতির ন্যায় পৃথিবী পালন কর। তোমার ভ্রাতৃগণ বনমধ্যে অতিক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে উঁহারা দুঃখাবসানে সুখানুভব করুন। তুমি কিয়ৎকাল ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিবে। তুমি অগ্রে অতিথি, পিতৃ ও দেবগণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত হও। পশ্চাৎ যেরূপ অভিলাষ হয় করিও। অগ্রে সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ আরণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার শ্রেয়। তুমি ব্রাহ্মণগণকে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিলেই তোমার মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ হইবে।

এক্ষণে আমি তোমাকে আরও কএকটি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমাকে কদাচ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে না। পরস্বাপহারী দস্যুর সমকক্ষ ব্যক্তিরাই ভূপালকে যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। যে রাজা দেশকাল প্রতীক্ষা করিয়া দস্যুকেও বিনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে কদাচ হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা না করেন, তাঁহাকে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশে লিপ্ত হইতে হয়।

রাজা ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে নির্ভীক হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা কাম ও ক্রোধকে পরাজয় করিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রজাবর্গের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকে কদাচ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না। রাজা যদি দৈবের প্রতিকূলতা বশত কোন কার্য্য সংসাধন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে দোষী বলা যাইতে পারে না। বল দ্বারাই হউক বা বুদ্ধিকৌশলেই হউক শত্রুনিগ্রহে যত্নবান্ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্যে পাপসঞ্চার করা উচিত নহে; প্রত্যুত যাহাতে পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়। বীর ও সাধুলোকের সম্মান এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদিগকে প্রতিপালন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বহুশ্রুত ব্যক্তিকেই ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করিবে। বহুগুণসম্পন্ন হইলেও এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে। যে রাজা প্রজাপালনে অক্ষম, অসূয়াপরবশ, অভিমানপরতন্ত্র ও মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষায় পরাঙ্মুখ, তাঁহাকে পাপগ্রস্ত ও জনসমাজে দুর্দ্দান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইতে হয়। যদি প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে রক্ষিত না হইয়া দৈবের প্রতিকূলতা বশত নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন ও তস্করদিগের উপদ্রবে একান্ত ভীত হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজাকে যাহার পর নাই পাপভাগী হইতে হয়। সুমন্ত্রণা ও সুনীতির অনুসারে পুরুষকার প্রদর্শন করিলে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি দৈবপ্রভাবে সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে রাজাকে পাপভাগী হইতে হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে পূর্ব্বতন রাজর্ষি হয়গ্রীবের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা শত্রুনিগ্রহ ও প্রজাপালনপূর্ব্বক মহীয়সী কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। উনি একাকী অশ্বচতুষ্টয়সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক শত্রুসংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং সংগ্রামে নিহত হন। তিনি নিরহঙ্কার হইয়া বুদ্ধিবলে ও নীতিকৌশলে রাজ্য রক্ষা করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিমানশূন্য হইয়া দৈব ও মানুষ কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান এবং দণ্ডনীতি সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন তিনি বিদ্বান্, শ্রদ্ধাবান্, ত্যাগশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ঐ মহীপাল বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক এই জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া মেধাবী, বিচক্ষণ ও সাধুসম্মত ব্যক্তিদিগের লোক লাভ করিয়াছেন। তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোক সমুদায়কে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে সোমরস পান, ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন, প্রজাবর্গের প্রতি অপরাধানুসারে দণ্ড বিধান করিতেন। ঐ মহাত্মার চরিত্র অতি বিচিত্র ও শ্লাঘনীয়। বিদ্বান্ সাধু লোকেরা সতত তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়া বীরজনসমুচিত লোক সমুদায় অধিকার করিয়াছেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে কুপিত অবলোকন এবং মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে এই মর্ত্ত্য রাজ্য ও অন্যান্য বিবিধ ভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। পতিপুত্রবিহীনা কামিনীগণের বিলাপ শ্রবণে আমার চিত্ত শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে; আমি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

মহাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে যোগবিদগ্রগণ্য বেদবেত্তা বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! কর্ম্মানুষ্ঠান যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা কিছুই লাভ হয় না এবং এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দান করিতেও পারে না। ভগবান্ বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অনায়াসেই তৎসমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে নিতান্ত মূর্খেরও ভূরি ভূরি অর্থ লাভ হইয়া থাকে। অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত না হইলে শিল্প কি মন্ত্র কি ঔষধি কিছুতেই ফলোদয় হয় না; কিন্তু সময় সমুপস্থিত হইলে সমস্তই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে কাল সহকারে বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত, জলদগণ সলিল সমাযুক্ত, বনস্থিত পাদপগণ পুষ্পপরিশোভিত, সলিল সমুদায় পদ্মপত্রসমাকীর্ণ, রজনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চন্দ্র ষোড়শ কলাপরিপূর্ণ হয়। উপ-

মৃত্যু কাল উপস্থিত না হইলে কখনই পাদপাবলির ফলপুষ্পোদ্গম, নদী সমূহের প্রবল বেগ, পশু পক্ষী ও পন্নগগণের মত্ততা, কামিনীগণের গর্ভ গ্রীষ্ম বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, জীবগণের জন্ম মৃত্যু, বালক দিগের মধুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি, নরগণের যৌবন প্রাপ্তি; যত্নসমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম, ভগবান্ ভাস্করের উদয় ও অস্তাচলে সমাগম এবং ভগবান্ চন্দ্রমা ও তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

হে কৌন্তেয়! এই বিষয়ে সেনজিৎ রাজার পুরাতন ইতিবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিলেন যে, দুর্নিবার কালের গতি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কালক্রমে সকল ভূপতিকেই শমনসদনে গমন করিতে হইবে, এক জন অন্য ব্যক্তিকে, অপরাপর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিনাশ করে, ইহা কেবল কথামাত্র, বস্তুত কেহ কাহাকে বিনাশ করে না, প্রাণিগণের স্বভাবতই জন্মমৃত্যু নিরূপিত রহিয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই ধন নষ্ট বা পুত্র কলত্র ও পিতা নিহত হইলে হা কি হইল! হায় কি হইল! এই অনুধ্যান করিয়া দুঃখের প্রতিকার করিয়া থাকে। তুমি কি নিমিত্ত সেই মূঢ়দিগের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ। দেখ, দুঃখ করিলেই দুঃখ এবং ভয় করিলেই ভয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সসাগরা পৃথিবী আপনার আবার আপনার আত্মাও আপনার নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া কখনই মুগ্ধ হন না। এই ভূমণ্ডলে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র ও হর্ষের বিষয় শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই সতত তৎসমুদায়ে অভিভূত হয়, কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তিরা কখনই উহাতে আক্রান্ত হন না। প্রথমত যে বস্তু প্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার দুঃখজনক হয় এবং যাহা প্রথমে অপ্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার সুখকর হইয়া উঠে। জীবমণ্ডলে সুখ দুঃখ এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে প্রকৃত সুখ নাই, কেবল দুঃখই আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্যকে সতত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের অভাবই সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লোকের আশা পূর্ণ না হইলেই দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহলোকে সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করিয়া থাকে, কেহই নিয়ত দুঃখ বা নিয়ত সুখ ভোগ করে না। অতএব যে ব্যক্তি শাশ্বত সুখ লাভে অভিলাষ করেন, তাঁহাকে লৌকিক সুখ ও দুঃখ উভয়কেই জয় করিতে হয়। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আয়াস সমুপস্থিত হয়, তাহা সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় অবশ্য পরিত্যাজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত চিত্তে তাহা অনুভব করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুত্রকলত্রগণের অল্পমাত্র প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিলেই জানিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আত্মীয় হইয়াছে। যাহা হউক, ইহলোকে যাহারা নিতান্ত মূঢ় এবং যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহারাই সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে; মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিতান্ত ক্লেশে কালাতিপাত করিতে হয়। সুখদুঃখবেত্তা মহাত্মা সেনজিৎ এই সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন।

আর দেখ, যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ দর্শনে দুঃখ বোধ করে, সে কদাচ সুখী হইতে পারে না। কোন কালেই লোকের দুঃখের অন্ত নাই। সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ, লাভালাভ বিপদ্ সম্পদ্ ও জন্ম-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কিছুতেই আহ্লাদিত বা শোকার্ত্ত হন না। নরপতিদিগের যুদ্ধই যাগ স্বরূপ, দণ্ডনীতির আলোচনাই যোগ স্বরূপ, আর যজ্ঞে দক্ষিণা দানই সন্ন্যাস স্বরূপ। রাজা নিরহঙ্কৃত ও যত্নশীল হইয়া নীতিমার্গানুসারে বুদ্ধিপূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা, ধর্ম্মানুসারে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত, সংগ্রামে জয় লাভ, যজ্ঞে সোমরস পান, প্রজা পরিবর্দ্ধন, যুক্তি অনুসারে দণ্ডবিধান, সম্যক্‌রূপে বেদ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং চারি বর্ণের প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া পরিশেষে সমরশয্যায় শয়ন করিতে পারিলেই পবিত্রতা লাভ ও চরমে দেবলোকে বাস করিতে সমর্থ হন। মহারাজ! যে রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলে পুরবাসী, প্রজা ও অমাত্যগণ তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

তখন উদার বুদ্ধি ধর্ম্মরাজ বিনীত বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তোমার মতে ধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ এবং নির্ধন ব্যক্তির স্বর্গ, সুখ ও অর্থ লাভ হয় না। কিন্তু বৎস! ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত, সন্দেহ নাই। অনেকানেক ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠাননিরত হইয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা ঋষিদিগের ন্যায় স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রহ্মচারী ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হন দেবগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেহ কেহ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। বৈখানসদিগের মতে জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাদিগের বাক্যানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। অজ, পৃশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায় প্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। লোকে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও নিতান্ত দুষ্কর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি বেদোক্ত কার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণ দিগ্‌স্থ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে। আমি পূর্ব্বে তোমাকে কহিয়াছি যে, কর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণই দক্ষিণদিগ্‌স্থিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। উত্তর দিকে যে পথ আছে, যোগীরা সেই পথ দিয়া অক্ষয় লোকে গমন করেন পুরাণবেত্তারা ঐ উভয় পথের মধ্যে উত্তরদিগের পথকেই সবিশেষ প্রশংস

হে ধনঞ্জয়! সন্তোষপ্রভাবে স্বর্গ ও পরম সুখ লাভ হয়। সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্তোষসুখ অনুভব করিতে পারেন। সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি। এক্ষণে রাজা যযাতি যাহা কহিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে লোকের কাম সকল কূর্ম্মঅঙ্গের ন্যায় প্রতিসংহৃত হয়। পুরুষ যখন স্বয়ং ভীত হয় না এবং কাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে না, যখন সে ইচ্ছাদ্বেষশূন্য হয় এবং প্রাণিগণমধ্যে কায়মনোবাক্যেও পাপ স্বভাব প্রকাশ করে না, তখনই ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। যিনি অভিমান ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি পুত্র কলত্র বিবর্জ্জিত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সেই সাধু ব্যক্তিই মুক্তি লাভের উপযুক্ত পাত্র।" হে অর্জ্জুন! এই সংসারে কেহ কেহ ধর্ম্ম, কেহ কেহ চরিত্র এবং কেহ কেহ বা ধন লাভের বাসনা করিয়া থাকে। অর্থ ভিক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান না করাই শ্রেয়। যাচ্ঞা করিলে মহাদোষে দূষিত হইতে হয়। যাহারা ধনার্থী, তাহারা কখনই অবশ্য পরিহার্য্য বস্তু পরিহার করিতে পারে না। আমরা ইহা সততই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তোমার উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহাদিগের অর্থোপার্জ্জন স্পৃহা বলবতী, সৎকর্ম্ম তাহাদের নিকট স্থান লাভে সমর্থ হয় না। অন্যের অনিষ্টাচরণ ব্যতিরেকে কিছুতেই অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার অর্থ হস্তগত হইলে মনোমধ্যে সততই ভয় উপস্থিত হয়। যাহারা অতি দুষ্পাত্র এবং ভয় ও শোক বিবর্জ্জিত, তাহারা অল্পমাত্র অর্থ লাভের অভিলাষে ব্রহ্মহত্যাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রভু ভৃত্যদিগকে অর্থ প্রদান না করিলে অতিশয় অযশোভাগী হন এবং অর্থ প্রদান করিলেও ব্যয় নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া থাকেন। বিশেষত অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সততই চৌরভয়ে ভীত হইতে হয়। কিন্তু ভোগাভিলাষবিমুক্ত পরম সুখী নির্দ্ধন ব্যক্তি কাহারই নিন্দাভাজন বা কাহার ভয়ে ভীত হয় না। পাছে লোভ বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে তিনি দৈব কার্য্য অনুষ্ঠানার্থ যা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন, তাহাতেও অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা যজ্ঞসংস্কার উদ্দেশে যাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই ধন এবং ধনরক্ষক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ধন যাগযজ্ঞে ব্যয় করাই কর্ত্তব্য; উহা দ্বারা ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করা উচিত নহে। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে ধন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য অনেকেই বিবেচনা করেন যে, ধন কাহারই অধিকৃত নহে। অতএব পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ধন দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সৎ পুরুষেরা উপার্জ্জিত অর্থ দান করিবারই উপদেশ দিয়াছেন, ভোগ বা অপব্যয় করিতে আদেশ করেন নাই। দানরূপ সুমহৎ কার্য্য বিদ্যমান

থাকিতে অর্থসঞ্চয় করা নিতান্ত অনুচিত। দানও পাত্র বিবেচনা করিয়া করা কর্ত্তব্য। যে নির্ব্বোধেরা ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে অর্থ দান করে, তাহাদিগকে দেহান্তে শত বৎসর পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব পাত্রাপাত্রের পরিজ্ঞান নিবন্ধন দানধর্মও নিতান্ত দুষ্কর। অযোগ্য পাত্রে দান করা আর যোগ্যপাত্রে দান না করা এই দুইটি উপার্জ্জিত ধন ব্যবহারের সম্যক্ ব্যতিক্রম, সন্দেহ নাই।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহাত্মন্! এক্ষণে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারাজ দ্রুপদ, বিরাট, ধর্ম্মজ্ঞ বসুসেন, রাজা ধৃষ্টকেতু ও অন্যান্য নানাদেশীয় ভূপালগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করাতে আমি শোকে অধীর হইয়াছি। হায়! আমা হইতেই আমাদের কুলক্ষয় হইল। আমি নিতান্ত রাজ্যকামুক ও নরাধম। পূর্ব্বে যিনি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন, আমি রাজ্যলোভে সেই পিতামহকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি। সংগ্রামসময়ে শিখণ্ডীর সমীপস্থিত জীর্ণ সিংহসদৃশ পিতামহকে অর্জ্জুনের শরজালপ্রভাবে বজ্রাহত অচলের ন্যায় কম্পিত ও বিঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। তৎকালে আমি সেই মহাত্মাকে নিতান্ত অবসন্ন, রথোপরি বিঘূর্ণমান ও প্রাঙ্মুখে রথ হইতে নিপতিত দেখিয়া নিশ্চয়ই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি। যিনি শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সহিত বহু দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি বারাণসীতে কন্যালাভার্থ একাকী রথারোহণে একত্র সমবেত অসংখ্য পার্থিবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাঁহার শস্ত্রপাতে দুর্দ্ধর্ষ মগধরাজ উগ্রায়ুধ দগ্ধ হইয়াছিলেন, আমি সেই মহাত্মা পিতামহকে নিপাতিত করিলাম; ঐ মহাত্মা সংগ্রাম কালে শিখণ্ডীর প্রতি শর নিক্ষেপ করেন নাই, অর্জ্জুন সেই অবসরে তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছেন। পিতামহকে শোণিতাক্ত কলেবরে ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিয়া তখন আমার মন যে কি রূপ ব্যথিত হইয়াছিল; তাহা বলিতে পারি না। আমার মত পাপাত্মা নরাধম আর কেহই নাই। আমরা যাঁহার যত্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; যিনি আমাদিগকে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। আমি অল্পকালস্থায়ী সামান্য রাজ্যলাভ-প্রত্যাশায় মোহ বশত সেই পরম গুরু পিতামহকে নিপাতিত করিলাম।

হায়! আমি সর্ব্বপার্থিবপূজিত মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে মিথ্যাবাক্যে বঞ্চনা করিয়াছি। ঐ মহাত্মা সত্য বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক "হে ধর্ম্মরাজ! আমার পুত্র জীবিত আছে কি না যথার্থ করিয়া বল," এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি রাজ্যলোভ বশত তাঁহার নিকটে স্পষ্টাভিধানে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাভিধানে গজ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। না জানি গুরুতর পাপ নিবন্ধন আমাকে পরিশেষে কোন লোকে গমন করিতে হইবে।

হায়! আমি যখন সমরে অপরাঙ্মুখ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে নিপাতিত করিয়াছি, তখন আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমি পর্ব্বতসমুৎপন্ন সিংহশাবক সদৃশ বালক অভিমন্যুকে দ্রোণরক্ষিত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিয়া অবধি ব্রহ্মহত্যাকারী নরাধমের ন্যায় বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে স্থিরচিত্তে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়াছি। পঞ্চ পুত্রবিহীনা দ্রৌপদীকে পঞ্চ পর্ব্বতশূন্য পৃথিবীর ন্যায় অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় প্রভৃতি অনর্থ সমুদায় আমা হইতেই হইয়াছে; অতএব আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে কলেবর শোষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমাকে আর কোন জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এক্ষণে আমি বিনীত ভাবে তোমাদিগকে কহিতেছি যে, তোমরা আমাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন তপোধনাগ্রগণ্য বেদব্যাস ধর্ম্মরাজকে বন্ধুবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! শোকে নিতান্ত অভিভূত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে! আমি পুনরায় তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্বুদ সকল যে প্রকার সলিলে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তদ্রূপ জীবমাত্রই ইহলোকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই পরিণামে ধ্বংস আছে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত ও মরণ জীবনের অন্ত। সুখলাভার্থ আলস্যে কালক্ষেপ করিলে পরিণামে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আর কষ্ট সহকারে কার্য্যে নিপুণতা প্রকাশ করিলে পরিণামে সুখভোগ করিতে পারা যায়। নিপুণ ব্যক্তিই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লজ্জা, ধৈর্য্য ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন। অলস ব্যক্তি কখনই ঐ সকল লাভে সমর্থ হয় না। লোকে বন্ধুবান্ধব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা দুঃখী ও প্রজ্ঞাপ্রভাবে ধনবান্ হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে বিধাতা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব কর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ত্যাগে তোমার অধিকার নাই।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে অশ্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহ দেশাধিপতি জনক দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া স্বীয় সংশয় ছেদনের নিমিত্ত মহাত্মা অশ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! জ্ঞাতি এবং সম্পত্তির বৃদ্ধি ও বিনাশ সময়ে লোকে কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করিলে কল্যাণভাজন হইতে পারে?

তখন মহামতি অশ্মা জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র সুখ ও দুঃখ তাহার আত্মাকে আশ্রয় করে। ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের প্রাদুর্ভাব হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য বায়ুসঞ্চালিত মেঘসকলের ন্যায় অপহৃত হয়। জন্মের পর মনুষ্যের মনে ক্রমে ক্রমে [illegible] নহি, একজন সদ্বংশজাত কৃতী পুরুষ বলিয়া অহঙ্কার জন্মে [illegible] অহঙ্কারপ্রভাবে সে বিবিধ ভোগে আসক্ত হইয়া পিতৃসঞ্চিত সমুদায় অর্থ [illegible] দানাদিতে ব্যয় করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি হিতকর বলিয়া অবলম্বন করে। তখন ব্যাধ যেমন শরসংযোগ দ্বারা মৃগের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গ প্রস্থিত ব্যক্তির বধসাধন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তিরা বিংশতি বা ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তস্করবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাদিগের প্রায় শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে হয় না। লোকে দারিদ্র্যদোষে এইরূপ অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। অতএব জীবগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল দুঃখের প্রতীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও অনিষ্টাপাত এই দুইটি মানসিক দুঃখের মূল কারণ। এই ভূমণ্ডলে ঐ দুই কারণেই বিবিধ প্রকার দুঃখ মানবগণের অনুসরণ করিয়া থাকে। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় মনুষ্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, কি খর্ব্ব, কি দীর্ঘ, কাহারই জরামৃত্যু অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যিনি এই সসাগরা বসুন্ধরা জয় করেন, তাঁহাকেও জরা মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়। মানবজাতির সুখ বা দুঃখ যাহাই কেন উপস্থিত হউক না, অনাকুলিত চিত্তে তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য। সুখ ও দুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই। কি বাল্যাবস্থা, কি প্রৌঢ়াবস্থা, কি বৃদ্ধাবস্থা কোন অবস্থাতেই লোকে জরামৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। অপ্রিয়সমাগম, প্রিয়বিচ্ছেদ, অর্থ, অনর্থ, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও বৃথা পরিশ্রম সমুদায়ই অদৃষ্ট সাপেক্ষ। যেমন কোন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে, সুখ দুঃখ তদ্রূপ স্বভাবতই জীবনের অনুসরণ করে। জীবমাত্রকেই নিয়মিত সময়ে শয়ন, উপবেশন, গমন ও অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। এই জগতে কালপ্রভাবে বৈদ্যও আতুর, বলবান্ও দুর্ব্বল এবং সুন্দর পুরুষও নিতান্ত কদাকার হইয়া যায়। লোকে অদৃষ্টক্রমেই সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং বলবান্, রূপবান্, সুস্থশরীর, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও ভোগী হয়। বিধির কি বিচিত্র মহিমা! দরিদ্র ব্যক্তিরা ইচ্ছা না করিলেও তাহাদিগের অনেক সন্তান সন্ততি হয়; আর মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কামনা করিলেও পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্যাধি, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বিষপান, উদ্বন্ধন বা অধঃপতন ইহার মধ্যে যাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছে, সে তাহাতেই কলেবর পরিত্যাগ করে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যাহারা সৎকুলসম্ভূত ও বিপুল বিত্তশালী, তাহারা যৌবনাবস্থাতেই পতঙ্গের ন্যায়

কলেবর পরিত্যাগ করে ; আর যাহারা দরিদ্র, তাহারা জরাজীর্ণ হইয়া বহু কষ্টে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। প্রায়ই ধনবান্ ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি থাকে না, আর দরিদ্র ব্যক্তিগণ কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। দুরাত্মারা কালের বশবর্ত্তী হইয়া অসন্তোষনিবন্ধন পাপ কার্য্যে রত হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকেও অনেকবার সজ্জননিন্দিত মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরস্ত্রীসমাগম, মদ্যপান ও কলহে আসক্ত হইতে দেখা যায়। হে মহারাজ! এইরূপে কালপ্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়, সকল জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভিন্ন উহার আর কিছুমাত্র কারণ লক্ষিত হয় না। যিনি বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তিনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়াছেন। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সমুদায়ের ন্যায় মনুষ্যের সুখ দুঃখ কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ। ঔষধ, হোম, মন্ত্র ও জপপ্রভাবে মনুষ্যকে জরা ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করা যায় না। সমুদ্রে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ ও বিয়োগ হয়, তদ্রূপ এই ভূমণ্ডলে প্রাণি সমুদায় একবার সংযুক্ত ও পুনরায় বিযোজিত হইতেছে। যে সকল মনুষ্য সতত গীত বাদ্য শ্রবণ ও মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকে, আর যাহারা অনাথ হইয়া পরান্ন ভোজন করে, কৃতান্ত তাহাদের সকলের প্রতিই তুল্যরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সংসারে অনেকেরই মাতা, পিতা, পুত্র ও কলত্র আছে, কিন্তু বস্তুত কেহই কাহার নহে। জীবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আর কাহারই সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বন্ধুবান্ধবসমাগম পান্থসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী। আমি কে? কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছি? কোথায় বা গমন করিব? আমি এই স্থানে কি বিদ্যমান আছি? আমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি? মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া মনকে সুস্থির করিবে। ফলত এই সংসার চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে কিছুরই স্থিরতা নাই।

পরলোক কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই; কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তন্নিবন্ধন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ, যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পর্য্যায়ক্রমে বিষয়ের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এই জগৎ যে জরামৃত্যুরূপ গ্রাহসম্পন্ন কালরূপ অতি গম্ভীর সাগরে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। আয়ুর্ব্বেদবিশারদ অনেকানেক বৈদ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর কষায়রস পান ও ঘৃত ভোজন করিতেছে, কিন্তু মহাসাগর যেমন বেলাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ তাহারা কখনই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। অনেক রসায়ন বিদ্যাপারদর্শী মনুষ্য জরাব্যাধি নাশক ঔষধ সেবন করিয়াও মহাগজ বিদলিত বৃক্ষের ন্যায় জরাপ্রভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইতেছেন। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন, অতিবদান্য, যজ্ঞশীল ব্যক্তিরাও জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। যে বৎসর, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস ও যে রাত্রি একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় আগমন করে না। হে মহারাজ। অবশ মনুষ্য কালপ্রভাবে সর্ব্বসাধারণ সংসারমার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, জীব হইতে দেহের উৎপত্তি এবং কেহ কেহ বলেন, দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই জীবলোকে পুত্রকলত্র সমাগম যে পান্থসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী, তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বীয় শরীরের সহিতও লোকের চিরকাল সহবাস হয় না। হে মহারাজ! এখন তোমার পিতা ও পূর্ব্বপিতামহগণ কোথায়? আজি তুমিও তাঁহাদিগের সন্দর্শন লাভ করিতেছ না, তাঁহারাও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। মনুষ্য ইহলোকে অবস্থান পূর্ব্বক স্বর্গ ও নরক দেখিতে পায় না; শাস্ত্রই সাধুগণের চক্ষুঃ; তাঁহারা শাস্ত্রপ্রভাবেই সমুদায় অবগত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর। পিতৃলোক, দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোকের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব লোকে হৃদয়দ্বন্দ্ব অপনীত করিয়া পবিত্রদৃষ্টি হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক উভয় লোকে সুখী হইবে। যে রাজা রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ন্যায়ানুসারে দ্রব্যজাত আহরণ করেন, সমুদায় লোকে তাঁহার যশোরাশি পরিবর্দ্ধিত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! বিদেহরাজ জনক মহাত্মা অশ্মার মুখে এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও শোক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্ত হও। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পৃথিবী অধিকার করিয়াছ, স্বচ্ছন্দে ইহা উপভোগ কর; কদাচ ইহাতে অনাদর প্রদর্শন করিও না।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। তখন মহামতি অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! ধর্ম্মরাজ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তুমি উঁহাকে আশ্বাস প্রদান কর। ইঁহার শোকনিবন্ধন আমরা সকলেই পুনরায় ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, অতএব ইঁহার শোক নিবারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তখন পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুধিষ্ঠির-সমীপে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাল্যকালাবধি অর্জ্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং কিছুতেই তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিতেন না। মহাবাহু মধুসূদন ধর্ম্মরাজের সমীপে গমনপূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গ সদৃশ চন্দনচর্চ্চিত হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, নরনাথ! শোক দ্বারা গাত্র শোষণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। এই সমরাঙ্গনে যে সকল বীর নিহত হইয়াছেন, আপনি কোনরূপেই তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বপ্নলব্ধ অর্থের ন্যায় এক কালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন। উঁহারা সকলেই ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে মহারণে সম্মুখীন হইয়া বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বীরজনোচিত পরম পবিত্র গতি লাভ করিয়াছেন। উঁহাদের কেহই রণপরাঙ্মুখ বা পলায়মান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্তও শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

এই স্থলে আমি একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ সৃঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিয়াছিলেন, মহারাজ! কি আমি কি তুমি কি অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলকেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরিণামে সকলকেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হইবে; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? আমি এক্ষণে পূর্ব্বতন মহীপালগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া ইহা শ্রবণ কর; তাহা হইলেই তোমার শোক সন্তাপ নিবারণ হইবে। যে ব্যক্তি সেই মহানুভব ভূপালগণের মনোহর চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার আয়ুর্বৃদ্ধি ও শুভগ্রহ সঞ্চার হয়। অবিক্ষিততনয় মহারাজ মরুত্ত অতি সৌভাগ্যশালী ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে ঐ মহাত্মার যজ্ঞে সমাগত হইতেন। উনি স্পর্দ্ধাসহকারে দেবরাজকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঐ মহাত্মার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদনে অস্বীকার করাতে সুরাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উঁহার রাজ্যশাসনকালে পৃথিবী অকৃষ্ট হইয়াও শস্যশালিনী হইত। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিশ্বদেবগণ সভাসদ এবং সাধ্য ও মরুদ্‌গণ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। দেবগণ ঐ যজ্ঞে সোমরসপানে যাহার পর নাই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ রাজা দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে পারে নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই সমস্ত রাজা তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তাঁহাকেও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

উতথির পুত্র মহারাজ সুহোত্রকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার রাজ্যে এক বৎসর স্বর্ণ বর্ষণ করেন। বসুমতী ঐ রাজার অধিকার সময়ে যথার্থনাম্না হইয়াছিলেন। ঐ সময় নদী সমুদায়ের প্রবাহে হিরণ্য প্রবাহিত হইত। লোকপূজিত দেবরাজ ঐ সমস্ত নদীতে স্বর্ণময় কূর্ম্ম, কর্কটক, নক্র, মকর ও শিশুমার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুহোত্র নদীতে সহস্র সহস্র স্বর্ণময় মকর, মৎস্য ও কচ্ছপ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে তৎসমুদায় গ্রহণ ও কুরুজাঙ্গলে সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপুল

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্তই ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। তিনি তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দশ লক্ষ শ্বেত অশ্ব, দশ লক্ষ স্বর্ণালঙ্কৃত কন্যা, দশ লক্ষ দিগ্‌গজ তুল্য মাতঙ্গ, এক কোটি হেমমালাবিভূষিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা বিষ্ণুপদনামা পর্ব্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহন করিতে পারেন নাই। অঙ্গরাজ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সাত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন, তত ধন দান করিতে পারে এমন পুরুষ অদ্যাপিও জন্ম গ্রহণ করে নাই, করিবেও না। হে সৃঞ্জয় ! সেই বৃহদ্রথ তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

উশীনরতনয় মহাত্মা শিবিকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাবীর একমাত্র রথে আরোহণ ও সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভূপালগণকে পরাজয় করেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আপনার সমুদায় গো, অশ্ব ও অন্যান্য আরণ্য পশু প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি উঁহাকে অদ্বিতীয় ধুরন্ধর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ; ফলতঃ রাজমণ্ডলে অদ্যাপি শিবির ন্যায় গুণসম্পন্ন আর কেহই নাই, হইবেও না। হে সৃঞ্জয় ! সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী শিবিরাজ তোমা অপেক্ষা বলবান্, ধার্ম্মিক, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

বিপুল বিভবশালী শকুন্তলাগর্ভজাত দুষ্মন্তপুত্র মহাত্মা ভরত রাজাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা দেবগণের উদ্দেশে যমুনাপুলিনে তিন শত, সরস্বতীতটে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দ্দশ অশ্ব বদ্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন নরপতিই ভরতের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাত্মা যজ্ঞবেদী বিস্তার ও তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন করিয়া যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণ্বকে পদ্ম সহস্র অশ্ব প্রদান করেন। হে সৃঞ্জয় ! দুষ্মন্তপুত্র তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রের জন্য বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

দশরথতনয় রামচন্দ্রকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা নিয়ত অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে কোন কামিনীই বিধবা বা অনাথা ছিল না। জলদাবলি বর্ষাকালে বারিবর্ষণ করাতে প্রচুর শস্য সমুৎপন্ন হইত, কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অকালমৃত্যু, অগ্নিদাহ বা রোগভয়ের সম্পর্কও ছিল না। প্রজাগণ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিত। ঐ সময় সকলেই কৃতকর্ম্মা ছিল। পুরুষদিগের পরস্পর বিবাদ হওয়া দূরে থাকুক, কামিনীগণের মধ্যেও কখন কলহ উপস্থিত হইত না। প্রজাগণ সকলেই ধার্ম্মিক, সন্তুষ্টচিত্ত, নির্ভীক ও স্বেচ্ছাচারী ছিল। পাদপ সকল নিয়মিত ফল পুষ্পে সুশোভিত থাকিত। সকল গাভীরই কলস পরিমিত দুগ্ধ হইত। মহাতপা রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস ও অবাধে ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা শ্যামাঙ্গ, লোহিতনেত্র, আজানুলম্বিতবাহু, সিংহস্কন্ধ ও সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন এবং মাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। উনি অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য প্রতিপালন করেন। ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কি জন্য আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

রাজা ভগীরথকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার অতি বিস্তীর্ণ যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ভুজবলে অসংখ্য অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন। সেই মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্ণালঙ্কৃত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণা প্রদান করেন। ঐ কন্যাগণ প্রত্যেকে অশ্বচতুষ্টয়সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ স্বর্ণ মাল্য পরিশোভিত এক শত হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর পশ্চাৎ সহস্র মেষ ও ছাগ গমন করিয়াছিল। পূর্ব্বে একদা রাজা ভগীরথ নির্জ্জনে উপবেশন করিলে গঙ্গা তাঁহার উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই গঙ্গার নাম উর্ব্বশী হইয়াছে। গঙ্গা ঐ রাজাকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিয়া অদ্যাবধি ভাগীরথী নামে অভিহিত হইতেছেন। হে সৃঞ্জয় ! সেই মহাত্মা ভগীরথ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

মহাত্মা দিলীপকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ঐ মহাত্মার বিচিত্র চরিত্র সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে এই ধনরত্নপরিপূর্ণা বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরোহিত প্রত্যেক যজ্ঞে স্বর্ণময় হস্তী দক্ষিণা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিপুল কনকময় যূপ নিখাত হইত। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার স্বর্ণনির্ম্মিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত যজ্ঞীয় কার্য্যানুষ্ঠান, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সপ্ত স্বরানুসারে বীণাবাদন করিতেন। বিশ্বাবসু বীণাবাদন আরম্ভ করিলে সকলেই বিবেচনা করিত, যেন গন্ধর্ব্বরাজ আমারই সমক্ষে বীণাবাদন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোন ভূপালই সেই দিলীপের কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ মহারাজের মত্ত মাতঙ্গগণ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পথমধ্যে শয়ান থাকিত। যাঁহারা সত্যবাদী মহাত্মা দিলীপকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। ঐ মহাত্মার আবাসে বেদাধ্যয়ন ধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ ও দীয়তাং এই শব্দটী কদাচ বিলুপ্ত হয় নাই। হে সৃঞ্জয় ! সেই প্রবলপ্রতাপ সম্পন্ন দিলীপ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি তনুত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা স্বীয় পিতা যুবনাশ্বের উদরমধ্যে দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইলে দেবগণ যুবনাশ্বের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া উঁহাকে নিষ্কাসিত করেন। দেবতুল্য রূপসম্পন্ন বালক পিতার উদর হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান হইলে দেবগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। আমি উহার নাম মান্ধাতা রাখিলাম। সুররাজ এই বলিয়া ঐ বালকের মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিলে উহার দেহপুষ্টির নিমিত্ত ইন্দ্রের অঙ্গুলি হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইতে লাগিল। বালক সেই ইন্দ্রের অঙ্গুলিনিঃসৃত দুগ্ধ পান করিয়া এক দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইলেন। তিনি দ্বাদশ দিবসের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমযুক্ত বালকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ঐ ইন্দ্রতুল্য বলশালী মান্ধাতা এক দিবসেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করেন। ঐ মহাত্মা নৃপতি অঙ্গার, মরুত্ত, অসিত, গয়, অঙ্গ ও বৃহদ্রথকে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ অঙ্গারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণ তাঁহার শরাসনের টঙ্কার শব্দ শ্রবণে বোধ করিয়াছিলেন যে, নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের উদয় স্থান হইতে অস্তমিত হইবার স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশই মান্ধাতার অধিকৃত। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দীর্ঘে দশ যোজন ও প্রস্থে এক যোজন স্বর্ণময় রোহিত মৎস্য সকল দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যে সমস্ত মৎস্য অবশিষ্ট ছিল, অন্যান্য লোক তাহা বিভাগ করিয়া লয়। হে সৃঞ্জয় ! সেই রাজা মান্ধাতা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র-

অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। তিনিও যখন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

নহুষাত্মজ মহারাজ যযাতিকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলপূর্ব্বক যুগকীলক নিক্ষেপ করিতেন। সেই নিক্ষিপ্ত কীলক যত দূরে নিপতিত হইত, তিনি স্বীয় অবস্থান হইতে তত দূর পর্য্যন্ত এক একটি যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করাইতেন। ঐরূপ কীলক নিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে; মহাত্মা যযাতি ঐরূপে শম্যাপাত সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তিনি এক সহস্র প্রধান যজ্ঞ ও এক শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তিন স্বর্ণ পর্ব্বত দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করেন। ঐ মহাত্মা অসুরগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া পরিশেষে যদু, দ্রুহ্য প্রভৃতি স্বীয় তনয়গণকে অংশক্রমে সমুদায় পৃথিবী প্রদান এবং পুরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষেকপূর্ব্বক সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা যযাতি তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান্ বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

মহারাজ নাভাগতনয় অম্বরীষকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার প্রজাগণ উঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। ঐ মহাত্মা স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দশলক্ষ যাজ্ঞিক ভূপতিকে দ্বিজগণের দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই অম্বরীষের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই এবং পরেও কেহ পারিবেন না। যে সকল ভূপতি যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণদিগের দাসত্ব করিয়াছিলেন, মহাত্মা অম্বরীষ তাঁহাদিগকে দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা নাভাগতনয় তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান্ বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মাও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর গুণবিহীন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

মহারাজ শশবিন্দুকেও দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার এক লক্ষ মহিষী ও দশ লক্ষ পুত্র ছিল। রাজকুমারগণ সকলেই স্বর্ণ বর্ম্মধারী ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। উঁহারা প্রত্যেকে এক এক শত কন্যা বিবাহ করেন। ঐ কন্যাগণের প্রত্যেকের পশ্চাৎ এক এক শত হস্তী, প্রতি হস্তীর পশ্চাৎ এক এক শত রথ, প্রতি রথের পশ্চাৎ হেমমালাবিভূষিত এক এক শত অশ্ব, প্রতি অশ্বের পশ্চাৎ এক এক শত বেগবতী গাভী, প্রতি গাভীর পশ্চাৎ এক এক শত মেষ ও ছাগ আগমন করিয়াছিল। মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধ যজ্ঞে সেই অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান্, ধর্ম্মশীল, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মারও মৃত্যু হইয়াছে, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা শোক করিতেছ?

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র মহারাজ গয়কেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ ভূপাল শত বর্ষ হুতাবশিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। হুতাশন প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও সত্যে অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয়। এবং আমি অনবরত দান করিলেও যেন আমার ধনক্ষয় না হয়। ভগবান্ হুতাশন গয় রাজার প্রার্থনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা গয় সহস্র বৎসর অনবরত দর্শ পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজগণকে বারংবার এক লক্ষ গাভী ও শত অশ্বতর প্রদান করেন। ঐ মহাত্মা সোমরস দ্বারা দেবগণের, ধন দ্বারা দ্বিজগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের এবং অভীষ্টসাধন দ্বারা নারীগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীর্ঘে বিংশতি ব্যাম ও প্রস্থে দশ ব্যাম স্বর্ণময় পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করেন। গঙ্গায় যতগুলি বালুকা আছে, মহাত্মা গয় বিপ্রদিগকে ততগুলি গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান্, ধর্ম্মপরায়ণ, বিষয়বাসনাশূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিনন্দন রন্তিদেবকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুররাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে দেবরাজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয়। আমার শ্রদ্ধা যেন কদাচ অপনীত না হয় এবং আমি যেন কদাচ কাহারও নিকট প্রার্থনা না করি। ঐ মহাত্মার ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমাকে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন বলিয়া উপাসনা করিত। উঁহার যজ্ঞনিহত পশুগণের চর্ম্মরাশি হইতে ক্লেদ নির্গত হওয়াতে এক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ মহানদী তন্নিবন্ধন অদ্যাপি চর্ম্মণ্বতী নামে প্রখ্যাত আছে। মহাত্মা রন্তিদেব অতি বিস্তীর্ণ সভামধ্যে ব্রাহ্মণকে নিষ্ক প্রদান করিতেন। সভামধ্যে তোমাকে শত নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে গ্রহণ কর, এই কথা বলিলে কোন ব্রাহ্মণই তাহা গ্রহণ করিতেন না। পরে তোমাকে সহস্র নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে গ্রহণ কর, এই কথা বলিলে তত্রস্থ সকল ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিতেন। মহাত্মা রন্তিদেবের গৃহে অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের আহরণোপযোগী পাত্র, ঘট, কটাহ, স্থালী ও পিঠর প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্যই স্বর্ণময় ছিল। অতিথিরা রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রি বাস করিত, সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত। তথাপি মণিকুণ্ডলধারী পাচকেরা অদ্য সূপভূয়িষ্ঠ অন্ন ভক্ষণ কর, পূর্ব্ববৎ মাংস ভোজন করিতে পাইবে না বলিয়া চীৎকার করিত। হে সৃঞ্জয়! মহারাজ রন্তিদেব তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

ইক্ষ্বাকুবংশীয় অলৌকিক পরাক্রমশালী মহাত্মা সগরকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। শরৎকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলে জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায় যেমন চন্দ্রের অনুগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সগররাজের গমন কালে ঐ মহাত্মার ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিত। তিনি স্বীয় প্রতাপবলে পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিনিয়ত পদ্মপলাশাক্ষী রমণীগণে পরিপূর্ণ, মহার্হ শয্যাসমাকুল, স্বর্ণস্তম্ভ সুশোভিত, কাঞ্চনময় প্রাসাদ ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। ঐ পরাক্রমশালী ভূপতি ক্রোধভরে পৃথিবী খনন পূর্ব্বক সমুদ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উঁহার নামানুসারে সমুদ্র সাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! মহাত্মা সগর তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

বেণনন্দন মহাত্মা পৃথুরাজাকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে; মহর্ষিগণ একত্র সমবেত হইয়া ঐ মহাত্মাকে দণ্ডকারণ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় লোক প্রথিত করিবেন বলিয়াই পৃথু নাম ধারণ করেন। তিনি ক্ষত বা বিনাশ হইতে লোক সকলকে পরিত্রাণ করিতেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি রাজ পদবী প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে ভূমি হল দ্বারা কর্ষিত না হইয়াও প্রচুর ফল প্রসব করিত। প্রতি পত্রেই মধু উৎপন্ন এবং ধেনু দোহন করিবামাত্র দুগ্ধে কলস পরিপূর্ণ হইত। মনুষ্যেরা নীরোগ, নির্ভয় ও পূর্ণকাম হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্ষেত্র ও গৃহে বাস করিত। পৃথুরাজ সমুদ্রযাত্রা করিলে সাগরের জল স্তব্ধ হইয়া থাকিত এবং তিনি নদীতে গমন করিলে নদী সকল সমুচ্ছ্রিত না হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করিত। কুত্রাপি ঐ মহাত্মার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিন নল্ব উন্নত স্বর্ণময় এক বিংশতি পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহারাজ পৃথু তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এব

তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও তনু ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ? এক্ষণে আর মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তা করিও না। আমার কথা কি তোমার কর্ণগোচর হইল না ? আমি যাহা কহিলাম, উহা মুমূর্ষু ব্যক্তির হিতকর ঔষধের ন্যায় সম্যক্ ফলোপধায়ক, সন্দেহ নাই।

তখন মহাত্মা সৃঞ্জয় নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে ! আমি শোকাপনোদনার্থ পুণ্যশীল কীর্ত্তিসম্পন্ন রাজর্ষিগণের অতি বিচিত্র চরিত্র সকল শ্রবণ করিলাম। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদায় কোন ক্রমেই নিষ্ফল হইবার নহে। অধিক কি কহিব, আপনার দর্শনমাত্রেই আমি শোকশূন্য হইয়াছি। অমৃত পান করিলে যেমন তৃপ্তিলাভ না হইয়া প্রত্যুত পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আপনার বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছি। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদ্য আমার পুত্র যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহার উপায় করুন। তখন নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয় ! তোমার পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবী মহর্ষি পর্ব্বতের বর-প্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। অতঃপর তোমার পুত্র সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বাসুদেব ! সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত কাঞ্চনষ্ঠীবী হইয়াছিল, পর্ব্বত কি নিমিত্ত সৃঞ্জয়কে ঐ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালে মনুষ্যেরা সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিত, তবে সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত অপ্রাপ্ত কৌমারাবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিল, ঐ পুত্র কি কেবল নামেতেই কাঞ্চনষ্ঠীবী, অথবা যথার্থই কাঞ্চনষ্ঠীবন করিত, এই সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার অভিলষিত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই মহর্ষি মনুষ্যলোকে শাল্যন্ন ও ঘৃত ভোজন করিয়া বিহার করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তপোধন নারদ মহাত্মা পর্ব্বতের মাতুল ছিলেন। ঐ তাপসদ্বয় ধরণীতলে মানুষভোজ্য দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া প্রীতমনে স্বেচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিতে করিতে পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাহার মনে যাহা উদয় হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিবেন। যিনি এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই পাপভাগী হইতে হইবে।

মহর্ষিদ্বয় পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া রাজা সৃঞ্জয়ের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমরা তোমার হিতার্থে কিয়ৎকাল এইস্থানে অবস্থান করিব। তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও। মহারাজ সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা নরপতি সৃঞ্জয় পরম প্রীতমনে স্বীয় কন্যা সমভিব্যাহারে নারদ ও পর্ব্বতের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আমার এই একমাত্র পরম রূপবতী কন্যা আছেন, ইনি অতি সুশীলা, অদ্যাবধি ইনিই আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিবেন। নরপতি সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়কে এই কথা বলিয়া স্বীয় দুহিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে ! তুমি আজি হইতে দেবতা ও পিতার ন্যায় এই বিপ্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা কর। তখন সেই ধর্ম্মচারিণী কন্যা পিতার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে মহর্ষিদ্বয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তপোধন নারদ রাজকুমারীর অসামান্য রূপ-লাবণ্য ও শুশ্রূষা দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ানলে শুক্ল-পক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন কামের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি লজ্জার অনুরোধে ভাগিনেয় পর্ব্বতকে স্বীয় হৃদয়বেদনা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর একদা মহাত্মা পর্ব্বত স্বীয় তপোবলে ও নারদের ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে কামার্ত্ত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মাতুল ! পূর্ব্বে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যখন যাহার মনে যে ভাবের উদয় হইবে, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিব। কিন্তু এক্ষণে এই সুকুমারীর রূপলাবণ্য নিরীক্ষণে আপনার যেরূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই। আপনি ব্রহ্ম-চারী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে ? আমি আপনার প্রতিজ্ঞালঙ্ঘননিবন্ধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছি। এই সুকুমারীর সহিত আপনার বিবাহ কার্য্য সমাধান হইলে ঐ কন্যা এবং অন্যান্য লোক আপনাকে বানরের ন্যায় অবলোকন করিবে। তখন মহর্ষি নারদ পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণে কোপ-পূর্ণ ও তাঁহাকে শাপপ্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্যানিরত, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী ও দমগুণান্বিত হইয়াও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না।

হে মহারাজ। এইরূপে সেই তাপসদ্বয় পরস্পরকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সৌহার্দ্দে বিরত হইলেন। মহামতি পর্ব্বত তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সকলের পূজিত হইয়া সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহাত্মা নারদ ধর্ম্মানুসারে সৃঞ্জয়কুমারী সুকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবা-হের মন্ত্র শেষ হইবামাত্র সুকুমারী পর্ব্বতের শাপপ্রভাবে নারদের মুখ-মণ্ডল বানরবদনের ন্যায় বিকৃত দেখিতে লাগিলেন। রাজকুমারী ভর্ত্তাকে এইরূপ কুৎসিত দেখিয়াও তাঁহার অবমাননা করিলেন না, প্রত্যুত পরম প্রীতিসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দেবতা, যক্ষ বা অন্য কোন মুনির সহিত প্রণয়ের বিষয় একবার মনেও করিলেন না।

কিয়দ্দিন পরে একদা ভগবান্ পর্ব্বত নানাস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে এক অরণ্যমধ্যে উপনীত হইলেন এবং তথায় মহর্ষি নারদকে অবলোকন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বর্গগমনে অনুমতি করুন। মহাত্মা নারদ পর্ব্বতকে দীনভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভাগি-নেয় ! তুমি প্রথমে আমাকে অভিসম্পাত পূর্ব্বক বানরত্ব প্রদান করি-য়াছ ; আমি পশ্চাৎ তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। তাপসদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরিশেষে পরস্পরকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তখন রাজকুমারী সুকুমারী নারদের পরম সুন্দর দেবরূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তথা হইতে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা পর্ব্বত তদ্দর্শনে রাজকন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে ! পলায়ন করিও না ; ইনি তোমারই ভর্ত্তা। ইনিই সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ নারদ। এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই। রাজকুমারী সুকুমারী মহাত্মা পর্ব্বত কর্ত্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া ভর্ত্তার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মহাত্মা পর্ব্বত স্বর্গারোহণ ও মহর্ষি নারদ আপনার আবাসে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ ! এই সেই ভগবান্ নারদ আপনার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে সৃঞ্জয় রাজা ও তাঁহার পুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে। মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! বাসুদেব ইতিপূর্ব্বে যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই ; এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি ও আমার ভাগিনেয় মহর্ষি পর্ব্বত আমরা উভয়ে মহারাজ সৃঞ্জয়ের গৃহে বাস করি-বার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তৎকর্ত্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ সুখভোগ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে বর্ষাকাল অতীত ও আমাদের গমন সময় সমুপস্থিত হইলে মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে কহিলেন, মাতুল ! আমরা এই ভূপতির আলয়ে পরম সমাদরে এত দিন বাস করিলাম, এক্ষণে ইহাঁর

শুভ চিন্তা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর আমি প্রিয় দর্শন পর্ব্বতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, বৎস! তুমি মনে করিলেই রাজার হিতানুষ্ঠান করিতে পার। অতএব অচিরাৎ উঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক উঁহার মনোরথ সফল কর। আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ ভূপতি আমাদিগের তপোবলে সিদ্ধি লাভ করুন।

তখন মহর্ষি পর্ব্বত মহারাজ সৃঞ্জয়কে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! আমরা তোমার অকপট ব্যবহার ও পরিচর্য্যায় যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি আমাদিগের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কিন্তু এইরূপ বর প্রার্থনা করিও যেন তদ্দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যের কোন অনিষ্ট না হয়। তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আর আমার অন্য কোন বর প্রার্থনা করিবার আবশ্যক নাই। আপনাদিগের প্রসন্নতাতেই আমার মহাফল লাভ হইয়াছে। মহর্ষি পর্ব্বত সৃঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি বহুদিন যাহা সংকল্প করিয়া আসিতেছ, এক্ষণে তাহাই প্রার্থনা কর। তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, ভগবন্! আমাকে বর প্রদান করা যদি আপনার অভিপ্রেতই হইয়া থাকে, তবে আপনাদের প্রসাদে যেন আমার এক মহাবল পরাক্রান্ত দেবরাজ সদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং ঐ পুত্র যেন বহুকাল জীবিত থাকে। তখন পর্ব্বত কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! তুমি যেরূপ পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, অবশ্যই সেরূপ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার নিমিত্তই ঐরূপ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ; অতএব তোমার সেই আত্মজ কদাচ দীর্ঘায়ু হইবে না। তোমার ঐ পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবী নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সতত তাহাকে ইন্দ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিও। মহারাজ সৃঞ্জয় মহর্ষি পর্ব্বতের এই কথা শ্রবণে পুত্রের বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার তপোবলে যেন আমার সেই পুত্রটি দীর্ঘজীবী হয়। মহাত্মা সৃঞ্জয় এই কথা বলিয়া পর্ব্বতকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত ইন্দ্রের অনুরোধে তৎকালে তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন আমি রাজা সৃঞ্জয়কে একান্ত কাতর দেখিয়া কহিলাম, মহারাজ! তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার পুত্র অকালে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তুমি আমাকে স্মরণ করিও, আমি তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিব। হে মহারাজ! আমরা রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলাম। সৃঞ্জয়ও আপনার আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের এক তেজঃপুঞ্জ কলেবরসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র কালসহকারে সরোবর মধ্যস্থ উৎপলের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঐ পুত্র কাঞ্চনষ্ঠীবন করিত বলিয়া সৃঞ্জয় তাহার নাম কাঞ্চনষ্ঠীবী রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে সৃঞ্জয়তনয়ের ঐ অদ্ভুত বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া বিবেচনা করিলেন, মহর্ষি পর্ব্বতের বরদানপ্রভাবে সৃঞ্জয়ের ঐরূপ পুত্র জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক যদি বালক দীর্ঘজীবী হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে উহার নিকট পরাভূত হইতে হইবে। দেবরাজ মনে মনে ঐ রূপ আশঙ্কা করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শানুসারে সেই বালকের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মূর্ত্তিমান দিব্যাস্ত্র বজ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বজ্র! সৃঞ্জয়ের পুত্র মহর্ষি পর্ব্বতের বরপ্রভাবে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া আমাকে পরাভব করিবে; অতএব তুমি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উঁহাকে সংহার কর। তখন বজ্র ইন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র সতত সেই রাজকুমারের রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিল।

এদিকে মহারাজ সৃঞ্জয় সেই অপূর্ব্ব পুত্র লাভ করিয়া পুলকিত মনে পত্নীগণ সমভিব্যাহারে বনমধ্যে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তাহার সেই পুত্রটিও ক্রমে ক্রমে পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক হইয়া উঠিল। একদা সেই নগেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী বালক সেই বনমধ্যে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত ধাত্রী সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে সেই ব্যাঘ্ররূপী বজ্র সহসা আগমনপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিল। রাজকুমার ব্যাঘ্রের আক্রমণে কম্পিত কলেবর হইয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। ধাত্রী বালককে গতাসু দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা সৃঞ্জয় ধাত্রীর আর্ত্তস্বর শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বয়ং তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, স্বর্ণষ্ঠীবী প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নভোমণ্ডল-পরিচ্যুত নিশাকরের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া সেই শোণিতসিক্ত পুত্রকে উৎসঙ্গে আরোপিত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সেই বালকের মাতৃগণও অবিলম্বে শোকাকুলিতচিত্তে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন।

ঐ সময় রাজা সৃঞ্জয় আমাকে স্মরণ করাতে আমি তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলাম। হে ধর্ম্মরাজ! যদুপ্রবীর বাসুদেব তোমাকে যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি সৃঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল কথাই কহিয়াছিলাম। পরিশেষে আমি দেবরাজের অনুমতিক্রমে বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহার সাধ্য।

ঐইরূপে সেই সৃঞ্জয়রাজকুমার পুনরায় জীবন লাভ করিয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ঐ রাজকুমার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর সুপ্রণালীক্রমে এক সহস্র শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিল। উহার তুল্য গুণবান্ আর কেহই ছিল না। ঐ রাজপুত্র প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন এবং বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাস ও কেশবের বাক্যানুসারে পৈত্রিক রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠান কর। তাহা হইলে তোমার অতি পবিত্র লোকে গতি লাভ হইবে।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ধর্ম্মরাজ! প্রজাপালন করাই ভূপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যের নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ কর। বেদে তপস্যা ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব তপস্যা করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ক্ষত্রিয়েরা সমস্ত ধর্ম্মের রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যে ব্যক্তি বিষয়নিরত হইয়া শাসন অতিক্রম করে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। কি ভৃত্য কি পুত্র কি তপস্বী যে কেহ হউক না কেন, মোহবশতঃ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে, রাজা অবশ্যই তাহাকে শাসন বা বিনাশ করিবেন। যে রাজা ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাঁহাকে পাপভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উহার রক্ষা না করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মহন্তা। তুমি ধর্ম্মহন্তা কৌরবগণকে সবংশে নিপাতিত করিয়াছ, তন্নিমিত্ত তোমার শোক করিবার আবশ্যক কি? বধার্হদিগের বধ, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের রক্ষা ও সৎপাত্রে ধনদানই ত রাজার ধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই নাই। আপনি সমুদায় ধর্ম্মই অবগত আছেন। এক্ষণে আমি রাজ্যলোভে অনেক অবধ্য লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়াই শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও দেহ দগ্ধ হইতেছে।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্মের কর্ত্তা কে, ঈশ্বর না পুরুষ? আর লোকে যে ফল ভোগ করে, তাহা কি কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন না অকস্মাৎ সমুপস্থিত হয়? যদি ঈশ্বর সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে পুরুষেরা ঈশ্বরের নিয়োগানুসারেই শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ঈশ্বরকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করে, তাহা হইলে মনুষ্যকে বৃক্ষচ্ছেদন জনিত পাপগ্রস্ত হইতে হয়; কুঠার কখনই ঐ পাপে লিপ্ত হয় না। যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ, উহার ত পাপভোগের সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং কুঠার ব্যবহারকারী মনুষ্যকেই পাপভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে কুঠার নির্ম্মাণকর্ত্তার বৃক্ষচ্ছেদনের পাপে লিপ্ত হওয়া উচিত; কেননা যদি সে কুঠার নির্ম্মাণ না করিত, তাহা হইলে ছেদনকর্ত্তা কখনই

বৃক্ষচ্ছেদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না; কিন্তু শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা স্বকার্য্যসাধনার্থ বৃক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক পাপে লিপ্ত না হইয়া শস্ত্রনির্ম্মাণকর্ত্তা পাপভাগী হইবে, ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব যদি একজনের কর্ম্মফল অন্তকে ভোগ করিতে না হইল, তাহা হইলে মনুষ্য কি নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিবে? ঐ ফল ঈশ্বরেরই ভোগ করা উচিত। পক্ষান্তরে যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পুরুষকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে তুমি অহিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র দুরাত্মা শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ; তাহার নিমিত্ত চিন্তার বিষয় কি? আর দেখ, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং মনুষ্য অদৃষ্ট প্রভাবে কর্ম্ম করিয়া কি নিমিত্ত পাপভাগী হইবে; বিশেষতঃ যদি মৃত্যুকে মনুষ্যের নৈসর্গিক ধর্ম্ম বিবেচনা কর, তাহা হইলে কেহই কখন কাহারও বধজনিত পাপে লিপ্ত হয় নাই, হইবেও না। আর যদি তুমি শাস্ত্র যুক্তির অনুসারে লোকের পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজার পক্ষে যে দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা তোমাকে শাস্ত্র ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, আমার মতে ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়, অতএব তুমি অশুভফলপ্রদ কার্য্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও, আর শোক করিও না। তুমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নিন্দনীয় হইলেও তোমার উহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আত্মপরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অনায়াসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে কিন্তু জীবন ত্যাগ করিলে কখনই উহাতে সমর্থ হয় না। অতএব জীবিত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই তোমার কর্ত্তব্য। যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমায় পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

তখন যুধিষ্ঠির ব্যাসকে বিনীত বচনে কহিলেন, পিতামহ! আমি রাজ্যলোভে পুত্র পৌত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সম্বন্ধী, ভাগিনেয়, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত মহীপালগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণের অভাবে কি লইয়া অবস্থান করিব। এই পৃথিবী সেই সমস্ত পার্থিববিহীনা হইয়াছে, ইহা বারংবার চিন্তা করাতে আমার হৃদয় অদ্যাপি নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। জ্ঞাতিবধ ও অন্যান্য অসংখ্য মনুষ্যের নিধন স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইয়াছে। হা! যে সমস্ত মহিলারা পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃবিহীন হইয়াছে, আজি তাহাদিগের কি অবস্থা ঘটিবে! তাহারা পাণ্ডব ও যাদবগণকে পরম শত্রু স্থির করিয়া চীৎকার করিতে করিতে দীনভাবে ভূতলে নিপতিত হইবে এবং পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও স্নেহ নিবন্ধন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। সেই বন্ধুবান্ধববিহীনা কামিনীগণের প্রাণত্যাগ নিবন্ধন আমাদিগকে প্রকারান্তরে স্ত্রীবধ-পাতকেও লিপ্ত হইতে হইল। হায়! আমরা সুহৃদ্গণকে বিনাশ করিয়া যে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। ঐ পাপের প্রতিকারের নিমিত্ত আমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। এক্ষণে কোন্ আশ্রম অবলম্বন করিলে ঐ পাপ বিনষ্ট হইতে পারে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত হইতেছে। দেখ, তোমার জ্ঞাতিবর্গ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ বিপুল যশ ও মহতী শ্রীলাভের অভিলাষে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের অপরাধেই আপনারা নিহত হইয়াছেন। তুমি, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেব তোমরা কেহই তাঁহাদিগকে বিনাশ কর নাই। ধর্ম্মসাক্ষী কালই প্রাণিগণের প্রাণ অপহরণ করিয়া থাকে। তাহার অনুগ্রহের পাত্র আর কেহই নাই। যুদ্ধাদি ব্যাপার নিমিত্ত মাত্র; প্রাণিগণ ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই পরস্পর নিহত হইয়া থাকে। কাল পুণ্য পাপের সাক্ষীস্বরূপ ও কর্ম্ম সূত্রাত্মক। উহা সকলকে সুখদুঃখবহুল কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি একবার সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য সবিশেষ পর্য্যালোচনা কর; তাহারা আত্মবিনাশজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। আর তুমি আপনার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, তুমি ব্রতপরায়ণ শান্ত স্বভাব হইয়াও কেবল দৈবপ্রভাবে সেইরূপ হিংসাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। তক্ষনির্ম্মিত যন্ত্র যেমন পরিচালকের অধীন, তদ্রূপ এই জগৎ কালকৃত কর্ম্মেরই সম্যক্ আয়ত্ত। যখন পুরুষের যদৃচ্ছাক্রমে উৎপত্তি ও যদৃচ্ছাক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে, তখন শোক ও হর্ষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। হে মহারাজ! এক্ষণে তোমার এই যে মিথ্যা মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত তুমি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর শ্রীলাভার্থী হইয়া একাদিক্রমে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে দেবগণ অসুরগণকে নিহত ও তাহাদিগের শোণিতে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন। আর ত্রিলোকমধ্যে শালাবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টাশীতি সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবী লাভ করিয়া দর্পপ্রভাবে দানবগণকে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম ধারণ করিলে, সুরগণ তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন। অতএব যাহারা অধর্ম্মপ্রবর্ত্তিত বা ধর্ম্ম উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে অবিলম্বেই সংহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যদি এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে একটী কুল অথবা একটি কুল নির্ম্মূল করিলে সমস্ত রাজ্য নিরাপদ হয়, তবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না। কোন স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হয়; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোন্‌টি যথার্থ ধর্ম্ম আর কোন্‌টি যথার্থ অধর্ম্ম তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তুমি অতি বিচক্ষণ; অতএব এ স্থলে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দেবগণের প্রদর্শিত পদবীতেই পদার্পণ করিয়াছ। যাহারা রাজ্যলাভার্থী হইয়া অন্যের প্রাণসংহার করে, তাহাদিগকে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না। অতএব তুমি এক্ষণে ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবর্গকে আশ্বাস প্রদান কর। যে দুরাত্মা সতত পাপানুষ্ঠানের চেষ্টা করে, পাপকার্য্য বুঝিতে পারিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না, তাহাকে প্রতিনিয়ত সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। ঐরূপ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে। কিন্তু তুমি পাপশূন্য হৃদয়ে দুর্য্যোধনের দোষে অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভূপতিগণের হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ। এক্ষণে তুমি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অরাতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ ও শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের সহিত বিবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন। অপ্সরোগণ তাঁহার শুশ্রূষায় এবং দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার উপাসনায় নিরত রহিয়াছেন। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমিও ইন্দ্রের ন্যায় স্বীয় ভুজবলে শত্রুপক্ষকে পরাজয় করিয়া এই সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়াছ; অতএব যে সমস্ত মহীপাল সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রগণকে স্ব স্ব অধিকার প্রদানপূর্ব্বক গর্ভস্থ সন্তানগণকে রক্ষা ও প্রজারঞ্জন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালনে প্রবৃত্ত হও। যাহাদিগের পুত্র নাই, তাহাদিগের কন্যাগণকে রাজ্য প্রদান কর। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ সাতিশয় ভোগাভিলাষপরতন্ত্র; সুতরাং তাহারা রাজ্যপদ লাভ করিলে নিশ্চয়ই শোক পরিত্যাগ করিবে। হে মহারাজ! তুমি এইরূপে সমুদায় রাজ্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া জয়শালী দেবরাজের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান কর। মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ কৃতান্তের বলপ্রভাবে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছ; অতঃপর স্বধর্ম্ম প্রতি-

পালনে যত্নবান্ হও; তাহা হইলেই পরলোকে মঙ্গললাভে সমর্থ হইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকে মানবগণ কি কি কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হয় এবং কি কি কার্য্য করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান, নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনখ ও শ্যাবদন্ত যুক্ত হয়, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে, যাহার অনূঢ়াবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা ও পরনিন্দা করে, যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনূঢ়া থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করে, আর যাহারা ব্রতধ্বংস, দ্বিজাতি-হত্যা, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণতা, অনেক জীবের প্রাণসংহার, মাংসবিক্রয়, বেদবিক্রয়, অগ্নি পরিত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণসংহার, অকারণে পশুচ্ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, গুরুর প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন লোকে যে সমস্ত বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, পরধর্ম্ম আশ্রয়, অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের ভরণপোষণে অনাস্থা, লবণাদি বিক্রয়, তির্য্যগ্‌-যোনির বধ, ক্ষমতাসত্ত্বে গোগ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণা-দান-পরাঙ্মুখতা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অনুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য ধন প্রদান, গুরুপত্নী হরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহারা ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা অধার্ম্মিক। তাহাদিগকে ঐ সকল কুকর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

এক্ষণে যে যে স্থলে লোকে কুকর্ম্ম করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদপারগ ব্রাহ্মণও যদি জিঘাংসা-পরবশ হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হয়, তাঁহাকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিলে কখনই ব্রহ্ম-হত্যার পাপভোগ করিতে হয় না। বেদপ্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট আত-তায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ হত্যাকারীর ক্রোধই তাহার শত্রুকোপের প্রতি ধাবমান হইয়া অরাতির প্রাণ সংহার করে। যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশত বা প্রাণনাশক উৎকট পীড়ার সময় সুবিচক্ষণ চিকিৎসকের আদেশানুসারে মদিরা পান করে, তাহার পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। ইতিপূর্ব্বে অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি যত প্রকার পাপ-কার্য্য কীর্ত্তন করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে সমুদায় পাপেরই ধ্বংস হইতে পারে। গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুপত্নীতে গমন করিলে তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষি উদ্দালক শিষ্য দ্বারা স্বীয় পুত্র শ্বেত-কেতুকে উৎপাদিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি গুরুর নিমিত্ত আপৎ-কালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহাকে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না। কিন্তু ভোগাভিলাষে সতত চৌর্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেই তন্নিবন্ধন পাপভোগ করিতে হয়। আপনার বা অপরের প্রাণরক্ষা, গুরুর কার্য্যসাধন, বিবাহ-সম্পাদন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দূষ্য নহে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রেতঃস্খলন হইলে তাহার পুনর্ব্বার উপনয়ন করিতে হয় না; কেবল সমিদ্ধ অগ্নিতে আজ্যহোম করিলেই উহার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত বা প্রব্রাজিত হইলে তাহার অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠের পাণি-গ্রহণ দোষাবহ নহে। অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রীসম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। পশুগণ বিধিনির্দ্দেশানুসারে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে; অতএব শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ভিন্ন পশুহত্যা বা পশুহত্যার উপদেশ প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ধন দান ও সৎপাত্রে অপ্রদান দোষাবহ নহে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, স্বামীকেও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সোমরসের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরি-ত্যাগ এবং গোরক্ষার্থ বনদাহ করা দোষাবহ নহে। হে মহারাজ! যে যে স্থলে যে সকল কার্য্য করিলে, মানবগণকে পাপভোগ করিতে হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মনুষ্য যদি একবার পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ব্রহ্মহত্যাকারী খট্টাঙ্গ ও নর কপাল ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া একবারমাত্র আহার, সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন, অসূয়া-শূন্য, অধঃশায়ী হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কার্য্যসংসাধন এবং জনসমাজে আপনার কুকর্ম্ম প্রকাশ করিলে দ্বাদশ বৎসরের পর স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা বা স্বেচ্ছানুসারে শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রে জীবন পরিত্যাগ, অধঃশিরা হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে তিন বার আত্মনিক্ষেপ, বেদপাঠ করিতে করিতে শত যোজন গমন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব বা জীবনযাপনোপযোগী ধন অথবা পরিচ্ছদ সমবেত গৃহ প্রদান এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষা সম্পাদন এই সকলের অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত সংযতাত্মস্বরূপ আহার করে, সে ছয় বৎসরে, যে ব্যক্তি মাসের মধ্যে সপ্তাহ প্রাতঃকালে আহার, সপ্তাহ সায়ংকালে আহার, সপ্তাহ অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও সপ্তাহ উপবাস করে, সে তিন বৎসরে, যে ব্যক্তি এক মাস প্রাতঃকালে আহার, এক মাস সায়ংকালে আহার, এক মাস অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও এক মাস উপবাস করে, সে এক বৎসরে এবং যে ব্যক্তি কেবল উপবাসে কালযাপন করে, সে অল্প দিবসের মধ্যেই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। শ্রুতি অনুসারে যে ব্যক্তি অশ্বমেধ সমাধানান্তে স্নান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাকে আর ব্রহ্মহত্যা পাপভোগ করিতে হয় না। সহস্র ধেনু পাত্রসাৎ করিতে পারিলে ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী কপিলা দান করে এবং যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কট সময় উপস্থিত হইলে সাধু দরিদ্রদিগকে সহস্র দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু দান করে, সে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি নিয়মশীল ব্রাহ্মণগণকে এক শত কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব দান করে, তাহার পাপভয় নিবারণ হয়। যদি কেহ অন্ততঃ এক জনেরও প্রার্থনানুরূপ অর্থদান করিয়া জনসমাজে কীর্ত্তন না করে, তাহা হইলে সে ইহলোকে ও পরলোকে আপনার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি একবারমাত্র সুরাপান করে, অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিলেই উত্তরলোকে তাহার আত্মা পবিত্র হয়। পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পতন, অগ্নি-প্রবেশ ও মহাপ্রস্থান দ্বারা সমস্ত পাপ খণ্ডন হইয়া থাকে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্র অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। সুরাপায়ী ব্যক্তি যদি ভূমিদানরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ও মৎসরশূন্য হইয়া পুনরায় উহা পান না করে, তাহা হইলে তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে লৌহ-ফলক তপ্ত করিয়া তাহাতে শয়ন ও আপনার লিঙ্গ ছেদন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বনে গমন করিবে। শরীর পরিত্যাগ করিলে অশুভ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা আহার বিহার পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়মাবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মহাব্রতের অনুষ্ঠান, সর্ব্বস্ব দান, অথবা গুরুকার্য্যসাধনার্থ যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করিলে সমুদায় অশুভ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা তাঁহার দ্রব্য অপহরণ

করে, সে গুরুর প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে পারিলেই সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গাদি দ্বারা নিয়ম-লঙ্ঘন করে, সে ব্রহ্মহত্যাবিহিত ব্রতপালন ও ছয়মাস গোচর্ম্ম পরিধান করিলে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি পরদারাভিগমন ও পরবিত্তাপহরণ করে, সে সংবৎসর নিয়মানুষ্ঠান করিলে পাপশূন্য হয়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, সে যে কোন উপায়ে হউক, তাহাকে সেই পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে পারিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসত্ত্বে বিবাহ করে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে দ্বাদশ রাত্রি নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক ব্রতপালন করিলে উভয়েই পবিত্র হয়; কিন্তু সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃলোকের উদ্ধার সাধনার্থ অবশ্যই পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববিবাহিত পত্নীও নির্দ্দোষ ও পরিশুদ্ধ হইবে। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, স্ত্রীলোকেরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক পাপে দূষিত বিবেচনা করেন না; কেন না ভস্ম দ্বারা পাত্র যেমন শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণ রজোযোগ হইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত বা ব্রাহ্মণের গণ্ডূষ দ্বারা দূষিত হইলে উহা দশবিধ শোধনীয় দ্রব্যে শুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের চতুষ্পাদ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একপাদমাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। লোকে ধর্ম্মের তারতম্য অনুসারেই উহাদিগের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিবে। পশু পক্ষী বধ ও বৃক্ষ ছেদন করিলে আপনার কুকর্ম্ম জনসমাজে প্রচারপূর্ব্বক তিন রাত্রি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অগম্যাগমন করিলে ছয় মাস ভস্মে শয়ন ও আর্দ্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিচরণ করিবে।

হে মহারাজ! কুকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, দৃষ্টান্ত, শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রজাপতিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মণ অহিংস্র, মিতভাষী ও পরিমিতভোজী হইয়া পবিত্র স্থানে গায়ত্রীজপ করে, তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। দ্বিজগণ দিবসে অনাবৃত স্থলে উপবেশন, রজনীযোগে তথায় নিদ্রাসেবন, দিবসে তিনবার ও রজনীতে তিনবার বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্নান এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃতপাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। হে মহারাজ! সমুদায় প্রাণিগণই দেহান্তে নিজ নিজ শুভাশুভ-কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পাপ অথবা পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তাহার অতিরিক্ত ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব জ্ঞান, তপস্যা ও সৎকার্য্য দ্বারা শুভফল পরিবর্দ্ধিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইয়া শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও নিত্য ধন দান করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে। এক্ষণে যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। মহাপাতক ভিন্ন সমুদায় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অন্যান্য ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য বিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দুই প্রকার পাপ আছে। জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু। আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিরা বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। নাস্তিক, দাম্ভিক ও অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয় না; প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের পাপনাশের সম্ভাবনা নাই। যে পুরুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাহাকে অবশ্যই শিষ্টাচার আশ্রয় ও শিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি শিষ্টাচারযুক্ত; বিশেষত প্রাণ ও ধন রক্ষার্থ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছ, অতএব অবশ্যই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যদি তোমার নিতান্তই আপনাকে পাপী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। মূঢ়ের ন্যায় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, পিতামহ! কোন্ বস্তু ভক্ষ্য আর কোন্ বস্তু অভক্ষ্য? কোন্ বস্তু দান করিলে লোকে প্রশংসাভাজন হয় এবং কাহাকে পাত্র আর কাহাকেই বা অপাত্র বলা যায়, এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনু সিদ্ধগণকে যাহা কহিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ সুখাসীন ভগবান্ মনুর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রজাপতে! অন্ন, পাত্র, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও কার্য্যাকার্য্যের, বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করুন। তখন ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই মহর্ষিগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জপ, হোম, উপবাস, আত্মজ্ঞান, পবিত্র নদী, জপহোমাদি কার্য্যনিরত অসংখ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠিত দেশ, পবিত্র পর্ব্বত এবং স্বর্ণ ভক্ষণ, রত্নাদি দ্বারা স্নান, দেবস্থানে অভিগমন ও আজ্য ভোজন দ্বারাই মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করে, সন্দেহ নাই। লোকে গর্ব্বপ্রকাশ করিলে কখনই প্রাজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বিজ্ঞলোক যদি অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্রিরাত্রি উষ্ণবস্তু পান করা কর্ত্তব্য। অদত্ত বস্তুর অনাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও যজ্ঞ এই কয়েকটি ধর্ম্মের লক্ষণ। স্থলবিশেষে গ্রহণ, মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসাও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিনিবন্ধন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই প্রকার; আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরও দুই প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী পুরুষ মুক্তিলাভ করেন, আর কর্ম্মনিরত ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অশুভ ফল ও যে ব্যক্তি শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শুভ ফললাভ হইয়া থাকে। অতি নীচ লোকে যদি দৈব, শাস্ত্র, প্রাণ ও প্রাণধারণোপযোগী দ্রব্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই শুভ ফললাভ করিতে পারে। ক্রোধ মোহাদি বশতঃ মন দূষিত হইলে ঔষধ, মন্ত্র ও উপবাসাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান না করিলে তাঁহাকে এক রাত্রি ও পুরোহিত দণ্ডবিধানের উপদেশ প্রদান না করিলে তাঁহাকে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি পুত্রবিয়োগাদি শোকে অভিভূত হইয়া শস্ত্রাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহার তিন রাত্রি প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। যাহারা জাতি শ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তাহারা নিতান্ত দুরাত্মা, তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত, কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই। ধর্ম্মসংশয় সমুপস্থিত হইলে দশজন বেদশাস্ত্রজ্ঞ অথবা তিন জন ধর্ম্মপাঠক পণ্ডিত যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই ধর্ম্মস্বরূপ গণনা করা কর্ত্তব্য। বৃষ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মাতক, বিষ, শল্কবর্জ্জিত মৎস্য, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পাদ জন্তু, মণ্ডূক প্রভৃতি জলচর, ভাস, হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব, বক, কাক, মদ্গু, গৃধ্র, শ্যেন, উলূক ও চতুষ্পাদ পক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও দ্বিদন্ত বা চতুর্দ্দন্ত প্রাণীর মাংস ভোজন এবং মেষ, বড়বা, গর্দ্দভী, উষ্ট্রী, সূতিকাবস্থা গাভি, মানুষী ও মৃগীর দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। প্রেতান্ন, সূতিকান্ন ও অনির্দ্দিষ্টান্ন ভোজন এবং অনির্দ্দিষ্ট ধেনুর দুগ্ধ পান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভূপতির অন্ন তেজের, শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজের এবং স্বর্ণকার ও অবীরাস্ত্রীর অন্ন আয়ুর হানি করে। বৃদ্ধিজীবীর অন্ন বিষ্ঠা এবং বেশ্যা, পরপুরুষাভিলাষিণী স্ত্রী ও স্ত্রীজিত ব্যক্তির অন্ন শুক্র স্বরূপ। অগ্নিষ্টোমীয় যজ্ঞাহোমের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। দানভোগপরাঙ্মুখ, যজ্ঞবিক্রয়ী, সূত্রধর, চর্ম্মকার, রজক, চিকিৎসক, গ্রামপাল, পাতকী, রঙ্গস্ত্রীজীবী, বন্দী ও দ্যূতবেত্তাদিগের অন্ন, বামহস্তে আহৃত পর্য্যুষিত, সুরামিশ্রিত, উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট অন্ন, পিষ্টক, ইক্ষু, শাক, দুগ্ধ, শক্তু, ভৃষ্টযব ও দধিশক্তুর বহুদিনস্থিত বিকার এবং দেবতার উদ্দেশে অপ্রদত্ত পায়স, তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য ও পিষ্টক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ও অপেয়। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহদেবতাগণের যথোচিত তৃপ্তিসাধন করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রব্রজিত ভিক্ষুকের ন্যায় স্বীয় গৃহে বাস করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিয়মে আপনার স্ত্রী সমভিব্যাহারে গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হয়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচ যশোলাভার্থ বা ভয়প্রযুক্ত দান করিবে না। উপকারী, নৃত্যগীতপরায়ণ, পরিহাসপর, ভণ্ড, মদমত্ত, উন্মত্ত, তস্কর, নিন্দক মূর্খ, বিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, বামন, দুর্জ্জন, দুষ্কুলজাত, অশ্রোত্রিয়, বেদাবিভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ব্রতহীন ব্যক্তিকে দান করা বিধেয় নহে। অশ্রোত্রিয়কে দান ও অসম্যক্

প্রতিগ্রহ দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অমঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে। খদির-ফলক অবলম্বনপূর্ব্বক সাগরে সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ফলক যেমন স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিত ব্যক্তিকে নিমগ্ন করে, তদ্রূপ তাদৃশ দাতা আপনাকে ও প্রতিগৃহীতাকে পাপসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন আর্দ্রকাষ্ঠে সমাচ্ছন্ন হইলে প্রজ্বলিত হয় না, তপঃস্বাধ্যায়শূন্য দুশ্চরিত্র প্রতিগৃহীতাও তদ্রূপ কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। নরকপালে জল ও কুক্কুরচর্ম্মনির্ম্মিত কোশে দুগ্ধ রাখিলে যেমন উহা স্থানদোষে অপবিত্র হয়, ব্রতবিহীন ব্যক্তির অধ্যয়নও তদ্রূপ ব্যর্থ হইয়া থাকে। নির্ম্মন্ত্র, নিব্রত, মূর্খ, অসূয়াপরবশ, হীনচরিত্র ও ব্রতবিহীন ব্যক্তিকেও দান করিলে কেবল দয়াই প্রকাশ করা হয়, উহাতে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলাভ উদ্দেশে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য নহে। অবৈদিক ব্রাহ্মণকে দান করিলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ; দারুময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় কেবল নামমাত্র ধারণ করিয়া থাকে। বৎসহীনা গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জনশূন্য স্থান ও জলশূন্য কূপ যেমন নিতান্ত নিষ্ফল, নির্ম্মন্ত্র ব্রাহ্মণও তদ্রূপ কোন কার্য্য কারক নহে। মূর্খকে দান করিলে উহা অগ্নিশূন্য প্রদেশে হোমের ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হয় না। দেবতা ও পিতৃগণের হব্য কব্য বিনাশক অর্থাপহারী মূর্খ ব্যক্তি কদাচ উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। হে ধর্ম্মরাজ ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সমগ্র রাজধর্ম্ম ও আপদ্‌কাল নির্দ্দিষ্ট নীতির বিষয় কীর্ত্তন করুন। আর আমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক কিরূপে পৃথিবী বশীভূত করিব, তাহাও বলুন। আপনার মুখে উপবাসাত্মক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও হর্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মচর্য্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ ; অতএব এক ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে বারংবার অভিভূত হইতেছি।

তখন বেদবিদগ্রগণ্য ভগবান্ ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি নারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস ! যদি তোমার সমগ্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে কুরুকুল পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট গমন কর। সেই সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মবেত্তা ভীষ্মই তোমার ধর্ম্মগত সংশয় নিরাকরণ করিবেন। যিনি ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও সুরগুরু বৃহস্পতির বিদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ভৃগুনন্দন চ্যবন ও মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে তেজঃপুঞ্জ কলেবরে আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয় হইতে সমগ্র যতিধর্ম্ম শিক্ষা করেন, যিনি পরশুরাম ও ইন্দ্র হইতে অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়াছেন, যিনি আপনার ইচ্ছানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, যিনি অপুত্র হইয়াও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবেন, ব্রহ্মর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাঁহার সভাসদ্ হইতেন, জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে কিছুই যাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই, সেই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যবেত্তা মহামতি ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই ; অতএব ঐ মহাত্মা প্রাণ পরিত্যাগ না করিতে করিতে তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর।

মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ সত্যবতী-পুত্র ব্যাসদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি জ্ঞাতিবর্গের প্রাণসংহারের কারণ হইয়া সকলেরই নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমা হইতেই জ্ঞাতিকুল নির্ম্মূল হইয়াছে। বিশেষতঃ আমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবীর পিতামহকে ছলপ্রকাশপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়া এক্ষণে কিরূপে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করিব।

তখন যদুকুলতিলক মহামতি বাসুদেব বর্ণ চতুষ্টয়ের হিতসাধনার্থ পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ ! শোকের একান্ত বশীভূত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে মহর্ষি ব্যাস যেরূপ কহিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট ভূপালগণ এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদী ইঁহারা সকলেই আপনার অধীন হইতে বাসনা করিতেছেন। বিশেষতঃ আপনার রাজ্যে চারি বর্ণের সমুদায় লোক সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ইহাদিগের হিতানুষ্ঠান, অমিততেজা ব্যাসের আদেশ প্রতিপালন এবং আমাদিগের ও দ্রৌপদীর অনুরোধ রক্ষার্থ মহাবীর ভীষ্মের নিকট গমন করুন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভগবান্ ব্যাস এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অনুনীত হইয়া মানসিক শোক সন্তাপ পরিহারপূর্ব্বক লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং নক্ষত্র-পরিবৃত শশাঙ্কের ন্যায় বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্বনগরে প্রবেশ করিবার মানসে অসংখ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ কম্বলাজিন সংবৃত, বন্দিগণের পবিত্র মন্ত্র দ্বারা অভিপূজিত, লক্ষণাক্রান্ত শ্বেতবর্ণ ষোড়শ বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট শুভ্র রথে আরোহণ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহার রথরশ্মি গ্রহণ ও মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার মস্তকোপরি সুশোভিত শ্বেতাতপত্র ধারণ করিলেন। সেই শ্বেতচ্ছত্র অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রথোপরি ধৃত হইয়া নভোমণ্ডলে নক্ষত্র জালমণ্ডিত শ্বেতমেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সমলঙ্কৃত শ্বেত চামরদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বীজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পঞ্চ ভ্রাতা রথারূঢ় হইলে ঐ রথ পঞ্চভূতাত্মক দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় ধৃতরাষ্ট্রকুমার যুযুৎসু মনোমারুতগামী বেগবান্ অশ্বগণে সমলঙ্কৃত শুভ্র রথে আরূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব সাত্যকির সহিত শৈব্য সুগ্রীব সংযোজিত হেমময় শুভ্র রথে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের অনুগমন করিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুষ্যবাহ্য যানে আরূঢ় হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীগণ নানাবিধ যানে আরোহণপূর্ব্বক মহাত্মা বিদুরকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সকলের পশ্চাৎ অসংখ্য অলঙ্কৃত রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ধাবমান হইল। এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া সূতমাগধবন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণপূর্ব্বক হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম ও পরস্পরের কোলাহল হওয়াতে ধর্ম্মরাজের নগরযাত্রা অতি রমণীয় হইয়া উঠিল। নগরবাসী মনুষ্যগণ দ্বারা সমস্ত নগর ও রাজমার্গ সমলঙ্কৃত হইল। পৃথিবী শ্বেতমাল্য ও পতাকা দ্বারা সুশোভিত, রাজমার্গ ধূপ দ্বারা প্রধূপিত এবং রাজভবন বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও মাল্য সমূহ দ্বারা পরিশোভিত হইতে লাগিল। নগরদ্বার গৌরাঙ্গী কুমারী, অভিনব পূর্ণকুম্ভ ও সুগন্ধি পুষ্প সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পাণ্ডুনন্দন রাজ যুধিষ্ঠির বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে সেই অসামান্য শোভাসম্পন্ন নগরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশ কালে সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল। তখন সেই বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যে সুশোভিত রাজমার্গ জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত মহোদধির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। রাজপথের সমীপবর্ত্তী সমলঙ্কৃত অট্টালিকা সমুদায় রমণীগণের ভারে যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। কামিনীগণ লজ্জানম্রমুখে মৃদুস্বরে পঞ্চপাণ্ডবকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে পাঞ্চালি ! তুমি ধন্য ; গৌতমী যেমন মহর্ষিগণকে আশ্রয় করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ এই মহাত্মাদিগকে আশ্রয় করিয়াছ। তোমার ব্রত ও কর্ম্ম সমুদায় সার্থক। বরবর্ণিনীগণ এই বলিয়া দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগের প্রশংসাবাক্য ও হর্ষসূচক শব্দে সমুদায় পুর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সেই রাজমার্গ অতিক্রম করিয়া সমলঙ্কৃত রাজভবন-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরবাসী প্রজাগণ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শ্রুতিসুখকর বাক্যে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আপনি সৌভাগ্য ও পরাক্রম প্রভাবে ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে পরাজয় ও পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের অধীশ্বর হইয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে শত বৎসর প্রজাপালন করুন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিবিধ মঙ্গলবাক্য শ্রবণ ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে সেই ইন্দ্রালয়তুল্য রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নানাবিধ রত্ন ও গন্ধমাল্য দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার পুরদ্বারে আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রমালামণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি ধৌম্য গুরু ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অসংখ্য মোদক, রত্ন, সুবর্ণ, গাভী, বস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ বস্তু দ্বারা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সুহৃদ্গণের প্রীতিকর শ্রুতিসুখাবহ পবিত্র পুণ্যাহ-নির্ঘোষে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হইল। ধর্ম্মরাজ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অর্থসংযুক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে জয়শব্দ, মনোহর দুন্দুভি ধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন হইতে আরম্ভ হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ধর্ম্মরাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দুর্য্যোধনের সখা দুরাত্মা চার্ব্বাক রাক্ষস ভিক্ষুকরূপ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্ভীকচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্ব্বিত বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনাকে জ্ঞাতিঘাতী ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। ফলত এইরূপ জ্ঞাতিসংক্ষয় ও গুরুজনদিগের বিনাশ সাধন করিয়া আপনার কি লাভ হইল? এক্ষণে আপনার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। জীবন ধারণ করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তখন তত্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের সেই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জিত ভাবে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীন বাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি প্রণত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব, আপনারা আর আমাকে ধিক্কার প্রদান করিবেন না।

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমরা আপনাকে ধিক্কার প্রদান করি নাই; আপনার মঙ্গল হউক। তপোনুষ্ঠানসম্পন্ন বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্ব্বাককে বিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি কটূক্তি করিল, ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু চার্ব্বাক নামে রাক্ষস। ঐ পাপাত্মা দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আপনার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমরা কোন কথাই কহি নাই। অতএব আপনার কিছুমাত্র শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত কল্যাণভাজন হউন।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করত হুঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন চার্ব্বাক সেই মহাত্মাদিগের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া অশনি দগ্ধ-পাদপের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দনপূর্ব্বক তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সুহৃদ্গণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্বদর্শী জনার্দ্দন ভ্রাতৃগণসমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ আমার সতত অর্চ্চনীয়। উঁহারা ভূতলস্থ দেবতা। উঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে উঁহাদের বাক্য হইতে বিষ নির্গত হয়। ঐ মহাত্মাদিগকে প্রসন্ন করা অতি অনায়াসসাধ্য। পূর্ব্বে সত্যযুগে চার্ব্বাক নামে এক রাক্ষস বদরী তপোবনে বহুকাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর গ্রহণার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস কমলযোনিকে বরপ্রদানে সমুদ্যত দেখিয়া কহিল, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন কোন প্রাণী হইতে আমার কিছু মাত্র ভয় না থাকে। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে চার্ব্বাক! আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি; কিন্তু তুমি কদাচ ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিও না। ব্রাহ্মণের অপমান করিলেই তোমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে।

চার্ব্বাক রাক্ষস এইরূপে ব্রহ্মার প্রসাদে বরলাভ করিয়া স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। সুরগণ সেই রাক্ষসের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাহার বধসাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! যাহাতে অচিরকাল মধ্যে ঐ রাক্ষসের মৃত্যু হইবে, আমি তাহার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছি। মনুষ্যগণ মধ্যে দুর্য্যোধন নামে এক রাজার সহিত চার্ব্বাকের অতিশয় সখ্যভাব জন্মিবে এবং ঐ রাক্ষস দুর্য্যোধনের স্নেহের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিবে। ব্রাহ্মণগণ রাক্ষসকৃত অবমাননায় নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক দগ্ধ করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে এই সেই চার্ব্বাক রাক্ষস ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে আপনি আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনার জ্ঞাতিবর্গ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে শোক সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকার্য্যানুষ্ঠান, শত্রুসংহার, প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করাই আপনার কর্ত্তব্য।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শোকসন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রহৃষ্ট মনে পূর্ব্বাস্য হইয়া কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি ও বাসুদেব ধর্ম্মরাজের অভিমুখে স্বর্ণময় উজ্জ্বল পীঠে, মহাত্মা ভীমসেন ও অর্জ্জুন উভয় পার্শ্বে মণিময় আসনে, মনস্বিনী কুন্তী সহদেব ও নকুলের সহিত স্বর্ণভূষিত গজদন্তময় সিংহাসনে এবং মহাত্মা সুধর্ম্মা, বিদুর, ধৌম্য ও ধৃতরাষ্ট্র পাবকের ন্যায় সমুজ্জ্বল আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যুযুৎসু, সঞ্জয় ও যশস্বিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলদায়ক অক্ষত, স্বস্তিক, শ্বেতপুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত ও মণি স্পর্শ করিলে প্রজাগণ পুরোহিতের সহিত বিবিধ মাঙ্গল্য বস্তু গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, কাঞ্চনময়, তাম্রময়, রজতময় ও মৃন্ময় পূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, লাজ, অগ্নি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, স্রুব, হেমভূষিত শঙ্খ এবং শমী, পিপ্পল ও পলাশের সমিধ প্রভৃতি অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার তথায় সমাহৃত হইল। তখন পুরোহিত ধৌম্য বাসুদেবকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে পূর্ব্বোত্তরে ক্রমশঃ নিম্নবেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি হুতাশনসন্নিভ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সর্ব্বতোভদ্র আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণাকে উপবেশন করাইয়া বিবিধ মন্ত্র অনুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পাঞ্চজন্য গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাসুদেব ও স্বীয় ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক সংকৃত ও পাঞ্চজন্যের জলে অভিষিক্ত হইয়া যাহার পর নাই সুশোভিত হইলেন। ঐ সময় পণব, আনক ও দুন্দুভির মধুর নিস্বন হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ তৎসমুদায় শ্রবণপূর্ব্বক ধৈর্য্যশালী, সংযতভাবান্বিত, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন

ব্রাহ্মণগণকে সহস্র মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাদের যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তখন দ্বিজগণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীত হইয়া হংসের ন্যায় মধুরস্বরে তাঁহার জয় কীর্ত্তন ও প্রশংসা করত কহিলেন, মহারাজ! আপনি সৌভাগ্যবশত স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে শত্রুবিজয় ও স্বধর্ম্মলাভ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আপনি গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, মহাবীর ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীরক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। ধর্ম্মরাজ এইরূপে সাধুদিগের পূজিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া স্বীয় বিস্তীর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সেই দেশকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিপ্রগণ! পাণ্ডুনন্দনদিগের গুণ প্রকৃত হউক বা অপ্রকৃতই হউক, যখন আপনারা সমবেত হইয়া উহা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন পাণ্ডবগণ ধন্য; তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনারা স্বচ্ছচিত্তে আমাদিগকে গুণসম্পন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন; অতএব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাও আপনাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পরম দেবতা ও পিতা; অতএব যদি আমার প্রিয় কার্য্য সাধন করা আপনাদিগের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আপনারা সতত উঁহার শাসনানুবর্ত্তী ও হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইবেন। প্রতিনিয়ত অধ্যবসায় সহকারে উঁহার শুশ্রূষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি সমস্ত জ্ঞাতি বধ করিয়া কেবল উঁহার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্তই জীবন ধারণ করিতেছি। এক্ষণে যদি আমার প্রতি ও আমার অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সমুচিত হয়, তাহা হইলে আপনারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করুন। উনি আমার, আপনাদিগের ও এই জগতের অধিপতি। সমগ্র পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ উঁহারই আয়ত্ত। হে বিপ্রগণ! এক্ষণে আমি যে সমস্ত কথা কহিলাম, আপনারা বিস্মৃত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর তিনি পুর ও জনপদনিবাসী প্রজাগণকে বিদায় করিয়া ভীমসেনকে যৌবরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক ধীমান্ বিদুরকে মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য অবধারণ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞান ও আয় ব্যয় চিন্তা, নকুলকে সৈন্যের পরিমাণ, তাহাদিগকে ভুক্ত বেতন প্রদান ও তাহাদের কার্য্য পরীক্ষা, মহাবীর অর্জ্জুনকে পরসৈন্যোপরোধ ও দুষ্টনিগ্রহ, মহাবীর সহদেবকে শরীর রক্ষা এবং পুরোহিত প্রধান মহর্ষি ধৌম্যকে ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য ও দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিলেন। এই রূপে মহীপাল যুধিষ্ঠির যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসুকে কহিলেন, তোমরা সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আদেশ করিবেন, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন এবং পৌর ও জানপদগণের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে উঁহার আজ্ঞা লইয়া সমাধান করিবে।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমরনিহত জ্ঞাতিবর্গের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও স্বীয় পুত্রগণের স্বর্গার্থে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, গাভী, বিবিধ ধন, রত্ন প্রদান করিলেন। মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত একত্র হইয়া মহাত্মা দ্রোণ, কর্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ, বিরাট প্রভৃতি উপকারপরায়ণ সুহৃদ্গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের উদ্দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ধন, রত্ন, গাভী ও বস্ত্র সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। যে সকল নরপতিদিগের বন্ধু বান্ধব কেহই বিদ্যমান ছিল না, ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগেরও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসম্পন্ন করিলেন এবং সুহৃদ্গণের উদ্দেশে বিবিধ ধর্ম্মশালা, পয়ঃপ্রণালী ও তড়াগ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে নিহত বীরগণের নিকট অঋণী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ ও পতি পুত্রবিহীন কৌরবস্ত্রীগণকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান এবং দীন ও অন্ধদিগকে গৃহ, আচ্ছাদন ও ভোজন দান পূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া নিষ্কণ্টকে পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমি কেবল তোমার অনুগ্রহ, নীতিবল, বুদ্ধিকৌশল ও বিক্রম প্রভাবেই এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য, পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম; অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি অদ্বিতীয় পুরুষ ও যাদবদিগের একমাত্র অবলম্বন। ব্রাহ্মণগণ তোমার বহুবিধ নাম উল্লেখপূর্ব্বক স্তব করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বাত্মক; এই জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু, জিষ্ণু, হরি, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম। তুমি সপ্ত অদিত্য। তুমি একমাত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান আছ। তুমি পুণ্যকীর্ত্তি, হৃষীকেশ ও যজ্ঞেশ্বর। তুমি ব্রহ্মারও গুরু। তুমি ত্রিনয়ন শম্ভু। তুমি দামোদর, বরাহ, অগ্নি ও সূর্য্য। তুমি ধর্ম্ম, তুমি গরুড়ধ্বজ, তুমি শত্রুসেনাবিমর্দ্দন ও সর্ব্বব্যাপী পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ ও উগ্র। তুমি কার্ত্তিকেয়, সত্য, অন্নদ, অচ্যুত ও অরাতিনাশক। তুমি বিপ্রাদি বর্ণ এবং অনুলোম, বিলোম জাতি। তুমি উর্দ্ধ বর্ত্ম ও পর্ব্বত। তুমি ইন্দ্রদর্পহন্তা ও হরিহররূপী। তুমি সিন্ধু, ত্রিগুণ এবং পূর্ব্বদিক্, পশ্চিমদিক্ ও ঈশানকোণ স্বরূপ। তুমি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি সম্রাট্, বিরাট্ ও স্বরাট্। তুমি ইন্দ্রেরও কারণ। তুমি বিভু, শরীরী ও অশরীরী। তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পিতা। তুমি কপিল, তুমি বামন, যজ্ঞ, যজ্ঞসেন, ধ্রুব ও গরুড়। তুমি শিখণ্ডী ও নহুষ। তুমি মহেশ্বর, দিবস্পৃক্, পুনর্ব্বসু, বভ্রু ও সুবভ্রু। তুমি সামবেদ, সুষেণ, দুন্দুভি, কাল ও গ্রীষ্ম। তুমি পুষ্কর পুষ্করেক্ষণ প্রভু ও সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। তুমি চরিত্র, নির্ম্মল জ্যোতি ও হিরণ্যগর্ভ। তুমি স্বধা ও স্বাহা। তুমি এই জগতের স্রষ্টা এবং তুমিই ইহার সংহর্ত্তা। তুমি অগ্রে এই বিশ্বমধ্যে দেবের সৃষ্টি করিয়াছ এবং এই চরাচর বিশ্বকে স্ববশে রাখিয়াছ। হে শার্ঙ্গপাণে! তোমাকে নমস্কার।

রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে বাসুদেবকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া বিনীত বাক্যে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে গৃহগমনে অনুমতি করিলে তাহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। তখন ধর্ম্মনন্দন ভীমপরাক্রম ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা মহারণে শত্রুদিগের শরজালে ক্ষতদেহ ও পরিশ্রান্ত এবং শোক দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছ। আমার নিমিত্তই তোমাদিগকে কাপুরুষের ন্যায় অরণ্যবাসক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তোমরা নিভৃত স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পরিশ্রমাপনোদন ও স্বচ্ছন্দে বিজয়সুখ অনুভব কর। কল্য প্রাতে পুনরায় আমরা পরস্পর মিলিত হইব।

ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বৃকোদরকে দুর্য্যোধনের প্রাসাদপরিশোভিত নানা রত্নখচিত দাসদাসী সমন্বিত ইন্দ্রালয়-তুল্য গৃহ, অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধনগৃহের ন্যায় সুদৃশ্য মাল্য সংযুক্ত হেমতোরণ বিভূষিত দাসদাসী ও ধনধান্য পরিপূর্ণ দুঃশাসন-ভবন; নকুলকে দুর্ম্মর্ষণের স্বর্ণ মণিমণ্ডিত কুবেরভবন তুল্য প্রাসাদ এবং প্রাণাধিক সহদেবকে দুর্ম্মুখের কমললোচনা কামিনীগণে পরিপূর্ণ কনকভূষিত গৃহ প্রদান করিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ এইরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগ্রহে সুরম্য হর্ম্ম্য সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক সুস্থ চিত্তে সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা ও ধৌম্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সাত্যকির সহিত অর্জ্জুনের মন্দিরে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব

আবাসে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ বস্তু উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৈত্রিক রাজ্য অধিকার করিয়া কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং চরাচর গুরু ভগবান্ হৃষীকেশই বা ঐ সময় কি কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য অধিকার করিয়া চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোক সমুদায়কে স্ব স্ব কার্য্যে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপরে তিনি সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রত্যেকের হস্তে সহস্র নিষ্ক প্রদান, অনুজীবী, ভৃত্য, আশ্রিত, অতিথি, দীন ও যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান এবং পুরোহিত ধৌম্যকে অযুত গো, সুবর্ণ, রজত ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান করিয়া কৃপাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও বিদুরকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজের আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট উপযুক্ত অন্ন, পান, বস্ত্র, শয়ন ও আসন প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। তিনি স্বীয় লব্ধ রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও যুযুৎসুর সম্মান করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের উপর রাজ্যের কর্তৃত্বভার সমর্পণ করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাসুদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, নীলনীরদসপ্রভ, দিব্যাভরণভূষিত, তেজঃপুঞ্জ কলেবর, মহাত্মা মধুসূদন পীতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক হেমমণ্ডিত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া মণিকাঞ্চন সমলঙ্কৃত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ মহাত্মার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি বিরাজিত হওয়াতে উঁহাকে উদয়োন্মুখ সূর্য্যমণ্ডলে লাঞ্ছিত উদয়াচলের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার উপমা নাই। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা হৃষীকেশের সন্নিহিত হইয়া হাস্য মুখে মধুরবাক্যে কহিলেন, ত্রিলোকনাথ! তুমি ত পরম সুখে এই নিশা অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি ত সুপ্রসন্ন আছে? আমরা তোমারই অনুগ্রহে রাজ্য অধিকার করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিয়াছি। তোমার অনুগ্রহেই আমাদের জয়লাভ ও যশোলাভ হইয়াছে। তোমার কৃপাবলেই আমরা ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিবিধ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা বাসুদেব কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ধর্ম্মরাজ কেশবকে একান্ত মৌনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, হে অমিতপরাক্রম! তুমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিস্ময়কর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছ? এক্ষণে ত্রিজগতের মঙ্গল ত? তুমি জাগরিত, স্বপ্নাবস্থ বা সুষুপ্তি প্রাপ্ত নও; কাষ্ঠ, কুড্য ও পাষাণের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমাকে এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া আমার মন নিতান্ত বিচলিত হইতেছে। তুমি শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ুকে সংযত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে মনে সন্নিবেশিত করিয়াছ। তোমার বাক্য ও মন বুদ্ধিতে এবং শব্দাদি গুণ সমুদায় উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তোমার রোম সকল কম্পিত হইতেছে না; মন ও বুদ্ধি এককালে স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং তুমি নির্ব্বাত প্রদেশস্থিত দীপের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমার এরূপ অবস্থার কারণ কি? যদি উহা শ্রবণ করিতে আমার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর। হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ত্তা, তুমিই সংহর্ত্তা তুমি ক্ষর, তুমিই অক্ষর। তোমার আদি বা অন্ত নাই; অতএব তুমিই আদি পুরুষ। এক্ষণে আমি প্রণত হইয়া ভক্তি ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই ধ্যানের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় শরশয্যায় শয়ন করিয়া আমাকে চিন্তা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি তদ্গতচিত্ত হইয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্রও যাঁহার অশনি-নিস্বন সদৃশ জ্যানির্ঘোষ সহ্য করিতে সমর্থ হন নাই; যিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত রাজমণ্ডলকে পরাজিত করিয়া স্বয়ংবরস্থল হইতে তিনটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন; মহাবীর পরশুরাম ত্রয়োবিংশতি রাত্রি যুদ্ধ করিয়াও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন নাই; ভগবতী ভাগীরথী যাঁহাকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যাঁহার উপদেষ্টা; যিনি বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও সাঙ্গবেদ সমুদায় অবগত আছেন; যিনি পরশুরামের প্রিয়শিষ্য ও সমস্ত বিদ্যার আধার; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাঁহার প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, সেই মহাত্মা বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন সংযত করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমি তাঁহাতেই মনঃসংযোগ করিয়া রহিয়াছিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর শান্তনুতনয় স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গে গমন করিলে এই পৃথিবী শশাঙ্কশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায় শোভাবিহীন হইবে; অতএব আপনি সেই ভীষণপরাক্রম ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। সেই কৌরবধুরন্ধর ভীষ্ম পরলোক গমন করিলে জ্ঞান সমুদায়ও এককালে ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইবে। এই নিমিত্তই আপনাকে তথায় গমন করিয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, জনার্দ্দন! তুমি ভীষ্মের যেরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমি অনেক ব্রাহ্মণের মুখে ভীষ্মের প্রভাব ও মহানুভাবকতার কথা শ্রবণ করিয়াছি। তুমি ত্রিলোকের কর্ত্তা, অতএব তোমার বাক্যে কিছুমাত্র সন্দেহ হইবার নহে। যাহা হউক যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন কর। ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেই ভীষ্মদেব দেবলোকে গমন করিবেন; অতএব এসময় অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আদিদেব ও ব্রহ্ম, অতএব তোমার দর্শনলাভ হইলে শান্তনুতনয় কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

তখন ভগবান্ বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকিকে কহিলেন, যুযুধান! অবিলম্বে আমার রথযোজনা করিতে আদেশ কর। মহাত্মা সাত্যকি কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া দারুককে রথযোজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক সাত্যকির বাক্য শ্রবণমাত্র মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণি খচিত, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, শৈব্য সুগ্রীব প্রভৃতি মনোমারুতগামী অতি উৎকৃষ্ট অশ্বসংযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত চক্রবিশিষ্ট, গরুড়ধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহাশয়! রথ প্রস্তুত হইয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! শরশয্যায় শয়ান কুরুপিতামহ ভীষ্ম কোন্ যোগ অবলম্বন করিয়া কিরূপে দেহ ত্যাগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি মহাত্মা ভীষ্মের কলেবর পরিত্যাগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। দিবাকরের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই মহাত্মা ভীষ্ম অবহিত হইয়া দেহত্যাগের অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিচিত কলেবর কিরণজালে পরিশোভিত দিবাকরের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। বেদবিৎ ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবরাত, মৈত্রেয়, অসিত, বশিষ্ঠ, কৌশিক, হারীত, লোমশ, আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গল্য, ভৃগুনন্দন রাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ুভক্ষ,

পুলহ, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাশ্য, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, ধৌম্র, কৃষ্ণানুভৌতিক, উলূক, মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পূরণ, কৃষ্ণ, পরম ধার্মিক সূত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিগুণোপেত মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করাতে তিনি গ্রহগণসমাকীর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা শান্তনুতনয় শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমাকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে ও সবিস্তরে যে সমস্ত কথা কহিব, তদ্দারা তুমি প্রীত ও প্রসন্ন হও। তুমি দোষহীন ও নির্দ্দোষতার আস্পদ, তুমি পরমহংস ও ঈশ্বর, এক্ষণে আমি তনুত্যাগ করিয়া যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই। তুমি অনাদি, অনন্ত ও পরব্রহ্মস্বরূপ, দেবতা ও ঋষিগণ তোমাকে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। কেবল ভগবান্ ধাতাই তোমার তত্ত্ব অবগত আছেন এবং তাঁহা হইতেই কোন কোন মহর্ষি, সিদ্ধ, দেবতা, দেবর্ষি ও মহোরগ তোমার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিয়াছেন। তুমি পরম ও অব্যয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ তুমি কে এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন। সূত্রগ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ, সমস্ত বিশ্ব ও ভূত সমুদায় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। তুমি নিত্য ও বিশ্বকর্ম্মা। লোকে তোমাকে সহস্রশিরা, সহস্রবদন, সহস্রচক্ষু, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু ও সহস্রমুকুটসম্পন্ন নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র, মন্ত্রার্থ প্রকাশক ব্রাহ্মণবাক্য, নিষৎ, উপনিষৎ ও সামবেদ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সত্যস্বরূপ সত্যকর্ম্মা, তুমি বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে চারি দেহ ধারণ করিতেছ। তুমি একমাত্র বুদ্ধিতে অবিভক্ত; তুমি ভক্তদিগের রক্ষিতা। লোকে তোমার পরম গুহ্য দিব্য নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তোমার প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত নিত্য তপোনুষ্ঠান করিলে উহা কদাচ ক্ষয় হয় না। তুমি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভাবন। অরণিকাষ্ঠ যেমন বহ্নি রক্ষার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ তুমিও ভূতলস্থ বেদের রক্ষা বিধানার্থ দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নিষ্পাপ ও সর্ব্বেশ্বর। মনুষ্য অভেদজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া হৃদয়াকাশে তোমাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। তুমি বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য ও তেজকে অতিক্রম করিয়াছ। তুমি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি পুরাণে পুরুষ, যুগপ্রারম্ভে ব্রহ্ম ও ক্ষয়কালে সঙ্কর্ষণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি পুরুষারাধ্য, অতএব আমি তোমার উপাসনা করি। তুমি একমাত্র হইয়াও বহু অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। তুমি সর্ব্বাভিলাষ সম্পাদক; তোমারই একান্ত ভক্ত ক্রিয়াবান্ লোকেরা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি জগতের ভাণ্ডার স্বরূপ। জগতের সমস্ত ব্যক্তি তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। নীর মধ্যে হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের ন্যায় জীবগণ সতত তোমাতেই বিহার করিতেছে। তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অক্ষর, ব্রহ্ম এবং সৎ ও অসতের অতীত, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ নহেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও উরগগণ প্রযত মনে প্রতিনিয়ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি দুঃখ নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তুমি স্বয়ম্ভূ, সনাতন, অদৃশ্য ও অজ্ঞেয়। তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের অধিপতি। তুমি পরম পদ, হিরণ্যবর্ণ ও দৈত্যনাশক। তুমি একমাত্র হইয়াও দ্বাদশ অংশে আবির্ভূত হইয়াছ। তুমি সূর্য্য স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। যিনি শুক্ল পক্ষে দেবগণকে ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন, তুমি সেই চন্দ্ররূপী, তোমাকে নমস্কার। যিনি নিবিড়তর অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী, যাঁহাকে অবগত হইলে মৃত্যুভয় থাকে না; সেই জ্যোতিরাত্মাকে নমস্কার। অতি বিস্তীর্ণ সামবেদে যাঁহাকে বৃহৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে, অগ্নিসন্নিধানে ও যজ্ঞস্থলে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে সতত ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই বেদস্বরূপকে নমস্কার। ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ যাঁহার তেজ, যিনি পঞ্চহবিঃ ও সপ্ততন্ত্র বলিয়া অভিহিত হন, সেই যজ্ঞস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সপ্তদশ অক্ষরে আহুত হইয়া থাকেন, সেই হোমস্বরূপকে নমস্কার। যে বেদপুরুষের নাম যজুঃ, ছন্দ সকল যাঁহার গাত্র, ঋক্ যজু ও সামবেদ প্রবর্ত্তিত, তিন যজ্ঞ যাঁহার তিন মস্তক এবং রথান্তর যাঁহার প্রীতিবাক্য, সেই স্তোত্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সহস্রবৎসর সাধ্য যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও শ্রেষ্ঠ, সেই হিরণ্ময়পক্ষসম্পন্ন হংসস্বরূপকে নমস্কার। সুপ্তিঙন্ত পদ সমুদায় যাঁহার অঙ্গ, সন্ধি যাঁহার পর্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন যাঁহার ভূষণ, সেই দিব্য অক্ষর বাক্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞাঙ্গভূতবরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্তের সহস্র ফণাবিরচিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই নিদ্রা স্বরূপকে নমস্কার। যিনি বশীভূত ইন্দ্রিয়বর্গ, মোক্ষোপায় ও বেদোক্ত উপায় দ্বারা সাধুগণের যোগধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপকে নমস্কার। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মফলাভিলাষী মহাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় কামময়, যিনি সকল প্রাণীকে কামমদে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই কামাত্মাকে নমস্কার। মহর্ষিগণ যে দেহস্থিত অব্যক্ত পুরুষকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সতত বুদ্ধিতে বিরাজমান আছেন, সেই ক্ষেত্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি নিত্য স্বরূপ, যিনি ষোড়শগুণে পরিবৃত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় অবস্থিত আছেন, সাংখ্যে যাঁহাকে সপ্তদশ বলিয়া কীর্ত্তন করে, সেই সাংখ্যাত্মাকে নমস্কার। শান্তপ্রকৃতি ইন্দ্রিয়দমনশীল মনুষ্যেরা নিদ্রা ও শ্বাস প্রশ্বাস পরাজয় পূর্ব্বক যোগে মনোনিবেশ করিয়া যাঁহাকে জ্যোতিস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। শান্ত প্রকৃতি মোক্ষার্থী সন্ন্যাসীরা পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই মোক্ষস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগসহস্রের পর প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডরূপ ধারণ করিয়া, সমস্ত ভূতের বিনাশ সাধন করেন, সেই ঘোরস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত ভূত বিনষ্ট ও সমুদায় জগৎ একার্ণবময় করিয়া একাকী বালকবেশে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই মায়াস্বরূপকে নমস্কার। যিনি স্বয়ম্ভুর নাভি হইতে সম্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাতে সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পদ্ম স্বরূপকে নমস্কার। যে সহস্র মস্তকসম্পন্ন নিরুপম পুরুষ এককালে সমুদায় কামনা অতিক্রম করিয়াছেন, সেই যোগনিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলদজাল, অঙ্গসন্ধিতে নদী এবং জঠরমধ্যে চারি সমুদ্র বিরাজমান হইতেছে, সেই জলস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহা হইতে সমুদায় পদার্থ সমুৎপন্ন এবং যাঁহাতে সমুদায় লীন হয়, সেই কারণস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাত্রিতে শয়ান এবং দিবাভাগে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টানিষ্ট সমুদায় বিষয় সন্দর্শন করিতেছেন, সেই দর্শকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত কার্য্য অবিচলিত ও ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া থাকেন, সেই কার্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মাচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন, সেই ক্রূরতা স্বরূপকে নমস্কার। যিনি বায়ুরূপে শরীরমধ্যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণকে সচেষ্ট করিতেছেন, সেই পবনস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরব্যাপী যোগে আসক্ত হন, যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই কাল স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্ববর্ণস্বরূপকে নমস্কার। অগ্নি যাঁহার আস্যদেশ, স্বর্গ মস্তক, আকাশমণ্ডল নাভি, ভূমণ্ডল চরণদ্বয়, সূর্য্যমণ্ডল চক্ষু ও দিঙ্মণ্ডল যাঁহার কর্ণ, সেই লোকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি কাল ও যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি এই বিশ্বসংসারের আদি কারণ এবং যাঁহার আদি কেহই নাই, সেই বিশ্বস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাগ দ্বেষাদি দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে রক্ষা করিতেছেন, সেই রক্ষিতাকে নমস্কার। যিনি অন্ন পান ও ইন্ধনরূপী, যিনি লোকের বল ও বীর্য্যের বর্দ্ধন কর্ত্তা এবং যিনি এই প্রাণিগণকে ধারণ করিতেছেন, সেই প্রাণস্বরূপকে নমস্কার। যিনি প্রাণধারণের নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন এবং প্রাণিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নাদি পাক করিতেছেন, সেই পাকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি পিঙ্গলনেত্র পিঙ্গলকেশর নরসিংহরূপ ধারণ পূর্ব্বক নখ ও দশন দ্বারা দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছেন, সেই দৃপ্তস্বরূপকে নমস্কার। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য ও দানবগণ যাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত

হইতে অসমর্থ সেই সূক্ষ্মস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রসাতলগত হইয়া অনন্তরূপে জগৎ সংসার ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি এই সংসার পরিরক্ষণার্থ প্রাণিগণকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন, সেই মোহস্বরূপকে নমস্কার। যিনি আত্মজ্ঞানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং যাঁহার মহিমা কেবল আত্মজ্ঞানপ্রভাবেই অবগত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার দেহ অপ্রমেয় এবং যাঁহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই, সেই জ্ঞাননেত্র সম্পন্ন দিব্যস্বরূপকে নমস্কার। যে লম্বোদর পুরুষ জটা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মদিগ্ধ, যিনি নিরন্তর ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ত্রিদশেশ্বর, ত্রিলোচন, উর্দ্ধলিঙ্গ ও রুদ্রস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, হস্তে শূল ও পিণাক, সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী উগ্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা এবং ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহ পরিশূন্য, সেই শান্তস্বরূপকে নমস্কার। যাহাতে এই চরাচর বিশ্ব লীন রহিয়াছে এবং যাঁহা হইতে ইহা সম্ভূত হইয়াছে, সেই সর্ব্বময় সর্ব্বস্বরূপকে নমস্কার। হে বিশ্বকর্ম্মন্। হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পঞ্চ ভূতকে অতিক্রম পূর্ব্বক নিত্য নির্ম্মুক্ত হইয়াছ; তুমি ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ, তুমি ধর্ম্মময় এবং প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা। আমি ভূতাদি কালত্রয়ে তোমার অবস্থিতি অবলোকনে সমর্থ নহি, কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তোমার সনাতন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছি। তোমার মস্তক দ্বারা স্বর্গ, পদযুগল দ্বারা মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমি ত্রিবিক্রম সনাতন পুরুষ। দিক্ সকল তোমার বাহু, সূর্য্য তোমার চক্ষু এবং শুক্র ও প্রজাপতি তোমার বল স্বরূপ। তুমি বায়ুর সপ্ত মার্গ রোধ করিয়া রহিয়াছ। তুমি অতসী পুষ্প সদৃশ, কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবসনধারী। তোমাকে যে নমস্কার করে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। অতএব আমি ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

কৃষ্ণকে একটি মাত্র প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দশ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহার পুনরায় জন্ম হয়, কিন্তু যে একবার কৃষ্ণকে প্রণাম করে, তাহাকে আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহারা কৃষ্ণব্রতপরায়ণ এবং যাঁহারা রাত্রিকালেও উত্থিত হইয়া কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহারা বহ্নিমধ্যে মন্ত্রপূত ঘৃতের ন্যায় কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। হে কৃষ্ণ! তুমি নরকভয় নিবারক এবং সংসারসাগর পার হইবার নৌকা স্বরূপ। তুমি ব্রহ্মণ্য দেব এবং গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী; তোমাকে নমস্কার। হরি এই দুইটি অক্ষর জীবনবন ভ্রমণের পাথেয়, সংসার-শৃঙ্খল ছেদনের উপায় এবং শোক দুঃখের অন্তকস্বরূপ। সত্য বিষ্ণুময়, জগৎ বিষ্ণুময় এবং সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুময়; অতএব সেই বিষ্ণুর প্রসাদে আমার পাপ সকল বিনষ্ট হউক। হে পদ্মপলাশলোচন! এক্ষণে এই নরাধম অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ভক্তি সহকারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তুমি ইহার শুভানুধ্যান কর। তুমি বিদ্যা ও তপস্যার উৎপত্তিস্থান এবং স্বয়ম্ভু, এক্ষণে আমার এই বাক্যে প্রীত ও প্রসন্ন হও। বেদ, তপস্যা ও বিশ্বসংসার সকলই নারায়ণাত্মক। হে নারায়ণ! তুমি সর্ব্বদা সকল বস্তুতেই বিরাজমান আছ।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপে তদ্গত চিত্তে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব যোগবলে ভীষ্মের ভক্তিভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে ত্রিকালদর্শনজ্ঞান প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে পুরুষোত্তম নারায়ণের স্তব করিয়া বারংবার ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরম পুলকিত বাসুদেব সাত্যকির সহিত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের সহিত এবং ভীমসেন নকুল ও সহদেবের সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক চক্রের ঘর্ঘর ঘোষে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়া ভীষ্মদর্শনার্থ ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপ, যুযুৎসু ও সঞ্জয় ইহারাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন গমনকালে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণের মুখে আপনার স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাত্মা ভীষ্মকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত দেখিয়া হৃষ্ট মনে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ পতাকাধ্বজ পরিশোভিত বায়ুবেগগামী নগরাকার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থানে অসংখ্য ক্ষত্রিয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ ভীষণ স্থান রাশি রাশি কেশ, মজ্জা, অস্থি, মৃত মাতঙ্গগণের পর্ব্বতাকার দেহ, নরকপাল, সহস্র সহস্র চিতা, অসংখ্য বর্ম্ম ও শস্ত্র এবং প্রভূত রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া মৃত্যুর উৎকৃষ্ট পানভূমির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভীষ্মদর্শনার্থী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা তথায় উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সেই সমরাঙ্গন দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবাহু বাসুদেব যুধিষ্ঠির সমীপে পরশুরামের পরাক্রম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ঐ যে দূর প্রদেশে পাঁচটি হ্রদ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম রামহ্রদ। ভগবান্ ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়গণের শোণিত দ্বারা ঐ পাঁচ হ্রদ পরিপূর্ণ ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ মহাত্মা কর্ম্মত্যাগী হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যদুনন্দন! তুমি কহিলে যে, ভগবান্ ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের ঐ যুদ্ধে কোটী কোটী ক্ষত্রিয় নিহত হওয়াতে ঐ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। তিনি একবার ক্ষত্রিয়গণকে সমূলে নির্ম্মূল করিলে পুনরায় কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইল? আর তিনি কি নিমিত্তই বা পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে বারংবার ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন? তুমি এই সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় দূর কর। আমরা তোমার নিকট হইতেই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব পৃথিবী যেরূপে নিঃক্ষত্রিয় ও যেরূপে পুনরায় ক্ষত্রিয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষিগণের নিকটে ভার্গবের জন্ম, বিক্রম ও প্রভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, ঐ মহাবীর যেরূপে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং যেরূপে রাজবংশে পুনরায় ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত ও নিহত হইয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাত্মা জহ্নুর পুত্র অজ, অজের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র কুশিক। কুশিক ইন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিবার মানসে কঠোর তপোনুষ্ঠান করাতে দেবরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গাধি নামে বিখ্যাত হন। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক রূপবতী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় সেই কন্যাটিকে ভৃগুনন্দন ঋচীকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতাগুণে প্রীত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা মহারাজ গাধির পুত্র লাভের নিমিত্ত দুইটী পৃথক্ পৃথক্ চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার মাতাকে এই প্রথম চরুটী ভোজন করিতে কহিও এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চরুটী ভোজন করিও। তোমার মাতা এই প্রথম চরু ভোজন করিলে নিশ্চয়ই এক ক্ষত্রিয়নিসূদন বীর পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চরুটী ভোজন করিলে এক শান্তস্বভাব ধৈর্য্যশালী তপোনিরত পুত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। ভগবান্ ঋচীক ভার্য্যাকে এই কথা কহিয়া তপঃসাধনার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে মহারাজ গাধি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সস্ত্রীক হইয়া ভগবান্ ঋচীকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। সত্যবতী পিতামাতার দর্শনে নিতান্ত পুলকিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া চরুদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক জননীর নিকট গমন করিয়া মহর্ষি ঋচীকের বাক্য আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। তখন গাধিমহিষী পরমাহ্লাদে সেই চরুদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপনার চরু কন্যাকে প্রদান ও কন্যার চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন। এইরূপে সত্যবতী ভ্রমক্রমে মাতার চরু ভোজন করাতে তাঁহার গর্ভ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। মহাত্মা ঋচীক ভার্য্যার গর্ভের তীব্রাকার

দর্শন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার জননী তোমাকে তোমার চরু প্রদান না করিয়া তাঁহার চরু ভোজন করাইয়াছেন এবং স্বয়ং তোমার চরু ভক্ষণ করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই তোমার পুত্র অতি ক্রূরকর্ম্মা ও ক্রোধপরায়ণ এবং তোমার ভ্রাতা তপোনিরত ও ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হইবে। আমি তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার মাতার চরুতে ক্ষাত্রতেজ সমাহিত করিয়াছিলাম। অতএব তোমার জননীর পুত্র ব্রাহ্মণ ও তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ঋচীক এই কথা কহিলে পতিপরায়ণা সত্যবতী কম্পান্বিত কলেবরে ভর্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার পুত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইবে, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। তখন ঋচীক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি ত তোমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত পুত্র হইবে মনে করিয়া চরু প্রস্তুত করি নাই। অতএব এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? তুমি কেবল চরুভোজনদোষেই অতি ক্রূরকর্ম্মা পুত্র প্রসব করিবে। সত্যবতী কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ইচ্ছা করিলে পুত্রের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক শান্ত-প্রকৃতি ধীর পুত্র প্রদান করুন। ঋচীক কহিলেন, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নি স্থাপন করিয়া চরু প্রস্তুত করিবার সময়ের কথা দূরে থাকুক, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই। বিশেষত তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। তখন সত্যবতী কহিলেন নাথ! যদি নিতান্তই আপনার বাক্য অন্যথা না হয়, তবে উহার প্রভাবে আমার পৌত্র যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শান্তগুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করিতেই হইবে। মহাত্মা ঋচীক প্রিয়তমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমার মতে পুত্র ও পৌত্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাহাহউক, তুমি যাহা কহিলে, তাহার অন্যথা করিব না। তোমার মনোরথ সফল হউক।

অনন্তর পতিপরায়ণা সত্যবতী যথাসময়ে তপোনুষ্ঠাননিরত শান্তস্বভাব জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। কুশিকনন্দন মহারাজ গাধিরও বিশ্বামিত্র নামে তপোনুষ্ঠানপরায়ণ পুত্র সমুৎপন্ন হইল। কিয়দ্দিন পরে ঋচীকপুত্র মহাত্মা জমদগ্নির ঔরসে দীপ্ত পাবক তুল্য ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী ক্ষত্রিয়নিহন্তা পরশুরাম জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ মহাবীর গন্ধমাদন পর্ব্বতে দেবদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রভূত অস্ত্র ও প্রজ্বলিতানলতুল্য অকুণ্ঠধার পরশু প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকে অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে হৈহয়াধিপ মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সহস্র বাহু লাভ করিয়া স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ হুতাশন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট দাহ্য বস্তু প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে বিবিধ গ্রাম নগর প্রভৃতি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহার বাণাগ্রসম্ভূত হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া শৈল ও পাদপসমূহ ভস্মসাৎ করিতে করিতে বায়ুবেগবশত মহর্ষি বশিষ্ঠের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাত্মা বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্ত্তবীর্য্যকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, রে দুরাত্মন্! তুমি জ্ঞাতসারে আমার এই তপোবন দগ্ধ করিলে, অতএব এই পাপে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তোমার সমুদায় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিবেন। মহাত্মা অর্জ্জুন মহাবল পরাক্রান্ত, শান্তগুণাবলম্বী, দাতা, শরণাগতপ্রতিপালক ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন, সুতরাং বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াও তৎকালে কিছুমাত্র চিন্তাযুক্ত হইলেন না। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ নিতান্ত গর্ব্বিত ও নৃশংস ছিল। তাহারা সেই অভিশাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির ধেনুবৎস অপহরণ করিল। বৎস অপহৃত হওয়াতে পরশুরাম যৎপরোনাস্তি রোষাবিষ্ট ও কার্ত্তবীর্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহস্র বাহু ছেদন পূর্ব্বক তাহার অন্তঃপুর হইতে সেই বৎসটী স্বীয় আশ্রমে প্রত্যানীত করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা মহাত্মা পরশুরাম সমিধকুশাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে নির্ব্বোধ কার্ত্তবীর্য্যতনয়গণ জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। পরশুরাম সমিৎকুশাদি আহরণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃবধ দর্শনে নিতান্ত কোপান্বিত হইলেন এবং পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে উন্মূলিত করিলেন। হৈহয়গণের শোণিতধারায় পৃথিবী কর্দ্দমময় হইল। এইরূপে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া করুণার্দ্র চিত্তে বনপ্রস্থান করিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্রোধপরায়ণ ভগবান্ জামদগ্ন্য সেই বনমধ্যে ব্রাহ্মণসমাজে নিন্দিত হইলেন। একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাম! রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতন-নিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি অসংখ্য ভূপতি আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নন? তুমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পরিপূর্ণ করিতে পার নাই। এক্ষণে জনসমাজে কেবল বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া এই পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী পুনরায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কোপনস্বভাব জমদগ্নিনন্দন পরাবসুর মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি যে সকল ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিতে ছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অবিলম্বে সংহার করিয়া ফেলিলেন। কিয়দ্দিন পরে গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সন্তানগণ প্রসূত হইতে লাগিল। উহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জমদগ্নিতনয় উহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী স্ব স্ব পুত্রদিগকে পরম যত্ন সহকারে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাবীর জমদগ্নিনন্দন এইরূপে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের রক্ষা বিধানার্থ স্রুক ও প্রগ্রহ সম্পন্ন হস্ত দ্বারা দিক্ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, মহাত্মন্! এক্ষণে তুমি দক্ষিণ সাগরের উপকূলে গমন কর। আজি হইতে সমুদায় পৃথিবী আমার অধিকৃত হইল। অতএব আর ইহাতে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। জমদগ্নিতনয় কশ্যপ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাগরের কূলে গমন করিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র তাঁহার বাসের নিমিত্ত শূর্পাকার নামক স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জমদগ্নিতনয় সেই সমুদ্রদত্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে মহর্ষি কশ্যপও বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ করিয়া উহাতে ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপন পূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিলেন

এইরূপে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্যা ও অরাজক হইলে শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে লাগিল। বলবানেরা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং ধনে আর কাহারও অধিকার রহিল না। পৃথিবী দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন। মনস্বী কশ্যপ পৃথিবীকে ভীত মনে রসাতলে ধাবমান দেখিয়া উরু দ্বারা অবরোধ করিলেন। তৎকালে কশ্যপের উরু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতেই পৃথিবীর নাম উর্ব্বী হইয়াছে। অনন্তর অবনী কশ্যপকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় রক্ষা বিধানার্থ তাঁহার নিকট এক ভূপতি প্রার্থনা পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি হৈহয়বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়সন্তান সমুদায় রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহারাই আমাকে রক্ষা করুন। পৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথের পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। অলৌকিক তেজস্বী মহর্ষি পরাশর অনুকম্পা পরবশ হইয়া সৌদাস পুত্রকে রক্ষা করিয়া শূদ্রের ন্যায় স্বয়ং ঐ বালকের সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐ বালকের নাম সর্ব্বকর্ম্মা। প্রতর্দ্দনের পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বৎস বিদ্যমান আছেন। তিনি গোষ্ঠে বৎসকুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির পুত্র গো সমুদায়ের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। উঁহার নাম গোপতি। দধিবাহনের পৌত্র, দিবিরথের পুত্র মহর্ষি গৌতমকর্ত্তৃক ভাগীরথীতীরে রক্ষিত হইয়াছেন। প্রভূত সম্পদশালী বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। আর মহাসাগর মরুত্তবংশীয় দেবরাজ সদৃশ বল

বিক্রমসম্পন্ন বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়কুমারকে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রাজকুমার একণে শিল্পি ও স্বর্ণকারজাতিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যদি ইহাঁরা আমার রক্ষাভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সুস্থির হইয়া থাকিব। ইহাঁদিগের পিতৃপিতামহগণ আমারই নিমিত্ত রণস্থলে পরশুরাম কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। বিশেষতঃ অধার্ম্মিক রাজা আমাকে যে শাসন করিবে, তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। অতএব হে তপোধন! এক্ষণে যাহাতে আমার রক্ষা হয়, আপনি তাহার উপায় করুন।

তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুমার ও তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে আনয়ন পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষেক করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি আমাকে ইতিপূর্ব্বে যে পুরাবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুপ্রবীর কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতে কহিতে দিবাকরের ন্যায় দিগ্‌গণ উদ্ভাসিত করিয়া মহাবেগে রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির পরশুরামের সেই অসামান্য কার্য্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, জনার্দ্দন! মহাত্মা পরশুরাম ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ মহাবীর রোষপরবশ হইয়া সমুদায় পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়গণ উহাঁর ভয়ে গো, সমুদ্র, গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানরগণকে আশ্রয়পূর্ব্বক পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। যখন এক জন ব্রাহ্মণে এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখন অবশ্যই এই মর্ত্ত্য লোককে ধন্য ও মানবগণকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ বাসুদেবের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুরুপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর শান্তনুতনয় সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মুনিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়াছেন। ভগবান্ বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দূর হইতে ওঘবতী নদীর সমীপে ভীষ্মকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া ব্যাসাদি মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক অচিরাৎ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব প্রশান্ত পাবক সদৃশ ভীষ্মকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া দীনমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শান্তনুতনয়! আপনার জ্ঞান সকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন আছে ত? আপনার বুদ্ধি ত পর্য্যাকুল হয় নাই এবং শরাঘাত নিবন্ধন আপনার গাত্র ত নিতান্ত অবশ হইতেছে না? মানসিক দুঃখ অপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান্। আপনার পিতা ধর্ম্মপরায়ণ শান্তনুরাজার বরপ্রভাবেই আপনি এরূপ ইচ্ছামৃত্যুতে অধিকারী হইয়াছেন। আমি আপনার ইচ্ছামৃত্যুর কারণ নহি। একটি সূক্ষ্ম শল্য শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যাহার পর নাই ক্লেশ উপস্থিত হয়, কিন্তু আপনি শরসমূহে সমাচিত হইয়াছেন; শর দ্বারা শরীরভেদ নিবন্ধন আপনার ত কোন ক্লেশ হইতেছে না? যাহা হউক, আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু বিষয় কীর্ত্তন করা নিতান্ত অবিধেয়। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই আপনার অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি ধর্ম্মময়। আপনি পূর্ব্বে যে বিশাল রাজ্যে সুস্থ শরীরে সহস্র সহস্র মহিলাগণে পরিবৃত থাকিতেন, উহা এখনও আমার চিত্তে বর্ত্তমানের ন্যায় জাগরূক রহিয়াছে। আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবল পরাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোকমধ্যে তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। হে কুরুপিতামহ! আপনি সততই সত্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ, ধনুর্ব্বেদ, নীতি, প্রজারক্ষা, সরলতা, পবিত্রতা ও প্রাণিগণের দয়াপরতাতেই তৎপর ছিলেন। আপনার সদৃশ মহারথ আর কেহই নাই। আপনি এক রথে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনি বসুগণের শ্রেষ্ঠ, আমি আপনাকে বিলক্ষণ অবগত আছি। আপনি বলবীর্য্যপ্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে আপনার সদৃশ গুণশালী আর কেহই দর্শন বা শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি স্বীয় গুণগ্রামপ্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আপনি যখন তপোবলে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন স্বীয় উত্তম গুণপ্রভাবে যে উত্তম লোক সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

যাহা হউক, এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন; অতএব আপনি উহাঁর শোকাপনোদন করুন। চাতুর্ব্বেদ্য, চাতুর্হোত্র ও সাংখ্যযোগে যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায় এবং চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের সনাতন ধর্ম্ম সকল আপনার অবিদিত নাই। বর্ণসঙ্করদিগের দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্মলক্ষণও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। বেদোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচার-প্রণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। হে পুরুষোত্তম! ইহলোকে কোন বিষয়বিশেষে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আপনি ভিন্ন তাহার ভঞ্জনকর্ত্তা আর কেহই নাই। অতএব আপনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়শোষক শোকাবেগ নিবারণ করুন। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে বদনমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কর্ত্তা। কেহই তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তুমি নিত্যনির্ম্মুক্ত ও মোক্ষস্বরূপ। তুমি একাকী ত্রিলোকমধ্যে ত্রিকালে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সকলের পরম আশ্রয়। হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে যে কথা কহিলে, সেই বাক্য প্রভাবে আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে তোমার দিব্য ভাব সমুদায় এবং তোমার অবিনশ্বর রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, চরণযুগল দ্বারা বসুন্ধরা ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা নাই। তুমি বায়ুর সাত পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছ। দিক্ সকল তোমার বাহু, সূর্য্য চক্ষু এবং শুক্র তোমার বলস্বরূপ; তোমার অতসীপুষ্প সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর পীতবস্ত্র সমাবৃত হইয়া বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার পরম ভক্ত এবং অভিলষিত গতিলাভার্থ তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার শুভানুধ্যান কর।

তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি আমার একান্ত ভক্ত বলিয়াই আমি আপনাকে স্বীয় দিব্য কলেবর প্রদর্শন করিয়াছি। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ নহে এবং যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়াও অতিশয় কুটিল স্বভাবসম্পন্ন হয়, আর যে ব্যক্তি অশান্ত প্রকৃতি, আমি তাহাদিগকে কদাচ দর্শন প্রদান করি না। আপনি আমার পরম ভক্ত; অতি সরলস্বভাব, সতত তপোনিরত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অতি বদান্য, এই নিমিত্ত আমার দর্শন লাভ করিয়াছেন। আপনার নিমিত্ত যে সমুদায় শুভ লোক বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় গমন করিলে আর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না। আপনি এক্ষণে আর ষট্‌পঞ্চাশৎ দিবস জীবিত থাকিবেন। পরে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় শুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন। প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ বসু প্রভৃতি দেবগণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে আপনার উত্তরায়ণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ সময় উপস্থিত হইলেই আপনি অভীষ্ট লোক লাভ করিবেন।

আপনার মুমূর্ষুদশা উপস্থিত হওয়াতেও জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, এই নিমিত্ত আমরা সকলেই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইতে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে হতজ্ঞান

হইয়াছেন, অতএব আপনি ধর্ম্মার্থ যুক্ত কথা কীর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে ইহার শোকাপনোদন করুন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তখন শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের সেই ধর্ম্মার্থ যুক্ত হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, লোকনাথ! আজি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। আমি তোমার নিকট কি কীর্ত্তন করিব? সকল বাক্যই তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে তুমিই বুদ্ধিমান্‌দিগের অগ্রগণ্য। মনুষ্যগণ যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে বা করিতেছে, তৎসমুদায়ই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি দেবরাজ সমীপে সমুদায় দেবলোকের কথা কহিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তোমার নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অর্থ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। এক্ষণে শরাঘাত নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইয়া গিয়াছে। আমি বিষাগ্নি সদৃশ শরজালে নিপীড়িত হইয়া এককালে বক্তৃতাশক্তি বিহীন হইয়াছি। এখন আমার কিছুমাত্র বল নাই। প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত উত্তমরূপে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এক্ষণে কি রূপে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব? অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর। সুরগুরু বৃহস্পতিও তোমার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে অবসন্ন হন। আমি কি রূপে উহা কীর্ত্তন করিব? বিশেষতঃ এক্ষণে আমি পৃথিবী, আকাশ ও দিক্ সকল নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কেবল তোমারই বীর্য্যপ্রভাবে এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি। অতএব তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে হিতোপদেশ প্রদান কর। তুমি সমুদায় শাস্ত্রের আকর, লোককর্ত্তা ও নিত্যপদার্থ! তুমি বিদ্যমান থাকিতে আমার মত ক্ষুদ্র লোক কি রূপে অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবে। গুরু বিদ্যমান থাকিতে শিষ্য কি উপদেশ প্রদান করিতে পারে?

বাসুদেব কহিলেন, গাঙ্গেয়! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, মহাবীর ও কৌরবগণের ধুরন্ধর; সুতরাং আপনি এরূপ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আপনি শরনিপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, অতএব আমি প্রীত হইয়া আপনাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শরাঘাত নিবন্ধন গ্লানি, মূর্চ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোন প্রকার ক্লেশ থাকিবে না। আপনার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে এবং বুদ্ধির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আপনার মন রজোগুণ ও তমোগুণ পরিহার পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া মেঘনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল হইবে এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কেবল ধর্ম্মার্থযুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে। মীন যেমন নির্ম্মল জলমধ্যে সমুদায় দেখিতে পায়, তদ্রূপ আপনি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবেই এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

হে মহারাজ! মধুসূদন এই কথা কহিলে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল হইতে বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও পাণ্ডবগণের মস্তকে সর্ব্বকালসম্ভূত পুষ্প নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরোগণ বিবিধ বাদিত্র ধ্বনি সহকারে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল। কোন প্রকার অহিতসূচক দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইল না। সুগন্ধি শীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, দিক্ সমুদায় প্রশান্ত এবং কুরঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদায় কানন দগ্ধ করিয়াই যেন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার মানসে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনিরত মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সুচারুরূপে পূজিত হইয়া কল্য পুনরায় সকলে এই স্থানে মিলিত হইব বলিয়া সত্বর স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রথারূঢ় হইলেন। তখন কাঞ্চন কুবরযুক্ত ভূধর তুল্য রথ, মদমত্ত মাতঙ্গ, গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ অশ্ব ও শর শরাসনধারী পদাতিগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। মহানদী নর্ম্মদা যেমন শৃঙ্গবান্ গিরির অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে প্রবাহিত হইতেছে, তদ্রূপ সেই বিপুলসেনা পাণ্ডবগণের রথের অগ্র ও [illegible] গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ নিশাকর সমু-[illegible] সেই সৈন্যগণকে পুলকিত ও মার্ত্তণ্ডের প্রখর করজালে শুষ্কপ্রায় [illegible]মুদায়কে পুনরায় রসসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ, পরিশ্রান্ত সিংহগণ যেমন গুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সুরপুর তুল্য ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব সুখে প্রসুপ্ত ও যামিনী অর্দ্ধপ্রহরমাত্র অবশিষ্ট হইলে জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক জ্ঞান সমুদায় অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্তুতিবাদকুশল মধুরকণ্ঠ সুশিক্ষিত বৈতালিকেরা তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। গায়কেরা গান ও পাণিস্বনিকগণ করতালি দ্বারা তাল প্রদান করিতে লাগিল। শঙ্খ ও মৃদঙ্গ ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং বীণা, পণব ও বেণুর অতি মনোহর স্বর প্রসাদের অট্টহাস্যের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধনার্থ মধুর স্তুতিবাদ ও গীত বাদ্য আরম্ভ হইল। তখন বাসুদেব শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সলিলে অবগাহন করিলেন এবং পরম গুহ্য মন্ত্র জপ ও হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে সহস্র গো দান করিয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন। তৎপরে মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত স্পর্শ ও নির্ম্মল আদর্শে আপনার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, যুযুধান। তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের আবাসে গমন করিয়া, তিনি ভীষ্মদর্শনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, জানিয়া আইস। তখন মহাত্মা সাত্যকি বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিবেন, তাঁহার রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি কেবল আপনারই অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, অবধারণ করুন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে আমার রথ যোজন কর। আমাদিগের সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের গমন করিবার আবশ্যক নাই। অদ্য কেবল আমরা কএক জন মাত্র ভীষ্মদর্শনার্থ যাত্রা করিব। মহাত্মা ভীষ্মকে কষ্ট প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী লোক সমুদায় যেন তথায় গমন না করে। আজি অবধি মহাত্মা ভীষ্ম আমাদিগকে পরম গোপনীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন; অতএব সামান্য লোকের সহিত তাঁহার নিকট গমন করিতে কিছুতেই আমার অভিরুচি হইতেছে না। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপ আদেশ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিলম্বে রথ যোজন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলে রথারোহণ পূর্ব্বক পঞ্চভূতের ন্যায় কৃষ্ণের আবাসে গমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকির সহিত রথে আরূঢ় হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে রথোপরি অবস্থান করিয়াই পরস্পরকে সম্ভাষণ ও সুখশয়ন সংবাদ জিজ্ঞাসা করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ সমুদায় মহাবেগে ও মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে গমন করিতে লাগিল। শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয় দারুকের প্রযত্নে মহাবেগে সঞ্চালিত হইয়া খুরাগ্র দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করত মহাবেগে গমন করিতে প্রবৃত্ত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহামতি বাসুদেব ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাবীরা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া যেস্থানে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া মহর্ষিগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক মহর্ষিগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নক্ষত্র পরিবৃত শশধরের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গ, বাসুদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নভো-

মণ্ডলপরিভ্রষ্ট সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া ভীতচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা পাণ্ডবগণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, শরসমাচিত কলেবর, মহাবল পরাক্রান্ত, শান্তনুতনয় ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই বীর-সমাগম-স্থলে কি রূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নারদাদি মহর্ষিগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হতাবশিষ্ট ভূপাল সমুদায় এবং ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি মহাত্মারা সেই কৌরবকুলধুরন্ধর শরশয্যায় শয়ান, ভরতপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভূতলে নিপতিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদর্শন সম্পন্ন মহর্ষি নারদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সমস্ত পাণ্ডব ও হতাবশিষ্ট নরপতিদিগকে কহিলেন, মহামতি ভীষ্ম দিবাকরের ন্যায় অস্তগমনেই উন্মুখ হইয়াছেন। এই মহাত্মা চারি বর্ণের বিবিধ ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন; অতএব ইনি কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ না করিতে করিতে তোমরা ইঁহাকে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন কর।

মহর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভূপালগণ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! তুমি ভিন্ন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক আর কেহ নাই। অতএব তুমিই উঁহাকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা কর; আমাদিগের মধ্যে তুমিই ধর্ম্মজ্ঞ।

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজসত্তম! আপনি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন? আপনার জ্ঞান সকল ত প্রসন্ন ও বুদ্ধির জড়তা ত দূরীভূত হইয়াছে? আপনার শরীরের কোন গ্লানি বা মনের ব্যাকুলতা ত উপস্থিত হয় নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বাসুদেব! তোমার অনুগ্রহে আমার দাহ, মোহ, পরিশ্রম, গ্লানি ও রোগ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমার বর প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হস্তগত ফলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি। বেদ ও বেদান্তোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচার প্রথা, আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম এবং দেশীয়, জাতীয় ও কুলাচরিত ধর্ম্ম সমস্তই আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। যে স্থলে যাহা কীর্ত্তন করিতে হয়, আমি তৎসমুদায়ই কহিব। তোমার অনুগ্রহে আমার বুদ্ধি নির্ম্মল ও চিত্ত স্থির হইয়াছে। আমি তোমাকে ধ্যান করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছি। এক্ষণে হিতাহিত সমুদায় কীর্ত্তন করিতে পারিব; কিন্তু তুমি স্বয়ং কি নিমিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, কুরুপিতামহ! আপনি আমাকে কীর্ত্তি ও কল্যাণের মূল বলিয়া জ্ঞাত আছেন। আমা হইতেই হিতাহিত কার্য্য সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব চন্দ্রকে শীতাংশু বলিলে যেমন কেহই বিস্ময়াবিষ্ট হয় না, তদ্রূপ আমি যশস্বী হইলেও কেহই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না। আমি তন্নিমিত্ত এক্ষণে আপনাকে সমধিক যশস্বী করিব বলিয়াই আমার সমুদায় বুদ্ধি আপনাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যতদিন এই পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, লোকে ততদিন পর্য্যন্ত আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির আন্দোলন হইবে। আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যা কিছু উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল স্থির রহিত থাকিবে। যে ব্যক্তি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সে পরলোকে সমুদায় পুণ্যের ফলভোগ করিবে। হে ভীষ্ম! এই সকল কারণ বশতই আমি আপনাকে নির্ম্মল বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি। আপনার যশ বিস্তারিত করাই আমার উদ্দেশ্য। যশই লোকের অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ। এক্ষণে যে সকল হতাবশিষ্ট নরপতি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া আপনার চতুর্দ্দিকে আসীন রহিয়াছেন, আপনি উঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও শুদ্ধাচার সম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোন দোষই লক্ষিত হয় নাই। নরপতিগণ আপনাকে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন, অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষ রূপে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। ক্ষমতা থাকিতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলে নিতান্ত দোষী হইতে হয়; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন আপনার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সকলেই আপনাকে সনাতন ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন উঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে মহাবাহু ভীষ্ম কহিলেন, বাসুদেব! তুমি সর্ব্বভূতের আত্মা ও নিত্য পদার্থ। তোমার প্রসাদে আমার বাক্য ও মন দৃঢ় হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে যে মহাত্মা রাজ্যভার গ্রহণ করাতে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হইয়াছেন; কৌরবগণের মধ্যে যাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ও যশস্বী আর কেহই নাই; যিনি ধৈর্য্য, দম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ ও বলের অদ্বিতীয় আধার; যিনি আত্মীয় কুটুম্ব অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যগণকে যথোচিত সংকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। সত্য, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, শান্তি, দক্ষতা ও নির্ভীকতা যাঁহাতে প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে; যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় অথবা অর্থের নিমিত্ত অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। লোকে যাঁহাকে সত্যপরায়ণ, জ্ঞানী ক্ষমাবান্ ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া অবগত আছে এবং যিনি সদাশীল, যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ও শান্তস্বভাব বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছেন, সেই ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রশ্ন করুন। তাহা হইলেই আমি পরম প্রীত হইয়া সমুদায় ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, কৌরবনাথ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরম পূজ্য, মান্য, ভক্ত, গুরু, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকের প্রাণসংহার পূর্ব্বক নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইতেছেন না। ভীষ্ম কহিলেন, বাসুদেব! ব্রাহ্মণদিগের দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেমন প্রধান ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে শত্রুসংহার করাও তদ্রূপ। যে ক্ষত্রিয় অকারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, গুরু, ভ্রাতা, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের, সমরত্যাগী পাপপরায়ণ দুষ্টস্বভাব ক্ষুদ্র এবং লোভপরতন্ত্র ধর্ম্মত্যাগী পামরগণের প্রাণ সংহার করেন, আর যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে পৃথিবীকে শোণিতরূপ জল, কেশরূপ তৃণ, গজরূপ শৈল ও ধ্বজরূপ পাদপে পরিশোভিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। মনু কহিয়া গিয়াছেন যে, সংগ্রামে আহূত হইলেই ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণের যশ, ধর্ম্ম ও স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক বিনীত ভাবে চরণ বন্দনা করিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্মদেবও আনন্দিত মনে ধর্ম্মরাজের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার ভয় নাই, তুমি বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর।

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও বাসুদেবকে নমস্কার ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মবিৎ মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, রাজাদিগের পক্ষে রাজধর্ম্মই সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ঐ ধর্ম্মের ভারবহন করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব আপনি সবিস্তরে সেই রাজধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঐ ধর্ম্মই এই জীবলোকের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মার্থ কামের সহিত উহার

বিলক্ষণ সংশ্রব আছে এবং উহাতে মোক্ষধর্ম্মও সুস্পষ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে। রশ্মি যেমন অশ্বকে ও অঙ্কুশ যেমন কুঞ্জরকে নিয়ন্ত্রিত করে, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম সমুদায় লোককেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজা যদি রাজকর্ম্ম প্রতিপালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে লোক সকল কখনই সুশৃঙ্খল হইয়া থাকে না। দিবাকর যেমন উদিত হইয়া অন্ধকার নিরাশ করেন, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়া লোকের অপ্রত্যক্ষ নরকভয় নিবারণ করিয়া থাকে। অতএব হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে আমাকে সেই রাজধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন। আপনা হইতেই আমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। আর মহাত্মা বাসুদেবও আপনাকে বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি ধর্ম্ম, জগদ্বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা এবং অন্য যা কিছু তোমার অভিলাষ থাকে, তৎ সমুদায় শ্রবণ কর। রাজার সর্ব্বাগ্রে দেবতা ও দ্বিজগণের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত বিধানানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে রাজা ধর্ম্মের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত ও সকলের আদরভাজন হইয়া থাকেন। পুরুষকার দ্বারা কার্য্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পৌরুষবিরহিত দৈবকার্য্য ভূপালগণের কোন ফলোপধায়ক হয় না। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েরই প্রভাব তুল্য; কিন্তু তন্মধ্যে পৌরুষ প্রত্যক্ষ ফল উৎপন্ন করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ, আর দৈব ফলসিদ্ধি দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া গণনা করা যায়। কার্য্য আরম্ভ করিলে যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না, প্রত্যুত যাহাতে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে গাঢ়তর যত্ন করিবে। পণ্ডিতগণের মতে উহাই ভূপতিদিগের কার্য্যসম্পাদনের একমাত্র উপায়। সত্য ব্যতিরেকে ভূপালগণের ফলসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। সত্যপরায়ণ রাজা ইহলোক ও পরলোকে আনন্দিত হইয়া থাকেন। সত্য মহর্ষিগণেরও পরম ধন। সত্য অপেক্ষা রাজার বিশ্বাসের কারণ আর কিছুই নাই। গুণবান্, সচ্চরিত্র, অতিবদান্য, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়দর্শন রাজা কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হন না। সমস্তকার্য্যে সরলভাব অবলম্বনপূর্ব্বক [illegible] প্রয়োগ করিবে। স্বচ্ছিদ্র গোপন ও পরচ্ছিদ্রান্বেষণাদি [illegible] অনুষ্ঠান সময়ে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। রাজা অতিশয় মৃদু স্বভাব হইলে লোকে তাঁহাকে পরাভব করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্র স্বভাব হইলে, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়; অতএব নিতান্ত মৃদুভাব বা নিতান্ত উগ্রভাব অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। ব্রাহ্মণগণের কদাচ দণ্ড বিধান করিবে না। ব্রাহ্মণ এই জীবলোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে মনু যেরূপ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা অতি কর্ত্তব্য। মনুর মতে সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগের সর্ব্বব্যাপী তেজ স্ব স্ব উৎপত্তি স্থানে উপস্থিত হইলেই উপশমিত হইয়া যায়। লৌহ প্রস্তরকে চূর্ণন, অগ্নি সলিলকে শোষণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে অচিরাৎ আপনারাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণেরাই পূজিত হইয়া ভূতলস্থ বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিদিগের নমস্য; কিন্তু যদি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে রূপ কহিয়াছেন, তাহা একাগ্র মনে শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণকে রণস্থলে শস্ত্র উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিলে, স্বধর্ম্মানুসারে প্রহার করিবেন। যিনি বিনাশোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক; সুতরাং অধর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অধর্ম্মদোষে দূষিত হইতে হয় না; কেন না, ক্রোধই সেই প্রহারের কারণ। যাহা হউক, ব্রাহ্মণকে বিনাশ না করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। ব্রাহ্মণ সত্য বা মিথ্যা দোষে লিপ্ত হইলে তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প গমন, ভ্রূণহত্যা অথবা রাজার প্রতি বিদ্বেষ করিলে তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত করাই কর্ত্তব্য। কশাঘাতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ডবিধান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহারাই ভূপতির প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। লোকসংগ্রহ অপেক্ষা রাজাদিগের পরম ধন আর কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা ছয় প্রকার দুর্গমধ্যে নরকদুর্গকেই নিতান্ত দুস্তর বলিয়া স্থির করিয়াছেন; অতএব বিজ্ঞলোকে সকলেরই প্রতি প্রতিনিয়ত দয়া প্রকাশ করিবেন। রাজা ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী হইলেই প্রজারঞ্জনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। একান্ত ক্ষমাশীল রাজা হস্তীর ন্যায় নিতান্ত অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। গজনিয়ন্তা যেমন গজের মস্তকে আরোহণ করে, তদ্রূপও নীচ ব্যক্তি ক্ষমাশীল নরপতির মস্তকে পদার্পণ করিয়া থাকে; অতএব নিয়ত মৃদু বা নিয়ত তীক্ষ্ণ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। বসন্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় অনতি মৃদু ও অনতি তেজস্বী হইয়া থাকাই বিধেয়। সতত প্রত্যক্ষ, অনুমান, সাদৃশ্য ও শাস্ত্র দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় মণ্ডল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্যসনে নিতান্ত আসক্ত হওয়া ও অপরিমিত ব্যয় করা একান্ত অনুচিত।

রাজা ব্যসনাসক্ত হইলে নিয়ত পরাভূত হন এবং নিতান্ত বিদ্বেষী হইলে প্রজাদিগকে উদ্বেজিত করেন। গর্ভবতী স্ত্রী যেমন আপনার প্রিয় মনোরথ পরিত্যাগ করিয়া গর্ভেরই হিতসাধন করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণের স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাদিগের হিতসাধন করাই বিধেয়।

হে মহারাজ! তুমি কদাচ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিও না। ধৈর্য্যশালী চতুরঙ্গ বলসমাযুক্ত নরপতির কখনই ভয় উপস্থিত হয় না। ভৃত্যদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে উপজীবিরা প্রশ্রয়যুক্ত হইয়া স্বামীর অবমাননা করে; আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগ করে না; কোন কার্য্য সম্পাদনে আদেশ করিলে উহা যথার্থ করিতে হইবে কি না, মনে করিয়া সন্দিহান হয়; গোপনীয় বিষয় জানিবার চেষ্টা করে; অনুচিত বিষয়ে প্রার্থনা ও প্রভুর ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করে, অনেক সময় স্বামীর প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; উৎকোচ গ্রহণ ও বঞ্চনা দ্বারা কার্য্য হানি করিতে ত্রুটি করে না; [illegible] রাজ্য বিনষ্ট করে; অন্তঃপুররক্ষকদের সহিত সখ্য [illegible] করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশে উৎসুক হয়; প্রভুর সমক্ষে বাতু [illegible] ও নিষ্ঠীবনে লজ্জিত হয় না; সতত [illegible] প্রভুর [illegible] করে এবং তাঁহাকে অনাদর করিয়া তাঁহার অশ্ব, হস্তী ও অভিমত রথারোহণে প্রবৃত্ত হয়; সুহৃদ্ ব্যক্তির ন্যায় সভায় হইয়া "মহারাজ! ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর, ইহা তোমার অতি কুকর্ম্ম" বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকে। স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়াও পরিহাস করে; আপনারা সম্মানিত হইয়াও আহ্লাদিত হয় না। সতত কেবল হাস্য পরিহাস করিয়াই কালক্ষেপ করে; রাজার মন্ত্রণা ও দুষ্কর্ম্ম সমুদায় প্রকাশ করিয়া দেয়; নির্ভয়ে অবজ্ঞা সহকারে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে; প্রভু অলঙ্কার, ভোজনদ্রব্য বা স্নানীয় অনুলেপন আহরণ করিতে কহিলে নির্ভয়ে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদিগের কার্য্যের নিন্দা ও উহা পরিত্যাগ করে; বেতন লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার রাজকর অপহরণ করে; সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় প্রভুকে লইয়া ক্রীড়া করিতে উৎসুক হয় এবং লোকসমাজে রাজা আমাদিগের বাধ্য বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে। নরপতি আমোদপরায়ণ ও মৃদু স্বভাব হইলে এইরূপ নানাপ্রকার দোষ প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হওয়া নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উদ্‌যোগ বিহীন রাজা কদাচ প্রশংসার পাত্র হইতে পারেন না। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য কহিয়া গিয়াছেন যে, সর্প গর্ত্তস্থ মূষিকদিগের ন্যায় পৃথিবী অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করে। শুক্রাচার্য্যের এই কথা তোমার সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তুমি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সন্ধি ও বিরোধার্হদিগের সহিত বিরোধ করিবে। যিনি স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই

রাজ্যসম্পর্কীয় সাত অঙ্গের প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন বা মিত্রই হউন, তাঁহাকে বিনাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মরুত্ত-রাজা বৃহস্পতির অনুমোদিত এই কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে, গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য, গর্ব্বিত ও কুমার্গগামী হন, তাঁহার দণ্ডবিধান অবিধেয় নহে। বাহুপুত্র মহারাজ সগর পুরবাসীদিগের হিতকামনায় জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসমঞ্জা পুরবাসী শিশুগণকে আক্রমণ ও সরযূজলে নিমগ্ন করিয়া দিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা তাঁহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। মহর্ষি উদ্দালকও মহাতপা প্রিয়পুত্র শ্বেতকেতুকে বিপ্রগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লোকরঞ্জন, সত্য প্রতিপালন ও সরল ব্যবহার করাই নরপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পরধন হরণ না করা ও যথাসময়ে দেয় বস্তু প্রদান করা ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরাক্রমশালী, সত্যবাদী, ক্ষমাবান্ রাজা কদাপি সৎপথ হইতে বিচলিত হন না। জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রার্থে কৃতনিশ্চয়, চতুর্ব্বর্গে অনুরক্ত ও বেদমন্ত্রজ্ঞ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজারক্ষণে পরাঙ্মুখ হওয়া অপেক্ষা ভূপতিদিগের গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। চারিবর্ণের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্মান রক্ষা করা রাজার নিতান্ত উচিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আত্মীয়গণকেও বিশ্বাস করা নরপতিদিগের কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা বুদ্ধি দ্বারা সতত নীতির গুণ দোষ নির্ণয় করিবেন। যে রাজা ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ হইয়া শত্রুরাজ্যের ছিদ্রান্বেষণ ও উৎকোচাদি দ্বারা বিপক্ষ পক্ষীয়দিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রশংসার পাত্র। যম ও বৈশ্রবণের ন্যায় কোষপূরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়-সঞ্জাত গুণ দোষের নির্ণয়, অনাথদিগের প্রতিপালন, প্রসন্ন বদনে হাস্যমুখে বাক্য প্রয়োগ, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা, আলস্য ও লোভ পরাজয়, দুশ্চরিত্রদিগের দণ্ডবিধান, সৎপাত্রে ধনদান, ইন্দ্রিয় পরাজয় এবং উপভোগ্য দ্রব্য উপভোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা সচ্চরিত্র ভূপতিদিগের সমুচিত নহে। তাঁহারা অসৎলোক-দিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া সাধুদিগকে বিতরণ করিবেন। যাহারা সৎকুলসম্ভূত, দুর্দ্ধর্ষ, বীর, ভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্টসহবাসী, মানী, বিদ্যাবিশারদ লোকতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, সাধু ও অচলের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি এবং যাহারা পরকালের ভয় করে ও কদাচ অন্যের অপমান করে না, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাহাদিগকেই সহায় করিয়া কেবল ছত্র ও আজ্ঞা ব্যতীত আর সকল বিষয়েই আপনার ন্যায় তাহাদিগের অধিকার রাখিবেন। ঐ রূপ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমান ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহাকে কদাচ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যে রাজা অতি-শয় সন্দিগ্ধ, লোকের সর্ব্বস্বাপহারী, লুব্ধপ্রকৃতি ও কুটিলস্বভাব, তাঁহার স্বজনবর্গই তাঁহাকে অচিরাৎ বিনাশ করে; আর যে রাজা বিশুদ্ধমনা, পরচিত্ত গ্রহণে সুপটু তিনি বিপক্ষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কদাচ অবনতি প্রাপ্ত হন না এবং একবার হীনদশাগ্রস্ত হইলেও পুনরায় উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা শান্তস্বভাব, ব্যসনশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে অল্পদণ্ড প্রদান করেন, তিনি হিমাচলের ন্যায় সকলের বিশ্বাসভাজন হন। যে রাজা প্রাজ্ঞ, বদান্য, পরছিদ্রান্বেষণতৎপর, প্রিয়দর্শন, নীতিজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধহীন, সতত সুপ্রসন্ন, ক্রিয়াবান্ ও নিরহঙ্কার; যিনি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্যক্রূপে নির্ব্বাহ করেন এবং যাহার রাজ্যে নীতিজ্ঞ প্রজারা আপনাদের ঐশ্বর্য্য গোপনে না রাখিয়া পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে, সেই রাজাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকে, আপনার শরীর অপেক্ষা শরীরসাধ্য ধর্ম্মে আদর প্রদর্শন করে, ভূপতির প্রযত্নে সুপ্রণালী ক্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই একান্ত বশীভূত হয়, পরপরাভবের প্রতি কিছুমাত্র চেষ্টা করে না এবং দান বিষয়ে সতত প্রবৃত্ত থাকে, তিনিই যথার্থ রাজা। যাহার অধিকারে কপট, মায়া ও মাৎসর্য্যের প্রাদুর্ভাব নাই, সেই রাজাই সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা পণ্ডিতগণকে আদর করেন, যিনি অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হইতে সমুৎসুক হন, যিনি পৌরজনের হিতানুষ্ঠাননিরত, সৎপথগামী ও ত্যাগশীল হইতে পারেন এবং যাঁহার চর, মন্ত্রণা ও অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কার্য্য সমুদায় বিপক্ষগণের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সেই রাজাই রাজ্য লাভের উপযুক্ত। রামচরিতমধ্যে মহাত্মা ভার্গব রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিয়াছেন যে, প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৎপরে দার-পরিগ্রহ ও ধনসঞ্চয় করিবে, কারণ রাজা না থাকিলে ভার্য্যা ও ধন রক্ষা করা নিতান্ত সুকঠিন। যাঁহারা রাজ্যলাভের অভিলাষ করেন, লোকরক্ষা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ভূপালকৃত রক্ষাই লোক সকলকে সুশৃঙ্খল করিয়া রাখে। মহর্ষি প্রাচেতস মনু রাজধর্ম্ম-কীর্ত্তন কালে কহিয়া গিয়াছেন, মৌনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়নপরাঙ্মুখ ঋত্বিক্, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামপর্য্যটনোৎসুক গোপাল ও বনগমনাভিলাষী নাপিতকে অর্ণবমধ্যে ভগ্ননৌকার ন্যায় অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! রক্ষাই রাজধর্ম্মের সারাংশ। ভগবান্ বৃহস্পতি রক্ষার ন্যায় অন্য ধর্ম্মের প্রশংসা করেন নাই। রাজধর্ম্ম-প্রণেতা ব্রহ্মবাদী ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপা শুক্রাচার্য্য, সহস্রলোচন ইন্দ্র, প্রাচেতস মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ ও গৌরশিরা মুনি সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষা ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি রক্ষাবিধানের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গুপ্তচর ও ভৃত্যবর্গকে বিরক্ত না করিয়া যথাকালে বেতন দান, অসৎপথাবলম্বী না হইয়া যুক্ত্যনুসারে প্রজাগণের করগ্রহণ, সাধু ব্যক্তি-দিগের সংগ্রহ, শৌর্য্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ, সত্য ব্যবহার, প্রজার হিতচেষ্টা, সৎপথেই হউক আর অসৎপথেই হউক শত্রুপক্ষের ভেদ, জীর্ণ গৃহাদির পুনঃসংস্কার, সময়ানুসারে দ্বিবিধ দণ্ড প্রয়োগ, সাধু ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি-গণের অপরিত্যাগ, শস্যাদি সংগ্রহ, সতত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস, নিয়ত সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন, প্রজাদিগের তত্ত্বাবধারণ, নিয়ত কার্য্যসাধনে তৎপরতা, কোষপরিবর্দ্ধন, নগর রক্ষা, পরপক্ষ কর্ত্তৃক ভেদের আশঙ্কা, শত্রুমধ্যস্থিত প্রজাগণের তত্ত্বাবধারণ, ভৃত্যগণের কার্য্য বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ, আত্মপুর রক্ষা, শত্রুকে আশ্বাস প্রদান, নিয়ত নীতিধর্ম্মের অনুসরণ, সতত উদ্যোগ ও অসৎলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা এবং শত্রুগণকে উপেক্ষা প্রদান না করাই রক্ষাবিধানের প্রধান উপায়।

অতঃপর পুরুষকারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৃহস্পতি পুরুষকারকে রাজধর্ম্মের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুরুষকার প্রভাবেই অমৃত লাভ, অসুর সংহার ও দেবলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করিয়াছেন। পুরুষকারশূন্য বীরপুরুষ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পণ্ডিতেরা উদ্যোগী ব্যক্তিকে প্রীতি বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া উপা-সনা করেন। যে রাজা পুরুষকারে হীন তিনি বুদ্ধিমান্ হইলেও নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় শত্রুগণের পরাভবের আস্পদ হইয়া উঠেন। বলবান্ ব্যক্তি, শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও সমুদায় দগ্ধ এবং বিষ, অণুমাত্র হইলেও লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে। শত্রু একাঙ্গমাত্র সেনা সমভিব্যাহারে দুর্গ আশ্রয় করিয়া সুসম্পন্ন ভূপালের দেশ উৎসন্ন করিতে পারে। রাজার গোপনীয় বাক্য, লোকসংগ্রহের বিষয়, জয়াদি লাভার্থ হৃদয়স্থ কুটিলভাব এবং হীন কার্য্য সমুদায় সরলতা সহকারে প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। লোক বশীভূত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। একান্ত ক্রূর এবং নিতান্ত মৃদু স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যভার বহন করিতে কদাচ সমর্থ হন না। অতএব ক্রূরতা ও মৃদুতা উভয়ই অবলম্বন করা রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত যদি রাজার কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ধর্ম্মস্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে ভূপালগণের যে সমুদায় গুণ কীর্ত্তন করিলাম, ঐ রূপ গুণসম্পন্ন হওয়াই তাহাদিগের কর্ত্তব্য। তুমি আমার মুখে রাজধর্ম্মের কিয়দংশ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তোমার যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, অবিলম্বে তাহার উল্লেখ কর।

মহাত্মা শান্তনুতনয় এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্যাস, দেবস্থান, অশ্মা, বাসুদেব, কৃপাচার্য্য, সাত্যকি ও সঞ্জয় তাঁহার নিকট রাজধর্ম্ম শ্রবণে যাহার পর নাই প্রফুল্ল হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও দীনভাবে ভীষ্মের চরণস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ! এক্ষণে দিবাকর পার্থিব রস আকর্ষণ পূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিতেছেন; অতএব কল্য আপনাকে

সংশয় সমুদায় জিজ্ঞাসা করিব। অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রফুল্ল মনে রথারূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ স্রোতস্বতী দৃষদ্বতীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া অবগাহন ও সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নিক কৃত্য সমাধান করিয়া নগরাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন এবং অচিরাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিষ্পাপ ভীষ্মদেবকে রাত্রির কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের চরণ বন্দনপূর্ব্বক আনন্দিত মনে শান্তনুতনয়ের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যথাবিধি পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতামহ! রাজা এই শব্দটী কিরূপে সমুৎপন্ন হইল? রাজার হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণ যেরূপ প্রজাগণেরও তদ্রূপ। তবে রাজা কিরূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্ট বুদ্ধি মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমুদায় পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন? সকল লোকে কি নিমিত্ত রাজার প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সকলেই প্রসন্ন ও তাঁহার বিপদে সকলেই বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, আমি এই সমুদায় কথা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে যেরূপে রাজত্বের সৃষ্টি হয়, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সর্ব্ব প্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছুদিন কালযাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব বশতঃ ক্রমশঃ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। নরলোক এইরূপে কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম একাকালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তখন দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিত চিত্তে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! লোভমোহাদি নীচবৃত্তি সমুদায় নরলোকস্থ সনাতন বেদকে গ্রাস করাতে আমরা ভীত হইয়াছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। মানবগণ হোমাদি কার্য্য দ্বারা ঊর্দ্ধবর্ষী বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা বারিবর্ষণাদি দ্বারা অধোবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইতেছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবসম্ভূত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন।

তখন ভগবান্ কমলযোনি সুরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না, আমি অচিরাৎ উহার উপায় চিন্তা করিতেছি। প্রজাপতি দেবগণকে এই কথা বলিয়া বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজঃ ও তম নামে তিন বর্গ, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায়াখ্য নীতিজ ষড়বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্য, রক্ষার্থ নিযুক্তচর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, এই চতুর্ব্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয়, অর্থ দ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ়বিষয় প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, রথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদি জনিত সমগ্র গুণ, ভূমিগুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথ সজ্জার উপায়, বিবিধ ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কাদির নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রে শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসন মোচন, সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপৎকাল, পদাতিজ্ঞান, খাত খনন, পতাকাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণ, চৌর, উগ্রস্বভাব অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা বিষপ্রয়োক্তা প্রতিরূপকারী প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন মন্ত্র তন্ত্রাদি প্রভাবে হস্তীদিগের বলহ্রাস, শঙ্কা উৎপাদন এবং অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাসজনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশসাধন, সূক্ষ্ম ব্যবহার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভৃত ব্যক্তির ভরণ পোষণ, ভৃত্য ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাসক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অনুগতদিগের ব্যবহার, সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলব্ধবিষয়ের লাভ, লব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থদান, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসম্ভোগ, এই চারি প্রকার কামজ আর বাক্‌পারুষ্য, উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য, নিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও অর্থদূষণ এই ছয় প্রকার ক্রোধজ সমুদায়ে দশ প্রকার ব্যসন, বিবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রকার্য্য, চিহ্নবিলোপ, চৈত্যচ্ছেদন, অবরোধ, কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, নানা প্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী, দ্রব্যোপার্জ্জন, ছয় প্রকার দ্রব্য, লব্ধরাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান্‌ব্যক্তিদিগের আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্যবস্তুর স্পর্শ, শরীর সংস্কার, আহার, আস্তিকতা, এক পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যুদয়লাভ, সত্য মধুরবাক্য, সমাজের উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদি স্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, ব্রাহ্মণের অদণ্ডনীয়তা যুক্ত্যনুসারে দণ্ডবিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতিকার, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, উপায় অর্থস্পৃহা, কৃষ্যাদি প্রভৃতি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথরোধ এবং যে যে উপায় দ্বারা লোক সকল স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকে, তাহার বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভগবান্ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, সুরগণ! আমি ত্রিবর্গসংস্থাপন ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সারস্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক লোকরক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই শাস্ত্র দ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থ ফললাভে সমর্থ হইবে; অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল নীতিসার শাস্ত্র মহাত্মাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! মহাত্মা কমলযোনি ঐ রূপে সেই লক্ষাধ্যায়যুক্ত নীতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিলে বহু রূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতি শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশসহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে ভগবান্ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া বাহুদন্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্ত্তন পূর্ব্বক বার্হস্পত্য নাম প্রদান করিলেন। পরিশেষে যোগাচার্য্য ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ঐ শাস্ত্রকে এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। মহর্ষিরা এইরূপে মর্ত্ত্যদিগের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া লোকানুরোধে সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিলে দেবগণ ভগবান্ নারায়ণের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, ভগবন্!

এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মনুষ্যদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে? তখন ভগবান্ বিষ্ণু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিরজা নামে এক মানস পুত্রের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু ঐ মহাত্মা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তিমান্ নামে এক বিষয়-বাসনা পরিশূন্য পুত্র জন্মিয়াছিল। কীর্ত্তিমানের কর্দ্দম নামে এক মহাতপা পুত্র জন্মে। প্রজাপতি কর্দ্দম অনঙ্গনামে একপুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ মহাত্মা প্রজাপালনতৎপর সাধু ও দণ্ডনীতিবিশারদ ছিলেন, তাঁহার অতিবল নামে এক পুত্র জন্মে। অতিবল পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াছিল। উঁহার ঔরসে মৃত্যুর সুনীথা নামে মানসী কন্যার গর্ভে বেণের জন্ম হয়। বেণ পিতার নিধনানন্তর রাজ্য লাভ করিয়া যাহার পর নাই অধর্ম্মনিরত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধদ্বেষ পরিপূর্ণ ও অধার্ম্মিক দেখিয়া মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। তৎপরে তাঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে উহা হইতে এক হ্রস্বাঙ্গ, তাম্রলোচন ও দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ উহাকে এই স্থানে নিষণ্ণ হও বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসম্ভূত শৈল, বন ও বিন্ধ্যাচলবাসী ক্রূরস্বভাব ম্লেচ্ছগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন। তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গকবচধারী শর শরাসনসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গবেত্তা দণ্ডনীতি-কুশল ধনুর্ব্বেদবিশারদ ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। উঁহার নাম পৃথু, পৃথু বেণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিদিগকে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমার ধর্ম্মার্থদর্শিনী অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই বুদ্ধিপ্রভাবে এক্ষণে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আমাকে উহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনারা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি কিছুমাত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

অনন্তর দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অশঙ্কিত মনে নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মানকে অতিদূরে পরিহার, কেহ ধর্ম্মপথ-পরিভ্রষ্ট হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার দণ্ডবিধান, কায়মনোবাক্যে ভূমিস্থ বেদনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালনের চেষ্টা এবং অশঙ্কিতচিত্তে দণ্ডনীতিমূলক ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিপালন কর। ব্রাহ্মণের প্রতি কদাচ দণ্ডবিধান করিবে না এবং লোকসঙ্কর নিবারণের সম্যক্ চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। আর স্বেচ্ছানুসারে কদাচ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।

বেণতনয় দেবতা ও মহর্ষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ সততই আমার নমস্য হউন। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই তোমার নমস্য হইবেন। অনন্তর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুরোহিত, বালখিল্য ও সারস্বতগণ তাঁহার মন্ত্রী, মহর্ষি গর্গ তাঁহার জ্যোতিষিক হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মহাত্মা পৃথুকে অষ্টম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ঐ সময় সূত ও মাগধ নামে তাঁহার দুই স্তুতিপাঠক উৎপন্ন হইল। ইহার পূর্ব্বে স্তুতি-পাঠকের আর সৃষ্টি হয় নাই। তখন মহারাজ পৃথু প্রীতমনে সূতকে অনুপদেশ ও মাগধকে মগধদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে মন্বন্তরপ্রভাবে পৃথিবী অতিশয় উন্নতানত হইয়াছিল; মহাত্মা পৃথু ধনুষ্কোটি দ্বারা শিলাজাল উৎসারিত করিয়া উহার সমতা সম্পাদন করিলেন। তিনি ভূতল সমতল করিবার অভিলাষে যে সমস্ত শিলা অপসারিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পৃথিবী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ ধন রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাসাগর, হিমাচল ও ত্রিদশরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অক্ষয় ধন, সুমেরু পর্ব্বত, রাশি রাশি সুবর্ণ এবং যক্ষ রাক্ষসগণের অধিপতি কুবের তাঁহাকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। বেণতনয় চিন্তা করিবামাত্র অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইল। তাহার রাজ্যকালে জরা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মনঃপীড়ার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাঁহার শাসনপ্রভাবে তস্কর ও সরীসৃপগণ হইতে লোকের কিছুমাত্র অপকার হইত না। তিনি সমুদ্রযাত্রা করিলে সাগরের সলিলরাশি স্তব্ধ হইয়া থাকিত; পর্ব্বত সমুদায় তাহাকে পথ প্রদান করিত এবং কুত্রাপি তাহার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি যক্ষ, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি জীবগণের আহারার্থ পৃথিবী হইতে সপ্তদশ প্রকার শস্য সমুৎপন্ন করেন। তাঁহার প্রভাবেই লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে। তিনি সুপ্রণালী-ক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত বা বিনাশ হইতে রক্ষা করাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এইরূপে এই বহুলোকপূর্ণা পৃথিবী পৃথুর প্রভাবে ধর্ম্মে অবনত হইয়াছিল। সনাতন বিষ্ণু তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না বলিয়া স্বয়ং পৃথুকে মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। তৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু তপঃপ্রভাবে সেই মহাত্মা ভূপতির দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই জগতের যাবতীয় লোক তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া নমস্কার করে। হে মহারাজ! দণ্ডনীতির অনুসারে রাজ্যপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নরপতি স্থিরচিত্ত হইয়া শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই শুভফল লাভ করিতে পারেন। দৈবগুণ প্রভাবেই প্রজারা রাজার বশীভূত হয়। পৃথুর রাজ্য প্রাপ্তি সময়ে বিষ্ণুর ললাট হইতে এক সুবর্ণময় কমল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মের পত্নী শ্রী সেই কমল হইতে সমুদ্ভূত হন। ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ সমুৎপন্ন এবং তৎপরে ধর্ম্ম, শ্রী ও অর্থ রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় লোক পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডনীতি বিশারদ রাজা হইয়া বিষ্ণুর অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই ভূপতিগণ বুদ্ধিমান্ ও মহাত্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। দেবগণ ভূপতিকে রাজ্যপদ প্রদান করেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, প্রত্যুত সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হয়। রাজার পূর্ব্বকৃত সুকৃত নিবন্ধনই অন্যান্য মানবগণ তাঁহার তুল্য হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইয়াও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। যে ব্যক্তি রাজাকে প্রসন্নবদন অবলোকন এবং ভাগ্যবান্ ধনশালী ও রূপবান্ বলিয়া জ্ঞান করে, রাজা তাহার বশবর্ত্তী সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! দণ্ডপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরাণশাস্ত্র, মহর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থ ও নক্ষত্র সমুদায়, চারি আশ্রম, চারি হোম, চারি বর্ণ, চারি বিদ্যা, ইতিহাস, বেদ, ন্যায়, তপস্যা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য, অসত্য, বৃদ্ধসেবা, দান, শৌচ, পুরুষকার, সর্ব্বভূতানুকম্পা এবং ভূতল ও পাতালস্থিত অন্যান্য বিষয় সমুদায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অনুসারেই বুধগণ নরদেবগণকে দেবতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে রাজার বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে জনমেজয়! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্মকে অভিবাদনপূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি? চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কি? রাজধর্ম্ম কি? কোন্ বর্ণের লোক কোন আশ্রম গ্রহণে অধিকারী? রাজা এবং তাঁহার রাজ্য, পৌরবর্গ ও ভৃত্য কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়? কিরূপে কোষ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়, মন্ত্রী, ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্য পরিত্যাগ করা রাজার কর্ত্তব্য? বিপদ্ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করা বিধেয় এবং কোন্ স্থলেই বা চিত্তস্থৈর্য্য আবশ্যক? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! আমি ধর্ম্ম, কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত ধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। শান্তস্বভাব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ যদি অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক-

সৎপথে থাকিয়া ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচার সম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনীয় হন।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। যাচ্ঞা যাজন বা অধ্যাপনা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও সমরাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল নরপতি যজ্ঞশীল, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সমরবিজয়ী হন, তাঁহারাই লোকসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করেন না। দস্যুবিনাশ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন যজ্ঞ দ্বারাই রাজাদিগের মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থ যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থাপনপূর্ব্বক তাহারা যাহাতে শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন। রাজা অন্য কোন কার্য্য করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্র নির্ব্বিশেষে পশুপালন করাই বৈশ্যের নিত্য ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্ প্রজাপতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মনুষ্য রক্ষা ও বৈশ্যদিগকে পশুপালনের ভার প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং বৈশ্য পশুদিগকে প্রতিপালন করিলেই সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। বৈশ্যের কিরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্য অন্যের ছয় ধেনুর রক্ষক হইলে একটির দুগ্ধ, শত ধেনুর রক্ষক হইলে সাংবৎসরে একটি গোমিথুন, অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে। পশুপালন বিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করা বৈশ্যের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর বৈশ্য পশুপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

অতঃপর শূদ্রের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখলাভ হয়। শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থসঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। এক্ষণে শূদ্রের ব্যবহার ও জীবিকার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানৎ যুগল, চামর ও বস্ত্র সকল প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদায় দ্রব্য শূদ্রের ধর্ম্মলব্ধ ধন। ধার্ম্মিকেরা কহিয়া থাকেন, শূদ্র শুশ্রূষার্থী হইয়া কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট আগমন করিলে তাঁহাকে উহার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। শূদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে তাহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপৎকালে প্রভুকে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যদি প্রভুর ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে শূদ্র আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণাতিরিক্ত ধন দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রের অর্থ সঞ্চয় করিবার অধিকার নাই, তাহার যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে প্রভু তাহা গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের যে সমস্ত যজ্ঞ কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই সমুদায় যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহাকার, বষট্কার ও মন্ত্রে উহার অধিকার নাই অতএব শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া বৈশ্বদেব ও গ্রহশান্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। ঐ যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, পৈজবন নামে এক শূদ্র অমন্ত্রক ঐন্দ্রাগ্নিবিধি অনুসারে এক লক্ষ পূর্ণপাত্র দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিল।

সমুদায় যজ্ঞমধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা মহৎ দেবতাস্বরূপ। উহা যাজ্ঞিকদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের পরম দেবতা স্বরূপ। তাঁহারা বিবিধ মনোরথ সফল করিবার মানসে নানাপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলকেই হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা দেবগণেরও দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতই সমুদায় যজ্ঞে অধিকার আছে। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় সকলেরই পূজ্য। আর যে ব্রাহ্মণ বেদবিহীন তিনি ব্রহ্মার উপদ্রব স্বরূপ। মানস যজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই উহার অংশগ্রহণে অভিলাষী হইয়া থাকেন; অতএব চারি বর্ণমধ্যে শ্রদ্ধাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অতি কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বর্ণত্রয়েরই যজ্ঞসাধন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্যসংসর্গী হইলেও তাঁহার বর্ণত্রয়ের যজ্ঞ সাধন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ফলত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপ। আর যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতি স্বরূপ। তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত অগ্রে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

বানপ্রস্থাশ্রমী মহর্ষিগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ হইলে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বা পরে শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুসারে হুতাশনে আহুতিপ্রদান করিলেও অসংখ্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে তৎসমুদায় বিদিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন, তিনিই যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। লোকে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকার্য্যে আসক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং মহর্ষিগণও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, সকল বর্ণই সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ত্রিলোকমধ্যে যজ্ঞের তুল্য আর কিছুই নাই। অতএব মনুষ্য অসূয়াশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে সাধ্যানুরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর চারি আশ্রম ও তৎসমুদায়ের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, অগ্ন্যাধ্যানাদি কার্য্য সমাপন, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেবল স্ত্রী সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন, ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শাস্ত্র সমুদায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। দ্বিজত্বলাভ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ অনায়াসে ঊর্দ্ধরেতা হইতে সমর্থ হন, অতএব সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঐ সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থ ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। ঐ আশ্রমে তিনি সুখ দুঃখ রহিত, নিকেতন-বিহীন, যদৃচ্ছালব্ধ জীবী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, ভোগকামনাশূন্য, নির্ব্বিকার ও পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপত্নীনিরত, অকুটিলহৃদয়, মিতাহারী, কৃতজ্ঞ, দেবানুরক্ত, সত্যবাদী, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস, ক্ষমাশীল, দান্ত ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া বেদাধ্যয়ন, পত্নীর রক্ষা, সন্তানোৎপাদন, অপ্রমত্ত চিত্তে হব্য কব্য সম্পাদন, সতত দ্বিজগণকে অন্নদান, আশ্রমে ধনদান ও অন্যান্য বেদবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই তাঁহার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়। মহানুভব মহর্ষিগণ কহেন যে, নারায়ণ কহিয়াগিয়াছেন, লোকে সত্য বাক্য প্রয়োগ, সরল ব্যবহার, অতিথি সৎকার, ধর্ম্মার্থ উপার্জ্জন ও ধর্ম্মপত্নীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে উভয় লোকে সুখ ভোগ করিতে পারে। মহর্ষিগণ কহেন যে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুত্র কলত্রগণের ভরণপোষণ ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ এইরূপ যথানিয়মে

যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনি স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ফল ভোগের অধিকারী হন এবং তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যজাত অক্ষয় ও বশীভূত হয়। যে ব্রাহ্মণ দীক্ষিত জিতেন্দ্রিয় ও পক্ষপাতনিরপেক্ষ হইয়া দেবগণের স্মরণ, মন্ত্রজপ, এক আচার্য্যের শুশ্রূষা, গুরুকে নমস্কার, বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন, প্রণায়ামাদি ষট্‌কার্য্য সম্পাদন, সর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগ এবং ধর্ম্মদ্বেষীদিগের সংসর্গ পরিহার করেন, তিনি যথার্থ ব্রহ্মচারী।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মাদৃশ জনগণের সুখাবহ, হিংসাবর্জ্জিত, সাধুসম্মত, মঙ্গলজনক ধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্ ! ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় ব্রাহ্মণের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল স্বর্গলাভজনক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি, তৎসমুদায়ই ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে ইহলোকে নিন্দিত পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসৎকার্য্যপরায়ণ হইলে লোকে তাঁহাকে দাস, কুক্কুর, বৃক ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করে। যে ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যে নিরত, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত ও অতি বদান্য হন, তিনি অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে প্রদেশে যেরূপ সংসর্গে যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সেইরূপ প্রদেশ, সংসর্গ ও কর্ম্মের অনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বৃদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য বেদব্যাসের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মানবগণ কালের বশীভূত হইয়াই উত্তম, মধ্যম ও অধম কার্য্যে নিরত হয়। পুণ্য লোকের শ্রেয়স্কর, কিন্তু উহা অবিনশ্বর নহে, যাহা হউক, মনুষ্য স্বকর্ম্মে নিরত থাকিলেই উভয় লোকে সুখ লাভ করিতে পারে।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ ! জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্য্যাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত অন্যের উপাসনা করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিবেন। রাজসেবা, কৃষি, বাণিজ্য, কুটিলতা, লাম্পট্য ও কুসীদ গ্রহণ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদৌত্য প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও দেব কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পরিত্যাগ করা বিধেয়। নিয়মবিহীন, অশুচি, ক্রূর, হিংস্রস্বভাব ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যাদি প্রদান করিলে কোন ফলই লাভ হয় না। দম, শৌচ ও সরলতা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম। ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব সমুদায় আশ্রমেই উঁহাদের অধিকার আছে। দান্ত, সোমপায়ী, সৎস্বভাব, দয়াবান্, সহিষ্ণু, লোভশূন্য, সরল, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস ও ক্ষমাশালী ব্রাহ্মণই যথার্থ ব্রাহ্মণ। পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে। লোকে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সাহায্যেই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব উক্ত বর্ণত্রয় শান্তিরূপ অবলম্বন না করিলে কদাচ বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে চারি বর্ণের ধর্ম্ম, বেদ, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও আশ্রমধর্ম্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়

এক্ষণে যে রাজা আপনার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে সমুচিত আশ্রমধর্ম্মে অবস্থাপিত করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার অবশ্য জ্ঞাতব্য ধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে শূদ্র আপনার শরীরসামর্থ্যানুসারে সুদীর্ঘ কাল তিন বর্ণের সেবা, পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার দ্বারা তিন বর্ণের সুহৃত্তা লাভ ও পুরাণশ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বাসনা করে, সে রাজার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সমুদায় আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে; অতএব স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়স্ক বৈশ্যও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে পারে। রাজা বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, সোমরস পান, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, বেদপাঠ করাইয়া বিপ্রগণকে দক্ষিণাদান, সংগ্রামে জয়লাভ, স্বীয় পুত্রকে বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষেক এবং যত্নপূর্ব্বক যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া শেষাবস্থায় আশ্রমান্তর গমনে অভিলাষ করেন, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন। রাজা গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষি হইয়া আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কাম্যধর্ম্ম; নিত্যধর্ম্ম নহে।

মানবমণ্ডলীমধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। বেদে কথিত আছে যে, অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সমস্তই রাজধর্ম্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদায় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে লীন রহিয়াছে। ধর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতগণ অন্যান্য ধর্ম্মকে অল্পফলপ্রদ এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলত রাজধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্মের সারভূত। রাজধর্ম্মপ্রভাবেই সমুদায় লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দণ্ডনীতি না থাকিলে বেদ ও সমুদায় ধর্ম্ম এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ত্যাগ, দীক্ষা, লোকাচার ও বিদ্যা সমুদায় রাজধর্ম্মেই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। রাজধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে কেহই আপনার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা করে না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, লোকাচার প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব থাকাতেই প্রজাগণ নিরাপদে কালযাপন করিতেছে। আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ ও নানাবিধ। কতকগুলি লোক বিরুদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা সেই শাশ্বত ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মও বিপরীত করিয়া তুলেন, আর অনেকে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ে একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সুখভূয়িষ্ঠ, কপট রহিত ও সমুদায় লোকের হিতকর। যেমন ধর্ম্মের ন্যায় রাজধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মসাধনের মূল। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বহুতর মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি রাজধর্ম্ম প্রধান কি আশ্রমধর্ম্ম প্রধান ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত ভূতপতি নারায়ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট সাধ্য, সিদ্ধ, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছেন

মহারাজ ! পূর্ব্বকালে দানবগণের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সমুদায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা মান্ধাতা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা জন্মমৃত্যু বিবর্জ্জিত পরম পিতা নারায়ণের দর্শনমানসে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক সেই যজ্ঞস্থলে মান্ধাতাকে দর্শন প্রদান করিলেন। মান্ধাতাও ইন্দ্ররূপী নারায়ণকে অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্টচিত্তে অন্যান্য পার্থিবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা মান্ধাতা ও ইন্দ্ররূপী নারায়ণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ ! তুমি কেন বৃথা সেই অপ্রমেয় অমিত পরাক্রমশালী দেবাদিদেব নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিবার অভিলাষ করিতেছ? আমি এতাবৎকাল তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই এবং ব্রহ্মাও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। আমি ভূর্লোকের অধিপতি, অতএব তোমার আর যে কোন অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর, আমি অবিলম্বে তাহা সফল করিব। তুমি শান্তিগুণাবলম্বী, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবল, পরাক্রান্ত দেবগণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধাযুক্ত

বুদ্ধিবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বিষ্ণুদর্শন ভিন্ন অভীষ্ট বর প্রদানে প্রস্তুত আছি।

মান্ধাতা কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিতেছি, সেই আদিদেবের দর্শনলাভ ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিলাষই নাই। অতঃপর আমি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবিলম্বেই অরণ্যে প্রস্থান করিব। অরণ্যই সাধুজন-সেবিত উৎকৃষ্ট পথ। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে দিব্য লোক সমুদায় অধিকার ও বিপুল যশোলাভ করিয়াছি, কিন্তু সেই আদিদেব হইতে যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, সে অবলীলাক্রমে সমগ্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাৎ অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্ম নানাপ্রকার এবং উহাদের ফলও বিনশ্বর। যাহা হউক, সমস্ত ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আয়ত্ত; এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে শত্রু নাশ করিয়া দেবতা ও মহর্ষিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সেই অপ্রমেয় পুরুষ শত্রুবর্গকে বিনাশ না করিতেন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রহ্মা কি আদিধর্ম্ম কি অন্যান্য ধর্ম্ম কিছুই থাকিত না। যদি সেই দেবাদিদেব পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অসুরগণকে পরাজয় না করিতেন, তাহা হইলে বর্ণচতুষ্টয় ও চারি আশ্রম ধর্ম্ম সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যাইত। ধর্ম্ম সমুদায় উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল, শাশ্বত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই তৎসমুদায় পুনরায় সুপ্রচার করিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রভাবে প্রতিযুগেই আদিধর্ম্ম বদ্ধমূল হয়। সমরমৃত্যু, সকলের প্রতি দয়া, লোকজ্ঞান, লোকপালন, বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপ্রভাবেই জনসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্য্যাদাশূন্য, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিরা রাজভয়ে অভিভূত হইয়াই পাপানুষ্ঠানে বিরত হয় এবং সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজার শাসনপ্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন। লোক সকল ভূপালগণ কর্ত্তৃক রাজধর্ম্মানুসারে সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অবিনশ্বর। উহার প্রভাবে সমুদায়ই সুশৃঙ্খল হইতে পারে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র উদার স্বভাব ভবাদৃশ লোকেরাই ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হন। ঐ ধর্ম্ম অধার্ম্মিকের হস্তে নিপতিত হইলে লোকক্ষয়রূপ অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন, রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভিক্ষাবৃত্তিতে অনাদর প্রদর্শন, প্রজাপালন ও যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরম দয়ালু রাজার প্রধান ধর্ম্ম। মহর্ষিগণ ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া গণনা করেন। ভূপতিগণ সমরক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেবর পরিত্যাগেও পরাঙ্মুখ হন না। তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুশুশ্রূষা ও পরস্পরের বিনাশ সাধন দ্বারা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মলাভার্থী গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিবে। সামান্য কার্য্যের বিচার আরম্ভ হইলেও পক্ষপাত পরিত্যাগ, বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্মসংস্থাপন, সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালন এবং উৎকৃষ্ট উপায়, নিয়ম ও পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক অতি যত্ন সহকারে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট। যে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাঁহার সে ধর্ম্মানুষ্ঠান অধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য হয়। উচ্ছৃঙ্খল অর্থলুব্ধ ও পশুতুল্য মনুষ্যেরা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রভাবেই নীতি শিক্ষা করে। ব্রাহ্মণগণের যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যিনি উহার বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে শত্রুর ন্যায় শস্ত্র দ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই আশ্রম ধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, অন্যজাতির উহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ কদাচ স্বধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণের কার্য্য দ্বারাই ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়; অতএব ব্রাহ্মণ ধর্ম্মস্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে সম্মান ও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহারাজ! যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায়ের মধ্যে রাজধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

মান্ধাতা কহিলেন, দেবরাজ! আপনি আমাদিগের পরম বন্ধু। যবন, কিরাত, গান্ধার চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, চান্দ্র, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে সমুদ্ভূত বৈশ্য ও শূদ্রগণ কিরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে আর আমরাই বা সেই দস্যুগণকে কিরূপে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিব, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে, অতএব উহা কীর্ত্তন করুন। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! দস্যুগণ মাতাপিতা, আচার্য্য, গুরু ও রাজার সেবা, বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন, যথাসময়ে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠান, কূপাদি খনন, ব্রাহ্মণগণকে শয়নীয় প্রভৃতি বিবিধ বস্তু প্রদান, হিংসা ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্যপালন, স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ, দ্রোহ পরিত্যাগ, বিশুদ্ধ ব্যবহার, উন্নতি লাভের বাসনা, ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্ব যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান ও পাকযজ্ঞের উদ্দেশে ধনদান করে, ভূপতির তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অন্যান্য লোকের যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দস্যুদিগেরও সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

মান্ধাতা কহিলেন, দেবেন্দ্র! দস্যুগণ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! দণ্ডনীতি ও রাজধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রাণিগণ রাজার দৌরাত্ম্য নিবন্ধন নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া উঠে। সত্যযুগ অতীত হইলে অসংখ্য লোক ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষুক হইবে এবং কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মবাক্য শ্রবণ পরিহার পূর্ব্বক কুপথে গমন করিবে। যখন মহাত্মারা দণ্ডনীতি প্রভাবে পাপ নিবারণ করেন, তখন নিত্যধর্ম্ম অবিচলিতভাবে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বলোকগুরু রাজার অবমাননা করে, তাহার দান, হোম ও শ্রাদ্ধের কিছুমাত্র ফল লাভ হয় না। দেবতারাও ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অপমান করেন না। ভগবান্ প্রজাপতি সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয়ের উপর ধর্ম্মরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরা বুদ্ধিবলে ধর্ম্মের গতি বুঝিতে পারেন, অতএব উঁহারা আমার মান্য ও পূজ্য।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বিষ্ণু ইহা কহিয়া দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট। অতএব বহুশ্রুত ক্ষত্রিয়কে অপমান করা কাহার সাধ্য। যে ব্যক্তি ক্ষত্রধর্ম্মে অবজ্ঞা করিয়া কুকার্য্যে প্রবৃত্ত ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহাকে পথিমধ্যস্থ অন্ধের ন্যায় অচিরাৎ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে বিলক্ষণ নিপুণ; অতএব পূর্ব্বপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি অগ্রে চারি আশ্রমের বিষয় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় সাধুসম্মত ধর্ম্ম সমুদায় অবগত হইয়াছ, এক্ষণে রাজা যেরূপ আচারনিষ্ঠ হইলে যে আশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন, তাহা শ্রবণ কর। অন্যান্য মনুষ্যেরা চারি আশ্রম আশ্রয় করিয়া বিধিবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক যে সমস্ত ফল লাভ করে, রাজা রাজধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত ফল লাভে সমর্থ হন। যে মহীপাল স্বেচ্ছাচারশূন্য, বিদ্বেষবুদ্ধিবিহীন ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য দ্রব্যের অংশ প্রদান ও পূজনীয় ব্যক্তির অর্চনা করেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি জ্ঞানী, ত্যাগশীল, নিগ্রহানুগ্রহপরায়ণ, সদাচারসম্পন্ন ও ধীর প্রকৃত তিনি গৃহস্থাশ্রমের ফললাভে অধিকারী হন। যিনি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, তিনি বানপ্রস্থাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি প্রধান প্রধান লোক ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি ধার্ম্মিকদিগকে বারংবার সৎকার, আহ্নিক কার্য্য, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মানুষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধন দ্বারা অতিথির সৎকারসাধন এবং লোকরক্ষার্থ বনৌষধি আহরণ করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা স্বরাষ্ট্র প্রতিপালন, সমস্ত প্রাণির রক্ষাবিধান ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সন্ন্যাশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি ধর্ম্মানুসারে

আহ্নিক, জপ ও দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার ধর্ম্মাশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা প্রাণরক্ষণ নিরপেক্ষ হইয়া সতত বেদাধ্যয়ন, ক্ষমাবলম্বন, আচার্য্যের অর্চ্চনা ও সকলের সহিত সরল ব্যবহার করেন, তাঁহার ব্রহ্মাশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি বানপ্রস্থ ত্রিবেদী ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ এবং অনৃশংস ব্যবহার করেন, তাঁহার সকল পুণ্যের ফল লাভ হয়। যে রাজা শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান, স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভ হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও নপ্তৃগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনই রাজার গৃহস্থধর্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে রাজা সচ্চরিত্র অর্চ্চনীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ও আপনার আলয়ে আশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য প্রদান করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে যথার্থত অবস্থান করেন, তিনি সমগ্র আশ্রমের ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি গুণগ্রামবিহীন না হন, তাঁহাকেই যথার্থ আশ্রমী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি সম্যক্‌রূপে স্থান, কুল ও বয়সের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন, তিনি সমস্ত আশ্রমবাসের যথার্থ উপযুক্ত। রাজা দেশধর্ম ও কুলধর্ম প্রতিপালন করিলে সর্ব্বাশ্রমের ফলভাগী হন। যিনি সাধু ব্যক্তিদিগকে যথাকালে ঐশ্বর্য্য ও উপহার প্রদান এবং দশ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকল লোকের ধর্ম রক্ষা করেন; তিনিই আশ্রমবাসের সম্যক্ উপযুক্ত। প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, রাজা তাহার অংশভাগী হন; আর তাহারা সুশৃঙ্খলে প্রতিপালিত না হইয়া যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে তাহাতেও রাজাকে লিপ্ত হইতে হয়। যে সকল লোক ভূপতির সহায়, তাহারাও প্রজাবর্গের ধর্ম্মাধর্ম্মের অংশ গ্রহণ করে। পণ্ডিতেরা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অতি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, আমরা সেই ধর্ম্মেরই সেবা করি। যে রাজা সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় জ্ঞান এবং ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধান করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হন। রাজধর্ম্মরূপ নৌকা, ত্যাগরূপ বায়ু, সত্ত্বরূপ কর্ণধার দ্বারা চালিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্র রূপ রজ্জু দ্বারা সংযত হইয়া ধার্ম্মিক রাজাকে উদ্ধার করে। যখন রাজা সমস্ত বিষয়-বাসনাশূন্য হন, তখন তিনি বুদ্ধিমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি সুপ্রসন্ন মনে লোভাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক প্রজাপালনে নিরত হও; তাহা হইলেই ধর্ম্মোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। এক্ষণে বেদাধ্যয়নরত, সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোকের প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার উচিত। লোকে বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, রাজা প্রজাপালননিবন্ধন তাহার শতগুণ ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই তোমার সমক্ষে বিবিধ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তুমি ঐ সমুদায় পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাপ্রচলিত নিত্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেই তোমার চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ধর্ম্মলাভ হইবে।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে রাজ্যের হিতসাধনার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বপ্রথমে রাজ্যমধ্যে রাজাকে অভিষেক করাই প্রধান কার্য্য। রাজ্য অরাজক ও বলবিহীন হইলেই দস্যুরা উহা আক্রমণ করে, ধর্ম্ম উহাতে ক্ষণকালও অবস্থান করেন না এবং প্রজারা পরস্পর পরস্পরের মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রে রাজা ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অতএব উদয়োন্মুখ হইবার বাসনা করিলে নরপতিকে ইন্দ্রের ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। অরাজক রাজ্য মধ্যে অগ্নি হবি গ্রহণ করেন না। আমার মতে অরাজক রাজ্যে বাস করাই বিধেয় নহে। অরাজকতা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। রাজ্যের অরাজকাবস্থায় যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি আগমন পূর্ব্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক সম্মানিত করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য; কেন না ঐ বলবান্ ব্যক্তি প্রজাদিগের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলে তত্ত্বাবধারণ দ্বারা উহার মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে। আর যদি প্রজারা উহাকে সম্মান না করে, তাহা হইলে সে ক্রুদ্ধ নিশ্চয়ই এককালে সমস্ত নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। অতএব ঐরূপ স্থলে মৃদুতা অবলম্বন করাই প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যে গাভীকে কষ্টে দোহন করিতে হয়, সে সমধিক ক্লেশভোগ করে, আর যাহাকে সুখে দোহন করা যায়, সে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করে না। যে দ্রব্য স্বয়ং প্রণত হয়, তাহাকে তাপিত এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং অবনত হইয়া থাকে, তাহাকে কিছুমাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না; অতএব বলবান্ ব্যক্তির নিকট প্রণত হওয়াই উচিত। বলীয়ান্ ব্যক্তিকে প্রণাম করিলে ইন্দ্রকে নমস্কার করা হয়।

মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এক জনকে নরপতিপদে অভিষেক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্য অরাজক হইলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রীসম্ভোগ ও ধন উপভোগ করিতে পারে না। ঐ সময় পাপাত্মারা অন্যের ধন অপহরণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হয়; কিন্তু যখন অপরাপর ব্যক্তিরা তাহার ধন হরণ করে, তখন সে রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে, অতএব অরাজক পাপাত্মাদিগেরও সুখজনক নহে। ঐ সময় দুই জন পাপাত্মা একত্র হইয়া এক ব্যক্তির এবং অনেক লোক একত্র হইয়া সেই দুই জনের ধন অপহরণ করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীহরণে প্রবৃত্ত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সকল দৌরাত্ম্য নিবারণের নিমিত্তই দেবতারা রাজ্য মধ্যে নরপতির প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবী মধ্যে রাজা দণ্ড ধারণ না করেন, তাহা হইলে সলিলস্থ বৃহৎ মৎস্যেরা যেমন ক্ষুদ্রমৎস্য সমুদায়কে ভক্ষণ করে, সেইরূপ বলবান্ ব্যক্তিরা দুর্ব্বলদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়াতে প্রজাসকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ সময় কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ লোক একত্র সমবেত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী, উগ্রস্বভাব, পরদারাভিমর্ষী ও পরস্বাপহারক হইবে, আমরা তাদৃশ লোক সকলকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সকল বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, ভগবন্! আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি আমাদিগকে এক জন রাজা প্রদান করুন। আমরা সকলে তাঁহাকে পূজা করিব এবং তিনিও আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুকে তাহাদের প্রতিপালনের আদেশ করিলে মনু উহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, আমি পাপানুষ্ঠানে নিতান্ত ভীত হইয়া থাকি। রাজ্যশাসন বিশেষত মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যগণকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন অতি দুরূহ ব্যাপার। তখন প্রজাগণ মনুকে কহিল, প্রভো! ভীত হইবেন না, পাপ আপনাকে স্পর্শ করিবে না। আমরা আপনার কোষবর্দ্ধনের নিমিত্ত পশু ও সুবর্ণের পঞ্চাশৎ ভাগ এবং ধান্যের দশমভাগ প্রদান করিব। বিবাহ, দ্যূতক্রীড়া ও শুল্ক প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আপনি অতি মনোহররূপা কন্যা প্রাপ্ত হইবেন। আর যাহারা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনারোহণে প্রধান হইবে, তাহারা দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, তদ্রূপ আপনার অনুগমন করিবে, তাহা হইলেই আপনি মহাবল পরাক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ হইয়া কুবেরের ন্যায় পরম সুখে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন। আর আমরা আপনার পরাক্রমে রক্ষিত হইয়া যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, আপনি তাহার চতুর্থাংশ ভাগী হইবেন। অতএব মহারাজ! আপনি এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন; সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণকে সন্তাপিত করিয়া জয় লাভার্থ নির্গত হউন; আপনার প্রভাবে শত্রুগণের দর্প চূর্ণ হউক এবং ধর্ম্ম নিয়ত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

প্রজাগণ এই কথা কহিলে সেই সৎকুলোদ্ভব মহাতেজস্বী মনু অসংখ্য সৈন্যে সমাবৃত হইয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবরে প্রজাপালনার্থ নির্গত হইলেন। প্রজাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মনুর মহত্ত্ব দর্শনে ভীত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত হইল। এইরূপে মহারাজ মনু সর্ব্বতোভাবে পাপের শান্তি বিধান

পূর্ব্বক প্রজাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযোজিত করিয়া মহীমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে ও শিষ্যগণ যেমন গুরুকে সর্ব্বদা প্রণাম করে, তদ্রূপ রাজাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে যে ব্যক্তি আত্মীয় জন কর্ত্তৃক সংকৃত হয়, সে শত্রুপক্ষেরও সমাদর ভাজন হইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তি আত্মীয় লোকের অবজ্ঞার পাত্র হয়, শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসে পরাভব করে। শত্রুগণ রাজাকে পরাভব করিলে প্রজারা সকলেই অসুখী হয়; অতএব নরপতিকে ছত্র, বাহন, বস্ত্র, আভরণ, অন্ন, পান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রদান করা প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রাজা শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন; সর্ব্বদা সকলকে হাস্যমুখে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করেন এবং কৃতজ্ঞ, অনুরাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হয়েন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নরপতিকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ বসুমনা বৃহস্পতির নিকট যাহা জিজ্ঞাসা এবং বৃহস্পতি উঁহাকে যেরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা সর্ব্বলোকহিতৈষী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কোশলরাজ বসুমনা যথোচিত বিনয় সহকারে কৃতপ্রজ্ঞ মহাত্মা বৃহস্পতিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাগণের ধর্ম্মলাভার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রাণিগণ কি কর্ম্ম করিলে বর্দ্ধিত আর কি নিমিত্তই বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং প্রাজ্ঞলোকেরা কাহার পরিচর্য্যা করিয়া অক্ষয় সুখলাভে সমর্থ হন তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভগবান্ বৃহস্পতি অমিততেজা কোশলরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজাই সকল লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। রাজশাসন না থাকিলে প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিত। প্রজাগণ নিয়মহীন ও পরদাররনিরত হইলে ভূপতি তাহাদের প্রতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের পাপমোচন করেন। চন্দ্র বা সূর্য্য সমুদিত না হইলে প্রাণিগণ যেমন বস্তু দর্শনে অসমর্থ ও ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হয়, যেমন অল্পোদক প্রদেশে মৎস্যগণ ও হিংস্রভয়বিহীন স্থানে বিহঙ্গমগণ হিংসাপরিতঃ হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া অচিরাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ রাজা অরাজক হইলে প্রজাগণ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গোপালবিহীন পশুগণের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি রাজা রাজ্যপালন না করেন, তাহা হইলে বলবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে দুর্ব্বল পুরুষের বাহাদি অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, কেহই আর পুত্রকলত্র ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি আপনার আয়ত্ত করিয়া বাস করিতে পারে না। সংসার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়; পাপাত্মারা সহসা অন্যের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ রত্ন হরণ করে। ধার্ম্মিক পুরুষগণের উপর বিবিধ শস্ত্রপাত হইতে থাকে। রাজা অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়। অধমেরা পিতা, মাতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, [illegible] ও অতিথিগণকে কষ্ট প্রদান ও তাঁহাদিগের প্রাণসংহার করে। ধনবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বধ ও বন্ধনজনিত বিষম ক্লেশে নিপতিত হয়। কাহারও আর কোন দ্রব্যে মমতা থাকে না। অকালে সকলই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সমুদায় স্থানই দস্যুগণে পরিপূর্ণ ও প্রজাগণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যোনিবিচার ও কৃষি বাণিজ্যের নিয়ম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, দক্ষিণান্বিত বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহপ্রথা ও সমাজ শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতে থাকে। বৃষগণ রেতনিঃসারণে পরাঙ্মুখ, আভীরপল্লী উৎসন্ন ও দধিমন্থন কার্য্য বিলুপ্ত হয়। সমুদায় প্রাণী উদ্বিগ্নহৃদয়, বিচেতন ও ভীত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। সংবৎসরব্যাপী দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে বিধিপূর্ব্বক সম্পূর্ণ হয় না। ব্রতস্নাত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নে বিরত হন। লোকে বিবিধ প্রতিবন্ধক বশত কালে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন না। অপরাধী ব্যক্তি সুস্থ চিত্তে কালযাপন করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের করস্থিত বস্তুও অনায়াসে অপহরণ ও সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘন করে। সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে এবং সর্ব্ব স্থানেই বর্ণসঙ্কর ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়।

আর ভূপতি যথানিয়মে নিয়মপালন করিলে প্রজাগণ গৃহদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অকুতোভয়ে শয়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা রমণীগণ রক্ষকবিহীন হইয়াও অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে পারে। সমস্ত লোকই ধর্ম্মপরায়ণ ও হিংসাবিহীন হইয়া পরস্পরের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যথাক্রমে বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন। লোক সমুদায়ের জীবিকাভূত বার্ত্তাশাস্ত্র ও লোকপালক বেদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং সমস্ত লোক প্রসন্ন হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে। রাজার জীবনেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং রাজার বিনাশেই উহারা বিনষ্ট হয়; অতএব ভূপতিকে অর্চ্চনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি রাজার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সর্ব্বলোকহিতার্থ তাঁহার কার্য্যসাধন করিতে পারেন, তিনিই উভয় লোক জয় করিতে সমর্থ হন। যে পুরুষ মনে মনেও রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহাকে নিঃসন্দেহ ইহলোকে কষ্টভোগ ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। নরপতি নররূপধারী দেবতা স্বরূপ; অতএব উঁহাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কদাপি বিধেয় নহে। রাজা সময়ক্রমে অগ্নি, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত হইয়া অতি কঠোর তেজঃপ্রভাবে সন্নিহিত মিথ্যাবাদীকে দগ্ধ করেন, তখন তাঁহার হুতাশন মূর্ত্তি, যখন চর দ্বারা প্রজাগণের কার্য্যাকার্য্য দর্শন ও তাহাদের মঙ্গলবিধান করেন, তখন তাঁহার ভাস্করমূর্ত্তি, যখন ক্রুদ্ধ হইয়া অধার্ম্মিকদিগকে পুত্র পৌত্র ও বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে বিনষ্ট করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুমূর্ত্তি, যখন সুতীক্ষ্ণ দণ্ডে পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান ও ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সমুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার যমমূর্ত্তি এবং যখন ধন দ্বারা উপকারীদিগের ঋণশোধন ও অপকারীদিগের ধন হরণ তখন তাঁহার কুবেরমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী কার্য্যদক্ষ অসূয়াশূন্য ব্যক্তি কখনই রাজার অপযশ ঘোষণা করিবে না। পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, রাজার নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিলে কদাচ সুখলাভে সমর্থ হয় না। দাহ্য বস্তু বায়ুসমীরিত হুতাশনে দগ্ধ হইলে উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভূপালের কোপানলে নিপতিত হয়, তাহার আর কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না। রাজা যে সমস্ত বস্তু অতি যত্নসহকারে রক্ষা করেন, তাহা গ্রহণে সাবধান হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। লোকে মৃত্যু হইতে যেরূপ ভীত হয়, রাজস্ব অপহরণেও সেইরূপ ভীত হইবে। মৃগ যেমন মারণ যন্ত্র স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের রাজস্ব স্পর্শমাত্রই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিজীবি ব্যক্তি আপনার ধনের ন্যায় অতি যত্নসহকারে রাজস্ব রক্ষা করিবে। যাহারা রাজস্বাপহারী তাহারা চিরকালের নিমিত্ত ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। যে মহাত্মা মহারাজ প্রজারঞ্জক, সুখপ্রবর্ত্তক, ধীমান্ ও সম্রাট্ প্রভৃতি বিবিধ শব্দ দ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করিবে? অতএব উন্নতি লাভেচ্ছু জিতেন্দ্রিয় মেধাবী ব্যক্তির মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। মন্ত্রী, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উদার প্রভৃতি, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ মহাশয় মহাবল পরাক্রান্ত এবং যিনি অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন, মহীপাল সেইরূপ লোকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। প্রজ্ঞা মনুষ্যকে প্রগল্ভ করে, এবং প্রতাপ মনুষ্যকে ক্ষীণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রাজার কোপে নিপতিত হয়, সে সতত অসুখে, আর যে তাহার অনুগৃহীত হয়, সে পরম সুখে কালযাপন করে। রাজা প্রজাদিগের হৃদয়, গুরু, গতি ও উৎকৃষ্ট সুখস্বরূপ। প্রজারা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখী হইয়া থাকে। রাজা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়দমন, সদ্ব্যবহার ও সৌহার্দ্দ্য সহকারে রাজ্যশাসন করিলে দেবলোকে স্থান লাভ করিতে পারেন। কোশলাধিপতি বসুমনা মহাত্মা বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতি যত্নসহকারে প্রজাপালন প্রবৃত্ত হইলেন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কার্য্য রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য? আর কিরূপে রাজ্য রক্ষা, শত্রুপরাজয়, চরপ্রয়োগ এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও চারিবর্ণের অন্যান্য লোকদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করিতে হয়? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! প্রথমত রাজা বা রাজপ্রতিনিধির যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ভূপতি প্রথমে আপনার চিত্তকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে অরিবিজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। চিত্ত পরাজয় না হইলে অরিপরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করিতে পারিলেই চিত্ত পরাজয় করা হয়। দুর্গ, রাজ্যের শেষসীমা, নগরোপবন, গৃহোপবন, উপবেশন স্থান, অন্তঃপুর, নগর ও রাজভবনে পদাতি সৈন্য-সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্যায় আকারসম্পন্ন, ক্ষুৎপিপাসা পরিশ্রম সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপ্রাজ্ঞ গূঢ়চর সমুদায় সংগ্রহ করিয়া উহাদিগের দ্বারা গুপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সামন্ত, ভূপতি এবং নগর ও জনপদবাসী লোকদিগের আচার ব্যবহারাদি অবগত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ রাজ্যমধ্যে চরপ্রেরণ করিয়াছে কি না তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত পানভূমি, মল্লযুদ্ধস্থান, মহাজনসমাজ, ভিক্ষুকসমাজ, পুরবাটিকা, বহির্ব্বাটিকা, পণ্ডিতগণের সমাগম স্থান, চত্বর, রাজসভা ও ভদ্রলোকদিগের আবাসস্থানে অন্বেষণ করা আবশ্যক। শত্রুপক্ষীয় গূঢ়চরকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে রাজার অধিক মঙ্গললাভের সম্ভাবনা। নরপতি যখন আপনাকে অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিবেন, তৎকালে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধিসংস্থাপন করাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহার সহিত সন্ধি করিলে কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহার সহিত সন্ধি করাও অবিধেয় নহে। কিংবা সন্ধিংসু, গুণবান্, উৎসাহসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে রাজ্যরক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা আপনার উচ্ছেদ দশা সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই পূর্ব্বাপকারী ও লোকবিদ্বিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিনাশ এবং যে নরপতি উপকার বা অপকার করণে অসমর্থ তাহাকে উপেক্ষা করিবেন। বিপুল সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া দুর্ব্বল, মিত্রবিহীন, অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তির প্রতিই যুদ্ধযাত্রা করা রাজার কর্ত্তব্য। যুদ্ধ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নগরের রক্ষা বিধান নিতান্ত আবশ্যক। চিরকাল মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতির বশবর্ত্তী হইয়া থাকা বলবিহীন রাজার কদাপি বিধেয় নহে। হীনবল ভূপতি ভৃত্যাদি দ্বারা বলবানের রাজ্য আকর্ষণ, অস্ত্র অগ্নি ও বিষপ্রয়োগ দ্বারা উহার উৎপীড়ন এবং অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ মধ্যে বিবাদোৎপাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজ্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলে কদাপি বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। পূর্ব্বোক্ত উপায় ত্রয় দ্বারা যে অর্থ লাভ হয়, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থের ষড়্ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং মত্ত উন্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তির অপরাধানুসারে অর্থ দণ্ড করিয়া প্রজাবর্গের উপদ্রব নিরাকরণে প্রবৃত্ত হওয়া ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরবাসীদিগকে স্বতনির্বিশেষে প্রতিপালন করা রাজার উচিত বটে, কিন্তু বিচারকাল উপস্থিত হইলে কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করা বিধেয় নহে। অর্থী ও প্রত্যর্থিদিগের বাক্য শ্রবণার্থ বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মাসনে নিয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক। ঐরূপ ব্যবহার করিলে ভূপতির রাজ্য চিরস্থায়ী হয়। রাজা স্বর্ণ ও লবণাদির আকর, ধান্যাদি বিক্রয় স্থান, নদীসন্তরণ স্থান ও নাগবলে অমাত্য বা বিশ্বাসী পুরুষদিগকে নিযুক্ত করিবেন। যে মহীপাল ন্যায়ানুসারে প্রতিনিয়ত দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার ধর্ম্মলাভ হয়। দণ্ডবিধানই রাজার যথার্থ ধর্ম্ম ও প্রশংসনীয়। বেদবেদাঙ্গবেত্তা, প্রাজ্ঞ, তপঃপরায়ণ, দানশীল ও যজ্ঞশীল হওয়া রাজার নিতান্ত আবশ্যক। সুবিচার করিতে না পারিলে তাঁহার স্বর্গ বা যশোলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মহীপাল বলবান্ লোকের বলবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে দুর্গ আশ্রয়পূর্ব্বক মিত্রগণকে সুরক্ষিত করিয়া সন্ধিভেদ বা যুদ্ধের চেষ্টায় তৎপর হইবেন। ঐ সময় তিনি বনবাসীদিগকে রাজপথে সন্নিবেশিত, গ্রামবাসীদিগকে গ্রাম হইতে উত্থাপিত করিয়া উপনগর মধ্যে প্রবেশিত এবং দেশবাসী ধনী ও প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সুরক্ষিত দুর্গ সমুদায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবেন। রাজ্যের সমুদায় শস্য দুর্গ মধ্যে সংস্থাপন করিবেন এবং যদি শস্য আনয়নে নিতান্ত অশক্ত হন, তবে অগ্নি দ্বারা তৎসমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। শস্যসমুদায় যদি ক্ষেত্রমধ্যে থাকে তাহা হইলে শত্রুসৈন্যগণকে প্রলোভনপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা তৎসমুদায় আহরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং যদি উহাতে কৃতকার্য্য না হন, তাহা হইলে স্বীয় সৈন্য দ্বারা সমস্ত শস্য বিনষ্ট করিবেন। নদীর সেতু সমুদায় ভগ্ন করিয়া দিবেন। সমুদায় প্রণালী জল এককালে নির্গত করাইবেন। কূপাদির সলিলে বিষসংযোগ করিবেন। মিত্রগণের রক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর প্রবল বিপক্ষ, অনন্তর দেশবাসী মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ উন্মূলিত করিয়া ফেলিবেন। সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও বিশাল বৃক্ষ সমুদায়ের প্রবৃদ্ধ শাখা সকল ছেদন করিবেন। চৈত্যের একটি পত্রও ছিন্ন করিবেন না। দুর্গের উপরিভাগে সছিদ্র সুদীর্ঘ বহিঃপ্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। পরিখা সকল সলিলপূর্ণ এবং শূল ও নক্র মকরাদি দ্বারা সংকীর্ণ করিয়া রাখিবেন। বায়ু সঞ্চারার্থ নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার সমুদায় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তৎসমুদায়ে প্রহরী নিয়োগ এবং দৃঢ়তর যন্ত্র ও শতঘ্নী সমুদায় সংস্থাপন করিবেন। ঐ সমুদায় দ্বার দিয়া সকলকেই গমনাগমন করিতে দিবেন। কাষ্ঠ আহরণ, কূপ খনন ও পূর্ব্বকৃত কূপের সংস্কার সাধন করিবেন। যে সমস্ত গৃহ তৃণ সমাচ্ছন্ন তাহাতে পঙ্ক লেপন করিয়া দিবেন। রাত্রিকালে অন্নপাক করাইবেন। অগ্নিহোত্র ব্যতিরেকে দিবাভাগে কদাচ অগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন না। কর্ম্মারগৃহ ও সূতিকালয়ে সাবধানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ঐ সমুদায়ের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন এবং যে ব্যক্তি দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে বলিয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচারিত করিবেন। ভিক্ষুক, শকট, নপুংসক, ক্লীব ও কুলঘ্নদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। উহারা ঐ সময় নগরমধ্যে থাকিলে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

চত্বর, তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান লোকের আলয়ে চর নিয়োগ ভূপালের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ রাজপথ, বিপণি, ভাণ্ডাগার, আয়ুধাগার, যোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, বলাধিকরণ, পরিখা ও উপবন প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদায় গোপনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। পরবলপীড়িত মহীপাল অর্থ, তৈল, বসা, মধু, ঘৃত, সমস্ত ঔষধ, অঙ্গার, কুশ, মুঞ্জ, পত্র, শর, লেখক, বালতৃণ, বিষাক্ত বাণ, শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস প্রভৃতি আয়ুধ, ফলমূল, চতুর্ব্বিধ বৈদ্য এবং নগরের শোভা পরিবর্দ্ধক ও আমোদজনক নট, নর্ত্তক, মল্ল ও মায়াবীদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ভৃত্য, মন্ত্রী, পুরবাসী বা অন্য কোন ভূপাল যাহা হইতে রাজার ভয় উৎপন্ন হইবে, তিনি অচিরাৎ তাহাকে আপনার অধীন করিবেন। কোন ব্যক্তি উপকার করিলে রাশি রাশি অর্থ প্রদান বা বিবিধ সান্ত্বনা প্রয়োগপূর্ব্বক তাহার সৎকার করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, রাজা শত্রুকে প্রহার বা বিনাশ করিলে অঋণী হন।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজা স্বয়ং এবং অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র সমুদায়, জনপদ ও পুর এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য অতি যত্নসহকারে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহীপাল ষাড়্গুণ্য, ত্রিবর্গ ও মোক্ষের বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, তিনি রাজ্য ভোগ করিবার সম্যক্ উপযুক্ত। এক্ষণে ষাড়্গুণ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সন্ধি করিয়া অবস্থান, যুদ্ধগমন, বৈরোৎপাদন পূর্ব্বক অবস্থান, যুদ্ধের আয়োজন করিয়া শত্রুকে ভয়প্রদর্শনার্থ অবস্থান, সন্ধিস্থাপন ও অন্যের আশ্রয় গ্রহণ, এই ছয়টি ষাড়্গুণ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ত্রিবর্গ কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। ক্ষয়, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই তিনটি বিষয় ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত হয়। আর ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিও ত্রিবর্গ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা ধর্ম্মাবলম্বী হইলে চিরকাল পৃথিবী প্রতিপালন করিতে পারেন। সুরগুরু বৃহস্পতি এই বিষয়ে

যে রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন শ্রবণ কর। মহীপাল রাজ্য-পালন ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতি পবিত্র সুখভোগ করিয়া থাকেন। যে রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুপ্রণালীক্রমে প্রজাপালন করেন, তাঁহার তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডনীতি ও রাজা এই উভয় হইতে ইহাদের পরস্পরের ও প্রজাগণের কি রূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দণ্ডনীতি হইতে রাজা ও প্রজাগণের যে রূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দণ্ডনীতি ভূপতি কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রযুক্ত হইয়া চারি বর্ণকে নিয়মাবলম্বী, নিঃশঙ্ক, অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপিত করে। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যত্ন সহকারে বিধিপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তন্নিবন্ধন প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার পরিসীমা থাকে না।

কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ; এবিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। রাজাই কালের কারণ। রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারু রূপে রাজ্য পালন করেন, তখনই সত্য-যুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্ম্মসঞ্চার হয় না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত থাকে। প্রজাগণ অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তু পরিবর্দ্ধন করে। বৈদিক কর্ম্ম সমুদায় দোষ-শূন্য হয়। ঋতু সকল নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মানবগণের স্বর, বর্ণ ও মন নির্ম্মল হয়। ব্যাধি সমুদায় তিরোহিত হইয়া যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে কালযাপন করে। বিধবা স্ত্রী বা কৃপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্যোৎপাদন করে। ওষধি, ত্বক্ পত্র ও ফলমূল সমুদায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম এক-কালে তিরোহিত এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সত্যযুগে এইরূপে ধর্ম্মে-রই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

যখন রাজা চতুষ্পাদ দণ্ডনীতির তিনপাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্যপালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ কহে। পাপের একপাদমাত্র সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করেন, সেই কালকে দ্বাপর যুগ কহে। দ্বাপরযুগে অধর্ম্মের দুইপাদ ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট হইয়াও সত্যযুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত, তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে, যে সময় নরপতি একবারে দণ্ডনীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে কষ্ট প্রদান করেন, সেই কালকে কলিযুগ কহে। কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিত প্রায় হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম্ম-ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণেরা দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সমুদায় লোকই মঙ্গলহীন এবং সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। বৈদিক কার্য্য সকল সুপরিশুদ্ধ এবং ঋতু সমুদায় ক্লেশকর ও রোগজনক হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হইয়া যায়। নানাপ্রকার ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে। নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্যোৎপত্তি হয় না এবং সমুদায় রস ক্ষীণ হইয়া যায়।

অতএব রাজাকেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কারণ বলিতে হইবে। যে রাজা হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গসুখ অনুভব করেন। যাঁহা হইতে ত্রেতাযুগ হয়, তিনি ত্রিপাদ স্বর্গ সুখভোগে অধিকারী হন। যাঁহা হইতে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি দ্বিপাদ স্বর্গ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আর যিনি কলিযুগোৎপত্তির কারণ হন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ পাপ ভোগ করিতে হয়। কলির রাজা স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন প্রজাগণের পাপে মগ্ন হইয়া ইহলোকে অকীর্ত্তি লাভ ও পরলোকে বহুদিন ঘোর নরকে বাস করেন।

ক্ষত্রিয় দণ্ডনীতির অনুগামী হইয়া সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করিবেন। দণ্ডনীতি যথানিয়মে প্রযুক্ত হইলে প্রজাদিগের সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন ও মাতা পিতার ন্যায় মঙ্গল বিধান করে। উহার প্রভাবেই প্রাণিগণ জীবিত থাকে। দণ্ডনীতির অনুসারে কার্য্য করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম; অতএব এক্ষণে তুমি নীতিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর, তাহা হইলে দুর্জ্জয় স্বর্গলোক জয় করিতে পারিবে।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠি]র কহিলেন, পিতামহ! কি রূপ ব্যবহার অবলম্বন করিলে ইহ-লোক ও পরলোকে অনায়াসে সুখসম্ভোগে সমর্থ হইতে পারা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মচর্য্যাদি গুণ ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ গুণ রাগদ্বেষহীনতাদি ষট্‌ত্রিংশৎ গুণযুক্ত হইলেই শোভা পাইয়া থাকে। লোকে ঐ সমুদায় গুণসম্পন্ন হইলে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হয়। অতএব রাজার ঐ সমুদায় গুণ উপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে ভূপতি রাগদ্বেষবিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, লোভাদি-শূন্য হইয়া লোকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন, উদ্ধত্য পরিহার পূর্ব্বক কামনা সিদ্ধি, অদীনভাবে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, আত্মশ্লাঘা বিহীন হইয়া বীরত্ব প্রকাশ, সৎপাত্র দেখিয়া দান ও অনৃশংস হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন। অসৎলোকের সহিত সন্ধি-সংস্থাপন, বন্ধু বান্ধবের সহিত সংগ্রাম, অননুরক্ত ব্যক্তিকে চর কার্য্যে নিয়োগ, লোকপীড়ন দ্বারা স্বকার্য্য সাধন, অসৎব্যক্তির নিকট কার্য্য প্রকাশ, আত্মমুখে আপনার গুণকীর্ত্তন, সাধুলোকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ, অসৎব্যক্তির সহায়তা অবলম্বন, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া দণ্ড-বিধান, মন্ত্রণা প্রকাশ, লোভাকৃষ্ট ব্যক্তিকে অর্থ দান, অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস, নিরন্তর স্ত্রীসম্ভোগ এবং অহিতকর সামগ্রী সমুদায় ভোজন করা ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। ঘৃণা ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র হওয়া তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি সতত আপনার স্ত্রীর রক্ষণা-বেক্ষণ, অকপট চিত্তে গুরুজনের সেবা, অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাননীয় ব্যক্তির সম্মান রক্ষা, দেবগণের অর্চ্চনা ও ন্যায়ানুসারে সম্পত্তি লাভের কামনা করিবেন। অকালে দক্ষতা প্রকাশ, লোককে সান্ত্বনা বা অনুগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ, অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রহার, শত্রু বিনাশ করিয়া অনুতাপ, অকস্মাৎ ক্রোধ প্রকাশ এবং অপকারী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার ইহলোকে মঙ্গললাভ করিতে বাসনা থাকে তাহা হইলে স্বীয় রাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ রূপ আচরণ কর! উহার অন্যথাচরণ করিলে ভূপতিকে নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয়ে অভিভূত হইতে হয়। আমি তোমার সমক্ষে যে সকল গুণের কথা কীর্ত্তন করিলাম, যদি কেহ ঐ সমুদায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উভয় লোকেই যাহার পর নাই সুখসম্ভোগ ও মহীয়সী লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কি রূপে প্রজাপালন করিলে মনস্তাপশূন্য ও ধর্ম্মের নিকট অপরাধবিহীন হইতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় শাশ্বত ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া কোন কালেই শেষ করা যায় না; অতএব উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দেখিবা মাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণ বন্দন ও অর্চ্চনা করিয়া পুরো-হিত সমভিব্যাহারে অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে। মঙ্গলা-নুষ্ঠান ও ধর্ম্মকার্য্য সমাধান করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আপনার অর্থসিদ্ধি ও জয়-আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিবে এবং সরল প্রকৃতি হইয়া ধৈর্য্য ও বুদ্ধি বলে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কাম ক্রোধ পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। যে নরপতি কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে সে মূঢ় কদাপি ধর্ম্ম বা অর্থলাভে সমর্থ হয় না। তুমি লুব্ধ ও মূর্খদিগকে কদাপি কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিও না। লোভবিহীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য। কার্য্যনৈপুণ্য বিহীন কামক্রোধপরায়ণ মূর্খ রাজ্যসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে প্রজাগণকে যাহার পর নাই ক্লেশভোগ করিতে হয়। রাজা শাস্ত্রানুসারে অপরাধী-দিগের দণ্ড বিধান এবং প্রজাদিগের শস্যাদির ষষ্ঠাংশ, শুল্ক ও সুরক্ষিত

বণিকদিগের প্রদত্ত ধন গ্রহণপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিবেন। রাজনীতির অনুসারে প্রজাগণের মঙ্গলবিধান, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি কামদ্বেষ বিবর্জ্জিত, প্রজারক্ষণে যত্নবান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও বদান্য হইলে মানবগণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়। তুমি কদাচ লোভের বশীভূত হইয়া অধর্ম্মানুসারে ধনাগমের চেষ্টা করিও না। যে রাজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ধর্ম্মার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন ভূপতি কদাচ ধর্ম্মার্থলাভে সমর্থ হন না। তাঁহার সমুদায় সঞ্চিত অর্থ বৃথা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা ধনলোভে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপরিমিত করগ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হন, তিনি স্বয়ং আপনার হিংসা করেন। দুগ্ধসারার্থী ব্যক্তি ধেনুর আপীন ছেদন করিলে যেমন দুগ্ধলাভে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণকে নিপীড়িত করিলে কখনই সম্পত্তিশালী হইতে পারেন না। সদয়ভাবে দুগ্ধবতী গাভীকে দোহন করিলে যেমন প্রচুর দুগ্ধলাভ করা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রানুযায়ী উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্যভোগ করিলে প্রচুর অর্থলাভ হইয়া থাকে। রাজ্য সদুপায় দ্বারা সুরক্ষিত হইলে কোষবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জননী যেমন পরিতুষ্ট হইয়া সন্তানগণকে স্তন্য প্রদান করেন, তদ্রূপ পৃথিবী রাজা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া রাজা ও প্রজাগণকে প্রচুরপরিমাণে ধান্য ও হিরণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অঙ্গারকের দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মালাকারের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর। তাহা হইলেই দীর্ঘ কাল প্রজাপালন ও রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে। যদি পররাজ্য আক্রমণ করিলে তোমার বিপুল ধন ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তুমি সান্ত্বনা সহকারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে। তুমি যদি নিতান্ত ধনহীন হও, তথাপি ব্রাহ্মণগণকে ধনবান্ দেখিয়া বিচলিতচিত্ত হইও না। উঁহাদিগকে যথাশক্তি ধন দান, সান্ত্বনা ও তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেই তুমি স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তুমি উক্তরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার প্রভূত যশ ও অতুল কীর্ত্তিলাভ হইবে এবং মনঃপীড়াশূন্য হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে। প্রজারক্ষণে যত্নবান্ হওয়াই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা দয়াবান্ প্রজাপালননিরত নরপতিকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। রাজা ভয়প্রযুক্ত এক দিন প্রজারক্ষা না করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করেন তাঁহাকে পরলোকে সহস্র বৎসর সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। আর তিনি এক দিন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করেন, পরলোকে দশ সহস্র বৎসর তাঁহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাশ্রমবাসী ব্যক্তিরা যথাক্রমে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যে সমস্ত লোক জয় করেন, রাজা ক্ষণকাল ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া অনায়াসে সেই সমুদায় লোক লাভে সমর্থ হন; অতএব তুমি উক্তরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলেই পুণ্যফল লাভ, মনঃপীড়া নিবারণ ও স্বর্গে বিপুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিতে পারিবে। ভূপতি ভিন্ন অন্য কেহই পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না এবং তুমি ধৈর্য্যশালী হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন পূর্ব্বক সোমরস দ্বারা ইন্দ্রের ও অভিলষিত বস্তু দ্বারা সুহৃদ্গণের তৃপ্তিসাধন কর।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যিনি সাধুব্যক্তিদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও ও অসাধুদিগের শাসন করিতে পারেন, তাঁহাকেই পুরোহিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে বায়ু ও ঐলের পুত্র পুরূরবার কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা পুরূরবা বায়ুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পবন! ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণত্রয় কোথা হইতে সম্ভূত হইল এবং ব্রাহ্মণই বা কি নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন তাহা কীর্ত্তন কর।

বায়ু কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে; ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য ঊরুযুগল হইতে এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উঁহার পাদদেশ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। এইরূপে বর্ণচতুষ্টয় সমুৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া নিয়মিত দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনধান্য দ্বারা তিন বর্ণের ভরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।

পুরূরবা কহিলেন, সমীরণ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে কাহার পৃথিবীতে অধিকার আছে?

বায়ু কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অতএব জগতীস্থ সমুদায় পদার্থেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ, যাহা ভোজন, যাহা পরিধান ও যাহা দান করিয়া থাকেন, তৎসমুদায়ই তাঁহার আপনার দ্রব্য। ব্রাহ্মণ সমুদায় বর্ণের গুরু এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। কামিনীগণ যেমন পতির অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করে, তদ্রূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পালিত না হওয়াতেই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি তোমার ধর্ম্মানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের আশা থাকে, তাহা হইলে যে কিছু ভূসম্পত্তি পরাজয় করিবে, তৎসমুদায়ই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, স্বধর্ম্মাবলম্বী ধনতৃষ্ণাশূন্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত, কৃতবিদ্য, বিনীতস্বভাব ব্রাহ্মণই স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি-প্রভাবে বিবিধ উপদেশ দ্বারা নরপতির মঙ্গলবিধান করেন। যে নরপতি অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহার যশঃশশধর চিরকাল ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। রাজপুরোহিতও রাজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অংশভাগী হন। প্রজাবর্গ নরপতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে ভূপতি সেই প্রজাদিগের ধর্ম্মের চতুর্থ ভাগ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলেই যজ্ঞ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। দেবলোক ও পিতৃলোক যজ্ঞ দ্বারাই পরিতৃপ্ত হন; কিন্তু সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার নরপতিরই আয়ত্ত। অরাজক রাজ্যে যজ্ঞের প্রসঙ্গও থাকে না। লোকে গ্রীষ্মকালে জল, বায়ু ও ছায়া দ্বারা এবং শীতকালে অগ্নি, আতপ ও বসন দ্বারা সুখলাভ করে। উৎকৃষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ দ্বারা সকলেরই মন প্রফুল্ল হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ সতত ভীত থাকিলে কেহই কোন প্রকার সুখলাভে সমর্থ হয় না। অতএব যিনি জীবদিগকে অভয়দান পূর্ব্বক তাহাদের প্রাণ দান করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভের পাত্র, সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে প্রাণদানের তুল্য উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? রাজা ইন্দ্র, যম ও ধর্ম্মস্বরূপ হইয়া সমুদায় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহীপাল স্বয়ং ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া অতি সত্বর একজন বহুদর্শী পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। রাজপুরোহিত ধর্ম্মপরায়ণ ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা ধার্ম্মিক ও মন্ত্রবেত্তা হইলে প্রজাগণের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গললাভ হয়। রাজা ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত এবং প্রজা সমুদায়কে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সদ্ভাব থাকিলে প্রজারা সুখী হয় এবং ঐ উভয়ের পরস্পর অসদ্ভাব হইলে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অন্যান্য বর্ণের মূলস্বরূপ। এই স্থলে ঐলকশ্যপ সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা ঐলতনয় মহারাজ পুরূরবা কশ্যপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উঁহাদের মধ্যে কোন্ পক্ষকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যায় এবং প্রজারাই বা কোন্ পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিয়া থাকে?

কশ্যপ কহিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই রাজা বলিয়া অঙ্গীকার করে। যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করে, তাঁহাদিগের বেদজ্ঞানলাভ, পুত্রোৎপত্তি, দধিমন্থন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর সেই ব্রাহ্মণত্যাগী ক্ষত্রিয়েরও পুত্রপৌত্রেরা বেদাধ্যয়নবিমুখ হইয়া উঠে ও তাহার গৃহে অর্থ কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তাহার বংশীয় লোকেরা সঙ্কর সমুৎপন্ন ও দস্যুভাবা-

পন্ন হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রাদুর্ভাবের হেতুভূত। যদি উঁহারা পরস্পর সদ্ভাবসম্পন্ন হন, তাহা হইলে উঁহাদের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হয়, আর যদি উঁহাদিগের সদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে সকলেই মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে অগাধ সাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় কেহই আর এই সংসারসাগর পার হইতে সমর্থ হয় না। প্রজাবর্গ এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণরূপ বৃক্ষ সুরক্ষিত হইলে সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ করে; আর অরক্ষিত হইলে নিরন্তর পাপাশ্রু নিক্ষেপ করিতে থাকে। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণ দস্যু প্রভৃতির প্রভাবে বেদবিবর্জ্জিত হইয়া বেদ দ্বারা পরিত্রাণ বাসনা করেন, তথায় কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় না এবং নিরন্তর মৃত্যুভয় ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সময় পাপাত্মারা স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া জনসমাজে সাধুবাদ লাভ করে এবং নরপতিগোচরে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না, সেই সময় রাজার মহা ভয় উপস্থিত হয়। দুরাত্মাদিগের পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন রুদ্রদেব সমুত্থিত হইয়া একবারে সৎ ও অসৎ সকলকেই নিপীড়িত করেন।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! জীবগণকেই জীবের বধসাধন করিতে দেখা যায়। রুদ্রদেব ত কাহার নেত্রগোচর হয় না। উনি কে? কিরূপ আকারসম্পন্ন এবং কোথা হইতেই বা জন্মপরিগ্রহ করেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

কশ্যপ কহিলেন, যে মহাত্মা মানবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার ও অন্যের দেহ ধ্বংস করেন, সেই আত্মাই রুদ্রদেব। উঁহার আকার উৎপাত বায়ু ও মেঘের ন্যায়।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! বায়ু চতুর্দ্দিক্ আক্রমণ ও মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া ত প্রায়ই মনুষ্যের প্রাণ সংহার করে না। মনুষ্যগণকে কামদেবের বশীভূত হইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।

কশ্যপ কহিলেন, মহারাজ! হুতাশন যেমন এক গৃহে লগ্ন হইয়া সমুদায় গ্রাম ও চত্বর ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, তদ্রূপ রুদ্রদেব পাপাত্মার পাপপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া এককালে সকলকে বিমোহিত ও কামদেবের বশীভূত করেন।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! দুরাত্মাদিগের পাপাচরণ নিবন্ধন যদি পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সকলেই দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত লোকে দুষ্কর্ম্মের পরিহার ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে?

কশ্যপ কহিলেন, যেমন শুষ্ক বস্তুর সংস্রবে আর্দ্র পদার্থও ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তদ্রূপ পাপপরিশূন্য মানবগণ পাপাত্মাদিগের সংস্রব নিবন্ধন তাহাদের সমান দণ্ডভাগী হইয়া থাকে; অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখাও কদাপি বিধেয় নহে।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! বসুন্ধরা সকলকেই ধারণ, সূর্য্য সকলকেই তাপ প্রদান, সলিল সকলেরই পবিত্রতা সাধন এবং সমীরণ সর্ব্বত্রই সঞ্চরণ করিতেছেন। ইঁহাদিগের নিকট সাধু ও অসাধুর কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই।

কশ্যপ কহিলেন, নৃপনন্দন! ইহলোকে ঐরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা পুণ্যানুষ্ঠান করে ও যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, পরলোকেই তাহাদিগের ইতর বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুণ্যলোক সমুদায় দুঃখের আকর ও অমৃতের নাভি স্বরূপ, উহার জ্যোতিঃ হিরণ্যবর্ণ, তথায় জরা, মৃত্যু বা দুঃখের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। ব্রহ্মচারিগণ ঐ লোকে গমন পূর্ব্বক অসীম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পাপ লোক নরকের আবাস। উহা নিরন্তর গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে শোক ও দুঃখ তথায় নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। পাপাত্মারা ঐ লোকে বহুকাল নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে প্রজারা দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভোগ করে। মহীপাল এই বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বহুদর্শী পুরোহিতকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অগ্রে পুরোহিত বরণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া ভূপতির উচিত। ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের জ্যেষ্ঠ, সম্মানভাজন ও পূজনীয়। বলবান্ হইলেও সমুদায় উৎকৃষ্ট বস্তু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরের উন্নতির কারণ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা রাজা ও রাজপুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে ব্রহ্মতেজ দ্বারা প্রজাগণের অপ্রত্যক্ষ ভয় এবং রাজার বাহুবলে প্রত্যক্ষ ভয় নিরাকৃত হয়, সেই রাজ্যই যথার্থ উপদ্রবশূন্য হইয়া থাকে। মহারাজ মুচুকুন্দ ও কুবেরের কথোপকথন এই বিষয়ের একটী উদাহরণস্বরূপ। আমি এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহীপাল মুচুকুন্দ সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অলকাধিপতি কুবেরকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। যক্ষরাজ তদ্দর্শনে মুচুকুন্দের সৈন্য সংহারার্থ অচিরাৎ অসংখ্য রাক্ষস প্রেরণ করিলেন। নিশাচরগণ মহারাজ মুচুকুন্দের সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। তখন মুচুকুন্দ অদ্বিতীয় বিদ্বান্ স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজার নিন্দা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ধনাধিপতি মহারাজ মুচুকুন্দের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে অনেক ভূপতি তোমার ন্যায় বলবান্ ও পুরোহিতসাহায্য সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাকে যেরূপ আক্রমণ করিয়াছ এরূপ আর কেহই করেন নাই। সেই পূর্ব্বতন ভূপতিগণ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ ও সমধিক বলশালী হইয়াও আমাকে সুখ দুঃখের অধীশ্বর বিবেচনা করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা করিতেন। যাহা হউক, এক্ষণে যদি, তোমার বাহুবল থাকে, প্রকাশ কর। ব্রাহ্মণবল আশ্রয় করিয়া কি নিমিত্ত বৃথা বলগর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ?

তখন মহারাজ মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ন্যায়ানুগত বাক্যে ধনেশ্বরকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মা উঁহাদিগের সৃষ্টি করিয়া লোকপালনার্থ ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়গণকে অস্ত্র ও বাহুবল প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রিয়বল পৃথক্ পৃথক্ হইলে প্রজাগণ কখন সুরক্ষিত হইতে পারে না; অতএব ঐ উভয় বল একত্র করিয়া প্রজাপালন করাই বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য। আমি সেই অনুসারেই ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি, তবে আপনি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছেন?

তখন যক্ষরাজ রাজা মুচুকুন্দকে কহিলেন, মহারাজ! আমি কদাচ এক জনের রাজ্য অন্যজনকে প্রদান বা অপহরণ করি নাই। এক্ষণে তোমাকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিলাম; তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে উহা শাসন কর।

মহারাজ মুচুকুন্দ ধনেশ্বর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে আমার বাঞ্ছা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে সমুদায় ধরিত্রী জয় করিয়া ভোগ করিব, এই আমার বাসনা।

তখন ধনাধিপতি কুবের মহারাজ মুচুকুন্দকে অসন্ত্রাস্ত, ক্ষত্রধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর মহারাজ মুচুকুন্দ কুবেরের সমীপ হইতে বিদায় লইয়া আপনার রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে স্ববাহুবলনির্জ্জিতা বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ঐরূপে ব্রহ্মবল আশ্রয় করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সমুদায় পৃথিবী জয় ও যশোলাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন উদকক্রিয়া সম্পাদন ও ক্ষত্রিয় প্রতিনিয়ত অস্ত্রবল অবলম্বন করিলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলে মানবগণের উন্নতি সাধন এবং পুণ্যলোক সমুদায় পরাজয় করিতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজা নিয়ত দানশীল, যজ্ঞশীল, উপবাস

নিরত ও তপোনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং গাত্রোত্থান ও ধন প্রদান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের সম্মান রক্ষা করিবেন। রাজা ধর্ম্মের গৌরব করিলে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হয়। নরপতি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগের তাহাতেই অভিরুচি হইয়া থাকে। অন্তকের ন্যায় নিরন্তর অরাতিগণের প্রতি প্রতিনিয়ত দণ্ড সমুদ্যত ও দস্যুগণকে সমূলে উন্মূলিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুরাগ নিবন্ধন কাহাকেও ক্ষমা করা বিধেয় নহে। প্রজাগণ সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অর্থদান, হোম ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হন। আর প্রজারা সুন্দররূপে প্রতিপালিত না হওয়াতে রাজ্য মধ্যে যে সকল পাপসঞ্চয় হইয়া থাকে, নরপতিকে তাহারও চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিতে হয়। রাজা নৃশংস ও মিথ্যাবাদী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যে পাপ উৎপাদন করেন, কাহার কাহার মতে তাঁহাকে সেই পাপের ও কাহার কাহার মতে তৎসমুদায়ই ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে নরপতি যাহাতে ঐ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তস্করেরা কোন প্রজার ধন অপহরণ করিলে রাজা যদি তাহা প্রত্যাহরণ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে স্বীয় কোষাগার হইতে বা বণিকদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা সকল বর্ণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণের অপকার করে, তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই উচিত। ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিলে সমস্ত বিষয়ই রক্ষিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্ন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। জীবগণ যেমন মেঘমণ্ডল ও পক্ষীসমুদায় যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ মানবগণ সর্ব্বার্থসাধক নরপতিকে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে। কামাত্মা, নৃশংস ও লোভযুক্ত নরপতি কখনই প্রজাপালনে সমর্থ হন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সুখলাভার্থ ক্ষণকালও রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনি পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছিলেন, ধর্ম্মলাভার্থ রাজ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি এক্ষণে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে রাজ্যপালন দ্বারা অধিক ধর্ম্ম লাভ করা অতি সুকঠিন; উহাতে সমধিক পাপ জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব এক্ষণে আমি পরম পবিত্র অরণ্য মধ্যে গমন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ফলমূলাহারী তপস্বী হইয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার বুদ্ধি যে নিতান্ত নৃশংসতাশূন্য তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি; কিন্তু কেবল অনৃশংসতা অবলম্বন করিলে রাজ্য রক্ষা করা যায় না। তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, মৃদু, কৃপালু ও উৎসাহশূন্য বলিয়া লোকে তোমাকে গৌরব করে না। যাহা হউক এক্ষণে তুমি তোমার পিতৃপিতামহাচরিত ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। তুমি যেরূপে কালযাপন করিতে বাসনা করিতেছ; ভূপালগণের সেরূপ করা বিধেয় নহে। তুমি কদাপি মৃদুতা অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ঘৃণতায় একবারে পরাঙ্মুখ হইও না। প্রজাপালন করিলে তোমার অনায়াসে ধর্ম্মফল লাভ হইবে। তুমি স্বীয় প্রজ্ঞা ও ধীশক্তি প্রভাবে যেরূপ আচারপরায়ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছ, পাণ্ডুরাজ ও কুন্তীদেবী তুমি ওরূপ হইবে, বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই তোমার শৌর্য্য, বল, সত্য, মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্য প্রার্থনা করিতেন। দেবলোক ও পিতৃলোক মনুষ্যের নিকট নিরন্তর যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধতর্পণাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজা প্রতিপালন, ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, তুমি এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহারা যথাকালে উপযুক্ত ভারবহনে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের কীর্ত্তি বিনষ্ট হয় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অশ্বও সম্যক্‌রূপে শিক্ষিত হইলে অনায়াসে ভারবহন করিতে পারে। কি গৃহী, কি রাজা, কি ব্রহ্মচারী কেহই নির্দ্দোষে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহেন; অতএব যাহাতে পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে। এক কালে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ অপেক্ষা অল্প পরিমাণেও উহা করা শ্রেয়স্কর। কর্ম্মবিহীন ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী আর কেহই নাই। সৎকুলসম্ভূত ধার্ম্মিক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলে রাজার রাজ্য বৃদ্ধি ও রক্ষা বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি রাজ্য অধিকার করিয়া দান, বলপ্রকাশ ও মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিবেন। সৎকুলসম্ভূত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বৃত্তিলোপ ভয়ে কাতর হইয়া যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হন, তাঁহা অপেক্ষা ধার্ম্মিক আর কেহই নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি আপনি বিশেষ জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে লোকে কোন্ কার্য্য দ্বারা স্বর্গ, উৎকৃষ্ট প্রীতি ও পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভয়ার্ত্ত ব্যক্তি যাহার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষণকালও সুখলাভ করে, আমার মতে সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভে সম্যক্ অধিকারী হয়; অতএব তুমি আহ্লাদিত চিত্তে কৌরবকুলের অধীশ্বর হইয়া সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুদিগকে পরাজয় করিয়া স্বর্গলাভের অধিকারী হও। জীবগণ যেমন জলধরের এবং পক্ষিগণ যেমন বৃহৎ পাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ সুহৃদ্গণ সাধুদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন। যে ব্যক্তি প্রগল্‌ভ, শূর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসজ্জনের প্রতি দণ্ডবিধান ও সাধুলোকদিগকে অর্থ প্রদান করেন, মানবগণ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বকর্ম্মনিরত ও কেহ কেহ বা কুকর্ম্মপরায়ণ হইতেছেন, আপনি তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বিদ্বান্, সুলক্ষণসম্পন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী বিপ্রগণ ব্রহ্মতুল্য, ঋক্, যজু ও সামবেদে দীক্ষিত স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য, আর স্বকর্ম্মবিহীন কদর্য্য ব্রাহ্মণগণ শূদ্র তুল্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নহেন এবং যাঁহাদিগের অগ্নিসঞ্চিত নাই, ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে বিনা বেতনে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মাধিকারী দেবল, নক্ষত্রযাজক, গ্রামযাজক ও শুল্কগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডাল তুল্য। ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী ও বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় তুল্য। অশ্বারোহী, রথী ও পদাতি ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যতুল্য। মহীপতি ধনহীন হইলে ব্রহ্মকল্প ও দেবকল্প ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণের ন্যায় স্বকার্য্য ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধনেও রাজার অধিকার আছে। নরপতি ব্রাহ্মণগণকে স্বকর্ম্মচ্যুত দেখিয়া কদাচ উপেক্ষা করিবেন না। ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া দিবেন। যে রাজার অধিকারে ব্রাহ্মণ তস্কর হয়, সেই রাজাকেই তদ্বিষয়ে অপরাধী বলিয়া গণনা করা যায়। বেদবেত্তা পণ্ডিতেরা কহেন যে, যদি বেদবিদ স্নাতক ব্রাহ্মণ বৃত্তিবিহীন হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার বৃত্তিবিধানপূর্ব্বক ভরণপোষণ করিবেন। যদি তিনি তাহাতেও চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সপরিবারে নির্ব্বাসিত করাই রাজার কর্ত্তব্য।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ ব্যক্তির ধনে রাজার অধিকার আছে এবং ভূপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বেদপ্রমাণানুসারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতিদিগের এবং ব্রাহ্মণ মধ্যে যাঁহারা বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিবর্জ্জিত তাঁহাদিগের অর্থে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সাধুলোকেরা কহেন যে, ক্রিয়াবিহীন ব্রাহ্মণগণের ধনগ্রহণে ভূপতি কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না। রাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিলে তদ্বিষয়ে রাজারই সম্পূর্ণ অপরাধ। বেদানুরক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন না করিলে রাজাকে জনসমাজে নিন্দিত হইতে হয়। এই নিমিত্তই পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা প্রযত্নসহকারে প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিতেন।

পূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে এক রাক্ষস স্বাধ্যায়সম্পন্ন কেকয়াধিপতিকে আক্রমণ

পূর্ব্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কেকয়রাজ রাক্ষসকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাকে কহিলেন, নিশাচর! আমার রাজ্যমধ্যে চৌর্য্যের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, কদর্য্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণমধ্যে কেহই মূর্খ, ব্রতবিহীন বা যাগযজ্ঞশূন্য নহেন; সকলেই যথাকালে অগ্নিসঞ্চয়, সোমপান, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। উঁহারা সকলেই মৃদুস্বভাবসম্পন্ন, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সকলের সম্মানভাজন। ক্ষত্রিয়েরা সকলেই স্বকর্ম্মনিরত, ব্রাহ্মণ রক্ষক ও সমরে অপরাঙ্মুখ। তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে অর্থ দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কিন্তু কদাচ প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন বা যাজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। বৈশ্যেরা সকলেই শুচি, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত, ক্রিয়াবান্, ব্রতপরায়ণ ও সত্যবাদী। তাহারা সকলেই পরস্পর সৌহার্দ্দ্য অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ এবং অতিথিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিয়া থাকে। শূদ্রেরা অসূয়াশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করে। আমি স্বয়ং যথানিয়মে কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম রক্ষা এবং কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আতুর ও স্ত্রীলোকদিগকে অর্থ দান করি। কদাপি ভোজ্য দ্রব্য বিভাগ না করিয়া ভোজন, পরস্ত্রী হরণ বা স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করি না। আমার জনপদমধ্যে তপস্বিগণ সংযত ও সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিতেছেন। যিনি ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি কদাচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না। যিনি ভিক্ষুক তিনি ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হন না এবং যিনি অনাহিতাগ্নিক তিনি কোনক্রমে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারেন না। রাজ্যস্থ সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে, আমি একাকী জাগরিত থাকি। বিদ্বান, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে কখন অবজ্ঞা করি না এবং অর্থদান দ্বারা বিদ্বান, সত্য দ্বারা লোক সমুদায় ও শুশ্রূষা দ্বারা গুরুকে আয়ত্ত করিবার অভিলাষ করি। আমার পুরোহিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তপঃপরায়ণ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, বুদ্ধিমান্ ও সমুদায় রাষ্ট্রের নীতি প্রণেতা। আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ সকল সতত সুরক্ষিত হইতেছেন। তথায় বিধবা, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ধূর্ত্ত ও অবাজ্যযাজী প্রভৃতি পাপাত্মার নাম গন্ধও নাই। আমি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি এবং আমার গাত্রে দুই অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থানও অক্ষত লক্ষিত হয় না। আর আমার রাজ্যে গো, ব্রাহ্মণ রক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠান নিমিত্ত সতত আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষস হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চারিত হয় না। তুমি কি নিমিত্ত আমার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে?

তখন রাক্ষস বলিল, মহারাজ! তুমি সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হইয়াছ। অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার আলয়ে গমন কর। যে সমস্ত মহীপাল গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাদিগকে সুনিয়মে রক্ষা করিয়া থাকেন, পাপাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক রাক্ষসগণ হইতেও তাঁহাদিগের ভয় উপস্থিত হয় না। বিপ্রগণ যাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী, ব্রহ্মবলই যাঁহাদের প্রধান বল এবং যাঁহাদিগের প্রজারা অতিথিপ্রিয়, সেই সমস্ত মহীপাল অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। রাক্ষস এই বলিয়া ভূপতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! স্বধর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণের রক্ষাবিধান ও স্বকর্ম্মহীন ব্রাহ্মণের শাসনে যত্ন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ সুরক্ষিত হইলে সতত রাজাকে রক্ষা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। যে রাজা নিয়মানুসারে গ্রাম ও নগরবাসীদিগকে রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখ অনুভব ও চরমে ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপৎকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ রাজধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বৈশ্যধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন কি না? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহে অশক্ত হইলে বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বৈশ্যধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সুরা, লবণ, তিল, অশ্ব ও গো-মহিষাদি পশু, মধু, মাংস, ও পক্কান্ন বিক্রয় করিবেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হয়। অজ বিক্রয় করিলে অগ্নি, মেষ বিক্রয় করিলে বরুণ, অশ্ব বিক্রয় করিলে সূর্য্য, অন্ন বিক্রয় করিলে পৃথিবী ও ধেনু বিক্রয় করিলে যজ্ঞ ও সোমরস বিক্রয় করা হয়; অতএব ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভোজনের নিমিত্ত পক্ক দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক আম বস্তু গ্রহণ করাই নিতান্ত দোষাবহ; আম বস্তু প্রদানপূর্ব্বক পক্কদ্রব্য গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। আমি আপনার পক্ক বস্তু ভোজন করিব, আপনি আমাকে উহা প্রদান করিয়া স্বয়ং আমার এই অপক্ক বস্তু গ্রহণপূর্ব্বক পাক করিয়া লউন, এই বলিয়া কোন ব্যক্তিকে অপক্ক বস্তু প্রদানপূর্ব্বক পক্ক বস্তু গ্রহণ করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। ব্যবহারনিরত ধর্ম্মাবলম্বী পুরাতন ব্যক্তিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমাকে এই বস্তু প্রদান করিতেছি, তুমি এই বস্তু প্রদান কর, এই বলিয়া এক ব্যক্তিকে সম্মত করিয়া আপনার দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম হানি হয় না। বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পূর্ব্বতন ঋষি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; উহা অতিশয় উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন প্রজাগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার বিপক্ষে শস্ত্র গ্রহণ করে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার বলক্ষয় হয়; অতএব ঐ সময় তিনি কিরূপে প্রজাপালন করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণ দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অদ্রোহ ও দমগুণ দ্বারা আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেন এবং উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বেদপারগ তাঁহারা স্ব স্ব ব্রাহ্মবল প্রকাশপূর্ব্বক দেবগণ যেমন দেবরাজের বলবৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ রাজার বলবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রাজার ক্ষয়দশা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবলই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মবল আশ্রয় করিয়াই উন্নতি লাভের বাসনা করেন। যখন রাজা জয়শীল হইয়া রাজ্যের মঙ্গল বিধানে সচেষ্ট হন, তখন সকল বর্ণই স্ব স্ব ধর্ম্মে সন্নিবেশিত থাকে। যখন রাজা দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিয়মবিহীন হয়, তখন সকল বর্ণেই শস্ত্র ধারণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি সমুদায় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে ও তাঁহাদিগের বেদরক্ষা করিবে? আর তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই বা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ হইলে বেদ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে এবং তাঁহারা তৎকালে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অস্ত্র, বল, সরলতা ও কপটতা দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। উঁহাদিগের তেজ সর্ব্বত্রগামী, কিন্তু উহারা স্বীয় স্বীয় আকরে নিপতিত হইলে এক কালে প্রশান্ত হয়। লৌহ পাষাণ ভেদ, অগ্নি জল আক্রমণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইলে উহারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব ক্ষত্রিয়ের তেজ যত প্রবল হউক না কেন ব্রাহ্মণের উপর নিপতিত হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ব্রহ্মবীর্য্য ও ক্ষত্রিয়তেজ নিতান্ত দুর্ব্বল এবং পাপাত্মারা ব্রাহ্মণের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলে যাঁহারা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই যথার্থ মনস্বী, তেজস্বী ও পুণ্যলোক লাভের উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ সকল বর্ণেরই শস্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে মহাত্মা ব্রাহ্মণার্থ কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরলোকে সুবিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, অধ্যয়নসম্পন্ন, তপোনিরত ও অনশনে অগ্নি প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও সদ্গতি লাভে সমর্থ হন। তিন বর্ণের পরিত্রাণার্থ শস্ত্র গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার্থ সংগ্রামে শরীর ত্যাগই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টাদিগের নিবারণার্থ জীবন পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে

নক্ষত্র। আমরা যেন চরমে তাঁহাদের সালোক্য লাভ করিতে পারি। মহাত্মা মনু ঐ সকল লোককে ব্রহ্মলোকগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকে অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নান করিয়া যেরূপ পবিত্র হয়, পরোপকারার্থ সংগ্রামে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেও সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। দেশ, কাল ও কারণ ভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। শুক্র ও পরাশরাদি মহর্ষিগণ সর্ব্বজ্ঞ, রাক্ষস যক্ষ প্রভৃতি এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ পররাজ্য আক্রমণ প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়াও সদ্গতি লাভ করিতেছেন; অতএব ব্রাহ্মণ আত্মরক্ষা, বর্ণদোষ নিবারণ ও দুর্দ্দম্য দমনার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা দস্যুদলাক্রান্ত, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য-রক্ষায় অক্ষম এবং লোক সমুদায় অজ্ঞানাবৃত ও পরস্পরবিরত হইলে যদি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র বর্ণানুসারে দণ্ডধারণপূর্ব্বক দস্যুগণ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমোদন কি নিবারণ করা কর্ত্তব্য?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যিনি ধ্রুব স্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপৎসাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি শূদ্রই হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তাঁহাকে অবশ্যই সম্মান করিতে হইবে। দস্যুপীড়িত অনাথ প্রজাগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পরিত্রাণ পায়, তাঁহাকে স্বীয় বান্ধবের ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভয়দাতা সম্মানলাভের যথার্থ পাত্র। ভারবহনে অসমর্থ বলীবর্দ্দ, দুগ্ধবিহীনা ধেনু, বন্ধ্যা ভার্য্যা ও অরক্ষক রাজা কিছুমাত্র কার্য্যকারক নহে। অধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ, পালনপরাঙ্মুখ নরপতি ও বৃষ্টিহীন মেঘ, দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ, নপুংসক পুরুষ ঊষরক্ষেত্রের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুদিগের রক্ষা ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করেন, তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঋত্বিক্‌গণের কিরূপ স্বভাব হওয়া উচিত এবং উঁহাদের কর্ত্তব্যই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! বেদ ও মীমাংসা শাস্ত্র অবগত হইয়া ইন্দ্রাদি দ্বারা চিত্তপ্রসাদন ও অতিশয় অভিনিবেশপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করাই ঋত্বিক্‌গণের কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর রাজার প্রতি অনুরক্ত, বীরগণের প্রিয়বাদী, পক্ষপাতনিরপেক্ষ, অনৃশংস ও সত্যপরায়ণ হইবেন। কুসীদ দ্বারা কদাচ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না। যে ঋত্বিক্ অভিমানশূন্য, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, শান্ত প্রকৃতি, অহিংসক, কামদ্বেষবিরহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, সদ্বংশপ্রসূত, সচ্চরিত্র এবং লজ্জা, ক্ষমা ও ইন্দ্রিয় দমন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদে পরিমাণে দক্ষিণাদান করিবার বিধি আছে। প্রায় কেহই ত তাহার অনুবর্ত্তী হয় না? শাস্ত্রের শাসনও লোকের সামর্থ্য সাপেক্ষ নহে। আর বেদে ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে, যে, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে মিথ্যাচার পরিপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! লোকে যে বেদবিধিলঙ্ঘন, শঠতাবলম্বন ও মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক মহত্ত্বলাভে অধিকারী হয়, ইহা কদাপি বিবেচনা করিও না। দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ ও বেদের গৌরব বৃদ্ধিকর। দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞ কদাচ মনুষ্যের উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহে। অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞে পূর্ণপাত্র দান কি অন্যান্য দক্ষিণা দানের তুল্য নহে! বর্ণত্রয়ের যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সোমরস ব্রাহ্মণের ভূপতি স্বরূপ; অতএব জীবিকা নির্ব্বাহার্থ সোমরস বিক্রয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া যে ধন লাভ হয়, তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে উহা নিন্দনীয় হয় না। পুরুষের ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং ন্যায়ানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও সোমরস প্রস্তুত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরুষ ন্যায়পর না হইলে কি আপনার কি পরের কাহারই হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ধন উদ্ধৃত করিয়া তদ্দ্বারা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা শুভজনক নহে। বেদবিধানানুসারে তপস্যা যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে সেই তপস্যার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্যা; কেবল শরীর শোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। দেবগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আত্মবিনাশের নিদান; সন্দেহ নাই। যে মহাত্মারা তপস্যারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের যোগই শ্রুক্, চিত্তই আজ্য এবং উত্তম জ্ঞানই পবিত্র স্বরূপ হয়। শঠতা মৃত্যুলাভের ও সরলতা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির প্রধান কারণ।

অশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজশাসনের কথা দূরে থাক, সামান্য কার্য্যও একাকী সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব রাজকার্য্য করিতে হইলে ঋত্বিক্ ও মন্ত্রী প্রভৃতির সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে রাজমন্ত্রী কিরূপ স্বভাব ও কিরূপ আচারসম্পন্ন হইবেন এবং রাজা কিরূপ লোকের প্রতি বিশ্বাস আর কিরূপ লোকের প্রতি বা অবিশ্বাস করিবেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নরপতিদিগের মিত্র চারি প্রকার। এককার্য্যসাধন সমুদ্যত, অনুগত, সহজ ও কৃত্রিম। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকেও রাজার মিত্র বলিয়া গণনা করা যায়, কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে তিনি কদাপি তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন না। পক্ষপাতশূন্য অকপট ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ধার্ম্মিকের আশ্রয় গ্রহণেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বিজিগীষু নরপতিদিগের কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না; তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই পথই অবলম্বন করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তির যাহা অভিমত নহে ভূপতি কদাচ তাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার মিত্রের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ। অপর দুই প্রকার মিত্রকে সতত ভয় করা কর্ত্তব্য। আর দুষ্ট অমাত্যের নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য নিজেদের অনুষ্ঠান সময়ে সর্ব্ব প্রকার মিত্রকেই ভয় করিয়া কার্য্য করা উচিত। সতত অবহিত হইয়া মিত্রগণের স্বভাব পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপতি প্রমাদযুক্ত হইলে সকলেই তাঁহাকে পরাভব করে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতই চঞ্চল। সময়ক্রমে সাধু ব্যক্তি অসাধু ও অসাধু ব্যক্তি সাধু এবং শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া উঠে। অতএব কাহারও প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আবশ্যক কার্য্য সমুদায় স্বয়ং সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য। সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে ধর্ম্ম ও অর্থের উচ্ছেদ হয়; আর একেবারে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিলেও মৃত্যুলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অকাল মৃত্যুর স্বরূপ। সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, যে যাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে, সে তাহার ইচ্ছাক্রমেই জীবিত থাকে; অতএব বিশ্বাস ও শঙ্কা উভয় থাকাই আবশ্যক। এই সনাতন নীতিমার্গের প্রতি সতত দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উত্তরাধিকারীর প্রতি অনিষ্টাশঙ্কা করা উচিত। পণ্ডিতগণ উত্তরাধিকারীকে অমিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। লোকে তড়াগ সমীপস্থ স্বীয় ক্ষেত্রের সেতুভেদ পূর্ব্বক জল আনয়ন করিলে যেমন তাহার ও তৎসমীপবর্ত্তী অন্যান্য ক্ষেত্রের শস্য হানি হয়, তদ্রূপ রাজ্যের শেষ সীমা রক্ষক প্রবল অরাতিদিগের সমীপে থাকিয়া নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার দোষে সমুদায় রাজ্যের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা; অতএব শেষসীমারক্ষককে মিত্রবোধে বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে।

যাহার উন্নতি দর্শনে আনন্দের সীমা থাকে না এবং যাহার হ্রাস হইলে কাতর হইতে হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আপনার অভাবে যাহার অভাব হয়, পিতার ন্যায় তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকার্য্যের সময়েও যিনি নিয়ত আপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উন্নতি সাধন করিবে। যে ব্যক্তি বন্ধুর বিপদ্‌চিন্তা করিয়া ভীত হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আর যাহারা বন্ধুর বিপদ্ কামনা করে, তাহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি বিপদের সময় ভীত হয় এবং সম্পদে অনুতাপ করে না, তাহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

রূপবান্ স্বত্ত্ববান্, ক্ষমাবান্ পরদ্বেষশূন্য ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিও তাদৃশ মিত্র হইতে অনেক বিভিন্ন।

হে ধর্ম্মরাজ! তোমার ঋত্বিক্, আচার্য্য বা সখা যদি সরল স্বভাব, মেধাবী ও কার্য্যদক্ষ হন, মানিত হউন বা অবমানিত হউন যদি কদাচ তোমার প্রতি দোষারোপ না করেন এবং অমাত্য পদবী গ্রহণ করিয়া তোমার ভবনে বাস করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরম সমাদর ও পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নিকট গূঢ়মন্ত্রণা ও ধর্ম্মার্থের বিষয় প্রকাশ করিলে তোমার কিছুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই। এক কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত এক জন অধ্যক্ষকেই নিযুক্ত করা উচিত। অনেক ব্যক্তির উপর এক কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলে মতভেদ বশতঃ কার্য্যহানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি কীর্ত্তিমান্, কার্য্যদক্ষ, মিতভাষী ও নীতিমর্য্যাদা সম্পন্ন; যিনি অনিষ্ট চিন্তা ও সমর্থদিগের প্রতি দ্বেষ প্রকাশে নিরত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তুমি তাঁহাকেই প্রধান পদে নিযুক্ত করিবে। কুলশীল সম্পন্ন; ক্ষমাবান্, বলশালী, মান্য, বিদ্বান্, অহঙ্কারবিহীন ও কার্য্যাকার্য্যবিবেককুশল মহাত্মাদিগকেই অমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান ও সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান ও পরস্পর যুক্তি সহকারে অর্থ চিন্তা করিয়া থাকেন; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করিলে তোমার আয় ব্যয় ও শত্রুজয়াদি সমুদায় কার্য্যেই মঙ্গল লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জ্ঞাতিদিগকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপরাজ যেমন রাজার সম্পদ্ দর্শনে কাতর হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গও জ্ঞাতির সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই সরলস্বভাব, বদান্য, সত্যবাদী, লজ্জাশীল ব্যক্তির বিনাশে সন্তুষ্ট হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অসুখের বিষয়। জ্ঞাতিবিহীন মনুষ্যের মত অবজ্ঞেয় আর কেহই নাই। শত্রুগণ জ্ঞাতিহীন ব্যক্তিকে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে। লোকে যখন অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তি জ্ঞাতির অপমান করিলে জ্ঞাতিরা কদাচ তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করে। জ্ঞাতিগণে গুণ দোষ উভয়ই লক্ষিত হয়, অতএব মানবগণ বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সতত জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহার শত্রুগণও সুপ্রসন্ন ও মিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির, কহিলেন, পিতামহ! জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিলে বন্ধুবান্ধবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণের সমাদর করিলে জ্ঞাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; অতএব ঐ উভয় পক্ষকে কিরূপে বশীভূত করা যাইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমি বাসুদেব ও নারদসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা হইলেই তোমার সংশয় দূর হইবে। একদা মহাত্মা বাসুদেব দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, নারদ! মূর্খ মিত্র ও চপলচিত্ত পণ্ডিতের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি আমার পরম বন্ধু এবং তোমার বুদ্ধিবলও সুতীক্ষ্ণ; অতএব এক্ষণে আমি তোমার নিকট এক গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্নিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণিকাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকুমারতা এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্য প্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবল পরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অভ্যুদয়শালী; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারও প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ্দ্যবশত উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও অতি সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি। অতঃপর আমার ও আমার জ্ঞাতিবর্গের যাহা হিতকর, তাহা কীর্ত্তন কর

নারদ কহিলেন, বাসুদেব! আপদ্ দুই প্রকার; বাহ্য ও আন্তরিক, মনুষ্য আপনার বা অন্যের দোষেই ঐ দুই প্রকার আপদে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার কর্ম্মদোষেই অক্রূর ও আহুক হইতে এই আন্তরিক আপদ্ সমুৎপন্ন হইয়াছে। বলদেব প্রভৃতি মহাবীরগণ অক্রূরের জ্ঞাতি। উঁহারা অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় স্বেচ্ছাক্রমে অথবা অন্যের তিরস্কারবশত তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষত তুমি স্বয় যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলে, তাহা অন্যকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনিই আপনার বিপদের কারণ হইয়াছ। এক্ষণে উদ্বান্ত অন্নের ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি বভ্রু ও উগ্রসেনকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে জ্ঞাতিভেদ ভয়ে কোনক্রমেই তাহা লইতে পারিবে না। যদিও বহুকষ্টে অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ উহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয় বিপুল ধনক্ষয়, নাহয় অসংখ্য লোকেরই প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব এক্ষণে অলৌহনির্ম্মিত হৃদয়বিদারক মৃদু অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন কর।

বাসুদেব কহিলেন, দেবর্ষে! যে অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন করিতে হইবে, আমি তাহা অবগত নহি। তুমি আমার নিকট উহা প্রকাশ কর।

নারদ কহিলেন, কেশব! ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন, যথাশক্তি অন্নদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির পূজা করাকেই অলৌহনির্ম্মিত অস্ত্র কহে। জ্ঞাতিগণ কটুবাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলে তুমি স্বীয় বাক্য দ্বারা তাহাদিগের ক্রূরতা ও অসৎ অভিসন্ধি সমুদয়ের শান্তি বিধান করিবে। প্রশান্তচিত্ত, সহায়সম্পন্ন মহাপুরুষ ভিন্ন কেহই কখন গুরুতর ভারবহনে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি ঐ সকল গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক উহা বহন কর। মহাবল পরাক্রান্ত বলীবর্দ্দই দুর্গম প্রদেশে দুর্ব্বহ ভারবহন করিতে পারে। ভেদ উপস্থিত হইলে এক কালে সকলের বিনাশ হয়। এক্ষণে তুমি যদুবংশীয়দিগের অধিপতি; অতএব তুমি উপস্থিত থাকিতে যাহাতে তোমার জ্ঞাতিবর্গ ভেদনিবন্ধন উৎসন্ন না হয়, তাহার উপায় কর। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ধনাশা পরিত্যাগ প্রভৃতি গুণ সকল না থাকিলে কেহই কখন যশস্বী হইতে পারে না। সর্ব্বদা স্বপক্ষের উন্নতিসাধন করিলে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ না হয়, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। নীতিবিধান ও যুদ্ধযাত্রার বিষয় তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও অন্যান্য নরপতিগণ, তোমারই একান্ত অনুরক্ত; ঋষিগণও সতত তোমার উন্নতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তুমি সকল জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত নাই। যাদবগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া পরম সুখ সম্ভোগ করিতেছে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌন্তেয়! প্রথমত যে উপায় কীর্ত্তন করিলাম, শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে দ্বিতীয় উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইতে সম্পদ্ বৃদ্ধি হয়, তাহাকে রক্ষা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। ভৃত্য বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অমাত্যকে রাজকোষ অপহরণ করিতে দেখিয়া নরপতিগোচরে আবেদন করে, তাহা হইলে নরপতি তাহার বাক্য শ্রবণ

ও অমাত্যের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। হিতার্থী ব্যক্তি রাজার নিকটে অমাত্যদিগের রাজকোষ হরণ বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিলে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া সেই ব্যক্তির বিনাশে যত্নবান্ হয়। ঐ সময় যদি রাজা তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই দুরাত্মাদিগের প্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করে। কালকবৃক্ষীয় মুনি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কালকবৃক্ষীয় নামে মহর্ষি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে গমন করিয়া তাঁহার সবিশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষি কোশলরাজের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অমাত্যগণের দোষদর্শনে প্রবৃত্ত করিবার মানসে পিঞ্জরমধ্যে এক কাক নিহিত করিয়া অনেকানেক ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক, "তোমরা বায়সী বিদ্যা অধ্যয়ন কর; বায়সেরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারে" এই বলিয়া রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ করত অসংখ্য রাজপুরুষের পাপ কার্য্য সমুদায় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কিয়দ্দিন ঐ রূপে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অমাত্যদিগের কুকর্ম্ম ও রাজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই কাক সমভিব্যাহারে নরপতিগোচরে আগমন করিলেন এবং আমি সর্ব্বজ্ঞ এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ক্ষেমদর্শীর অমাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, অমাত্য! আমার কাক কহিতেছে তুমি রাজকোষ অপহরণ করিয়াছ, এই ব্যক্তি তাহার সাক্ষী আছে; অতএব তুমি এ বিষয় সত্য কি মিথ্যা শীঘ্র তাহা সপ্রমাণ কর। ঐ মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় অমাত্যকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য কোষাপহারকদিগেরও দোষ কীর্ত্তন করিলেন। পরিশেষে ঐ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান হইলে তাঁহার একটী কথাও মিথ্যা হইল না।

রাজকর্ম্মচারীরা এইরূপে সেই মহর্ষি কর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া রজনীযোগে তিনি নিদ্রিত হইবামাত্র তাঁহার কাককে বাণবিদ্ধ করিল। মহর্ষি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বায়সকে শরনির্ভিন্ন-কলেবর অবলোকন করিয়া ক্ষেমদর্শীকে কহিলেন, রাজন্! আপনি রক্ষাকর্ত্তা; অতএব আমি আপনার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি আপনার হিতকথা কহিতে পারি। আমি আপনার হিতার্থ এ স্থানে আগমন করিয়াছি। সারথি উত্তম অশ্বকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করে, তদ্রূপ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মিত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ পূর্ব্বক "এই তোমার অর্থ নষ্ট হইতেছে" বলিয়া রাজাকে সতর্ক করে সে তাঁহার পরম মিত্র। ভূপতি উন্নতি লাভের ইচ্ছা করিলে তাদৃশ মিত্রকে অবশ্যই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন। তখন নরপতি মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার মঙ্গল লাভের নিমিত্ত আপনি আমাকে যাহা কহিবেন, আমি কি নিমিত্ত তাহা শ্রবণ না করিব? আমি সত্য কহিতেছি, আপনি স্বেচ্ছানুসারে যাহা কহিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার ভৃত্যদিগের দোষ গুণ ও তাহাদের হইতে আপনার ভয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিবার জন্য আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতগণ উপজীবিদিগের নানাপ্রকার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলত রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্য নিতান্ত নীচ ও ক্লেশকর। রাজসমীপে অবস্থান করা সর্পসহবাসের ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ। নরপতিদিগের অসংখ্য মিত্র ও অমিত্র থাকে। ঐ সমুদায় লোক ও ভূপতি হইতে উপজীবিগণের সতত ভয় উপস্থিত হয়। ভৃত্যগণ সতত সাবধান হইয়া নরপতির কার্য্য সম্পাদন করে। ফলত যে ভৃত্য আপনার উন্নতি কামনা করে, তাহার অনবহিত হওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্যের প্রমাদনিবন্ধন রাজা তাহার প্রতি কুপিত হন। নরপতি কুপিত হইলে ভৃত্যের জীবনাশা এককালে তিরোহিত হয় এবং সে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ভূপতির ক্রোধে নিপতিত হইয়া অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করে; অতএব মানবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যত্নসহকারে সর্পের ন্যায় ভূপতির সেবা করিবে। রাজার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ এবং অসুখে অবস্থান, মন্দগমন, ইঙ্গিত ও অঙ্গী চেষ্টা দর্শনে ভৃত্যগণকে যাহার পর নাই শঙ্কিত হইতে হয়। ময়দানব কহিয়াছে যে, নরপতি প্রসন্ন হইলে দেবতার ন্যায় সমুদায় হিতকার্য্য সাধন করেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে হুতাশনের ন্যায় সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। এক্ষণে আমি আপনার সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার করিয়া আপনার হিতকার্য্য সম্পাদন করিব। মাদৃশ অমাত্যগণ আপদ্ উপস্থিত হইলে বুদ্ধি সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই কাক যেমন আপনার হিতসাধননিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তদ্রূপ আমাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; এই নিমিত্ত আমি নিতান্ত ভীত হইতেছি। যাহা হউক, এ বিষয়ে আপনাকে নিন্দা করা বিধেয় নহে। কারণ যাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টায় নিরত আছে আপনিও তাহাদিগের প্রিয় নহেন। অতঃপর আপনি হিতাহিত বিবেচনা করুন, অন্যের বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিবেন না। আপনার ভবনে যে সকল অমাত্য বাস করিতেছে উহারা সকলে স্বার্থসাধনে যত্নবান্; কেহই প্রজার কল্যাণ কামনা করে না। উহাদিগের সহিত আমার বৈরভাব জন্মিয়াছে। উহারা পাচকাদির সহিত সন্ধি করিয়া বিষান্ন প্রয়োগ দ্বারা আপনার বিনাশসাধন পূর্ব্বক রাজ্যকামনা করিতেছে, কিন্তু নানাবিধ ব্যাঘাতবশত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি উহাদিগের ভয়ে অন্যত্র প্রস্থান করিব। আমি তপঃপ্রভাবে অবগত হইয়াছি যে, ঐ দুরাত্মারাই আমার বায়সের শরীরে শরনিক্ষেপ করিয়া উহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছে। আপনার রাজ্যের ব্যবহার অমাত্যগণের কপটতা নিবন্ধন মানবক্রাদি সমাকীর্ণ নদীর ন্যায় এবং স্থাণু, প্রস্তর, কণ্টকবহুল সিংহ ব্যাঘ্র সঙ্কুল হিমালয়ের গুহার ন্যায় নিতান্ত দুরবগাহ ছিল, আমি কেবল ঐ বায়সের সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। পণ্ডিতেরা কহেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গ প্রদীপ দ্বারা এবং নদী-দুর্গ নৌকাদি দ্বারা অতিক্রম করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজদুর্গ অবতীর্ণ হইবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

এক্ষণে আপনার রাজ্য কপটতা পরিপূর্ণ ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশ্বাস করা দূরে থাক্, আপনারও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এই রাজ্যে সৎ ও অসৎ সমস্তই একাকার; অতএব এস্থলে বাস করা শুভাবহ হইতেছে না। ন্যায়ানুসারে পাপাত্মার বিনাশ ও পুণ্যাত্মার নিরাপদ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কিন্তু এ রাজ্যে পুণ্যাত্মাদিগেরই বিনাশ এবং পাপাত্মাদিগের নিরাপদে অবস্থান হইয়া থাকে। এখানে সুস্থির হইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। পণ্ডিতগণের এরূপ স্থান হইতে অচিরাৎ প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। সীতানদীতে নৌকাদি যেমন নিমগ্ন হয়, আপনার এই রাজ্যে সাধু ব্যক্তিরা তদ্রূপ অবসন্ন হইয়া যান। সতত অভদ্র সংসর্গ হওয়াতে আপনার রীতি নীতি সমস্তই অসতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনাকে বিষময় পাত্রস্থ মধুর ন্যায়, আশীবিষ সমাকীর্ণ কূপের ন্যায়, মধুর সলিলসম্পন্ন দুরবতার্য্য বেত্রকণ্টক সমাকীর্ণ উন্নততট তটিনীর ন্যায় এবং গৃধ্র গোমায়ু ও কুক্কুর পরিবেষ্টিত রাজহংসের ন্যায় বোধ হইতেছে। কক্ষ যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে দাবাগ্নিসহযোগে সেই বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ আপনার অমাত্যগণ আপনার আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনারই বধসাধনে উদ্যত হইয়াছে; অতএব আপনি অচিরাৎ উহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করুন। আপনি যাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারাই অভিসন্ধি করিয়া আপনার প্রিয়বস্তু বিনাশে যত্নবান্ হইতেছে। আমি আপনার ও আপনার অমাত্যগণের চরিত্র, আপনার জিতেন্দ্রিয়তা, অমাত্যগণের সহিত আপনার হৃদ্যতা এবং প্রজাদিগের প্রতি আপনার অনুরাগের বিষয় জানিবার জন্য শঙ্কিত চিত্তে সসর্পগৃহের ন্যায় আপনার আবাসে অবস্থান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজনের ন্যায় আপনার প্রতি অনুরাগ এবং তৃষ্ণাবিহীন ব্যক্তির সলিলের ন্যায় অমাত্যগণের প্রতি অশ্রদ্ধা হইতেছে। হে মহারাজ! আমি আপনার উপকারক এই নিমিত্তই অমাত্যগণ আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, কেবল তাহাদের দোষদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক, দণ্ডঘট্টিত ভগ্নপৃষ্ঠ উরগের ন্যায় অরাতি হইতে ভয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তখন ভূপাল কহিলেন, মহর্ষে! আপনি চিরকাল আমার গৃহে বাস করুন। আমি আপনার যথোচিত সৎকার ও পূজা করিব। যাহারা আপনার দ্বেষ করিবে, আমি তাহাদিগকে আবাস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। এক্ষণে আপনিই আমাকে সুনিয়মে দণ্ডবিধান ও অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমার মঙ্গল বিধান করুন।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! প্রথমতঃ অমাত্যগণকে কাকবধনিবন্ধন অপরাধী না করিয়া উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে হীনবল করুন; পরিশেষে একে একে উহাদিগের সকলের সমস্ত অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া প্রত্যেককে বিনাশ করিবেন। সকলের প্রতি একবারে দোষারোপ করা কর্তব্য নহে। অনেক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইলে অতি দৃঢ় বস্তুও ভগ্ন করিতে পারে, এই নিমিত্ত আপনাকে ঐ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলাম। আমরা ব্রাহ্মণ জাতি, স্বভাবতই মৃদু ও দয়াশীল। আমরা আপনার আত্মার ন্যায় সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ আপনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আপনার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। আমার নাম কালকবৃক্ষীয়, আপনার পিতার রাজ্য সময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে আমি সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি স্নেহপরবশ হইয়াই আপনাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, আপনি পুনরায় অবিশ্বস্তের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে সুখ দুঃখে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন। কি নিমিত্ত প্রমত্ত ও অমাত্যগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইতেছেন।

হে ধর্মরাজ! কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে কোশলরাজ তাঁহাকে প্রধান পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে নান্দী পাঠ হইতে লাগিল। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় পুরোহিত পদে নিযুক্ত হইয়া মঙ্গলভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই যশস্বী কোশলরাজকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া তাঁহার মঙ্গলার্থ বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কোশলরাজ মহর্ষির হিতবাক্যে আস্থা করিয়া পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সভাসদ্, সহায়, সুহৃদ্, মন্ত্রী ও সেনানী প্রভৃতির লক্ষণ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাঁহারা লজ্জাশীল, সত্যপরায়ণ, সরলতাসম্পন্ন ও দমগুণান্বিত এবং যাঁহারা সুচারুরূপে বক্তৃতা করিতে পারেন, তুমি তাঁহাদিগকে সভাসদ্ পদে নিযুক্ত করিবে। আপদ্‌কালে বলবীর্য্যসম্পন্ন অমাত্য, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ও সন্তুষ্টচিত্ত উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য গ্রহণ করা তোমার কর্তব্য। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত সম্মানিত হইলে কখনই আপনার শক্তি গোপন করেন না এবং রাজা প্রসন্ন অপ্রসন্ন বা পীড়িত হউন, কদাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন না; অতএব ঐ সমুদায় ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করা উচিত। তুমি স্বদেশজাত, কুলীন, প্রাজ্ঞ, রূপবান্, বিদ্বান্, প্রগল্‌ভ ও অনুরক্ত ব্যক্তিদিগকে সৈনাপত্য প্রভৃতি পদ প্রদান করিবে। দুষ্কুলজাত লোভপরায়ণ নির্লজ্জ ব্যক্তিরা যতক্ষণ অর্থলাভ করিতে পারে, ততক্ষণই ভূপতির সেবা করে। কুলীন, সচ্চরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়ালু, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুহিতৈষী ব্যক্তিদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা রাজার কর্তব্য। অর্থ, মান ও দিব্যবস্ত্রাদি বিবিধ ভোগ দ্বারা বিদ্বান্ সুশীল, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, মহানুভব ব্যক্তিদিগের তুষ্টিসাধন করা তোমার নিতান্ত উচিত। তাদৃশ ব্যক্তিরা তোমার সুখের সময়ে সুখভোগ করিয়া আপদ্‌কালে কদাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। যে সমুদায় অনার্য্য, মন্দবুদ্ধি মানব সতত নিয়ম লঙ্ঘনে যত্নবান্ হয়, তাহাদিগকে নিয়মপালনে নিরত করা অবশ্য কর্তব্য। বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অকর্তব্য বটে, কিন্তু এক ব্যক্তি যদি বহুগুণসম্পন্ন হয়, তবে তাঁহাকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত অনেককে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরাক্রমশালী, কীর্ত্তিমান্ ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, অভিমানশূন্য, সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা সতত বলবান্দিগের উপাসনা করেন, যাঁহারা স্পর্দ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত কদাচ স্পর্দ্ধায় প্রবৃত্ত হন না এবং যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া ধর্ম পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারাই যথার্থ সাধু। তুমি সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। কুলশীলসম্পন্ন ক্ষমাবান্, কার্য্যদক্ষ, শৌর্য্যশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়াই, সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শত্রুভাব পরিত্যাগ করে। অমাত্যগণের পূর্ব্বাপর গুণাগুণ পরীক্ষা করা ঐশ্বর্য্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ রাজার অবশ্য কর্তব্য। যে রাজা সম্পদ্‌লাভের বাসনা করেন, তিনি সুপরীক্ষিত, সৎকুলসম্ভূত, উৎকোচগ্রহণে বিরত, ব্যভিচারদোষবিহীন, সুবিশুদ্ধ, বেদজ্ঞ, নিরহঙ্কৃত, বিনয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সৎস্বভাবান্বিত, তেজস্বী, ধীর, ক্ষমাবান্, শুচি, অনুরক্ত, কার্য্যদক্ষ, গম্ভীর, অকপট, মিতভাষী, কর্তব্যাকর্তব্যবিশারদ, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুকার্য্যপরায়ণ, মহানুভবদিগকে পদ প্রদান ও অর্থাধিকারে নিয়োগ করিবেন। তেজোবিহীন, বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রী করিলে সমুদায় কার্য্যই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। যেমন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন অমাত্য সৎকুলোদ্ভব ও ধর্ম্মার্থ কামযুক্ত হইলেও মন্ত্রপরীক্ষা করিতে পারেন না, তদ্রূপ অসৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানাপন্ন হইলেও নায়কবিহীন অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্মকার্য্য দর্শনে অসমর্থ হয়। অস্থিরসংকল্প ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও উপায়জ্ঞ হইলেও কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না। দুর্ম্মতি মূর্খ ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ কার্য্যের কি বিশেষ ফল তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না। অনুরাগবিহীন মন্ত্রী কখনই বিশ্বাসের পাত্র নহে; অতএব তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা রাজার নিতান্ত অকর্তব্য। কারণ অগ্নি যেমন সমীরণ সহযোগে মহাপাদপ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ অননুরক্ত মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে উৎসন্ন করিয়া ফেলে। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কখন অনুগতকে পদচ্যুত এবং কখন বাক্যতিরস্কৃত করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অনুরক্ত ব্যক্তিরাই প্রভুর ঈদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। মন্ত্রিগণও অনেক সময় ভূপতির উপর যাহার পর নাই কোপান্বিত হয়, কিন্তু যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সেই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাঁহাকেই সমদুঃখ সুখ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সকল বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন। কুটিল ব্যক্তি বিবিধ গুণসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইলেও তাঁহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শত্রুদিগের সহিত মিলিত হয় এবং পুরবাসীদিগের সম্মান না করে, সে শত্রুতুল্য; তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা নিতান্ত নির্বোধের কার্য্য। অশুচি, অলঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, অসুহৃদ্, ক্রোধপরতন্ত্র ও লুব্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রণা শ্রবণে উপযুক্ত নহে। আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রভুভক্ত হন, পূর্ব্বে যাহার পিতাকে অন্যায় সহকারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি পিতার পদে সংস্থাপিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সৎকৃত হয় এবং কোন কারণ বশতঃ যে ব্যক্তিকে একবার নির্দ্ধন করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি অন্য ধারণ গুণসম্পন্ন হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথাপি তাঁহাদিগের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না। যিনি প্রজ্ঞাবান্, মেধাবী, বিশুদ্ধস্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মতুল্য প্রিয়সুহৃৎ, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, গম্ভীরস্বভাব লজ্জাশীল, মৃদু, পাপদ্বেষী, প্রগল্‌ভ, সন্তোষপরায়ণ, মন্ত্রজ্ঞ, কালদর্শী শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধনিপুণ ও নীতিবিশারদ; যিনি সান্ত্বনা দ্বারা লোক সকলকে বশীভূত করিতে পারেন; পুরগ্রামবাসী ধার্ম্মিক লোকের যাঁহাকে বিশ্বাস করে এবং আপনার ও শত্রুদিগের অমাত্য প্রভৃতির বিষয় যাঁহার বিলক্ষণ বিদিত থাকে, তিনিই মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত। মন্ত্রী ঐরূপ গুণসম্পন্ন ও সৎকৃত হইলে নিশ্চয়ই রাজার মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হন।

স্বীয় প্রভুর, প্রজাগণের ও শত্রুপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে সচেষ্ট হওয়া মন্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলেই রাজার রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রিগণ অরাতির ছিদ্র দর্শন করিবামাত্র তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন শত্রুপক্ষ তাঁহার কোন ছিদ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ মন্ত্রী রন্ধ্র ও মন্ত্রণা সমুদায় গোপন করিয়া রাখিবেন। রাজা মন্ত্রণাকে বর্ম্মের ন্যায় এবং অন্যান্য লোকেরা উহাকে, অঙ্গের ন্যায় জ্ঞান করিবেন। মন্ত্রণা ও চরই রাজ্যরক্ষার মূল কারণ। মন্ত্রী সকল বৃত্তিলাভার্থ রাজার অনুসরণ করিয়া থাকেন। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিলে উভয়েই সুখী হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। রাজা অকপট মন্ত্রিগণের সহিত সতত মন্ত্রণা করিবেন। অন্ততঃ তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। তিনি ঐ তিন জনের মত গ্রহণ এবং উহা সবিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামজ্ঞ গুরুর সন্নিধানে গমন করিয়া

তাঁহাদের ও আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। গুরু ঐ চারিজনের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণেরই মতানুসারী হয়, তবে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির কর্ত্তব্য। মন্ত্রনির্ণয়কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এইরূপ রীতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তমরূপে মন্ত্রণা করিতে পারিলে প্রজাগণকে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। মহীপাল যে স্থানে মন্ত্রণা করিবেন, তথায় যেন বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, নপুংসক বা তির্য্যগ্‌যোনি অবস্থান না করে। নৌকায় আরোহণ বা কুশকাশবিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ বা অঙ্গদোষ সমুদায় পরিহারপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবে।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজানুগ্রহ বিষয়ে ইন্দ্র বৃহস্পতি সংবাদনামক এক পুরাবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে। আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকমধ্যে যশস্বী ও গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যাইতে পারে?

বৃহস্পতি কহিলেন, পুরন্দর! মনুষ্য সর্ব্বসুখসম্পদ অদ্বিতীয় শান্তিগুণ অবলম্বন করিলেই লোকসমাজে যশস্বী, গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত ও সতত সকলের প্রিয় হইতে পারে। যাহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিজালে জড়িত এবং বদন হইতে একটিও বাক্যনিষ্পত্তি হয় না, সেই অপ্রশান্ত ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয় হয়। আর যে ব্যক্তি মনুষ্যকে দেখিবামাত্র হাস্যবদনে প্রথমেই তাহার সহিত বাক্যালাপ করে সে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। শান্তভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দান করিলেও উহা ব্যঞ্জনবিহীন অন্নের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হয় না। আর মধুরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সে সর্ব্বস্বাপহারীর একমাত্র মধুরতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ফলত সান্ত্ববাদ দ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়। অতএব দণ্ডবিধান কালেও নরপতির সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সান্ত্ববাদ দ্বারা অনেক কার্য্যসাধন হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না। বিনীত নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা পুণ্যাত্মা আর কেহই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁহার বাক্যানুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ অনুসরণ কর।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে নরপতি কিরূপে প্রজাপালন করিলে পরম প্রীতি ও অক্ষয়কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! নরপতি প্রজাপালনে তৎপর হইয়া বিশুদ্ধ ব্যবহার করিলে উভয় লোকেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি ইতি পূর্ব্বে অমাত্যদিগের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমার বোধ হয় একাধারে ঐ সমস্ত গুণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি সত্য কহিয়াছ; একাধারে ঐ সকল গুণ থাকা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাদৃশ লোকদিগকে অমাত্যপদবী প্রদান করিবে, তাহাদেরই বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারি জন সুপবিত্র বেদবিদ্যাবিশারদ স্নাতক ব্রাহ্মণ, আট জন অস্ত্রধারী মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন একবিংশতি বৈশ্য, বিনীতস্বভাব অতি পবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন শুশ্রূষাদি অষ্ট গুণ সম্পন্ন পুরাণবেত্তা সূতকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান্, অপক্ষপাতী, বিচারক্ষম, লোভ ও মৃগয়াদি সপ্তবিধ দোষ বিবর্জ্জিত হন। ঐ সমুদায় অমাত্যের মধ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ, তিন জন ক্ষত্রিয় ও এক জন সূত এই আট জনের সহিত তুমি স্বয়ং মন্ত্রণা করিয়া নিয়ম নির্ণয় করিবে, তৎপরে ঐ নিয়ম রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবে। এইরূপে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক দ্রব্যে দুই জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে ঐ দ্রব্যে তাহাদের উভয়কে বঞ্চিত করিয়া তাহা গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি অসঙ্গত বিচার করিলে অধর্ম্ম নিবন্ধন নিশ্চয়ই তোমাকে ও তোমার প্রজাগণকে পীড়িত হইতে হইবে এবং রাজ্যস্থ যাবতীয় লোক শ্যেনদর্শনভীত পক্ষীকুলের ন্যায় রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে। রাজা রাজমন্ত্রী অথবা রাজকুমার ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার ও স্বর্গগমনের পথ রোধ হইয়া থাকে। রাজকর্ম্মচারীরা যদি সম্যক্‌রূপে কার্য্যানুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরপতির সহিত ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবান্‌দিগের অত্যাচারে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিলে রাজা সেই অনাথগণের নাথ হইবেন। বিচারকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তির যদি সাক্ষ্যবল না থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয় বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত। বিচার দ্বারা যাহার যেরূপ দোষ সপ্রমাণ হইবে, রাজা তাহার প্রতি তদনুরূপ দণ্ড বিধান করিবেন। ধনীদিগকে ধন দণ্ড, নির্দ্ধনদিগকে বন্ধন দণ্ড ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে দৈহিক দণ্ড দ্বারা শাসন করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি রাজার বিনাশ কামনা করে, তাহাকে বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক বিনাশ করা উচিত। গৃহদাহকারী, ধনাপহারক ও ব্যভিচারদোষ দূষিত ব্যক্তির প্রতি যথাবিধি দণ্ডবিধান করিলে নরপতির বা তাঁহার নিযুক্ত বিচারকের কিছুমাত্র অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত শাশ্বত ধর্ম্মলাভই হইয়া থাকে। অবিচক্ষণ নরপতি স্বকার্য্যসাধনার্থ অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক লোকের প্রতি দণ্ড বিধান করিলে ইহলোকে অপযশ লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করেন। একের অপরাধে অন্যের দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া অপরাধীদিগকে বধ বা মুক্ত করা বিধেয়। দূতগণ এক জনের নিকট অন্যের বাক্য কীর্ত্তন করে, অতএব যেরূপ আপদ্ উপস্থিত হউক না কেন দূতদিগকে বিনাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দূতহন্তা নরপতি স্বয়ং সচিবগণের সহিত নিরয়গামী হন এবং পিতৃলোকদিগকে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত করেন।

দূত, দ্বারপাল ও শিরোরক্ষকদিগের কৌলীন্য, আভিজাত্য, প্রিয়ভাষিতা, বক্তৃতা, কার্য্যপটুতা, যথোক্তবাদিতা ও স্মারকতা এই সাত গুণে ভূষিত হওয়া নিতান্ত উচিত। অমাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, সন্ধিবিগ্রহবেত্তা, বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্যগোপনক্ষম, কুলীন ও সত্ত্বসম্পন্ন হইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হন। সেনাপতিদিগের পূর্ব্বোক্ত গুণ সমুদায় এবং ব্যূহ, আয়ুধ ও ব্যূহরচনা বিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্য্য, শীত গ্রীষ্মাদি ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পররন্ধ্রান্বেষণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। ভূপতিগণ শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন, কিন্তু স্বয়ং কাহারও প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করা তাঁহাদের বিধেয় নহে। হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রের যাহা যথার্থ মর্ম্ম, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ফলত অবিশ্বাসই ভূপালগণের প্রধান কার্য্য।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজার কিরূপ পুরমধ্যে বাস করা কর্ত্তব্য? আর তিনি কি পূর্ব্বকৃত পুরমধ্যেই বাস করিবেন, না স্বয়ং পুর নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যেই অবস্থান করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যথায় জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত বাস করিতে হয়, তথায় কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কিরূপে সেই স্থানের রক্ষা বিধান করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ঐ বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। দুর্গ ছয় প্রকার, ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ; সর্ব্বাগ্রে এই ছয় প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুরী সংস্থাপন করিবেন। যে নগর উক্ত প্রকার দুর্গ, আয়ুধ, সুদৃঢ় প্রাকার, পরিখা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, যথায় অনেকানেক বিদ্বান্, শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্ম্মিকেরা বাস করিয়া

থাকেন, যথায় অসংখ্য তেজস্বী মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব এবং চত্বর ও আপণ থাকে। যেখানে কিছু মাত্র শঙ্কা নাই; যে স্থানের লোকেরা অতিশয় অতিথিপ্রিয়, বীর ধনী বিশুদ্ধ ব্যবহার সম্পন্ন, তথায় নিরন্তর বেদধ্বনি, দেবপূজা ও উৎসব হইয়া থাকে, রাজা সৈন্যসামন্ত ও অমাত্যগণকে বশী-

পরিবর্দ্ধন ও বিচারালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সকল দূরীকৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সতত অস্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, ধান্যাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও অর্গল রক্ষা করিবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, তৈল, মধুক্রম, ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস, শর, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জ ও বল্বজ সংগ্রহ এবং পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানা-প্রকার জলাশয় খনন করিয়া রাখিবেন। বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় প্রযত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, স্থপতি, সাংবৎসরিক চিকিৎসক এবং প্রজ্ঞাবান্ জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, দক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎকুলসম্ভূত মহাবল পরাক্রান্ত সর্ব্বকার্য্যবিশারদ ব্যক্তিদিগকে পরম সমাদরে সম্মানিত করিবেন। ধার্ম্মিকের সৎকার ও অধার্ম্মিককে নিগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি চর প্রয়োগ পূর্ব্বক সতত পুর ও গ্রামবাসী প্রকৃতিবর্গের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমুদায় সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহাদের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। চর প্রয়োগ, মন্ত্রণা, কোষরক্ষা ও দণ্ড বিধানে সবিশেষ মনোযোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদায়ই রাজ্য রক্ষার মূল কারণ। রাজা গ্রাম ও নগরে চর প্রয়োগ করিয়া উদাসীন শত্রু ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিবেন এবং সতত মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ ও শত্রুর প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হই-বেন। নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান ও দরিদ্রকে বিভবানুরূপ অর্থদান ও প্রজা-পালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে ধর্ম্মের কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয়, রাজা কদাচ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না। তিনি অনাথ, দীনদরিদ্র, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের জীবিকানির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আশ্রমস্থ তপস্বীদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা ও সম্মান করিয়া নিয়মিত সময়ে অন্ন, বস্ত্র ও ভোজনপাত্র প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদের নিকট রাজ্যের শুভাশুভ বার্ত্তা ও রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্য এবং স্বীয় সুখদুঃখ সমুদায় নিবেদন করিয়া সতত নম্রভাবে থাকিবেন। যিনি সংকুলসম্ভূত সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হইবেন, রাজা তাঁহাকে শয্যা, আসন ও অন্ন দান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। বিপদ্ উপস্থিত হইলে ঐরূপ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দস্যুরাও তপস্বিগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে; অতএব তাঁহাদিগের নিকট রাজ্যের শুভাশুভ বার্ত্তা ও রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্য এবং স্বীয় সুখদুঃখ সমুদায় নিবেদন করিয়া সতত নম্রভাবে থাকিবেন। যিনি সংকুলসম্ভূত সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন, রাজা তাঁহাকে শয্যা, আসন ও অন্ন দান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। বিপদ্ উপস্থিত হইলে ঐ রূপ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দস্যুরাও তপস্বিগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে; অতএব তাঁহাদিগের নিকট নিধি সংস্থাপন ও তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করি-বার আবশ্যক নাই। কিন্তু সতত তাঁহাদিগের সেবা ও সৎকার করা বিধেয় নহে। কারণ দস্যুগণ ঐ বিষয় অবগত হইলে হয় ত তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিতে পারে। রাজা স্বরাষ্ট্রমধ্যে এক জন, পররাষ্ট্র মধ্যে এক জন, অরণ্যমধ্যে এক জন ও সামন্ত রাজ্যে এক জন তপস্বীর সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সৎকার ও অন্ন প্রদান করিবেন। রাজা বিপৎকালে শরণাপন্ন হইলে তপস্বীরা তাঁহার অভিলাষ সফল করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেরূপ নগরে রাজার বাস করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপে রাজ্যপালন ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যেরূপে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্যসংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে দশ গ্রামের, কাহাকে বিংশতি গ্রামের, কাহাকে শত গ্রামের ও কাহাকে

সহস্র গ্রামের আধিপত্য প্রদান করা নরপতির কর্ত্তব্য। ঐ সকল গ্রামাধিপতি ভূপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রজারক্ষণে যাহার পর নাই যত্নবান্ হইবেন এবং এক গ্রামের অধিপতি দশ গ্রামাধিপতির নিকট, দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতির নিকট এবং বিংশতি গ্রামাধিপতি শত

করিবেন। এইরূপে সকলেরই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট স্ব স্ব প্রজাগণের দোষ প্রকাশ করা আবশ্যক। গ্রামসমুৎপন্ন দ্রব্য সমুদায়ে গ্রামিকের অধিকার থাকে। এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামরক্ষককে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামের রক্ষককে কর প্রদান করিবেন। শত গ্রামের অধিপতি এক বহু জনপরিপূর্ণ প্রধান গ্রামের সমুদায় দ্রব্য ভোগ করিতে পারেন। শত গ্রামাধিপতির ভোগ্যগ্রাম বহুগ্রামাধিপতির আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। সহস্র গ্রামের অধিপতি ধনধান্য পরিপূর্ণ শাখানগরভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রামপালের সংগ্রাম ও গ্রাম সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একজন আলস্যবিহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীকে এবং প্রতি নগরের কার্য্য দর্শনার্থ এক একজন সর্ব্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা রাজার আবশ্যক। গ্রহগণ যেমন নক্ষত্রগণের উচ্চ স্থানে অবস্থান করে, তদ্রূপ সর্ব্বাধ্যক্ষগণ সমুদায় সভাসদের উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া চর দ্বারা তাঁহাদিগের ব্যবহার পরীক্ষা করিবেন। অধিকারস্থ হিংসাপরায়ণ পরধনাপহারী শঠদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণের রক্ষা এবং বণিক্‌গণের ক্রয়, বিক্রয়, বৃদ্ধি, পথ ও গ্রাসাচ্ছাদন আর শিল্প-জীবীদিগের উৎপত্তি দান বৃদ্ধি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা নানাপ্রকারে প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাহাতে তাহারা অবসন্ন হয়, কদাচ এরূপ কার্য্য করিবেন না। ফলশ্রুত কার্য্যের পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম সংস্থাপন করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। কেহই কারণ ব্যতীত কার্য্যানুষ্ঠান বা ফল লাভ করে না। যখন যাহাতে রাজা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়েরই কার্য্যের ফল ভোগ হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা ভূপতির কর্ত্তব্য। ধনলালসায় নিতান্ত বিমোহিত হইয়া রাজ্য ও কৃষি বাণিজ্যাদি এককালে উচ্ছিন্ন করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। রাজা অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে সকলেরই দ্বেষভাজন হন। সুতরাং তাঁহার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয়, সে কখনই অভি-লষিত ফললাভ করিতে পারে না। বৎস যেমন দুগ্ধপান দ্বারা বলবান হইলে বিপুল ভারবহন করিতে পারে আর স্তন্যপানের ব্যাঘাত নিবন্ধন ক্ষীণ হইলে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ প্রজাগণ রাজার পরিমিত করগ্রহণ নিবন্ধন বিত্তশালী হইলে অনায়াসে অসংখ্য সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়, আর অপরিমিত করগ্রহণ নিবন্ধন হৃতসর্ব্বস্ব হইলে কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব অপরিমিত করগ্রহণ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা স্বয়ং যত্নবান্ হইয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তাঁহার নানবিধ উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। প্রজারা সকলেই তাঁহার আপদ্ নিবারণার্থ ধন প্রদান করে এবং তাঁহার রাষ্ট্র কোষের ন্যায় ও কোষ শয়নগৃহের ন্যায় হইয়া উঠে। পুর ও জনপদবাসী আশ্রিতগণ নিতান্ত দীন দরিদ্র হইলেও তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে রাজা অসভ্য দস্যুগণকে নিপীড়িত করিয়া গ্রামস্থ লোক-দিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে এবং তাঁহার প্রতি কুপিত হয় না। রাজা প্রথমে মনে মনে ধনলাভের বাসনা করিয়া প্রজাগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ফলিত বংশের ন্যায় সত্বরাং বিনষ্ট হইবে।' শত্রুগণ দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ্ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে আমি তোমাদিগের ধন তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব। আর শত্রুগণ যদি বলপূর্ব্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষত অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমা-দের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে? তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়। আমি তোমাদের সমৃদ্ধি

দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপদ্‌কালে রাজ্যরক্ষার্থ তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন প্রদানপূর্ব্বক রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদ্‌কালে ধনকে প্রিয়বোধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

কালজ্ঞ মহীপাল এইরূপে করগ্রহণের উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক পদাতি প্রেরণ করিয়া সাদর ও সুমধুর বাক্যে প্রজা হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। প্রাকার নির্ম্মাণ, ভৃত্যদিগের প্রতিপালন প্রভৃতি নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন করিয়া বৈশ্যদিগের নিকট কর গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে উহারা বনে গমন করিয়া বাস করে; অতএব ভূপতি উহাদিগের সহিত মৃদু ব্যবহার করিবেন। উহাদের প্রিয়কার্য্য সাধন, সান্ত্বনা, রক্ষাবিধান ও উহাদিগকে অর্থদান পূর্ব্বক উহাদিগের প্রস্তুত সমুৎপন্ন ফল ভোগ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যেরা রাজ্য, ব্যবহার ও কৃষিকার্য্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। অতএব দয়ালু অপ্রমত্ত রাজা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাহাদের নিকট পরিমিত কর গ্রহণ করিবেন। বৈশ্যদিগের মঙ্গলানুষ্ঠান করা অতি সুলভ এবং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন নরপতি প্রচুর ধনশালী হইয়াও সমধিক ধনলাভের প্রত্যাশা করিবেন, তখন তাঁহার কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। ধর্ম্মাত্মা নরপতি সতত প্রজার হিতসাধনে তৎপর হইয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও বীর্য্য অনুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং তাহাদের ও আপনার মঙ্গলজনক কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। ভ্রমর যেমন বৃক্ষে আঘাত না করিয়া তাহা হইতে মধুসংগ্রহ করে, লোকে যেমন গাভীর স্তন ছেদন ও বৎসকে নিতান্ত কষ্ট প্রদান না করিয়া দুগ্ধ দোহন করে, জলৌকা যেমন লোকের গাত্র হইতে শনৈঃ শনৈঃ রুধির পান করে, ব্যাঘ্রী যেমন শাবকগণকে নিপীড়িত না করিয়া দশন দ্বারা গ্রহণ করে এবং মূষিক যেমন অলক্ষিতভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থ মাংস ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ধনাকাঙ্ক্ষী নরপতি প্রজাগণকে সমূলে উন্মূলিত বা নিতান্ত নিপীড়িত না করিয়া অলক্ষিতভাবে তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। অভ্যুদয়োন্মুখ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গোপালেরা যেমন বৎসগণের উপর ক্রমে ক্রমে গুরুতর ভার নিহিত ও তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করে, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে অধিক কর গ্রহণ করিবেন। এককালে লোকের নিকট হইতে অধিক কর গ্রহণ করিলে তাহাকে যাহার পর নাই নিপীড়িত ও বিরক্ত করা হয়। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইতর লোকদিগকে দমন করা উচিত। এইরূপ ব্যবহার করিলে অনায়াসে সুখলাভ হয়। অকালে বা অযোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করা বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার নিকট এক্ষণে যাহা কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায় রাজ্যপালনের উপায়; মায়া নহে। উপায় অবলম্বন না করিয়া শাসন করিলে প্রজাগণ অশ্বের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। মদ্যবিক্রয়ী, বারবনিতা, কুট্টনী, বিট ও দ্যূত ব্যবসায়ী প্রভৃতি রাজ্যের অনিষ্ট সাধকগণকে সতত শাসন করা কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে উহাদের প্রাদুর্ভাব হইলে ভদ্রলোকদিগের অশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। মনু পূর্ব্বেই এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন যে, যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হউক না কেন লোকে কদাচ অন্যকে শাসন করিবে না। যদি সকলেই ঐ নিয়মের অনুসরণ করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিন এই সংসার বিলুপ্ত হইয়া যাইত। শ্রুতি অনুসারে প্রজাদিগের শাসনে নরপতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে রাজা প্রজাশাসনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করিতে হয়। পাপাত্মাদিগের প্রতি সতত দণ্ডবিধান করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি তাহা না করেন, তাঁহাকে নিতান্ত পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায়। মদ্যাদিতে আসক্ত হইলে ঐশ্বর্য্য হানি হইয়া থাকে। কামাত্মাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাদিগের কোন কার্য্যই অকার্য্য বলিয়া বোধ থাকে না। উহারা কেবল স্বয়ং মদ্যমাংস ভক্ষণ, পরদারাভিমর্ষণ ও পরধন হরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে না, অন্যকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। যাহারা কদাচ পরিগ্রহ করে না, তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দয়া করিয়া দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার রাজ্যে যেন দস্যু ও কপট যাচকের প্রসঙ্গও না থাকে। দস্যুরাই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া কপট যাচকদিগকে ধনদান করে। যাহারা প্রজাবর্গের উপকারক ও উন্নতিসাধক তাহাদিগকেই রাজ্য মধ্যে স্থান দান করা আবশ্যক। প্রজাপীড়কদিগকে রাজ্যমধ্যে রাখা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধন গ্রহণ তৎপর অসাধু ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করা উচিত। কৃষি, বাণিজ্য ও গো রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় একের সাধ্যায়ত্ত নহে, অতএব অনেক ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সাধন করাই বিধেয়। কৃষি, বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজা বা তস্কর হইতে ভীত হইলে ভূপতিকে অতিশয় নিন্দাভাজন হইতে হয়। রাজা গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা ধনীদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন যে, তোমরা আমার ও প্রজাবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ধনবান্ প্রাজ্ঞ, শূর, ধার্ম্মিক, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই প্রজাদিগের রক্ষা হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং সত্য, সরলতা ও ক্ষমাগুণ অবলম্বন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে ধন, মিত্র ও ভূমি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

একোননবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা বৃক্ষের ফলকে ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মমূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব ফলবান্ বৃক্ষ ছেদন করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে তদ্দ্বারা অন্যলোককে প্রতিপালন করা রাজার আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যদি ধনহীন হইয়া আত্মরক্ষার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নরপতি তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর নিমিত্ত বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ তাহাতেও নিবৃত্ত না হইলে রাজা ব্রাহ্মণসমাজে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিবেন, মহাশয়! আপনি এস্থান হইতে গমন করিলে আমার রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণ আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিবে? এক্ষণে আপনি আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। ব্রাহ্মণ ভোগার্থী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলে নরপতি তাঁহাকে ভোগ্যবস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমার এ বিষয়ে মত নাই। কৃষি বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি দ্বারা লোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বেদত্রয় মানবগণকে নির্ব্বিকার জগদীশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত করে; অতএব যাহারা বৈদিক কার্য্যের ব্যাঘাত করে, তাহারা দস্যু। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দস্যুগণের বিনাশার্থ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে শত্রুক্ষয়, প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে বিপুল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরম যত্নসহকারে প্রজাপালন করেন, তাঁহারাই ভূপতিগণের অগ্রগণ্য আর যাঁহারা প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাদের জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। লোকের কার্য্যাকার্য্য সবিশেষ অবগত হওয়া ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তিনি সতত জনসমাজে চর প্রয়োগ করিবেন। আত্মীয়গণকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে, অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে আত্মীয় হইতে, আত্মীয়কে আত্মীয় হইতে ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষায় বিশেষ রূপে অনুরক্ত থাকিয়া পৃথিবী শাসন করা উচিত। পণ্ডিতেরা আত্মাকেই সমুদায় সুখের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বদা আপনার ছিদ্র, ব্যসন, পতন ও অপরাধের বিষয় চিন্তা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ পূর্ব্বদিবসীয় কার্য্যের প্রশংসা করে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত নরপতি রাজ্য মধ্যে সতত চর প্রয়োগ করিবেন। যাঁহারা সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ধর্ম্মজ্ঞ ধৃতিমান নরপতির রাজ্যে বাস না করে, যাহারা রাজা অমাত্য বা অন্য কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করে এবং যাহারা তোমার সুখ্যাতি বা নিন্দা করে,

তাহাদিগের মধ্যে কাহাকও অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ব্যক্তিই সকলের প্রশংসাভাজন হয় না। সকলেরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা ও প্রজা উভয়েই তুল্য বল ও তুল্যগুণ সম্পন্ন; সুতরাং তন্মধ্যে এক ব্যক্তির কিরূপে প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! রাজা প্রজাগণের তুল্যবল হইয়াও কৌশলক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে সতত আত্মরক্ষা ও তাহাদিগের অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেন। মহাবিষ আশীবিষ যেমন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সর্পকে, অশ্বাবধ স্থাবরকে ও বিশালদশন সম্পন্ন জন্তু যেমন দন্তহীন জন্তুকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ বলবান্ ব্যক্তি সতত দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব প্রবল শত্রু হইতে সতত আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। শত্রু রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেই গৃধ্রের ন্যায় রাজ্য মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। বণিকেরা যেন রাজকরে নিপীড়িত না হইয়া অল্পমূল্যে বহুবস্ত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হয়, কৃষকেরা যেন পীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ না করে? যাহারা রাজার কার্য্য ভার বহন করিয়া থাকে, তাহারা যেন প্রজাবর্গের দুঃখ নিরাকরণে সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের হইতে যেন প্রজারা অকারণ কষ্ট স্বীকার না করে। রাজা ইহলোকে যে সমস্ত বস্ত দান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও পশুপক্ষিগণ সকলেরই তৃপ্তিলাভ হয়,। বৎস! আমি রাজবৃত্তি ও রাজ্যপালনের নিয়ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পুনর্ব্বার এই বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

নবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মবেত্তা উতথ্য যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে প্রফুল্লমনে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজা ধর্ম্মরক্ষার্থই উৎপন্ন হইয়াছেন; অতএব স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। রাজা লোকরক্ষক, রাজা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দেবলোকে ও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নরকে গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রভাবেই প্রাণিগণ অবস্থান করিতেছে এবং ধর্ম্ম ভূপালগণেরই আশ্রিত হইয়া আছে, অতএব যে রাজা নিয়মানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত না হইলে দেবগণ রাজাকে ধর্ম্মহীন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, অধার্ম্মিকদিগের উদ্দেশ্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হয়, ধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়, লোকের অন্তঃকরণে সতত ভয়সঞ্চারিত হইতে থাকে, কেহ ধর্ম্মানুসারে কোন বস্তু অধিকার করিতে পারে না; ভার্য্যা, পশু, ক্ষেত্র ও আবাসে কোন ব্যক্তিরই অধিকার থাকে না। দেবগণ পূজা, পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও অতিথি সকল সমুচিত সৎকার দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না; ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত হন; এবং মনুষ্যগণের চিত্ত বৃদ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া যায়। মহর্ষিগণ উভয় লোক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যে রাজাতে ধর্ম্ম বিরাজমান থাকে তিনিই যথার্থ রাজা আর যাঁহা হইতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়া যায় তিনি বৃষল স্বরূপ। ধর্ম্মের একটি নাম বৃষ, যিনি সেই ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করেন, তাঁহাকে বৃষল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তি বহির্ভূত নহে। সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত করাই রাজার কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রজা পরিবর্দ্ধিত এবং ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রজাগণ ও বিলুপ্ত হয়; অতএব ধর্ম্মলোপ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। ধনাগম ও ধনসঞ্চয় করে বলিয়া ধর্ম্মের ধর্ম্মনাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার প্রভাবে দুষ্কার্য্য সমুদায় এককালে অপসারিত হইয়া যায়। ভগবান্ ব্রহ্মা ভূতগণের উৎপত্তি বিধানের নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনিই রাজা। অতএব হে মান্ধাতঃ! তুমি কাম ও ক্রোধে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। ধর্ম্মই ভূপালগণের শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান; অতএব নিরন্তর ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা, মৎসরশূন্য হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্টসাধন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পূর্ণমনোরথ না হইলে রাজার নানা প্রকার ভয়, মিত্রক্ষয় ও শত্রুর প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হয়।

বিরোচনতনয় বলি বালস্বভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দানবরাজ যাহার পর নাই অনুতাপিত হইয়াছিল। অসূয়া ও অভিমানের ঐরূপই ফল লাভ হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি সাবধান হও, তোমা হইতে যেন রাজলক্ষ্মী বিচলিত না হন। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্প নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুর, অসুর ও রাজর্ষিগণ মধ্যে অনেকেই উহার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যিনি সেই দর্পকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই রাজা হইয়া থাকেন, আর যিনি উহার বশীভূত হন, তাঁহাকে উহার দাস হইতে হয়। এক্ষণে যদি তোমার চিরকাল সুখে অতিবাহিত করিবার অভিলাষ থাকে তাহা হইলে অধর্ম্ম ও দর্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। তুমি মত্ত, উন্মত্ত, পাষণ্ড, নিগৃহীত, অমাত্য, স্ত্রী, সরীসৃপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সহবাস পরিহার কর। পর্ব্বতে আরোহণ ও বিষম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিও না। রজনীতে সঞ্চরণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। কৃপণতা, অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধ যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। অপরিচিতা স্বেচ্ছাচারিণী, পরকীয়া, অবিবাহিতা ও ক্লীবা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করা রাজার নিতান্ত দূষণীয়। ভূপতি অধর্ম্মে লিপ্ত হইলে বর্ণসঙ্কর প্রভাবে সদ্বংশে ক্লীব, বিকলাঙ্গ, মূক ও অজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে। অতএব প্রজার হিতসাধনার্থ সাবধানে অবস্থান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলে প্রজাসঙ্করকারক অধর্ম্মের বৃদ্ধি, অকালে শীতের প্রাদুর্ভাব, শীতকালে শীতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভূরি ভূরি উপদ্রব উপস্থিত হইতে থাকে। প্রজাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধিযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ঘোরদর্শন ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহ ও অশুভ নক্ষত্র সমুদায় প্রতিনিয়ত নভোমণ্ডলে সমুদিত এবং ক্ষয়কারক অন্যান্য উৎপাত সমুদায় সতত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যে রাজা আত্মরক্ষা ও প্রজাপালনে নিতান্ত অমনোযোগী, তাঁহাকে অচিরাৎ প্রজাদিগের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে দুই ব্যক্তি একের ও বহুসংখ্য লোক দুই ব্যক্তির ধন বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া থাকে। কন্যাদিগের কুমারীভাব দূষিত হইয়া যায় এবং কেহই কোন দ্রব্য আপনার বলিয়া অধিকার করিতে পারে না।

একনবতিতম অধ্যায়।

হে মান্ধাতঃ! জলধর যথাসময়ে সলিল বর্ষণ ও রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করিলে যে সম্পত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহাতেই পরম সুখে প্রজাবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা বস্ত্রপরিষ্করণে অক্ষম রজকের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের জীবিত থাকা আর না থাকা, উভয়ই সমান। শূদ্রের দানবৃত্তি, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্য, রাজার দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপোনুষ্ঠান, মন্ত্রপাঠ ও সত্যপ্রতিপালনই মুখ্য ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় লোকের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাবর্গের পিতা স্বরূপ। রাজাদিগের ব্যবহার নিবন্ধনই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই রাজা যুগ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলেই তিনি অগ্নি, বেদ, দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ এবং চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর তাঁহার পুত্র, কলত্র, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজাদিগের ঈশ্বর এবং অধার্ম্মিক হইলে প্রজানাশক বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজা পাপাচরণ পরায়ণ হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভ সকল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের নিমিত্তই নরপতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব দুর্ব্বলদিগকে প্রতিপালন করিলে রাজার সমধিক পুণ্যলাভ ও তাঁহাদের প্রতিপালন পরাঙ্মুখ হইলে যাহার পর নাই পাপ হইয়া থাকে। প্রজাগণ যাঁহার পরিবার স্বরূপ এবং তাঁহারা যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে কালযাপন করে, তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইলে সকলকেই পরিতাপিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা নিয়ত অপমানিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি কদাচ

দুর্ব্বলতা অবলম্বন করিও না। প্রতিনিয়ত দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল ব্যক্তি, মুনি ও আশীবিষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য। তুমি যেন দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া সবান্ধবে তাহাদের দৃষ্টিদহনে দগ্ধ হইও না। রাজা দুর্ব্বলদিগের সাহায্য-দানে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহার বংশ উহাদের কোপানলে সমূলে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অতএব বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিই প্রধান। রাজা যদি অবমানিত আহত ও আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দৈবদণ্ডে নিহত হইতে হয়। তুমি বলবানের পক্ষ হইয়া কদাপি দুর্ব্বল ব্যক্তির নিকট অর্থ গ্রহণ করিও না। প্রজাগণ মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়া অশ্রুপাত করিলে নিশ্চয়ই রাজার পুত্রবিয়োগ ও পশুনাশ হয়। অনেক স্থানে পাপকর্ম্ম করিলে অচিরাৎ তাহার ফল ভোগ হয় না বটে, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই উহার ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে উহা ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। জনপদবাসী যাবতীয় প্রজা একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষার্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ নরপতিকে কালকবলে নিপ-তিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক রাজপুরুষ একত্র সমবেত হইয়া নীতিমার্গ অতিক্রম ও যুক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম ও অর্থের বশীভূত হইয়া প্রজা-গণের নিকট ধন গ্রহণ করিলে রাজার ঘোরতর পাপ ও ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। রাজার বিপদে রাজপুরুষদিগেরও যাহার পর নাই বিপদ্-গ্রস্ত হইতে হয়। বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়া ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইলে জীবগণ উহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে; কিন্তু ঐ বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে একবারে সকলেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। লোকে রাজ্য মধ্যে নরপতির গুণগাথা কীর্ত্তন ও সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়। দুরাত্মা রাজ্যমধ্যে জ্ঞান পূর্ব্বক সাধুদিগের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলে রাজাকেই তাহার পাপভাগী হইতে হয়। যে রাজা দুদান্তদিগকে দমন এবং অমাত্যগণের সম্মানপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তিনি অনায়াসে রাজ্যের উন্নতি লাভ করিয়া সুদীর্ঘ কাল নিরাপদে বসুন্ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হন। যিনি সুহৃদের সৎকর্ম্ম ও হিতবাক্যের প্রশংসা করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। সকলকে অংশ প্রদান করিয়া ভোজন, অমাত্যগণের প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন ও বলমাত্ত ব্যক্তির বিনাশ সাধন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন। স্নেহ-প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং দস্যুদল দমন, সংগ্রামে জয়লাভ, সতত ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের বল বর্দ্ধন ও প্রজা প্রতিপালন করিবেন। যে ব্যক্তি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান বা পাপ কার্য্যের জল্পনা করে, সে অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেও তাহাকে কদাচ ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং প্রধান প্রধান বণিকদিগকে স্বতনির্ব্বিঘ্নরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ক্রোধ ও লোকবিদ্বেষে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দীন, দরিদ্র, অনাথ ও বৃদ্ধদিগের দুঃখাশ্রু-মোচন পূর্ব্বক সুখ বৃদ্ধি করিবেন। মিত্রসংখ্যা বর্দ্ধন ও শত্রুসংখ্যা হ্রাস করিতে সতত যত্নবান্ হওয়া এবং সাধুগণের পূজা, সত্যপালন, প্রীতি-সহকারে ভূমি দান, অতিথিসৎকার ও ভৃত্যবর্গের সমুচিত সম্মান করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা লোকের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল ভোগ করেন। ধার্ম্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা জিতেন্দ্রিয় হইলে পরম ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইলে নরকে নিপতিত হন। ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে সৎকার ও সমাদর করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যম যেমন প্রাণিগণের প্রতি যথো-চিত দণ্ডবিধান করেন, তদ্রূপ রাজা প্রজাদিগকে নিয়মানুসারে দণ্ড প্রদান করিবেন। লোকে মহীপতিকে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকে; অতএব তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। রাজা সতত সাবধানে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন, ক্ষমা প্রদর্শন, ধৈর্য্যাব-লম্বন, প্রাণিগণের বলাবল পরীক্ষা ও সদসৎ বিবেচনা করিবেন। প্রাণি-সংগ্রহ, অর্থ দান, মধুর বাক্য প্রয়োগ এবং পর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অপটু রাজা প্রজা রক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থ হন না। দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত সহজ নহে। যে রাজা প্রজ্ঞাবান্ ও মহাবল পরাক্রান্ত এবং যিনি দণ্ডনীতির বিলক্ষণ অনুশীলন করিয়াছেন, তিনিই কেবল রাজ্যভার বহন করিতে পারেন। আর যিনি নিতান্ত হীনবীর্য্য, অল্পবুদ্ধি ও দণ্ড-নীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কিছুতেই তদ্বিষয়ে সমর্থ হন না। রাজা সৎকুলসম্ভূত, একান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমবাসী তপস্বিগণেরও কার্য্য পরীক্ষা করিবেন। এক্ষণে তুমি সর্ব্ব-সাধারণ ধর্ম্ম অবগত হইলে। তোমার ধর্ম্ম যেন কি স্বদেশে কি বিদেশে কুত্রাপি বিলুপ্ত না হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই সমধিক উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে পবিত্র সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। মনুষ্যকে মধুরবাক্যে সমাদর করিলে সে পুত্রকলত্র ও প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতেও অস-ম্মত হয় না; অতএব তুমি সকলকেই সমাদর করিবে। লোকসংগ্রহ, দান, মধুরবাক্য প্রয়োগ, শৌচ ও সাবধানতা এই কয়েকটি ভূপতির অতি-শয় শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি এই কয়টি বিষয়ে কদাচ অমনোযোগ করিও না। রাজা সতত শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার ছিদ্র সন্দর্শনে সমর্থ না হয়। দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণ ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণও ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগের অনুকরণ কর। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ মান্ধাতা মহর্ষি উতথ্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অশঙ্কিত মনে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক অচিরাৎ পৃথিবী আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অতএব তুমি রাজা মান্ধাতার ন্যায় ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর, তাহা হইলে অনায়াসেই দেবলোকে স্থানলাভে সমর্থ হইবে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি ধর্ম্মপরায়ণ হইতে মানস করিলে কিরূপে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তত্ত্বার্থদর্শী ভগবান্ বামদেব যে পুরাতন ইতি-হাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। একদা শুদ্ধাচারী কোশল-রাজ বসুমনা মহর্ষি বামদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে আমি স্বধর্ম্ম-চ্যুত না হই, আপনি আমাকে এরূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন; তখন মহর্ষি বামদেব নহুষনন্দন যযাতিতুল্য প্রভাবশালী কোশলরাজকে কহি-লেন, মহারাজ! ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর। ধর্ম্মের পর শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে পারেন। যে রাজা ধর্ম্মকে অর্থসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাধুলোকের উপ-দেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি ধর্ম্মপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। আর যে অধার্ম্মিক রাজা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ উভয়ই অবি-লম্বে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ধর্ম্মঘাতক নরপতি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সকলের বধ্য; তাঁহাকে অচিরাৎ সপরি-বারে বিনষ্ট হইতে হয়। গর্ব্বিত, কার্য্যানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, যথেচ্ছাচারী ভূপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হন। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ রাজা সাগরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং বুদ্ধি ও মিত্রই রাজ্যরক্ষার প্রধান উপায়; অতএব ঐ সমুদায় অল্পমাত্র লাভ করিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! নরপতি এই সমুদায় উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। যে ধর্ম্মার্থদর্শী মহীপাল এই উপদেশানুসারে বিবেচনা করিয়া অর্থোপায়ের চেষ্টা করেন, তাঁহার উন্নতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। স্নেহশূন্য অদাতা ভূপতি প্রজাগণের প্রতি নিরন্তর দণ্ডবিধান করিয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যান। বুদ্ধিহীন রাজা প্রায়ই আপনার পাপ কার্য্য বুঝিতে পারেন না, সুতরাং

তাঁহাকে, ইহলোকে অকীর্ত্তিলাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়। রাজা সম্মানজ্ঞ, দাতা ও মিষ্টভাষী হইলে মানবগণ তাঁহার বিপদ্ আপনাদিগের বিপদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে উহার নিবারণে যত্নবান্ হয়। যে রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু বিদ্যমান নাই এবং যিনি অন্যের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থসংগ্রহে বাসনা করেন, তিনি কোন ক্রমেই চিরকাল সুখভোগ করিতে পারেন না। আর যিনি উপদেশকের বশীভূত হইয়া স্বয়ং সমুদায় কার্য্য পর্য্যালোচনা ও ধর্ম্মানুসারে অর্থলাভের চেষ্টা করেন, তিনি যাবজ্জীবন সুখভোগে সমর্থ হন

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা দুর্ব্বলের উপর অধর্ম্মাচরণ করিলে তাঁহার অন্যান্য ব্যক্তিরাও সেই পাপপ্রবর্ত্তক দুর্ব্বিনীতের কুপ্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে, তন্নিবন্ধন রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। মানবগণ স্বধর্ম্ম-নিরত ভূপতির ব্যবহারের অনুগমন করিলে উন্মার্গগামী নরপতির কথা দূরে থাকুক, তাঁহার আত্মীয়গণও তাহা সহ্য করিতে পারে না। অপায়দর্শী রাজা উদ্ধতভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষত্রিয় চিরাচরিত প্রথার অনুবর্ত্তী নহেন এবং যিনি সমরাঙ্গনে পূর্ব্বোপকারী শত্রুকে পরাজিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। সতত সামর্থ্য প্রকাশ, প্রফুল্ল মুখে অবস্থান ও বিপদ্কালে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐরূপ ব্যবহার করিলে তিনি চিরকাল প্রিয় ও সম্পত্তিশালী হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে পারেন। রাজা কোন কারণ বশত একবার যাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন, তাহার সহিত সতত প্রিয় ব্যবহার করা তাঁহার আবশ্যক। প্রিয় ব্যবহার করিলে শত্রুগণও উপকার করিয়া থাকে। মিথ্যা বাক্যের পরিহার ও লোকে প্রার্থনা না করিতে তাহার হিত চেষ্টা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কাম, ক্রোধ বা বিদ্বেষ নিবন্ধন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ভূপতি প্রশ্নকালে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ অথবা লজ্জা, ত্বরা বা অসূয়া প্রকাশ করিবেন না। প্রিয় ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হইবেন। অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে অনুতাপ করিবেন না এবং সতত প্রজাদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। যে নরপতি নিরত প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন ও সম্পত্তি চিরস্থায়ী হয়। প্রতিকূলাচরণপরাঙ্মুখ, হিতকারী ভক্ত জনের প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং জিতেন্দ্রিয়, একান্ত অনুরক্ত, কার্য্যকুশল, অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে অশ্বাধিকার প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধম, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অর্থলোলুপ, অসচ্চরিত্র, শঠ এবং মত্ত, দ্যূত, মৃগয়া ও স্ত্রীসম্ভোগে নিরত ব্যক্তির উপর গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিলে নরপতিকে অচিরাৎ ভ্রষ্ট হইতে হয়। যে রাজা জিতেন্দ্রিয় ও লোকরক্ষায় নিরত হন, তাঁহার প্রজা বৃদ্ধি ও শাশ্বত সুখানুভব হইয়া থাকে। যে রাজা সুবিশ্বস্ত আত্মীয় চর দ্বারা অন্যান্য ভূপতিগণের আচার ব্যবহার অবগত হন, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। বলবান্ ভূমিপতির অপকার সাধন পূর্ব্বক "আমি উহা হইতে অতিদূরে অবস্থান করিতেছি" মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা রাজার কদাপি বিধেয় নহে, কারণ বলবান্ নরপতি অপকৃত হইলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সহসা দুর্ব্বলের রাজ্যে উপস্থিত হয়। নরপতি আপনার বলাবল বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে আক্রমণ করিবেন; বলবান্ ব্যক্তিকে আক্রমণ করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে পৃথিবী লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ও সমরাঙ্গনে শত্রুর বধসাধন করিবেন। ইহলোকে সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে; অতএব ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্গাদি রক্ষাবিধান, যুদ্ধধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্রচিন্তা ও প্রজাগণের সুখসাধন এই পাঁচ উপায় দ্বারা রাজার অধিকার পরিবর্দ্ধিত হয়। যিনি এই পাঁচ উপায় অবলম্বন করেন, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার রাজ্য চিরকাল অক্ষত থাকে; কিন্তু নিরন্তর ঐ পাঁচ বিষয়ে স্বয়ং ব্যাপৃত থাকা এক জনের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রাজা সুবিশ্বস্ত অধিকৃত পুরুষদিগের উপর উহার ভার অর্পণ করিয়া চিরকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন। যিনি দাতা, বিভাগ-কর্ত্তা, মৃদু ও পবিত্র এবং যিনি কদাচ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করেন না, মানবগণ তাঁহাকেই নরপতিপদে অভিষেক করে। যে রাজা অন্যের নিকট হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, মানবগণ তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকে। যিনি বিদ্বেষ বশত হিতপরায়ণ বন্ধুর বাক্যে অনাদর করিয়া অহিতকারীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন এবং সাধু-সমাদৃত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। নিগৃহীত অমাত্য, পর্ব্বত, ভীষণ দুর্গ, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ এবং কামিনীগণের সহিত সতত সংস্রব রাখিয়া আত্মরক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা রোষপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি নিকৃষ্টদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং যিনি বিদ্বেষ বশত কল্যাণকর জ্ঞাতিগণের উপকারে বিরত হন, তাঁহাকে অচিরাৎ বিপদ্গ্রস্ত, নিরাশ্রয় ও কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। আর যিনি অসাধারণ গুণসম্পন্ন অপ্রিয় ব্যক্তি-দিগকেও প্রিয় বাক্য দ্বারা বশীভূত করেন, তাঁহার যশঃশশধর অনন্তকাল অবনীমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। অকালে করগ্রহণ ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও প্রিয় ব্যক্তিকে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কোন্ কোন্ রাজা যথার্থ অনুরক্ত, কাহারা ভয় প্রযুক্ত শরণাগত এবং উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দোষাক্রান্ত, তাহা প্রতিনিয়ত চিন্তা করা আবশ্যক। আপনাকে বলবান্ জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কদাপি কর্ত্তব্য নহে; বলবান্ ব্যক্তি প্রমাদযুক্ত হইলে দুর্ব্বলেরা গৃধ্র-কুলের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করে। পাপাত্মা ব্যক্তিরা সর্ব্বগুণান্বিত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে, অতএব উহাদিগকে বিশ্বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। নহুষপুত্র যযাতি রাজরহস্য কীর্ত্তনস্থলে কহিয়া গিয়াছেন যে, নরপতিগণ সামান্য শত্রুদিগের বিনাশেও অনাস্থা প্রকাশ করিবেন না।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! যুদ্ধ না করিয়া অরাতি পরাজয় করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যে জয় লাভ করেন; তাহা সাধু-সমাজে জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। নরপতি দৃঢ়মূল না হইয়া কদাচ অলব্ধ বস্তু লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। মূল দৃঢ় না হইলে তাঁহার কদাচ কোন বস্তু লাভের সম্ভাবনা নাই। যে রাজার অসংখ্য মন্ত্রী থাকে, জনপদ অতি বিস্তীর্ণ ও সম্পত্তি সম্পন্ন হয়, এবং প্রজাগণ সতত সন্তুষ্ট, ধনধান্যশালী ও বশীভূত হইয়া সকল লোকের উপর দয়া প্রকাশ করে, তাঁহাকেই দৃঢ়মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজার যোধগণ সন্তোষশালী ও শত্রুগণের প্রবঞ্চনায় পটু হয়, তিনি অল্পসৈন্য লইয়াও সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারেন। মহীপতি যখন আপনাকে সমধিক প্রতাপান্বিত বোধ করিবেন, সেই সময়েই স্বীয় বুদ্ধিবলে শত্রুর ভূমি ও ধনহরণ করিতে চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। অভ্যুদয়শালী মহীপাল প্রাণি-গণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আত্মরক্ষায় যত্ন করিলে ক্রমে ক্রমে সকলকেই পরাজয় করিতে পারেন। যে নরপতি আত্মীয়গণের সহিত সতত সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যবহার করেন, তাঁহাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা নিয়ত শত্রুপীড়ন না করেন, তাঁহার শত্রুগণ কখনই অবসন্ন হয় না এবং যিনি ক্রোধসংবরণ করিতে পারেন, কেহই তাঁহার সহিত বিপক্ষাচরণ করে না। পণ্ডিত ভূপতি সজ্জনবিদ্বিষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ ও সতত মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। যে রাজা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সুখ অনুভব করেন, তাঁহাকে কদাপি অনুতাপিত বা জনসমাজে অবজ্ঞাত হইতে হয় না। হে মহারাজ! নরপতি এইরূপ ব্যবহার করিলেই ইহলোকে ও পরলোকে জয়লাভ করিতে পারেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বসুমনা বামদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমিও সেই-কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে নিঃসন্দেহই উভয় লোক জয় করিতে পারিবে।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বল ভূপতিকে পরাজয় করিবার বাসনা করিলে তাঁহাকে কিরূপে উহা সম্পাদন করিতে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বলবান্ ভূপতি অন্যের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রজাগণকে কহিবেন, আমি তোমাদিগের অধিপতি হইয়া তোমাদিগকে উত্তম রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব; তোমরা আমাকে কর প্রদান ও আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। বলবান্ আগন্তুক ভূপতি এই কথা বলিলে প্রজাগণ যদি তাঁহার বাক্যে সম্মত হয়, তাহা হইলে তিনি কোন বিবাদ না করিয়া তাঁহাদের উপর রাজত্ব করিবেন। আর যদি তাঁহারা তাঁহার বাক্যে সম্মত না হয়, তবে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বশীভূত করিবেন। উহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যজাতি যদি তাঁহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। হীন ব্যক্তিরাও ক্ষত্রিয়কে দুর্ব্বল, আত্মত্রাণে অসমর্থ ও অরাতির নিকট ভীত দেখিলে শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি অন্য ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বর্ম্মধারী না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ও একাকী হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি সমরে অক্ষম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ম্ম ধারণ করিয়া আগমন করিলে নরপতিকে বর্ম্ম ধারণ এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিলে তাঁহাকে সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। বিপক্ষ যদি শঠতা সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভূপতি কপটতা আশ্রয় করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। আর যদি সে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নরপতিও ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নিবারণে যত্নবান্ হইবেন। অশ্বারোহী হইয়া কদাপি রথীর অভিমুখে গমন করিবেন না; রথারোহণ করিয়া রথীর অভিমুখীন হওয়া উচিত। বিপন্ন, ভীত বা জিত ব্যক্তির প্রতি কদাপি শস্ত্র নিক্ষেপ করা বিধেয় নহে। বিষলিপ্ত বা কুটিলবাণ লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। অসাধুগণই ঐরূপ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে। নরপতি জিঘাংসাপরতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবেন। দুর্ব্বল, অপত্যবিহীন, শস্ত্রহীন, বিপন্ন, ছিন্নকার্ম্মুক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদি সাধু ব্যক্তি সমরাঙ্গনে শরনির্ভিন্ন বিপদ্‌গ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভূপতি হয় তাঁহাকে তাঁহার আবাসে প্রেরণ, না হয় আপনার আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্য বিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুদিগের সতত ধর্ম্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য, উহা বিনষ্ট করা বিধেয় নহে। যিনি শঠতা সহকারে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তিনি আপনার বিনাশের মূলীভূত হন। পাপাত্মারা অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সাধুগণ সৎপথ অবলম্বন করিয়াই অসাধুদিগকে জয় করিবেন। অধর্ম্ম যুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়। অনেক স্থলে অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্য তাহার ফলভোগ করিতে হয় না বটে, কিন্তু সেই অধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অধার্ম্মিককে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। পাপপরায়ণ পুরুষ প্রথমত পাপকার্য্য দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুলকিত চিত্তে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে অধর্ম্ম নাই বিবেচনা করিয়া পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি উপহাস বাক্য প্রয়োগ এবং বরুণের পাশে বদ্ধ হইয়াও আপনাকে অমর বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু ঐ দুরাত্মাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে বায়ুপূরিত চর্ম্মকোষের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নদীকূলস্থ পাদপের ন্যায় সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। তখন সকল লোকেই তাহাকে প্রস্তরে নিপতিত কুম্ভের ন্যায় বিনষ্ট দেখিয়া তাহার ও তাহার কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। অতএব ধর্ম্মানুসারে বিজয়লাভ ও কোষবৃদ্ধির চেষ্টা করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অধর্ম্মানুসারে বিজয়বাসনা করা নরপতির কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ভূপতি অধর্ম্ম দ্বারা জয় লাভ করিয়া কখনই সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন না। অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ নিতান্ত নিন্দনীয় ও অকিঞ্চিৎকর। উহা রাজ্যের সহিত নরপতিকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। বর্ম্মহীন, কৃতাঞ্জলি, অস্ত্রত্যাগী ও শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করা ভূপতির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, রাজা স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। তিনি তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার আবাসে আনয়ন করিয়া এক বৎসর দাসত্ব স্বীকার করিতে উপদেশ দিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে দাসত্ব স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। ভূপতি যদি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুর কন্যাকে আপনার ভবনে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনার পত্নী করিবার নিমিত্ত এক বৎসর উপদেশ প্রদান করিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পত্নী হইতে স্বীকার না করে ও অন্যকে বরণ করিতে অভিলাষ করে, তাহা হইলে ভূপতি আর তাহাকে আপনার আলয়ে স্থান দান করিবেন না। এইরূপে রাজা দাস দাসী প্রভৃতি যে কিছু বল পূর্ব্বক আহরণ করিবেন, তৎসমুদায়ও এক বৎসরের মধ্যে আপনার আয়ত্ত না হইলে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ভূপতি চৌরাদির ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সঞ্চয় করিবেন না, অচিরাৎ উহা ব্যয় করিবেন। জয়লব্ধ গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং ব্যবহার না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পান করিতে দিবেন এবং বৃষভ সমুদায়কে ভূমিকর্ষণে নিয়োগ অথবা জিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিরই রাজার অভিমুখে অস্ত্র নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। উভয় পক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শান্তিস্থাপন অভিলাষে মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উভয়পক্ষে নিবৃত্ত হইবেন, কদাচ যুদ্ধ করিবেন না। যে এই শাশ্বত নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করে, সে ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক, তাহাকে ক্ষত্রিয়মধ্যে গণনা করা কর্ত্তব্য নহে, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করাই বিধেয়। যে রাজা জয়লাভের বাসনা করেন, ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা তাহার নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্মত জয় লাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কি আছে? যাহারা সহসা বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা সহকারে ভোগ প্রদান করিয়া অচিরাৎ প্রসন্ন করাই ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাদিগকে সান্ত্বনা না করিয়া ভোগ প্রদান করিলে উহারা বিরক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক রন্ধ্রান্বেষী অমিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে শত্রুগণের সাহায্য করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হয়। কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অমিত্রকে বঞ্চনা বা দৃঢ়তর প্রহার করা ধর্ম্মাত্মা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। দৃঢ়তর প্রহার নিবন্ধন লোকে প্রায়ঃ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে নরপতি অতি অল্পে সন্তুষ্ট হন, তিনি বিশুদ্ধ জীবনেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহার রাজ্য সুবিস্তীর্ণ প্রজাগণ অনুরক্ত ও ধনাঢ্য এবং মন্ত্রী ও ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত সেই রাজাই দৃঢ়মূল বলিয়া পরিগণিত হন। যিনি ঋত্বিক্ পুরোহিত আচার্য্য ও অন্যান্য শ্রুতসম্পন্ন পূজার্হ ব্যক্তিদিগকে পূজা করেন, তিনিই যথার্থ লোকব্যবহারজ্ঞ; দেবরাজ ঐরূপ ব্যবহার দ্বারাই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ভূপালগণ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। রাজা প্রতর্দ্দন যুদ্ধবিজয়ী হইয়া শত্রুর ভূমি ভিন্ন অন্যান্য ধন সম্পত্তি এবং অন্ন ও ওষধি পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। দিবোদাস শত্রুকে পরাজয় করিয়া তাহার যজ্ঞ, অগ্নি, হবি ও সিদ্ধান্ন আহরণ পূর্ব্বক পুনরায় শত্রু কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা নাভাগ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শ্রোত্রিয় ও তাপসদিগের ধন ভিন্ন রাজ্যস্থ সমুদায় সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন! পূর্ব্বতন নরপতি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ভূপালগণের বিজয়বাসনা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যিনি আপনার মঙ্গলকামনা করিবেন, তিনি মায়া বা দর্প সহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিবেন না।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ক্ষত্রধর্ম্ম অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। নরপতি যুদ্ধকালে সৈন্যমধ্যস্থিত বৈশ্যদিগকেও নিপাতিত করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ভূপতি কিরূপ কর্ম্ম করিলে পুণ্যলোকে গমন করিতে পারেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূপালগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দান এবং পাপাত্মাদিগের নিগ্রহ ও সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা বিজয়ার্থী হইয়া প্রাণিগণকে নিপীড়িত করেন বটে, কিন্তু জয়লাভ করিয়া পুনরায় তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হন। দান, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ ধ্বংস এবং প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধিত হইয়া থাকে। কৃষক যেমন ক্ষেত্রসংস্কারে ব্যাপৃত হইয়া ধান্য বিনষ্ট না করিয়া তৃণ সমুদায় উন্মূলিত করে, তদ্রূপ শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক কেবল বধার্হদিগেরই প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন। প্রজারক্ষণ দ্বারাই ভূপতির সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা প্রজাগণকে বধ ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের দস্যুভয়াদি নিবারণে প্রবৃত্ত হন, সকল লোকেই তাঁহাকে ধনদাতা, সুখদাতা, ও অন্নদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ধর্ম্মাত্মা ভূপতি প্রজাগণকে অভয়দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইহলোকে মঙ্গল লাভ ও পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে রাজা ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করেন, তাঁহার অনন্ত দক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে নরপতি অকুতোভয়ে শত্রুদিগের উপর শর বর্ষণ করেন, দেবগণ পৃথিবী মধ্যে তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকেন। ভূপতির যাবৎ সংখ্যক অস্ত্র অরাতিগণের চর্ম্ম ভেদ করে, তিনি তাবৎ সংখ্যক সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভে অধিকারী হন। সংগ্রাম সময়ে রাজার গাত্র হইতে যে রুধির নিঃসৃত হয়; তিনি সেই শোণিতের সহিত সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, সমরক্লেশ সহ করাই ক্ষত্রিয়গণের প্রধান তপস্যা। ভীরুস্বভাব পুরুষেরাই মেঘ হইতে জল লাভের ন্যায় শূরগণের শরণ লাভের বাসনা করিয়া সংগ্রামের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করে। বীরপুরুষ যদি ভয়ের সময়ে তাহাদিগের পরিত্রাণার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। আর যে সকল ব্যক্তি বীরগণের বাহুবল প্রভাবে বিপদ্ হইতে মুক্ত ও রক্ষিত হয়, তাহারা যদি তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া প্রতিনিয়ত নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহাদের ন্যায্য ও উপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। ইহলোকে সকলের প্রকৃতি সমান নহে, কেহ কেহ সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে অরাতিকুলের অভিমুখীন হয়, আর কেহ কেহ ঐ সময় সমরাঙ্গন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। যাহারা প্রাণসঙ্কট সংগ্রামে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বিপক্ষপক্ষের অভিমুখে গমন করেন, তাহারা মহাবীর; আর যাহারা ঐ সময় আত্মপক্ষীয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন তাহারা কাপুরুষ। আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষত গাত্রে গৃহে গমন করা নিতান্ত নরাধমের কার্য্য। ঐরূপ পুরুষ যেন তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার্থ সহায়ভূত বীরগণকে পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। ঐরূপ কাপুরুষদিগকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র দ্বারা বিনষ্ট, কটিবদ্ধ করিয়া দগ্ধ অথবা পশুবৎ নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়কে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। যে ক্ষত্রিয় শ্লেষ্ম মূত্র পরিত্যাগ এবং করুণ বিলাপ করিতে করিতে অক্ষত শরীরে প্রাণত্যাগ করে, পণ্ডিতেরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করেন না। ক্ষত্রিয়গণের গৃহমৃত্যু প্রশংসনীয় নহে। উহারা স্বভাবত শূর, অভিমানী; সুতরাং উহারা সংগ্রামে শৌর্য্য প্রকাশ না করিলে লোকে উহাদিগকে কৃপণ ও অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সন্দেহ নাই। সংগ্রামপরাঙ্মুখ মানবগণ রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত মুখে ক্লেশসূচক শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পুত্রগণকে শোকাকুলিত করিয়া আরোগ্য লাভ বা বারংবার মৃত্যু প্রার্থনা করে। অভিমানী বীর পুরুষদিগের কদাচ এরূপ মরণে অভিলাষ হয় না। জ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামে শর বর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষের তীক্ষ্ণ শস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কর্ম্ম। বীর পুরুষ কামক্রোধ প্রভাবে অরাতিকুলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করত তাহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও আপনাকে ব্যথিত জ্ঞান করেন না। তিনি লোকপূজিত ক্ষত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল মহাবীর [illegible] করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ রণনিহত হইয়া কোন্ কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকেন তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র ও অম্বরীষসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। নাভাগপুত্র মহাত্মা অম্বরীষ দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেনাপতি সুদেব ইন্দ্রের সহিত তেজোময় দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছে। নাভাগনন্দন সেনাপতির সমৃদ্ধি দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমি সসাগরা পৃথিবী বশবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মকামনায় শাস্ত্রানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ প্রতিপালন, সমরাঙ্গনে সৈন্যগণকে পরাজয়, ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, গুরুজনসেবা, বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন এবং অন্নদান দ্বারা অতিথি, স্বধাদান দ্বারা পিতৃলোক, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষি ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি। এই সুদেব পূর্ব্বে আমার সেনাপতি ছিলেন। উনি কোন্ পুণ্যের ফলে এক্ষণে আমাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন?

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! সুদেব অতি বিস্তীর্ণ সংগ্রাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই। যোধগণ কবচ ধারণ পূর্ব্বক সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধযজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকে।

অম্বরীষ কহিলেন, দেবরাজ! যুদ্ধ যজ্ঞের হবি আজ্য ও দক্ষিণা কি এবং উহার ঋত্বিকই বা কে? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! কুঞ্জরগণ ঐ যজ্ঞের ঋত্বিক্, অশ্বগণ অধ্বর্য্যু অরাতির মাংস হবি, শোণিত আজ্য এবং শৃগাল, গৃধ্র ও কাকগণ উহার সদস্য। ঐ সদস্যগণ ঐ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবি ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাণিত প্রাস, তোমর, খড়্গ, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের স্রুক এবং শত্রুশরীরভেদী নিশিত সায়ক উহার স্রুব। হস্তিচর্ম্মাবৃত, গজদন্তনির্ম্মিত মুষ্টি সম্পন্ন খড়্গ উহার স্ফিক্। লৌহময় সুতীক্ষ্ণ প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহার নিবন্ধন যে রুধিরধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্যগণমধ্যে ছিন্দি, ভিন্দি প্রভৃতি যে সকল শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা উহার সামগান স্বরূপ। শত্রুপক্ষীয়দিগের সেনামুখে উহার আজ্যস্থালী। হস্তী, অশ্ব এবং চর্ম্মধারী মনুষ্য সমুদায় উহার শ্যেনচিত্ বহ্নি। এক সহস্র সৈন্য নিহত হইলে যে কবন্ধ উত্থিত হয়, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণ বিশিষ্ট খাদির যূপ আর তালনাদ উহার বষট্কার এবং দুন্দুভি উহার উদ্গাতা স্বরূপ। অপহৃত ব্রহ্মস্ব উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অনন্ত দক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে বীর প্রভুর হিতার্থ প্রবৃত্ত হইয়া ভয়প্রযুক্ত উহা হইতে বিরত না হন, যিনি নীলচর্ম্মাবৃত খড়্গ ও পরিঘাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন সমাকীর্ণ করেন এবং যিনি সহায় নিরপেক্ষ হইয়া একাগ্র মনে সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হন, তিনি আমার সার বাক্য লাভ করিয়া থাকেন।

যে মহাবীর ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য সমুদায় স্বরূপ মণ্ডূক ও কচ্ছপ বীরগণের অস্থি স্বরূপ কর্কর, মাংস ও শোণিত স্বরূপ কর্দ্দম, খড়্গচর্ম্ম গৃধ্র কঙ্ক ও বায়স স্বরূপ ভেলা, কেশকলাপ স্বরূপ শৈবাল ও শাদ্বল, অশ্ব ও হস্তী স্বরূপ সেতু, পতাকা ও ধ্বজ স্বরূপ বেতসলতা, নিহত কুঞ্জর স্বরূপ মহানক্র এবং ঋষ্টি ও খড়্গ স্বরূপ নৌকা সমাকীর্ণ রাক্ষসবহুল ভীরুজন

ভয়াবহ ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিই ঐ যজ্ঞের অবভৃথ স্নানের উপযুক্ত পাত্র। শত্রুগণের সেনামুখ যাঁহার পত্নীশালা, যোধগণ যাঁহার দক্ষিণ সদস্য, উত্তর দিক্ যজ্ঞকুণ্ড, শত্রুসেনা যাঁহার কলত্র ও উভয় ব্যূহ মধ্যস্থান যাঁহার যজ্ঞবেদী স্বরূপ হয় এবং বিপক্ষগণের মস্তক এবং হস্তী অশ্ব দ্বারা ঐ বেদী সমাচ্ছন্ন করেন, তিনিই আমার সালোক্য লাভ করিতে পারেন। যে যোদ্ধা ভীতচিত্তে সমর-পরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষ-শরে নিহত হয়, সে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে। যে মহাবীরের শোণিতধারা এবং কেশ, মাংস ও অস্থি সমূহ দ্বারা সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হয়, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি বিপক্ষপক্ষীয় সেনাপতিকে বিনষ্ট করিয়া তাহার যানে আরোহণ করেন, সেই মহাবীর বিষ্ণুর ন্যায় বিক্রম সম্পন্ন ও বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান্ হন। যিনি রণস্থলে সেনানায়ক বা তাহার পুত্র অথবা যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট না করিয়া আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তিনি আমার সালোক্য লাভের উপযুক্ত পাত্র। যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরনিহত বীর পুরুষ নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের নিমিত্ত অন্ন জল প্রদান ও অশৌচ গ্রহণ করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। বীর পুরুষ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামনিহত হইলে অপ্সরা সকল তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবমান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহার তপস্যা, শাশ্বত ধর্ম্ম এবং চারি আশ্রমের ফল লাভ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোককে এবং যে ব্যক্তি তৃণমুখে লইয়া শরণাপন্ন হয়, তাহাকে বিনাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আমি জম্ভ, বৃত্র, বল, পাক, বিরোচন, দুর্নিবার নমুচি, মায়াবী শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ, অন্যান্য দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি।

একোনশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই বীরজনের উৎসাহ প্রদান বিষয়ে প্রতর্দ্দন ও জনক রাজার সংগ্রাম উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে। মহাত্মা জনক রাজা যজ্ঞোপবীতি সংগ্রামে যোধগণের যেরূপ আহ্লাদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনক ঐ যুদ্ধে স্বীয় সৈন্যগণকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! যাহারা সমরে ভীত না হয়, তাহারা এই গন্ধর্ব্বকন্যা পরিপূর্ণ সর্ব্বফলপ্রদ ভাস্বর স্বর্গলোক লাভ করে। আর যাহারা প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে, তাহারা অনন্ত কাল এই অকীর্ত্তিকর নরকে নিপতিত হয়। অতএব তোমরা প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় কর; অতি কুৎসিত নরকের বশবর্ত্তী হইও না। সংগ্রামস্থলে শরীর ত্যাগ করাই বীরগণের স্বর্গদ্বার স্বরূপ।

জনকরাজ সংগ্রামস্থলে এই কথা কহিলে তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করিল; অতএব দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের রণস্থলে অবস্থান করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। মাতঙ্গগণের মধ্যস্থলে রথীদিগকে, রথিগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বারোহীদিগকে এবং অশ্বারোহীদিগের মধ্যস্থলে বর্ম্মধারী পদাতিগণকে সংস্থাপন করা উচিত। যে রাজা এইরূপ ব্যূহ রচনা করেন, তিনি সতত জয়লাভে সমর্থ হন। অতএব সকল যুদ্ধেই ঐরূপ ব্যূহ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধানুরাগী মহাবীরেরা ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ মকরেরা যেমন সাগরকে বিক্ষোভিত করে, তদ্রূপ সংগ্রামস্থল বিক্ষোভিত করিয়া শত্রুসৈন্যগণকে বিচলিত ও বিষণ্ণ ব্যক্তিদিগকে হর্ষিত করিবেন। যে ভূমি আয়ত্ত করা হইয়াছে, সতত যত্ন সহকারে তাহার রক্ষা বিধান করিবেন। যে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কদাচ তাহার অনুসরণ করিবেন না। যে সমস্ত সৈন্য একবার পলায়ন পূর্ব্বক পুনরায় জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের বেগ অতি দুঃসহ; অতএব বিশেষ সাবধান না হইয়া সহসা তাহাদের সম্মুখীন হওয়া বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে, বীরপুরুষ তাহাকে কদাচ প্রহার করিবেন না। স্থাবর সকল জঙ্গমের ভক্ষ্য দশনহীন দন্তবানের ভক্ষ্য, জল পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির ভক্ষ্য ও কাতর ব্যক্তিরা বীরগণের ভক্ষ্য। ভীরু ব্যক্তিরা শূরগণের ন্যায় হস্তপদাদি সম্পন্ন হইয়াও ভয় প্রযুক্ত তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ভীরুদিগকে বীরগণের আশ্রয় গ্রহণ ও তাহাদিগের নিকট অঞ্জলিবন্ধন করিতে হয়। বীরগণের বাহুদণ্ডে জগতীতলস্থ সমুদয় লোক লম্বিত রহিয়াছে; অতএব বীরগণ সকল অবস্থাতেই সম্মান লাভ করিবার উপযুক্ত সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে শৌর্য্য অপেক্ষা প্রধান আর কিছুই নাই। শূর ব্যক্তি সকলকেই প্রতিপালন করিয়া থাকেন

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিজয়ার্থী ব্যক্তি যেরূপ অল্পমাত্র অধর্ম্মাচরণ করিয়াও ভীরু সৈন্যগণকে সমরে অভিমুখীন করেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ! সত্য, জীবিতনিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও কৌশল দ্বারাই যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কৌশলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। উহা অবগত হইলে অনায়াসেই ধর্ম্মার্থবিঘাতক দস্যুগণকে বিনাশ করা যাইতে পারে। সকলেরই সরল ও বক্র এই দুই প্রকার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা অন্যের অনিষ্ট না করিয়া সমাগত বিপদ্ সমুদায় অবগত হইবে। অমাত্যগণ রাজ্য মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ভূপতি বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে তাঁহারা কখনই স্বার্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সংগ্রামার্থী ভূপতিগণ গজচর্ম্ম, বৃষ ও অজগরের অস্থি ও কণ্টক, চামর, শাণিত অস্ত্র, পীতলোহিত বর্ম্ম, নানা বর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা, ঋষ্টি তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম্ম এবং কৃতনিশ্চয় যোধগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। চৈত্র অথবা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধার্থ সেনা সংযোগ করাই উচিত। ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণ ও শস্যশালী হয় এবং শীত অথবা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব এই দুই মাসই শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে যে কোন সময়ে হউক না কেন তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তি বহির্ভূত নহে। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থলপথ দিয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। মৃগের ন্যায় অরণ্যমধ্য দিয়া গমন করা মনুষ্যগণের পক্ষে নিতান্ত কঠিন; অতএব জয়ার্থী ভূপতিগণ সেনাদিগকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। সৎকুলসম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকেই সৈন্যগণের অগ্রসর করা কর্ত্তব্য; স্বীয় দুর্গ এক দ্বারযুক্ত ও সলিলসম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত শত্রুগণকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ নানাগুণে সমলঙ্কৃত ব্যক্তিগণ শূন্য প্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্যসংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ করেন। অতএব সেই স্থানে সসৈন্যে অবতরণ পূর্ব্বক পদাতিগণকে গোপন রাখিয়া শত্রুগণ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের সহিত যুদ্ধকরা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সপ্তর্ষিগণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয় শত্রুগণকে পরাজিত করা যায় ও শুক্র যাহার অনুকূল হয়, তাহার জয়লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শুক্র অপেক্ষা সূর্য্যের ও সূর্য্য অপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সংগ্রামনিপুণ বীরগণ বারিকর্দ্দমবিবর্জ্জিত লোষ্ট্রবিহীন প্রাকারাদিশূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহীদিগের, উদকবিহীন কাশযুক্ত অবন্ধুর প্রদেশকে রথীদিগের, ক্ষুদ্রবৃক্ষ ও মহাকক্ষসঙ্কুল প্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পর্ব্বত, উপবন ও বেণুবেত্র সমাকুল বহুদুর্গ সমন্বিত প্রদেশ পদাতিদিগের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। সৈন্যমধ্যে পদাতিসংখ্যা অধিক হইলে উহা সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হয়। নির্ম্মল দিনে, রথাশ্ববহুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে সংগ্রাম করিতে হইলে সৈন্যমধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া এই সকল নিয়মের অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্যসংযোজন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁহার সতত জয়লাভ হইয়া থাকে। প্রসুপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পান ভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর সমাহত, নিবারিত, বিশ্বস্ত, কার্য্যান্তরব্যাপৃত, তাপিত,

বহির্গত, তৃণাদির আহরণ কর্ত্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজার বা অমাত্যের পরিচর্য্যা নিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহারা পরকীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও স্বপক্ষীয় পলায়মান সেনাগণকে সংস্থাপিত করিতে পারে, তাহাদিগকে আপনার সমান আসন, পান, ভোজন ও দ্বিগুণ বেতন প্রদান এবং উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দশ সৈন্যের অধিপতি, তাঁহাকে একশত সৈন্যের ও যে ব্যক্তি শত সৈন্যের অধিপতি, তাহাকে সহস্র সৈন্যের আধিপত্যে সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নরপতি প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় যোদ্ধাকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্র করিয়া কহিবেন যে, এক্ষণে জয়লাভার্থ সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমাদিগকে শপথ করিতে হইবে; অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভীরুস্বভাব আছেন অথবা যাঁহারা নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধসাধন করিবেন, তাঁহারা এই সময়েই ক্ষান্ত হউন: উঁহারা যেন সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক আত্মীয়ের বিনাশ বা সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন না করেন। বীর পুরুষেরা আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে, বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হইয়া থাকে। আমাদিগের শত্রুপক্ষীয়েরাই যেন আমাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্নদন্তোষ্ঠ হইয়া ঐ সমস্ত বিপদে নিপতিত হয়। যাহারা সমরে পরাঙ্মুখ হয়, সেই নরাধমগণ কেবল মনুষ্যের সংখ্যাবর্দ্ধক মাত্র। উহারা কোন লোকেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। জয়শীল অমিত্রগণ সানন্দ চিত্তে মণ্ডলাকারে পলায়িত ব্যক্তির অনুসরণ করে। বিপক্ষগণ সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক যাহার যশঃশশাঙ্কে কলঙ্ক আরোপিত করে, আমার মতে তাহার দুঃখ, মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য। জয়লাভ ধর্ম্ম ও সুখের মূল স্বরূপ; ভীরু ব্যক্তি বিপক্ষ কর্ত্তৃক সমাহত বা মৃত্যুগ্রস্ত হইতে ভীত হয়, কিন্তু বীর পুরুষেরা সুস্থচিত্তে বিপক্ষের প্রহার সহ্য ও প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অতএব আমরা জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে গমন পূর্ব্বক হয় জয়লাভ না হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করিব।

হে ধর্ম্মরাজ। নির্ভীকচিত্তে বীরপুরুষ এইরূপে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অরাতিসৈন্যে অবগাহন করিবেন। যুদ্ধকালে খড়্গচর্ম্মধারী সৈন্যগণকে অগ্রভাগে, শকটারোহী সেনাগণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরগণকে সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। সমরে যাহারা অগ্রবর্ত্তী থাকিবেন, তাঁহারা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণের রক্ষা করিবেন। বলবান্ মনস্বী ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাহাদের রক্ষা বিধানে যত্নবান্ হইবে। ভীরুদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ যত্নসহকারে তাহাদিগের সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেনাপতি সমরপ্রবৃত্ত অল্পসংখ্যক সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অধিক সংখ্যক সৈন্যের সহিত অল্পসংখ্যক সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি শত্রুপক্ষীয়েরা পলায়ন করিতেছে বলিয়া সৈন্যগণের বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক চীৎকার করিবেন। আর মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ "আমাদিগের মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা নির্ভীক চিত্তে প্রহার কর" বলিয়া সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং শঙ্খ, বেণু, শৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইবেন।

একাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারপরায়ণ, কীদৃশ আকার সম্পন্ন এবং কি প্রকার বর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রধারী হইলে যুদ্ধের উপযুক্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচার প্রচলিত শস্ত্র ও বাহন করাই প্রশস্ত। বীর পুরুষেরা ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নির্ভীকচিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবীরগণ নখর ও প্রাস দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ বলবীর্য্যশালী কূটযুদ্ধ পরায়ণ প্রাচ্যগণ হস্তী আরোহণপূর্ব্বক উত্তম যুদ্ধ করিতে পারে। যবন, কাম্বোজ ও মথুরানিবাসী বীরগণের বাহুযুদ্ধে এবং দাক্ষিণাত্যদিগের অসিযুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

সকল দেশেই বীরপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সমস্ত লক্ষণ থাকিলে বীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। যাহাদিগের কণ্ঠস্বর ও গতি সিংহ শার্দ্দূলের ন্যায় এবং চক্ষু পারাবত ও সর্পের ন্যায়, তাহারা অনায়াসে শত্রুসৈন্য বিমর্দ্দন করিতে পারে। যাহাদের কণ্ঠস্বর মৃগের ন্যায় এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বৃষভের ন্যায় তাহারা অনবহিত মূর্খ ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া থাকে। যাহারা উষ্ট্র ও মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন ও অনায়াসে বহুদূরে গমন করিতে পারে, যাহাদিগের নাসাগ্র ও জিহ্বা অতিশয় কুটিল; কলেবর বিড়ালের ন্যায় কুব্জ, কেশকলাপ অতিবিরল, গাত্রের চর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও চিত্ত অতিশয় চঞ্চল তাহারাই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। যাহারা গোধার ন্যায় মৃদুস্বভাব সম্পন্ন এবং যাহারা অশ্বের ন্যায় মহাবেগে গমন ও চীৎকার করিতে পারে তাহারা অনায়াসে সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হয়। যাহারা অতিশয় দৃঢ়কলেবর, যাহাদিগের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, যাহারা বাদিত্রশব্দে ক্রুদ্ধ ও কলহ উপস্থিত হইলে পুলকিত হয়, যাহাদিগের চক্ষু পিঙ্গল গাম্ভীর্য্যসূচক বহির্নির্গত ও নকুলের ন্যায় অতি কুটিল এবং মুখমণ্ডল ভ্রূকুটী কুটিল তাহারা অনায়াসে শরীর রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত; হনুদেশ মাংসশূন্য, বাহু অঙ্গুলি বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়; শরীর কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত এবং যাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিঙ্গলবর্ণ ও কুটিল, গণ্ডযুগল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল, স্কন্ধদ্বয় উন্নত, জানুর অধোভাগ অতি বিকটাকার, মস্তক বর্ত্তুলাকার, মুখমণ্ডল মার্জ্জারের ন্যায় বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ঙ্কর; যাহারা গরুড়ের ন্যায় উদ্ধত ও রোষপরবশ, যুদ্ধস্থলে যাহাদিগের কখনই শান্তি জন্মে না এবং যাহারা অতিশয় অধর্ম্মপরায়ণ গর্ব্বিত ও ঘোরদর্শন, তাহারা অনায়াসে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহারা সকলেই নীচ জাতি সমুৎপন্ন। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহারা সাহস সহকারে বিপক্ষ সৈন্যগণকেও বিনষ্ট করে এবং আপনারাও প্রাণ পরিত্যাগে ভীত হয় না। উহাদের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিলে উহারা পরাভব বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সতত রাজার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ লক্ষণ সৈন্যগণের জয় সূচনা করিয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সৈন্যগণের জয় প্রকাশ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দৈবপ্রতিকূলতা বশত মানবগণ কালকবলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঐ বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও জপ প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই দৈব দুর্ঘটনার উপশম করিয়া থাকেন। যে সৈন্যের মধ্যে যোধগণ ও বাহন সকল হৃষ্টচিত্ত থাকে, সেই সৈন্যের নিঃসন্দেহ জয় লাভ হয়। সৈন্যগণের যাত্রাকালে বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত, ইন্দ্রধনু উদিত, মেঘ ও সূর্য্যরশ্মি প্রকাশিত এবং শৃগাল, কাক ও গৃধ্রগণ অনুকূল হইলে সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ধূমশূন্য হুতাশনের রশ্মি ঊর্দ্ধগত ও শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত, যজ্ঞের পবিত্র গন্ধ অনুভূত, শঙ্খ ও ভেরী সমুদায় গম্ভীর শব্দে নিনাদিত এবং যোধগণ প্রসন্নচিত্ত হইলে জয়লাভের আর কোন সংশয় থাকে না। মৃগগণ সৈন্য সমুদায়ের সমরযাত্রা কালে বামভাগ বা পশ্চাদ্ভাগে এবং তাহাদের অরাতিনিধনে প্রবৃত্ত হইবার সময় দক্ষিণভাগে অবস্থান করিলে শুভসূচক বলিয়া পরিগণিত হয়। উহারা সৈন্যগণের অগ্রসর হইলে কোন মতেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র ও ভাস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ মঙ্গলসূচক শব্দ করিলে এবং যোধগণ পুলকিতচিত্ত হইলে ভাবী জয়লাভ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্যগণ অস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, ধ্বজ ও মুখবর্ণ প্রভাবে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারে। যাহাদিগের যোধগণ শুচি, শুশ্রূষাপরতন্ত্র, অনভিমানী

ও পরস্পর সৌহার্দ্দ্যসম্পন্ন, তাহাদিগের জয়লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সকল সুখজনক এবং যোধগণ ধৈর্য্যশালী হইলে জয় লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সমরপ্রবেশোদ্যত ব্যক্তির বাম পার্শ্বস্থ ও সমরপ্রবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বায়ু অনুকূল হইয়া থাকে। বায়ু পশ্চাদ্গত হইলে শুভসূচক, সম্মুখস্থ হইলে অশুভ জ্ঞাপক হয়।

চতুরঙ্গিণী সেনাসংগ্রহ করিয়াও প্রথমে সান্ত্ববাদ দ্বারা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিবে। সন্ধিস্থাপনে কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সংগ্রাম করিয়া শত্রুকে পরাজয় করিলে সেই জয়লাভ জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ হওয়া দৈবায়ত্ত। সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে জলের বিষম বেগের ন্যায় ও ভীতচিত্তে পলায়মান মৃগযূথের ন্যায় উহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। সৈনিকপুরুষেরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে শ্রবণ করিলে তন্মধ্যস্থ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণও সমর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। আবার পঞ্চাশৎ জন মাত্র মহাবীর পরস্পর মিলিত, জীবিত-নিরপেক্ষ ও যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য অরাতিসৈন্য নিপীড়িত করিতে পারেন। অনেক স্থলে একত্র সমবেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাঁচ ছয় বা সাতজন মাত্র সংকুলোদ্ভব বীর পুরুষকে প্রভূত অরাতি পরাজয়পূর্ব্বক জয়লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব রাজা অপরিমিত বলশালী হইলেও প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করিবেন না। সাম, দান ও ভেদ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি না হইলেই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

অরাতিগণের রাজ্যমধ্যে যুদ্ধার্থ সৈন্য সমুদায় প্রেরণ করিলেই ভীরুগণ তাহাদিগকে বজ্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভীত হয়। আর যাহারা বিজয়বাসনায় সেই সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, তাহাদিগেরও গাত্র হইতে অনবরত স্বেদধারা নির্গত হইতে থাকে। ঐ সময় বিপক্ষগণের সমুদায় রাজ্য ব্যথিত ও অস্ত্রপ্রতাপে বীরগণের মজ্জা অবসন্ন হইতে থাকে। অতএব রাজা শত্রুর প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও তাহাকে ভয় প্রদর্শনার্থ তাহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। ঐরূপ কৌশল করিলে অরাতির সহিত সন্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অরাতির আত্মীয়ভেদ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত চর প্রয়োগ ও তাহার শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুর বিপক্ষগণের সহিত মিলিত ও তাহাকে নিপীড়িত করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

ক্ষমাগুণ সাধুদিগকেই সতত আশ্রয় করিয়া থাকে। অসাধুদিগের নিকট উহা সর্ব্বদা অবস্থান করে না। এক্ষণে তোমার ক্ষমা ও অক্ষমার প্রয়োজন বিদিত হওয়া আবশ্যক। অরাতিবর্গকে পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে রাজার যশ বৃদ্ধি হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি অতিশয় অপরাধী হইলেও শত্রুগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সম্বর কহিয়া গিয়াছেন, বক্র কাষ্ঠকে যেমন অগ্নির উত্তাপ প্রদান না করিয়া সরল করিলে উহা তৎক্ষণাৎ পুনরায় পূর্ব্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শত্রুকে নিপীড়িত না করিয়া ক্ষমা করিলে সে অচিরাৎ বৈরাচরণ করিতে আরম্ভ করে; অতএব শত্রুগণকে বিশেষ রূপে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত। সংস্বভাব বিজ্ঞব্যক্তিগণ সম্বরাসুরের ঐ মতের প্রশংসা করেন না। পুত্রের ন্যায় শত্রুকে বিনাশ না করিয়া বশীভূত করাই নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা উগ্রস্বভাব হইলে প্রজাগণের দ্বেষভাজন ও মৃদুস্বভাব হইলে সকলের অবজ্ঞাস্পদ হইয়া থাকেন; অতএব ভূপতিকে মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়ই অবলম্বন করিতে হইবে। লোককে প্রহার করিবার পূর্ব্বে ও প্রহার করিবার সময় তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা ও প্রহার করিয়া বিলাপ ও অনুতাপ সহকারে তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করা ভূপতির কর্ত্তব্য। রাজা সমরে অরাতিপক্ষীয় বীরগণকে নিপাতিত করিয়া হতাবশিষ্ট শত্রুগণকে নির্জ্জনে আহ্বানপূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিবেন, আহা! আমার সৈন্যগণ সংগ্রামে ঐ সকল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যগণকে উহাদের প্রাণ সংহার করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই আমার বাক্য রক্ষা করিল না। হায়! ঐ যে মহাবীর নিহত হইয়াছেন, উনি অদ্বিতীয় সমরবিশারদ; উনি কখন সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই। উঁহার ন্যায় বীরপুরুষ অতি দুর্লভ। উঁহার নিধনে আমি নিতান্ত অপ্রীত হইয়াছি। ভূপতি এই প্রকারে শত্রুগণকে সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত হত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়ের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন। রাজা এইরূপে সকল অবস্থাতেই শান্তগুণ অবলম্বন করিলে ভয়বিহীন এবং প্রজাগণের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। রাজা বিশ্বাসভাজন হইলে তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। অতএব যে নরপতি সুস্থচিত্তে পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল লোকের বিশ্বাস পাত্র হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায়সম্পন্ন অরাতিগণের মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা শত্রুহন্তা সুররাজ পুরন্দর দেবগুরু বৃহস্পতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কিরূপে সতত সাবধান হইয়া শত্রুগণের সহিত ব্যবহার করিব এবং কি উপায়েই বা তাহাদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন না করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিব? আমি অরাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ও আমার আমাদের উভয়েরই জয়লাভের সম্ভাবনা; কিন্তু আমি কি উপায় অবলম্বন করিলে শত্রুকে জয়লাভে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং জয়ী হইতে পারিব?

তখন অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ত্রিবর্গবেত্তা রাজধর্ম্মজ্ঞ বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুরন্দর! কলহ দ্বারা শত্রুগণকে শাসন করিতে বাসনা করা কদাপি বিধেয় নহে। বালকগণই রোষ ও অক্ষমাপরবশ হইয়া থাকে। শত্রুর বধ কামনা করিয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রুর নিকট ক্রোধ ভয় ও হর্ষলক্ষণ সকল গোপন করিয়া রাখা এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শত্রুর প্রতি প্রতিনিয়ত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে এবং কদাপি উহার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার, বৃথা বৈরাচরণ বা মুখরতা প্রকাশ করিবেন না। ব্যাধগণ যেমন পক্ষীদিগের ন্যায় শব্দ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করে, নরপতিও তদ্রূপ শত্রুগণের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিবেন। অরাতিকে পরাভব করিয়া নিয়ত নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। দুরাত্মারা চটৎকারশীল বহ্নির ন্যায় নিয়ত জাগরিত থাকে। সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই জয়লাভের সম্ভাবনা; অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। শত্রুকে বশীভূত করিয়া পুনরায় তাহাকে ক্ষমতা প্রদান বা উপেক্ষা করিলে সে প্রতিপক্ষের অনবধানতা দেখিলেই প্রহার, ভেদোৎপাদন ও অর্থদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাহার সৈন্যগণকে আপনার বশে আনয়ন ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি শত্রুর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন না। সহসা শত্রুকে আক্রমণ না করিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষা করত তাহার বিশ্বাসোৎপাদন ও বিনাশের চেষ্টা করাই তাহার কর্ত্তব্য। এককালে অনেক শত্রুকে প্রহার বা উহাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই শত্রুকে প্রহার করিবে। কদাপি কালান্তর প্রতীক্ষা করিবে না। কার্য্যসাধনের সুযোগ একবার অতিক্রম হইলে উহা পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। অনুপযুক্ত সময়ে কদাপি শত্রুর প্রতি তেজঃপ্রকাশ বা তাহার পরাভবের চেষ্টা করিবে না। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক নিয়ত শত্রুগণের রন্ধ্রান্বেষণ করিবে। অদূরদর্শী নরপতিকে স্বীয় আলস্য, মৃদুতা, অধিক দণ্ডবিধান ও প্রমাদ এবং শত্রুর সুপ্রযুক্ত মায়াপ্রভাবে উৎসন্ন হইতে হয়। যে রাজা আলস্য প্রভৃতি দোষ সমুদায় পরিত্যাগ ও অরাতির মায়া অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে শত্রুপক্ষের বিনাশ সাধনে সমর্থ হন। যদি কোন মন্ত্রী একাকীই কোন গোপনীয় কার্য্য সাধনে সমর্থ হন, তবে কেবল তাহারই সহিত সেই বিষয়ের মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। অনেক অমাত্যের সহিত উহার মন্ত্রণা করিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করে, তাহাতে কার্য্যহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি একের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহাতে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তবে অন্যান্য অমাত্যগণের

সহিত মন্ত্রণা করা উচিত। শত্রু দূরে অবস্থান করিলে পুরোহিত দ্বারা অভিচার প্রয়োগ এবং নিকটে অবস্থিত হইলে তাহার প্রতি চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রথমত শত্রুদিগের ভেদোৎপাদন পূর্ব্বক পরিশেষে গোপনে দণ্ডবিধান করিবেন। কালবশত শত্রু বলবান্ হইয়া উঠিলে প্রথমত তাঁহার নিকট অবনত হওয়া এবং তৎপরে তাহার অনবধান সময়ে সাবধান হইয়া তাহার বধকামনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রণিপাত, অর্থদান এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলবান্ শত্রুর মনোরঞ্জন করা আবশ্যক। তাহার শঙ্কা উৎপাদন করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কার স্থান সকল সতত পরিত্যাগ করা উচিত। শত্রুগণের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। উহারা পরাভূত হইয়া সতত অবহিত থাকে। অস্থিরচিত্ত মানবগণের উন্নতিলাভ অপেক্ষা দুর্ঘট আর কিছুই নাই; অতএব রাজা সতত স্থিরচিত্ত হইয়া কে মিত্র আর কে অমিত্র তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিবেন।

রাজা মৃদু হইলে সকলেই তাঁহাকে পরাভব করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে সকলেই তাঁহা হইতে ভীত হয়; অতএব তুমি নিতান্ত মৃদু বা নিতান্ত উগ্র হইও না। রাজ্যরক্ষায় নিতান্ত অমনোযোগী ব্যক্তির রাজ্য বেগবতী নদীর তীরস্থিত সলিল সমাক্রান্ত প্রাসাদের ন্যায় অচিরাৎ উৎসন্ন হইয়া যায়। শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের সকলকেই এক কালে আক্রমণ করা বিধেয় নহে; প্রত্যুত সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অনেককে বশীভূত করিয়া অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে এককালে আক্রমণ করিবে। সামর্থ্য থাকিলেও একুকালে সকলকে আক্রমণ করা বুদ্ধিমান রাজার কর্ত্তব্য নহে। যখন হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতিসঙ্কুল যন্ত্রবহুল সেনাগণ অনুরক্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা আপনার বল অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, রাজা সেই সময়েই প্রকাশ্যরূপে অবিচারিত চিত্তে শত্রুকে প্রহার করিবেন। শত্রু অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইলে তাহার সহিত সন্ধি, তাহার নিকট মৃদুভাব অবলম্বন বা প্রকাশে তাহার প্রতি যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া গোপনে তাহার দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। প্রকাশভাবে বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে শস্যনাশ ও সলিলে বিষ সংযোগ এবং কোষ অমাত্য প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রকৃতির উপর বারংবার সন্দেহ উৎপত্তি নিবন্ধন চিন্তাবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করাই উচিত। শত্রুর প্রতি সতত মায়া প্রয়োগ এবং শত্রুগণের উদ্বেজন ও অপযশ ঘোষণা করিবে। অমাত্যগণ স্ব স্ব নগর ও জনপদমধ্যে যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, বিশ্বস্ত মনুষ্য দ্বারা তাহার তত্ত্বাবধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপালগণ শত্রুবর্গের পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য ভোগ্য বস্তুর উচ্ছেদ এবং আপনার নগর মধ্যে নীতি প্রচার করিবেন। শত্রুকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত গোপনে চারিদিকে ধনপ্রদান ও সর্ব্বসমক্ষে তাহাদিগের ভোগ্য দ্রব্য সমুদায় অপহরণ পূর্ব্বক ইহারা দুষ্টস্বভাব বলিয়া তাহাদিগকে শত্রুরাজ্যে প্রেরণ করিবেন। ঐ সময় সুশিক্ষিত বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা আপনার পুরমধ্যে শত্রু বিনাশার্থ দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তিকে বিদিত হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দুষ্ট ব্যক্তিরা পরোক্ষে অন্যের দোষ কীর্ত্তন, লোকের সদ্গুণে অসূয়া প্রদর্শন বা অন্যের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। উহাদের সতত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, ওষ্ঠ দংশন ও শিরঃপ্রকম্পন প্রভৃতি বিকার সমুদায় লক্ষিত হয়। উহারা সতত লোকের সংসর্গে অবস্থান ও জনসমাজে অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করে। পরোক্ষে অঙ্গীকার প্রতিপালন ও সাক্ষাতে তদ্বিষয়ক কোন কথাই উল্লেখ করে না, পৃথক্ পৃথক্ আসিয়া আহার করে এবং অন্ন আহার্য্য বস্তু সমুদায় উৎকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া দোষারোপে প্রবৃত্ত হয়। ফলত শয়ন, উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই উহাদিগের দুষ্ট ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে।

দুঃখের সময় দুঃখিত ও আহ্লাদের সময় আহ্লাদিত হওয়াই মিত্রের লক্ষণ; ইহার বিপরীত কার্য্যে শত্রুতার চিহ্ন। হে সুররাজ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে দুষ্টের স্বভাব কীর্ত্তন করিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! শত্রুবিনাশনিরত সুররাজ বৃহস্পতির সেই শাস্ত্রসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংগ্রামকালে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপতি অর্থাভাবে সৈন্যবিহীন ও অমাত্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে কি উপায়ে সুখলাভ করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে কোশলরাজপুত্র ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে রাজকুমার ক্ষেমদর্শী ক্ষীণবল ও ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া মহর্ষি কালকবৃক্ষীয়ের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিয়াছিলেন, হে ভগবন্! মাদৃশ ব্যক্তি বারংবার রাজ্য লাভের চেষ্টা করিয়াও যদি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার মরণ, চৌর্য্য ও পরাশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি নীচ কর্ম্ম ভিন্ন আর যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কীর্ত্তন করুন। ভবাদৃশ নানাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ও কৃতজ্ঞ লোকেরাই শারীরিক বা মানসিক পীড়ায় সমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাংসারিক প্রীতি ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানরূপ ধন লাভ করিতে পারিলেই লোকে পবিত্র সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। যাহারা অর্থজনিত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত থাকে আমার মতে তাহারা নিতান্ত শোচনীয়! দেখুন, আমার প্রভূত অর্থ স্বপ্নসম্ভূত সম্পত্তির ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহারা বিপুল অর্থ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদের তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই। আমার এক্ষণে কিছুমাত্র অর্থ নাই; তথাপি আমি অর্থমায়া পরিত্যাগে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, হে মহর্ষে! এক্ষণে আমি সম্পত্তিবিহীন কাতর ও নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। অতঃপর যাহাতে অন্যবিধ সুখ অনুভব করিতে পারি, আপনি তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় রাজপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্ব্বাগ্রে আপনার অধিকৃত দ্রব্যজাতকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান এবং যে সকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ করিতেছ, তৎসমুদায় নাই বলিয়া বিশ্বাস কর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই ঘোরতর বিপদ্কালেও ব্যথিত হন না। যাহা যাহা হইয়াগিয়াছে এবং যাহা যাহা হইবে তৎসমুদায়ই মিথ্যা; তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলেই অধর্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। পূর্ব্বপুরুষেরা যে সমস্ত ধন ধান্যাদি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তাঁহাদের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে কোন্ ব্যক্তি অনুতাপিত হয়। দৈবের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এককালে নির্ধন হইয়া যায় এবং যাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি নাই, তাহারও বিপুল ধনাগম হইয়া থাকে। শোকপ্রকাশ করিলে অর্থাগমের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, অতএব শোক করা কোন মতেই বিধেয় নহে। আজি তোমার পিতা ও পিতামহগণ কোথায় রহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না। তাঁহারাও তোমাকে দেখিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে তাঁহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া আপনি চিরজীবী বা নশ্বর, তাহা পর্য্যালোচনা কর। তুমি সম্যক্রূপে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অবগত হইবে যে, তুমি কখনই চিরকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। কি আমি, কি তুমি, কি শত্রু, কি মিত্র এবং কি বিংশতিবর্ষ, কি ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক মানবগণ সকলকেই কোন না কোন সময়ে কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেহই চিরজীবী হইবে না। যদি কোন মনুষ্যের বিপুল ধন বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি সেই ধন আমার নয় বিবেচনা করিয়া আপনার মনের প্রীতিসাধন করিবেন। যাঁহারা অনাগত ও অতীত বিষয় আপনার নহে বিবেচনা করিয়া অদৃষ্টকেই বলবান্ বোধ করেন, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তোমার সদৃশ ও তোমা অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি ও পুরুষকার সম্পন্ন মানবগণ ধনহীন হইয়াও বুদ্ধিবলে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছে। তাহারা ত তোমার ন্যায় শোকে অভিভূত হয় নাই। তুমি কি নিমিত্ত বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছ?

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ভগবন্! আমি অনায়াসে রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে কালসহযোগে উহার উচ্ছেদদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনুতাপিত হইতেছি।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! অতীত ও অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার প্রাপ্য বিষয় লাভ করিতে ইচ্ছা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য; অপ্রাপ্য বিষয়ের কামনা করা কদাপি বিধেয় নহে। তুমি স্বীয় অধিকৃত বিষয়ের উপভোগে নিরত থাকিয়া সুখানুভব কর। অনাগত বিষয়ের জন্য কদাচ শোক করিও না। অর্থনাশ নিমিত্ত অনুতাপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণই ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিধাতাকে তিরস্কার করে, অধিকৃত অর্থে সন্তুষ্ট হয় না এবং নীচ ব্যক্তিদিগকে সম্পত্তিশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। ঐ সকল কারণ বশত তাহাদিগকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আত্মাভিমানী ব্যক্তিরাই ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া থাকে। তুমি ত কদাপি ঈর্ষাপরবশ হও নাই? যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বয়ং সম্পত্তিহীন হইয়াও অন্যের সৌভাগ্য দর্শনে কাতর হইও না। নির্ম্মৎসর ব্যক্তিরা কৌশলক্রমে শত্রুদিগেরও রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যোগধর্ম্মবেত্তা ধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিতগণ ধনকে অস্থির ও বাসনাবৃদ্ধির নিদান জানিয়া অনায়াসে রাজলক্ষ্মী ও পুত্র পৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনেকে ঐশ্বর্য্য অতি দুর্ল্লভ বিবেচনা করিয়া সংসারস্থ সমুদায় পদার্থ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুমি বিজ্ঞ হইয়াও অপ্রার্থনীয় অস্থির বিষয়ের অভিলাষ করিয়া দীনভাবে পরিতাপ করিতেছ। এক্ষণে ঐ অভিলাষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। অনর্থ অর্থরূপে এবং অর্থ অনর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অনেকে অর্থবৃদ্ধি করিতে গিয়া এককালে নিৰ্দ্ধন হইয়া পড়ে এবং অনেকে অর্থই অনন্ত সুখের মূল, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বিবেচনা করিয়া সতত উহার কামনা করে। যে ব্যক্তি নিরন্তর ধন অন্বেষণ করে, তাহার অন্যান্য সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। যদি কেহ কথঞ্চিৎ স্বীয় প্রার্থিত ধন লাভ করে এবং পরিশেষে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। সদ্বংশীয় সাধু ব্যক্তিরা পারলৌকিক সুখ কামনা করিয়া লৌকিক সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। ধনলোলুপ ব্যক্তিরা ধনলাভার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং ধন ব্যতীত জীবন ধারণ করা নিরর্থক বলিয়া বোধ করে। হায়! যাহারা এই অচিরস্থায়ী জীবন ধারণ করিয়া ধনতৃষ্ণায় বিমোহিত হয়, তাহাদের ন্যায় নির্ব্বোধ ও শোচনীয় আর কে আছে? যখন সঞ্চিত দ্রব্য মাত্রেরই বিনাশ, জীবিত ব্যক্তি মাত্রেরই মরণ ও সংযোগ মাত্রেরই বিয়োগ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন? হয় মানবগণ ধনকে, না হয় ধন মানবগণকে পরিত্যাগ করে। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া ধননাশ নিবন্ধন কখনই ব্যথিত হন না। এই সংসারে অসংখ্য লোকের ধননাশ ও বন্ধু বিয়োগ হইতেছে। তুমি উহা পর্য্যালোচন করিয়া স্থিরচিত্ত হও। ইন্দ্রিয়, মন ও বাক্য সংযত কর এবং অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করিও না। ভবাদৃশ মৃদু, দান্ত, সংযতাত্মা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ব্যক্তিরা সামান্য বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল বা অনুতাপিত হন না। অতি নৃশংস পাপজনক কাপুরুষোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও তোমার উচিত নহে। তুমি বাগ্যত ও সকল জীবের প্রতি দয়ালু হইয়া ফল মূল আহার করত একাকী মহাবনে বাস কর। যিনি একাকী অরণ্যমধ্যে বৃহদ্দন্ত হস্তীর সহিত একত্র বাস করিয়া অল্পলাভে সন্তুষ্ট হন, তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া গণনা করা যায়। মহাহ্রদ একবার সংক্ষুব্ধ হইয়া আবার আপনিই প্রসন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি অমাত্যাদি বিহীন হইয়াছ, তোমার ধনলাভেরও সম্ভাবনা নাই; অতএব বোধ হয়, তুমি ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেই সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আর যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশে সমর্থ হও, তাহা হইলে রাজ্যলাভের নিমিত্ত আমি তোমাকে নীতি উপদেশ প্রদান করিতেছি। সেই নীতির অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ ও রাজ্যলাভে সমর্থ হইবে। যদি উহাতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে সেই নীতি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ভগবন্! আমি অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি, আপনি সেই নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। অদ্য আপনার সহিত আমার সমাগম যেন ব্যর্থ না হয়।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুগণকেও নমস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি পবিত্র কার্য্য দ্বারা সত্যবাদী বিদেহরাজের পরিচর্য্যা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ধন প্রদান করিবেন। তুমি কিয়ৎকাল জনকের নিকট অবস্থান করিলে ক্রমে তাঁহার বাহুস্বরূপ ও সকল লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিবে এবং অনায়াসে উৎসাহসম্পন্ন ব্যসনহীন সহায় ও বল লাভ করিতে পারিবে। সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বিদেহরাজ প্রতিনিয়ত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করেন। তুমি তাহার নিকট মান্য এবং তাঁহার প্রজাগণের বিশ্বাসভাজন ও আদরণীয় হইয়া সুহৃদ্বল লাভ করিলে অনায়াসেই সুমন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শত্রু দ্বারা শত্রুগণের মধ্যে ভেদোৎপাদন বা এক শত্রুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্য শত্রুর বলক্ষয় করিতে পারিবে। ঐ সময় তুমি শত্রুগণকে উত্তম উত্তম স্ত্রী, আচ্ছাদন, শয্যা, আসন, যান, গৃহ, পক্ষী, মৃগ, গন্ধ, রস ও ফলে সবিশেষ আসক্ত করিবে, তাহা হইলে উহারা স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা শত্রুকে নিপীড়িত বা উপেক্ষা করিতে বাসনা করিয়া কদাচ উহা তাহার নিকট প্রকাশ করেন না। তুমি কুক্কুর, মৃগ ও কাকের স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মিত্রের ন্যায় অমিত্রগণের নিকট অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দুষ্কর কার্য্যে ও বলবান্‌দিগের সহিত বিরোধে প্রবর্ত্তিত করিবে। মহামূল্য উদ্যান, শয্যা, আসন ও সুখভোগ্য অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যে তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া কোষ নিঃশেষিত করিবে। ঐ সময় অরাতিদিগকে যজ্ঞদানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তোমার প্রত্যুপকার ও বৃকগণের ন্যায় তোমার শত্রুদিগকে গ্রাস করিবেন। পুণ্যবান্ ব্যক্তি নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে গমন করিতে পারেন। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা দ্বারা হউক না কেন কোষক্ষয় হইলেই শত্রুগণ বশীভূত হয়। কোষই অর্থসিদ্ধির মূল কারণ। সুতরাং কোষক্ষয় হইলে শত্রুগণকে অবশ্যই বিষণ্ণ হইতে হইবে। কেবল দৈবপরায়ণ ব্যক্তিকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই। অতএব শত্রুগণকে পুরুষকারের পরিবর্ত্তে দৈববিষয়ক উপদেশ প্রদান ও তাহাদিগকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ ঐরূপে ধনহীন হইলে পর তাহারা যাহাতে সাধুগণকে নিপীড়ন করে, তাঁহার চেষ্টা এবং তাহাদিগকে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যোগধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহারা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভার্থী হইয়া বনে প্রবিষ্ট হইবে। ঐ সময় সর্ব্বশত্রুবিনাশী ঔষধাদি দ্বারা শত্রুগণের হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যগণকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এইরূপে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি প্রভূত্ত্বের ধনলাভ করিবার নিমিত্ত কাপট্য, দাম্ভিকতা বা অধর্ম্মাচরণ করিতে বাসনা করি না। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে কহিয়াছি যে, যাহাতে কেহ আমাকে পাপাত্মা বলিয়া শঙ্কা না করে এবং যাহাতে আমার সমস্ত হিতকার্য্য সুসিদ্ধ হয়, আপনি এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। ইহলোকে অনৃশংস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং আমি কদাপি উক্তরূপ পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। আর আপনারও আমাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া উপযুক্ত নহে।

তখন মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! তুমি স্বভাবতঃ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও অশেষ গুণে ভূষিত। অতএব তুমি আপনার স্বভাবের অনুরূপ কথাই কহিয়াছ। এক্ষণে আমি যত্নপূর্ব্বক তোমার সহিত জনকের শাশ্বত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া দিব। তুমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত ও এরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও অনৃশংস বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে বাসনা করিতেছ; অতএব কোন্ মহীপতি তোমার ন্যায় সংকুলোদ্ভব শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন প্রজারঞ্জক মহাত্মাকে লাভ করিয়া অমাত্যপদে অভিষিক্ত না করিবেন? আজি আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদেহাধিপতিকে আমার ভবনে আনয়নপূর্ব্বক তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে অনুরোধ করিব। তিনি আমার বাক্যে কখনই অনাস্থা করিবেন না।

অনন্তর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় বিদেহাধিপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই ক্ষেমদর্শী রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি ইঁহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছি। ইনি শরৎকালীন পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিশুদ্ধ। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইঁহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি আমার ন্যায় ইঁহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইঁহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন কর। রাজা অমাত্য ভিন্ন তিন দিনও রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হন না। অমাত্যের আবার অসাধারণ শৌর্য্য ও ধীশক্তি থাকা আবশ্যক। অতএব তুমি ইঁহাকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া ইঁহার শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে উভয় লোকে মঙ্গল লাভ কর। উপযুক্ত অমাত্যের সাহায্যের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগের সদ্গতি লাভের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছু নাই। এই মহাত্মা রাজতনয় সজ্জনোচিত পদবী অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব ইঁহাকে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সম্মান করিলে তোমার সমুদায় শত্রুই বশীভূত হইবে। আর দেখ, যদি ইনি তোমাকে জয় করিবার বাসনায় কুলাচরিত ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তোমাকেও জয়াভিলাষে উঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব আমার বাক্যানুসারে যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক ইঁহাকে বশীভূত কর। এক্ষণে অনুচিত কাম, লোভ ও বিদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াই তোমার আবশ্যক। জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থির নাই। অনেকে শত্রুকে পরাজয় করিতে গিয়া স্বয়ং তাহার নিকট পরাজিত হয়। অতএব দণ্ড অপেক্ষা ভোজন ও দানাদি দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করা উচিত। যিনি শত্রুর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হন, তাঁহার আপনার সর্ব্বনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে জনক রাজা তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগের হিতকামনায় যাহা কহিলেন, ইহা আমাদিগের উভয়েরই পরম হিতকর, অতএব আমি অবিচারিত চিত্তে অচিরাৎ উহা সম্পাদন করিব।

মিথিলাধিপতি মহর্ষিকে এই কথা বলিয়া কোশলরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে সমস্ত পরাজয় করিয়াছি। তুমিও আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছ, কিন্তু আমি জয় করিয়াছি বলিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করি না। প্রত্যুত তোমার বুদ্ধি ও পৌরুষের সবিশেষ প্রশংসা করি। অতএব তুমি যথাবিধি সম্মানিত হইয়া আমার ভবনে গমন পূর্ব্বক অবস্থান কর।

অনন্তর বিদেহাধিপতি জনক ও কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী উভয়ে সেই মহর্ষিকে পূজা করিয়া বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। জনকরাজা কোশলরাজকে আপনার গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যা ও বিবিধ ধনরত্ন সম্প্রদান করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সন্ধিই নরপতিগণের প্রধান ধর্ম্ম। জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্মাচরণ, জীবিকানির্ব্বাহ ও ঐশ্বর্য্যলাভ এবং ভূপালগণের কোষরক্ষা, কোষোৎপাদন, জয়লাভ, অমাত্যগুণ পরীক্ষা, প্রজাবৃদ্ধি, ষাড্গুণ্য আশ্রয়, সেনাগণের সহিত ব্যবহার, সাধু, অসাধু, প্রধান, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের লক্ষণ অবধারণ, মধ্যবিত্ত লোকের সন্তোষ সম্পাদন, ক্ষীণদিগের আশ্রয় দান ও জয়লাভ বিষয়ক কৌশলের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আত্মপক্ষীয় শূরগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত আর উঁহারা কিরূপে বর্দ্ধিত, ভেদবুদ্ধিশূন্য এবং শত্রু বিজয় ও সুহৃদ লাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমার মতে ভেদই শূরগণের বিনাশের মূল এবং অনেকের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহা গোপনে থাকা নিতান্ত কঠিন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোভ ও ক্রোধ হইতেই নরপতি ও তাঁহার অধিকৃত বীরদিগের বৈরানল সন্দীপিত হয়। রাজা লোভাকৃষ্ট ও বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়াই পরস্পর পরস্পরের বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন। ভূপতি ও তাঁহার পক্ষীয় বীরগণ ক্ষয়, ব্যয় ও ভয়নিবন্ধন চর, মন্ত্রণা, বল এবং সাম, দান ও ভেদ প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করেন। একমতাবলম্বী শূরগণের নিকট হইতে অপরিমিত করগ্রহণ করিলে তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয় এবং তাহারা তন্নিবন্ধন ভীত ও বিমনায়মান হইয়া অরাতিপক্ষ অবলম্বন করে। যাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অরাতির বশীভূত ও বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন করাই শূরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বল ও পৌরুষ সম্পন্ন বীরগণ একমতাবলম্বী হইলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন, অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত মিত্রতালাভ ও সর্ব্বপ্রকার সুখ ভোগ করিতে পারেন। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মারা সতত উঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। নানাগুণসম্পন্ন একমতাবলম্বী শূরগণ সমাজমধ্যে ধর্ম্মব্যবহার সংস্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে শাসন, বিনয়ীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা ও কোষপূরণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন এবং কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পুরুষকার, উৎসাহসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করিলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন। সৌভাগ্যশালী শাস্ত্রজ্ঞ বীরপুরুষদিগের প্রভাবেই মূঢ়গণ ঘোর বিপদে সমুত্তীর্ণ হয়। ঐ সকল বীরপুরুষকে নিগ্রহ, বধ ও ভয়প্রদর্শন, উঁহাদের মধ্যে ভেদোৎপাদন এবং উঁহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিলে উঁহারা অচিরাৎ বিপক্ষপক্ষের বশীভূত হন, অতএব তাঁহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য। উঁহাদের প্রভাবেই সমুদায় লোকের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগেরই গূঢ় মন্ত্রণা দ্বারা চরগণ শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে

সমুদায় বীরের সহিত মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য নহে। বীরগণের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্যান্য ব্যক্তির হিতসাধন করা উচিত। নচেৎ মন্ত্রণা প্রকাশ ও ভেদনিবন্ধন অর্থনাশ ও অনর্থ উৎপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শূরগণের মধ্যে যাহাদিগের ভেদবুদ্ধি জন্মিবে এবং যাহারা স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে কার্য্য করিবে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অচিরাৎ তাহাদের শাসন করিবেন। যদি কুলবৃদ্ধগণ কুলসম্ভূত কলহে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে গণভেদ নিবন্ধন গোত্রের ক্ষয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আত্মীয়ভেদসম্ভূত-ভয় শত্রুভয় অপেক্ষা গুরুতর। অতএব যাহাতে আত্মীয়ভেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা উচিত। আত্মীয়ভেদ অচিরাৎ মনুষ্যকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। যখন সমান জাতি ও সমান কুলসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অকস্মাৎ ক্রোধ মোহ ও স্বভাবজ লোভের বশীভূত হইয়া পরস্পর বাক্যালাপে বিরত হন; তখনই পরাভবের লক্ষণ লক্ষিত হয়। শত্রুগণ উদ্যোগ বা বুদ্ধিবলে শূরগণকে বিনষ্ট করিতে পারে না, কেবল উঁহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হয়। অতএব ঐকমত্য অবলম্বন, শূরগণের রক্ষার প্রধান উপায়।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মপথ অতি সুবিস্তীর্ণ ও বহুশাখা-সঙ্কুল। অতএব এক্ষণে আপনার মতে কোন্ ধর্ম্মের অনুশীলন করা উচিত এবং কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক ও পরলোকে পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমার মতে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই পরম ধর্ম্ম। উহা অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দিব্যলোক ও মহীয়সী কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হয়। তাঁহারা সুসেবিত হইয়া যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, উহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, অবিচারিত চিত্তে

অচিরাৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অনভিমত, কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্দেহ নাই। তাঁহারা তিন লোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ এবং তিন অগ্নি স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অন্যান্য গুরুজনগণ আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অপ্রমত্ত চিত্তে তিনের উপাসনা করিলেই অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজিত করা যায়। তুমি উত্তম রূপে উঁহাদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলে অনায়াসে ধর্ম্ম ও যশোলাভে সমর্থ হইবে। কদাচ উঁহাদিগকে অতিক্রম বা উঁহাদের দোষ কীর্ত্তন করিও না। প্রতিনিয়ত উঁহাদের পরিচর্য্যা করাই পরম ধর্ম্ম এবং যশ, পুণ্য কীর্ত্তি ও দুর্লভ লোক সমুদায় লাভের প্রধান উপায়। যাঁহারা ঐ তিনের সমাদর করেন, তাঁহাদের সমুদায় লোক বশীভূত হয়, আর যাহারা উঁহাদিগের সমাদর না করেন, তাহাদিগের সমস্ত কার্য্যই বিফল হয় এবং তাঁহারা কি ইহলোক কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন না। আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত যে যে কার্য্য করিয়াছি, আমার সেই সেই কার্য্যানুষ্ঠানের শত গুণ বা সহস্র গুণ পুণ্যলাভ হইয়াছে এবং সেই পুণ্যবলেই আমি এক্ষণে ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করিতেছি। দশ শ্রোত্রিয় অপেক্ষা এক আচার্য্য, দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা এক পিতা এবং দশ পিতা বা সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা এক মাতা গুরুতর বলিয়া গণনীয় হয়। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, উপদেষ্টা গুরু পিতা ও মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিতা মাতা যে দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা অচিরস্থায়ী, কিন্তু আচার্য্য যাহা উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কোন কালেই ধ্বংস নাই। পিতা মাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বধ করা পুত্রের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অপরাধী পিতা মাতার দণ্ড বিধান না করিলে পুত্রগণকে দূষিত হইতে হয় না। পিতামাতা ধর্ম্মদ্বেষী হইলেও তাঁহাদের প্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি পিতা মাতা স্বরূপ। অতএব তাঁহার প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে, তাহাদিগের সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয় এবং এই ভূমণ্ডলে আর কাহাকেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না। শিক্ষকগণ শিষ্যগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরও ধর্ম্ম কামনায় যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদের তদনুরূপ পূজা করা কর্ত্তব্য। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রীত হইলে ব্রহ্ম প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষা উপাধ্যায়ই পূজ্যতম। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হন। অতএব কোন রূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। শিক্ষাদান নিবন্ধন উপাধ্যায়গণ যাদৃশ পূজ্য, পিতা মাতা তাদৃশ নহেন। উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের সৎকার করিলে দেবতারা প্রসন্ন হন। যাহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্ট চিন্তা করে, যাহারা পিতা মাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের ভরণপোষণে বিরত হয়, তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহই নাই। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীঘাতক ও গুরুহত্যাকারী এই চারি ব্যক্তির নিষ্কৃতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর হয় নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহলোকে মানবগণের যাহা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মানুসারে সংক্ষেপে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অপেক্ষা

নবাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতে বাসনা করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন? সত্য ও মিথ্যা সমুদায় জগৎ সমাবৃত করিয়া রহিয়াছে; ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির ঐ উভয়ের মধ্যে কি আশ্রয় করা উচিত? সত্য কি? মিথ্যা কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে কহে এবং কোন সময়ে সত্য আর কোন্ সময়েই বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সত্য বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এক্ষণে আমি সমুদায় লোকের দুর্জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপে সত্য মিথ্যা বিচারে সমর্থ হন, তিনিই জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অসচ্চরিত্র হিংস্র স্বভাব ব্যক্তিও অন্ধনামা বলাক ব্যাধের ন্যায় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মকাম হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে না, কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ উলূক ধর্ম্মকাম না হইয়াও অসংখ্য সত্ত্বনাশ নিবন্ধন বিপুল পুণ্য লাভ করিয়াছিল। যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। কেহ কেহ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাহারা শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করি না, কারণ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যই কখন ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐরূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে পরধন রক্ষা হয়, তবে তাহাই করিবে। আর যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে; তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, ঐরূপ স্থলে শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সঙ্গতি থাকিলেও তস্করদিগকে ধন দান করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে দান করিলে দাতাকে নিশ্চয়ই বিপদে নিপতিত হইতে হয়। উত্তমর্ণ যদি ধনদানে অসমর্থ অধমর্ণকে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষিগণের সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐরূপ স্থলে মিথ্যা কথা কহিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কিন্তু বিবাহ ও প্রাণসংশয় কালে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্ম্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে। অঙ্গীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুগত নিয়মের বিপরীতাচরণ করে তাহাকে বিধানানুসারে রাজদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত করা উচিত। শঠ ব্যক্তিরা স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আসুর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকে; অতএব যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন উহাদের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ পাপাত্মারা ধনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে। উহারা প্রেত তুল্য, অপাংক্তেয়, যাগযজ্ঞশূন্য, তপঃপরাঙ্মুখ এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী; অতএব উহাদিগের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব রাখা উচিত নহে। উহারা ধন নাশ হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহাদিগকে প্রযত্ন সহকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উহাদিগের মধ্যে কাহারই ধর্ম্মজ্ঞান নাই। উহাদিগকে বিনাশ করিলে জীবহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ উহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রভাবেই নিহত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে যে বধ করে, তাহার প্রাণিবধজনিত পাপে জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া অকর্ত্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তিরা কাক ও গৃধ্রের তুল্য; উহারা দেহত্যাগের পর কাকাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যেরূপ ব্যবহার করিবে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য

যে ব্যক্তি মায়াবী তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণ বিবিধ সাংসারিক ভয়ে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলে যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্গম বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণেরা বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা অহঙ্কার পরিহার, লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম ও কটুবাক্য সহ্য করিয়া থাকেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতিহিংসা করেন না, অর্থ প্রার্থনায় বিমুখ হইয়া দান ও প্রতিদিন অতিথিসৎকার করেন, অসূয়াশূন্য, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম যত্ন সহকারে পিতা মাতার শুশ্রূষায় নিরত থাকেন এবং দিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হন না, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যে ভূপালগণ কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপানুষ্ঠান করেন না, যাঁহারা সকলের প্রতিই অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধান করেন; যাঁহারা বলবান্ ও লোভ প্রভাবে অর্থসংগ্রহ করেন না; যাঁহারা অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব বিষয় রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা পরবলাভিমর্দনে নিরত হইয়া যুদ্ধকালে আপন আপন ধর্ম্মপত্নীতে গমন ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণস্থলে ধর্ম্মানুসারে জয়লাভের অভিলাষ করেন; যাঁহারা প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলেও কদাচ সত্য বাক্য পরিত্যাগ করেন না; যাঁহারা মনুষ্যদিগের আদর্শ স্বরূপ; যাঁহাদিগের কোন কার্য্যই অবিশ্বাসের যোগ্য নহে এবং যাঁহাদিগের অর্থ সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হয়, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায় কালে অধ্যয়ন করেন না; যাঁহারা বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস সমাধানান্তে স্নান করিয়া থাকেন; যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত না হইয়া একমাত্র সত্ত্বগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন; যাঁহাদিগের হৃদয়ে কাহারই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হয় না, যাঁহারা কোন ব্যক্তি হইতে ভীত হন না ও সকলকেই আপনার ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা পরস্ত্রী দর্শনে সন্তুষ্ট বা কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হন না; যাঁহারা সকল দেবতাকে নমস্কার ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, যাঁহারা আপনাদিগের মানসম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না; যাঁহারা মাননীয় ব্যক্তিকে নমস্কার ও যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সন্তানার্থী হইয়া বিশুদ্ধমনে প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন, আপনার ক্রোধ সংবরণ, অন্যের ক্রোধাপনয়ন ও জন্মাবধি মদ্যমাংসের প্রতি সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন এবং যাঁহারা প্রাণধারণের নিমিত্তই ভোজন, অপত্যোৎপাদনের নিমিত্তই স্ত্রীসহবাস ও সত্যকথা কহিবার নিমিত্তই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

হে যুধিষ্ঠির। আর এই যে মহাত্মা মধুসূদন এস্থানে অবস্থান করিতেছেন, উনি আমাদিগের পরম সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও সম্বন্ধী। উনি স্বেচ্ছাক্রমে চক্রের ন্যায় এই সমস্ত লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। উনি লোকের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানার্থ নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর সকল জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা অক্ষয় পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে, সে নিঃসন্দেহই অনায়াসে দুষ্কর বিষয় অতিক্রম করিতে পারে। যাঁহারা এই দুর্গাতিতরণ পাঠ ও ব্রাহ্মণগণের নিকট কীর্ত্তন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তাঁহারা ও দুস্তর বস্তু অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা ইহলোকে ও পরলোকে যে প্রকারে দুস্তর বিষয় সমুত্তীর্ণ হইতে পারে, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনেকানেক শান্তপ্রকৃতি পুরুষকে অশান্তের ন্যায় ও অনেকানেক অশান্ত প্রকৃতি পুরুষকে শান্তের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। আমি কিরূপে তাদৃশ ব্যক্তিদিগের যথার্থ প্রকৃতি অবগত হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্যাঘ্রগোমায়ু সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অতি সমৃদ্ধিশালী পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরশ্রীকাতর ক্রূরস্বভাব নরপতি ছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন পরে দেহত্যাগ পূর্ব্বক আপনার কর্ম্মদোষে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি স্মরণ হওয়াতে যারপর নাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সকল জীবের প্রতি দয়ালু সত্যবাদী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাংসাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাকালে স্বয়ং নিপতিত ফল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্মশানে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই অন্যান্য গোমায়ুগণের সহিত বাস করিতেন। জন্মভূমিস্নেহনিবন্ধন অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা করেন নাই। একদা তাঁহার স্বজাতীয় শৃগালেরা তাঁহার বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বুদ্ধি বিপরীত্য জন্মাইবার মানসে কহিল, ভাই! তুমি কি নির্ব্বোধ! নরমাংসলোলুপ শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই ঘোরতর শ্মশান ভূমিতে বাস করিয়া শুদ্ধভাবে কালাতিপাত করিতে বাসনা করিতেছ? যাহা হউক, এক্ষণে বিশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মাংসভোজনে নিরত হও। আমরা তোমাকে আহার সামগ্রী প্রদান করিব।

তখন সেই বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন শৃগাল স্বজাতীয়দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাহিতচিত্তে যুক্তিযুক্ত বচনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, স্বজন! আমার মতে কুৎসিত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে আমার যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি। আমি এই ঘোরতর শ্মশান ভূমিতে বাস করিতেছি বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে আমার যে স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর। আত্মা হইতেই কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অবস্থান করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রম মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করে, আর যদি কেহ আশ্রম ভিন্ন অন্য স্থানে গো দান করে, তাহা হইলে কি সেই ব্রহ্মহত্যাকারীকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং গোদানকর্ত্তার দান বৃথা হইবে? তোমরা লোভ বশতঃ কেবল উদর পূরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়াছ। পরিণামে যে সকল দোষ হইবে মুগ্ধ ব্যক্তিরা তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। আমি এক্ষণে উভয় লোকে অসন্তোষজনক অতি নিন্দনীয় ধর্ম্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই দুষ্প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইয়াছি।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় এক প্রচণ্ড পরাক্রমশালী শার্দ্দূল সেই শ্মশানে অবস্থান করিতেছিল। সে সেই বিশুদ্ধস্বভাব শৃগালের বাক্য শ্রবণে তাহাকে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত বিবেচনায় সাধ্যানুরূপ অর্চনা করিয়া অমাত্যপদে অভিষেক পূর্ব্বক কহিল, মহাত্মন্! আমি তোমার প্রকৃতি অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুরূপ আহার বিহার করিয়া আমার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কর। আমরা অতি উগ্রস্বভাব; অতএব তুমি আমার নিকট মৃদুতা অবলম্বন করিলে অনায়াসেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে।

তখন গোমায়ু সেই শার্দ্দূলের বাক্যে সমাদর করিয়া ঈষৎ নম্রবদনে কহিল, মৃগেন্দ্র! আপনি যে ধর্ম্মার্থকুশল বিশুদ্ধস্বভাব সহায়লাভের বাসনা করিয়াছেন, ইহা আপনার অনুরূপই হইয়াছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা প্রাণহন্তা দুষ্ট অমাত্যের সাহায্যে কখনই আধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন না। অনুরক্ত, নীতিজ্ঞ, দুরভিসন্ধিশূন্য, জিগীষাপরবশ, লোভবিহীন, ছলগ্রাহী ও হিতসাধনতৎপর সহায়গণকে আচার্য্য ও পিতার ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক এক্ষণে আমি যাহাতে সন্তুষ্ট নহি, সেরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে আমার অভিরুচি নাই। আমি আপনার

আশ্রয়ে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য বা সুখভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনার পুরাতন ভৃত্যগণের স্বভাবের সহিত আমার স্বভাবের ঐক্য হইবে না। তাহারা আমার নিমিত্ত দুশ্চরিত্র হইয়া নিশ্চয় আপনার সহিত আমার ভেদোৎপাদন করিয়া দিবে। মহৎব্যক্তির অধীনতাও প্রার্থনীয় নহে। যে ব্যক্তি দীর্ঘদর্শিতা ও উৎসাহগুণে বিভূষিত হয় এবং অন্যকে ভূরি ভূরি দান ও পাপাত্মাদিগের প্রতি অনৌদ্ধত্য প্রকাশ করে, সেই যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা ব্যবহারে পারদর্শী বা অল্পে সন্তুষ্ট নহি এবং কখন কাহারও সেবা করি নাই। সুতরাং তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। রাজসন্নিধানে অবস্থান করিলে অনাবৃত নিন্দানিবন্ধন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হয় আর বনবাসীদিগের সহিত বাস করিলে নির্ভয়ে ব্রতচর্য্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। ভূপতির আহ্বান শ্রবণে যেরূপ ভয় অনুভব করে; সন্তুষ্টচিত্তে ফলমূলাহারী বনচারিগণ কখনই সেরূপ ভয়ে ভীত হন না। অনায়াসলব্ধ জল ও ভয়সঙ্কুল সুস্বাদু অন্ন এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে যাহাতে ভয়ের লেশ নাই তাহাই সুখাবহ। ভৃত্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে; অতি অল্প লোকেই যথার্থ দোষে দূষিত হয়। যাহা হউক, যদি আপনি নিতান্তই আমাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত করুন। রাজন্! আমি যে হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিব, আপনাকে তাহা সমাদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে এবং আপনি যে বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি কখনই আপনার অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিব না। তাহা হইলে তাহারা মহত্ত্বকামনায় আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিবে। অতএব আমি কেবল নির্জ্জনে আপনার সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। আপনার জ্ঞাতিকার্য্য উপস্থিত হইলে আপনি আমাকে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না এবং ক্রোধভরে আমার প্রতি বা আমার সহিত মন্ত্রণার পর অন্যান্য মন্ত্রিগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন না।

শৃগাল এইরূপ কহিলে শার্দ্দূল তাহার বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিল। তখন শার্দ্দূলের পূর্ব্বতন ভৃত্যগণ শৃগালের সমাদর দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া পদে পদে তাহার বিদ্বেষাচরণ করিতে লাগিল। ঐ দুরাত্মারা গোমায়ুর মন্ত্রণাবলে মাংস হরণে অসমর্থ হইয়া আপনাদের উন্নতি বাসনায় প্রথমত মিত্রভাবে তাহাকে সান্ত্বনা ও প্রসন্ন করিয়া প্রভূততর ঐশ্বর্য্য প্রদান ও বিবিধ প্রলোভন বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বুদ্ধিমান শৃগাল কোনরূপেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না। তখন তাহারা শৃগালের বিনাশ বাসনায় একত্র হইয়া শার্দ্দূলের আহারার্থ সমাহৃত উৎকৃষ্ট মাংসরাশি লইয়া শৃগালের গৃহে অবস্থাপন করিল। ভেদবুদ্ধিপরাঙ্মুখ শৃগাল আপনার গৃহে সেই মাংস দর্শন করিয়া উহা কি নিমিত্ত সমানীত হইয়াছে তাহা সবিশেষ অবগত হইয়াও বন্ধুবিচ্ছেদভয়ে প্রকাশ করিল না।

অনন্তর শার্দ্দূল ক্ষুধিত হইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিল, কিন্তু আহার সম্পাদনার্থ সমাহৃত মাংসের কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। তখন সে ক্রোধভরে কহিল, অমাত্যগণ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। তখন ধূর্ত্তেরা শার্দ্দূলকে নিবেদন করিল, মৃগরাজ! আপনার প্রাজ্ঞাভিমানী মন্ত্রীই সেই মাংস অপহরণ করিয়াছেন। শার্দ্দূল তাঁহাদের মুখে শৃগালের সেই অবিবেচনার কার্য্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইল। শার্দ্দূলের পূর্ব্বমন্ত্রিগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, মৃগরাজ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তখন সে সকল অকার্য্যই করিতে পারে। আপনি আমাদের মুখে পূর্ব্বে তাহার স্বভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। তাহার বাক্য ধার্ম্মিকের ন্যায়, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর। ঐ কপট-ধর্ম্মপরায়ণ পাপস্বভাব দুরাত্মা স্বীয় ভোজন ব্যাপার সমাধানের নিমিত্তই পরিশ্রম সহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিল। যদি এই উপস্থিত বিষয়ে আপনার অবিশ্বাস জন্মে তবে আপনি ঐ বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। শার্দ্দূলের পূর্ব্বমন্ত্রিগণ এই বলিয়া শৃগালের গৃহস্থিত মাংসভার আনয়ন পূর্ব্বক রাজাকে প্রদর্শন করিল। তখন শার্দ্দূল স্বচক্ষে সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস অবলোকন করিয়া রোষাকুলিত লোচনে পূর্ব্বতন মন্ত্রিগণকে কহিল, তোমরা অবিলম্বে ঐ দুষ্ট শৃগালকে বিনাশ কর।

ঐ সময় শার্দ্দূল জননী তাহার এই অনুজ্ঞা শ্রবণগোচর করিয়া তাহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি তোমার এই সমস্ত পূর্ব্বমন্ত্রীদিগের কপট বাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিও না। অসাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে কার্য্যদোষে দূষিত করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে, তাহারা অন্যের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না। শত্রুতা স্বকার্য্যনিরত বিশুদ্ধস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায়ই নির্দোষ লোকেরা লুব্ধ প্রকৃতিদিগের, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগের, পণ্ডিতেরা মূর্খদিগের, ধনিগণ দরিদ্রদিগের, ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিকদিগের এবং স্বরূপেরা বিরূপদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। অনেকানেক লুব্ধস্বভাব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কপট পণ্ডিতেরা বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ নির্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্ঘোষণ করেন। তুমি তোমার মন্ত্রী শৃগালকে মাংস প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না। আজি যে সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করিয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব অগ্রে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্ত্তব্য। এই জগতে অনেকানেক অসভ্য লোক সভ্যের ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্য লোক অসভ্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাদের স্বভাবের সবিশেষ পরীক্ষা করিবেন। নভোমণ্ডলকে কটাহের ন্যায় এবং খদ্যোতকে হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল দেখা যায়; কিন্তু বস্তুতঃ আকাশে কটাহ ও খদ্যোতে হুতাশন নাই। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না।

হে বৎস! অধীনস্থ ব্যক্তিকে বিনাশ করা প্রভুর পক্ষে সুকঠিন নহে; কিন্তু তাহার ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয় ও যশস্কর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান মন্ত্রিপদে সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়া এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে; সৎপাত্র লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব তুমি কদাচ মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড করিও না। যে ব্যক্তি নির্দোষ লোককে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই নির্ব্বোধকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয় এবং আশ্রিত অমাত্যগণও দোষে লিপ্ত হইয়া থাকে।

শার্দ্দূলের মাতা তাহাকে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিতেছে, এমন সময় শৃগালের এক পরম ধার্ম্মিক চর উপস্থিত হইয়া শৃগালের শত্রুপক্ষ যেরূপ কপটজাল বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদায় শার্দ্দূলের নিকট নিবেদন করিল। তখন মৃগরাজ শার্দ্দূল গোমায়ুর সচ্চরিত্রতার বিষয় শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া যথোচিত উপচারে সৎকার করিয়া শৃগালকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নীতিশাস্ত্রবিশারদ শৃগাল চৌর্য্যাপবাদ নিবন্ধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রায়োপবেশন বাসনায় শার্দ্দূলের অনুমতি প্রার্থনা করায়, শার্দ্দূল গোমায়ুর বাক্য শ্রবণে প্রীতি প্রফুল্ল লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় পূজা করিয়া বারংবার সেই অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিতে লাগিল। তখন শৃগাল শার্দ্দূলকে আপনার উপর নিতান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখিয়া প্রণতি পুরঃসর বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিল, মৃগরাজ! আপনি অগ্রে আমার বিলক্ষণ সমাদর করিতেন, এক্ষণে আমাকে তাহার পর নাই অবমানিত করিয়াছেন, সুতরাং আর আমি আপনার নিকট অবস্থান করিতে পারি না। যে সমস্ত ভৃত্যেরা অসন্তুষ্ট স্বপদপরিভ্রষ্ট, অবমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব, প্রতারিত, দুর্ব্বল, লুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ভীত, অভিমানী, নির্দ্দয়, সতত সন্তপ্ত ও ব্যসনাসক্ত হয় এবং যাহারা নিরন্তর প্রভুর অগোচরে অবস্থান করে, তাহারা সকলেই শত্রুতুল্য। তাহারা কখনই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি এক্ষণে অবমানিত ও স্বপদপরিভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আপনি আমাকে আর কিরূপে বিশ্বাস করিবেন আর আমিই বা কিরূপে আপনার নিকট অবস্থান করিব। আপনি আমাকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কার্য্যদক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিই আবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অবমাননা

করিলেন। "সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সভামধ্যে একবার যাহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া আদর করেন, তাহার দোষ প্রখ্যাপন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি অবমানিত হইয়াছি; সুতরাং আপনি আর আমার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিলে আমারও বিলক্ষণ উদ্বেগ জন্মিবে। বিশেষত আপনি আমা হইতে ও আমি আপনা হইতে নিরন্তর শঙ্কিত থাকিলে অনেকেই আমাদিগের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন, একবার যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছে, তাহার সন্তোষ সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে নানাবিধ ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে আয়ত্ত করা এবং যে ব্যক্তি একান্ত অনুরক্ত, তাহাকে বিয়োজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় আয়ত্ত করিলে তাহার যে প্রীতি জন্মে, তাহা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নাই। কোন ভৃত্যই স্বার্থশূন্য হইয়া ভর্ত্তার হিত সাধন করে না। সকলেই স্বার্থসাধন তৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিতবুদ্ধি নিতান্ত দুর্লভ সন্দেহ নাই। যে রাজার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এক শত লোকের মধ্যে এক ব্যক্তি মাত্র কার্য্যক্ষম ও নির্ভীক হইয়া থাকে। লোকের বুদ্ধিলাঘব নিবন্ধনই অকস্মাৎ অধিকার লাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্ব প্রাপ্তির বাসনা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। জ্ঞানবান্ শৃগাল শার্দ্দূলকে এইরূপে ধর্ম্মকামার্থসঙ্গত উপদেশ প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কলেবর পরিত্যাগ ও স্বর্গ লাভ করিল।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ কার্য্য নরপতিদিগের কর্ত্তব্য? তাঁহারা কি করিলে সুখ লাভ করিতে পারেন? তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজাদিগের যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং যে কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের সুখ লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবার উপলক্ষে আমি এক উষ্ট্রের ইতিহাস অবিকল কহিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে এক জাতিস্মর বিপুল উষ্ট্র অরণ্য মধ্যে কঠোর নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিত। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপোনুষ্ঠান দর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন উষ্ট্র কহিল, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার এই গ্রীবা শত যোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হউক। ভগবান্ কমলযোনি উষ্ট্রের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। উষ্ট্রও প্রার্থিত বরলাভ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান পূর্ব্বক নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। বরলাভের দিন অবধি এক দিনও তাহার আহারের নিমিত্ত অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা হয় নাই।

একদা সেই উষ্ট্র নিশ্চিন্ত চিত্তে শতযোজন বিস্তৃত গ্রীবা প্রসারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ু সমুত্থিত হইল। তখন ঐ নির্ব্বোধ পশু স্বীয় মস্তক ও গ্রীবা গিরিগুহায় সংস্থাপিত করিয়া রহিল। অনন্তর মেঘ হইতে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে সমুদায় জগৎ জলে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় এক মাংসজীবী শৃগাল শীতার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পত্নীর সহিত সেই গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উষ্ট্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার গ্রীবা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নির্ব্বোধ উষ্ট্র আপনার সেই দুর্দ্দশা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া একবার ঊর্দ্ধে ও পুনরায় অধোভাগে গ্রীবা নিক্ষেপ করত উহা সঙ্কুচিত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতে লাগিল; কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। শৃগাল ও শৃগালী স্বচ্ছন্দে তাহার মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ সংহার করিয়া বৃষ্টিবর্ষাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! সেই দুর্ব্বুদ্ধি উষ্ট্র এইরূপে আলস্যপরায়ণ হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব তুমি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমনে যত্নবান্ হও। মহাত্মা মনু বুদ্ধিকেই জয়লাভের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কার্য্যসাধন বিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাহু মধ্যম ও পাদচার প্রভৃতি অধম উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় কার্য্যদক্ষ পুরুষেরাই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। মনুর মতে গূঢ় মন্ত্রণাশ্রবণনিরত, সহায়সম্পন্ন অর্থলোলুপ ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলেই জয়লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, ইহলোকে তাঁহাদিগেরই অর্থ লাভ হয়। সহায়সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সমুদায় পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বতন বিধিদর্শী সাধু লোকেরা যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি বুদ্ধি পূর্ব্বক সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সহায়হীন রাজা দুর্লভ রাজ্য লাভ করিয়া প্রবল শত্রুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে সাগর ও নদীগণের সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দানবগণের আশ্রয়ভূত নদীনাথ সমুদ্র সংশয়যুক্ত হইয়া নদীগণকে কহিয়াছিলেন, হে স্রোতস্বতীগণ! তোমরা প্রবাহ দ্বারা অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে মূল ও শাখার সহিত উন্মূলিত করিয়া আনয়ন করিতেছ কিন্তু তোমাদিগকে কদাপি একটিও বেতস আনয়ন করিতে দেখি নাই, ইহার কারণ কি? তোমাদিগের কূলসম্ভূত বেতস সকল অসার ও অল্পাকার বলিয়া কি তোমরা ঐ সমুদায়কে অবজ্ঞা কর অথবা উহারা তোমাদিগের কোন কার্য্যসাধন করে বলিয়া উহাদের উন্মূলনে বিরত হও। যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত একবারও বেতস আনয়ন কর না, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। তখন ভাগীরথী সদর্থসম্পন্ন যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সাগরকে কহিলেন, নাথ! অন্যান্য পাদপগণ এক স্থানে স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া আমাদিগের প্রতিকূলাচরণ করে, কিন্তু বেতসেরা সেরূপ নহে। উহারা নদীবেগ সমাগত দেখিবামাত্র অবনত হয় এবং বেগ অতিক্রান্ত হইলেই স্বস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে কালজ্ঞ, সঙ্কেতজ্ঞ, বশ্য, অনুদ্ধত ও অনুকূল বলিয়া উন্মূলিত করি নাই। ফলত যে সকল ওষধি, পাদপ ও গুল্ম বায়ু বা জলের বেগে অবনত হয়, তাহাদিগকে উন্মূলিত হইতে হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রবল শত্রুর তেজোদ্রেক হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উহা অসহ্য জ্ঞান করে, তাহার অচিরাৎ বিনাশ লাভ হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ লোকেরা আপনাদিগের ও শত্রুগণের সার, অসার ও বলবীর্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা শত্রুকে পরাক্রান্ত দেখিলেই তাহার নিকট বেতসের ন্যায় নম্র হইবেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মৃদু স্বভাব সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি সভামধ্যে উগ্র স্বভাব প্রগল্‌ভ মূর্খ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে কিরূপ ব্যবহার করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার নিকট এই বিষয়ের যাথার্থ্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যদি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রোষাবিষ্ট না হইয়া নির্ব্বোধের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমুদায় পুণ্য লাভ এবং তাহাতে আপনার সমুদায় পাপসঞ্চার করিতে পারেন। অতএব মন্দ ব্যক্তিকে টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষ স্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি লোকের বিরাগভাজন হয়, তাহার জীবন নিষ্ফল। "আমি সভামধ্যে অমুক মান্য ব্যক্তিকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিলে সে লজ্জিত ভাবে বিষণ্ণ বদনে মৃতকল্প হইয়া রহিল" মূঢ় ব্যক্তিরা এই বলিয়া নিয়ত আপনাদিগের পাপকর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। ঐরূপ নীচাশয় নির্লজ্জ ব্যক্তির বাক্যে যত্নপূর্ব্বক উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত। নির্ব্বোধেরা যাহা বলুক না কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা সহ্য করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য মধ্যে কাকের নিরর্থক চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পাপাত্মারা যদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই লোককে দূষিত করিতে পারিত,

তাহা হইলে তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু যেমন এক জনকে তুমি মৃত্যু গ্রাসে নিপতিত হও বলিলেই সে প্রাণ ত্যাগ করে না, তদ্রূপ দুরাত্মারা তাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহার দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ময়ূর যেমন আপনার গুহ্য প্রদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, তদ্রূপ নীচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার জারজত্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জা বোধ করে না।

যাহার পক্ষে কিছুই অবাচ্য ও অকার্য্য নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করাও সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে লোকের গুণ ব্যাখ্যান ও পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, সে কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞানহীন ও ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট, তাহার দান ও হোম কার্য্য কোন ক্রমেই ফলোপধায়ক হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি অখাদ্য কুক্কুরমাংসের ন্যায় ঐরূপ পাপাত্মা নীচাশয় ব্যক্তির সংস্রব অবিলম্বেই পরিহার করিবেন। দুরাত্মারা মহতের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আপনারই দোষ প্রখ্যাপন করে। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দকের প্রতিকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহাকে ভস্মরাশিমধ্যে নিপতিত গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি সতত লোকাপবাদে নিরত থাকে অশান্ত প্রকৃতি উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, ভয়ঙ্কর শালাবৃকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুক্কুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্ছৃঙ্খল, অবিনয়ী, পাপপরায়ণ, শত্রুতাচরণে তৎপর, অশুভ কার্য্যে নিরত পাপাত্মাকে ধিক্। যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঐ দুরাত্মাদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে "তুমি উহাদিগের বাক্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না" বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা মহতের সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মূর্খ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে লোকের গাত্রে চপেটাঘাত, ধূলি ও তুষ নিক্ষেপ এবং দশনে দশন নিপীড়ন পূর্ব্বক তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা লোকসমাজে দুর্জ্জনকৃত ভর্ৎসনায় উপেক্ষা করিতে পারেন এবং যিনি ঐ সমস্ত হিতোপদেশ সতত পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই পরনিন্দাজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুদর্শী ও আমাদিগের কুলের উন্নতিসাধক। আপনি দুরাত্মাদিগের দুর্ব্বাক্য দোষ সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে আর কএকটী বিষয়ে আমার যে সন্দেহ আছে, তাহাও আপনাকে ভঞ্জন করিতে হইবে। কিরূপে পুত্রপৌত্রগণের সন্তোষ ও রাজ্যের উন্নতিসাধন, বংশের সুখ বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে মঙ্গল লাভ এবং অন্নপানাদি দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য সাধন করা যায়। নরপতি রাজ্যে অভিষিক্ত ও মিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কিরূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিবেন? যিনি অজিতেন্দ্রিয়তা ও অনুরাগ বশতঃ অসজ্জনের সেবায় অনুরক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভৃত্যগণকে প্রকোপিত করেন, তিনি সুখ লাভে সমর্থ হন কি না? আর রাজা ভৃত্যবিহীন হইয়া একাকী কখনই রাজ্য শাসন করিতে পারেন না; অতএব কিরূপে কুলশীল সম্পন্ন ভৃত্যগণকে লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে?

হে পিতামহ! আপনি বৃহস্পতি সদৃশ ধীশক্তি সম্পন্ন; অতএব সুতত্ত্ব রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারা আমার এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আপনি আমাদিগের বংশের হিতসাধনে তৎপর ও ধর্ম্মোপদেষ্টা; মহাত্মা বিদুরও সতত আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনার নিকট বংশ ও রাজ্যের হিতকর কথা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া চিরকাল পরমসুখে নিদ্রানুভব করিতে পারিব।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! রাজা একাকী কখন রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হন না। সহায়বল ভিন্ন কোন ব্যক্তিই অর্থলাভ করিতে পারে না; যদিও কথঞ্চিৎ অর্থ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা তাহার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন হয়। যাহার ভৃত্যগণ জ্ঞানবৃদ্ধ, হিতৈষী, সৎকুলসম্ভূত ও স্নিগ্ধস্বভাব, যাহার অমাত্যগণ সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান, সদুপদেশ প্রদান, কালাকাল বিবেচনা ও ভাবী বিষয়ের সঙ্ঘটন করে এবং অতীত বিষয়ের জন্য অনুতাপিত ও উৎকোচাদি দ্বারা অন্যের বশীভূত না হয়, যাহার সহৃদ্গণ সমদুঃখসুখ সত্যবাদী হিতকারী ও অর্থচিন্তায় তৎপর এবং যাহার জনপদমধ্যে প্রজাগণ নীচাশয়ত্ব পরিত্যাগ ও সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করে, তিনিই যথার্থ রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। যাঁহার ধনাগার ও ধান্যাদি রক্ষার স্থানে সতত কোষবর্দ্ধনতৎপর বিশ্বস্ত লোক কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয়, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হন। যাঁহার নগরে অর্থী প্রত্যর্থীর বিচার যথার্থরূপে হইয়া থাকে এবং যিনি রাজধর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ ও মানবগণকে আপনার বশে আনয়নপূর্ব্বক সন্ধি বিগ্রহাদি ষড়্‌বর্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই ধর্ম্মফল ভোগ হইয়া থাকে।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষিগণ জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের নিকট এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তপোবনে উহা শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে এই উপলক্ষে সেই সাধুদিগের নিদর্শন স্বরূপ পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কোন জনশূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন বাস করিতেন। ঐ মহর্ষি দীক্ষানিরত, শান্তস্বভাব, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও উপবাসপরায়ণ ছিলেন। বনচারী জন্তু সমুদায় সেই অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মার সদ্ভাব দর্শনে বিশ্বস্ত চিত্তে নিয়ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত থাকিত। ক্রূর ব্যাঘ্র, মদমত্তমাতঙ্গ, দ্বীপী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি অন্যান্য শোণিতলোলুপ ভীমদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত ও প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত।

ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুক্কুর বাস করিত। ঐ কুক্কুর ফলমূলাহারী, উপবাসনিরত, দুর্ব্বল ও শান্তস্বভাব ছিল। সে কদাপি মহর্ষিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিত না। সতত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিত। তপোধন তাহার ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন। একদা এক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহার লাভার্থ সৃক্কণী লেহন, পুচ্ছ আস্ফোটন ও মুখব্যাদান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিল। তখন সেই সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থ তপোধনকে কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, কুক্কুরদিগের পরম শত্রু দ্বীপী আমাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভয় প্রদান করুন।

তখন সর্ব্বজীবের ভাবজ্ঞ মহর্ষি কুক্কুরের ভয়ের কারণ অবগত হইয়া তাহাকে কহিলেন বৎস! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র হইতে আর তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি স্বীয় রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বীপীর আকার প্রাপ্ত হও। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণ পূর্ব্বক স্বর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গপ্রভায় সুশোভিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুধাতুর দ্বীপী সম্মুখে আপনার অনুরূপ পশু সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জিহ্বা লেহন ও মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষির প্রধান স্নেহভাজন দ্বীপী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ তপোধনের শরণাপন্ন হইল। তপোধনও তাহাকে ভীত দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অচিরাৎ ভীষণ শার্দ্দূলত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র দ্বীপীকে শার্দ্দূলের ন্যায় অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই সারমেয় মহর্ষির প্রভাবে ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিলে পর তাহার ফলমূল ভক্ষণের অভিলাষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তদবধি সে মৃগ রাজ সিংহের ন্যায় বন্য জন্তু সমুদায় ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

একদা ঐ ব্যাঘ্র মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিতমাংসে আপনার তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক পর্ণকুটীরসমীপে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় এক বিশাল বিষাণসম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্ত মাতঙ্গ তথায় আগমন করিল। ব্যাঘ্র সেই বলগর্ব্বিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে সমাগত দেখিয়া ভীত চিত্তে মহর্ষির শরণাপন্ন হইল। মহর্ষি তদ্দর্শনে স্নেহপরবশ হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জরত্ব প্রদান করিলেন। আগন্তুক গজ উহাকে মহামেঘের ন্যায় অবলোকন করিয়া ভীত চিত্তে তথা হইতে অপসৃত হইল। এইরূপে ব্যাঘ্র ঋষির প্রভাবে কুঞ্জরত্ব লাভ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শল্লকীবন ও পদ্মবনে পর্য্যটন করত বহুকাল অতিক্রম করিল।

অনন্তর একদা করিকুলকালান্তক গিরিকন্দরসম্ভূত কেশররাজিবিরাজিত এক ভীষণ কেশরী সেই গজের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হস্তী সিংহকে উপস্থিত দেখিয়া ভীতমনে কম্পিত কলেবরে মহর্ষির নিকট গমন করিল। মহর্ষিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তুক বন্য সিংহকে তুল্য জাতি বলিয়া লক্ষ্যই করিল না। আগন্তুক সিংহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। এইরূপে সেই কুঞ্জর মহর্ষির অনুকম্পায় সিংহত্ব লাভ পূর্ব্বক সিংহ ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র পশু সকল উহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবিত রক্ষার্থ তপোবন হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সর্ব্ব প্রাণিবিনাশক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ অষ্টপাদ ঊর্দ্ধনেত্র বন্য শরভ ঐ সিংহকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভের ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই আগন্তুক শরভ মহর্ষির শরভকে অতি ভীষণ ও মহাবল পরাক্রান্ত দেখিয়া ভীতমনে দ্রুতবেগে তপোবন হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কুক্কুর মহর্ষির অনুকম্পায় শরভত্ব লাভ করিয়া পরম সুখে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবন রক্ষার্থ তপোবন হইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই শরভের বন্য ফলমূল ভক্ষণে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে সতত প্রাণিগণের প্রাণসংহার করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

অনন্তর একদা সেই দুর্দ্দান্ত শরভ বলবতী শোণিততৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া আপনার পরম হিতৈষী মহর্ষিকে সংহার করিবার অভিলাষ করিল। তখন মহাত্মা তপোধন তপোবললব্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া উহাকে কহিলেন, অরে পামর! তুই অগ্রে কুক্কুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি, পরে আমার অনুকম্পায় ক্রমে ক্রমে তোর দ্বীপিত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, কুঞ্জরত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছে। আমিই স্নেহপরবশ হইয়া তোকে ক্রমশ উন্নত করিয়াছি। এক্ষণে তুই আমাকেই নিরপরাধে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্; অতএব তুই অবিলম্বে পুনরায় স্বীয় পূর্ব্বতন কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হ। মহাত্মা মহর্ষি এইরূপে শাপ প্রদান করিলে সেই মুনিজনদ্বেষ্টা দুষ্ট প্রকৃতি শরভ অচিরাৎ পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই সারমেয় পুনর্ব্বার স্বীয় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইল। তখন তপোধন তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অতএব নীচকে প্রশ্রয় প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণের সত্য, শৌচ, সরলতা, প্রকৃতি, বিদ্যা, চরিত্র, কুল, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বলবীর্য্য ও ক্ষমা গুণের পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিবেন। পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তিকে অমাত্যপদ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, যে রাজা প্রতিনিয়ত অসৎকুলোদ্ভূত জনগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কখনই সুখভোগে সমর্থ হন না। সৎকুলোদ্ভব সাধু ব্যক্তিরা ভূপতি কর্ত্তৃক বিনাপরাধে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করেন না, কিন্তু অসদ্বংশসম্ভূত প্রাকৃত পুরুষেরা সাধুদিগের নিকট দুর্লভ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াও তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অতএব যে ব্যক্তি সতত আপনার প্রভু ও মিত্রগণের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন ও যাহা পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই যাহার প্রধান কার্য্য, যিনি কদাচ অসাধুজনের সহিত একত্র বাস করেন না এবং যিনি সৎকুলসম্ভূত, সুশিক্ষিত, সহিষ্ণু, স্বদেশজাত, কৃতজ্ঞ, বলবান্, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, দেশকালজ্ঞ, লোকরঞ্জনতৎপর, স্থিরচিত্ত, হিতৈষী, আলস্যশূন্য স্বকার্য্যনিরত, সন্ধিবিগ্রহবিশারদ, ত্রিবর্গবেত্তা, শত্রুসৈন্য বিদারণসমর্থ, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বলহর্ষণবেত্তা, হস্তিশিক্ষাস্থনিপুণ, অহঙ্কারশূন্য অনুকূল, নীতিপরায়ণ, শুদ্ধ স্বভাব, প্রিয়দর্শন, মৃদুভাষী ও দেশ কালজ্ঞ তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ঐরূপ ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদ প্রদান পূর্ব্বক যথোচিত সমাদর করেন, তাঁহার রাজ্য চন্দ্রমার আলোকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

যে সকল শাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাপালনতৎপর ধীরস্বভাব, অমর্ষপরায়ণ, শুদ্ধ প্রকৃতি ও উগ্র, যিনি অবসর ক্রমে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পারেন, যিনি বৃদ্ধগণের শুশ্রূষাতৎপর, জ্ঞানবান্, গুণগ্রাহী, বিচারপটু, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়বাদী, যিনি নীত্যনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, যিনি অপকারী ব্যক্তির প্রতি ও ক্ষমা প্রদর্শন এবং স্বহস্তে দান ও গ্রহণ করেন, যিনি পরম শ্রদ্ধাবান্, প্রিয়দর্শন, নিরহঙ্কার ও হিতানুষ্ঠাননিরত, যাহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি সতত দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ নিবারণ ও বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যিনি অমাত্যেরা কোন শুভজনক কার্য্যসাধন করিলে তাঁহাদিগের সবিশেষ উপকার করেন, ভৃত্যগণ যাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রদর্শন করে, যাহার বিলক্ষণ লোকসংগ্রহ আছে, যিনি সততই ভৃত্যগণ ও প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গূঢ় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করেন, আর যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে একান্ত নিরত, তিনি সকলের প্রার্থনীয় ও সমাদরভাজন হন।

গুণবান্ যোদ্ধৃসংগ্রহ করা রাজার অতিশয় আবশ্যক। যোদ্ধারা গুণশালী হইলে ভূপতিকে রাজ্য রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। যে রাজা নিরন্তর অভ্যুদয় লাভের অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ যোদ্ধৃবর্গের অবমাননা করিবেন না। যে রাজার অধিকারে সমরদক্ষ, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, অসংখ্য পদাতি, রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য থাকে, তিনিই সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হন। আর যে রাজা সমস্ত দ্রব্যের সংগ্রহে নিতান্ত ব্যগ্র, উদ্যোগী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হন, তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যে মহীপাল কুক্কুরের ন্যায় নীচ ভৃত্যগণকে নীচ কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনি সুখে রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হন। কুক্কুরকে উচ্চপদ প্রদান করিলে সে প্রতিনিয়তই প্রমত্ত হইয়া থাকে। অতএব উত্তম জাতি ও উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন স্বকার্য্যসাধননিরত ব্যক্তিগণকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অযোগ্য পাত্রে উচ্চপদ প্রদান করা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে রাজা ভৃত্যগণকে অনুরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে সতত সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। শরভকে শরভের পদে, সিংহকে সিংহের পদে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের পদে এবং দ্বীপীকে দ্বীপীর পদে নিয়োজিত করাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণকে স্ব স্ব অনুরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। যে রাজা আপনার কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ ও প্রজারঞ্জন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ অনুপযুক্ত ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। মূর্খ, অপ্রাজ্ঞ, ক্ষুদ্রাশয়, অজিতেন্দ্রিয় ও দুষ্কুলসম্ভূত মনুষ্যকে রাজ্যসম্পর্কীয় কার্য্যে নিয়োগ করা গুণগ্রাহী ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। সাধু, সৎকুলসম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত, জ্ঞানবান্ অসূয়াশূন্য, উন্নতাশয়, বিশুদ্ধপ্রকৃতি ও কার্য্যদক্ষ মনুষ্যকেই পার্শ্বচর করা বিজ্ঞ রাজার কর্ত্তব্য। যে সকল লোক কার্য্যতৎপর, শান্ত স্বভাব

অনুরক্ত ও বিবিধ নৈসর্গিক গুণগ্রামে সমলঙ্কৃত এবং যাহারা আপনার কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ না হয়, নরপতি তাহাদিগকেই আপনার প্রাণসদৃশ বিবেচনা করিবেন। সিংহকে পার্শ্বচর করা সিংহের কর্ত্তব্য। আর যে সিংহ নয়, সে যদি সতত সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার সিংহেরই ন্যায় ফললাভ হয়। কিন্তু সিংহ যদি কুকুরদিগের সহবাস করত সিংহের কার্য্যনিরত হয়, তাহা হইলে সে কদাচ সিংহের ন্যায় ফলভোগ করিতে পারে না। ঐরূপ যে রাজা প্রতিনিয়ত বহুদর্শী, শূর ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সহবাস করিয়া থাকেন, তিনিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হন। যাহারা মূর্খ কুটিলস্বভাব ও দরিদ্র, তাহাদিগকে স্বীয় পার্শ্বে স্থান দান করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। স্বামীর হিতপরায়ণ ব্যক্তিরা শরের ন্যায় অপরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার কার্য্যসংসাধন করিয়া থাকে। অতএব যে সমস্ত ভৃত্য হিতকারী, রাজা সতত তাহাদিগের প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিবেন। মহীপালগণের নিরন্তর যত্ন সহকারে কোষ রক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষই তাঁহাদিগের সমুদায় উন্নতির মূল; অতএব যাহাতে কোষ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! তোমার কোষাগার নিরন্তর প্রভূত ধান্যে পরিপূর্ণ ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হউক। তুমি ধনধান্যশালী হইয়া সুখে কাল যাপন কর। তোমার ভৃত্যগণ প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়সম্পন্ন, সমরদক্ষ ও অশ্বারোহণে পটু হউক আর তুমি মিত্রমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া সতত জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের তত্ত্বাবধারণ এবং পুরবাসিগণের হিতানুসন্ধানে তৎপর হও। আমি তোমার নিকট কুকুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রজাগণের প্রতি ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে?

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি রাজধর্ম্মার্থবেত্তা পূর্ব্বতন রাজাদিগের আচরিত সাধুসম্মত বিবিধ রাজধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় প্রাণীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব যেরূপ লোকদিগকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ময়ূর যেমন নানাবিধ পক্ষ ধারণ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিও বিবিধ রূপ ধারণ করিবেন। যে রাজা কুটিলতা, ভীষণতা, সত্য, সরলতা ও তেজঃ প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিত হন, তিনি নিশ্চয়ই সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে কার্য্যসাধন সময়ে যেরূপ রূপ ধারণ করিলে হিত হইবার সম্ভাবনা, সেই কার্য্য সাধন সময়ে সেইরূপ রূপ ধারণ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুরূপধারী নরপতি অতি সূক্ষ্ম অর্থ সাধনেও অসমর্থ হন না। শরৎকালীন শিখীর ন্যায় মূকভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা গোপন, অল্পবাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ, মন্ত্রভেদাদি কার্য্য পরিত্যাগ ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা অর্থসংগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তিনি ধর্ম্মের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া স্বীয় ক্রূরতাদি দোষগোপন রাখিবেন এবং প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড ও অপ্রমত্ত হইয়া প্রজাগণের আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্ব্বক কর গ্রহণ করিবেন। স্বপক্ষের প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার অশ্বাদি সঞ্চারণ দ্বারা শত্রুগণের শস্য ক্ষয় ও আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি সহায়সম্পন্ন হইয়াই বিক্রম প্রকাশ, শত্রুগণের দোষ উদ্ঘোষণ ও তাহাদিগকে নিপীড়ন করিবেন। অন্য প্রদেশ হইতে আকাশ কুসুমের ন্যায় অর্থ আহরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সমৃদ্ধিশালী মহাবল পরাক্রান্ত নরেন্দ্রগণের দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি করিয়া ছল সহকারে দুর্গে প্রবেশ ও গোপনে যুদ্ধ করিয়া ভূপতিগণের প্রাণসংহার করিবেন। বর্ষাকালীন ময়ূরের ন্যায় অদৃশ্যভাবে রজনীযোগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিবেন, কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না; স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ থাকিবেন এবং যাহাতে পরকীয় চরগণের মায়াজালে নিপতিত হইতে না হয়, সতত এরূপ চেষ্টা করিবেন। শত্রু সম্পর্কীয় চরদিগের কপটজাল বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে নিপতিত হইলে রাজাকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যাহাতে উহাদের ঐ কপটতা প্রকাশ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কুটিলস্বভাব ক্ষুদ্র শত্রুগণকে বিনাশ, নটনর্ত্তকাদিকে পুর হইতে নির্ব্বাসন ও দৃঢ়মূল স্বীয় অমাত্যগণকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা আবশ্যক। বুদ্ধিমান্ ভূপতি ময়ূরের ন্যায় আত্মপক্ষ বিস্তার এবং গহন বনে প্রবিষ্ট পতঙ্গগণের ন্যায় শত্রুরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উহা আক্রমণ করিবেন।

যত্ন সহকারে রাজ্যপালন ও নীতি অবলম্বন করা বিচক্ষণ ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মবুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার ও পরবুদ্ধি দ্বারা উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করা আবশ্যক। শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারা যায়, এই নিমিত্তই শাস্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন, পরাক্রম প্রকাশ ও স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যের যাথার্থ নিরূপণ করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বভাবত শান্তপ্রকৃতি, প্রাজ্ঞ ও কার্য্যাকার্য্য বিবেচক; তাঁহাদিগকে নিগূঢ়বুদ্ধি পণ্ডিতগণের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হয় না। বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দৈবক্রমে একবার নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া জনসমাজে নিন্দিত হইলে অচিরাৎ সলিলনিক্ষিপ্ত তপ্ত লৌহের ন্যায় পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন।

কি আপনার কি অন্যের সকলেরই কার্য্য সমুদায় শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থবিধানজ্ঞ মহীপাল সুশীল, প্রাজ্ঞ, বীর ও বলবান্দিগকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে অনুমোদন করিবেন। ধর্ম্মের অবিরোধে সমুদায় লোকের প্রিয় আচরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজাগণ যে রাজাকে আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করে, তাঁহাকে পর্ব্বতের ন্যায় স্থির বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ব্যবহার সময়ে প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করাই নরপতির প্রধান কার্য্য। কুলধর্ম্মজ্ঞ, দেশধর্ম্মবেত্তা, মৃদুভাষী, হিতৈষী, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রৌঢ়াবস্থ, নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করা উচিত। ভূপতিগণ এইরূপে কার্য্যের গতি নিরূপণ পূর্ব্বক চরগণের সহিত মিলিত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কালহরণ করিবেন। যে রাজার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ এবং যিনি স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও আয় ব্যয় নিরূপণ করেন, বসুন্ধরা তাঁহাকেই বিপুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা প্রকাশ্য রূপে অনুগ্রহ প্রদর্শন, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান এবং সতত আত্মরক্ষা ও রাজ্য পালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজধর্ম্মজ্ঞ। নরপতি কিরণজালমণ্ডিত সমুদিত দিবাকরের ন্যায় প্রত্যহ স্বয়ং পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমুদায় সমাচার অবগত হইবেন। লোকে যেমন গাভী দোহন করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ রাজা প্রত্যহ পৃথিবী হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন। উপযুক্ত সময়ে প্রজাগণের নিকট অর্থ গ্রহণ ও অর্থলাভবিষয় গোপন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। মধুকরগণ যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, রাজাও তদ্রূপ ক্রমশ অর্থ সঞ্চয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ নরপতি সহজে সঞ্চিতার্থ ব্যয় করেন না। সঞ্চয় করিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম ও কামের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। অল্প অর্থে তাচ্ছীল্য প্রকাশ, শত্রুদিগের প্রতি অবজ্ঞা ও নির্ব্বোধের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে আপনার উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা রাজাদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

ধৈর্য্য, দক্ষতা, লোভাদি সংযম, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীরের পটুতা, গাম্ভীর্য্য শৌর্য্য এবং সাবধানে দেশকাল পর্য্যবেক্ষণ এই আটটি অল্প বা প্রভূত অর্থের বৃদ্ধির হেতু। হুতাশন অল্পমাত্র হইলেও ঘৃতসংযোগে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বীজ একমাত্র হইলেও সহস্র অঙ্কুর উৎপাদন করে; অতএব প্রভূত আয়ব্যয়শালী ব্যক্তির অল্পমাত্র ধনেও সাবধানতা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। শত্রু বালক, যুবা ও বৃদ্ধ যেরূপ হউক না কেন প্রমত্ত পুরুষের বিনাশ সাধনে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারে আর শত্রু কালসহকারে সুসম্পন্ন হইলে রাজাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে নরপতি কালজ্ঞ, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। বিদ্বেষপরবশ শত্রু দুর্ব্বল হউক বা বলবান্ই হউক, চেষ্টা করিলেই বিপক্ষের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও বীর্য্য উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে রাজার শত্রু আছে, তাঁহার কদাপি প্রমত্ত হওয়া উচিত নহে। রাজা জয়লাভ বা ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে অর্থের ক্ষয়, বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পালন সবিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক সন্ধি বা যুদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ সমস্ত কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধিমানের আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতি প্রখরবুদ্ধি বলবান্ শত্রুকেও বিনষ্ট ও অবসন্ন করিতে পারে এবং বুদ্ধিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত বলও সুরক্ষিত হয়, সুতরাং বুদ্ধিপূর্ব্বক যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদায়ই প্রশস্ত। যে মহীপাল গম্ভীর-স্বভাব ও নির্দ্দোষ, তিনি অল্প বলেই সমস্ত অভিলাষ সফল করিতে সমর্থ হন। আর যিনি অল্প বলে লুব্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠেন, তিনি কখনই মঙ্গললাভ করিতে পারেন না। অতএব বুদ্ধিমান্ রাজা শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াই প্রজাবর্গ হইতে কর গ্রহণ করিবেন। যে রাজা বহুকাল প্রজাদিগকে পীড়ন করেন, তাঁহাকে বিদ্যুতের ন্যায় অচিরাৎ নিমীলিত হইতে হয়। বিদ্যা, তপ ও বিপুলবিত্ত প্রভৃতি বুদ্ধিসাধ্য কার্য্য সমুদায় উদ্যোগ দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব অধ্যবসায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বুদ্ধিমান্ মনস্বী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী ও অন্যান্য প্রাণিগণ দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ দেহের অবমাননা করিবেন না। অর্থ দান করিয়া লুব্ধকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। লুব্ধ ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে পরধন প্রাপ্ত হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না এবং অর্থহীন হইলে ধর্ম্ম কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লুব্ধ ব্যক্তি অন্যের পুত্র, কলত্র, সমৃদ্ধি ও ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করে। লোভাক্রান্ত লোকের বিস্তর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা; অতএব রাজা লুব্ধ ব্যক্তিকে কদাচ আশ্রয় প্রদান করিবেন না। বুদ্ধিমান্ ভূপতি নীচ ব্যক্তিকেও শত্রুর কার্য্য সন্দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া তাহার সমুদায় উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান বিনষ্ট করিবেন। যে সৎকুলসম্ভূত মহীপাল সতত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে তত্ত্বানুসন্ধান করেন এবং যিনি মন্ত্রিগণ দ্বারা সতত সুরক্ষিত হন, তিনিই সামন্ত নরপতিগণকে বশীভূত করিতে পারেন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি সংক্ষেপে যে সমুদায় বিধিনির্দ্দিষ্ট রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায় তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। যে রাজা এই সমুদায় বিলক্ষণরূপে অবগত হন, তিনি অনায়াসে পৃথিবীপালন করিতে পারেন। যে নরপতি নীতিসম্ভূত সুখভোগে অনাস্থা করিয়া দৈবপ্রাপ্ত সুখভোগে অভিলাষী হন, তাঁহার রাজ্যসুখ বা উৎকৃষ্ট গতিলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজা সন্ধি বিগ্রহাদি বিষয়ে অপমত্ত হইলে অনায়াসে ধনশালী শৌর্য্যাদিযুক্ত দৃঢ় বিক্রম শত্রুগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন। কার্য্যসাধন সময়ে দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া বিবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যাহারা নিজোদের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহারা কদাচ বিপুলসম্পত্তি ও প্রভূত যশ লাভ করিতে পারেন না। দুই জন মিত্র পরস্পর প্রীতিসম্বদ্ধ হইয়া পরস্পরের কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে উহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্যসাধন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে বৎস! আমি এক্ষণে যেরূপ রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাপালনে অনুরক্ত হও; তাহা হইলেই পরম সুখে পুণ্যফল ভোগ করিতে পারিবে। ধর্ম্মই সমুদায় লোকরক্ষার মূল কারণ।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সনাতন রাজধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করিলেন, ইহাতে দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাতেজস্বী দণ্ড দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সাধ্য ও তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কি সুর কি অসুর কি মনুষ্য সকলেই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া আছে। এক্ষণে সেই দণ্ডের আকার প্রকার কিরূপ? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা কিরূপে অনুক্ষণ অবহিতচিত্তে প্রজাগণের প্রতি জাগরিত থাকিয়া জগৎ প্রতিপালন করে এবং দণ্ডের স্বরূপ ও গতি কি প্রকার, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! দণ্ড ও ব্যবহার যেরূপ তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদায় বশবর্ত্তী হয়, তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যবহার কহে। পূর্ব্বে ভগবান্ মনু সর্ব্বপ্রথমে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ড দান দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিকে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। আমি যে মনুবাক্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা ব্রহ্মার বাক্য। ভগবান্ মনু ব্রহ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বাক্য অতি পূর্ব্বকালে কথিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে প্রাক্তন বাক্য কহে। যথার্থরূপে দণ্ডবিধান করিলে ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। দণ্ড প্রধান দেবতা; উহার তেজ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামল। উহার চারি দন্ত, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য চক্ষু। উহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোম সকল ঊর্দ্ধ, মস্তক জটাজালে জড়িত, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় চর্ম্মে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এরূপ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে। খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, শর, মুষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদের সকলেরই আকার প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন, কাহাকে নিপীড়িত, কাহাকে বিদারিত, কাহাকে বিপাটিত ও কাহাকে বা ঘাতিত করিয়া থাকে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, জ্যেষ্ঠ মনু ও শিবঙ্কর এই কয়েকটি নাম কীর্ত্তিত আছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ স্বরূপ। ইনি নিয়ত মহৎরূপ ধারণ করাতে ইঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। মহারাজ! দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, গুণ, অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত; প্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ, সংযম, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যপ্রপঞ্চ, মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য্য, নীতি, অনীতি, শক্তি, অশক্তি, অভিমান, অহঙ্কার; ব্যয়, অব্যয়, বিনয়, পরিত্যাগ, কাল, অকাল, সত্য, মিথ্যা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা; ক্লীবতা, ব্যবসায়, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, মৃদুতা, তীক্ষ্ণতা, মৃত্যু, আগম, অনাগম, বিরোধ, অবিরোধ, কার্য্য, অকার্য্য, অসূয়া, অনসূয়া, সলজ্জতা, নির্লজ্জতা, বিপদ্, সম্পদ্, তেজ, পাণ্ডিত্য, বাক্য, শক্তি ও তত্ত্ববুদ্ধিতা প্রভৃতি বহুবিধ আকারসম্পন্ন। যদি ইহলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই জগতে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহাকে বিনাশ করে না। প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ড দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই নরপতিকে সমুন্নত করে; অতএব দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান। দণ্ড, লোকদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। ধর্ম্ম সর্ব্বদা সত্য ও ব্রাহ্মণগণে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ধার্ম্মিক হইলেই বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন। বেদ হইতেই যাগ যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ পরম প্রীত হইয়া থাকেন। দেবতারা প্রীত হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের নিকট প্রজাগণের গুণ কীর্ত্তন করিলে তিনি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অন্নদান করেন। অন্নই প্রাণিগণের জীবন ধারণের উপায়। অন্ন হইতেই প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে এবং দণ্ড ক্ষত্রিয় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। দণ্ড ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা ও জীব এই আট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর ভূপতিগণকে দণ্ড ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রভূত সৈন্যসম্পন্ন হন, সন্দেহ নাই। হে রাজন্! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, বিষ্টি, দেশজলোক ও মেষাদি এই অষ্টবিধ বল দ্বারা কুল, বিপুল ধনশালী অমাত্য, জ্ঞান, শরীর বল ও কোষরক্ষণোপযোগী অন্যান্য বলসংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রথী, সাদী, নিষাদী, পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, প্রাড্‌বিবাক, দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য, অন্যান্য উপকরণ, সপ্তপ্রকৃতি ও অষ্টাঙ্গ রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও প্রধান কারণ। জগদীশ্বর ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিশ্বসংসার দণ্ডের অধীন। ব্রহ্মা প্রজাগণের প্রতিপালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যে দণ্ডরূপ ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা রাজাদিগের পূজনীয় আর কিছুই নাই।

ব্যবহার অর্থী ও প্রত্যর্থীর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একজনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে জয়শালী করিয়া দেয়। ব্যবহার বেদমূলক। কুলাচার উল্লঙ্ঘন ও শাস্ত্র অতিক্রম নিবন্ধন উহা দুই প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে যে দণ্ড প্রদত্ত

হইয়া থাকে, উহা ভূপালনিষ্ঠ ; সুতরাং ভূপালগণের উহা অবগত হওয়া আবশ্যক। যদিও আপনার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রতি দণ্ডবিধান করা যায়, কিন্তু ব্যবহার যে দণ্ডের মূল তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যবহার বেদমূলক। যাহা বৈদিক সিদ্ধান্ত-সমুত্থিত তাহাই বহুগুণসম্পন্ন ধর্ম। মনস্বীরা ধর্মানুসারে অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। বেদমূলক ব্যবহার ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। আমাদিগের মতে বেদমূলক ব্যবহার ধর্ম এবং যাহা ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, তাহাই সৎপথ। সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সুর, অসুর, রাক্ষস, মনুষ্য ও উরগদিগের সৃষ্টি ও সংহার কর্তা। এই ধর্মের সহিত তাঁহার একাত্মতা আছে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও পুরোহিত প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন অপরাধী হইলেই রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। রাজার অদণ্ড্য কেহই নাই।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে অঙ্গদেশে বসুহোম নামে এক তপোনুষ্ঠান-নিরত ধর্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় ধর্মপত্নী সমভিব্যাহারে দেবতা, পিতৃ ও ঋষিগণের পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক হিমাচলের শৃঙ্গে বাস করিতেন। মহাত্মা পরশুরাম ঐ শৃঙ্গে মুঞ্জবটের মূলে অবস্থান পূর্বক মস্তকে জটা বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া সংশিতব্রত মহর্ষিগণ ঐ প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করেন। মহারাজ বসুহোম ঐ স্থানে অবস্থান পূর্বক তপোনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ক্রমে বিবিধ গুণে সমলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণের সম্মানিত ও দেবর্ষি তুল্য হইয়া উঠিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা দেবরাজের সখা শত্রুসূদন মহারাজ মান্ধাতা অঙ্গরাজের নিকট আগমন পূর্বক তাঁহাকে তপস্যায় অনুরক্ত দেখিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহারাজ বসুহোম মান্ধাতাকে অবলোকন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক তাঁহার রাজ্যের সপ্তাঙ্গীন কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে?

তখন মহীপতি মান্ধাতা যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ বসুহোমকে কহিলেন, নরনাথ! আপনি বৃহস্পতির সমুদায় মত শুক্রাচার্য্যবিবেচিত সমুদায় শাস্ত্র অবগত আছেন, অতএব কিরূপে দণ্ড উৎপন্ন হইল, উহার উৎপত্তির কারণ কি? আর কি নিমিত্ত উহার ভার ক্ষত্রিয়ের প্রতি অর্পিত হইল, তৎসমুদায় আমার নিকটে কীর্তন করুন, আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি।

বসুহোম কহিলেন, মহারাজ! যেরূপে প্রজাগণের নিয়মরক্ষার্থ ধর্মের আত্মস্বরূপ সনাতন দণ্ড সমুদ্ভূত হইল, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে সর্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া কুত্রাপি আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করিলেন। ঐ গর্ভ বহুকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। ক্রমে সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে একদা ভগবান্ কমলযোনি ক্ষুত পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অবসরে সেই গর্ভ তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ঐ গর্ভসম্ভূত প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই মহাত্মা ক্ষুপকে পৌরোহিত্য প্রদান পূর্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন প্রজাগণ সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। কার্য্যাকার্য্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, পেয়াপেয় ও গম্যাগম্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না। সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে লাগিল, নিজস্ব ও পরস্বের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ রহিল না। প্রজাগণ আমিষগৃধ্নু কুক্কুরগণের ন্যায় পরস্পরের নিকট বল পূর্বক দ্রব্য অপহরণ ও বলবানেরা দুর্বলগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সমুদায় জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিলে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে প্রজাগণ মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন। তখন ভগবান্ শূলপাণি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় নীতি দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে সেই দণ্ড হইতে ত্রিলোক বিশ্রুত দণ্ডনীতির সৃষ্টি হইল। অনন্তর শূলবরায়ুধ ভগবান্ মহাদেব পুনরায় চিন্তা করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে দেবগণের, বৈবস্বত যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সুমেরুকে পর্বত সমুদায়ের, সমুদ্রকে নদীকুলের, বরুণকে জল ও অসুরগণের, মৃত্যুকে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশানকে রুদ্রগণের বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের, নিশাকরকে নক্ষত্রমণ্ডলের, অংশুমানকে লতাজালের, দ্বাদশ ভুজ ভগবান্ কুমারকে ভূতগণের, কালকে মৃত্যু ও সুখদুঃখের এবং ক্ষুপকে সমুদায় লোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে লোকপিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে দেবাদিদেব মহাদেব সেই ধর্মরক্ষক দণ্ড গ্রহণ পূর্বক বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু অঙ্গিরাকে, মহর্ষি অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি ভৃগুকে, ভৃগু ঋষিগণকে, ঋষিগণ লোকপালদিগকে, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুকে এবং মনু ধর্মার্থের সূক্ষ্ম কারণ অবগত করিবার নিমিত্ত স্বীয় সন্তানগণকে সেই দণ্ড প্রদান করেন। হে মহারাজ! স্বেচ্ছাচারী না হইয়া ন্যায় অন্যায় অবধারণ পূর্বক দণ্ডবিধান করা কর্তব্য। দুষ্টনিগ্রহের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজারা কেবল ভয়প্রদর্শনার্থ প্রজাগণের অর্থ গ্রহণ করিবেন। অল্প কারণে প্রজাগণকে নিতান্ত পীড়িত, নিহত বা নির্বাসিত করা তাঁহাদিগের কর্তব্য নহে। বৈবস্বত মনু প্রজা রক্ষণার্থ ভূমণ্ডলে দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ দণ্ড তদবধি প্রজা রক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথমতঃ পরাক্রমশালী ভগবান্ ইন্দ্র সমুদায় প্রজাপালন করিতেন। তৎপরে ইন্দ্র হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বরুণ, বরুণ হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর্ম, ধর্ম হইতে ব্রহ্মার পুত্র সনাতন ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে তেজ, তেজ হইতে ওষধি, ওষধি হইতে পর্বত, পর্বত হইতে রস ও রসগুণ, তাহা হইতে নৈঋতি দেবী, ঐ দেবী হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে বেদ, বেদ হইতে ভগবান্ হয়গ্রীব, হয়গ্রীব হইতে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব, মহাদেব হইতে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বদেবগণ হইতে ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে ভগবান্ চন্দ্র, চন্দ্র হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন। এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণ হইতে সেই ভার গ্রহণ করিয়া ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন। এই স্থাবরজঙ্গম পরিপূর্ণ পৃথিবী ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবেই শাসিত হইয়া থাকে। দণ্ড সতত প্রজাগণের প্রতি জাগরিত রহিয়াছে। পিতামহসদৃশ দণ্ডের প্রভাবেই সমুদায় জগৎ শাসিত হইতেছে। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভূতভাবন দেবাদিদেব মহাদেব আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন কালেই নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছেন। দণ্ডও ঐ তিন কালেই জনসমাজে বিরাজিত থাকে। অতএব ধর্মপরায়ণ নরপতি ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! যে ব্যক্তি মহারাজ বসুহোমের এই ইতিহাস অবহিত চিত্তে শ্রবণ করে, তাহার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হয়। এই আমি তোমার নিকট সর্বলোকনিয়ন্তা দণ্ডের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিলাম।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম অর্থ ও কাম কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। লোকে কি উদ্দেশে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? উহাদের উৎপাদক কে? এবং উহাদের সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট ভাবই বা কিরূপ আর কোন্ কোন্ বস্তুর নির্ভর করিয়া লোকযাত্রা সম্পূর্ণ নির্বাহ হইতে পারে? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করুন। ঐ সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার বিশেষ অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পুরুষেরা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্মার্থ কাম নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে। উহাকে ঐ ত্রিবর্গের সংসৃষ্টভাব কহে। অর্থ ধর্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সংকল্পমূলক আর সংকল্প বিষয়মূলক। বিষয় সমুদায় আহার সিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করিয়া থাকে। উহারাই ত্রিবর্গের মূল। ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ; লোকে শরীররক্ষার্থ ধর্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতি সম্পাদনার্থ কামের সেবা

করিয়া থাকে। ঐ তিন বর্গই রজোগুণ প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাদিগকে এককালে মন হইতে পরিত্যাগ না করিয়া অনাসক্তচিত্তে উহাদের অনুশীলন করা আবশ্যক। ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও অর্থ হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যেরা কদাচ ঐরূপ ধর্ম্মার্থের ফললাভে সমর্থ হয় না। ফলাভিসন্ধি ধর্ম্মের মল স্বরূপ, দান ভোগবিমুখতা অর্থের মল স্বরূপ এবং প্রমোদপরাঙ্মুখতা কামের মল স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন ত্রিবর্গ ঐ সকল মল হইতে বিমুক্ত হয়, তখন উহাদের ব্রহ্মানন্দ রূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে।

এই স্থলে কামন্দকাঙ্গরিষ্ঠ সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা মহারাজ আঙ্গরিষ্ট মহর্ষি কামন্দককে উপবিষ্ট দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! মহীপাল কাম ও মোহপ্রভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়া অনুতাপিত হইলে কিরূপে তাঁহার পাপাপনোদন হইতে পারে? আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন ধর্ম্মবোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, রাজা কিরূপে তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন?

কামন্দক কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কামের অনুশীলন করে, তাহার বুদ্ধি নাশ হইয়া যায়। বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্ম্মার্থনাশক মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং সেই মোহ প্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও দুরাচার হইয়া উঠে। রাজা যদি সেই দুরাচারদিগকে দণ্ড প্রদান না করেন, তাহা হইলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাঁহা হইতে সকলেই ভীত হয়। প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কদাচ তাঁহার অনুবৃত্তি করেন না; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবনতি ও প্রাণ সংশয় উঠে এবং তাঁহাকে নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে জীবন অতিবাহন করিতে হয়। নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণ ধারণ করা মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পাপনিবৃত্তির যেরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। রাজা সতত ত্রিবিদ্যার অনুশীলন ও ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিবেন। ধর্ম্মে নিরন্তর অনুরক্ত থাকিবেন। ক্ষমাশীল মনস্বী ব্রাহ্মণগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল সলিল পান করিয়া পরম সুখে জপ এবং পাপাত্মাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। মধুর বাক্য ও হিতজনক কার্য্য দ্বারা সকলের সন্তোষসাধন, অন্যের গুণ কীর্ত্তন এবং সকলেরই নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন। রাজা এইরূপ আচারপরায়ণ হইলে সকলেরই আদরভাজন হন এবং তাঁহার পাপ সমুদায়ও নিরাকৃত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। গুরুলোকেরা যে রূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুর প্রসাদে অশেষবিধ শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে সকলেই ধর্ম্মশীলতার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব কিরূপে উহা লাভ করা যায় এবং উহার স্বরূপই বা কি? ইহা যদি আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন। ঐ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের ঐশ্বর্য্য-সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত ও সভামধ্যে উপহসিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া কর্ণের, সমক্ষে তাহাকে কহিলেন, বৎস! তোমার সন্তাপের ত বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। তুমি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ। তোমার ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবেরা কিঙ্করের ন্যায় সতত তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়াছে। তুমি অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পলান্ন ভোজন করিয়া থাক এবং সুদৃঢ় অশ্ব সমুদায় তোমাকে বহন করে। তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়াছ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবদিগের আলয়ে প্রতিদিন দশ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ স্বর্ণ পাত্রে আহার করে। আর তাহাদিগের ফলপুষ্পোপশোভিত দিব্য সভা, তিত্তিরি ও কম্বোজ দেশীয় অশ্ব এবং বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুতনয়েরা আমার পরম শত্রু। আমি তাহাদের কুবের সদৃশ তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াই যাহার পর নাই সন্তপ্ত হইয়াছি।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! যদি তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্রতা দ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মান্ধাতা এক রাত্রি মধ্যে, জনমেজয় তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাঁদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহাঁদের আয়ত্ত হইয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! যাহার প্রভাবে ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন মহীপাল অতি অল্পকালমধ্যে বসুন্ধরা অধিকার করিয়া ছিলেন, সেই সচ্চরিত্রতা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতা বিষয়ে এক ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একবার দানবরাজ প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কি করিলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ইহা অবগত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ! মোক্ষোপযোগি জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের নিদান। ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! মোক্ষোপযোগি জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি না? বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ! মহাত্মা শুক্র শ্রেয়োবিষয়ের উপদেশ প্রদানে আমা অপেক্ষা সমধিক সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক এই বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। তখন সুররাজ মহাত্মা শুক্রের নিকট গমনপূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে আপনার শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞানলাভ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায়ের অনুমতি লইয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন, উহা অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি না? তখন সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য কহিলেন, দেবরাজ! মহাত্মা প্রহ্লাদ এ বিষয়ে তোমাকে সবিশেষ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃসাধনের উপায় জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি। প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ত্রৈলোক্য রাজ্য শাসনে নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার কিছুমাত্র অবসর নাই। অতএব আমি আপনাকে এই বিষয়ের উপদেশ দিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, দৈত্যরাজ! যে সময় তোমার অবসর হইবে তুমি সেই সময় আমাকে এই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিও। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক অবসরক্রমে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও শিষ্যের ন্যায় নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সৎকার ও তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা ব্রাহ্মণ দানবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য অধিকার করিলে তাহা কীর্ত্তন কর। তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া কদাচ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না। প্রত্যুত তাঁহারা শুক্রপ্রণীত নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি। তাঁহারা বিশ্বস্তচিত্তে আমার নিকট নীতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং আমাকে নীতিপথাবলম্বী, শুশ্রূষানিরত, অসূয়াশূন্য, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় বোধ করিয়া মক্ষিকাসকল যেমন মধুক্রমে মধুবর্ষণ করে, তদ্রূপ আমার মনোমধ্যে শাস্ত্রীয় উপদেশ

স্বরূপ আলোক প্রদান করেন। এক্ষণে আমি সেই ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের শশাঙ্কের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের রাজা হইয়াছি। ব্রাহ্মণের নীতিবাক্য অমৃত তুল্য। ব্রাহ্মণমুখে নীতি শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

দানবরাজ প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে এইরূপে শ্রেয়োলাভের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার ভক্তি দর্শনে আপনার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, আপনাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, দানবরাজ! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া থাক, তবে এই বর প্রদান কর যে, আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি। ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রহ্লাদ যুগপৎ পরম প্রীত ও নিতান্ত ভীত হইলেন এবং সত্য প্রতিপালন করা পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বর প্রদান করিবামাত্র দানবরাজের অন্তঃকরণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর বিপ্ররূপী দেবরাজ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুলকিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

ইত্যবসরে তাঁহার কলেবর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজ নির্গত হইল। দানবরাজ প্রহ্লাদ তদ্দর্শনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, আমি চরিত্র। এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আমি অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব। চরিত্র প্রহ্লাদকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া ইন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আর একটি তেজ নির্গত হইল। তখন প্রহ্লাদ উহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে? তেজ কহিল, দৈত্যরাজ! আমি ধর্ম্ম, যে স্থানে চরিত্র আমি তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণসন্নিধানে গমন করিয়াছে সুতরাং আমাকেও তথায় গমন করিতে হইল।

ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর আর একটি তেজ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, দানবরাজ! আমি সত্য, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মের সঙ্গে চলিলাম। সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটি মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুরুষ! তুমি কে? পুরুষ কহিল, মহারাজ! আমি সংকার্য্য; যেখানে সত্য আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি।

অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে আর একটি তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, দানবরাজ! আমি বল; সংকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে, আমিও তথায় অবস্থান করিয়া থাকি। বল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি কে? দেবী কহিলেন, দানবরাজ! আমি লক্ষ্মী, আমি এত দিন তোমার দেহে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি। লক্ষ্মী এই কথা কহিলে প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে কোথায় গমন করিবে? তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বরী ও সত্যব্রতপরায়ণা। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ কে? তাহা তোমাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন লক্ষ্মী কহিলেন, দানবরাজ! যে ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শিষ্যরূপে নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিলোক মধ্যে তোমার যে ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্রতা দ্বারা তিন লোক ধর্ম্মে অধিকার করিয়াছিলে। দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য, সংকার্য্য, বল ও আমি আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন। লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! সচ্চরিত্রতা কি এবং উহা কি রূপেই বা লাভ করা যাইতে পারে? তাহা কীর্ত্তন করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! মহাত্মা প্রহ্লাদ সচ্চরিত্রতা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তিবিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিতসাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা জনসমাজে লজ্জা প্রাপ্ত হইতে হয়, সে রূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, ঐ রূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; এই আমি সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতা লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলাম। যদি কোন রাজা অসচ্চরিত্রতা দ্বারা কোন ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন, তাহা তাঁহার চিরকাল ভোগ হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে অবিলম্বেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যদি তুমি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমার এই কথা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সচ্চরিত্র হও।

হে ধর্ম্মরাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি ঐ উপদেশের অনুবর্ত্তী হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সদাচারই পুরুষের প্রধান ধন বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশা কিরূপে সমুৎপন্ন হয়? এবং উহা কি পদার্থ, তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভিন্ন আমার সন্দেহ দূর করে এমন আর কেহই নাই। যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমার মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে, দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া আমাকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিবে। কিন্তু সেই দুরাত্মা আমার আশা পূর্ণ না করিয়া আমাকে একেবারে জ্ঞানশূন্য করিয়াছে। যাহা হউক মানবমাত্রেরই অন্তঃকরণে আশা জন্মিয়া থাকে এবং উহা বিফল হইলেই তাহার মহাদুঃখ উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, আশা পর্ব্বত, বৃক্ষ বা আকাশ হইতেও উন্নত; অথবা উহার উন্নত্যের ইয়ত্তা নাই। উহা অতি দুর্ব্বোধ, উহা অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছুই নাই। যাহা হউক এক্ষণে উহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি এই উপলক্ষে রাজর্ষি সুমিত্রের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা নরপতি সুমিত্র মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক আনতপর্ব্ব শর দ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিলেন। অপরিমিত বলশালী মৃগ ভূপতির শরে বিদ্ধ হইয়া সেই বাণ লইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। নরপতিও বেগে সেই মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মৃগ ক্ষণকাল সমতল প্রদেশে গমন করিয়া দ্রুতবেগে বন্ধুর ভূমিতে গমন করিতে আরম্ভ করিল। খড়্গ, বর্ম্ম ও শরাসনধারী নরপতিও তারুণ্য প্রযুক্ত মহাবেগে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ সুমিত্র মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য নদ, নদী, পল্বল ও নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া একাকী বনমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মৃগও স্বেচ্ছানুসারে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দর্শন দিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সময় সে নরপতির ভূরি ভূরি শর নিপাত সহ্য করিয়াও বারংবার তাঁহার সমীপে আগমন করাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সে ভূপতির সহিত ক্রীড়া করিতেছে। এইরূপে মৃগ বারংবার ভূপতিকে অতিক্রম ও পুনঃপুনঃ তাহার সমীপে আগমন করাতে সুমিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এক মর্ম্মভেদী ঘোরতর তীক্ষ্ণ শর শরাসনে সংযোগ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তখন মৃগ তাঁহার বাণপথের দুই ক্রোশ অন্তরে গমন পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিল। ভূপতির অনল তুল্য শরও ব্যর্থ হইয়া অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। বাণ ব্যর্থ হইলে মৃগ

পুনরায় মহারণ্যে প্রবেশ করিলঃ রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান্ হইলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

এইরূপে মহারাজ সুমিত্র নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক তপস্বীর আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। তাপসগণ তাঁহাকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত অবলোকন পূর্ব্বক সকলে সমাগত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুমিত্রও তাপসদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তপোবৃদ্ধির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আপনি কোন্ বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন? আপনার নাম কি? আর কি নিমিত্তই বা খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক পাদচারে এই তপোবনে উপস্থিত হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

তখন নরপতি ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি হৈহয়বংশে মিত্র রাজার ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। আমার নাম সুমিত্র। আমি মৃগয়ার্থ শরনিকরে অসংখ্য মৃগের প্রাণসংহার করিয়া বনমধ্যে পর্য্যটন করিতেছিলাম। আমার সঙ্গে স্ত্রী অমাত্য ও অনেক সৈন্যসামন্ত ছিল। আমি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এক মহাবল পরাক্রান্ত মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলাম। ঐ মৃগ আমার শরে সমাহত হইয়া সেই বাণ লইয়া পলায়ন করাতে আমি তাহার অনুসরণক্রমে সহসা এই তপোবনে আপনাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে শ্রীবিহীন, পরিশ্রান্ত ও হতাশ হওয়াতে আমার যাহার পর নাই দুঃখ হইতেছে। বিশেষতঃ আমি আশায় বঞ্চিত হইয়া যেরূপ নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি, আমার বেশ বৈলক্ষণ্য বা নগর পরিত্যাগ নিবন্ধন তাদৃশ কষ্ট হইতেছে না। পর্ব্বত প্রধান হিমালয় ও সুবিস্তীর্ণ মহোদধি যেমন ঔন্নত্য ও বিস্তৃতি দ্বারা নভোমণ্ডলের অন্তঃসীমা গমন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আশার অবধি দর্শনে সমর্থ হইলাম না। হে তপোধনগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ। আপনাদিগের অবিদিত কিছুই নাই; অতএব আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আশাসম্পন্ন পুরুষ ও অন্তরীক্ষ এই উভয়ের মধ্যে কাহাকে মহত্ত্ব নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। অতএব যদি ইহা আপনাদিগের গুহ্য বিষয় না হয়; তাহা হইলে অচিরাৎ কীর্ত্তন করুন। যদি উহা আপনাদের গুহ্য অথবা তপোবিঘ্নজনক হয়, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি না। এক্ষণে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি উহা বক্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনারা একত্র সমবেত হইয়া কীর্ত্তন করুন।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা সুমিত্র মহর্ষিগণের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট তপোধন ঋষভ ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমি তীর্থপর্য্যটন ক্রমে নরনারায়ণের দিব্যাশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঐ স্থানে রমণীয় বদরী এবং আকাশগামিনী মন্দাকিনীর উৎপত্তি কারণ মহান্ হ্রদ বিরাজিত রহিয়াছে আর ভগবান্ অশ্বশিরা নিরন্তর বেদপাঠ করিতেছেন। আমি সেই দিব্যাশ্রম দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া সেই হ্রদের সলিলে পিতৃ ও দেবগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া আশ্রমমণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। ঐ আশ্রমের যে স্থানে মহর্ষি নর ও নারায়ণ অবস্থান করেন, তাহার অনতিদূরে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি সেই স্থানে সুস্থচিত্তে উপবিষ্ট আছি, এমন সময় এক চীরাজিনধারী কৃশকায় তপোধন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ মহর্ষির শরীর অন্যান্য মনুষ্যের দেহ অপেক্ষা আটগুণ দীর্ঘ। উহার ন্যায় কৃশ ব্যক্তিও আর কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই। তাঁহার শরীর কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর ন্যায় কৃশ। গ্রীবা, বাহু, চরণ ও কেশকলাপ অতি অদ্ভুতদর্শন; মস্তক চক্ষু ও কর্ণ দেহের অনুরূপ এবং বাক্‌শক্তি ও চেষ্টা অতি সামান্য। আমি সেই অলৌকিক দর্শন কৃশ তপোধনকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন ও ভীতচিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম এবং পরিশেষে তাঁহার নিকটে আপনার নাম, গোত্র ও পিতার নাম নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে আসনে উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে সেই ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ঋষিসমাজে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পুত্রশোকার্ত্ত ভূরিদ্যুম্নপিতা মহারাজ বীরদ্যুম্ন পুত্রের অন্বেষণার্থ বেগবান্ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক স্ত্রী ও সৈন্যসামন্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি পূর্ব্বে এই স্থানে পুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশা করিয়া এই বনের সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কুত্রাপি সেই ধার্ম্মিকতনয়কে দেখিতে পাই নাই। পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া সে মহারণ্যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার দর্শনলাভ নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তির আশা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। এক্ষণে আমি সেই আশায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছি।

তখন সেই কৃশ তপোধন নরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল অবাক্‌শিরা ও ধ্যাননিরত হইয়া রহিলেন। দুঃখসন্তপ্ত মহারাজ বীরদ্যুম্ন তাঁহাকে ধ্যানপরায়ণ দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, ভগবন্! যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ এবং আশা অপেক্ষা মহৎ কি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে এক মহর্ষি তোমার পুত্র ভূরিদ্যুম্নের নিকট কাঞ্চন কলস ও বল্কল প্রার্থনা করিলে সে স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধি ও মন্দভাগ্য প্রভাবে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করে নাই। এই নিমিত্তই বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছে।

নরপতি বীরদ্যুম্ন মহর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই লোকপূজিত তপোধনকে অভিবাদন পূর্ব্বক নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রহিলেন। তখন সেই মহর্ষি আরণ্য বিধানানুসারে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর অন্যান্য মহর্ষিগণ সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত নক্ষত্রের ন্যায় সেই অপরাজিত মহীপতি বীরদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার আশ্রম প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নরপতি কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি বীরদ্যুম্ন নামে নরপতি। আমার নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আমার ভূরিদ্যুম্ন নামে এক শিশু সন্তান অদৃশ্য হইয়াছে। আমার একমাত্র পুত্র। আমি তাহার অন্বেষণার্থ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছি। কিন্তু অদ্যাবধি কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না।

মহারাজ বীরদ্যুম্ন এই কথা কহিলে মহর্ষি কৃশ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরপতির বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। পূর্ব্বে বীরদ্যুম্ন ঐ মহর্ষিকে যথোচিত সমাদর করেন নাই বলিয়া উনি হতাশ হইয়া দীর্ঘতর তপোনুষ্ঠানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, আমি কখনই ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন বর্ণের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিব না। আশা মানবগণকে ব্যাকুলিত করে; অতএব আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সেই আশাকে দূরীকৃত করিব।

মহর্ষি কৃশ এইরূপে অধোমুখে অবস্থান করিলে রাজা বীরদ্যুম্ন তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, অতএব ইহলোকে আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ কে এবং কোন্ বস্তু বা দুর্লভ? তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

তখন তপঃক্ষীণকলেবর ভগবান্ কৃশ নরপতিকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় স্মরণ করাইয়া কহিলেন, রাজন্! আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ এবং আশানুরূপ অর্থলাভ অপেক্ষা দুর্লভ আর কিছুই নাই। আমি সেই আশাকৃত অর্থ নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া অনেক নরপতির নিকট উহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

তখন নরপতি কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনার বাক্যনিষ্পত্তি মাত্রেই বুঝিলাম যে, যিনি আশার বশীভূত, তিনি কৃশ এবং যিনি আশাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সবল। আর আশাকৃত অর্থলব্ধিও বেদবাক্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্লভ। যাহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে আর এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনা অপেক্ষা কৃশ আর কে আছে? যদি ঐ

বিষয় গোপনীয় না হয়; তাহা হইলে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

কৃশ কহিলেন, মহারাজ! ধৈর্য্য গুণসম্পন্ন অর্থী নিতান্ত বিরল অথবা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। আর যিনি কদাপি অর্থীর অবমাননা না করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ। এই জগতে যাহারা লোকের উপকার করিব বলিয়া স্বীকার করিয়া পরিশেষে সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করে না, তাহাদের নিকট যে আশা করা যায়, লোকে যে আশার প্রভাবে কৃতঘ্ন, নৃশংস, অলস ও পরাপকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপকার লাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত হইলে না পাইয়াও সন্দর্শনলাভে যত্নবান্ হন; যে আশা বৃদ্ধা রমণীগণকে পুত্র প্রসবে সচেষ্ট করে এবং যাহার প্রভাবে পরিণয়াকাঙ্ক্ষিণী কামিনীগণ প্রাপ্ত বয়স্ক পাত্রলাভের কথামাত্র শ্রবণ করিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হয়, সেই আশা আমা অপেক্ষা কৃশতর।

মহর্ষি কৃশ এই কথা কহিলে মহারাজ সপরিবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি পুত্রের সহিত সমাগমলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তৎসমুদায়ই যথার্থ সন্দেহ নাই। তখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কৃশ ঈষৎ হাস্য করিয়া বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে অবিলম্বে বীরদ্যুম্নের পুত্রকে তথায় উপনীত করিলেন এবং পরিশেষে স্বীয় দিব্যমূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ক্রোধবিহীন হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমি স্বয়ং এই বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে কৃশতরী আশাকে নিরাকৃত কর।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ঋষভ এই কথা কহিলে রাজা সুমিত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় আশা পরিত্যাগ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও আমার কথানুসারে আশা নিরাকৃত করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় সুস্থির হয়। তুমি কষ্টের সময় আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, অতএব আমার বাক্য শ্রবণে অনুতাপিত হইও না।

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার বাক্যামৃত পান করিয়া কোন ক্রমে তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না; আমি যত আপনার বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শুশ্রূষা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আত্মজ্ঞানী যেমন সমাধিসুখে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ আমি আপনার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি পুনরায় ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যম গৌতম সংবাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস আছে, উহাতে গৌতম যমরাজকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পারিপাত্র নামক পর্ব্বতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। তিনি ষষ্টি সহস্র বর্ষ ঐ আশ্রমে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা লোকপাল যম মহর্ষি গৌতমের সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উগ্রতর তপোনুষ্ঠানে নিরত দেখিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষি গৌতম যমকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন, তখন যম তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে? গৌতম কহিলেন, প্রভো! কি কার্য্য করিলে পিতা মাতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং কি রূপেই বা অতি পবিত্র দুর্লভ লোক লাভ করা যাইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

যম কহিলেন; মহর্ষে! সতত সত্যধর্ম্ম, তপস্যা ও পবিত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক পিতা মাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! যে মহীপাল মিত্রশূন্য, বহুশত্রু-সম্পন্ন, ক্ষীণকোষ ও হীনবল হন, দুষ্ট অমাত্যগণ সহায় হওয়াতে যাঁহার মন্ত্র প্রকাশিত হইয়া যায়, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় ও পররাজ্য বিমর্দ্দিত করিবার অভিলাষে পরসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, যিনি স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করেন, যিনি অপ্রণালী ক্রমে রাজ্য রক্ষায় অসমর্থ, যাহার দেশকালের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই এবং অতিশয় প্রজাপীড়ন নিবন্ধন সন্ধি ও ভেদ উভয়ই যাঁহার পক্ষে অতিশয় দুর্লভ, তাঁহার কি অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য অথবা অর্থ ব্যতিরেকে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে আমাকে অতি নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে ইহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অনুচিত, এই নিমিত্ত আমি ইহার উল্লেখ করি নাই। যিনি শাস্ত্র হইতে অল্পমাত্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সাধু। বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে লোকে ধনাঢ্য হয় কি না, তাহা তুমি আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পার। এক্ষণে ভূপালগণের ব্যবহার সম্পাদনের নিমিত্তই আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কিন্তু উহা দ্বারা যে যথার্থ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা আমি স্বীকার করি না। সুকুমারমতি প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে রাজার ধন ও সৈন্যসামন্তের সহিত বিনাশ লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান তাহার প্রীতিকর হয়। অজ্ঞান প্রভাবে লোকে কোন বিষয়েরই উপায় অবধারণে সমর্থ হয় না। যিনি জ্ঞানপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাঁহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজার কোষ ক্ষয় হইলেই বলক্ষয় হয়; অতএব তিনি নির্জ্জন স্থানে জলোৎপাদনের ন্যায় যে কোন প্রকারে হউক ধনাগমে যত্নবান্ হইবেন। আপদ্‌কাল উত্তীর্ণ হইলে প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সে প্রকার নহে। ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্যাদি দ্বারাও ধর্ম্মলাভ হয় বটে, কিন্তু অর্থাগম না থাকিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। অতএব অর্থাগমবিরোধী ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বল ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুগত জীবিকালাভে সমর্থ হয় না এবং তৎকালে আহার বিশেষ, যত্ন দ্বারাও ধর্ম্মানুসারে ফললাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং আপদ্‌কালে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন যে, ঐরূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহা হউক আপদ্‌কাল অতীত হইলে ক্ষত্রিয় তৎকালকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন। যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয় এবং যাহাতে আপনার শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে না হয়, এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনাকে অবসন্ন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি আপনার ও অন্যের ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়াও আপনার উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে যত্ন করিবেন। ধার্ম্মিকদিগের ধর্ম্মে এবং ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবল ও উৎসাহে নিপুণতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যেমন বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে অযাজ্যযাজন ও অভোজ্যান্ন ভোজন করিয়াও নিন্দনীয় হন না, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিরোধ হইলে তিনি তাপস ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতিরেকে আর সকলেরই ধন গ্রহণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শত্রুকর্ত্তৃক নিপীড়িত বা নিরুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে তাহার কি সুপথ ও কুপথ বিচার করা উচিত; কখনই নহে, তৎকালে যে কোন পথ দ্বারা হউক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে। ক্ষত্রিয় কোষ ও বলক্ষয় নিবন্ধন লোকের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইলেও তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন নিতান্ত নিষিদ্ধ। জয় লাভ দ্বারা ধনোপার্জ্জনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি। তিনি স্বজাতীর নিকট কদাচ কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন না। যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে গৌণকল্প দ্বারা বৃত্তিলাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিন্দিত নহে। ক্ষত্রিয় আপদ্‌গ্রস্ত হইলে অধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বৃত্তিক্ষয় নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরও যখন অধর্ম্মাচরণ বিহিত হইতেছে তখন ক্ষত্রিয়ের উহা বিহিত না হইবার কারণ কি? ক্ষত্রিয় আপৎকালে

ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবেন। নিতান্ত অবসন্ন হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয় প্রজাদিগের হন্তা ও রক্ষিতা; সুতরাং আপদুদ্ধারের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিশেষত এই জীবলোকে হিংসা না করিলে কাহারই জীবিকা লাভের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, একাকী অরণ্যচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। বিশেষত যে রাজা প্রজাপালন করিবার অভিলাষ করেন, কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিলে তাঁহার কোন ক্রমেই জীবিকা লাভের সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব রাজা যেমন আপদ্কালে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজ্যস্থ প্রজাগণেরও রাজার বিপদ্কালে তাঁহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আপদ্ উপস্থিত হইলেও কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্যান্য সঞ্চিত দ্রব্য রাষ্ট্র হইতে অন্তরিত করা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। শম্বর কহিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে লোক স্বীয় আহারোপযোগী ধান্য হইতে অগ্রে বীজ রক্ষা করিবে। আপনাদিগের অর্থব্যয় দ্বারা রাজাকে রক্ষা করা প্রজাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন হয়, তিনি জীবিকার অভাবে অন্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ, বা দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাঁহার জীবনে ধিক্। কোষ ও বল রাজার মূল, তন্মধ্যে কোষ আবার বলের মূল, বল সকল ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল কিন্তু অন্যকে পীড়ন না করিলে কোষ ও বললাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আপদ্কালে কোষ ও বল লাভার্থ অন্যকে পীড়ন করিলে ভূপালগণকে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। লোকে যাগ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজা যখন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া অন্যকে পীড়ন করেন, তখন তাঁহাকে কি নিমিত্ত দূষিত হইতে হইবে।

অর্থের অসদ্ভাব হইলেই প্রজাপীড়ন করিতে হয়, আপৎকালে প্রজাপীড়ন না করিলে কোন ক্রমেই অর্থলাভের সম্ভাবনা নাই। রাজা অর্থ সংগ্রহের মানসেই বহুব্যয়সাধ্য হস্তিপালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য নির্ণয় করিয়া আপদ্কালে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে। যেমন পশু, যজ্ঞ ও চিত্তসংস্কার এই তিনটি মোক্ষসাধনের উপযোগী, তদ্রূপ কোষ, বল ও জয় তিনটি রাজ্য পুষ্টির প্রধান কারণ। আমি এই স্থলে এক ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশক নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যজ্ঞের নিমিত্ত যূপচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে সেই যূপবৃক্ষের সন্নিহিত যে সমস্ত বৃক্ষ উহা ছেদনের বিঘ্ন সম্পাদন করে, তৎসমুদায়কে অবশ্যই ছেদন করিতে হয়। তাহারা আবার ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইবার সময় অন্যান্য বৃক্ষসমুদায়কে নিপাতিত করে। ঐরূপ যে সমস্ত মনুষ্য রাজার কোষসঞ্চয়ের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে কদাচ সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থ দ্বারা ইহলোক, পরলোক, সত্য ও ধর্ম্ম সমুদায়ই আয়ত্ত করা যায়। নির্দ্ধনেরা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থান করে। যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যে কোন প্রকারে হউক ধন গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলে অধিক দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি কদাচ যুগপৎ ধনসংগ্রহ ও ধনত্যাগ করিতে পারে না। অরণ্যমধ্যে ধনবানের অবস্থান সম্ভবপর নহে। আর যাহারা এই জনসমাজে বাস করিতেছে তাহাদিগকে নিরন্তর পার্থিব ধনরত্ন সমুদায় অধিকার করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভূপালগণের রাজ্য রক্ষার তুল্য পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সম্পদ্কালে প্রজাদিগের নিকট প্রচুর পরিমাণে কর গ্রহণ করা নিতান্ত পাপজনক বটে, কিন্তু আপদ্কালে উহা করিলে তাদৃশ অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই জগতে কেহ কেহ দান ও যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ তপস্যা এবং কেহ কেহ বুদ্ধি ও নিপুণতা দ্বারা ধনসঞ্চয় করিয়া থাকেন। লোকে নির্দ্ধনকে দুর্ব্বল ও ধনবান্‌কে বলবান্ কহিয়া থাকে। ধনবান্ লোক সমুদায় বস্তু অধিকার করে ও সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হয়। অর্থপ্রভাবে ধর্ম্ম কাম ও উভয় লোকে শ্লাঘাভিলাভ হইয়া থাকে। অতএব লোকে ধর্ম্মানুসারে অর্থ লাভের চেষ্টা করিবে। অধর্ম্মানুসারে তাহা লাভ করিতে যেন কাহারও কদাচ প্রবৃত্তি না জন্মে।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব সমাপ্ত।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে রাজা কোষাদি সংগ্রহে পরাঙ্মুখ, দীর্ঘসূত্র ও বন্ধুবান্ধব বিয়োগ ভয়ে সংগ্রামে বিমুখ হন; যাহার মন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়া পড়ে; শত্রুগণ একত্র হইয়া যাহার রাজ্য বিভাগপূর্ব্বক গ্রহণ করে; যাঁহার নির্ধনতা ও মিত্র বলের অভাব বশত মন্ত্রিগণ শত্রুদিগের বশীভূত হয় এবং যিনি পরসৈন্যের প্রভাবে অভিভূত ও বলবান্ শত্রু কর্তৃক ব্যাকুলিত হন, তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আক্রমণকারী শত্রু যদি পবিত্রচিত্ত হয় ও ধর্ম্মানুসারে জয়লাভের বাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সহিত অবিলম্বে সন্ধিস্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার গ্রাম নগরাদি উদ্ধার করা রাজার কর্ম্ম। আর শত্রু যদি মহাবল পরাক্রান্ত হয় ও অধর্ম্মানুসারে জয়লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহাকে কতিপয় গ্রাম প্রদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিবেন অথবা রাজধানী ও অন্যান্য সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া আপদ্ হইতে মুক্ত হইবেন। রাজা যে কোন প্রকারে হউক জীবিত থাকিতে পারিলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তিশালী হইতে পারেন। অতএব কোষ ও বল পরিত্যাগ করিলে যে আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেই আপদে আত্মপরিত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। যদি অন্তঃপুরিকাগণও শত্রুদিগের হস্তগত হয়, তথাপি তাহাদিগের প্রতি দয়া না করিয়া আত্মরক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজার অমাত্য প্রভৃতি ক্রুদ্ধ, রাজ্য ও দুর্গাদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত, কোষ পরিক্ষীণ এবং মন্ত্র প্রকাশিত হইলে তাঁহার কি কর্ত্তব্য? ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! শত্রু ধার্ম্মিক হইলে তাহার সহিত শীঘ্র সন্ধিস্থাপন ও অধার্ম্মিক হইলে তাহার প্রতি শীঘ্র পরাক্রম প্রকাশ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য। ফলত ভূপালগণ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে হয় উপায় দ্বারা অচিরাৎ তাহাকে নিরস্ত করিবেন; নচেৎ অবিলম্বে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি লাভ করিবেন। অনুরক্ত হৃষ্ট ও সচেষ্ট সৈন্য অল্পমাত্র হইলেও তাহাদিগকে লইয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারা যায়। নরপতি সংগ্রামে নিহত হইলে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের সালোক্য এবং শত্রুগণকে নিপাতিত করিতে পারিলে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন; অতএব যুদ্ধে ভীত হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যুদ্ধসময় সমুপস্থিত হইলে সমর পরিত্যাগের বাসনা না করিয়া বুদ্ধিকৌশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ করাই রাজাদিগের উচিত। আর যখন তাঁহারা স্বপক্ষীয়দিগের ক্রোধবশত শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধিস্থাপন করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তখন দুর্গ হইতে প্রথমত পলায়ন পূর্ব্বক পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সন্ধি দ্বারা আপনার সৈন্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া মন্ত্রবলে পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্য অধিকার করিবেন।

দ্বাত্রিংশধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজাদিগের সর্ব্বলোক হিতকর পরম ধর্ম্ম বিনষ্ট ও জগতের যাবতীয় বস্তু দস্যুগণকর্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা সেই আপদ্কালে স্নেহবশত পুত্র পৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সেই আপদ্কালে বিজ্ঞান বল আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করা ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধন ধান্যাদি সাধুদিগের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, অসাধুদিগের নিমিত্ত কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই। যে ব্যক্তি সাধুপথের অনুবর্ত্তী হইয়া অসাধুদিগের নিকট অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক সাধুদিগকে প্রদান করেন, তিনিই আপদ্ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। রাজা বিপদ্কালে রাজ্য পালনার্থ

প্রজাগণকে প্রকোপিত না করিয়া তাঁহাদের অর্থ বস্তুও গ্রহণ করিতে পারেন। বিজ্ঞানবলসম্পন্ন পুণ্যবান্ ব্যক্তি আপদ্‌কালে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারে না। বলপূর্ব্বক জীবিকা লাভ করাই যাঁহাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম তাঁহারা কদাচ অন্য বৃত্তি আশ্রয় করিয়া সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। বলবান্ ব্যক্তিরা তেজঃপ্রকাশ করিয়াই কালযাপন করেন। রাজারা আপদ্‌কালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রস্থ সমুদায় ব্যক্তির নিকট হইতে কোষসংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু মেধাবী নরপতিগণ ঐ সময় ক্রূর্য্য স্বভাব দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করিয়াই ধনসঞ্চয় করেন। অতঃপর আপদ্ উপস্থিত হইলে ও ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে নিপীড়িত করিয়া অর্থসংগ্রহ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে নরপতি ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাকে অগাধ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অতি প্রামাণিক ও লোকের দিব্যচক্ষু স্বরূপ। লোকে ইহার অনুসারে ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধুপদ বাচ্য হইয়া থাকে। গ্রামবাসী অসংখ্য লোক রোষপরবশ হইয়া রাজার নিকট পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে; অতএব নরপতি তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কাহাকেও সংকৃত বা নিপীড়িত করিবেন না। লোকের পরিবাদ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে সভায় পরের নিন্দা কীর্ত্তিত হয়, তথায় হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। অসচ্চরিত্র লোকেরাই পরনিন্দা ও পরের প্রতি ক্রূরাচরণ করে। সাধু ব্যক্তিরা সতত সাধুদিগের গুণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শান্তস্বভাব বৃষভ যেমন যত্ন পূর্ব্বক ভার বহন করে, নরপতিও সেইরূপে রাজ্যভার বহন করিবেন। যাহাতে অনেকের সাহায্য লাভ করা যায়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে চিরাচরিত প্রথাকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেহ কেহ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন যে পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিগণও অপরাধী হইলে তাঁহাদিগকে দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকল লোক যে মাৎসর্য্য বা লোভের বশীভূত হইয়া ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন, এরূপ বিবেচনা করিও না; বস্তুত তাঁহারা লিখিতের প্রতি শঙ্খের ব্যবহারানুসারে ধর্ম্মানুরোধেই ঐরূপ কহিয়া থাকেন। অনেক মহর্ষি কুকর্ম্মশীল গুরুরও শাসন করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বস্তুত ঐ রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। লোকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা তাঁহাকে নিপাতিত করিয়া থাকেন। যে রাজা ছল পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। সর্ব্বান্ন সংকৃত ধর্ম্ম চারি প্রকার; বেদনির্দ্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট, সাধুজনাচরিত ও আত্মবিচার সিদ্ধ। এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মই অবগত হওয়া রাজাদিগের আবশ্যক। যে নরপতি তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। সর্পপদের ন্যায় ধর্ম্মমূল অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রকাশ করা অতি সুকঠিন। নিষাদগণ যেরূপ অরণ্য মধ্যে শরাহত মৃগের রুধিরাক্ত পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার অন্বেষণ করে, সেইরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা সাধুদিগের অবলম্বিত পথই আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে তাঁহাদিগের ন্যায় সেই পথ আশ্রয় কর।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোষপূর্ণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষ দ্বারাই ধর্ম্ম ও রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব কোষসংগ্রহ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করাই রাজাদের প্রধান ধর্ম্ম। কোন সচ্চরিত্রতা বা কোন নৃশংসতা দ্বারা কখনই কোষ সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই কোষসংগ্রহ করা আবশ্যক। বল না থাকিলে কোষ রক্ষা হয় না; কোষ রক্ষা না হইলেও বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বলহীন ব্যক্তি রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না এবং রাজ্যহীন ব্যক্তিকে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। উচ্চপদে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবিহীন হওয়া মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ বল ও মিত্র পরিবর্দ্ধিত করা নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা কোষহীন হইলে সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। তখন আর কেহই তাঁহার নিকট অল্পলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করে না। লক্ষ্মী থাকিলে রাজার সম্মানের পরিসীমা থাকে না। আবরণ দ্বারা যেমন স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশ সমাবৃত হয়, তদ্রূপ সম্পদ্ দ্বারা ভূপতির পাপ সকল আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। যে নরপতির পূর্ব্বাপকারীরা তাঁহার সম্পদ্ দর্শনে অনুতাপিত হইয়া শালাবৃকের ন্যায় গূঢ়ভাবে তাঁহাকে নিধন করিবার মানসে আশ্রয় করে তাঁহার কখনই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। সতত উদ্যত হওয়াই নরপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক, নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। উদ্যমই প্রধান পুরুষকার। বরং ভগ্ন হওয়া উচিত তথাপি কাহারও নিকট নত হওয়া বিধেয় নহে বরং বনে গমন করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিবে তথাপি মর্য্যাদাশূন্য দস্যুপ্রায় অমাত্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে না। অতি ভীষণ অকার্য্যসাধন সময়ে দস্যুগণের নিকট হইতে অসংখ্য সৈন্য লাভ করা যায়। রাজা এক কালে নিয়মহীন হইলে তাঁহার নিকট অন্যান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত নির্দ্দয় দস্যুগণও শঙ্কিত হয়। অতএব লোকমনোহারী নিয়ম-সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি তুচ্ছ বিষয়েও নিয়ম থাকিলে উহা সাধারণের সমাদৃত হইয়া থাকে। নাস্তিকগণ ইহলোক ও পরলোকের ভয় করে না, অতএব তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। দস্যুগণ অন্যান্য সদাচারে নিরত হইয়া পরধন অপহরণ করিলেও উহা অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেখ, দস্যুগণ দয়ালু হইলে তাহাদের দয়া প্রভাবে অসংখ্য জীব পরিরক্ষিত হয়। উহারা সমরপরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধসাধন, কৃতঘ্নতা, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, লোকের এককালে নিধনতা সম্পাদন, কন্যাপহরণ ও পরদারাভিমর্ষণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। আবার যাহারা দস্যুগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত উহাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করে, তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের বিশ্বাসোৎপাদন পূর্ব্বক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া পরিশেষে উহাদিগের সমুদায় ধন সন্তানাদি নিঃশেষিত করিতে পারে। অতএব দস্যুদিগকে এককালে সম্পত্তিহীন না করিয়া তাহাদিগকে আপনার বশীভূত করাই কর্ত্তব্য। আপনাকে বলবান্ বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত নৃশংস ব্যবহার করা কদাপি বিধেয় নহে। যে রাজা প্রজাগণের নির্ধনতা সম্পাদন করেন, তাঁহাকে অচিরাৎ নির্ধন হইতে হয়; আর যিনি তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন, তিনি যাবজ্জীবন রাজ্য ভোগ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্ম বাক্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয়ের সাধুজনাচরিত ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটী প্রত্যক্ষ সুখ। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ সুখে বিঘ্নোৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে। ভূতলে বৃকপদচিহ্ন দর্শন করিয়া উহা বস্তুত বৃকের পদচিহ্ন কি না এইরূপ বিচারের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার নিরর্থক। এই সংসারমধ্যে কেহই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন নাই; অতএব বিদ্যাদি দশবিধ বল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। সমুদায় বস্তুই বলবান্ ব্যক্তির বশীভূত থাকে। সম্পত্তি থাকিলে বলও আয়ত্ত হয় এবং বল আয়ত্ত হইলেই উপযুক্ত অমাত্যগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জগতে নির্ধন ব্যক্তি পতিত ও অল্পমাত্র দ্রব্যই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। বলবান্ ব্যক্তি অতিমাত্র পাপানুষ্ঠান করিলেও ভয় প্রযুক্ত কেহ তাহা ব্যক্ত করে না। ধর্ম্ম ও বল এই দুইটী সত্যের আশ্রয় লাভ করিলে মানবগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বল ও ধর্ম্ম এ উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধর্ম্মসম্ভূত হয়। ধূম যেমন সমীরণ আশ্রয় করিয়া উড্ডীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্ম বলবান্ ব্যক্তিকে অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করে। বলবান্ পুরুষদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহাদিগের সকল কার্য্যই সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বলহীন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে কদাপি পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। সকলেই তাহার দৌরাত্ম্যে

উত্ত্যক্ত হয়। মানবগণ ঐ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতি দুঃখে জীবন ধারণ করে। তৎকালে তাহাদিগের প্রাণ ধারণ মৃত্যুতুল্য হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, পাপ ও চরিত্রদোষ নিবন্ধন বন্ধু বান্ধবিহীন হইলে মনুষ্যকে পরের বাক্য যন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যাহার পর নাই অনুতাপ করিতে হয়। পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ত্রয়ী বিদ্যার আলোচনা, ব্রাহ্মণগণের উপাসনা, দর্শন, বাক্যপ্রয়োগ ও কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টিসম্পাদন, মনের উন্নতিসাধন, মহদ্বংশে পাণিগ্রহণ, আপনার নম্রতা স্বীকার পূর্ব্বক অন্যের গুণকীর্ত্তন, কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক জপানুষ্ঠান এবং মিতভাষী ও মৃদুস্বভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা আবশ্যক। বহুতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকের নিন্দায় ক্রুদ্ধ না হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজে সতত অবস্থান ও তাঁহাদের অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। এইরূপ সদাচারনিষ্ঠ হইলেই লোকে নিষ্পাপ ও সকলের সম্মানভাজন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে উৎকৃষ্ট সুখলাভ করিতে পারে। ধনবিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয়, একাকী গোপনে ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরস্বাপহারী দস্যু ও অন্যান্য ধর্ম্মে বিভূষিত হইলে পরলোকে নরকগামী হয় না, এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কায়ব্য নামে এক নিষাদ দস্যুর নিবন্ধন সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ নিষাদ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করে। সে সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত, বুদ্ধিমান্; বিজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রাহ্মণপ্রিয়, গুরুপূজক ও মহাবল পরাক্রান্ত ছিল। নিষাদগণের মধ্যে বিজ্ঞ ও মৃগবিজ্ঞানে সম্যক্ অভিজ্ঞ ছিল। ঐ নিষাদ প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে অরণ্যমধ্যে মৃগদিগের ক্রোধ উত্তেজিত করিত। দেশ কালের বিষয়ে তাহার কিছুই অবিদিত ছিল না। সে নিরন্তর পর্ব্বতে পরিভ্রমণ ও একাকী বহুসংখ্য সেনা পরাজয় করিত। সকল ধর্ম্মেই তাহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে প্রতিদিন মধু মাংস, ফল, মূল ও অন্যান্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক বৃদ্ধ অন্ধ বধির পিতা মাতার শুশ্রূষা করিত। মান্য ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা করিত না। অরণ্যবাসী প্রব্রজিত ব্রাহ্মণগণের পূজা করা তাহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। সে প্রতিদিন মৃগবধ করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত লইয়া যাইত। যাঁহারা লোকভয়ে দস্যুর নিকট মাংস গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না, সে প্রাতঃকালে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের গৃহে তাহা রাখিয়া যাইত।

একদা নির্দ্দয় নিয়ম হীন বহুসংখ্য দস্যু তাহাকে গ্রামণী করিবার মানসে কহিল, হে বীর! তুমি দেশকাল ও মুহূর্ত্ত সমুদায়ই অবগত আছ। তোমার তুল্য প্রজ্ঞাবান্ ও দৃঢ় ব্রতপরায়ণ লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের সকলের মতানুসারে প্রধান গ্রামণী পদ গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমরা তদনুসারেই কার্য্য করিব, এক্ষণে তুমি পিতা মাতার ন্যায় ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে প্রতিপালন কর।

তখন কায়ব্য তাহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে কহিল প্রতিবেশিগণ! তোমরা স্ত্রী, ভীরু, শিশু, তাপস ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন এবং বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না। সকল প্রাণিমধ্যে স্ত্রীলোককে বিনাশ করা অতি গর্হিত কার্য্য। অতএব তদ্বিষয়ে যেন কোন মতেই তোমাদিগের বুদ্ধি প্রধাবিত না হয়। প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল চিন্তা ও তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানার্থ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কদাচ সত্যের অপলাপ করিও না। দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সৎকার্য্যের বিঘ্নানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। সকল প্রাণিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই মোক্ষ লাভের উপযুক্ত; অতএব সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহার অমঙ্গলচিন্তা করেন, ত্রিভুবন মধ্যে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহাকে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অবশ্যই বিনাশ লাভ করিতে হয়। আমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়াই সমস্ত বিষয়ের ফললাভে অভিলাষ করিব। যাহারা আমাদিগের অভিলষিত ফল প্রদানে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি হইয়াছে; নিরপরাধ লোকের বধসাধনের নিমিত্ত সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তাহাদিগকেই বধ করা উচিত। যাহারা রাজ্যোপরোধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে কূপনিহিত কৃমির ন্যায় বিনষ্ট হইতে হয়। হে প্রতিবেশিগণ! পরস্বাপহারী দস্যু হইয়া এইরূপ নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে অবিলম্বে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

কায়ব্য এইরূপ উপদেশ প্রদর্শন করিলে তত্রত্য সমুদায় দস্যুই তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ হইতে বিরত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। জ্ঞানবান্ কায়ব্যও সাধুগণের হিতানুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপ নিবারণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা মহতী সিদ্ধি লাভ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত এই কায়ব্যচরিত চিন্তা করিবে, তাহার বন্য জন্তু ও অন্যান্য প্রাণী হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না। সে বনমধ্যে গমন করিয়াও রাজার ন্যায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহীপাল যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক কোষসঞ্চয় করিবেন, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মবাক্যানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর। ব্রহ্মস্ব ও যজ্ঞশীল ব্যক্তিদিগের ধনগ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। তিনি কর্ম্মকাণ্ডহীন দস্যুদিগের ধনই হরণ করিবেন। পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রজা ও রাজ্য ক্ষত্রিয়েরই অধিকৃত। ক্ষত্রিয়ই সমুদায় ধন ভোগ করিবেন, উহাতে অন্যের কিছুমাত্র অধিকার নাই। ধন দ্বারা বল বৃদ্ধি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। লোকে যেমন অভোজ্য ওষধি ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা ভোজ্যদ্রব্য পাক করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজারা দুষ্টগণের হিংসা করিয়া শিষ্টদিগকে প্রতিপালন করিবেন। যাহারা হবি দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধন না করে, তাহাদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বলপূর্ব্বক ঐরূপ ব্যক্তিদিগের ধন অপহরণ করিবেন। সেই ধন দ্বারা অনেক সাধুগণের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে। অতএব সেই অপহরণ জন্য রাজাকে কিছুমাত্র দোষস্পর্শ করিতে পারে না। যিনি অসাধুব্যক্তি হইতে ধনগ্রহণ পূর্ব্বক সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনি পরম ধার্ম্মিক। বল্মী নামক শুক্রজীব ও পিপীলিকাদি যেমন অল্পে অল্পে বহুদূর গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজা আপনার শক্ত্যনুসারে ক্রমে ক্রমে পরলোক জয় করিবার চেষ্টা করিবেন। গবাদির গাত্র হইতে যেমন দংশমক্ষিকাদি দূরীকৃত করা যায়, তদ্রূপ অযাজ্ঞিক ব্যক্তিকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য। শিলার উপর ধূলি রাখিয়া শিলা পেষণ করিলে উহা যেমন ক্রমে ক্রমে অতিশয় সূক্ষ্ম হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের যত সমালোচন করা যায়, উহা ততই সূক্ষ্ম হইয়া উঠে।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহাকে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি হঠাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে স্বীয় বুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংসাধন করিতে পারে তাহাকে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া ইহা আজি না হয় কালি করিব বিবেচনা করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে তাহাকে দীর্ঘসূত্র কহে। এই জগতে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই উভয় ব্যক্তিই সুখলাভ করিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘসূত্রকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। এক্ষণে আমি এই বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক মৎস্যসমাকীর্ণ স্বল্পজলবিশিষ্ট জলাশয়ে তিনটি শকুল মৎস্য বাস করিত। তন্মধ্যে একটি অনাগতবিধাতা, একটি প্রত্যুৎপন্নমতি ও একটি দীর্ঘসূত্র। একদা মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিঃসারিত করিতে লাগিল। তখন সেই দীর্ঘদর্শী শকুলমৎস্য জলাশয়কে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে দেখিয়া স্বীয় মিত্রদ্বয়কে কহিল, দেখ

এক্ষণে এই জলাশয়েই জলজন্তুর বিপদ্‌কাল সমুপস্থিত হইয়াছে ; অতএব চল আমরা আমাদের নির্গমনের পথ নষ্ট না হইতে হইতেই অবিলম্বে অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করি। যে ব্যক্তি নীতিপ্রভাবে অনুপস্থিত বিপদের প্রতিবিধান করে, তাহাকে কোন কালেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না ; অতএব চল আমরা বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করি। তখন দীর্ঘসূত্র কহিল, মিত্র! তুমি যাহা কহিলে যথার্থ বটে, কিন্তু আমার মতে কোন কার্য্যেই ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নহে। ঐ সময় প্রত্যুৎপন্নমতি ও অনাগতবিধাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই! আমি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করি না, কিন্তু কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারি। দীর্ঘসূত্র ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই কথা কহিলে অনাগতবিধাতা তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ পলায়নের মত নাই বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং অবিলম্বে স্রোত দ্বারা এক গম্ভীর জলাশয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সমুদায় জল নিঃসৃত হইলে মৎস্যজীবী ধীবরগণ বিবিধ উপায় দ্বারা মৎস্য সমুদায়কে রুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় দীর্ঘসূত্র ও প্রত্যুৎপন্নমতি অন্যান্য মৎস্যগণের ন্যায় অবরুদ্ধ হইল। অনন্তর ধীবরগণ রজ্জু দ্বারা মৎস্যদিগকে গ্রথিত করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যুৎপন্ন সেই গ্রথিত মৎস্যগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গ্রথনরজ্জু দংশন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন ধীবরগণ সমুদায় মৎস্য গ্রথিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে বিপুলজলে প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রহণরজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু হীনবুদ্ধি দীর্ঘসূত্র পলায়নের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিচেতন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপ যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত উপস্থিত বিপদ্ বিবেচনা করিতে না পারে, তাহাকে দীর্ঘসূত্র মৎস্যের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি আপনাকে কার্য্যনিপুণ বোধ করিয়া অগ্রে বিপদের প্রতিবিধান না করে, প্রত্যুৎপন্নমতি মৎস্যের ন্যায় জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। আর যে ব্যক্তি বিপদ্ উপস্থিত না হইতে হইতেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, সে অনাগত মৎস্যের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়। অবহিতচিত্তে দেশের এবং কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, পক্ষ, ঋতু, কল্প ও সংবৎসর প্রভৃতি কালের সূক্ষ্মতা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ ধর্ম্মার্থ শাস্ত্র ও মোক্ষ শাস্ত্রে দেশ ও কালকেই প্রধান এবং মানবগণের অভীষ্টপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি সুচারুরূপে দেশ কাল বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফলভোগে সমর্থ।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি প্রত্যুৎপন্না ও অনাগত বিপদের প্রতিবিধানকারিণী বুদ্ধিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং দীর্ঘসূত্রতাকে বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মার্থকুশল প্রজারঞ্জন নরপতি কিরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিলে শত্রু কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও মুগ্ধ না হন? অনেক শত্রু এক রাজাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার কিরূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। রাজা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাঁহার বহুসংখ্য শত্রু পূর্ব্বাপকার নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাঁহাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তখন তিনি কিরূপে একাকী সহায়বিহীন হইয়া সেই প্রাসোদ্যত শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন? মিত্র ও শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? যে রাজার মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে সুখলাভে সমর্থ হন? প্রাকৃত ও কৃত্রিম মিত্রের মধ্যে কাহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন ও কাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং বলবান্ হইলেও শত্রুগণের মধ্যে কিরূপে অবস্থান করা উচিত? এই সমস্ত বিষয়ও বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। হে শান্তনুনন্দন! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি ব্যতীত এই সমুদায় বিষয়ের বক্তা আর কেহই নাই এবং শ্রোতাও অতি সুদুর্লভ, অতএব এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তোমার প্রশ্নগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে আপদ্‌কালের অনুষ্ঠানোপযোগী গূঢ় বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন সময় শত্রুও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। কার্য্যের গতিও সর্ব্বদা সমান হয় না ; অতএব কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। হিতার্থী পণ্ডিতগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শত্রুদিগের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূর্খ বিপক্ষদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কখনই অর্থোপার্জ্জন বা সুখভোগ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রগণের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে, তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমি এই উপলক্ষে মার্জ্জারমূষিক সংবাদ নামে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

কোন নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক লতাজালজড়িত পক্ষিকুলসমাকীর্ণ অতি বৃহৎ বট বৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মূষিক ঐ বৃক্ষের মূলে শতমুখ বিবর প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। লোমশ নামে এক পক্ষিসঙ্ঘাতঘাতক মার্জ্জারও বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়াছিল। কিয়দ্দিন পরে এক চাণ্ডাল সেই অরণ্যে আগমনপূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিল। সে প্রতিদিন সায়ংকালে মৃগাদির বন্ধনার্থ ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে স্নায়ুময় পাশ বিস্তৃত করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক সুখে রজনী যাপন করিত এবং প্রাতঃকালে তথায় আগমনপূর্ব্বক রাত্রিযোগে যে সকল মৃগ পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত তাহাদিগকে লইয়া যাইত। একদা সেই বৃক্ষশাখাসমাশ্রিত মার্জ্জার দৈবাৎ ঐ পাশে বদ্ধ হইল। তখন পলিত নামা মূষিক সেই প্রবল শত্রুকে বদ্ধ দেখিয়া অকুতোভয়ে ভক্ষ্য বস্তুর অন্বেষণার্থ তথায় পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই পাশোপরি ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিতে পাইয়া মার্জ্জারের উপরে আরোহণ পূর্ব্বক মনে মনে হাস্য করত আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় উহার অনতিদূরে হরিণ নামে এক তাম্রলোচন চঞ্চলস্বভাব নকুল মূষিকের আঘ্রাণ পাইয়া ভক্ষণার্থ সত্বর সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে ভূগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিল এবং চন্দ্রক নামে এক তীক্ষ্ণতুণ্ড তরুকোটরবাসী উলূক বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে লাগিল। মূষিক আমিষ ভক্ষণে নিতান্ত ব্যগ্র ছিল, অকস্মাৎ সেই শত্রুদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রাণসঙ্কট বিষম আপদ্ উপস্থিত হইলে আত্মহিতৈষী ব্যক্তিদিগের কি করা কর্ত্তব্য। আপদ্ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করাই বুদ্ধিমান্‌দিগের উচিত ; অতএব যাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। আমি এক্ষণে বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। সহসা ভূতলে উপস্থিত হইলে নকুল এবং এই স্থানে অবস্থান করিলে উলূক আমাকে ভক্ষণ করিবে। আর যদি বিড়াল ইতিমধ্যে পাশ হইতে মুক্ত হয়; তাহা হইলে কোন ক্রমেই উহার নিকট আমার নিস্তার নাই। যাহা হউক, মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপদ্‌কালে কখনই বিমুগ্ধ হয় না। এক্ষণে আমি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। নীতিশাস্ত্রবিশারদ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেরা ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইলেও অবসন্ন হন না। অতঃপর এই মার্জ্জার ভিন্ন আমার পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে এই শত্রু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। আমার দ্বারা ইহার বিশেষ উপকার হইতে পারে ; অতএব জীবনরক্ষার্থ এই মার্জ্জারের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি নীতিবল অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার হিতসাধন করিয়া শত্রুগণকে বঞ্চিত করিব। এই মার্জ্জার আমার পরম শত্রু ; কিন্তু এক্ষণে ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া স্বার্থসাধনার্থ আমার সহিত সন্ধি করিতে পারে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, বলবান্ ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে। মূর্খ মিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। যদি এই বিড়াল পণ্ডিত হয়, তবে উহা হইতে নিশ্চয়ই আমার জীবন রক্ষা হইবে। যাহা হউক এক্ষণে এই মার্জ্জার দ্বারাই আমার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা ; অতএব উহাকে আমার প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি ন্যায়ানুসারে ইহাকেই পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সন্ধি বিগ্রহ কালাভিজ্ঞ অর্থতত্ত্বজ্ঞ মূষিক মনে মনে এইরূপ চিন্তা

করিয়া বিনীতবচনে মার্জ্জারকে কহিল, সখে! তুমি ত জীবিত আছ? আমি আমাদিগের উভয়ের হিতসাধনার্থ তোমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতঃপর তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। যদি তুমি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, সেই উপায় অবলম্বন করিলে তুমি বন্ধনমুক্ত হইবে এবং আমিও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ঐ দেখ, দুর্ব্বুদ্ধি নকুল ও উলূক অনতিদূরে অবস্থান করিতেছে। যাহাতে উহারা আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন কর। চঞ্চলনেত্র পাপাত্মা উলূককে ন্যগ্রোধ বৃক্ষের শাখাগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক চীৎকার ও আমার প্রতি নেত্রপাত করিতে দেখিয়া আমি যাহার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। পরস্পর অকপটচিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই সাধুদিগের মিত্রতার মূল। তুমি আমার পরম মিত্র ও পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কিছুমাত্র মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। আমি নিশ্চয়ই মিত্রের কার্য্য সম্পাদন করিব। তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব এক্ষণে যদি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই পাদপের উপরিভাগে ও আমি ইহার মূল দেশে বহুদিন অবস্থান করিয়া আসিতেছি; অতএব আমাদের পরস্পর সাহায্যে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস না করে এবং যাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতেরা কদাচ তাহাদের প্রশংসা করেন না। অতএব আমাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রণয় পরিবর্দ্ধিত ও সন্ধিসংস্থাপিত হউক। কাল অতীত হইলে অর্থসাধনের চেষ্টা করা নিতান্ত নিরর্থক। উহা পণ্ডিত সমাজে কদাচ আদরণীয় হয় না। এক্ষণে আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্তই উপযুক্ত সময়ে সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছি। লোকে যেমন কাষ্ঠ দ্বারা সুগভীর মহানদী উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য কাষ্ঠকে, কাষ্ঠ মনুষ্যকে নদীর পরপারে লইয়া যায়, আমরাও তদ্রূপ সন্ধিসংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরের হিতসাধন করিব। আমি নিশ্চয়ই তোমার উদ্ধারসাধন করিব, কিন্তু অগ্রে তোমায় আমাকে উদ্ধার করিতে হইবে। মূষিকপ্রধান পলিত অনুরূপ হিতকর হেতুযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ মার্জ্জার মূষিকের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও আপনার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক মনে মনে সন্ধি করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। তখন সে মূষিকের প্রতি মন্দ মন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মহাত্মন্! তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি আমাদিগের পরস্পরের প্রণয় শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা উভয়েই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি; অতএব এ সময় শীঘ্রই সন্ধি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে তোমার উপকার কখনই ব্যর্থ হইবে না। অধিক কি আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম; তুমি আমাকে আপনার শিষ্য ভৃত্য ও শরণাগত বলিয়া বিবেচনা কর। তখন বুদ্ধিমান্ মার্জ্জার এই কথা কহিলে মূষিকশ্রেষ্ঠ পলিত তাহাকে বশীভূত বিবেচনা করিয়া কহিল, সখে! তুমি উদারচিত্তে যে সমস্ত কথা কহিলে তৎসমুদায় তোমার সাধুতার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমার হিতসাধনের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। নকুলকে দেখিয়া আমি যাহার পর নাই ভীত হইয়াছি। আর ক্ষুদ্রাশয় উলূকও আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করিব; তুমি আমাকে বিনষ্ট করিও না। আমার দ্বারা নিশ্চয়ই তোমার পরিত্রাণলাভ হইবে। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার পাশবন্ধন ছেদন করিয়া তোমাকে মুক্ত করিব।

তখন সেই সুহৃদ্ভাবাপন্ন মার্জ্জার মূষিকের যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণে প্রীতমনে তাহার সমুচিত সৎকার করিয়া কহিল, ভদ্র! তুমি অচিরাৎ আমার ক্রোড়ে প্রবেশ কর। তুমি আমার প্রাণতুল্য প্রিয়সখা। তোমার প্রসাদে আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। অতঃপর তুমি আমার সাধ্যমত যাহা যাহা আজ্ঞা করিবে আমি তৎসমুদায় প্রতিপালন করিব। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে সন্ধিস্থাপন করি। আমি এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত তোমার সমুদায় হিতকার্য্য সম্পাদন, প্রীতিসাধন ও যথোচিত সৎকার করিব। লোকে পূর্ব্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যুপকার করিয়াও তাহার তুল্য প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। কেননা প্রত্যুপকারী উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যুপকার করে কিন্তু পূর্ব্বোপকারী নিষ্কারণেই পরোপকার করিয়া থাকে।

এইরূপে মার্জ্জার স্বার্থসাধনার্থ সন্ধিসংস্থাপন করিলে মূষিক বিশ্বস্তচিত্তে সেই শত্রুর ক্রোড় মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার বচনে আশ্বাসিত হইয়া পিতা মাতার ক্রোড়ের ন্যায় তথায় শয়ন করিয়া রহিল। তখন নকুল ও উলূক মার্জ্জার ও মূষিকের প্রীতি দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া ভীতচিত্ত ও মূষিকভক্ষণে নিতান্ত নিরাশ হইল। উহারা বুদ্ধিমান্ বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তৎকালে বিড়াল ও মূষিকের নীতিভঙ্গে সমর্থ হইল না, প্রত্যুত তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যসাধনার্থ সন্ধিসংস্থাপনে কৃতকার্য্য অবগত হইয়া অবিলম্বে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই দেশকালজ্ঞ মূষিক মার্জ্জারের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সময় প্রতীক্ষা করত ক্রমে ক্রমে তাহার পাশ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। মার্জ্জার বন্ধনদশায় একান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং মূষিককে শনৈঃ শনৈঃ পাশ ছেদন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, ভাই! তুমি ত কৃতকার্য্য হইয়াছ, তবে কি নিমিত্ত পাশ ছেদনে সত্বর হইতেছ না। ব্যাধ অবিলম্বেই এস্থানে আগমন করিবে; অতএব শীঘ্র পাশ ছেদন কর।

মার্জ্জার এই কথা কহিবামাত্র বুদ্ধিমান্ মূষিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মিত্র! তুমি স্থির হও, তোমার ব্যস্ত বা ভীত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি উপযুক্ত সময় বিলক্ষণ অবগত আছি, উহা কখন উত্তীর্ণ হইবে না। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না; উপযুক্ত সময়ে উহা আরব্ধ হইলেই মহৎ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি অকালে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলে তোমা হইতেও আমার ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব কাল প্রতীক্ষা কর। বৃথা ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। চাণ্ডালতনয় অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক এখানে সমাগত হইলে আমাদিগের উভয়েরই ভয় উপস্থিত হইবে। আমি সেই সময়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তাহা হইলে তুমি পাশনির্ম্মুক্ত হইয়া ভীতচিত্তে সত্বর বৃক্ষে আরোহণ করিবে। আমিও গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিব। অতঃপর আমা হইতে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই।

মূষিক এই কথা কহিলে মহামতি মার্জ্জার মূষিককে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখে! আমি যেরূপ সত্বর হইয়া তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, সাধু ব্যক্তিরাও সেরূপে মিত্রকার্য্য সাধন করেন না; অতএব আমার ন্যায় সত্বর হইয়াই আমার হিতসাধন করা তোমার কর্ত্তব্য। বিশেষত বিলম্ব হইলে আমাদের উভয়েরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব সত্বর আমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিতে যত্ন কর। আর যদি তুমি পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃশেষ হইবে। যদি আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পূর্ব্বে তোমার কোন অপকার করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি তুমি প্রসন্ন হও।

মার্জ্জার এইরূপ কহিলে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মূষিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মার্জ্জার! আমরা কেবল স্বার্থসাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সর্পমুখে নিপতিত করতলের ন্যায় তাহা অতি সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষা না করিলে উহা অপথ্য ভোজনের ন্যায় অনর্থপাতের মূলীভূত হইয়া উঠে। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহারও নৈসর্গিক শত্রু বা মিত্র নাই, কেবল কার্য্যবশত পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মিয়া থাকে। হস্তী দ্বারা যেমন বন্য মাতঙ্গ বদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ অর্থ দ্বারা অর্থ সঞ্চিত হয়। কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আর কেহ কর্ত্তার সম্মান করে না। অতএব সকল কার্য্যেরই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক। চাণ্ডাল এখানে সমুপস্থিত হইলে তুমি ভীত হইয়া আমাকে আক্রমণ না করিয়াই পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে; অতএব সেই সময়েই আমি তোমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিব; এক্ষণে আমি প্রায় সমুদায় তন্তুই ছেদন করিয়াছি

একমাত্র অবশিষ্ট আছে। অচিরাৎ তাহাও ছেদন করিতেছি, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর।

তাহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে রজনী প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া লোমশের অন্তঃকরণে ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিঘনামে এক কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যাধ অসংখ্য কুক্কুর লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার নিতম্ব স্থূল, কর্ণ গর্দ্দভ কর্ণের ন্যায় বিকৃত, বদন অতি ভীষণ ও বেশ বাহার পর নাই মলিন। মার্জ্জার সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় সেই ব্যাধকে সন্দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে মূষিককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সখে! এখন কি করিবে? তখন মূষিক সত্বর মার্জ্জারের পাশ ছেদন করিয়া দিল। মার্জ্জার পাশ হইতে বিমুক্ত হইবামাত্র অবিলম্বে বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইল। মূষিকও সেই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে দণ্ডধারী ব্যাধ পাশের নিকট আগমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া পাশ গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অনন্তর বৃক্ষস্থিত মার্জ্জার আপনাকে ঘোরতর বিপদ্ হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়া গর্ত্তস্থিত মূষিককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সখে! তখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সহসা প্রস্থান করিয়াছ, আমি অকৃতজ্ঞ ও অকৃতকর্ম্মা বলিয়া কেহই আমার প্রতি আশঙ্কা করে না। তুমি তৎকালে আমার প্রতি বিশ্বাস ও আমাকে জীবন দান করিয়া এক্ষণে সুখানুভব সময়ে কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? যাহারা প্রথমত মিত্রতা করিয়া পরিণামে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করে, বিপদের সময় কখনই তাহাদিগের মিত্রলাভ হয় না। তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপকার করিয়াছ। তুমি আমার পরম বন্ধু; অতএব মিত্রতানিবন্ধন আমার নিকট অবস্থান পূর্ব্বক সুখভোগ করা তোমার কর্ত্তব্য। শিষ্যগণ যেমন গুরুকে সম্মান করে, তদ্রূপ আমার সমুদায় বন্ধুবান্ধব তোমাকে পূজা করিবে। আমিও তোমাকে তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিত সৎকার করিব। কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণদাতার সম্মান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তুমি আমার শরীর গৃহ ও সমুদায় অর্থের অধিকারী হও এবং অমাত্যপদে অভিষিক্ত হইয়া আমাকে পুত্রের ন্যায় শাসন কর। আমি স্বীয় জীবন দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমা হইতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তুমি মন্ত্রণাবলে আমার জীবন রক্ষা করাতে আমি তোমাকে শুক্রের তুল্য বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ করিতেছি এবং তোমার মন্ত্রবল অসাধারণ বিবেচনা করিয়া তোমার অধীন হইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি।

মার্জ্জার এই কথা কহিলে পর মন্ত্রাবধারণাক্ষম মূষিক আপনার হিতজনক অতি মধুর বাক্যে তাহাকে কহিল, সখে লোমশ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তুমি যাহা কহিলে তৎসমুদায় যথার্থ। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শত্রু ও মিত্র উভয়েরই পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্মজ্ঞানসাপেক্ষ। অনেক সময়ে শত্রুগণ মিত্র এবং মিত্রগণও শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করা যায়, তাহাদিগকে কামক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ

নাই; কেবল সামর্থ্য নিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থসিদ্ধি ও যে দেহত্যাগ করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধন নিবন্ধন কালসহকারে শত্রুও মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকে মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করে এবং স্বার্থ বিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না। অবিশ্বাসী ব্যক্তিরও

ই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কি পিতা কি মাতা কি পুত্র কি মাতুল কি ভাগিনেয় কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন। এই জগতে সমুদায় লোকই আত্মরক্ষায় ব্যগ্র। পিতা মাতা অতি প্রিয়পুত্রকেও পতিত বলিয়া অবগত হইলে জনসমাজে আপনাদের সম্ভ্রমরক্ষার্থ অচিরাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব।

এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াই অনায়াসে স্বার্থসাধন করিবার চেষ্টা পাইতেছ, সন্দেহ নাই। বিশেষত তুমি নিতান্ত চঞ্চল। চঞ্চল ব্যক্তি অন্যের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাকুক আত্মরক্ষায়ও সতর্ক হয় না, তুমি প্রথমে বটবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চপলতানিবন্ধন এখানে যে জাল বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা কিছুই অনুধাবন কর নাই। ফলত চঞ্চল ব্যক্তির বুদ্ধির অস্থৈর্য্যবশত সর্ব্বদা সকল কার্য্যই নষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমাকে যে প্রিয়তম বলিয়া মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রলোভিত করিতেছ, উহা তোমার ভ্রমমাত্র। আমি যে কারণে উহা ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি তাহাও শ্রবণ কর। লোকে নিমিত্ত বশতই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। এই জগতে সমুদায় লোকই স্বার্থপরতার বশীভূত; ইহাতে কেহই কাহার যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতীদিগের পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে। যদ্যপিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণ বশত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতিশৃঙ্খলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত কোন সংস্রব নাই তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর, সন্দেহ নাই। কেহ দান, কেহ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্র পাঠ, হোম ও জপ দ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলত লোক যাহার দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং প্রীতি কারণ সাপেক্ষ। কারণের অসদ্ভাব হইলে প্রীতিরও অসদ্ভাব হইয়া থাকে ইতিপূর্ব্বে কারণই আমাদিগের প্রণয়োৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে তুমি যে আমাকে প্রীতি প্রদর্শন করিতেছ ইহার কারণ কি? তোমার অভ্যাহার লাভ ব্যতিরেকে উহার আর কোন কারণই অনুভূত হয় না। কিন্তু তুমি যাহাতে আমাকে ভক্ষণ করিতে না পার, আমিও তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক আছি।

কাল হেতুকে আবির্ভূত করিয়া দেয়। হেতু কখনই স্বার্থশূন্য হইতে পারে না। যিনি সেই স্বার্থ অবগত হইতে পারেন, তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। আমি ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, সুতরাং আমাকে এইরূপ বলা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি অসময়ে আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছ। অতএব আমি কদাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইব না। সন্ধি বা বিগ্রহ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। মেঘ যেমন প্রতিক্ষণেই আপনার আকার পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, তোমার ভাব তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি অদ্যই আমার শত্রু ছিলে, আবার অদ্যই মিত্র হইয়াছ। সুতরাং তোমার বুদ্ধির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল, ততক্ষণ আমরা উভয়ে সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সহিত সদ্ভাবও অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু; কার্য্যবশত মিত্র হইয়াছিলে। এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে তুমিও পূর্ব্ববৎ শত্রু হইয়াছ। অতএব বল দেখি আমি এইরূপ নীতিশাস্ত্র সম্যক্ অবগত হইয়া তোমার আহারের নিমিত্ত কি প্রকারে পাশমধ্যে প্রবেশ করিব। আমি তোমার বলবীর্য্যে মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং তুমিও আমার প্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়াছ। এইরূপে আমরা স্বার্থসাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি, এক্ষণে পুনর্ব্বার কিরূপে আমাদিগের সমাগম হইতে পারে? আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আমাকে ভক্ষণ করা ব্যতিরেকে তোমার আর কোন অভিসন্ধি নাই। আমি ভক্ষ্য তুমি ভোক্তা। আমি দুর্ব্বল তুমি বলবান্। সুতরাং আমাদের উভয়ের সন্ধিস্থাপন কি প্রকারে পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত হইতে পারে। এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে আমাকে ভক্ষণ করিবার মানসে আমার প্রশংসা করিতেছ। তুমি ক্ষুধাতুর হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই পাশবদ্ধ হইয়াছিলে, এক্ষণে পাশমুক্ত হইয়া ক্ষুধায় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক কাতর হইয়াছ। তোমার আহারের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং কৌশলক্রমে আমাকে ভক্ষণ করাই তোমার অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। আর যদিও তোমার আমাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ না থাকে, তথাপি তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন ও তোমার অনুরোধ গ্রহণে অনুমোদন করা যুক্তিসঙ্গত

নহে। তোমার পুত্র কলত্র সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা সকলেই তোমার নিতান্ত প্রিয়। উহারা আমাকে তোমার সমভিব্যাহারী দেখিয়া কি নিমিত্ত ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে। অতএব আমি আর তোমার সহিত সংস্রব রাখিব না। সংস্রব রাখিবার কারণ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার শুভানুধ্যান কর। যে শত্রু অভদ্র এবং যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছে, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সন্নিধানে কিরূপে গমন করিবে? এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম। তোমাকে দূর হইতে দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব আমি কিছুতেই তোমার সহিত সংস্রব রাখিব না। তুমি এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে বাসনা কর, তবে আমি অনবহিত থাকিলেও কদাচ আমার অনুসরণ করিও না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত দুর্ব্বলের সংস্রব কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রান্ত হইলেও বলবান্ ব্যক্তি হইতে সততই ভয় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদি আমা হইতে তোমার অন্য কোন হিতসাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তবে বল সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। আমি আত্ম প্রদান ব্যতিরেকে আর সমস্ত বস্তুই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। লোকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পুত্র কলত্র রাজ্য ও ধন প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও আত্মরক্ষা করা উচিত। আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত শত্রুহস্তে যে সমস্ত ধন রত্ন প্রদান করা যায়, জীবিত থাকিলে পুনর্ব্বার তৎসমুদায় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আত্মসমর্পণ করিলে ধন রত্নের ন্যায় উহা পুনরায় হস্তগত হয় না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, স্ত্রী ও সমস্ত ধন দিয়াও আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহারা আত্মরক্ষায় তৎপর ও বিমৃশ্যকারী, তাহারা কদাচ স্বদোষজ আপদে আক্রান্ত হয় না। যে সমস্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনার শত্রুর বলবত্তা অবগত হইতে পারে তাহাদিগের শাস্ত্রার্থদর্শিনী সুদৃঢ় বুদ্ধি কদাচ বিচলিত হয় না।

মূষিক বিড়ালকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিলে, বিড়াল যাহার পর নাই লজ্জিত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মূষিক! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার হিতানুষ্ঠাননিরত তাহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এক্ষণে আমি যে তোমার অনিষ্টাচরণ করিতে বাসনা করিতেছি, এরূপ আশঙ্কা করা, তোমার উচিত নহে। তুমি আমার প্রাণদান করিয়াছ বলিয়া তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। আমি ধর্ম্মপরায়ণ, গুণজ্ঞ ও মিত্রবৎসল, বিশেষত এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। অতএব আমা হইতে তোমার যে অনিষ্ট ঘটিবে তাহা কি সম্ভবপর হয়। তুমি আজ্ঞা করিলে আমি সবান্ধবে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। অতএব আমার সদৃশ মনস্বীর প্রতি বিশ্বাস করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি আমার প্রতি কিছুতেই আশঙ্কা করিও না

মার্জ্জার এইরূপে স্তব করিলেও মূষিক গম্ভীর ভাবে তাহাকে কহিল, লোমশ! তুমি সাধু; তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে আমি তাহা সমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা কহেন, যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয় তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি আমাকে স্তবই কর আর ধনই দেও কিছুতেই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বার্থসাধন ব্যতীত কদাচ শত্রুর বশীভূত হন না। এই বিষয়ে শুক্র যে রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সতত সাবধানে অবস্থান করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্তের প্রতি ত কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বস্তের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যত্নসহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অতএব সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সকল অবস্থায় যত্নসহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধন পুত্রাদি সমুদায়ই লাভ হইয়া থাকে অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সার মত। সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে তাঁহার দুর্ব্বল হইলেও শত্রুগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্ব্বল শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইতে পারে। হে মার্জ্জার! তুমি আমার অবিশ্বস্ত শত্রু, সুতরাং তোমা হইতে আত্মরক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর তোমারও জাতিসুলভ পাপপরায়ণ হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। মূষিক এই কথা কহিলে মার্জ্জার চাণ্ডালের ভয়ে ভীত হইয়া শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিল। তখন মূষিকও স্বীয় শাস্ত্রতত্ত্ব অনুসারী বুদ্ধিসামর্থ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এক বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে বুদ্ধিমান্ মূষিক একান্ত দুর্ব্বল হইয়াও প্রজ্ঞাবলে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। অতএব সুচতুর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। দেখ, মূষিক ও মার্জ্জার পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর অনায়াসে মুক্তি লাভ করিল। আমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিস্তরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উহা আবার সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা এক বার বৈরোৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর প্রীতিস্থাপন করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিকৌশলে অন্যকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়। আর নির্ব্বোধ ব্যক্তি আপনার অনবধানতা দোষে প্রতারিত হইয়া থাকে। অতএব ভীত হইলেও নির্ভীকের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। যে সতত এইরূপে সাবধান হয়, সে কখনই বিচলিত হয় না, বিচলিত হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে মিত্রের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সন্ধিবিগ্রহবিৎ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এইরূপ শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রসন্ন মনে সাবধানে ভীত হইয়া অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সভয় ব্যবহার ও অন্যের সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাবধানতা ও ভয় হইতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে ভীত হয়, তাহাদিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীক চিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনাকে বিজ্ঞ জানিয়া নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করে, সে অন্যের মন্ত্রণা কিছুতেই শ্রবণ করে না আর যে ব্যক্তি ভয়শীল, সে আপনাকে অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতের নিকট সতত গমন করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অভীতের ন্যায় অবস্থান ও অবিশ্বস্তের সমক্ষে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরুতর কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কিছুতেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

হে যুধিষ্ঠির! এই আমি পূর্ব্বতন নীতিশাস্ত্রবেত্তাদিগের মত এবং মূষিক ও বিড়ালের প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং শত্রু মিত্রের প্রভেদ, সন্ধিবিগ্রহের প্রকৃত অবসর ও আপদ্ মুক্তির উপায় অবধারণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত এক কার্য্যসাধন করিতে হইবে জানিতে পারিলে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া সাবধানে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে সম্যক্ বিশ্বাস করিবে না। এই নীতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই অবিরুদ্ধ। তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভ্যুদয়শালী ও পুনরায় প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। তুমি সতত ব্রাহ্মণগণের সহিত সংস্রব রাখিবে। ব্রাহ্মণেরা ইহলোক ও পরলোকে পরম শ্রেয়োলাভের হেতু। উঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, কৃতজ্ঞ, শুভানুধ্যায়ী; অতএব উঁহাদিগকে সতত সৎকার করিবে। তাহা হইলে উঁহাদিগেরই প্রসাদে তোমার রাজ্য, যশ, কীর্ত্তি ও সন্ততি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যে মার্জ্জার ও মূষিকের সন্ধি বিগ্রহাত্মক বুদ্ধিসংস্কার সম্পাদক সংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, ধীমান্ মহীপাল বিপক্ষমণ্ডলী মধ্যে ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, সকলের প্রতি বিশেষত শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যদি কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করিলেই যদি মহাভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা কিরূপে রাজ্য রক্ষা ও কিরূপেই বা শত্রু পরাজয় করিবেন? আপনার মুখে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কথা শ্রবণ করিয়া আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পূজনী নামক পক্ষীর সহিত ব্রহ্মদত্ত নরপতির যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। ঐ পক্ষী ব্যাধের ন্যায় সকল প্রাণীর স্বর বুঝিতে পারিত। ফলত পূজনী পক্ষী হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ ছিল। কিয়দ্দিন পরে সেই অন্তঃপুর মধ্যে পূজনীর এক অত্যুত্তম শাবক জন্মে। পূজনী যে দিবস শাবক প্রসব করে, রাজমহিষীও সেই দিবস এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞা পূজনী রাজকুমারকে আপনার শাবকের ন্যায় স্নেহ করিত এবং প্রতিদিন সমুদ্রতীরে গমন পূর্ব্বক দুইটি অমৃততুল্য সুস্বাদু বলাধায়ী ফল আহরণ ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া একটি স্বীয় শাবককে ও অন্যটি রাজপুত্রকে অর্পণ করিত। রাজকুমার সেই ফল ভক্ষণ করিয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদা ধাত্রী রাজপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে বালক সেই পক্ষিশাবক অবলোকন করিয়া বালস্বভাব প্রযুক্ত তাহার নিকট গমন করিল এবং সেই শিশু, শাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া পুনরায় ধাত্রীর সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় পক্ষিমাতা পূজনী ফল আহরণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে আগমন করিয়া দেখিল যে, রাজপুত্র তাহার শাবককে নিপাতিত করিয়াছে। শাবক বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া পূজনীর দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে বাষ্পাকুল নয়নে রোদন করিতে করিতে কহিল, যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্র বাস ও সখ্যতা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহারা কার্য্য উপস্থিত হইলেই লোককে সান্ত্বনা এবং কৃতকার্য্য হইলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ক্ষত্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস করা নিতান্ত অনুচিত। ক্ষত্রিয়েরা লোকের অপকার করিয়াও তাহাকে নিরর্থক সতত সান্ত্বনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, আজি আমিও এই কৃতঘ্ন, নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক রাজকুমারের বিশেষ অপকার করিয়া অনুরূপ বৈরনির্য্যাতন করিব। আমার শাবক উহার সহিত এক দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়া একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সতত উহার সহিত একত্র ভোজন ও উহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঐ দুরাত্মা তাহার বধসাধন করিয়া ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে। পূজনী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চরণ দ্বারা রাজকুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক স্বস্থচিত্তে পুনরায় এই কথা কহিল যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করে, পাপ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। আর যাহারা কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার প্রতিবিধান করে, তাহাতে কখনই তাহাদিগের পুণ্য নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া যদি স্বয়ং তাহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে তাঁহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে নিশ্চয়ই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

অনন্তর মহারাজ ব্রহ্মদত্ত স্বীয় পুত্রের নয়নদ্বয় উৎপাটিত অবলোকন পূর্ব্বক পূজনী প্রথমে অপকৃত হইয়া পশ্চাৎ অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাকে কহিলেন, পূজনি! আমার পুত্র অগ্রে তোমার অপকার করিলে তুমি পশ্চাৎ প্রত্যপকার করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের উভয়ের অপরাধই তুল্য হইয়াছে; অতএব তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই, এই স্থলেই অবস্থান কর।

তখন পূজনী কহিল, মহারাজ! যে ব্যক্তি একবার এক জনের নিকট অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার নিকট অবস্থান করে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কদাচ তাহার প্রশংসা করেন না। অতএব অপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃকল্প। যে ব্যক্তি একবার বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা সান্ত্বনাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার তাহাতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ় ঐরূপ বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। শত্রুতা একালে বিনষ্ট হইবার নহে। পরস্পর বৈরভাব জন্মিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয়েরই পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় এবং পুত্র পৌত্র বিনষ্ট হইলে তাহাদের আর পরলোক প্রাপ্তির উপায় থাকে না। অতএব এক বার বৈর সংঘটন হইলে পরস্পর বিশ্বাস না করাই সুখলাভের নিদান। বিশেষত বিশ্বাসঘাতকের প্রতি একেবারে অবিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ বিশ্বাস হইতে ভয় উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু স্বয়ং কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। ইহলোকে পিতামাতাই লোকের পরম বন্ধু এবং আত্মাই সুখ দুঃখের ভোক্তা। আর ভার্য্যা বীর্য্যহরণ এবং পুত্র ভ্রাতা ও বয়স্য ধন গ্রহণ নিবন্ধন শত্রুপদবাচ্য হইয়া থাকে। পরস্পরের একবার বৈরভাব উপস্থিত হইলে আর সন্ধিসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। আমি যে কারণে এখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কারণ অতীত হইয়াছে। প্রথমতঃ একজনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহাকে অর্থদান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনই তাহার মনে প্রত্যয় জন্মে না। বলবান্ লোকের কার্য্য প্রদর্শন করিয়াই দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। যে স্থানে প্রথমত সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আমি বহুকাল পর্য্যন্ত পরম সমাদরে তোমার ভবনে বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে যখন তোমার সহিত আমার বৈরভাব জন্মিল, তখন আমি অচিরাৎ এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন পূজনি! লোকে অপকারীর প্রত্যপকার করিলে তন্নিবন্ধন কদাচ অপরাধী হয় না, বরং তাহাকে ঋণনির্ম্মুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অতএব তুমি অন্যত্র গমন না করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর।

পূজনী কহিল, মহারাজ! অপকারীর প্রত্যপকার করিলে পুনরায় কখনই তাহার সহিত আন্তরিক সখ্যভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ অপকৃত ও প্রত্যপকৃত উভয় ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত পরস্পরের অপকার জাগরূক থাকে। ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! অনেক স্থলে পরস্পরের বিরোধের পর পুনরায় সন্ধি সংঘটন হইয়া বৈরতার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে। ঐ সন্ধিনিবন্ধন তাহাদের কোন অপকারও হয় নাই।

পূজনী কহিলেন, মহারাজ! শত্রুতার উপশম কখনই নাই। শত্রুর সান্ত্বনা বাক্যে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস করিলেই বিনষ্ট হইতে হয়, অতএব অতঃপর আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার না হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। বলপূর্ব্বক সুনিশিত শস্ত্র প্রহারেও যাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, তাহারা কোন এক সন্ধিপ্রভাবে করেণুলোভাকৃষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় অনায়াসে পরাভূত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! একত্র সহবাস করিলে হত্যাকারী শত্রুর প্রতিও স্নেহভাবের উদয় হয় এবং কুক্কুর ও চণ্ডালের ন্যায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে; আর বৈরভাবও পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় অধিককাল অবস্থান করিতে পারে না।

পূজনী কহিল, রাজন্! পণ্ডিতেরা স্ত্রী, বাস্তু, পরুষবাক্য, অপরাধ ও জাতিস্বভাব এই পাঁচটিকে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দানশীল ব্যক্তির সহিত শত্রুতা সংঘটন হইলে প্রকাশ্যরূপেই হউক, আর অপ্রকাশ্যরূপেই হউক, দোষের যথাযথ বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিনাশ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। সুহৃদের সহিত বৈরভাব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। বৈরানল কাষ্ঠস্থিত গূঢ় হুতাশনের ন্যায়, সমুদ্রগর্ভস্থ বড়বানলের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। অর্থদান, সান্ত্বনা, পরুষবাক্য প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহা উপশমিত করা যায় না। ফলত পরস্পরের বৈরানল একবার উদ্দীপিত হইলে উহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে। অপকারী ব্যক্তিকে অর্থ বা সম্মান দ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্তি বা বিশ্বাসের উদয় হয় না। তৎকৃত অপকারই তাহার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অতএব যে লোকে আমাদের অপকার করিতে

চেষ্টা করিলে আমরা কখনই পরস্পর সাহায্য দানে যত্ন করিব না। ফলতঃ আমি বিশ্বাস নিবন্ধন তোমার গৃহে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর আমার তোমার প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! কালপ্রভাবেই সমুদায় কার্য্য ঘটিয়া থাকে। অতএব কার্য্য নিবন্ধন কেহ কাহারও নিকট অপরাধী হইতে পারে না। জীবগণ কালসহকারেই জন্মগ্রহণ এবং সেই কালপ্রভাবেই আবার দেহ ত্যাগ করিতেছে। এই জগতে কেহ কেহ এককালে ও কেহ কেহ বা ক্রমে ক্রমে দেহ ত্যাগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা অনেক দিন জীবিত রহিয়াছে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কাল জীবগণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। অতএব আমরা পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখের কারণ নহি। কালই প্রতিনিয়ত জীবগণের সুখ দুঃখ বিধান করিতেছে। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি স্নেহভাব অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে এই স্থানে বাস কর। আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করিব না। তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, আমি তাহা ক্ষমা করিলাম. তুমিও আমার দোষ মার্জ্জনা কর।

পূজনী কহিল, মহারাজ! যদি কালকেই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কর, তাহা হইলে বল দেখি, লোকে বন্ধু বান্ধবগণের বিয়োগে কি নিমিত্ত শোকাকুল হয়? যদি কালই সুখ দুঃখ ও পরাভবের হেতু হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকালে দেবগণ কি নিমিত্ত অসুরদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন? যদি কাল সহকারে লোকে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা কি জন্য রোগীর নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করেন? যদি কালই সকল কার্য্যের কারণ হয়, তাহা হইলে লোকে শোকাকুল হইয়া কি নিমিত্ত বিবিধ প্রলাপ করে এবং পাপকর্ত্তাকেই বা কি নিমিত্ত পাপ ভোগ করিতে হয়। হে মহারাজ! তোমার পুত্র আমার সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া আমিও তোমার পুত্রকে নিহত করিয়াছি, অতঃপর তুমি সুযোগ পাইলেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যে কারণে আমাকে প্রহার করিবে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণ ভোজন বা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত পক্ষী গ্রহণ করিবার বাঞ্ছা করে। বধ ও বন্ধন ভিন্ন তাহাদিগের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধই নাই। বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা মরণ ও বন্ধনজনিত দুঃখ পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়াই ভয়প্রযুক্ত মোক্ষতন্ত্র আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাণ ও পুত্র সকলেরই প্রিয়। সকলেই দুঃখে কাতর হয় এবং সুখ লাভের প্রত্যাশা করে। জরা অর্থনাশ, অনিষ্ট সংযোগ ও ইষ্ট বিয়োগ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবগণ বৈরজনিত, স্ত্রীকৃত, পুত্রবিয়োগজ ও সহজ দুঃখে সর্ব্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। অনেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি পরদুঃখকে দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি কখন দুঃখ ভোগ না করে, সেই ব্যক্তিই ভদ্রলোকের নিকট পরের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখে অভিভূত হইয়া শোক প্রকাশ এবং পরের দুঃখকে আপনার দুঃখের ন্যায় বিবেচনা করে, সে কখনই পরদুঃখ দর্শনে সুস্থির হইতে পারে না।

হে মহারাজ! আমরা পরস্পর পরস্পরের যে অপকার করিয়াছি, তাহা শত বৎসরেও অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবার নহে। অতএব আমাদিগের পুনরায় সন্ধি করা কিরূপে যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে? পুত্রকে স্মরণ করিলেই আমার সহিত তোমার নূতন বৈরভাব উপস্থিত হইবে। এক জনের সহিত শত্রুতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সন্ধি করিলে ভগ্ন মৃণ্ময় পাত্রের সন্ধির ন্যায় উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বার্থ শাস্ত্রবেত্তারা অবিশ্বাসকেই সুখের মূলীভূত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের নিকট কহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাকে মধুলোভে শুষ্ক তৃণ সমাচ্ছন্ন কূপে নিপতিত মধুলাভার্থীর ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে শত্রুতা বংশপরম্পরাগত হইতে দেখা গিয়াছে। দুই ব্যক্তি পরস্পর শত্রুতা করিয়া পরলোক গমন করিলে অন্যান্য ব্যক্তি সেই দুই জনের পুত্র পৌত্রগণকে সেই শত্রুতায় প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া থাকে। ভূপালগণ প্রায়ই শত্রুদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে তাহাকে পাষাণনিপাতিত পূর্ণঘটের ন্যায় চূর্ণ করেন। উঁহার যাহার অপকার করেন, তাহাকে কখনই বিশ্বাস করেন না। এক জনের অপকার করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস করিলেই অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! ইহলোকে অবিশ্বাস দ্বারা কাহারও অর্থ লাভ হয় না এবং ভয় লোককে মৃতকল্প করিয়া রাখে।

পূজনী কহিল, মহারাজ! যে ব্যক্তির চরণদ্বয় ক্ষত, সে অতি সাবধানে ধাবমান হইলেও তাহার পদদ্বয়ে অবশ্য আঘাত লাগিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নেত্ররোগে একান্ত আক্রান্ত, সে বায়ুর প্রতিকূলে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলে নিশ্চয়ই তাহার নেত্ররোগ বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি আপনার বল বিদিত না হইয়া মোহপ্রযুক্ত দুষ্ট পথ আশ্রয় করে, তাহাকে নিশ্চয়ই অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি বৃষ্টি কালাকাল পরিজ্ঞাত না হইয়া ক্ষেত্রকর্ষণ করে সে কখনই শস্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিক্ত, কষায় বা মধুর আস্বাদসম্পন্ন বস্তু আহার করে, তাহার সেই সমুদায় বস্তু অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়া লোভ বশত পথ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপথ্য বস্তু ভোজন করে, তাহাকে অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। দৈব ও পুরুষকার পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। উদারস্বভাব পুরুষেরা ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান্ জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর, তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মৃদুই হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্যবিহীন মূর্খদিগকেই সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব দৈব অবলম্বন না করিয়া পরাক্রম সহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা, বল ও ধৈর্য্যই লোকের সহজ মিত্র। লোকে ঐ সমুদায়ের প্রভাবেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রাজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্বস্থানেই গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদ্ লাভ করিয়া পরম সুখে কালহরণে সমর্থ হন। উঁহারা কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হন না। কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। কার্য্যদক্ষ না হইলে অর্থ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে নির্ব্বোধেরা গৃহস্নেহে বদ্ধ হইয়া অন্যত্র গমনের বাঞ্ছা না করে, তাহাদিগকে তাহাদের দুশ্চরিত্র ভার্য্যাগণের দোষে সন্তানপ্রসবিনী কর্কটীদিগের ন্যায় অচিরাৎ অবসন্ন হইতে হয়। কোন কোন মনুষ্য বিদেশে গমন করিতে হইলে আপনাদের বুদ্ধির দোষে আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ এই মনে করিয়া যাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়া থাকে। স্বদেশ ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক অন্য দেশে গমন এবং জনসমাজে সম্মানিত হইয়া তথায় অবস্থান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি এ স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রস্থান করিব। আমি তোমার পুত্রের অনিষ্টাচরণ করিয়াছি বলিয়া আর আমার এ স্থানে বাস করিতে অভিলাষ নাই। কুভার্য্যা, কুপুত্র, কুরাজা, কুসুহৃদ, কুসম্বন্ধ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কুপুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না। কুভার্য্যাতে অনুরাগ জন্মে না। কুরাজার রাজ্যে সুখ ও কুদেশে জীবিকা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। কুমিত্রের সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী হয় না এবং অর্থ ক্ষয় হইলেই কুসম্বন্ধ নিবন্ধন অবমানিত হইতে হয়। যে ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হয়, তাহাকেই ভার্য্যা, যে পুত্র হইতে সুখ লাভ হয়, তাহাকেই পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র হয়, তাহাকেই মিত্র, যে দেশে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহাকেই দেশ এবং যে রাজা প্রজাগণের প্রতি বল প্রকাশ বা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করেন তাঁহাকে রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। নরপতি ধর্ম্মজ্ঞ ও গুণসম্পন্ন হইলেই প্রজাগণ পুত্র, কলত্র ও বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া স্বদেশে সুখে অবস্থান করিতে পারে আর রাজা অধার্ম্মিক হইলে প্রজাগণকে নিগৃহীত ও বিনষ্ট হইতে হয়। ভূপতিই প্রজাগণের ত্রিবর্গের মূল। অতএব অপ্রমত্তচিত্তে তাহাদিগকে পালন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা প্রজাদিগের উপার্জ্জিত অর্থের ষষ্ঠাংশ কর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সুচারুরূপে প্রতিপালন না করেন. তাঁহাকে তস্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজা প্রজাগণকে অভয় প্রদান করিয়া অর্থলোভে বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হন, সেই অধর্ম্মবুদ্ধি নরপতিকে সকল লোকের নিকট পাপসংগ্রহ

পূর্ব্বক নরকগামী হইতে হয়। আর যে রাজা প্রজাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনি অশেষ সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন এবং প্রজাগণ সতত তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। প্রজাপতি মনু নরপতিকে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষিতা, বহ্নি, কুবের ও যম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা প্রজাবর্গের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, তিনি রাজ্যের পিতৃস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহাকে তির্য্যগ্‌ যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। রাজা প্রজাগণের হিত চিন্তা ও দরিদ্রদিগের ভরণ পোষণ করিয়া তাহাদের জননীর, কোপপ্রভাবে অনিষ্ট দহন পূর্ব্বক অগ্নির, দুষ্টের দমন করিয়া যমের, ইষ্টবিষয়ে অর্থ প্রদান পূর্ব্বক কুবেরের, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গুরুর এবং রাজ্যপালন পূর্ব্বক রক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকেন। যে রাজা স্বীয় গুণ দ্বারা পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্য কোন কালেই ধ্বংস হয় না। যে রাজা স্বয়ং পুরবাসীদিগের সম্মান করেন, তিনি উভয় লোকেই সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে রাজার প্রজাগণ সর্ব্বদা করভারে পীড়িত, উদ্বিগ্ন ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে পরাভূত হইয়া থাকেন। যে ভূপতির প্রজাগণ সরোবরসঞ্জাত উৎপল সমুদায়ের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি ইহলোকে সমুদায় উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। বলবানের সহিত যুদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। বলবান্‌ শত্রু যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার রাজ্যলাভ ও সুখভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! পূজনী মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে এই কথা কহিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। এই আমি তোমার নিকটে পূজনী ও ব্রহ্মদত্তের ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর যাহা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয়, আমার নিকটে ব্যক্ত কর।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যুগক্ষয় নিবন্ধন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন এবং লোক সকল বিনষ্ট প্রায় ও দস্যুদল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে রাজার কিরূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহীপাল তৎকালে ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেরূপে অবস্থান করিবেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ভারদ্বাজ শত্রুঞ্জয় সংবাদনামক যে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই তুমি ঐ বিষয় অবগত হইতে পারিবে। সৌবীর দেশে শত্রুঞ্জয় নামে এক মহারথ মহীপাল ছিলেন। তিনি একদা মহর্ষি ভারদ্বাজের নিকটে গমন করিয়া অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! অলব্ধ বস্তু কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে এবং বস্তু লব্ধ হইলে কিরূপে তাহার পরিবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধিত হইলে কি উপায়ে তাহার রক্ষা বিধান ও সুরক্ষিত হইলে কিরূপে উহা ব্যয় করা যাইবে? রাজা শত্রুঞ্জয় মহর্ষি ভারদ্বাজকে এইরূপে অর্থ-নির্ণয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি যুক্তি অনুসারে কহিলেন, মহারাজ! রাজা প্রতিনিয়ত দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিবেন, নিরন্তর পুরুষকার প্রদর্শন ও শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ করিবেন এবং যাহাতে তাঁহার রন্ধ্র সতত প্রচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্‌ হইবেন। উগ্রতর দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিলে সকলেই ভীত হইয়া থাকে, অতএব দণ্ড দ্বারাই সকলকে শাসন করিতে যত্নশীল হওয়া উচিত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দণ্ডেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব সাম, দান প্রভৃতি চারিটি উপায়ের মধ্যে দণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আশ্রয়স্থান উন্মূলিত হইলে আশ্রয়ীদিগের জীবন বিনষ্ট হয়। বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে উহার শাখা প্রশাখা সকলও নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিমান্‌ নৃপতি অগ্রে শত্রুপক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পশ্চাৎ উহার পক্ষ ও সহায় উন্মূলনে যত্নবান্‌ হইবেন। আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে কালবিলম্ব না করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা, বিক্রম প্রকাশ, যুদ্ধ বা পলায়ন করিবে। হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় করিয়া বাক্যে বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মৃদুভাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে। শত্রুর সহিত কার্য্য-সংস্রব উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য এবং কৃতকার্য্য হইলে অবিলম্বেই তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রভাবে সান্ত্বনা করিবেন এবং সসর্প গৃহের ন্যায় সতত তাহা হইতে ভীত হইবেন। স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা যাহার বুদ্ধি পরাভূত করিতে হইবে, তাহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিবে। পরিণামহিতকারিণী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বোধকে এবং প্রত্যুৎপন্নমতি দ্বারা পণ্ডিতকে সান্ত্বনা করা উচিত। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি লোকের নিকট অঞ্জলি বন্ধন, শপথ, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রুমোচন করিয়াও স্বকার্য্য সাধন করিবে। যত দিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে, তত দিন শত্রুকে স্কন্ধে বহন এবং সময় অনুকূল হইলে তাহাকে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনাশ করিবে। তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়স্কর কিন্তু তুষানলের ন্যায় নিরন্তর প্রধূমিত হওয়া বিধেয় নহে। বহু প্রয়োজনসম্পন্ন পুরুষ কৃতঘ্নের সহিত অর্থের কোন সংস্রব রাখিবেন না। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের কার্য্য এককালে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না করিয়া উহার অবশেষ রাখা আবশ্যক। রাজা অন্য দ্বারা পোষ্যবর্গকে পোষণ পূর্ব্বক কোকিলের, শত্রুবর্গের মূলোৎপাটন করিয়া বরাহের, অনুল্লঙ্ঘনীয়তা দ্বারা সুমেরুপর্ব্বতের, বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক নটের অনুকরণ করিবেন। শূন্যগৃহের ন্যায় আপনার ধনাগমই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা তাঁহার অতীব কর্ত্তব্য। মহীপাল প্রতিনিয়ত উদ্‌যোগ সম্পন্ন হইয়া শত্রুগৃহে গমন এবং উহার কোন অমঙ্গল থাকিলেও উহার মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন। অলস, অভিমানী, উদ্‌যোগশূন্য, লোকাপবাদভীত ও দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি কিছুতেই অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। শত্রুগণ আপনাদিগের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পরছিদ্রের অনুসন্ধান করে; অতএব কূর্ম্মের ন্যায় আপনার অঙ্গগোপন ও আপনার ছিদ্র সংবরণে যত্নবান হওয়া, বকের ন্যায় অর্থ চিন্তা, সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ, বৃকের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান এবং বাণের ন্যায় শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত। সুরাপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ, মৃগয়া ও গীতবাদ্য এই সমস্ত কার্য্য যুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে। ঐ সমুদায় কার্য্যে একান্ত অনুরাগ দোষমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুচতুর ভূপতি বংশাদি দ্বারা কার্ম্মুক প্রস্তুত করিবেন; মৃগের ন্যায় সতর্কচিত্তে শয়ন করিয়া থাকিবেন; সময়ক্রমে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং দেশ কাল বিবেচনা করিয়া বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন। দেশ কাল সম্যক্‌ বিচার করিতে অসমর্থ হইলে বিক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। কালাকাল ও বলাবল অবধারণ পূর্ব্বক সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে রাজা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক শাসন না করেন, গর্ভবতী অশ্বতরীর ন্যায় তাঁহাকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা পুষ্পিত হইয়াও অফল, ফলিত হইয়াও একান্ত দুরারোহ এবং অপক্ক হইয়াও পক্কের ন্যায় দৃষ্ট হন, তাঁহাকে কদাচ শীর্ণ হইতে হয় না। রাজা বাক্য দ্বারা অর্থীদিগের আশা বলবতী করিয়া পরে বিশেষ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার সেই আশার বিঘ্নানুষ্ঠান করিবেন। যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে, কিন্তু ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে নির্ভীকের ন্যায় তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্য সঙ্কটে পতিত না হইলে কদাচ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহারই সমস্ত মঙ্গল হস্তগত হয়। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহা সম্যক্‌ রূপে অবধারণ, উপস্থিত হইলে যে কোন প্রকারে হউক নিবারণ এবং সম্যক্‌ রূপে নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা করিয়া অনিবৃত্তের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক। উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ ও অনুপস্থিত সুখের প্রত্যাশা করা ন্যায়ানুগত নহে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে অবস্থান করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় নিপতিত হইয়া প্রতিবোধিত হয়। যে কোন উপায়ে হউক, আপনার দুরবস্থা মোচন এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহারা শত্রুর বিপক্ষ, সতত তাহাদিগের সমাদর করা কর্ত্তব্য। যাহারা আপনার চর তাহাদিগকেও শত্রুকর্ত্তৃক প্রেরিত আশঙ্কা করিবে এবং আপনার ও শত্রুর চরদিগকে বিলক্ষণ পরিচিত করিয়া রাখিবে। পাষণ্ড তাপস প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর লোকের কণ্টক স্বরূপ দুরাত্মা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান, শূন্যাগার,

পানাগার, বেশ্যাপল্লী, তীর্থ ও দ্যূতসভায় প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে; উহাদিগকে শাসন করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্কাশিত করা আবশ্যক। অবিশ্বস্তের প্রতি কদাচ বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। বিশ্বাসীর প্রতিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সবিশেষ না জানিয়া এক জনকে বিশ্বাস করিলে বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে; অতএব যাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, অগ্রে তাহাকে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশেষ হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবে এবং তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই সবিশেষ দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইবে। যাহাদিগের হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, তাহাদিগকে বিলক্ষণ শঙ্কা করিবে; আবার যাহাদিগের হইতে কোন শঙ্কারই সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকেও শঙ্কা করা আবশ্যক। কারণ ঐ ব্যক্তি হইতে যদি কোন কারণবশতঃ কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, সেই বিপদ্ লোককে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে। তপস্বীর ন্যায় কষায়বস্ত্র পরিধান জটাজিন ধারণ ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভ্রাতা পিতা বা সুহৃৎ যে কেহ হউন না কেন অর্থের বিঘ্নানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিত চিত্তে তাঁহার শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক কি গুরুও অবিবেচক, গর্ব্বিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে শাস্ত্রানুসারে তাহার দণ্ড বিধান করা অসঙ্গত নহে। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি প্রত্যুত্থান, অভিবাদন ও দ্রব্যাদি সম্প্রদান দ্বারা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড পতঙ্গ যেমন বৃক্ষের সমুদায় ফল পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাহার সমস্ত পুরুষার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। পরের মর্ম্মপীড়ন, দারুণ কর্ম্মসাধন ও মৎস্যঘাতীর ন্যায় অনেকের প্রাণ বিনাশ না করিলে কদাচ মহতী শ্রীলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। জাতি নিবন্ধন কেহ কেহ শত্রু বা মিত্র হয় না, লোকে কার্য্যবশতই অন্যের শত্রু ও মিত্রশব্দবাচ্য হইয়া থাকে। শত্রু আক্রান্ত হইয়া অতি করুণ স্বরে পরিদেবন করিলেও তাহার বাক্য শ্রবণে দুঃখ প্রকাশ বা তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বাপকারীকে যে কোন প্রকারে হউক বিনাশ করা উচিত। লোকসংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বিধেয়। আর যে ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিগ্রহ করাই শ্রেয়স্কর। কাহাকে প্রহার করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে প্রহার করিয়াও তাহাকে প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা করা উচিত। লোকের শিরশ্ছেদন করিয়াও তাহার নিমিত্ত রোদন ও শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহার সম্পদ্ লাভের ইচ্ছা আছে, তিনি সান্ত্ববাদ, সম্মান ও তিতিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের সহিত সুব্যবহার করিবেন। উহা অপেক্ষা অন্যের চিত্তরঞ্জনের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। যাহাতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, সেরূপ বৈরাচরণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বাহু দ্বারা নদী সন্তরণ করা অতি মূঢ়ের কার্য্য। গোবিষাণ ভক্ষণ অনর্থক ও আয়ুঃক্ষয়কর, উহাতে কেবল দন্ত সকল ক্ষয় হয়, কিন্তু কিছুমাত্র রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব যাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ত্রিবিধ পীড়া আছে। ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের, অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের এবং কাম দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকে ধর্ম্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎ লোকে ধর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবন ধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করে। অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ফল সমুদায়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। ঋণ, অগ্নি ও শত্রুর অবশেষ রাখা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সমুদায়ের অত্যল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকিলেই উহারা পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ঋণ, পরাভূত শত্রু ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহারা ঘোরতর অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। কণ্টক সমূলে উন্মূলন না করিলে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ পীড়া জন্মে সন্দেহ নাই। সকল কার্য্যই সম্যক্ রূপে সম্পাদন করা এবং সতত সাবধান হওয়া আবশ্যক। মনুষ্যবিনাশ, মার্গদূষণ ও গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পররাষ্ট্র বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান লোক গৃধ্রের ন্যায়, দূরদর্শী বকের ন্যায় নিশ্চল, কুক্কুরের ন্যায় জাগরূক, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত ও কাকের ন্যায় ইঙ্গিতজ্ঞ হইবে ও সর্পের ন্যায় নিরুদ্বেগে শত্রুর দুর্গমধ্যে সত্বর প্রবেশ করিবে। বীরকে প্রণতি, ভীরুকে ভয়প্রদর্শন ও লুব্ধককে অর্থদান দ্বারা আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই উচিত। শত্রুগণ রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভেদোৎপাদন ও প্রিয় বয়স্যের নিকট অনুনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বশে আনয়ন করিলেও যাহাতে উহারা অমাত্যগণকে ভেদ বা বিনাশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান হওয়া উচিত। মহীপাল মৃদুস্বভাব হইলে সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে এবং অতিশয় উগ্র হইলে সকলেই তাঁহা হইতে ভীত হয়; অতএব অবসর বুঝিয়া মৃদুতা বা উগ্রতা অবলম্বন করা রাজার আবশ্যক। মৃদুতা দ্বারা মৃদু ও দারুণ উভয়কেই বিনাশ করা যাইতে পারে, মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদু তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর। যে ব্যক্তি সময়ানুসারে মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য ও শত্রুবিনাশে সমর্থ হয়। পণ্ডিতের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক আপনাকে দূরস্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি সুদীর্ঘ; তিনি অপকৃত হইলে সেই বাহুদ্বয় প্রভাবে দূরস্থ শত্রুরও অপকারসাধনে সমর্থ হন। যাহা পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পার হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু যাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইবে তাহা কদাচ আহরণ করিবে না। যাহার মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহার নিমিত্ত খনন প্রয়াস স্বীকার করা বিধেয় নহে এবং যে শত্রুর মস্তক ছেদন করিতে পারা যায় না, তাহাকে প্রহার করা নিতান্ত নিরর্থক। এই কয়েকটী উপদেশ আপৎকালের নিমিত্ত কীর্ত্তন করিলাম। অন্য সময়ে ইহার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ঘোর বিপদে নিপতিত হইলে ইহার অনুষ্ঠান পাপজনক হইতে পারে না। আমি তোমার হিতসাধনোদ্দেশেই এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! রাজা শত্রুঞ্জয় হিতার্থী মন্ত্রী ভারদ্বাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অক্ষুণ্ণ মনে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে পরমসুখে রাজশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরম ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় ও সকল লোক কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত, অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় ও ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত, নিয়ম বিনষ্ট, প্রজাবর্গ ভূপাল ও তস্করগণকর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত; সমস্ত আশ্রম পাপভরে অভিভূত, ক্ষত্রিয়দিগের কাম, লোভ ও মোহ প্রভাবে সকলেই শঙ্কিত ও অবিশ্বস্ত, ছল প্রভাবে পরস্পর নিহত ও বঞ্চিত, গ্রাম নগরাদি বহ্নির দ্বারা প্রদীপ্ত, ব্রাহ্মণগণ একান্ত সন্তপ্ত, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন এবং বৃষ্টির অভাবে শস্য সমুদায় শুষ্কপ্রায় হইলে ব্রাহ্মণগণ অনুকম্পা প্রভাবে পুত্র পৌত্রাদি পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন। আর ভূপতিই বা এরূপ অবস্থায় কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন এবং কি প্রকারে ধর্ম্ম ও অর্থ আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! রাজ্যের যোগক্ষেম, অভিলাষানুরূপ বৃষ্টি এবং প্রজাবর্গের মধ্যে ভয় ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব সমস্তই রাজার পাপ পুণ্য প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের আবির্ভাবও ভূপালের দোষগুণমূলক সন্দেহ নাই। প্রজাবর্গের উচ্ছেদের নিদানভূত পূর্ব্বোক্তরূপ বিপদের অবস্থা উপস্থিত হইলে লোকে বিজ্ঞানবল অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই স্থলে বিশ্বামিত্র চাণ্ডালসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন দ্বাদশ বৎসর ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় বৃহস্পতি প্রতিকূলগমন ও শশধর দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিলেন। মেঘের কথা দূরে থাকুক, রাত্রিশেষে বিন্দুমাত্র নীহার দর্শন করাও লোকের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। নদীর জল শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল। সরোবর, কূপ ও প্রস্রবণের শোভা একবারে তিরোহিত হইল। সলিলাগার উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বষট্কার ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। লোকে কৃষি ও পশুপালনকার্য্যে একবারে পরাঙ্মুখ হইল। বিপণী ও

আপণ উন্মূলিত হইয়া গেল। সকল লোকের আমোদ প্রমোদ তিরোহিত হইল। চতুর্দ্দিক্ কঙ্কালসঙ্কুল ও ভূতগণের চীৎকারে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। গ্রাম নগরাদি সমুদায় শূন্যপ্রায় হইল। চারিদিকে গৃহদাহ হইতে লাগিল। প্রজারা কোন স্থলে তস্কর, কোন স্থলে অস্ত্র শস্ত্র, কোথাও বা নৃপতির ভয়ে ভীত হইয়া গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবালয় সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল। বৃদ্ধ লোক সকল পুত্র পৌত্রাদিকর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাসিত এবং গো, অজ, মেষ ও মহিষ সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ওষধি সমুদায় নিঃশেষিত ও মনুষ্য সকল মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহই কাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে পৃথিবীতে এইরূপ বিবিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইলে মনুষ্যেরা ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিগণ নিয়ম, হোম, দেবার্চ্চনা ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহ ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও জপ হোমাদি কার্য্যে একেকালে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক লোকালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক অরণ্যমধ্যে প্রাণিঘাতক, হিংস্র চাণ্ডালদিগের পল্লী অবলোকন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, ভগ্ন কলস, কুক্কুরের চর্ম্মখণ্ড, বরাহ ও উষ্ট্রের অস্থি ও কপাল এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্রে উহার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; গৃহ সমুদায় নির্ম্মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত এবং কুটীর ও মঠ সকল ভুজঙ্গনির্ম্মোকমাল্যে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। কোন স্থানে কুক্কুটরব ও কোন স্থান গর্দ্দভের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থানে চাণ্ডালেরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোন স্থলে উলূক ও নানাবিধ পক্ষীর প্রতিরূপে সমলঙ্কৃত দেবালয় সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন স্থলে লৌহঘণ্টা অনবরত ধ্বনিত হইতেছে এবং কোন স্থলে কুক্কুর সকল দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া সেই চাণ্ডালপল্লীমধ্যে খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বারংবার প্রার্থনা করিয়াও মাংস, অন্ন ও ফল মূল প্রভৃতি কোন বস্তুই প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি শারীরিক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন হা কি কষ্ট! এই কথা বলিয়া এক চাণ্ডালের আলয়ে নিপতিত হইলেন এবং যাহাতে আপনার বৃথা মৃত্যু না হয় ও যাহাতে দুরবস্থা দূর হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই চাণ্ডালগৃহে সদ্যোনিহত কুক্কুরের মাংসখণ্ড তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি যাহার পর নাই আনন্দিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, আমাকে যে কোন প্রকারে হউক, ঐ মাংসখণ্ড অপহরণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত এক্ষণে প্রাণ ধারণের উপায়ান্তর নাই। আপদ্কালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধু ব্যক্তির গৌরবের কিছুমাত্র ক্রটি হয় না। আর শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, আপদ্কালে ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষার্থ চৌর্য্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন। অগ্রে নীচ, পরে তুল্য ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিব। উহাদিগের নিকট দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিকের দ্রব্য গ্রহণ করাও অবিধেয় নহে। অতএব অগ্রে আমি এই নীচ ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিব। এই অপহরণ নিবন্ধন আমাকে কখনই চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হইবে না। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মনে মনে এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর বিভাবরী ক্রমশ গাঢ় ও চাণ্ডালগণ নিদ্রায় অভিভূত হইলে মহর্ষি কৌশিক নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া সেই চাণ্ডালের কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সেই ভীষণদর্শন শ্লেষ্মাজড়িতলোচন চাণ্ডাল জাগরিত ছিল। সে কুটীরমধ্যে মনুষ্য প্রবিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রুক্ষ স্বরে কহিল, এক্ষণে সমস্ত চাণ্ডালেরাই নিদ্রিত হইয়াছে, কেবল আমিই জাগরিত রহিয়াছি। আমার গৃহে কোন্ ব্যক্তি কুক্কুরমাংস অপহরণ করিতে আসিয়াছে! অদ্য নিশ্চয়ই তাহার জীবন সংশয় উপস্থিত। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত ভীত এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন একান্ত লজ্জিত হইয়া চাণ্ডালকে কহিলেন, আমি বিশ্বামিত্র; ক্ষুধায় অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। যদি তুমি সাধুদর্শী হও, তাহা হইলে আমাকে বধ করিও না। চাণ্ডাল বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও নেত্র হইতে অশ্রুমার্জ্জন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আপনি এই রাত্রিকালে কোন্ কার্য্য সাধনার্থ এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? তখন মহর্ষি চাণ্ডালকে সান্ত্ববাক্যে কহিলেন, আমি ক্ষুধিত ও মৃতকল্প হইয়া তোমার এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিব বলিয়া আসিয়াছি। বুভুক্ষিত ব্যক্তির লজ্জা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। দেখ, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; ক্ষুধাপ্রভাবে আমার জীবন অবসন্ন ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি অতিশয় দুর্ব্বল ও খাদ্যাখাদ্য বিচারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। এই নিমিত্তই তস্করকার্য্য অধর্ম্ম জানিয়াও কুক্কুরের এই পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমি তোমাদিগের পল্লীমধ্যে ভিক্ষার্থ বিস্তর পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি কিছুমাত্র ভক্ষ্যদ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত না হইয়াই আমি এই পাপ কার্য্যে কৃতসংকল্প হইয়াছি। দেখ, অগ্নি দেবগণের মুখ ও পুরোহিত স্বরূপ; সুতরাং তাঁহার পবিত্র বস্তু ভিন্ন অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তথাচ তাঁহাকে অগত্যা সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে হয়। অতএব অগ্নি যেমন খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেন না, আমারও এক্ষণে তদ্রূপ খাদ্যাখাদ্য বিচারে পরাঙ্মুখ হইতে হইয়াছে। তখন চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয়, আমার নিকট সেইরূপ উপদেশ শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। পণ্ডিতগণ কহেন যে, কুক্কুর শৃগাল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। আর উহার অন্যান্য স্থানের মাংস অপেক্ষা পৃষ্ঠমাংস অতিশয় অপবিত্র। বিশেষত অভোগ্য চাণ্ডাল ধন অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্মগর্হিত, সুতরাং এই বিষয়ে অধ্যবসায় প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে জীবন ধারণের নিমিত্ত অন্য উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করুন। মাংসলোভে তপস্যা বিনষ্ট করিবেন না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর বিধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আপনি ধার্ম্মিকপ্রধান; অতএব পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আপনার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র চাণ্ডালকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, আমি অনাহারে বহুদিন ইতস্তত পর্য্যটন করিতেছি, কিন্তু প্রাণধারণের কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারি নাই! লোকে নিতান্ত অবসন্ন হইলে যে কোন প্রকারে হউক প্রাণ ধারণ করিবে এবং তৎপরে সমর্থ হইলে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের ইন্দ্রের ন্যায় এবং ব্রাহ্মণগণের অগ্নির ন্যায় ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়। বেদ বহ্নিস্বরূপ, সেই বেদই আমার প্রধান বল। আমি সেই বলপ্রভাবেই এই কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিব। যাহাতে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মৃত্যু অপেক্ষা প্রাণ রক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। লোকে জীবিত থাকিলে অনায়াসেই ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব আমি জীবন ধারণের অভিলাষ করিয়াই বুদ্ধিপূর্ব্বক অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি এক্ষণে এই বিষয়ে অনুমোদন কর। আমি জীবিত থাকিলে অনায়াসে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব এবং আলোক যেমন গাঢ়তর অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ তপ ও বিদ্যা প্রভাবে অশুভ সমুদায় উচ্ছিন্ন করিব।

চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে তোমার সুদীর্ঘ আয়ু বা অমৃতপানের ন্যায় তৃপ্তি লাভ হইবে না। অতএব আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উহা ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, এই দুর্ভিক্ষকালে অন্য মাংস নিতান্ত সুলভ নহে। আমারও কিছুমাত্র অর্থ সংস্থান নাই। বিশেষত এক্ষণে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও ভোজনলাভের উপায়ান্তর অবধারণে অসমর্থ হইয়াছি, সুতরাং এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পঞ্চনখসম্পন্ন শল্লকী প্রভৃতি পাঁচ জন্তু ভক্ষণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত; অতএব আপনি এই অভক্ষ্য ভক্ষণে কদাচ মনোনিবেশ করিবেন না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাতাপি অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব আমি এই দুর্ভিক্ষকালে কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে কখনই পাপে লিপ্ত হইব না। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস গ্রহণ করা আপনার কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না

বিশ্বামিত্র কহিলেন, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। আমি তাঁহাদিগেরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি। অতএব উৎকৃষ্ট পবিত্রবস্তুর অভাবে এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করা আমার অকর্ত্তব্য নহে। চাণ্ডাল কহিল, ভগবন্! অসাধু লোকে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা কদাচ নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বিশেষত অকার্য্যসাধন করা সাধুলোকের কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি ছলক্রমেও এই অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ঋষি হইয়া অশ্রদ্ধেয় ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত নিন্দনীয়। কিন্তু আমার মতে পশুজাতিত্ব নিবন্ধন মৃগ ও কুক্কুর উভয়ই তুল্য, অতএব আমি অবশ্যই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিব। চাণ্ডাল কহিল, মহর্ষি অগস্ত্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবনরক্ষার নিমিত্ত তৎকালে অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণনা করিতে হইবে। উহাতে পাপের লেশমাত্র নাই। যে কোন উপায়ে হউক, ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশ্বামিত্র কহিলেন, দেহ আমার মিত্র, প্রিয়তম ও পূজ্য; সেই দেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে, নৃশংস চাণ্ডালগণকে দেখিয়াও আমার কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! সাধু ব্যক্তিরা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণে তাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না। অনেকে ক্ষুধাকে পরাজয় করিয়া স্ব স্ব অভিলাষ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। অতএব আপনি ক্ষুধা পরাজয় করিতে যত্নবান্ হউন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, প্রায়োপবেশনে প্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বটে, কিন্তু যাহার জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে; অনাহার দ্বারা দেহ শুষ্ক করা তাহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্মলোপ হইয়া থাকে। ফলত দেহ রক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদিও কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া আমাকে অল্প পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আমি পরিশেষে তাহা ব্রতাদি দ্বারা নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইব। সূক্ষ্মবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া দেখিলে আপদকালে কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়; আর মোহবুদ্ধি প্রভাবে এই বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহা সদোষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি যে কুক্কুরের মাংস ভক্ষণে দোষ নাই বলিয়া স্থির করিয়াছি, উহা যদিও আমার ভ্রান্তিমূলক হয়, তথাপি কুক্কুরমাংস ভোজন করিলে আমাকে তোমার ন্যায় চাণ্ডাল হইতে হইবে না। ঐ পাপের প্রতিবিধান করিতে আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। চাণ্ডাল কহিল, আমার মতে ব্রাহ্মণের এই কুক্কুর মাংস ভক্ষণজনিত পাপ নিতান্ত নিন্দনীয়, এই নিমিত্তই আমি দুষ্কর্ম্মান্বিত চাণ্ডাল হইয়াও আপনাকে ভর্ৎসনা করিতেছি। বিশ্বামিত্র কহিলেন; যদিও গো সমুদায় সলিলের উপরিভাগে বিচরণ এবং মণ্ডুকেরা বাক্যপ্রয়োগ করিতে পারে তথাপি তোমার ধর্ম্মে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া আত্মপ্রশংসা করা তোমার উচিত নহে। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! আপনার প্রতি আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে, এই নিমিত্তই আমি মিত্রভাবে আপনাকে শাসন করিতেছি; অতএব আপনি লোভপ্রভাবে কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়া পাপে লিপ্ত হইবেন না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, তুমি যদি আমার সুখাভিলাষী মিত্র হও, তাহা হইলে অবিলম্বে আমাকে এই উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি ধর্ম্মপথ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব তুমি আমাকে এই কুক্কুরমাংস প্রদান কর; ইহা ভক্ষণ করিলে আমাকে কিছুমাত্র অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! এই কুক্কুরমাংস আমার ভোজ্য দ্রব্য; অতএব আমি ইহা আপনাকে দান করিতে পারি না এবং আপনি ইহা অপহরণ করিলেও সহ্য করিতে সমর্থ হইব না। বিশেষতঃ এই আমি কুক্কুরমাংসদাতা ও আপনি উহার গৃহীতা হইলে আমাদের উভয়কেই ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই এই পাপাচরণ পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়া পরিশেষে পুণ্য অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিব। এক্ষণে তুমিই বল দেখি যে, অনাহারে প্রাণপরিত্যাগ ও অভক্ষ্য ভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন, এই দুইটির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট? চাণ্ডাল কহিল, ধর্ম্মকার্য্য বিষয়ে আত্মাই সাক্ষী; অতএব দুইটি মধ্যে কোনটি অপকৃষ্ট, আপনিই তাহা বিলক্ষণ অবগত হইতেছেন। কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি কুক্কুরমাংস ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার আর অখাদ্য কিছুই নাই? বিশ্বামিত্র কহিলেন; অনাহারে প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে অভোজ্য বস্তুও ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বিশেষত যাহাতে হিংসার লেশমাত্র নাই আপদকালে সেই অভোজ্য ভোজন করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। উহা দ্বারা জনসমাজেও নিতান্ত নিন্দনীয় হইবার সম্ভাবনা নাই। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! যদি প্রাণ ধারণই প্রধান কার্য্য বলিয়া আপনি কুক্কুরমাংস ভক্ষণ দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে ত আপনার আর বেদ ও আর্য্যধর্ম্মকে গ্রাহ্য করা হইল না এবং খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, বস্তু ভোজ্য বা অভোজ্যই হউক, তাহা ভোজন করিলে প্রাণি হিংসার ন্যায় ঘোরতর পাতকে লিপ্ত হইতে হয় না। সুরাপান করিলে পতিত হয়, ইহা শাস্ত্রের শাসনমাত্র। অবৈধ মৈথুন প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সমুদায় লোককে এককালে পুণ্যচ্যুত ও ঘোরতর পাপে লিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। চাণ্ডাল কহিল, যিনি অস্থান হইতে বা আগ্রহাতিশয় সহকারে চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কুক্কুরমাংস গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই তন্নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয়। যাহার গৃহ হইতে উহা অপহৃত হয়, তাহার কিছুমাত্র দোষ নাই।

চাণ্ডাল এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিল। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই কুক্কুরমাংস গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে সেই বনমধ্যে প্রাণ রক্ষার্থ উহা ভক্ষণ করিব বিবেচনা করিয়া অগ্নি আহরণপূর্ব্বক ঐন্দ্রাগ্নেয় বিধি অনুসারে চরু প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর তিনি সেই চরুর অংশ প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক দৈব ও পিতৃকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র দৈব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাগণের জীবনরক্ষার্থ প্রচুরপরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জলপ্রভাবে বিলক্ষণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ বিশ্বামিত্র বিধি পূর্ব্বক দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিয়া স্বয়ং সেই কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিলেন। ঐ মহাত্মা পরিশেষে তপঃপ্রভাবে আপনার পাপ অপনীত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখে নিপতিত হইলে যে কোন উপায়ে হউক আপনাকে উদ্ধার করিবেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অশেষবিধ মঙ্গল ও পুণ্যলাভে সমর্থ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্ব বুদ্ধিপ্রভাবেই ধর্ম্মাধর্ম্মের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি মিথ্যা বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ঘোরতর কার্য্য সমুদায়ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তবে কোন্ কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে? আর দস্যুরাই কি নিমিত্ত জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে? আপনার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম নিতান্ত শিথিলবন্ধ হইল বিবেচনা করিয়া আমার মন একান্ত অবসন্ন ও মোহজালজড়িত হইতেছে এবং কোনক্রমেই আপনার উপদেশানুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি কেবল বেদাদি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি না। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা লোকাচার ও বেদাদি শাস্ত্র, উভয় হইতেই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন। নরপতিদিগের নানাবিষয় হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন করা আবশ্যক। ধর্ম্মের একমাত্র শাখা অবলম্বন করিলে কখন লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বুদ্ধিজনক ধর্ম্ম ও সজ্জনদিগের আচার পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপালগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নরপতি স্ব স্ব বুদ্ধিবলেই জয়লাভ ও ধর্ম্মসংস্কারে সমর্থ হইতে পারেন। রাজধর্ম্ম বহুশাখাসম্পন্ন; অধ্যয়নকালে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা না করিলে অথবা উহার একদেশ মাত্র শিক্ষা করিলে উহাতে সম্যক্ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্য্য কখন ধর্ম্ম ও কখন অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা বিশেষ অবগত হইতে অসমর্থ হয়, তাঁহার পদে পদে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমত বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মের যাথার্থ্য অবগত হইয়া পরে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক। নরপতি আপৎকালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে কার্য্য করিলে মূঢ়েরাই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ

ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন না। কেহ কেহ যথার্থ-জ্ঞানী এবং কেহ কেহ বৃথাজ্ঞানসম্পন্ন হয়; যাঁহারা জ্ঞানের যাথার্থ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই সাধুসম্মত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের অপ্রমাণতা প্রতিপাদন করে। যাহারা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বিদ্যালাভের কামনা করে, তাহারা মনুষ্যসমাজে পাপী ও ধর্ম্মলোপী বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অপরিণতবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা জন্মে না। তাহারা শাস্ত্রের দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে। যাহারা মূর্খের ন্যায় বাক্যবাণ পূর্ব্বক অন্যের অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নর রাক্ষস ও বিদ্যার বণিক বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বৃহস্পতির মতে কেবল অন্যের সহিত তর্ক বিতর্ক বা কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্মনির্ণয় করিতে হইলে অন্যের সহিত তর্ক ও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন বচনই অনর্থক নহে। লোকে কেবল যথার্থ মর্ম্ম বোধগম্য করিতে না পারিয়াই সংশয়াপন্ন হয়। কেহ কেহ লোকযাত্রা নির্ব্বাহকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুনির্দ্দিষ্ট যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ক্রোধপরবশ বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া সভামধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার বাক্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করেন না। অনেকে বেদার্থঘটিত তর্কযুক্ত বাক্যের এবং কেহ কেহ বা কেবল অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানলাভ নিবন্ধন তর্কবিহীন বচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ বা যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা শাস্ত্রদূষিত বলিয়া তাহার অনর্থকতা সম্পাদন করে। অতএব যাহাতে তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ই দূষিত না হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই উচিত। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের সংশয়নাশার্থ তাহাদিগকে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছিলেন।

সন্দেহসঙ্কুল জ্ঞান থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান; অতএব তুমি অচিরাৎ সংশয়কে সমূলে উন্মূলন করিবার চেষ্টা কর। আমি এক্ষণে তোমাকে যে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে স্বীকার না করা তোমার কখনই উচিত নহে। তুমি যে অতি উগ্র কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত অনেকে আমাকে নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সংগ্রামে পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যলোলুপ অসংখ্য ভূপতিকে যমলোকে প্রেরণ করিয়াছি। ব্রহ্মা ছাগ, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়কে সাধারণের হিতসাধনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাণিগণের লোকযাত্রা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতেছে। আর দেখ, অবধ্যকে বিনাশ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বিনাশ না করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে প্রজাগণ বৃকের ন্যায় পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করে। যে রাজার অধিকার মধ্যে দস্যুগণ পরবিত্ত অপহরণ করিয়া ভ্রমণ করে, তিনি ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্কস্বরূপ। এক্ষণে বেদজ্ঞানসম্পন্ন সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে অমাত্যপদে অভিষেক করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনপূর্ব্বক পরমসুখে রাজ্যশাসন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহীপতি প্রজাপালনের পদ্ধতি বিশেষরূপে অবগত না হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক কর গ্রহণ করেন, তিনি ক্লীব বলিয়া পরিগণিত হন এবং যিনি উগ্রতা ও মৃদুতা এই উভয় অতিক্রম না করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি যাঁহার পর নাই প্রশংসা লাভ করেন। অতএব প্রথমত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ ও পরিশেষে মৃদুতা অবলম্বন করা তোমার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্লেশকর। তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে বলিয়াই আমি তোমাকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। দেখ, ভগবান্ বিধাতা তোমাকে উগ্র কর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অতএব রাজ্যশাসন করাই তোমার উচিত। ধীমান্ শুক্রাচার্য্য নিয়ত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজধর্ম্মে এমন কোন নিয়ম আছে যাহা কোনকালে কাহারও লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি বিদ্যাবৃদ্ধ, তপস্যানিরত, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত সেবা করিবে। উহাই অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম। তুমি দেবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলে নানাবিধ অনিষ্টসাধন করিতে পারেন। উঁহাদের প্রীতি অমৃত তুল্য ও ক্রোধ বিষ তুল্য। উঁহাদের প্রীতিনিবন্ধন লোকের মহীয়সী কীর্ত্তিলাভ হয় এবং উঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিলে যে মহান্ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস। উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। শরণাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। শিবি প্রভৃতি মহাত্মা মহীপালগণ শরণাগত প্রাণিগণের রক্ষা বিধান পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এক কপোত শরণাগত শত্রুর যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় মাংস প্রদান পূর্ব্বক তাহার ক্ষুধাশান্তি করিয়াছিল

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কপোত কিরূপে শরণাগত শত্রুকে স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছিল এবং তাহার কি গতি বা লাভ হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভার্গব, মহারাজ মুচুকুন্দের নিকট ঐ সর্ব্বপাপনাশিনী বিচিত্রা কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন. এক্ষণে তুমি উহা শ্রবণ কর। একদা মহারাজ মুচুকুন্দ ভার্গবকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে শরণাগত প্রতিপালকের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবহিত হইয়া এক ধর্ম্মকামার্থ সম্বলিত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক পক্ষি-লুব্ধক পাপপরায়ণ ক্ষুদ্রাশয় নিষাদ কালান্তক যমের ন্যায় অরণ্য মধ্যে পর্য্যটন করিত। সেই দুরাত্মার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, পদদ্বয় খর্ব্ব, মুখ প্রকাণ্ড ও হনুদেশ প্রশস্ত ছিল। ঐ পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে তাহার পত্নী ভিন্ন আর সমুদায় সুহৃদ্ সম্বন্ধী ও বন্ধু বান্ধব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে বাসনা করেন না, কারণ যাহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট সম্পাদন করে, তাহাদের দ্বারা অন্যের হিতসাধনের সম্ভাবনা কোথায়? হত্যাকারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের ন্যায় প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হইয়া থাকে। ঐ পাপাত্মা নিষাদ জালগ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বিক্রয় করিত, এইরূপে বহুকাল গত হইল কিন্তু সেই দুরাত্মা কোন ক্রমেই আপনার অসৎ প্রবৃত্তি নিবন্ধন অধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। একদা সেই ব্যাধ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ুবেগ সমুত্থিত হইয়া পাদপগণকে উৎপাটিত প্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নভোমণ্ডল অর্ণবযান পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় মেঘজালে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুন্মণ্ডলে বিভূষিত হইল। মুষলধারে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা ক্ষণকাল মধ্যে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় দুরাত্মা নিষাদ শীতার্ত্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া আকুলিতচিত্তে বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সমুদায় অরণ্য জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইল না। ঐ বৃষ্টির প্রভাবে বিহঙ্গমগণ নিহত ও তরুতলে নিপতিত হইয়াছিল এবং মৃগ সিংহ ও বরাহগণ উন্নত ভূমি আশ্রয় করিয়া অবস্থান ও অন্যান্য বন্য জন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। দুরাত্মা ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টি প্রভাবে নিতান্ত শীতার্ত্ত হইয়া অন্য স্থানে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় এক শীতবিহ্বলা কপোতী তাহার নেত্রগোচর হইল। দুরাত্মা নিষাদ তৎকালে স্বয়ং যাহার পর নাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল, তথাপি সেই কপোতীকে ভূতলে নিপতিত দেখিবামাত্র স্বীয় পিঞ্জরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীকে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না।

অনন্তর সেই দুরাত্মা নিষাদ সেই অরণ্যজাত পাদপগণের মধ্যে এক মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ পাদপের ছায়া ও ফলভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বিহঙ্গম উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর ন্যায় ঐ তরুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নভোমণ্ডল নির্ম্মল নক্ষত্রজালে মণ্ডিত হইয়া প্রফুল্ল কুমুদদল শোভিত বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীতবিহ্বল নিষাদ আকাশমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত মনে মনে চিন্তা করিল, এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এস্থান হইতে অনেক দূর। অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনী যাপন করা কর্ত্তব্য। পক্ষিঘাতক নিষাদ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বনস্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল তরুবর! তোমাতে যে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। নিষাদ এই কথা বলিয়া ভূতলে পর্ণশয্যা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক শিলার উপর মস্তক সংস্থাপন করিয়া দুঃখিতচিত্তে শয়ন করিল।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৎস! ঐ বৃক্ষের শাখায় এক কপোত সুহৃজ্জনে পরিবৃত হইয়া বহুকাল বাস করিয়াছিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে তাহার প্রিয় বনিতা আহারান্বেষণে গমন করিয়াছিল। পরে রজনী সমাগত হইল তথাপি প্রেয়সী প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া অনুতাপ করত কহিতে লাগিল, হায়! আমার প্রণয়িনী কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইল না। ইতিপূর্ব্বে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন এই কাননমধ্যে তাহার ত অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই। আজি প্রিয়াবিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে। গৃহস্থের গৃহ পুত্র পৌত্র বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যাবিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিণীশূন্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীশূন্য গৃহ অরণ্যপ্রায়। আজি যদি আমার সেই অরুণনেত্রা বিচিত্রাঙ্গী মধুরভাষিণী ভার্য্যা প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি! আমার সেই প্রিয়তমা আমি অস্নাত ও অভুক্ত থাকিতে কদাপি স্নান ভোজন করে না। আমি উপবেশন করিলে উপবেশন ও শয়ন করিলে শয়ন করিত। আমার দুঃখে তাহার দুঃখ ও আমার পরিতোষেই তাহার পরিতোষ হইয়া থাকে। আমি বিদেশস্থ হইলে সে বিষণ্ণবদনে কালহরণ এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে। এই পৃথিবীতে যাঁহার ভার্য্যা এইরূপ পতিহিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য। আমার সেই স্থিরস্বভাব যশস্বিনী প্রিয়তমা আমাকে ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত জানিয়াও কেন এ পর্য্যন্ত আগমন করিতেছে না। সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যাবিহীন পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্য তুল্য বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশগমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত্তব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর কেহই নাই। ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যাহার গৃহে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য। তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা নিষাদ ইতিপূর্ব্বে যে কপোতীকে স্বীয় পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতীই ঐ কপোতের পত্নী। কপোতী নিষাদের পিঞ্জরমধ্য হইতে ভর্ত্তার সেই করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, আহা! আমি বস্তুত গুণশালিনী হই বা না হই, আমার ভর্ত্তা যখন আমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন আমার সৌভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহাকে নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে সমুদায় দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন। অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়াই ভর্ত্তাই স্ত্রীদিগের পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য হন। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না হন, তাহাকে দাবাগ্নিদগ্ধ পুষ্পস্তবক সমন্বিত লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়। পঞ্জরস্থা কপোতবনিতা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থিরচিত্তে শোকাকুল ভর্ত্তাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, নাথ! আমি এক্ষণে তোমাকে যে হিতকর বাক্য কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিষাদ নিতান্ত শীতার্ত্ত ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া তোমার আবাসে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি তোমার শরণাগত, অতএব উহার রক্ষাবিধান ও সমুচিত সৎকার করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিকে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। আমরা কপোতকুলে জন্মগ্রহণ নিবন্ধন স্বভাবত হীনবল হইয়াছি বটে, তথাপি তোমার মত আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রাণীর সাধ্যানুসারে শরণাগত প্রতিপালনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পরলোকে সে অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তান সন্ততির মুখাবলোকন করিয়াছ, অতএব দেহের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই নিষাদকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। তুমি জীবিত থাকিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। পঞ্জরস্থ কপোতপত্নী অতিশয় দুঃখার্ত্তা হইয়াও ভর্ত্তাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহারাজ! তখন সেই কপোত স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া বাষ্পাকুল নয়নে ব্যাধকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরম সমাদরে তাহার যথাবিধি পূজা করিল এবং স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, মহাশয়! এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি আপনার গৃহেই উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি এবং আমাকেই বা আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করুন। আপনি আমাদিগের গৃহে আসিয়াছেন, অতএব আপনার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিত। লোকে বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহাকে ছায়া সেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে যত্নপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করা সকলেরই বিশেষতঃ পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক কি পরলোক কুত্রাপি সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক এক্ষণে আপনার যাহা অভিলাষ থাকে প্রকাশ করুন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। তখন নিষাদ কপোতের সেই সমুচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পারাবত! আমি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব যাহাতে আমার শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায়বিধান কর।

লুব্ধক এই কথা কহিলে কপোত তৎক্ষণাৎ যত্নপূর্ব্বক ভূতলে শুষ্ক পত্র সমুদায় একত্র করিয়া দ্রুতবেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতিবিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। হুতাশন উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলে কপোত নিষাদকে কহিল, মহাশয়! এক্ষণে আপনি নিরুদ্বেগে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা শীত নিবারণ করুন। তখন ব্যাধ তাহার বচনানুসারে হুতাশনে স্বীয় গাত্র সন্তপ্ত করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে শীতনির্ম্মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যাকুলনয়নে কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর।

কপোত ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাশয়! আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে, তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমরা এই বনে বাস করিয়া দৈনন্দিনলব্ধ আহার সামগ্রী দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তপোধনবাসী মুনিদিগের মত আমাদিগের কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না। কপোত ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি ধিক্কার-

প্রদান করত ইতিকর্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া ম্লানমুখে চিন্তা করিতে লাগিল এবং কয়েকক্ষণ পরে স্বীয় মাংস দ্বারা অতিথি সৎকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া লুব্ধককে কহিল, মহাশয় ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি। সদাশয় কপোত এই কথা বলিয়া শুষ্ক পত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় ব্যাধকে কহিল, মহাশয়! আমি পূর্ব্বে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথিসেবা অতি প্রধান ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনাকে সেবা করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। কপোত ব্যাধকে এই কথা কহিয়া তিনবার সেই প্রদীপ্ত হুতাশন প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

কপোত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যাধের মনে দিব্য জ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল, হায়! আমি কি করিলাম। আমি নিতান্তই নিষ্ঠুর, লোকে আমার ব্যবসায় দর্শনে প্রতিনিয়ত আমাকে নিন্দা করিয়া থাকে। এক্ষণে এই গর্হিত আচরণ নিবন্ধন আমাকে ঘোরতর অধর্ম্মে নিপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! ব্যাধ কপোতকে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক এইরূপে আপনার কর্ম্মের নিন্দা করত নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধক অগ্নিপ্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় কহিল, হায়! আমি কি করিলাম, আমি যাহার পর নাই নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ। আমাকে নিশ্চয়ই অনন্তকাল পাপভোগ করিতে হইবে। আমি শুভকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমগণের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই যাহা হউক, আজি মহাত্মা কপোত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করিল, সন্দেহ নাই। অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইব। আজি অবধি আমি শরীরকে সমুদায় ভোগে বঞ্চিত করিয়া গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় শুষ্ক করিব এবং বিবিধ ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ সহ্য করিয়া উপবাস দ্বারা পারলৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। মহাত্মা কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথিসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব আমি, ইহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মই মোক্ষসাধনের প্রধান উপায়।

ক্রূরকর্ম্মা লুব্ধক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া যষ্টি, শলাকা ও পিঞ্জর প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কপোতীকে মুক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে কৃতনিশ্চয় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টাচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাধ প্রস্থান করিলে পর কপোতী স্বীয় ভর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিল, হা নাথ! আমি কখন তোমার অমঙ্গল স্মরণ করি নাই। রমণীগণ অনেক পুত্রসত্ত্বেও পতিহীন হইলে সতত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। বন্ধু বান্ধবগণও তাহাকে দেখিয়া যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করেন। তুমি নিয়ত আমাকে পরম সমাদরে প্রতিপালন করিতে। কেমন মনোহর মৃদুমধুর বচনে সম্ভাষণ করিতে। পূর্ব্বে তোমার সহিত পর্ব্বতগুহা, নদী, নির্ঝর, রমণীয় বৃক্ষাগ্র ও আকাশমণ্ডল প্রভৃতি কত স্থানে সুখে বিহার করিয়াছি, আজি আমার সে সুখসম্পত্তি কোথায়। পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত সুখ প্রদান করিয়া থাকেন; স্বামী ভিন্ন রমণীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই। ভর্ত্তাই স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বন। ভর্ত্তার নিমিত্ত সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও বিধেয়। এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণকালও আমার জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। পতিব্রতা নারী পতিবিহীন হইয়া কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না।

পতিপরায়ণা কপোতী করুণস্বরে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পরিশেষে সেই প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার ভর্ত্তা বিচিত্র মাল্য, পরিধেয় বস্ত্র ও কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কার সমুদায়ে বিভূষিত হইয়া পুষ্পকরথে অধিরূঢ় হইয়াছে। পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। অনন্তর ঐ কপোত স্বীয় পত্নীর সহিত সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তত্রত্য দেবগণের নিকট স্বীয় কর্ম্মানুরূপ সম্মানভাজন হইয়া পরমসুখে বিহার করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! যৎকালে সেই কপোতদম্পতী বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছিল, সেই সময় সেই ব্যাধ ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে দৈবাৎ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াছিল। কপোতদম্পতীর সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাধের মনে নিতান্ত দুঃখ হইল। তখন সে তপঃপ্রভাবে উহাদের ন্যায় সদ্গতিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাতাহারপরায়ণ, মমতাপরিশূন্য ও নিস্পৃহ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে এক পঙ্কজ পরিপূর্ণ নানাবিধ বিহঙ্গম সমাকীর্ণ সুশীতল সলিল সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিরা ঐ সরোবর সন্দর্শন করিবামাত্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপবাসনিরত শীর্ণকলেবর লুব্ধক উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া শ্বাপদসমাকীর্ণ বন অতি সুবিস্তীর্ণ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তথায় প্রবেশ করিতে লাগিল। বনে প্রবেশ করিবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতলিপ্ত হইল। তথাপি সে সেই বিবিধ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অটবীতে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে বিরত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুবেগবশত বৃক্ষে বৃক্ষে সংঘর্ষণ হওয়াতে অতি ভীষণ দাবানল সমুত্থিত হইল। ঐ অগ্নি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে যেন সেই বৃক্ষলতা ও পত্রসমাযুক্ত পশুপক্ষীসঙ্কুল মহারণ্যের চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় লুব্ধক বনমধ্যে দাবাগ্নি সমুত্থিত দেখিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে মহা আহ্লাদে সেই ভীষণ হুতাশনের মধ্যে ধাবমান হইল। ব্যাধ অনলমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কলেবর দগ্ধ হওয়াতে ব্যাধের আর পাপের লেশমাত্র রহিল না। সুতরাং সে অনায়াসে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক আপনাকে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিন জনেই স্ব স্ব পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিল। যে পতিব্রতা নারী এইরূপে স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি কপোতীর ন্যায় অনায়াসে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট লুব্ধক ও কপোতের পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইতিহাস কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটিবে না। হে ধর্ম্মরাজ! শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা প্রধান ধর্ম্ম। গোহত্যাকারীরও নিষ্কৃতি লাভ পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি শরণাগতকে বিনাশ করে, তাহার কোনরূপেই নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই পাপনাশক ইতিহাস শ্রবণ করিলে লোকে সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও চরমে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মোহবশত পাপানুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্রোত-পারীক্ষিত সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পরীক্ষিততনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ জনমেজয় মোহবশত ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিল। তাঁহার প্রজাবর্গ এবং পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা জনমেজয় সেই ব্রহ্মহত্যা পাপে নিরন্তর দগ্ধপ্রায় হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং দেশ বিদেশ পর্য্যটন করত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যা

পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পর্যটনক্রমে শুনকনন্দন মহর্ষি ইন্দ্রোতের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার চরণ গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি ইন্দ্রোত পরীক্ষিত-নন্দনকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ব্রহ্ম-হত্যাকারী; তোমার পর পাপাত্মা আর কেহই নাই। তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিলে? আমাদিগের নিকট তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমাকে কদাচ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না; অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। ইহা তোমার আগমনের উপযুক্ত স্থান নহে; ইহা সাধু লোকেরই প্রীতি প্রদ। তোমার দেহ হইতে রুধিরের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইতেছে। তুমি শবের ন্যায় অতি বিকৃতদর্শন হইয়াছ। এক্ষণে তুমি অমাঙ্গলিক হইয়াও মাঙ্গলিকের ন্যায় এবং মৃত হইয়াও জীবিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছ। তুমি ব্রহ্মঘাতক ও অবিশুদ্ধস্বভাব। নিরন্তর পাপ কল্পনা করিয়াই পরম সুখে নিদ্রিত ও জাগরিত হইয়া থাক। তোমার জীবন নিতান্ত নিরর্থক। তুমি অতি নীচ ও পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। পিতা বহুবিধ মঙ্গল লাভের প্রত্যাশী করিয়াই তপ, দেবার্চ্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুপুত্র লাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমার নিমিত্তই তোমার পিতৃগণ নরকে গমন করিবেন। তাঁহারা তোমা হইতে যে সমস্ত মঙ্গল লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। লোকে যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া স্বর্গ, আয়ু, যশ ও সন্ততি লাভ করে, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিই সতত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাক? অতঃপর তুমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পাপপ্রভাবে নিশ্চয়ই বহুকাল অধঃশিরা হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত থাকিবে। তথায় গৃধ্র ও অয়োমুখ ময়ূরগণ তোমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে। তৎপরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমাকে পুনরায় পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে ইহলোক ও পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু যমালয়ে যমদূতেরা অবশ্যই ঐ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিবে।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

রাজা জনমেজয় মহর্ষি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমি অতিশয় নিন্দনীয়, সুতরাং আমার ও আমার কার্য্যের বারংবার নিন্দা করা আপনার অনুচিত নহে। এক্ষণে আমি আপনাকে বিনীত বচনে কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি হুতাশন মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াই যেন প্রজ্বলিত হইতেছি এবং স্বীয় কুকর্ম্ম স্মরণ করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। যম হইতে আমার অন্তঃকরণে যাহার পর নাই ভয়সঞ্চার হইতেছে। অতএব এক্ষণে হৃদয় হইতে এই দুর্ভাবনারূপ বিষম শল্য উদ্ধার না করিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব। অতঃপর আপনি আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আমি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিব। আমার কুল এককালে উন্মূলিত হইয়া যাউক। যাহারা ব্রহ্মহত্যা পাপে দূষিত হইয়া স্বজাতীয়দিগের সহিত সহবাস ও সম্মানলাভে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়স্কর। এক্ষণে আমি যাহার পর নাই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, নিষ্পরিগ্রহ যোগীরা যেমন নিঃস্ব ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। যজ্ঞশূন্য পাপাত্মারা কদাচ ইহলোকে মঙ্গললাভ করিতে পারে না এবং পরলোকে পুলিন্দ শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির ন্যায় নিরন্তর নরকে বাস করিয়া থাকে। হে শৌনক! আপনি পরম সুপণ্ডিত; অতএব আমাকে বালকের ন্যায় বিবেচনা করিয়া পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মোহপ্রভাবে অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহার আর বিচিত্র কি। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা মোহাবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলেই স্বয়ং অশোচ্য হইয়া শোচ্য ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন? পর্ব্বতশিখরারূঢ় ব্যক্তিগণ যেমন নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগকে অবলীলাক্রমে অবলোকন করিতে পারে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাপ্রাসাদে সমারূঢ় মহাত্মারা অনায়াসে অন্যের হৃদয়গত ভাব অবধারণে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সাধু লোকের প্রতি বিরক্ত, সাধুদিগের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত এবং সাধু জন কর্তৃক সতত তিরস্কৃত হয়, তাহার কদাচ প্রজ্ঞালাভ হয় না এবং তাদৃশ ব্যক্তির প্রজ্ঞালাভ না হওয়াতে কেহই বিস্ময়াম্বিত হয় না। হে মহারাজ! তুমি ব্রাহ্মণের সামর্থ্য, বেদশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য বিদিত হইয়াছ, এক্ষণে বিধানানুসারে পাপশান্তি করিবার চেষ্টা কর। পাপশান্তি বিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই তোমার আশ্রয় হইবেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলে এবং ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাপকার্য্যে অনুতাপ করিলেই পরলোকে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমি পাপের নিমিত্ত অনুতাপ ও যাহাতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন না হয়, সতত তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মঙ্গললাভার্থ আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর এবং ধর্ম্মানুসারে যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। আমি ভয়, কার্পণ্য বা লোভপরতন্ত্র না হইয়া কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই তিরস্কার করিতেছি। এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে আমার সত্য উপদেশ বাক্য শ্রবণ কর। তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলে লোকে আমাকে পাপিষ্ঠ সংগৃহীতা এবং কেহ কেহ বা অধার্ম্মিক বলিয়া দূষিত করিবে, আমার বন্ধু বান্ধবগণও আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আমি ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনার্থই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ইহা সুস্পষ্ট অবগত হইবেন। অতএব আমি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অনাদরে কিছুমাত্র বিধুর না হইয়া তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের রক্ষা বিধানই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা আমার সাহায্যে শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও এবং আর কখন তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর। জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আর আমি কদাচ কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ করিব না।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তোমার চিত্ত অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে স্বয়ং ধর্ম্মানুসরণে ব্যগ্র হইয়াছ। ভূপতি যে প্রথমত নিতান্ত উগ্র স্বভাব ও দুশ্চরিত্র হইয়া পরিশেষে লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। লোকে কহিয়া থাকে যে, যে মহীপাল দুশ্চরিত্রতা আশ্রয় করিয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন, তিনি লোক সকলকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি যে এক্ষণে লোকের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণে ও ভূপালভোগ্য দ্রব্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা অতিশয় অদ্ভুত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কার্য্য সবিশেষ বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে বিশুদ্ধ গুণ দর্শে। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, দয়া প্রদর্শন, বেদাধ্যয়ন; সত্যবাক্য প্রয়োগ, তপঃসাধন ও পুণ্যস্থান পর্য্যটন লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে তপস্যা নৃপতিগণের পক্ষে পরম পবিত্র। তুমি সম্যক্‌রূপে তপোবল অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। এই স্থলে রাজা যযাতি যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তিনি কহেন যে, যে মনুষ্য জীবিত থাকিবার অভিলাষ করেন, তিনি যত্ন সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতী। সরস্বতী অপেক্ষা উহার তীর্থ এবং সরস্বতীর তীর্থ অপেক্ষা পৃথূদক অতি পবিত্র। পৃথূদকের সলিলে অবগাহন ও উহা পান করিলে অকালমৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহাসরোবর, পুষ্কর সমুদায়, প্রভাস, উত্তর মানস, মানস সরোবর ও কালোদক তীর্থে

গমন করিলে সুদীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে। অতএব স্বাধ্যায়সম্পন্ন মনুষ্য এই সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিবেন। মনু কহিয়াছেন, পবিত্র ধর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে দানই উৎকৃষ্ট এবং দান অপেক্ষা সন্ন্যাস সমধিক শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে রাজকুমার সত্যবান্ যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রবণ কর। লোকে বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদিশূন্য ও পাপপুণ্য বর্জ্জিত হইবে। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ ভোগ কেবল কল্পনা মাত্র। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক পাপপুণ্যশূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন, তাঁহাদের জীবিত থাকাই শ্রেয়।

এক্ষণে ভূপতির যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ধৈর্য্য ও দান দ্বারা স্বর্গ অধিকার করিতে যত্নবান্ হও। যে মনুষ্যের ধৈর্য্য ও ইন্দ্রিয়সংযম আছে, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবী পালন এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বারংবার ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ উৎপাদন কর। আর আপনার এই দুরবস্থার বিষয় মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া কদাচ ব্রহ্মহিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে যত্ন কর। কোন রাজা তুষারের ন্যায় শীতল, হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী ও যমের ন্যায় দুষ্প্রধর্ষ এবং কেহ বা লাঙ্গলের ন্যায় দুষ্টগণের মূলোন্মূলনে তৎপর হইয়া থাকেন এবং কেহ বা বজ্রের ন্যায় সহসা ক্ষুদ্রাশয়দিগকে আক্রমণ করেন। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, সামান্য বা বিশেষরূপে খলের সহিত সংসর্গ করা তাঁহার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে পাপ একবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনুতাপ দ্বারা, যাহা দুইবার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং যাহাতে তিনবার প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে। আর যে পাপ বারংবার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তাহা তীর্থপর্য্যটন দ্বারা তিরোহিত হয় সন্দেহ নাই। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সতত সুগন্ধ সেবন করিয়া থাকে, তাহার গাত্র হইতে সুগন্ধ নির্গত হয়, আর যে সতত দুর্গন্ধ সেবন করে, তাহার কলেবর হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হইয়া থাকে। তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ পাপধ্বংস হইয়া যায়। লোকে সংবৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তিন বৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অথবা শত যোজন দূর হইতে মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ, প্রভাসতীর্থ ও উত্তর মানসে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যে জীবের হিংসা করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে তজ্জাতীয় জীবের বন্ধন মুক্ত করিতে পারিলেই তাহার পাপ ক্ষয় হয়। মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলে নিমগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নাত ব্যক্তির ন্যায় পাপমুক্ত হইয়া জনসমাজে সৎকার লাভ করে এবং প্রাণিগণও মূকের ন্যায় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সমুদায় সুরাসুর একত্র হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন, মহর্ষে! আপনি ধর্ম্ম ও পাপের ফল সমুদায় সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে যে যোগশীল ব্যক্তির সুখ দুঃখ তুল্য, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হইতে পারেন কি না এবং ধর্ম্মশীল ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় পাপ ক্ষয় করিতে সমর্থ হন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, যে ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ নিরন্তর পাপাচরণ করিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্ষারযুক্ত মলিন বস্ত্রের মালিন্যের ন্যায় তাহার সেই পাপ অচিরাৎ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিয়া অভিমান না করে এবং অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহার নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হয়। যে ব্যক্তি সাধুদিগের ছিদ্রগোপন করিয়া রাখে, তিনি পাপ কার্য্য করিয়াও কল্যাণলাভে সমর্থ হন। দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া সমুদায় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি পুণ্য কার্য্য দ্বারা অচিরাৎ স্বীয় পাপ নিবারণে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ইন্দ্রোত মহারাজ জনমেজয়কে এই কহিয়া তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিলেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে মহাত্মা জনমেজয় নিষ্পাপ, মঙ্গলান্বিত ও প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া নবোদিত পূর্ণ শশধরের ন্যায় স্বীয় রাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কি কখন কোন মনুষ্যকে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পুনরুজ্জীবিত হইতে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গৃধ্রজম্বুকসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যনিবাসী এক ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে এক বিশাললোচন সুকুমার কুমার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বালক গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত অকালে কালকবলে নিপতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণের বন্ধু বান্ধবগণ নিতান্ত শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই কুলের সর্ব্বস্বভূত মৃত শিশুকে গ্রহণপূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বালকের পূর্ব্বোক্ত মধুরবাক্য বারংবার স্মরণ হওয়াতে শোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা কোনক্রমেই সেই মৃত শিশুকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

ঐ সময় এক গৃধ্র তাঁহাদিগের রোদনশব্দ শ্রবণপূর্ব্বক তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিল, হে মানবগণ! সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব তোমরা অবিলম্বে এই বালককে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। মানবগণ এই স্থানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষের মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিয়াছে। সমুদায় জগৎই সুখ দুঃখে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহলোকে সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে বারংবার সংযোগ ও বিপ্রয়োগ লাভ করিতে হয়। যাহারা মৃতদেহ পরিত্যাগ না করে এবং যাহারা মৃতদেহের অনুগামী হয়, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তোমরা অচিরাৎ প্রস্থান কর, এই গৃধ্রশৃগালসঙ্কুল কঙ্কালপূর্ণ ভীষণ শ্মশানে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিও না। মর্ত্ত্যলোকে জীব মাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকের সকলকেই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। ঐ দেখ, দিবাকর অস্তগত হইতেছেন, অতএব তোমরা পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর। গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণ মৃত বালকের দর্শনলালসা ও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিবার মানসে পথে দণ্ডায়মান হইল।

ঐ সময় এক কৃষ্ণবর্ণ শৃগাল বিবর হইতে বহির্গত হইয়া সেই গৃহগমনোন্মুখ ব্যক্তিদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্দ্দয়! দেখ, এখনও দিনমণি অস্তগত হন নাই; তথাপি তোমরা নিতান্ত ভীত হইয়া এই বালকের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ। মুহূর্ত্তের প্রভাব অতি চমৎকার। মুহূর্ত্ত প্রভাবে এই বালকের পুনর্জ্জীবন লাভ নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। অতএব তোমরা কি করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় এই বালককে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছ। পূর্ব্বে যাহার মধুরবাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তোমরা যাহার পর নাই পুলকিত হইতে, এক্ষণে সেই মিষ্টভাষী শিশু সন্তানের প্রতি কি তোমাদিগের কিছুমাত্র স্নেহ হইতেছে না। তোমরা পশুপক্ষীদিগের অপত্যস্নেহ অনুধাবন করিয়া এই বালকের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি প্রাণিগণের অপত্যস্নেহ কর্ম্মসন্ন্যাসী মুনিগণের যজ্ঞের ন্যায় নিতান্ত ফলবিহীন। তাহারা কি ইহলোক কি পরলোকে কখন সন্তান হইতে সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বেচ্ছানুসারে আহার বিহার করে, কদাচ পিতা মাতাকে প্রতিপালন করে না, তথাপি তাহারা অপত্যগণের লালনপালনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। হায়! আমি এতদিনে বিশেষরূপে অবগত হইলাম যে, মানবগণের শরীরে কিছুমাত্র স্নেহ নাই, সুতরাং তাহাদের শোক কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। তোমরা কিরূপে এই কুলরক্ষক পুত্রকে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ? এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বহুক্ষণ বাষ্পবারি পরিত্যাগ ও এই শিশুকে সস্নেহ নয়নে

নিরীক্ষণ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এতাদৃশ ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। ক্ষীণ, অভিযুক্ত ও শ্মশানস্থিত ব্যক্তির নিকট বান্ধবগণ অবস্থান করিলে আর কেহই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাণ সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই স্নেহের বশীভূত। সাধু ব্যক্তিরা পশুপক্ষীদিগের প্রতিও সবিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তোমরা মাল্যবিভূষিত নববিবাহিত কুমারের ন্যায় এই পদ্মপলাশ-লোচন বালককে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রস্থান করিতেছ? জম্বুক এই রূপ করুণবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই ব্রাহ্মণগণ সত্বর শবরক্ষার্থ প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্ব্বোধ, নচেৎ কি নিমিত্ত এই নীচাশয় নৃশংস অল্পবুদ্ধি জম্বুকের কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আর কি নিমিত্তই বা আপনাদের আত্মার উপর নিরপেক্ষ হইয়া এই পঞ্চভূত পরিশূন্য কাষ্ঠবৎ নিপতিত বালকের নিমিত্ত শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছ? অতঃপর তীব্রতর তপঃপ্রভাবে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। সেই তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদের আবশ্যক। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিলে কিছুই দুর্লভ হয় না। অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর। দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লোকের দেহের সহিত জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তোমাদের দুর্ভাগ্যপ্রভাবেই এই বালক তোমাদিগকে শোকসাগরে নিপাতিত করিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছে এবং সন্তান সন্ততি, গাভী, স্বর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ সম্পত্তি সমুদায়ই তপোবল লভ্য। পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ তপস্যা করা যায়, ইহজন্মে তদনুসারে সুখ দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। জীবগণ অগ্রে সুখ দুঃখ সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ জন্মপরিগ্রহ করে। পুত্র পিতার অথবা পিতা পুত্রের কর্ম্ম অনুসারে ফলভোগ করেন না। সকলকেই স্ব স্ব সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে ফলভোগ করিতে হয়। অতএব এক্ষণে তোমরা অধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া যত্নসহকারে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সমাচরণ কর। শোক, দীনতা ও স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ বালককে শূন্য প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া সত্বর এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। কর্ত্তাকেই শুভাশুভ কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। তাঁহার বান্ধবদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব থাকে না। বান্ধবগণ এই শ্মশানভূমিতে প্রিয়তম বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া আর ক্ষণমাত্র এস্থানে অবস্থান করেন না। অচিরাৎ মৃত ব্যক্তির স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। কি বিদ্বান্ কি মূর্খ কি ধনবান্ কি নির্দ্ধন সকলকেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্য্যের ফল সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। এক্ষণে আর কেন বৃথা শোক করিতেছ? কাল সকলেরই নিয়ন্তা এবং ধর্ম্মত অপক্ষপাতী। মৃত্যু কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ কি গর্ভস্থ সকলকেই আক্রমণ করে। এ জগতের গতি এইরূপ।

গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক জন গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তখন জম্বুক তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে মানবগণ! এক্ষণে সেই ব্যক্তি স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, গৃধ্রের বাক্যে তোমাদিগের স্নেহের হ্রাস হইয়াছে। আজি এই বালক বিনষ্ট হওয়াতে বৎসহীন গোযূথের ন্যায় তোমাদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। মর্ত্ত্যলোকে মানবদিগের যতদূর শোক হইয়া থাকে আজি তাহা অবগত হইলাম। স্নেহ প্রযুক্ত আজি আমারও অশ্রুপাত হইতেছে। সকল বিষয়েই প্রথমত যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যত্ন করিলে পর দৈববশে সহযোগে কার্য্যকলাপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবেই দৈববল লাভ করা যায়। সর্ব্বদা পরিতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। পরিতাপ করিলে সুখলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যত্ন দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন কর। কি নিমিত্ত নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতেছ। পুত্র পিতার শরীর হইতে উৎপন্ন হয় ও বংশরক্ষা করে। উহা জনকের অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ। তোমরা সেই পুত্রকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর, সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে সায়ংকালে একবারে পুত্রের সহিত গৃহে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান করিবে।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! আমি সহস্র বৎসর হইল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কখন কোন স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবকে একবার কালকবলে নিপতিত হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখি নাই। কেহ কেহ গর্ভ হইতে মৃতাবস্থায় নিঃসৃত হয় এবং কেহ কেহ জাতমাত্রেই কেহ কেহ অঙ্গচালন করিতে করিতেই মৃত ও কেহ কেহ বা যৌবনাবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল জন্তুরই ভাগ্য অনিত্য। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই পরমায়ুর অধীন। অনেকেই প্রিয়তম পুত্রকলত্রদিগকে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোক সন্তপ্তচিত্তে গৃহে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রকেই অসংখ্য অনিষ্ট ও ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিতমনে পরলোকে প্রস্থান করিতে হয়। অতএব তোমরা অচিরাৎ এই জীবিতশূন্য কাষ্ঠপ্রায় বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে গমন কর; এখন উহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা নিতান্ত নিরর্থক। উহাকে জীবিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। এক্ষণে উহার শ্রবণেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যই হইতেছে না। তবে তোমরা কি নিমিত্ত উহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহগমনে বিরত হইতেছ? আমি মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যুক্ত্যনুসারে অতি কঠোর বচনে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি; এক্ষণে তোমরা তদনুসারে অবিলম্বে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর। এখন উহাকে দর্শন ও উহার অঙ্গচেষ্টাদি স্মরণ করিলে তোমাদের শোকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইল।

তখন সেই জম্বুক দ্রুতপদ সঞ্চারে তথায় আগমন করিয়া সেই মৃত বালককে অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে মানবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত গৃধ্রের বাক্যে স্নেহশূন্য হইয়া এই তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভ দিব্য ভূষণ ভূষিত বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ। এই বালক তোমাদের পিতৃলোকের পিণ্ডদাতা। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমাদিগের স্নেহ, বিলাপ বা রোদনের কিছুমাত্র শান্তি হইবে না, বরং পরিশেষে মহা অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি শুনিয়াছি যে সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র তপঃপরায়ণ শম্বুক নামক শূদ্রকে বিনাশ করিলে সেই ধর্ম্মপ্রভাবে এক ব্রাহ্মণ বালক পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি শ্বেতও তাঁহার মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। অতএব মৃতব্যক্তির পুনর্জীবন নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। তোমরা এ স্থানে দীনভাবে রোদন করিলে কোন সিদ্ধ পুরুষ বা মুনি অথবা কোন দেবতা তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে পারেন। জম্বুক এই কথা কহিলে সেই শোকার্ত্ত মানবগণ গৃহগমনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নিরন্তর রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সেই গৃধ্র তাহাদিগের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক পুনরায় তাহাদিগকে কহিল, হে মানবগণ! তোমরা অকারণে কেন এই বালককে নেত্রজলে অভিষিক্ত ও কর দ্বারা সংঘট্টিত করিতেছ। ঐ শিশু কৃতান্তের শাসনানুসারে দীর্ঘনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। কি তপস্বী, কি বুদ্ধিমান্, কি ধনাঢ্য সকলকেই উহার ন্যায় শমনভবনে গমন করিতে হয়। মানবগণ এই প্রেতভূমিতে সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া অতি কষ্টে দিবারাত্রি ভূতলে নিপতিত হইয়া থাকে। আজি এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ শিশু কখনই জীবিত হইবে না। লোকে একবার কলেবর পরিত্যাগ করিলে কি পুনরায় জীবিত হইয়া থাকে। শত শত শৃগালও শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণপণে যত্ন করিলেও এই বালকের জীবন দানে সমর্থ হইবে না। তবে যদি ভগবান্ রুদ্রদেব, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই শিশু পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। তোমরা অনবরত অশ্রুপাত, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলে উহার জীবন লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আমি, শৃগাল, এবং তোমরা আমরা সকলেই স্ব স্ব পাপ পুণ্যের ভার বহন করত কৃতান্তের পথে অবস্থান করিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই স্থির করিয়াই অন্যের অপ্রিয়াচরণ, পরুষবাক্য প্রয়োগ, পর দ্রোহ ও পরদারাগমনাভিলাষ একেবারে পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে তোমরা যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্য বাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রালোচনা, ন্যায় পথ অবলম্বন এবং প্রাণিগণের প্রতি সরল ব্যবহার ও দয়া প্রকাশের চেষ্টা কর। যাহারা জীবিত থাকিয়া পিতা ভ্রাতা ও অন্যান্য বান্ধবগণের তত্ত্বাবধারণ না করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। এক্ষণে

এই বালকের কিছুমাত্র ইঙ্গিত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, সুতরাং ইহার জীবিত লাভের নিমিত্ত রোদন করা নিতান্ত নিষ্ফল। গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সেই বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহ নিবন্ধন শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তথা হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন

তখন জম্বুক কহিল, মর্ত্ত্যলোক অতি ভয়ানক স্থান, ইহাতে কাহার নিস্তার নাই। এখানে লোকের জীবিত কাল অতি অল্প এবং সততই প্রিয়তম বন্ধু বিয়োগ হইয়া থাকে। এই জগতে প্রায় সকল কার্য্যই অলীক ও অপ্রিয়। বিশেষত আজি এই শোকবর্দ্ধক ভাব দর্শনে আর ক্ষণমাত্র ইহলোকে অবস্থান করিতে অভিরুচি হইতেছে না। বন্ধুবিয়োগ কি কষ্টকর! হে মানবগণ! তোমাদের শরীরে কি কিছুমাত্র স্নেহ নাই তোমরা পাপাত্মা গৃধ্রের বাক্য শ্রবণে এককালে স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া শোকভরে কেন গৃহে প্রতিগমন করিতেছ। সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের অবসানে সুখানুভব হইয়া থাকে। ইহলোকে কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। এক্ষণে তোমরা এই রূপবান্ কুলপ্রদীপ পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? এইরূপ গুণসম্পন্ন বালকের লাবণ্য দর্শনে ইহাকে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই শিশু অবশ্যই জীবিত হইবে এবং তোমরা সুখ লাভ করিবে। আজি তোমাদের মঙ্গল লাভের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব কোন ক্রমে এই বালককে পরিত্যাগ করিও না। শ্মশানবাসী নিশাচর শৃগাল স্বকার্য্য সাধনার্থ এইরূপ অতি মনোহর মিথ্যা প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া তথায় সেই বালকের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! এই শবসমাকীর্ণ পেচকনাদনিনাদিত নীলমেঘসদৃশ শ্মশানভূমি অতি ভয়ানক স্থান; যক্ষ ও রাক্ষসগণ ইহাতে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। অতএব সূর্য্য অস্তাচলগামী ও দিগ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত না হইতে হইতেই এই বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার প্রেত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ঐ দেখ, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন। শ্যেনগণ অতি কঠোর শব্দ করিতেছে; শৃগালকুলের ভীষণ চীৎকারে শ্মশান ভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সিংহগণ গর্জ্জন করত ইতস্তত সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; নীলবর্ণ চিতাধূম পাদপ সমুদায় রঞ্জিত করিয়াছে এবং মাংসাশী প্রাণিগণ অনাহার নিবন্ধন ভীষণ ধ্বনি করিতেছে। ক্ষণকাল পরেই বিকৃতাকার মাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই অরণ্য অতি ভয়ানক স্থান। আজি এখানে অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইবে; অতএব জম্বুকবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক অচিরাৎ এই বালককে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করাই তোমাদের শ্রেয়। যদি তোমরা জ্ঞানশূন্য হইয়া শৃগালের মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলকে বিনষ্ট হইতে হইবে।

তখন শৃগাল কহিল, হে মানবগণ! যতক্ষণ দিবাকর অস্তাচল গমন না করেন, তোমরা সেই কাল পর্য্যন্ত স্নেহনিবন্ধন রোদন করত নির্ভীক চিত্তে এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বালককে নিরীক্ষণ কর। মোহবশত গৃধ্রের নিষ্ঠুর বাক্যে বিশ্বাস করিলে আর উহার মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষুধার্ত্ত গৃধ্র ও শৃগাল এইরূপে স্বকার্য্য সাধনার্থ তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধি প্রভাবে সেই বালকের আত্মীয়গণকে প্রতারিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ উহাদের উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সেই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে বিমুগ্ধপ্রায় ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন এবং পরিশেষে সেই স্থানে অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া দুঃখিত মনে রোদন করিতে করিতে তথায় উপবেশন করিলেন। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীপতি সেই ব্রাহ্মণগণের দুঃখ দর্শনে নিতান্ত দয়াপরায়ণ ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক করুণার্দ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি মহাদেব তোমাদিগকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি। অতএব তোমরা অচিরাৎ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই বালকের বিলাপ নিবন্ধন আমরা সকলে মৃতপ্রায় হইয়াছি। অতএব এক্ষণে ইহার জীবন প্রদান করিয়া আমাদিগকে জীবিত করুন। ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে, জীবহিতৈষী ভগবান্ ভূতনাথ জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক শতায়ু হও বলিয়া বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ঐ সময় গৃধ্র ও শৃগাল তাঁহার প্রসাদে তৃপ্তিজনক আহার প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণেরা ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদে মৃত বালকের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত করিয়া পুলকিত চিত্তে দেবাদিদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও ভগবান্ শঙ্করের অনুগ্রহে অবিলম্বেই শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। দৈববল ও অধ্যবসায়ের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ব্রাহ্মণেরা অতি দীন ভাবে রোদন করিতেছিলেন; কিন্তু দৈব ও অধ্যবসায় বলে অচিরাৎ তাঁহাদিগের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইল। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ বালকবিনাশজনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাহ্লাদে সেই শিশু সমভিব্যাহারে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলেরই সেই বুদ্ধি আশ্রয় করা শ্রেয়। যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম অর্থ ও মোক্ষলাভের উপদেশাত্মক ইতিহাস সতত শ্রবণ করে, সে উভয় লোকেই সুখী হইতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

র কহিলেন, পিতামহ! অসার দুর্ব্বল ব্যক্তি চিরসন্নিহিত উপকারাপকারসমর্থ উদ্যোগশালী মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুকে বাক্য দ্বারা অপমানিত করিলে সে যদি ক্রোধভরে তাহাকে উন্মূলন করিবার নিমিত্ত আগমন করে, তাহা হইলে ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে শাল্মলীপবন সংবাদ নামে এক ইতিহাস আছে শ্রবণ কর। হিমালয় পর্ব্বতে এক বিশালস্কন্ধ সম্পন্ন বহু শাখাসমন্বিত ফল কুসুম পল্লবোপশোভিত চতুঃশত হস্ত বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন শাল্মলী বৃক্ষ ছিল। শুক সারিকা সতত উহাতে বাস এবং মত্তমাতঙ্গগণ ও অন্যান্য মৃগ সমুদায় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ক্লান্ত হইলে উহার মূলে বিশ্রাম করিত। বণিক সম্প্রদায় ও বনবাসী তপস্বিগণ গমন কালে পরিশ্রান্ত হইলে উহার সুশীতল নিবিড় ছায়ায় অবস্থান করিতেন। একদা দেবর্ষি নারদ ঐ রমণীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা ও স্কন্ধ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, হে তরুবর! তুমি অতি প্রিয়দর্শন; তোমার মূলে উপবেশন করিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। পক্ষী মৃগ ও মাতঙ্গগণ হৃষ্টান্তঃকরণে নিরন্তর তোমার ছায়ায় অবস্থান করে। তোমার স্কন্ধ ও শাখা অতি বিশাল; কিন্তু ঐ সমুদায় কদাচ বায়ুবেগ প্রভাবে ভগ্ন হয় না। ভগবান্ পবন যে তোমাকে রক্ষা করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি কি তোমার আত্মীয় বন্ধু অথবা অন্য কোন কারণ বশত তাঁহার সহিত তোমার প্রণয় জন্মিয়াছে। দেখ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন সমীরণ বৃক্ষ সকল নিপাতিত, পর্ব্বতশিখর বিচলিত এবং পাতালতল, সরিৎ, সাগর ও সরোবর সমুদায়কে শুষ্ক করিতেছে। কিন্তু কখনই তোমার কোন অপকার করেন নাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিনি সখ্যভাব নিবন্ধন তোমার রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। এবং তুমি সেই নিমিত্তই শাখা পল্লব ও ফল পুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছ। এই সমুদায় বিহঙ্গম প্রফুল্ল মনে তোমার শাখা প্রশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক বিহার করত তোমার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। যখন তোমার কুসুম সকল বিকসিত হয়, তখন এই পক্ষিগণের কি মধুর স্বরই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই সমস্ত মাতঙ্গ ও মৃগগণ দুরন্ত গ্রীষ্মপ্রভাবে অতিশয় সন্তপ্ত ও দলবদ্ধ হইয়া তোমার সুশীতল ছায়ায় অবস্থান পূর্ব্বক সুখ লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, তপস্বী ও যতিগণ সততই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। অতএব তোমার এই আয়তন স্বর্গ ও সুমেরুর ন্যায়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে বৃক্ষ! এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তুমি মহাবল পরাক্রান্ত বায়ুর সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়াই তিনি পরম আত্মীয়ের ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ আছেন। এই ভূমণ্ডলে বায়ুবেগে ভগ্ন হইতে পারে না, এরূপ পর্ব্বত, গৃহ বা বৃক্ষ আমি কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই। তুমি বন্ধুত্ব নিবন্ধন বায়ু কর্ত্তৃক শাখা পল্লবের সহিত রক্ষিত হইতেছ বলিয়াই নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছ।

বৃক্ষ কহিল, ভগবন্! সমীরণ আমার সুহৃৎ বা বিধাতা নহেন যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন। আমার তেজ ও বল তাঁহার অপেক্ষা অধিক, তাঁহার বল আমার বলের অষ্টাদশ অংশের একাংশ মাত্র। তিনি বৃক্ষ পর্ব্বতাদি ভগ্ন করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেও আমি স্বীয় বল প্রভাবে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখি। এইরূপে আমার নিকট তিনি বারংবার প্রতিহত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে রোষাবিষ্ট দেখিলেও আর আমার কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না।

নারদ কহিলেন, হে বৃক্ষ! তুমি অতি অজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ। বায়ুর তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। তোমার কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ ইঁহারা কেহই বায়ুর তুল্য বলশালী নহেন। এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত প্রাণী বিচরণ করিতেছে, ভগবান্ বায়ু উহাদের সকলেরই প্রাণপ্রদ। ইনি শান্ত ভাবে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া সকল প্রাণীকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি যদি অশান্ত প্রকৃতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলকেই জীবনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব তুমি যে, পরম পূজ্য জগৎপ্রাণ সমীরণকে সম্মান করিতেছ না, ইহাতে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। তুমি অতি অসার এক্ষণে আপনার দুর্ব্বুদ্ধিবলে কেবল বাচালতা প্রকাশ ও ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তোমার নিকট বায়ুর নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমি যাহার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে বায়ুর সমক্ষে গমন করিয়া তোমার এই অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া দিব। চন্দন, স্যন্দন, তাল, দেবদারু, বেতস ও বকুল প্রভৃতি মহাবল পাদপ সমুদায় বায়ুর প্রতি কদাচ এইরূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করে নাই। তাহারা আপনাদিগের ও বায়ুর বলের তারতম্য বিলক্ষণ অবগত আছে, এই নিমিত্তই তাহারা সতত সমীরণকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহপ্রভাবে বায়ুর অনন্ত বল অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি এই কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পবনের নিকট চলিলাম।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

তপোধনাগ্রগণ্য নারদ শাল্মলীকে এই কথা বলিয়া বায়ুর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সমীরণ! হিমালয় পর্ব্বতের উপর এক নিবিড়চ্ছায়াসমন্বিত বহুশাখা প্রশাখাপরিশোভিত বিপুল শাল্মলীবৃক্ষ আছে। সে তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া তোমার প্রতি যে রূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করা আমার উচিত নহে। আমি তোমাকে বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য, গৌরবান্বিত ও কৃতান্ততুল্য ক্রোধপরায়ণ বলিয়া অবগত আছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভগবান্ সমীরণ শাল্মলীর প্রতি যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, শাল্মলে! তুমি মহাত্মা নারদের নিকট আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি পবন। অবিলম্বেই তোমাকে স্বীয় প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শন করিব। আমি তোমার পরাক্রমের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিকালে তোমাকে অবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া থাকি। তুমি আত্মবীর্য্যপ্রভাবে রক্ষিত হইতেছ, কদাচ এরূপ বিবেচনা করিও না। যাহা হউক, যখন তুমি আমাকে সামান্য লোকের ন্যায় অবমাননা করিয়াছ, তখন আমি তোমাকে এরূপ বল প্রদর্শন করিব যে, তুমি বিশেষ রূপে আমার প্রভাব অবগত হইবে।

ভগবান্ পবন এইরূপে ক্রোধ প্রকাশ করিলে শাল্মলী সহাস্যমুখে তাঁহাকে কহিল, সমীরণ! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সাধ্যানুসারে আমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ কর। তোমার ক্রোধে আমার কি হইতে পারে? তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমা অপেক্ষা বলবান্। যাহাদিগের বুদ্ধিবল থাকে, তাহাদিগকেই বলবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কেবল শারীরিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন বলবান্ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।

শাল্মলী এই বলিয়া বায়ুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে সমীরণ আমি কল্যই তোমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিব বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমাগত হইল। তখন শাল্মলীবৃক্ষ মনে মনে পবনের অভিসন্ধি ও তদপেক্ষা আপনার দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল। আমি দেবর্ষি নারদের নিকট যাহা কহিয়াছি, তৎসমুদায়ই মিথ্যা। আমি সমীরণের পরাক্রম কখনই সহ্য করিতে পারিব না। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যাহা কহিয়াছেন, কিছুই মিথ্যা নহে। বায়ু যথার্থই অতিশয় পরাক্রমশালী। যাহা হউক, আমি অন্যান্য বৃক্ষ হইতে দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমার তুল্য বুদ্ধিমান্ বনস্পতি আর কেহই নাই। অতএব আমি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়াই সমীরণের ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। এক্ষণে আমার যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি সমুদায় বৃক্ষ সেইরূপ কৌশল আশ্রয় করিয়া এই অরণ্যে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পবনের ক্রোধ নিবন্ধন তাহাদের আর কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। কিন্তু ঐ সমুদায় পাদপের বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায়। সমীরণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যেরূপে উন্মূলিত করে, তাহা তাহারা কিছুমাত্র অবগত হয় না।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

শাল্মলী বৃক্ষ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বয়ং আপনার শাখা প্রশাখা সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক কুসুম পল্লবাদিশূন্য হইয়া সমীরণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র পবন ক্রোধভরে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য মহাবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে করিতে শাল্মলীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, শাল্মলী ভীত হইয়া স্বয়ং কুসুম ও শাখা প্রশাখাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। শাল্মলীর দুর্দ্দশা দর্শনে পবনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাহাকে কহিলেন, শাল্মলে! তুমি স্বয়ং আপনার যেরূপ দুরবস্থা করিয়াছ, আমি তোমাকে এইরূপই দুরবস্থাগ্রস্ত করিতাম। যাহা হউক, আমার পরাক্রমই তোমার দুরবস্থা সম্পাদনের কারণ। তুমি আপনার কুমন্ত্রণাতে আমার পরাক্রমের বশীভূত হইয়া স্বয়ং শাখা প্রশাখা বিহীন ও কুসুমশূন্য হইয়াছ।

সমীরণ এই কথা কহিলে শাল্মলী যাহার পর নাই লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। অতএব যে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি নিবন্ধন বলবানের সহিত শত্রুতা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই সেই শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। বলবানের সহিত শত্রুতা করা দুর্ব্বলদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুল্যপরাক্রম ব্যক্তির সহিতও সহসা শত্রুতা করা বিধেয় নহে। ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি ক্রমে ক্রমে বল প্রকাশ করাই উচিত। বুদ্ধিজীবীর সহিত বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া নির্ব্বোধের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তৃণরাশি প্রবিষ্ট হুতাশনের ন্যায় অরাতি মধ্যে প্রবেশ করে। ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। অতএব বালক, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বলবানের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। বলবানের প্রভাবে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তোমাতেই তাহার প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ও পরাক্রম একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনের তুল্য ছিল না। এই নিমিত্তই ধনঞ্জয় সংগ্রামে স্বীয় বাহুবলে তাহাদিগকে নিহত ও ভগ্ন করিয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর আর যাহা যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি হইতে পাপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে আমি তাহা প্রকৃত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহার প্রভাবে পাপ প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একমাত্র লোভই লোকের সমুদায় পুণ্য গ্রাস করিতেছে। লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত

হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্ট চিন্তা; অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদরিকতা, দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা শ্রবণ প্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য, কি কৌমার, কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। উহারা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচই জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিল সম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। ইষ্টবস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন। যাহারা অধীর প্রকৃতি ও লুব্ধ, তাঁহারা সততই অহঙ্কার, পরের অনিষ্ট-চেষ্টা, পরনিন্দা, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা বহু-দর্শী হইয়া বহুতর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্মরণ ও অন্যের সংশয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও লোভের বশীভূত হইলে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। লুব্ধেরা সততই ক্রোধ বৈর পরায়ণ ও শিষ্টাচার পরিশূন্য হইয়া থাকে। উহারা তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকের অনিষ্টজনক। উহাদিগের বাক্য অতি মধুর কিন্তু হৃদয় ক্রূরভাব পরিপূর্ণ, উহারা কপট ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহারা অতি ক্ষুদ্রাশয়, জগতের দস্যু স্বরূপ। ঐ দুরাত্মারা যুক্তিবল অবলম্বন পূর্ব্বক অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাপিত ও সংস্থাপিত এবং সৎপথ এককালে উন্মূলিত করে। অহঙ্কার, ক্রোধ, হর্ষ, শোক ও অভিমান নিরন্তর উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। ফলত উহাদের ন্যায় অশিষ্ট আর কেহই নাই।

এক্ষণে শিষ্টদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের ভয় ও নরক ভয় নাই; যাঁহাদিগের, প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য; যাঁহাদের ভোগ্য বস্তুতে কদাচই লোভ জন্মে না; যাঁহারা শিষ্টাচারপরায়ণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও সত্যব্রতনিরত; যাঁহাদিগের সুখ দুঃখে কিছুমাত্র আস্থা নাই, যাঁহারা পরম দয়ালু, দানশীল, পরোপকারী, অতি ধীরস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ; যাঁহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না, সতত ভক্তি সহকারে পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন এবং অন্যের হিতসাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না, সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা নির্ভীক, সৎ পথবর্ত্তী ও অহিংসক; সাধু লোক সমুদায় সতত তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত মহাত্মারা কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, নিত্যব্রতপরায়ণ ও পরম সম্মানাস্পদ। অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে নিরন্তর ধর্ম্মের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা ধনলোভ বা যশোলোভে ধর্ম্মপরিগ্রহ করেন না; শরীররক্ষণোপযোগী আহারাদি কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপট ও পাষণ্ডদিগের ধর্ম্মে সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন। শোক, লোভ ও মোহ তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা সত্যবাদী ও সরলস্বভাব। অতএব তুমি প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে; তাঁহারা লাভে হর্ষ প্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও বিষণ্ণ হন না। তাঁহারা নির্ম্মল প্রকৃতি, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী। তাঁহাদিগের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। তুমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভবদিগকে অর্চ্চনা করিবে। দৈব-প্রভাবেই লোকের বাক্য কখন বিপদ্ ও সকল সম্পদের হেতু হইয়া উঠে।

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি অনর্থের অধিষ্ঠান স্বরূপ লোভের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন, এক্ষণে অজ্ঞানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞান অতি অনিষ্টকর পদার্থ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আপনার অবনতি বুঝিতে না পারে এবং সতত সাধুদিগের দ্বেষ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞান প্রভাবেই লোকে নিরয়গামী, দুর্গতিবিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও আপদে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অজ্ঞান হইতেই লোকের দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয়, মূল, সংযোগ, গতি, কাল, কারণ ও ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, সন্তাপ, পরশ্রীকাতরতা ও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে তুমি অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অজ্ঞান ও অতি-লোভ এই উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ ও সমদোষাক্রান্ত, অতএব ঐ উভয়কে এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞা-নের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি যে সময় লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই কালই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল। আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভের উৎপন্ন হয়, সুতরাং লোভই অজ্ঞানের কারণ ও ফল। হে মহারাজ! লোভই সকল দোষের আকর, অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ জনক যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ ও অন্যান্য মহীপালগণ লোভ পরিত্যাগ করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও তাঁহাদের ন্যায় লোভ-বিহীন হও। লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলে ইহলোকে ও পর-লোকে সুখভোগ করিতে পারিবে।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে স্বাধ্যায়নিরত ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যের কি রূপে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। ধর্ম্মপথ অতি বৃহৎ ও বহু শাখাসঙ্কুল; অতএব কি রূপে সংক্ষেপপূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃত-কার্য্য হওয়া যায়; আর ধর্ম্মের মূলই বা কি? তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি যাহা শ্রবণ করিয়া অমৃতপায়ীর ন্যায় তৃপ্তি লাভ করিবে, যদ্দ্বারা তোমার যাহার পর নাই শ্রেয়োলাভ হইবে, আমি সেই বিষয় তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি। মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞান বলে নানাপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযমই তাঁহাদের সকলের মতে সর্ব্বপ্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই বিশেষত ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। দমগুণ প্রভা-বেই ব্রাহ্মণের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। দমগুণ, দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, লোকে দমগুণ প্রভাবেই পাপবিহীন তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দমগুণ হইতে ইহ-লোকে সিদ্ধি ও পর লোকে সুখ লাভ করিতে পারা যায়। দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রাসুখানু-ভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাঁহার অন্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণবিহীন, তাহাকে নিরন্তর ক্লেশভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি দমগুণ হইতে যে সমুদায় গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অহিংসা, অনসূয়া, গুরুপূজাপ্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ। দমগুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ

ক্রূর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ক্রোধ, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনিত্য সুখলাভে তাঁহার কখনই তৃপ্তি হয় না। সম্বন্ধসংযোগজনিত মমতা নিবন্ধন তাঁহাকে কখনই ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে মহাত্মা গ্রাম্য আরণ্য ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং কদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা করেন না; তিনি অচিরাৎ মুক্তি লাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ সদাচার পরায়ণ, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ব্রাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তিরা যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায়ই জ্ঞানবান্ তপস্বীর পথ স্বরূপ। অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য বাস আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় না করেন এবং প্রাণিগণ যাহা হইতে কিছু মাত্র ভীত না হয়, তাঁহাকে কখনই পরলোকে শঙ্কিত হইতে হয় না। যিনি অর্থসঞ্চয় না করিয়া সৎ কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া সকলের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন, তিনি চরমে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ আশ্রয় করেন, তাঁহারা চিরকাল তেজোময় লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি যথাবিধি তপস্যা, বিবিধ বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যাভিলাষী, বিষয়রাগবিবর্জ্জিত, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন, তিনি ইহ লোকে সম্মান ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দমগুণ প্রভাবেই হৃৎপদ্ম নিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকে পুনর্জ্জন্ম নিবন্ধন ভয়ও তিরোহিত হয়। দমগুণের এই এক মাত্র দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণান্বিত ব্যক্তিকে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে। উহা ভিন্ন দমগুণে আর কিছুমাত্র দোষ নাই। প্রত্যুত বহুতর গুণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমাগুণ প্রভাবে অসংখ্য লোককে বশীভূত করিতে পারেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্য গমনের প্রয়োজন কি; তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মুখে এইরূপ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা ভীষ্মদেবও যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহেন যে, তপস্যাই সকলের মূল। যে মূঢ় তপোনুষ্ঠান করে নাই, সেই কখনই উৎকৃষ্ট ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলে বেদ সমুদায় অধিকার করেন। তপোবলে ফল মূল উৎপন্ন হইয়াছে। তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। ঔষধ ও আরোগিতা তপোমূলক। পৃথিবীমধ্যে যে বস্তু নিতান্ত দুর্লভ তপোবলে তাহাও অধিকার করা যায়। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ যে যে দুর্লভ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলেন, তপই তাঁহার কারণ। তপঃপ্রভাবে সুরাপান, চৌর্য্যরতা, ভ্রূণহত্যা ও গুরুতল্প গমন প্রভৃতি পাপ বিমুক্ত হইতে হওয়া যায়। তপস্যা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে অনশন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনশন, অহিংসা, সত্যবাক্য প্রয়োগ, দান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বেদজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম, জননীকে প্রতিপালন করা, অপেক্ষা সৎকার্য্য এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। ধন, ধান্য ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষি, পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও অন্যান্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। তপঃপ্রভাবেই দেবগণ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তপঃপ্রভাবে অন্যান্য অভীষ্ট ফলের কথা দূরে থাকুক, দেবত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করা যাইতে পারে।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃলোক ও দেবগণ সতত সত্য ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব সত্য কি? উহা কিরূপে লাভ হইতে পারে? আর লাভ করিলেই বা কি হয়? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কোন মহাত্মাই ধর্ম্মসঙ্করের প্রশংসা করেন না। সত্য অবিকৃত, সত্যই সাধু ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি। অতএব সত্যকে সতত নমস্কার করিবে। সত্য তপ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। এক মাত্র সত্যেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে সত্যের লক্ষণ ও অনুষ্ঠানের বিষয় এবং যেরূপে সত্য লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য ত্রয়োদশ প্রকার। অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা, এই সমুদায়ই সত্যস্বরূপ। সত্য অব্যয়, অবিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট অনিষ্ট ও শত্রুতে অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা যায়। দান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলেই অমৎসরতা লাভ হয়। সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যদৃষ্টি হইতে পারিলেই অনায়াসে ক্ষমাগুণসম্পন্ন হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। লজ্জা ধর্ম্মপ্রভাবেই অধিকৃত হইয়া থাকে। লজ্জাসম্পন্ন ব্যক্তি সতত মঙ্গল লাভ করেন; তিনি কখনই বিপন্ন হন না এবং তাঁহার বাক্য ও মন নিরন্তর প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থলাভ ও লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; বিষয় ও স্নেহ পরিত্যাগই ত্যাগপদ বাচ্য হইয়া থাকে। লোকে রাগ দ্বেষ বিহীন না হইলে কখনই ত্যাগরূপ মহাগুণ সম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি প্রযত্ন সহকারে রাগ দ্বেষ বিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারই সাধুতা লাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। মঙ্গলাভার্থী ব্যক্তি সতত ঐ গুণ অবলম্বন করিবেন। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কদাচ চিত্তবিকার জন্মে না। যাহারা ক্ষমাগুণসম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই ধৈর্য্য লাভ হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্য ধর্ম্ম। সত্যের এই ত্রয়োদশ লক্ষণ। ইহারা সতত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক উহা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। সত্যের গুণ গরিমার পরিসীমা নাই। এই নিমিত্তই দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আধার; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই। সত্যপ্রভাবে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, তপ, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে, সন্দেহ নাই।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, শোক, নিন্দা, অকার্য্য-প্রবৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিধানেচ্ছা এই ত্রয়োদশ দোষ যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ত্রয়োদশ দোষ মানবগণের ভীষণ শত্রু স্বরূপ। উহারা নিরন্তর অনবহিত মানবগণকে আশ্রয় করিয়া অবহিতচিত্তে ক্লেশ প্রদান করে। উহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দর্শনমাত্র বল পূর্ব্বক

মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদিগের হইতে যে অশেষ পাপ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা অবগত হওয়া মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরদোষ নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষমা প্রভাবেই উহার লয় হইয়া যায়। সঙ্কল্প হইতে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। উহাকে সেবা করিলেই উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহা হইতে বিরত হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। অসূয়া পরদোষ দর্শন, ক্রোধ ও লৌল্য হইতে উৎপন্ন হয় এবং দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই, উহা একবারে উন্মূলিত হইয়া থাকে। মোহ অজ্ঞতা ও পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন আবির্ভূত হয়, কিন্তু একবার সাধুসহবাস হইলে আর উহা অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। মোহবশত বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কার্য্যারম্ভ করিতে বাসনা হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা এককালে নিরাকৃত হইয়া যায়। বন্ধুবিয়োগ উপস্থিত হইলে স্নেহের আধিক্যবশত শোকের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু যখন সমুদায় অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভবশত অকার্য্য প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার শান্তি হয়। সত্যত্যাগ ও অসাধুসংসর্গ নিবন্ধন মাৎসর্য্যের উদয় হয়, কিন্তু সাধুসহবাস হইলে উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৌলিন্যাভিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য এই তিনের প্রভাবেই মদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তিন বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলেই উহা একবারে দূরীভূত হয়। কাম ও হর্ষবশত ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে এবং প্রজ্ঞাপ্রভাবে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক বিদ্বেষবাক্য শ্রবণ নিবন্ধন নিন্দাপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উপেক্ষা দ্বারা উহার উপশম হইয়া থাকে। বলবান্ শত্রুর প্রতীকার সাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অসূয়ার উদ্রেক হয়, কিন্তু করুণার আবির্ভাব হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীনজনকে দর্শন করিলেই উহার উদ্রেক হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেই উহার উপশম হয়। অজ্ঞান প্রযুক্ত প্রাণিগণের চিত্তে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের যাথার্থ্য বোধ হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না। হে ধর্ম্মরাজ! একমাত্র শান্তিগুণ থাকিলেই এই ত্রয়োদোষকে পরাজয় করা যায়। ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা সকলেই এই সমুদায় দোষে দূষিত ছিল, কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ।

চতুঃষষ্ট্যধি তিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সর্ব্বদা সাধুসহবাস নিবন্ধন আনৃশংসত্য বিশেষ অবগত আছি, কিন্তু নৃশংস ব্যক্তিদিগের আচার ব্যবহার কিছুই অবগত নহি। সাধু ব্যক্তিরা কূপ, অগ্নি ও কণ্টকের ন্যায় নৃশংস ব্যক্তিদিগকে নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে উভয়লোকেই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে বিশেষরূপে নৃশংস ব্যক্তিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নৃশংস ব্যক্তিদিগকে সততই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার বাসনা করিতে দেখা যায়। উহারা নিরন্তর পরের নিন্দা করে, জনসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং আপনাকে দৈবপ্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। উহাদের ন্যায় নীচাশয় আর কেহই নাই, উহারা সতত আত্মাভিমান, আত্মশ্লাঘা ও আপনার বদান্যতা প্রকাশ করে। উহারা যাহার পর নাই শঙ্কিতচিত্ত, ছলগ্রাহী, কৃপণ, মিথ্যাপরায়ণ, লুব্ধ, আশ্রমবাসীদিগের দ্বেষ্টা ও হিংসাবিহারনিরত। উহারা নিরন্তর আশ্রমসঙ্কর করিবার চেষ্টা ও স্বীয় সহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে। উহাদিগের গুণাগুণ বিবেচনা কিছুমাত্র নাই। উহারা গুণশালী ধার্ম্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনার স্বভাবের ন্যায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করে না। অন্যের অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অন্যের দোষ আপনার দোষের সমান হইলে কখনই তাহা উল্লেখ করে না। উপকারী ব্যক্তিকে শত্রু জ্ঞান করে এবং তাহার কার্য্যকালে তাহাকে অর্থদান করিয়া যাহার পর নাই পরিতাপিত হয়। যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে একাকী সুস্বাদু বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করে, তাহাকেও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু যিনি অগ্রভাগ ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অনন্ত সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট নৃশংসদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বেদবেদান্তপারগ যাগযজ্ঞশীল ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণ নিঃস্ব হইলে আচার্য্যকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধন দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণেরা নিঃস্ব ভাবাপন্ন নহেন, তাঁহাদিগকে কেবল দক্ষিণা দান করাই উচিত। আর যাঁহারা অব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে বেদির বহির্ভাগে অপক্কান্ন দান করাই শাস্ত্রসম্মত। ব্রাহ্মণগণ বেদ ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞস্বরূপ। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিরন্তর যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব মহীপাল তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে ধন রত্ন প্রদান করিবেন। যে ব্রাহ্মণের তিন বৎসর বা অধিককাল পোষ্যবর্গ ভরণপোষণ করিবার উপযুক্ত ধান্যাদি পর্য্যাপ্ত থাকে, তিনিই সোমপান করিতে সমর্থ হন। যাজ্ঞিক বিশেষত ব্রাহ্মণের একাংশ ধনের অভাবে যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ধার্ম্মিক নৃপতি অসংখ্য পশুসম্পন্ন অযাজ্ঞিক অসোমপায়ী বৈশ্যের ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিবেন। শূদ্রের যাগযজ্ঞে কিছুমাত্র অধিকার নাই, অতএব ব্রাহ্মণের যজ্ঞসাধনের নিমিত্ত শূদ্রের আবাস হইতেও স্বেচ্ছানুসারে ধন আহরণ করা তাঁহার অকর্ত্তব্য নহে। যাহারা শত গোধনসম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, রাজা এইরূপ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ অবিচারিতচিত্তে অর্থ আহরণ করিবেন। যে ব্যক্তি দানশীল নহে, তাহার নিকট হইতে ধন আহরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ করিলে রাজার পরম ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণ তিন দিবস অন্নাভাবে উপবাস করিয়াছিলেন, তিনি নীচকার্য্যে নিরত ব্যক্তির আবাস, উদ্যান বা যে কোন স্থান হইতে হউক এক দিনের আহারোপযোগী ধান্য হরণ পূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন তাঁহার কর্ণগোচর করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই অপরাধ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার দণ্ড বিধান করিবেন না। ভূপতির অনবধানতা দোষেই ব্রাহ্মণকে অন্নাভাবে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; অতএব রাজা তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার জীবিকা বিধান করিয়া দিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে বৈশ্বানর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকেরা অনুকল্পকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেবতা বিশ্বদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ আপদ্‌কালে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া অনুকল্প অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প পরিপালনে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফল লাভে সমর্থ হয় না। রাজার নিকট আপনার ব্রাহ্মণ্যের বিষয় নিবেদন করা বেদবিৎ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল নিতান্ত দুঃসহ; অতএব রাজা ব্রাহ্মণ তেজ কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ কর্ত্তা, শাস্তা, বিধাতা ও দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় স্বীয় ভুজবীর্য্য প্রভাবে, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থ বলে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোম দ্বারা আপদ্ হইতে মুক্ত হইবেন। কন্যা, যুবতী এবং মন্ত্রজ্ঞানশূন্য মূর্খ ও সংস্কারহীন ব্যক্তি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে অধিকারী নহে। উহারা যে ব্যক্তির যজ্ঞে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত আপনাকে নরকস্থ করে, সুতরাং যাগযজ্ঞকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরই হোতা হওয়া উচিত। যিনি গোত্রের প্রাজাপত্য অশ্ব দক্ষিণা প্রদান করেন, ধার্ম্মিকেরা তাঁহাকে আহিতাগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। অতএব দক্ষিণা প্রদান না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য হইলে যজমানের প্রজা, পশু, পুণ্যফলোপার্জ্জিত স্বর্গ, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ

ঋতুমতী ভার্য্যার সহবাস করেন, যিনি সাগ্নিক নহেন এবং যাঁহার কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তিনি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন। যে গ্রামে কূপ ব্যতিরেকে অন্য জলাশয় নাই, ব্রাহ্মণ তথায় শূদ্রপতি হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে তাঁহার শূদ্রত্বলাভ হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ পরস্ত্রীর সহিত বিহার এবং বৃদ্ধ শূদ্রকে মান্য বোধ করিয়া আপনার শয্যায় স্থান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উঁহাদের পৃষ্ঠভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে শুদ্ধিলাভে সমর্থ হন। ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একরাত্রি একত্র শয়ন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পাপসঞ্চয় করেন, তিন বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পশ্চাদ্ভাগে তৃণ শয্যায় উপবেশন করিলে তাঁহার সেই পাপ অপনীত হয়। ক্রীড়া, বিবাহ, গুরুর কার্য্য সাধন ও আত্মপ্রাণরক্ষার্থ যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। স্ত্রীর নিকট মিথ্যা প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে। পরম শ্রদ্ধা সহকারে নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে। অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিত মনে স্বর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃত পান অবিধেয় নহে। স্ত্রী, রত্ন ও সলিল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্কর নিবারণ, গো ব্রাহ্মণের হিতসাধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৈশ্যও শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প গমন, ব্রহ্মস্বহরণ ও সুবর্ণাপহরণ এই পাঁচটি মহাপাতক। প্রাণ ত্যাগই ঐ পাতক সমুদায়ের প্রায়শ্চিত্ত। লোকে মদ্যপান, অগম্যাগমন ও পতিত ব্যক্তির সহিত সহযোগ করিলে অবিলম্বেই পতিত হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যয়ন ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সংবৎসর মধ্যে পতিত হইতে হয়, কিন্তু উহার সহিত গমন, শয়ন ও ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী মহাপাপ ব্যতিরেকে আর সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। একবার সেই সমস্ত পাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া কামসহকারে পুনরায় তৎসমুদায়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামীর দেহান্তে প্রেতকার্য্যাদি অনুষ্ঠিত না হইলেও অবিচারিত চিত্তে আহারাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। গুরু ও অমাত্যগণ পতিত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। অধর্ম্মাচরণ করিলে তপঃপ্রভাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তস্কর তাহাকে তস্কর বলিলে তাহার সমান পাপগ্রস্ত হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত তস্কর নহে, তাহাকে তস্কর বলিলে তস্কর অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে কন্যা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাংশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার বা প্রহার করিলে লোকে শত বৎসর প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এবং তাঁহাদিগকে বধ করিলে সহস্র বৎসর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব তাঁহাদিগকে তিরস্কার প্রহার বা বধ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের দেহে শস্ত্রাঘাত করিলে তাঁহার সেই ক্ষত স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইয়া যাবৎ সংখ্যক ধূলি আর্দ্র করে, প্রহর্ত্তাকে তাবৎ বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণঘাতক গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ সংগ্রামে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইলে বা প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত মদ্য পান পূর্ব্বক শরীর দগ্ধ বা মৃত্যুমুখে দেহ সমর্পণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। দুরাশয় পাপপরায়ণ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিলে একটি স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি উত্তপ্ত করিয়া তাহা আলিঙ্গন পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ বা পুংস্ত্ব ও বৃষণ ছেদনপূর্ব্বক অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋত কোণে প্রস্থান অথবা ব্রাহ্মণার্থ প্রাণত্যাগ, কিংবা অশ্বমেধ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মানলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বৎসর সেই মৃত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার কুকার্য্য প্রখ্যাপিত করিয়া তপোনুষ্ঠান করিবে। আর যে ব্যক্তি গর্ভিণীকে নিপাতিত করে, তাহাকে উহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সুরাপায়ী, সে ব্রহ্মচারী ও পরিমিতাহারী হইয়া ক্ষিতিতলে শয়ন এবং তিন বৎসরেরও অধিক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। বৈশ্যকে বিনষ্ট করিলে দুই বৎসর একশত বৃষ ও একশত ধেনু এবং শূদ্রকে বিনষ্ট করিলে এক বৎসর এক বৃষ ও এক শত ধেনু প্রদান করিবে। কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্রকে বিনষ্ট করিলে শূদ্রবিনাশজনিত পাপ নিবারণোপযুক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। মার্জ্জার, চাস, মণ্ডুক, কাক, সর্প ও মূষিককে নিহত করিলে পশুতুল্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়।

একণে অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পাপ অল্প হইলে অনুশোচনা বা একবৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রোত্রিয়পত্নীতে গমন করিলে তিন বৎসর ও অন্য স্ত্রীসংসর্গে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দিবসের চতুর্থ ভাগে আহার করিবে অথবা তিন দিবস সলিলমাত্র পান করিয়া উপবেশন ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে পাপ নিরাকৃত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অকারণে পিতা মাতা গুরুকে পরিত্যাগ করে সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়। ভার্য্যা ব্যভিচারিণী বা কারাগারে নিরুদ্ধা হইলে তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রদান করিবে। ব্যভিচারী পুরুষের যে ব্রত, ব্যভিচারিণী স্ত্রীকেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যে নারী আপনার পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকৃষ্ট জাতির সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহাকে প্রশস্ত প্রকাশ্য স্থানে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষকে বহ্নিতপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সংবৎসরকাল প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহাকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দুই বৎসর পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে তিন বৎসর এবং চার বৎসর তাহার সংসর্গে থাকিলে পাঁচ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন ও মৌনব্রত ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাচরণ করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনূঢাবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাহাকে, তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐরূপ স্থলে উঁহাদের তিন জনেকেই নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণব্রত বা কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে ইহা আপনার ভার্য্যা গ্রহণ করুন এই বলিয়া আপনার স্ত্রী প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে সেই ভার্য্যাকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যাহারা অধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। গো ব্যতিরেকে অন্য পশুর হিংসা করিলে সমধিক দূষিত হইতে হয় না। পশুজাতির উপর মনুষ্যদিগের আধিপত্য আছে। পশু হিংসা করিলে চমরীপুচ্ছ পরিধান ও মৃন্ময়পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনার দুষ্কর্ম্ম প্রখ্যাপিত করত প্রতিদিন সাত গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবে এবং সেই ভিক্ষায় যাহা কিছু লাভ হইবে, তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ঐরূপ ব্রত আচরণ করিলে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি চমরীপুচ্ছ ধারণ না করিবে, তাহার সংবৎসর ঐরূপে ভিক্ষাব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা দান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের নিমিত্ত দান করা কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা একটি মাত্র গো প্রদান করিলে ঐ পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। যে ব্যক্তি কুক্কুর, বরাহ, মনুষ্য, কুক্কুট বা উষ্ট্রের মাংস মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃসংস্কার বিধান করা কর্ত্তব্য। সোমপায়ী ব্রাহ্মণ সুরাপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে তিন দিবস উষ্ণজল পান, তিন দিবস উষ্ণদুগ্ধ পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিবেন। মনুষ্যগণ বিশেষত ব্রাহ্মণগণ পাপানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় খড়্গযুদ্ধবিশারদ মহাত্মা নকুল কথা কহিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া শরতল্পশায়ী ভীষ্মদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! জনসমাজে শরাসনই উৎকৃষ্ট প্রহরণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রধান। দেখুন, সংগ্রামে কার্ম্মুক বিশীর্ণ ও অশ্ব সমুদায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে একমাত্র খড়্গ দ্বারা আত্মরক্ষা

করিতে পারা যায়। খড়্গধারী বীরপুরুষ একাকীই চাপহস্ত ও গদাশক্তিধারী অসংখ্য বীরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে কোন্ অস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায় এবং খড়্গ কিরূপে কাহার নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইল আর কোন্ ব্যক্তিই বা পূর্ব্বে ইহার আচার্য্য ছিলেন, এই বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন ধনুর্ব্বেদবিশারদ শরতল্পশায়ী ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্মদেব দ্রোণশিষ্য সুশিক্ষিত মহাত্মা নকুলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কৌশলযুক্ত বিচিত্রার্থ সমন্বিত সার বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাদ্রীকুমার! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমি ঐ বিষয়ে উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এই জগৎ একার্ণবময় ছিল। ঐ সময় আকাশমণ্ডল ও মহীতলের কিছুমাত্র নির্দ্দেশ ছিল না, সমুদায় স্থান গম্ভীর দর্শন, তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ ও অপ্রমেয় ছিল। ঐ সময়ে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, ঊর্দ্ধ, অধঃ, ভূমি, দিক্, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, লব ও ক্ষণসমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও ভগবান্ রুদ্র এই কয়েকটি পরম তেজস্বী পুত্র উৎপাদিত করিলেন। ঐ সকল বিধাতৃতনয়ের বংশসম্ভূত দক্ষ প্রজাপতি হইতে ষষ্টি কন্যা সমুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মর্ষিগণ পুত্রলাভার্থ তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ সমস্ত কন্যা হইতে দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, রাক্ষস, বিহঙ্গম, মৃগ, মীন, শাখামৃগ, মহাসর্প, জলচর পক্ষী, বিবিধ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজগণের সৃষ্টি হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় স্থাবর জঙ্গমে পরিপূর্ণ হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, সিদ্ধ ও মরুদ্গণ, মহর্ষি ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত এবং কাশ্যপ, বালিখিল্য, প্রভাস, সিকত, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য অগ্নিকিরণপায়ী, আকৃষ্ট, হংস, অনলোদ্ভূত, প্রশ্নি ও বানপ্রস্থ মহর্ষিগণ, আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও বলি প্রভৃতি ক্রোধলোভ সমন্বিত অধার্ম্মিক দানবগণ পিতামহের শাসন অতিক্রম করিয়া অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই এই স্পর্দ্ধা করিয়া প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ সমভিব্যাহারে হিমালয়ের শত যোজন বিস্তৃত মণিরত্নখচিত অত্যুচ্চ সুরম্য শৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক প্রজাগণের হিতসাধনার্থ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহস্র বর্ষ অতীত হইলে তিনি ঐ স্থানে বিধানানুসারে এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞনিপুণ দীক্ষিত মহর্ষিগণ ও দেবগণ সমুপস্থিত ছিলেন; ব্রহ্মর্ষিগণ উহার সদস্য হইয়াছিলেন এবং বিধিবিহিত সমিৎ, প্রদীপ্ত হুতাশন ও সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময় বিবিধ পাত্র উহার অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল পরে প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ সমুত্থিত হইল। উহার দেহ সুদীর্ঘ, বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল, দংষ্ট্রা সুতীক্ষ্ণ ও উদর অতি মাত্র কৃশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল। মহাসাগর সংক্ষুব্ধ হইয়া ভীষণ তরঙ্গমালা ও আবর্ত্তে সমাকীর্ণ হইল। গগনমণ্ডল হইতে অনিষ্টকর উল্কা সমুদায় ও বৃক্ষ হইতে শাখা সমুদয় নিপতিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রসন্ন ও বায়ু প্রতিকূল হইয়া উঠিল এবং প্রাণিগণ বারংবার শঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পুরুষকে অনল হইতে সমুত্থিত ও দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত দর্শন করিয়া মহর্ষি, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন, আমি দানবগণের বিনাশ ও লোক রক্ষার নিমিত্ত অসি নামে এই মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি। কমলযোনি এই কথা কহিবামাত্র সেই পুরুষ স্বীয় পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বৃষভকেতু মহাত্মা দেবদেব মহাদেবকে অধর্ম্মনিবারণ সেই তীক্ষ্ণধার অসি প্রদান করিলেন।

ভগবান্ ভূতনাথ ব্রহ্মার নিকট অসি গ্রহণ করিয়াই রূপান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইলেন। তাঁহার মস্তক সূর্য্যকে স্পর্শ করিল। পরিধান কৃষ্ণাজিন সুবর্ণময় তারকা সমূহে সুশোভিত হইল। বদনমণ্ডল হইতে বিবিধবর্ণ অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল এবং ললাটনেত্র দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও অন্য নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ভগনেত্রহন্তা শূলপাণি সেই বিধাতৃপ্রদত্ত কালাগ্নি সদৃশ প্রভাসম্পন্ন খড়্গ ও চপলাবিরাজিত জলধরের ন্যায় ভীষণ চর্ম্ম উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করিবার মানসে ঘোররূপে নানাপ্রকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ গর্জ্জন ও হাস্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঐ সময় দানবগণ, রুদ্রদেব যুদ্ধার্থ অতি ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে জলন্ত অঙ্গার ও লৌহময় অন্যান্য ঘোরতর অস্ত্র সমুদায় বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং অচিরাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সকলেই মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িল। ঐ সময় ভগবান্ বিরূপাক্ষ অসিহস্তে এরূপ বেগে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতেছিলেন যে, দানবগণ তিনি একাকী হইলেও সহস্র সংখ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনন্তর ভূতভাবন ভবানীপতি সেই দানবদলের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন, কাহাকে নিপীড়িত এবং কাহাকে বা লোথিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গ প্রহারে অসংখ্য দানবের বাহু ছিন্ন, ঊরু ভগ্ন ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা প্রায় সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। হতাবশিষ্ট অসুরগণ খড়্গাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কেহ কেহ ভূগর্ভে, কেহ কেহ পর্ব্বতগহ্বরে ও কেহ জলমধ্যে এবং কেহ কেহ বা আকাশমার্গে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই ঘোরতর সমরব্যাপার সমুপস্থিত হওয়াতে ধরাতল মাংস ও শোণিত প্রভাবে নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ দানবগণের রুধিরাক্ত কলেবর নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন সমরভূমি কিংশুকবৃক্ষ পরিশোভিত পর্ব্বত সমুদায়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে।

ভগবান্ রুদ্রদেব এইরূপে দানবগণকে সংহারপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বীয় ভীষণমূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবদায়ক শিবরূপ ধারণ করিলেন। তখন ঋষি ও দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন সেই দানব শোণিতলিপ্ত ধর্ম্মরক্ষার হেতুভূত ভীষণ খড়্গ বিষ্ণুকে অর্পণ করিলে বিষ্ণু মরীচি মুনিকে, মরীচি মহর্ষিগণকে, মহর্ষিগণ পুরন্দরকে এবং পুরন্দর লোকপালদিগকে উহা প্রদান করিলেন। তৎপরে লোকপালগণ সূর্য্যতনয় মনুকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়া কহিলেন, তুমি মনুষ্যদিগের অধীশ্বর; অতএব এই ধর্ম্মনিদান অসি গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। মানবগণ শরীর ও মন এই উভয়ের প্রীতিসাধনার্থ ধর্ম্মসেতু অতিক্রম করিলে তুমি ধর্ম্মানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ডদান দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। লোকে অপরাধ করিলে তাহাকে বাক্যদণ্ড বা ধনদণ্ড দ্বারা শাসন করা কর্ত্তব্য; অধিক অপরাধ না করিলে কাহারও অঙ্গবৈকল্য বা বিনাশ সাধন করা বিধেয় নহে। বাক্যদণ্ড প্রভৃতি দণ্ড সমুদায়কে অসির প্রতিকৃতিরূপ বলিয়া গণনা করা উচিত।

লোকপালগণ মহাত্মা মনুকে এইরূপে খড়্গ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদের শাসনানুসারে সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন করত প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত রহিলেন এবং পরিশেষে বহুকালের পর স্বয়ং রাজকার্য্যবিরত হইয়া জনসমাজের রক্ষাবিধানার্থ স্বীয় পুত্র ক্ষুপকে ঐ খড়্গ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ক্ষুপ ইক্ষ্বাকুকে, ইক্ষ্বাকু পুরূরবাকে, পুরূরবা আয়ুকে, আয়ু নহুষকে, নহুষ যযাতিকে, যযাতি পুরুকে, পুরু অমূর্ত্তরয়াকে, অমূর্ত্তরয়া ভূমিশয়কে, ভূমিশয় ভরতকে, ভরত ঐলবিলকে, ঐলবিল ধুন্ধুমারকে, ধুন্ধুমার কাম্বোজদেশীয় মুচুকুন্দকে, মুচুকুন্দ মরুত্তকে, মরুত্ত রৈবতকে, রৈবত যুবনাশ্বকে, যুবনাশ্ব রঘুকে, রঘু ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিণাশ্বকে, হরিণাশ্ব শুনককে, শুনক উশীনরকে, উশীনর ভোজ প্রভৃতি যাদবগণকে, যাদবগণ শিবিকে, শিবি প্রতর্দ্দনকে, প্রতর্দ্দন অষ্টককে, অষ্টক পৃষদশ্বকে, পৃষদশ্ব ভরদ্বাজতনয় দ্রোণকে এবং দ্রোণ কৃপাচার্য্যকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ লাভ করিয়াছ। কৃত্তিকা ঐ খড়্গের নক্ষত্র, অগ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রোহিণী উহার উৎপত্তি স্থান এবং

রুদ্রদেব উহার গুরু। একণে ঐ খড়্গের গোপনীয় যোজাট নাম উচ্চারণ করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল। খড়্গ সমুদায় অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরাণে উহা মহেশ্বরের অস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যুদ্ধবিশারদ বীর মাত্রেরই এই খড়্গকে পূজা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মহারাজ পৃথু হইতে শরাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শরাসনপ্রভাবেই পৃথিবী হইতে বিবিধ রত্ন ও প্রভূততর শস্যসংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মানুসারে ধরামণ্ডল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অতএব শরাসনেরও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মাদ্রীতনয়! এই আমি তোমার নিকট খড়্গের উৎপত্তি বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ হইয়া থাকে।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পিতামহ ভীষ্ম এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসস্থানে গমনপূর্ব্বক চারি ভ্রাতা ও বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের প্রভাবেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। একণে ঐ তিনটির মধ্যে কোনটি প্রধান, কোনটি মধ্যম ও কোনটি অপকৃষ্ট এবং কাম ক্রোধ ও লোভ এই ত্রিবর্গ বিজয়ের নিমিত্তই বা কোনটিকে অবলম্বন করিতে হইবে? তৎসমুদায় যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভাসম্পন্ন যথার্থতত্ত্বজ্ঞ বিদুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! অধিকতর অধ্যয়ন, তপোনুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম এই সমুদায় ধর্ম্মের সম্পত্তি। অতএব আপনি অবিচলিতচিত্তে ধর্ম্মকেই অবলম্বন করুন। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ। ধর্ম্মপ্রভাবে ঋষিগণ সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদায় লোক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ ধর্ম্মবলে সহকারে ঈশ্বরত্বলাভ করিয়াছেন এবং অর্থ ধর্ম্মেরই অনুগত। অতএব ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থকে মধ্যম ও কামকে নিকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সংযতচিত্তে সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবিশারদ মহামতি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। অর্থ আবার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মের মূল কারণ। অর্থ ভিন্ন ধর্ম্ম ও কাম লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থবান্ ব্যক্তি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মাচরণ ও দুর্লভ অভিলষণীয় দ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্ম ও কাম অর্থের অঙ্গস্বরূপ। অর্থ-সিদ্ধি হইলেই ঐ উভয় সুসম্পন্ন হয়। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিরাও সতত ব্রহ্মার ন্যায় অর্থবান্ ব্যক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরাও মস্তক মুণ্ডন ও জটাজিন ধারণপূর্ব্বক দান্ত, ভস্মাদিলিপ্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। বিদ্বান্ ও শাস্ত্রগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক কাষায়বস্ত্রধারী ও শ্মশ্রুল হইয়াও অর্থের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই লোকে আস্তিক, নাস্তিক ও সংযমী এবং কুলক্রমাগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়। যিনি ভৃত্যগণকে ভোগপ্রদান ও দণ্ড দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করেন, তিনিই যথার্থ অর্থবান্। ফলতঃ আমার মতে অর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! আমার যাহা অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করিলাম, একণে নকুল ও সহদেব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, অতএব আপনি উহাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া নিরস্ত হইলে ধর্ম্মার্থবেত্তা মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য শয়ন উপবেশন বা বিচরণ করুক, সকল অবস্থাতেই নানাপ্রকার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থসংস্থান চেষ্টা করিবে। অর্থ পরম প্রিয় ও নিতান্ত দুর্লভ। উহা অধিকৃত হইলে এক জীবলোকে সকল অভিলাষই সফল হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থ এবং অর্থসংযুক্ত ধর্ম্ম। অমৃতমিশ্রিত মধুর ন্যায় পরম রমণীয়। যে ব্যক্তি অর্থহীন, তাহার কোন বাসনাই পরিপূর্ণ হয় না এবং যিনি ধর্ম্মপরায়ণ নহেন, তাঁহার অর্থসম্ভার হওয়া নিতান্ত দুর্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ শূন্য, তাহা হইতে সমুদায় লোক ভীত হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মকে প্রধান আশ্রয় করিয়া অর্থসাধনে যত্নবান্ হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। যাহারা আমাদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না। ফলতঃ লোকে অগ্রে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, পরে ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থোপার্জ্জন এবং তৎপরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে।

নকুল ও সহদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে ভীমসেন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কামনাশূন্য, সে কখনই ধর্ম্ম অর্থ ও কামের বাসনা করে না, অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফলমূলাশী বায়ুভক্ষ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল বেদবেদান্তপারগ স্বাধ্যায়নিরত মহর্ষিগণ কামপ্রভাবে শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ ও তপস্যায় নিত্য নিরত রহিয়াছেন। বণিক, কৃষক, শিল্পী ও দেবশিল্পিগণ কামপ্রভাবেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। অনেকে কামপ্রভাবে সাগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কাম নানাপ্রকার। কাম দ্বারাই সমুদায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কামশূন্য জীব কখন জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং এখনও বর্ত্তমান নাই। অতএব কামই সার পদার্থ। ধর্ম্ম ও অর্থ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। যেমন দধি অপেক্ষা নবনীত, তিল অপেক্ষা তৈল, তক্র অপেক্ষা ঘৃত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প ও ফল উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেয়। পুষ্প হইতে যেমন মধু উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কাম হইতে সুখ সঞ্জাত হইয়া থাকে, কাম ধর্ম্মার্থের উৎপত্তি স্থান ও আত্মার স্বরূপ। কাম না থাকিলে কেহই উপাদেয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ বা ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিত না। ফলত কামের প্রভাবেই লোকে নানাপ্রকার কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মার্থ অপেক্ষা কামই উৎকৃষ্ট। হে মহারাজ! আপনি কামপ্রভাবে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মদমত্ত প্রিয়দর্শন প্রমদাগণের সহিত বিহার করুন। কামই আমাদিগের উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি ধর্ম্মার্থ কামের মর্ম্ম অবগত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আপনি ইহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় করিবেন না। সাধু লোকেরা আমার এই উৎকৃষ্ট সার বাক্যে অবশ্যই সমাদর করিবেন। ফলত ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকেই তুল্যরূপে সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মনুষ্য উহাদের মধ্যে একটির প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করে, সে অতি জঘন্য; যে ব্যক্তি তুল্যরূপে দুইটির সেবা করে, সে মধ্যম আর যে ব্যক্তি সমভাবে ত্রিবর্গেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চন্দনচর্চ্চিত কলেবর বিচিত্র মাল্যধারী মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কামের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিরত হইলেন।

অনন্তর পরম পণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের পাঁচ জনের বাক্য শ্রবণ ও তাহা সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া সমুদায় অসার বোধ হওয়াতে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! তোমরা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াছ। তোমরা আমাকে যে সমস্ত কথা কহিলে, আমি তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। একণে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা তাহা অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর। যে মহাত্মা পাপানুষ্ঠান বা পুণ্যাচরণ করেন না; ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না; লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে তুল্যরূপে দর্শন করেন এবং কোন দোষেই লিপ্ত হন না, তিনি সুখ দুঃখ ও অর্থসিদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। এই জীবলোকে সমুদায় জীবই জন্ম-মৃত্যুশৃঙ্খলে সংযত এবং জরা ও বিকারে আয়ত্ত। ইহারা ঐ সমস্ত দুরতিক্রমণীয় ব্যাপারে বারংবার নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মোক্ষকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। একণে সেই মোক্ষ যে কি পদার্থ তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে সংযত থাকে, তাহাদিগের কখনই মুক্তি লাভ হয় না। আর যাহারা সাংসারিক সুখ দুঃখে কদাপি অভিভূত না হন, তাঁহারাই মুক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব কোন বস্তুকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি যাহা কহিলাম, ইহাই সার। যাহা হউক, এই ভূমণ্ডলে কেহ আপনার ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে না। বিধাতা আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি। ভগবান্ বিধাতা সমুদায় প্রাণীকেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, সুতরাং তিনিই

ধর্ম্মবান্! ফলতঃ মনুষ্য যখন ত্রিবর্গবিহীন হইলেও মোক্ষলাভে সমর্থ হয়, তখন মোক্ষই আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার হেতুগর্ভ মনোগত বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অন্যান্য পার্থিবগণও ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উহার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগের প্রীতি দর্শনে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া পুনরায় বিজ্ঞবরাগ্রগণ্য জাহ্নবীতনয় ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ মনুষ্য শান্ত স্বভাব? কাহারাও ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সময়ে হিতকার্য্য করিয়া থাকে? সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হিতকারী ও হিতবাক্য শ্রোতা সুহৃদ্ অতি দুর্লভ, অতএব আমার মতে অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অপেক্ষা সুহৃদ্ই শ্রেষ্ঠ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য ও কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা অকর্ত্তব্য, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা লুব্ধ ধর্ম্মবর্জ্জিত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপপরায়ণ, শঙ্কিতচিত্ত, উদ্যোগবিহীন দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, লোকনিন্দিত গুরুদারাপহারী, ব্যসনাসক্ত, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদনিন্দক, কামাসক্ত, অসত্যপরায়ণ, লোকের দ্বেষভাজন, নিয়মলঙ্ঘনশীল, নির্ব্বোধ, কৃতঘ্ন, ছিদ্রান্বেষণতৎপর, মৎসরান্বিত, সুরাপায়ী, নির্দ্দয়, দুঃশীল, অধীর, নৃশংস ও বঞ্চক, যাহারা সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অন্যের অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট উপযুক্ত ধনলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সতত অকার্য্যসাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত অকস্মাৎ বিরোধ এবং কল্যাণকর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞানতা নিবন্ধন অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া কেবল অকার্য্যসাধনের চেষ্টা করে, মিত্রের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, হিত কার্য্যকে বিপরীত জ্ঞান করে, মঙ্গল কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয় এবং সতত প্রাণিগণের বধসাধনে নিরত থাকে, তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা সৎকুলোদ্ভব, বক্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান বিশারদ, রূপগুণসম্পন্ন, সৎসংসর্গপরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ, লোভ-মোহ-বর্জ্জিত, মাধুর্য্য গুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ব্যায়ামশীল, সৎকুলসম্ভূত, কুলরক্ষক ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রথিত, যথাশক্তি সৎকার করিলেই যাঁহারা পরিতুষ্ট হন, যাঁহাদিগের অকস্মাৎ ক্রোধ বা বিরাগ উপস্থিত না হয়, যাঁহারা বিরক্ত হইয়াও মনকে পবিত্র রাখেন, স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সুহৃদ্কার্য্যসাধন করেন, মিত্রের প্রতি কদাচ বিরাগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হন, ক্রোধ লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্দ্ধন পুরুষ ও যুবতী রমণীদিগের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে পরামর্শ প্রদান না করেন, লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগ নিবন্ধন আত্মাভিমানশূন্য হইয়া পরিজনদিগকে নিগ্রহ করিয়াও সুহৃৎকার্য্যসাধনে যত্নবান্ হন, তাঁহারাই সন্ধি করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে নরপতি ঐ প্রকার লোকদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, তাঁহার রাজ্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকিরণের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ জিতক্রোধ মহাবল পরাক্রান্ত ও কুলশীলগুণসম্পন্ন মহাত্মাদিগের সহিত সন্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি ইহার পূর্ব্বে যে যে প্রকার লোকের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছি, কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতক তাহাদের সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, অতএব সেই সমস্ত দুরাচারদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করাই উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন কাহাকে কহে, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশ নিবাসী ম্লেচ্ছদিগের দেশে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা মধ্যদেশনিবাসী গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণবর্জ্জিত গ্রামকে যাহার পর নাই সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক সর্ব্ববর্ণবিশেষজ্ঞ ধনবান্ দস্যু বাস করিত। ঐ দস্যু ব্রাহ্মণ ভক্তিপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অতিশয় দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দস্যুর গৃহে উপনীত হইয়া তাহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবা মাত্র দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে নূতন বস্ত্র ও এক যুবতী দাসী প্রদান করিল। তখন গৌতম যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরমানন্দে সেই দস্যুর গৃহে বাস করিয়া দাসী-কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বাস নিবন্ধন তাঁহার বাণ শিক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রত্যহ অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দস্যুগণের ন্যায় বনবাসী হংসদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদা দস্যুদিগের সহবাস হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিংসাপরায়ণ নির্দ্দয় হত্যাকারী দস্যুর ন্যায় আচরণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিরন্তর কেবল পক্ষিবধবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই সেই দস্যুগ্রামে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায়নিরত বিনীতমূর্ত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যুগ্রামে সমাগত হইলেন। ঐ পবিত্র স্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের স্বদেশীয় প্রিয়সখা ছিলেন। তিনি কদাচ শূদ্রান্ন প্রতিগ্রহ করিতেন না, সুতরাং সেই দস্যু সমাকীর্ণ গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহ অন্বেষণপূর্ব্বক চারিদিক্ পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে গৌতমগৃহে প্রবেশ করিলেন, ঐ সময়ে গৌতমও হংসভার স্কন্ধে লইয়া শরাসন ও অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে স্বীয় আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গৌতমকে গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্র! তুমি মধ্যদেশে সদ্বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মোহবশতঃ কি নিমিত্ত দস্যুভাবাপন্ন ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে পূর্ব্বতন বেদপারগ বিখ্যাত জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছ। যাহা হউক, অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ত্ব অনুধ্যান পূর্ব্বক সত্য, শীল, বিদ্যা, দম ও দয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করা তোমার উচিত।

আগন্তুক ব্রহ্মচারী গৌতমের হিতার্থে এই কথা কহিলে গৌতম আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি নির্দ্ধন ও বেদজ্ঞানবিহীন, এই নিমিত্তই ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আজি আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই রজনী আমার আবাসে অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে আমরা উভয়েই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। গৌতম এই কথা কহিলে ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন; কিন্তু নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াও কোন বস্তু ভোজন বা স্পর্শ করিলেন না।

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পরদিন শর্ব্বরী প্রভাত হইবামাত্র সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে গৌতম স্বীয় আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে একদল সমুদ্রগমনোন্মুখ বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই বণিক্দিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বণিক্দল কোন গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলে এক মত্ত মাতঙ্গ অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া সেই বণিক্দিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গৌতম নিতান্ত ভীত হইয়া সেই হস্তীর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অসহায় হইয়া একাকী কিম্পুরুষের ন্যায় অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদ্রগমনের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে নন্দনকানন তুল্য সুন্দর এক সুরম্য কাননে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, ঐ স্থানে পাদপ সমুদায় নিরন্তর ফল পুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। চূত বৃক্ষ, সকল ঋতুতেই ফল প্রসব করিতেছে। শাল, তাল, তমাল, চন্দন ও কালাগুরুবৃক্ষ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন

করিয়াছে। বক ও কিন্নরগণ নিরন্তর উহাতে বিহার করিতেছে এবং মনুষ্যবদন ভারুণ্ড ও ভুলিঙ্গ প্রভৃতি সামুদ্রিক ও পার্ব্বতীয় বিহঙ্গগণ রমণীয় মধুর গন্ধে আমোদিত পর্ব্বত প্রদেশে সুস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গৌতম সেই সমস্ত পক্ষীদিগের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া এক কাঞ্চন বালুকাসমাচ্ছন্ন স্বর্গতুল্য সুরম্য সমতল প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। উহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহা ছত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পফলে পরিশোভিত ও উহার মূলদেশ চন্দন বারি দ্বারা সংসিক্ত; গৌতম সেই মনোহর পবিত্র বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্ল মনে উহার মূলদেশে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় সুগন্ধি সমীরণ গৌতমের কলেবর পুলকিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌতম সেই সুশীতল বায়ু-প্রভাবে গতক্লম হইয়া তথায় পরম সুখে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকাল প্রাদুর্ভূত হইল। ইত্যবসরে ব্রহ্মার প্রিয়সখা কশ্যপপুত্র নাড়ীজঙ্ঘ নামে বক ব্রহ্মলোক হইতে তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার আর একটি নাম রাজধর্ম্ম। ঐ বিহঙ্গম দেবকন্যার গর্ভসম্ভূত ও দেবতার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।

গৌতম সেই সমলঙ্কৃতকলেবর বিহঙ্গমকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া উহাকে বধ করিবার অভিসন্ধি করিতে লাগিলেন। বিহগরাজ রাজধর্ম্ম সেই ব্রাহ্মণকে তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি অতিথিরূপে আমার আবাসে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকালও সমুপস্থিত হইল, অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই পান ভোজন করিয়া অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে স্বেচ্ছানুসারে গমন করিবেন।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বক এই কথা কহিলে গৌতম তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণে বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া অনিমিষনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজধর্ম্ম গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আমি কশ্যপের ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আপনি আমার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন। সদাশয় বক এই বলিয়া যথানিয়মে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে শালপুষ্পময় দিব্য আসন গঙ্গাসলিলান্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও প্রদীপ্ত হুতাশন প্রদান করিল এবং গৌতম প্রীতমনে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত স্বীয় পক্ষপুট বীজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গৌতমের শ্রম দূর হইলে রাজধর্ম্ম তাঁহার নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম। অনন্তর রাজধর্ম্ম গৌতমের নিমিত্ত দিব্য পুষ্পযুক্ত পর্ণময় সুবাসিত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। গৌতমও পরমসুখে তাহাতে শয়ন করিলেন। তখন কশ্যপতনয় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? গৌতম কহিলেন, বিহঙ্গম! আমি নিতান্ত দীনহীন; কিঞ্চিৎ অর্থের নিমিত্ত সমুদ্রগমনাভিলাষে বহির্গত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তখন রাজধর্ম্ম কহিল, ব্রহ্মন্! আপনার উৎকণ্ঠিত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইয়া অর্থ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিবেন। বৃহস্পতি পরম্পরাগত, দৈব, কাম্য ও মৈত্র এই চারি প্রকার অর্থাগমের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে, অতএব আপনি যাহাতে ধনবান্ হন, আমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিব। বক এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল; ব্রাহ্মণও পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে রাজধর্ম্ম গৌতমকে একটি সুদীর্ঘ পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি এই পথে গমন করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন। এখান হইতে তিন যোজন দূরে বিরূপাক্ষ নামে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসাধিপতি বাস করিতেছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু, আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই। রাজধর্ম্ম এই কথা কহিলে গৌতম সেই বিহঙ্গ নির্দ্দিষ্ট পথে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ ও চন্দনাগুরুভূয়িষ্ঠ বনাবলি দর্শন করিতে করিতে দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিয়া মেরুব্রজ নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের তোরণ, প্রাকার, কপাট ও অর্গল সমুদায় প্রস্তরময়। গৌতম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবান্ রাক্ষসরাজের নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। তখন রাক্ষসরাজ স্বীয় সখা রাজধর্ম্ম গৌতমকে প্রেরণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভৃত্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তোমরা অচিরাৎ নগরদ্বার হইতে গৌতমকে আমার নিকট উপনীত কর। ভৃত্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র শ্যেনের ন্যায় দ্রুতগমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গৌতমকে কহিল, মহাশয়! রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিতেছেন; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করুন। গৌতম ভৃত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাধিপতির দর্শন বাসনায় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে পুরশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূতগণের সহিত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর গৌতম রাজভবনে প্রবেশ করিবামাত্র রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার গোত্র, আচার বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষসরাজ গোত্রাচারাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে গৌতম নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় গোত্রের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলেন; অন্যান্য বিষয়ে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন রাক্ষসেন্দ্র সেই স্বাধ্যায়হীন ব্রহ্মতেজবিহীন ব্রাহ্মণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার বাসস্থান কোথায় এবং আপনি কোন্ বংশের বা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, অকুতোভয়ে যথার্থরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন। তখন গৌতম কহিলেন, রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি, মধ্যদেশে আমার জন্মভূমি, কিরাতভবন আমার বাসস্থান এবং আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

গৌতম এই কথা কহিলে রাক্ষসাধিপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্মের সহিত ইঁহার সৌহার্দ্দ আছে এবং সেই মহাত্মাই ইঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্ম আমার ভ্রাতা, বান্ধব ও প্রিয় সখা, অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে। আজি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী। আজি আমাকে সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। আমি সেই উপলক্ষে ইঁহাকেও ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন দান করিব। ইনি আমার ভাগ্যক্রমেই এই পবিত্র দিনে আমার ভবনে অতিথি হইয়াছেন। আর দ্বিজগণকে যে সমুদায় ধন প্রদান করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত রহিয়াছে।

রাক্ষসাধিপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে কৃতস্নান পট্টবস্ত্রধারী নানালঙ্কারভূষিত সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া বিধিপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দিব্য কুশাসন সমুদায় প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর বিপ্রগণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইলে রাক্ষসরাজ বিধানানুসারে তিল, কুশ ও সলিল দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। পিতৃলোক, অগ্নি ও বিশ্বদেবের প্রতিমূর্ত্তি সমুদায় গন্ধপুষ্প প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা পূজিত হইয়া শশাঙ্ক সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতমধুসংযুক্ত দিব্যান্ন পরিপূর্ণ হীরকাঙ্কিত সুবর্ণপাত্র সমুদায় প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ প্রতিবৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের ভবনে পরম সমাদরে স্বেচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজন সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেন। আর শরৎকাল অতীত হইলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। রাক্ষসরাজ তদনুসারে ঐ দিন দক্ষিণা দানের নিমিত্ত অজিন, রাঙ্কব, সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও মহামূল্য হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্ন সমুদায় রাশীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে এই সমুদায় রত্ন ও স্ব স্ব ভোজনপাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন। মহাত্মা বিরূপাক্ষ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

তখন রাক্ষসাধিপতি নানাদেশ হইতে সমাগত রাক্ষসদিগকে ব্রাহ্মণগণের অনিষ্টসাধনে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজগণ! কেবল আজিকার দিবস রাক্ষস হইতে আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না। অচিরাৎ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট ধনগ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গৌতমও অতিভার স্বর্ণভার গ্রহণপূর্ব্বক যাহার পর নাই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষমূলে আগমন ও উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিত্রবৎসল বকরাজ রাজধর্ম্ম তথায় উপস্থিত হইল এবং গৌতমকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্নান্তে মহা আহ্লাদে স্বীয় পক্ষপুট বীজন দ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদনপূর্ব্বক আহার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিল। তখন গৌতম বিলক্ষণ রূপে ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি লোভপ্রযুক্ত শ্রমোপজীবীর ন্যায় এই ভার সংগ্রহ করিয়াছি। বিশেষতঃ আমাকে দূরপথে গমন করিতে হইবে। কিন্তু পথিমধ্যে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারি এমন কোন খাদ্য দ্রব্যই দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে এই বককেই নিহত করা কর্ত্তব্য। ইহার দেহ মাংসরাশিতে পরিপূর্ণ। ঐ মাংস দ্বারা আমার অনায়াসেই পাথেয় নির্ব্বাহ হইবে। দুরাত্মা কৃতঘ্ন গৌতম মনে মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া রাজধর্ম্মের বিনাশসাধনার্থ গাত্রোত্থান করিলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! গৌতম যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, বিহগ রাজ রাজধর্ম্ম ঐ স্থানের অনতিদূরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্বয়ং বিশুদ্ধ চিত্তে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশে শয়ন করিয়াছিল। পাপাত্মা গৌতম ঐ পক্ষীকে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া প্রদীপ্ত বহ্নি দ্বারা তাহার বিনাশসাধন করিলেন। ঐ সময় ঐ কার্য্য যে নিতান্ত পাপজনক, তাহা একবারও মনে উদয় হইল না। প্রত্যুত যাহার পর নাই আহ্লাদেরই সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি ঐ পক্ষীকে পক্ষরোমশূন্য ও অগ্নিতে সুপক্ক করিয়া সেই সমস্ত সুবর্ণের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে সেই দিবস অতীত হইলে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ স্বীয় সখা রাজধর্ম্মকে অবলোকন না করিয়া আপনার পুত্রকে কহিল, বৎস! আজি রাজধর্ম্মকে নিরীক্ষণ করিতেছি না কেন? সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকে। প্রত্যাগমন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই গৃহে গমন করে না। কিন্তু অদ্য দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে আমার গৃহে আগমন করে নাই। তাহার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। আমার বোধ হইতেছে, সেই স্বাধ্যায়শূন্য ব্রাহ্মণ্যবিহীন দ্বিজাধম গৌতম তাহাকে বধ করিয়া থাকিবে। সেই দুরাত্মার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহাকে ভীষণাকার নির্দ্দয় দুষ্ট ও দস্যুর ন্যায় অধম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ দুরাত্মা সেই স্থানে গমন করাতেই আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র রাজধর্ম্মের আবাসে গমন করিয়া সে জীবিত আছে কি না জানিয়া আইস।

রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার পুত্র অন্যান্য রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে সত্বর রাজধর্ম্মের আবাসে গমন পূর্ব্বক সেই বটবৃক্ষের সন্নিধানে তাহার অস্থি সমুদায় নিপতিত অবলোকন করিল। বকের অস্থি দর্শনে রাক্ষসতনয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে গৌতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত ধাবমান হইল এবং বহুদূরে গৌতমকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজধর্ম্মের পক্ষাস্থিচরণশূন্য মৃত দেহের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক মেরুব্রজে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল। রাক্ষসরাজ সখার মৃতদেহ দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আবাসমধ্যে রাজধর্ম্মের বিয়োগনিবন্ধন ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিতান্ত শোকাকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মিত্রবৎসল বিরূপাক্ষ কৃতঘ্ন গৌতমের উপর যাহার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় আত্মজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অন্যান্য রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে এই পাপাশয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ কর। ইহার মাংস ভোজন করিয়া রাক্ষসগণ তৃপ্তি লাভ করুক। এই দুরাত্মা অতিশয় পাপপরায়ণ; অতএব আমার মতে তোমাদিগের হস্তে ইহার মৃত্যুলাভ হওয়াই শ্রেয়। রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তত্রত্য ঘোরবিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই পাপাত্মা ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে আমাদিগের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনি ইহাকে দস্যুদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। পাপাত্মাকে আমাদিগের ভক্ষণার্থ প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। রাক্ষসগণ বিনীত ভাবে এই কথা কহিলে বিরূপাক্ষ তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, তবে অদ্যই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণের দেহ দস্যুগণকে সমর্পণ কর।

তখন সেই রাক্ষসগণ বিরূপাক্ষের আজ্ঞানুসারে পট্টিশ দ্বারা গৌতমের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দস্যুদিগকে প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু দস্যুগণও সেই নরাধমের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইল না। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন রাক্ষসেরাও তাহাকে ভোজন করে না। বরং ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, রাক্ষস বা অন্যান্য কীটেরাও তাহাকে ভক্ষণ করে না।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নানারত্ন সংযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার সমলঙ্কৃত সুগন্ধময় চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্বলিত করিয়া যথাবিধানে বকপতি রাজধর্ম্মের প্রেতকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে বকের মাতা দাক্ষায়ণী সুরভি ঐ চিতার ঊর্দ্ধভাগে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার বদন হইতে অনবরত ক্ষীরমিশ্রিত ফেন নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই ফেন বকরাজের চিতাতে নিপতিত হওয়াতে বকপতি উহার স্পর্শমাত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়া চিতা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাক্ষসনাথ বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাক্ষসের ভবনে সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাক্ষসনাথ! তুমি সৌভাগ্য ক্রমে রাজধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ। এক্ষণে আমি উহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যেরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে ঐ বকপতি লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত না হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যখন সে আমার সভায় সমাগত হইল না, তখন তাহাকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে। হে রাক্ষসনাথ! ভগবান্ ব্রহ্মার সেই বাক্যপ্রভাবেই এই পক্ষী গৌতমকর্তৃক নিহত হইয়াও অমৃত স্পর্শে পুনর্ব্বার জীবিত লাভ করিয়াছে।

সুররাজ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে; বক তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিল, সুরেশ্বর! যদি আমার প্রতি আপনার দয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার পরমবন্ধু গৌতমকে পুনর্জ্জীবিত করুন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বকের প্রার্থনা বাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া অমৃতনিষেক দ্বারা গৌতমকে জীবন প্রদান করিলেন। অনন্তর বকপতি রাজধর্ম্ম পাপপরায়ণ মিত্র গৌতমকে তাঁহার ধন সম্পত্তির সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আবাসে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে ব্রহ্মসদনে সমুপস্থিত হইল। ব্রহ্মা মহাত্মা বককে অবলোকন করিয়া বিধানানুসারে তাহার অতিথি সৎকার করিলেন। এ দিকে গৌতমও পুনরায় কিরাতভবনে সমুপস্থিত হইয়া সেই শূদ্রার গর্ভে দুষ্কর্ম্মকারী পুত্র সমুদায় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গৌতম বকবধ করিলে দেবগণ উঁহাকে এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ঐ কৃতঘ্ন পাপাত্মা গৌতম বিধবা শূদ্রার গর্ভে কতকগুলি পুত্রোৎপাদন করিয়া পরিশেষে নরকগামী হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা স্মরণ করিয়া তোমার নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিলাম। কৃতঘ্নের যশ, আশ্রয় বা সুখ কুত্রাপি নাই। কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, উহাদের কোন রূপেই নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি অনন্ত-

কাল ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। মিত্রের হিতাভিলাষী ও কৃতজ্ঞ হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। মিত্র হইতে সম্মান লাভ, ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ও বিবিধ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে মিত্রের পূজা করিবেন। সুপণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাপাত্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কুলাঙ্গার, পাপাত্মা ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়, হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের মুখে এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব সমাপ্ত।

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি পরম পবিত্র রাজধর্ম্মাশ্রিত আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদায় আশ্রমবাসীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না। আশ্রম সমুদায়ে যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি যে সমুদায় ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের ফল অপ্রত্যক্ষ। পরলোকেই ঐ সমুদায়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ। তপস্যা দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে ইহলোকেই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। লোকে যে যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সংসার তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কলেবর পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে বদ্ধ থাকে, তাহাকে নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহলোকে মোক্ষলাভার্থ যত্নবান্ হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধনক্ষয় অথবা স্ত্রী পুত্র ও পিতার মৃত্যু হইলে কোন্ বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক শোক হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্থনাশ, পিতৃবিয়োগ ও পুত্র কলত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত কাতর হয়, শম গুণাদি অবলম্বন দ্বারা শোক নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ পুত্রশোকসন্তপ্ত মহারাজ সেনজিতের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন; মহারাজ! তুমি অজ্ঞানের ন্যায় কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কিয়দ্দিন পরে তোমার নিমিত্তও লোকে শোক করিবে এবং যাহারা তোমার নিমিত্ত শোক করিবে, তাহাদিগকেও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। ফলতঃ কি তুমি, কি আমি, কি তোমার অনুচরগণ সকলেই যে পুরুষ হইতে ইহলোকে আগমন করিয়াছে, পরিশেষে তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে।

সেনজিৎ কহিলেন, ভগবন্! আপনি কিরূপ বুদ্ধি, তপস্যা, সমাধি, জ্ঞান ও শাস্ত্রবল আশ্রয় করিয়া বিষাদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী সমুদায় প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্ম নিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতেছে। আমি আপনার আত্মাকেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করি না। আবার সমুদায় জগৎকেও আপনার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। আর পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুতেই যে আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিকার আছে, ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। এই নিমিত্তই আমার অন্তঃকরণে হর্ষ বা বিষাদের সঞ্চার হয় না। যেমন মহাসমুদ্র মধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ এক বার পরস্পর মিলিত ও পৃথক্ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্রপৌত্র জ্ঞাতি বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়গণ এক বার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে নিশ্চয়ই বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যখন সংসারমধ্যে আত্মীয়বর্গে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের স্নেহে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। তোমার পুত্র চক্ষুর অগোচর চিন্ময় মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাঁহাতে বিলীন হইয়াছে। তোমার সেই পুত্র তোমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে নাই এবং তুমিও তাঁহাকে সবিশেষ অবগত হইতে পার নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? বিষয় লাভে তৃপ্ত না হওয়াই দুঃখের ও দুঃখ নাশই সুখের কারণ। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের অবসানে সুখ লাভ করিয়া থাকে। কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। তুমি পূর্ব্বে সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেছ, কিয়দ্দিন পরে সুখ ভোগ করিতে পারিবে। শরীরই সুখ ও দুঃখের আশ্রয় স্বরূপ; অতএব দেহিগণ শরীর দ্বারা যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। জীবন শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয়, শরীরের সহিতই বর্ত্তমান থাকে এবং শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মানবগণ বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতাময় সেতুর ন্যায় অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তৈলকারগণের ন্যায় অজ্ঞান সম্ভূত ক্লেশ সমুদায় তিলরাশির ন্যায় প্রাণিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে অনবরত নিপীড়িত করিতেছে। নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ ভার্য্যাদির পোষণার্থ চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয় লোকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপঙ্কে নিপতিত জীর্ণ বনহস্তীর ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অর্থনাশ, পুত্রবিয়োগ ও জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানল তুল্য বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে। এই সংসার মধ্যে সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য সমুদায়ই দৈবায়ত্ত। কি বন্ধুহীন, কি বন্ধুসম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ সমুদায় ব্যক্তিই দৈবপ্রভাবে সুখ লাভ করিয়া থাকে। সুহৃদ্বর্গ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের কারণ নহে। প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখ লাভ হয় না। বুদ্ধি ধন লাভের ও মূঢ়তা অর্থনাশের হেতু নহে। কি বুদ্ধিমান্ কি নির্ব্বোধ, কি বীর, কি ভীরু, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, সুখ সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ দৈব যাহাকে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। দৈব অনুকূল না হইলে সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক। বৎস, গোপ, স্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী, অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ বিড়ম্বনা মাত্র। ইহলোকে যাঁহারা সুষুপ্তি লাভ করিতে পারেন অথবা যাঁহারা নিতান্ত নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। ভেদদর্শীদিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা সমাধি বা সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন, অন্য পথে পদার্পণ করিতে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। ফলত সুষুপ্তি ও সমাধি দ্বারাই লোকের যথার্থ সুখ ভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি এবং সুখলাভ করিয়া সুখদুঃখশূন্য ও মাৎসর্য্যবিহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ তাঁহাদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই নিরন্তর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সদসদ্বিবেকবিহীন গর্ব্বিত মূর্খেরাই শত্রুজয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় পরমানন্দে নিয়ত কাল হরণ করিয়া থাকে। সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হয়। আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ। দক্ষতা দ্বারাই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে, অলস ব্যক্তি কখনই ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ কি দুঃখ কি প্রিয় কি অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না, সুস্থচিত্তে তাহা অনুভব করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এই সংসারে শোক ও ভয়ের

বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে। ঐ সমুদায় মূঢ় ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করে, পণ্ডিতদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ কৌশলজ্ঞ, শাস্ত্রাভ্যাসনিরত, অসূয়াবিহীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মভূত হইতে পারেন, শোকে তাঁহাকে কখনই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শরীরের কোন অঙ্গও যদি শোক, ত্রাস দুঃখ বা আয়াসের কারণ হয়, তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় সমুদায়ের মধ্যে যাহাতে মমতা জন্মে তাহাই পরিতাপের কারণ হইয়া উঠে। আর যাহা যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেই সকল হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়সুখানুরাগী পুরুষকে বিষয় সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে বিনষ্ট হইতে হয়। ঐহিক বিষয়সুখ বা স্বর্গীয়সুখ বৈরাগ্য জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি বলবান্ কি দুর্ব্বল সকলকেই পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইবে। এইরূপে সুখ দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা ঐ বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হন না। তাঁহারা সতত বিষয় সমুদায়ের নিন্দা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কামকে ক্রোধের হেতু ও লোকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষের বিষয়-বাসনা সমুদায় কূর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তখনই তিনি আত্মজ্যোতি প্রভাবে স্বয়ং আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যখন তিনি ভয়, বিষয়ানুরাগ ও বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা না করেন এবং যখন তাঁহা হইতে কেহ ভীত না হয়, সেই সময়েই তাঁহার পরম পদার্থ ব্রহ্ম পদার্থ লাভ হইয়া থাকে। আর যখন তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, অভয় এবং প্রিয়, অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হন, সেই সময়ই তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠে। দুর্ম্মতিরা যাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হইবার নহে এবং যাহাকে প্রাণান্ত-কর রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী।

পূর্ব্বে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা যাহা কহিয়াছিল এবং ক্লেশের সময় যেরূপ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল, আমি এই উপলক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা ঐ বেশ্যা সঙ্কেতস্থানে স্বীয় প্রিয়তম কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সেই ক্লেশের সময় দৈবপ্রভাবে তাহার শান্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তখন সে ক্ষোভ করিয়া কহিতে লাগিল, হায়! যে সর্ব্বান্তর্যামী নির্ব্বিকার পুরুষ আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন, আমি কামাদি দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। এক দিনও হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নাই। আজি আমি আত্মজ্ঞানবলে অজ্ঞান স্তম্ভযুক্ত নবদ্বারসম্পন্ন গৃহ সমাচ্ছন্ন করিব। পূর্ব্বে যে ব্যক্তির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলাম, সেই ব্যক্তি সমাগত হইলে কখনই তাহাকে কান্ত বলিয়া বোধ করিব না। এক্ষণে আমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেই নরকরূপী ধূর্ত্তেরা পুনরায় আমাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না। দৈববশতঃ ও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অনর্থও অর্থরূপে পরি-ণত হইয়া থাকে। আজি আমি জ্ঞানবলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। আশাবিহীন মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আশা পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের কারণ আর কিছুই নাই। পিঙ্গলা এইরূপে আশার উচ্ছেদ করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইল।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ সেনজিৎ ব্রাহ্মণের এই সমুদায় ও অন্যান্য যুক্তি যুক্ত উপদেশ শ্রবণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই সর্ব্বভূতক্ষয়কর কাল অতি সত্বর অতিক্রান্ত হইতেছে, সুতরাং মনুষ্য কি রূপে শ্রেয়োলাভ করিবে? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই স্থলে পিতাপুত্র সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কোন স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা সেই মোক্ষধর্ম্মার্থ কুশল লোকতত্ত্ববিশারদ মেধাবী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! মনুষ্যের পরমায়ু অতি সত্বর ক্ষয় হইতেছে, ধীরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, আপনি তাহা যথার্থরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

পিতা কহিলেন, বৎস! মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে পিতৃগণের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা করিবে এবং পরিশেষে বিধিপূর্ব্বক অগ্ন্যাধান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক মুনি হইবে।

পুত্র কহিলেন, তাত! এই জীবলোক নিরন্তর অভিভূত ও আক্রান্ত হইতেছে, এবং ইহাতে অমোঘ বিষয় সমুদায় নিরন্তর গতায়াত করিতেছে, সুতরাং আপনি কি রূপে আমাকে ঐ প্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন?

পিতা কহিলেন, বৎস! তুমি আমাকে কি নিমিত্ত এইরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিলে? জীবলোক কোন্ বস্তু দ্বারা অভিভূত ও কোন্ বস্তু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে কি রূপ অমোঘ বিষয় সকলই বা নিরন্তর গতায়াত করিতেছে?

পুত্র কহিলেন, তাত! এই জীবলোক সততই জরা দ্বারা অভিভূত ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে আয়ুক্ষয়কর রাত্রি সমুদায় পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত উহা অবগত হইতেছেন না। আমি যখন বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছি যে, রাত্রি সকল প্রতিনিয়ত জগতে সঞ্চরণ করিয়া লোকের আয়ুক্ষয় করিতেছে এবং মৃত্যু ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, তখন কিরূপে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিব। যখন প্রত্যেক রাত্রি লোকের আয়ু-ক্ষয় করিতেছে, তখন মনুষ্যের জীবিতকাল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অল্প সলিলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের অভিলাষ সুসম্পন্ন না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ করে এবং ব্যাঘ্রী যেমন মেষকে লইয়া যায়, সেইরূপ সে বিষয়াসক্ত চিত্ত, কাম্যকর্ম্মের ফলভোগে প্রবৃত্ত, মনুষ্যকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কালপ্রতীক্ষা করা নিতান্ত অনু-চিত। মনুষ্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপরাহ্নে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে, তাহাও কেহ অবধারণ করিতে পারে না। মনুষ্যের জীবন অনিত্য; অতএব যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখ লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য মোহপ্রভাবে পুত্র কলত্রা-দির কার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে কোন প্রকারে হউক উহাদিগকে ভরণ পোষণ করে, কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়সম্ভোগে অপরিতৃপ্ত পুত্রাদি পরিবৃত মনুষ্যকে অনায়াসে হরণ করিয়া থাকে। লোকে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য্য অর্দ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই কৃতান্তের বশীভূত হয়। মনুষ্য কিছুমাত্র কর্ম্মের ফল উপভোগ না করিতে করিতেই এবং ক্ষেত্র গৃহ ও বিপণীকার্য্যে সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু তাহাকে আত্মসাৎ করে। কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি শূর, কি ভীরু, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত মৃত্যু কাহাকেই পরিত্যাগ করে না। হে তাত! যখন মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ নিমিত্ত সমুৎপন্ন দুঃখ সমুদায় দেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তখন আপনি কি প্রকারে সুস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জরা ও মৃত্যু দ্বারা স্থাবর জঙ্গমা-ত্মক সমুদায় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিভূত রহিয়াছে। গ্রামে বাস মৃত্যু-মুখে অবস্থানের তুল্য। অরণ্য দেবতার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, অতএব তথায় বাস করিয়া তপস্যা করাই শ্রেয়। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসার বন্ধনের রজ্জু। পুণ্যবান্ লোক সেই রজ্জু

ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করেন; আর যে ব্যক্তি পাপাত্মা সে কখনই সেই রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে, হিংস্র ও তস্করগণ তাহার কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনা স্বরূপ। কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না। সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সত্যেই অমৃত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব সত্যব্রত, সত্যযোগ ও সত্য আগম পরায়ণ হইয়া সত্য দ্বারাই মৃত্যুকে পরাজয় করিবে, মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটিই দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমি একণে ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় কাম ক্রোধ ও হিংসাশূন্য, সত্যপরায়ণ ক্ষমাবান্ এবং সম-দুঃখ সুখ হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিব। উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে আমি শান্তিযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, বাগ্‌যজ্ঞ, মনোযজ্ঞ ও কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কখনই হিংসামূলক পশুযজ্ঞ বা অনিষ্ট ফলোপধায়ক ক্ষত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যাঁহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও সত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ ও বিরক্তির তুল্য সুখ আর কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ। অতএব আমি কখনই জায়ার গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব না। পুত্র আমার উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহে। আমি ব্রহ্মেই উৎপন্ন হইব। একাকীত্ব, সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, তপস্যা ও যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্তিই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। বিনশ্বর ঐশ্বর্য্য, বন্ধু বান্ধব ও পুত্র কলত্রে প্রয়োজন কি? আপনার পিতা ও পিতামহ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই; অতএব বুদ্ধি মধ্যে প্রবিষ্ট ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করুন।

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ পুত্রের এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা ধনবান্ বা নির্দ্ধন হইয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে অবস্থান করে, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে শম্পাকগীত নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন হইল শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য দুঃখনিবন্ধন অন্ন বস্ত্রের ক্লেশে এবং স্বীয় পত্নীর কুৎসিত ব্যবহারে নিতান্ত কাতর হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে কহিয়াছিলেন যে, ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র বিবিধ সুখ দুঃখ মানবগণকে আশ্রয় করে। কিন্তু মনুষ্য যদি সেই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হইবামাত্র উহা দৈবায়ত্ত বলিয়া বোধ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর আহ্লাদ বা কাতরতায় অভিভূত হইতে হয় না। তুমি সেই কামবিহীন হইয়াও চিত্তসংযমে অসমর্থ হইয়াছ বলিয়া মোক্ষধর্ম্মের অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইতেছ না। ধনদারাদি সমুদায় ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলে অনায়াসে সুখলাভ হইতে পারে। অকিঞ্চন ব্যক্তিই সুখে শয়ন ও সুখে গাত্রোত্থান করে। ইহ-লোকে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ সুখলাভের একমাত্র নিদান। কামাত্মা ব্যক্তিদিগের উহা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, কিন্তু সংসারবিরত ব্যক্তিরা উহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে। বিশুদ্ধাত্মা অকিঞ্চন দরি-দ্রের সমকক্ষ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে নয়নগোচর হয় না। রাজ্য ও অকিঞ্চনতা এই উভয়কে পরিমাণ করিলে অকিঞ্চনতা সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ উভয়ের এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজ্যেশ্বর নিরন্তর কালগ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন। আর অকিঞ্চন ব্যক্তি ধনত্যাগ নিবন্ধন অগ্নি, অশুভ গ্রহ, মৃত্যু বা দস্যু হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। যে ব্যক্তি শান্তিগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানু-সারে বিচরণ ও বাহু উপধান করিয়া ধূলিতে শয়ন করে, দেবতারাও সতত তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ধনবান্ ব্যক্তি ক্রোধ লোভের বশীভূত হইয়া বক্রভাবে দর্শন, মুখবিকার প্রদর্শন, ভ্রূকুটী বন্ধন, অধরোষ্ঠ দংশন ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পৃথিবী দহনে উদ্যত হইলেও কেহই তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হয় না। ঐশ্বর্য্য-সেবা অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া সমীরণসঞ্চালিত শরৎকালীন জলধরের ন্যায় বিচলিত করিতে থাকে। তখন আমি কেবল মনুষ্য নহি; রূপবান্, ধনবান্, ও সৎকুলোদ্ভব এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে মহা অভিমান জন্মে। ঐ অভিমান নিবন্ধন চিত্তের প্রমাদ উপস্থিত হইলেই লোকে ক্রমে ক্রমে পিতৃসঞ্চিত সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষী হয়। তখন ব্যাধ যেমন শরনিকরে মৃগকে আহত করে, তদ্রূপ নরপতি সেই সেই উন্মার্গপ্রস্থিত পরস্বাপহারী দস্যুকে রাজদণ্ড দ্বারা তাড়িত করিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ভিন্ন তাহার অগ্নিদাহ ও অস্ত্রবিদারণপ্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ ক্লেশও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব অনিত্য পুত্রাদি কামনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধি সহকারে সেই সমুদায় দুঃখের প্রতীকার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ না করিলে নির্ভয়ে শয়ন এবং সদ্গতি বা সুখ লাভের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই; অতএব আপনি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হউন।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে হস্তিনানগরে মহাত্মা শম্পাক আমার নিকট এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; অতএব সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি কেহ কৃষি, বাণিজ্য এবং যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া ধনলাভ করিতে না পারিয়া ধনতৃষ্ণায় অভিভূত হয়, তাহা হইলে কিরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার সুখলাভ হইতে পারে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে দৃষ্টিপাত, ঐশ্বর্য্যাদি লাভে অনাস্থা, সত্য বাক্য প্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কর্ম্মানু-ষ্ঠানের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী বলিয়া পরিগণিত হন। পণ্ডিতেরা ঐ পাঁচটিকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় ভিন্ন স্বর্গ, ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট সুখ লাভের উপায়ান্তর নাই। মহাত্মা মঙ্কি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মা বারংবার ধন লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ ধন দ্বারা দুইটি গোবৎস ক্রয় করিলেন। ঐ বৎসদ্বয় মঙ্কির আবাসে অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হইত। একদা হতভাগ্য মঙ্কি উহাদিগকে ভূমিকর্ষণে শিক্ষিত করিবার অভিলাষে যুগকাষ্ঠে সম্যক্‌রূপে যোজিত করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময় উহারা পথিমধ্যে এক উষ্ট্রকে শয়ান দেখিয়া সহসা বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক মহাবেগে তাহার স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল। উষ্ট্র সেই বৎসদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে যাহারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে বারংবার উৎক্ষেপণ করিতে করিতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। তখন মঙ্কি সেই বৎসদ্বয়কে পরম শত্রু উষ্ট্র কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট-প্রাণ ও মৃতপ্রায় দেখিয়া কহিলেন, যে অর্থ দৈব কর্ত্তৃক সম্পাদিত না হয়, সুনিপুণ ব্যক্তি বিশেষরূপে যত্ন করিলেও তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারে না! আমি নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই গোবৎসদ্বয় ক্রয় করিয়া ধনলাভের বাসনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে এবিষয়েও এই দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। আমার এই প্রিয় বৎসদ্বয় উৎপথ-গামী উষ্ট্রের গমন দোষে বারংবার উৎক্ষিপ্ত মণিদ্বয়ের ন্যায় লম্বমান হইতেছে। এক্ষণে দৈব ব্যতীত এই দুর্ঘটনার অন্য কোন কারণই লক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং এবিষয়ে পৌরুষপ্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল। যদিও লোকদৃষ্টান্তে পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে উহা যে দৈবায়ত্ত তাহা অবশ্যই বোধগম্য হইবে। যাহা হউক সুখাভিলাষী পুরুষের বৈরাগ্য আশ্রয় করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি একবারে অর্থ সাধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন। মহাত্মা শুকদেব সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়

পিতার আবাস হইতে অরণ্যে গমন করিবার সময় এই কয়েকটী অতি উত্তম কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি স্বীয় সমুদায় অভীষ্ট লাভে সমর্থ হন, আর যিনি সমুদায় অভীষ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন, এই উভয়ের মধ্যে ভোগবিরত শেষোক্ত ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয়। পূর্ব্বে কেহই ভোগাভিলাষের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। যাহারা নিতান্ত মূঢ় তাঁহাদিগেরই শরীর ও জীবন রক্ষায় মহাযত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

অতএব হে অর্থকামুক মন! তুমি আশা হইতে নিবৃত্ত হও এবং বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন কর। পূর্ব্বে, তুমি বারংবার আশা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছ, তথাপি বৈরাগ্য অবলম্বন কর নাই। এক্ষণে যদি তোমার আমাকে বিনাশ না করিয়া আমার সহিত ক্রীড়া করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আর আমাকে বৃথা ধনলোভ প্রদর্শন করিও না; তুমি বারংবার ধনসঞ্চয় করিয়াও উহা রক্ষা করিতে পার নাই, তথাপি তোমার ধনাশা নিবৃত্তি হইতেছে না। আর কবে উহা তিরোহিত হইবে? হায়! আমার কি মূর্খতা! আমি এখনও তোমার ক্রীড়াপাত্র হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। কি পূর্ব্বে কি এক্ষণে কখনই কেহ আশার পারাকাষ্ঠা সন্দর্শনে সমর্থ হয় নাই। অতএব আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। আশা ত্যাগ করিলে আর পরের অনুবর্ত্তী হইতে হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সমুদায় পরিত্যাগ করাতে আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

হে বাসনা! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার হৃদয় বজ্রের ন্যায় নিতান্ত সুকঠিন। নচেৎ তোমার উপর শত শত অনিষ্টপাত হইলেও উহা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? আমি তোমাকে এবং তোমার প্রিয়বস্তু সকলকেও বিলক্ষণ অবগত আছি; এক্ষণে আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া পরমাত্মা হইতে পরম সুখ লাভ করিব। তুমি সঙ্কল্প হইতেই সম্ভূত হইয়া থাক; অতএব আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেই তুমি সমূলে উন্মূলিত হইবে। অর্থস্পৃহা কখনই সুখাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থলাভ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অর্থ হস্তগত হইলে চিন্তাতরঙ্গে নিমগ্ন হইতে হয় এবং অধিকৃত ধনের নাশ হইলে উহা মৃত্যু তুল্য ঘোরতর দুঃখাবহ হইয়া উঠে। ফলত অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও অর্থলাভ না হইলে লোকের যে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, বোধ হয়, উহা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ আর কিছুই নাই। কোন ক্রমে অর্থ লাভ হইলেও তাহাতে লোকের তৃপ্তি লাভ হয় না; প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে অধিক লাভের আশা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, ধনতৃষ্ণাই আমার বিনাশের মূল; অতএব হে বাসনা! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। যে পঞ্চভূত আমার দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহারা আমার দেহ হইতে যেখানে ইচ্ছা হয় গমন করিয়া সুখে বাস করুক। অহঙ্কারাদি কাম ও লোভের অনুগত। অতএব তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি নাই; অতঃপর আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রতা আশ্রয় করিব। আমি স্বদেহে সর্ব্বভূত ও আত্মাকে অবলোকনপূর্ব্বক যোগবিষয়ে বুদ্ধি, শ্রবণাদি জ্ঞানে একাগ্রতা ও ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিরুপদ্রবে পরম সুখে এই জগতে বিহার করিব। বাসনা! আর তুমি আমাকে কার্য্যে প্রেরণ করিয়া দুঃখে নিপতিত করিতে সমর্থ হইবে না। তৃষ্ণা, শোক ও শ্রম প্রভৃতি সমুদায়ই তোমা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ করিব! ধনের অনেক দোষ। মনুষ্যের ধন ক্ষয় হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্দ্ধন ব্যক্তিকে নিরন্তর অবজ্ঞা ও অপমান করে। অর্থে যে অল্পমাত্র সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহাও দুঃখজালে জড়িত। যাহার ধন থাকে দস্যুগণ তাহাকে নিরন্তর বিবিধ ক্লেশ প্রদানপূর্ব্বক উত্তেজিত করে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি বহুকালের পর জানিলাম যে, অর্থলালসা অতিশয় ক্লেশকর। অতএব হে বাসনা! তুমি আর আমাকে বৃথা ক্লেশ প্রদান করিও না। তুমি অনলের ন্যায় শরীর দগ্ধ করিয়া থাক; তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী বালক ও দুরাকাঙ্ক্ষী; তোমার যখন যাহাতে অভিরুচি হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইতে আমাকে অনুরোধ কর। কোন্ বস্তু সুলভ আর কোন্ বস্তু দুর্লভ তাহা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই। পাতালের ন্যায় তোমাকে কোন রূপেই পরিপূর্ণ করা যায় না। তুমি পুনরায় আমাকে দুঃখে পাতিত করিতে অভিলাষ করিতেছ; অতএব আজি অবধি আমি এককালে তোমার সংবাসে বিরত হইলাম। আজি দ্রব্যনাশ নিবন্ধন দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে আমি সহসা সমুদায় ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি; সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ করিব না। ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞানবশত তোমার প্রীতিসাধন করিতে গিয়া যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ধননাশনিবন্ধন বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে পরম সুখে গমন করিব। আর তুমি আমার সহবাস বা আমার সহিত ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইবে না। এখন কেহ অপমান বা হিংসা করিলে আমি তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং কেহ বিদ্বেষ পূর্ব্বক অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে তাঁহাতে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিব। নিত্য যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক সুখী হইব। তুমি আমার পরম শত্রু; সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ করিব না, এক্ষণে বৈরাগ্য, নিবৃত্তি, তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা ও দয়া আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। অতএব কাম, লোভ, তৃষ্ণা ও দীনতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করুক। আমি এখন লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হইয়াছি; আর লোভের বশীভূত হইয়া অজিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় দুঃখ ভোগ করিব না। যিনি যে পরিমাণে কাম পরিত্যাগ করেন, তাঁহার সেই পরিমাণে সুখ লাভ হয়। কামাধীন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দুঃখই ভোগ করে। রজোগুণ প্রভাবেই কামের উৎপত্তি হয় এবং কাম ও ক্রোধ বশত দুঃখ, নির্লজ্জতা ও অসন্তোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ঐ গুণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে আমি গ্রীষ্মকালে সুশীতল হ্রদের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয় পূর্ব্বক সমুদায় কার্য্য হইতে বিরত হইয়া যথার্থ সুখানুভব করিতেছি। কামজনিত লৌকিক সুখ ও পারত্রিক সুখ সমুদায় তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। অতঃপর আমি ভীষণ শত্রুস্বরূপ কামকে বিনাশ পূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্মরূপ সুখময় পুরে প্রবেশ করিয়া নরপতির ন্যায় পরম সুখে অবস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা মঙ্কি এইরূপে গোবৎসনাশজনিত বৈরাগ্যপ্রভাবে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দরূপ উৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

পূর্ব্বকালে শান্তিগুণাবলম্বী বিদেহাধিপতি জনকও এই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, আমার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই, কিন্তু আমি যাহার পর নাই অকিঞ্চন; এই মিথিলা নগরী সমুদায় ভস্মাবশেষ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। এক্ষণে এই বিষয়ে মহাত্মা বোধ্যের যে এক উপদেশ বাক্য কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা নরপতি যযাতি শান্তগুণান্বিত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষি বোধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি কোন্ বুদ্ধি অনুসারে শান্তিগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বোধ্য কহিলেন, মহারাজ! আমি স্বয়ং অন্যান্যের উপদেশানুসারে চলিতেছি, কিন্তু কাহাকেও উপদেশ প্রদান করি না। যাহা হউক, আমি যাহার যাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বিবেচনা করুন। পিঙ্গলা, একটি ক্রৌঞ্চ, সর্প, ভ্রমর, এক জন শরনির্ম্মাতা ও এক কুমারী এই ছয় জন আমার উপদেষ্টা।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। আশাকে বিনাশ করিতে পারিলেই পরম সুখ লাভ হয়। পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরম সুখে শয়ন করিয়াছিল। নিরামিষ ব্যক্তিরা ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়া একটি ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছিল। স্বয়ং গৃহ নির্ম্মাণ করা কখনই সুখের হেতু নহে। দেখ, সর্প পরনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরম সুখে অবস্থান করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভৃঙ্গের ন্যায়, পর্য্যটন করত নিরুপদ্রবে পরম সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এক শরনির্ম্মাতা শরনির্ম্মাণে এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, রাজা তাহার সম্মুখে আগমন করিলেও সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্ন ভাবে কতকগুলি অতিথিকে ভোজন করাইবার বাসনায় উদূখলমূষল দ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সমুদায়

বারংবার পলায়মান হইতে লাগিল। তখন সে অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই মহা কলহ উপস্থিত হয়, এই বিবেচনায় ক্রমে ক্রমে শঙ্খচূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। মনুষ্য কিরূপ চরিত্র আশ্রয় করিলে শোকশূন্য হইয়া পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে পারে এবং কি রূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই বা উৎকৃষ্ট গতি লাভে সমর্থ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আজগর প্রহ্লাদসংবাদ নামে এক প্রচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দানবরাজ প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে স্থিরচিত্তে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বিষয়বাসনাশূন্য, নিরহঙ্কার, পরমদয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, নিরুদ্বেগ অসূয়াবিহীন, সত্যপরায়ণ, প্রতিভাসম্পন্ন, মেধাবী ও প্রাজ্ঞ হইয়া বালকের ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। আপনার বিষয় লাভের প্রার্থনা নাই। ক্ষতি হইলেও আপনি কিছুমাত্র সন্তপ্ত হন না এবং কোন বস্তুতে অনাদরও করেন না। প্রজা সকল স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু আপনি বিমনস্ক হইয়া নিত্য পরিতৃপ্তের ন্যায় ধর্ম্মার্থ কামেও ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন। ঐ ত্রিবর্গসাধনে আপনার কিছুমাত্র অধ্যবসায় নাই। আপনি রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমুদায়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক মুক্তের ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। অতএব যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনার প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যবহার কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন সেই লোকধর্ম্মবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন, দানবরাজ! সেই অনাদি পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূত সমুদায়ের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ হইতেছে, এই কারণে আমি হৃষ্ট বা ব্যথিত হই না। প্রবৃত্তি সমুদায় স্বভাব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে; স্বভাব ব্যতিরেকে প্রজা সকলের অন্য আশ্রয় নাই, এই নিমিত্ত আমি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও পরিতুষ্ট হই না। সংযোগ সকল বিয়োগের বশীভূত এবং সঞ্চয় সমুদায় বিনাশের অধীন, এই নিমিত্ত আমি কোন বস্তুলাভেই মনোনিবেশ করি না। গুণযুক্ত ভূত সমুদায় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য কোন কার্য্যেই লিপ্ত হয় না। সাগরগর্ভে কি মহৎ ও কি সূক্ষ্ম সকল জন্তুরই পর্য্যায়ক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে; পৃথিবীস্থ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় বিনাশের বশীভূত এবং অন্তরীক্ষচর দুর্ব্বল ও বলবান্ পক্ষিগণও মৃত্যুর আয়ত্ত। নভোমণ্ডলচারী ক্ষুদ্র বৃহৎ জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায় কালক্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। আমি এইরূপে সকল ভূত মৃত্যুর বশীভূত হইতেছে দেখিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া থাকি। আমি যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ হইলে প্রভূত ভোজ্যও ভোজন করি এবং কিছুমাত্র আহার না করিয়াও বহু দিন অতিক্রম করিয়া থাকি। লোকে আমাকে কখন সুস্বাদু প্রচুর ভোজ্য, কখন বা অল্পমাত্র অন্ন ভোজন করাইয়া থাকে। কখন কখন আমাকে অনাহারেও কালযাপন করিতে হয়। আমি কখন তণ্ডুলকণা, কখন তিলকল্ক, কখন বা পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। কোন সময়ে প্রাসাদোপরি পর্য্যঙ্কে, কখন বা ভূতলে শয়ন করি; কোন দিবস চীবর, কখন ক্ষৌম, কখন অজিন এবং কখন বা মহামূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি। আমি কখনই যদৃচ্ছালব্ধ ধর্ম্মানুগত উপভোগে অনাস্থা প্রদর্শন করি না এবং যাহা দুর্লভ তাহা লাভ করিতেও আমার অভিরুচি হয় না।

হে দানবরাজ! আমি পবিত্র ভাবে এইরূপ অবিনশ্বর মঙ্গলজনক শোকাপনোদক আজগর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ এই ব্রত অবলম্বন করিতে পারে না। ইহা ব্রহ্মলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। আমার বুদ্ধি এই ব্রত হইতে কদাচ বিচলিত হয় না। আমি স্বধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট নহি। আমার জীবিকা অতি পরিমিত। আমি পূর্ব্বাপর সমস্তই অবগত আছি এবং ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মোহে কদাচ অভিভূত হই না। আমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছি, ইহাতে পান ভোজনের নিয়ম নাই। এই ব্রতপরায়ণ হইয়া আমি বিলক্ষণ সুখসম্ভোগ করিতেছি। দুরাত্মারা কখন ঐ সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। মূঢ় ব্যক্তিরা তৃষ্ণাপ্রভাবে অভিভূত হইয়া অর্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু অর্থ অধিকৃত না হইলে যাহার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া থাকে। আমি তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা ইহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। দীন ব্যক্তি অর্থাগমের নিমিত্ত আর্য্য ও অনার্য্য উভয়বিধ ব্যক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা দর্শন করিয়াই আমি শান্তিনিষ্ঠ ও ব্রাহ্মপরায়ণ হইয়াছি। সুখ, অসুখ, লাভ, অলাভ, অনুরাগ, বিরাগ এবং মৃত্যু ও জীবন সমুদায়ই বিধিনির্দ্দিষ্ট, ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে। এক্ষণে আমি ভয়, অনুরাগ, মোহ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া অজগর সর্পের ন্যায় সমীপে সমুপস্থিত ফলভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি সততই ধৈর্য্যসম্পন্ন ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া পদার্থের আলোচনা ও পদার্থনির্ণয় করিয়া থাকি। শয়ন ভোজনাদি বিষয়ে আমার কিছুমাত্র নিয়ম নাই। আমি স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, ব্রতনিয়মপরায়ণ, শুচি ও সত্যবাদী। কার্য্যফলসঞ্চয় করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। বিষয়বাসনাই আমার চিত্তকে পরিণামে দুঃখ প্রদান করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছিল, আমি তাহার সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত তাহাকে সুসংযত করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং বাক্য মন ও বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম কামাদির উপেক্ষা না করিয়া ঐ সমুদায় হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা দুর্লভ ও অনিত্য বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক এই আজগরব্রত অবলম্বন করিয়াছি। কবিগণ এই ব্রত লক্ষ্য করিয়া আপনার ও অন্যের মত লইয়া বুদ্ধিপ্রভাবে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। মূর্খ মনুষ্যেরা এই বিষয়ে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহাদের সেই বাক্যে অনাদর করিয়া শাস্ত্রযুক্তির অনুসারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনসমাজে এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য এবং ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধ বর্জ্জিত হইয়া এই অজগরচরিতব্রত অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই সুখভোগে সমর্থ হয়।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বান্ধব, কর্ম্ম, ধন ও প্রজ্ঞা এই সমুদায়ের মধ্যে মনুষ্য কাহাকে আশ্রয় করিলে সুখী হইতে পারে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজ্ঞাই প্রাণিগণের পরমোৎকৃষ্ট আশ্রয়। প্রজ্ঞালাভের তুল্য পরমলাভ কিছুই নাই। প্রজ্ঞাই মোক্ষ ও স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। মহাত্মা বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও মঙ্কি স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইলে পর একমাত্র প্রজ্ঞাপ্রভাবেই শ্রেয়োলাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ প্রজ্ঞার তুল্য পরম পদার্থ আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ইন্দ্র ও কাশ্যপ সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ধনবান্ বৈশ্য গর্ব্বিত হইয়া এক কশ্যপকুলসম্ভূত তপোধনকে রথচক্রাঘাতে নিপীড়িত করিয়াছিল। ঋষিকুমার সেই আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও অধৈর্য্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং মনোমধ্যে যাহার পর নাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, ইহলোকে নির্দ্ধন ব্যক্তির জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। অতএব আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

তপোধন মনে মনে দুঃখচিত্ত হইয়া আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দুঃখ দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া শৃগালরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, তপোধন। সমুদায় প্রাণীই মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ জাতি প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয়। তুমি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ; বিশেষত শ্রোত্রিয়; অতএব কি নিমিত্ত এই সুদুর্লভ জন্মলাভ করিয়া মূঢ়তা বশত মৃত্যু কামনা করিতেছ? ধনলাভ কেবল অহঙ্কারের হেতু। তুমি ধনলোভনিবন্ধন কি নিমিত্ত স্বীয় মনুষ্যদেহ বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইতেছ? ইহলোকে যাঁহাদিগের হস্ত আছে, তাঁহারাই কৃতার্থ বলিয়া পরিগণিত হন। তোমার যেমন ধনলাভে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আমরাও তদ্রূপ হস্তলাভের নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকি। হস্তলাভের তুল্য উৎকৃষ্ট লাভ

আর কিছুই নাই। আমরা পাণিবিহীন হইয়াছি বলিয়াই কণ্টক উদ্ধার ও দংশমশকাদি দংশনপরায়ণ প্রাণিগণকে বিনাশ করিতে পারি না, কিন্তু যাঁহাদিগের ঈশ্বরপ্রদত্ত দশাঙ্গুলি সমন্বিত হস্তদ্বয় বিদ্যমান আছে, তাঁহারা অনায়াসেই অঙ্গ হইতে কৃমিগণকে উদ্ধার, কণ্ডূয়ন দ্বারা দংশননিরত প্রাণিগণকে বিনাশ, বর্ষা হিম ও রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ভোজ্য শয্যা ও বাসস্থান লাভ করিতে সমর্থ হন। ইহলোকে মানবগণ হস্তসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই গো প্রভৃতি পশুগণ দ্বারা ভারবহন করাইয়া লয় এবং আত্মসুখভোগের নিমিত্ত বিবিধ উপায় দ্বারা উহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখে। ফলত যাহারা অজিহ্ব, অল্পবল ও হস্তবিহীন, তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তুমি যে আপনার সৌভাগ্য বলে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছ এবং শৃগাল, কৃমি, মূষিক, সর্প বা মণ্ডুককুলে অথবা অন্য কোন পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ কর নাই, এই লাভেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। এই দেখ, কৃমিগণ আমাকে নিরন্তর দংশন করিতেছে, কিন্তু আমি হস্তাভাব নিবন্ধন উহাদিগকে গাত্র হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যদি আমি এই যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমাকে ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই ভয়েই আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি না। আমি যে পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা মধ্যবিধ। ইহা অপেক্ষাও বহুতর অপকৃষ্ট যোনি বিদ্যমান রহিয়াছে। হস্তপদাদির সদ্ভাব ও অসদ্ভাব নিবন্ধন এক জাতীয় প্রাণিগণকে অন্য জাতীয় প্রাণিগণ অপেক্ষা সুখী লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশুপক্ষ্যাদি কাহাকেও সম্পূর্ণ সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যগণ প্রথমত আঢ্যতা লাভ করিয়া রাজ্য, রাজ্য লাভানন্তর দেবত্ব ও দেবত্বলাভের পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে। যদিও তুমি ধনবান্ হও, তথাপি ব্রাহ্মণত্ব প্রযুক্ত রাজ্যলাভে অসমর্থ হইবে। যদি কথঞ্চিৎ রাজ্য লাভ করিতে পার, তাহা হইলে দেবত্বলাভে অভিলাষ করিবে এবং দেবত্ব লাভ করিলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হইবে; কিন্তু তুমি ধনাঢ্যই হও কিংবা রাজত্ব দেবত্ব বা ইন্দ্রত্ব লাভ কর, কোন অবস্থাতেই পরিতুষ্ট হইতে পারিবে না। প্রিয়লাভ দ্বারা মানবগণের কখনই তৃপ্তিলাভ হয় না। বিষয় লাভ হইলে তাহাদিগের বিষয়তৃষ্ণা শান্ত না হইয়া সমিধসম্পন্ন হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। আর দেখ, তোমাতেই তোমার শোক, হর্ষ ও সুখ দুঃখ সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে এরূপ বিলাপ না করিয়া হর্ষ দ্বারা শোক মার্জ্জন করাই তোমার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বাসনা ও কার্য্য সমুদায়ের মূল স্বরূপ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-গ্রামকে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় শরীরমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারেন এবং শিরঃ কল্পিত দ্বিতীয় মস্তক ও তৃতীয় বাহু ছেদনজনিত দুঃখচিন্তার ন্যায় দৈবভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন; তাঁহাকে কদাপি ভীত হইতে হয় না। স্পর্শন, দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেই কামের উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি বুদ্ধিপ্রভাবে রসজ্ঞানবিহীন হইতে পারেন, কাম তাঁহাকে কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। এই পৃথিবীস্থ ভক্ষ্য দ্রব্য সমুদায়ের মধ্যে তুমি যে যে দ্রব্য কখন ভোজন কর নাই, তাহার কিরূপ আস্বাদ, তাহা কখনই তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় না। দেখ, মদ্য ও লড্ডুক পক্ষীর মাংস এই উভয়ের তুল্য সুখজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই, কিন্তু ঐ উভয়ের যে কিরূপ আস্বাদ তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পারিবে না; অতএব অপ্রাশন, অসংস্পর্শ ও অদর্শনরূপ ব্রত অবলম্বন করাই পুরুষের শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই। আর দেখ, হস্ত সমন্বিত বলবান্ ও ধনবান্ মনুষ্যেরাও অন্য মনুষ্যের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বারংবার বধবন্ধনভয়ে ভীত হইয়াও হাস্য কৌতুক ও বিহারাদি দ্বারা কাল হরণ করিতেছে। অনেক বাহুবল সম্পন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইয়াও ভবিতব্যতার অখণ্ডনীয় প্রভাবে অতি ঘৃণিত নীচবৃত্তি অনুশীলন করিয়া থাকেন। চণ্ডালও মায়া প্রভাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনাকে নীচ জ্ঞান বা আত্মপরিত্যাগের ইচ্ছা করে না। এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য মনুষ্য বিকলহস্ত, পক্ষাহত ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত সুখী বলিয়া বিবেচনা কর। যদি তোমার দেহ ভয়শূন্য ও রোগবিহীন এবং অঙ্গ সমুদায় অবিকল হয়, তাহা হইলে তুমি কখনই জনসমাজে ধিক্কৃত বা জাতিভ্রংশকর অপবাদে আক্রান্ত হইবে না; অতএব এক্ষণে তুমি আত্ম-পরিত্যাগের বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। যদি তুমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার এই সমুদায় বাক্য হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে অবশ্যই বেদোক্ত ধর্ম্মের ফললাভে সমর্থ হইবে। এক্ষণে তুমি অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসংস্কার, সত্যানুষ্ঠান, দান ও দমগুণ আশ্রয় কর। কাহারও সহিত স্পর্দ্ধা করিও না। যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত হইয়া যজন ও যাজন কার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা কখন শোক অথবা অশুভ চিন্তা করেন না। যাঁহারা শুভ নক্ষত্র, শুভ মুহূর্ত্ত ও শুভ তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধ্যানুসারে যজ্ঞ, দান ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ হইয়াও যাহার পর নাই সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আর যাহারা আসুর নক্ষত্রে কুতিথিতে অশুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই যজ্ঞফল বিহীন হইয়া পরিশেষে অসুরযোনিতে উৎপন্ন হইতে হয়। আমি পূর্ব্ব জন্মে বেদনিন্দক, পুরুষার্থশূন্য, আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় অনুরক্ত, কুতর্কপরায়ণ, নাস্তিক ও পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ ছিলাম। বিচারস্থলে কটু বাক্য প্রয়োগ ও উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতাম। সেই নিমিত্ত এক্ষণে আমাকে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে হইতেছে। অতঃপর যদি শত শত দিবারাত্রি অবসানেও আমার পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়, তাহা হইলে আমি সতত সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, যজ্ঞদাননিরত ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও পরিত্যাজ্য বিষয় পরিত্যাগ করিব। শৃগালরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে কাশ্যপ সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে শৃগালকে কুশলী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সুররাজের যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন।

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা, গুরুশুশ্রূষা ও প্রজ্ঞা শ্রেয়োলাভের হেতু কিনা? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বুদ্ধি কামক্রোধাদিযুক্ত হইলেই চিত্ত পাপকর্ম্মে নিরত হয় এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই অতি ক্লেশকর লোকে অবস্থান করিতে হয়। পাপাত্মা ব্যক্তিরাই দরিদ্র হইয়া বারংবার দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, ভয় ও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে। আর দমগুণান্বিত শুভাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ধনাঢ্য হইয়া বারংবার উৎসব, স্বর্গ ও সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানশূন্য নাস্তিকদিগকে হস্তবন্ধনী রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ও নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ব্যাঘ্র, কুঞ্জর, সর্প ও তস্করপরিপূর্ণ অরণ্য-মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। আর যাহারা সাধুসহবাসে অনুরক্ত, বদান্য এবং দেবতা ও অতিথিপ্রিয়, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের তুল্য পদবীতে পদার্পণ করেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধান্যমধ্যে পুলাক ও পক্ষিমধ্যে মশকের ন্যায় মনুষ্য মধ্যে নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগামী হইয়া মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন এবং কার্য্য আরম্ভ করিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে থাকে। ফলত সকলকেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতে হয়। কাল জীবগণের কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ফল পুষ্প যেমন কোন চেষ্টা না করিলেও নির্দিষ্ট সময়ে পরিপক্ক হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলও যথাসময়ে পরিণত হইয়া থাকে। ফলভোগ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে মনুষ্যকে আর তাহার ফলস্বরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ এবং বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয় না। মানবগণ গর্ভশয্যায় শয়ান থাকিয়াও পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ফলত মনুষ্য বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যেরূপ শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। যেমন গোষ্ঠমধ্যে সহস্র সহস্র ধেনু বর্ত্তমান থাকিলেও বৎস আপনার মাতার নিকটে গমন করে, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমুদায় কর্ত্তার সমীপেই সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রক্ষালিত বস্ত্রের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হয়। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোবনে বাস করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা পাপরাশি

দূরীকৃত করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে যেমন আকাশমার্গে পক্ষিগণের এবং সলিলমধ্যে মৎস্যসমূহের গমনকালে পাদচিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের গতিও লক্ষিত হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে অত্যন্ত বাগাড়ম্বর বা দোষ কীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, কেবল এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মনুষ্য বিবেচনাপূর্ব্বক আপনার হিতোপযোগী কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও বায়ুযুক্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আর কোন্ মহাত্মাতেই বা ইহা প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হইবে? ভূত সমুদায় কিরূপে সৃষ্ট হইল? কি প্রকারেই বা ইহাদিগের বর্ণ বিভাগ, শৌচাশৌচ-নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দ্দেশ করা হইল? প্রাণিগণের প্রাণ কিরূপ এবং দেহান্তে উহারা কোথায় গমন করে, আর ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার? আপনি এই সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করিলে তপোধন ভৃগু যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রাচীন কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভরদ্বাজ কৈলাসশিখরে প্রভাজালজড়িত মহর্ষি ভৃগুকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, অগ্নি, ভূমি ও বায়ু সমাবৃত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে? কোন্ মহাত্মাতেই বা উহা প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হইবে। প্রাণী সকল কিরূপে সৃষ্ট হইল? কিরূপেই বা উহাদিগের বর্ণবিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দ্দেশ করা হইল? জীবগণের জীবন কিরূপ এবং দেহান্তে উহারা কোথায় গমন করে? ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার? আপনি এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মসঙ্কাশ ভগবান্ ভৃগু মহাত্মা ভরদ্বাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, মানস নামে এক সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যক্ত, অব্যয়, পরম দেবতা আছেন। সেই দেবতা সর্ব্বাগ্রে মহৎকে সৃষ্টি করিলেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভূ একটি তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিধান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র 'সোঽহং' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অহঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্র চতুষ্টয় রুধির, আকাশ উদর, সমীরণ নিশ্বাস, তেজ অগ্নি, স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক আকাশ মণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত সমুদায় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। সিদ্ধগণও ঐ মহাত্মাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি-নির্ম্মাতার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে মহাত্মা ভূত সকলকে উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবান্ অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ। অপ্রশান্তমনা দুরাচারেরা তাঁহাকে বিদিত হইতে পারে না। তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! আপনি নভোমণ্ডল, দিক্ সমুদায়, ভূতল ও বায়ু এই সমুদায় পদার্থের পরিমাণ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! আকাশমণ্ডল অনন্ত, রমণীয় ও চতুর্দ্দশ ভুবনে সমাকীর্ণ। চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব রশ্মির ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন গতির পর আর আকাশ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না। উহাদিগের যে স্থান অপ্রত্যক্ষ, তথায় অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দেবগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও অতি দুর্গম অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তসীমা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। এই অসীম আকাশে উপর্য্যুপরি যে কত শত স্বয়ংপ্রভ তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেবতা বাস করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। পৃথিবীর পর সমুদ্র, সমুদ্রের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর সলিল, সলিলের পর অগ্নি, ওদিকে আবার রসাতলের পর সলিল, সলিলের পর ভুজঙ্গ লোক, ভুজঙ্গ লোকের পর পুনরায় আকাশ, আকাশের পর পুনরায় জল আছে। এবং দেবতারাও আকাশ, অগ্নি, বায়ু ও সলিলের অন্ত অবধারণ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ অগ্নি, বায়ু, সলিল ও পৃথিবী আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঐ সমুদায় পদার্থকে আকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ যে বিবিধ শাস্ত্র মধ্যে ত্রৈলোক্য ও মহাসাগরের পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তারাদি রূপ প্রমাণ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত মাত্র সন্দেহ নাই। যে বস্তুর চরম সীমা অদৃশ্য ও অগম্য কোন্ ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? যদিও সিদ্ধ ও দেবগণের আশ্রয়ভূত আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনন্ত নামের অনুরূপ রূপসম্পন্ন মহাত্মা মানসের সীমা নাই। যখন তাঁহার দিব্য রূপ কখন হ্রাস ও কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাঁহার সদৃশ ভিন্ন আর কে তাহা বিদিত হইতে সমর্থ হইবে। এইরূপে সেই মহাত্মা মানস পদ্ম হইতে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মময় প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! যদি ব্রহ্মা পদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পদ্ম তাঁহার অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; তবে আপনি কি নিমিত্ত ব্রহ্মাকে পূর্ব্বজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? এক্ষণে আমার এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ইহা অপনোদন করুন।

ভৃগু কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা মানসের যে মূর্ত্তি ব্রহ্মার দেহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, উহাকে আসনবিধানার্থ পৃথিবী পদ্মরূপে পরিকল্পিত হয়। গগনস্পর্শী সুমেরু ঐ পদ্মের কর্ণিকা। জগৎপ্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা সেই কর্ণিকা মধ্যে বাস করিয়া লোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্। ভগবান্ ব্রহ্মা সুমেরুতে অবস্থান করিয়া কিরূপে এই বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিলেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ কমলযোনি মানসিক কল্পনাপ্রভাবে বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগের রক্ষণার্থ প্রথমত সলিলের সৃষ্টি করেন। সলিল প্রজাগণের জীবনস্বরূপ। উহার প্রভাবেই জীবগণ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহার অভাবেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। উহা দ্বারা এই বিশ্বসংসার সমাকীর্ণ রহিয়াছে। ফলত পৃথিবী, পর্ব্বত ও মেঘ প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তিমান্ পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই সলিল হইতে সম্ভূত।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! স্থূলাবয়বসম্পন্ন জল, অগ্নি, বায়ু ও পৃথিবী কিরূপে সৃষ্ট হইল, তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

ভৃগু কহিলেন, দ্বিজবর! পূর্ব্বে ব্রহ্মকল্পে ব্রহ্মর্ষিদিগেরও এইরূপ লোকসম্ভব বিষয়ে মহা সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সন্দেহ হওয়াতে তাঁহারা আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ করিয়া মৌনভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দৈব শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল যে, ব্রাহ্মণগণ! পূর্ব্বে কেবল এই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান ছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি আর কোন পদার্থই ছিল না। অনন্তর এই আকাশ হইতে অপর আকাশের ন্যায় সলিল ও সলিল হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল। যেমন ছিদ্রশূন্য পাত্র জলপূর্ণ করিলে সেই জল ভেদ করিয়া শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আকাশ সলিলযুক্ত হওয়াতে সহসা বায়ু সেই জলরাশি ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে সমুত্থিত হইয়াছিল। সেই সমুদ্রসমুত্থিত বায়ু অদ্যাপি আকাশমার্গে অবিশ্রান্তে সঞ্চরণ করিতেছে। অনন্তর জল ও বায়ুর সংঘর্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ঊর্দ্ধশিখ হুতাশন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল এবং সমীরণসংযোগে জল ও আকাশকে একত্র করিয়া, ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

ঐ ঘনীভূত পদার্থ আকাশে উত্থিত হইবার সময়, উহা হইতে যে স্নেহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই স্নেহ আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবী নানাবিধ রস, গন্ধ, স্নেহ ও প্রাণিগণের উৎপত্তি স্থান। ইহাতে সমুদায় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মনে মনে যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কি? আর প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে জরায়ুজ ও স্বেদজ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে, তবে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটিই বা কি নিমিত্ত মহাভূত বলিয়া পরিগণিত হইল? তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! অপরিমেয় পদার্থই মহৎশব্দ বাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়াই মহাভূত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জগতে যে কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই এইরূপে পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাণিগণের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও পঞ্চভূতাত্মক, শ্রোত্র আকাশাত্মক, ঘ্রাণ পৃথিব্যাত্মক, রসনা জলাত্মক, ত্বক্ বাতাত্মক ও চক্ষুঃ তেজোময়। ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই যদি পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থাবরদেহে কি নিমিত্ত পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না। দেখুন, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদের শরীরেও রুধিরাদি দ্রবপদার্থ, অগ্নিরূপ তেজ, অস্থিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমান নাই, তবে উহারা কিরূপে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পোদ্গম হইতেছে, তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক্, ফল ও পুষ্প সমুদায় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফলপুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, উহাদের শ্রবণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনহীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না। অতএব যখন লতা সমুদায় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্ততঃ গমন করে, তখন উহাদের দর্শনশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূল দ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যেমন মুখ দ্বারা উৎপলনাল গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপগণ পবন সংযোগে মূল দ্বারা সলিল পান করে। এইরূপে যখন উহাদিগকে সুখদুঃখসংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূলজাল যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্য বিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চভূত জঙ্গমগণের শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত থাকাতেই তাহারা অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে। ঐ পঞ্চভূত প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া জীবগণের শরীরে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী ত্বক্, মাংস অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুরূপে; তেজ অগ্নি, ক্রোধ, চক্ষু ও উষ্মা জঠরানলরূপে; আকাশ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, মুখ, হৃদয় ও কোষ্ঠরূপে এবং জল শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, রস ও শোণিতরূপে এবং বায়ু প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমানরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাণ প্রাণিগণের গমনাদিক্রিয়া সম্পাদন ও ব্যান উদ্যম সাধন এবং অপান গুহ্যদেশে ও সমান হৃদয়ে অবস্থান করে। আর উদান বায়ু দ্বারা তাহারা নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে এই পঞ্চবিধ বায়ু দেহিগণের চেষ্টা সমাধান করিয়া থাকে। ভূমি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস এবং তেজোময় চক্ষু দ্বারা রূপ ও বায়ু দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। পৃথিবীর পাঁচ গুণ; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; তন্মধ্যে গন্ধের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ নয় প্রকার, ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রূক্ষ ও বিশদ। গন্ধগুণ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলের চারি গুণ; রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে রসের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। রস ছয় প্রকার; মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু। রসগুণ জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তেজের তিন গুণ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। চক্ষুর প্রভাবে যে রূপ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রূপ ষোড়শ প্রকার। হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল, শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও অতি দারুণ। রূপ তেজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বায়ুর দুই গুণ; শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ একাদশ প্রকার; উষ্ণ, শীত, সুখকর, দুঃখজনক, স্নিগ্ধ, বিশদ, খর, মৃদু, রূক্ষ, লঘু ও গুরু। স্পর্শগুণ বায়ু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ। শব্দ সাত প্রকার; ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্তবিধ শব্দ পটহাদিতে বিদ্যমান দেখা যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। মনুষ্যাদি প্রাণী এবং মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ ও রথ প্রভৃতি অপ্রাণীদিগের যে সমস্ত শব্দ শ্রবণ করা যায়, তৎসমুদায়ই আকাশসম্ভূত; এই নিমিত্ত শব্দ আকাশজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু লোকের শব্দজ্ঞানের কারণ। লোকে বায়ুর অনুকূলতা বশতই শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহার প্রতিকূলতা নিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়। প্রাণিগণের শরীরস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় বাতাত্মক প্রাণ দ্বারাই ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলত জল, অগ্নি ও বায়ু ইহারা নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া উহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। উহারা প্রাণিগণের শরীরের মূল।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! অগ্নি পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভ পূর্ব্বক কিরূপে প্রাণিগণের দেহে রহিয়াছে এবং বায়ুই বা ঐ রূপ শরীর লাভ করিয়া কি প্রকারে জীবগণের দেহের চেষ্টা সমাধান করিতেছে?

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি অগ্রে অগ্নির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বলবান্ অনিল প্রাণিগণের দেহে যেরূপে বিচরণ করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্নি প্রাণিগণের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক শরীর-রক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নি সমভিব্যাহারে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রাণ ভূতগণের আত্মা সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয় স্বরূপ। প্রাণ দেহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অগ্নিকে সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমান বায়ু উহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপান বায়ু বস্তিমূল ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন কর্ম্ম ও বল এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে, অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যান বায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। অগ্নি শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও ঊর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত একটি স্রোত আছে, ঐ স্রোতের অন্তর্ভাগেই গুহ্য। সেই স্রোতের চতুর্দ্দিক্ হইতে দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহচর্য্যে ঐ সমুদায় শিরা দ্বারা সমুদায় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উষ্মা; উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু অগ্নিবেগপ্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমন পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে।

নাভির অধোভাগে পক্বাশয়, ঊর্দ্ধভাগে আমাশয় আছে এবং জঠরানলে সমুদয় ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগকূর্ম্মাদি পাঁচ এই দশবিধ বায়ু প্রভাবে নাড়ী সমুদায় দ্বারা শরীরমধ্যে ঊর্দ্ধ অধ ও তির্য্যগ্ ভাবে পরিচালিত হয়। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত বিদ্যমান আছে, উহা যোগীদিগের যোগসাধনের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথ দ্বারা আত্মাকে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে অগ্নি প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সহযোগে শরীরমধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! যদি প্রাণিগণ বায়ু দ্বারা জীবিত থাকিয়া অঙ্গসঞ্চালন, নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে এবং যদি জঠরানলই লোকের উষ্মভাব প্রকটন ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, তাহা হইলে ত প্রাণিগণের জীব নিতান্ত নিষ্ফল। প্রাণিগণ যে সময় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তখন ত তাহাদিগের শরীর হইতে জীব নির্গত হইতে দেখা যায় না; ঐ সময় তাহাদিগকে কেবল বায়ু ও উষ্মভাব বিহীন হইতেই দেখা যায়। যদি জীব বায়ুময় বা বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইত, তাহা হইলে উহা বায়ুচক্রের ন্যায় বোধগম্য করা যাইত। বিশেষত যদি বায়ুর সহিত জীবের সংশ্লেষ থাকিত, তাহা হইলে যৎকালে লোকের দেহ হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া যায়, তখন জীব নিশ্চয়ই পৃথগ্ভূত ও জ্ঞেয় হইত। আর যখন কূপমধ্যে প্রদত্ত জল ও হুতাশনে প্রদত্ত প্রদীপশিখার ন্যায় উহার স্বরূপ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন উহাকে ব্রহ্মাংশ বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। যদি এই পাঞ্চভৌতিক কলেবরে একমাত্র ভূতের অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্যান্য ভূতচতুষ্টয় পরস্পর পৃথক্ভূত হইয়া যায়। অনাহারে সলিল ও অগ্নি, শ্বাসনিগ্রহে বায়ু, কোষ্ঠনিরোধে আকাশ এবং ব্যাধি ও ব্রণাদি দ্বারা মেদিনী বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পৃথিব্যাদি একমাত্র পদার্থের ধ্বংসনিবন্ধন অন্যান্য পদার্থচতুষ্টয় পৃথগ্ভূত ও দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব কাহার অনুগমন, কি শ্রবণ ও কি রূপে বাক্য প্রয়োগ করে? আমি পরলোকে যাত্রা করিলে এই গাভী আমাকে উদ্ধার করিবে এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি গোদান করে, সেই গাভী কি রূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? যখন গাভী, গৃহীতা ও দাতা এই তিন জনকে ইহলোকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে, তখন তাহাদিগের পুনরায় সমাগমের সম্ভাবনা কোথায়? বিহঙ্গম কর্ত্তৃক ভক্ষিত শৈলাগ্র হইতে নিপতিত ও অগ্নিতে দগ্ধ মানবগণ কি পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পারে? বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে যখন উহা পুনরায় প্ররোহিত হয় না, তখন মৃত ব্যক্তি কি রূপে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে? যাহা হউক, আমার বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে একমাত্র বীজ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জন্তুগণ যে সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সন্তান সন্ততি হইতেই অপর অন্যান্য সন্তান সন্ততির সৃষ্টি হয়, কিন্তু যাহারা একবার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনই জন্ম গ্রহণ করে না।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীবের ধ্বংস নাই। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব উহা হইতে দেহান্তরে গমন করে। কেবল শরীর বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। সমিধ সকল ভস্মীভূত হইলে অগ্নি যেমন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ দেহের অবসান হইলে শরীরস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! দাহ্য বস্তুর বিনাশে অগ্নিরও ত বিনাশ হইয়া থাকে। দাহ্য বস্তু না থাকিলেও যে অগ্নি বর্ত্তমান থাকে, তাহার প্রমাণ কি?

ভৃগু কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! দাহ্য বস্তুর শেষ হইলে অগ্নি অদৃশ্য হয় বটে কিন্তু উহার এককালে ধ্বংস হয় না। উক্ত আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা উহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি। ঐরূপ জীবাত্মাও শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে এবং নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের নয়নগোচর হয় না। অগ্নি জ্ঞানময় জীব স্বরূপ। উহা বায়ুর সহিত সঙ্গত হইয়া দেহমধ্যে অবস্থান করে। নিশ্বাস-পবন রুদ্ধ হইলেই উহার নাশ হয় এবং উহার নাশ হইলেই দেহ ভূতলে নিপতিত ও বিলীন হইয়া যায়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের শরীরের বায়ু আকাশের এবং জ্যোতি বায়ুর অনুগমন করে। আকাশ, অগ্নি ও বায়ু ইহারা যেমন পরস্পর একত্র অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ জল ও মৃত্তিকা পরস্পর একত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চ ভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু অদৃশ্য এবং মৃত্তিকা ও জল দৃশ্য পদার্থ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! প্রাণিমাত্রেরই শরীরে যে অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে জীবের লক্ষণ কি তাহা কীর্ত্তন করুন। পঞ্চজ্ঞান-সমন্বিত পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবাত্মা কিরূপে অবস্থান করিতেছে? এই মেদ, মাংস শোণিত, স্নায়ু ও অস্থিসমাকীর্ণ দেহ বিদীর্ণ করিলেও ত জীবাত্মা নয়নগোচর হয় না। যদি এই পাঞ্চভৌতিক দেহের চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে উহা লোকের অনুভূত হইবার সম্ভাবনা কি? আপনার মতে জীবাত্মা কর্ণের সাহায্যে শ্রবণ এবং চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনই শ্রবণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যদি মনঃসংযোগ না থাকে, তাহা হইলে লোকের কখনই শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মে না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত হইলে তৎকালে কখনই তাহার শ্রবণ, দর্শন আঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন অথবা হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, চিন্তা ও বাঙ্নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব যখন মনঃ শরীরের সমুদায় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তখন অনর্থক জীবাত্মা স্বীকার করিবার তাৎপর্য্য কি?

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! মন পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং উহা দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অন্তরাত্মা লোকের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শারীরিক কার্য্যসাধন করিতেছে। সেই অন্তরাত্মাই রূপ, গন্ধ, আঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ও আস্বাদন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। উহারই সুখ দুঃখ অনুভব হয়। আত্মার সহিত বিয়োগ উপস্থিত হইলে দেহ আর কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যখন লোকের শরীরস্থিত অগ্নি স্বরূপ আত্মার বিয়োগনিবন্ধন লোকের রূপ, স্পর্শাদি জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, তখনই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সমুদায় জগৎ জলময়, জল জীবগণের মূর্ত্তি স্বরূপ। লোকবিধাতা ব্রহ্মা আত্মরূপে সমুদায় জীবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ঐ সকল গুণ হইতে বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আত্মা পদ্মমধ্যে জলবিন্দুর ন্যায় দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। উহা সমুদায় জীবের হিতকারী, যোগাদি দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি উহার গুণ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন আত্মার সুখ দুঃখ ভোগের দ্বার। উহারা আত্মার প্রভাবে চেষ্টাযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পরমাত্মা নির্গুণ, উহার সহিত কোন কার্য্যেরই সংস্রব নাই। জীবাত্মার বিনাশ নাই। যাহারা আত্মার ধ্বংস নিরূপণ করে, তাহারা মূঢ়। জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে; দেহান্তরে গমনই তাহার মৃত্যু।

হে দ্বিজোত্তম! আত্মা এইরূপে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া গূঢ় ভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শীরাই কেবল অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে উহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সতত যোগসাধন ও অল্পাহার প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ এবং চিত্তপ্রসাদ নিবন্ধন শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মায় লীন হইয়া শাশ্বত সুখাস্বাদন করিয়া থাকেন। শরীরমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতিঃ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকেই জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়

হে ভরদ্বাজ! ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ লাভের উপায় স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ, বৈশ্যেরা রজ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! সকল মনুষ্যেই ত সর্ব্বপ্রকার গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব কেবল গুণ দ্বারা কখনই মনুষ্যগণের বর্ণভেদ করা যাইতে পারে না। দেখুন, সমুদায় লোককেই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম প্রভাবে ব্যাকুল হইতে হয় এবং সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে; অতএব গুণ দ্বারা কি রূপে বর্ণবিভাগ করা যাইতে পারে!

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! ইহলোকে বস্তুত বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগৎই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন; অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই লোভবশত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ সতত বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন, এই নিমিত্তই তপস্যা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারেন, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে আদিদেব মনে মনে প্রজাসৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রাচীন মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে বেদোক্ত সংস্কারসম্পন্ন স্বকার্য্যনিশ্চয়জ্ঞ প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলত আদিদেবের মানসী সৃষ্টির পর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন লোক হইতে নূতন লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।

একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন; তপোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ভরদ্বাজ! যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, ও অতিথিসৎকার এই ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ নিত্য ব্রতনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাঁহাদিগকে দান, অদ্রোহ অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হন। আর যাহারা বেদহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সতত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ব বস্তু ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণনা করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে সম্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মণের বিবিধ উপায় দ্বারা ক্রোধলোভের শাসন ও আত্মসংযম করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ ও লোভ অমঙ্গলের নিদান। অতএব যথোচিত যত্নসহকারে উহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধ হইতে শ্রী, মাৎসর্য্য হইতে তপস্যা, মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ফললাভের কামনা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং বিধি পূর্ব্বক দান ও হোম করেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সমুদায় লোকের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং হিংসা ও অধিকৃত বিত্তবাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয়জয় করিতে সমর্থ হন। সকলেরই ইহলোক ও পরলোকে ভয়হীন হইবার নিমিত্ত আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। তপোনিরত সংযতাত্মা পরলোক জয়াভিলাষী মুনিদিগের পুত্রদারাদি পরিবারবর্গে লিপ্ত থাকা বিধেয় নহে। স্থূলপদার্থে সমুদায়ই ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যোগীরা যোগপ্রভাবেই উহা দর্শন করিতে সমর্থ হন। অতএব সূক্ষ্মশরীরদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিরা অবিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে জীবাত্মার সহিত সংলগ্ন ও জীবাত্মাকে ব্রহ্ম পদার্থে লীন করিবেন। বৈরাগ্যই নির্ব্বাণপদ লাভের নিদান। ব্রাহ্মণগণ বৈরাগ্যপ্রভাবেই পরম সুখের আস্পদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং শুদ্ধাচার ও সদ্ব্যবহার আশ্রয় করাই ব্রাহ্মণজাতির প্রধান লক্ষণ।

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে তপোধন! সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্য প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাপালন করিয়া থাকে। লোকে সমুদায় সত্যপ্রভাবেই স্বর্গ লাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। ঐ অন্ধকারপ্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে। লোকে ঐ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকার স্বরূপ। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে ঐ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রকাশ, অপ্রকাশ, দুঃখ ও সুখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ এবং যাহা প্রকাশ, তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম, যাহা অপ্রকাশ, তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ। বিজ্ঞ লোকেরা এই জগতে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ এবং অসুখনিদানভূত সুখ জীবলোককে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে পারিয়া কদাচ বিমোহিত হন না। সতত দুঃখবিমুক্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়াই উচিত। লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য। চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে তাঁহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্য অসত্যরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহার অন্তরে সুখ থাকিলেও উহা প্রকাশিত হইতে পারে না। সুখ দুই প্রকার; শারীরিক ও মানসিক। লোকে সুখের নিমিত্তই বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের উৎকৃষ্টতর ফল আর কিছুই নাই। সুখই সকলের প্রার্থনীয়; উহা আত্মার গুণবিশেষ। ধর্ম্মার্থই উহার মূল স্বরূপ। উহার উদ্দেশেই ধর্ম্মার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে তপোধন! আপনি যে সুখকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, আমি উহার তাৎপর্য্য কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না। দেখুন, মহাত্মা মহর্ষিগণ এই আত্মার উৎকৃষ্ট গুণবিশেষ সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়াই ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক একাকী তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি কামজনিত সুখে কদাচ মনোনিবেশ করেন না। আর ভগবান্ উমাপতি রতিপতিকে সম্মুখীন দেখিয়া ভস্মাবশেষ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধ হইতেছে যে, সুখ মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং ইহা আত্মার উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। অতএব আপনি যে কহিলেন, সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, এই বাক্যে আমার

তাদৃশ বিশ্বাস হইতেছে না। আর পুণ্য হইতে সুখ ও পাপ প্রভাবে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহাও কেবল লোকপ্রবাদমাত্র বোধ হইতেছে।

ভৃগু কহিলেন, ভরদ্বাজ! অনৃত হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়। যাহারা সেই অন্ধকার প্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিরন্তর বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও ধননাশজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। সুতরাং তাহাদের সুখলাভের সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তির ঐ সমুদায় শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, তিনিই সুখানুভব করিতে সমর্থ হন। দেবলোকে এই সমস্ত দুঃখ কখনই অনুভব হয় না। তথায় নিরন্তর সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে; ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশমাত্র নাই। ফলত দেবলোকে প্রতিনিয়ত সুখই রহিয়াছে; নরকে কেবল দুঃখই অবস্থান করিতেছে এবং এই সংসারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান আছে; অতএব সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক সর্ব্বভূতজননী পৃথিবী স্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতি স্বরূপ এবং শুক্র তেজঃস্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্ত্রী পুরুষের সহযোগে শুক্রপ্রভাবে লোকসৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যগণ তাঁহার সেই নিয়মানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! দান, ধর্ম্ম, আচার, তপস্যা বেদাধ্যয়ন ও হোমকার্য্যে কি ফলোদয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! হোম দ্বারা পাপের উপশম, বেদাধ্যয়ন দ্বারা শান্তিলাভ, দান দ্বারা ভোগ ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। দান দুই প্রকার; ঐহিক ও পারলৌকিক। অসৎপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সৎপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখ লাভ হয়। যিনি যেরূপ দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহর্ষে! কে কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে? ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং ধর্ম্ম কয় প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে মহাত্মারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাই স্বর্গফলভোগে সমর্থ হন, আর যাহারা তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিতান্ত মূঢ়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন্! পূর্ব্বে মহর্ষিরা চারি আশ্রমের যেরূপ ধর্ম্মনির্ণয় এবং তাঁহারা স্বয়ং যেরূপ আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! প্রথমতঃ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাগণের হিতসাধন ও ধর্ম্মরক্ষণার্থ চারি আশ্রম নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। আশ্রমবাসীরা পবিত্রতা, সংস্কার, বিনয়, নিয়ম ও ব্রতপ্রভাবে সংযত হইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য ও সায়ংকালে অগ্নির উপাসনা এবং নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা, অভ্যর্থনা, বেদাভ্যাস, বেদার্থগ্রহণ, তিন বার স্নান, অগ্নিরক্ষা ও নিত্য ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাঁহারা গুরুর আরাধনা করিয়া বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গফল প্রাপ্তি ও অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম; এই আশ্রমের আচার ও লক্ষণ সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নির্গত ও সদাচারে নিরত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানজন্য ফললাভে অভিলাষী হন, গৃহস্থাশ্রম তাঁহাদিগের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি আকর হইতে প্রাপ্ত অথবা স্বীয় বেদাধ্যয়নপ্রভাব, যাজনাদিক্রিয়া ও হোমাদি নিয়মজনিত দেবতার প্রসাদলব্ধ ধন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। এই আশ্রম, সমুদায় আশ্রমের মূল। কি গুরুকুলনিবাসী, কি পরিব্রাজক, কি অন্যান্য ব্রতনিয়ম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সকলেরই এই আশ্রম হইতে ভিক্ষাদান ও হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের ধনসঞ্চয় নিষিদ্ধ। উঁহারা প্রায়ই বেদাধ্যয়ন ও তীর্থদর্শনপ্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে দর্শনমাত্র অসূয়াশূন্যচিত্তে গাত্রোত্থান, অভিগমন, অভিবাদন ও মিষ্ট সম্ভাষণ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে আসন, শয়ন, আহার প্রদান ও পূজা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে অতিথিসৎকার না করে, অতিথি তাহার গৃহ হইতে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় তাহাকে স্বীয় সঞ্চিত পাপ প্রদানপূর্ব্বক তাহার পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক ও শ্রাদ্ধতর্পণ দ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষিলোক এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির প্রীতি সম্পাদন করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সকলের সহিত সুমধুর প্রিয় সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিন্দা, পরুষবাক্য প্রয়োগ, অবজ্ঞা অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা কদাপি বিধেয় নহে। অহিংসা, সত্য ও অক্রোধ সমুদায় আশ্রমেরই উৎকৃষ্ট তপস্যা স্বরূপ। গৃহস্থাশ্রমে মাল্যাভরণ ধারণ, বস্ত্র পরিধান, তৈলমর্দ্দন, গন্ধদ্রব্য সেবন, নৃত্যদর্শন, গীতবাদ্য শ্রবণ, বিহার ও চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ত্রিবর্গসাধন এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তিনি সাধুজনোচিত গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই আশ্রমে থাকিয়া সতত কাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়াও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে স্বর্গলাভ দুর্লভ হয় না।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ভরদ্বাজ! বানপ্রস্থেরা স্বধর্ম্মানুসারে মৃগ, মহিষ, বরাহ, শার্দ্দূল ও বন্য মাতঙ্গসমাকীর্ণ অরণ্যে তপোনুষ্ঠান এবং পবিত্র তীর্থ, নদী ও প্রস্রবণ প্রভৃতি বিবিধ প্রদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। গ্রাম্য বস্ত্র, আহার ও উপভোগে তাঁহাদিগের অভিরুচি থাকে না। উঁহারা বন্যফল মূল পত্র ও ওষধি পরিমিতরূপে ভোজন; ভূমি, পাষাণ, বালুকাময় প্রদেশ, কর্কর ও ভস্মের উপর শয়ন; কাশ, কুশ, চর্ম্ম ও বল্কল পরিধান; কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ; নিয়মিত সময়ে স্নান এবং যথানিয়মে বলি ও হোমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমিৎ কুশ ও কুসুম প্রভৃতি পূজোপহার সংগৃহীত ও সম্মার্জ্জিত না করিয়া কদাচ বিশ্রাম লাভ করেন না। অনবরত শীত, উত্তাপ, বৃষ্টি ও বায়ু সহ্য করাতে উঁহাদিগের ত্বক্ সমুদায় ভিন্ন এবং বিবিধ নিয়ম ও আহারসঙ্কোচ দ্বারা মাংস ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। তাঁহারা কেবল কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা অতি সুধীর। যিনি এইরূপ ব্রহ্মবিবিহিত ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় দোষ সমুদায় দগ্ধ ও দুর্জ্জয় লোক সমুদায় আপনার আয়ত্ত করিতে পারেন।

এক্ষণে পরিব্রাজকদিগের আচার কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরিব্রাজকেরা অগ্নি, ধন, কলত্র ও অন্যান্য ভোগ্য দ্রব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন। ধর্ম্মার্থকামে কদাচ আসক্ত হন না। কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন, সকলেরই প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং কায়মনোবাক্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদ্‌গণের কোন অপকার সাধন করেন না। তাঁহাদিগের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহারা নিরন্তর পর্ব্বত, পুলিন, বৃক্ষমূল ও দেবগৃহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা কখন গ্রামে ও কখন বা নগরে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু নগরে একাদিক্রমে পাঁচ রাত্রি ও গ্রামে এক রাত্রি ব্যতীত অবস্থান করেন না। তাঁহারা গ্রাম বা নগর মধ্যে গমন করিয়া কোন সদাশয় ব্রাহ্মণের আবাসে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভিক্ষার্থ কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং কদাচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কারে অভিভূত বা পরনিন্দা ও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, তাঁহার কাহা হইতেও ভয় উৎপন্ন হয় না। যিনি আপনাতে শরীর অগ্নি সমাহিত করিয়া সেই অগ্নির উদ্দেশে আপনার মুখে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাতরূপ হবিঃ প্রদান করেন, তিনি সাগ্নিকদিগের লোক লাভ করিতে সমর্থ

হন। যিনি সংকল্পহীন বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্তে শাস্ত্রানুসারে মোক্ষাশ্রম আশ্রয় করেন, তিনি ইন্ধনশূন্য জ্যোতির ন্যায় প্রশান্তভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা শুনিয়াছি যে, এই ভারত-বর্ষের পর অন্য লোক বিদ্যমান আছে। কিন্তু উহা ত কাহার নয়নগোচর হয় না। অতএব ঐ লোক কিরূপ তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! উত্তরদিকে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক সর্ব্ব-গুণান্বিত পরমপবিত্র প্রদেশে পাপবিহীন মঙ্গলজনক লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। লোভমোহবিবর্জ্জিত পাপহীন পবিত্রচিত্ত মানবগণ ঐ লোকে নিরুপদ্রবে কালহরণ করেন। তথায় অকালমৃত্যু বা ব্যাধির নামগন্ধও নাই। এই সমস্ত গুণ থাকাতেই ঐ স্থান স্বর্গতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সকলেই পরদারগমনে বিরত, স্ব স্ব পত্নীর প্রতি অনু-রক্ত, পরস্পর নিপীড়নে পরাঙ্মুখ ও বিস্ময়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতে-ছেন। তথায় কিছুমাত্র অধর্ম নাই। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয় না এবং তথায় কার্য্যানুষ্ঠানের ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই লোকে কেহ কেহ অপূর্ব্ব অট্টালিকাবাসী ও স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিত হইয়া বিবিধ পানীয় পান ও ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজনপূর্ব্বক সমুদায় কামনা পূর্ণ করিতেছেন। কেহ কেহ ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন এবং কেহ কেহ কঠিন পরিশ্রম দ্বারা যোগবল লাভ করিতেছেন। ফলত ঐ লোক এই ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহলোকে কেহ ধার্ম্মিক, কেহ নিষ্ঠুর, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনবান্, এবং কেহ নির্ধন থাকে। মূর্খ ব্যক্তিরা নিরন্তর শ্রম, ভয়, মোহ, ক্ষুধা ও অর্থলোভে একান্ত মুগ্ধ হয়। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়িণী বিবিধ বার্ত্তা বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ উভয়বিধ বার্ত্তা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি কখনই পাপে লিপ্ত হন না। যে ব্যক্তি দম্ভ, চৌর্য্য, পরিবাদ, অসূয়া, পরপীড়ন, হিংসা, খলতা ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার তপস্যা ক্ষয় হইয়া যায়। আর যিনি ঐ সকল কার্য্যে বিরত থাকেন, তাঁহার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহলোকে ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বিচার ও কর্ম্ম বিবিধ প্রকার। ইহার নাম কর্ম্মভূমি; লোকে এই স্থানে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহারা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের শুভ ফল, আর যাহারা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের অশুভ ফল লাভ হয়। পূর্ব্বে প্রজাপতি দেবতা ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ইহলোকে তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে যাঁহারা যোগে সম্যক্ পূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথিবীর উত্তরভাগস্থিত পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে। আর যাহারা পুণ্যকার্য্যে বিরত হয়, তাহারা ক্ষীণায়ু হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তির্য্যগ্-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। লোভমোহসমন্বিত পরস্পর নিপীড়ননিরত পাপাত্মারাই উত্তরদিক্স্থিত উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে না পারিয়া বারং-বার ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। যাহারা সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিধানানুসারে গুরুশুশ্রূষা করেন, তাঁহারাই লোক সমুদায়ের গতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট বেদোক্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি লোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তখন প্রতাপান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ ভরদ্বাজ মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার যথো-চিত পূজা করিলেন। এই আমি তোমার নিকট জগতের সৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর তোমার যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে আমি আপনার মুখে আচারের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! দুরাচার, দুশ্চেষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি ও সাহসপ্রিয় লোকেরা অসাধু বলিয়া বিখ্যাত আছে। সাধুদিগকেই আচারপূত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ব্যক্তিরা কখনই রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্যমধ্যে নিষ্ঠীবন্মূত্র পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা সাধুজনোচিত আচারনিষ্ঠ হইতে অভি-লাষ করেন, তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর আচমন করিয়া অবগাহন ও অবগাহনের পর তর্পণ করা বিধেয়। সর্ব্বদা সূর্য্যের উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সূর্য্য সমুদিত হইলে আর নিদ্রা-সুখ অনুভব করা উচিত নহে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সাবিত্রী উপা-সনা করা আবশ্যক। হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বমুখীন হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করা বিধেয়। অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্যের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। পাদপ্রক্ষালন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও রজনী-যোগে আর্দ্রপদে শয়ন করা উচিত নহে। দেবর্ষি নারদ এই সমুদায় আচার লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদিন যজ্ঞশালা, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা সাধুব্যক্তির কর্ত্তব্য। কি অতিথি কি প্রেষ্যবর্গ কি আত্মপরিবার সকলকেই আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুই কালই মনুষ্যদিগের ভোজনের প্রকৃত সময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ভোজন করা বিধেয় নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ নিরূপিত সময়ে ভোজন করিলে উপবাসের ফল লাভ হয়। হোমকালে হোমানুষ্ঠান এবং অন্য স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টকে জননীহৃদয়ের ন্যায় হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা ঐ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহারা শাশ্বত ব্রহ্মপদবী প্রাপ্ত হয়। যাহারা যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকাখনন, অগ্নি আহরণার্থ তৃণচ্ছেদন, যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস নখ দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক ভোজন ও নিত্য সোমরস পান করে, তাহাদিগকে অধিক কাল সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যিনি মাংস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কোন মাংস যজুর্ব্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবেন না। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। কি স্বদেশ কি বিদেশ কুত্রাপি অতিথিকে উপবাসী রাখা বিধেয় নহে। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অন্নাদি যাহা লাভ হয়, তাহা পিত্রাদি গুরুজনদিগকে অর্পণ করা উচিত। গুরুজনদিগকে আসন দান, অভিবাদন ও অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহা করিলে আয়ু, যশ ও শ্রী বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিবস্ত্রা পরবনিতাকে অবলোকন করা কদাপি বিধেয় নহে। ঋতুকালীন স্ত্রীসংসর্গ ধর্ম্মানুগত বটে, কিন্তু উহা গোপনে করাই কর্ত্তব্য। তীর্থ সমুদায়ের মধ্যে গুরু এবং পবিত্র বস্তু সমুদায়ের মধ্যে অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। সাধু ব্যক্তিরা গোপুচ্ছ সংস্পর্শ প্রভৃতি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায়ই প্রশস্ত। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই স্ব স্ব কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা উচিত। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেবা-লয়, গোষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ভোজনস্থলে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করা শাস্ত্রসম্মত। সায়ংকাল এবং প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের পুণ্যবৃদ্ধি, কৃষিজীবীদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়ভোগ্য দিব্য বস্ত্র ও অন্নাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যবস্তু প্রদানের সময় "সম্পন্নং" পানীয় প্রদানের সময় "তর্পণং" এবং পায়স যবাগূ ও তিলো-দন প্রদানের সময় "সুশৃতং" বলিয়া জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। ব্যাধিত ব্যক্তিদিগের ক্ষৌরকার্য্য, ক্ষুতপরিত্যাগ, স্নান ও ভোজনের পর ব্রাহ্মণ-দিগকে বন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক। উহা করিলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারে। সূর্য্যাভি-মুখে মূত্র পরিত্যাগ এবং আপনার পুরীষ দর্শন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন এবং শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগকে তুমি বলিয়া সম্ভাষণ বা নামোল্লেখ করিয়া সম্বোধন করা উচিত নহে। কনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তুমি বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা দোষা-বহ হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তিদিগের অঙ্গবিকার অবলোকন করিলেই মনোগত ভাব বুঝিতে পারা যায়। মূর্খ ব্যক্তিরা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা গোপন করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু পরিশেষে সেই পাপ গোপননিবন্ধনই তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে হয়। কারণ পাপ-

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা কোনক্রমে মনুষ্যের অগোচরে রাখা যায়, কিন্তু দেবতারা উহা অবশ্যই অবগত হন, পাপানুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে উহা দ্বারা পাপ এবং ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে তদ্দ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা পাপানুষ্ঠান করিয়া আর তাহা চিন্তাও করে না, কিন্তু রাহু যেমন সময়ক্রমে চন্দ্রের সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাপও যথাসময়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। আশার অধীন হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে তাহা উপভোগ করা নিতান্ত সুকঠিন। কারণ মৃত্যু কাহারও অপেক্ষা করে না। এই নিমিত্তই পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঐরূপ সঞ্চয়ের নিন্দা করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কহেন যে, মনই মানবগণের ধর্ম্মোপার্জ্জনের মূল; অতএব মনোমধ্যে সতত পরের মঙ্গল চিন্তা করাই সাধু ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে অন্ত সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া নিয়মানুসারে একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ধর্ম্মই মনুষ্যদিগের উৎপত্তির কারণ ও দেবতাদিগের অমৃতস্বরূপ। ধর্ম্মপ্রভাবে মানবগণ পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অধ্যাত্মযোগধর্ম্মের অনুষ্ঠান মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ যোগধর্ম্ম কিরূপ এবং এই স্থাবর-জঙ্গমপূর্ণ সমুদায় বিশ্বসংসার কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে ও প্রলয়-কালে কাহাতেই বা লীন হইবে? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শ্রেয়স্কর সুখস্বরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আচার্য্যগণ এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে যে ব্যক্তি উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহার পরম প্রীতি ও সর্ব্বভূতহিতকর উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পাঁচ মহাভূত প্রভাবেই সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি ও বিনাশ হইতেছে। ঐ সকল মহাভূত সাগরতরঙ্গের ন্যায় বারংবার যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন অঙ্গ সমুদায় বারংবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বার বার জগৎ সৃষ্টি ও হরণ করিতেছেন। জগদীশ্বর সমুদায় প্রাণীর শরীরে পাঁচ মহাভূতকে পৃথক্রূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আত্মাভিমানশূন্য না হইলে ঐ সকল ভূতের যাথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র সমুদায় আকাশের; স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বক্ বায়ুর; রূপ, চক্ষু ও পরিপাক তেজের; রস, ক্লেদ, জিহ্বা জলের এবং শ্রেয় বস্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর পৃথিবীর গুণ। এইরূপে এই পাঁচ মহাভূত ও মন জীবাত্মার বিষয় বোধের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় গ্রহণ, মন তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা প্রাণিগণের দেহের মধ্যে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক আপাদমস্তক দর্শন করিতেছেন। তিনি এই সমুদায় পরিদৃশ্যমান পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্ত্ব, রজ, ও তম এই তিন গুণ ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে; অতএব মনুষ্যগণ সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সমুদায়ের পরীক্ষা করিবে। বুদ্ধিপ্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয় স্থান বিদিত হইতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট শান্তিগুণ লাভ করিতে পারা যায়। তম প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি পাঁচ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে; অতএব বুদ্ধির প্রভাবে গুণত্রয় ও ইন্দ্রিয়াদি কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারে না। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদায় প্রাণী বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই উৎপন্ন ও বুদ্ধিহীন হইলেই বিলীন হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বেদে প্রাণিগণকে বুদ্ধিময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধিপ্রভাবেই নেত্র দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মন দ্বারা চিন্তা জন্মে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল বুদ্ধির বিষয়জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। চিদাত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত করিতেছে। বুদ্ধি প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতিলাভ, কখন অনুতাপ এবং কখন বা প্রীতি ও অনুতাপ এই উভয় বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঊর্ম্মিমালাসঙ্কুল নদীপতি সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারেন না, তদ্রূপ বুদ্ধি সুখদুঃখাদি ভাবত্রয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি কখন কখন সুখদুঃখাদির ভাব হইতে বিরত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে তৎকালে নিশ্চয়ই মনোমধ্যে অবস্থান করিতে হয় এবং রজোগুণ উপস্থিত হইলেই তাহাকে পুনরায় সেই সুখদুঃখাদির অনুসরণ করিতে হয়। বুদ্ধি রজোগুণসম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়-জ্ঞান সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলে যাথার্থ্য জ্ঞান ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া মোহাদি উৎপাদিত করিয়া থাকে। শম, দম, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিষাদ প্রভৃতি সমুদায়ই এই তিন গুণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট বুদ্ধির বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রযত্ন সহকারে সমুদায় ইন্দ্রিয়কে পরাজয় করিবে। সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ সর্ব্বদাই প্রাণিগণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বজীবেই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ বুদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রভাবে সুখ ও রজোগুণ প্রভাবে দুঃখ উপস্থিত হয়। তমোগুণ প্রভাবে সুখ দুঃখ তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু ঐ গুণ মোহ উৎপাদনের মূলীভূত। লোকের শরীরে ও মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব উদয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব, যে অপ্রীতি ও দুঃখযুক্ত ভাব জন্মে তাহাকে রাজসিক ভাব কহে, এবং যে মোহযুক্ত ভাব উপস্থিত হইয়া লোককে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় করে, তাহাকে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজসিক ভাব উপস্থিত হইলে উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করাই উচিত, ভয়প্রযুক্ত দুঃখচিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ সত্ত্বগুণ হইতে প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, ও প্রশান্তচিত্ততা; রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমা এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা সমুপস্থিত হইয়া থাকে, যাঁহার চিত্ত দুর্লভ বস্তু লাভে আসক্ত, বিবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত, প্রার্থনানভিজ্ঞ ও নিয়মিত; তিনি উভয় লোকেই সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে সূক্ষ্মস্বরূপ বুদ্ধি ও আত্মার ভেদের বিষয় অনুধাবন কর। বুদ্ধি গুণ সমুদায় সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু আত্মা ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে। মশক ও উডুম্বর যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়াও এবং সলিল ও মৎস্য যেমন পরস্পর মিলিত থাকিয়াও পরস্পর পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর একত্র হইলেও স্বভাবত স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণ সমুদায় আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু আত্মা গুণ সমুদায়কে অনায়াসে অবগত হইতেছে। আত্মা অহঙ্কারাদি গুণের দ্রষ্টা হইয়া উহাদিগকে আপনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যেমন ঘটাচ্ছাদিত প্রদীপ ঘটছিদ্র দ্বারা স্বীয় তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক বস্তু উদ্ভাবন করিয়া দেয়, তদ্রূপ পরমাত্মা চেষ্টাশূন্য আত্মজ্ঞান-বিরহিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত করিতেছেন। বুদ্ধি সমস্ত গুণের সৃষ্টি এবং আত্মা তৎসমুদায় দর্শন করিয়া থাকে। আত্মা ও বুদ্ধির এই দুরপনেয় সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধি ও আত্মার আর কেহই আশ্রয় নাই। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রিতও নহে। বুদ্ধি মনকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, কিন্তু উহা অহঙ্কারাদি গুণ সমুদায়কে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যখন আত্মা বুদ্ধির দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয় সমুদায়কে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন ঘটমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়। মনুষ্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যাননিরত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। জলচর পক্ষী যেমন সলিলে সঞ্চরণ করিয়াও উহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হন না। যে মহাত্মা এইরূপে সংসারে লিপ্ত না হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শোক, হর্ষ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন, তিনি ঊর্ণনাভ যেমন সূত্র সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে গুণ সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। কেহ কেহ কহেন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণ সমুদায় এককালে বিনষ্ট হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, ঐ সমুদায় এককালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জীবন্মুক্তদিগের গুণ সমুদায়ের বিনাশ স্বীকার না করেন, তাঁহারা কহেন যে, শ্রুতিতে ঐ সমুদায়ের বিনাশের কোন প্রমাণ নাই, কেবল স্মৃতিতেই প্রমাণ আছে। অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণ সমুদায়ের বিনাশ স্বীকার করা বিধেয় নহে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে এই দুইটী মতের যাথার্থ্য অবধারণ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান এবং বুদ্ধিভেদোৎপাদক

সুদৃঢ় সংশয় সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক সুখে অবস্থান করিবেন ; কদাচ শোকাকুল হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। মলিনহৃদয় ব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ স্রোতস্বতীতে অবগাহন করিলে অনায়াসে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে। জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই। অন্যান্য নদীর কেবল পরপার দর্শন করিলেই ফললাভ হয় না ; নৌকাদি দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞাননদী প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারিলেই ফললাভ হয়। উহার অনুষ্ঠানের আর কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। যাহাদিগের নির্ব্বিষয়ক অধ্যাত্ম জ্ঞান জন্মে, তাঁহারাই যথার্থ উত্তম জ্ঞান লাভ করেন, প্রাণিগণের এই প্রকার উৎপত্তি ও লয় বুদ্ধি দ্বারা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে অনন্ত সুখলাভ হইয়া থাকে। যিনি ত্রিবর্গকে ক্ষয়শীল বলিয়া জ্ঞাত হইয়া উহা পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ ধ্যানশীল, তত্ত্বদর্শী ও আত্মদর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত দুর্নিবার ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযত না হইলে উহাদের দ্বারা আত্মদর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন : আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। মনস্বী ব্যক্তি আত্মাকে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানহীন ব্যক্তির যাহাতে অতিশয় ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তির তাহাতে কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। মুক্তি সকলেরই এক প্রকার হইয়া থাকে ; কেন না যাঁহারা সগুণ তাঁহাদিগেরই গুণের তারতম্য হয় কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ তাঁহাদের কোন বিষয়েরই তারতম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যদোষ সমুদায় সংশোধিত হইয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা লোকের মোক্ষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞ পরীক্ষক কামক্রোধাদি ব্যসনে আসক্ত ব্যক্তিকে ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন। সেই গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠাতা জীবিতাবস্থায় সকলের নিন্দাভাজন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি নিকৃষ্ট পশ্বাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। পাপাত্মারা পুত্রকলত্রাদিবিরহে শোকাকুল হইয়া থাকে এবং বিবেকী লোকেরা পুত্রাদি নাশেও শোকাকুল হন না। অভিনিবেশ সহকারে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে যুধিষ্ঠির ! এক্ষণে মহর্ষিগণ যাহা সবিশেষ অবগত হইয়া শাশ্বত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই চতুর্ব্বিধ ধ্যানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানতৃপ্ত মোক্ষার্থী মহর্ষিগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ধ্যান সমাহিত হয়, তাহারাই অনুষ্ঠান এবং সংসারদোষ হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। তাঁহারা ক্রোধলোভ প্রভৃতি দোষশূন্য, প্রকৃতিস্থ, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণু, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও প্রতিগ্রহশূন্য হইয়া কলত্রাদি সংসর্গবিরহিত প্রতিপক্ষশূন্য মনঃপ্রসাদকর স্থানে কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুর সহিত মনের ঐক্য করিয়া থাকেন। তৎকালে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, চক্ষু দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করেন না। ফলত তাঁহারা ধ্যানপ্রভাবে সমুদায় ইন্দ্রিয়কার্য্য পরিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ব্যাকুলিত করে, সেই শব্দাদি বিষয় সকল অনুভব করিতে তাঁহাদিগের আর অভিলাষ হয় না।

এই রূপে বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মনোমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া উহাদের সহিত উদ্ভ্রান্ত চিত্তকে স্থিরীকৃত করিবেন। মন সর্ব্বদাই বিলম্বকারে ব্যাপৃত ও অস্থির বিষয়ে নিত্য নিমগ্ন থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার পঞ্চ দ্বার স্বরূপ। অতএব মনকে সর্ব্বাগ্রে ধ্যানমার্গে অতি প্রযত্ন সহকারে সমাহিত করিবে। সেই পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবের ষষ্ঠ অঙ্গভূত মন এই রূপে নিরুদ্ধ হইলেও মেঘমধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বারংবার বিষয় গ্রহণে স্ফুরিত হইয়া থাকে। পত্রস্থ সলিল বিন্দু যেমন পত্রের মধ্যে থাকিয়াও অতিশয় চঞ্চল হয়, তদ্রূপ জীবের মন ধ্যানমার্গে অবস্থান করিয়াও অতিমাত্র চপলভাব ধারণ করে। যদিও মনকে ধ্যানপথে কিছুমাত্র স্থির করা যায়, কিন্তু উহা নাড়ীমার্গে প্রবেশ করিলে পুনরায় অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে। ঐ সময় ধ্যানযোগবিশারদ মহাত্মা আলস্য ও নির্ব্বেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎসর বিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যানপ্রভাবে পুনরায় মনঃসমাধান করিবেন। যোগী ব্যক্তি যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ তাঁহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেক নামে সমাধি উপস্থিত হয়। মন নিতান্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগীব্যক্তির যোগবিষয়ে নির্ব্বেদযুক্ত হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। পাংশু, ভস্ম ও শুষ্ক গোময়ের রাশিতে জল নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা কদাপি সম্পূর্ণরূপ আর্দ্র হয় না। উহাতে যেমন অনেকক্ষণ জলসেক করিতে করিতে উহা ক্রমশঃ আর্দ্র হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামকে ক্রমশ বশীভূত করা আবশ্যক। এইরূপে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে ধ্যানপথে অবস্থাপন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন করিতে পারিলে পরিণামে উহাদের ও আত্মার সম্পূর্ণ রূপে শান্তিলাভ হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গণের শান্তিলাভ হইলেই যোগী অনায়াসে স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে পারেন। যোগিগণ যোগপ্রভাবে যেরূপ সুখলাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য ব্যক্তি দৈব বা পুরুষকার দ্বারা কদাচ সেরূপ সুখলাভে সমর্থ হন না। হে ধর্ম্মরাজ ! মুনিগণ এইরূপে ধ্যানপ্রভাবে সেই অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়া নিরুপদ্রবে মোক্ষপদ লাভ করেন।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি যে চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, নানাপ্রকার ইতিহাস ও ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকথা সকল কীর্ত্তন করিলেন, আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এক মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ভঞ্জন করুন। অধুনা আমি জাপকদিগের ফলপ্রাপ্তির বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি। জাপকেরা কি ফল প্রাপ্ত হন এবং পরিণামে কোন্ লোকেই বা অবস্থান করেন ? জপানুষ্ঠানের বিধিই বা কিরূপ ? জাপক ব্যক্তিকে কি সাংখ্যমতাবলম্বী বা যোগকারী অথবা যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ? আপনি বিশেষরূপে এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি এই বিষয় উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ, যম, কাল ও মৃত্যুর যে ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিব। মোক্ষধর্ম্মবেত্তা মুনিগণ যে, সাংখ্য ও যোগ ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যমতে জপত্যাগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ মতে মনে মনে ব্রহ্মের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, সাংখ্য ও যোগ এই উভয় মতানুসারেই যে পর্য্যন্ত আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার না হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রণব জপ করিলে তদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারলাভের উপর আর জপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যিনি স্বর্গাদি লাভের কামনা করিয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয় পরাজয়, সত্য ব্যবহার, অগ্নি পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ আহার, ধ্যান, তপোনুষ্ঠান, পরিমিত ভোজন কামাদি পরাজয়, পরিমিত বাক্যপ্রয়োগ, অমৎসরতা, ক্ষমা ও শান্তিগুণ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কুশের উপর উপবেশন, কুশধারণ, কুশ দ্বারা শিখা বন্ধন ও গাত্রসমাচ্ছাদন এবং বিষয় পরিত্যাগ ও আত্মাতে মনঃসমাধান করা উচিত। তাঁহারা বীতস্পৃহ হইয়া গায়ত্র্যাদি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক পরিশেষে জপও পরিত্যাগ করিবেন। সংহিতাবলে সমাধিজ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধচিত্ত, দান্ত, কামদ্বেষবিহীন এবং রাগ, মোহ ও দ্বন্দ্বপরিশূন্য ব্যক্তিরা কোন দ্রব্যে আসক্ত বা অনুতাপিত হন না। তাঁহাদিগকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান বা কর্ম্মজন্য কোন ফলভোগ করিতে হয় না। উহাঁরা অহঙ্কার বশত অর্থ গ্রহণে অভিলাষ, অন্যের অপমান ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। নিয়ত ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন পূর্ব্বক ক্রমশ তাহাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা এককালে ব্রহ্মে লীন হন। যদি তাঁহারা ব্রহ্মে লীন হইতেও ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের একবারে ব্রহ্মলোকে গমন হইয়া থাকে, আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎ-

বার লাভে সমর্থ হন, তাঁহারা রজোগুণবিহীন জরামরণশূন্য বিশুদ্ধ আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি জাপকদিগের যে গতি কীর্ত্তন করিলেন, ইহা ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্য কোন গতি আছে কি না তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে জাপকগণ যে রূপে নিরয়গামী হন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে জাপক পূর্ব্বোক্ত সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া অপূর্ণভাবে জপপরায়ণ হন, যে জাপক শ্রদ্ধাবান্, প্রীত ও হৃষ্ট না হইয়া জপ করেন, যে জাপক অহঙ্কারনিরত ও পরাবমাননপরায়ণ হন এবং যে জাপক ফলভোগলোলুপ হইয়া মোহিতচিত্তে জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহই নিরয়গামী হইতে হয়। যে জাপক অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে অনুরাগী হন, তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্যলাভরূপ নরক হইতে কদাপি নিষ্কৃতি নাই। যে জাপক বিষয়রাগে বিমোহিত হইয়া জপ করেন, তাঁহার যে যে বিষয়ে অনুরাগ থাকে তৎসমুদায়ই লাভ হয়। যে জাপক দুর্ব্বুদ্ধি, জ্ঞানশূন্য ও চঞ্চলচিত্ত হন, তাঁহাকে চঞ্চল গতি লাভ করিতে হয়। যে জাপক বালকস্বভাব, প্রজ্ঞাবিহীন ও মোহাক্রান্ত হইয়া জপ করেন এবং যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াও সম্যক্‌রূপে জপ করিতে না পারেন, তাঁহাদিগকে পরলোকে নরকগামী হইয়া অনুতাপ করিতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকেরা ত স্বাভাবিক অব্যক্ত ব্রহ্মভাব অবগত হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত ইহলোকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! জপক্রিয়া অতি উৎকৃষ্ট! কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধিনিবন্ধন উক্তবিধ দোষসকল পরিত্যাগ না করিয়া জপ করেন, তাঁহাদিগকেই নরক প্রাপ্ত হইতে হয়।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকেরা কিরূপ নরকে গমন করেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মের অংশসম্ভূত ও ধার্ম্মিক; অতএব অবহিত হইয়া আমার ধর্ম্মমূল বাক্য শ্রবণ কর। দিব্য দেহসম্পন্ন মহামতি লোকপাল চতুষ্টয়, শুক্র, বৃহস্পতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুৎ, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বসু ও অন্যান্য দেবগণের যে সমুদায় দিব্য কামরূপ বিমান, সভা, বিবিধ ক্রীড়াস্থান ও কাঞ্চনময় কমলসুশোভিত সরোবর বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় পরমাত্মার স্থান হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট; সুতরাং ঐ সমুদায়কে নরক স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পরমাত্মার স্থান ঐ সমুদায় হইতে পৃথগ্‌ভূত। উহা নাশভয়শূন্য, স্বভাবজ ক্লেশহীন, রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত, প্রিয় অপ্রিয় রহিত, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনা কর্ম্ম বায়ু ও অবিদ্যাপরিশূন্য, হেতুবর্জ্জিত, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতৃভাববিহীন, দর্শন শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ বিবর্জ্জিত, রূপাদি চতুর্ব্বিধ কারণ শূন্য এবং হর্ষ আনন্দ ও রোগ-শোক-বর্জ্জিত। পরমাত্মা কালের অধীন নহেন। তিনি কাল ও স্বর্গ উভয়েরই ঈশ্বর। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সেই পরমাত্মার পরম স্থানে গমন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকটে নরক সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় স্থান ব্রহ্মপদ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়াই নিরয়পদবাচ্য হইয়া থাকে।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে কাল, মৃত্যু, যম ও ব্রাহ্মণের ইতিহাস কীর্ত্তন করিবেন বলিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইক্ষ্বাকু, যম, ব্রাহ্মণ, কাল ও মৃত্যু ইহাদিগের কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পরম ধার্ম্মিক, মহাযশস্বী, ষড়্‌দর্শনবেত্তা, অধ্যয়নশালী, জাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদে উহাঁর দৃঢ়তর ভক্তি জন্মিয়াছিল। উনি নিয়ত গায়ত্র্যাদি জপ করিয়া ব্রহ্মের আরাধনারূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেন। এইরূপ নিয়মে তাঁহার সহস্র বৎসর অতীত হইলে একদা ভগবতী সাবিত্রীদেবী তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। ব্রাহ্মণ বেদমাতাকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও জপকালে তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক জপই করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী দেবী ব্রাহ্মণের জপে একাগ্রতা দেখিয়া যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের জপ সমাধান হইলে তিনি অবনতমস্তকে দেবীর পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবতি! আজি আমার ভাগ্যক্রমে আপনি আমাকে দর্শন প্রদান করিয়াছেন, যদি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার মন জপানুষ্ঠানে নিরত থাকে।

সাবিত্রী কহিলেন, দ্বিজবর! এক্ষণে তোমার কি ইষ্টসাধন করিতে হইবে বল। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পরিপূর্ণ করিব। সাবিত্রী এই কথা কহিলে ধর্ম্মবেত্তা ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমার জপানুষ্ঠান বাসনা ও সমাধি যেন অহরহ পরিবর্দ্ধিত হয়। তখন সাবিত্রী সুমধুর বচনে তথাস্তু বলিয়া দ্বিজবরের হিতার্থ পুনরায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! তোমাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সালোক্য লাভ করিতে হইবে না। তুমি অনায়াসে অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হইবে। তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে আমি উহা সম্পাদনে সবিশেষ যত্ন করিব। তুমি একাগ্রচিত্তে জপানুষ্ঠান কর। ধর্ম্ম, কাল, মৃত্যু ও যম তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তোমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন, তুমি তাহাদের কথায় ভীত হইও না।

ভগবতী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণও সত্যপ্রতিজ্ঞ ও রাগদ্বেষবিহীন হইয়া জপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে দৈবপরিমাণে শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে একদা ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্ম প্রীতমনে সেই ব্রাহ্মণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্ম; তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি জপানুষ্ঠানের যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি জপপ্রভাবে সমুদায় মর্ত্ত্যলোক ও দেবলোক পরাজয় করিয়াছ; অতএব এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার অভিলষিত লোকে গমন কর। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার কোন লোক লাভ করিবারই ইচ্ছা নাই, আপনি পরমসুখে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আমি এই বিবিধ সুখ-দুঃখভোগভাজন কলেবর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী নহি।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্! তোমার কলেবর পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব তুমি তনুত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ বা অন্য কোন অভিলষিত লোকে গমন কর।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাস করিবার বাসনা নাই। আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে তোমার শরীর ধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তুমি দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক রজোগুণবিহীন স্বর্গলোকে গমন করিয়া সুখী হও, তথায় গমন করিলে আর তোমাকে শোকার্ত্ত হইতে হইবে না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাভাগ! আমি জপানুষ্ঠানে পরম পরিতুষ্ট আছি, আমার সনাতনলোক লাভে প্রয়োজন কি? আমি সশরীরে স্বর্গ গমন করিতেও উৎসুক নহি।

ধর্ম্ম কহিলেন, মহাত্মন্! তোমার কিছুতেই দেহ পরিত্যাগ বাসনা হইতেছে না; কিন্তু ঐ দেখ যম, কাল ও মৃত্যু তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।

মহাত্মা ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র যম, কাল ও মৃত্যু ইঁহারা তিন জনে সেই ব্রাহ্মণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন যম সেই দ্বিজবরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যম, আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি তপস্যা ও সচ্চরিত্রের মহৎ ফল লাভ করিবে। কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কাল। আমি কহিতেছি যে, তুমি আপনার জপানুষ্ঠান নিমিত্ত উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবে। অচিরাৎ স্বর্গে গমন কর। এই তোমার স্বর্গারোহণের প্রকৃত সময়। মৃত্যু কহিলেন, দ্বিজবর! আমি মৃত্যু। আজি আমি কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ইহলোক হইতে তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছি। যম, কাল ও মৃত্যু এই কথা কহিলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সকলকে পৃথক্ পৃথক্ স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও সাধ্যানুসারে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়গণ! এক্ষণে আমাকে আপনাদিগের কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।

এইরূপে সেই ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণের নিকট আগমন পূর্ব্বক তথায় একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ ইক্ষ্বাকু তীর্থ পর্য্যটন প্রসঙ্গে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকেই প্রণাম ও পূজা করিয়া অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? এক্ষণে বলুন, আমি স্বীয় সামর্থ্যানুসারে আপনার কোন্ অভিলষিত কার্য্য সাধন করিব।

ইক্ষ্বাকু কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মহীপাল; আপনি ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন আমি আপনাকে কি পরিমাণে অর্থ প্রদান করিব?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ দুই প্রকার, কর্ম্মনিরত ও কর্ম্মবিরত। ধর্ম্মও দ্বিবিধ; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, আমি এক্ষণে প্রতিগ্রহ-ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগকেই গিয়া অর্থ দান করুন। আমি কখনই প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, প্রার্থনা করুন, আমি তপঃপ্রভাবে তাহা প্রদান করিব। ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ক্ষত্রিয় প্রার্থনা করা আমার অভ্যাস নহে। আমি প্রার্থনার মধ্যে কেবল আমার সহিত যুদ্ধ কর, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বধর্ম রক্ষা করিয়া সন্তোষলাভ করিতেছেন। আমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিতেছি। এক্ষণে আমাদিগের আর কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নাই, তথাচ আপনার যাহা অভিলষিত হয়, আমার নিকট প্রার্থনা করুন।

তখন ভূপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পূর্ব্বেই কহিয়াছেন যে, আমি স্বশক্ত্যনুসারে দান করিব। এক্ষণে আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে আপনার জপক্রিয়ার ফল প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই এই বলিয়া আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কি নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন না। রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়েরা বাহুবল সহকারে সংগ্রাম করেন। ব্রাহ্মণেরা তাহা করেন না; উঁহারা কেবল বাক্যবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন। সেই নিমিত্তই আমি এক্ষণে আপনার সহিত ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! সে যাহা হউক, আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না। এক্ষণে আমি স্বশক্ত্যনুসারে অবিলম্বে আপনাকে কি প্রদান করিব অনুজ্ঞা করুন।

ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যদি নিতান্তই আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আপনি একাদিক্রমে দৈব শত বৎসর জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছেন, আমাকে তাহাই প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছি, আপনি অবিচারিত মনে তাহার অৰ্দ্ধেক ফল লাভ করুন। অথবা আপনার যদি অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি উহা সম্পূর্ণই গ্রহণ করুন।

ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার জপের সম্পূর্ণ ফল গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই! এক্ষণে আমি যে ফল প্রার্থনা করিয়াছি, সেই ফল কি? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি আমার জপের ফল প্রাপ্তির বিষয় কিছুই জানি না। ঐ ধর্ম্ম, কাল ও যম তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি আপনি জপের ফল নির্দ্দেশ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ অজ্ঞাত ফলে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে উহা আপনারই অধিকৃত থাকুক। আমি চলিলাম, আপনার মঙ্গল হউক।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমার আর বিরুক্তি করিতে বাসনা নাই। আপনি জপের ফল প্রার্থনা করাতে আমি আপনাকে উহা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ও আপনার বাক্য সপ্রমাণ হউক। আমি পূর্ব্বাবধি এ পর্য্যন্ত কখনই কোন অভিসন্ধি পূর্ব্বক জপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই নাই, তবে কিরূপে উহার ফল প্রাপ্তিবিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইব। আপনি আমার নিকট জপানুষ্ঠানের ফল প্রার্থনা করিয়াছেন, আমিও আপনাকে ফল প্রদান করিলাম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্যথা হইতে পারে? অতএব আপনি স্থির চিত্তে সত্য প্রতিপালন করুন। যদি আপনি এক্ষণে আমার বচন রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনাকে অসত্য নিবন্ধন নিশ্চয়ই ঘোরতর অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে। আপনার ও আমার মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। অতএব যদি আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে আপনি আমার নিকট আগমন করিয়া প্রার্থনা করাতে আমি আপনাকে যাহা প্রদান করিয়াছি, আপনি অবিচারিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করুন। মিথ্যাবাদী হইলে তাহার ইহলোক ও পরলোক কিছুই শ্রেয়স্কর হয় না এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও থাকে না। সত্যবলে ইহলোক ও পরলোক হইতে যেমন পরিত্রাণ লাভ হয়, যজ্ঞ, দান ও নিয়ম দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যাও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্যা, অক্ষয় যজ্ঞ ও অক্ষয় বেদস্বরূপ। বেদশাস্ত্রে সত্য জাগরূক হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্যপ্রভাবে অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। তপস্যা, ধর্ম্ম, দমগুণ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র, সরস্বতী, স্বর্গ, বেদ, বেদাঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রতচর্য্যা, ওঙ্কার এবং জীবগণের জন্ম ও সন্তান সন্ততি সমুদায়ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যপ্রভাবে বায়ু গমনাগমন, সূর্য্য তাপ প্রদান এবং অগ্নি দাহকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। সত্য এবং ধর্ম্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিলে সত্যেরই গৌরব লক্ষিত হয়। ধর্ম্ম সত্যের অনুগামী। সত্যবলে সমুদায় কার্য্যে উন্নতি সাধন হইয়া থাকে। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিতেছেন। এক্ষণে সত্য প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। জপের ফল প্রার্থনা করিয়া কি নিমিত্ত তাহা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? যদি আপনি মদ্দত্ত জপফল গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন এবং যিনি প্রার্থনা করিয়া তাহা গ্রহণ না করেন, তাঁহারা উভয়েই মিথ্যাবাদী হন। এক্ষণে আপনার মিথ্যাবাদী হওয়া উচিত হইতেছে না।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়েরা যোদ্ধা, রক্ষিতা ও দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন; ফলতঃ যুদ্ধ, লোকরক্ষা ও দানই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম; অতএব আমি কিরূপে আপনার নিকট প্রতিগ্রহ করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি গ্রহণ করুন বলিয়া পূর্ব্বে আপনাকে অনুরোধ করি নাই; আপনার আবাসেও উপস্থিত হই নাই। আপনি স্বয়ং এই স্থানে আগমন ও আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত গ্রহণে অস্বীকার করিতেছেন!

এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ইক্ষ্বাকুরাজা পরস্পর ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত করিলে ধর্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আর বিবাদ করিও না। আমি স্বয়ং ধর্ম এখানে উপস্থিত রহিয়াছি। এক্ষণে ব্রাহ্মণ দানের এবং রাজা সত্যের অখণ্ড ফলভাগী হউন।

ঐ সময় স্বর্গ মূর্ত্তিমান হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ভূপতিকে কহিলেন, হে ধার্ম্মিকদ্বয়! এই দেখ, আমি স্বয়ং স্বর্গ দেহপরিগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়াছি। অতঃপর আর তোমাদিগের বিবাদের আবশ্যক নাই, তোমরা উভয়েই তুল্যফলভাগী হও। তখন ভূপাল কহিলেন, স্বর্গ! আমি তোমাকে প্রার্থনা করি না। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। যদি এই ব্রাহ্মণ তোমাকে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইনি মদাচরিত পুণ্যের ফল গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে লাভ করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি শৈশবাবস্থায় অজ্ঞান বশতঃ প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমি গায়ত্র্যাদি জপপরায়ণ হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, অতএব আপনি কি নিমিত্ত আমাকে স্বর্গলাভের প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছেন। আমি স্বয়ংই আপনার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া ফললাভ করিব। আমি তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ও অপ্রতিগ্রাহী। আপনার আচরিত পুণ্যের ফললাভ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি আপনি নিতান্তই আমাকে আপনার জপানুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন, তবে উহার অর্দ্ধ ফল প্রদান করিয়া আমার আচরিত ধর্ম্মের অর্দ্ধফল গ্রহণ করুন; তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্য ফলভাগী হইব। ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ও রাজবংশীয়েরা দাতা হইয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম যদি আপনার পরিজ্ঞাত থাকে, তবে আমার কর্ম্মের অর্দ্ধফল গ্রহণপূর্ব্বক আমার তুল্য ফলভাগী হওয়াই আপনার উচিত। আর যদি আপনি আমার তুল্য ফলভাগী হইতে বাসনা না করেন, তবে আমার ধর্ম্মের সমুদায় ফলই গ্রহণ করুন। ফলত যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে মদনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফল গ্রহণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময় দুইজন বিকৃতবেশ পুরুষ পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধার্পণপূর্ব্বক তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ উভয় পুরুষের মধ্যে একের নাম বিরূপ ও অন্যের নাম বিকৃত। বিকৃত বিরূপকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই! তুমি নিশ্চয়ই আমার নিকট ঋণী নহ। বিরূপ কহিল, না আমি তোমার নিকট ঋণী আছি। তখন বিকৃত কহিল, তবে তোমার সহিত আমার কলহ উপস্থিত হইল। এক্ষণে এস্থলে এই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা রাজা সমুপস্থিত আছেন, আমি ইঁহার সমক্ষে সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার নিকট ঋণী নহ। বিরূপ কহিল তুমি মিথ্যা কহিতেছ, আমি তোমার নিকট ঋণী রহিয়াছি। এইরূপে তাহারা উভয়ে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ভূপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এক্ষণে যাহাতে আমরা উভয়েই পাপদূষিত হইয়া না থাকি, আপনি এইরূপ উপায় বিধান করিয়া দিউন। তখন বিরূপ কহিল, মহারাজ! আমি বিকৃতের নিকট গোদান ফল গ্রহণ করিয়া ঋণী হইয়াছি, এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু উনি তাহা লইতে চান না। বিকৃত কহিল, মহারাজ! এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী নহেন। এক্ষণে উনি আপনার নিকট সত্যের ভাণ করিয়া স্পষ্টই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। তখন নরপতি বিরূপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিরূপ! তুমি কিরূপে ইঁহার নিকট ঋণী হইয়াছ, অকপটে বল; আমি তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহার অনুষ্ঠান করিব। বিরূপ কহিল, মহারাজ! আমি বিকৃতের নিকট যেরূপে ঋণী রহিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিতমনে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই বিকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত কোন তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে এক সুলক্ষণা ধেনু প্রদান করিয়াছিলেন; আমি ইঁহার নিকট সেই ধেনুদানের ফল প্রার্থনা করাতে ইনি বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে তাহা প্রদান করেন। পরে আমি আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দুইটি বহুদুগ্ধবতী সবৎসা কপিলা ক্রয় করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এক উঞ্ছবৃত্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি। আমি পূর্ব্বে বিকৃতের নিকট যাহা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই প্রতিগ্রহের দ্বিগুণ ফল প্রদানে আমার অভিলাষ হইয়াছে। অতঃপর আমাদিগের মধ্যে কে দোষী আর কেই বা নির্দ্দোষী হইবে। আমরা এই কথা লইয়া বিবাদ করিতে করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাদিগের শান্তিস্থাপন করিয়া দিউন। বিকৃত পূর্ব্বে যেরূপ দান করিয়াছেন, এক্ষণে তদনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকার করিতেছেন; অতএব আপনি স্থিরচিত্তে আমাদিগকে ধর্ম্মপথে সংস্থাপিত করুন।

ভূপতি কহিলেন, বিকৃত! বিরূপ তোমাকে ঋণ প্রত্যর্পণ করিতেছেন, তুমি কি নিমিত্ত উহা প্রতিগ্রহ করিতেছ না? এক্ষণে অবিলম্বে দানের অনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিকৃত কহিল, মহারাজ! এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী রহিয়াছেন বলিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করিতেছেন; কিন্তু বস্তুত উনি আমার নিকট ঋণী নহেন; অতএব এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন।

রাজা কহিলেন, বিকৃত! বিরূপ তোমার ঋণ পরিশোধ করিবার অভিলাষ করিতেছেন, কিন্তু তুমি উঁহার বাক্য স্বীকার করিতেছ না। এই বিষয়টি আমার নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমার মতে তোমাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করাই কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

বিকৃত কহিল, মহারাজ! আমি একবার যাহা প্রদান করিয়াছি, তাহা পুনরায় কিরূপে প্রতিগ্রহ করিব। অতএব এই বিষয়ে আমার যেরূপ অপরাধ হয়, তদনুসারে দণ্ড বিধান করুন। বিরূপ কহিল, বিকৃত! আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছি, কিন্তু তুমি ঋণ গ্রহণে অভিলাষ করিতেছ না। এক্ষণে এই ধর্ম্মরক্ষক রাজা অবশ্য তোমার দণ্ড বিধান করিবেন। বিকৃত কহিল, বিরূপ! তুমি প্রার্থনা করাতে আমি তোমাকে গো দান ফল প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পুনরায় কিরূপে গ্রহণ করিব। অতএব আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যথেচ্ছা গমন কর।

ঐ সময় সেই ব্রাহ্মণ ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! বিরূপ ও বিকৃতের বাদানুবাদ শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনাকে যাহা প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি অবিচারিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করুন। তখন ভূপতি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই দুই ব্যক্তির ন্যায় এই ব্রাহ্মণের কথাও নিতান্ত দুরবগাহ। ইনি যেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে যদি আমি ইঁহার পুণ্য ফল গ্রহণ না করি, অবশ্যই আমাকে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপাল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিকৃত ও বিরূপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা রাজনীত্যনুসারে কৃতকার্য্য হইয়া গমন কর। আমি রাজা বলিয়া তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সুতরাং এক্ষণে রাজধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্ফল করা আমার বিধেয় নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নিতান্ত দুরবগাহ; আমি তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি; এক্ষণে সেই ধর্ম্ম আমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে।

তখন জাপক ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনি প্রার্থনা করাতে আমি আপনাকে যাহা দান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি রাজধর্ম্মানুসারে অচিরাৎ তাহা গ্রহণ করুন। নচেৎ আমি আপনাকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব।

ভূপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে ধর্ম্মানুসারে এইরূপ কার্য্য নিশ্চয় করিতে হয়, সেই রাজধর্ম্মকে ধিক্। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার তুল্যফলভাগী হইব বলিয়াই আপনার জপের ফল গ্রহণ করিব। আমি পূর্ব্বে আর কখন প্রতিগ্রহের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করি নাই, এক্ষণে কেবল আপনার অনুরোধেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি আমার নিকট যে বিষয়ে ঋণী হইয়াছেন, অবিলম্বে তাহা প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি সংহিতা জপ করিয়া যে কিছু ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়াছি, আপনি তৎসমুদায় গ্রহণ করুন।

তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আমিও হস্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার প্রতিদান প্রতিগ্রহ করুন; তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্য ফলভাগী হইব।

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ আদান প্রদান করিতেছেন ইত্যবসরে বিরূপ কহিল, মহারাজ! আমরা উভয়ে কাম ও ক্রোধ। আমরাই তোমাকে ব্রাহ্মণের জপফল গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে তোমরা উভয়েই তুল্য লোক লাভ কর। বিকৃত বস্তুত আমার নিকট ঋণী নহে; তোমার বোধসাধনের নিমিত্তই আমরা উভয়ে প্রত্যর্পি-

ভাবে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে এবং কাল, ধর্ম্ম ও মৃত্যু আমরা সকলেই তোমাকে বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে তুমি স্বকর্ম্মনির্জ্জিত লোকে স্বেচ্ছানুসারে গমন কর।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকদিগের ফললাভ বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহারা যে মুক্তি, ব্রহ্মলোক ও উৎকৃষ্ট স্থান সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা তোমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। সংহিতাধ্যায়ী মহাত্মারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইতে অথবা অগ্নি বা সূর্য্যলোক লাভ করিতে পারেন। যদি তিনি ঐ সমস্ত লোকে অনুরাগী হইয়া বিহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিমোহিত হইয়া ঐ সমুদায় লোকেরই গুণ সকল প্রাপ্ত হইতে হয়। অনুরাগ লোকের পার্থিব শরীরের ন্যায় চন্দ্র বায়ু ও আকাশাত্মক শরীরেও অবস্থান করিয়া গুণ সমুদায় প্রকাশ করে। যদি জাপক ব্যক্তি ঐ সকল লোকে রাগবিহীন হইয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত নিতান্ত যত্ন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হয়। ফলত রাগবিহীন জাপক চেষ্টা করিলে অনায়াসে ক্রমে পরমেষ্ঠীভাব হইতে কৈবল্য লাভ করিয়া পরিশেষে জরাদুঃখবিহীন অক্ষয় ব্রহ্মলোক অধিকারপূর্ব্বক সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহাদি বর্জ্জিত চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে পারেন। যে জাপক অনুরাগের বশীভূত হইয়া চিন্ময়পুরুষে লীন হইতে অভিলাষ না করেন, তিনি অন্যান্য যে যে লোকে গমন করিবার বাসনা করেন, তাঁহার তাহাই লাভ হয়। আর যিনি সমুদায় লোকই নরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যাঁহার কোন বিষয়েই স্পৃহা না থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও নির্গুণ পুরুষে লীন হইয়া অলৌকিক সুখসম্ভোগ করেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকদিগের গতির বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর যাহা তোমার শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয় ব্যক্ত কর।

দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঐ সময় রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়ে বিরূপের বাক্যে কি উত্তর প্রদান করিলেন; তৎকালে বিরূপের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারা কি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; আর ঐ সময় তাঁহাদের কিরূপ কথোপকথন হইয়াছিল? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তৎকালে সেই জাপক ব্রাহ্মণ যম, কাল, মৃত্যু, স্বর্গ এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ। আপনি আমার জপের ফলভাগী হইয়া শ্রেষ্ঠতালাভ করুন এবং অনুমতি করুন, আমি পুনরায় গিয়া জপকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ইতিপূর্ব্বে ভগবতী সাবিত্রী দেবীও আমাকে উত্তরোত্তর তোমার জপানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হউক, এই বর প্রদান করিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! যখন আপনার জপানুষ্ঠানে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে, তখন আমাকে জপের ফল প্রদান করাতে আপনার ফল হানি হয় নাই বরং দাননিবন্ধন উহার বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা হউক, আসুন এক্ষণে আমরা উভয়ে তুল্যরূপে ফলভোগ করি।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি এই সকল মহাত্মার সমক্ষে বারংবার আমাকে আপনার তুল্য ফলভাগী হইতে অনুরোধ করিতেছেন, অতএব আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইলাম। এক্ষণে আমাদের উভয়েরই সমান গতি হউক। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে ভগবান্ ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র তাঁহার ও নরপতির অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দেবগণ ও লোকপালগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় দেবী সরস্বতী, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহাহূহূ, সপরিবার চিত্রসেন, দেবাদিদেব মহাদেব, প্রজাপতি ব্রহ্মা, সহস্রশিরা বিষ্ণু এবং সাধ্য, বিশ্বেদেব, মরুৎ, নদী, শৈল্য, সমুদ্র, তীর্থ, তপস্যা, যোগবিধি বেদ, স্তোত্র ও মুনিগণ তথায় আগমন করিলেন। অন্তরীক্ষে ভেরী তূরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তখন স্বর্গ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ব্রাহ্মণ ও নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষদ্বয়! তোমরা উভয়েই সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছ।

অনন্তর সেই জাপক ব্রাহ্মণ ও ভূপতি উভয়ে এককালে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অগ্রে প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুকে হৃদয়ে সংস্থাপন করিয়া একীকৃত প্রাণ ও অপানে মনঃসমাধান করিলেন এবং পরিশেষে ঐ বায়ুদ্বয়কে উদরে সংস্থাপিত করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক অস্পন্দশরীরে নির্নিমেষলোচনে মনের সহিত প্রাণ ও অপানকে ভ্রূমধ্যে নিহিত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা চিত্ত জয় করিলে তাঁহাদের চিত্ত মস্তকে নীত হইল। ঐ সময় এক দেদীপ্যমান জ্যোতিঃ সেই মহাত্মা দ্বিজবরের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। তত্রত্য সকলেই ঐ তেজোরাশির স্তব আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই তেজ ক্রমশ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। ঐ সময় এক প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া মধুর বচনে কহিলেন যে, যোগীরা জাপকদিগের তুল্যফলই লাভ করিয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কেবল যোগিগণের যোগের সময় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আর জাপকদিগের ব্রহ্মে লীন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য হইয়া থাকে। এই বলিয়া সেই প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষ ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মণের একাত্মতা সম্পাদন করিলেন। তখন দ্বিজবর অচিরাৎ ব্রহ্মের আস্যদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় নরপতিও ব্রাহ্মণের ন্যায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভূকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি জাপকদিগের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমরা ঐ জাপক ব্রাহ্মণের সদ্গতি লাভার্থ সকলে সমাগত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি ঐ রাজা ও জাপক ব্রাহ্মণকে তুল্যরূপ ফলভাগী করিলেন। আজি আমরা যোগী ও জাপকের মহাফল দর্শন করিলাম। ইঁহারা সমুদায় লোক অতিক্রম ও অভিলষিত লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। তখন ভগবান্ প্রজাপতি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! যাঁহারা মহাস্মৃতি বা মন্বাদি স্মৃতি পাঠ করেন এবং যাঁহারা যোগে একান্ত অনুরক্ত হন, তাঁহারা দেহাবসানে নিশ্চয়ই আমার সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি চলিলাম; তোমরাও স্ব স্ব কার্য্য সাধনের নিমিত্ত যথাস্থানে প্রস্থান কর।

ভগবান্ কমলযোনি দেবগণকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য মহাত্মারা ধর্ম্মের পূজা করিয়া পরম প্রীতমনে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি জাপকদিগের যেরূপ ফললাভ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ হয় তাহা ব্যক্ত কর।

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্ঞানযোগ, সমুদায় বেদ ও নিয়মের ফল কি? এবং জীবাত্মাকেই বা কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে প্রজাপতি মনু ও মহর্ষি বৃহস্পতির সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষিগণাগ্রগণ্য মহাত্মা বৃহস্পতি স্বীয় গুরু প্রজাপতি মনুকে নমস্কার করিয়া এই কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! জগতের কারণ কি? কি নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? জ্ঞানের ফল কি? কোন্ বিষয় বেদবাক্য দ্বারাও অপ্রকাশিত রহিয়াছে? ত্রিবর্গশাস্ত্রবিশারদ বেদমন্ত্রজ্ঞ মানবগণ গোদান ও বিবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে সুখ লাভ করেন, তাহা কি প্রকার, কিরূপে উৎপন্ন হয় ও কোন্ স্থানেই বা অবস্থান করে? কোন্ মহাত্মা হইতে পৃথিবী, যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম, বায়ু, আকাশ, জলচর, জল, স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে? লোকের যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে সেই বিষয়েই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আমি পুরাণ পুরুষের বিষয় কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহি, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার কিরূপে প্রবৃত্তি জন্মিবে? আমি ঋক্, সাম, যজু, ছন্দ, নক্ষত্রগতি নিরুক্ত ও সকল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু আকাশাদি মহাভূতের কারণ কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিষয় এবং

যেরূপে জীব এক দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্ব্বার অন্য দেহ আশ্রয় করে, তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

মনু কহিলেন, মহর্ষে! লোকের যে বিষয় প্রিয়, তাহাই তাহার সুখজনক এবং যাহা অপ্রিয়, তাহাই দুঃখজনক। লোকে ইহা দ্বারা আমার ইষ্ট লাভ হইবে অনিষ্ট হইবে না, বিবেচনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান জন্মে সে ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়ই লাভের ইচ্ছা করে না। কর্ম্মযোগ কামাত্মক বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকে জ্ঞান প্রভাবে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। যাহারা সুখার্থী হইয়া বিবিধ কর্ম্মপথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকেই নিরয়গামী হইতে হয়।

বৃহস্পতি কহিলেন, ভগবন্! দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক সুখলাভ করাই সকলের উচিত। সুখ কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং কর্ম্মই ত লোকের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

মনু কহিলেন, মহর্ষে! লোকে প্রথমে যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা লাভ করিয়া পরিশেষে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম পদার্থ লাভ করিবে, এই নিমিত্তই কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা চিরকাল কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের স্বর্গাদি ফল হয়, আর যাহারা মোক্ষলাভার্থ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাদের অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। মন ও কর্ম্ম প্রজাগণের সৃষ্টির কারণ এবং উহারাই আবার প্রজাদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ স্বরূপ। কর্ম্মপ্রভাবে লোকের মোক্ষ ও সামান্য ফল উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। অতএব মনে মনে কর্ম্মের ফল ত্যাগ করাই মোক্ষলাভের প্রধান হেতু। চক্ষু যেমন নিশাবসানে তিমিরনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কণ্টকাদি দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ বুদ্ধি বিবেকগুণসম্পন্ন হইলেই অশুভ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মানবগণ সর্প, কুশাগ্র ও কূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে তৎসমুদায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, কিন্তু ঐ সকল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে অজ্ঞাত বশত ঐ সমুদায়ে নিপতিত হয়। অতএব অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল যে কত উৎকৃষ্ট তাহা বিবেচনা কর। বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ, যথোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান, দক্ষিণা দান, অন্ন প্রদান ও মনের সমাধি এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রানুসারে কার্য্য সত্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক। এই নিমিত্ত কার্য্যমূল মন্ত্রও তিন প্রকার এবং বিধিও তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণানুযায়ী কর্ম্ম করে, তাঁহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ জ্ঞানরূপ কর্ম্মফল সমুদায় কর্ম্মলভ্য স্বর্গলোকেই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানফল জীবদ্দশাতে লাভ করা যায়। দেহিগণ শরীর দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। শরীরই লোকের সুখ দুঃখের আশ্রয়। বাক্য ও মন দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করিলে কখনই বাক্যমনের অগোচর পদার্থ লাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। মৎস্য যেমন স্রোতাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্ম সমুদায় মনুষ্যের নিকট আগমন করিয়া থাকে। সকল লোককেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতানুরূপ সুখ ও দুষ্কৃতানুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে যিনি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং মন্ত্র ও শব্দ দ্বারা অপ্রকাশিত, তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর বিবিধ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ হইতে পৃথগ্ভূত হইয়াও প্রজাগণের নিমিত্ত ঐ সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অব্যক্ত, বর্ণহীন ও গুণাতীত। তাঁহাকে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক অথবা পরমাণু, শূন্য বা মায়াময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কোনকালেই তাঁহার ধ্বংস নাই। জিতচিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারাই সেই অক্ষয় পদার্থ লাভ করিতে পারেন।

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহর্ষে! সেই অবিনাশী পুরুষ হইতেই আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে জল, জল হইতে এই জগৎ এবং জগৎ হইতে জগতীস্থ সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় শরীরীর পার্থিব শরীর সমুদায় চরমাবস্থায় প্রথমতঃ সলিলে, সলিল হইতে তেজে, তেজ হইতে পবনে ও পবন হইতে অন্তরীক্ষে গমন করে। তন্মধ্যে যাঁহারা অন্তরীক্ষকেও অতিক্রম করিয়া পরমাত্মায় লীন হইতে পারেন, তাঁহাদেরই মোক্ষলাভ হয়, সুতরাং তাঁহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হন না। পরমাত্মা উষ্ণ, শীত, মৃদু বা তীক্ষ্ণ নহেন। তিনি অম্ল, কষায়, মধুর ও তিক্তাদি গুণবিরহিত এবং শব্দ, গন্ধ বা রূপ সম্পন্নও নহেন। তিনি পরাৎপর ও স্বভাবশূন্য। ত্বক্ স্পর্শ, জিহ্বা রস, ঘ্রাণ গন্ধ, কর্ণ শব্দ ও চক্ষু রূপ অনুভব করিয়া থাকে। অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্যেরা ত্বগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত গুণের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না। যে ব্যক্তি রস হইতে রসনাকে, দুর্গন্ধ হইতে নাসিকাকে, শব্দ হইতে কর্ণদ্বয়কে, স্পর্শ হইতে ত্বক্‌কে ও রূপ হইতে চক্ষুকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই আপনার স্বভাবকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, যিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দেশ, কাল, সুখ, দুঃখ, প্রবৃত্তি ও অনুরাগাদির কারণ, তিনিই স্বভাব। ঐ স্বভাবই ব্যাপ্যাখ্য জীব ও ব্যাপকাখ্য ঈশ্বর। মন্ত্র দ্বারা উহা বিলক্ষণ অপ্রমাণ হইতেছে। সেই স্বভাব একাকীই সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। সুতরাং তিনিই কারণ ও তদতিরিক্ত সমুদায়ই কার্য্য। পুণ্য ও পাপ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও মনুষ্যের শরীরে একত্র বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড় দেহে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রদীপ যেমন প্রদীপ্ত হইয়া অন্যের বিষয় বোধ করিয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞান লোকের ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বোধ সম্পাদন করিতেছেন। অমাত্যগণ যেমন বিবিধ বিষয় রাজার গোচর করিয়া দেয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ সমুদায় বিষয় জ্ঞানের গোচর করিয়া থাকে; সুতরাং রাজার ন্যায় জ্ঞান সমুদায় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। যেমন হুতাশনের শিখা, সমীরণের বেগ, দিবাকরের করজাল ও নদীর জল বারংবার গমনাগমন করিতেছে, সেইরূপ দেহীদিগের দেহ একবার নষ্ট ও পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি পরশু দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া তন্মধ্যে ধূম বা বহ্নি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ লোকে উদর ও হস্তপদাদি অবয়ব ছেদন করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞানময় আত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু সেই কাষ্ঠকে মন্থন করিয়া উপায় বিশেষ দ্বারা যেমন তাহাতে ধূম ও অগ্নি উভয়ই নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা কৌশলক্রমে বুদ্ধি ও পরমাত্মাকে এক কালে দর্শন করিয়া থাকে। যেমন মনুষ্য স্বপ্নযোগে আপনার শরীরকে আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্য লাভ করিয়া যেমন স্বীয় দেহকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করে, সেইরূপ মনোবুদ্ধি সম্পন্ন শ্রোত্র প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুযুক্ত জীবাত্মা জীবনান্তে দেহকে একবার আপনা হইতে পৃথগ্ভাবে দর্শন করিয়াও পুনরায় উহাকে অভিন্ন বিবেচনা পূর্ব্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। পরমাত্মা সুখদুঃখপ্রদ কর্ম্ম প্রভাবে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, ও মৃত্যু প্রাপ্ত হন না; তিনি অদৃশ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেহান্তরে গমন করিয়া থাকেন। চক্ষুর দ্বারা তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না; তাঁহার স্পর্শও কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে। তিনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করেন না। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু তিনি উহাদিগকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন। যেমন সমীপস্থিত অয়ঃপিণ্ডাদিতে প্রজ্বলিত অনলের সন্তাপজনিত রূপ নিরীক্ষিত হয়, সেই রূপ জড় দেহে পরমাত্মার চৈতন্য স্বরূপ রূপই নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যভাবে অন্য শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনাকে সেই দেহের গুণে গুণবান্ জ্ঞান করে। দেহীর মৃত্যু হইলে তাহার দেহ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল ও পৃথিবীতে প্রবেশ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলও স্ব স্ব উপাদানকে আশ্রয় করে। শ্রোত্র আকাশের গুণ শব্দকে, ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে, চক্ষু তেজের গুণ রূপকে, জিহ্বা সলিলের গুণ রসকে এবং ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শকে আশ্রয় করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদক শব্দাদি পাঁচ গুণ আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতকে এবং আকাশাদি পঞ্চ ভূত শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আবার শব্দাদি পাঁচ গুণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় মনের, মন বুদ্ধির এবং বুদ্ধি স্বভাবের অনুগত। মনুষ্য স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত নূতন দেহে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্য বহন করিয়া থাকে এবং জলৌকা যেমন অনুকূল স্রোতের অনুসরণ করে, সেইরূপ তাহার মন বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকে। লোকে নৌকায়

আরোহণ করিয়া গমনকালে যেমন তীরস্থ বৃক্ষগণকে চঞ্চল বোধ করে, কিন্তু নৌকা স্থির হইলে তাহার সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির হইলে তিনি অনায়াসে ঈশ্বরের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। যেমন পুস্তকস্থ অক্ষর নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলেও উহা উপনেত্র প্রভাবে স্থূল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বীয় মুখ আপনার অদৃশ্য হইলেও যেমন দর্পণ প্রভাবে উহা দর্শন করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য হইলেও বুদ্ধিপ্রভাবে উঁহাকে মহান্ বলিয়া বোধ ও উঁহার দর্শন লাভ করা যাইতে পারে।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রিয় সহকৃত জীবচৈতন্য পূর্ব্বানুভূত বিষয় সমুদায় কালান্তরে স্মরণ করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয় সমুদায় বিলীন হইলে স্বপ্নযোগে পরম স্বভাবই বিষয়ানুভব করেন। সেই স্বভাব অনেক সময় এককালে ইহজন্ম ও পরজন্মে দৃষ্ট শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদায় সন্নিহিতের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেন এবং এই একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাবই পরস্পর বিভিন্ন অতীত অনাগত প্রভৃতি তিন অবস্থাতে সাক্ষীরূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। আত্মা কেবল পরস্পরবিরুদ্ধ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণজনিত সুখ দুঃখাদি অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে উহা ভোগ করিতে হয় না। বায়ু যেমন কাষ্ঠ সমুৎপন্ন হুতাশনে প্রবেশ করে, সেইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয় সমুদায়ে প্রবিষ্ট হন। পরমাত্মা চক্ষু বা শ্রোত্রের গম্য নহেন; স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়; শ্রোত্রাদি দ্বারা তাঁহার দর্শনাদি লাভের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক; বেদ ও আপ্তবাক্য বিচার দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভের চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় আত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী পরমাত্মা সতত উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেমন হিমালয়ের পার্শ্ব ও চন্দ্রের পৃষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতেও কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সত্তা বিদ্যমান থাকিতেও কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। লোকে যেমন চন্দ্রে সূক্ষ্ম জগৎ অবলোকন করিয়াও তাহা সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মজ্ঞান থাকিলেও সে আত্মাকে সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে। তজ্জন্য বিষয়ান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। পণ্ডিতেরা যেমন রূপবান্ বৃক্ষের আশ্রয়ে অরূপও বুঝিতে পারিয়া উহাকে অরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং সূর্য্যের গতি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান না হইলেও বুদ্ধি প্রভাবে তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় অবগত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা আত্মা নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইলেও বুদ্ধিরূপ প্রদীপ দ্বারা উহা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন এবং জ্ঞানস্বরূপ নিকটস্থ হইলেও উহা জ্ঞেয় পরমাত্মাতে বিলীন করিতে অভিলাষ করেন। উপায় উদ্ভাবন না করিলে কোন অর্থই সুসিদ্ধ হয় না। দেখ, ধীবরেরা সূত্র দ্বারা মৎস্য ধারণ করিয়া থাকে; মৃগ দ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী ও গজ দ্বারা গজ ধৃত করা যায়, সেইরূপ জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞান দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ভুজঙ্গ যেমন স্বয়ংই তাহার চরণ নিরীক্ষণ করিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞানই দেহ মধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞেয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা পরম বোধ্যকে জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে বিদ্যমান থাকিয়াও নিরীক্ষিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা মনুষ্যের শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও কেহ উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। চন্দ্র অমাবস্যাতে যেমন স্থূল শরীর বিমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হন না, সেইরূপ আত্মা মনুষ্যের কলেবর পরিভ্রষ্ট হইয়া আর প্রকাশিত থাকে না। চন্দ্র যেমন স্থূল দেহ লাভ করিয়া পুনরায় বিরাজিত হন, সেইরূপ আত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রত্যক্ষ নিরীক্ষিত হয়; উহা চন্দ্রের স্থূল দেহেরই [illegible] ঐ সমস্ত গুণ মনুষ্যের স্থূল দেহেই আরোপিত করা যায়, আত্মাতে কদাচ আরোপিত করা যাইতে পারে না। চন্দ্র যেমন অমাবস্যার পর ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাঁহাকে সেই চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহাকে সেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। রাহু যে চন্দ্রকে কিরূপে আক্রমণ ও কিরূপে পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মা যে কিরূপে লোকের দেহে প্রবেশ ও কি রূপে উহা পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। রাহু যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে আক্রমণ করিয়া থাকিলেই নিরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মা শরীরকে আশ্রয় করিলেই অনুমিত হইয়া থাকে। রাহু যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলে আর নিরীক্ষিত হয় না, সেইরূপ আত্মা দেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে আর অনুমিত হয় না। চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে অদৃশ্য হইলেও নক্ষত্রগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্মা শরীর নির্ম্মুক্ত হইলেও কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! লোকের স্বপ্নাবস্থায় যেমন তাহার স্থূলদেহ শয্যায় নিপতিত থাকে ও লিঙ্গশরীর উহা হইতে পৃথক্ হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে, তদ্রূপ কর্ম্মপর ব্যক্তি নিহত হইলে তাহার স্থূল শরীর ভস্মসাৎ হয় ও লিঙ্গশরীর পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে, আর যেমন লোকে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে পৃথগ্ভূত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির নিধন হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। নির্ম্মল জলে যেমন প্রতিবিম্ব নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হইলে তদ্দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু সলিল কলুষিত হইলে যেমন প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করা যায় না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম আকুলিত হইলে তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানপ্রভাবে অবুদ্ধির উৎপত্তি হয়, অবুদ্ধিপ্রভাবে চিত্ত দূষিত হইয়া যায় এবং চিত্ত দূষিত হইলেই শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া উঠে। মোহান্ধ ব্যক্তি বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া কোন রূপেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। জীবগণ কেবল স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুষ্ঠাননিবন্ধন বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। পাপসত্ত্বে কখনই বিষয়পিপাসার শান্তি হয় না। যখন পাপের নাশ হয়, তখনই বিষয় তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া থাকে। নিয়ত বিষয়সংসর্গ করিলে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধিই হইতে থাকে; কখনই মোক্ষ লাভ হয় না। পাপের ধ্বংস হইলেই লোকের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। তখন সুনির্ম্মল আদর্শে যেমন প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সে স্বীয় বুদ্ধিতে আত্মা সন্দর্শন করিতে পারে। ইন্দ্রিয় সমুদায় বিষয়াসক্ত হইলেই দুঃখে এবং সংযত হইলেই সুখে কালযাপন করিতে পারা যায়। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে। মন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইলেই শব্দাদি বিষয়ে বিলিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই শব্দাদি বিষয় ও স্থূল কারণ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হন। দিবাকর যেমন সমুদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তৎসমুদায় প্রতিসংহার করিয়া অস্তগমন করেন, তদ্রূপ অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় উহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া দেহ হইতে অন্তরিত হন। মানবগণ বারংবার স্বীয় কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ প্রবৃত্তির অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিলে বিষয়বাসনা একবারে দূরীভূত হইয়া যায়। আর যখন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন বাসনাত্মক রস পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি বিষয়সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনের সহিত মিলিত হইলেই লোকের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও অনুমানের অগোচর। বুদ্ধি কেবল সেই উৎকৃষ্ট পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে। ঘটাদি স্থূল পদার্থ যেমন মনঃকল্পিত বলিয়া মনোমধ্যে লীন থাকে, তদ্রূপ মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবাত্মাতে এবং জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা কেহই স্ব স্ব কারণ অবগত হইতে সমর্থ নহে; কিন্তু সূক্ষ্মস্বরূপ জ্ঞানময় আত্মা উহাদের সকলকেই সন্দর্শন করিতেছেন।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহর্ষে ! শারীরিক বা মানসিক দুঃখ বিদ্যমান থাকিতে যোগাভ্যাসে রত হয় না ; অতএব দুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ; চিন্তা পরিত্যাগই দুঃখ নিবারণের মহৌষধি। দুঃখচিন্তা করিলে কখনই দুঃখের উপশম হয় না এবং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রজ্ঞাবলে মানসিক এবং ঔষধবলে শারীরিক দুঃখ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য বালকতা প্রকাশ পূর্ব্বক দুঃখে নিমগ্ন হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্য সম্পত্তি, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের বাসনা করেন না। সাধারণদুঃখের নিমিত্ত একাকী দুঃখ প্রকাশ করা বিধেয় নহে ; বরং যদি উহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে শোক প্রকাশ না করিয়া তাহাই করা কর্ত্তব্য। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকাংশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহবশত ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে নিশ্চয়ই শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যিনি এককালে সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করেন না। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর, অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে যাহার পর নাই ক্লেশ হইয়া থাকে। আবার উহা উপার্জন করিবার সময় অপরিমিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় ; অতএব অর্থনাশের বিষয় চিন্তা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধি সংস্কার সংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে বিরাজিত হইলেই যোগ সমাধি সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। সলিল যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি গুণগ্রামে প্রবাহিত হয়। যখন সেই বুদ্ধিতে নির্গুণ ধ্যেয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় নিকষঘৃষ্ট স্বর্ণরেখার ন্যায় অসন্দিগ্ধরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। মন কেবল ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদির প্রবোধক। উহা দ্বারা রূপাদি গুণবিহীন ব্রহ্ম লাভ করা সম্ভাবিত নহে। সমুদায় ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া উহাদিগকে কল্পনাত্মক মনে ও মনকে বুদ্ধিতে অবস্থাপন পূর্ব্বক একাগ্রতা অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। যেমন শব্দাদি গুণ সমুদায় বিলুপ্ত হইলে পঞ্চীকৃত মহাভূত সকল বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি অহঙ্কার তত্ত্বে বিলীন হইলে ইন্দ্রিয়গণও বিলীন হইয়া যায়। যখন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অহঙ্কারে অবস্থান করে, তখন মনের সহিত উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকে না। অহঙ্কার ধ্যান প্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া রূপাদি বিষয়ের সহিত শব্দাদি মূল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই গুণাত্মক সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণ বস্তু লাভ করিতে পারে। অব্যক্তের স্বরূপ কীর্ত্তন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। তপস্যা, অনুমান, শমদমাদিগুণ, বেদান্ত শ্রবণ ও বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে বাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা সেই অতর্কনীয় আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মকে কি বাহ্য কি অন্তরে সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। হুতাশন যেমন অপ্রতিহত বেগে কাষ্ঠে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিও শব্দাদি বিষয়ের উপর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়বাসনাবিহীন হয়, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। আর যখন বিষয়বাসনায় বিলুপ্ত হয়, তৎকালে ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয় সমুদায় যেমন স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম সর্ব্বদা সকল কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মানবগণ অজ্ঞানবশত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। উহাদের মধ্যে যাহারা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহারা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ; আর যাহারা উহাতে আসক্ত থাকে, তাহারা স্বর্গ গমনে সমর্থ হয়। জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি, রূপরসাদি, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও অভিমান এই সমুদায় বিনশ্বর পদার্থ। ঐ সমস্ত পদার্থের প্রথম সৃষ্টি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে। তৎপরে ঐ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতেই আবার সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। ঐ রূপ পদার্থ সমুদায়ের ধর্ম্মপ্রভাবে শ্রেয়, অধর্ম্মপ্রভাবে অমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মরণের পর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে এবং বীতস্পৃহ ব্যক্তিরা আত্মজ্ঞান প্রভাবে একবারে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

ষড়াধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহর্ষে ! শব্দাদি পঞ্চগুণের সহিত পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিতে পারিলেই আত্মাকে মণিমধ্যে নিহিতসূত্রের ন্যায় দর্শন করিতে পারা যায়। আর সূত্র যেমন স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, রজত ও মৃন্ময় বস্তুতে নিহিত থাকে, তদ্রূপ আত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে গো, অশ্ব, মনুষ্য, হস্তী, মৃগ, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে প্রাণী যে দেহ লাভ করিবার নিমিত্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। বুদ্ধি অন্তরাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াও আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুসরণ করে। জ্ঞান হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে অভিসন্ধি, অভিসন্ধি হইতে কার্য্য ও কার্য্য হইতে ফল উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত ফল কর্ম্মসম্ভূত, কর্ম্ম বুদ্ধিসম্ভূত, বুদ্ধি জ্ঞানসম্ভূত ও জ্ঞান আত্মসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দেহ ও আত্মার জ্ঞেয়জ্ঞান, ফল, বুদ্ধি ও কর্ম্মের ক্ষয় হইলে যে দিব্য জ্ঞান জন্মে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরম পদার্থকে দর্শন করিতে পারেন, বিষয়াসক্ত নির্ব্বোধেরা কখনই তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পৃথিবী হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ, আকাশ হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে কাল ও কাল হইতে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সমধিক মহত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মরূপী ভগবান্ অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলিয়া অব্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুঃখ বিনশ্বর পদার্থ, সুতরাং উহা কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই পরমব্রহ্ম ও পরমপদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাঁহাকে অবগত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমপদ মুক্তি পদ লাভ করেন। নিবৃত্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারে, সে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। ঋক্ যজু ও সামবেদ লোকের লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে। ঐ সমুদায় যত্নসাধ্য ও বিনশ্বর; কিন্তু ব্রহ্মপদার্থ লোকের জ্ঞানদেহে আবির্ভূত হয়। উহার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই ; সুতরাং উহা যত্নসাধ্য নহে। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের আদি ও অন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে ; কিন্তু ব্রহ্মের আদি ও অন্ত নাই। সেই পরমপদার্থ অনাদি অনন্ত প্রযুক্ত সর্ব্বব্যাপী ও শুভময় হইয়াছেন। শুভময় প্রযুক্ত তাঁহাকে দুঃখবিহীন ও মানাপমানাদিশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্যগণ অদৃষ্ট ও বিষয়লালসা প্রভাবে ব্রহ্ম পদার্থ প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় না। সিদ্ধ পুরুষেরা সমাধিপ্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইয়াও যদি মনে মনে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মধনে বঞ্চিত হন। বিষয়ার্থী ব্যক্তিদিগের বিষয় দর্শন নিবন্ধন বিষয়ভোগলালসা উৎপন্ন হয় ; সুতরাং তাহারা কোন রূপেই বিষয়াতীত পরমব্রহ্ম লাভ করিতে বাঞ্ছা করে না। নিকৃষ্ট বাহ্য গুণাসক্ত মূঢ় ব্যক্তিরা কি কখন যোগিগণের জ্ঞাতব্য পরম গুণ জ্ঞাত হইতে পারে ? ব্রহ্মের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট আন্তরিক গুণসমূহ দ্বারাই পরম ব্রহ্ম লাভ করা যায়। আমরা সূক্ষ্ম মন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারি। বাক্য দ্বারা কখনই উহা প্রকাশ করিতে পারি না। মন দ্বারা মনকে ও দর্শন দ্বারা দর্শনকে নিগৃহীত এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে সংশয়বিহীন, বুদ্ধি দ্বারা মনকে বিশুদ্ধ ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায়কে স্থির করিতে পারিলেই ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্যানের পরিপাক নিবন্ধন যাঁহার বিষয়বাসনা তিরোহিত ও মন উন্নত হয়, তিনি প্রার্থনাশূন্য নির্গুণ আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। বায়ু যেমন কাষ্ঠান্তর্গত হুতাশনকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধ্যানবলে বিষয় সমুদায় আত্মাতে লীন করিতে পারিলে বুদ্ধির অতীত ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। ধ্যানকালে বিষয় সমুদায় আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হইলে বুদ্ধিকল্পিত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিষয় সমুদায় আত্মাতে লীন করে, সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মা অব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তকর্ম্মা। লোকের নিধন সময়ে উহা অব্যক্তভাবেই তাহার দেহ হইতে বহির্গত হয়। আমরা কেবল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য ও সুখদুঃখ অবগত হইয়া ঐ কার্য্য ও সুখদুঃখ আত্মার বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু বস্তুত আত্মা কোন কর্ম্মে লিপ্ত বা সুখদুঃখভাজন নহে। আত্মা মনুষ্যের দেহে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রভাবেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে সে আর কোন কর্ম্মই করিতে সমর্থ হয় না। যেমন মনুষ্য পৃথিবীর অন্ত দেখিতে পায় না, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার অন্ত হয়, তদ্রূপ আপাতত সুখদুঃখাদির অন্ত প্রতীয়মান হয় না বটে কিন্তু সুখদুঃখাদি যখন জড় পদার্থ, তখন অবশ্যই উহার অন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। বায়ু যেমন অর্ণবস্থ তৃণাদিকে প্রবাহ দ্বারা পর পারে লইয়া যায়, তদ্রূপ কর্ম্ম সংসারে লিপ্ত জীবকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া থাকে। দিবাকর যেমন কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ মনুষ্য বিষয়ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়-বাসনা সঙ্কুচিত করে এবং পরিশেষে নিরহঙ্কার হইয়া গুণাতীত পরমব্রহ্মে লীন হয়। ফলত যাঁহার জন্ম নাই; যিনি পুণ্যবান্‌দিগের পরম গতি, কার্য্য সমুদায় যাহাতে লীন হইয়া থাকে, মোক্ষস্বরূপ অবিনশ্বর এবং আদি মধ্য ও অন্তবিহীন সেই পরম ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যিনি সকলের স্রষ্টা, যাঁহার স্রষ্টা কেহই নাই এবং যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, হৃষীকেশ, গোবিন্দ ও কেশব প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, আমি সেই ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি বিশেষরূপে তাঁহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকট ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ অসিতদেবল মহাতপা বাল্মীকি ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ইঁহারা নারায়ণের বিষয় অতি অদ্ভুত রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি অনেক মহাত্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে ভগবান্ নারায়ণ পুরুষপ্রধান ঈশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং পুরাণবেত্তা সাধুগণ ঐ মহাত্মার যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ভগবান্ পুরুষোত্তম আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, তেজ ও জল এই পাঁচ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়া পরে স্বয়ং সলিলোপরি শয়ন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রথমে মনের সহিত অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। সেই অহঙ্কারবলে জীবগণের সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। অহঙ্কারের সৃষ্টির পর সলিলশায়ী ভগবান্ নারায়ণের নাভিদেশে ভাস্করপ্রতিম এক দিব্য পদ্ম সম্ভূত হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণের সেই নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মযোনি প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র তাঁহার প্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ ব্রহ্মার উৎপত্তির পর তমোগুণসম্পন্ন মধু নামে এক মহাসুর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তখন পুরুষোত্তম নারায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপকারার্থ ঐ বিকট বেশধারী রুদ্রকর্ম্মা মহাসুরকে নিপাতিত করিলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ তৎকালে সেই দুরাত্মা মহাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া দেব দানব ও মানব প্রভৃতি সকলে উঁহাকে মধুসূদন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

মধু দৈত্য নিহত হইলে পর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ ও ক্রতু নামে ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের উৎপত্তি হইল। তন্মধ্যে মরীচি হইতে কশ্যপ, বেদবিদ্যাবিশারদ মরীচি মুনির জন্ম পরিগ্রহের পূর্ব্বে ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে আর একটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষ হইতে প্রথমে ত্রয়োদশ কন্যার উৎপত্তি হয়। ঐ কন্যাগণের মধ্যে দিতিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাযশস্বী মরীচিপুত্র কশ্যপ ঐ কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ আর দশটি কন্যা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মকে সমর্পণ করিলেন। ধর্ম্মের ঔরসে তাঁহাদের গর্ভে বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব, সাধ্য ও বায়ু প্রভৃতি পুত্র সমুদায় সমুৎপন্ন হইল। ঐ দশ কন্যার জন্মের পর দক্ষের আর সপ্তবিংশতি কন্যা জন্মিয়াছিল। ভগবান্ চন্দ্রমা তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে অদিতি হইতে মহাবল পরাক্রান্ত দেবশ্রেষ্ঠ আদিত্যগণ উৎপন্ন হইলেন। ঐ আদিত্যগণের মধ্যে বামনরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বামনদেবের বিক্রম প্রভাবে দেবগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং দানব ও অসুরগণের অবনতি হইতে লাগিল। দনু বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবগণকে ও দিতি মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণকে এবং কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণ গন্ধর্ব্ব, তুরঙ্গ, পক্ষী, গো, কিম্পুরুষ মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সমুদায় উৎপাদন করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন বিবেচনা করিয়া, দিবা রাত্রি, কাল, ঋতু, পূর্ব্বাহ্ন, অপরাহ্ন মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখ হইতে এক শত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে এক শত ক্ষত্রিয় উরুদেশ হইতে এক শত বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে এক শত শূদ্র সমুৎপন্ন হইল। হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে চারিবর্ণের সৃষ্টিবিধান করিয়া পরিশেষে বেদবিধাতা ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ, ভগবান্ বিরূপাক্ষকে ভূত ও মাতৃগণের অধ্যক্ষ, যমরাজকে পাপাত্মাদিগের নিয়ন্তা, কুবেরকে ধনরক্ষিতা, জলেশ্বর বরুণদেবকে জলজন্তুগণের অধিপতি এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সমুদায় দেবগণের অধীশ্বর করিলেন। ঐ সময় যাহার যতদিন জীবিত থাকিবার অভিলাষ হইত, সে তত দিন জীবিত থাকিতে সমর্থ হইত। কাহাকেও শমনের শাসনশঙ্কায় শঙ্কিত হইতে হইত না। স্ত্রীসংসর্গের আবশ্যক ছিল না। ইচ্ছা করিলেই লোকে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত। ঐ সময়ের নাম সত্যযুগ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও স্ত্রীসংসর্গের প্রথা প্রচলিত ছিল না, তৎকালে লোকে কামিনীগণকে স্পর্শ করিলেই তাহাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। দ্বাপরযুগ হইতেই মৈথুনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট সর্ব্বাধীশ্বর জগৎপতি নারায়ণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উচ্ছৃঙ্খল পাপাত্মাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। দক্ষিণাপথসম্ভূত নরবর, অন্ধ্রক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক ও মদ্রক এবং উত্তরাপথসম্ভূত যৌন, কাম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্ব্বরগণ নিয়ত পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে বিচরণ করে। উহাদের ব্যবহার চাণ্ডাল, কাক ও গৃধ্রগণের ন্যায় নিতান্ত কদর্য্য। সত্যযুগে উহাদিগের নাম গন্ধও ছিল না। ত্রেতাযুগ হইতে ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। এক্ষণে উহাদের সংখ্যার নিতান্ত আধিক্যনিবন্ধন পৃথিবী একান্ত নিপীড়িত হওয়াতে ভগবান্ ভূতভাবনের ইচ্ছানুসারে উহারা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরকে নিহত করিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহাত্মা বাসুদেব হইতেই সমুদায় সম্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বলোকদর্শী দেবর্ষি নারদও বাসুদেবকে দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন এবং তাঁহার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলত সত্যপরাক্রম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মনুষ্য নহেন, উঁহার মহিমা অনির্ব্বচনীয়।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বে যে যে মহাত্মা প্রজাপতি ও যে যে দিকে যে যে মহর্ষি ছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বতন প্রজাপতি ও মহর্ষিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে কেবল একমাত্র সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত আত্মতুল্য মহাত্মা পুত্রের উৎপত্তি হয়। পুরাণে এই সাত মহর্ষিকে সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

অতঃপর প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা অত্রির বংশে ব্রহ্মযোনি ভগবান্ প্রাচীনবর্হির উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতার উৎপত্তি হয়। সেই দশ জন প্রচেতার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম দক্ষ। দক্ষ জনসমাজে ক নামেও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মরীচিপুত্র কশ্যপও অরিষ্টনেমি নামে প্রথিত হন। অত্রির ঔরসপুত্র বীর্য্যবান্ সোমরাজ দিব্য সহস্র যুগ জীবিত ছিলেন। ভগবান্ অর্য্যমা ও তাঁহার সন্তানগণ নিখিল ভুবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া নিয়ম সমুদায় সংস্থাপিত করিয়াছেন। মহারাজ শশবিন্দুর দশ সহস্র ভার্য্যা ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহাত্মা শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের হইতেই অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ শশবিন্দুর সেই পুত্রগণকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট যশস্বী প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ত্রিভুবনের দেবগণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ভগ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য মহাত্মা কশ্যপের পুত্র। নাসত্য ও দস্র নামে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহাত্মা অষ্টম মার্ত্তণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাঁরাই দেব ও পিতৃগণ বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ যশস্বী অজৈকপাৎ, অহি, ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ ও রৈবত ত্বষ্টার পুত্র। হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিণাকী ও অপরাজিত ইহাঁরাই অষ্টবসু বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। প্রজাপতি মনুর অধিকার কালে ইহারাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইহাঁদিগকেই দেবগণ ও বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। ঋতু ও মরুদ্গণ আদিদেবতা। এই সমস্ত দেবতা ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। উহাঁদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, তপোনুষ্ঠাননিরত অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র ও অঙ্গিরার-কুলসম্ভূত দেবগণ ব্রাহ্মণ। এইরূপে দেবগণও চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সমস্ত দেবগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি কি স্বজাত, কি অন্যসংসর্গজ সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অঙ্গিরার পুত্র যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔশিজ, কাক্ষীবান্ ও বল, ত্রিলোকপাবন, সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং মহর্ষি মেধাতিথির পুত্র কণ্ব ও বর্হিষদ ইহাঁরা পূর্ব্বদিকে; উন্মুচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ইধ্মবাহ ও মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য এই সমুদায় ব্রহ্মর্ষি দক্ষিণদিকে, উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রিপুত্র ভগবান্ সারস্বত এই সমস্ত মহাত্মা পশ্চিমদিকে এবং ভগবান্ আত্রেয়, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ও ঋচীককুমার জমদগ্নি এই সাত জন মহর্ষি উত্তর দিকে অবস্থান করিতেছেন। এই আমি যে যে দিকে যে যে তিগ্মতেজা মহর্ষি অবস্থিত রহিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই ভুবনভাবন মহাত্মারাই ভুবনের সাক্ষীভূত; ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত দিক্ সমুদায়ে গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় গৃহে গমন করিতে পারে।

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি অবিনাশী সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবের অলৌকিক তেজ, পূর্ব্বাচরিত কার্য্য এবং তিনি কি নিমিত্তই বা তির্য্যগ্-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি ঐ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি একদা মৃগয়ার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তথায় অসংখ্য মুনিগণ বিষণ্ণ রহিয়াছেন। আমি তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা মধুপর্ক দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলেন। আমিও তাহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিলাম। সেই সময় মহর্ষি কশ্যপ আমার নিকট যে মনোহর কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে ক্রোধোদ্ধত লোভপরায়ণ বলমদমত্ত নরক প্রভৃতি মহাসুরগণ দেবগণের ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। দেব ও দেবর্ষিগণ তাহাদিগের উপদ্রবে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অস্বস্থচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন যে বসুন্ধরা মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ অসুরগণের প্রভাবে ভারাক্রান্তা হইয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে রসাতলে গমন করিতেছেন। পৃথিবীর দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা নিতান্ত ভীত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! দানবগণ আমাদের উপর যাহার পর নাই দৌরাত্ম্য করিতেছে, আমরা কি প্রকারে তাহাদের উপদ্রব সহ্য করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! আমি এই বিপদ্ শান্তির উপায় অবধারণ করিয়াছি, অসুরগণ এক্ষণে দলবদ্ধ হইয়া পাতালতলে বাস করিতেছে; উহারা দেবদত্ত বর এবং বল বীর্য্য ও অহঙ্কার প্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া অব্যক্তদর্শন সুরগণের অধৃষ্য ভগবান্ বিষ্ণু যে বরাহরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতঃপর সেই বরাহই মহাবেগে পাতালতলে গমন পূর্ব্বক ঐ দুরাত্মাদিগের বিনাশ সাধন করিবেন। ভগবান্ কমলযোনি এই কথা কহিলে দেবগণ দুঃখের অবসান হইল মনে করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ পূর্ব্বক দানবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। দানবেরা সেই বরাহের অমানুষ বল অবলোকন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে চতুর্দ্দিক্ হইতে আকর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কোন অপকার করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ভীত ও বিস্মিত হইয়া আপনাদিগের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিতে লাগিল।

তখন দেবাদিদেব ভগবান্ বরাহ যোগবলে দৈত্যদানবগণকে স্তম্ভিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ ধ্বনি প্রভাবে তিন লোক ও দশ দিক্ অনুনাদিত হইতে লাগিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন। পৃথিবীর যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দানবগণ সেই নিনাদে একান্ত ভীত ও বিষ্ণুতেজে বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভূতাধিপতি মহাযোগী ভগবান্ বরাহ খুর দ্বারা উহাদের মাংস, মেদ ও অস্থি সকল বিদলিত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ঐ রূপে বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভীষণ নাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া উহাঁর নাম সনাতন হইয়াছে। অনন্তর সুরগণ সেই বরাহের নিনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ও কি শব্দ হইতেছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ শব্দ করিতেছে? আমরা কিছুই অবগত হইতে পারিতেছি না; ঐ নিনাদ দ্বারা সমস্ত জগৎ ভয়বিহ্বল হইয়াছে এবং সুর ও অসুরগণ বিমোহিত হইয়াছেন।

দেবগণ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরসংহার সমাপ্ত করিয়া পাতালতল হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বরাহকে দূর হইতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দেবগণকে কহিলেন, ঐ দেখ, মহাকায় মহাবল সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অসুরবিনাশরূপ অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিয়া আগমন করিতেছেন। তোমাদের আর কোন শঙ্কা নাই, তোমরা ধৈর্য্যাবলম্বন কর। শোক, সন্তাপ ও ভয় করিবার আর কোন আবশ্যক নাই। ঐ বরাহরূপী কৃষ্ণই বিধি, প্রভাব ও ক্ষয়কারক কাল। উনি লোকসকলের রক্ষাবিধানার্থ ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সকল লোকই উহাঁকে নমস্কার করিয়া থাকে। উনি সকলের আদি ও সকলের ঈশ্বর।

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে উৎকৃষ্ট মোক্ষশাস্ত্র নিদান যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে গুরুশিষ্যসংবাদ নামক মুক্তিবিষয়ক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা এক মেধাবী শিষ্য মঙ্গলাভার্থী হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় আচার্য্যের চরণবন্দন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গুরো! যদি আপনি আমার শুশ্রূষায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনোদন করুন। আমার ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সকল লোকের শরীরনির্ম্মাণোপযোগী উপাদান সকল একরূপ হইলেও কি নিমিত্ত এক জনের উন্নতি ও অন্যের অবনতি হইয়া থাকে। আপনি এই দুই বিষয় এবং বেদমধ্যে লৌকিক ও বর্ণাশ্রমসাধারণ যে বাক্য বিন্যস্ত আছে, তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

আচার্য্য কহিলেন, বৎস! যাহা বেদচতুষ্টয়েরও গুহ্য এবং সকল বিদ্যা ও সকল শাস্ত্রের সার, সেই অধ্যাত্মযোগ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বাসুদেব বিশ্বসংসার ও বেদের আদি। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, ঐ বিশ্বব্যাপী সনাতন পুরুষ সত্য, জ্ঞান, তিতিক্ষা, যজ্ঞ ও ঋজুতাস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে। তিনিই অব্যক্ত শাশ্বত ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্য বৈশ্যকে ও শূদ্র শূদ্রকে বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন, সুতরাং তুমি আমার নিকট ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে আমি যাহা কহি-

তেছি, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। বাসুদেব সাক্ষাৎ কালচক্র অনাদি ও অনন্ত। এই ত্রৈলোক্য তাঁহাতেই চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লোকে তাঁহাকেই অবিনাশী অব্যক্ত ও নিত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই মহাত্মা হইতেই পিতৃ, দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হইতেছে। উনিই যুগপ্রারম্ভে বেদশাস্ত্র শাশ্বত লোকধর্ম্ম ও প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন বসন্তাদি ঋতুকালে বৃক্ষসকল পর্য্যায়ক্রমে পুষ্পিত হয়, সেইরূপ প্রতিকল্পে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয় কর্ত্তৃত্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যুগপ্রারম্ভে কালযোগে যে সমস্ত বস্তু প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সেই বস্তুতেই লোকযাত্রাবিধানজ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মহর্ষিগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুর আদেশানুসারে যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাস সকল তপোবলে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ, বৃহস্পতি বেদাঙ্গ, শুক্রাচার্য্য জগতের হিতজনক নীতিশাস্ত্র, দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভরদ্বাজ ধনুর্ব্বিদ্যা, গার্গ্য দেবর্ষিগণের চরিত্র, কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য মহর্ষি ন্যায় ও তন্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মহর্ষিরা যুক্তি, বেদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত করিয়াছেন, তাঁহারই উপাসনা কর। দেবতা ও ঋষিগণ সেই অনাদি সূক্ষ্মস্বরূপ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। একমাত্র লোকবিধাতা ভগবান্ নারায়ণই তাঁহাকে বিদিত ছিলেন। পরে নারায়ণ হইতে মহর্ষি ও সুরাসুরগণ এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষি সকল সেই দুঃখনাশের ঔষধিস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন। প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক আলোচিত ভাব সমুদায় প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে। যেমন একটী দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। অনন্তত্বনিবন্ধন প্রকৃতির নাশ হইতেছে না। সূক্ষ্ম স্বরূপ ঈশ্বর হইতে কর্ম্মজ বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই অহঙ্কার প্রভৃতি আটটী পদার্থ সকলের মূল প্রকৃতি; জগৎ এই সমস্ত পদার্থেই অবস্থিত হইয়াছে। ঐ আট প্রকৃতি হইতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয় ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্য এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে মন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনই জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন ও বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়যুক্ত মনই বুদ্ধ্যাদি আন্তরিক, আকাশাদি বাহ্য ও অহঙ্কারাদি-আত্মক পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হয়। এই ষোড়শ ইন্দ্রিয় দেবতাত্মক। ইহারা দেহমধ্যে দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতেছে। রস সলিলের, গন্ধ পৃথিবীর, শ্রোত্র আকাশের, চক্ষু তেজের, স্পর্শ বায়ুর, মন সত্ত্বের ও সত্ত্ব প্রধানের গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। সত্ত্ব সর্ব্বভূতের আত্মভূত ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে। এই সত্ত্বাদি ভাব সমুদায় প্রকৃতির পরবর্ত্তী প্রবৃত্তিশূন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

মহান্ আত্মা নবদ্বারসম্পন্ন সত্ত্বাদিভাবপরিপূর্ণ অতি পবিত্র দেহরূপ পুর আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছেন; এই নিমিত্ত উঁহাকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি অজর ও অমর; তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী গুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম এবং তিনিই সকল প্রাণীর গুণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। প্রদীপ যেমন হ্রস্ব বা দীর্ঘই হউক, সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে, সেইরূপ পুরুষ উপাধিভেদে মহৎই হউন আর হীনই হউন সকল প্রাণীতেই জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিয়া বস্তু সকল উদ্ভাবন করিতেছেন। তিনি শ্রোত্র ও নেত্রকে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ংই শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। এই দেহই তাঁহার শব্দাদি বিষয় লাভের কারণ। কিন্তু তিনি সকল কার্য্যের কর্ত্তা। কাষ্ঠ ভেদ করিলে [illegible] কাষ্ঠগত বহ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, সেইরূপ শরীর ছেদন করিলে [illegible] তাতে আত্মদর্শনলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই আর কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যোগবল আশ্রয় করিলেই দেহমধ্যস্থ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। নদের অনন্তর নিবন্ধন আত্মার দেহসম্বন্ধ নিরন্তর নিবদ্ধই রহিয়াছে। যোগ ব্যতিরেকে উহার দেহসম্বন্ধ ছেদনের উপায়ান্তর নাই। লোকের স্বপ্ন যোগে, যেমন তাহার আত্মা দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ তাহার মরণান্তেও তাহার দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেহকে আশ্রয় করে। আত্মা স্বকৃত কর্ম্ম বলেই পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আবার স্বকর্ম্ম প্রভাবেই অন্য শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই আত্মা যেরূপে এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করে, তাহা পরে কীর্ত্তন করিতেছি।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই জগতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রাণী বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদিগের জন্ম ও মৃত্যু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। মন অব্যক্ত, আত্মার স্বরূপ; সুতরাং উহাও অব্যক্ত। যেমন কণামাত্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ অব্যক্ত হইতে সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। অচেতন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহপিণ্ডের এবং প্রাক্তন কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম যেমন দেহীর অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাজনিত কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চিত্তানন্দ প্রভৃতি ভাবসমুদায় মিলিত হইয়া দেহান্তরে শরীরীকে আশ্রয় করে। পূর্ব্বে ভূমি, আকাশ, স্বর্গ, মহাভূত, প্রাণ এবং শান্তি ও কামাদি গুণ সমুদায় কিছুই বিদ্যমান ছিল না। একমাত্র জীবেরই সত্ত্বা ছিল। বস্তুত জীবের সহিত পৃথিব্যাদির কোন সম্পর্ক নাই। আপাতত জীবের সহিত পৃথিব্যাদির যে সম্বন্ধ বোধগম্য হয়, মায়াই তাহার কারণ। জীব সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও নিত্য; উহা পূর্ব্বতন বাসনাপ্রভাবেই আপনাকে মনুষ্য, পশু বা অন্য কোন জন্তু বলিয়া বিবেচনা করে। ঐ বাসনাবশতই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্মবশতই তাহার বাসনা উৎপন্ন হয়। এইরূপে জীবের কর্ম্ম ও বাসনা চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার জন্ম মরণ প্রবাহরূপ চক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বুদ্ধি ও বাসনা ঐ চক্রের নাভি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উহার অর, জ্ঞানক্রিয়াদি উহার নেমি, রজোগুণ উহার অক্ষ এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা। তৈলিকেরা যেমন তিলকে নিপীড়ন করে, তদ্রূপ অজ্ঞানসম্ভূত সুখ দুঃখভোগ ঐ চক্রে এই জগৎ নিপীড়িত করিতেছে। সকলেই কুসলাভ বাসনায় অহঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে। বাসনাই কার্য্যকারণ সংযোগের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ; কার্য্যকারণকে বা কারণ কার্য্যকে কখনই অতিক্রম করে না। কাল কার্য্যসাধনের প্রধান হেতু। প্রকৃতি ও বিকৃতি ইহারা পুরুষকে আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মসংযুক্ত হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে। ধূলি যেমন সমীরণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উহার অনুগমন করে, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র রাজসিক ও তামসিক ভাব এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও বিদ্যাবল সংযুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। আর বায়ু যেমন ধূলি সঞ্চালন করিয়াও উহার সহিত নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ আত্মা রাজসিকাদি ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। এইরূপে পণ্ডিতগণ বায়ুর সহিত ধূলির ন্যায়, সত্ত্বাদিগুণের সহিত জীবাত্মার পৃথগ্‌ভাব অবগত হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ ঋষি এইরূপে উহা ভঞ্জন করিয়াছিলেন। সুখদুঃখ পরিহারের উপায় পর্য্যালোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ সকল যেমন অনলদগ্ধ হইলে আর পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ক্লেশ সমুদায় জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইলে আর জীবাত্মাতে আবির্ভূত হইতে পারে না।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রধান বলিয়া উহা আশ্রয় করেন, তদ্রূপ বিজ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মারা বিজ্ঞানতত্ত্বই অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। বেদোক্ত কার্য্যে অনুরক্ত বেদবিদ্ দুর্লভ পুরুষেরাই স্বীয় মহানুভাবতানিবন্ধন মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। কর্ম্মত্যাগ সাধু ব্যক্তিদিগের আচরিত বলিয়াই জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছে। নিবৃত্ত্যাত্মিকা

বুদ্ধি দ্বারাই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেহাভিমানসম্পন্ন ক্রোধ-লোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা রাজস ও তামসগুণে আক্রান্ত হইয়া সংসারে অনুরক্ত হয়; অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ কার্য্য দ্বারা আত্মজ্ঞানের দ্বার প্রস্তুত করিবেন, কিন্তু কর্ম্মফলসম্ভূত স্বর্গাদি লাভের বাসনা কখনই করিবেন না। লৌহমিশ্রিত সুবর্ণের ন্যায় রাগাদি দোষদূষিত বিজ্ঞান ভদ্রসমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ ও লোভের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়; অতএব রাগাধিক্যবশত শব্দাদি বিষয়ের অনুসরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি উহার অনুগমন করে, তাহাকে ক্রোধ, হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত হইতে হয়। যখন সকল লোকের দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং সত্ত্ব রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট, তখন অন্যকে স্তুতি বা নিন্দা করা নিতান্ত নিষ্ফল; মূঢ়েরাই অজ্ঞানতানিবন্ধন স্পর্শ, রূপ ও রসাদি বিষয়ে আসক্ত হয়। উহারা আপনাদের দেহকে পার্থিব বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। মৃন্ময় গৃহ যেমন মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত হয়, তদ্রূপ এই মৃন্ময় দেহও মৃত্তিকার অন্নাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। মধু, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, লবণ, গুড়, ধান্য ও ফল মূলাদি সমুদায় দ্রব্য সলিল ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরা যেমন মিষ্টান্নাদি ভোজনের ঔৎসুক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর রক্ষার্থ অতি সামান্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ গৃহীদিগেরও জীবনরক্ষার্থ পীড়িত ব্যক্তির ঔষধসেবনের ন্যায় যৎসামান্য আহার করা কর্ত্তব্য। উদারচিত্ত পুরুষেরা সত্যবাদিতা, বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ, সরলতা বৈরাগ্য, অধ্যয়নাদিজনিত তেজ, বিক্রম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, মন ও তপস্যাপ্রভাবে বিষয়াত্মক ভাব সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক শান্তি লাভের ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রিয়দমন করিবেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব অনভিজ্ঞতাদোষেই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে মোহিত হইয়া ইহলোকে চক্রের ন্যায় বারবার পরিভ্রমণ করে। অতএব অজ্ঞানসম্ভূত দোষ সমুদায় সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞানজনিত অহঙ্কার পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাভূত, ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং ঈশ্বরসমন্বিত ত্রিভুবন ও কর্ম্ম সমুদায়ই অহঙ্কারকল্পিত। কাল যেমন যত্নশীল হইয়া ইহলোকে ঋতু সমুদায়ের গুণ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অহঙ্কার প্রাণিগণের কর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া দেয়। অন্ধকারসদৃশ মোহাত্মক তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয়েই লোকের সুখ দুঃখ নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ গুণত্রয় হইতে যে সমস্ত গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রীতি, অসন্দেহ, ধৃতি ও স্মৃতি সত্ত্বগুণ হইতে; কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয় ও আয়াস রজোগুণ হইতে এবং বিষাদ, শোক, মান, দর্প ও অনার্য্যতা তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রতিনিয়ত এই সমুদায় আত্মস্থিত দোষের প্রত্যেকের গৌরব ও লাঘব পরীক্ষা করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মুমুক্ষু ব্যক্তিরা কি কি দোষ পরিত্যাগ ও কি কি দোষ শিথিল করে? কোন্ কোন্ দোষ অপরিহার্য্য, কোন্ কোন্ দোষকে মোহবশত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয় এবং পণ্ডিতেরা বুদ্ধি ও হেতু দ্বারা কোন্ কোন্ দোষের বলাবল বিবেচনা করেন। এই সমস্ত বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আমার নিকট ঐ সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি দোষ সমুদায়ের মূলচ্ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। লৌহময় কুঠার যেমন লৌহ হইতে উৎপন্ন নিগড়কে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়, তদ্রূপ ধ্যানসংস্কৃত বুদ্ধি মহাত্মার রজোগুণসম্ভূত স্বাভাবিক দোষ সমুদায়ের বিনাশসাধন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। গুণত্রয় দেহপ্রাপ্তির বীজস্বরূপ; কিন্তু জিতচিত্ত ব্যক্তির সত্ত্বগুণই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়। অতএব আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যের রজ ও তমোগুণ তিরোহিত হইলে সত্ত্বগুণ সর্ব্বাধিক নির্ম্মল হইয়া উঠে। কেহ কেহ চিত্তশুদ্ধির নিদানভূত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যকে দুষ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কিন্তু বস্তুত যজ্ঞাদি কার্য্য বৈরাগ্য উৎপাদন ও শমগুণাদি রক্ষার নিদান। রজোগুণপ্রভাবে অধর্ম্ম, অর্থ ও কামাত্মক কার্য্য সমুদায়ের ফল লাভ হয়। হিংসাবিহারপরতন্ত্র, আলস্য ও নিদ্রাপরায়ণ ও অভিজ্ঞ লোকেরাই তমোগুণপ্রভাবে লোভ ও ক্রোধযুক্তকার্য্যের ফলভোগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ নিষ্পাপ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণাবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব অনুভব করিতে সমর্থ হন।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রজোগুণপ্রভাবে মোহ এবং তমোগুণ প্রভাবেই ক্রোধ লোভ, ভয় ও দর্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি ঐ সমস্ত বিনাশ করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ শুচি। শুচি ব্যক্তিরাই সেই বিনাশবিহীন, হ্রাসশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন। মনুষ্যেরা তাঁহারই মায়াবলে রূপাদি বাহ্য পদার্থে অভিভূত, জ্ঞানভ্রষ্ট ও বিচেতন হইয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে এবং ক্রোধপ্রভাবে, কাম, লোভ ও মোহ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাদের অভিমান, দর্প ও অহঙ্কার উদ্ভূত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে স্নেহ ও স্নেহ হইতে শোক উপস্থিত হয়। মনুষ্যেরা সুখদুঃখমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান নিবন্ধন বারংবার জন্ম ও মৃত্যুলাভ করিয়া থাকে। উহারা কেবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া উহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শুক্রশোণিতসম্ভূত পুরীষমূত্রক্লিন্ন গর্ভে বাস করিতেও স্বীকার করে। স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। ঐ ঘোররূপা স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে; উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে; উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে। লোকে যেমন স্বদেহজ কৃমিগণকে অনাত্মীয়বোধে দেহ হইতে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আত্মদেহসম্ভূত পুত্রগণকেও অনাত্মীয়বোধে পরিত্যাগ করিবে। দেহের রেতোরূপ স্নেহাংশ দ্বারা পুত্র ও দেহের স্বেদরূপ স্নেহাংশ দ্বারা কৃমিকীটাদি স্বভাব বা কর্ম্মযোগপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃমিকীটাদির ন্যায় পুত্রদিগকেও সতত উপেক্ষা করিবেন। সত্ত্বগুণ রজোগুণে ও রজোগুণ তমোগুণে অবস্থান করিতেছে। সেই অব্যক্ত তমোগুণ অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিলে বুদ্ধিও অহঙ্কারের জ্ঞাপক হয়! উহা দেহীদিগের উৎপত্তির বীজ এবং উহাই জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহা কালযুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন মনোবৃত্তি লইয়া শরীরীর ন্যায় ক্রীড়া করে, তদ্রূপ কর্ম্মসম্ভূত অহঙ্কারাদি গুণের সহিত মাতৃগর্ভে বাস করিয়া থাকে। উহার বীজভূত কর্ম্মপ্রভাবে উহার যে যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, অনুরাগসহকৃত মনোবৃত্তি দ্বারা অহঙ্কার হইতে তৎসমুদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তির শব্দানুরাগনিবন্ধন শ্রোত্র, রূপানুরাগ নিবন্ধন চক্ষু, গন্ধানুরাগ নিবন্ধন ঘ্রাণ এবং স্পর্শানুরাগনিবন্ধন ত্বক্ উৎপন্ন হয়। আর প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু উহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এইরূপে মনুষ্য কর্ম্মজনিত ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ঐ দুঃখ মনুষ্যের মাতৃগর্ভে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অঙ্গীকারনিবন্ধন উৎপন্ন এবং অভিমান প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। লোকের মৃত্যু হইলেও উহার কিছুই হ্রাস হয় না; অতএব দুঃখ নিরাকরণ করাই কর্ত্তব্য। যিনি দুঃখ রোধ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান। অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলেই দুঃখনাশ হইয়া যায়। তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা যেরূপ ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় দৃষ্ট হইতেছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ উপায় অবগত হইয়া জ্ঞান সহকারে শমাদিগুণ আশ্রয় করিতে পারিলেই পরম গতি লাভ

হইয়া থাকে। যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে মন্ত্রজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বভূতের আত্মভূত বেদশাস্ত্রবিশারদ সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত পরমার্থ অবগত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি অন্ধ পথিকের ন্যায় নিয়ত ক্লেশ ভোগ করে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ধার্ম্মিক পুরুষেরা যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উপাসনা করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মাত্মারা বাক্য দেহ ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদায় সদ্গুণকে সকল ধর্ম্মের নিদান বলিয়া থাকেন। যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা কেবল ঐ সমুদায় সদ্গুণ লাভ হইয়া থাকে। যোগধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ ও সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সংযোগ নাই। উহা শব্দাদিবিহীন এবং রূপাদির অনুভবাত্মক। মনুষ্য অধ্যবসায় সহকারে সেই পাপশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে। যিনি সম্যক্‌রূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক ও যিনি মধ্যমরূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যলোক লাভ হয়। আর যিনি নিকৃষ্টরূপে উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি বিদ্যাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর। এক্ষণে উহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ রজোগুণ উৎপন্ন বা পরিবর্দ্ধিত হইবামাত্র উহা পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবসনা স্ত্রীকে দর্শন করা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারীদিগের কদাপি বিধেয় নহে। যদি কখন ঐরূপ কামিনীদর্শনে তাঁহাদের মনেও অনুরাগসঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তিন দিন কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন ও সলিল প্রবেশ করিবেন। আর যদি স্বপ্নাবস্থায় রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে জলমগ্ন হইয়া তিন বার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জ্ঞানযুক্ত মন দ্বারা অন্তর্গত রজোময় পাপকে নিরন্তর দগ্ধ করিয়া থাকেন। মলনাড়ীর ন্যায় দেহ আত্মার দৃঢ়-বন্ধনস্বরূপ; রস সমুদায় শিরাজাল দ্বারা মনুষ্যদিগের বাত, পিত্ত, রক্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, ও মজ্জা ও মেদকে বর্দ্ধিত করে। মনুষ্যদিগের দেহে বাতাদিবাহিনী দশটী নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়, অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া শরীরমধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী সমুদায় যেমন যথাকালে সাগরকে পরিবর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শিরা দেহের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। মানবগণের হৃদয়মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্ব্বগাত্রব্যাপিনী অন্যান্য শিরাসমুদায় ঐ শিরা হইতে বিনির্গত হইয়া তৈজসগুণ বহন পূর্ব্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে। মন্থান দণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রীদর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসম্ভবেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ী ও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। মহর্ষি অত্রি শুক্রবিষয়িণী বিদ্যা সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। অন্নরস মনোবহা নাড়ী ও সংকল্প এই তিনটি শুক্রের বীজভূত। ইন্দ্র শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এই নিমিত্ত উহার নাম ইন্দ্রিয়। যাঁহারা শুক্রের উদ্রেকেই প্রাণিগণের বর্ণসঙ্করের কারণ বলিয়া বিচার করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই বিরাগী ও বাসনাবিহীন হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। বাহ্য প্রবৃত্তিশূন্য মহাত্মারা যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্যলাভ করিয়া অন্তকালে সত্যলোকপ্রদ সুষুম্নানাড়ীমার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন বিশ্বাসাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদায় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী; বাসনাবিহীন, মন্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়। অতএব মনুষ্য মনকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরম গতি লাভ করিবে। মনুষ্যের যৌবনাবস্থায় উপার্জ্জিত জ্ঞান বার্দ্ধক্যে জরাপ্রভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়। কিন্তু বিপক্ববুদ্ধি ব্যক্তিরা পূর্ব্বভাগ্য প্রভাবে সঙ্কল্পকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিরূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষামৃত পান করিতে সমর্থ হন।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হন, তাঁহারাই পরম গতি লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া মোক্ষপদ লাভে যত্নবান্ হইবেন এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কার পরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে বিহার করিবেন। প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মিতে পারে; অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা করাও জ্ঞানবান্‌দিগের উচিত। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখ ভোগও করিতে হয়, তথাপি কায়মনোবাক্যে তাঁহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যিনি অহিংসা, সত্য বাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও যথার্থ সুখী হইতে পারেন। অতএব অবহিতচিত্তে সমুদায় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পরের অনিষ্ট চিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। দৃঢ়তর যত্নসহকারে জ্ঞানসাধনে মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অমোঘ বেদবাক্য অনুশীলন প্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সূক্ষ্ম ধর্ম্ম দর্শন ও সদ্বাক্য প্রয়োগ করিতে বাসনা করেন, অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা ও ক্রূরতাপরিশূন্য পরিমিত সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ঐহিক কার্য্য সমুদায় বাক্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সাধুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয়। যাঁহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি স্বমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্য সমুদায় প্রকাশ করিবেন। যিনি রজোগুণ প্রভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে যার পর নাই দুঃখভোগ করিয়া নরকে নিপতিত হইতে হয়। দস্যুগণ যেমন অপহৃত সামগ্রীসম্ভার বহন করে, মূঢ় ব্যক্তিরা তদ্রূপ সংসারভার বহন করিয়া থাকে। আর চৌরেরা যেমন রাজপুরুষের ভয়ে অপহৃত দ্রব্যচয় পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য পথে গমন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করে, তদ্রূপ মানবগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়। যিনি বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরম গতিলাভ করিতে সমর্থ হন। ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে এবং মনঃপ্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদায়কে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয় সমুদায় প্রসন্ন হইয়া পরমাহ্লাদে ঈশ্বরে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির জনসমাজে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক গৌরব লাভ করা বিধেয় নহে। যোগতন্ত্রপ্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি রোধ করিতে যত্ন করাই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্ক যবচূর্ণ, শক্তু ও ফলমূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী সমুদায় ভোজন করা বিধেয়। দেশ কালের গতি বিবেচনা পূর্ব্বক আহারনিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। যোগকার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির ন্যায় ক্রমশ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়। তাহা হইলে সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানাধিগত অজ্ঞান জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে; আর বুদ্ধিবৃত্তির অনুগত জ্ঞানও অজ্ঞান দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল তাঁহার কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না; আর যখন তাঁহার পৃথক্ত্ব ও অপৃথক্ত্ব বিষয় বিশেষরূপ বিদিত হইতে সক্ষম হয়, তখন তাহার স্পৃহা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সে কাল, জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরম ব্রহ্মলাভে অধিকারী হয়।

ষোড়শাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যিনি নিরন্তর নিষ্পাপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হন, স্বপ্নজনিত সুখদুঃখানুভব পরিহারার্থ সর্ব্বতোভাবে নিদ্রা পরিত্যাগ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বপ্নযোগে রজ ও তমোগুণে অভিভূত হয় এবং যে নিস্পৃহ হইলেও যেন দেশ দেশান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। জ্ঞানের অভ্যাস ও জ্ঞানের অনুসন্ধান নিবন্ধন লোকের জাগরণ অভ্যাস হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানে অভিনিবেশ হইলেই লোকে সতত জাগরিত থাকিতে পারে। যাহা হউক, মনুষ্য স্বপ্নযোগে ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতা নিবন্ধন আপনাকে বিষয়-ব্যাসক্তের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাস্য, স্বপ্ন সত্য কি অসত্য? যোগীশ্বর হরি এই বিষয়ে কহিয়াছেন যে, স্বপ্নভাব সঙ্কল্পমাত্র। মহর্ষিগণও এই বাক্যের সবিশেষ পোষকতা করেন। ইন্দ্রিয় সমুদায় একান্ত ক্লান্ত হইলেও সঙ্কল্পস্বভাব মনের বিশ্রাম হয় না, তন্নিবন্ধন লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। স্বপ্নভাব কার্য্য-ব্যাসক্ত ব্যক্তির মনোরথের ন্যায় সংকল্পমূলক; জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফুটতানিবন্ধন মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় না; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতাবশত স্বপ্নভাব সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তচেতা মনুষ্য পূর্ব্বতন জন্মের সংস্কারনিবন্ধন স্বপ্নাদির ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। পরমাত্মাই মনোমধ্যে লীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন। পূর্ব্বতন কর্ম্মপ্রভাবে লোকের সত্ত্ব, রজ তমোগুণ উপস্থিত হইয়া মনকে যে যে বিষয়ে প্রবণ করে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম ভূতসমুদায় সেই সেই বিষয়ের আকার প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই আকার দর্শনের পর লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ তাহাকে সুখদুঃখাদি ভোগ করাইবার নিমিত্ত তাহার দেহে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য অজ্ঞানতা নিবন্ধন রাজসিক ও তামসিক ভাব প্রভাবে যে বায়ু পিত্ত ও কফপ্রধান দেহ সমুদায় নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্ববাসনার প্রাবল্যনিবন্ধন ঐ দর্শন নিরাকরণ করা নিতান্ত সুকঠিন। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সুপ্রসন্নতানিবন্ধন মনোমধ্যে যেরূপ সঙ্কল্প উপস্থিত হয়, স্বপ্নযোগে উহাদের অপ্রসন্নতাবশত মন তৎসমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকে। মন আত্মার প্রভাবে অপ্রতিহতভাবে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; অতএব আত্মাকে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য; আত্মজ্ঞান জন্মিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। সুষুপ্তির সময় মন স্বপ্নদর্শনের দ্বারভূত স্থূলদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাতে গমন করে এবং অহঙ্কারাদিও উহাতে লীন হয়। যোগিগণ আত্মার সুপ্রসন্নতা নিবন্ধন জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশিকগুণ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগীর মন বিষয়ালোচনে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারই ঐরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। আর যাঁহার মন অজ্ঞান অতিক্রম করে, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাত্মা হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন। দেবগণ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন এবং অসুরগণ ঐ সমুদায়ের প্রতিবন্ধকীভূত দম্ভ দর্পাদি অবলম্বন করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহাদিগের একান্ত দুষ্প্রাপ্য সন্দেহ নাই। দেবতারা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন এবং অসুরগণ রজ ও তমোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ; যাঁহারা তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট গতি লাভে সমর্থ হন। তিনি অমৃত, স্বপ্রকাশ ও অবিনাশী। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি হেতুবাদ দ্বারা তাঁহাকে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমুদায়কে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সেই অব্যক্ত স্বরূপকে অবগত হইতে সমর্থ হন।

সপ্তদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মভাব এবং নারায়ণপ্রোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ অবগত না হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। বেদে নির্দিষ্ট আছে, আত্মার ব্যক্তভাব মৃত্যুর মুখ এবং অব্যক্তভাব অমৃতপদ। বিষয়প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মফল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং বিষয়নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল নিবদ্ধ আছে। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের মূল। কিন্তু প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চিরকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মসংসাধন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। শুভাশুভদর্শী আত্মতত্ত্বপরায়ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক মুনিই সেই পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতি ও পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। আর যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও মহৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই ক্লেশাদিশূন্য পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, নিত্য, নিশ্চল এবং মহৎ হইতেও মহত্তর। উঁহাদের উভয়ের গুণের ইতর বিশেষ এই যে, প্রকৃতি গুণত্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক সৃষ্টি করিতেছেন; পুরুষ উহাতে বিরত রহিয়াছেন; তিনি প্রবৃত্তি ও মহদাদি পদার্থের দ্রষ্টা এবং ত্রিগুণবিরহিত ঈশ্বর ও জীবচক্ষুর অগ্রাহ্য, গুণাদিরহিত এবং পরস্পর পৃথগ্‌ভূত। উঁহাদের এই ভেদ ঔপাধিক মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়। জীব কর্ত্তা; উনি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, উঁহাকে সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়। জীব আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হওয়াতে ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে আপনাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করেন। যেমন উষ্ণীষধারী ব্যক্তি উষ্ণীষ হইতে পৃথক্, সেইরূপ মনুষ্য সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্ত হইলেও তৎসমুদায় হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই আমি প্রকৃতি এবং ঈশ্বর ও জীবের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলাম। উহা যথার্থরূপে অবগত হইতে পারিলে সিদ্ধান্তকালে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের বাসনা করিবেন, কায়মনোবাক্যে কঠোর নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিষ্কাম যোগের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। চৈতন্য প্রকাশাত্মক আন্তরিক তপস্যা দ্বারা ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্র তপঃ-প্রভাবে নভোমণ্ডলে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। যোগের ফল জ্ঞান। রজ ও তমোনাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ। ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্যা এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিধিজ্ঞ দ্বিজাতি হইতে যে অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। সেই অন্ন নিয়মিতরূপে আহার করিলে রাজসিক পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সমুদায়ের বিষয়ভোগস্পৃহা শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব রাজসিকপাপ অপনোদনের নিমিত্ত ধনাদিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল শরীর রক্ষণোপযোগী অন্ন গ্রহণ করাই যোগিগণের কর্ত্তব্য। যোগযুক্ত মন দ্বারা ক্রমশ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তকালে অনাতুর হইয়া কাশীবাস করিলে সদ্য সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। মনুষ্য বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া সমাধিবলে স্থূলশরীর বিমুক্ত হইলে সূক্ষ্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর ভোগে নিস্পৃহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়। আর যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ মুক্ত হইতে পারে, তাহার সদ্যোমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যাপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হয়। বিশুদ্ধ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত আর সম্পর্ক থাকে না। আর যাহারা প্রকৃতি প্রভৃতিকে আত্মবোধ করিয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি মহদাদি পদার্থের ক্ষয় ও উদয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যে সমস্ত যোগীরা কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে দেহ ধারণ করিতে পারেন, যাঁহারা বুদ্ধিবলে চিত্তবৃত্তিকে কেবল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় সমুদায় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিকে দেহ হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উঁহাদের মধ্যে অনেকে আগমানুসারে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদি উপাসনা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে পরমস্থানে গমনপূর্ব্বক উহা অবগত হইতে পারেন। কেহ কেহ আচার্য্যের উপদেশপ্রভাবে যোগ দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ নিরাশ্রয় পরম পুরুষকে লাভ করেন। কেহ কেহ সেবকভাবাপন্ন হইয়া সগুণ ব্রহ্মের ও কেহ কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ অন্তকালে তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। ইহাদের সকলেরই মোক্ষলাভ হয়। শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষণ সমুদায় অবগত হইবে। তিনি প্রকৃতির লয়ের অধিষ্ঠান। সূক্ষ্মদেহাভিমানশূন্য পরিগ্রহবিহীন যোগী ঈশ্বর

হইতে অভিন্ন। লোকে বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমত মর্ত্ত্য দেহ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারে, তৎপরে ক্রমে ক্রমে রজোগুণবিহীন ও ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ, এইরূপ ব্রহ্মলাভজনক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানানুসারে ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞানপ্রভাবে যাঁহাদের রাগাদি তিরোহিত হয়, তাঁহারাও উৎকৃষ্ট লোক লাভে সমর্থ হন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিশুদ্ধভাবে অব্যক্ত জন্মমৃত্যু বিরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তাঁহাকে আত্মস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরম স্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা বোধ করিয়া থাকেন। সমুদায় জগৎ তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মৃণালসূত্র যেমন মৃণালের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তৃষ্ণা মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সূত্র যেমন, তন্তুবায়ের সূচি দ্বারা বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংসার তৃষ্ণা দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন পুরুষকে অবগত হইতে পারিলেই তৃষ্ণাপরিহার ও মুক্তিলাভ করা যায়। ভগবান্ নারায়ণ প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ স্পষ্টাভিধানে এই মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মোক্ষধর্ম্মবেত্তা মিথিলাধিপতি জনক-বংশীয় জনদেব কি উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষিক ভোগাদিবাসনা সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মিথিলাধিপতি জনদেব যে উপায়ে মোক্ষ-লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃত্তান্তসম্বলিত এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মিথিলাধিপতি মহারাজ জনদেব নিরন্তর ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায় চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। এক শত আচার্য্য তাঁহার গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ আশ্রমবাসিদিগের নানাপ্রকার ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি বেদপাঠে আসক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহা-দিগের দেহনাশ ও জন্মান্তরলাভের উপদেশ বিষয়ে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন না।

একদা কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে এক মহর্ষি পৃথিবী পর্য্যটনক্রমে মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদায় সন্ন্যাসধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, নির্দ্বন্দ্ব, অসন্দিগ্ধচিত্ত, ঋষিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়, কামনাপরিশূন্য এবং মনুষ্যগণ মধ্যে শাশ্বত সুখসংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহাকে কপিল মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সমুদায় লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। ঐ মহাত্মা আসুরির প্রধান শিষ্য ও চিরজীবী ছিলেন এবং সহস্র বৎসর মানস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ভগবান্ মার্কণ্ডেয় আমার নিকট পঞ্চশিখ মহর্ষির কপিলাপুত্রত্ব লাভের বৃত্তান্ত যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা কপিলমতাবলম্বী অসংখ্য মহর্ষি একত্র সমাসীন রহিয়াছেন, ইত্য-বসরে সেই অসন্দিগ্ধচিত্ত বিষ্ণুপদপ্রাপক যজ্ঞপরায়ণ, অন্নমায়াদি পঞ্চ-কোষাভিজ্ঞ, ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ, শমাদিগুণ সম্পাদিত, পঞ্চশিখ মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া অনাদি অনন্ত পরমার্থ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ স্থানে মহাত্মা আসুরি সমাসীন ছিলেন। তিনিই তৎকালে পঞ্চ-শিখকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। মহাত্মা আসুরি আত্মজ্ঞানার্থ কপিলের শিষ্য হইয়া শরীর ও শরীরীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী উহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। প্রিয়শিষ্য পঞ্চ-শিখ পুত্রভাবে ঐ কপিলার স্তন্যপান করিতেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার ব্রহ্ম-নিষ্ঠ বুদ্ধি ও কপিলার পুত্রত্ব লাভ হইয়াছিল।

এই আমি তোমার নিকট পঞ্চশিখের কপিলাপুত্রত্বলাভের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ কাপিলেয় মিথিলাধিপতিকে সমুদায় আচার্য্যের প্রতি সমান অনুরক্ত বিবেচনা করিয়া স্বীয় জ্ঞান প্রভাবে উৎকৃষ্ট হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক আচার্য্যগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। মহা-রাজ জনদেব তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আচার্য্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন কাপিলেয় ধর্ম্মানুসারে সেই প্রণত ও ধারণসমর্থ মিথিলাধিপতিকে সাংখ্যমতানুসারে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমত জন্মদুঃখ, পরে কর্ম্ম-দুঃখ ও তৎপরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায়ের দুঃখ কীর্ত্তন করিয়া পরি-শেষে যাহার প্রভাবে মানবগণ ধর্ম্মসংসর্গ ও কার্য্যের ফলোদয় বাসনা করে, সেই অবিশ্বসনীয় অবশ্যবিনাশী ক্ষণভঙ্গুর মোহের বিষয় তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! নাস্তিকেরা কহে যে, এই লোকবিশ্রুত আত্মবিনাশ প্রত্যক্ষ হইলেও যিনি বেদপ্রমাণ নিবন্ধন দেহ নাশের পর আত্মার স্বীকার করেন, তাঁহার মত নিতান্ত দূষিত। আর যাহারা মোহবশত মৃত্যুকে আত্মার স্বরূপভাব এবং দুঃখ, জরা ও রোগাদি প্রভাববশত ইন্দ্রিয় নাশকে আত্মার আংশিকবিনাশ বলিয়া স্থির করে, তাহাদিগের মতও নিতান্ত নিন্দনীয়। আর যদিও এইরূপ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ শ্রুতি জনসমাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা রাজার অজরতা ও অমরতা আশীর্ব্বাদের ন্যায় উপচার মাত্র। ইহা সত্য কি মিথ্যা এইরূপ একটি সংশয় উপস্থিত হইলে যদি কোন হেতু নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে উহা স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব। প্রত্যক্ষ যেমন অনুমান ও আগমের মূল কারণ, তদ্রূপ আবার উহাদিগের বাধক। প্রত্যক্ষপ্রমাণসত্ত্বে কখন আগমের আবশ্যক থাকে না এবং প্রত্যক্ষের অভাব হইলে অনুমান বা আগম দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না। যে কোন স্থানে হউক না কেন কেবল অনুমান অবলম্বন করিয়া বৃথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। ফলত শরীর হইতে জীবাত্মা পৃথক্ নহে, ইহাই নাস্তিকদিগের যথার্থ মত। যেমন একমাত্র বীজমধ্যেই পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক্ ও রূপ রসাদির উৎপাদিকা শক্তি অন্তর্হিত রহিয়াছে, গাভী-ভুক্ত তৃণ ও উদক হইতেই যেমন পৃথক্ স্বভাবসম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘৃতের আবি-র্ভাব হইতেছে, দ্রব্যনিচয় দুই তিন রাত্রি সলিলমধ্যে নিহিত থাকিলেই যেমন তাহা হইতে মাদকতা শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ একমাত্র শুক্র হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীর ও গুণাদি সমুদায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন ও হুতাশনসন্তপ্তদ্রব্য যেমন সলিল শোষণ করে, তদ্রূপ জড়পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই স্মরণজ্ঞান জন্মে। তখন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞান প্রভাবে ইন্দ্রিয়সমুদায় পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। এই মতও দূষিত। কারণ দেহনাশ হইলে চৈতন্যের অপগম হওয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রধান হেতু। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে দেহনাশের পরেও চৈতন্য থাকিত। আর লোকায়তিকেরা পরলোকগমনক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের স্বীকার করে না। কিন্তু তাহারা শীতজ্বর নিবৃত্তির নিমিত্ত যে দেবতাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই দেবতাদিকে অবশ্যই তাহাদিগকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐ দেবতাদি পঞ্চভূতনির্ম্মিত স্থূল হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহারা ঘটাদির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেন। তৃতীয়ত যদি আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহনাশ হইলেই যাবতীয় শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হইত। ইতিপূর্ব্বে দেহাত্মবাদীদিগের মতে যে সমুদায় জড় পদার্থ হেতু বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সমুদায়কে জড় পদার্থ ভিন্ন কখন সজীব পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ যদি আকারবিশিষ্ট পদার্থ হইতে নিরাকার পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় হইতে আকাশ উৎপন্ন হইতে পারিত। অতএব আকারবিশিষ্ট পদার্থ কখন নিরাকার পদার্থের সধান হইতে পারে না।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতেরা কহেন যে অবিদ্যা, কার্য্যলালসা, লোভ, মোহ এবং অন্যান্য দোষই পুনর্জ্জন্মের কারণ। অবিদ্যাক্ষেত্রে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া তৃষ্ণারূপ জল দ্বারা নিষিক্ত হইলেই লোকের পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত অবিদ্যাদি গূঢ়ভাবে অবস্থান করিলে, এই বিনশ্বর দেহের নাশ হইলেই পুনর্ব্বার ঐ সমুদায় হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয় আর যদি জ্ঞান প্রভাবে ঐ সমুদায় অবি-দ্যাদি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে দেহ নাশের পর আর জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয় না। উহার নামই মোক্ষ।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতও বিশুদ্ধ নহে। তাঁহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। দেখ বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। লোকে মুমুক্ষু হইলে তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে, আর মোক্ষের সময় আ-লয়বিজ্ঞান হয়। অতএব যদি বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বাহ্যজ্ঞানের মুমুক্ষা নিবন্ধন আ-লয়বিজ্ঞানের মুক্তি হয়, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু উহা নিতান্ত অসঙ্গত। এক ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অন্য ব্যক্তি তাহার ফলভোগ করিবে ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। এক জন দান, বিদ্যোপার্জ্জন বা তপোনুষ্ঠান করিলে যদি অন্যে তাহার ফলভোগ করে তাহা হইতে ঐ সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত ব্যর্থ। আর যদি তাঁহারা বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, লোকের এক জ্ঞান বিনাশের পর অন্য জ্ঞানের এবং ঐ জ্ঞান বিনাশের পর আর একটী জ্ঞানের উদয় হয়; এইরূপে ধারাবাহিকক্রমে লোকের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এই জিজ্ঞাস্য যে জ্ঞাননাশের পর অন্য জ্ঞান জন্মাইবার কারণ কে? জ্ঞান ক্ষণিক; সুতরাং পূর্ব্বক্ষণজাত জ্ঞান উহার কারণ হইতে পারে না। যদি তাঁহারা বলেন যে পূর্ব্ব জ্ঞানের নাশই ঐ জ্ঞানের কারণ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ তাহা হইলে মুষল দ্বারা কোন দেহ বিনষ্ট করিলে তাহা হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হইত। বিশেষত জ্ঞান ধারার আনন্ত্যনিবন্ধন ঋতু, বৎসর, যুগ, শীত, গ্রীষ্ম, প্রিয় ও অপ্রিয় যেমন পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ মোক্ষলাভও বারংবার আগত ও নিবৃত্ত হইত। কেহ কেহ বিজ্ঞানসমুদায়কে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাও অসঙ্গত। কেন না তাহা হইলে গৃহের উপাদান সমুদায় যেমন ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে পরিশেষে গৃহের নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু, শোণিত, মাংস ও অস্থি এই সমুদায়ই যেমন আনুপূর্ব্বিক বিনষ্ট হইয়া স্বভাবে লীন হয়, তদ্রূপ আত্মাও বিজ্ঞাননাশ নিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যাইত। আত্মাকে বৃক্ষাদির আশ্রয় ও নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কেন না যদি আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে দানাদিক্রিয়ার কোন আবশ্যক থাকিত না এবং আত্মসুখজনক বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপের লোপ হইয়া যাইত।

হে মহারাজ! নানালোকের মনোমধ্যে এইরূপ নানাবিধ তর্কের উদয় হইয়া থাকে, এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা কোন ক্রমেই নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয়ে বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট করেন। তাঁহাদের বুদ্ধি তাহাতেই নিবিষ্ট থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়। লোকমাত্রেই এইরূপ অর্থ ও অনর্থের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু মহামাত্র যেমন মাতঙ্গগণকে পরিচালিত করে, তদ্রূপ একমাত্র বেদই মানবগণকে পরিচালিত করিতেছে। মানবগণের মধ্যে যাহারা আপাততঃ সুখাবহ অর্থের কামনা করে, তাহাদিগকে পরিণামে অত্যন্ত ক্লেশে সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যাঁহারা দেহ অনিত্য এবং বন্ধু বান্ধব ও দারপরিগ্রহে প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না! এই দেহ বিনশ্বর, এবং ইহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই। যে ব্যক্তি এই দেহকে ভূমি, আকাশ, জল, অনল ও বায়ু দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহার কি কখন উহার রক্ষাবিধানে যত্ন হইয়া থাকে?

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ভূপাল জনদেব মহর্ষি পঞ্চশিখের মুখে এইরূপ ভ্রম-প্রমাদশূন্য, অকপট, নির্ম্মল, ব্রহ্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জীবের মরণানন্তর সংসার ও মোক্ষলাভের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! মোক্ষলাভে যদি বিশেষ জ্ঞান না থাকে তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? যখন আত্মনাশনিবন্ধন মনঃ-প্রভৃতি সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন লোকের প্রমত্ততা ও অপ্রমত্ততায় লাভালাভ কি? আর মোক্ষলাভে যদি বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে কিংবা থাকিলেও উহা চিরস্থায়ী না হয়, তবে কোন্ ফলের নিমিত্ত লোক মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়?

মহাত্মা পঞ্চশিখ জনদেব জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ও আতুরের ন্যায় আর্ত্ত দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির নাশনিবন্ধন যে মোক্ষ হয় এরূপ নহে এবং ঐ সমুদায় থাকিলেও মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি মন প্রভৃতি নিরাকৃত হইলে অবিদ্যানাশজনিত স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের মধ্যে একের নাশ হইলেই সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। জল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ ও পৃথিবী এই পঞ্চ ধাতু স্বভাবত মনুষ্যের দেহে অবস্থান ও উহা পরিত্যাগ করে। ফলত মনুষ্যের শরীর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সমাহার মাত্র। মানবদেহে জ্ঞান, জঠরাগ্নি ও প্রাণ এই তিনটীকে কর্ম্মসংগ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তিনটি হইতেই ইন্দ্রিয় শব্দাদিবিষয়, অর্থপ্রকাশকতা শক্তি, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও অন্নাদিপরিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয় চিত্ত হইতে সমুৎপন্ন হয়। চিৎপ্রতিবিম্ব-সংযুক্ত, চেতনাবৃত্তি তিনপ্রকার। সুখযুক্ত, দুঃখযুক্ত ও সুখদুঃখবিরহিত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মূর্ত্তি এই ষড়্গুণ দ্বারা মনুষ্যের যাবজ্জীবন জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রোত্রাদিই স্বর্গসাধন কর্ম্ম, ব্রহ্মলোকপ্রদ, সন্ন্যাস ও তত্ত্বার্থবিনিশ্চয়ের নিদান। পণ্ডিতেরা তত্ত্বনিশ্চয়কে মোক্ষলাভের বীজস্বরূপ এবং বুদ্ধিকে ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় গুণকে আত্মভাবে দর্শন করেন, তাঁহাকে অসম্যক্ দর্শননিবন্ধন অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হয়। আর যাহারা দৃশ্য পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে।

হে মহারাজ! উৎকৃষ্ট ত্যাগশাস্ত্রপ্রভাবেই মনের সন্দেহ দূর হয়। আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্রের মত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর; উহা তোমার মোক্ষলাভোপযোগী হইবে। মোক্ষলাভার্থী মহাত্মাদিগের কর্ম্মত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়াও ত্যাগপরাঙ্মুখ হন, তাঁহাদিগকে সতত ক্লেশভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা দ্রব্যত্যাগের নিমিত্ত যজ্ঞাদিকার্য্য, ভোগত্যাগের নিমিত্ত ব্রত, সুখত্যাগের নিমিত্ত তপস্যা ও সমুদায় ত্যাগের নিমিত্ত যোগসাধন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। মহাত্মারা দুঃখ নিরাকরণের নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগের পথস্বরূপ যোগবিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যাহারা এই সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় না করেন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। মন ও কর্ণনেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় বুদ্ধিতে অবস্থান করিতেছে। আর প্রাণ এবং আকুঞ্চনাদি সম্পাদক হস্ত, গতি-সম্পাদক চরণ, অপত্যোৎপাদক আনন্দজনক উপস্থ, মলত্যাগ সম্পাদক পায়ু ও শব্দসম্পাদক বাক্য এই সমুদায় কর্ম্মেন্দ্রিয় মনে অবস্থিত রহিয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ বুদ্ধির সহিত মনকে পরিত্যাগ করিবে। যেমন শ্রবণজ্ঞানের কর্ণ, শব্দ ও চিত্ত এই তিনটি কারণ, তদ্রূপ স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞানেরও তিন কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ পঞ্চদশ গুণ দ্বারাই শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চদশ গুণ আবার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের প্রভাবে লোকের মনে অকস্মাৎ বা কোন কারণ বশত হর্ষ, সুখ ও শান্তি প্রভৃতি আবির্ভূত হয়। রজোগুণ প্রভাবে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমা উদয় হয় এবং তমোগুণ প্রভাবে অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ভাব লোকের শরীর ও মনের প্রীতিকর হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক ভাব; যে ভাব শরীর ও মনের অসন্তোষজনক, তাহার নাম রাজসিক ভাব; আর যেভাব দ্বারা লোকের মোহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম তামসিক ভাব। এই ভাবত্রয়ের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব উপাদেয় ও অন্য ভাবদ্বয় হেয়। শ্রোত্র আকাশাখ্য ভূতস্বরূপ, শব্দ ঐ আকাশের আশ্রয়; সুতরাং আকাশ ও শ্রোত্র শব্দের আধার। শব্দবিজ্ঞান আকাশও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ নহে। কিন্তু যদি আধারাধেয়ের ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শব্দবিজ্ঞানকে আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এইরূপ ত্বক্ স্পর্শজ্ঞাপক, চক্ষু [illegible]

ও বায়ু স্পর্শের, চক্ষু ও তেজ রূপের, জিহ্বা ও জল রসের এবং নাসিকা ও পৃথিবী গন্ধের আশ্রয়। স্পর্শাদি জ্ঞান ত্বক্ ও বায়ুপ্রভৃতি জ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু আধার আধেয়ের ঐক্য স্বীকার করিলে স্পর্শাদি জ্ঞানকে ত্বক্ ও শব্দাদি জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়, এই দশ পদার্থে মন অবস্থান করিতেছে। কারণ বিষয়ে ইন্দ্রিয়সংযোগ হইবামাত্র উহা মনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুষুপ্তি সময়ে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা একত্র সমবেত থাকে না। কিন্তু তন্নিবন্ধন যে আত্মার নাশ হয়, ইহা বিবেচনা করা বিধেয় নহে। কারণ সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। উহাতে ইন্দ্রিয় সমুদায় কেবল কার্য্যাক্ষম হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি ভঙ্গের পর পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ইন্দ্রিয়, বিষয় মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হইত না। স্বপ্নাবস্থাতে লোকের পূর্ব্বকৃত দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত সংস্কার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সম্বন্ধ চিন্তা নিবন্ধন দর্শনাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অতএব স্বপ্নাবস্থাতেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয় বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হয়। যে সময় তমোগুণসমাচ্ছন্ন চিত্ত আত্মার প্রবৃত্তিপ্রকাশ সংহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে উপরত করে, সেই সময়কে সুষুপ্তির সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। লোকে তমোগুণ প্রভাবেই মোহে অভিভূত হইয়া বেদনিন্দিত কর্ম্মের পরিণামদুঃখ বিবেচনা না করিয়া উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

এই আমি তোমার নিকট গুণ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। লোকে ঐ সমুদায় গুণের বশীভূত হইয়া বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। কেহ কেহ ঐ গুণসমুদায়ে সম্যক্‌রূপে আক্রান্ত হয় এবং কেহ কেহ বা উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা ঐ পূর্ব্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্রসংযোগকে "ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর ঐ ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব যখন সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলেন, তখন দেহাদির নাশ নিবন্ধন তাঁহার নাশ কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে এবং মহানদী যেমন সাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে লীন হয়, তদ্রূপ জীবের স্থূল উপাধি সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম উপাধি সমুদায় শুদ্ধ আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। জীব যখন উপাধিযুক্ত থাকে, তৎকালেই তাহাকে স্থূল কৃশ প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যখন তাহার উপাধিসমুদায় শুদ্ধ আত্মায় লীন হয়, তৎকালে কিরূপে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল কৃশাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি পরিজ্ঞাত ও অপ্রমত্ত হইয়া আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, সলিলসিক্ত পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকে অনিষ্টকর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও অপত্যাদির স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সংসার হইতে বিমুক্ত ও লিঙ্গশরীর বিহীন হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। আগমোক্ত মঙ্গলসাধন শমদমাদি দ্বারা লোকের পাপ পুণ্যক্ষয় ও তজ্জনিত ফল সমুদায় বিনষ্ট হইলে, সে জরা মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া স্বস্থচিত্তে কালাতিপাত এবং আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত অশরীরী পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। ঊর্ণনাভ যেমন তন্তুময় গৃহে বাস করে, অবিদ্যাবশীভূত জীব, তদ্রূপ কর্ম্মময় গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। আর ঊর্ণনাভ যেমন তন্তুময় গৃহ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিমুক্তপুরুষ কর্ম্মময় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেই লোকের দুঃখসন্ততি পাষাণসংঘট্টিত পাংশুপিণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃগগণ যেমন শৃঙ্গ ও উরগগণ যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে দুঃখ ত্যাগ করিয়া থাকেন। পক্ষী যেমন সলিলপতনোন্মুখ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তি সুখদুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন করিয়া থাকেন। মিথিলানগরী দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তোমার পূর্ব্বপুরুষ রাজর্ষি জনক কহিয়াছিলেন যে, এক্ষণে আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না।

হে ধর্ম্মরাজ! বিদেহাধিপতি মহারাজ জনদেব ভগবান্ পঞ্চশিখের মুখে ঐরূপ অমৃতময় বাক্যসমুদায় শ্রবণ ও উহার মর্ম্মাবধারণ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শোকহীন চিত্তে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই মোক্ষজ্ঞানাত্মক বিষয় পাঠ বা সতত ইহার পর্য্যালোচনা করেন, তিনি দুঃখবিহীন ও নিরুপদ্রব হইয়া পঞ্চশিখ কর্তৃক অনুগৃহীত জনদেবের ন্যায় মোক্ষলাভে সমর্থ হন।

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কি কার্য্য করিলে সুখ ও কি কার্য্য করিলে দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং কি কার্য্য করিলেই বা সিদ্ধিলাভ করিয়া নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রুতিপরায়ণ বৃদ্ধেরা দমগুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। দমগুণ আশ্রয় করা সর্ব্ববর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে দমগুণান্বিত না হইলে বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। ক্রিয়া, তপস্যা ও সত্য সমুদায়ই দমগুণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দমগুণ দ্বারা লোকের তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়। পণ্ডিতেরা ঐ গুণকে পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি পাপবিহীন, নির্ভয় ও উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হন। দান্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হউন বা জাগরিত থাকুন, সকল সময়েই সুখানুভব করিতে পারেন এবং তাঁহার মন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। দান্ত ব্যক্তি দমগুণ দ্বারা স্বীয় তেজের বেগ সংবরণ করিতে পারেন, কিন্তু অদান্ত ব্যক্তি উহাতে অসমর্থ হইয়া কামাদি রিপুগণের বশীভূত হয়। প্রাণিগণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সমুদায়ের ন্যায় অদান্ত ব্যক্তিগণ হইতে সতত ভীত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বিধাতা সেই দুর্দ্দান্তদিগের দমনার্থ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় আশ্রমবাসীর পক্ষেই দমগুণ শ্রেয়স্কর। অন্যান্য সমুদায় আশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দমগুণ দ্বারা তদপেক্ষা সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। অদীনতা, বিষয়ে অভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্রোধ, সরলতা, অতিবাদ পরিত্যাগ, অনভিমানিতা, গুরুপূজা, অনসূয়া, প্রাণিগণের প্রতি দয়া, অকপটতা এবং রাজাদির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন, স্তুতি, নিন্দা ও মিথ্যা বাক্য পরিত্যাগ এই সমস্ত গুণ দমগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। দান্ত ব্যক্তিরা মোক্ষার্থী হইয়া পূর্ব্বতন অদৃষ্টজনিত উপস্থিত সুখ ভোগ করিবেন; ভাবি সুখদুঃখ চিন্তা করিয়া হৃষ্ট বা দুঃখিত হইবেন না। বৈরবিবর্জ্জিত, শঠতাবিহীন, সচ্চরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত, ধৃতিমান্, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই ইহলোকে সৎকারলাভ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দুঃখের সময় প্রাণিগণকে অন্নাদি দান করেন, তাঁহারা পরম সুখে কালযাপনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত হন ও দ্বেষভাব পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি অবিচলিত মহাহ্রদের ন্যায় প্রসন্নভাবে অবস্থান করেন। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেই তাঁহার কোন ভয় নাই, এই জ্ঞান সর্ব্বভূতপূজনীয় দান্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াও পরিতুষ্ট এবং অতিশয় বিপন্ন হইয়াও অনুতাপিত না হয়, তাঁহাকেই পরিমিত প্রজ্ঞ দান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসম্পন্ন দমগুণান্বিত ব্যক্তি সাধুগণাচরিত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দুরাত্মারা অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, সত্য, দান ও অনায়াস এই সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা ও দর্প আশ্রয় করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ব্রতপরায়ণ হইয়া কাম ক্রোধ পরিত্যাগ ও কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহাভিমানশূন্য হইয়াও কালপ্রতীক্ষায় দেহাভিমানীর ন্যায় সমুদায় লোকে বিচরণ করিয়া থাকে।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রতপরায়ণ দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও পুত্রাদি কামনায় যজ্ঞশেষ মাংসাদি ভোজন করেন, উহা যুক্তিসিদ্ধ কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বেদোক্ত ব্রতনিষ্ঠ না হইয়া স্বয়ং নিমিত্ত অভোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী। উহারা ইহলোকে পতিত বলিয়া গণ্য হন। আর যাঁহারা বেদোক্ত বিধি অনুসারে উহা ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রতানুষ্ঠায়ী। তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগের পর পুনরায় পতিত হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনেকেই উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অতএব বস্তুত উহা তপস্যা কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞ ব্যক্তিরা এক মাস বা একপক্ষ উপবাসকে যে তপস্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সাধুদিগের মতে তাহা তপস্যা নহে। উহাতে আত্মজ্ঞানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ পুত্রকলত্রাদি পরিবৃত হইয়াও সতত উপবাসী, ব্রহ্মচারী, মুনি, দেবতানিষ্ঠ, নিদ্রাত্যাগী ও বিঘসাশী হইবেন এবং অমাংসাশী হইয়া সতত পবিত্রভাব ধারণ, দেবতার স্থায় দ্বিজগণের পূজা, অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার ও অমৃত ভোজন করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিসৎকারপরায়ণ হইতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দিবসে একবার ও রাত্রিকালে একবার এই দুইবারমাত্র আহার করেন, তদ্ব্যতীত দিবারাত্রিমধ্যে আর আহার করেন না, তাহাকে সতত উপবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হন এবং কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তাঁহাকেই অমাংসাশী বলা যায়। যিনি সতত দানশীল ও পবিত্রভাবসম্পন্ন হন এবং কদাচ দিবসে নিদ্রিত না হন, তাঁহাকে নিদ্রাত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। যিনি ভৃত্য ও অতিথিবর্গের ভোজনাবসানে আহার করেন, তিনি অমৃতাশী। যে ব্রাহ্মণ অতিথিগণ ভোজন না করিলে প্রাণান্তেও আহার করেন না, তিনি স্বর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন। যিনি দেবতা, পিতৃলোক, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তিনি বিঘসাশী। এই সমুদায় ব্রাহ্মণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ অপ্সরাদিগের সহিত তাঁহার সৎকার করেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের সহিত ভোজন করিয়া পুত্র পৌত্রের সহিত সুখে কালযাপন করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে যে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় পুরুষকে ফল প্রদান করে, পুরুষ সেই কর্ম্ম সমুদায়ের কর্ত্তা কি না? আপনি তাহা যথার্থস্বরূপ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্রপ্রহ্লাদসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র মহৎকুলসমুৎপন্ন বহুশাস্ত্রজ্ঞ শূন্যাগারে সমাসীন প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি অবগত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবরাজ! লোকের যে সমস্ত গুণ অভীষ্ট, তৎসমুদায়ই তোমাতে লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি বালকের স্থায় রাগদ্বেষাদিবিরহিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে। তুমি এই জীবলোকে কোন্ বস্তুকে আত্মজ্ঞান লাভের শ্রেয়স্করসাধন বিবেচনা কর? তুমি বিপক্ষের হস্তগত, পাশবদ্ধ রাজ্যচ্যুত ও শ্রীহীন হইয়াও কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করিতেছ না। তুমি আপনার এইরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়াও যে প্রকৃতিস্থ আছ, ইহা কি তোমার প্রজ্ঞার ফল অথবা ধৈর্য্যই ইহার কারণ?

দানবরাজ প্রহ্লাদ কার্য্যফলাভিলাষশূন্য, আলস্য ও অহঙ্কার বিরহিত সত্ত্বগুণাবলম্বী, শমদমাদিনিরত, চরাচর ভূতগণের সৃষ্টিসংহারবেত্তা, আত্মজ্ঞানে স্থিরনিশ্চয়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ছিলেন এবং কি স্তুতি, কি নিন্দা; কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র সকলই সমান জ্ঞান করিতেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে মধুর বাক্যে কহিলেন, সুরেশ্বর যে ব্যক্তি প্রাণিগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিষয় অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না, সে অজ্ঞানবশতঃ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি তাহা অবগত হইতে পারে, তাহাকে আর বিমোহিত হইতে হয় না। স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদায় পদার্থই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং পুরুষ স্বয়ং কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহেন; কিন্তু পুরুষ ভিন্ন কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়স্বরূপা। লৌহ যেমন অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্যে সচেষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য বশত সচেষ্ট হইয়া সমুদায় পদার্থকে পরিচালিত করিতেছে। পুরুষ যদিও কোন কার্য্যে ব্যাপৃত নহেন, তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে সমুদায় কার্য্যেই তাঁহার অভিমান থাকে। যাহা হউক, যিনি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার বুদ্ধি নিতান্ত দূষিত, কখনই তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ নহে। যদি জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেই তাহা সফল হইত, কখনই বিফল হইত না। যখন প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ যত্নবান্ হইয়াও অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ সহ্য করিতেছে এবং কেহ কেহ বিনা যত্নেও ইষ্টসম্ভোগ ও অনিষ্টের নিরাকরণে সমর্থ হইতেছে এবং যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে অতি সামান্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ধনপ্রত্যাশা করিতে দেখা যাইতেছে, তখন আমার মতে কি মোক্ষলাভ, কি আত্মজ্ঞান সমুদায় প্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। আর যদি সমুদায় বিষয়ই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইল, তবে লোকের কোন বিষয়ে অভিমান করা নিতান্ত নিরর্থক।

ইহলোকে কর্ম্মপ্রভাবে লোকের শুভাশুভ ফললাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট ঐ সমুদায় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বায়স যেমন অন্ন ভোজন কালে স্বজাতীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া তত্রত্য অন্নের বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ কার্য্য সমুদায় প্রকৃতিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া কেবল প্রকৃতির কার্য্য সমুদায় অবগত হয়, সে অজ্ঞাননিবন্ধন নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। আর যিনি প্রকৃতিকে উত্তমরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে আর বিমোহিত হইতে হয় না। যিনি এই জগতীতলস্থ সমুদায় পদার্থ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাঁহার দর্প বা অভিমান কিছুই থাকে না।

যখন আমি ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং সমুদায় পদার্থ বিনশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছি, আর যখন মমতা, অহঙ্কার, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও বন্ধনপরিশূন্য হইয়া পরম সুখে জীবনের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় অবলোকন করিতেছি, তখন আর কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিব? ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, শমগুণান্বিত, নিস্পৃহ ও অবিনশ্বর আত্মার সন্দর্শনে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখন কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি, কিছুতেই আমার অনুরাগ বা বিদ্বেষ নাই। আমি এক্ষণে কাহাকেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া জ্ঞান এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য বা পাতাল কিছুই কামনা করি না। শাস্ত্রীয়জ্ঞান, অনুভব বা জ্ঞানের বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, প্রহ্লাদ! যে উপায় অবলম্বন করিলে এতাদৃশ জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তুমি বিস্তারিতরূপে তাহা কীর্ত্তন কর।

প্রহ্লাদ কহিলেন, দেবরাজ! সরলতা, অপ্রমাদ, চিত্তশুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়তা ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা অবলম্বন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তি এবং রজঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মায়িক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! দৈত্যপতি প্রহ্লাদ এই কথা কহিলে দেবরাজ বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রীতমনে তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতিগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও যে বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বস্থচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করেন, আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলে বলিবাসবসংবাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদায় অসুরকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! অনবরত দান করিলেও যাহার ধনক্ষয় হয় না; যে বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র, অনল ও সলিলস্বরূপ; যাহার প্রভাবে দিক্ সকল তিমিরাবৃত এবং উদ্ভাসিত হইত; যে আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাকালে বারিবর্ষণ করিত, এক্ষণে সেই বলিরাজা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! বলিরাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় নাই। কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে মিথ্যা উত্তর

প্রদান করা নিষিদ্ধ, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট বলির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বলিরাজা উষ্ট্র, বৃষভ গর্দ্দভ বা অশ্ব হইয়া শূন্য-গৃহে অবস্থান করিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! যদি আমি কোন স্থানে শূন্যগৃহে বলিরাজার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে তাহাকে বিনাশ করিব কি না? আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! তুমি বলিকে বিনাশ করিও না। সে বধ্য নহে। তুমি তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ন্যায়ানুগত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবরাজ দিব্যভূষণ ধারণ-পূর্ব্বক ঐরাবতে আরূঢ় হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে দেখিলেন যে, বলিরাজা খরবেশ ধারণপূর্ব্বক এক শূন্যগৃহে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! এক্ষণে এইরূপ তুষভক্ষক অধম খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দিব্য দিব্য যানে আরোহণপূর্ব্বক আমাদিগকে অবজ্ঞা করত সমুদায় লোক প্রতাপিত করিয়া বিচরণ করিতে। তোমার ঐশ্বর্য্য প্রভাবে অন্যান্য দানবগণ তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা ছিল; কিন্তু আজি তুমি শত্রুর বশবর্ত্তী, শ্রীভ্রষ্ট, বন্ধুবান্ধববিহীন, পরাক্রমপরিশূন্য ও দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ। অতএব বল দেখি, ইহাতে তোমার অনুতাপ হইতেছে কি না?

যখন তুমি সমুদ্রের পূর্ব্বকূলে অবস্থান করিয়া জ্ঞাতিগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিতে, যখন দিচত্বারিংশৎ সহস্র গন্ধর্ব্ব ও দিব্য মাল্যধারিণী সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা তোমার বিহারকালে নৃত্য করিত, যখন তোমার বিবিধ রত্নভূষিত সুবর্ণময় ছত্র ছিল, যখন তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সুবর্ণময় বৃহদাকার যজ্ঞযূপ নিখাত করিয়া সহস্র সহস্র গো দান এবং শম্যাক্ষেপ বিধি অনুসারে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়াছিলে, বল দেখি তখন তোমার চিত্তবৃত্তি কিরূপ ছিল, আর এখনই বা কিরূপ হইতেছে? অহে দানবরাজ! এখন তোমার সে ভৃঙ্গার, শ্বেতচ্ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা কোথায়?

তখন বলিরাজা কহিলেন, পুরন্দর! এক্ষণে তুমি আমার ভৃঙ্গার, ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছ না। আমার সে সমুদায় এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু যখন আমার সৌভাগ্য সমুদিত হইবে, তখন তুমি পুনরায় তৎসমুদায় দর্শন করিবে। যাহা হউক এক্ষণে আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া আমাকে এরূপ নিন্দা করা তোমার কীর্ত্তি বা কুলের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে না। জ্ঞানতৃপ্ত ক্ষমাশীল মনীষীরা কখন দুঃখে অনুতাপ বা সম্পদে আহ্লাদ প্রকাশ করেন না। এক্ষণে তুমি সামান্য বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আমার নিন্দা করিতেছ, কিন্তু যখন স্বয়ং আমার মত হইবে, তখন আর এরূপ বলিতে পারিবে না।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি এই কথা বলিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! তুমি জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ যানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদায় লোকের উপর আধিপত্য প্রকাশ ও আমাদিগকে উপহাস করিয়া বিচরণ করিতে। পূর্ব্বে সমুদায় লোক তোমার বশীভূত ছিল বলিয়া তুমি মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে জ্ঞাতি ও বান্ধবগণও তোমার হীনাবস্থা অবলোকন করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব বল দেখি এইরূপ পরাজয়নিবন্ধন তোমার অনুতাপ হইতেছে কি না?

তখন দানবরাজ কহিলেন, পুরন্দর! কোন বস্তুই নিত্য নহে। কালসহকারে সকলেরই নাশ হইয়া থাকে। এই জন্য আমি কিছুতেই শোক প্রকাশ করি না। কালবশতঃ সকল কার্য্যের সংঘটন হইয়া থাকে; সুতরাং আমার এই খরত্বপ্রাপ্তি আমার অপরাধমূলক নহে। প্রাণিগণের দেহও বিনশ্বর। উহাদের প্রাণ ও দেহ স্বভাবত একত্র সম্ভূত, একত্র পরিবর্দ্ধিত ও একত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন আমি এইরূপ খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াও কাহারও বশীভূত হই নাই বলিয়া অবগত হইতেছি, তখন আর আমার অনুতাপের বিষয় কি? যাবতীয় স্রোত যেমন সমুদ্রে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সমুদায় প্রাণীই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা সম্যক্ রূপে অবগত হইতে পারে, তাহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে, হয় না। নির্ব্বোধ মোহান্ধ ব্যক্তিরাই ইহা অবগত হইতে না পারিয়া কষ্টে নিপতিত ও অবসন্ন হয়। মানবগণ জ্ঞানলাভ দ্বারা সমুদায় পাপকে দূরীভূত করিতে পারে; পাপ বিগত হইলেই সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই আর মোহজন্য কলুষতার বশীভূত হইতে হয় না। যাহারা সত্ত্বগুণ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া রজ বা তমোগুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগকেই বারংবার জন্ম পরিগ্রহ ও কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হইয়া বারংবার অনুতাপ করিতে হয়। আমি কখন অর্থ, অনর্থ, জীবন, মৃত্যু ও সুখদুঃখে দ্বেষ বা অনুতাপ প্রকাশ করি না। লোকে কালকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিকেই বিনষ্ট করে; আর যে অপরকে বিনষ্ট করে, সেও কালকর্ত্তৃক নিহত; সুতরাং যে ব্যক্তি আমি অন্যকে বিনষ্ট করিয়াছি বলিয়া বিবেচনা করে এবং যে আমি অন্যকর্ত্তৃক নিহত হইতেছি মনে করিয়া বিষণ্ণ হয়, তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। অতএব যে ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ বা পরাজয় করিয়া আমি ইহা করিলাম বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, তাহার ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সে বস্তুত তাহার কর্ত্তা নহে। তাহার কর্ত্তা স্বতন্ত্র। ইহলোকে কোন ব্যক্তি কি কাহারও বিনাশ বা উৎপত্তির কারণ হইতে পারে? লোকে ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। আমি যখন পৃথিবী বায়ু আকাশ জল ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতকে সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তিকারণ বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং যখন কাল কি কৃতবিদ্য, কি অল্পবিদ্য, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, কি রূপবান্, কি কুৎসিত, কি সৌভাগ্যশালী, কি সৌভাগ্যবিহীন সকলকেই যখন সমভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, তখন আর আমার বেদনার বিষয় কি? কাল যে যে বস্তুর দাহ, যাহার যাহার বিনাশ এবং যাহা যাহা লোকের লাভ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই সেই পদার্থই দগ্ধ, হইয়া থাকে। আমি ঐ কালরূপী মহাসমুদ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া উহার মধ্যে দ্বীপ বা উহার পরাপর অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। ফলত কাল যে সমুদায় প্রাণীকে বিনষ্ট করিতেছে, ইহা যদি আমার বোধগম্য না হইত, তাহা হইলে আমি হর্ষ, দর্প বা ক্রোধে অভিভূত হইতাম।

যাহা হউক, আমি এক্ষণে গর্দ্দভ শরীর ধারণ করিয়া নির্জ্জন গৃহে অবস্থান করিতেছি দেখিয়া তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি অভিলাষ করিলে এই মুহূর্ত্তেই অনায়াসে এরূপ নানাবিধ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারি যে, তৎসমুদায় দর্শন করিবামাত্র তোমাকে ভয়ে পলায়ন করিতে হয়। কাল সমুদায় পদার্থই প্রদান ও পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অতএব তুমি আর বৃথা পৌরুষ প্রকাশ করিও না। পূর্ব্বে আমি রোষাবিষ্ট হইলে সমুদায় জগৎ ব্যথিত হইত। লোকের কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই জগতের চিরপ্রচলিত প্রথা। সম্পত্তিলাভ হওয়া আর না হওয়া কখনই আপনার আয়ত্ত নহে। তুমি এইটী বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ কর। বালকের ন্যায় তোমার চিত্তবৃত্তি অদ্যাপি অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অতএব স্থিরভাব অবলম্বন কর। তুমি ত ইহা বিলক্ষণ অবগত আছ যে, দেবতা, মনুষ্য, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ ইঁহারা সকলেই আমার বশীভূত ছিলেন এবং আমি যে দিকে থাকিতাম, তাঁহারা সে দিকে নমস্কার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমি সেই পূর্ব্বতন উন্নতি ও অধুনাতন অবনতির বিষয় স্মরণ করিয়া অণুমাত্র অনুতাপ করি না; অতঃপর নিরন্তর কেবল ঈশ্বরের অধীনে থাকিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন সৎবংশসম্ভূত প্রবল প্রতাপ নরপতিকে অমাত্যগণের সহিত দুঃখে নিপতিত এবং দুষ্কুলপ্রসূত মূঢ় ব্যক্তিকেও অমাত্যগণের সহিত সুখে অবস্থিত দেখা যাইতেছে, যখন সুলক্ষণা পরমরূপবতী রমণী দুর্দ্দশাপন্ন ও অলক্ষণা কুরূপা কামিনীও সৌভাগ্যশালিনী হইতেছে, তখন ভবিতব্যই সকল কার্য্যের বলবান্ হেতু। আমার অপরাধে তোমার ইন্দ্রত্ব লাভ বা তোমার প্রতাপে আমার এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্তি হয় নাই। সম্পত্তি ও বিপত্তির সংঘটন কালবশতই হইয়া থাকে। আজি আমি তোমাকে আমার সমক্ষে বজ্র আকাশে উত্তোলিত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিতেছি;

যদি কাল আমাকে এরূপ আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে তুমি বজ্রধারী হইলেও আমি এই স্থলে তোমাকে মুষ্টিপ্রহারেই নিপাতিত করিতাম। কিন্তু কি করি, এক্ষণে বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় নহে, এখন শান্তির সময়ই সমুপস্থিত হইয়াছে। কাল সকলকেই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠাপিত, আবার সকলকেই নিপাতিত করিয়া থাকে। আমি সমুদায় দানবের অধিপতি, মহাবলপরাক্রান্ত ও মহা গর্ব্বিত ছিলাম। অতএব কাল যখন আমাকেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন সকলকেই আক্রমণ করিবে সন্দেহ নাই। আমি একাকী দ্বাদশ আদিত্যের তেজোরাশি ধারণ করিয়াছিলাম। আমি সলিল বহন পূর্ব্বক উহা বর্ষণ এবং ত্রিলোকে তাপপ্রদান পূর্ব্বক উহার উদ্ভাসন করিতাম। আমি মনে করিলেই লোকদিগকে রক্ষা ও সংহার, দান ও গ্রহণ এবং বন্ধন ও মোচন করিতে পারিতাম। ফলত ত্রৈলোক্যে আমার একাধিপত্য ছিল। কিন্তু কালবশত এক্ষণে আমার আর সেরূপ প্রভুত্ব নাই। তুমি, আমি বা অন্য কোন ব্যক্তি পালন বা সংহারের কর্ত্তা নহে। কালই পর্য্যায়ক্রমে লোকদিগকে পালন ও সংহার করিয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কালকে পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাস ও পক্ষ ঐ কালরূপী ঈশ্বরের শরীর; ঐ শরীর দিবারাত্রি দ্বারা সমাবৃত; গ্রীষ্মাদি ঋতু সমুদায় উহার ইন্দ্রিয় এবং বৎসর উহার মুখ। কোন কোন মহাত্মা স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে এই দৃশ্য পদার্থ সমুদায়কেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদে অন্নময়াদি পঞ্চকোশকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্ম মহাসমুদ্রের ন্যায় অগম্য ও দুরবগাহ। তিনি জড় ও চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়াও প্রাণিগণের লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা উহাঁকে নিত্য বলিয়া অবগত আছেন। তিনি অবিদ্যাপ্রভাবে চৈতন্যস্বরূপ জীবের জড়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুত ঐ জড়ত্ব জীবের স্বরূপ নহে। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের পর আর উহার উদ্ভব হয় না। অতএব তুমি সেই জীবের একমাত্র গতি কালরূপী ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে। পুরুষ মহাবেগে ধাবমান বা দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহে। তাঁহাকে কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ প্রজাপতি, কেহ কেহ ঋতু, কেহ কেহ মাস, কেহ কেহ পক্ষ, কেহ কেহ দিবস, কেহ কেহ ক্ষণ, কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্ণ, কেহ কেহ মধ্যাহ্ন, কেহ কেহ অপরাহ্ণ এবং কেহ কেহ মুহূর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। লোকে সেই একমাত্র ব্রহ্মকে নানা রূপে নির্দ্দেশ করে; কিন্তু তিনি কাল স্বরূপ। তাঁহার অধীনে সমুদায়ই অবস্থান করিতেছে। সেই কালের প্রভাবে তোমার সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন কতশত ইন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছে। উহার প্রভাবে তোমাকেও অতীত হইতে হইবে। কালই সমুদায় পদার্থের সংহার করিতেছে; অতএব তুমি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থির হও। কি তুমি, কি আমি, কি পূর্ব্বতন লোক সমুদায়, কেহই কালকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি যে রাজশ্রীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী কখনই একস্থানে অবস্থান করেন না। উনি তোমার মত সহস্র সহস্র ইন্দ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাকে আশ্রয় করিলেন। আবার অচিরাৎ তোমাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা গর্ব্বিত হইয়া আর আমার নিন্দা করিও না। অতঃপর শান্তভাব অবলম্বন কর।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি এই কথা কহিবামাত্র রাজলক্ষ্মী স্বীয় উজ্জ্বলরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে, বলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবরাজ! এই যে চূড়া কেয়ূর ধারিণী নারী তোমার দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইতেছেন, ইনি কে? বলি কহিলেন, দেবরাজ! ইনি দেবী, আসুরী বা মানুষী নহেন। তোমার কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, ইহাকে জিজ্ঞাসা কর।

তখন ভগবান্ পাকশাসন লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! আপনি কে? আর কি নিমিত্তই বা দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে আশ্রয় করিতেছেন? আমি ইহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহার বিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, সুররাজ! পূর্ব্বতন মহারাজ বিরোচন এবং এই বিরোচনপুত্র বলি আমাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। পণ্ডিতেরা আমাকে দুঃসহা বিধিৎসা ভূতি, লক্ষ্মী ও শ্রী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ও অন্যান্য দেবগণ, তোমরা কেহই আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহ।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, আর্য্যে! আপনি বহুকাল দৈত্যেশ্বরের শরীরে বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহার কি দোষ এবং আমার কি গুণ দর্শন করিয়া উহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহার যথার্থস্বরূপ কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! ধাতা বা বিধাতা আমাকে এক স্থান হইতে অন্যত্র পরিচালিত করিতে পারেন না, আমি কালপ্রভাবেই একস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া থাকি; অতএব তুমি বলিকে অবজ্ঞা করিও না।

ইন্দ্র কহিলেন, আর্য্যে! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন এবং কি নিমিত্তই বা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! যেখানে সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা পরাক্রম ও ধর্ম্ম; আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে দৈত্যেশ্বর এই সমুদায়ে বিমুখ হইয়াছেন। উনি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঈর্ষাপ্রদর্শন ও স্বয়ং উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃত স্পর্শ করিয়াছেন। উনি কালকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমিই নিরন্তর লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকি এই বাক্য মনুষ্যসমাজে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি এই সমস্ত কারণবশত উহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি অপ্রমত্তচিত্তে তপস্যা ও বিক্রম প্রভাবে আমাকে রক্ষা করিও।

ইন্দ্র কহিলেন, কমলালয়ে! দেবতা, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণিগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, একাকী চিরকাল তোমাকে রক্ষা করিতে পারে।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস কেহই একাকী চিরকাল আমাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! তবে আমি কি কার্য্য করিলে আপনি চিরকাল আমার নিকট বাস করিতে পারিবেন, তাহা যথার্থ রূপে ব্যক্ত করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি যে উপায় অবলম্বন করিলে আমি তোমার নিকট নিত্যবাস করিব, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি বেদদৃষ্ট বিধি অনুসারে আমাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া চারি স্থানে রাখ, তাহা হইলেই আমি চিরকাল তোমার নিকট অবস্থান করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! আমি স্বীয় শক্তি অনুসারে আপনাকে রক্ষা করিব এবং আপনি আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমার বোধ হইতেছে, এই ভূতভাবিনী ধরিত্রী আপনার প্রথমাংশ ধারণ করিতে সমর্থা হইবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! এই আমি আমার প্রথমাংশ পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিলাম। এক্ষণে বল দ্বিতীয় অংশ কোন স্থানে সন্নিবেশিত করিব? ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! মনুষ্যের উপকারপরায়ণ সলিল আপনার দ্বিতীয়াংশধারণে সমর্থ হইতে পারিবে। লক্ষ্মী কহিলেন, এই আমার দ্বিতীয়াংশ সলিলে নিহিত হইল। এক্ষণে বল তৃতীয়াংশ কোন্ স্থানে সংস্থাপিত করিব? ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! বেদ, যজ্ঞ ও দেবগণ হুতাশনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অতএব অনল আপনার তৃতীয়াংশ ধারণ করিবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, এই আমি আমার তৃতীয়াংশ অনলে সংস্থাপন করিলাম। এক্ষণে চতুর্থাংশ কোন্ স্থানে অবস্থাপিত করিব? ইন্দ্র কহিলেন, ইহলোকে যে সকল ব্রাহ্মণ ও হিতকারী সত্যবাদী সাধুব্যক্তি বাস করিতেছেন, তাঁহারাই আপনার চতুর্থাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! এই আমার চতুর্থাংশ সাধু পুরুষে সন্নিবেশিত হইল। আমি এইরূপ অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। এক্ষণে তুমি আমাকে সাবধানে রক্ষা কর। ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! আপনাকে এইরূপে ভূতগণ মধ্যে

সংস্থাপিত করিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি আঘাত করিবে, আমি অবশ্যই তাহাকে প্রতিফল প্রদান করিব।

এইরূপে লক্ষ্মী বলিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট গমন করিলে দৈত্যরাজ সুররাজকে কহিলেন, পুরন্দর! দিবাকর কালসহকারে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শন ও অদর্শন নিবন্ধন কেহ সুখী ও কেহ দুঃখী হয়। যেমন লোকে দিবাকরের অদর্শন ও দর্শন নিবন্ধন কখন দুঃখী ও কখন সুখী হইয়া থাকে; তদ্রূপ আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া অসুখী হইয়াছি; আবার সময়ক্রমে তোমাকে পরাজয় করিয়া সুখী হইব। যে সময় সূর্য্য অনবরত গগনের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া ত্রিলোক তাপিত করিবেন, যখন এই বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান হইবে, তৎকালে আমার নিকট তোমাকে পরাজিত হইতে হইবে।

দানবরাজ এই কথা কহিলে, ইন্দ্র আপনার ভাবী পরাভব শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, দৈত্যনাথ। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে বধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলাম না। তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে যথা ইচ্ছা হয় প্রস্থান কর। সূর্য্য কদাপি গগনের মধ্যস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিয়া জগতের উচ্ছেদ করিবেন না। লোকপিতামহ স্বয়ম্ভূ পূর্ব্বে ইহার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। উনি ন্যায়ানুসারে নিরন্তর লোক সমুদায়কে তাপ প্রদান পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছেন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উঁহার উত্তরায়ণ ও শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস উঁহার দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। ঐ অয়নদ্বয়প্রভাবেই সমুদায় লোকের শীত, গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দৈত্যেন্দ্র বলি ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সুররাজ পুরন্দরও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে অহঙ্কারত্যাগের উপলক্ষে ইন্দ্র নমুচি-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যৎকালে ভূতগণের উৎপত্তিপ্রলয়জ্ঞ নমুচিরাজ শ্রীবিহীন হইয়াও অক্ষোভ্য সাগরের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কাল হরণ করিতেছিলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি রাজ্যভ্রষ্ট, শত্রুর বশীভূত ও পাশবদ্ধ হইয়াও কিরূপে শোকশূন্য চিত্তে অবস্থান করিতেছ?

তখন নমুচি কহিলেন, দেবরাজ! অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে কেবল শরীরকে সন্তাপিত ও শত্রুগণকে সন্তুষ্ট করা হয়। কেহই অন্যের শোকে শোকযুক্ত হইয়া তাহার দুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি। জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সকলই নশ্বর। সন্তাপনিবন্ধন রূপ, শ্রী, আয়ু ও ধর্ম্ম, সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে হৃদ্গত কল্যাণময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে। মনুষ্য পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই তাঁহার সমুদায় কামনাসিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই নিয়ন্তা নাই। তিনি গর্ভস্থ বালককেও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। নিম্নপ্রদেশপ্রবণ সলিলের ন্যায় আমি তাঁহারই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই অবগত আছি; তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে শ্রেয়স্কর মোক্ষলাভের উপায় আশ্রয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। পরমাত্মার নিয়োগানুসারে আমাকে কখন ধর্ম্মের ও কখন বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। যাহার যাহা প্রাপ্তব্য, তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেহ কখন ভবিতব্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিধাতা প্রাণিগণকে বারংবার যে যে গর্ভবাসে নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে সেই সেই গর্ভেই বাস করিতে হয়। কোন প্রাণীই স্বীয় ইচ্ছানুসারে গর্ভ আশ্রয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে ভবিতব্যকেই তাহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। প্রাণিগণ কালপ্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখন অন্য ব্যক্তিকে সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারে না। অতএব দুঃখের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ ও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মূর্খের কার্য্য। কি তপস্বী, কি দেবতা, কি মহাসুর, কি ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কি বনবাসী, আপদ্ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু সদসদ্বিচারজ্ঞ মহাত্মারা সেই আপদ্ দর্শনে কখনই ভীত হন না। হিমালয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি পণ্ডিতদিগকে কখনই ক্রুদ্ধ, বিষয়াসক্ত, অবসন্ন বা হৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা দুর্ব্বিষহ দুঃখের সময়েও শোক প্রকাশ করেন না। মহতী অর্থসিদ্ধি যাঁহাকে হৃষ্ট করিতে পারে না, যিনি ঘোরতর ব্যসনেও মুগ্ধ হন না এবং যিনি অবিচলিতচিত্তে সুখজনক, দুঃখজনক ও সুখদুঃখমিশ্রিত অবস্থা ভোগ করেন, তাঁহাকেই ধুরন্ধর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখজনক মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধার্ম্মিক ব্যক্তি যে সভায় গমন করিয়া ধর্ম্মবিপ্লবনিবন্ধন ভীত না হয়, তাহাকে সভা ও তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে সভ্য নির্দ্দেশ করা যায় না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব সবিশেষ আলোচনা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা মোহকালেও মুগ্ধ হন না। মহর্ষি গৌতম গার্হস্থ্যাশ্রম নাশনিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াও বিমোহিত হন নাই। যখন মনুষ্য মন্ত্র, বল, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, চরিত্র, ব্যবহার বা অর্থ সম্পত্তি প্রভাবেও অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, তখন কোন দ্রব্য লাভ হইল না বলিয়া পরিতাপ করা নিতান্ত নিষ্ফল। বিধাতা পূর্ব্বে আমার যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আমি সেই সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছি; সুতরাং মৃত্যু হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। মনুষ্য লব্ধব্য বস্তুই লাভ করে; প্রাপ্তব্য সুখদুঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিমুগ্ধ না হন, তিনিই দুঃখের সময়েও নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করিতে পারেন এবং তাঁহাকেই সমুদায় ধনের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের সমুদায় বিষয়ের উপদেষ্টা; অতএব নরপতি বন্ধুবিয়োগ বা রাজ্যনাশ জন্য ঘোরতর বিপদে নিমগ্ন হইলে তাঁহার কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। স্ত্রীপুত্রবিয়োগ বা ধননাশনিবন্ধন ঘোরতর ব্যসন উপস্থিত হইলে লোকের ধৈর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ; ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে শরীর বিশীর্ণ হয় না। শোকবিহীন ব্যক্তির সততই সুখ ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। আরোগ্যলাভ হইলেই শরীরে কান্তিপুষ্টি হয়, যে বিজ্ঞ ব্যক্তি সাত্ত্বিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারই ধৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সৎকার্য্যে উৎসাহ হইয়া থাকে। এই স্থলে বলিবাসবসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাসটী পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দেবদানবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য দেবদানবের প্রাণ সংহার হয়। পরিশেষে সেই তীব্রতর সমরানল নির্ব্বাণ হইলে দৈত্যরাজ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপী বলিকে বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলে দেবতারা মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; চারি বর্ণের নিয়ম সংস্থাপিত হইল; ত্রিলোক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভূ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, বসু, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগেন্দ্র, সিদ্ধ ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবতনামক চতুর্দ্দন্ত বারণে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে এক গিরিগহ্বরে দানবরাজ বলিকে অবলোকন করিয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। দানবরাজ দেবরাজকে দেবগণের সহিত ঐরাবত পৃষ্ঠে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা অনুতপ্ত হইলেন না। দেবরাজ তাঁহাকে অবিকৃত ও নির্ভীক নিরীক্ষণ করিয়া ঐরাবত পৃষ্ঠ হইতে কহিলেন, দানবেন্দ্র! তোমাকে যে কিছুমাত্র ব্যথিত দেখিতেছি না, ইহার তাৎপর্য্য কি? তুমি শৌর্য্য, বৃদ্ধসেবা, তপোনুষ্ঠান বা ধৈর্য্যপ্রভাবে ঐরূপ শান্তিলাভ করিয়াছ?

অন্যের নির্ব্বিকার হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। তুমি ইতিপূর্ব্বে পিতৃপিতামহোপভুক্ত সিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক স্বজাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট বিষয় ভোগ করিয়াছিলে ; কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তোমাকে সিংহাসন-ও রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীকে অপহরণ করিয়াছে। তুমি বরুণের পাশে বদ্ধ ও আমার বজ্রাস্ত্রে আহত হইয়া আমাদিগের অধীন হইয়াছ। আর এখন্ তোমার সে শ্রী ও সেরূপ বিভব নাই, তথাপি যে তোমার শোক হইতেছে না ইহার কারণ কি? এরূপ অবস্থায় অবিকৃত চিত্তে অবস্থান করা নিতান্ত সুকঠিন। তোমার চমৎকার ধৈর্য্য। ত্রিলোকের আধিপত্য বিনাশ হইলে তোমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়?

দেবরাজ গর্ব্বিত ভাবে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে দৈত্যাধিপতি বলি অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! তুমি আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিলে ; কিন্তু আমি এক্ষণে নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছি ; অতএব এ সময় আমাকে তিরস্কার করাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ প্রকাশ করা হইতেছে না। আজি আমি তোমাকে বজ্র উত্তোলন পূর্ব্বক আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি পূর্ব্বে নিতান্ত অসক্ত ছিলে। এক্ষণে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই এক্ষণে আমার প্রতি এইরূপ ক্রূর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। শত্রু বশীভূত হইলে যে ব্যক্তি নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে, সেই পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কে জয়লাভ করিবে তাহার নিশ্চয় থাকে না। যুদ্ধে এক ব্যক্তির পরাজয় ও এক ব্যক্তির জয়লাভ হয়। অতএব তুমি বিক্রমপ্রভাবে সর্ব্বভূতের অধিপতিকে পরাজিত করিয়াছ মনে করিয়া গর্ব্বিত হইও না। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে আমাদের ইদানীন্তন উন্নতি ও অবনতির কারণ নহি। পূর্ব্বে আমার যেরূপ আধিপত্য ছিল এক্ষণে তুমি তাহা লাভ করিয়াছ ; কিন্তু কালক্রমে তোমাকেও আমার মত দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি আমাকে পরাজয় পূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বোধ করিয়া আমায় অবজ্ঞা করিও না। লোকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। তুমিও পর্য্যায়ক্রমেই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছ ; বস্তুত তুমি কার্য্য দ্বারা ত্রিলোক পরাজিত কর নাই। আমরা উভয়েই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছি ; এই নিমিত্ত আমি তোমার ন্যায় আধিপত্য লাভ করিতে পারিতেছি না এবং তুমিও আমার ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছ না। কাল মনুষ্যকে দুঃখিত করিতে ইচ্ছা করিলে মনুষ্য কখনই পিতা মাতার শুশ্রূষা বা দেব পূজা প্রভাবে সুখী হইতে পারে না। কি বিদ্যা, কি তপস্যা, কি দান, কি বন্ধুবান্ধব কেহই কাল-নিপীড়িত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যেরা কালসহকারে সমুদ্ভূত বুদ্ধিধ্বংসব্যতীত শত শত উপায় দ্বারাও আগামী অনর্থের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমাগত দুঃখ দ্বারা নিপীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাতা কেহই নাই। অতএব যখন সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইতেছে, তখন তুমি যে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যদি লোকে কার্য্যের কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে কেহই তাঁহার উৎপাদক থাকিত না। অতএব যখন লোক অন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহাকে কিরূপে কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমি কালক্রমে তোমাকে জয় করিয়াছিলাম এবং তুমিও কালক্রমে আমাকে জয় করিয়াছ। লোকে কালের বশীভূত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ ধাবমান হয়। সমুদায় লোকেই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। এক বার অবশ্যই যে প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইবে, তাহা তুমি প্রাকৃতবুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছ বোধ করিয়া কেহ কেহ তোমাকে প্রশংসা করে বটে ; কিন্তু আমার তাহাতে কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। লোকপ্রবৃত্তিজ্ঞ মাদৃশ ব্যক্তিরা দুঃখের অবস্থায় আপনাদিগকে কালপীড়িত বুঝিতে পারিয়া কি কখন শোক ও মোহের বশীভূত হয়? আমার বা মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি কি কখন কালক্রমাগত ব্যসনসময়ে ভগ্ন অর্ণবপোতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকে? কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ভাবী সুরপতিগণ সকলকেই পূর্ব্বতন ইন্দ্রদিগের গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমাকে এক্ষণে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন ও দুর্দ্ধর্ষ দেখিতেছি, কিন্তু উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে তুমিও আমার তুল্য অবস্থায় অবস্থান করিবে। কালবশত বহুসহস্র ইন্দ্রের পতন হইয়া গিয়াছে ; অতএব কেহই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়া সর্ব্বভূতভাবন সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় আপনাকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। কাহারই ঐশ্বর্য্য অচল ও চিরস্থায়ী নহে। তুমি কেবল স্বীয় মূঢ়ত্বনিবন্ধনই স্বীয় ঐশ্বর্য্য অনন্ত বোধ করিতেছ। লোকে কালকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াই অনিশ্চিত বিষয়ে বিশ্বাস ও অনিশ্চয় বিষয়কে নিশ্চয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। তুমি মোহবশতই রাজলক্ষ্মীকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ ; কিন্তু কি তুমি, কি আমি, কি অন্য কোন ব্যক্তি কেহই ইহাঁকে চিরকাল আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে না। পূর্ব্বে ইনি ক্রমে ক্রমে অসংখ্য ব্যক্তিকে আশ্রয় ও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার নিকট অবস্থান করিতেছেন বটে ; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে গাভী যেমন একস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ নিশ্চয়ই তোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবেন। তোমার পূর্ব্বে অসংখ্য ব্যক্তি ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং তোমার পরেও অনেকে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। পূর্ব্বে যাঁহারা এই বৃক্ষৌষধিপূর্ণ নানারত্নসম্পন্ন সসাগরা পৃথ্বী ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই নয়নপথের বহির্ভূত হইয়াছেন। পৃথু, ঐল, ময়, ভৌম, নরক, শম্বর, অশ্বগ্রীব, পুলোমা, রাহু, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি দক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিরোচন, হ্রীনিষেব, সুহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান, বৃষ, সত্যেষু, ঋষভ, বাহু, কপিলাশ্ব, বিরূপক, বাণ, কার্ত্তস্বর, বহ্নি, বিশ্বদংষ্ট্র, নৈঋতি, সঙ্কোচ, বরীতাক্ষ, বরাহ, অশ্ব, রুচিপ্রভ, বিশ্বজিৎ, প্রতিরূপ, বৃষাণ্ড, বিষ্কর, মধু, হিরণ্যকশিপু ও কৈটভ প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য দৈত্যদানবগণ ও বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ রাজ্যাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কালক্রমে পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে দেবরাজ! তুমিই যে একাকী এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এরূপ নহে। ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রগণ সকলেই শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞে দীক্ষিত, বিমানচারী, সম্মুখসংগ্রামে অনুরক্ত, অতুলবলসম্পন্ন, মায়াধারী ও কামরূপী ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বাহু পরিঘের ন্যায় আয়ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাঙ্মুখ হইতে শ্রবণ করা যায় নাই। তাঁহারা সকলেই দাক্ষায়ণীগর্ভসম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত, তেজঃপুঞ্জকলেবর, মহাপ্রতাপশালী, সত্যব্রত ও বেদব্রতপরায়ণ, সমুদায় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন এবং সকলেই উপযুক্ত পাত্রে ধনদান করিতেন ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কখন ধনদর্প বা মৎসরতা লক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক কালের নিকট কেহই অব্যাহতি লাভে সমর্থ নহে। তাঁহাদিগকেও কালকর্ত্তৃক কবলিত হইতে হইয়াছে। হে দেবরাজ! এই ধরিত্রীর উপভোগ সমাপ্ত হইলে যখন তোমাকে ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে তখন তুমিও স্বীয় শোকাবেগ সংবরণে সমর্থ হইবে না। অতএব ভোগাভিলাষ ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব পরিত্যাগ কর। আমার মত রাজ্যনাশ হইলে তোমাকেও শোকদুঃখ সহ্য করিতে হইবে। অতএব তুমি শোকের সময় শোক ও আহ্লাদের সময় আহ্লাদে অভিভূত হইও না। অতীত ও অনাগত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সকলেরই উচিত। আমি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত স্বকার্য্যে নিরত থাকিতাম ; অতএব কাল যখন আমাকেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন্ অচিরাৎ তোমাকেও আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব ক্ষান্ত হও। তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া আমার ত্রাসোৎপাদন করিতে চেষ্টা পাইতেছ এবং আমি নিপীড়িত হইয়াছি বলিয়াই আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেছ। আমি পূর্ব্বে কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমার নিকট বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছ ; কিন্তু ইহা স্থির করিয়া রাখ যে, সেই কাল তোমারও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। পূর্ব্বে আমি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে, কে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইত? এখন তোমার সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছ ; কিন্তু তোমারও সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইবে। তখন আমি যেমন ইন্দ্রপদবী হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অস্বস্থ হইয়াছি, তোমাকেও এইরূপ হইতে হইবে। তুমি কোন সৎকার্য্যের

অনুষ্ঠান করিয়া এই বিচিত্র জীব লোকের ইন্দ্রত্ব লাভ কর নাই, আর আমিও কোন অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। কালই আমাদের উন্নতি ও অবনতির কারণ। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কি ঐশ্বর্য্য, কি অনৈশ্বর্য্য, কি সুখ, কি দুঃখ, কি জন্ম, কি মৃত্যু কিছুতেই সমধিক প্রীত বা ব্যথিত হন না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিলক্ষণ অবগত আছি; তবে তুমি নির্লজ্জ হইয়া কি নিমিত্ত আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ। ইতি পূর্ব্বেই তুমি আমার পরাক্রমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার সমরাঙ্গনে বিক্রমপ্রকাশই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছে। আমি পূর্ব্বে আদিত্য, রুদ্র, সাধ্য, বসু ও মরুৎগণকে পরাজয় করিয়াছিলাম। দেবাসুর যুদ্ধ সময়ে দেবগণ যে আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। আমি বারংবার তোমার মস্তকে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ বহুকানন সমন্বিত পর্ব্বত সমুদায় চূর্ণ করিয়াছি। কিন্তু এখন কি করি, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। যদি কাল আমাকে আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে আমি এক মুষ্টি প্রহারে তোমাকে তোমার বজ্রের সহিত নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতাম। যাহা হউক, এখন আমার বিক্রমপ্রকাশের সময় নহে, ক্ষমা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এই নিমিত্তই তোমার তিরস্কার বাক্য সকল সহ্য করিলাম। আমি কালাগ্নি পরিবেষ্টিত ও কালপাশে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ। দুরতিক্রমণীয় কালরূপী ভীষণ পুরুষ পশুর ন্যায় আমাকে বন্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। লাভালাভ সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও বন্ধনমোক্ষ সমুদায়ই কালক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। তুমি বা আমি আমরা কেহই কোন বিষয়ের কর্ত্তা নহি। কালই সমুদায় বিষয়ের কর্ত্তা। সেই কাল আমাকে বৃক্ষস্থিত ফলের পরিপক্কাবস্থায় সমানীত করিয়াছে। পুরুষ এক সময় যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুখী হইয়া থাকে, কালক্রমে সেই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব যে ব্যক্তি কালের মহিমা অবগত থাকে, কাল তাহাকে আক্রমণ করিলে তাহার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষত শোক করিলে কখন দুঃখের শান্তি হয় না, প্রত্যুত সামর্থ্যেরই হ্রাস হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই আমি শোকে বিরত হইয়াছি।

দৈত্যেশ্বর বলি এই কথা কহিলে, ভগবান্ পাকশাসন ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, দানবরাজ! বরুণের পাশ ও আমার সবজ্র বাহু সমুদ্যত দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক, জিঘাংসাপরতন্ত্র মৃত্যুকেও ব্যথিত হইতে হয়। কিন্তু তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা প্রভাবে এক্ষণে কিছুমাত্র ব্যথিত হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ধৈর্য্যই তোমার ব্যথা না হইবার কারণ। কোন্ ব্যক্তি এই জগৎকে বিনশ্বর বুঝিতে পারিয়া অর্থ ও শরীরের প্রতি বিশ্বাস করে? আমিও তোমার ন্যায় সমুদায় লোককে অনিত্য ও গূঢ় কালানলে নিক্ষিপ্ত বলিয়া অবগত আছি। ইহলোকে কি প্রধান, কি অপ্রধান সকলকেই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। কেহই কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। কেহই কালের ঈশ্বর নাই। কাল অপ্রমত্তভাবে প্রতিনিয়ত প্রাণিগণকে শাসন করিতেছে। কাল সাবধান হইয়া প্রমত্ত ব্যক্তির নিকট জাগরিত রহিয়াছে। কাল সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি সকলের প্রতি সমভাবে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। কি পূর্ব্বতন, কি অধুনাতন কোন ব্যক্তিই উহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। বণিকেরা যেমন আপনাদিগের লভ্য বস্তু সমুদায় একত্র করে, তদ্রূপ কাল, কাষ্ঠা, কলা, ক্ষণ, প্রহর, দিবারাত্রি ও মাস প্রভৃতি আপনার সূক্ষ্ম অংশ সমুদায় একত্র করিয়া স্থূল করিতেছে। কালের কখন কোন ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেকে আজি আমি এই কার্য্য করিব না, কল্য এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব বলিয়া স্থির করিয়া কালপ্রভাবে আপনাদের অভীষ্ট কার্য্যসাধন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কালসমাক্রান্ত প্রাণিগণের মুখে "ইতিপূর্ব্বেই আমি ইহাকে দর্শন করিয়াছি, আহা! কিরূপে ইহার মৃত্যু হইল" এইরূপ বিলাপ সর্ব্বদা শ্রুত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের অর্থ, ভোগ, স্থান, ঐশ্বর্য্য ও প্রাণ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কাল সমুদায়ই হরণ করিয়া থাকে। উচ্চ বস্তুর নিপাত ও বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংস অবশ্যই হইবে। অদ্ভুত সমুদায় পদার্থই অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় করা অতিশয় দুষ্কর।

যাহা হউক, সমুদায় জগৎকে কালের বশীভূত ও অনিত্য বলিয়া স্থির করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তোমার বুদ্ধি তত্ত্বদর্শনপরায়ণ ও অচল, এই নিমিত্তই তোমাকে ব্যথিত হইতে হয় না। তুমি পূর্ব্বে যে ত্রিলোকের অধীশ্বর ছিলে, এক্ষণে তাহা একবার মনেও করিতেছ না। কাল কি জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ সকলকেই আক্রমণ করিয়া সংহার করে। মনুষ্যগণ কাল কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইয়াও ইহার প্রভাব বুঝিতে না পারিয়া ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা ও মোহে আসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি স্বীয় তপোনুষ্ঠান, তত্ত্বজ্ঞান ও বিদ্যাপ্রভাবে করস্থ আমলকের ন্যায় কালকে উত্তমরূপে দর্শন করিতেছ। তোমাকেই কালনিয়মজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, কৃতাত্মা ও পণ্ডিতগণের পূজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, তুমি বুদ্ধিপ্রভাবে সমুদায় লোক পরিজ্ঞাত হইয়া ও সর্ব্বত্র বিহার করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছ। বিষয়ানুরাগ ও মোহ কখনই তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তোমার আত্মা প্রীতি ও সন্তাপশূন্য। আমি তোমাকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ বৈরভাবশূন্য ও শান্তচিত্ত দেখিয়া তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ভবাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে বন্ধনদশায় বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। এক্ষণে তোমার উপর আমার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। আমি আর তোমার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিব না। তোমার মঙ্গল হউক। কালক্রমে প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলে তুমি এই সমুদায় বারুণপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যখন পুত্রবধূ শ্বশ্রূকে এবং পুত্র মোহবশতঃ পিতাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে; শূদ্রগণ নির্ভয়ে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পাদধাবন ও ব্রাহ্মণীতে গমন করিবে; পুরুষেরা অযোনিতে বীর্য্যক্ষেপ করিবে, কাংস্যপাত্র দ্বারা সম্মার্জ্জনী সমার্জ্জিত ধূলি নিক্ষিপ্ত ও অপবিত্র পাত্র দ্বারা পূজোপকরণ সমানীত হইবে এবং যখন চারি বর্ণ নিয়মবিহীন হইয়া উঠিবে, সেই সময় তুমি এক একটী করিয়া সমুদায় পাশ হইতে বিমুক্ত হইবে। অতঃপর আমা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি সুস্থচিত্ত ও নিরাময় হইয়া সুখে সময় প্রতীক্ষা কর। ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ দৈত্যেশ্বর বলিকে এই কথা কহিয়া অন্যান্য অসুরগণকে পরাজয় পূর্ব্বক ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া যাহার পর নাই আনন্দিত হইলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিয়া বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবগণ দেবরাজের নিকট অমৃত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাতেজা পুরন্দর এইরূপে অসুরবিনাশ পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া পরম আহ্লাদে সুরপুরে গমন করিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকের ভাবী সম্পদ্ ও বিপদের পূর্ব্বলক্ষণ কি? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! চিত্তই মনুষ্যদিগের ভাবী সম্পদ্ ও বিপদের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই স্থলে লক্ষ্মীবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। ব্রহ্মার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর নিষ্পাপ মহাতপস্বী নারদ স্বীয় অসাধারণ তপস্যার ফলে ব্রহ্মলোকনিবাসী ঋষিগণের তুল্যতা লাভ করিয়া সমুদায় লোক সন্দর্শন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ত্রিলোক মধ্যে বিচরণ করিতেন। একদা তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবগাহন বাসনায় ধ্রুবলোকে গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় পাকশাসন শম্বরনিহন্তা বজ্রপাণি পুরন্দরও তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে একত্র স্নান আহ্নিক সমাধান পূর্ব্বক অতি সূক্ষ্ম কাঞ্চনময় বালুকায় পরিপূর্ণ তীরভূমিতে উপবেশন করিয়া দেবর্ষিগণকথিত পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ মরীচিমালীর পূর্ণ মণ্ডল সমুত্থিত হইল। তখন তাঁহারা ভক্তিভাবে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিবাকরের অভিমুখে অপর ভাস্করের ন্যায় আর একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের প্রভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুররাজ পুরন্দর ও দেবর্ষি নারদ অনিমেষলোচনে উহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল ক্রমে ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহারা নক্ষত্রসপ্রভ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা মুক্তামালাধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে মনোহরবেশা অপ্সরাদিগের অগ্রে অগ্রে হুতাশনশিখার ন্যায় আগমন করিতে

দেখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কমলবাসিনী কমলা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকেশ্বর ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী সমাগত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র নারদের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তাঁহাকে অর্চনা করিয়া কহিলেন, চারুহাসিনি! আপনি কে? কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে এখানে উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ স্থানেই বা আপনাকে গমন করিতে হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! এই বিশ্বসংসারমধ্যে কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই আমাকে লাভ করিবার বাসনায় যত্ন করিয়া থাকে। আমি সমুদায় লোকের ভূতির নিমিত্ত সূর্য্যকিরণবিকসিত পদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমি পদ্মা, লক্ষ্মী, ভূতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি ও স্মৃতি এবং আমি তোমার সম্পত্তিস্বরূপ। আমি জয়শালী ধার্ম্মিক নরপতিদিগের সেনামুখ, ধ্বজ, রাজ্য ও অন্তঃপুরে এবং সংগ্রামে পলায়ন-পরাঙ্মুখ, জয়শালী, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ সুবুদ্ধি, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দানশীল বীরগণের নিকট বাস করিয়া থাকি। আমি পূর্ব্বে সত্যধর্ম্মপ্রভাবে সংযত হইয়া অসুরগণের নিকট বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের বুদ্ধিবিপর্য্যয় অবলোকন করিয়া সম্প্রতি তোমার নিকট অবস্থান করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি।

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং কি অপরাধেই বা এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিলেন?

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! যাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, ধৈর্য্যশালী ও স্বর্গলাভে অনুরক্ত, আমি সেই সমস্ত পুরুষের প্রতিই অনুরক্ত থাকি। পূর্ব্বে দৈত্যগণের দান, অধ্যয়ন, সত্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা এবং গুরু ও অতিথিদিগের সংকার বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাহারা গৃহমার্জ্জনতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, হোমপরায়ণ, গুরুশুশ্রূষানিরত, দাস্ত, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শ্রদ্ধান্বিত, জিতক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যত্নপূর্ব্বক পুত্রকলত্র ও অমাত্যদিগকে প্রতিপালন করিত। তাহারা কখনই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিত না। কেহই পরস্ত্রীদর্শনে কাতর হইত না। সকলেই দাতা, গৃহীত, ধীমান, বিনয়জ্ঞ, প্রশান্ত, গুণসম্পন্ন, সরল, দৃঢ়ভক্তিসমন্বিত, ভৃত্য ও অমাত্যগণের পরিতোষক, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লজ্জাশীল, যতব্রত, সুস্নাত, সুগন্ধচর্চিত, বিচিত্রালঙ্কারসমলঙ্কৃত, উপবাসপরায়ণ, তপোনুষ্ঠাননিরত, বিশ্বস্ত, ব্রহ্মবাদী এবং সমুচিত দান ও অর্থসংগ্রহে যত্নবান্ ছিল। তাহারা সকলেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিত। কেহই প্রাতঃকালে শয়ন, দিবসে নিদ্রাসেবন এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করিত না। তাঁহারা প্রযত ও ব্রহ্মবাদী হইয়া প্রাতঃকালে ঘৃত ও মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন, ব্রাহ্মণগণের পূজা, নিশীথ সময়ে শয়ন, দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পীড়িত ও স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তাহাদিগকে ধনদান এবং ভীত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিযুক্ত, কৃশ, হৃতসর্ব্বস্ব ও দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা আশ্বাস প্রদান করিত। পরস্পর হিংসাপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের অতিক্রম করিত না; সতত তপস্যায় অনুরক্ত এবং গুরু ও বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষায় নিরত থাকিত। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের যথাবিধি সংকার ও তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিত। একাকী উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পরস্ত্রীগমনে পরাঙ্মুখ ছিল। সর্ব্বজীবের প্রতি আত্মবৎ দয়া প্রকাশ করিত। শূন্যস্থানে, পশুযোনিতে বা অযোনিতে অথবা পর্ব্বকালে বীর্য্যত্যাগ করিত না। সকলেই দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অনহঙ্কার, সৌহার্দ্দ্য, সত্য, তপস্যা, শৌচ, করুণা, প্রীতিকরবাক্য ও মিত্রগণের প্রতি অদ্রোহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ সমুদায়ে সমলঙ্কৃত ছিল। নিদ্রা, অসম্প্রীতি, অসূয়া, অনবধানতা, বিষাদ ও অন্যান্য স্পৃহা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে দানবগণ এইরূপ গুণসম্পন্ন হওয়াতে আমি সৃষ্টির আরম্ভ অবধি অনেক যুগ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। কালক্রমে এক্ষণে উহারা ঐ সমুদায় গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়াছে। ধর্ম্ম উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সভাসদ্গণ ধর্ম্মকথা কহিতে আরম্ভ করিলে যুবকগণ তাঁহাদের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকদিগের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ অভ্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা তাঁহাদিগের সম্মান করে না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অনেকে বেতনব্যতীত দাসত্ব স্বীকারপূর্ব্বক নির্লজ্জ হইয়া আপনাদের নাম প্রখ্যাপিত করিতেছে এবং ধর্ম্মহীন গর্হিত কার্য্য দ্বারা প্রভূত অর্থসংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। রাত্রিযোগে তাহাদিগের চীৎকারধ্বনি শ্রুত এবং অগ্নির প্রভা মন্দীভূত হইয়া থাকে। পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতেছে। সকলেই সন্তানপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা অতিথি ও গুরুদিগের সংকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের পাচকেরা সর্ব্বদা অশুচি হইয়া পাক করে ও তাহারা গুরুজনের নিষেধ না শুনিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধান্য সমুদায় ইতস্তত বিকীর্ণ এবং দুগ্ধ অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে। তাহারাও উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃতস্পর্শ করে। তাহাদিগের খনিত্রগণ কুদ্দাল, দাত্র, পেটক, কাংস্যপাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ সমুদায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদায়ে উপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলে কেহই আর তাহার সংস্কার করে না। সকলেই পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তৃণজল প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভৃত্যবর্গ ও সম্মুখস্থ বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষ্য বস্তু ভোজন করে। তাহারা বৃথামাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স, তিলান্ন ও শষ্কুলি প্রভৃতি পিষ্টক সমুদায় পাক করাইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদের প্রতিগৃহে দিবারাত্রি কলহ হইতেছে। উপবিষ্ট মান্য ব্যক্তিকে কেহই আর সম্মান করে না। সকলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছে। শৌচানুষ্ঠানে কাহারও আস্থা নাই। তাহাদের মধ্যে জাতিসঙ্করের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সম্মান বা বেদহীন ব্রাহ্মণদিগের শাসন করে না। দাসীগণ দুর্জ্জনাচরিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলয়াদি বিবিধ আভরণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষবেশ এবং পুরুষেরা স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া বিহারাদিতে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করিলে পুত্রপৌত্রাদিরা তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু নাস্তিকতানিবন্ধন উহাদের মধ্যে কেহই আর সে ফলভোগে অধিকারী হইতেছে না। কাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে সে অতি বিশ্বাসের পাত্র মিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া তাহাকে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্পমাত্র ধন দ্বারা সমুদ্রসমুত্থানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। সদ্বংশজাত ব্যক্তিরাও পরধনাপহরণ মানসে ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। শূদ্রগণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকেই বিনানিয়মে এবং কেহ কেহ বা বৃথা নিয়ম ধারণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছে। শিষ্যেরা গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে। গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখ্যব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের নিকট দীনভাবে আহার প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদ্রতুল্য গাম্ভীর্য্যশালী বেদবিদ্গ্রগণ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মূর্খেরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতেছে। আচার্য্যগণ শিষ্যের মতানুসারে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহাদিগের দৌত্যানুসারে ইতস্তত গমনাগমন করিয়া থাকেন। কুলবধূরা শ্বশুরের সমক্ষেই ভৃত্যগণের শাসন ও স্বামীকে আহ্বানপূর্ব্বক গর্ব্বিতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করে। পিতা অতি যত্নসহকারে পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেছেন। অনেকে ক্রোধভরে ধনবিভাগপূর্ব্বক পুত্রগণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তস্করকর্ত্তৃক অপহৃত অথবা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধু বান্ধবগণও বিদ্বেষপ্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। ফলত দৈত্যকুলে সমুদায় লোকই কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাপাত্মা, গুরুদারাপহারী অভক্ষ্যভক্ষণে অনুরক্ত, নিয়মবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

হে দেবেন্দ্র! দানবগণ এক্ষণে এইরূপ অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আর আমি তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিব না স্থির করিয়া স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার সংবর্দ্ধনা কর, তাহা

হইলে সকল দেবতাই আমার সম্মান করিবেন। আমি যে স্থানে অবস্থান করি, আমার প্রিয়সহচরী জয়া, আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি সন্নতি ও ক্ষমা এই অষ্ট দেবীও সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। উঁহাদের মধ্যে জয়াই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি আমি উঁহাদিগকে লইয়া অসুরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি অতঃপর ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত দেবগণমধ্যে অবস্থান করিব; এই আমার অভিলাষ।

দেবী লক্ষ্মী এই কথা কহিলে দেবর্ষি নারদ ও বৃত্রাসুরনিহন্তা বাসব উভয়ে তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনার্থ মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অনলসখা সমীরণ সুগন্ধি ও সুখস্পর্শ হইয়া দেবতাদিগের প্রতি মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চারিত হইতে লাগিলেন। প্রায় সমুদায় দেবতাই লক্ষ্মীর সহিত সমাসীন ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় অতি পবিত্র স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মী ও স্বীয় সুহৃদ্ দেবর্ষি নারদের সহিত সমবেত হইয়া হরিদশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সভামধ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া লক্ষ্মীর সম্মানার্থ মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল। দুন্দুভিসমুদায় স্বয়ং ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দিক্ সকল প্রসন্ন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মেঘ যথাসময়ে শস্যার্থ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। কেহই আর ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইল না। মর্ত্ত্য লোকের মঙ্গলার্থ বসুন্ধরা বিবিধ রত্নের আকর ও বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনুষ্যমাত্রেই সৎকার্য্যে অনুরক্ত, মনস্বী ও পুণ্যকার্য্যপরায়ণ হইল। দেবতা, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ মহাসমৃদ্ধিশালী ও উদারস্বভাব হইয়া উঠিলেন। বৃক্ষ সমুদায় পবনপ্রভাবে পরিচালিত হইলেও তৎসমুদায় হইতে অকালে ফলের কথা দূরে থাকুক পুষ্পপর্য্যন্ত নিপতিত হইল না। ধেনুসকল দুগ্ধবতী ও কামদুঘা হইল; কটুবাক্য একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

হে ধর্ম্মরাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে লক্ষ্মীর সম্মান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণসভায় সমবেত হইয়া ইহা পাঠ করেন, তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হন। তুমি যে সম্পত্তি ও বিপত্তির পূর্ব্বরূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার উদাহরণস্বরূপ উৎকৃষ্ট ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম, তুমি স্থিরচিত্তে ইহার যথার্থতত্ত্ব অবধারণ কর।

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, বিদ্যা ও পরাক্রম সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ অল্পাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই মায়াপ্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি এই উপলক্ষে মহাত্মা জৈগীষব্যদেবলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি অসিতদেবল সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ হর্ষক্রোধবিবর্জ্জিত ভগবান্ জৈগীষব্যকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি স্তুতিবাদ দ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা ক্রুদ্ধ হন না; অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনার প্রজ্ঞা কিরূপ? আর কোথা হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার ফলই বা কি?

মহাত্মা দেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি জৈগীষব্য মহার্থসংযুক্ত অসন্দিগ্ধ পবিত্র বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! বিশুদ্ধকর্ম্মা ব্যক্তিরা যে প্রজ্ঞাপ্রভাবে পরম গতি ও শান্তিলাভ করিয়া থাকেন, আমি তোমার নিকট সেই প্রজ্ঞার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা অন্যকৃত স্তুতিনিন্দা কাহার নিকট কীর্ত্তন করেন না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই শত্রু কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কখনই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন না। পূজা কাল সমুপস্থিত হইলে ব্রতনিরত হইয়া যথাসাধ্য অর্চ্চনা করেন। সতত জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। কায়মনোবাক্যে কখন অপকার বা নমস্কের প্রতি ঈর্ষা করেন না এবং অন্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া কখনই অনুতাপিত হন না। যাঁহারা অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা না করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অন্যকৃত নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী প্রশান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরাই হর্ষ, ক্রোধ ও অপকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে দেহ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া পরম সুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের একজনও বান্ধব বা শত্রু নাই এবং যাঁহারা কাহারও বন্ধু বা শত্রু নহেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পরম সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথ আশ্রয় করেন, তাঁহারা সতত সন্তুষ্ট থাকেন; আর যাহারা ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করে, তাহারা সতত বিষাদ প্রাপ্ত হয়। আমি এক্ষণে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি; অতএব কি নিমিত্তই নিন্দিত হইয়া নিন্দুক ব্যক্তির উপর ঈর্ষ্যান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব। যে ব্যক্তি যাহা হইতে যে বস্তুর বাঞ্ছা করে, সেই ব্যক্তি তাহা হইতে তাহাই লাভ করুক; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ঈর্ষ্যা নাই। প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা আমার কিছুমাত্র লাভালাভ হইবে না। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অবমানিত হইলে অবমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিতুষ্ট ও সম্মানিত হইলে সম্মানকে বিষতুল্য বিবেচনা করিয়া উদ্বেজিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদোষবিমুক্ত মহাত্মা অন্য কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া সুখে নিদ্রিত হন; কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহার নিদ্রা হয় না। যে মহাত্মারা পরম গতি লাভ করিতে প্রার্থনা করেন, এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলেই তাঁহাদিগের বাসনা পরিপূর্ণ হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা নিষ্কাম হইয়া শাস্ত্রানুসারে সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মায়াপ্রপঞ্চাতীত পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস কেহই তাঁহাদের পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সকলের প্রিয়, সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা কেশব উগ্রসেনের নিকট নারদের বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি এই স্থানে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা উগ্রসেন বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! সকল লোকেই দেবর্ষি নারদের গুণকীর্ত্তনে যত্নবান্ হয়; অতএব তিনি যে সর্ব্বগুণান্বিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি দেবর্ষি নারদের যে যে সদ্গুণ অবগত আছি, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি যেরূপ সচ্চরিত্র, তদনুরূপ শ্রুতসম্পন্ন। তথাপি তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রের নিমিত্ত অণুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। ক্রোধ, চপলতা, ভয় ও দীর্ঘসূত্রিতা তাঁহার শরীর হইতে একবারে দূরীভূত হইয়াছে। যিনি সকলেরই উপাস্য, কাম বা লোভ বশত তিনি কদাপি বাক্যের অন্যথা করেন না। তিনি অধ্যাত্মবেত্তা; শক্তিমান্, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সরল, সত্যবাদী, তেজস্বী, বুদ্ধিমান্, বিনয়ী, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, সুশীল, লজ্জাশীল, বাগ্মী, মৃদুভাষী, সঙ্গীতবিদ্যায় সুনিপুণ, সুন্দরবেশধারী, পবিত্রান্নভোজননিরত, পবিত্র, সদালাপী ও ঈর্ষ্যাবিহীন। তিনি সর্ব্বদা সকলের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার শরীরে পাপের লেশমাত্র নাই। তিনি অন্যের অনর্থে প্রীত হন না। বেদশ্রবণ ও বেদোচ্চারণ দ্বারা বিষয়কামনা জয় করিতে বাসনা করেন। তাঁহার প্রিয় অপ্রিয় কেহই নাই। তিনি সকলকেই সমান জ্ঞান ও সকলের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্যবিন্যাস করেন। তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত, বিচিত্রভাষী এবং কামনা, শঠতা, দীনতা, ক্রোধ ও লোভবিহীন। তিনি জন্মাবধি অর্থ বা কামের নিমিত্ত কাহারও সহিত কখন বিবাদ করেন নাই। তাঁহার দোষসমুদায় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ ও ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, অর্থ বা কামে তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। তিনি সংসর্গবিহীন হইয়াও সংসর্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি সন্দর্শন করেন, কিন্তু কখন কাহারও নিন্দা বা আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হন না। কদাচ কোন শাস্ত্রে অসূয়া প্রকাশ ও বৃথা কালক্ষেপ করেন না এবং স্বীয় নীতি অবলম্বন করিয়াই কালযাপন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বহু পরিশ্রমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন;

তথাপি সমাধি হইতে নিবৃত্ত হন নাই। উনি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু কখনই উঁহার অনবধানতা লক্ষিত হয় না। লোকে তাঁহাকে মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। তিনি কখন কাহারও দোষ বিষয় প্রকাশ করেন না এবং অর্থলাভ হইলে হৃষ্ট বা লাভ না হইলে দুঃখিত হন না; এই নিমিত্তই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বলোকে তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি কাহার প্রিয়পাত্র না হয়?

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সর্ব্বজীবের আদি, অন্ত, ধ্যান, কার্য্য, কাল ও যুগভেদে আয়ুর তারতম্য কি প্রকার এবং কি হইতেই বা তাহাদিগের সঙ্গতি, অসঙ্গতি, উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে, এই সমুদায় অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। মহাত্মা দেবর্ষির মুখে শুকসংহিত নীতিগর্ভ উৎকৃষ্ট বাক্যসমুদায় শ্রবণ করিয়া অবধি আমার বুদ্ধি অলৌকিকনিষ্ঠাসম্পন্ন ও যোগধর্ম্মের অনুগত হইয়াছে; এই নিমিত্ত আপনার মুখে ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত পুনরায় শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ভগবান্ বেদব্যাস তত্ত্বজিজ্ঞাসু স্বীয় পুত্র শুকদেবকে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা শুকদেব বেদবেদাঙ্গ, সাঙ্গ উপনিষদ্ সমুদায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মসংশয়ের ছেদন জন্য স্বীয় পিতা বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! প্রাণিগণের কর্ত্তা কে? কাল পরিমাণ দ্বারা কি নিশ্চয় করা যায় এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ভূতভবিষ্যবেত্তা ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আদ্যন্তশূন্য জন্মবিহীন, জ্যোতিঃস্বরূপ, অজর, নিত্য, অব্যয়, তর্কের অগোচর ও জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম সমুদায় লোকের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন। মহর্ষিগণ পঞ্চদশ নিমেষপরিমিত কালকে কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠাপরিমিত কালকে কলা, সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি পলাধিক ত্রিংশৎ কলাপরিমিত কালকে মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তপরিমিত কালকে দিবারাত্রি, ত্রিংশৎদিবারাত্রি পরিমিত কালকে মাস ও দ্বাদশ মাসপরিমিত কালকে সংবৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা সংবৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দ্বারা বিভাগ করিয়া থাকেন। সূর্য্য স্বীয় গতি দ্বারা মানবগণের এই দিবারাত্রি সম্পাদন করিতেছেন। প্রাণিগণ দিবাভাগে স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং রাত্রিযোগে নিদ্রাসুখ অনুভব করে। মনুষ্যগণের একমাস পিতৃলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়। তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ তাঁহাদের দিন ও কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি। মানবগণের এক সংবৎসরে দেবলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। পূর্ব্বে এই মানুষলৌকিক যে যে দিবারাত্রি কথিত হইয়াছে, আমি সেই দিবারাত্রি গণনা করিয়া ব্রহ্মার দিবারাত্রি ও সংবৎসর আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতাদিগের চারি সহস্র আটশত বৎসরে সত্য, তিন সহস্র ছয় শত বৎসরে ত্রেতা, দুই সহস্র চারিশত বৎসরে দ্বাপর এবং এক সহস্র দুইশত বৎসরে কলিযুগ হইয়া থাকে। এই চতুর্যুগ এবং কাল প্রতিনিয়ত লোকসমুদায়কে ধারণ করিতেছে। এই কালই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত পরব্রহ্ম স্বরূপ। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই কোনরূপ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। অন্যান্য যুগে ক্রমে ক্রমে বেদবিহিত ধর্ম্মের এক এক অংশ ক্ষয় হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালে ক্রমশঃ চৌর্য্য, মিথ্যা ও হিংসাদি দ্বারা অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সত্যযুগে মানবগণ রোগবিহীন ও সিদ্ধকাম হইয়া চারিশত বৎসর জীবিত থাকে। ত্রেতা যুগে তিনশত, দ্বাপর যুগে দুই শত ও কলিযুগে এক শত বৎসর মানবগণের পরমায়ু হয় এবং ঐ সমুদায় যুগে তাহাদের বেদবিহিত ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও বেদের ফল ক্ষয় হইয়া যায়। ক্রমশঃ যুগহ্রাস নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতা যুগে জ্ঞানোপার্জ্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে চারি যুগে দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইয়া থাকে। এইরূপ সহস্র যুগ অতীত হইলে ব্রহ্মার এক দিন ও আর সহস্র যুগ অতীত হইলে তাঁহার এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার দিবসে জন্তু প্রভৃতির সৃষ্টি হয় ও রাত্রিতে প্রলয় হইয়া থাকে। প্রলয়ের প্রারম্ভে ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার আপনাতে লীন করত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করেন এবং প্রলয়ের অবসান হইলেই জাগরিত হন। দিবা রাত্রিবেত্তা পণ্ডিতেরা এইরূপে দেবতাদিগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন ও আর সহস্র যুগে তাঁহার এক রাত্রি অবধারিত করিয়াছেন। নিদ্রার অবসানে সেই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। ঐ অহঙ্কারে পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হয়।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

তেজোময় ব্রহ্মই সকলের বীজস্বরূপ, তাঁহা হইতে এই সমুদায় বিশ্বসংসার, সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সহায়বিহীন হইয়াও প্রথমতঃ জড়স্বরূপা মায়া ও চেতনস্বরূপ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ পুরুষ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হইল। দূরগমনশীল বহুধাগামী প্রার্থনা ও সংশয়াত্মক মন সৃষ্টিবিধানাভিলাষে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ ঐ মন হইতে শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হয়। তৎপরে আকাশ হইতে অতি পবিত্র বলবান্ স্পর্শগুণ বায়ুর, বায়ু হইতে জ্যোতিমান্ রূপগুণ অগ্নির, ঐ অগ্নি হইতে রসগুণ সলিলের এবং সলিল হইতে গন্ধগুণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। এই পঞ্চমহাভূত মধ্যে যে ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার গুণও লাভ করিয়াছে। আকাশ কোন মহাভূত হইতে সম্ভূত হয় নাই; সুতরাং উহা আপনার গুণ ভিন্ন অন্য কাহারও গুণলাভে অধিকারী নহে। এক মাত্র শব্দই উহার গুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তা নিবন্ধন জল ও বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া ঐ গন্ধকে ঐ উভয়ের গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ গন্ধ কেবল পৃথিবীরই গুণ; উহা জল ও বায়ুতে মিলিত থাকে বলিয়া ঐ দুই পদার্থ গন্ধযুক্ত হয়, বস্তুত গন্ধ উহাদিগের গুণ নহে।

যাহা হউক ঐ মহত্তত্ত্বাদি সপ্ত পদার্থ পরস্পর ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া হস্তপদাদিবিশিষ্ট স্থূলশরীরে পরিণত হইল। ঐ স্থূলশরীরকে পুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; সুতরাং উহাতে যিনি বাস করিলেন, তাহার নাম পুরুষ। তৎপরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মন এই ষোড়শ পদার্থবিরচিত লিঙ্গশরীর স্বীয় অদৃষ্টের সহিত স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হইল। পরে সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত মায়া প্রকৃতিকে লইয়া সেই লিঙ্গশরীরে প্রবেশ করিলেন। লোকে উঁহাকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উনি প্রথমে স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি করিয়া পরে দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, নদী, দিক্, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্প এবং নিত্য অনিত্য সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সৃষ্টিকালে যে যে পদার্থ যে যে গুণ অধিকার করিল, উহারা পুনরায় উৎপন্ন হইবার সময়েও সেই সেই গুণে অধিকারী হইল। লোক অদৃষ্টানুসারে হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা প্রভৃতি যাহা চিন্তা করে, সে পরজন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে রত হয়। জগদীশ্বরই আকাশাদি ভূত, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ এবং দ্রব্যসমুদায়ের আকৃতি সমুদায় নানারূপে সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের সহিত তাহাদের ভোক্তৃভোগ্য ভাব নানাপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকেই কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র হইয়াই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে বলিয়া

থাকেন। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এইরূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই কারণ এবং কেহ বা এ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরম ব্রহ্মকেই সমুদায় কার্য্যের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

মনুষ্যেরা তপস্যা দ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে পারেন। মন ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যার মূল। মনুষ্য বিশুদ্ধাত্মা হইয়া তপোবলেই সমুদায় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। তপস্যা দ্বারাই জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তিনিই সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ তপোবলেই দিবানিশি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে জগদীশ্বর আদ্যন্তশূন্যা বেদরূপা বাণী বিস্তার করিয়া তাহা হইতে ঋষিদিগের নাম, দেবগণের সৃষ্টি প্রাণিগণের নানারূপ বার্ত্তা-প্রবৃত্তির মন্ত্র সমুদায়ের নাম কল্পনা করিয়াছেন। লোক সমুদায় সেই বেদশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে বেদাধ্যয়ন, গার্হস্থ্য, তপস্যা, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই দশবিধ জীবের মুক্তিলাভের উপায় যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। বেদ ও বেদাঙ্গে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত দশবিধ উপায় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। দেহাভিমানী জীবগণ কার্য্য দ্বারা সুখদুঃখযুক্ত ভেদবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ বলপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম উভয়ই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই অনায়াসে পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোপাসনা, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেব দ্বিজের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের উপাসনাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতাযুগেই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বাপরে যজ্ঞের নাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিতে আর যজ্ঞের সম্পর্কও থাকিবে না। সত্যযুগে মানবগণ অদ্বৈতনিষ্ঠ হইয়া ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদোক্ত কাম্য যজ্ঞ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল যোগবল আশ্রয় করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যে সমস্ত পরাক্রান্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্থাবরজঙ্গম সমুদায় প্রাণীর শাসন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সমুদায় লোক বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় অনুরক্ত ছিল। দ্বাপরযুগে লোক সমুদায়ের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত বেদাধ্যয়নাদি হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে বেদ সমুদায় কখন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইবে মানবগণ কেবল অধর্ম্মকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া যজ্ঞের সহিত উৎসন্ন হইয়া যায়। সত্যযুগে যেরূপ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে কোন্ কোন্ জিতেন্দ্রিয় তপোনুষ্ঠাননিরত বেদান্তশ্রবণশীল ব্রাহ্মণে সেই ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তি স্বধর্ম্মচারী হইয়াও যুগধর্ম্মনিবন্ধন কামনা পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র যজ্ঞব্রত ও তীর্থস্নানাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টি দ্বারা নূতন নূতন বিবিধ স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগেই নূতন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন শীতাদি ঋতু একবার বিগত হইয়া পুনরায় সমাগত হইলে তৎসমুদায়ে তাহাদের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সকল আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ প্রলয়াবসানে ব্রহ্মাদিতেও পূর্ব্ববৎ আধিপত্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে, প্রজাগণের সৃষ্টিসংহারকারক, জন্মনাশশূন্য, বিবিধরূপী কালের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রজাগণ সেই কালপ্রভাবেই উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে সমস্ত প্রাণী সুখদুঃখনিরত হইয়া সর্ব্বদা স্বভাবানুসারে অবস্থান করে, কালই তাহাদের আশ্রয় ও পোষণকর্ত্তা। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি, কাল, যজ্ঞাদি, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অতঃপর ভগবান্ বিশ্বযোনি সৃষ্টির অবসানে যেরূপ এই বিশ্বসংসার ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করিয়া স্বীয় আত্মায় প্রলীন করেন, এক্ষণে সেই প্রলয়বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রলয়সময়ে সূর্য্য এবং অনলের সপ্তশিখা সমুদিত হয় এবং উহাদের সমুজ্জ্বল তেজঃপ্রভাবে সমুদায় জগৎ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ঐ সময় পৃথিবীস্থ সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ উহাতে লীন হইলে ভূমণ্ডল বৃক্ষ ও তৃণপরিশূন্য হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় নিরীক্ষিত হয়। তৎপরে সলিল ভূমির গুণ গ্রহণ করে। জল পৃথিবীর গুণ গ্রহণ করিলেই উহার প্রলয় দশা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় সলিলরাশি চতুর্দ্দিক্ আপ্লাবিত করিয়া তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্ব্বক গভীর শব্দ সহকারে প্রবলবেগে বিচরণ করিতে থাকে। তৎপরে জ্যোতি সলিলের গুণ গ্রহণ করিলে সলিলও অগ্নিতে পরিণত হয়। ঐ সময় হুতাশনের শিখাজাল মধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে তিরোহিত করে এবং নভোমণ্ডল জ্বালাপটলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তৎপরে বায়ু জ্যোতির গুণ রূপকে গ্রহণ করে। সমীরণ জ্যোতির্গুণ গ্রহণ করিলে জ্যোতি প্রশান্তভাব অবলম্বন করে এবং সমীরণ আপনার উৎপত্তির স্থান আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। তৎপরে আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিলে বায়ু শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে এবং আকাশ রূপ, স্পর্শ, গন্ধবির্জ্জিত ও আকার পরিশূন্য হইয়া অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থান করে। আকাশ অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থিত হইলে প্রকাশাত্মক সূক্ষ্মস্বরূপ মন আত্মপ্রকাশিত আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহারই নাম স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

তৎপরে চন্দ্রমা মনকে গ্রাস করে। মন গ্রস্ত হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি উহার গুণগ্রাম তৎকালের চন্দ্রেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মন বহুকালের পর বৈষয়িক সংকল্পকে আয়ত্ত করে। তৎপরে ক্রমে অভেদজ্ঞানরূপ সংকল্প সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মনকে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেই সংকল্পকে, কাল সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বলরূপ আপনার শক্তিকে এবং বিদ্যা সেই কালকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপরে সেই বিদ্যা অব্যক্ত শব্দে এবং সেই অব্যক্ত শব্দ আত্মায় প্রবিষ্ট হয়। আত্মাই নিত্য, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম। এইরূপে ভূতসমুদায় পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে হে বৎস! তুমি পরম সুপণ্ডিত, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট যোগিগণের জ্ঞেয়ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এবং ব্রহ্মার যুগসহস্রপরিমাণাত্মক অহোরাত্রের বিষয় নিঃসংশয়ে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জগদীশ্বর যে রূপে মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের পিতা তাঁহার জাতকর্ম্ম অবধি সমাবর্ত্তনপর্য্যন্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিবেন। সমাবর্ত্তন সুসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী আচার্য্যের নিকট নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় নিরত হইয়া গুরুঋণ হইতে বিমুক্ত হইবেন। তৎপরে গুরু অনুমতি প্রদান করিলে তিনি দেহের মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, বানপ্রস্থ ধর্ম্মগ্রহণ অথবা যতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কালযাপন করিবেন। গৃহী ব্যক্তি এই সমুদায় ধর্ম্মেরই মূল কারণ। গৃহস্থ ব্যক্তি দয়গুণান্বিত, কামক্রোধাদি বর্জ্জিত হইলেই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ পুত্রবান্ বেদপারদর্শী ও যাজ্ঞিক হইয়া পিতৃলোক, ঋষি ও দেবতাদিগের ঋণ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক অন্যান্য আশ্রমে গমন করিবেন। এই পৃথিবীমধ্যে যে যে স্থান তাঁহার পবিত্র বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থানে অবস্থান করা এবং কীর্ত্তি বিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইতে যত্নবান্ হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দুষ্কর তপোনুষ্ঠান, বিদ্যার পারদর্শিতা এবং যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি যতকাল ভূমণ্ডলে বিরাজমান থাকে, তিনি তত দিন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যজন, যাজন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন

ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃথা দান ও বৃথা প্রতিগ্রহ করা কদাপি বিধেয় নহে। যজমান হইতে ধনাগম হইলে তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান, শিষ্য হইতে ধনাগম হইলে তাহা দান এবং কন্যার শ্বশুরাদির নিকট হইতে ধনাগম হইলে তাহা বিতরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; গৃহী ব্রাহ্মণের দেবতা পিতৃলোক, ঋষি ও গুরুজনদিগের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহার প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের উপায়ান্তর নাই। যাহার পর নাই ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ, আতুর, বুভুক্ষু ও শত্রুসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে আহার প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথার্থ যোগ্য পাত্রে কিছুমাত্র অদেয় নাই। সাধু ব্যক্তি যদি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, যে কোন রূপে হউক তাঁহাকে তাহাও প্রদান করিতে চেষ্টা করা উচিত। মহাব্রতাবলম্বী রাজা সত্যসন্ধ অতি বিনীতভাবে স্বীয় জীবন দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ, সংকৃতিনন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে শীতোষ্ণ সলিল প্রদান, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আত্রেয় ইন্দ্রদমন উপযুক্ত পাত্রে বিবিধ ধনদান, উশীনর পুত্র শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় অঙ্গ ও পুত্র সমর্পণ, কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় প্রদান, দেবাবৃধ অতি উৎকৃষ্ট অষ্ট সুবর্ণশলাকাসংযুক্ত ছত্রদান, আত্রেয় সাংকৃতি স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান, মহাপ্রতাপশালী অম্বরীশ বিপ্রগণকে একাদশ অর্ব্বুদ গোদান, সাবিত্রী ব্রাহ্মণকে দিব্য কুণ্ডলদ্বয়, জনমেজয় ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় দেহ পরিত্যাগ, যুবনাশ্ব ব্রাহ্মণের হস্তে সমুদায় রত্ন, প্রিয়তম পত্নী ও অতি রমণীয় বাসস্থান সমর্পণ, নিমি বিপ্রগণকে স্বীয় রাজ্য এবং জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ও গয় রাজা ব্রাহ্মণদিগকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিয়া স্বর্গলোকে গমন ও উভয় লোকে উৎকৃষ্ট কান্তিলাভ করিয়াছেন। অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যলাভে অধিকারী হইয়াছেন। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত রাজা মহর্ষি অঙ্গিরাকে স্বীয় কন্যা প্রদান; অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পাঞ্চালাধিপতি ব্রাহ্মণদিগকে একশত মহানিধি শঙ্খ দান, রাজা সৌদাস মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় পত্নী মদয়ন্তীকে সমর্পণ, রাজর্ষি সহস্রজিৎ ব্রাহ্মণার্থ আপনার জীবন পরিত্যাগ, শতদ্যুম্ন মুদ্গলকে সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবর্ণময় অট্টালিকা দান, শাল্বদেশের অধীশ্বর প্রবলপ্রতাপশালী দ্যুতিমান্ ঋচীককে রাজ্যপ্রদান, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে সুমধ্যমা কন্যা সম্প্রদান, নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে স্বীয় কন্যা শান্তাকে সমর্পণ এবং মহাতেজস্বী প্রসেন ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ইহাদের এবং অন্যান্য যে যে মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় নরপতি দান ও তপোনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমনে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরকাল এই ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকিবে।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ এবং শিক্ষাকল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ সমুদায়ে যে বিদ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বিদ্যার আলোচনা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঈশ্বর বেদোক্ত ষট্‌কার্য্যেই নিত্য অবস্থিত রহিয়াছেন। বেদবেদাঙ্গবেত্তা অধ্যাত্মকুশল সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তিবিধান করিবেন এবং সাধুদিগের নিকট জ্ঞানাভ্যাস পূর্ব্বক শাস্ত্রবিচক্ষণ শিষ্ট সদ্গুণসম্পন্ন ও স্বধর্ম্মানুরক্ত হইয়া নিরন্তর বেদোক্ত ষট্‌কার্য্যের অনুশীলন ও পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। ধৃতিমান্, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মবেত্তা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষক্রোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কোন কালেই অবসন্ন হইতে হয় না। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, লজ্জা, সরলতা ও দমগুণ দ্বারা তেজের বৃদ্ধি ও পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ অগ্রে পাপবিহীন, মিতাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কামক্রোধকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণগণ এই বৃত্তি অবলম্বন ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ ক্রোধরূপ পঙ্কসমন্বিত লোভরূপ কূলসম্পন্ন দুস্তর সংসারনদী অক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মোহপ্র কালকে নিরন্তর সমুদ্যত দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বভাবরূপ স্রোত, বর্ষরূপ আবর্ত্ত, মাসরূপ তরঙ্গ, ঋতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উলপ, নিমেষ ও উন্মেষরূপ ফেন, দিবারাত্রি ও অর্থরূপ জল, কামরূপ গ্রাহ, বেদ ও যজ্ঞরূপ পোত; ধর্ম্মরূপ দ্বীপ; সত্য বাক্য ও মোক্ষরূপ তীর, অহিংসারূপ তরু ও যুগরূপ হ্রদ সমুদায় আশ্রয় করিয়া নিরন্তরযুক্ত, অপ্রতিহতবলশালী, ব্রহ্মোদ্ভূত কালরূপ মহানদী বিশ্বসংসার প্রবাহিত করত ঈশ্বরসৃষ্ট ভূতগণকে শমনভবনে নীত করিতেছে। উদারচেতা পণ্ডিতেরা জ্ঞানময় পোত দ্বারা অনায়াসে এই কালনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। জ্ঞানপোতবিহীন লঘুচেতা মূর্খগণ কখনই উহা পার হইতে সমর্থ হয় না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে অক্লেশে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে উহাতে অসমর্থ হয়, ইহা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা দূর হইতেই সকল বিষয়ের গুণদোষ দর্শন করিতে পারেন; সুতরাং কালনদী উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় না। আর কামাসক্তচিত্ত লঘুচেতা ব্যক্তিরা সততই সংশয়াপন্ন থাকে; সুতরাং তাহাদের ঐ নদী পার হইবার সম্ভাবনা কি? যদিও জ্ঞানবিহীন পুরুষ মহাদোষ সমুদায় গোপন করিবার মানসে প্রযত্ন সহকারে সংযমিত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করে, তথাপি তাহার কামাসক্তানিবন্ধন সেই জ্ঞান কখনই কালনদীর পোতস্বরূপ হয় না, অতএব উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা উহা উত্তীর্ণ হইতে অবশ্য যত্নবান্ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই কালনদী পার হইতে পারেন। মনুষ্য বিশুদ্ধ কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ঈশ্বর জীব ও মুক্তি এই ত্রিবিধ বিষয়ে সন্দেহ করে এবং সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ কার্য্যে অনুরক্ত হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ঐ সমুদায় সন্দেহ ও ঐ সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানপ্রভাবে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সংস্কারাপন্ন দমগুণান্বিত সংযতাত্মা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উভয় লোকে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। গৃহী ব্যক্তিরা ক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া সমদর্শীদিগের অনুসরণ পূর্ব্বক নিরন্তর পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলের ভোজনাবসানে ভোজন করিবেন। হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান, শিষ্টাচার আশ্রয় ও অন্যকে নিপীড়ন না করিয়া আপনার বৃত্তিবিধান তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রুতবিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ, শিষ্টাচারপরায়ণ, স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মসঙ্করবর্জ্জিত, ক্রিয়াবান্, শ্রদ্ধান্বিত, দাতা, অসূয়াবিহীন, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ অভিজ্ঞ, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সমুদায় দুস্তর বিষয় হইতে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ধৈর্য্যশালী, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষক্রোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কোন কালেই অবসন্ন হইতে হয় না। ধৈর্য্য, অপ্রমাদ, জিতেন্দ্রিয়তা ও চিরন্তন সদ্ব্যবহার আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। মূঢ় ব্যক্তিরা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি মনে করিয়া অধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ও অধর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি বালকের ন্যায় ঐ উভয় কার্য্যের পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; সুতরাং তাহাকে জন্মমরণনিবন্ধন বারংবার কষ্টভোগ করিতে হয়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন ব্যক্তি যেমন ভেলা অবলম্বন করিয়া পার হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য জ্ঞান আশ্রয় করিলে অনায়াসে এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যাঁহারা জ্ঞানবান্, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞদিগকে মোক্ষলাভে অধিকারী করিতে সমর্থ হন; কিন্তু যাহারা কিছুমাত্র জ্ঞানোপার্জ্জন করে নাই, তাহারা আপনাকে বা অন্যকে কদাচ বিমুক্ত করিতে পারে না। যিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিবেন, পরিচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থান, যোগসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগে অনুরাগপ্রদর্শন, শরীরযাত্রানির্ব্বাহক ফলমূল ভক্ষণ, প্রাণসমাধি যোগ, বৈরাগ্য অবলম্বন, বেদবাক্যে সিদ্ধান্তবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, আহারের নিয়ম, স্বাভাবিক বিষয়প্রবৃত্তি সংকোচ, মনঃসংযম ও দুঃখদোষাদি দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করেন, বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া বাক্য ও মনঃসংযম করা তাঁহার আবশ্যক। আর

যিনি শান্তিলাভের অভিলাষ করেন, জ্ঞানবলে আত্মসংযম করা তাঁহার শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ যেজন নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বেদানভিজ্ঞ, পাপস্বভাব বা ধার্ম্মিক ও যাজ্ঞিক অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত যে কোনরূপ হউন না কেন, যদি তিনি বাগাদিসংযম করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জরামৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যোগযুক্ত হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইলেও স্বকর্ম্মত্যাগজনিত দোষে আর লিপ্ত হইতে হয় না।

হে বৎস! অতঃপর ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। মনুষ্যের দেহ রথস্বরূপ যজ্ঞাদিধর্ম্ম উহার সারথির উপবেশনস্থান; অকার্য্য-নিবৃত্তি উহার বরূথ; বৈরাগ্য ও আসনাদিযোগ উহার কূবরদ্বয়; অপান অক্ষ, প্রাণ উহার যুগকাষ্ঠ; প্রজ্ঞা উহার সার; জীব উহার বন্ধন; সাবধানতা উহার ফলকদ্বয়ের সংশ্লেষ; চরিত্র উহার নেমি; দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও শ্রবণ উহার চারি অশ্ব; প্রজ্ঞা উহার রথীর উপবেশনস্থান; সমস্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্র উহার প্রতোদ; জ্ঞান, উহার সারথি; আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা; শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ উহার পুরঃসর; ত্যাগ উহার পরম উপকারী চেট এবং ধ্যান উহার প্রাপ্য অর্থ। ঐ রথ মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ত্তৃক যোজিত হইলে বিশুদ্ধ মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিরাজমান হয়।

এক্ষণে যিনি অতি ত্বরায় অক্ষয় ব্রহ্মলাভের মানস করিয়া ঐ রথ যোজন করিতে অভিলাষী হন, তাঁহার নিমিত্ত এক সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। এক বিষয়ে চিত্তসন্নিবেশকে ধারণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ধারণার বিষয় সাতটি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। সংযমী ব্যক্তি ক্রমশঃ এই সাত প্রকার ধারণা করিয়া উহাদের ফল ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইবেন। এই সপ্তবিধ ধারণা ব্যতীত দূরস্থ চন্দ্র, সূর্য্য এবং সন্নিকৃষ্ট নাসাগ্রপ্রভৃতি পদার্থে বিবিধ ধারণার বিষয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অব্যক্ত ধারণার ফল লাভ করাও সংযমীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে যে রূপে যোগসিদ্ধি অনুভব করিয়া থাকেন, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্থূল দেহের সহিত আত্মার অভেদবুদ্ধিবিমুক্ত যোগী সর্ব্বাগ্রে হৃদয়াকাশে আকাশসমাশ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে তাঁহার হৃদয়াকাশে জলরূপ দর্শন হয়। জলাকার অন্তর্দ্ধান করিলে বহ্নিরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহ্নিরূপ তিরোহিত হইলে সর্ব্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয় এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে উহার রূপ উর্ণাতন্তুর ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে উহা শুদ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া নীলরূপ আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যোগীদিগের এই সমস্ত রূপ অনুভূত হইলে যে প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহাও শ্রবণ কর। যে যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় কলেবর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। যাঁহার বায়ু সিদ্ধ হইয়াছে; তিনি কর চরণ বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারেন। আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের সারূপ্য লাভ করিয়া আকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং স্বীয় দেহকে অন্তর্হিত করিতে সমর্থ হন। সলিল সিদ্ধ ব্যক্তির স্বেচ্ছানুসারে কূপতড়াগাদি পান করিতে পারেন। অগ্নিসিদ্ধ ব্যক্তির রূপ তেজঃপ্রভাবে নিরীক্ষিত হয় না; কিন্তু তিনি অগ্নির শমতাবিধান করিলেই তাঁহার আকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগীর অহঙ্কার পরাজিত হইলে পঞ্চভূত অনায়াসে বশবর্ত্তী হয়। পঞ্চভূত ও অহঙ্কারের স্বরূপ বুদ্ধি পরাজিত হইলে সংশয়-বিপর্য্যয়শূন্য জ্ঞান প্রাদুর্ভূত এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এক্ষণে অব্যক্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে সাংখ্যে যেরূপ ব্যক্ত বিষয়ের নির্ণয় করিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পরিশেষে অব্যক্ত বিষয়ও সবিস্তরে কীর্ত্তন করিব। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব তুল্য রূপে নির্ণীত আছে; এক্ষণে উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু এই চারি লক্ষণ সম্পন্ন মহত্তত্ত্বাদিজনিত দেহের নাম ব্যক্ত। আর জন্মাদি লক্ষণচতুষ্টয় বর্জ্জিত প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মা নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবাত্মা মহদাদি তত্ত্বরূপ উপাধিযুক্ত, চতুর্ব্বর্গ-ফলাকাঙ্ক্ষী ও পরমাত্মা হইতে উদ্ভুত। শাস্ত্রে ইহাকেও ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই চেতনস্বরূপ হইয়াও জড়-দেহাদির সহিত অভিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। এই আমি তোমার নিকট জড় ও চৈতন্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি-দিগের নিমিত্তই বেদে উভয়বিধ আত্মার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীরা একমাত্র পরমাত্মাকেই দর্শন করিয়া থাকেন।

উপনিষদ্বেত্তা জ্ঞানীরা বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মমতা ও অহঙ্কার পরিশূন্য; সুখদুঃখাদি বর্জ্জিত ও নিঃসংশয়, যাঁহার শরীরে ক্রোধ বা দ্বেষের লেশমাত্র নাই; যিনি কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না; তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়াও যিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন; যিনি কদাচ অন্যের অশুভ চিন্তা করেন না, যিনি কায়মনোবাক্যে পরপীড়াপ্রদানে পরাঙ্মুখ থাকেন এবং যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শী; তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। যিনি বিষয়লাভে অভিলাষী না হইয়া অযত্নসুলভ বস্তু প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; যিনি লোভপরাঙ্মুখ; দুঃখশূন্য; ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, যজ্ঞাদিকাম্যবিহীন; যিনি কদাচ অন্যকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেন না; যিনি সত্যসংকল্প; যিনি সকলের প্রতি সমভাবে মিত্রভাব স্থাপন করেন; লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্যজ্ঞান; প্রিয় বা অপ্রিয় উপস্থিত হইলে যিনি হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না; নিন্দা ও স্তুতিবাদকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং স্পৃহাশূন্য, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও অহিংসক সেই যোগী মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে যে প্রকারে যোগ হইতে মুক্তি-লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। যিনি অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছজ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে অধিকারী হন। এই আমি তোমার নিকট তত্ত্ব-বোধিনী বুদ্ধি কীর্ত্তন করিলাম। এইরূপে যিনি কায়মনোবাক্যে যোগানুষ্ঠানে নিরত হইয়া সুখদুঃখাদিশূন্য হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

বৎস! বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই সংসারসমুদ্রে বারংবার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া পরিশেষে আপনার মুক্তিলাভের হেতুভূত জ্ঞানরূপ ভেলাকে অবলম্বন করেন।

শুকদেব কহিলেন, তাত! যে জ্ঞানপ্রভাবে জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, উহা কি মোক্ষসাধিকা বুদ্ধি, না প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, অথবা নিবৃত্তি?

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল স্বভাবকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে মুমুক্ষু শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারা মূঢ়। স্বভাব কারণ বলিয়া যাহাদিগের দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে, ঋষি বা অন্যান্য ব্যক্তি-দিগের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেও তাহাদিগের কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আর যাহারা স্বভাবই কারণ এই মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহারাও কখন আপনার হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব মূঢ় ব্যক্তিদিগের মনোমধ্যে স্বভাবই সমুদায়ের কারণ বলিয়া যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়; উহা কেবল তাহাদের বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এক্ষণে স্বভাব যে জগতের কারণ নহে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি স্বভাবই সমুদায় পদার্থের কারণ হইত, তাহা হইলে কৃষ্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকের আর যত্ন করিবার আবশ্যক থাকিত না; সকল বস্তুই স্বয়ং সম্ভূত হইতে পারিত। কিন্তু দেখ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদি কার্য্যসমুৎপন্ন শস্য সংগ্রহ এবং যান, আসন, আবাসগৃহ ও রোগের ঔষধ সমুদায় প্রস্তুত করিতেছেন। প্রজ্ঞাবলে অর্থসিদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হয়। নরপতিরা প্রাজ্ঞবলেই রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। জ্ঞান বলে ভূত সমুদায়ের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ অবগত হইতে পারা যায়। বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার বিদ্যাতেই সমুদয় লয় প্রাপ্ত হয়। জীব সমুদায় চারি প্রকার জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ। জঙ্গম পদার্থ সমুদায়ের চেষ্টা আছে বলিয়া উহারা স্থাবর পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। জঙ্গমের মধ্যে

দ্বিপাদ ও বহুপাদসম্পন্ন অনেক জীব বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিপাদ প্রাণিগণ বহুপাদ জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্বিপাদ আবার দুই প্রকার, মনুষ্য ও পিশাচাদি; তন্মধ্যে পার্থিব মনুষ্যগণ অন্নাদি ভোগস্বত্বে নিরত থাকে বলিয়া উহারা পিশাচাদি অপেক্ষা প্রধান। পার্থিব মনুষ্যগণ আবার দুই প্রকার, উত্তম ও মধ্যম। উত্তমেরা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভনিবন্ধন মধ্যমগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধ্যমেরা আবার জাতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে বলিয়া নিকৃষ্ট অপেক্ষা প্রধান। মধ্যম দুই প্রকার ধর্ম্মজ্ঞ ও অধর্ম্মজ্ঞ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য্য ও কার্য্যের অবধারণে সমর্থ বলিয়া উহারা অধর্ম্মজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও আবার বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বেদের প্রতিষ্ঠানিবন্ধন বেদজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বেদবক্তা ও বেদবক্তৃতাবিহীন এই দুই শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদবাদী ব্যক্তিরা বেদ এবং বেদনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞবিধি সমুদায় বিশেষ বিদিত হইয়া ঐ সমুদায়ের প্রচার করিয়া দেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বেদবক্তাও আবার আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞানবিহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্মমৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণে সমর্থ বলিয়া আত্মজ্ঞানবিহীন অপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বত্যাগী, সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণেরা বাহ্য ও অন্তঃস্থিত আত্মাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই দেবতা। ঐ সকল ব্যক্তিতেই এই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহাদিগের মাহাত্ম্যের সদৃশ উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহারা জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্ম সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ জীবের ঈশ্বর হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের যে সমুদায় অনুষ্ঠেয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ সমুদায় আশ্রয় করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যদি কর্ম্ম নিত্য, কি জ্ঞানজনকত্বনিবন্ধন কাম্য, এই সংশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। জ্ঞানজনক নিষ্পাদন বশতঃ কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা অকর্ত্তব্য। কারণ কর্ম্ম যদি আত্মতত্ত্বজনক জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা হইলে উহাকে অবশ্যই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি যুক্তি ও অনুভব প্রদর্শনপূর্ব্বক কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকে কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র সমাগত হইয়াই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া থাকেন। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এইরূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই কারণ এবং কেহ বা ঐ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানা প্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগপরায়ণ মহাত্মারা ব্রহ্মই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

সত্যযুগে সমুদায় মনুষ্য তপোনুষ্ঠাননিরত, সংশয়বিহীন ও সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। ত্রেতা হইতে সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া আসিতেছে। সত্যযুগে মানবগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে অভেদবুদ্ধি আশ্রয় কাম্যদেব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মপরায়ণ সংযত ব্যক্তিরা তপোবলে অনায়াসে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। তপস্যা দ্বারা জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহাকেই সমুদায় লোকের প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কর্ম্মকাণ্ডবেদে ব্রহ্ম ইন্দ্রাদিদেবতারূপে নিরূপিত হইয়াছেন বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ডবেদবিদ্ ব্যক্তিরা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। জ্ঞানকাণ্ডবেদে তিনি ব্যক্তরূপে কথিত হইয়াছেন; এই নিমিত্ত জ্ঞানকাণ্ডবেদবেত্তা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের জপ, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসাধনার্থ শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের সেবাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়পরতন্ত্র, স্বকার্য্যনিষ্ঠ ও সকলের সহিত মিত্র ভাবাপন্ন হইলে তিনি অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন তাঁহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ত্রেতাযুগের প্রথমে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বর্ণ আশ্রমের নিয়ম বিশেষরূপে বিদিত ছিল। দ্বাপরযুগে মনুষ্যগণের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত তৎসমুদায়ের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগের শেষে ঐ সমুদায় একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কলিযুগে বেদাদি কখন ঈষৎপ্রকাশিত ও কখন বা একবারে অপ্রকাশিত হইবে। কলিযুগে মানবগণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও অধর্ম্মনিপীড়িত এবং গো, ভূমি ও ঔষধি সমুদায় হীনরস হইবে। জলের স্বধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সমুদায় তিরোহিত হইয়া যাইবে ও অধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা দুঃখভোগ করিবে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই বিকারযুক্ত হইবে। পার্থিব উদ্ভিজ্জগণ যেমন বৃষ্টি দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগে বেদ দ্বারা যোগাঙ্গসমুদায় পুষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি যে আদ্যন্তশূন্য বিবিধরূপধারী কালের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই কাল হইতেই সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে। কালই প্রাণিগণের নিয়ন্তা এবং উৎপত্তিনাশের কারণ। জীবগণ এই কালকেই আশ্রয় করিয়া স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসানুসারে সৃষ্টি, কাল, ধৈর্য্য, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাত্মা শুকদেব মহর্ষি ব্যাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া মোক্ষধর্ম্মানুগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় সমুৎসুক হইয়া কহিলেন, তাত! প্রজ্ঞাবান্, যাজ্ঞিক, অসূয়াশূন্য, শ্রোত্রিয় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপদেশের অবিষয়ীভূত ব্রহ্মকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? তপ, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ, মেধা আত্মানাত্মবিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগ, ইহার কোন্ উপায় দ্বারা তিনি উপলব্ধি হইয়া থাকেন? কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা স্থাপন করা যাইতে পারে, আপনি এই সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, বৎস! বিদ্যালাভ, তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে কদাচ সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জগদীশ্বর পৃথিব্যাদি মহাভূত সকলের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদায় জীবগণের শরীরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জীবগণ সেই মহাভূত সকলকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রাণিগণের ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে স্নেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ হইয়াছে; বায়ু প্রাণ ও অপানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আকাশ শ্রোত্রাদিতে অবস্থান করিতেছে। জীবগণের চরণে বিষ্ণু, হস্তে ইন্দ্র, উদরে অগ্নি, কর্ণে দিক্, ও জিহ্বায় সরস্বতী ভোগবাসনায় অবস্থান করিতেছেন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে অবগত হইতে হইবে। সারথি যেমন বশীভূত অশ্বসকলকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে। জীব আবার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিযুক্ত করিয়া থাকে। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টিসংহারে কারণরূপে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয় রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, শীতোষ্ণাদি ধর্ম্ম, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সত্ত্বাদি গুণসমুদায় ও বুদ্ধ্যাদি জীবের আশ্রয় নহে; পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা, গুণ সমুদায় জীবের সৃষ্টি বিধানে কদাচ সমর্থ নহে। মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ গুণপরিবৃত জীবাত্মাকে মন দ্বারা বুদ্ধিমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, কেবল দীপস্বরূপ বিশুদ্ধ মন দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশূন্য। যোগিগণ তাঁহাকে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন। জড় দেহে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতেরা বিদ্বান্ সদ্গুণসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী,

কুক্কুর ও চাণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। যখন পৃথিবী আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূত সমুদায়ে আপনাকে অভিন্নভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি আত্মাকে আত্মদেহে ও পরদেহে তুল্যরূপ জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রহ্মভাবলাভার্থী হইয়া সকল ভূতকে আত্মতুল্য বিবেচনা করেন এবং যিনি সকল ভূতের হিতাভিলাষী, দেবতারাও সেই অলৌকিক পথগামী মহাত্মার গমনপথ অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। যেমন আকাশে পক্ষীর ও জলমধ্যে মৎস্যের গমনচিহ্ন কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীদিগের গতি লক্ষের অনুভূত হইবার নহে। কাল সকল ভূতকেই বিনষ্ট করিতেছে, কিন্তু যাঁহার প্রভাবে সেই কাল বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাকে কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা ঊর্দ্ধ, অধ, মধ্য বা তির্য্যক্ স্থানে অবলোকিত হন না, এই সমুদায় লোকই তাঁহার অন্তরস্থ; তাঁহার বহির্ভাগে কিছুই নাই। যদি কেহ মন ও কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে গমন করে, তাহা হইলেও সেই সকলের কারণ ঈশ্বরের অন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে না। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অথচ স্থূল হইতেও স্থূল, তাঁহার ইয়ত্তা করা কাহারই আয়ত্ত নহে। সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্তপাদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, চক্ষু ও মস্তক এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিকীর্ণ রহিয়াছে। তিনি সমস্ত লোক আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেও কেহ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হন। তন্মধ্যে অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জড় দেহে ক্ষর বলিয়া অভিহিত হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল, নিরুপাধিক, পরমাত্মা নবদ্বার যুক্ত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হংসরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। আর পণ্ডিতেরা মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি পদার্থসঙ্কুল, ক্ষর, সুখদুঃখ বিপর্য্যয় ও বিবিধ কল্পনাসম্পন্ন শরীর জন্মরহিত জীবাত্মাকেও হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করেন। যিনি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, তিনি উপাধি ও জন্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট আত্মবিচারের কথা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যোগকার্য্য বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বাহ্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব যোগী ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যাননিষ্ঠ, ঈশ্বরে অনুরক্ত, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পঞ্চবিধ যোগদোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার্য্য হইতে এইরূপ জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইবেন। শান্তপ্রকৃতি হইলেই ক্রোধ, সঙ্কল্পত্যাগী হইলেই কাম ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেই নিদ্রা জয় করা যায়। ধৈর্য্যগুণ দ্বারা কাম ও বুভুক্ষা, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং সৎকার্য্য দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সতত অপ্রমত্ত হইয়া ভয় এবং জ্ঞানবান্দিগের শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইয়া দম্ভগুণ পরিত্যাগ করা উচিত। যোগী ব্যক্তি এইরূপে অতন্দ্রিত হইয়া যোগদোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন। মনোভঙ্গকর হিংসাযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ, অগ্নি ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তেজোময় ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় লোকের বীজ ও রস স্বরূপ। সমুদায় প্রাণী তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা তেজোবৃদ্ধি, পাপধ্বংস, অভীষ্টসংসাধন ও বিজ্ঞান লাভ হয়। সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, পাপবিহীন, তেজস্বী, অল্পাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম ক্রোধকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করিবেন। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা নিবিষ্টচিত্তে মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাত্রির পূর্ব্বভাগ ও শেষভাগে বুদ্ধির সহিত মনকে সংযোজিত করিবেন। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন করিয়া সচ্ছিদ্র চর্ম্মময় জলাধারস্থ সলিলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায়, অতএব ধীবর যেমন প্রথমে জালদংশকর মৎস্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া অন্যান্য মৎস্য সমুদায়কে আক্রমণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবিদ্ পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনে ও মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমবিহীন প্রজ্বলিত অনলশিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে দীপ্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতহিতৈষী ধৃতিমান্ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই যোগবলে তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি জনশূন্য প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে ছয় মাস পূর্ব্বোক্ত রূপে যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিরা চিত্তের মোহ ও চাঞ্চল্য এবং উপস্থিত ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিবেন। যোগপ্রভাবে দিব্য গন্ধ, শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, সুখকর শীত, তাপ অন্তর্দ্ধান, আকাশগতি, সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞান ও দিব্যাঙ্গনাসঙ্গাদি উপস্থিত হইলেও তৎসমুদায়ে অনাদর প্রকাশ করিয়া তৎসমুদায় হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপে প্রাতঃকাল, পূর্ব্বরাত্রি ও অপর রাত্রিতে সংযত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে চৈত্যবৃক্ষের তলে অথবা অন্য কোন বৃক্ষের সম্মুখে যোগসাধন করা যোগীদিগের আবশ্যক। যোগবিদ্ ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযমিত করিয়া অর্থচিন্তাপরায়ণ পুরুষের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই অক্ষয় পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন। কখনই যোগানুষ্ঠানে অমনোযোগ করিবেন না। যে উপায় দ্বারা চঞ্চলচিত্তকে বশীভূত করা যায়, অধ্যবসায় সহকারে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগশীল ব্যক্তি অনন্যমনে বাস করিবার নিমিত্ত শূন্যগিরিগুহা, দেবস্থান অথবা নির্জ্জন গৃহে আশ্রয় করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে অন্যসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপেক্ষা নিরত, নিয়মিতাহারী ও লাভালাভে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। কোন ব্যক্তির মুখে আপনার নিন্দাবাদ বা প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিয়া তন্নিবন্ধন তাহার অশুভ বা শুভচিন্তা করিবেন না। লাভালাভে হর্ষবিষাদশূন্য সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও সর্ব্বস্পর্শী বায়ুর ন্যায় পবিত্র হওয়া তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক। যে মহাত্মা এইরূপ বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া ছয় মাস ক্রমাগত যোগসাধন করেন, তিনি বেদোক্ত কার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরা অন্যান্য ব্যক্তিকে অর্থলাভের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর দেখিয়া কখনই উপার্জ্জনমার্গে প্রবৃত্ত বা বিমোহিত হইবেন না। শূদ্র বা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী নারীগণও যদি এইরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও পরম গতি লাভ হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তি নিশ্চল ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই জন্মবিহীন, নির্ব্বিকার, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ অনন্ত পরব্রহ্মকে লাভ পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মহাত্মা মহর্ষির এই সমুদায় বাক্য যুক্তি দ্বারা পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মার তুল্য হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! বেদে জ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মীর প্রতি ধর্ম্মানুষ্ঠান এই উভয়েরই বিধি আছে, কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করিতেছে। অতএব কর্ম্মপ্রভাবে লোকের কোন্ গতি লাভ হয় এবং জ্ঞান বলেই বা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে? আমি ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! নশ্বর কর্ম্ম ও অবিনশ্বর জ্ঞানের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। কর্ম্ম প্রভাবে যে গতি লাভ করা যায়, এবং জ্ঞানবলে যে গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। এই দুই বিষয় অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহার নিকট ধর্ম্মের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলে সে যেমন ক্রুদ্ধ হয়, সেই-

রূপ তোমার মুখে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া আমিও মুগ্ধ হইলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। জীব কর্ম্মপ্রভাবে সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত পারদর্শী ব্যক্তিরা কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। জীব কর্ম্মপ্রভাবে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে তাহার নিত্য অমৃতত্ব লাভ হয়। অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মনুষ্যেরা কর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বারংবার দেহপরিগ্রহ করিতে হয়। যাঁহারা সুনিপুণ রূপে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন এবং যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা নদীজলপায়ী যেমন কূপের সমাদর করে না, সেইরূপ কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। কর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়; কিন্তু যে স্থানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই এবং যথায় গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; জ্ঞান ভিন্ন সেই স্থান উপলব্ধি হইবার উপায়ান্তর নাই। লোকের জ্ঞান জন্মিলেই তাহার অন্তরে অব্যক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাতীত, নিশ্চেষ্ট, অমৃত ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন জীবকে আর সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয় না এবং তাহার সংকল্প ও আপনার মোহজাল বিস্তার করিতে পারে না। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত হইয়া থাকে এবং সকলের প্রতি তুল্য রূপে মিত্রভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মময় পুরুষ ও জ্ঞানময় পুরুষ ইঁহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। অমাবস্যায় সূক্ষ্মকলা সম্পন্ন চন্দ্রমা যেমন অদৃশ্য থাকে, অথচ উহা বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্যকাল অবিনষ্ট থাকেন। আর নভোমণ্ডলে বক্রাকার অভিনব শশাঙ্ক যেমন হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন হন, সেইরূপ কর্ম্মময় পুরুষ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপই ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মন ও ষোড়শ কলাসজ্জিত লিঙ্গশরীর কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গশরীরে পদ্মপত্রস্থ সলিলবিন্দুর ন্যায় যে দেবতা অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। লোকে যোগবলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। সত্ত্ব রজ ও তম এই তিনটি বুদ্ধির গুণ; বুদ্ধি জীবাত্মার গুণ এবং জীবাত্মা পরমাত্মার গুণ। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, দেহ স্বভাবত জড়; উহা চৈতন্যস্বরূপ জীবের সহিত যুক্ত হইলেই সচেতন হইয়া থাকে; জীবই দেহকে সচেষ্ট ও জীবিত করে। ঐ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ আর এক পরম বস্তু আছেন; তাঁহা হইতেই সপ্ত ভুবন কল্পিত হইয়াছে।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, তাত! আপনি মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দাদি বিষয় সংযুক্ত ইন্দ্রিয় সমুদায় ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং অন্যান্য সমুদায় পদার্থের বুদ্ধিপ্রভাবে কল্পিত বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে ইহলোকে সাধু ব্যক্তিরা যুগে যুগে যেরূপ সদ্ব্যবহারের অনুসারে অবস্থান করিয়া থাকেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আর বেদবচনে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্ম পরিত্যাগ উভয়েরই বিধান রহিয়াছে; অতএব ঐ উভয়ের মধ্যে কি কর্ত্তব্য ও কি অকর্ত্তব্য তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে? এক্ষণে আপনি বিস্তারিত রূপে ঐ সমুদায় কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশ লাভে পবিত্র ও লোকাচার সমুদায় বিশেষ অবগত হইয়া স্বীয় বুদ্ধিসংস্কার করিয়া দেহাভিমানপরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিব।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভু যেরূপ বৃত্তিবিধান করিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বতন ঋষিরা সেইরূপ আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণ মনে মনে আপনাদের শ্রেয়োলাভ বাসনায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোক সমুদায় পরাজয় করেন। যিনি ফলমূলাহারী, অতি কঠোর তপোনুষ্ঠাননিরত, পুণ্যস্থানসঞ্চারী ও অহিংসাপরায়ণ হন এবং বানপ্রস্থদিগের কুটীর মুষলশব্দপরিশূন্য ধূমবিরহিত হইলে তথায় ভিক্ষার্থ গমন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব তুমি অন্যের স্তুতি ও নমস্কার এবং শুভাশুভ প্রভৃতি সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী অরণ্যে গমন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করত স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ কর।

শুকদেব কহিলেন, তাত! "কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ও কর্ম্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য" এই দুই বেদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ; অতএব ঐ বাক্যদ্বয়ের প্রামাণ্য সিদ্ধি কিরূপে হইবে? এক্ষণে আপনি ঐ দুই বাক্যের সপ্রমাণতা প্রদর্শন এবং যেরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানের অবিরোধে মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বৎস! কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি কামদ্বেষশূন্য হইয়া শাস্ত্রানুরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। চারি আশ্রমের সোপান ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই সোপানে আরোহণ করিলেই ব্রহ্মলোকে গমন করা যাইতে পারে। ধর্ম্মার্থকোবিদ ব্রহ্মচারী ঈর্ষাশূন্য হইয়া গুরু ও গুরুপুত্রের নিকট জীবনের চতুর্থ ভাগ অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার গুরুগৃহে অবস্থানকালে গুরুর শয়নের পর শয়ন ও তাঁহার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শিষ্য বা দাসজনোচিত কার্য্য সমুদায় সম্পাদন ও তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কার্য্য সমুদায় সুসম্পন্ন হইলে গুরুর নিকট অবস্থান পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা সরলস্বভাব ও অপবাদশূন্য হইয়া থাকিবেন এবং আচার্য্য আহ্বান করিবা মাত্র তথায় গমন করিবেন। কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করিয়া অনাকুলিতলোচনে গুরুকে অবলোকন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করা জিতেন্দ্রিয় গুণবান্ শিষ্যের বিধেয়। আচার্য্য ভোজন না করিলে ভোজন, পান না করিলে পান, উপবেশন না করিলে উপবেশন এবং শয়ন না করিলে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তানপাণি হইয়া মৃদুভাবে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পাদ এবং বামহস্ত দ্বারা তাঁহার বাম চরণ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবেন, ভগবন্! আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন; আমি এই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং এই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব; আর আপনি যাহা অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন, এক্ষণে তাহাও সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। গুরুভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী এইরূপে গুরুকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সমুদায় কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় তাঁহাকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য সময়ে যে সমুদায় রস ও গন্ধ সেবন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সমাবর্ত্তনের পর তাঁহার সেই সকল ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত। শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর যে সমুদায় নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাঁহার নিয়ত সেই সমুদায়ের আচরণ করা এবং আচার্য্যের বশবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপে সাধ্যানুসারে গুরুর প্রীতিসাধন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করিবেন। বেদাধ্যয়ন ও উপবাসাদি দ্বারা এইরূপে জীবনের চতুর্থ ভাগ গত হইলে; আচার্য্যকে দক্ষিণা দান করিয়া যথাবিধানে গুরুগৃহ হইতে সমাবৃত্ত হইবেন এবং তৎপরে গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী সমভিব্যাহারে বহ্নিসংস্থাপন করিয়া ব্রতচর্য্যা দ্বারা জীবনের দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করিবেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পণ্ডিতেরা গৃহীদিগের চারি প্রকার জীবনোপায় নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তদনুসারে কেহ কেহ ত্রৈবার্ষিক ধান্য ও কেহ কেহ এক বার্ষিক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন, কেহ কেহ প্রতি দিন ভক্ষ্য দ্রব্য আহরণ করিয়া ভোজন করেন এবং কেহ কেহ বা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। এই চারি প্রকার গৃহস্থের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ। উহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যজনাদি ষট্‌কার্য্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ; তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন ও দান এবং চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যয়নমাত্র কর্ত্তব্য। গৃহীদিগের ব্রত সমুদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আত্মোদরপূরণার্থ অন্ন পাক ও পশুহত্যা করিতে অনুজ্ঞা করা গৃহস্থের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষ ছেদন করিবেন। দিবাভাগে এবং প্রথমরাত্রি ও শেষরাত্রিতে নিদ্রানুভব করা, দিবারাত্রির মধ্যে দুই বারের অধিক ভোজন করা ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করা গৃহস্থের কখনই কর্ত্তব্য নহে। গৃহী ব্যক্তিরা গৃহাগত

ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবেন এবং বেদবিদ্যাবিশারদ স্বধর্ম্মোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়াবান্, তপস্বী শ্রোত্রিয়গণ অতিথি হইলে, তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া হব্য কব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। কি স্বধর্ম্মজ্ঞাপনার্থ বৃথা নখলোমধারী অগ্নিহোত্র পরিত্যাগী, গুরুর অপ্রিয়কারী ব্যক্তি; কি চণ্ডাল যে হউক না কেন, গৃহে উপস্থিত হইলেই তাহাকে ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তির প্রত্যহ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং অন্যান্য প্রাণিগণকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করিবেন। প্রত্যহ বিঘস ও অমৃত ভোজন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ঘৃতসংযুক্ত যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্য বস্তুই অমৃত স্বরূপ। যে গৃহস্থ পোষ্যবর্গের ভোজনাবসানে ভোজন করেন; তাঁহাকে বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা পোষ্যবর্গের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম বিঘস ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। স্বদারনিরত, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, পিতা, মাতা, সগোত্রা স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, কন্যা ও দাসবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ ও সমুদায় লোক জয় করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতাকে প্রজাপতিলোকের, অতিথিকে ইন্দ্রলোকের, ঋত্বিক্‌গণকে দেবলোকের, সগোত্রা স্ত্রীকে অপ্সরোলোকের, জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে দিক্‌সমুদায়ের; মাতা ও মাতুলকে পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব গৃহস্থগণ আচার্য্যাদির উপাসনা করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মলোকাদি জয় করিতে পারেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় দেহ স্বরূপ, ভৃত্যবর্গ ছায়াস্বরূপ এবং দুহিতা অনুগ্রহের ভাজন, অতএব জিতক্লম ধর্ম্মশীল গৃহধর্ম্মনিরত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ সহোদরাদি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন। ফলকামী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মপরায়ণ গৃহীদিগের কর্ত্তব্য নহে, যেমন ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা গার্হস্থ্য, গার্হস্থ্য অপেক্ষা বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থ অপেক্ষা ভৈক্ষ্য শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ গৃহীদিগের ধান্যসঞ্চয় অপেক্ষা, অসঞ্চয় ও অসঞ্চয় অপেক্ষা কপোতবৃত্তি উৎকৃষ্ট। গৃহস্থ ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ষোপযুক্ত ধান্যসংগ্রহকারী কপোতবৃত্তি সমাশ্রিত ও উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ গৃহস্থগণ যে রাজ্যে সৎকৃত হইয়া অবস্থান করেন, সেই রাজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। যাঁহারা অব্যথিতচিত্তে এই প্রকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা সদ্ধর্ম্মীদের গতি লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পরম পবিত্র হইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় উদারস্বভাব গৃহস্থগণের নিমিত্ত বিমান সংযুক্ত পরমরমণীয় স্বর্গলোক নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য বিধিনিদ্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম করিয়া গার্হস্থ্যবৃত্তি আশ্রয় করিলে সমধিক সুখ অনুভব করিতে পারে। এই গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকের তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রয় করা উচিত। এক্ষণে সেই আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট মনীষিনিদ্দিষ্ট গৃহস্থধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে গার্হস্থ্যব্রতরহিত, পবিত্রদেশবাসী, সদসদ্বিবেচক, সর্ব্বাশ্রমাচারসম্পন্ন বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছি; শ্রবণ কর।

অনন্তর ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! যখন গৃহস্থ আপনার মাংস লোল ও কেশজাল শুক্লবর্ণ নিরীক্ষণ করিবেন এবং যখন তাঁহার অপত্যের অপত্য উৎপন্ন হইবে, তখন বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমী আয়ুর তৃতীয় ভাগ অরণ্যমধ্যে অতিবাহিত করিবেন। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নির পরিচর্য্যা, দেবগণের অর্চ্চনা, আহারনিয়ম, দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন, অগ্নিহোত্ররক্ষা, ধেনুপ্রতিপালন, সমস্ত যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান, অকৃষ্টপচ্য ধান্য, যব, নীবার ও বিঘস আহার এবং পঞ্চযজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমেও চারি প্রকার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও অতিথিসৎকারের নিমিত্ত কেহ কেহ এক দিনের, কেহ কেহ এক মাসের, কেহ কেহ এক বৎসরের এবং কেহ কেহ বা দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্রব্যসঞ্চয় করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থেরা বর্ষাকালে বৃষ্টিবেগ সহ্য করিবেন এবং হেমন্তে সলিল মধ্যে অবস্থিত ও গ্রীষ্মের সময় পঞ্চতপা হইবেন। পরিমিত আহার, ধরাসনে শয়ন, পাদাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া অবস্থান, ভূতলে বা আসনে উপবেশন ও তিন সন্ধ্যা স্নান করিবেন। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ দন্ত ও কেহ কেহ প্রস্তর দ্বারা উদূখলের কার্য্যসম্পাদন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ শুক্লপক্ষে কেহ কেহ কৃষ্ণপক্ষে একবারমাত্র যবাগু ভক্ষণ করেন; কেহ কেহ বা উহা প্রাপ্ত হইলেই ভোজন করিয়া থাকেন এবং কেহ মূল, কেহ ফল, ও কেহ বা পুষ্পমাত্র দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। বানপ্রস্থদিগের এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নিয়ম সমুদায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সন্ন্যাস চতুর্থ ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম উপনিষদ্ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহাতে সকলেরই অধিকার আছে। এই দ্বাপরযুগে মহর্ষি অগস্ত্য, সপ্তর্ষি, মধুচ্ছন্দ, অঘমর্ষণ, সাঙ্কৃতি, সুদিবাতণ্ডি, অহোবীর্য্য, কাব্য, তাণ্ড্য, মেধাতিথি, নির্ম্মোক, শৃঙ্গপাল এই সকল মহাত্মা এবং সত্যসঙ্কল্পাদি ধর্ম্মসম্পন্ন যাযাবরগণ এই সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মসম্পন্ন বৈখানস, বালখিল্য ও সৈকতগণ এবং গ্রহ নক্ষত্র ভিন্ন অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সমুদায় এবং অনেকানেক নিপুণধর্ম্মজ্ঞ উগ্রতপা মহর্ষি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। জরাজীর্ণ ও ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া শেষাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব দান সহকারে এক দিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান ও জীবিতাবস্থায় আপনার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন ও পুত্রকলত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাতে অগ্নি বিলীন করিয়া আত্মনিষ্ঠ ও আত্মারাম হইবেন। মনুষ্যের যত দিন যোগাভ্যাসে অধিকার না জন্মে, তত দিনই তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞ ও দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী দেহত্যাগপর্য্যন্ত আপনাতে গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নি বিলীন করিয়া তাহাতে যোগ করিবেন। অন্নের নিন্দা না করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাঁচ বা ছয় গ্রাস ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থবিধিনির্দ্দিষ্ট কল্পপ্রভাবে পবিত্র হইয়া কেশ ও লোম মুণ্ডন এবং নখচ্ছেদনপূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করা বানপ্রস্থদিগের কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সকলকে অভয় দান পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহার তেজোময় লোক সমুদায় লাভ হয় এবং তিনি দেহান্তে পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুশীল নিষ্পাপ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ইহলোক বা পরলোকের নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন না। তিনি ক্রোধ, মোহ ও সন্ধিবিগ্রহশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসা প্রভৃতি সংযম ও স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মপালনে অপরাঙ্মুখ হন এবং যিনি সন্ন্যাস বিধি অনুসারে আত্মান্বেষণ ও যজ্ঞোপবীত নিক্ষেপ করেন, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সদ্য বা ক্রমশ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মুক্তিলাভে সংশয় কি? হে বৎস! এক্ষণে বিবিধ সাধ্গুণ বিভূষিত অত্যুৎকৃষ্ট চতুর্থ আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, তাত! ব্রহ্মলাভার্থী ব্যক্তি বানপ্রস্থাশ্রমের ন্যায় এই চতুর্থ আশ্রমে অবস্থান করিয়া সাধ্যানুসারে কিরূপে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিবেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে চিত্তদোষ-সংশোধন করিয়া চারি আশ্রমের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবে। অতএব তুমি চিত্তদোষ সংশোধন করিতে অভ্যাস কর। সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সহায়শূন্য হইয়া একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। যিনি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া একাকী বিচরণ করেন, আত্মা কখন তাঁহাকে

পরিত্যাগ করেন না এবং ঐরূপ ব্যক্তিকে কখন মোক্ষপদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না। নিরগ্নি ও বাসস্থান পরিশূন্য হইয়া অন্নার্থ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, প্রাত্যহিক আহারসঞ্চয়; চিত্তের একাগ্রতাসাধন, অল্পাহার, একাহার, করঙ্কধারণ, বৃক্ষমূল আশ্রয়, কষায়বস্ত্র পরিধান, সহায়-পরিত্যাগ এবং সমুদায় জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই সন্ন্যাসীর চিহ্ন। যিনি অন্যের কটূক্তি শ্রবণ করিয়াও তাঁহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। কখন কাহারও কুৎসিত কার্য্য দর্শন ও কুৎসা শ্রবণ বিশেষতঃ স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। অন্যের মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করাই উচিত। যিনি আপনাকে সর্ব্বব্যাপী এবং জনাকীর্ণ স্থানকে শূন্যময় বলিয়া বোধ করেন, যিনি যথাকথঞ্চিৎ আহার যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান ও যথা তথা গমন করিয়া থাকেন, যিনি জনসমাজকে সর্পের ন্যায়, মিষ্টান্নজনিত তৃপ্তিকে নরকের ন্যায় এবং কামিনীগণকে শবের ন্যায় বিবেচনা করেন, যাহার সম্মান হইলে হর্ষ বা অপমান হইলে ক্রোধের লেশমাত্র জন্মে না এবং যিনি সমুদায় জীবকে অভয় প্রদান করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবনে বা মৃত্যুতে আহ্লাদ প্রকাশ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালকে প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করাই বিধেয়। চিত্ত ও বাক্যের দোষ পরিহার করা এবং স্বয়ং সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া উচিত। যাহার শত্রু নাই, তাহার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ফলতঃ মোহশূন্য ব্যক্তির কিছুতেই আশঙ্কা নাই। যেমন মাতঙ্গের পদচিহ্নে অন্যান্য সমুদায় পাদচারী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এক অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্ম বিলীন রহিয়াছে। যিনি হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হন, তিনি অনায়াসে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শান্তগুণাবলম্বী, সত্যবাদী, ধৈর্য্যশালী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতের রক্ষায় যত্নবান্ হন, তিনি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। মৃত্যু কখনই এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, নির্ভীক ও নিস্পৃহ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তিনিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

যিনি সমুদায় বিষয়সংসর্গ হইতে বিমুক্ত ও শান্ত হইয়া আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন, যাঁহার কেহই আত্মীয় নাই, যিনি একাকী বিচরণ করেন, ধর্ম্মার্থই যাঁহার জীবনধারণ, অন্যের উপকারই যাঁহার ধর্ম্ম, যিনি পুণ্যকার্য্য দ্বারা দিবারাত্রি অতিবাহিত করিয়া থাকেন, যাঁহার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা কোন কার্য্যে উদ্যোগ নাই, যিনি স্তুতি বা নমস্কারজন্য সুখানুভব করেন না এবং সমুদায় বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, দেবতারা তাঁহাকেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। জীবমাত্রেই সুখে সন্তুষ্ট ও দুঃখে একান্ত ভীত হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে তাহাদিগের দুঃখ জন্মে, এমন কার্য্য কদাপি কর্ত্তব্য নহে। জীবগণকে অভয় প্রদান করা সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি প্রথমেই হিংসাধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি প্রাণিগণের নিকট অনন্তকাল অভয়লাভ করিয়া থাকেন। মুখব্যাদান করিয়া পঞ্চগ্রাসরূপ প্রাণাহুতি প্রদান করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ত্রিলোকের আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর সন্ন্যাসীর সর্ব্বশরীরে অবস্থান করেন। তিনি সেই প্রাদেশপরিমিত হৃদাকাশ স্থিত বৈশ্বানরে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, ঐ আহুতি প্রদানে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হয়। যাঁহারা ত্রিগুণসমাবৃত মায়াময় জীবাত্মাকে অতি শ্রেষ্ঠ পরমাত্মরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারা কি ভূর্লোক, কি দ্যুলোক, সর্ব্বত্রই পূজা ও সাধুবাদ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি আত্মাতেই চারি বেদ, কর্ম্মকাণ্ড, আকাশাদি পদার্থ, পরলোক ও পরমার্থ বিষয় রহিয়াছে বলিয়া অবগত হন এবং নির্লিপ্ত অপরিমেয়, জ্ঞানময় শরীর মধ্যে আবির্ভূত পরমাত্মাকে হৃদয়াকাশে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য নিয়ত যত্নবান্ হইয়া থাকেন। ছয় ঋতু যাহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাহার অর, অমাবস্যাদি যাহার পর্ব্ব, কখনই যাহার অন্ত হইবে না, যাহা নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে এবং এই বিশ্বসংসার যাহার আস্যদেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র যোগী-দিগের হৃদয়াকাশে অবস্থান করে। যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহ সমুদায় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই দেহে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণাদি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন, তাহাদিগের তৃপ্তিলাভ হইলেই তিনি স্বয়ং পরিতৃপ্ত হন। যিনি স্বয়ং তেজোময়, নিত্য ও অপরিমেয়, যিনি কোন প্রাণী হইতে ভীত না হন এবং প্রাণিগণ যাঁহা হইতে শঙ্কিত না হয়, তিনিই ভয়শূন্য অনন্তলোক লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সমস্ত লোকের নিকট অনিন্দনীয় এবং স্বয়ং অন্যকে নিন্দা না করেন, তিনিই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। নিষ্পাপ ও মোহপরিশূন্য ব্যক্তি কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি ভোগনিবন্ধন সুখ অনুভব করেন না। যে ব্যক্তির লোষ্ট্র ও কাঞ্চন, প্রিয় ও অপ্রিয় এবং নিন্দা ও স্তুতি সর্ব্বত্রই সমান জ্ঞান হইয়া থাকে; সন্ধি, বিগ্রহ, রাগ ও মোহের লেশমাত্রও থাকে না এবং যিনি সম্পত্তিহীন হইয়া উদাসীনের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস। জীবাত্মা প্রকৃতির বিকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত হইতেছেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যেরা সারথি সঞ্চালিত পরাক্রমশালী সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায়ের ন্যায় পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শব্দস্পর্শাদিবিষয়, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্তপ্রকৃতি ও অব্যক্তপ্রকৃতি অপেক্ষা পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই সকলের প্রাপ্য বস্তু ও পরম গতি। সেই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রভাবেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তি চিন্তা ও প্রভুত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সমুদায় মহত্তত্ত্বে লীন এবং মনকে তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি দ্বারা সংযত ও ধ্যান দ্বারা উপরত করিয়া স্বয়ং প্রশান্তচিত্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া কামক্রোধাদিতে আত্মসমর্পণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে হয়; অতএব যোগী ব্যক্তি সংকল্প সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে স্থূল বুদ্ধি সন্নিবেশিত করিয়া কালঞ্জর পর্ব্বতের ন্যায় স্থির প্রকৃতি হইবেন। যোগিগণ চিত্তপ্রসাদ প্রভাবেই সমুদায় পাপপুণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত ও স্বরূপস্থ হইয়া অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্তিস্থ ব্যক্তির ন্যায় সুখ দুঃখ বিহীন এবং নির্বাতস্থ দীপ্যমান দীপের ন্যায় নিশ্চল হওয়াই প্রসন্নচিত্ত পুরুষের লক্ষণ। যে ব্যক্তি অল্পাহারনিরত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া এইরূপে রাত্রির প্রথম ও শেষভাগে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করেন, তিনিই জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিতে পান।

হে পুত্র! এই আমি তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ষড়্বেদোক্ত দশসহস্র মন্ত্ররূপ সমুদ্রমন্থন করিয়া সমুদায় ধর্ম্মাখ্যান ও সত্যাখ্যানের সারভূত, বেদবিহিত, অলৌকিক, অনুভবগম্য, আত্মবিশ্বাসকারণ শাস্ত্রামৃত সমুদ্ধৃত করিলাম। যেমন দধি হইতে নবনীত ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ তোমার নিমিত্ত বেদশাস্ত্র হইতে এই জ্ঞান সমুদ্ধৃত হইল। স্নাতক, ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকেই এইরূপ শাস্ত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। অপ্রশান্ত, অজিতেন্দ্রিয়, তপস্যাবিমুখ, বেদবিহীন, অননুভূত, অসূয়াপরতন্ত্র, অসরল, যথেচ্ছাচারী প্রতিকূলতর্কপরায়ণ ও কুটিল ব্যক্তিরা কখনই এই শাস্ত্রের উপযুক্ত পাত্র নহে। প্রশংসনীয়, প্রশান্ত, তপোনুষ্ঠাননিরত ব্যক্তি প্রিয়পুত্র ও অনুগত শিষ্যদিগকে এই গূঢ় ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করা বিধেয়। অন্য ব্যক্তির নিকট উহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে রত্নপূর্ণ পৃথিবী প্রদান করিলেও তিনি তদপেক্ষা এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচনা করেন। অতঃপর আমি তোমার নিকট ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বেদনির্দ্দিষ্ট অলৌকিক আত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিব; এক্ষণে তোমার মনে যে যে বিষয় উপস্থিত হয় এবং যে কোন বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, তৎসমুদায় আমার নিকট প্রকাশ কর।

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! অধ্যাত্ম কি পদার্থ এবং কিরূপেই বা উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি পুনরায় উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, বৎস! আমি মনুষ্যগণের আধ্যাত্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাগরের তরঙ্গ সমুদায় যেমন পরস্পর অভিন্ন পদার্থ হইয়াও বিভিন্ন প্রকার নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূমি জল প্রভৃতি মহাভূত সমুদায় অভিন্ন হইয়াও জরায়ুজাদি ভূতসমূহে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাভূত সমুদায় দেহে অবস্থানপূর্ব্বক সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থ পঞ্চভূতময়। এই পঞ্চভূত হইতেই সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে। ভূতস্রষ্টা ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীতেই তারতম্যানুসারে মহাভূত সমুদায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! মহাভূত সমুদায় যে শরীর ভেদে তারতম্যানুসারে সন্নিবেশিত আছে, তাহা কি প্রকারে উপলব্ধি হইবে এবং ঐ মহাভূত সমুদায় মধ্যে কোন্‌গুলি ইন্দ্রিয় আর কোন্‌গুলিই বা শব্দাদি গুণ, তাহাই বা কিরূপে অবগত হওয়া যায়?

ব্যাস কহিলেন, বৎস! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্য মনে শ্রবণ কর। শব্দ, শ্রোত্র ও দেহস্থ ছিদ্র সমুদায় আকাশগুণ; প্রাণ, চেষ্টা ও স্পর্শ বায়ুর গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরাগ্নি জ্যোতির গুণ; রস, আস্বাদন ও স্নেহ সলিলের গুণ; ঘ্রেয়, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ। এই ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত পাঞ্চভৌতিক বিকার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কাহার কোন্ গুণ, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। স্পর্শ বায়ুর, রস সলিলের, রূপ জ্যোতির শব্দ আকাশের ও গন্ধ ভূমির গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও পূর্ব্ববাসনা লিঙ্গশরীর প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহারা ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া প্রত্যাহার করিয়া থাকে। বুদ্ধিপ্রভাবেই মনুষ্যের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। বুদ্ধি শব্দাদি গুণকে প্রকাশিত ও মনের সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে প্রবর্ত্তিত করিয়া দেয়। বুদ্ধির অভাবে শব্দাদি গুণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায় কোন কার্য্যই করিতে পারে না। মনুষ্যের দেহে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত রহিয়াছেন। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয় সমুদায়ের আলোচনার, মন তদ্বিষয়ক সংশয়ের ও বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ এবং আত্মা ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সাক্ষী। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় চিত্ত হইতে আবির্ভূত হয়। এই তিনটি গুণ সমস্ত প্রাণীতে সমভাবে বর্ত্তমান আছে। কার্য্য দ্বারাই উহাদের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহা আত্মার একান্ত প্রীতিকর, প্রশান্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই সত্ত্বগুণের কার্য্য। যাহা বাক্য মনের নিতান্ত সন্তাপজনক বোধ হইয়া থাকে, তাহাই রজোগুণের কার্য্য। আর যাহা মোহজালজটিল, অব্যক্তস্বরূপ, অচিন্তনীয় ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই তমোগুণের কার্য্য। কোন নিমিত্ত বা অনিমিত্ত বশতঃ যে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সমতা ও স্বস্থচিত্ততা জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক গুণের, কোন কারণ বা অকারণে যে অভিমান, মিথ্যাবাক্য ব্যবহার, লোভ মোহ ও অসহিষ্ণুতা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাই রাজস গুণের, আর মোহ, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জাগরণ তামস গুণের কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অষ্টাচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মনোৎপত্তির নিয়ম তিন প্রকার। প্রথমতঃ মনোমধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি দ্বারা সেই ভাবের নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে পরে অহঙ্কারপ্রভাবে উহা অনুকূল কি প্রতিকূল, তাহার উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি বিবিধ জ্ঞানের উৎপাদন করে, তখন উহাকে মন বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমুদায়ের পৃথগ্‌ভাব নিবন্ধন এক বুদ্ধি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধি শ্রবণজ্ঞানযুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানযুক্ত হইলেই ত্বক্, দর্শনজ্ঞানযুক্ত হইলেই দৃষ্টি, রসজ্ঞানযুক্ত হইলেই রসনা এবং ঘ্রাণজ্ঞানযুক্ত হইলেই ঘ্রাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকারে বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়। ঐ সমুদায় বিকারকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। জ্ঞানময় আত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। বুদ্ধি মনুষ্যের দেহে তিন ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাকে কখন প্রীতিসম্পন্ন, কখন দুঃখযুক্ত ও কখন সুখদুঃখবিহীন করিয়া থাকে। তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র যেমন নদীর বেগ তিরোহিত করে, তদ্রূপ এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয়কে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য যখন কিছু প্রার্থনা করে, তখন তাহার বুদ্ধি মনোরূপে পরিণত হয়। দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে বুদ্ধির অন্তর্ভূত বিবেচনা করা উচিত। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বশীভূত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধির সহিত অনুগত হয়, তখন ঐ স্থিরবুদ্ধি বিকৃত হওয়াতে মনোমধ্যে নানাবিধ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। আর যেমন রথ চক্রকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসাধক হয়, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আশ্রয়ে কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। বিষয়নির্লিপ্ত যোগাচারপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় ও উৎকৃষ্ট ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে প্রদীপস্বরূপ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই ভূতগুণকে বুদ্ধিকল্পিত বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে আর বিমুগ্ধ হইতে হয় না। তাঁহার হর্ষ, বিষাদ ও মৎসরতা একবারে তিরোহিত হয়। যদি ইন্দ্রিয় সমুদায় বিষয়সংসর্গে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অশোধিতচিত্ত দুরাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাও আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন না। কিন্তু যখন মনঃপ্রভাবে সেই ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সংযত করা হয়, তখনই প্রদীপপ্রভায় প্রকাশিত পদার্থের ন্যায় আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। চর পক্ষী যেমন সলিল মধ্যে সঞ্চরণ করিয়াও সলিলে নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ দেহাভিমানপরিশূন্য জ্ঞানবান্ যোগী বিষয়ভোগ করিয়াও কখন বিষয় দোষে লিপ্ত হন না। যাঁহারা পূর্ব্বকৃত কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মার প্রতি অনুরক্ত হন, যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা কিছুমাত্র নাই এবং যাঁহারা সমুদায় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিষয়বাসনা বিস্তার না করিয়া কেবল জ্ঞানকেই বিস্তার করিয়া থাকে। আত্মা গুণের পরিদর্শক ও নিয়ন্তা বলিয়া গুণসমুদায় কখন আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা উহাদিগকে অনায়াসেই অবগত হইয়া থাকে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের এইমাত্র বিভিন্নতা যে, প্রকৃতি বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টিবিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু পুরুষ ঐ সমুদায়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হন না। যেমন জল ও মৎস্য, মশক ও উডুম্বর এবং শরমুঞ্জ ও ইষীকা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একত্র মিলিত থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া একত্র অবস্থান করিয়া থাকেন।

একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতির সহিত সমবেত হইয়া ঊর্ণনাভ যেমন সূত্রের সৃষ্টি করে, সেইরূপ বিষয় সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং আত্মা নির্লিপ্ত হইয়া সেই সমুদায় গুণে অবস্থান করেন। কেহ কেহ গুণসমুদায়ের একবার নাশ হইলেও পুনরায় উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। আর কেহ কেহ কহেন যে, সমুদায় তত্ত্বজ্ঞানবলে বিনষ্ট হইলে আর উহাদের উৎপত্তি হয় না, কারণ যদি ঐ সমুদায় গুণের পুনরুৎপত্তি হইত, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সেই সমুদায় গুণানুযায়ী কার্য্য দেখা যাইত। লোকে এই দুই মত সম্যক্ অবধারণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবে। আত্মার আদি ও অন্ত নাই। মনুষ্য সেই আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া ক্রোধ, হর্ষ ও মৎসরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচরণ করিবে। এইরূপে দেহে আত্মাভিমান, ও অনিত্য বস্তুতে শোক প্রকাশ না করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে পরম সুখে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। সন্তরণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন উন্নত স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট ও গভীর স্রোতস্বতীমধ্যে নিমগ্ন হইয়া দুঃখিত হয়, সেইরূপ মনুষ্য আপনার স্বরূপ হইতে পরিচ্যুত ও সংসারসাগরে নিপতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। আর বিচক্ষণ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন স্থলে সঞ্চরণ করিয়া কদাচ দুঃখ ভোগ করেন না, সেইরূপ যিনি

আত্মাকে সম্যক্ অবগত হইতে পারেন, তাঁহাকে কখনই ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। এইরূপে মনুষ্য প্রাণিগণের সংসারে স্থিতি ও মুক্তির বিষয় এবং ঐ উভয়ের তারতম্য সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের শান্তিলাভ ও আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুইটী তাঁহাদিগের মোক্ষলাভে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিষয় জ্ঞাত হইলেই লোকে শুদ্ধস্বভাব হয়; ইহা অপেক্ষা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। মনীষিগণ ইহা জ্ঞাত ও কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। পরলোকে অবিচক্ষণ ব্যক্তির যাহা যাহা ভয়জনক হইয়া উঠে, বিচক্ষণের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। বিচক্ষণ ব্যক্তির যে সনাতন গতি লাভ হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি আর কাহারই লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ দোষীর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে; কেহ কেহ বা সেই দোষীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি শোক প্রকাশ করে; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যাকার্য্য বিচারে সমর্থ, সেই সমস্ত কুশলী ব্যক্তি কদাচই তদ্বিষয়ে শোক-প্রকাশ করেন না। নিষ্কাম কর্ম্ম পূর্ব্বকৃত সকাম কর্ম্ম অপনোদন করিয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানী, তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত কর্ম্ম কদাচ প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পাদনে সমর্থ হয় না।

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

শুকদেব কহিলেন, পিতঃ! ইহলোকে যাহা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমার নিকট সেই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! আমি ঋষিপ্রণীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা শ্রবণ কর। মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া স্বীয় শিশু সন্তানদিগের ন্যায় কুমার্গগামী ইন্দ্রিয়দিগকে বুদ্ধি দ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা ও সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতেরা উহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্য সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া পরিতৃপ্তচিত্তে অবস্থান করিবে। যখন তোমার ইন্দ্রিয় সমুদায় বাহ্যাভ্যন্তর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মারাই সেই সর্ব্বব্যাপী, বিধূম পাবকের ন্যায় পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন পুষ্পফলসমন্বিত বহুশাখাসম্পন্ন মহাবৃক্ষ আপনার কোন্ স্থানে পুষ্প ও কোন্ স্থানে ফল বিদ্যমান আছে, তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ সোপাধি জীব আমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছি ও কোথায় গমন করিব, তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু অন্তরাত্মা সমুদায়ই দর্শন করিতেছেন। মনুষ্য আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ্ত দীপ দ্বারা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে। অতএব তুমি আত্মজ্ঞানপ্রভাবে পরব্রহ্মকে দর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দেহাত্মভাব পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন, তিনিই ইহলোকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহাস্থির সম্বন্ধশূন্য ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ভবসাগরগামী দুস্তর দেহনদী অব্যক্ত রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় উহার জলজন্তু, মন ও সংকল্প উহার তীর, লোভ ও মোহ উহার তৃণ, কাম ও ক্রোধ উহার সরীসৃপ, সত্য উহার তীর্থ, মিথ্যা উহার চাঞ্চল্য, ক্রোধ উহার পঙ্ক, জিহ্বা উহার আবর্ত্ত ও বাসনা উহার দুস্তর পাতাল স্বরূপ। ঐ নদী সর্ব্বস্থানে ভীষণ তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া লোকসমুদায়কে প্রবাহিত করিতেছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কদাচ উহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ [illegible] ধৈর্য্যশালী জ্ঞানবান্ মনীষিগণ ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তুমি জ্ঞানবলে সেই দেহনদী উত্তীর্ণ হও। তাহা হইলেই বিষয়বিমুক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পর্ব্বতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর। হর্ষক্রোধবিহীন অনৃশংস হইলেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের তত্ত্ব দর্শনে সমর্থ হইবে। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা এই দেহনদী-তরণরূপ ধর্ম্মকেই সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন নিয়তাত্মা, অনুগত ব্যক্তিদিগকেই এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট গূঢ়তম আত্মজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। সুখ দুঃখ বিহীন ভূতভবিষ্যতের কারণ পরব্রহ্ম পুরুষ, স্ত্রী বা নপুংসক নহেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে উঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহাকে পুনর্ব্বার সংসারে বদ্ধ হইতে হয় না। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় মত বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা এই সমস্ত মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের সিদ্ধি লাভ হয়, অন্য ব্যক্তি কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। হে বৎস! আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, লোকে প্রীতিযুক্ত, দয়াবান্ ও সদ্গুণ-সম্পন্ন পুত্র কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া প্রীতমনে তাহাকে এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিবে।

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যিনি গন্ধ ও রসাদি ভোগে অনুরাগ বা উহার প্রতি রাগদ্বেষ প্রকাশ না করেন এবং কীর্ত্তি ও সম্মানলাভে যাঁহার কিছুমাত্র বাসনা নাই, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ। কেবল ঋক্, যজু ও সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায় না। যিনি জীবের প্রতি দয়াবান্, সর্ব্বজ্ঞ, সমুদায় বেদবেত্তা হইয়া মৃত্যুকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যথার্থ বিধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল নানাপ্রকার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। যাহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, যিনি স্বয়ং কোন প্রাণীকে ভয় না করেন, যাঁহার কিছুতেই স্পৃহা বা দ্বেষ থাকে না এবং যিনি কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণ করেন না, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে বিষয়বন্ধন ভিন্ন আর কোন বন্ধনই বিদ্যমান নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তি ঘোরতর মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় ঐ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কাল প্রতীক্ষায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। সাগরমধ্যে বিলীন নদীর জলরাশির ন্যায় বিষয়-বাসনা সমুদায় যে ব্যক্তিতে একবারে লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হন। বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি কখনই মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়াভিলাষী ব্যক্তির কখন উহা পূর্ণ হয় না; সে বাসনা নিবন্ধন স্বর্গলাভ করিয়া পুনরায় তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বেদ অপেক্ষা সত্য, সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষা দান, দান অপেক্ষা তপস্যা, তপস্যা অপেক্ষা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সমাধি ও সমাধি অপেক্ষা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি উৎকৃষ্ট। শোক, সন্তাপ ও বিষয়বাসনা মনকে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে; অতএব তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে মোক্ষের উপায়ভূত সদ্গুণ অবলম্বন কর। যিনি বিশোক, নির্ম্মমতা, নির্ম্মৎসরতা, সন্তোষ, শান্তি ও প্রসন্নতা এই ছয় গুণ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানপরিতৃপ্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বিশোকাদি ছয় গুণযুক্ত আত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা পরলোকে অনায়াসেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুবিহীন স্বভাবসিদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মকে অবগত হইয়া অনন্ত সুখভোগে সমর্থ হন। চিত্তকে স্থির করিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে ব্রহ্মে সংস্থাপিত করিতে পারিলে যেরূপ সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ সম্ভাবনা নাই। যাঁহার মহিমায় উপবাসী ও দরিদ্র ব্যক্তিরাও পরিতৃপ্ত এবং আশ্রয়বিহীন ব্যক্তিরাও বলবান্ হন, সেই পরমব্রহ্মকে যিনি অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয়দ্বার সমুদায় রোধপূর্ব্বক ধ্যাননিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন, লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ, শিষ্ট ও আত্মারাম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যিনি বিষয় বাসনা ও জীবনের প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি উৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্বে সমাহিত থাকেন, তাঁহার আত্মসুখ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং দিবাকরের অভ্যুদয়ে গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখ তিরোহিত হইয়া যায়। তখন জরামৃত্যু আর সেই বিষয়বাসনা-বিমুক্ত কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি রাগ-দ্বেষপরিশূন্য ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া জীবিতাবস্থায় অনায়াসেই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ [illegible]

ভাব অতিক্রম করিয়া পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! গুণবান্ বক্তা মানাপমানাদিসহিষ্ণু, ধর্ম্মার্থানুষ্ঠানপরতন্ত্র, মোক্ষজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে অগ্রে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করাইয়া পশ্চাৎ উপদেশ প্রদান করিবেন। আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও পৃথিবী এবং উৎপত্তি, বিনাশ ও কাল সমস্ত প্রাণীতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ ছিদ্রাত্মক ও শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশাত্মক। মূর্ত্তিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরা শব্দকে আকাশগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরণ, প্রাণ, অপান ও ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর কার্য্য ও স্পর্শ উহার গুণ। তাপ, পাক, প্রকাশ, উষ্মা ও চক্ষু তেজের কার্য্য এবং তাম্র, গৌর ও কৃষ্ণাদি রূপই উহার গুণ। ক্লেদ, দ্রবীকরণ, রসন, জিহ্বা ও রক্ত মজ্জা প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থ সমুদায় সলিলের কার্য্য এবং রস উহার গুণ। ধাতু, অস্থি, দন্ত, নখ, শ্মশ্রু, রোম, কেশ, শিরা, স্নায়ু ও চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই সমুদায় পৃথিবীর কার্য্য এবং গন্ধ উহার গুণ। আকাশের শব্দ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সলিলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহর্ষিগণ এইরূপে পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্য ও গুণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের দেহমধ্যে ঐ পঞ্চভূত, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, মন সংশয়াত্মক ও দেহাভিমানী জীব কর্ম্মের আশ্রয়। জীব সত্যাদি কালকৃত পুণ্যপাপসংযুক্ত হইলেও যদি আপনাকে পুণ্যপাপে নির্লিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে আর তাহাকে বিমোহিত হইতে হয় না।

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস! যোগিগণ শাস্ত্রোক্ত যোগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহবিমুক্ত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন গগন মধ্যে সূর্য্যের কিরণজাল একত্রীভূত হইয়া অবস্থান করিলেও স্থূলদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিগোচর না হইয়া যুক্তি দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ যে সমস্ত জীব স্থূলদেহবিমুক্ত হইয়া লোকে বিচরণ করে, তাহাদের জীবন্মুক্তি স্থূলদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট না হইয়া জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারাই লক্ষিত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জলমধ্যে সূর্য্য প্রতিবিম্বের ন্যায় জীবদেহে প্রকাশিত লিঙ্গশরীরকে দর্শন করিয়া থাকেন যাঁহারা কি জাগ্রদ্দশা, কি নিদ্রিতাবস্থা, সকল সময়েই মনঃকল্পিত কামাদি ও যোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই লিঙ্গশরীর বশীভূত করিতে পারেন। তাঁহাদিগের জীব নিরন্তর মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত গুণ সম্পন্ন হইয়াও জরা মৃত্যু পরাজয় পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি লোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন ও বুদ্ধির বশীভূত হয়, সে আপনা হইতে অন্য ব্যক্তিকে পৃথক্ জ্ঞান এবং স্বপ্নযোগেও জাগরিতের ন্যায় পদার্থ দর্শন, পুণ্যের অনুষ্ঠান ও সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং কামক্রোধের বশীভূত হইয়া বাসনাপন্ন ও প্রভূত অর্থ লাভ করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হয়। জীব জননীর জঠরে দশ মাস অবস্থান করিয়াও ভুক্ত অন্নের ন্যায় জীর্ণ হয় না। রজ ও তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অংশস্বরূপ সর্ব্বলোকের হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে কোন মতেই দর্শন করিতে পারে না। যাঁহারা যোগশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া জীবাত্মাকে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরকে অতিক্রম করা তাঁহাদের আবশ্যক। অনেকানেক মহর্ষিগণ সন্ন্যাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি শান্তিজনক সমাধিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত সূক্ষ্ম গুণ, প্রকৃতির বিকার জগৎ এবং সর্ব্বজ্ঞতা, নিত্য তৃপ্তি, নিত্য বোধ, স্বাধীনতা, অলুপ্তদৃষ্টি ও অনন্ত শক্তি এই ষড়ঙ্গযুক্ত পরমেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইলেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে।

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

লুব্ধ ব্যক্তিরা আয়াসপাশে জড়িত হইয়া হৃদয়স্থ কামবৃক্ষকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ফললাভের অভিলাষে উহার উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ মহাবৃক্ষ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ক্রোধ ও অভিমান উহার স্কন্ধ; কর্ত্তব্যাভিলাষ উহার আলবাল; অজ্ঞান উহার মূল; প্রমাদ উহার সেকসলিল অসূয়া উহার পত্র; পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত পাপ উহার সার; মোহ ও চিন্তা উহার ক্ষুদ্র শাখা; শোক উহার বৃহৎ শাখা ও ভয় উহার অঙ্কুর। মোহজনক পিপাসারূপ লতাসমুদায় ঐ বৃক্ষকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আয়াসপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন, তিনি সুখ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যে ভোগ্য বিষয় দ্বারা এই বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই বিষ যেমন আতুরকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৃতী ব্যক্তি সেই বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানরূপ মূল যোগবলে সমাধিস্বরূপ অসি দ্বারা বলপূর্ব্বক ছেদন করিবেন। যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনই কাম্য কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষিগণ শরীরকে পুরস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধি উহার অধিকারিণী এবং চিত্ত ঐ বুদ্ধির অমাত্য ইন্দ্রিয়গণ ও মন ঐ পুরের অধিবাসী; উহারা বুদ্ধির ভোগ সম্পাদনার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই পুর মধ্যে রজ ও তম নামে দুইটী দারুণ দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বুদ্ধি, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি পুরবাসিগণ সেই রজ ও তমোবিহিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। রাজস ও তামস অহঙ্কার অবিহিতমার্গসমুৎপন্ন সুখ দুঃখ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরমধ্যে বুদ্ধি বিকৃত মনের সহিত তুল্যতা লাভ করিয়া কলুষিত হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ সেই বিকৃত মন হইতে নিতান্ত ভীত হইয়া অস্থির হইয়া উঠে। কলুষিত বুদ্ধি যে বিষয় হিতকর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা অনিষ্ট ফল প্রদান পূর্ব্বক বিনষ্ট হয় এবং মনও সেই বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া যাহার পর নাই কাতর হইয়া উঠে। মন কাতর হইলে বুদ্ধি নিপীড়িত হয় এবং বুদ্ধির পীড়া উপস্থিত হইলেই আত্মার দুঃখ জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ মনই রজোগুণের সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি পৌরবর্গকে গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখের হস্তে সমর্পণ করে।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবের নিকট পুনরায় যে পঞ্চ ভূতের নির্দ্ধারণ বিষয়ক শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; তাহা কহিতেছি, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। স্থিরতা গুরুত্ব, কাঠিন্য, উৎপাদিকা শক্তি গন্ধ, ঘ্রাণশক্তি সঙ্ঘাত মনুষ্যাদির আশ্রয়ভাব, সহিষ্ণুতা, স্থূলতা এই সমুদায় পৃথিবীর গুণ। শৈত্য, রস, ক্লেদ, দ্রবত্ব, স্নেহ, সৌম্যতা, প্রস্রবণ, জিহ্বা, হিমকরকাদি রূপে, সঙ্ঘাতত্ব ও তণ্ডুলাদির পাচকতা এই সমুদায় সলিলের গুণ। দুর্দ্ধর্ষতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন, শোক, রোগ, শীঘ্রগামিতা তীক্ষ্ণতা ও ঊর্দ্ধপ্রয়াণ এই সমুদায় অগ্নির গুণ। স্পর্শ বাগিন্দ্রিয় স্থান, গমনাগমন বিষয়ে স্বাধীনতা, শীঘ্রগামিতা, শৌর্য্য, মোচন, উৎক্ষেপণ, নিশ্বাসাদিচেষ্টা, জন্ম ও মৃত্যু এই সমুদায় সমীরণের গুণ। শব্দ, সর্ব্বব্যাপকতা, ছিদ্রসম্পন্নতা, অনাশ্রয়ত্ব, অনালম্বত্ব, অব্যক্তত্ব, বিকৃতি, অবিকারিতা, অপ্রতিঘাত ও ভূতত্ব এই সমুদায় আকাশের গুণ। পঞ্চভূত এই পঞ্চাশৎ গুণে অলঙ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধৈর্য্য, তর্কবিতর্ক, কৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কর্কশ, সহিষ্ণুতা, সংপ্রবৃত্তি, অসৎপ্রবৃত্তি ও অস্থিরতা এই নয়টি মনের গুণ। সুবুদ্ধি, উৎসাহ, চিত্তের একাগ্রতা, সংশয় ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকারিতা, বুদ্ধি এই পাঁচ গুণে অলঙ্কৃত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বুদ্ধিকে কিরূপে পঞ্চগুণান্বিত বলা যায় এবং ইন্দ্রিয়গণকেই বা কি প্রকারে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তাহা সূক্ষ্মরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বুদ্ধির পাঁচ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল বটে, কিন্তু বস্তুত বুদ্ধির ষষ্টি গুণ। পঞ্চ মহাভূত ও ইতিপূর্ব্বে পঞ্চ মহাভূতের যে পঞ্চাশৎ গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তৎসমুদায় ও নিত্য

উৎসাহাদি পাঁচ, সমুদায়ে ষাটটী বুদ্ধির গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ঐ গুণ সমুদায় চৈতন্যের সহিত মিলিত থাকে। পরমেশ্বর ঐ সমুদায় গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা নিত্য নহে। পূর্ব্বে এই জগতের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে যে সমুদায় মত কীর্ত্তন করা গিয়াছে, সে সমুদায় বেদবিরুদ্ধ ও বিচারদুষ্ট। সম্প্রতি আমি যে মত কীর্ত্তন করিলাম, তুমি সেই বেদোক্ত মত অবগত হইয়া শান্তবুদ্ধি হও।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অযুত হস্তীর তুল্য বলশালী ভীম পরাক্রম ভূপালগণ আপনাদিগের তুল্য তেজোবলসম্পন্ন বীরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সৈন্যমধ্যে ধরাশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। উঁহাদিগকে সংহার করিতে পারে এমন লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে এই যে মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণ গতাসু হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিয়াছেন, ইহাদিগকে কি নিমিত্ত মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তদ্বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব মৃত্যু কে, কোন্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর উহা কি নিমিত্তই বা প্রজাদিগকে হরণ করে? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সত্যযুগে অনুকম্পন নামে এক রাজা সংগ্রামে ক্ষীণবাহন হইয়া শত্রুর বশীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার হরি নামে এক নারায়ণতুল্য বলশালী পুত্র ছিল। ঐ পুত্র সৈন্যসামন্তের সহিত সংগ্রামে নিহত হয়। মহারাজ অনুকম্পন পুত্রের নিধন ও শত্রুর নিপীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া পরিশেষে শান্তিপরায়ণ হইলেন। তিনি একদা তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংগ্রামে যে রূপে পুত্রের মৃত্যু ও আপনার শত্রুহস্তে পতন হইয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলেন।

মুনিকুলতিলক নারদ রাজার বাক্য শ্রবণে দয়ালু হইয়া তাঁহার নিকট এক পুত্রশোকনিবারণক্ষম উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে মানস করিয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমি যে উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন উচ্ছ্বাস বিহীন ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কিরূপে প্রজাসংহার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংসারমধ্যে সংহারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র হইতে ক্রোধজ অনল বিনির্গত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ সেই ক্রোধানল দ্বারা দশ দিক্ দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ব্রহ্মার কোপানলে স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে বেদপতি যজ্ঞেশ্বর দেবদেব মহাদেব প্রজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহেশ্বর! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, প্রকাশ কর, আমি অচিরাৎ তোমার কামনা পূর্ণ করিব।

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি প্রজা সৃষ্টি করুন, এই আমার প্রার্থনা। এই সমস্ত প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব ইহাদিগের উপর কোপ প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। হে দেব! আপনার তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণ দগ্ধ হইতেছে; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত করুণাসঞ্চার হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আপনি ইহাদিগের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন।

প্রজাপতি কহিলেন, মহেশ্বর! আমি প্রজাবর্গের উপর ক্রোধাবিষ্ট হই নাই। প্রজাসকল উৎসন্ন হউক, আমার এরূপ অভিলাষও নহে। আমি কেবল বসুমতীর ভার লাঘবের নিমিত্ত প্রজাগণের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই বসুন্ধরা লোকভরে আক্রান্ত ও জলতলে নিমগ্নপ্রায় হইয়া প্রজাসংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করাতে আমি কিরূপে প্রবীণ প্রজাগণকে সংহার করিব, ইহা চিন্তা করিয়াছিলাম। তখন আমি ঐ বিষয় চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে অবধারণ করিতে পারিলাম না, তখন আমার অন্তরে ক্রোধসঞ্চার হইল।

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রজাসকল বিনাশ করিবেন না। দেখুন, এই চরাচর চতুর্ব্বিধ ভূত একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। সমস্ত জগতে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইয়াছে। অতএব আমি আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইলে আর প্রত্যাগত হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবেই আপনার তেজ প্রতিসংহার করুন। যাহাতে এই সকল প্রজা আর না দগ্ধ হয়, আপনি হিতাভিলাষপরবশ হইয়া তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমাকে অধিদেবত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, যেন প্রজারা সমূলে উন্মূলিত না হয়। অতঃপর উহারা যাহাতে বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ উপায় করা আপনার কর্ত্তব্য।

দেবদেব মহাদেব এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃপাপরবশ হইয়া পুনরায় আপনাতে তেজ প্রতিসংহার করিয়া ভূতগণের জন্মমৃত্যুর নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধসম্ভূত তেজ প্রতিসংহার করেন, সেই সময় তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় হইতে পিঙ্গলবসনা, কৃষ্ণনয়না, দিব্যকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যাভরণবিভূষিতা এক নারী প্রাদুর্ভূত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিল। ব্রহ্মা ও রুদ্রদেব সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক মৃত্যু নামে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মৃত্যো! তুমি এই প্রজা সমুদায়কে বিনাশ কর। আমি রোষাবিষ্ট হইয়া প্রজাদিগের বিনাশার্থ তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। অতএব তোমাকে আমার নিদেশানুসারে কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলকেই নির্ব্বিশেষে বিনাশ করিতে হইবে। তোমার শ্রেয়োলাভ হউক। কমলমাল্যধারিণী মৃত্যু এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া অনবরত অশ্রুধারা মোচন ও করতল দ্বারা উহা ধারণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অনন্তর আয়তলোচনা মৃত্যু কথঞ্চিৎ স্বীয় দুঃখ সংবরণ পূর্ব্বক প্রজাগণের হিতার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! মাদৃশ অবলা আপনা হইতেই সম্ভূত হইয়া কিরূপে সমুদায় জীবের ভয়োৎপাদন-পূর্ব্বক ক্রূরকার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে? আমি অধর্ম্মে একান্ত ভীতা; অতএব আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে ধর্ম্মকার্য্যে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। বালক, বৃদ্ধ ও যুবাগণ আমার কি অপরাধ করিয়াছে যে, আমি উহাদিগকে বিনাশ করিব। লোকের প্রিয়পুত্র, প্রিয়বয়স্য এবং পিতা, মাতা ও ভ্রাতা বিনাশ করিতে আমি কখনই সমর্থ হইব না। লোকে আমার হস্তে নিপতিত হওয়াতে তাহার পরিজনগণ কাতর হইয়া আমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবে এবং তাহাদিগের শোকাশ্রুপাতে আমাকে অনন্তকাল দগ্ধ হইতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি একান্ত ভীতা হইয়া আপনার শরণাগতা হইয়াছি। আমি বিনাশ করিলে পাপাত্মারা নরকে নিপতিত হইবে; সুতরাং আমাকেই লোকের নরকের কারণ হইতে হইবে। অতএব এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে লোকবিনাশকার্য্য হইতে বিরত করুন। আমি এক্ষণে আপনার সন্তোষবিধানার্থ তপস্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুন্দরি! আমি প্রজাদিগের সংহারার্থ তোমারে সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া প্রজাগণের সংহার কার্য্যে ব্যাপৃত হও। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তোমাকে অবশ্যই আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কিছুমাত্র উত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহার মুখাপেক্ষায় বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কমলযোনি বারংবার তাঁহাকে প্রজানাশের অনুরোধ করাতে তিনি পরিশেষে মৃতপ্রায় হইয়া মৌনভাবে রহিলেন। লোক-

পিতামহ ব্রহ্মা মৃত্যুকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া হাস্যমুখে প্রজাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ব্রহ্মার ক্রোধশান্তি হইলে মৃত্যু প্রজাসংহারবিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক সত্বর গোতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় একপদে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চদশপদ্মসংখ্যক বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। তৎপরে অমিততেজা ভগবান্ কমলযোনি পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি অতঃপর আমার বচন প্রতিপালন কর। তখন মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ ও তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া পুনরায় বিংশতিপদ্মসংখ্যক বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি অযুতপদ্মসংখ্যক বৎসর মৃগগণের সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিলেন এবং বিংশতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া আট সহস্র বৎসর জলে অবস্থানপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি কৌশিকী নদীতে গমন করিয়া তথায় জল ও বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রজাদিগের হিত সাধনার্থ পর্য্যায়ক্রমে ভাগীরথীতীর ও সুমেরু পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন; তদনন্তর দেবগণ হিমালয়ের যে প্রদেশে অবস্থান করেন, সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সন্তোষসাধনার্থ নিখর্ব্ব-সংখ্যক বৎসর অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

তখন সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! কেন আর তপোনুষ্ঠান করিতেছ, আমি যাহা কহিয়াছি, অতঃপর তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন মৃত্যু পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি প্রজাসংহার করিতে সমর্থ হইব না। আমি পুনরায় আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপশ্চরণ করিব। মৃত্যু এই কথা কহিলে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে অধর্ম্মভয়ে ভীত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! প্রজাসংহার নিবন্ধন তোমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। তুমি নির্ভয়ে প্রজাগণকে সংহার কর। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই অন্যথা হইবার নহে। তুমি প্রজাসংহার করিয়া সনাতন ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। আমি এবং অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিলাম। আমি এক্ষণে তোমাকে এই এক অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি যে, প্রজাগণ ব্যাধি-নিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা কখনই তোমার দোষ কীর্ত্তন করিবে না। আর তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষগণকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীদিগকে, ক্লীব হইয়া ক্লীব সমুদায়কে আক্রমণ করিবে।

দেবাদিদেব ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! আমি কখনই প্রজাগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইব না। তখন লোকপিতামহ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রজাগণকে সংহার কর। যাহাতে তোমার অধর্ম্মস্পর্শ না হয়, আমি তাহার উপায় বিধান করিব। তুমি স্বীয় নয়নবিগলিত যে অশ্রুবিন্দু সমুদায় স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই অশ্রুবিন্দু সকল ঘোরতর ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথাসময়ে মানবগণকে বিনাশ করিবে। তুমি জীবগণের বিনাশ সময়ে তাহাদের নিকট কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও। তাহা হইলে তাহারাই মানবগণের বিনাশসাধক হইবে। তুমি রাগদ্বেষ পরিশূন্য; সুতরাং তোমাকে অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে না; প্রত্যুত তোমার ধর্ম্মলাভই হইবে। অতএব তুমি এইরূপে ধর্ম্ম প্রতিপালনে রত হও, আপনাকে অধর্ম্মে পাতিত করিও না। এক্ষণে স্বীয় অধিকার অবলম্বন পূর্ব্বক জীবগণকে সংহার করাই তোমার কর্ত্তব্য।

তখন মৃত্যু ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা প্রাণিগণের সংহারসাধনে অঙ্গীকার করিলেন। সেই অবধি তিনি কামক্রোধকে প্রেরণ পূর্ব্বক জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণসংহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মৃত্যুর অশ্রুপাত সকল ব্যাধিস্বরূপ। ঐ ব্যাধি-প্রভাবে মনুষ্যদিগের শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে। অতএব প্রাণিগণের প্রাণনাশনিবন্ধন শোক করা কর্ত্তব্য নহে। জীবগণের ইন্দ্রিয় সমুদায় যেমন সুষুপ্তি সময়ে বিরত এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণও একবারে পরলোকে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে পুনরায় আগমন করিয়া থাকে। মহাতেজস্বী ভীষণনিনাদসম্পন্ন বায়ু সমুদায় জীবের জীবনস্বরূপ হইয়া দেহীদিগের নানাবিধ দেহে অবস্থান করিতেছে। এই নিমিত্ত বায়ুকেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সময়ক্রমে দেবতারা মর্ত্ত্যসংজ্ঞা এবং মনুষ্যগণ দেবত্বলাভ করিয়া থাকেন। আপনার পুত্র স্বর্গে গমন করিয়া সুখে বিহার করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না।

হে মহারাজ! মৃত্যু এইরূপে ভগবান্ কমলযোনি কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া স্বীয় অশ্রুপাতজনিত ব্যাধি সমুদায়ের সাহায্যে যথাকালে জীবগণকে সংহার করিয়া থাকেন।

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্ম কি পদার্থ এবং কি হইতেই বা উৎপন্ন হয়? ইহলোকে মঙ্গললাভের নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান করা যায় তাহাই কি ধর্ম্ম, বা পরলোকের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় অথবা এই লোক ও পরলোক এই উভয় লোকের নিমিত্ত যাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম? আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সদাচার, স্মৃতি, বেদ ও অর্থ এই চারি বিষয় ধর্ম্মের জ্ঞাপক। মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্মনির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। লোকযাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্ত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ইহকাল ও পরকালে সুখরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই পাপ ভোগ করিতে হয়। পাপপরায়ণ পুরুষেরা কদাচ পাপ হইতে বিমুক্ত হয় না। কিন্তু কেহ কেহ আপৎকালে পাপাচরণ করিয়াও নিষ্পাপ হয় এবং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াও সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আচারই ধর্ম্মের আশ্রয়; সেই আচার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম অবগত হইবে। মনুষ্যের স্বভাব এই, তাহারা আপনার অধর্ম্ম কিছুতেই প্রকাশ করে না, কিন্তু অন্যের পাপাচার সুপ্রচারিত করিয়া থাকে। দেখ, তস্কর অরাজক রাজ্যে অন্যের অর্থ অপহরণ করিয়া অশঙ্কিতচিত্তে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন অন্যে তাহার ধন গ্রহণ করে, তখন সে রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার নামে অভিযোগ করিয়া থাকে। সে সময়েও স্বধনসন্তুষ্ট ব্যক্তিদিগের ধন হরণ করিতে তাহার স্পৃহা জন্মে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধস্বভাব এবং যে আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া জ্ঞাত আছে, সে নির্ভয়ে রাজদ্বারে গমন করিতে পারে। সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; সত্যে সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাপপরায়ণ উগ্রস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যেরা সত্যপ্রভাবেই নিয়মস্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিহার ও পরস্পর একতাবন্ধন করিয়া থাকে। তাহারা যদি নিয়মের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরস্পর বিনষ্ট হইয়া যায়। পরস্বাপহরণ না করাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন বলবান্ ব্যক্তি "পরধন অপহরণ করা অকর্ত্তব্য" ইহা দুর্ব্বলদিগের বাক্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। দৈব তাহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে কেহই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বা সুখী নাই। অতএব সরলভাব অবলম্বন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যিনি কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পবিত্রভাবে নির্ভয়ে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর অসাধু, তস্কর বা ভূপাল হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতে হয় না। তস্কর নগরপ্রবিষ্ট মৃগের ন্যায় সকল লোক হইতেই ভীত হইয়া থাকে এবং আপনার ন্যায় অন্যকেও পাপপরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধস্বভাব সে প্রফুল্লমনে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে এবং কদাপি অন্য হইতে আপনার অনিষ্ট শঙ্কা করে না। যাঁহারা প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠাননিরত তাঁহারাই দানধর্ম্মের বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ধনীরা দৈবের প্রতিকূলতা বশত ঐ বিধিকে দরিদ্রনির্দ্দিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, এই জীবলোকে কাহারই সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ বা সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অন্যে তাহার অনিষ্ট করিলে সহ্য করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা কি তাহার উচিত? যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন রমণীর উপপতি হয়, অন্যের দোষ সহ্য করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সে প্রায়ই অন্যকে সেই রমণীর উপপতি হইতে দেখিলে তাহার সেই দোষ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

যে ব্যক্তি সুখে জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, অন্যের প্রাণ সংহার করা তাহার নিতান্ত কর্ত্তব্য নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া বোধ করিবে, তাহা অন্যের হিতকর জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন নির্ধন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিবে। এই কারণেই ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত কুসীদবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিলে দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সতত সেই পথ আশ্রয় করাই উচিত। যদি কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকে, তথাচ ধর্ম্মপথে বিচরণ করাই কর্ত্তব্য। মনীষিগণ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহাতেই স্থিরনিশ্চয় হও। পূর্ব্বে বিধাতা ধর্ম্মকে দয়াপ্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সাধু ব্যক্তিরা সেই পরম ধর্ম্মলাভের নিমিত্তই সতত সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ইহা অনুধাবন করিয়া সরলতা অবলম্বন কর, কদাচ কপট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যেরূপ সূক্ষ্ম বেদবোধিত ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন, আমার হৃদয়ে তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, আমি অনুমান আশ্রয় করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারি। আপনি আমার হৃদ্গত প্রায় সমুদায় প্রশ্নই কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি কুতর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর একটী প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্ম প্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে, কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা কখনই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না, অবিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম যেরূপ, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সেরূপ নহে। আপদ্ অসংখ্য, সুতরাং আপদ্ধর্ম্মও বিবিধ প্রকার। অতএব শাস্ত্রপাঠ দ্বারা সমুদায় আপদ্ধর্ম্ম কিরূপে বোধগম্য হইতে পারে? শাস্ত্রে সাধুদিগের আচারকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই লক্ষণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও সাধু ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ; সুতরাং উহা দ্বারা কে সাধু ও ধর্ম্ম কি, তাহা নিরূপণ করা যায় না। দেখুন, শূদ্রগণ মুমুক্ষু হইয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তাদি শ্রবণ করাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইতেছে এবং অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞার্থ বিবিধ হিংসাকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতেও তাঁহাদের ধর্ম্মসঞ্চয় হইতেছে; সুতরাং ধর্ম্ম কি রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? আর দেখুন, বেদ সমুদায়ের প্রতিযুগেই হ্রাস হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে যখন কালভেদে বৈদিক কর্ম্মের ভিন্নভাব হইল, তখন বেদবাক্য যে যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, উহা কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। বেদ হইতে সমুদায় স্মৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে, অতএব যদি বেদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইল, তবে তৎসমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রকেও অপ্রমাণ করিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, ধার্ম্মিকেরা কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে বলবান্ দুরাত্মারা উহার যে অংশে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, সেই অংশ সেই অবধি একবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। ফলত আমরা অবগত থাকি বা না থাকি এবং অন্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও বুঝিতে পারি বা না পারি, ধর্ম্মতত্ত্ব যে ক্ষুরধার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর তাহার আর সন্দেহ নাই। যজ্ঞাদি ধর্ম্ম প্রথমত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অদ্ভুত রূপে লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা উহাকে অনিত্য বলিয়া পর্য্যালোচনা করেন, তখন তাঁহাদের উহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা গোসমূহের জলপানার্থ ক্ষুদ্র খাত ও ক্ষেত্রে জলসেক করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিলে যেমন ঐ সমুদায় ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ বেদবোধিত ধর্ম্ম যুগে যুগে কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অসাধু ব্যক্তিরা লোকের অভিযোগাদি কার্য্য সমাধান, কেবল ধনসংগ্রহের অভিলাষে কার্য্য সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য্যসাধনের নিমিত্ত মিথ্যা আচারই অবলম্বন করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিরা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, মূঢ় ব্যক্তিরা তাহা [illegible] করিয়া সাম্প্রতিককে উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করে। দেখুন, দ্রোণাদি মহাত্মারাও [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] আশ্রয় করিয়াছিলেন [illegible]

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের পূর্ব্বাংশ (right column) follows:

কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক অসদাচারী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন এবং কোন কোন ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকার আচারেরই ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমার এই বোধ হইতেছে, শ্রুতি বা স্মৃতি ধর্ম্মের নির্ণায়ক নহে; পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অদ্যাপি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইতেছে।

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তুলাধার জাজলি সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে জাজলি নামে এক বনচারী ব্রাহ্মণ সমুদ্রতটে আগমন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে চীর, অজিন ও জটাধারণপূর্ব্বক পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সংযমী ও নিয়মিত আহারী হইয়া অসংখ্য বৎসর অতিবাহিত করেন। একদা ঐ মহাতেজস্বী স্বীয় তপঃপ্রভাবে জলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ধ্যান বলে সমুদায় লোক বিচরণ ও নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এই বিশ্বসংসারমধ্যে আমিই অদ্বিতীয়। জলমধ্যে অবস্থান করিয়া আকাশগত গ্রহনক্ষত্রাদি অবগত হওয়া আমি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নহে।

তপস্বী জাজলি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ শূন্য হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কহিল, ভদ্র! এরূপ বাক্যোচ্চারণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। বারাণসীমধ্যে বণিক্ধর্ম্মাবলম্বী তুলাধার নামে যে যশস্বী মহাপুরুষ অবস্থান করিয়া থাকেন, তিনিও কখন এরূপ কথা উচ্চারণ করিতে পারেন না। রাক্ষসগণ এই কথা কহিলে মহাতপা জাজলি তাহাদিগকে কহিলেন, নিশাচরগণ! আমি সেই বিজ্ঞবর মহাযশস্বী তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাষ করি। তখন রাক্ষসগণ তাঁহাকে সমুদ্রমধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া কহিল, দ্বিজবর! তুমি এই পথ অবলম্বন করিয়া বারাণসীতে গমন কর। রাক্ষসগণ এইরূপে পথ প্রদর্শন করিলে জাজলি তাহাদের নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভগবান্ জাজলি পূর্ব্বে কি কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! বানপ্রস্থ ধর্ম্মবেত্তা ভগবান্ জাজলি ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে স্নান, হুতাশনে আহুতি প্রদান, একাগ্রচিত্তে বেদপাঠ ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যাহার পর নাই কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতেন; কিন্তু কখনও আমি ধার্ম্মিক এইরূপ মনে করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতেন না। সময়ে সময়ে বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে তিনি অনাবৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মস্তকে ধারাপাত সহ্য করাতে এবং বনমধ্যে বারংবার গমনাগমননিবন্ধন তাঁহার কেশপাশে সতত ধূলিপটল সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার মস্তকে জটাভার রুক্ষ ও গ্রন্থিযুক্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে তিনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত কাষ্ঠস্তম্ভের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্থিরচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় দুইটী চটক পক্ষী তৃণাদি আহরণ করিয়া তাঁহার মস্তকস্থিত জটামধ্যে কুলায় নির্ম্মাণ করিল। পরম দয়ালু মহর্ষি জাজলি তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করাতে বিহঙ্গমিথুন বিশ্বস্তচিত্তে সেই কুলায়মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর বর্ষা অতীত ও শরৎকাল সমুপস্থিত হইলে তাহারা পরস্পর মিলনে কামাসক্ত হওয়াতে চটকীর গর্ভসঞ্চার হইল। কিয়দ্দিন পরে চটকী ঐ মহর্ষির মস্তকেই অণ্ড প্রসব করিল। তেজঃপুঞ্জকলেবর ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজবর তাহা অবগত হইয়াও অবিচলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গমিথুনও পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রতিদিন ইতস্তত বিচরণ পূর্ব্বক [illegible] আহরণ করিয়া নিজ বাসে [illegible] করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তাহাদের অণ্ড সকল [illegible] শাবক সমুদায় নির্গত হইল। [illegible]

জাজলির মস্তকে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তথাপি ঐ ব্রতধারী ধর্ম্মাত্মা নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ শাবক-জাতপক্ষ হইলে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া মহর্ষির মন নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গমমিথুনও স্বীয় শাবকগণকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহা আহ্লাদে তাহাদিগের সহিত সেই ঋষিমস্তকস্থিত কুলায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দ্বিজবর সেই জাতপক্ষ শাবক-গুলিকে প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে ক্ষণমাত্র ইতস্তত উড্ডয়ন পূর্ব্বক পুনরাগমন করিতে দেখিলেন। কিয়দ্দিন পরে তাহারা পিতামাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনারাই একবার গমন পূর্ব্বক পুনরায় আগমন, কোন দিন সমস্ত দিবা-ভাগ অতিবাহিত করিয়া নিয়মার্থ সায়ংকালে প্রত্যাগমন এবং কখন বা পাঁচ দিন অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ দিনে পুনরাগমন করিতে লাগিল। তথাপি মহাত্মা জাজলি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। এইরূপে পক্ষিগণ ক্রমে ক্রমে উত্তমরূপে উড্ডয়ন অভ্যাস করিল। পরিশেষে যখন উহারা একবার জাজলির মস্তক হইতে অন্যত্র গমন করিয়া একমাস অতীত হইলেও প্রত্যাগত হইল না, তখন জাজলি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐ অবধি তাঁহার অন্তঃকরণে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। পক্ষিগণ যে তাঁহার মস্তকে নির্ব্বিঘ্নে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অন্য স্থানে গমন করিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তৎপরে তিনি নদী-জলে স্নান ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে লাগিলেন।

একদা মহাত্মা জাজলি স্বীয় মস্তকে চটকপক্ষিগণ সমুৎপন্ন হইল বিবেচনা করিয়া আস্ফোটনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে "আমিই যথার্থ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছি" বলিয়া মহা আস্ফালন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল "জাজলে! তুমি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে মহাত্মা তুলাধারের তুল্য হইতে সমর্থ হইবে না। তুলাধার নামে যে মহাপ্রাজ্ঞশালী মহাত্মা বারাণসীমধ্যে অবস্থান করেন, তিনিও তোমার মত গর্ব্বিতবাক্য প্রয়োগে উপযুক্ত নহেন।" অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হওয়াতে জাজলি রোষাবিষ্ট হইয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বহুকালের পর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহাত্মা তুলাধার সন্তুষ্টচিত্তে পণ্য দ্রব্য সমুদায় বিক্রয় করিতেছেন। ঐ মহাত্মা বণিক্ জাজলিকে সমাগত দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রীতমনে স্বাগত সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি সমুদ্রকচ্ছে অবস্থান করিয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মের যথার্থ মহিমা কিছুমাত্র অবগত হন নাই। আপনি তপঃসিদ্ধ হইলে আপনার মস্তকে কতকগুলি পক্ষিশাবক জন্মিয়াছিল। আপনি তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভয় প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু যখন সেই শাবক-গুলি জাতপক্ষ হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন আপনি ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া মহাগর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় এক দৈববাণী প্রভাবে আমার বৃত্তান্ত আপনার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে আপনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমাকে আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিতে হইবে, অনুজ্ঞা করুন।

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাত্মা তুলাধার এই কথা কহিলে জাপকাগ্রগণ্য মহামতি জাজলি তাঁহাকে কহিলেন, হে বণিক্‌পুত্র! তুমি রস, গন্ধ, বৃক্ষ, ওষধি ও ফল-মূল সমুদায় বিক্রয় করিয়াও কি রূপে এরূপ নিশ্চল বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিলে, তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ বৈশ্যকুলোদ্ভব জ্ঞানতৃপ্ত মহাত্মা তুলাধার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জাজলে। আমি সর্ব্বভূতহিতকর পুর্ব্বতন সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছি। প্রাণিগণের প্রতি অহিংসা অথবা বিপদ্-কালে অল্পমাত্র হিংসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করাই প্রধান ধর্ম্ম। আমি তদনুসারে কেবল পরিচ্ছিন্ন কাষ্ঠ ও তৃণাদির ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিতেছি। অলক্ত, পদ্মককাষ্ঠ, তুঙ্গকাষ্ঠ, কস্তুরী প্রভৃতি বিবিধগন্ধ-দ্রব্য এবং সুরা ব্যতীত বিবিধ রসের অকপটে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। যে ব্যক্তি সকলের সুহৃৎ এবং যিনি কায়-মনোবাক্যে সকলের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। অনুরোধ, বিরোধ, দ্বেষ ও কামনা পরিত্যাগ এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে দৃষ্টিপাত এই সমুদায়ই আমার প্রধান নিয়ম। আকাশমণ্ডল যেমন মেঘাদি-সংযোগে বিবিধাকার ধারণ করে, তদ্রূপ একমাত্র জগদীশ্বর সর্ব্ব-জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ করিতেছেন। আমি এই বিবে-চনা করিয়া অন্যের কার্য্যদর্শনে প্রশংসা বা নিন্দা করি না। আমি সমু-দায় লোককে সমান বলিয়া জ্ঞান করি। লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে আমার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান নাই। আমি অন্ধ বধির ও উন্মত্তের ন্যায় বিষয়ভোগ-রহিত হইয়া কালযাপন করিতেছি। বৃদ্ধ, আতুর ও কৃশ ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমারও অর্থ, কাম ও ভোগবিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। লোকে যখন স্বয়ং কাম, বিদ্বেষ ও ভয় পরিত্যাগ করে, অন্যকে ভয় প্রদর্শন না করে, কায়মনোবাক্যে কোন জীবের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। অভয়দানের তুল্য পরমধর্ম্ম আর নাই। যে ব্যক্তি নিতান্ত ক্রূরভাষী ও কঠিন দণ্ডকারী এবং লোকে মৃত্যুমুখের ন্যায় যাহা হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহ মহাভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি পুত্রপৌত্রসমন্বিত হিংসাবিহীন মহাত্মা বৃদ্ধ-গণের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া আছি। মূঢ়েরা সদাচারের কিয়দংশ বিরুদ্ধ দেখিয়া সমুদায় সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। কিন্তু বিদ্বান্ জিতে-ন্দ্রিয় ব্যক্তিরা সদাচারের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে যে অবলম্বন ও দ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুজনাচরিত আচার আশ্রয় করে, তাহারই অচিরাৎ ধর্ম্ম লাভ হয়। যেমন নদীবেগসহকারে কাষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ ও বিচ্ছেদ হয়, তদ্রূপ কর্ম্মপ্রবাহ দ্বারা পিতৃপুত্রাদির পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা কখন কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন না করেন, তিনিই সর্ব্বদা সমুদায় প্রাণী হইতে অভয় লাভ করিতে সমর্থ হন। লোক সমুদায় ভীষণ গর্জ্জনশীল বৃকের ন্যায় যে ব্যক্তি হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি সমুদায় লোক হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা এই অভয়দানরূপ আচার প্রতিপালন করেন, তাঁহারা সর্ব্বসম্পন্ন, উৎকৃষ্ট ভোগশালী ও সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে পারেন। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে তাঁহাদিগকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা-দিগের হৃদয়ে অল্পমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিহিত আছে, তাহারা কীর্ত্তিলাভের নিমিত্ত অভয়দানরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; আর যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্ম-বিষয়ে সমধিক পারদর্শী, তাঁহারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্তই লোকদিগকে অভয়দান করিয়া থাকেন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশ দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, একমাত্র অভয়দান দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীকে অভয়দান করে, সেই ব্যক্তির সমুদায় যজ্ঞের ফল ও অভয় লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ফলত অহিংসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কখন কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই আর লোক সমু-দায় গৃহগত সর্পের ন্যায় যাহার ভয়ে সতত উদ্বেগযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি কি ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সমুদায় প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, দেবগণও তাঁহার সর্ব্বলোকাতিগ পদ অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন।

অভয়দান সমুদায় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই। কাম্য কর্ম্মা-নুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিরা একবার সৌভাগ্যশালী হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়নিবন্ধন পুনরায় দুর্ভাগ্যযুক্ত হয়, এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বিনশ্বর কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। কোন ধর্ম্মই কারণশূন্য নহে। বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মলাভজনক ও স্বর্গাদিপ্রাপ্তিসাধন এই উভয়বিধ ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে স্বর্গাদিপ্রাপক ধর্ম্ম স্থূল এবং ব্রহ্মপ্রাপক অভয়দানরূপ ধর্ম্ম সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মধর্ম্ম নিতান্ত গূঢ় বলিয়া অনেকে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ সাধুদিগের আচার দর্শন করিয়া ঐ ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া থাকেন। যাহারা গোসমূহের মুষ্কমোচন ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহাদিগকে গুরুভারে নিপীড়িত বদ্ধ ও দমিত করে, যাহারা বিবিধ প্রাণীর প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাহাদিগের মাংস ভক্ষণে

প্রবৃত্ত হয়, যাহারা ভৃত্যগণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বয়ং সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহারা স্বয়ং স্বর্বেন্দ্রিয়নিরোধজনিত দুঃখ পরিজ্ঞাত হইয়াও দিবানিশি অন্যকে সেই দুঃখে দুঃখিত করে, তুমি তাহাদিগের নিন্দা না করিয়া আমাকে কি নিমিত্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করিতেছ। পঞ্চেন্দ্রিয় সংযুক্ত প্রাণি মাত্রেই সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, প্রাণ, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি দেবগণ বাস করিতেছেন; অতএব যাহারা প্রাণিগণের বিক্রয় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া দেহত্যাগ করে, তোমার মতে কি তাহারা নিন্দনীয় নহে? ছাগে অগ্নি, মেষে বরুণ, অশ্বে সূর্য্য, পৃথিবীতে বিরাট্ এবং ধেনু ও বৎসে চন্দ্র অবস্থান করিতেছে, অতএব যে ব্যক্তি এই সমুদায় বিক্রয় করে, তাহার কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না; কিন্তু তৈল, ঘৃত, মধু ও ঔষধ সমুদায়ের বিক্রয় দ্বারা কোন পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। মানবগণ দংশ-মশকবিহীন দেশে অবস্থিত সুখসংবর্দ্ধিত পশুদিগকে মাতার প্রিয় বুঝিতে পারিয়াও কৃষ্যাদিকার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবিধরূপে আক্রমণ পূর্ব্বক বহু-দংশসমাকুল কর্দ্দমাকীর্ণ দেশে সমানীত এবং গোসমূহ ভারবহনে অনুপযুক্ত হইলেও তাহাদিগকে গুরুতরভাবে নিপীড়িত করে। আমার মতে ঐ সমুদায় কার্য্য ভ্রূণহত্যা অপেক্ষাও গর্হিত। অনেকে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুত উহা অতিশয় নিন্দনীয়। দেখ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি বিদারণ করিলে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট হয়। ও লাঙ্গল সংযোজিত বৃষ সমুদায় নিতান্ত নিপীড়িত হয়। গোসমুদায় অঘ্না নামে বিখ্যাত আছে। অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট বা নিপীড়িত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বৃষ অথবা গাভীর হিংসা করে, তাহাকে মহৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

পূর্ব্বে মহারাজ নহুষ মধুপর্ক দানসময়ে গোবধ করাতে মহাত্মা তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, মহারাজ! তুমি মাতৃতুল্য গাভি ও প্রজাপতিতুল্য বৃষকে বিনষ্ট করিয়া যাহার পর নাই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমার যজ্ঞে হোম করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। তোমার নিমিত্ত আমরা অতিশয় ব্যথিত হইলাম। তপোধনেরা রাজা নহুষকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তপোবলে বুঝিতে পারিলেন যে, নহুষ জ্ঞান পূর্ব্বক ঐ পাপের অনুষ্ঠান করেন নাই। তখন তাঁহারা সেই নহুষকৃত পাপকে একাধিক শতসংখ্যক ব্যাধিরূপে বিভিন্ন করিয়া সমুদায় প্রাণীর উপর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই গোবধজনিত অজ্ঞানকৃত হইয়াও সর্ব্বলোকের অপকারক হইল। হে জাজলে! তুমি কেবল পূর্ব্বের আচারমাত্র দর্শন করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; কিন্তু ঐরূপ আচরণ যে নিতান্ত অশুভাবহ, তাহা কখনই তোমার বোধগম্য হয় না। অতএব যে কার্য্য দ্বারা সমুদায় জীবের অভয়লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেবল লোকাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার হিংসা করে আর যে আমার প্রশংসা করিয়া থাকে, আমি তাহাদের উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। কেহই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। পণ্ডিতেরা এইরূপ ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা প্রতিনিয়ত এই যুক্তিসম্পন্ন যোগিগণ-সেবিত পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জাজলি কহিলেন, হে বণিক্! তুমি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মনুষ্যদিগের স্বর্গদ্বার ও বৃত্তিরোধ করিতেছ। কৃষি-কার্য্য দ্বারা ধান্যাদি উৎপন্ন হয়। তুমিও সেই ধান্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া জীবিত রহিয়াছ। দেখ মনুষ্যের পশু ও ধান্যাদি দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে। উহারা জীবিত থাকিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। তুমি এক্ষণে নিতান্ত নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিলে। জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া কি কেহ কখন জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? তুলাধার কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীবগণ যেরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহা আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। আপনি আমাকে নাস্তিক জ্ঞান করিতেছেন, বস্তুত আমি নাস্তিক নহি এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করি না। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ পরিজ্ঞাত আছে এরূপ লোক নিতান্ত দুর্লভ। আমি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য অন্নযাগ ও অন্নযাগবেত্তা মহাত্মাদিগকে নমস্কার করি। যাহা হউক, এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কর্ত্তব্য অন্নযাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য হিংসাময় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেখুন, লুব্ধস্বভাব ধনপরায়ণ আস্তিকেরা বেদবাক্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া, সত্যের ন্যায় লক্ষিত, মিথ্যাময় ক্ষত্রিয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও যজমানকে বিবিধ বস্তুদানে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। যজমান সেই সমস্ত দ্রব্যসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করে এবং তন্নিবন্ধন তস্করতা প্রভৃতি বিবিধ অসৎকার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। যে হবনীয় দ্রব্য ন্যায়পথে উপার্জ্জিত হয়, তদ্দ্বারাই দেবতারা সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, নমস্কার, হবি, স্বাধ্যায় ও ওষধি দ্বারা দেবগণের পূজা সমাহিত হইয়া থাকে। যাহারা কামসম্পন্ন হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সেই সমস্ত যজ্ঞপ্রভাবে লুব্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়। লুব্ধ হইতে লুব্ধ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তি হইতে রাগদ্বেষশূন্য পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজমান ও ঋত্বিক্ সকাম হইলে তাহাদের পুত্র সকাম ও নিষ্কাম হইলে তাহাদিগের সন্তানও নিষ্কাম হয়, সন্দেহ নাই। যেমন নভোমণ্ডল হইতে নির্ম্মল সলিল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যাগযজ্ঞ হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে তাহা আদিত্যমণ্ডলে সংক্রামিত হয়। পরে আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আনুষঙ্গিক সমস্ত কামনা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগকে মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। পৃথিবী লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত না হইয়াই প্রচুর ফল উৎপন্ন করিত। জগতের শুভানুধ্যান দ্বারাই লতাদি সঞ্জাত হইত। ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন পুরুষ যজ্ঞকে ফলপ্রদ ও আত্মাকে ফলভাগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

যাহারা যজ্ঞে ফল জন্মে কি না এইরূপ সংশয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে পরজন্মে অসাধু, ধূর্ত্ত ও লুব্ধ প্রকৃতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কুতর্ক দ্বারা বেদকে অশুভ ফল সম্পাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই অকৃতজ্ঞ আপনার অশুভ কর্ম্ম প্রভাবে পাপাত্মাদিগের গতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি নিত্য কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া অবগত আছেন, যিনি সেই নিত্য কর্ম্মের অকরণে ভীত হন, যিনি ব্রহ্মকে মহাগ্ন্যাদি রূপে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যাহার আপনাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। তাঁহার কার্য্যের অঙ্গহানি হইলেও উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি শূকরাদি জন্তু তাঁহার যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয় তাহাও উৎকৃষ্ট। কিন্তু যে ব্যক্তি সকাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের এইরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। পরম পুরুষার্থলাভলোলুপ বৈরাগ্যযুক্ত ও মৎসরতাশূন্য ব্যক্তিরা সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। যাহারা দেহ ও আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, যোগই যাঁহাদের প্রধান কার্য্য, যাঁহারা সতত প্রণব পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে অন্যকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মই সমস্ত দেবতা; যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে অবগত আছেন, দেবতারা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং তিনি ভোগসুখে তৃপ্ত হইলে তাঁহারাও তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি সমস্ত রস আস্বাদন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইলে নীরস দ্রব্য অভিলাষ করে না, সেইরূপ যিনি জ্ঞানতৃপ্ত, তিনি অন্য কোন বিষয়ে তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন না। যাঁহারা ধর্ম্মের আধার, কার্য্যাকার্য্য-বিচারসমর্থ এবং যাঁহারা ধর্ম্মেই সুখানুভব করেন, তাঁহারা অন্তরাত্মাতে অন্তরাত্মাকে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানবান্ ও সংসার-সাগরের পরপারাভিলাষী, তাঁহারা যে স্থানে শোক দুঃখ ও পতনের ভয় নাই, সেই পবিত্রজনসেবিত পরমপাবন ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁহারা স্বর্গ যশ বা ধন লাভের অভিলাষে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না; কেবল সজ্জনসেবিত পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ঐ সকল মহাত্মা বনস্পতি ওষধি ও ফলমূলকেই যজ্ঞসাধক বলিয়া অবগত আছেন। লুব্ধস্বভাব ঋত্বিক্‌গণ উহাদিগের নিকট কিছুমাত্র ফললাভের প্রত্যাশা নাই বলিয়া উহাদিগকে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করান না। যে সকল ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানবান্, তাঁহারা আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণ রূপে কল্পনা করিয়া প্রজা-

দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর লুব্ধ ঋত্বিক্‌গণ স্বর্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগকেই বাহ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাদিগের স্বর্গলাভের উপায়বিধান করিয়া দেন। আমি এই উভয়বিধ সম্প্রদায়ের কার্য্য দর্শন করিয়া সৎকার্য্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকি। সকাম ব্রাহ্মণ হিংসাত্মক ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উভয়েই দেবগণের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করেন, কিন্তু তন্মধ্যে যিনি সকাম, তিনি পুনরায় ভূমণ্ডলে আগমন করেন; আর যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। জ্ঞানীদিগের সংকল্পমাত্রেই বৃষসকল যানে যোজিত হইয়া উঁহাদিগকে বহন এবং ধেনুসকল দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা সংকল্পমাত্রেই যূপ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হন, যাঁহারা এইরূপে যোগবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যজ্ঞে গোহত্যা করিলেও করিতে পারেন; কারণ তাঁহাদিগকে গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; তথাপি তাঁহারা পশুঘাতে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া ওষধি দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর সকাম মূঢ় ব্যক্তিরা ওষধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশুহিংসা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। হে তপোধন! আমি সকাম ও ত্যাগশীল জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীর কার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবগত হইয়া তাঁহারই বিষয় সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে কিরূপ হইলে জ্ঞানী বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে, তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যিনি কর্ম্মফলপ্রত্যাশাবিরহিত ও কর্ম্মোদ্যোগশূন্য; যিনি অন্যের নমস্কার প্রতিগ্রহ বা অন্যকে নমস্কার করিতে সতত পরাঙ্মুখ থাকেন; যিনি অন্যের স্তবে তুষ্টি লাভ বা অন্যকে স্তব করেন না, যাঁহার কর্ম্মসমুদায় ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করে না এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান না করিয়া কেবল আপনার অভিলাষানুসারে ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে, সে কি বেদমার্গ, কি পিতৃমার্গ কোন পথেই গমন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

জাজলি কহিলেন, হে বণিক্! আমি আত্মযাজীদিগের তত্ত্ব কদাচ শ্রবণ করি নাই; উহা নিতান্ত দুরবগাহ। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের মধ্যে অনেকেই ইহার আলোচনা করেন নাই এবং যাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহা সুপ্রচারিত করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যে সকল পশুপ্রায় মূঢ় ব্যক্তি মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, তাহারা কোন্ কার্য্য দ্বারা সুখলাভ করিবে? তাহা তুমি সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। তোমার বাক্যে আমার অতিশয় শ্রদ্ধা হইয়াছে।

তুলাধার কহিলেন, তপোধন! যে দাম্ভিক পুরুষদিগের যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাদের দোষে অযজ্ঞরূপে পরিণত হয়; তাহারা কোন যজ্ঞেরই অধিকারী নহে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও সমর্থ, তাঁহারা ঘৃত দধি ও পূর্ণাহুতি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা গোপুচ্ছ ও গোশৃঙ্গ-ক্ষালিত-সলিল এবং গোপাদরজ দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। এইরূপে একমাত্র ধেনুই সমর্থ ও অসমর্থ উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক্ সহায়তা সম্পাদন করিয়া থাকে, যাহারা এইরূপে ঘৃতাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাঁহাদিগের একমাত্র শ্রদ্ধাই সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সম্পাদন করে। এইরূপে পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব পশুহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশ যজ্ঞ সম্পাদন করাই শ্রেয়স্কর। সকল নদীই সরস্বতীর ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ, সমস্ত পর্ব্বতই পরম পবিত্র; ফলতঃ যে স্থানে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, সেই স্থানই উৎকৃষ্ট তীর্থ। অতএব তুমি তীর্থপর্য্যটনার্থ দেশ বিদেশ গমন করিও না। যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়া এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করে, তাহার নিশ্চয়ই শুভ লোক প্রাপ্তি হয়। হে যুধিষ্ঠির! তুলাধার এইরূপ যুক্তিসম্মত সজ্জনসেবিত ধর্ম্মের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

প্রধান ধর্ম্ম কি না, তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ঐ দেখুন আপনার মস্তকসম্ভূত পক্ষিগণ এই স্থানে বিচরণ পূর্ব্বক পক্ষপাদাদি সঙ্কুচিত করিয়া স্বীয় স্বীয় কুলায়মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। আপনি উহাদের প্রতি সুতনির্ব্বিশেষে স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উহারাও আপনাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেছে। আপনি উহাদিগের পিতাস্বরূপ, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে উহাদিগকে আহ্বান করুন, উহারাই আপনার "অহিংসাপ্রধান ধর্ম্ম কি না" এই সন্দেহ নিরাকৃত করিবে।

তুলাধার এই কথা কহিলে, মহাত্মা জাজলি পক্ষিগণকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা সমাগত হইয়া তুলাধারের আদেশানুসারে জাজলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! অহিংসাদি কর্ম্ম সমুদায় উভয় লোকেই মানবগণকে পরিত্রাণ করে, আর হিংসাদি কর্ম্ম লোকের বিশ্বাস বিনষ্ট করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। যাহারা সমদমাদিগুণে বিভূষিত হইয়া লাভালাভে সমান জ্ঞান এবং ফলানুসন্ধান না করিয়া কেবল শাস্ত্রশাসননিবন্ধন যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহারাই ধর্ম্মের যথার্থ ফলভাগী হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিবর্দ্ধিনী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন ও বিশুদ্ধ জন্ম প্রদান করিয়া থাকে। উহা ধ্যান ও জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম মন্ত্রবিহীন বা ব্যগ্রতানিবন্ধন অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধাপ্রভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু উহা শ্রদ্ধাবিহীন হইলে কি মন্ত্র, কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই উপলক্ষে পূর্ব্ববৃত্তান্তবেত্তারা যে ব্রহ্মগীত বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দেবতারা শ্রদ্ধাবিহীন পবিত্র ও পবিত্রতাবিহীন শ্রদ্ধাবান্ এই উভয়ের যজ্ঞে প্রতিপাদিত ধন সমান এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদান্য বৃদ্ধিজীবী এই উভয়ের অন্ন তুল্য বলিয়া নির্ণয় করাতে ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের এরূপ নিরূপণ করা ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রদ্ধাবান্ ও পবিত্র এই উভয়ের মধ্যে অশ্রদ্ধানিবন্ধন পবিত্র ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত নিন্দনীয় এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদান্য বৃদ্ধিজীবী এই উভয়ের মধ্যে বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বৃদ্ধিজীবী ব্যক্তি অতিবদান্য হইলেও তাহার অন্ন গ্রহণ করা কদাপি বিধেয় নহে। ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার নাই ও তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও শ্রদ্ধা অপেক্ষা পাপনাশের প্রধান উপায় আর কিছুই নাই। সর্প যেমন স্বীয় জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শ্রদ্ধাবলে পাপকে দূরীকৃত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া সমুদায় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি স্বভাবগত দোষ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ পবিত্র। তপস্যা, আচারব্যবহার ও অভ্যাস প্রভৃতি কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; জগতের সমুদায় জীব শ্রদ্ধাময়। সমুদায় লোকেরই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা থাকে। তন্মধ্যে যাহার সত্ত্বগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে সাত্ত্বিক; যাহার রজোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে রাজস ও যাহার তমোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে তামস বলিয়া বিখ্যাত হয়। ধর্ম্মার্থদর্শী সাধু ব্যক্তিরা এইরূপে ধর্ম্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা মহর্ষি ধর্ম্মদর্শনের নিকট ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এইরূপ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি শ্রদ্ধাবান্ হউন, তাহা হইলেই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবেন। স্বপথস্থিত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ধার্ম্মিক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মহর্ষি জাজলি ও তুলাধার উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাত্মা জাজলি মহানুভব তুলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট তুলাধারের সমুদায় কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, প্রকাশ কর।

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা তুলাধার পুনরায় জাজলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি, সাধু ও অসাধু এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা অহিংসারূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই অহিংসা-

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বিচখ্নু প্রাণিগণের প্রতি সদয় হইয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ঐ নরপতি গোমেধ যজ্ঞে যজ্ঞভূমিস্থ নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ প্র-

ক্ষতদেহ বৃষকে দর্শন এবং গোসমূহের আর্ত্তনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া কহিয়াছিলেন, আহা! গো সমুদায় কি কষ্ট ভোগ করিতেছে! অতঃপর সমুদয় লোকে গাভীসমূহের মঙ্গল লাভ হউক। বিশৃঙ্খল সংশয়াত্মা মূঢ় প্রকৃতি নাস্তিকেরাই হিংসাযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। মানবগণ কেবল কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই যজ্ঞভূমিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই প্রমাণানুসারে সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অহিংসাই সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মফল ও গৃহস্থাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তিরাই ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য যজ্ঞ, বৃক্ষ ও যূপগণের উদ্দেশে পশুচ্ছেদন করিয়া বৃথামাংস ভোজন করে, তাহাদিগের সেই কর্ম্ম কখনই প্রশংসনীয় নহে। ধূর্ত্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু, মৎস্য, আসব ও কৃশরান্নতে আসক্ত হইয়া থাকে। বেদে ঐ সমুদায় ভক্ষণের বিধি নাই। বস্তুত কাম, লোভ ও মোহবশতই লোকের ঐ সকল দ্রব্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমুদায় যজ্ঞেই বিষ্ণুর আবির্ভাব আছে, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদকল্পিত যজ্ঞীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়স দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন। শুদ্ধভাবাপন্ন মহানুভবগণ কর্ত্তৃক যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎসমুদায়ই দেবোদ্দেশে প্রদান করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপদ শরীরকে শুষ্ক করে এবং শরীর আপদের নাশ ইচ্ছা করে, অতএব নিতান্ত হিংসাবিহীন হইলে কি রূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মানবগণ যাহাতে শরীর বিনষ্ট না হয় এবং অহিংসা ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অতি দুরূহ কার্য্য উপদেশ বিষয়ে আপনি আমাদিগের পরম গুরু। এক্ষণে কোন কার্য্য করিতে হইলে উহা শীঘ্র কি বিলম্বে করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত চিরকারীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি বহুকাল চিন্তাপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে অপরাধে লিপ্ত হইতে হয় না। মহর্ষি গৌতমের চিরকারী নামে এক পুত্র ছিলেন। ঐ মেধাবী কার্য্যকুশল মহাত্মা সুদীর্ঘ কাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দীর্ঘকাল কার্য্যচিন্তা, নিদ্রাসেবন ও জাগরণ করিতেন এবং দীর্ঘকালের পর তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হইত বলিয়া লোকে তাঁহাকে চিরকারী বলিয়া আহ্বান করিত। অদীর্ঘদর্শী মূঢ়ব্যক্তিরা তাঁহাকে অলস ও নির্ব্বোধ বলিয়াও কীর্ত্তন করিত। একদা মহর্ষি গৌতম স্বীয় পত্নীকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত বোধ করিয়া রোষভরে সেই চিরকারী পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জননীকে সংহার কর। মহর্ষি পুত্রকে এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা চিরকারী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রিতানিবন্ধন অনেক ক্ষণের পর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বহুকাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে জননীকে সংহার করিতে হয় আর যদি জননীকে সংহার না করি, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়; অতএব এক্ষণে কিরূপে এই ধর্ম্মসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই। পুত্র পিতা ও মাতা উভয়েরই অধীন; সুতরাং পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন ও জননীকে রক্ষা এই উভয়ই পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম। ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে অনাস্থা করিলেই পুত্রকে অধর্ম্মভাজন হইতে হয়। কেহই কখন মাতাকে বিনাশ করিয়া সুখ বা পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পিতাকে অবজ্ঞা না করা এবং জননীকে রক্ষা করা এই উভয় কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল, গোত্র ও কুলের রক্ষার্থ পত্নীতে পুত্র রূপে আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। পিতা ও মাতা উভয়েই আমাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব অবশ্যই আমাকে তাঁহাদিগের উভয়কেই আপনার উৎপত্তির প্রধান হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। পিতা জাতকর্ম্ম ও উপনয়নকালীন যে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার গৌরব দৃঢ় রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণপোষণ ও অধ্যাপনানিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহাও কীর্ত্তিত আছে যে, পিতা পুত্রকে যাহা অনুমতি প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। পুত্র পিতাকে কেবল প্রীতিদান করে; কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদায় দেয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অবিচারিতচিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা পুত্র সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে জন্মদান, অশনবসনাদি প্রদান, বেদাধ্যাপন ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পিতা স্বর্গ, ধর্ম্ম ও তপস্যাস্বরূপ, পিতাকে প্রীত করিলেই দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা উচ্চারণ করেন, সে সমুদায়ই পুত্রের আশীর্ব্বাদ রূপে পরিণত হয়। পিতা আহ্লাদিত হইলে পুত্র সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে ফল পুষ্প নিপতিত হয়; কিন্তু পিতা ক্লেশগ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না।

যাহা হউক পিতা যে পুত্রের পক্ষে সামান্য বস্তু নহেন, তাহা চিন্তা করিলাম; এক্ষণে মাতার বিষয় চিন্তা করি। অরণি যেমন হুতাশনের উৎপত্তির হেতু, তদ্রূপ জননীই এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রধান কারণ। আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের জননীই সুখের একমাত্র আধার। মাতা বর্ত্তমান থাকিলে আপনাকে সহায়সম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনাকে অনাথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। লোকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার জননী বিদ্যমান থাকে, সে পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ও শতবর্ষবয়স্ক হইলেও আপনাকে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম বা অক্ষম হউক, স্থূল বা কৃশই হউক, মাতা সততই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মাতা ব্যতীত পুত্রের পোষণকর্ত্তা আর কেহই নাই। মাতৃবিয়োগ হইলেই লোক আপনাকে বৃদ্ধ ও দুঃখিত বলিয়া জ্ঞান এবং সমুদায় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে। মাতার সমান তাপনাশের স্থান, গতি, পরিত্রাণ ও প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। মাতা জঠরে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অন্নাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্বা এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শৈশবাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতাকে সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্র মাতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহ স্বরূপ। মাংসশোণিতসম্পন্ন কোন্ সচেতন ব্যক্তি স্বীয় দেহের ন্যায় জননীর দেহ বিনষ্ট করিতে পারে? মৈথুন সময়ে পিতা ও মাতা উভয়েই উৎকৃষ্ট পুত্র লাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ অভিলাষ পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই। পুত্র যাহার ঔরসে ও যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করে, তাহা মাতার অপরিজ্ঞাত থাকে না। ভরণপোষণ নিবন্ধন পুত্রের প্রতি জননীর সমধিক প্রীতি ও স্নেহ জন্মে। এ দিকে আবার পিতারই পুত্রে সম্পূর্ণ অধিকার। যদি পুরুষ কোন রমণীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার রক্ষায় পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচারদোষ ঘটিলেও সে নিন্দনীয় হয় না। স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ ভর্ত্তা ও পতিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; এই উভয়বিধ গুণবিরহে তাহাকে ভর্ত্তা বা পতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রী লোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই, প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলে তাহার স্বামীকেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া স্থির করা উচিত। ভর্ত্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। আমার জননী ইন্দ্রকে ভর্ত্তৃসদৃশ রূপসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই বিষয়ে তিনি ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইতে পারেন না। পুরুষেরই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ; স্ত্রীলোক পুরুষেরই একান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না। আমার জননী কামপ্রবৃত্তির নিমিত্ত ইন্দ্রকে কিছুমাত্র অনুরোধ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার অধর্ম্মের সম্ভাবনা কি? প্রত্যুত ইন্দ্রই স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে অধর্ম্মে নিপতিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকমাত্রই অবধ্য; বিশেষতঃ পতিব্রতচারিণী জননী কোনক্রমেই বধার্হা হইতে পারেন না। অবিচক্ষণ পশুরাও এই বাক্যে অনুমোদন

করিবে, সন্দেহ নাই। পিতাতে দেবতা সকলই অধিষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা, কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভ প্রদান করিয়া থাকেন।

চিরকারী দীর্ঘসূত্রিতানিবন্ধন বহুক্ষণ এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। একদা তপোনুষ্ঠানপরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম পত্নী বধদণ্ডের একান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া শান্তজ্ঞানপ্রভাবে অনুতাপিত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, ত্রিলোকাধিপতি পুরন্দর ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক অতিথিভাবে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শান্তবাক্যে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতি যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিয়াছিলাম, আমি আপনারই একান্ত অধীন। আমি তৎকালে এই বিবেচনা করিলাম যে, এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে ইন্দ্র আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তিনি স্বীয় চপলতাদোষে যদি আমার পত্নীর উপর বল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পত্নী কি নিমিত্ত ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইবে। ফলতঃ এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, এই বিষয়ে আমার পত্নী, আমি ও অতিথি ইন্দ্র আমরা কেহই অপরাধী নহি। কেবল পত্নী প্রতিপালন ধর্ম্মের ব্যতিক্রমই ইহাতে অপরাধী হইতেছে। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, ঈর্ষা হইতেই ব্যসন উৎপন্ন হয়। আমি সেই ঈর্ষাপ্রভাবেই স্ত্রীহত্যাজনিত পাপসাগরে নিপতিত হইলাম। পত্নী ভর্ত্তৃদুঃখে দুঃখিত হয় বলিয়া বাসিতা এবং অবশ্য ভরণীয়া বলিয়া ভার্য্যা শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আজি আমি সেই পতিব্রতা ভার্য্যাকে বিনাশ করিলাম। এক্ষণে কে আমাকে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে। আমি উদারবুদ্ধি চিরকারীকে প্রমাদবশতই ভার্য্যাবধে আদেশ করিয়াছি। যদি চিরকারী অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহই আমাকে এই পাতক হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইবে। বৎস চিরকারি! তোমার মঙ্গল হউক; যদি তুমি অদ্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার নাম সার্থক। তুমি আজি আমাকে, তোমার জননীকে এবং এই মাতৃবধরূপ পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা কর; আমি বহুকাল যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহার যেন কোন ব্যাঘাত না জন্মে। তুমি অদ্য যথার্থই চিরকারী হও। বুদ্ধির প্রাখর্য্যনিবন্ধন তুমি স্বভাবতই বহু বিলম্বে কার্য্য করিয়া থাক, আজি যেন তাহার অন্যথা না হয়। আহা! তোমার জননী বহুদিন তোমাকে গর্ভে ধারণ ও তোমা হইতে কত শুভ প্রত্যাশা করিয়াছিল। আজি তুমি আপনার দীর্ঘসূত্রিতা সফল করিয়া তাহার সেই শুভ প্রত্যাশা সফল কর। তুমি কোন কার্য্যে আমার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সন্তাপভয়ে তাহার অনুষ্ঠানে বিলম্ব কর এবং কোন কার্য্যে নিবারণ করিলেও তাহা সংসাধন না করা যুক্তিসিদ্ধ কি না ইহা বিচার করিবার নিমিত্ত বিস্তর বিলম্ব করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে আমাকে ও আমার পত্নীকে এই চিরসন্তাপ হইতে রক্ষা কর।

মহর্ষি গৌতম দুঃখিত মনে এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, আপনার আত্মজ চিরকারী বিষণ্ণ মনে অবস্থান করিতেছেন। চিরকারী পিতা গৌতমকে প্রত্যাগত দেখিয়া শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। গৌতম পুত্রকে প্রণত ও আপনার পত্নীকে লজ্জায় পাষাণভূত দেখিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মার চিত্তবৃত্তি স্ত্রী পুত্রের প্রতি কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। মাতৃবধ-পরাঙ্মুখ শস্ত্রপাণি পদাবনত চিরকারীও বিনীতস্বভাবনিবন্ধন পিতার কঠিন আজ্ঞা বিস্মৃতপ্রায় হইলেন। তখন পিতা গৌতমও পুত্রকে আপনার চরণে নিপতিত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, চিরকারী ভয়প্রভাবেই শস্ত্রগ্রহণচাপল্য সংবরণ করিতেছে।

অনন্তর তিনি চিরকারীর মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার এই কার্য্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি চিরজীবী হও। তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে বিলম্ব করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ; তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেছি না। মহাত্মা গৌতম এই কথা বলিয়া সুধীর চিরকারীদিগের উদ্দেশে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মিত্রবধ ও কার্য্য পরিত্যাগ সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য। অনেকদিন বিবেচনার পর যে মিত্রতা স্থাপিত হয়, তাহা বহুকালস্থায়ী হইয়া থাকে। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা, অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপাচরণ বিষয়ে বহুকাল বিলম্ব করাই বিধেয়। লোকে ভৃত্য ও স্ত্রীলোকের অপরাধ অস্পষ্টরূপে অবগত হইলে তাহাদের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত বহুক্ষণ বিচার করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! মহর্ষি গৌতম স্বীয়পুত্র চিরকারীর এইরূপে চিরকারীতা দর্শনে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। অতএব কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে বহুকাল বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বহুকাল ক্রোধ সংবরণ ও বহুবিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে পরিশেষে আর সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বহুকাল বৃদ্ধবর্গের সহবাস করিবে; দেবতাকে বহুকাল ধ্যান করিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য; বহুক্ষণ কার্য্যানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। বহুকাল পণ্ডিতমণ্ডলীর উপাসনা, শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সেবা ও আত্মার একাগ্রতা সম্পাদন করিলে মনুষ্য সকলের সমাদরভাজন হইতে পারে। যিনি সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর পশ্চাত্তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! মহাতপা মহর্ষি গৌতম সেই আশ্রমে বহুকাল অতিক্রম করিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা কাহারও হিংসা না করিয়া কিরূপে প্রজাপালন করিবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে মহারাজ দ্যুমৎসেন ও তাঁহার পুত্র সত্যবানের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা সত্যবান্ স্বীয় পিতার শাসনানুসারে বধার্হ ব্যক্তিদিগকে সমানীত দেখিয়া পিতাকে কহিলেন, তাত! ইহাদিগকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মও কখন অধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ও কখন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু বধকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, বৎস! যদি তুমি বধ্যের অবধকেও ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তবে অধর্ম্ম কি? দস্যুদিগকে নিপাতিত না করিলে সমুদায় লোকই ক্রমে ক্রমে অসৎপথে পদার্পণ করে। কলিযুগে মনুষ্যগণ অন্যের বস্তু সমুদায় আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং দুষ্টের দমন না করিলে কিরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সত্যবান্ কহিলেন, পিতঃ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকেই ব্রাহ্মণের অধীন করা উচিত। ইহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইলে, সূত মাগধাদি ব্যক্তিরাও ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য অতিক্রম করিলে ব্রাহ্মণ তাহা রাজার নিকট প্রকাশ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলেই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির দণ্ডসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে কাহারও দেহ নাশ না হয়, সেইরূপ শাসন করা আবশ্যক। অপরাধীর কার্য্য ও যথাবিধি নীতিশাস্ত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া বিনাশাত্মক দণ্ডবিধান করা কখনই বিধেয় নহে; রাজা দস্যুগণের সংহার করিলে তাহাদিগের নিরপরাধ পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্রগণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব নরপতি দস্যুকর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া সম্যক্রূপে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। কখন কখন অসাধু ব্যক্তিও সাধু হইতে সচ্চরিত্রতা লাভ করে এবং অসাধু হইতেও সুসন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রাণ বিনষ্ট করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে বধ না করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ, বন্ধন ও মস্তক মুণ্ডনাদি দ্বারা দণ্ড করাই বিধেয়। তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদের পরিজনদিগকে ক্লেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অপরাধিগণ পুরোহিত সভায় পুরোহিতের শরণাপন্ন হইয়া আমরা আর কদাচ এরূপ পাপাচরণ করিব না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দণ্ড না করিয়া পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। বিধাতা এইরূপ শাসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে অজিন ও দণ্ড ধারণ করাইয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডন

করা কর্ত্তব্য। গুরুতর ব্যক্তিগণ অপরাধী হইলে তাঁহাদিগকে একবার ক্ষমা করা উচিত, কিন্তু তাঁহারা বারংবার অপরাধ করিলে তাঁহাদিগকে কখনই ক্ষমা করা বিধেয় নহে।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, বৎস! প্রজাগণকে সৎপথে আনয়ন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি প্রজারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক সৎপথে সমাগত হইতে বাসনা না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে যে কোন প্রকারে হউক সন্মার্গগামী করিতে চেষ্টা করিবেন। দস্যুগণ ধর্ম্মলঙ্ঘন করিলেও যদি তাহাদিগকে নিপাতিত না করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ত্তৃক সমুদায় লোকই পরাভূত হইবে। পূর্ব্বকালে মানবগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ, অল্পদ্রোহনিরত ও ক্রোধবিহীন ছিল; সুতরাং তৎকালে ধিক্কাররূপ দণ্ড প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইত। তৎপরে মনুষ্যগণের দোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে বাগ্‌দণ্ড ও ধনদণ্ড প্রচলিত হয়। এক্ষণে কলিযুগে মানবগণ নিতান্ত পাপপরায়ণ হওয়াতে বধদণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন দস্যুদিগকে বধ করিয়াও অন্যান্য ব্যক্তিকে শাসন করা যায় না। এই ভূমণ্ডলমধ্যে কেহই কাহার নহে; বিশেষতঃ দস্যুদিগের সহিত মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; অতএব তাহাদিগকে বধ করিলে তাহাদিগের পরিজনগণের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ যাহারা শ্মশান হইতে শবাভরণ ও ভূতাবিষ্ট অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে বস্ত্রাদি গ্রহণ করে, শপথাদি দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করা কাহার সাধ্য?

সত্যবান কহিলেন, পিতঃ! যদি আপনি হিংসা না করিয়া দস্যুদিগকে সাধু করিতে না পারেন, তাহা হইলে নরমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করুন। রাজ্যে দস্যুভয় উপস্থিত হইলে ভূপতিদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা প্রজাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া দস্যুভয় নিবারণার্থ তপস্যা করিয়া থাকেন। যখন ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্রজাগণকে সচ্চরিত্র করা যায়, তখন ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব নরপতিগণ সদ্ব্যবহার দ্বারাই প্রজাগণের শাসন করিবেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ ব্যবহার করেন, ইতর ব্যক্তিরাও ক্রমশঃ সেইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। যে রাজা স্বীয় চরিত্রসংশোধন না করিয়া প্রজার চরিত্রশোধনে যত্নবান্ হন, সেই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিষয়াসক্ত ভূপতিকে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যে ব্যক্তি দম্ভ ও মোহবশতঃ রাজার অল্পমাত্রও অহিতাচার করে নরপতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাহার শাসন করিয়া তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যে রাজা কুকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে আপনার চিত্ত বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। বন্ধু ও পুত্রাদিঅপরাধী হইলে তাহাদিগের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজ্যে পাপনিরত নীচ ব্যক্তিরা বিষম দুঃখভোগ না করে, সেই রাজ্যে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া থাকে। পূর্ব্বে একজন দয়াশীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বপিতামহগণও আমাকে এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। সত্যযুগে নরপতিগণ আশ্বাস প্রদান ও দয়া প্রকাশপূর্ব্বক প্রজাগণকে বশীভূত করিতেন। যদি ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ ধর্ম্ম ও কলিযুগে একপাদমাত্র ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, তথাপি ঐ সকল যুগে প্রাণনাশরূপ দণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যবিধ দণ্ড প্রদান করাই রাজার উচিত। রাজার দুশ্চরিত্রতানিবন্ধন কলিযুগ প্রবল হইলে ক্রমে ক্রমে একপাদমাত্র ধর্ম্মেরও ষোড়শাংশের একাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু তখনও বধরূপ দণ্ডবিধান করা বিধেয় নহে। অহিংসারূপ দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন করিলে সাধুদিগের পীড়ন করা হয় না; অতএব রাজা আয়ু, শক্তি ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রজার দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিয়া কহিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মলাভের অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যোগপ্রভাবে যে হিংসা না করিয়াও ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ করা যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। গার্হস্থ্য ও মোক্ষধর্ম্ম উভয়ই মুক্তি প্রদান করিতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম প্রধান?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ঐ উভয় ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টফলপ্রদ ও সাধুজনের সেবনীয়; কিন্তু ঐ উভয় ধর্ম্মই প্রতিপালন করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ উহার প্রমাণ সংস্থাপনপূর্ব্বক গো-কপিলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি ত্বষ্টা নরপতি নহুষের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে, তিনি শাশ্বত বেদবিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় জ্ঞানবান্ সংযমী মহাত্মা কপিল যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া নহুষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকরী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিপ্রভাবে, 'হা বেদ!' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ঐ সময় স্যূমরশ্মি নামে এক মহর্ষি স্বীয় যোগবলে সেই গোদেহে প্রবিষ্ট হইয়া কপিলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদবিহিত হিংসা অবলোকন করিয়া বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু আপনি যে হিংসাশূন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, উহা কি বেদবিহিত নহে? ধৈর্য্যশালী বিজ্ঞানসম্পন্ন তপস্বীরা সমুদায় বেদকেই পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কোন বিষয়েই অনুরাগ বিরাগ বা স্পৃহা নাই। সুতরাং কি কর্ম্মকাণ্ড কি জ্ঞানকাণ্ড তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য। অতএব কোন বেদই অপ্রমাণ হইতে পারে না।

কপিল কহিলেন, আমি বেদের নিন্দা করিতেছি না এবং কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়বিধ বেদের তারতম্য নির্দ্দেশ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। কি সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি গার্হস্থ্য, কি ব্রহ্মচর্য্য লোকে যে ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করুন না কেন, পরিণামে অবশ্যই তাহার উৎকৃষ্ট লাভ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসাদি চারি প্রকার আশ্রমবাসীদিগের চারি প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে সন্ন্যাসী মোক্ষ, বানপ্রস্থ ব্রহ্মলোক, গৃহস্থ স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মচারী ঋষিলোক লাভ করিয়া থাকেন। বেদে কার্য্য আরম্ভ করা ও না করা উভয়েরই বিধি আছে। ঐ বিধি দ্বারা কার্য্যের আরম্ভ অনারম্ভ উভয়ই দোষাবহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বেদানুসারে কার্য্যের বলাবল বিবেচনা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব যদি তুমি বেদশাস্ত্র ভিন্ন যুক্তি বা অনুমান দ্বারা অহিংসা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম স্থির করিয়া থাক, তাহা কীর্ত্তন কর।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ফলকল্পনা করিয়া পরে যজ্ঞ করিতে হয়। ছাগ, অশ্ব, মেষ, ধেনু ও পক্ষী প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য জন্তুসমুদায় এবং ওষধিসকল জীবগণের জীবনধারণের উপায়। প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে ঐ সকল উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা বিধেয়। ভগবান প্রজাপতি ধান্য ও পশু সকল যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যজ্ঞের সৃষ্টি ও ধান্যাদি দ্বারা যজ্ঞে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়াছেন। ধেনু, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর এই সাত আরণ্য; এই চতুর্দ্দশবিধ জন্তু দ্বারা যজ্ঞ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পশু বিনাশ করা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এবং উহা পূর্ব্ব পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অনুমোদিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদায় বিদ্বান্ ব্যক্তিই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যজ্ঞে পশু বিনাশ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও ওষধি প্রভৃতি সকলেই স্বর্গকামনা করে, কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন উহাদিগের স্বর্গলাভের উপায়ান্তর নাই। ওষধি, পশু, বৃক্ষ লতা, আজ্য, দধি, দুগ্ধ, পুরোডাশাদি হবনীয় দ্রব্য, ভূমি, দিক্, শ্রদ্ধা, কাল, ঋক্, যজুঃ, সাম, যজমান ও অগ্নি এই সপ্তদশ পদার্থ যজ্ঞের অঙ্গ। যজ্ঞ লোকপ্রতিষ্ঠার মূল কারণ। গোসমুদায় আজ্য, দধি, দুগ্ধ, গোময়, আমিক্ষা, চর্ম্ম এবং লাঙ্গুল, শৃঙ্গ ও পাদধৌত সলিল দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় দ্রব্য দক্ষিণা ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত মিলিত হইলেই যজ্ঞ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বতন মানবগণ ঐ সমুদায় দ্রব্য আহরণ করিয়াই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। ফলত যাঁহারা ফলাভিসন্ধি না করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই জীবহিংসা বা অন্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন না। ঐ সমুদায় শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞের অঙ্গভূত দ্রব্য পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। ঋষিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে যে, বেদ উহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ শাস্ত্র ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরা উহাতে আস্থা

করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বেদ যজ্ঞের আদি কারণ। যজ্ঞীয় দ্রব্য সমুদায় ব্রাহ্মণে অর্পণ করাই বিধেয়। জগৎ হইতে যজ্ঞ এবং যজ্ঞ হইতে জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রণব বেদের আদি; অতএব প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাদিক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বেদে কথিত আছে এবং সিদ্ধ মহর্ষিরাও কহিয়া থাকেন যে, যিনি সাধ্যানুসারে যজ্ঞের প্রণব, নম, স্বাহা, স্বধা, বষট্‌শব্দ প্রয়োগ করেন, ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। যিনি ঋক্, যজু, সাম এবং সামবেদপূরক শব্দ সমুদায় অবগত হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্র সোমযাগ ও অন্যান্য যজ্ঞ দ্বারা যে ফল লাভ হইয়া থাকে, আপনি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব অবিচারিতচিত্তে স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অন্যকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পরকালে স্বর্গফল লাভ হইয়া থাকে। যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহাদিগের ইহলোকে ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয় না। বেদবেত্তারা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয় বেদকেই প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাত্মা স্যূমরশ্মি গোদেহমধ্য হইতে ঐই কথা কহিলে, কপিল কহিলেন, যোগিগণ কর্ম্মফলের অনিত্যতা দর্শন করিয়া জ্ঞানমার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক পরমাত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সংকল্পমাত্রেই সমুদায় লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা হর্ষবিষাদাদিশূন্য, নমস্কারবিহীন, প্রার্থনা পরিবর্জ্জিত, শুদ্ধস্বভাব, নির্ম্মলচিত্ত, সর্ব্বপাপবিমুক্ত, শোকদুঃখবিহীন, বিষয়বাসনা-পরিত্যাগ ও মোক্ষলাভে কৃতনিশ্চয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে নিত্য সিদ্ধলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি ঐ সকল ব্যক্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে, তাহার গার্হস্থ্যে প্রয়োজন কি?

তখন স্যূমরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে! ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসীরা তত্ত্বজ্ঞান ও পরম গতি লাভ করিতে পারেন, যথার্থ বটে; কিন্তু কেহই গৃহস্থের আশ্রম ব্যতীত কোন ধর্ম্মপালনে সমর্থ হয় না। জীবসমুদায় যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিরা একমাত্র গার্হস্থধর্ম্ম প্রভাবেই জীবন ধারণ করেন। গৃহী ব্যক্তিরাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সুখার্থী ব্যক্তিদিগের সুখের মূল। সন্তানোৎপাদনই মনুষ্যের সুখলাভের প্রধান কারণ; কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে কখনই সন্তান লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। গৃহস্থ দ্বারাই তৃণ, ধান্য ও পর্ব্বতজাত সোমলতা প্রভৃতি ওষধি সমুদায় সংগৃহীত হয় এবং ওষধি হইতে লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে, সুতরাং গার্হস্থ্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জীবনের কারণ বলিতে হইবে। কোন ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমকে মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? শ্রদ্ধাবিহীন, অনভিজ্ঞ, স্থূলদৃষ্টি, আলস্যপরায়ণ, গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনে অসমর্থ, পরিশ্রান্ত মূঢ় ব্যক্তিরাই প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তির উপায় দর্শন করিয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধ বেদমর্য্যাদাই ত্রৈলোক্য রক্ষার কারণ। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই জন্মাবধি সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের বিবাহ ও গর্ভাধান প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার এবং পারত্রিক ও ঐহিক ফলসাধক কার্য্য সমুদায়ে বেদমন্ত্র সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, সন্দেহ নাই। মৃত ব্যক্তির দাহ, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পিণ্ডমজ্জন এবং তাহার স্বর্গলাভের উদ্দেশে গোপ্রভৃতি পশুদান এই সমুদায় কার্য্যই মন্ত্রমূলক। অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ ও ক্রব্যাদ নামক পিতৃগণ ঐ সমুদায় কার্য্য মন্ত্রমূলক বলিয়া অনুমোদন করিয়া থাকেন। যখন মানবগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিকট ঋণী রহিয়াছে এবং যখন বেদমন্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন আমার মতে কোন ব্যক্তিই মোক্ষলাভ করিতে পারে না। ফলত শ্রীবিহীন আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যাস্বরূপ মোক্ষকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, পাপ কখনই তাঁহাকে হরণ বা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞে নিহত পশুদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতে পারেন। যেমন পশুগণ হইতে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হয়, তদ্রূপ তাঁহা হইতেও পশুগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য বোলোক্ত কার্য্য অনাদর, কপটতা ও মায়া দ্বারা কখনই পরব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বৈদিক কার্য্য দ্বারাই ব্রহ্ম পদার্থ লাভ হইয়া থাকে।

কপিল কহিলেন, যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত হিংসাবিহীন দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী, ধৈর্য্যবান্, পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার দ্বারাই অমৃতাকাঙ্ক্ষী দেবগণকে তৃপ্ত করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীর আত্মস্বরূপ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করিতে পারেন, দেবগণও তাঁহার গন্তব্য স্থান অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা জীবকে জরায়ুজাদি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত এবং উহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি মুখ আর হস্ত, বাক্য, উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার নিরূপিত করিয়াছেন। জীব হস্তাদি দ্বারচতুষ্টয়ের পালনকর্ত্তা। অতএব ঐ দ্বার সমুদায় রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া পরধনাপহরণ ও নীচজাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশত কাহাকেও প্রহার করেন না, তাঁহারই হস্তদ্বার রক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই বাগ্‌দ্বার সুরক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীররক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠরদ্বার রক্ষা করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক পত্নী সত্ত্বে সম্ভোগার্থ অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রীগমন ও ঋতুসময় ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে বিহার না করেন, তাঁহারই উপস্থ দ্বার পরিরক্ষিত হয়। যে মহাত্মা এইরূপে চারি দ্বার সুরক্ষিত করিতে পারেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্, বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় দ্বার রক্ষা করিতে না পারে, তাহার সমুদায় কার্য্যই নিষ্ফল হয়। সে তপস্যা যজ্ঞ বা শরীর দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে মহাত্মা উত্তরীয় বসন ও উত্তম শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহুরূপ উপধানে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে ভূমিশয্যায় শয়ন করেন, যে ব্যক্তি অন্যের সুখদুঃখচিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, যিনি দম্পতীদিগকে পরস্পরানুরক্ত দর্শন করিয়াও ঈর্ষাশূন্যচিত্তে একাকী বিহার করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীর গতি এবং প্রকৃতি ও বিকৃতিসমন্বিত সমুদায় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন এবং যিনি সমুদায় প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়া কোন প্রাণী হইতেই ভয় বা কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন করে না, দেবগণ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কামী ব্যক্তিরা দান যজ্ঞাদির ফলস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি না থাকাতে গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া স্বর্গাদিলাভের অভিলাষ করিয়া থাকে। আশ্রমবাসী জ্ঞানবানেরা স্বকার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ পুরাতন নিষ্কাম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা আত্মার সমালোচনপূর্ব্বক সংসারমূলক অজ্ঞান ধ্বংস করিতে পারেন কিন্তু কামী ব্যক্তিরা সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কিয়দংশমাত্রও অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ঐ আপদ আচার প্রমাদ ও পরাভববিহীন, প্রত্যক্ষফলপ্রদ অবিনশ্বর ধর্ম্মকে নিরর্থক ও ব্যভিচারী বিবেচনা করিয়া থাকে। ফলত নিষ্কাম ধর্ম্ম যে যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ প্রথমত পরিজ্ঞাত হওয়াই নিতান্ত দুঃসাধ্য; যদিও উহা কোনক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে; আবার যদিও উহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেও উহা দ্বারা অনন্তর সুখভোগের সম্ভাবনা নাই; অতএব যজ্ঞাদির ফল বিনশ্বর জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ভগবন্! বেদে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েরই বিধি সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে; এক্ষণে আপনি কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ এই উভয়ের ফল কি? তাহা কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, সাধু লোকেরা কর্ম্মত্যাগসহকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সৎপথে অবস্থানপূর্ব্বক অনুভব দ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনারা যে স্বর্গাদির প্রার্থনা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, ইহলোকে তাহার কি প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পান?

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার নাম স্যূমরশ্মি। আমি জ্ঞানলাভের অভিলাষে আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়া এই গোশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক সরলভাবে প্রশ্ন করিয়াছি, বস্তুত প্রতিপক্ষ হইয়া আপনার দর্শন নিরাকরণ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ

সৎপথে অবস্থান পূর্ব্বক অনুভব দ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ কিরূপ? এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। আমি বেদবিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া কেবল আগমার্থ প্রকৃতরূপে অবগত হইয়াছি। বেদবাক্যই আগম এবং যাহা বেদার্থ নির্ণায়ক মীমাংসা শাস্ত্র, তাহাও আগম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক আশ্রমে সেই আগম প্রতিপাদিত বিধি প্রতিপালন করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। আগমের নির্ণয়ানুসারে ঐ সিদ্ধি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোন নৌকা ভিন্নদেশগামী নৌকায় বদ্ধ হইলে যেমন আরোহীকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিতে পারে না, তদ্রূপ আমাদের পূর্ব্ববাসনানিবদ্ধ কর্ম্মসমুদায় আমাদিগকে কখনই জন্ম-মৃত্যু-রূপ প্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। মনুষ্যগণের মধ্যে কখনই সর্ব্বত্যাগী সন্তুষ্ট, শোকশূন্য, নীরোগ, ইচ্ছাবিবর্জ্জিত, সংসর্গবিমুখ ও নিষ্কর্ম্মা নাই। আপনারাও আমাদিগের ন্যায় শোক ও হর্ষের একান্ত বশীভূত এবং অন্যান্য প্রাণিগণের ন্যায় আপনাদিগেরও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে। অতএব এক্ষণে চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের অক্ষয় সুখস্বরূপ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, ব্রহ্মন্! সমস্ত কার্য্যে যে যে শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদায়ই ফলোপধায়ক। যে মতে অবস্থানপূর্ব্বক শমদমাদি গুণ অবলম্বন করা যাইতে পারে, সেই মতেই সর্ব্বদোষশূন্য ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞানী, তাহার সংসারে আর কিছুমাত্র অনুরক্তি থাকে না। অজ্ঞানী জন্মমরণরূপ শৃঙ্খল দ্বারা প্রজাদিগকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। তোমরা জ্ঞানবান্ ও নিরাময়; কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কখন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে না। কোন কোন বিতণ্ডাপরায়ণ শাস্ত্রার্থাপহারক অনীশ্বরবাদী মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া কাম দ্বেষ দ্বারা অভিভূত ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয় এবং অনীশ্বরবাদীরা শমদমাদির অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও মোহপরবশ হইয়া জ্ঞান নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা কিছুতেই জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামের অনুসরণ করে না। সেই তামসিক লোকদিগের তমোগুণই একমাত্র আশ্রয়। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তমোগুণের বশীভূত; তাহার কাম, দ্বেষ, ক্রোধ ও দম্ভ প্রভৃতি প্রতিনিয়তই পরিবর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা উৎকৃষ্ট গতি লাভের অভিলাষ করেন, সেই স্বকার্য্যনিরত যতিগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ করিবেন।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি শাস্ত্রানুসারে আপনার নিকট কর্ম্মানুষ্ঠান প্রশস্ত ও সন্ন্যাস অপ্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপ অবগত না হইলে কাহারও কোন শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে না। ন্যায়সঙ্গত আচারই শাস্ত্র, আর যাহা অন্যায্য তাহা অশাস্ত্র। শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করিয়া কখনই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হয় না। যাহা বেদবাক্যের বিপরীত, তাহা কদাচ শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাহারা কেবল প্রত্যক্ষ বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা ইহলোকের প্রতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাহাদিগের বুদ্ধি অজ্ঞান দ্বারা উপহত হয়, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিরা শাস্ত্রে যাহা দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, বুঝিতে না পারিয়া তাহারও অনুষ্ঠান করে; তাহাদিগকে আমাদিগের ন্যায় সতত শোক প্রকাশ করিতে হয়। দেখুন, সকল লোকেই আপনাদিগের ন্যায় সমভাবে শীতোষ্ণাদি সহ্য করে, কিন্তু অনেকেরই সহিত যে আপনাদের কার্য্যগত ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে অনন্তরূপ ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া একমাত্র সুখপ্রার্থী চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে আমার অন্তঃকরণ শান্তিরসে আপ্লাবিত করিলেন। আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু উহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে। যিনি যোগযুক্ত ও কৃতকার্য্য হইয়া দেহমাত্র ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন, সেই জিতেন্দ্রিয় অবিবাদী ব্যক্তিই কর্ম্মকাণ্ড বেদে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক মোক্ষ আছে, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবারবর্গে পরিবৃত, সে কদাচ মুক্তিবিধায়ক কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। যখন দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সন্তানোৎপাদন ও ঋজুতা অবলম্বন করিলেও মুক্তিলাভ হয় না, তখন মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তির মুক্তিতে ও মুক্তিলাভার্থ নিরর্থক পরিশ্রমে ধিক্। ফলতঃ কর্ম্মকাণ্ড বেদবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মোক্ষবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যথার্থ কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন, আপনি যেরূপ মুক্তির বিষয় অবগত হইয়াছেন, আমাকেও তদ্বিষয়ে উপদেশ দিন

সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

কপিল কহিলেন, মহর্ষে! সমুদায় লোক বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, কেহ কখন বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। ব্রহ্ম দুই প্রকার শব্দব্রহ্ম ও পরম ব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের নাম বেদ; সেই শব্দব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলেই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায়। পিতা পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক বেদমন্ত্র দ্বারা তাহার শরীরসংস্কার করিয়া থাকেন। পুত্র সংস্কারসম্পন্ন হইলেই বিশুদ্ধদেহ ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযুক্ত পাত্র হয়। কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। এক্ষণে উহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, অনুষ্ঠান-কর্ত্তাই তাহা অবগত হইতে পারেন; অন্য ব্যক্তি বেদ বা অনুমান দ্বারা কখনও উহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা নিস্পৃহ, ধনসংগ্রহ-পরিশূন্য ও রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এই বিবেচনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য। সৎপাত্রে প্রদান করাই তাঁহাদিগের ধনব্যয়ের সৎপথ। পূর্ব্বকালে অনেকানেক বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন, ক্রোধশূন্য, অসূয়াবিহীন, নিরহঙ্কার, নির্ম্মৎসর, সর্ব্বভূতহিতাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মযাজী গৃহস্থ, রাজা ও ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা কখনই পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। সংকল্পমাত্রেই তাঁহাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইত। উঁহারা সকলেই শীলতা-সম্পন্ন, সন্তুষ্টচিত্ত, সত্যসংকল্প, পবিত্র ও পরমব্রহ্মে ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া যথানিয়মে ব্রতচর্য্যা করিতেন। বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলেও কখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এই এক উৎকৃষ্ট সুখ ছিল যে, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগকে কখনও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত না। সত্য ধর্ম্ম প্রভাবে তাঁহারা বিলক্ষণ তেজস্বী ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল শাস্ত্রানুসারে যে ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইত, তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া কখন তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে ছল প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। ফলতঃ এরূপ নিয়মে অবস্থান করিলে কখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যাহারা ঐ নিয়মানুষ্ঠানে অক্ষম হয়, তাহাদিগকেই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপে পূর্ব্বতন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ত্রিবেদজ্ঞ, পবিত্র, সদ্ব্যবহারসম্পন্ন, যশস্বী, নিস্পৃহ, বন্ধনমুক্ত, যজ্ঞশীল, কামক্রোধপরিশূন্য, স্ব স্ব কার্য্যবলে বিখ্যাত, নম্রস্বভাব শান্তগুণাবলম্বী, ও স্বকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রানুশীলন ও সংকল্পসমুদায়ই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পূর্ব্বে সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রম অনবধানতা ও কামক্রোধাদি পরিশূন্য ছিল। উহার প্রভাবে পুরুষপুরুষার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। পরিণামে মানবগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা রক্ষা করিতে না পারিয়া সেই শাশ্বত পুরাতন সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রমকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সাধু ব্যক্তিমধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য আশ্রমের পর বানপ্রস্থ এবং কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর সাংখ্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। সেই সমুদায় ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ পূর্ব্বক নক্ষত্রমণ্ডলে তারাগণরূপে বিরাজিত হন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মভাবাপন্ন ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা প্রারব্ধ কর্ম্মনিবন্ধন এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় মহাত্মার ন্যায় গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অন্যের ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যখন কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে, তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে

হইবে। যাঁহারা এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম ও গুরূপদেশ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় চিত্তমধ্যে সমুদায় ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। সেই বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের একমাত্র সমাধিই পরম ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণসমুদায়ও তাঁহাদিগের ন্যায় সদ্গুণসম্পন্ন হইলে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে। শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। নিত্যসন্তুষ্ট বৈরাগ্যশালী ব্যক্তি জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম গুরুপরম্পরাগত। উহা কখন কখন অন্য ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মপদলিপ্সু হইয়া বৈরাগ্যবলে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন; তাঁহারই সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তি কদাচ ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, ভগবন্! যাহারা বিষয়ভোগ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তাঁহারা সকলেই দেহান্তে স্বর্গভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, ব্রহ্মন্! গৃহধর্ম্মনিরত কামী ব্যক্তিরা নানাগুণসমলঙ্কৃত হইয়া বিবিধ বিষয়সুখসম্ভোগ করিতে পারে; কিন্তু ত্যাগসুখ কখনই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

স্যূমরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সমুদায় আশ্রমেই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে; সুতরাং আপনারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া যে ফল প্রাপ্ত হইবেন, গৃহস্থেরা ত কর্ম্মপরায়ণ হইয়াও সেই ফল লাভ করিতে পারিবে। এই আমার বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ই কি সমান, অথবা কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গ? তাহা শাস্ত্রানুসারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, ব্রহ্মন্! কর্ম্ম সমুদায় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের শুদ্ধি সম্পাদন এবং জ্ঞানও মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তদোষের পরিপাক ও শাস্ত্রজনিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লোকের অনৃশংসতা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, অদ্রোহ, অনভিমান, লজ্জা ও তিতিক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় গুণ ব্রহ্মলাভের উপায়স্বরূপ। মনুষ্য ঐ সমুদায় গুণ দ্বারাই পরম ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈরাগ্য উৎপত্তি হইলেই চিত্তদোষের পরিপাকই যে কর্ম্মের ফল তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারেন। বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাকেই পরম গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি বেদ, বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্ম, কার্য্যানুষ্ঠান ও ব্রহ্মজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই বেদবিদ্ বলিয়া অভিহিত হন; আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় জ্ঞাত হইতে না পারে, তাহার জন্ম নিরর্থক। সে কেবল কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে! বেদে সমুদায় বিষয় প্রতিষ্ঠিত আছে; সুতরাং বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারেন। সমুদায় শাস্ত্রেই জগতের অস্তিত্ব ও অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কোন কালে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে ব্যক্তি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতা সম্পাদনে সমর্থ হন, তিনিই বেদনিষ্ঠিত পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন। মোক্ষই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের একমাত্র আধার। পণ্ডিতেরা মোক্ষকেই নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বভূতস্থ সর্ব্বলোকবিখ্যাত, জ্ঞাতব্য, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর আত্মা ও দেহস্বরূপ, সুখপ্রদ, মঙ্গলপ্রদ, পরব্রহ্মের আধার ও অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে তেজ, ক্ষমা ও শান্তিগুণ দ্বারা যে নিরাময়, জগৎকারণ, সনাতন, পরম পদার্থ লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মবিদ্ হইতে অভিন্ন পরব্রহ্মকে নমস্কার করি।

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনেরই প্রতিবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এই তিনের মধ্যে কি লাভ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে কুণ্ডধার নামে মেঘ যে প্রীতিযুক্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের উপকার করিয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে স্থির করিলেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান করা অর্থসাধ্য এই বিবেচনা করিয়া অর্থলাভের নিমিত্ত ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে বহুকাল দেবগণের পূজা করিলেন; কিন্তু তথাপি ধন লাভ হইল না। তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন্ দেবতা মনুষ্য কর্ত্তৃক আরাধিত হন নাই? আমি এক্ষণে তাঁহারই উপাসনা করিব, তাহা হইলে তিনি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, কুণ্ডধার নামা জলধর তথায় অবস্থান করিতেছেন! কুণ্ডধারকে দর্শন করিবামাত্র ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে ভক্তিসঞ্চার হইল! তখন তিনি বিবেচনা করিলেন যে, কোন মনুষ্যই ইঁহার নিকট বর প্রার্থনা করে নাই। ইনি দেবলোকের সমীপে অবস্থান করিতেছেন এবং ইঁহার আকারও মহতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, অতএব ইনি যে অচিরাৎ আমাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া দিব্য ধূপ, গন্ধ ও বিবিধ উপহার দ্বারা কুণ্ডধারকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন জলধর কুণ্ডধার দ্বিজবরের ভক্তি দর্শনে অচিরাৎ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজবর! সাধু ব্যক্তিরা ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপায়ী, তস্কর ও ব্রতবিহীন মানবদিগেরও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তই নাই। আশার পুত্র অধর্ম্ম, অসূয়ার পুত্র ক্রোধ ও নিকৃতির পুত্র লোভ। কিন্তু কৃতঘ্নতা বন্ধ্যা। উহার অপত্য কেহই নহে। কুণ্ডধার এইমাত্র কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর সেই তপঃপরায়ণ ভক্তিযুক্ত বিশুদ্ধস্বভাব ব্রাহ্মণ সেই দিন রজনীযোগে কুশাসনে শয়ন করিয়া কুণ্ডধারের প্রভাবে স্বপ্নযোগে সমস্ত প্রাণীকে সন্দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত প্রাণিমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর যক্ষরাজ মণিভদ্রনন্দন লোকের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে অর্থদান ও অর্থ পুনঃগ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবগণকে আদেশ করিতেছিলেন। দেবগণও লোকের শুভকর্ম্ম অনুসারে রাজ্যাদি দান ও অশুভ কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপ্রদত্ত অর্থাদি পুনঃগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডধার যক্ষগণের সমক্ষে দেবগণের সন্নিহিত ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা মণিভদ্রতনয়ের নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে যক্ষরাজ তথায় আগমন করিয়া ভূতলনিপতিত কুণ্ডধারকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণ্ডধার! তুমি কি প্রার্থনা কর? কুণ্ডধার কহিলেন যক্ষরাজ! যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত এই ব্রাহ্মণের যাহাতে কিছু সুখোৎপত্তি হইতে পারে, এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। তখন মণিভদ্রতনয় পুনরায় কুণ্ডধারকে কহিলেন, কুণ্ডধার! তোমার মঙ্গল হউক, কৃতকার্য্য হইয়াছ, এক্ষণে উত্থিত হও। যদি তোমার প্রিয়বয়স্য এই ব্রাহ্মণ অর্থ প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইঁহাকে প্রার্থনানুসারে অর্থপ্রদান কর। ইনি যে পরিমাণে অর্থ প্রার্থনা করিবেন, আমি দেবগণের নির্দ্দেশানুসারে ইঁহাকে তাহাই প্রদান করিব। তখন কুণ্ডধার মনুষ্যদেহ অস্থির ও ক্ষণভঙ্গুর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের তপোনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর, অনুধাবন পূর্ব্বক কহিলেন, যক্ষরাজ! আমি এই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেছি না। ইঁহার প্রতি আপনার অন্যপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে। আমি ইঁহার নিমিত্ত রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রার্থনা করি না। এক্ষণে, আপনার অনুগ্রহে ইনি ধর্ম্মপরায়ণ হউন। ইঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মেই আশ্রয় ও ধর্ম্মেই শান্তি লাভ করুক। তখন মণিভদ্রতনয় কুণ্ডধারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুণ্ডধার! এই ব্রাহ্মণ শারীরিক ক্লেশশূন্য হইয়া ধর্ম্মের ফলস্বরূপ রাজ্য ও বিবিধ সুখ উপভোগ করুন। দেবগণ ঐ কথা কহিলে কুণ্ডধার তাহাতেও সম্মত না হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত বারংবার ধর্ম্মই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেবগণ কুণ্ডধারের আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর মণিভদ্রতনয় কুণ্ডধারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কুণ্ডধার! দেবগণ তোমার ও এই ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে ইনি ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন এবং ইঁহার বুদ্ধি নিয়তই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মণিভদ্রতনয় এই কথা কহিলে,

কুণ্ডধার নিতান্ত দুর্ল্লভ অভিলষিত বরলাভ করিয়া যাহার পর নাই প্রীত হইলেন ।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে এই ঘটনা দর্শন করিয়া পুনরায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, আপনার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম চীবর সমুদায় নিপতিত রহিয়াছে । তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল । তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কুণ্ডধারের বিস্তর উপাসনা করিয়াছি ; কিন্তু এই ব্যক্তি প্রত্যুপকারপরায়ণ নহে । এক্ষণে আর কাহার নিকটই বা উপকার প্রার্থনা করিব । অতএব এক্ষণে আমি ধনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রস্থান করি ।

ব্রাহ্মণ এইরূপে দেবগণের অনুগ্রহপ্রভাবে বৈরাগ্যলাভ করিয়া অরণ্যপ্রবেশপূর্ব্বক ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের অর্চ্চনা ও অতিথিবর্গের আহারাবসানে ফলমূল ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল । কিয়দ্দিন পরে তিনি ফলমূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্রমাত্র ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন তৎপরে পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বায়ু ভক্ষণ করিয়া বহুবৎসর অতিক্রম করিলেন কিন্তু এই সমস্ত কঠোরতা দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র বলক্ষয় হইল না । তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল । এইরূপে ব্রাহ্মণ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা বহুকাল অতিক্রম পূর্ব্বক সিদ্ধ হইলে তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল, তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি আমি সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে ধন প্রদান করি, তাহা হইলে সে অবশ্যই ধনী হইবে । আমি এক্ষণে তপঃসিদ্ধ হইয়াছি ; সুতরাং আমি যাহা কহিব কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না । ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সিদ্ধিলাভ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আমি যদি এক্ষণে সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে রাজ্য প্রদান করি, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রাজা হইবে ।

ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময় কুণ্ডধার ব্রাহ্মণের তপোবন ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব নিবন্ধন তথায় সমাগত হইলেন । ব্রাহ্মণ কুণ্ডধারকে সমাগত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলেন । তখন কুণ্ডধার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন ! আপনি তপোবলে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছেন । এক্ষণে উহার প্রভাবে ভূপাল ও অন্যান্য লোকদিগের গতি নিরীক্ষণ করুন । কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ স্বীয় দিব্যচক্ষু প্রভাবে দূর হইতেই ভূপালগণকে ঘোর নরকে নিপতিত দেখিতে পাইলেন । তখন কুণ্ডধার কহিলেন, দ্বিজবর ! যদি তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পূজা করিয়া দুঃখভোগ করিতে, তাহা হইলে আমা কর্ত্তৃক তোমার কি হিত সমাধিত হইত এবং তুমিই বা আমার কি অনুগ্রহ লাভ করিতে ? ঐ দেখ, ভূপতিগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া কত কষ্ট ভোগ করিতেছে । ঐ দেখ, কাম ক্রোধাদি দ্বারা মানবগণের স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে । অতএব মনুষ্যের কি কামনাপরতন্ত্র হওয়া উচিত ?

কুণ্ডধার এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, অসংখ্য লোক কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মত্ততা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে । তখন কুণ্ডধার কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! এই কামক্রোধাদি লোক সমুদায়কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । দেবগণ ঐ কামাদিনিবন্ধন মনুষ্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন এবং ঐ কামাদি দেবতাদিগের আজ্ঞানুসারে মানবগণের বিঘ্নবিধান করিয়া থাকে । ফলতঃ দেবতাদিগের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ কখন ধার্ম্মিক হইতে সমর্থ হয় না । এই দেখ, এক্ষণে তুমি তপঃপ্রভাবে মানবগণকে রাজ্য ও প্রভূত ধনদান করিতে সমর্থ হইয়াছ ।

কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । আমি আপনার স্নেহভাব বুঝিতে না পারিয়া কাম ও লোভ প্রযুক্ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা মার্জ্জনা করুন ।

তখন কুণ্ডধার আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ব্রাহ্মণও কুণ্ডধারের অনুগ্রহে তপঃপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । ফলতঃ ধর্ম্মপ্রতিপালন ও যোগাভ্যাস দ্বারা আকাশপথে গমনের ক্ষমতা, সংকল্পসিদ্ধি ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে । দেবতা, ব্রাহ্মণ, যক্ষ, মনুষ্য ও চারণ প্রভৃতি সকলেই ধার্ম্মিকদিগকে পূজা করিয়া থাকেন, ধনাঢ্য কামীদিগকে কখনই পূজা করেন না । হে ধর্ম্মরাজ ! তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত বলিয়া দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন । ধন হইতে অতি অল্প সুখ লাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু ধর্ম্মপ্রভাবে সুখ লাভ হয়, সন্দেহ নাই ।

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! বিবিধ যজ্ঞের মধ্যে যে যজ্ঞ কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্মলাভার্থ অনুষ্ঠিত হয়, আপনি আমার নিকট তাহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন । স্বর্গাদিফলসাধক অন্যান্য যজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ নাই ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য মহাত্মা নারদ যজ্ঞবিষয়ে উঞ্ছবৃত্তি সত্যনামা ব্রহ্মের যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । ধর্ম্মপ্রধান বিদর্ভনগরে সত্য নামে উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অবহিতচিত্তে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন । তিনি শ্যামাক, সূর্য্যপর্ণী, সুবর্চ্চলা ও অন্যান্য তিক্ত ও বিরস শাক সমুদায় ভক্ষণ করিতেন ; কিন্তু তাঁহার তপোবলে ঐ সমুদায় অতি সুস্বাদু হইত । তিনি বানপ্রস্থাশ্রমী ছিলেন এবং দরিদ্রতানিবন্ধন পশ্বাদি লাভ করিতে না পারিয়া ফলমূলকে পশ্বাদির স্বরূপ করিয়া তদ্দ্বারাই হিংসা প্রধান স্বর্গসাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন । পুষ্করধারিণী নামে তাঁহার এক পবিত্রস্বভাবা উপবাসাদিব্রতকৃশা পত্নী ছিলেন, তিনি গলিত ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করিতেন । যদিও ঐ কামিনী স্বীয় ভর্ত্তার মানসিক বৃত্তি হিংসাময় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্যের আনুকূল্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে শাপভয়ে স্বামীর স্বভাবের অনুবর্ত্তিনী হইয়া হিংসাময় যজ্ঞে লিপ্ত হইতে হইত ।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সহচর ধর্ম্ম মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য ! তুমি অঙ্গহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতি দুষ্কর্ম্ম করিতেছ । এক্ষণে আমাকে অনলে আহুতি প্রদান কর, তাহা হইলেই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হইবে । মৃগ এই কথা কহিবামাত্র সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রাহ্মণ ! ইনি তোমার সহচর ; ইঁহাকে বিনাশ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে । হায় ! যজ্ঞে কি অকার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । দেবী সাবিত্রী এই বলিয়া পাতালতল অবলোকন করিবার নিমিত্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে প্রবেশ করিলেন । তখন সেই মৃগ কৃতাঞ্জলিপুটে সত্যের নিকট বারংবার আপনার বধ প্রার্থনা করিতে লাগিল ; কিন্তু সত্য তাহার বাক্যে সম্মত না হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর । তখন সেই মৃগ অষ্টপদমাত্র গমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি আমাকে বিনাশ করুন । আমি যজ্ঞে নিহত হইয়া অনায়াসেই সদ্গতি লাভ করিতে পারিব । এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা ঐ অম্বরস্থিত গন্ধর্ব্বগণের বিচিত্র বিমান ও অপ্সরাদিগকে অবলোকন করুন । মৃগ এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণ সতৃষ্ণনয়নে অপ্সরা ও বিমান সকল নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বর্গভোগে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া মৃগকে বধ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া অবধারণ করিলেন । তখন সেই মৃগরূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের সেই কুপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিবার মানসে তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! হিংসা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে । মৃগ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণের হিংসাপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল ; কিন্তু তিনি যে ইতিপূর্ব্বে মনে মনে মৃগবধ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার বিস্তর তপঃক্ষয় হইল । অতএব যজ্ঞে পশুহিংসা কখনই কর্ত্তব্য নহে ।

অনন্তর ভগবান্ ধর্ম্ম মৃগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণকে যজ্ঞানুষ্ঠান করাইলেন । ব্রাহ্মণও তপঃপ্রভাবে সহধর্ম্মিণীর সহিত একমতাবলম্বী হইলেন । হে ধর্ম্মরাজ ! আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি,

যে, অহিংসা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং হিংসা অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই। সত্যবাদীরা অহিংসা ধর্ম্মকে সাদরে প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন।

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পাপে লিপ্ত হয় এবং যে যে কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও মোক্ষলাভ করিতে পারে; আপনি তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কোন ধর্ম্মই তোমার অবিদিত নাই। তুমি কেবল আত্মজ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট মোক্ষ, বৈরাগ্য, পাপ ও ধর্ম্মলাভের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ ভোগ্য বিষয়ের আস্বাদ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথমে তৎসমুদায় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। ঐ সমুদায় ভোগ্য বিষয়ের প্রভাবেই লোকের কাম ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তখন সে অভিলষিত বস্তুলাভ ও দ্বেষ্য ব্যক্তির অনিষ্টসাধন করিতে যত্নবান্ হইয়া মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং বারংবার রূপরসাদি ভোগ করিতে যত্নবান্ হয়। তৎপরে তাহার অন্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে লোভ, মোহ, রাগ ও দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মনুষ্য লোভ মোহে অভিভূত ও রাগ দ্বেষে সমাক্রান্ত হইলে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কপট ধর্ম্মাচরণ ছলপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। ছল সহকারে অনায়াসে অর্থসংগৃহীত হইলে তাহার ঐরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে নিতান্ত স্পৃহা জন্মে. তাহার সুহৃদ্ ও পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে নিবারণ করিলে সে বিবিধ হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্যে উত্তর করে; ঐ পাপাত্মার রাগ ও মোহজনিত পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান, পাপকার্য্যের চিন্তা ও পাপকার্য্য প্রকাশনিবন্ধন কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। সাধু ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট চিত্তে সেই অধার্ম্মিকের দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। পাপাত্মারা আত্মতুল্য ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মিত্রতা করে। উহারা ইহলোক বা পরলোকে সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই আমি তোমার নিকট পাপাত্মার বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম।

এক্ষণে ধর্ম্মাত্মাদিগের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা অন্যের কুশলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বয়ং কুশললাভ করিয়া থাকেন। পরোপকাররূপ ধর্ম্ম দ্বারাই পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সুখ-দুঃখ বিচারক্ষম হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত দোষ সমুদায় দর্শনপূর্ব্বক সাধুদিগের সহবাস করেন, তাঁহারই ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে পারেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, যে কার্য্য দ্বারা গুণলাভ হয়, তাহাই সতত অনুশীলন করেন এবং আত্মতুল্য সুশীল ব্যক্তির সহিতেই মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সুশীল মিত্র ও ধর্ম্মার্জ্জিত ধনলাভনিবন্ধন তাঁহার ইহলোক ও পরলোকে যাহার পর নাই আনন্দ লাভ হয়। মনুষ্য ধর্ম্মপ্রভাবেই উৎকৃষ্ট রূপদর্শন, রস আস্বাদন, গন্ধ আঘ্রাণ, শব্দ শ্রবণ ও স্পর্শসুখানুভব করিতে পারে।

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়াও উহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। যখন রূপ, রস, গন্ধ, প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় তাঁহার মনকে নিযুক্ত করিতে পারে না, সেই সময় তিনি সর্ব্ব কাম হইতে বিমুক্ত হন, এবং সমুদায় লোক বিনশ্বর দর্শন করিয়া কাম্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পাপ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন।

এই আমি তোমার নিকট পাপ, ধর্ম্ম, মোক্ষ ও বৈরাগ্যের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব তুমি সমুদায় অবস্থাতেই ধর্ম্মপথে অবস্থান করিবে। ধার্ম্মিকেরাই শাশ্বত সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, উপায় দ্বারাই মোক্ষলাভ করা যায়; অতএব এক্ষণে আপনি মোক্ষলাভের উপায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি সতত উপায় অবলম্বন করিয়াই সকল বিষয় সম্পন্ন করিতে বাসনা করিয়া থাক; অতএব এইপ্রশ্ন করা তোমার উচিত হইয়াছে। যেমন ঘট নির্ম্মাণের সময় লোকের চিকীর্ষা বুদ্ধি উহার কারণ হয় এবং ঘট নির্ম্মিত হইলে বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ধর্ম্মসাধনের সময় লোকের চিকীর্ষা বুদ্ধি উহার কারণ হইয়া পরিশেষে যোগাদিনিষ্ঠ মোক্ষধর্ম্মের সিদ্ধি লাভ হইলে সেই বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়। যেমন পূর্ব্বমহাসাগরে গমন করিবার পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিম সাগরে গমন করা যায় না; তদ্রূপ অন্যান্য ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিলে কখনই মোক্ষধর্ম্ম লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। ঐ ধর্ম্মের একমাত্র পথ বিদ্যমান আছে। এক্ষণে সেই পথ বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ক্ষমাবলে ক্রোধ, সংকল্প পরিত্যাগ দ্বারা কামনা, সত্ত্বগুণের অনুশীলন দ্বারা নিদ্রা, সাবধানতা দ্বারা লজ্জা, আত্মচিন্তাপ্রভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস, ধৈর্য্যগুণে কাম ও দ্বেষ, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ভ্রমপ্রমাদ ও বিষয়বাসনা, জ্ঞানাভ্যাসপ্রভাবে অনন্বেষণ ও অকার্য্য পর্য্যালোচনা, পরিমিত পরিমাণে হিতকর ও লঘুপাক বস্তু ভোজন দ্বারা শারীরিক ক্লেশ, সন্তোষপ্রভাবে লোভ ও মোহ, দয়াপ্রভাবে অধর্ম্ম, নিয়ত অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অদৃষ্ট পর্য্যালোচনা দ্বারা আশা, স্পৃহা পরিত্যাগ দ্বারা অর্থ, সমুদায় বস্তু অনিত্য বিবেচনা করিয়া স্নেহ, যোগপ্রভাবে ক্ষুধা, কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান, উদ্যোগ দ্বারা তন্দ্রা, বেদপ্রত্যয় দ্বারা সন্দেহ, মৌনাবলম্বন দ্বারা বাচালতা এবং ষড়্‌বর্গের বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা পরাজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমতঃ বুদ্ধিবলে বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই বুদ্ধিকে বশীভূত করিবে। তৎপরে আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া পরিশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিবে। শান্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পাঁচটিকে যোগানুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব ঐ সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগসাধনের উপায়ভূত দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযমকে অবলম্বন করাই বিধেয়। ঐ সমুদায় অবলম্বন করিলে তেজপরিবর্দ্ধিত, পাপ নিহত, সংকল্প সমুদায় সুসিদ্ধ এবং বিবিধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্পাপ, তেজস্বী, অল্পাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করেন। ফলতঃ কায়, মন ও বাক্যের সংযম এবং মূঢ়তা, বিষয়স্পৃহা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহঙ্কার, উদ্বেগ এবং গৃহাবস্থানস্পৃহা পরিত্যাগ, এই সমুদায় মোক্ষলাভের প্রধান উপায়।

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! এই স্থলে নারদদেবলসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধ অসিত দেবলকে সমাসীন অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালে কাহাতে লীন হইবে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

দেবল কহিলেন, নারদ! পরমাত্মা সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে যে সমস্ত বস্তু হইতে ভূত সৃষ্টি করেন, বিজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা তৎসমুদায়কে পঞ্চ মহাভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীবাত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ঐ সমস্ত মহাভূত হইতে অন্যান্য ভূতের সৃষ্টি করেন। যাঁহারা এই পরমাত্মা জীব ও পঞ্চ মহাভূত ভিন্ন সৃষ্টিক্রিয়া বিষয়ে অন্য অচেতন বা চেতন কারণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের বাক্য নিতান্ত অমূলক। ঐ পঞ্চ মহাভূত তেজঃস্বরূপ নিত্য ও নিশ্চল। জীব উহাদের ষষ্ঠ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী মহাভূত; এই পাঁচ মহাভূত হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই। যাহারা ইহার অতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহাদের বাক্য নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

পঞ্চভূত হইতেই দেহাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চভূত ও জীব যাহার করিণ, তাহা বিনশ্বর সন্দেহ নাই। পঞ্চভূত, জীব, পূর্ব্বসংস্কার ও অজ্ঞান এই আটটী ভূত প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর কারণ। প্রাণিগণ এই আটটী পদার্থ হইতে উদ্ভূত ও ঐ সমুদায়েই লীন হইয়া থাকে। জন্তু বিনষ্ট হইলে তাহার শরীর পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। আবার উহার উৎপত্তি-কালে ভূমি হইতে দেহ, আকাশ হইতে শ্রোত্র, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে বেগ ও জল হইতে শোণিত উৎপন্ন হয়। চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। বাহ্য পদার্থের জ্ঞানসাধক, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন এই পাঁচটী উহাদের ক্রিয়া। ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় রূপ, রস প্রভৃতি আপনাদিগের বিষয় সমুদায় স্বয়ং অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, আত্মাই উহাদের দ্বারা ঐ সমস্ত অনুভব করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয় সমুদায় জ্ঞাত হয়। পরে মনোবৃত্তি দ্বারা ঐ সমস্ত সম্যক্ বিচার করিয়া বুদ্ধি দ্বারা ঐ সমুদায়ের নিশ্চয় করিয়া থাকে। পাঁচ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই আটটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও মুখ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্যপ্রয়োগ ও অভ্যবহারার্থ মুখ, গমনের নিমিত্ত চরণ, কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত হস্ত, পুরীষত্যাগের নিমিত্ত পায়ু ও রেতনিঃসারণের নিমিত্ত উপস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ভিন্ন আর একটী কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে, উহার নাম প্রাণ। উহাকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রিয় সমুদায় শ্রান্তিনিবন্ধন স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেই মনুষ্য নিদ্রিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রামকালে মন স্বকার্য্যে নিরত থাকিয়া বিষয়ানুভব করিলে লোকের স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি তিন প্রকার; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকই সবিশেষ প্রশংসনীয়। ঐ বৃত্তিত্রয়ের প্রভাবে লোকে জাগ্রদবস্থাতে যাহা যাহা বাসনা করে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে তৎসমুদায় অনুভব করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক পুরুষের অন্তরে জাগ্রদ্দশাতে সুখ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই চারিটি সতত বিরাজিত থাকে; এই নিমিত্ত তাঁহারা স্বপ্নযোগেও ঐ সমুদায় অনুভব করেন। সাত্ত্বিক পুরুষের ন্যায় রাজস ও তামস পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থায় তাহাদের মনোবৃত্তির অনুরূপ যে যে ভাব সমুদিত হয়, তাহারা স্বপ্নযোগেও তৎসমুদায় অনুভব করিয়া থাকে। ফলতঃ জাগ্রদবস্থাতে সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা স্বপ্নে এবং স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, তাহা জাগ্রদবস্থাতে অনুভূত হইয়া থাকে। মনুষ্যের শরীরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও প্রাণ আর সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয় এই সপ্তদশ গুণ বিদ্যমান আছে। জীবাত্মা উহাদের অষ্টাদশ। তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর। যে সপ্তদশ গুণ মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, জীবাত্মা অদর্শন প্রাপ্ত হইলে তৎসমুদায় আর দেহে অবস্থান করিতে পারে না। এই অষ্টাদশ গুণ দেহ ও জঠরানল এই বিংশতি পদার্থের একত্র অবস্থানকেই পাঞ্চভৌতিক সংঘাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীব প্রাণবায়ুর সহিত সমবেত হইয়া এই শরীরকে রক্ষা করিতেছেন, আবার তিনিই এই দেহনাশের কারণ। জীব এক পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেই সেই দেহ পরিত্যাগ করেন এবং তৎপরে ঐ দেহে সঞ্চিত পুণ্য পাপ প্রভাবে পুনরায় অন্য দেহে অবস্থিত হন। লোকে যেমন জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন গৃহে গমন করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফলসমুৎপন্ন এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা এই বিষয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারা বন্ধুবিয়োগনিবন্ধন কিছুমাত্র অনুতাপ করেন না। নির্ব্বোধ লোকেরাই তদ্বিষয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকে। বস্তুত এই জীবলোকে কেহই কাহার সম্বন্ধী নহে। একমাত্র জীবই লোককে সুখ দুঃখ প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর তাহার দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। জীবের জন্মমৃত্যু নাই। উনি সময়ক্রমে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন। কর্ম্মের নাশ হইলেই উহার পুণ্য পাপময় দেহ হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মত্বলাভ হইয়া থাকে। পুণ্য পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। পুণ্যপাপ ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ষট্সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন আমরা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া পিতা ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদিগের তুল্য ক্রূর ও পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমরা কেবল বিষয়তৃষ্ণা প্রভাবেই এইরূপ ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছি; এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের সেই তৃষ্ণা নিরাকৃত হয়, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে জনকরাজ মাণ্ডব্যের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, সেই পুরাতন কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বিদেহরাজ তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যকে কহিয়াছিলেন, মহাত্মন্! আমার কোন বস্তুতে অধিকার নাই। তথাপি আমি পরমসুখে জীবনযাপন করিতেছি। বিদেহনগরী দগ্ধ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। বিবেকশীল মহাত্মারা ব্রহ্মলোককেও নিতান্ত দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা অল্পমাত্র বিষয়েই নিরন্তর বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। কি ঐহিক সুখ, কি স্বর্গীয় সুখ, তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও উপযুক্ত হইতে পারে না। যেমন বলীবর্দ্দের বৃদ্ধির সহিত তাহার শৃঙ্গের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের যত বৃদ্ধি হয়, বিষয়তৃষ্ণা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। লোকের অতি অল্পমাত্র পদার্থের প্রতি মমতা জন্মিলেও সেই পদার্থের নাশনিবন্ধন তাহাকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। কামাসক্ত হওয়া কাহারও বিধেয় নহে। কামে অনুরক্ত হইলে নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব অর্থলাভ করিয়া কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যয় করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই সমুদায় প্রাণীকে আপনার জ্ঞান করেন এবং বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয় এবং ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রশান্তচিত্ত ও নিরাময় হইতে পারে। দুর্ম্মতি মূঢ়েরা যাহাকে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ না হয় এবং মহাত্মারা যাহাকে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই, বিষয়তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা বিশুদ্ধ সদাচারসম্পন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে অসাধারণ সুখানুভব ও কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন।

বিদেহরাজ এই কথা কহিলে মহর্ষি মাণ্ডব্য নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই সর্ব্বলোকভয়াবহ কাল ক্রমশঃ অতীত হইতেছে; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পিতাপুত্র সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক অতিশয় মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা মোক্ষধর্ম্মকুশল মেধাবী স্বাধ্যায় নিরত স্বীয় পিতাকে মোক্ষলাভে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, তাত! মানবগণের জীবিতকাল অতি সত্বর অতিবাহিত হইতেছে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ইহা অবগত হইয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন? আপনি যথার্থরূপে আনুপূর্ব্বিক তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব।

পিতা কহিলেন, বৎস! মানবগণ প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, পিতৃলোকের পরিত্রাণার্থ পুত্রোৎপাদন ও তৎপরে বহ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমন ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

পুত্র কহিলেন, তাত! যখন লোক সমুদায় নিহত ও সর্ব্বতোভাবে সমাক্রান্ত হইতেছে এবং অবিনাশিনী প্রতিনিয়ত গতায়াত করিতেছে, তখন আপনি কিরূপে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া নিশ্চিন্তের ন্যায় বাক্য বিন্যাস করিতেছেন?

পিতা কহিলেন, বৎস! কে মানবগণকে নিধন এবং কেই বা উহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে? যে অবিনাশিনী নিয়ত গমনাগমন করিতেছে সেই বা কে?

পুত্র কহিলেন, পিতঃ! মৃত্যু, মানবগণকে নিধন, জরা তাহাদিগকে আক্রমণ, আর দিবারাত্রি অবিনাশিনী, উহা নিয়ত গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত উহা অনুধাবন করিতেছেন না। যখন আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, মৃত্যু কখন কাহাকে পরিত্যাগ করে না, তখন কি নিমিত্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিব। যখন দিন দিন মানবগণের পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, তখন অল্প সলিলস্থিত মৎস্যের ন্যায় কাহারও সুখপ্রত্যাশা নাই। লোকে যেমন বনমধ্যে একতান মনে পুষ্পচয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া পুষ্পচয়ন সমাপ্ত না হইতে হইতেই হিংস্র জন্তু কর্তৃক সমাক্রান্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্য অনন্য মনে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে কার্য্য পর দিনে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন করা কর্তব্য এবং যাহা অপরাহ্ণে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই সম্পন্ন করা উচিত। কারণ কার্য্য সম্পাদন হউক বা না হউক মৃত্যু কখনই তাহার প্রতীক্ষা করে না। কাহার কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে তাহা কেহই অবগত নহে। কার্য্য শেষ না হইলেও মৃত্যু মানবগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে; অতএব যাহা কর্তব্য তাহা অদ্যই সম্পাদন করা বিধেয়। বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে উভয় লোকেই শাশ্বতী প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। মানবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়াই পুত্রদারাদির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান হয় এবং অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহাদিগের সন্তোষসাধন করে। কিন্তু নদী যেমন স্বীয় বেগবলে প্রসুপ্ত ব্যাঘ্রকে প্রবাহিত করে এবং বৃকী যেমন মেষকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়াসক্ত স্ত্রীপুত্রাদিসম্পন্ন মানবগণকে তাহার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য "এই কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, এই কার্য্য করিতে হইবে এবং এই কার্য্যের কিয়দংশ সম্পন্ন হইয়াছে" এই চিন্তা করিতে করিতেই মৃত্যু কর্তৃক সমাক্রান্ত হয়। কাল কি অপ্রাপ্তফল, কি ক্ষেত্রআপণ ও গৃহকর্ম্মে নিরত, কি দুর্ব্বল, কি বলবান, কি প্রাজ্ঞ, কি শূর, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত কাহাকেই পরিত্যাগ করে না। যখন মানবগণ প্রতিনিয়ত মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং বিবিধ কারণসম্ভূত দুঃখকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইতেছে, তখন আপনি কিরূপে নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? মনুষ্য জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহাকে আশ্রয় করে। ফলতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই ঐ উভয়ের বশীভূত। মৃত্যুসৈন্য সমাগত হইলে একমাত্র সত্যবল ব্যতীত কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। সত্য অমৃতের আশ্রয়, আর জনপদমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই মৃত্যুর আবাসস্বরূপ। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, অরণ্যই দেবগণের বাসভূমি এবং নগরমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই বন্ধনী রজ্জুস্বরূপ। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে ঐ বন্ধনী রজ্জুচ্ছেদন করিয়া দেবসেবিত অরণ্য আশ্রয় করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপাত্মারা কখনই উহা ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের অনিষ্টাচরণ না করেন এবং যিনি কাহারও জীবিকা অপহরণে প্রবৃত্ত নহেন, তাঁহাকে কখনই কোন প্রাণী হইতে উদ্বেজিত হইতে হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ ও শমদমাদি গুণসম্পন্ন হইয়া কেবল সত্যবলে মৃত্যুকে পরাজয় করা অবশ্য কর্তব্য এই অনিত্য দেহ মধ্যে মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মোহাচ্ছন্ন হইলেই মৃত্যু লাভ হয় এবং সত্যপথ অবলম্বন করিলেই অমৃত লাভ হইয়া থাকে। অতএব আমি হিংসা ও কাম, ক্রোধ পরিশূন্য হইয়া একমাত্র সুখকর সত্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক অমরের ন্যায় মৃত্যুকে উপহাস করিব এবং দিবাকরের উত্তরায়ণ সময়ে শান্তিমার্গ অবলম্বন, বেদাধ্যয়ন এবং কর্ম্ম, মন ও বাক্যের সংযমে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তির অতি হিংস্র পশুযজ্ঞ অথবা পিশাচের ন্যায় বিনাশকর ক্ষত্রিয়যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। আমি আপনা হইতেই আপনি সম্ভূত হইয়াছি; আমার সন্তান নাই। এক্ষণে আমি পুত্রোৎপাদন বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিব। পুত্র হইতে কখন আমার পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। যাঁহার বাক্য ও মন সতত সংযত থাকে এবং তপস্যা দান ও সত্যই যাঁহার পরম ধর্ম্ম, তিনি অনায়াসে ঐ সকল সৎকর্ম্মপ্রভাবে সমুদায় মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিদ্যার সমান চক্ষু ও ফলত্যাগের তুল্য সুখ এবং বিষয়স্পৃহার সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। একাগ্রতা সর্ব্বভূতে সমভাব, সত্য, স্বধর্ম্মে অবস্থান, দণ্ড পরিত্যাগ, সরলতা ও কার্য্যবিরতি এই সমুদায় ব্রাহ্মণের পরম ধন। হে তাত! যখন আপনাকে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন আপনি কি নিমিত্ত বৃথা ধন, বন্ধুবান্ধব ও পুত্র, দারাদির নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছেন? এক্ষণে এই দেহমন্দির প্রবিষ্ট আত্মাকে অনুধ্যান করুন। আপনার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ কোথায় গিয়াছেন?

হে ধর্ম্মরাজ! জ্ঞানবান্ পুত্র এই কথা কহিলে তাঁহার পিতা তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত কর।

অষ্টসপ্তত্যধিকাদ্বশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, জ্ঞান ও আশ্রমসম্পন্ন হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি মোক্ষধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান্, অল্পাহারনিরত এবং জিতেন্দ্রিয় হন, তিনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করাই কর্তব্য। প্রত্যক্ষ হউক বা পরোক্ষেই হউক, বাক্য মন ও ইঙ্গিত দ্বারাও কোন ব্যক্তির নিন্দা করা উচিত নহে। হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কর্তব্য। এই বিনশ্বর দেহধারণ করিয়া কোন ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করা কদাপি বিধেয় নহে। কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা উচিত। অন্য অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করা নিতান্ত গর্হিত। কেহ নিন্দাদি দ্বারা ক্রোধ উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য এবং কেহ প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া যতীদিগের ধর্ম্ম নহে; যদিও তাঁহারা অনেক গৃহ পর্য্যটন পূর্ব্বক ভিক্ষা লাভ করিতে না পারেন, তথাপি পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া কোন গৃহস্থের ভবনে গমন করিবেন না। মূঢ় ব্যক্তি কর্তৃক অবমানিত হইয়াও তাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবেন না। সতত স্বধর্ম্মনিরত, দয়াবান, প্রত্যপকারপরাঙ্মুখ, নির্ভয় ও নিরহঙ্কার হইয়া কাল হরণ করিবেন। যখন গৃহস্থদিগের ভবন ধূমবিহীন ও অঙ্গারশূন্য হইবে, যখন উহার মধ্যে মুষলধ্বনি শ্রবণগোচর হইবে না এবং যখন গৃহস্থেরা ভোজনাবসানে ভোজনপাত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন, সেই সময়েই তাঁহাদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হওয়া সন্ন্যাসীদিগের কর্তব্য। কেহ অধিক পরিমাণে ভিক্ষা প্রদান করিলে তাঁহারা তাহা হইতে কেবল প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিবেন। বস্ত্রাদি সঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক, আহারসংগ্রহেও যত্নবান্ হইবেন না। লাভ হইলে হৃষ্ট ও লাভ না হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহাদিগের নিতান্ত অবিধেয়। তাঁহারা সাধারণোপভোগ্য মাল্যচন্দনাদি লাভের বাসনা করিবেন না। নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের কদাপি কর্তব্য নহে। তাঁহারা অন্যের দোষ গুণ কীর্ত্তন করিবেন না, নির্জ্জন প্রদেশে শয়ন ও উপবেশন করিবেন। শূন্যাগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য, গিরিগুহা বা অন্য কোন প্রকার জনশূন্য প্রদেশে বাস করাই তাঁহাদিগের কর্তব্য। তাঁহারা তিরস্কার ও পুরস্কারে সমমানসম্পন্ন ও নিশ্চল হইবেন। কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ পুণ্য উপার্জ্জন করিবেন না। বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক নিত্য তৃপ্ত, পরম পরিতুষ্ট, প্রসন্নবদন, প্রফুল্লেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, জপপরায়ণ ও মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন। প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু বারংবার হইতেছে এবং সকলেরই দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় বিনশ্বর ইহা বিশেষ রূপে অনুধাবন পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, আত্মারাম, প্রশান্তচিত্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্নাদি বা ফলমূলাদি দ্বারা জীবনমাত্র নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য। তাঁহারা বাক্য, মন, ক্রোধ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করিবেন এবং কেহ নিন্দা করিলে ব্যথিত হইবেন না। নিন্দা ও প্রশংসাতে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থান করাই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রধান ধর্ম্ম। সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা সত্ত্বগুণান্বিত, সহায়বিহীন, গৃহশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ও সাবধান হইয়া থাকেন। একবারের অধিক কোন স্থানে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন না। বানপ্রস্থাশ্রমী বা গৃহীর ভবনে বাস করা তাঁহাদিগের কখনই কর্তব্য নহে। যদৃচ্ছালব্ধ অনিন্দিত দ্রব্য ভক্ষণ

কল্প ও দুর্গে একান্ত অভিভূত না হওয়াই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। মহাত্মা হারীত সন্ন্যাস ধর্ম্মকেই মোক্ষলাভের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন! কিন্তু অজ্ঞানেরা এই ধর্ম্মপালন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের পরিশ্রমমাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীকে অভয়দান করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন।

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সকল ব্যক্তিই আমাদিগকে ধন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে; কিন্তু বস্তুতঃ এই জীবলোকে আমাদিগের অপেক্ষা অসুখী আর কেহই নাই। দেখুন, সকলের পূজনীয় ধর্ম্মাদি দেবগণের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও আমাদিগকে যাহার পর নাই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে; অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে, শরীর ধারণই দুঃখের কারণ। হায়! আমরা কবে দুঃখনাশক সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। মহর্ষিগণ পাঁচ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মুক্তিবিরোধী কামক্রোধাদি, শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও সত্ত্বাদি গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সংসার পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হায়! আমরা কবে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষিদিগের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুঃখের অবশ্যই অন্ত আছে। কোন পদার্থই সীমাশূন্য নাই। মুক্তিই পুনর্জ্জন্মের অন্ত। ফলতঃ সমস্ত বিষয়েরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। ঐশ্বর্য্য সংসারানুরাগের কারণ বলিয়া বস্তুতঃ দূষণীয় বটে; কিন্তু উহা দ্বারা তোমাদের কোন অপকার হইবে না। তোমরা ধার্ম্মিক; সুতরাং শম দমাদির অভ্যাস দ্বারা কিয়ৎকালের মধ্যেই মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। মনুষ্য পুণ্য পাপের নিয়ন্তা নহে; প্রত্যুত পুণ্য পাপ সমুদ্ভূত অজ্ঞান দ্বারা তাহাকে অভিভূত হইতে হয়। বায়ু যেমন রক্ত, পীত ও রক্তবর্ণ ধূলিজালে মুক্তিত হইয়া নানা রূপ ধারণ করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফলযুক্ত ও অজ্ঞান দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বয়ং বর্ণশূন্য হইয়াও গৌরত্বাদি দেহধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেহে দেহে সঞ্চরণ করিতেছেন। মনুষ্য জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানসমুৎপন্ন অন্ধকার নিরাশ করিতে পারিলেই নিত্য ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়। দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও প্রতিনিয়ত জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের উপাসনা করা আবশ্যক। ব্রহ্মকে লাভ করা নিতান্ত যত্নসাধ্য; এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে কদাচ বিরত হন না। এই স্থলে শক্রনির্জ্জিত রাজ্যপরিভ্রষ্ট অসহায় দানবরাজ বৃত্র শত্রুমধ্যে একমাত্র বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অনন্যমনে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে দৈত্যগুরু উশনা বৃত্রাসুরকে ঐশ্বর্য্যপরিভ্রষ্ট দেখিয়া কহিয়াছিলেন, দানবরাজ! তুমি শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া কি দুঃখিত হও নাই? তখন বৃত্র কহিলেন, ভার্গব! আমি তপস্যা ও বেদবাক্যপ্রভাবে প্রাণিগণের সংসার ও মুক্তির বিষয় নিঃসংশয় রূপে জ্ঞাত হইয়াছি; সুতরাং আমাকে কখনই শোকাকুল বা হর্ষে অভিভূত হইতে হয় না। কতকগুলি জীব কালপ্রেরিত হইয়া নরকে নিমগ্ন হয়, আর কতকগুলি দেবলোকে গমন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে কালযাপন করিয়া থাকে। জীবগণ স্বর্গে ও নরকে নির্দ্দিষ্ট কাল নিঃশেষিত প্রায় করিয়া অবশিষ্ট পুণ্যাপাপপ্রভাবে বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে। উহাদিগকে সহস্র সহস্র বার তির্য্যগ্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ ও নরকে বাস করিতে হয়। আমি জীবগণের বিষয় এইরূপ অবগত হইয়াছি। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ গতি হইয়া থাকে। মনুষ্য কর্ম্মানুসারেই তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবযোনি প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মফলেই সে বারংবার নরকযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারেই তাহাকে মৃত্যুর পর সুখদুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্তি করিতে হয়। সকল প্রাণীই পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরায় ভূতলে আগমন করে।

ভগবান্ শুক্র বৃত্রাসুরের মুখে এই রূপ সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতির একমাত্র আশ্রয় পরমাত্মার প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ অবগত হইয়া কহিলেন, দানবরাজ! তোমার মুখ হইতে কি নিমিত্ত অসুরবিরোধী বাক্য নিঃসৃত হইতেছে? বৃত্র কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আমি জিগীষাপরবশ হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ইহা আপনি ও অন্যান্য লোক সকলেই অবগত আছেন। আমি প্রাণিগণের পুষ্পোদ্যান ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু অধিকার করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোকত্রয়কে অতিক্রম ও অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিলাম। আমি প্রজামণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতাম। তৎকালে আমাকে কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। আমি তপোবলে এইরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলাম। আবার স্বীয় কর্ম্মদোষেই উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি কেবল স্বীয় ধৈর্য্যবলে তন্নিমিত্ত আর শোকপ্রকাশ করিতেছি না। পূর্ব্বে আমি মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া সর্ব্বলোক পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ সনাতন বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার সেই বিষ্ণুদর্শনস্বরূপ তপস্যাজনিত শুভাদৃষ্টের ফলভোগ অবশিষ্ট আছে। আমি সেই শুভাদৃষ্ট প্রভাবে আপনাকে কর্ম্মফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মরূপ মহৎ ঐশ্বর্য্য কোন্ বর্ণে অবস্থান করে এবং লোকে কি প্রকারেই বা ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়? কাহা হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়া জীবিত থাকে? জীব কোন্ ফল প্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে। আর যে ফল দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, সেই ফলই বা কোন্ কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়? আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর দানবরাজ বৃত্র এই কথা কহিলে মহর্ষি উশনা যাহা কহিয়াছিলেন, তুমি অনন্যমনে সমভিব্যাহারে অনন্যমনে তাহা শ্রবণ কর।

অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

তখন শুক্রাচার্য্য কহিলেন, দানবরাজ! এই ভূমণ্ডল যাঁহার অধ, আকাশমণ্ডল যাঁহার মধ্যভাগ এবং মোক্ষধাম যাঁহার মস্তক, আমি সেই ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দৈত্যাধিপতি বৃত্র ও মহাত্মা শুক্রাচার্য্য উভয়ে এরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার তাঁহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অসুরেন্দ্র বৃত্র ও মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে দর্শনমাত্র যথোচিত পূজা করিয়া মহামূল্য আসন প্রদান করিলেন। মহাত্মা সনৎকুমার সেই আসনে আসীন হইলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি দানবেন্দ্রের নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। তখন মহর্ষি সনৎকুমার বৃত্রাসুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিশ্বসংসার সেই বিষ্ণুতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সেই পরমপুরুষ কালসহকারে এই চরাচর ভূত সমুদায়ের পুনঃ পুনঃ ও সংহার করিয়া থাকেন। এই সমুদায় ভূত তাঁহা হইতে সম্ভূত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না; কেবল ইন্দ্রিয়সংযম প্রভাবেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়। যিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে নিষ্কাম যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্য দ্বারা চিত্তসংশোধন করেন, তিনিই পরলোকে মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হন। সুবর্ণাদি ধাতু যেমন স্বর্ণকার কর্ত্তৃক বারংবার হুতাশনে প্রদত্ত হইয়া পরিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণ বারংবার জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধি লাভ করে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ একবার মাত্র জন্মপরিগ্রহ করিয়াই পরম যত্ন সহকারে কেবল যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্য প্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। স্বীয় কলেবরস্থ মলমার্জ্জনের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক দোষসংশোধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন তিলসর্ষপাদিতে একবার অল্প সংখ্যক পুষ্প প্রদান করিলে, উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিভাবিত হয় না; তদ্রূপ একজন্মে অল্পমাত্র সদ্গুণ দ্বারা সমুদায় দোষ দূরীকৃত করা যায় না। আর যেমন তিলসর্ষপাদিতে বারংবার প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিলে, উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ গুণসমূহের বারংবার জন্মপরিগ্রহ ও সত্ত্ব গুণের আধিক্য দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদি স্নেহজনিত দোষ সমুদায় একবারে নিরাকৃত হয়।

হে দানবরাজ! এক্ষণে কর্ম্মানুরক্ত ও কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা যে রূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যেরূপে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা আনুপূর্ব্বিক

কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। জন্মমৃত্যুরহিত ভগবান্ নারায়ণ এই চরাচর বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বভূতমধ্যে দেহ ও জীবরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় স্বরূপ হইয়া এই জগৎ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার পদযুগল পৃথিবী, মস্তক স্বর্গ, চারি বাহু চারি দিক্, কর্ণ আকাশ, চক্ষু, সূর্য্য, মন চন্দ্র, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং রসনা সলিলরূপে অবস্থান করিতেছে। গ্রহ সমুদায় তাঁহার ভ্রূদেশে ও ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে সন্নিহিত রহিয়াছে। নক্ষত্র সমুদায় তাঁহার নেত্র হইতে এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ও তাঁহা হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। তিনি সমুদায় আশ্রম, দানাদি কর্ম্ম ও সন্ন্যাস ধর্ম্মের ফলস্বরূপ। তাঁহার রোম সমুদায় ছন্দ ও বাক্য প্রাণ। তিনি সমুদায় আশ্রমেরই আশ্রয়। তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে। তিনিই ব্রহ্ম, তিনি পরম ধর্ম্ম, তপস্যা, সৎ ও অসৎকার্য্য, মন্ত্র, শাস্ত্র, যজ্ঞ পাত্র, ষোড়শ ঋত্বিক্‌যুক্ত যজ্ঞ, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অশ্বিনীকুমার, পুরন্দর, মিত্র, বরুণ, যম ও কুবেররূপে অবস্থান করিতেছেন। ঋষিগণ তাঁহাকেই দ্রষ্টাস্রষ্টাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়াও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমুদায় জগৎ সেই অদ্বিতীয় ভগবানেরই অধীনে অবস্থান করিতেছে। বেদে তাঁহাকেই এই বিবিধ ভূতগ্রামের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। জীবগণ যখন জ্ঞান প্রভাবে সর্ব্বত্র সেই নারায়ণময় অবলোকন করে, তখনই তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

স্থাবর জীবগণ সহস্র কোটি কল্পকাল অবস্থান ও জঙ্গম জীবেরা তাবৎ কাল সঞ্চরণ করিতেছে। এক যোজন বিস্তৃত, পাঁচ শত যোজন দীর্ঘ ও এক ক্রোশ গভীর সহস্র সহস্র দীর্ঘিকার জল প্রতিদিন একবার মাত্র কেশাগ্রভাগ দ্বারা নিক্ষেপ করিলে তৎসমুদায় যত দিন শুষ্ক হয়, ততদিনে সমুদায় প্রজার একবার সৃষ্টি ও একবার সংহার হইয়া থাকে; জীবগণের বর্ণ ছয় প্রকার; কৃষ্ণ, ধূম্র, নীল, রক্ত, হারিদ্র ও শুক্ল। এই সমস্ত বর্ণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও সুখ সম্পাদক। তমোগুণের প্রাধান্যে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্থাবরযোনি, রজ ও তমোগুণের প্রাধান্যে ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ তির্য্যক্‌যোনি, রজোগুণের প্রাধান্যে নীলবর্ণ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি, রজ ও সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে রক্তবর্ণ অর্থাৎ প্রাজাপত্য, সত্ত্বপ্রাধান্যে হারিদ্রবর্ণ অর্থাৎ দেবত্ব এবং কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রভাবে শুক্লবর্ণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণপ্রভাবেই জীব নিষ্পাপ, বিগতশোক ও শ্রমবিহীন হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু উহা নিতান্ত দুর্লভ। কেন না, জীব সহস্র সহস্র বার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শুভপ্রদ শাস্ত্র অবগত হইয়া পরিশেষে সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আত্মানুভবাত্মিকা গতি লাভ করিয়া থাকে। গতি শুক্লাদি বর্ণের এবং বর্ণ সত্যাদিকালের প্রভাবেই হইয়া থাকে। শুক্ল ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ সমুদায়ের গতি চতুর্দ্দশ প্রকার। ঐ চতুর্দ্দশ প্রকার গতির আবার অসংখ্য অবান্তর ভেদ আছে। গুণপ্রভাবেই জীবের উচ্চ লোকে আরোহণ, অবস্থান ও তথা হইতে অবরোহণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের গতি অতি নিকৃষ্ট। ঐ বর্ণ প্রভাবে জীব নরকে বাস ও লক্ষ লক্ষ বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পশ্চাৎ ধূম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ঐ ধূম্রবর্ণের প্রভাবে জীবকে শীতোত্তাপাদি সহ্য করিয়া কালযাপন করিতে হয়। পরিশেষে পাপক্ষয় হইলে উহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সেই জীব নীলবর্ণ লাভ করে। যখন তাহার সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তখন সে তমোগুণ বিমুক্ত ও রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শ্রেয়োলাভার্থ যত্নসহকারে মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করে। তৎপরে সে এক কল্প পুণ্য পাপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হারিদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে শতকল্প দেবত্ব ভোগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। পরে সেই মনুষ্যযোনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়া অসংখ্য কল্প স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে একোনবিংশতি সহস্র গতি লাভ করিয়া পরিশেষে ভোগপ্রদ কর্ম্মসমুদায় হইতে বিমুক্ত হয়। মনুষ্যের ন্যায় সকল যোনিরই উত্তরোত্তর উন্নতি ও অধোগতি হইয়া থাকে। জীব সতত দেবলোকে বিহার করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং অষ্ট কল্প সেই মনুষ্যদেহে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বিমুক্ত হয়। যদি জীব কালসহকারে দেবত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় পাপাচরণ করে তাহা হইলে তাহাকে নিকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইতে হয়।

হে দানবরাজ! এক্ষণে জীব যে রূপে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব সাত শত দৈবকল্প রক্ত হারিদ্র ও শুক্লবর্ণ ভোগ করে। মহাত্মারা শুক্লবর্ণ লাভ করিয়া মনোভিলাষমত অসংখ্য লোকে গমন করিয়া থাকেন। শুক্লবর্ণের গতি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন হইতে ভিন্ন। জীব যোগৈশ্বর্য্য ভোগে আসক্ত হইলে তাহাকে এক কল্প মহর্লোক প্রভৃতি চারি লোকে বাস করিতে হয়। ঐ কল্প অতীত হইলেই তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যিনি অনুরাগাদি দোষশূন্য হইয়াও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়া যোগৈশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তিনি এক শত কল্প ভূঃপ্রভৃতি সপ্ত লোকে বাস করিয়া পরিশেষে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যযোনি পরিগ্রহপূর্ব্বক মহত্ত্ব লাভ করেন। অনন্তর সেই মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় উত্তরোত্তর উন্নতর লোকে গমন পূর্ব্বক সাত লোক অতিক্রম করিয়া থাকেন। ঐ সকল লোক অতিক্রম করিবার সময় লোকসমুদায়ের বারংবার জন্মমৃত্যু দর্শনে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন তিনি উন্নতর লোক সমুদায়ও অনিত্য বোধ করিয়া ঐ সমুদায়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবলোকেই অবস্থান করেন। তৎপরে তাঁহার অক্ষয় অসীম লোক লাভ হয়। ঐ লোককে কেহ কেহ মহাদেবের, কেহ কেহ বিষ্ণুর, কেহ কেহ ব্রহ্মার, কেহ কেহ অনন্তের, কেহ কেহ নরের ও কেহ কেহ ব্রহ্মের বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সাধু ব্যক্তি মুক্তিলাভকালে ইন্দ্রিয় সমুদায় ও প্রকৃতি প্রভৃতির সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভস্মীভূত করিয়া ব্রহ্ম লাভ করেন। জীবগণ জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে; পরিশেষে প্রলয়কালে তাহাদিগকে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ সকলের মধ্যে যে মহাত্মারা সিদ্ধ লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তাঁহারা প্রলয়কালেও ঐ লোক লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সুখ দুঃখে হৃষ্ট ও ব্যথিত না হইয়া যতকাল ইহলোকে অবস্থান করেন, তাবৎকাল তাঁহার শরীরে বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অবস্থান করিয়া থাকে। ঐ সময় তাঁহাকে জীবন্মুক্ত ও সর্ব্বময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য প্রথমতঃ বিশুদ্ধ মন দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং পরিশেষে অন্যের নিতান্ত দুর্লভ মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। হে দৈত্যরাজ! এই আমি তোমার নিকট নারায়ণের মাহাত্ম্য ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

সনৎকুমার এই কথা কহিলে দানবরাজ বৃত্র তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায়ই যথার্থ। এই বিশ্বসংসার অলীক বলিয়াই আমি বিধুর হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার বাক্য শ্রবণে আমি নিষ্পাপ ও শোকমোহবিহীন হইলাম। ভগবান্ নারায়ণের এই অনন্ত কালচক্র নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ঐ চক্র প্রভাবেই সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইতেছে। তিনি পুরুষোত্তম এবং তাঁহাতেই এই জগৎসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দৈত্যাধিপতি বৃত্র এই কথা কহিয়া পরমব্রহ্মে আত্মসংযোজনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বকালে মহর্ষি সনৎকুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান্ নারায়ণ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সেই সর্ব্বাশ্রয় চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম স্বীয় অসীম তেজঃপ্রভাবে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই অষ্টমাংশস্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কল্পান্তকালে বিরাট পুরুষেরও ধ্বংস হয়; কিন্তু কেবল ভগবান্ ঐ সময়ে সলিলশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে লোক সমুদায় বিনষ্ট হইলে এই অনাদিনিধন কেশব পুনরায় জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদায় পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

কহিলেন পিতামহ! আমার বোধ হয়, দানবরাজ বৃত্র স্বয়ং আপনার সদ্গতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত সর্ব্বদাই সুখে অবস্থান করিতেন। যাঁহারা শুক্লবর্ণে অবস্থিত, শুদ্ধবংশসম্ভূত ও সিদ্ধ, তাঁহারাই তির্য্যগ্‌যোনি ও নরক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা হারিদ্র ও রক্তবর্ণে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকেও কখন কখন দুর্দ্দৈববিবশতঃ তামসিক কার্য্যে আসক্ত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি

লাভ করিতে হয়। যাহা হউক আমরা সুখ-দুঃখে একান্ত আসক্ত রহিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে কৃষ্ণ বা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট এই উভয়ের অন্যতর গতি লাভ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমরা শংসিতব্রত ও বিশুদ্ধ পাণ্ডববংশসম্ভূত। অতএব তোমরা দেবলোকে গমন করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যভূমিতে আগমন করিবে এবং তৎপরে পুনরায় দেবলোকে গমনপূর্ব্বক সুখসম্ভোগ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধপুরুষমধ্যে গণনীয় হইবে। তোমাদের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই; সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অতুল তেজঃসম্পন্ন জ্ঞানবান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ অসুররাজ বৃত্রের কি অনির্ব্বচনীয় ধার্ম্মিকতা! তিনি অসুর হইয়া কিরূপে অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুর দুর্জ্ঞেয় মহিমা পরিজ্ঞাত হইলেন? আপনি আমার নিকট বৃত্রের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন; আমিও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পুনর্ব্বার বিশেষরূপে বৃত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। বেদান্তজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত পরম ধার্ম্মিক বৃত্র কিরূপে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন? এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব অসুররাজ বৃত্র যেরূপে ইন্দ্রকর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন এবং যেরূপে তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ হইল, আপনি তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে দেবগণ সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিয়া দেখিলেন, পঞ্চশত যোজন উন্নত, তিনশত যোজন বিস্তৃত অসুররাজ বৃত্র দানবসৈন্যের অগ্রভাগে পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেবগণ সেই ত্রিলোকদুর্জ্জয় মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইলেন। সহসা ভয়ঙ্করকম্প দর্শনে ভয়ে ইন্দ্রের উরুস্তম্ভ হইল। অনন্তর সংগ্রাম স্থলে উভয় পক্ষের বাদিত্রনিস্বন ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। অসুররাজ বৃত্র ইন্দ্রকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া অণুমাত্র সম্ভ্রম, ভয় বা যত্ন করিলেন না।

তৎপরে দেবরাজ ও মহাত্মা দানবরাজের ভয়াবহ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অসি, পট্টিশ, শূল, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, শিলা, শরাসন এবং অনল ও উল্কা প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্রে সমাকীর্ণ হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং অসংখ্য দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশপথে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ দৈত্যেন্দ্র বৃত্র ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে শিলাবর্ষণ করিয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক অচিরাৎ সেই প্রস্তরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী দানবরাজ মায়াযুদ্ধে দেবেন্দ্র পুরন্দরকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ সামবেদোক্ত মন্ত্রপাঠ দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করত কহিলেন, সুররাজ! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ অসুরঘাতী ও অসাধারণ বলসম্পন্ন হইয়া কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ? ঐ দেখ, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণু, দেবদেব মহাদেব, ভগবান্ চন্দ্র ও অসংখ্য মহর্ষি অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ইতর লোকের ন্যায় বিমোহিত না হইয়া যুদ্ধবিষয়িণী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাভূত কর। ঐ দেখ, সর্ব্বলোকনমস্কৃত লোকগুরু ভগবান্ ত্রিনয়ন তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; তুমি অচিরাৎ মোহ পরিত্যাগ কর। ঐ দেখ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ তোমার জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে স্তব করিতেছেন।

অতুল তেজঃসম্পন্ন দেবরাজ মহাত্মা বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া প্রভূত বল ধারণ করিলেন। তখন তাঁহার উৎকৃষ্ট যোগবলে বৃত্রের মায়া তিরোহিত হইল। অনন্তর অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ বৃত্রের অসীম পরাক্রম দর্শনে লোকের হিতকামনায় দেবদেব মহাদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! অসুররাজ বৃত্র যাহাতে নিপাতিত হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের তেজ জ্বররূপী হইয়া দৈত্যবর বৃত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় লোকরক্ষণনিরত সর্ব্বলোক পূজিত ভগবান্ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের বজ্রে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি, মহাতেজা বশিষ্ঠ ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ লোকপূজিত বাসবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেবরাজ! তুমি অবিলম্বে বৃত্রকে জয় কর। দেবদেব মহাদেব পুরন্দরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! এই মহাবল পরাক্রান্ত বৃত্র সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বগামী ও বহুমায়াসম্পন্ন। এই দানব তোমার প্রধান শত্রু; অতএব তুমি অচিরাৎ এই ত্রৈলোক্যবিজয়ী অসুররাজকে নিপাতিত কর। ইহাকে অবজ্ঞা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে এই অসুর বললাভের নিমিত্ত ষষ্টিসহস্রবর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সেই তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণের মহত্ত্ব, মহামায়া, মহাবল ও উৎকৃষ্ট তেজ লাভ করিয়াছে। এক্ষণে আমার তেজ তোমার দেহে প্রবেশ করিতেছে, তুমি সেই তেজঃপ্রভাবে বজ্রদ্বারা অবিলম্বে ইহাকে সংহার কর।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে আপনার সমক্ষেই এই বজ্র দ্বারা এই দুর্দ্ধর্ষ দানবরাজকে নিপাতিত করিব।

অনন্তর রুদ্রজ্বর মহাসুর বৃত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। দেবতা ও ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, মুরজ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে সমুদায় অসুরগণের স্মরণশক্তি বিলুপ্ত ও মায়া বিনষ্ট হইয়া গেল। ঐ সময় দেবতা ও ঋষিগণ বৃত্রকে জ্বরাক্রান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া দেবদেব মহাদেব ও ইন্দ্রকে বিবিধপ্রকার স্তব করিয়া সুররাজকে যুদ্ধার্থ ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রামস্থলে ঋষিগণ স্তব করাতে রথারূঢ় মহাত্মা শতক্রতুর রূপ নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অসুররাজ বৃত্র জ্বরাবিষ্ট হইলে তাঁহার শরীরে যে যে চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সময় দানবরাজের মুখ প্রজ্বলিত এবং সর্ব্বশরীর বিবর্ণ, বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্মরণশক্তি অশিবদর্শনা শিবারূপে দৈত্যেশ্বরের মুখ হইতে বিনির্গত হইল। উল্কা সমুদায় প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে নিপতিত হইতে লাগিল। এবং গৃধ্র, কঙ্ক ও বক সমুদায় একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে চক্রের ন্যায় তাঁহার মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

তখন দেবরাজ রথোপরি অবস্থানপূর্ব্বক বজ্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রামস্থ বৃত্রকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তীব্রজ্বর সমাবিষ্ট অসুররাজ বৃত্র জৃম্ভণ ও ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা ইন্দ্র বৃত্রকে জৃম্ভণপরায়ণ অবলোকন করিয়া অবিলম্বে কালানলসদৃশ বজ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে নিপাতিত করিলেন। বৃহৎকায় ঐ সমরাঙ্গনে নিপাতিত হইলে দেবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দৈত্যদলন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে এইরূপে নিপাতিত করিয়া অন্যান্য অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ প্রস্থান করিলে পর দানবরাজ বৃত্রের শরীর হইতে কপালমালিনী, রুধিরাক্ত, ভীমদর্শনা ব্রহ্মহত্যা বিনির্গত হইল। উহার বর্ণ কৃষ্ণপিঙ্গল, কেশপাশ আলুলায়িত, নেত্র অতি ভীষণ, অঙ্গ কৃশ ও পরিধান চীরবসন। ব্রহ্মহত্যা বৃত্রাসুরের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া বজ্রধারী ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদা বৃত্রহন্তা দেবরাজ পুরন্দর লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্গ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখীন হইল। দেবরাজ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া মৃণালতন্তুমধ্যে গমনপূর্ব্বক বহু বৎসর লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। পরিশেষে তিনি তথা হইতে বিনির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যার বিনাশার্থ বিশেষরূপে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মহত্যাকে নিরাকৃত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত দেখিয়া ব্রহ্মহত্যাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, সুশীলে! তুমি

অনুগ্রহপূর্ব্বক দেবরাজকে পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইব এবং তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।

তখন ব্রহ্মহত্যা কহিল, পিতামহ! আপনি ত্রিলোক-পূজিত ও ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা; আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াতেই আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনার নিকট আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই। কেবল এক্ষণে আমি কোথায় বাস করিব, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন্। আপনিই লোক সকলকে রক্ষা করিবার বাসনায় লোকে ব্রাহ্মণ বিনাশ করিলেই ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবে, এই নিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক লোকমধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে আমি আপনাকে প্রীত ও প্রসন্ন দেখিয়া ইন্দ্রের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, আপনি আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা, ব্রহ্মহত্যার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ইন্দ্রের দেহ হইতে তাহাকে নিষ্কাসিত করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নিকে স্মরণ করিবামাত্র হুতাশন তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? ব্রহ্মা কহিলেন, হুতাশন! আমি অদ্য সুরপতির মুক্তিসাধনের নিমিত্ত এই ব্রহ্মহত্যাকে চারিভাগে বিভক্ত করিব। তুমি ইহার এক অংশ গ্রহণ কর। অগ্নি কহিলেন, পিতামহ! আমি এই ব্রহ্মহত্যা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব? আপনি তাহার উপায় ব্যক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হুতাশন! যে ব্যক্তি তোমাকে প্রজ্বলিত দেখিয়া তমোগুণ প্রভাবে বীজ, ঔষধি ও রস লইয়া তোমাতে আহুতি প্রদান না করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করিবে। তুমি সন্তপ্ত হইও না। প্রজাপতি এই কথা কহিলে, হুতাশন তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ব্রহ্মহত্যার চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি বৃক্ষ ওষধি ও তৃণ সমুদায়কে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন তাহারা বিধাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া বহ্নির ন্যায় ব্যথিত মনে তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ! আমাদিগের এই পাপ কিরূপে ধ্বংস হইবে? দেখুন আমরা প্রতিনিয়ত শীত উত্তাপ ও বায়ু সহ্য করিতেছি, আবার মনুষ্যগণ আমাদিগকে সতত ভেদ ও ছেদন করিয়া থাকে। এইরূপে আমরা দৈব কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া রহিয়াছি। অতএব যদি আপনি আমাদের ঐ পাপনাশের উপায় বিধান করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আপনার নির্দ্দেশানুসারে উহা গ্রহণ করিব। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে উদ্ভিদ্গণ! পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে যদি কেহ মোহক্রমে তোমাদিগকে ছেদন করে, তাহা হইলে এই ব্রহ্মহত্যা-পাপ তাহাকেই আশ্রয় করিবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, তরু গুল্মাদি উদ্ভিদ্গণ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে সংকার করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে অপ্সরোগণ! এই ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা ইহার একাংশ গ্রহণ কর। তখন অপ্সরোগণ কহিল, পিতামহ! আমরা আপনার নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু আমরা যাহাতে সময়ক্রমে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বরবর্ণিনীগণ যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রীতে গমন করিবে এই ব্রহ্মহত্যা অবিলম্বে তাহাকে আশ্রয় করিবে। তোমরা দুঃখ পরিত্যাগ কর। প্রজাপতি এই কথা কহিলে, অপ্সরোগণ প্রফুল্লমনে তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি সলিলকে স্মরণ করিলেন। সলিল স্মরণমাত্রই তথায় সমুপস্থিত হইয়া পিতামহকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! এই আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? ব্রহ্মা কহিলেন, এই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা বৃত্রাসুর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি ইহার একাংশ গ্রহণ কর। তখন সলিল কহিল, ভগবন্! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা প্রতিপালন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু আমরা যাহাতে সময়ানুসারে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি আপনি তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনি এই সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়; সুতরাং এই পাপ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আপনি ভিন্ন আর কাহাকে প্রসন্ন করিব। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সলিল! যে ব্যক্তি তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তোমার উপর মূত্র বা পুরীষ নিক্ষেপ করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকেই আশ্রয় করিবে। তাহা হইলেই তোমার উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা এইরূপ উপায় বিধান করিলে ব্রহ্মহত্যা দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বাসস্থান সমুদায়ে গমন করিল। তৎপরে সুররাজ ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিলেন এবং আপনার সম্পদ্ লাভ ও অসংখ্য শত্রুকে পরাজয় করিয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।" শিখণ্ড নামক উদ্ভিদ্ ঐ সময়ে বৃত্রাসুরের শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। উহা দীক্ষিত তপোধন ও ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণগণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে। ইহারাই ভূদেব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীতে সকলের অজেয় হইবে। যাহারা প্রতি পর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে এই ইন্দ্রের বৃত্রাসুর জয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদিগকে কখনই পাপভোগ করিতে হইবে না। এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের অদ্ভুত কার্য্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে প্রকাশ কর।

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও বিজ্ঞতম আপনার মুখে এই বৃত্রাসুর বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে আর একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে শ্রবণ করুন। আপনি ইতিপূর্ব্বে কহিলেন যে, দানবরাজ বৃত্র জ্বররোগে মোহিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় বজ্রাস্ত্রপ্রভাবে তাঁহাকে নিহত করিলেন। কিন্তু এই জ্বররোগ কোন্ স্থান হইতে কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা আমি অবগত নহি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট জগদ্বিখ্যাত জ্বরোৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুমেরু পর্ব্বতের সাবিত্র নামে এক বিবিধরত্ন বিভূষিত ত্রিলোকপূজিত অনুপম শৃঙ্গ ছিল। ঐ শৃঙ্গে কোন ব্যক্তিই গমন করিতে সমর্থ হইত না। ভগবান্ ভূতভাবন সেই স্বর্ণবিভূষিত সুমেরু শৃঙ্গের শিলাতলে উপবিষ্ট থাকিতেন। শৈলরাজদুহিতা পার্ব্বতীও সতত তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিতেন। মহানুভব দেবগণ অমিতপরাক্রম বসুদয়, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ পরিবেষ্টিত যক্ষাধিপতি কুবের, মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, সনৎকুমার প্রভৃতি দেবগণ, বিশ্বাবসু, নারদ ও পর্ব্বত প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, বহুসংখ্যক অপ্সরা এবং অসংখ্য বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও তপোধনগণ তথায় আগমন করিয়া দেবাদিদেবের উপাসনা করিতেন। তথায় নানা গন্ধসমাযুক্ত পবিত্র সমীরণ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইত। সকল সময়ে সমুদায় ঋতুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। নানারূপধারী বিকটমূর্ত্তি মহাবলপরাক্রান্ত ভূত, পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি অনুচরগণ সতত শঙ্করের সমীপে সমুপস্থিত থাকিত। ভগবান্ নন্দী প্রজ্বলিত শূল ধারণ করিয়া সতত তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। সর্ব্বতীর্থময়ী সরিদ্বরা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার উপাসনায় তৎপর থাকিতেন। এইরূপে ভগবান্ ভূতভাবন দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেই সুমেরুশৃঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে প্রজাপতি দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ যজ্ঞে গমন করিবার মানসে সকলে সমবেত হইয়া মহাদেবের আদেশানুসারে অনল ও সূর্য্যপ্রভ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক হরিদ্বারে গমন করিলেন। শৈলরাজদুহিতা তাঁহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ইন্দ্রাদি দেবগণ কোন্ স্থানে গমন করিতেছেন? আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন মহাদেব কহিলেন, দেবি! প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; দেবগণ সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছেন পার্ব্বতী কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন না, আপনার তথায় গমন করিবার বাধা কি? মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! পূর্ব্বকালে যজ্ঞভাগ কল্পনার সময় দেবগণ আমার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই পূর্ব্বরীতি অনুসারে অত্যাপি তাঁহারা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন না। তখন পার্ব্বতী কহিলেন, মহাভাগ! আপনি রূপ, গুণ, যশ, তেজ ও প্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনাকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব আপনার যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই শুনিয়া আমি যাহার পর নাই দুঃখিত হইলাম। পার্ব্বতী পশুপতিকে এই কথা কহিয়া দুঃখিত মনে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীকে তথায় অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া যোগবলে স্বীয় অনুচরগণ সমভিব্যাহারে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ মধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ পরিত্যাগ, কেহ কেহ হাস্য, কেহ কেহ যজ্ঞাগ্নিতে রুধির বর্ষণ, কেহ কেহ যূপ উৎপাটনপূর্ব্বক পরিভ্রমণ এবং কেহ কেহ বা স্বীয় বিকটানন বিস্তার করিয়া যজ্ঞের পরিচারকদিগকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

মহাদেবের অনুচরগণ এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে যজ্ঞ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পলায়ন করিতে লাগিল। ভগবান্ মহাদেব যজ্ঞকে মৃগরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসনে শরসংযোজন পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যজ্ঞের অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহার বিকট ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু বিনির্গত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘর্ম্মবিন্দু নিপতিত হইবামাত্র তথায় কালাগ্নিসদৃশ হুতাশন প্রাদুর্ভূত ও ঐ হুতাশন হইতে এক খর্ব্বাকার, মহাবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সম্ভূত হইল। উহার পরিধান রক্তাম্বর, নেত্র লোহিত, শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ এবং শরীর শ্যেন ও উলূকের ন্যায় লোমশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র অনল যেমন কক্ষকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ সেই মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্মসাৎ করিয়া মহাবেগে ঋষি ও দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল। দেবতারা তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইলেন। বসুমতী সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাপুরুষের পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সমুদায় জগৎ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল।

এইরূপে সমুদায় লোক নিতান্ত বিপদাপন্ন হইলে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহেশ্বর! ঐ দেখুন সমুদায় লোক উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই সমুদায় ঋষি ও দেবতা আপনার ক্রোধদর্শনে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। অতএব আপনি অচিরাৎ ক্রোধ সংবরণ করুন। দেবগণ অদ্যাবধি আপনাকে সমুচিত যজ্ঞাংশ প্রদান করিবেন। আপনার স্বেদবিন্দু হইতে এই যে পুরুষ বিনির্গত হইয়াছে, এ জ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিবে, কিন্তু আপনার এই তেজোরাশি একত্র অবস্থিত থাকিলে সমুদায় পৃথিবীও উহা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আপনি এই তেজোরাশিকে বহুভাগে বিভক্ত করুন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া ভগবান্ ভবানীপতির যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলে তিনি সাতিশয় প্রীতমনে ও গর্ব্বিত বচনে তথাস্তু বলিয়া স্বীয় ভাগ স্বীকার করিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব জীবগণের শান্তিবিধানার্থ জ্বরকে নানাপ্রকারে বিভক্ত করিলেন। নাগগণের শিরঃসন্তাপ, পর্ব্বতের শিলা, সলিলের শৈবাল, ভুজগের নির্ম্মোক, গো সমুদায়ের পাদরোগ, পৃথিবীর উষরতা, পশুদিগের দৃষ্টিপ্রতিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখাভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা এবং শার্দ্দূলের শ্রমই জ্বর নামে কথিত হইয়া থাকে। আর ঐ জ্বর স্বনামে প্রসিদ্ধ হইয়া জন্ম মৃত্যু ও অন্যান্য সময়ে মানবদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। দেবাদিদেব মহাদেবের ঐ জ্বর নামক সুদারুণ তেজ সমুদায় জীবের নমস্য ও মান্য। দানবরাজ বৃত্র ঐ জ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া জৃম্ভা পরিত্যাগ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ বজ্রাস্ত্র প্রভাবে অসুররাজের শরীর বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে তিনি নারায়ণে একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন বলিয়া, যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিস্তারিতরূপে জ্বরোৎপত্তি কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর। যিনি অবিহিত চিত্তে এই জ্বরোৎপত্তির বিষয় পাঠ করেন, তিনি রোগশূন্য ও সুখী হইয়া পরমাহ্লাদে অভিলষিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! বৈবস্বত মনুর অধিকার সময়ে প্রচেতার পুত্র দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দক্ষই বা কিরূপে পার্ব্বতীর দুঃখ দর্শনে কোপাবিষ্ট বিশ্বাত্মা দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া সেই যজ্ঞ পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রাচেতস দক্ষ ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সিদ্ধমহর্ষি পরিসেবিত বিবিধ দ্রুমলতা পরিশোভিত হরিদ্বারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময় ভূচর, খেচর ও স্বর্গবাসী প্রাণিগণ দক্ষ প্রজাপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ; হাহা, হুহু, তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও বিশ্বসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ; ইন্দ্রের সহিত অপ্সরা, আদিত্য বসু, মরুৎ, রুদ্র ও সাধ্যগণ; ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ, উষ্মপায়ী, সোমপায়ী, ধূমপায়ী ও ঘৃতপায়ী পিতৃগণ; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিমান আরোহণে আগমনপূর্ব্বক অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন

এইরূপে সেই যজ্ঞস্থলে দেবদানবাদিতে পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা দধীচি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে মহাশয়গণ। যে যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্র পূজিত না হন, তাহাকে যজ্ঞ বা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। হায়! কালের কি বিপরীত গতি! তোমরা কেবল বধ ও বন্ধন লাভের নিমিত্ত এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছ। তোমাদের যে বিনাশকাল ও মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, মোহবশতঃ তাহা তোমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। পরমযোগী দধীচি ইহা কহিয়া ধ্যানে মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, মহাত্মা নারদ হরপার্ব্বতীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি এই যজ্ঞস্থলস্থিত ব্যক্তিরা সকলে এক পরামর্শ হইয়া মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করে নাই, বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থান হইতে অপসৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন; যে ব্যক্তি পূজ্যের অপমান ও অপূজ্যের অর্চ্চনা করে, তাহাকে নরহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। আমি পূর্ব্বে কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং কোন কালে মিথ্যা কথা কহিব না; এক্ষণে আমি দেব ও ঋষিগণসমাজে সত্য করিয়া কহিতেছি, জগৎপতি যজ্ঞভোক্তা ভগবান্ পশুপতি অচিরাৎ এই যজ্ঞে সমাগত হইবেন

মহাত্মা দধীচি এই কথা কহিলে, দক্ষ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে। ইহলোকে জটাজূটধারী শূলহস্ত একাদশ রুদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন! কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মহাদেব কে? তাহা আমি অবগত নহি।

তখন দধীচি কহিলেন, দক্ষ! তোমরা সকলে এক পরামর্শ হইয়া দেবদেব মহাদেকে নিমন্ত্রণ না করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছ; কিন্তু আমার মতে তাঁহার তুল্য প্রধান দেবতা আর কেহই নাই। অতএব যখন তুমি নিমন্ত্রণ কর নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইবে।

দক্ষ কহিলেন, মহর্ষে! যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিমিত্ত এই মন্ত্রপূত হবিঃ স্বর্ণপাত্রে সংস্থাপিত রাখিয়াছি। আমি অবশ্যই ঐ যজ্ঞভাগ দ্বারা সেই ভগবান্কে পরিতৃপ্ত করিব। মহর্ষি দধীচি ও দক্ষের এইরূপ বাদানুবাদ হইতে লাগিল।

এদিকে কৈলাস পর্ব্বতে দেবী পার্ব্বতী আপনার ভর্ত্তার নিমন্ত্রণ না

হওয়াতে দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি কিরূপ দান বা তপোনুষ্ঠান করিলে আমার পতি ভগবান্ ত্রিলোচন যজ্ঞের অর্দ্ধ বা তৃতীয় ভাগ লাভ করিতে পারিবেন।

সেই নিত্যসন্তুষ্ট দেবদেব মহাদেব স্বীয় পত্নীর এইরূপ খেদবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন কৃশাঙ্গি! আমি সমুদায় যজ্ঞের ঈশ্বর; আমার প্রতি বিরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। আজি তোমার মোহবশতই ইন্দ্রাদি দেবতা ও ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ মুগ্ধ হইয়াছে। ধ্যানবিহীন অসাধু ব্যক্তিরা কদাচ আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। স্তুতিপাঠকেরা যজ্ঞে আমারই স্তব করিয়া থাকে, সামবেদী ব্রাহ্মণগণ আমাকেই উদ্দেশ করিয়া সামবেদোক্ত মন্ত্র গান করেন; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মযজ্ঞে আমারই উপাসনা করেন এবং ঋত্বিক্‌গণ আমাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া থাকেন।

দেবী কহিলেন, নাথ! অতি সামান্য লোকও স্ত্রীজনসমক্ষে আপনার প্রশংসা গর্ব্ব ও করিতে পারে।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! আমি আত্মশ্লাঘা করি নাই; এক্ষণে তোমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত এক মহাবীরের সৃষ্টি করিতেছি, অবলোকন কর। ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বর প্রাণপ্রিয় উমাকে এই কথা কহিয়া মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন; ঐ বীরই বীরভদ্র নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। বীরভদ্র মহেশ্বরের মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র দেবদেব তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট কর। তখন সেই শিববদননির্মুক্ত সিংহতুল্য বীরপুরুষ দেবীর ক্রোধশান্তির নিমিত্ত দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় দেবীর ক্রোধসম্ভূত ভীষণ মূর্ত্তিধারিণী মহাকালী সেই বীরপুরুষের অনুগামিনী হইলেন।

অনন্তর সেই ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় অনন্ত বলবীর্য্যসম্পন্ন অতুল শৌর্য্যশালী মূর্ত্তিমান ক্রোধস্বরূপ মহাবীর দেবদেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার সমুদায় রোমকূপ হইতে অসংখ্য রুদ্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ভীমরূপ মহাকায় বীরগণ সৃষ্ট হইবামাত্র কিলকিলাশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া বীরভদ্র সমভিব্যাহারে দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থ অভিমুখে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন; পর্ব্বত সমুদায় বিদীর্ণ, বসুন্ধরা কম্পিত; বায়ু বিঘূর্ণিত ও সলিল ক্ষুভিত হইতে লাগিল। অগ্নি ও প্রভাকর প্রভাশূন্য হইলেন। চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্র সমুদায় আর প্রকাশিত হইল না। দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যগণ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভূতগণ যজ্ঞবিমর্দ্দন করিতে লাগিল। কেহ কেহ তত্রত্য ব্যক্তিগণকে প্রহার ও কেহ কেহ যূপ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা যজ্ঞপাত্র ও আস্তরণ সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পর্ব্বতোপম অন্নপানের স্তূপ সমুদায় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ সমুদিত হইয়াছে। ভূতগণ ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, দধি, মধু, শর্করা ও মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য এবং উৎকৃষ্ট পেয় সমুদায় নানাপ্রকার মুখ দ্বারা ভোজন ও পান করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভোজ্য দ্রব্য সমুদায় দন্ত দ্বারা ছেদন ও কেহ কেহ বা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সুরসৈন্যদিগকে ভীত ও ক্ষুভিত করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ সুরনারীদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে মহাবীর বীরভদ্র ক্রোধপ্রভাবে ভূতগণের সাহায্যে সেই সর্ব্বদেব সুরক্ষিত যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিয়া মৃগরূপী পলায়মান যজ্ঞের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ বীরভদ্রের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কে? তখন বীরভদ্র দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি রুদ্র বা দেবী পার্ব্বতী নহি। আমি এই যজ্ঞস্থলে ভোজন বা কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিতে আসি নাই। দেবী পার্ব্বতী দুঃখিত হওয়াতে সর্ব্বাত্মক ভগবান্ রুদ্র স্বয়ং ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন। আমি তাঁহারই আদেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমার নাম বীরভদ্র। আমি রুদ্রদেবের ক্রোধানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আর দেবী পার্ব্বতীর ক্রোধ হইতে এই বীরনারী সঞ্জাত হইয়াছেন। ইঁহার নাম ভদ্রকালী। আমরা উভয়ে রুদ্রদেবের নিদেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। অন্য দেবতার নিকট বরগ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধে নিপতিত হওয়াও শ্রেয়ঃ

মহাবীর বীরভদ্র এই কথা কহিলে, ধার্ম্মিকপ্রধান দক্ষ তাঁহার বাক্যানুসারে মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া স্তব দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবার বাসনায় কহিলেন, আমি সেই নিত্য, নিশ্চল, অবিনশ্বর, বিশ্বপতি দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলাম। তখন প্রজাপতি দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে সহস্র সূর্য্যসঙ্কাশ সম্বর্ত্তকসদৃশ ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইয়া প্রাণায়াম ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই ভূতপিশাচোপদ্রুত অগ্নিকুণ্ড হইতে সহসা সমুত্থিত হইলেন এবং দক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক হাস্যবদনে কহিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমি তোমার কি উপকার করিব? প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ভীত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমাকে প্রিয়পাত্র বোধে অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক বর প্রদান করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমার যে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চূর্ণীকৃত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বহুকালে বহুযত্নে সঞ্চিত, যজ্ঞীয় দ্রব্য যেন নিষ্ফল না হয়। তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভগবান্ বিরূপাক্ষ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি রুদ্র হইতে ঐরূপ বর লাভ করিয়া ক্ষিতিতলে জানুদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করত মহাদেবের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! প্রজাপতি দক্ষ যে যে নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল নাম শ্রবণ করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি অদ্ভুতকর্ম্মা মহাদেবের গুপ্ত ও প্রকাশিত নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞাবসানে মহাদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, হে দেবদেবেশ! তুমি অসুরগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছ। তোমা হইতেই বলদৈত্য নিহত হইয়াছে। দেবতা ও দানবগণ প্রতিনিয়ত তোমাকে পূজা করিয়া থাকেন। তুমি সহস্রাক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যম্বক ও যজ্ঞেশ্বর। তোমার হস্ত, পাদ, মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিরাজিত হইতেছে। তুমি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ। তুমি অর্ণবমধ্যে অবস্থান করিয়া থাক। তুমি শতোদর, শতাবর্ত্ত, শতজিহ্ব; তোমাকে নমস্কার। গায়ত্রী সূর্য্যের ও উপাসকগণ তোমাকেই গায়ত্রী ও সূর্য্যরূপে অর্চ্চনা করেন। মনীষিগণ তোমাকেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও আকাশবৎ নির্লিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তুমি সমুদ্র ও আকাশের ন্যায় মহামূর্ত্তি। গোকুল যেমন গোষ্ঠমধ্যে অবস্থান করে; তদ্রূপ দেবগণ তোমারই মূর্ত্তিমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমি তোমার শরীরমধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বৃহস্পতিকে অবলোকন করিতেছি। তুমি কার্য্য, কারণ, ক্রিয়া ও কারণ। তুমিই স্থূল, সূক্ষ্মের উৎপত্তি ও নাশের হেতু। তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, অন্ধকঘাতী, ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র ও ত্রিপুরহন্তা। তুমি চণ্ড, কুণ্ড, অণ্ড, অণ্ডধারী, দণ্ডী, সমকর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, ঊর্দ্ধদংষ্ট্র, ঊর্দ্ধকেশ, বিশুদ্ধ, বিশ্বময়, বিলোহিত, ধূম্র ও নীলগ্রীব, তোমাকে নমস্কার। তোমার তুল্য আর কেহই নাই। তোমার রূপ নানাপ্রকার। তুমি পরম কল্যাণময়। তুমি সূর্য্যমণ্ডল; তুমি সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ এবং তুমিই সূর্য্যধ্বজ ও সূর্য্যপতাকাসম্পন্ন। তুমি প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধনুর্দ্ধর, শত্রুমর্দ্দন ও দণ্ড। তুমি পর্ণচীর পরিধান করিয়া থাক। তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যচূড় ও হিরণ্যপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বভক্ষ ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তুমি হোত্র, মন্ত্র ও শুক্লবর্ণ ধ্বজপতাকাযুক্ত। তুমি আকাশস্বরূপ, জীবগণের নাভিস্বরূপ ও কিলকিলা স্বরূপ। তুমি অবরকদিগের আবরক,

কৃশনাশ, কৃশাঙ্গ, কৃশ ও সংহৃষ্ট। তুমি শয়ান, উত্থিত, অবস্থিত, ধাবমান, মুণ্ড, জটিল এবং নৃত্য ও বাদ্যবাদ্যনিরত। তোমার সর্ব্বাগ্রে পূজা লাভ করিবার অভিলাষ নাই। তুমি সর্ব্বদা গীতবাদ্যে আসক্ত রহিয়াছ। তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলনিসূদন, কালনাথ এবং কল্প, প্রলয় ও উপপ্রলয়স্বরূপ। তুমি দুন্দুভি নিস্বনের ভীষণশব্দের ন্যায় হাস্য করিয়া থাক। তুমি ভীমব্রতধারী, উগ্র, দশবাহুযুক্ত ও কপালপাণি। তুমি চিতাভস্মপ্রিয়, ভীষণ ও ভীম। তুমি বিকৃতবক্ত্র, খড়্গজিহ্ব, দংষ্ট্রী, যজ্ঞীয় পক্ব ও অপক্ব মাংসলুব্ধ এবং তুম্বীযুক্ত বীণাপ্রিয়। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মের হিতকারী, বৃষশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মস্বরূপ। তুমি বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, নিয়ন্তা, প্রাণিগণের পাককর্ত্তা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরস্বরূপ ও বরদ। তুমি বিচিত্র গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্রে সমলঙ্কৃত। তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বর প্রদান কর। তুমি রাগবান্, রাগবিহীন, ধ্যানকর্ত্তা ও অক্ষমালাধারী। তুমি মিলিত ও পৃথক্। তুমি ছায়া আতপ উষ্মা ও গন্ধস্বরূপ। তুমি অঘোর ও ঘোররূপ এবং অতিশয় ঘোরতর। তুমি শিব, শান্ত ও শান্ততম। তুমি একচরণ বহুনেত্র, একমস্তক, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রবস্তুতে লুব্ধ ও সংবিভাগপ্রিয়। তুমি বিশ্বকর্ম্মা, শিখণ্ড, সত্ত্বগুণান্বিত, অরাতিকুলভীষণ, ঘণ্টাধারী এবং ঘণ্টানাদ ও অনাহত ধ্বনিস্বরূপ। তুমি শত সহস্র ঘণ্টাধারী, ঘণ্টামালাপ্রিয় ও ঘণ্টার ন্যায় শব্দায়মান প্রাণবায়ুস্বরূপ। তুমি হুহুঙ্কারস্বরূপ, হুহুঙ্কারপ্রিয়, দেবশ্রেষ্ঠ শব্দনাদিগুণসম্পন্ন ও গিরিবৃক্ষনিবাসী। তুমি শৃগালের ন্যায় হৃদয়াদির মাংসপ্রিয়, পাপমোচনের কারণ এবং যজ্ঞ, যজমান, হুত ও প্রহুতস্বরূপ। তুমি ঋত্বিক্, জিতেন্দ্রিয়, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন এবং তট, নদী ও সমুদ্রস্বরূপ। তুমি অন্নপ্রদ, অন্নপতি ও অন্নভোক্তা। তুমি সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রশূলধারী ও সহস্রনেত্র। তুমি বালার্কসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, বালরূপধারী, বালানুচরগুপ্ত ও বালক্রীড়নক। তুমি বৃদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ ও শোভন। তুমি তরঙ্গাঙ্কিতকেশ, মুক্তকেশ ষট্‌কর্ম্মপরিতুষ্ট ও ত্রিকর্ম্মনিরত। তুমিই সমুদায় বর্ণাশ্রমবাসীর কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছ। তুমি শব্দিত শব্দ ও কোলাহল স্বরূপ। তুমি শ্বেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ নয়নসম্পন্ন। তুমি জিতশ্বাস, রূপ এবং আয়ুধ ও বিদারণস্বরূপ। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাক। তুমি সাংখ্য, সাংখ্যযুক্ত ও সাংখ্যযোগ প্রকাশকর্ত্তা। তুমি চতুষ্পথ নিকেত ও চতুষ্পথ নিরত। তোমার অঙ্গে কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়রূপে ও ভুজঙ্গ যজ্ঞোপবীতরূপে শোভা পাইতেছে। তুমি ঈশান, বজ্রের ন্যায় কঠিন দেহসম্পন্ন, পিঙ্গল কেশযুক্ত, ত্র্যম্বক, অম্বিকাপতি এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ। তুমি কাম, কামদ ও কামঘ্ন। তুমি তৃপ্ত ও অতৃপ্তের বিচারকর্ত্তা। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বঘ্ন ও সন্ধ্যারাগস্বরূপ। তুমি মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব, মহাদ্যুতি ও মহামেঘ সমূহের সদৃশ। তুমি স্থূল, জীর্ণাঙ্গ, জটিল ও বল্কলাজিনধারী। তুমি সূর্য্য ও অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত জটাধারী, বল্কলাজিনসম্পন্ন, সহস্রসূর্য্যসদৃশ, নিত্য তপোনুষ্ঠাননিরত ও উন্মাদন। আবর্ত্তসঙ্কুল গঙ্গাসলিলে তোমার জটাজূট আর্দ্র হইয়াছে। তুমি বারংবার চন্দ্র, যুগ ও মেঘ সমুদায়ের পরিবর্ত্তন করিতেছ। তুমি অন্ন, অন্নভোক্তা, অন্নদাতা, অন্নপালক ও অন্নস্রষ্টা। তুমি পাককর্ত্তা, পক্বভুক্ এবং পবন ও অনলস্বরূপ। তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তুমি সর্ব্বদেবের ঈশ্বর এবং সমুদায় চরাচরের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতেরা তোমাকে ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য, মনের উৎপত্তিস্থান এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, ঋক্ বেদ, সামবেদ ও ওঙ্কারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মজ্ঞ সামবেদী মহাত্মারা সামগান সময়ে হায়ি হায়ি হবা হোয়ি ইত্যাদি স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর তোমার স্তব করিয়া থাকেন। তুমি ঋক্, যজুঃ ও আহুতিস্বরূপ। তুমি বেদ উপনিষদ ও শ্রুতিতে গীত হইয়া থাক। তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অধম জাতি সমুদায়স্বরূপ। তুমি মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘনির্ঘোষ এবং সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ ও কলা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি বৃক্ষ সমুদায়ের মূল, গিরি সমুদায়ের শিখর, মৃগগণ মধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, সর্পগণ মধ্যে বাসুকি, সমুদ্রমধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রমধ্যে ধনু, অস্ত্রমধ্যে বজ্র এবং ব্রতমধ্যে সত্যস্বরূপ। তুমি দ্বেষ, ইচ্ছা, রোগ, মোহ, ক্ষমা, অক্ষমা, চেষ্টা, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, জয় ও পরাজয় স্বরূপ। তুমি গদা, শর, শরাসন, খট্বাঙ্গ ও ঝর্ঝরধারী। তুমি ছেদ, ভেদ ও প্রহারকর্ত্তা। তুমি সকলকে সৎপথ প্রদর্শন ও সন্তাপ প্রদান করিয়া থাক। তুমি অহিংসাদি দশবিধ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামস্বরূপ। তুমি গঙ্গা, সমুদ্র, নদী, পল্বল, সরোবর, লতা, বল্লী, তৃণ, ওষধি, মৃগ, পক্ষী ও পশুস্বরূপ। তোমা হইতেই পৃথিব্যাদি ও অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। তুমি যথাকালে ফল পুষ্প প্রদান করিয়া থাক। তুমি বেদের আদি ও অন্ত এবং গায়ত্রী ও ওঙ্কারস্বরূপ। তুমি হরিৎ, লোহিত, নীল, কৃষ্ণ, রক্ত, অরুণ, রুদ্র, কপিল, কপোত ও মেচকাদি বর্ণস্বরূপ। তুমি বর্ণবিহীন, তুমি উত্তম বর্ণ এবং তুমিই বর্ণকর্ত্তা। তোমার উপমা নাই। তোমার নাম উৎকৃষ্ট বর্ণ এবং তুমি উৎকৃষ্ট বর্ণে অতিশয় ভক্তিমান্। তুমি যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, অনল, গ্রহণ, রাহু, সূর্য্য, অগ্নি, হোত্র, হোতা ও হবনীয় দ্রব্যস্বরূপ। তুমি পবিত্রদিগের পবিত্র ও মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ। তুমি অচেতন পদার্থকে সচেতন কর। তুমি জীবাত্মা পরমাত্মা, দেহ, প্রাণ এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ স্বরূপ। তুমি আয়ু ও হর্ষ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা-স্বরূপ। তোমার নেত্র লোহিতবর্ণ, আস্যদেশ ও উদর বিস্তীর্ণ, লোম সমুদায় সূচির ন্যায় ও শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ। তুমি ঊর্দ্ধকেশ ও অত্যন্ত চঞ্চল। তুমি গীতবাদ্যে নিতান্ত অনুরক্ত ও উহার সবিশেষ তত্ত্বজ্ঞ। তুমি জলচর, মৎস্য, জালস্থিত মৎস্য, সম্পূর্ণ, কেলিপ্রিয় ও কলহপ্রিয়। তুমি কাল, অকাল, অতিকাল ও দুষ্কালস্বরূপ। তুমি মৃত্যু, ক্ষুর, ক্ষৌরকর্ম্মপরায়ণ, মিত্র ও অমিত্র হন্তা। তুমি মেঘমালী, মহাদংষ্ট্র এবং সংবর্ত্তক ও বলাহক মেঘ স্বরূপ। তুমি প্রকাশবান্, অপ্রকাশ, অন্তর্যামী, ঘণ্টাধারী ও রুদ্র। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি অগ্নির স্বাহা, পরমহংস ও ত্রিদণ্ডধারী। তুমি চারিবেদ ও চারি অগ্নি স্বরূপ। তুমি চারি আশ্রমবাসীদিগের উপদেষ্টা। তোমা হইতেই চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি অক্ষপ্রিয়, ধূর্ত্ত, ভূতগণের ঈশ্বর, রক্তমাল্যাম্বরধারী, গিরিশ ও কষায়প্রিয়। তুমি প্রচণ্ড, শিল্পী, শিল্পীদিগের অগ্রগণ্য ও সমুদায় শিল্পকর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমিই ভগের নেত্র ও সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছ। তুমি স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার ও নমস্কার স্বরূপ। তুমি গূঢ় ব্রতধারী, গূঢ়তপস্বী এবং প্রণব ও আকাশ স্বরূপ। তুমি সমুদায়ের আদিকর্ত্তা। তুমিই সমুদায় একত্র স্থাপন ও সমুদায়ের সংহার করিয়া থাক। তুমি সকলেরই আশ্রয়স্থান; তোমার আশ্রয় কেহই নাই। তুমি ব্রহ্ম, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও সরলতা স্বরূপ। তুমি জীবের আত্মা এবং তোমা হইতেই আকাশাদি পদার্থ সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের আদিকারণ। তুমি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, শাশ্বত, জিতেন্দ্রিয় ও মহেশ্বর। তুমি দীক্ষিত, অদীক্ষিত, ক্ষমাশীল, দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্দান্তদিগের শাসনকর্ত্তা। তুমি মাস, কল্প, সংবর্ত্ত ও সৃষ্টির আদিকারণ। তুমি কাম, রেত, সূক্ষ্ম, স্থূল ও কর্ণিকারমালাপ্রিয়; তুমি নন্দিমুখ ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, চতুর্ম্মুখ, বহুমুখ, অগ্নিমুখ ও নির্ম্মুখ। তুমি নারায়ণ, নির্লিপ্ত অনন্ত ও বিরাট্। তোমা হইতেই অধর্ম্ম নিবারিত হইয়া থাকে। তুমি মহাপার্শ্ব, প্রচণ্ডমূর্ত্তিধারী ও ভূতগণের অধিপতি। তুমি কৃষ্ণাবতার সময়ে গোধন রক্ষার্থে গোমাদ পরিত্যাগ এবং গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক গোকুল রক্ষা করিয়াছিলে। মহাবৃষ তোমার বাহন। তুমি ত্রিলোকের রক্ষা কর্ত্তা, গোবিন্দ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়ের পরিচালক। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তোমাকে লাভ করা যায় না। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অচল, ত্রিলোকধারণের স্তম্ভ, নিষ্কম্প ও কম্প স্বরূপ। তুমি দুর্নিবার, দুঃসহ ও দুরতিক্রম। তুমি দুর্দ্ধর্ষ ও দুষ্প্রকম্প। কেহই তোমাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তুমি জয়, দুর্জ্জয়, শীঘ্রগামী, মনোব্যথানাশক এবং চন্দ্র, যম, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা ও জরা স্বরূপ। তুমি আধি, ব্যাধি ও ব্যাধিনাশক। তুমি মৃগরূপধারী যজ্ঞের ব্যাধ স্বরূপ। তোমা হইতেই ব্যাধি সমুদায়ের গমনাগমন হইয়া থাকে। তুমি শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ ও পুণ্ডরীকবনবাসী। তুমি দণ্ডধারী, ত্র্যম্বক, উগ্রদণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ কর্ত্তা। তুমি জগন্নাথ, সুরশ্রেষ্ঠ ও মরুৎপতি। তুমি বিষাগ্রগণ্য কালকূট পান করিয়াছ এবং তুমিই সোমরস, ক্ষীর, অমৃত, মধু ও আজ্য পান করিয়া থাক। তুমি মৃত্যু হইতে রক্ষা ও ব্রহ্মানন্দ অনুভব কর। তুমি হিরণ্যরেতা; তুমি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক; তুমি বালক, যুবা ও গলিত দন্ত বৃদ্ধ; তুমি নাগেন্দ্র, ইন্দ্র, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বস্রষ্টাদিগের শ্রেষ্ঠ, তুমি বিশ্বরূপ, বিশ্বমুখ ও বিশ্ববাহু। চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষুর্দ্বয় ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, সরস্বতী তোমার বাক্য, অনল ও অনিল তোমার বল, দিবারাত্রি তোমার চক্ষের নিমেষ ও উন্মেষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রাচীন মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত হইতে সমর্থ নহেন।

তোমার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি সমুদায় আমাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে। অতঃপর পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমি আমাকে নিরন্তর রক্ষা কর। তোমাকে বারংবার নমস্কার। তুমি ভক্তের প্রতি সাতিশয় কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাক। আমিও তোমার একান্ত ভক্ত; সুতরাং আমার প্রতি অনুকম্পা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া বহুসংখ্য লোককে আবরণ পূর্ব্বক সমুদ্রপারে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আমাকে সতত রক্ষা করুন। যোগিগণ সত্ত্বগুণাবলম্বী নিদ্রাশূন্য জিতশ্বাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাঁহাকে জ্যোতি স্বরূপে নিরীক্ষণ করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। যিনি জটাজূটমণ্ডিত, দণ্ডধারী ও লম্বোদর এবং যিনি সতত কমণ্ডলু রূপ তূণীর ধারণ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলধর, অঙ্গসন্ধিমধ্যে নদী সমুদায় এবং জঠরে চারিসমুদ্র বিরাজিত রহিয়াছে, সেই সলিলাত্মাকে নমস্কার। যিনি যুগান্ত কাল সমুপস্থিত হইলে জীবগণকে বিনাশ করিয়া সলিলমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, আমি সেই সলিলশায়ীর শরণাপন্ন হইলাম। যিনি রাহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রজনীযোগে কুমুদিনীনাথকে এবং দিবাভাগে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মাদিদেব ও পিতৃগণ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রফুল্ল মনে স্বধা স্বাহা প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যে সর্ব্বত্র অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সকল দেহীর দেহে অবস্থান করিতেছেন, সেই সকল জীবরূপী রুদ্র প্রতি নিয়ত আমার রক্ষা ও তৃপ্তিসাধন করুন। যাঁহারা দেহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক স্বয়ং রোদন না করিয়া দেহীদিগকে রোদন করাইয়া থাকেন; যাঁহারা স্বয়ং হৃষ্ট না হইয়া দেহীদিগকে হৃষ্ট করিয়া থাকেন, সেই সকল অহঙ্কাররূপী রুদ্রকে আমি প্রতিনিয়ত নমস্কার করি। যাঁহারা নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গিরিগুহা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, নিবিড় অরণ্য, চতুষ্পথ, রথ্যা, চত্বর, নদীতট হস্ত্যশ্বরথশালা, জীর্ণোদ্যান, পঞ্চভূত, দিক্, বিদিক্, চন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্রসূর্য্যের রশ্মিজাল, রসাতল ও রসাতলের অতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং যাঁহাদিগের সংখ্যা, প্রমাণ ও রূপ নাই, সেই রুদ্রগণকে সহস্র সহস্র নমস্কার। হে রুদ্র! তুমি সর্ব্বভূতস্রষ্টা সর্ব্বভূতের পতি ও সকলের অন্তরাত্মা; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক তোমারই অর্চ্চনা করিতে হয়। তুমি সকলের কর্ত্তা; এই নিমিত্তই আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। অথবা আমি তোমার দুরবগাহ মায়াপ্রভাবে একান্ত বিমোহিত হইয়াছিলাম; এই নিমিত্তই তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি রজোগুণাবলম্বী, এই নিমিত্তই তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। এক্ষণে আমি হৃদয়, মন ও বুদ্ধি তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এইরূপে স্তব করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন ভগবান্ রুদ্র দক্ষের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ত্বৎকৃত স্তুতিবাদ শ্রবণে যাহার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আর স্তব করিবার আবশ্যক নাই। আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল এবং সকল লোকের আধিপত্য লাভ করিয়া পরিশেষে সতত আমার সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। আমি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে তোমার যজ্ঞে বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তুমি বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ; অতএব এই কল্পে আমা কর্ত্তৃক তোমার যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মিয়াছে বলিয়া তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। আমি পুনরায় তোমাকে আর একটী বর প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্নবদনে এক মনে তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। আমি ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র হইতে যুক্ত্যনুসারে পাশুপত ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছি। ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সুরাসুরগণেরও দুঃসাধ্য। উহার প্রভাবে সর্ব্বকালে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল আশ্রমীরই উহাতে অধিকার আছে। অতি অল্পকাল মধ্যেই উহাতে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। উহা সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্রসংযুক্ত ও একান্ত গূঢ়। উহাতে অজ্ঞানীদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের সহিত উহার অনেকাংশেই সাদৃশ্য নাই; কেবল কোন কোন অংশে সাদৃশ্য নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সিদ্ধান্তশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই উহার উপযোগিতা অনুধাবন করিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রমত্যাগী পরমহংসাদিই উহা অবলম্বনের উপযুক্ত পাত্র। ঐ পাশুপত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে প্রভূত ফললাভ হয়। তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে সেই পাশুপত ধর্ম্মের সমগ্র ফল লাভ কর। তোমার মানসিক সন্তাপ অপনীত হউক। অমিত পরাক্রম ভগবান্ মহাদেব দক্ষকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবী পার্ব্বতী ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

হে মহারাজ! যে ব্যক্তি এই দক্ষপ্রোক্ত দেবসম্মত রুদ্রস্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে, সে নির্ব্বিঘ্নে বহুকাল জীবিত থাকিবে। যেমন ভগবান্ শিব সকল দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই দক্ষকৃত শিবস্তবও সমস্ত স্তব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য ও ব্রহ্মলাভের অভিলাষ করে, সে ভক্তি পূর্ব্বক এই স্তব শ্রবণ করিবে। যাহারা ব্যাধিপীড়িত, দুঃখিত, তস্করোপদ্রুত, ভীত, ও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা এই স্তব শ্রবণ করিলে অনায়াসে নির্ভয় হইতে পারে। এই স্তব পাঠ করিলে এই দেহেই রুদ্রানুচরগণের সাদৃশ্য লাভ এবং অসাধারণ তেজ ও যশঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহাদিগের গৃহে এই স্তব পাঠ হয়, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ বা বিনায়কগণে তাহাদিগের কোন উপদ্রব করিতে সমর্থ হয় না। যে কামিনী শিবভক্তিপরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া এই স্তব শ্রবণ করে, তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলে দেবতুল্য সম্মান লাভ হয়, সন্দেহ নাই। যিনি সমাহিতচিত্তে এই স্তব শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সতত সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন ও অভিলাষ সফল হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যথানিয়মে দেবাদিদেব মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভগবতী ও নন্দীকে বলি প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে যথাক্রমে ইহাদিগের নাম স্মরণ করে, তাহার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়; সে পরকালে বহুকাল স্বর্গে বাস করে এবং তাহাকে কখনই তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! পরাশরপুত্র ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং এই স্তবের এইরূপ ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে মানবগণ যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাহা কিরূপ ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্ত্তন করুন

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি যে শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞানসাধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই পাঁচ মহাভূতই সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তি ও নাশের কারণ। যেমন ঊর্ম্মিমালা সাগরে উদ্ভূত ও সাগরেই বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণিগণের শরীর পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্মের অঙ্গ সমুদায় যেমন একবার তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূত সমুদায় মহাভূত হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় মহাভূতেই লয় প্রাপ্ত থাকে। আকাশ হইতে শব্দ, পৃথিবী হইতে কঠিনাংশ, বায়ু হইতে প্রাণ, জল হইতে রস ও তেজ হইতে রূপ সমুদ্ভূত হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীই শব্দাদিগুণসম্পন্ন। উহারা বারংবার ভূতকর্ত্তা পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন ও প্রলয়কালে তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে। ভূতভাবন পরমেশ্বর পাঁচ মহাভূত দ্বারাই শরীরে সমুদায় অংশ কল্পিত করিয়া দিয়াছেন। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র সমুদায় আকাশের গুণ; রস মেদ ও জিহ্বা জলের গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরানল তেজের গুণ; ঘ্রেয় বস্তু, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ এবং প্রাণ, স্পর্শ ও চেষ্টা বায়ুর গুণ। এই আমি তোমার নিকট পাঞ্চভৌতিক গুণ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

জগদীশ্বর ঐ সমুদায় শব্দাদিগুণের সৃষ্টি করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ এবং কাল, কর্ম্ম, বুদ্ধি ও মনের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি মনুষ্যদেহের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্যশরীরে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব অবস্থান করিতেছে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সমুদায় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ইন্দ্রিয় সমুদায় কোন্ গুণের বশীভূত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। মানবগণ চক্ষু দ্বারা দ্রব্য অবলোকন, মন দ্বারা তাহাতে সংশয় ও বুদ্ধি দ্বারা তাহার নিশ্চয় করে। আত্মা কেবল সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। কাল, কর্ম্ম এবং

সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ইহারা বুদ্ধিকে ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয়ের প্রতি প্রেরণ করে। বুদ্ধি না থাকিলে পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইত। বুদ্ধিই চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা গন্ধঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন ও ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। যখন বুদ্ধি কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তখন তাহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির আশ্রয়। অতএব ইন্দ্রিয় সমুদায় ও মন দূষিত হইলে বুদ্ধিও দূষিত হইয়া উঠে। বুদ্ধি সাক্ষিস্বরূপ জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক কখন প্রীতিযুক্ত, কখন শোকসম্পন্ন ও কখন সুখদুঃখ এই উভয় বিরহিত হইয়া থাকে। সরিৎপতি সাগর যেমন বেলা অতিক্রম না করিয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ বুদ্ধি সত্ত্বাদি ভাবত্রয় অতিক্রম না করিয়া তাহাতেই অবস্থান করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সমুদিত হইলে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও বিশুদ্ধচিত্ততা; রজোগুণ উপস্থিত হইলে খেদ, শোক, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও অক্ষমা এবং তমোগুণ উপস্থিত হইলে অজ্ঞান, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, অসমৃদ্ধি, দৈন্য, প্রমোহ, স্বপ্ন ও তন্দ্রাদি সমুৎপন্ন হয়। মনুষ্যের মনে যে, প্রীতিযুক্ত ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক; যে দুঃখপ্রযুক্ত প্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, তাহাকে রাজসিক এবং যে মোহযুক্ত অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয় ভাবের উদয় হয়; তাহাকে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বুদ্ধির গতি কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই সমুদায় অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত থাকেন।

দেহ ও জীবাত্মা এই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিভেদ যে, দেহ হইতে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি হয়; জীবাত্মা হইতে তাহা হয় না। দেহ ও আত্মা স্বভাবতঃ পৃথক্; কিন্তু মৎস্য যেমন সলিল হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও নিয়ত জলমধ্যে অবস্থান করে; তদ্রূপ আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদা দেহমধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকে। বিষয় সকল আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা সর্ব্বতোভাবে বিষয় সমুদায় অবগত হইয়া থাকে। লোকে আত্মাকে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, আত্মা বিষয় সমুদায়ের পরিদর্শক মাত্র। চেতনাযুক্ত দেহ ভিন্ন বুদ্ধির অন্য কোন আশ্রয় স্থান নাই। কারণভূত সত্ত্বাদি গুণ হইতেই দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় কারণভূত গুণের স্বরূপ অবগত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্মা ও দেহে এইরূপ নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে যে, দেহ বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি এবং আত্মা ঐসমুদায়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। অচেতন ইন্দ্রিয়সমুদায় বুদ্ধি সহকারে প্রদীপের ন্যায় পদার্থ সমুদায়কে প্রকাশ করিয়া থাকে। যিনি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া কিছুতেই শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই যথার্থ নিরহঙ্কারী। ঊর্ণনাভ হইতে যেমন সূত্রের সৃষ্টি হয়; তদ্রূপ দেহ হইতে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, দেহ নাশ হইলে গুণের ধ্বংস হয় না; উহা লিঙ্গশরীর মধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে বলিয়া উহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, শরীরের নাশ হইলেই গুণ সমুদায়েরও নাশ হইয়া যায়। এই উভয় মতের মধ্যে শেষোক্ত মত দূষণীয়। কারণ গুণের একবার নাশ হইলে পুনরায় উহার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। লোকে এইরূপে সমুদায় সংশয় অপনোদন করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমসুখে অবস্থান করিবে। অজ্ঞানান্ধ মূঢ়ব্যক্তিরা এই সুবিস্তীর্ণ মোহজালপরিপূর্ণ অগাধ সংসার নদীতে নিপতিত হইয়া যেরূপ কষ্ট ভোগ করে, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কখনই সেরূপ কষ্ট ভোগ করেন না। বিদ্বানেরা জ্ঞানপ্লব অবলম্বন পূর্ব্বক অনায়াসেই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মূঢ়ব্যক্তিরা যাহাতে নিতান্ত ভীত হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের তাহাতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বিদ্বান্দিগের ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ হয় না; তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সকলেই তুল্যগতি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদায়ে দোষারোপ করেন এবং কর্ম্মীরা, যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য বলি

নুষ্ঠানে

বিরত হন

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণ সর্ব্বদাই দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে; অতএব আমরা যেরূপে ঐ উভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও সমঙ্গের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ মহাত্মা সমঙ্গকে কহিয়াছিলেন, মহর্ষে! তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন তুমি বাহুযুগল দ্বারা ভবনদী সন্তরণ পূর্ব্বক পার হইতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমাকে নিরন্তর সন্তুষ্টচিত্ত ও শোকবিহীন দেখিতেছি। তোমাতে অণুমাত্রও উদ্বেগ লক্ষিত হয় না। তুমি বালকের ন্যায় নিত্যতৃপ্ত ও রাগদ্বেষশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছ। ইহার কারণ কি?

সমঙ্গ কহিলেন, ভগবন্! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের সমুদায় বস্তুই অলীক এবং কার্য্যের আরম্ভ কর্ম্মফল দুঃখের কারণ; আমি এই সমুদায় সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া উদ্যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছি। প্রাক্তন অদৃষ্টই জীবন ধারণের কারণ। লৌকিক উদ্যোগ কখনই উহার কারণ নহে। দেখ কি মূর্খ, কি বিদ্বান্, কি ধনবান্, কি নির্ধন, কি জড়, কি অন্ধ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল সকলে আমাদিগের ন্যায় জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা জীবিত রহিয়াছে। দেবগণ প্রাচীন অদৃষ্ট দ্বারাই রোগবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। দেখ কেহ সহস্র মুদ্রার অধিপতি, কেহ বা শত মুদ্রার অধিপতি এবং কেহ বা শোকসন্তপ্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছে। যাহা হউক, আমি যখন অজ্ঞানমূল শোক পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আমার ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রয়োজন কি? সুখদুঃখ যে অনিত্য, ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে; এই নিমিত্তই আমি উহাতে অভিভূত হই নাই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতার মূল কারণ। মূঢ়েন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কখনই প্রজ্ঞা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সমুদায় সর্ব্বদাই মুগ্ধ ও শোকসন্তপ্ত হইয়া থাকে। মূঢ়েরা মোহবশতই আপনাদিগকে ধনী ও মানী বোধ করিয়া গর্ব্ব করে। তাহারা কোন লোকেই মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সুখদুঃখ কখনই চিরস্থায়ী নহে; অতএব সুখী হইয়া গর্ব্ব ও দুঃখী হইয়া খেদ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেহাভিমানশূন্য মাদৃশ ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তমান, মূর্ত্তিমান্, সন্তাপস্বরূপ এই সংসার স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইষ্টবস্তুর ভোগাভিলাষ ও উপস্থিত সুখ দুঃখের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যোগারূঢ় মহাত্মারা কখনই অন্যের সুখদর্শনে সুখাভিলাষী, অনুপস্থিত বিষয় লাভের চিন্তা করিয়া আনন্দিত, বিপুলার্থ লাভে পরিতুষ্ট বা অর্থনাশে বিষণ্ণ হন না। বান্ধব, ঐশ্বর্য্য, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র বা বীর্য্য দ্বারা পারলৌকিক দুঃখের শান্তি হয় না। একমাত্র শীল দ্বারাই পরলোকে শান্তিলাভ করিতে পারা যায়। যোগবিহীন ব্যক্তিদিগের মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি নাই। যোগ ব্যতীত কেহই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। দুঃখ ত্যাগ ও ধৈর্য্যই সুখোদয়ের কারণ। প্রিয় বস্তু দ্বারা হর্ষ ও হর্ষ দ্বারা গর্ব্ব জন্মে এবং গর্ব্ব জন্মিলেই লোককে নরকে গমন করিতে হয়। আমি এই নিমিত্তই প্রিয়বস্তু, হর্ষ ও দর্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখদুঃখে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষির ন্যায় প্রাণিগণের শোক, ভয় ও গর্ব্ব অবলোকন এবং রাগ দ্বেষ শূন্য ও শোকবিহীন হইয়া অর্থ, কাম, বিষয়তৃষ্ণা ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। আমার ইহলোকে ও পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম্ম ও লোভাদি হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অতি কঠোর যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছি; এই নিমিত্ত শোক আমাকে ব্যথিত করিতে সমর্থ হয় না।

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা শাস্ত্রের যথার্থতত্ত্ব নিরূপণে একান্ত অসমর্থ, সর্ব্বদা সংশয়ারূঢ় ও শমদমাদির অনুষ্ঠানবিহীন, তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! গুরুপূজা, জ্ঞানবৃদ্ধদিগের উপাসনা ও সতত

শাস্ত্র শ্রবণ করাই ঐ সমুদায় ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে গালব ও নারদ সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।" একদা গালব শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া মোহপরিশূন্য, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! পুরুষ যে সমুদায় গুণে বিভূষিত হইলে লোকসমাজে সমাদৃত হয়, আপনি সেই সকল গুণে সমলঙ্কৃত ও বিদ্বান্। আমি লোকতত্ত্ববিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও একান্ত মূঢ়; অতএব আমার সন্দেহভঞ্জন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য আমাদের শ্রেয়স্কর; তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে সমর্থ নহি; অতএব আপনি তদ্বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। সমুদায় আশ্রমেরই আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। সকল আশ্রমী স্ব স্ব আশ্রমানুযায়ী মতানুসারে বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। এইরূপে মানবগণকে স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রে একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া বিবিধমার্গে গমন করিতে অবলোকন করিয়া আমি কি কর্ত্তব্য তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। শাস্ত্র যদি একরূপ হইত, তাহা হইলে কর্ত্তব্য বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিত না। উহা নানাপ্রকার হওয়াতেই কর্ত্তব্য নিরূপণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে আমার নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার সংশয় অপনোদন করুন

নারদ কহিলেন, বৎস! চারি আশ্রম যেমন পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তদ্রূপ ঐ চারি আশ্রমের ধর্ম্মও যথাক্রমে পৃথক্‌রূপে নিরূপিত আছে। তুমি ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আচার্য্যসন্নিধানে উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই অনায়াসেই ঐ সমুদায়ের বিশুদ্ধভাব অবগত হইতে পারিবে। যাহারা সামান্যভাবে ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম অবলোকন করে, ধর্ম্মনিরূপণ বিষয়ে কখনই তাহাদিগের সন্দেহ দূর হয় না। আর যাহারা সরলভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আশ্রমধর্ম্ম সমূহের যথার্থতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই মুক্তিকে সমুদায় আশ্রমধর্ম্মের যথার্থ ফল বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন। মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ, অমিত্রের নিগ্রহ, ত্রিবর্গসংগ্রহ, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, সতত পুণ্যসঞ্চয়, সাধুদিগের সহিত সদ্ব্যবহার, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ, সরল ব্যবহার, মধুর বাক্যপ্রয়োগ, দেবতা, পিতৃ ও অতিথির অর্চ্চনা, ভৃত্যগণের প্রতি নিরহঙ্কার ব্যবহার, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যজ্ঞান অবলম্বন, অহঙ্কার পরিত্যাগ, সাবধানতা, সন্তোষ, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত শাস্ত্র জিজ্ঞাসা, শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যাঁহারা শ্রেয়োলাভের অভিলাষ করেন শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সেবনে অনুরাগ, রাত্রিকালে বিচরণ, দিবানিদ্রা, আলস্য, শঠতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা যোগে নিতান্ত আসক্ত বা এককালে অনাসক্ত হইবে না। অন্যের নিন্দা দ্বারা আপনার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের কদাপি বিধেয় নহে আপনার গুণ দ্বারাই নির্গুণদিগকে পরাজয় করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ অনেক আত্মাভিমানী নির্গুণ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা গুণবান্ ব্যক্তিদিগের তুল্য হইতে মানস করিয়া তাঁহাদের উপর দোষারোপ করে। তাহারা মহাজনগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলেও একান্ত দর্পিত হইয়া আপনাদিগকে যথার্থ গুণবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক গুণশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। গুণবান্ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্বমুখে স্বীয় গুণ কীর্ত্তন বা নিন্দাবাদে একান্ত পরাঙ্মুখ বলিয়া জনসমাজে ভূয়সী কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন। পুষ্প সমুদায় যেমন আত্মশ্লাঘা না করিয়া সুগন্ধ দ্বারা দশদিক্ সুবাসিত করে; সূর্য্য যেমন স্বমুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্বীয় কিরণজাল প্রভাবে অম্বরতলে দেদীপ্যমান হন, তদ্রূপ মহৎ ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভাবে ভূমণ্ডলমধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন। মূর্খেরা কেবল আত্মপ্রশংসানিবন্ধন সর্ব্বত্র অকীর্ত্তি লাভ করে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিলেও লোকসমাজে তাহাদের খ্যাতি প্রকাশিত হয়। মূঢ়েরা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ করিলেও অসারতা নিবন্ধন উহা ব্যর্থ হইয়া যায়; আর বিদ্বান্ ব্যক্তিরা অতি মৃদু স্বরে বাক্যোচ্চারণ করিলেও সারবত্তা নিবন্ধন উহা সমধিক শোভমান হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্তমণিসংযোগে আপনার তেজঃ প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তিরা কুবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনাদের নীচাশয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিরা বিবিধ জ্ঞান লাভার্থ সম্পূর্ণ যত্নবান্ হন। আমার মতে সকলের পক্ষে জ্ঞান লাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা না করিলে বা অন্যায় প্রশ্ন করিলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও জড়ের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা শ্রেয়োলাভের বাসনা করে, স্বধর্ম্মনিরত বদান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে বাসনা করাই তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে বাস করা তাঁহাদিগের কোনরূপেই বিধেয় নহে। ইহলোকে যে যেরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাকে তদনুরূপ পুণ্যপাপে লিপ্ত হইতে হয়। জল ও অগ্নির ন্যায় পুণ্য ও পাপের স্পর্শে সুখ ও দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। বিঘসাশী ব্যক্তিরা দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া কেবল উদর পূরণার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ভোগাদি বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়। যে স্থলে শিষ্য জ্ঞানলাভার্থ গুরুর নিকট গমন করিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সে স্থান পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থানে শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে জনপদের লোকেরা প্রতিষ্ঠালাভার্থ যথার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, সে সমাজে বাস করা পণ্ডিত ব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। লোভপরতন্ত্র মূঢ়ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে দেশের ধর্ম্মসেতু বিলোড়িত হয়, প্রজ্বলিত বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মাৎসর্য্যবিহীন মহাত্মারা যে দেশে বাস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই দেশে পুণ্যশীল সাধুদিগের নিকট বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপ জন্মে; অতএব যে দেশের মনুষ্যেরা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তথায় বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। যে দেশের মানবগণ, পাপকর্ম্ম দ্বারা জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করে, সর্পগৃহের ন্যায় অবিলম্বে সেই দেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মনুষ্য পূর্ব্ববাসনা প্রভাবে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দুঃখভোগ করে, শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির সেই কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে দেশের রাজা ও রাজপুরুষগণ কুটুম্বদিগের ভোজন না হইতে অগ্রে ভোজন করে, জিতচিত্ত ব্যক্তি সেই রাজ্যে কদাচ বাস করিবেন না। যে রাজ্যে যাজন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত ধর্ম্মপরায়ণ শ্রোত্রিয়গণ সর্ব্বাগ্রে ভোজন করেন, সেই রাজ্যে বাস করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য। যে দেশে স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌কার শব্দ নিরন্তর উচ্চারিত হয়, সাধুগণ অবিচারিত চিত্তে সেই দেশে বাস করিবেন। যে রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র, বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় সেই রাজ্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের মানবগণ অযাচিত হইয়া প্রীতমনে দান করিয়া থাকেন, জিতচিত্ত মহাত্মারা সেই দেশে সুস্থচিত্তে বাস করিবেন। যে দেশে অবিনীত ব্যক্তিদিগের দণ্ড ও সাধু ব্যক্তিদিগের সৎকার লাভ হয়, সেই দেশে পুণ্যবান্ মহাত্মাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের নরপতি বিষয়লাভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ, সাধুদিগের অত্যাচারনিরত, লোভপরতন্ত্র, অবিনীত ব্যক্তিদিগের কঠিন দণ্ড করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করেন, অবিচারিত চিত্তে সেই রাজ্যে বাস করা উচিত। ঐরূপ সৎস্বভাবসম্পন্ন ভূপালগণ নিরন্তর অধিকারস্থ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট শ্রেয়োলাভের উপায় কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিরত ও সমাহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার কতদূর অভ্যুদয় লাভ হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সতত ধর্ম্মবলেই পরমার্থ মোক্ষপদার্থ লাভ হইয়া থাকে।

একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মাদৃশ ভূপতিগণ কিরূপে সাবধান হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন এবং কোন্ কোন্ গুণ আশ্রয় করিয়া সঙ্কীর্ণ হইতে বিমুক্ত হইবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষি অরিষ্টনেমি মহারাজ সগরকে যাহা

কহিয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা মহারাজ সগর মহর্ষি অরিষ্টনেমিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! মনুষ্য কিরূপ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে শোকসন্তপ্ত ও ক্ষুব্ধ না হইয়া সুখী হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। মহাত্মা সগর এই কথা কহিলে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা অরিষ্টনেমি তাঁহাকে উপদেশের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষই পরম সুখের মূল। ইহলোকে স্ত্রীপুত্রাদি পোষণনিরত ধনধান্য-সমাকুল অনভিজ্ঞ লোকেরা কখনই সেই পরমপদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। বিষয়ে আসক্ত বুদ্ধি ও তৃষ্ণাকুল মনকে নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। স্নেহপাশনিবদ্ধ মূঢ় ব্যক্তিরা কোন কালেই মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।

এক্ষণে আমি তোমার নিকট সমুদায় স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইবার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর। যথাকালে পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবন ধারণে সমর্থ ও যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদনপূর্ব্বক স্নেহপাশবিমুক্ত হইয়া যথাসুখে পরিভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা পুত্রবতী পুত্রবৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থের অন্বেষণ করা উচিত। পুত্র হউক বা না হউক প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে বিষয়তৃষ্ণা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তোষলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট বিষয়ভোগপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিবার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে মোক্ষলাভের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইহলোকে যাহারা বিষয়বিমুক্ত ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিচরণ করিতে পারে, তাহারা পরমসুখে কালাতিপাত করে। আর যাহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। দেখ আহারসঞ্চয়নিরত কীট ও পিপীলিকাগণও নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে অতএব ইহলোকে বিষয়বিমুক্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। মুমুক্ষু ব্যক্তি, "আমাব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ কিরূপে জীবনধারণ করিবে" এই চিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণিগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত, স্বয়ং সুখদুঃখভোগী ও স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। মানবগণ জন্মান্তরীণ অদৃষ্টবলেই পিতামাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপার্জ্জিত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কার্য্য করে বিধাতা তাহার তদনুরূপ ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন; অতএব সকল লোকেই স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যখন সকল মনুষ্যই স্বয়ং মৃৎপিণ্ডস্বরূপ ও সতত পরাধীন, তখন তাহাদিগের পরিজন-পোষণের চিন্তা করা নিতান্ত নিষ্ফল। যখন তুমি স্বজনরক্ষণে একান্ত যত্নবান্ হইলেও মৃত্যু তোমার পরিজনদিগকে গ্রাস করিতে পারে; যখন তুমি পরিবারদিগের ভরণপোষণ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে পার; যখন তোমার স্বজনগণ মৃত হইলে তুমি তাহাদিগের সুখদুঃখ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হও না এবং যখন তুমি জীবিত থাক বা না থাক তোমার পরিজনদিগকে অবশ্যই স্বকার্য্যনিবন্ধন সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে; তখন অদৃষ্টকেই বলবান্ বিবেচনা করিয়া আপনার মঙ্গলচিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহার নহে; ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করা তোমার নিতান্ত উচিত।

যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ক্ষুৎপিপাসাদি জয় করিতে পারে; যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়াবিষয়ে আসক্ত না হয়; যে ব্যক্তির মন স্ত্রীলোক দর্শনে বিকৃত না হয়; যে ব্যক্তি প্রাণিগণের জন্ম মরণ ও জীবনধারণের ক্লেশ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে; যে ব্যক্তি ধান্যপরিপূর্ণ সহস্রকোটি শকট প্রাপ্ত হইয়াও জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্তমাত্র ধান্য গ্রহণ করে; প্রাসাদ ও মঞ্চে যাহার সমজ্ঞান হয়; যে ব্যক্তি সমুদায় লোককে মৃত্যুসমাক্রান্ত ব্যাধিনিপীড়িত ও জীবিকাকর্ষিত দর্শন করে, অল্পমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সমুদায় জগৎকে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া স্বয়ং মায়াময় সুখদুঃখে আসক্ত না হয়; কি পর্য্যঙ্কশয্যা কি ভূমিশয্যা, কি উৎকৃষ্ট অন্ন, কি কদন্ন, কি পট্টবস্ত্র, কি তৃণনির্ম্মিত বস্ত্র বা বল্কল, কি কম্বল, কি চর্ম্ম সমুদায়েই যাহার সমান জ্ঞান; যে ব্যক্তি সমুদায় লোক পঞ্চভূত সমুদ্ভূত বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে; সুখদুঃখ লাভালাভ, জয়পরাজয়, অনুরাগ বিরাগ এবং ভয় ও উদ্বেগে যাহার সমান বুদ্ধি; যে ব্যক্তি এই শরীর যে রক্ত, মূত্র ও পুরীষ পরিপূর্ণ ও নানাবিধ দোষের আকর এবং জরানিবন্ধন ইহাতে যে বলীপলিত সংযোগকৃশতা, বিবর্ণতা, জরানিবন্ধন কুব্জভাব, পুংস্ত্বের উপঘাত, অন্ধত্ব, বধিরতা ও দৌর্ব্বল্যাদি জন্মে ইহা সবিশেষ অবগত হইতে পারে; যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি ও অসুরগণও লোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন বিবেচনা করিয়া সমুদায় অনিত্য জ্ঞান করে; প্রভাবসম্পন্ন অসংখ্য নরপতিও পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া থাকে বলিয়া যাহার বিবেচনা হয়; যে ব্যক্তি ইহলোকে অর্থ নিতান্ত দুর্লভ ও কষ্ট নিতান্ত সুলভ এবং কুটুম্বভরণপোষণ অনর্থক ক্লেশজনকমাত্র বলিয়া বোধ করে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমুদায় পদার্থ অসার বিবেচনা করিয়া পরমার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ইহলোকে অপত্য ও অন্যান্য আত্মীয়গণের অত্যাচার দর্শন করিয়া কাহার না মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি জন্মে! যদি তুমি গার্হস্থ্য বা মোক্ষধর্ম্মসাধন বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে মুক্তব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার কর।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি সগর মহর্ষি অরিষ্টনেমির এই উপদেশ বাক্য শ্রবণে মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহামতি শুক্রাচার্য্য কি নিমিত্ত দেবগণের অপ্রিয় ও অসুরগণের প্রিয়কার্য্যসাধন এবং কি নিমিত্তই বা স্বয়ং দেবর্ষি হইয়া দেবগণের তেজোহীন করিয়াছিলেন? কিরূপে তাঁহার শুক্রত্ব ও পরম ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়াছিল এবং কি নিমিত্তই বা তিনি নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে গমন করিতে সমর্থ হন না, এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ইতিপূর্ব্বে এই বৃত্তান্তগুলি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি ও যতদূর অবগত আছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ভৃগুবংশসম্ভূত মহামুনি শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকৃত স্বীয় মাতৃবধনিবন্ধন দেবতাদিগের নিতান্ত বিদ্বেষ্টা হইয়াছিলেন যক্ষরাক্ষসাধিপ কুবের জগৎপ্রভু ইন্দ্রের কোষরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। মহামুনি শুক্রাচার্য্য যোগবলে কুবেরের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যোগবলে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। ধনপতি কুবের এইরূপে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া একান্ত ব্যাকুলিতচিত্তে অমিত পরাক্রম দেবাদিদেব রুদ্রদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহেশ্বর! ভগবান্ ভার্গব যোগবলে আমার শরীরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে রোধ ও আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন। মহাযোগী মহেশ্বর কুবেরের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া শূল গ্রহণপূর্ব্বক বারংবার কহিতে লাগিলেন, দুরাত্মা ভার্গব কোথায়? ঐ সময় মহাত্মা শুক্রাচার্য্য স্বীয় উগ্রতর তপঃপ্রভাবে দূর হইতেই যোগীশ্বরের রোষ ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার শূলের অগ্রভাগে আগমন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন শুক্রকে তথায় অবস্থিত অবলোকনপূর্ব্বক পিণাকের ন্যায় শূলাগ্র সন্নমিত করিলেন। দেবদেবের শূলাগ্র সন্নমিত হইবামাত্র শুক্রাচার্য্য তাঁহার হস্তগত হইলেন। তখন পিণাকী মুখব্যাদানপূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা শুক্রাচার্য্য এইরূপে মহাদেবের উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাদ্যুতি শুক্রাচার্য্য কি নিমিত্ত সেই ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের জঠর হইতে বহির্গত না হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিলেন এবং পরিভ্রমণ করিয়াই বা কি কার্য্য করিলেন? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভগবান্ কৈলাসনাথ শুক্রাচার্য্যকে গ্রাস

কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে তিনি মহাহ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কুশল ও তপোবৃদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অচিন্ত্যাত্মা সত্যধর্ম্মনিরত মহাযোগী মহেশ্বর ব্রহ্মার নিকট আপনার তপোবৃদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তপোবলে আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত দেখিলেন এবং স্বীয় তপস্যা ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা ত্রিলোকমধ্যে অসাধারণ প্রভাবে পরিশোভিত হইয়া পুনর্ব্বার ধ্যানযোগ অবলম্বন করিলেন। তখন মহাযোগী শুক্রাচার্য্য নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার জঠরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তথা হইতে বিনির্গত হইবার নিমিত্ত বারংবার স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি বারংবার মহেশ্বরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। তখন ভগবান্ শূলপাণি সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভার্গব! তুমি আমার শিশ্নদ্বার দিয়া বহির্গত হও। মহেশ্বর এই কথা কহিলে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য প্রথমত স্বীয় নির্গমনদ্বার দেখিতে না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ উদরমধ্যে ইতস্তত ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে দেবদেবের শিশ্নদ্বার দিয়া বিনির্গত হইলেন। মহর্ষি ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থদ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাদেবের ক্রোধনিবন্ধনই ঐ মহর্ষি আকাশের মধ্যস্থলে কখনই লক্ষিত হন না। অনন্তর ভগবান্ দেবাদিদেব সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর শুক্রাচার্য্যকে বিনির্গত দেখিয়া রোষপূর্ণনয়নে শূল ধারণপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশসাধনে সমুদ্যত হইলেন। দেবী পার্ব্বতী পশুপতিকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া, সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! এই ব্রাহ্মণ আপনার উদর হইতে শিশ্নদ্বার দিয়া নিঃসৃত হওয়াতে আমার পুত্রস্বরূপ হইয়াছে; অতএব ইহাকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। পার্ব্বতী এই কথা কহিলে, ভগবান্ শূলপাণি প্রসন্ন হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি প্রীত হইয়াছি, ইহাকে যথা ইচ্ছা গমন করিতে বল। তখন মহর্ষি শুক্রাচার্য্য দেবদেব মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই আমি তোমার নিকট ভৃগুনন্দন মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের চরিত্র সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি যত আপনার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি মানবগণ কিরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে মহাযশস্বী জনক রাজা এক দিন মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! কি কার্য্য দ্বারা মানবগণের ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গললাভ হয়? তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহারাজ জনক এই কথা কহিলে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা মহাতপা পরাশর তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবে মানবগণ স্বর্গলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের কর গ্রহণ, বৈশ্যের কৃষ্যাদিকার্য্য এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা এই চারি প্রকার উপায় বিহিত হইয়াছে। মানবগণ ঐ সমুদায় অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। উহারা জীবিকানির্ব্বাহার্থ নানাপ্রকার পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া উহাদের গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্র যেমন স্বর্ণ বা রজতরসে অভিষিক্ত হইলে তদ্দ্বারা লিপ্ত হয়, তদ্রূপ মানবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে পুণ্যপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। বীজ ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি ও কর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ দেহাবসানে স্ব স্ব সুকৃতবলেই সুখলাভ করিয়া থাকে। চার্ব্বাকেরা কহে, অদৃষ্ট বা অদৃষ্টকর্ম্ম কিছুই নাই। দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবযোনি প্রাপ্তি স্বভাবতই হইয়া থাকে। ফলপ্রাপ্তির সময় জন্মান্তরীণ কর্ম্মকে উহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নহে। বেদনির্দ্দিষ্ট বাক্য সমুদায় লোকযাত্রানির্ব্বাহ ও লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে; ঐ সমুদায় জ্ঞানবৃদ্ধদিগের অনুশাসন বাক্য নহে। চার্ব্বাকদিগের এই মত নিতান্ত অবিশুদ্ধ। কায়মনোবাক্যে যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত কখনই পুণ্য ও পাপের নাশ হয় না। মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মগুণেই কেবল সুখ, কেবল দুঃখ ও সুখদুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ করে। সংসারসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখভোগের সময় সুখ আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে; দুঃখের অবসান হইলেই সেই সুখের উদয় হয়। আবার সুখের ক্ষয় হইলে পুনরায় দুঃখের আবির্ভাব হয়। দম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজঃ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, বাসনা পরিত্যাগ ও দক্ষতা মনুষ্যগণের সুখের আদি কারণ। মনুষ্য মধ্যে কাহাকেও নিয়ত সুখ বা নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয় না। সতত চিত্তসংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। একের পুণ্য বা পাপ অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা সুখদুঃখ বিলীন করিয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন আর যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সঙ্গত হইয়া সংসারমধ্যে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই পথ পৃথক্ পৃথক্। অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে; করিলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ভীরু রাজা, মিথ্যাবাদী সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাবিহীন বৈশ্য, অলস শূদ্র, অসচ্চরিত্র বিদ্বান্, অসদ্ব্যবহারযুক্ত কুলীন, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, রাগযুক্ত যোগী, মূর্খ বক্তা এবং রাজ্যবিহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য নরপতি সকলেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে রাজর্ষে! যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা শরীররথের শব্দাদিবিষয়রূপ অশ্ব সমুদায়কে সংযমিত করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া আচার্য্যের প্রসাদে ঈশ্বরভক্তি লাভ করিতে পারেন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা দুর্লভ আয়ু বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব মানবগণ পুণ্যকার্য্য দ্বারা আয়ুবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিয়া তামসকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও সম্মানলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পাপাত্মারা কখনই পুণ্যোৎপাদ্য দুর্লভ উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত পাপকার্য্য দ্বারা আত্মাকে নরকভাগী করিয়া থাকে। অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়; আর জ্ঞানকৃত পাপ দুঃখরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব দুঃখজনক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনই বিধেয় নহে। যেমন পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা পাপকার্য্য দ্বারা মহৎফল লাভ হইলেও উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন। পাপকার্য্যের ফল অতি কুৎসিত। পাপাত্মারা পাপকার্য্যনিবন্ধন বিপরীতদৃষ্টি হইয়া দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকজনিত সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। যেমন নীলাদিরাগে অরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে ক্ষারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করা যায়; কিন্তু নীলাদিরাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুভ্রতা সম্পাদন করা যায় না; তদ্রূপ অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্তজনিত স্বর্গ ও পাপজনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মবাদীরা বেদবিধি দর্শনপূর্ব্বক কহিয়া থাকেন, যে অজ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ অহিংসাব্রত দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ ফলভোগ ব্যতীত কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। যাহা হউক আমার মতে পাপপুণ্য অজ্ঞানকৃত হউক, বা জ্ঞানকৃত হউক, ভোগ ব্যতীত কখনই বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে জ্ঞানকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্ম্মসমুদায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হয়, কিন্তু অজ্ঞানকৃত হিংসাকর উৎকট কার্য্য সমুদায়ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেবতা বা মহর্ষিগণের ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম দর্শন করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা তাঁহা-

সেই নিন্দা করা ধর্ম্মাত্মাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মনে মনে বিচার করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই মঙ্গললাভে সমর্থ হয়। যেমন অপক্ক মৃৎপাত্রস্থ জল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পক্ক মৃৎপাত্রস্থ জলের কোন হানি হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য সম্যক্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যেমন কোন পাত্রস্থিত জলে জল প্রদান করিলে সেই জলের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রাজধর্ম্ম কহিতেছি শ্রবণ কর। নরপতি প্রথমত প্রবল শত্রুদিগকে পরাজয়, যথাবিধি প্রজাপালন ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদায় প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন, শক্তি অনুসারে গুরুজনের শুশ্রূষা এবং সত্য ও সংস্বভাবজনিত বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিবেন।

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহাকে কিছুই প্রদান করে না; সকলেই স্ব স্ব উপকারসাধনার্থ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অন্যের কথা দূরে থাক, সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহপরিশূন্য ও লঘুচেতা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সৎপাত্রে ধনদান ও সৎপাত্র হইতে ধন গ্রহণ এই উভয় কার্য্যেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের পুণ্য অধিক। যে ধন ন্যায়পথে উপার্জ্জিত ও ন্যায় পথে পরিবর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নৃশংস কার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অর্থচিন্তায় অভিভূত না হইয়া আপনার শক্তি অনুসারেই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিকে শীতল হউক বা উষ্ণই হউক সাধ্যানুরূপ সলিল প্রদান করিতে পারিলে অন্নদানের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা রন্তিদেব ফল, মূল ও পত্র দ্বারা মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। নরপতি শৈব্যও ফল মূল দ্বারা পার্ষদগণের সহিত ভগবান্ ভাস্করের সন্তোষসাধন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। মানবগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবতা, ঋষি, পিতৃ, অতিথি ও পুত্রাদি পোষ্যগণ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের, সৎকার দ্বারা অতিথিকুলের, জাত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষা দ্বারা আত্মার ঋণ পরিশোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধনবিহীন মুনিগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা ঋচীকতনয় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব লাভ পূর্ব্বক ঋগ্বেদ গান দ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণকে স্তব করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈত্যগুরু উশনা, দেবী পার্ব্বতী ও দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে দেবলোকে কীর্ত্তি ও গুরুত্ব লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অসিতদেবল, নারদ, পর্ব্বত, কাক্ষীবান্, জামদগ্ন্য, জিতেন্দ্রিয় তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, কুণ্ডধার, হরিশ্মশ্রু ও শ্রুতশ্রবা প্রভৃতি মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে ঋগ্বেদ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহারই প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে নিন্দনীয় অনেকানেক ব্যক্তিও একমাত্র বিষ্ণুর স্তবপ্রভাবেই সকলের পূজনীয় হইয়াছে। নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতি লাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপথে অবস্থান পূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। অধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে ধিক্। ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ; ধন লাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। আহিতাগ্নি ব্যক্তিরা পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নিতেই বেদ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি ক্রিয়াবিহীন নহেন, তিনিই যথার্থ আগ্নিক। ক্রিয়াবিহীন হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই শ্রেয়। অগ্নি, আত্মা, পিতা, মাতা ও গুরু ইহাঁদিগকে বিধিপূর্ব্বক সেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা এবং কামনাপরিশূন্য হইয়া স্নেহ সহকারে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকেই সাধু বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাই শূদ্রের শ্রেয়স্কর। ঐ সেবা দ্বারা শূদ্রেরা সময়ক্রমে বিপুল ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহাদি কখন কাহারও সেবা না করিয়া থাকে, তথাপি সেবা ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা তাহার কদাপি বিধেয় নহে। সেবাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্মদর্শী সাধুদিগের সংসর্গে বাস ও অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। উদয়াচলস্থিত মণিমুক্তাদি যেমন সূর্য্যের সন্নিধানবশত সমধিক শোভমান হয়, তদ্রূপ শূদ্র জাতিও সাধুসংসর্গনিবন্ধন সমধিক শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। শুক্লবস্ত্র নীল পীতাদি যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণসমূহে অনুরাগ প্রকাশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহলোকে মানবদিগের জীবন নিতান্ত অস্থির ও অনিত্য। যিনি সুখ ও দুঃখ এই উভয় অবস্থাতেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী। অধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কদাপি উচিত নহে। যে নরপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, তাঁহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না; প্রত্যুত তাঁহার তস্করতাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

ভগবান্ স্বয়ম্ভু সর্ব্বপ্রথমে ত্রিলোকপূজিত বিধাতার সৃষ্টি করেন। তৎপরে বিধাতা লোকরক্ষণার্থ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশ্যগণ সেই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া কৃষিগোরক্ষাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বৈশ্যের শস্যোৎপাদন, ক্ষত্রিয়ের শস্যরক্ষা, ব্রাহ্মণের উপভোগ এবং শূদ্রের ক্রোধ ও শঠতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ ও যজ্ঞস্থান মার্জ্জনাদি করাই কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে কখনই ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, ধর্ম্ম নষ্ট না হইলেই প্রজাগণ সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় এবং প্রজাগণ সুখী হইলেই দেবগণের পরম পরিতোষ জন্মে। ফলত নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্র শুশ্রূষানিরত হইলেই সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভূরিদান করা দূরে থাকুক, অতিকষ্টে কাকিনীমাত্র দান করিলেই মহাফল লাভ হইয়া থাকে। নরপতিদিগের মধ্যে যিনি সমাদর পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে নিজের ধন দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ মহাফল লাভ হয়। স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষসাধনার্থ যাহা দান করা যায়, সেই দান উৎকৃষ্ট। গ্রহীতা যাচ্ঞা করিলে যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম; আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা সহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিদিগের এই ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্নসহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণ দমগুণান্বিত, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনী এবং শূদ্র নিয়ত ইহাঁদিগের সেবাতৎপর হইলেই সমধিক সম্মান ভাজন হইয়া থাকেন।

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে রাজর্ষে! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধ, ক্ষত্রিয়ের জয়প্রাপ্ত, বৈশ্যের ন্যায়ার্জ্জিত ও শূদ্রের শুশ্রূষা দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ যৎ কিঞ্চিৎ হইলেও ধর্ম্মফলপ্রদ ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ত্রিবর্ণের সেবা করা শূদ্রেরই পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম বা বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পতিত হন না, কিন্তু শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। শূদ্র ত্রিবর্ণ সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে বাণিজ্য, পশুপালন বা শিল্পকর্ম্ম করিতে পারে। যে ব্যক্তি

কদাপি নাট্য, বহুরূপ প্রদর্শন এবং মদ্যমাংস ও লৌহচর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে নাই, তাহার জীবিকার্থ ঐ সমুদায় অবলম্বন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর যে ব্যক্তির বহুকালাবধি ঐ সকল কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, সে যদি ঐ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পরম ধর্ম্ম লাভ হয় সন্দেহ নাই। ইহলোকে মানবগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে ধার্ম্মিক লোকেরাই প্রশংসনীয় ও নানা গুণের আধার হয়। পূর্ব্বকালে প্রজাগণ দান্ত, নীতিবিশারদ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ দৈবাৎ কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড করা হইত। কিয়ৎকাল পরে অসুরগণ প্রজাগণকে ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া ধর্ম্মকে নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কামাদিরূপে তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিল। কামাদি প্রবিষ্ট হওয়াতে প্রজাগণের শরীরে ধর্ম্মনাশন দর্পের আবির্ভাব হইল। তৎপরে দর্প হইতে ক্রোধ সম্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের সুশীলতা ও লজ্জা বিনষ্ট করিল। তখন প্রজাগণ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করত ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান করিয়া নিরন্তর বিষয়ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেবল ধিক্কার প্রদান দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল।

এইরূপে প্রজাগণ যাহার পর নাই উচ্ছৃঙ্খল হইলে, দেবগণ বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ শূলপাণি দেবগণের মুখে প্রজাদিগের বিপরীত আচরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণের শরীরস্থ কামক্রোধাদিকে প্রথমত বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে সর্ব্বপ্রধান মহামোহকে নিপাতিত করিলেন। মহামোহ বিনষ্ট হইলে মানবগণ পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল। অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা মানবগণের শাসনে নিযুক্ত হইলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল কিয়ৎকাল মানবগণের শাসন করিয়া নিরস্ত হইলে, বিপৃথু ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতি হইয়া প্রজাগণের শাসন করিয়াছিলেন।

যে সময় দেবাদিদেব মহাদেব প্রজাগণের কামক্রোধাদি বিনষ্ট করেন, সেই সময় কোন কোন মহাকুলসম্ভূত বৃদ্ধতম ব্যক্তির হৃদয় হইতে ঐ সমুদায় আসুরভাব অপনীত হয় নাই। সেই সমস্ত ব্যক্তির সংসর্গে অনেকানেক ভীমপরাক্রম ভূপাল আসুরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মূঢ় ব্যক্তিরা স্বয়ং তাঁহাদের সেই কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং অন্যকেও উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেছে। অতএব আমি শাস্ত্র সমালোচনপূর্ব্বক তোমাকে কহিতেছি যে, হিংসাত্মক কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত নীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলে কখনই কল্যাণলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন উহাতে প্রবৃত্ত হন না। এক্ষণে তুমি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিরত ও বান্ধবপ্রিয় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে পুত্র, ভৃত্য ও প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। ইষ্ট ও অনিষ্টের সহযোগেই সৌহার্দ্য ও শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইষ্ট ও অনিষ্টকে সমান জ্ঞান না করে, তাহাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতঃপর গুণে অনুরক্ত হওয়া ও দোষ পরিত্যাগ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরাও আপনাদের অল্পমাত্র গুণ প্রকাশ হইলে আহ্লাদিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনুষ্যগণ মধ্যেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। অন্যান্য প্রাণীতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। কি ধর্ম্মশীল, কি বিদ্বান্, কি যাচক, কি অযাচক সকলের হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া কালযাপন করা উচিত। যখন লোকের মন বাসনাবিহীন ও সত্যনিরত হয়, তখনই তাহার যথার্থ মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি গৃহস্থ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তপোনিয়ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রায় সকল গৃহস্থেরই রাজসিক ও তামসিক গুণপ্রভাবে সাংসর্গিক মমতা জন্মিয়া থাকে। মানবগণ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, গো, ক্ষেত্র ও ধনসম্পন্ন হইলে, তাহাদিগের আর কিছুই অনিত্য বলিয়া বোধ থাকে না। তাহারা সতত ঐ সমুদায় সন্দর্শন করিতে করিতে রাগদ্বেষে একান্ত অভিভূত ও মোহজনিত সম্ভোগ বাসনায় একান্ত আক্রান্ত হয়। তখন ভোগপরায়ণ ব্যক্তিকেই কৃতার্থ ও স্ত্রীসম্ভোগই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তাহাদের বিবেচনা হয় এবং তাহারা চিরপরিচিত লোভে একান্ত বিমোহিত হইয়া দাসদাসী প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহাদিগের সন্তোষসাধনার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক বিবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় নির্ব্বোধ অপত্যস্নেহে যাহার পর নাই অভিভূত ও অপত্যবিয়োগে নিতান্ত কাতর হয়। গৃহস্থেরা সমাজমধ্যে সম্মানলাভ করিয়া যে স্ত্রীপুত্রাদি রূপ বিষয় দ্বারা ভোগী হইব বলিয়া স্থির করে; অচিরাৎ সেই সমুদায় হইতেই বিনষ্ট হয়। ঐ সমুদায় গৃহস্থের মধ্যে যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শুভ কর্ম্মের কামনা করিয়া নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা চিরকাল অসীম স্বর্গসম্ভোগ করিয়া থাকেন। পীড়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদিনাশনিবন্ধন ঐ সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। ঐ নির্ব্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্রদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্যায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদিজনিত সুখ পরিণামে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, গৃহস্থদিগের মধ্যে এতাদৃশ লোক নিতান্ত দুর্লভ। তপস্যা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। দমদাক্ষিণ্যবিহীন শূদ্রাদি হীনবর্ণেরও উহাতে অধিকার আছে। তপঃপ্রভাবে দমগুণান্বিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ প্রজাপতি বিবিধ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়াই প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, বায়ু, বিশ্বেদেব, সাধ্য, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবগণ একমাত্র তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব তপঃপ্রভাবে পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। আর এই মর্ত্ত্যভূমিতে যে সমুদায় নরপতি ও মহাবংশসম্ভূত ধনাঢ্য গৃহস্থকে পট্টবস্ত্র, উৎকৃষ্ট আভরণ, বাহন, আসন, যান, পরম রূপবতী অসংখ্য কামিনী, অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট শয্যা, উত্তমোত্তম বিবিধ ভোজ্য বস্তু এবং অন্যান্য অভিলষিত সামগ্রী সম্ভোগ করিতে দেখা যায়, তৎসমুদায় তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফল। ত্রিলোকমধ্যে তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। তপোবলে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন মূঢ় ব্যক্তি দিগেরও বৈরাগ্যোদয় হয়। মনুষ্য সুখীই হউক বা দুঃখীই হউক, স্বীয় বুদ্ধিমত্তাপ্রভাবে শাস্ত্র সন্দর্শন করিয়া লোভ পরিত্যাগ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোভ সকল দুঃখের আদি কারণ। লোভ হইতে ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম এবং ইন্দ্রিয়সম্ভ্রমনিবন্ধন অভ্যাসবর্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। প্রজ্ঞা নাশ হইলে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা থাকে না। যাহা হউক লোকের দুঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করাই তাহার কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রিয় বস্তুই সুখকর ও অপ্রিয়বস্তু দুঃখজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তপস্যার ফল সুখ, আর তপস্যা না করিলে অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব তপস্যা করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। নিষ্পাপ তপোনুষ্ঠান করিতে পারিলে প্রতিনিয়ত বিবিধ মঙ্গলদর্শন, বিষয়সম্ভোগ ও খ্যাতি লাভ হইয়া থাকে আর যে ব্যক্তি ফলার্থী হইয়া সৎপথ পরিত্যাগ করে, তাহার সতত অপ্রিয়সংঘটন বিষয় সম্ভোগজনিত বিবিধ ক্লেশ ও অপমান উপস্থিত হয়। তপস্যা ও দানপ্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের কর্ত্তব্যতাসত্ত্বেও মানবগণ অবিহিত কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া বিবিধ পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরয়গামী হয়। যে ব্যক্তি কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময়, কখনই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত নহেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদনজনিত সুখ অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী। ঐ সুখ ক্ষয় হইলেই আবার দুঃখের আবির্ভাব হয়। মোক্ষসুখ চিরস্থায়ী; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই ঐ সুখের প্রশংসা করে না। বিবেকী ব্যক্তিরাই

মোক্ষলাভার্থ শমদমাদি গুণ অবলম্বন করেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কখনই তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। অনায়াসলভ্য বিষয় সমুদায় উপভোগ ও যত্নপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে অনুষ্ঠান করা গৃহস্থদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সংকুলসম্ভূত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিরা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ধর্ম্মভ্রষ্ট মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমুদায় নশ্বর; অতএব আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করাই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যে সকল গৃহস্থ কর্ম্মনিরত; স্বধর্ম্মানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যেমন নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় সকল সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমস্থগণ গৃহস্থদিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জনক কহিলেন ভগবন্! যখন পিতা ও পুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন মানবগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইল? তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু তপস্যার অপকর্ষনিবন্ধন মানবগণের উত্তরোত্তর হীন জাতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধার্ম্মিক ও পিতামাতার পাপেই সন্তান অধার্ম্মিক হয়। ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্রজাতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা এই চারি বর্ণ হইতে পৃথক্, তাহাদিগকে সঙ্করজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজপুত্র, বৈস্ত, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পরস্পর সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

জনক কহিলেন, ভগবন্! মানবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র লাভ করিল এবং যে সকল মুনি অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বা কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ হইল? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, বিদেহরাজ। জন্মনিবন্ধন মহর্ষিদিগের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের পিতারা যে কোন স্থানে তাঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপোবলে তাঁহাদিগের ঋষিত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্, কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুমদ, ও মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ পূর্ব্বক বেদবিদগ্রগণ্য ও দমগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। প্রথমে অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল গোত্র উৎপন্ন হয়। অন্যান্য গোত্র কার্য্য দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে। সাধুব্যক্তিগণকর্তৃক অদ্যাপি সেই সমুদায় গোত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

জনক কহিলেন, ভগবন্! আপনি বর্ণ সমুদায়ের বিশেষ ও সামান্য ধর্ম্ম সমুদায় পরিজ্ঞাত আছেন, এক্ষণে আমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা; বৈশ্যের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের ঐ তিন বর্ণের সেবাই প্রধান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট চারি বর্ণের বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সবিস্তরে সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, পোষ্যবর্গকে যথোচিত অংশ প্রদান, শ্রাদ্ধক্রিয়া, অতিথিসেবা, সত্যানুষ্ঠান, অক্রোধ, স্বীয় পত্নীতেই অনুরাগ, শৌচ, অসূয়াপরিত্যাগ, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই কয়েকটি সমুদায় বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদোক্ত ধর্ম্মে ইহাদিগের অধিকার আছে। কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগকে পতিত হইতে হয়। ধার্ম্মিকেরা স্বকর্ম্মনিরত সাধু ব্যক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। শূদ্রগণ সংস্কার লাভের যোগ্য নহে এবং কুকর্ম্মনিবন্ধন তাহাদিগকে পতিত হইতেও হয় না। তাহারা অনৃশংসতাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে তাহাদিগের অধিকার নাই। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অনৃশংসতাদি ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আমিও ঐরূপ শূদ্রকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। শূদ্রগণ উন্নত হইবার মানসে সাধুবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত পুষ্টিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ইতর ব্যক্তিরা যেরূপ সদ্ব্যবহার অবলম্বন করে; ইহলোক ও পরলোকে তদনুরূপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

জনক কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্য কি কর্ম্মপ্রভাবে হীনদশা প্রাপ্ত হয় না, জন্মনিবন্ধন উহার হীনত্ব লাভ হইয়া থাকে? তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! কর্ম্ম ও জন্ম এই উভয় দ্বারাই লোকের হীনদশা উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মই হীনত্বের প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি নীচ জাতি হইয়াও পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রধান বংশে উৎপন্ন হইয়াও কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে হীনদশা প্রাপ্ত হইতে হয়; অতএব কর্ম্মকেই হীনত্বের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।

জনক কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য সর্ব্বদা হিংসাবিহীন হইয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারে; তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, বিদেহরাজ! মনুষ্য যে কার্য্য দ্বারা প্রাণীর হিংসা না করিয়া ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সন্তাপবিহীন ও শ্রেষ্ঠপদে সমারূঢ় হইতে পারিলে অনায়াসে মোক্ষলাভজনক পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শ্রদ্ধাবান্, বিনয়সম্পন্ন, দমগুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ অধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে সকল বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ইহলোকে যাহারা ভক্তিবিহীন, তাহারা কখনই পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী ও অগ্নিগণের সেবাজন্য ফললাভে সমর্থ হয় না। যাহারা তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান, প্রিয়বাদী এবং তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানতৎপর ও বশবর্ত্তী হয়, তাহারাই ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে। পিতা পুত্রের পরম দেবতা এবং মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা জ্ঞানকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন ও উহা লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম পদ অধিকার করেন। যে নরপতি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া শরানলে শলভবৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে দেবদুর্লভ লোকে গমন করিয়া স্বর্গসুখ সম্ভোগে সমর্থ হন। শ্রান্ত, ভীত, ভ্রষ্টশস্ত্র, রোরুদ্যমান, সমরপরাঙ্মুখ, সহায়বিহীন, উদ্যোগশূন্য, রোগী, শরণাপন্ন, বালক ও বৃদ্ধকে প্রহার করা কদাপি বিধেয় নহে। সমরস্থলে সহায়সংযুক্ত, কুদ্ধমূর্ত্তি, সমকক্ষ প্রতিযোগী ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করাই নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তে বিনাশই প্রশংসনীয়। ভয়বিহ্বল নীচ ব্যক্তির হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। পাপানুষ্ঠাননিরত দুরাত্মাদিগের হস্তে নিহত হইলে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হয়। কালসমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। আর যাহারা পরমায়ু থাকে, তাহাকে কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না। মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা অন্য ব্যক্তির প্রাণহিংসা দ্বারা অপত্যাদির জীবন রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মুমূর্ষু গৃহস্থমাত্রেরই তীর্থস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হওয়া উচিত। আয়ুঃশেষ হইলে কেহ কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ বা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। দেহিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা পুনর্ব্বার দেহ লাভ করে। যেমন এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করা যায়, তদ্রূপ

জীব কর্ম্মপথ দ্বারা পুনর্ব্বার এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীব যোগযুক্ত হইলে তাহার ক্রমশ মুক্তি লাভ হয়। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা দেহকে শিরা, স্নায়ু ও অস্থিসমূহে পরিপূর্ণ; বিকৃত ও অপবিত্র পদার্থে পরিব্যাপ্ত পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং ত্বক্ দ্বারা আবৃত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যখন জীব দেহকে পরিত্যাগ করে, তখন উহা নিশ্চেষ্ট ও বিচেতন হইয়া ভূমিতে নিপতিত হয় এবং জীব আপনাকে কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। দেহত্যাগের পর জীবাত্মা কিয়ৎকাল যাতনা দেহ আশ্রয় করিয়া বিমানচারী মেঘের ন্যায় পরিভ্রমণ করে, তৎপরে পুনর্ব্বার অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আত্মা সর্ব্বশরীরে সমভাবে অবস্থান করিলেও উপাধিভেদে প্রাণিগণের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ প্রাণির মধ্যে জঙ্গম, জঙ্গমমধ্যে মনুষ্য ও মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞানবান্ ও জ্ঞানবান্দিগের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে নানাপবাদে সমজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ।

যাহারা ইহলোকে স্ব স্ব গুণানুসারে নশ্বর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেহান্তের পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশ্যই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। যে মহাত্মা কাহাকেও ক্লেশ প্রদান না করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তরায়ণে পবিত্র নক্ষত্র ও পবিত্র মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাকেই পুণ্যবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষভোজন উদ্বন্ধন বা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা যাহাদিগের মৃত্যু হয় এবং যাহারা দস্যুহস্তে নিপতিত বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের মৃত্যুকে অপমৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ মৃত্যু নিতান্ত অপকৃষ্ট। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অতি উৎকট পীড়াদি দ্বারা সমাক্রান্ত হইলেও কদাপি ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাহারা কেবল পুণ্য কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ ঊর্দ্ধদেশ, যাহারা পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কার্য্যেই নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ মধ্যদেশ এবং যাহারা কেবল পাপ কর্ম্মে নিরত থাকে, তাহাদিগের প্রাণ অধোদেশ ভেদপূর্ব্বক বহির্গত হইয়া থাকে।

মনুষ্য অজ্ঞান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াই ঘোরতর নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; অতএব অজ্ঞানের তুল্য শত্রু আর কেহই নাই। যে ব্যক্তি ঐ শত্রুকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বেদধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধদিগের উপাসনা করেন, তিনিই প্রজ্ঞাশর দ্বারা উহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া কেবল বেদাধ্যয়ন তৎপরে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে পুত্রাদির প্রতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভারার্পণ পূর্ব্বক মোক্ষলাভের নিমিত্ত অরণ্য আশ্রয় করিবেন। আত্মাকে এককালে উপভোগবিহীন করিয়া অবসন্ন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করা অপেক্ষা মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডালত্ব লাভ করাও শ্রেয়ঃ। আত্মা যে যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা ইহলোক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই যোনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ যাহাতে কোন ক্রমেই মনুষ্য যোনি হইতে পরিভ্রষ্ট না হন, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ হইয়া বেদপ্রমাণানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্ল্লভতর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া কামপরায়ণ হইয়া মনুষ্যের বেদ ও ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই সমুদায় কামনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে মহাত্মারা বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিষয়দর্শনে বিমুখ ও শান্ত স্বভাব হইয়া প্রীতি প্রফুল্লনয়নে প্রাণিগণকে দর্শন, অন্নদান, তাহাদিগের প্রতি প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ এবং তাহাদের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে পরলোকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সরস্বতী, নৈমিষ ও পুষ্কর প্রভৃতি পৃথিবীস্থ পুণ্যতীর্থ সমুদায় গমনপূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন ও তপস্যা দ্বারা দেহের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া ধনদান করা মনুষ্যগণের নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা স্বীয় গৃহে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও যান দ্বারা শ্মশানে নীত করিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে দাহ করা আত্মীয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ আপনাদিগের হিতসাধনার্থই যজ্ঞ, পুষ্টিজনক ক্রিয়া, যজন, যাজন, দান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সৎকার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুণ্যবান্দিগের মঙ্গলের নিমিত্তই ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে মহাত্মা পরাশর বিদেহরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর মিথিলাধিপতি জনক পুনরায় সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! ইহলোকে কোন্ পদার্থ শ্রেয়ঃসাধন? সদ্গতি কি? কি কার্য্যের বিনাশ নাই ও কোন স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজন্! সংসারে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়োলাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সৎপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার বিনাশ নাই এবং অভয় প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইতে পারিলেই পরম স্থান লাভ হয়; তথা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি সৎপাত্রে সহস্র সহস্র গাভী ও শত শত অশ্ব প্রদান করে, তাহার সমুদায় জীব হইতে অভয় লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা প্রভূত বিষয় মধ্যে অবস্থান করিয়াও কদাপি তাহাতে লিপ্ত হন না, কিন্তু অবোধ মূঢ় ব্যক্তিরা অতি অল্পমাত্র বিষয়েই একান্ত আসক্ত হইয়া উঠে। অধর্ম্ম পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় কখনই জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না; কিন্তু উহা কাষ্ঠসংশ্লিষ্ট জতুর ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিকে অনায়াসে আশ্রয় করিয়া থাকে। অধর্ম্ম কদাপি কর্ত্তাকে পরিত্যাগ করে না, যথাকালে অবশ্যই তাহাকে সেই অধর্ম্ম জন্য ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু আত্মদর্শী সাধুদিগের কখনই কর্ম্মজন্য ফলভোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি প্রমাদবশত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায়ের গতি অবগত হইতে অসমর্থ এবং সুখের সময় নিতান্ত হৃষ্ট ও দুঃখের সময় একান্ত কাতর হয়, তাহার নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বীতরাগ ও জিতক্রোধ হন, বিষয় মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। নদীমধ্যে সেতু নিবদ্ধ হইলে যেমন ঐ সেতু ভগ্ন না হইয়া স্রোতের বৃদ্ধি সম্পাদন করে, তদ্রূপ লোক বিষয়ে আসক্ত না হইয়া বেদানুশাসনে নিবদ্ধ হইলে তাহাকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাহার তপস্যার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। সূর্য্যকান্ত মণি যেমন সূর্য্যের তেজ আকর্ষণ করে, তদ্রূপ চিত্তের একাগ্রতা যোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। যেমন তিলমধ্যে বারংবার সুগন্ধি পুষ্প নিক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ সুগন্ধের আতিশয্য হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যদিগের বারংবার সাধুসংসর্গ নিবন্ধন ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের আধিক্য হইয়া থাকে। যাহারা সম্পত্তি, পদ, যান, স্ত্রী ও বিবিধ সৎক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়বাসনার লেশমাত্রও থাকে না। আর যাহারা বিবিধ বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া আপনাদিগের হিতচিন্তায় নিতান্ত অসমর্থ হয়, তাহারা আমিষলোলুপ মৎস্যের ন্যায় বিষয়ে একান্ত সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে। পরস্পরের উপকারতৎপর হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্য সমুদায় কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার। ইহারা নৌকার ন্যায় সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ধর্ম্মানুষ্ঠানের কালনিশ্চয় নাই। মৃত্যু কালপ্রতীক্ষা করে না; সকলকেই কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব সর্ব্বদাই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অন্ধ ব্যক্তি যেমন অভ্যাসবশত অপরিচিত পথে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যোগযুক্ত চিত্তে অনায়াসে অগোচর জ্ঞানপথে গমন করিতে পারেন। জন্মগ্রহণ করিলে জীবকে মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতে হয়। জন্মমৃত্যুর অধিকৃত যাঁহারা মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই সুখলাভ করেন। যাহারা অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ক্লেশভোগ করিতে হয়, আর যাঁহারা একবারে সর্ব্বত্যাগী হন, তাঁহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না। অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অন্যের হিতানুষ্ঠান করা যায়,

কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিলে আপনারই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। মৃণাল যেমন উৎপাটিত হইলে কর্দ্দমের সহিত তাহার সংস্রব থাকে না; তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক এককালে রহিত হইয়া যায়। মন আত্মাকে যোগোন্মুখ করে। আত্মা যোগোন্মুখ হইলেই যোগী মনকে আত্মায় লীন করেন। এইরূপে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারিলেই উপাধিবিহীন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যাহারা যোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ও দেহপোষণ করাই স্বকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হয়। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে অধোগতি, তির্য্যক্‌যোনি ও স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা তপস্যা দ্বারা পরিপক্ক দেহে অবস্থিত হইলে অনায়াসে পক্ব মৃণ্ময় পাত্রস্থ দ্রব দ্রব্যের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী অদৃষ্ট দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই পরলোকে ভোগ সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। আর যে মহাত্মা ইহলোকে বিষয়সুখে অভিভূত না হন, তিনিই পরলোকে পরম সুখ অনুভব করিতে পারেন। জন্মান্ধ যেমন পথদর্শনে অক্ষম, তদ্রূপ শিশ্নোদরপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তিরা অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরমার্থদর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া থাকে। বণিকেরা যেমন সমুদ্রে গমন করিয়া আপনাদিগের মূলধনানুরূপ অর্থলাভ করে, তদ্রূপ প্রাণিগণ এই সংসারমধ্যে স্ব স্ব কর্ম্মের অনুরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তদ্রূপ মৃত্যু এই অহোরাত্র পরিব্যাপ্ত লোকে জরারূপে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রাণিগণকে গ্রাস করিতেছে। মানবগণ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যেরই ফলভোগ করিয়া থাকে, ইহলোকে কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম ব্যতীত আপনার প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য কি শয়ান, কি গমনে প্রবৃত্ত, কি উপবিষ্ট, কি বিষয়াসক্ত যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, তাহার অনুষ্ঠিত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় সতত তাহাকে ফল প্রদান করিতেছে। যে ব্যক্তি সমুদ্রের পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পার হইতে ইচ্ছা না করে, তাহাকে যেমন মহার্ণবে নিপতিত হইতে হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান বলে এই সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম বাসনা না করেন, তাঁহাকে আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। ধীবর যেমন স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে রজ্জু দ্বারা জলে অবমগ্ন অর্ণবপোত উদ্ধার করে, তদ্রূপ মন সদ্গুণের অভিনিবেশ দ্বারা সংসারে নিমগ্ন দেহাভিমানী জীবকে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। যেমন নদী সমুদায় সাগরে মিলিত হয়, তদ্রূপ যোগসময়ে মন মূল প্রকৃতিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মানবগণ অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন ও বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়াই সলিলস্থিত বালুকাময় গৃহের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। যে ব্যক্তি শরীরকে গৃহ ও শৌচকেই তীর্থ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করে, সেই ব্যক্তি উভয়লোকেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়। অগ্নিহোত্রাদি বিস্তর কার্য্য ক্লেশকর। ঐ সমস্ত দ্বারা কেবল শারীরিক সুখ উৎপন্ন হয়; কিন্তু একমাত্র সর্ব্বত্যাগই আত্মার সুখলাভের কারণ সন্দেহ নাই। মনুষ্য যতদিন পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিতে পারে, তত দিন মিত্রবর্গ, জ্ঞাতি, পুত্র, কলত্র ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনগণ তাহার অনুগত থাকে; অতএব যোগমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিবারপালনের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। পিতা মাতা হইতে পরলোকের কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। প্রাণিগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। কেবল দানই মনুষ্যের স্বর্গপ্রাপ্তির পাথেয়, সন্দেহ নাই। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও মিত্র প্রভৃতি পরিজনগণ সুবর্ণরেখার ন্যায় দেখিতে সুন্দর; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা পারত্রিক সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য সমুদায় আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অন্তরাত্মা উপস্থিত কর্ম্মফল পরিজ্ঞাত হইয়া উহার অনুরূপ ফল ভোগের নিমিত্ত বুদ্ধিকে বিবিধ কার্য্যে প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি সহায়বান্ ও উদ্যোগী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কোন কার্য্যই কখন নিষ্ফল হয় না। কিরণজাল যেমন সূর্য্য হইতে কদাপি অন্তরিত হয় না তদ্রূপ শ্রী কখনই একাগ্রচিত্ত উদ্যোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিতদিগকে পরিত্যাগ করেন না। আস্তিক্য, উদ্যোগ গর্ব্বপরিত্যাগ, উপায় ও বুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু যেমন কাষ্ঠচূর্ণকে অন্যত্র নীত করে, তদ্রূপ দুর্নিবার্য্য মৃত্যু জীবন নাশক কালকে সহায় করিয়া প্রাণিগণকে লোকান্তরে লইয়া যায়। মানবগণের জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য দ্বারাই রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রপৌত্র প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য রাজর্ষি জনক মহাত্মা পরাশরের নিকট এইরূপ যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন; এক্ষণে ঐ সমুদায় বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পূর্ব্বকালে সাধ্যগণের সহিত হংসের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি স্বর্ণময় হংসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্যগণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সাধ্যগণ সেই হংসকে অবলোকন পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিহগরাজ! আমরা সাধ্যদেব; তোমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। তুমি মোক্ষধর্ম্মকুশল, পণ্ডিত ধীরপ্রকৃতি ও বচনরচনাচতুর। অতএব ইহলোকে কোন্ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কোন্ কার্য্যে তোমার মন অনুরক্ত হইয়াছে এবং কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমুদায় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়? তাহা কীর্ত্তন কর; আমরা তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

তখন সেই হংসরূপী ভগবান্ প্রজাপতি সাধ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি শুনিয়াছি, তপস্যা দমগুণাবলম্বন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ ও চিত্তজয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাগাদি হৃদয়গ্রন্থি সমুদায় মোচন পূর্ব্বক প্রিয় বিষয়ে হর্ষ ও অপ্রিয় বিষয়ে বিষাদ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মর্ম্মভেদী নৃশংস বাক্য প্রয়োগ ও নীচ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। যে বাক্যে অন্যের মনোব্যথা উপস্থিত হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বদন হইতে বাক্‌শল্য বিনির্গত হইলেই তন্নিবন্ধন দিবানিশি অনুতাপ করিতে হয়; অতএব কুবাক্য পরিত্যাগ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ইতর ব্যক্তি পণ্ডিতের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে ক্ষমা করাই পণ্ডিতের উচিত। কারণ অন্যে রোষিত করিবার চেষ্টা করিলে যিনি ক্রোধসংবরণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তৎকৃত পুণ্যে অধিকারী হন। কেহ আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ বা আমাকে নিপীড়িত করিলে আমি কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি। সাধু ব্যক্তিরা ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদের ফল সত্য, সত্যের ফল দমগুণ এবং দমগুণের ফল মোক্ষ। যিনি বাক্য মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা, উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, আমি তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও মুনি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকি। ক্রোধনস্বভাব অপেক্ষা ক্রোধহীন, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কেহ আক্রোশ করিলে যিনি তাঁহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে পারেন, তিনি আক্রোশকর্ত্তার সমুদায় পুণ্য সংগ্রহে সমর্থ হন; আর আক্রোশকর্ত্তাকে আপনার কুকার্য্যনিবন্ধন প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে কটুবাক্য প্রয়োগ বা প্রতিবাদ করিলে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং প্রহার করিলে প্রতি প্রহার বা প্রহারকর্ত্তার অনিষ্ট বাসনা না করেন, তিনিই দেবতাদিগের সালোক্য লাভে সমর্থ হন। পাপাত্মা ব্যক্তি অপমান বা প্রহার করিলে পুণ্যবান্ ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়। তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। আমার সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে; তথাপি আমি সর্ব্বদা সাধুগণের সেবা করিয়া থাকি। আমার কার্য্যবাসনা বা রোষের লেশ মাত্রও নাই। ধন হস্তগত হইলেও আমি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই

না এবং ধনলাভার্থ কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না। আমাকে কেহ অভিসম্পাত করিলে আমি তাহাকে শাপ প্রদানে প্রবৃত্ত হই না। দমগুণই পুণ্যের দ্বারস্বরূপ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে। কোন জন্তুই মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ধীর ব্যক্তিরা মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ব স্ব ধৈর্য্য গুণপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সমুদায় লোকে যাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের স্তম্ভের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অর্চনা এবং যাহার প্রতি সকলেই প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে, তিনি সংযমপ্রভাবে অনায়াসে দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তিরা মানবগণের দোষ দর্শন করিবা মাত্র উহা কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যেমন ব্যগ্র হয়, গুণ দর্শন করিলে তাহা কীর্ত্তন করিতে সেরূপ ব্যগ্র হয় না। যিনি বাক্য ও মনকে সংযম করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে বেদ, তপস্যা ও দানজনিত ফললাভে সমর্থ হন। মূঢ় ব্যক্তিরা আক্রোশ বা অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অনুরূপ বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে নিন্দা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আত্মার ও অন্য ব্যক্তির হিংসা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা অবমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইতে পারেন; কিন্তু অবমন্তাকে অবমাননানিবন্ধন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও হোম করিলে মৃত্যু ঐ সমুদায় কর্ম্মের ফল হরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সমুদায় পরিশ্রমই নিষ্ফল হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহার উপস্থ, উদর, হস্ত ও বাক্য এই চারিটী সুরক্ষিত থাকে, তাঁহাকেই ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়নিরত পরধনে নিস্পৃহ ও সৎস্বভাবসম্পন্ন হইয়া সত্য, দম, সরলতা, অনৃশংসতা, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। বৎস যেমন গাভীর চারি স্তন হইতেই দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞা এই চারি গুণেই অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সত্যের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। আমি দেবলোক ও মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করিয়া কহিতেছি যে, অর্ণবপোত সমুদ্রপারের একমাত্র উপায়, তদ্রূপ সত্যই স্বর্গগমনের একমাত্র সোপান-স্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যেরূপ লোকের সহবাস, যেরূপ লোকের উপাসনা ও যেরূপ হইবার বাসনা করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। দেবগণ সর্ব্বদাই সাধুদিগের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সাধুগণ লৌকিক বিষয় দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি সমুদায় বিষয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধু, বায়ু বা চন্দ্র, কখনই তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হন না। যে ব্যক্তির হৃদয়স্থ জীব রাগদ্বেষপরিশূন্য হয়, দেবগণ তাঁহার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকেন। আর যে ব্যক্তি শিশ্নোদরপরায়ণ, তস্কর ও অপ্রিয়বাদী, সে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দেবতারা তাহাকে পরিত্যাগ করেন। নীচবুদ্ধি, সর্ব্বভোজী দুষ্কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা কখনই দেবগণকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। বাচালের ন্যায় অনর্থক বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা ধর্ম্মসংযুক্ত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ। আবার সেই ধর্ম্মসংযুক্ত সত্যবাক্য যদি লোকের প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

সাধ্যগণ কহিলেন, বিহগরাজ! লোকসমুদায় কোন্ পদার্থে সমাবৃত ও কি কারণে অপ্রকাশিত থাকে, কি নিমিত্ত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে; আর কি নিমিত্তই বা স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয় না? তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

হংস কহিলেন, সাধ্যগণ! মনুষ্যেরা অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন, মাৎসর্য্য-নিবন্ধন অপ্রকাশিত, লোভবশত মিত্রত্যাগে প্রবৃত্ত ও সংসর্গদোষেই স্বর্গ-গমনে অসমর্থ হইয়া থাকে।

সাধ্যগণ কহিলেন, হে হংস! ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, কোন্ ব্যক্তি মৌনাবলম্বী হইয়া বহুলোকের সহিত বাস করিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হন এবং কোন্ ব্যক্তি কাহারও সহিত কলহ করেন না? তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

হংস কহিলেন, সাধ্যগণ! ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সতত পরিতৃপ্ত থাকেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বহু লোকের সহিত বাস করিতে পারেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহারও সহিত বিরোধ করেন না।

সাধ্যগণ কহিলেন, বিহগরাজ! ব্রাহ্মণগণের দেবত্বসাধক কি? সাধুত্ব-সাধক কি? অসাধুত্বসাধক কি এবং মনুষ্যত্বসাধকই বা কি? তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

তখন হংসরূপী ব্রহ্মা কহিলেন, হে সাধ্যগণ! বেদপাঠ ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব, ব্রত উহাদের সাধুত্ব, অপবাদ উহাঁদের অসাধুত্ব এবং মৃত্যু উহাঁদের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট হংস ও সাধ্যগণের এই উৎকৃষ্ট কথোপকথন কীর্ত্তন করিলাম। বস্তুত দেহই কর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান এবং জীবই সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

একাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই; অতএব আপনি সাংখ্যমত ও যোগ এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সাংখ্যমতাবলম্বীরা সাংখ্যের এবং যোগীরা যোগেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন। কিন্তু সাংখ্য মতাবলম্বীরা কহেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হন, তিনি দেহ নাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ মুক্তিলাভকে সাংখ্যমতোক্ত মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই উভয়বিধ যুক্তি, উভয়পক্ষসমর্থক হিতবাক্য ও শিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করা ভবাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও সাংখ্যমত শাস্ত্রপ্রমাণ। এই উভয় মতই যথার্থ ও সাধু-সম্মত। শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। এই উভয় মতেই পবিত্রতা অবলম্বন, জীব-গণের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও বিবিধ ব্রত ধারণ করা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ঐ উভয় মতের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ সমান নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন উভয় মতেই ব্রত, শৌচ ও দয়া তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং উভয় মতেরই ফল সমান হইল, তখন ঐ উভয় মতের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ সমান হইল না কেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মানবগণ যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সমুদায় যেমন জাল বিদারণপূর্ব্বক জলমধ্যে প্রবেশ করে এবং বলবান্ মৃগগণ যেমন বাগুরা ছিন্ন করিয়া নিরা-পদ পথে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ যোগবলান্বিত যোগিগণ লোভজনিত বন্ধন-সমুদায় ছেদনপূর্ব্বক যোগবলে অনায়াসে অতি সুবিমল মঙ্গলকর মোক্ষ-মার্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু যে যোগিগণের যোগবল না জন্মে, তাঁহাদিগকে বাগুরানিপাতিত দুর্ব্বল মৃগের ন্যায়, জালনিবদ্ধ বলবিহীন মৎস্যের ন্যায় ও পাশবদ্ধ ক্ষীণবল বিহঙ্গমের ন্যায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়। যোগবলই মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায়। যোগবল বিহীন যোগীরা বৃহত্তর কাষ্ঠসমাক্রান্ত অল্পমাত্র অগ্নির ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যান। কিন্তু যে সকল যোগী যোগবলসম্পন্ন, তাঁহারা অনায়াসে সমীরণসঞ্চালিত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, কল্পান্ত-কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে পারেন। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা যেমন স্রোতঃপ্রভাবে দূরে অপনীত হয়, তদ্রূপ যোগবলবিহীন অজিতেন্দ্রিয় যোগীরা বিষয়কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু মহাস্রোত যেমন মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয় সমুদায় যোগ-বলসম্পন্ন যোগিদিগকে কোনক্রমেই বিচালিত করিতে সমর্থ হয় না। যোগবলান্বিত মহাত্মারা কাহারও বশীভূত না হইয়া প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও মহাভূতগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ভীমপরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে

পারেন। যোগবলান্বিত যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগৈশ্বর্য্যমাত্র লাভ করিয়া নিবৃত্ত হন, আর কেহ কেহ সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া থাকেন। সংসারপাশচ্ছেদনে সমর্থ, যোগবলপরিপূর্ণ যোগীরা অনায়াসে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যোগবলের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আত্মসমাধি ও যোগধারণাবিষয়ক সূক্ষ্ম নিদর্শন সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তিরা যেমন অপ্রমত্ত ও সমাহিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, তদ্রূপ যোগিগণ অনন্যমনে যোগসাধন করিয়াই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। লোকে যেমন স্নেহপূর্ণ পাত্র মস্তকে সংস্থাপিত করিয়া অনন্যমনে সোপানে আরোহণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি সাবধান হইয়া আত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, নির্ম্মল ও নিশ্চল করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগসম্বন্ধীয় উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়া থাকেন। কর্ণধারগণ যেরূপ সতর্ক চিত্তে অবিলম্বে অর্ণবগত পোত লইয়া পর পার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগবিদ্ মহাত্মারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত ঐক্য করিয়া দুর্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। সারথি যেমন রথে লক্ষণাক্রান্ত অশ্বগণকে সংযোজনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সমর রথীকে অভীষ্টদেশে লইয়া যায়, তদ্রূপ যোগিগণের মন ইন্দ্রিয় সমুদায়ের সাহায্যে তাঁহাদের দেহস্থিত আত্মাকে পরম স্থানে নীত করে। সুশিক্ষিত রথীর হস্তনির্ম্মুক্ত শর যেমন লক্ষ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ যোগবলসমন্বিত যোগীর আত্মা অচিরাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজনপূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থির হইয়া যোগসাধন করিতে পারেন, তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানীদিগের লভ্য সনাতন মোক্ষপদলাভে সমর্থ হন। যে যোগী অহিংসাদি ব্রতপরায়ণ হইয়া নাভি, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদ্বয়, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই সমুদায় স্থানে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে সম্যক্‌রূপে সংযোজিত করিতে পারেন, তিনি রাশি রাশি পুণ্য পাপ দগ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যোগশীল মহাত্মারা কীদৃশ আহার করিলে ও কি কি জয় করিতে পারিলে যোগবল লাভ করিতে পারেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যোগিগণের মধ্যে যাঁহারা তৈলঘৃতাদি ভক্ষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিলকল্ক ও তণ্ডুলকণা আহার করেন, যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া দিবাভাগের মধ্যে একবারমাত্র রূক্ষ যবান্ন ভোজন করেন, যাঁহারা দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করিয়া ক্রমে ক্রমে এক দিন, এক পক্ষ, এক মাস, এক ঋতু ও এক সংবৎসর যাপন করিতে পারেন এবং যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সম্পূর্ণ এক মাস উপবাসী থাকিতে পারেন, তাঁহারাই যোগবল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিষয়রাগবিহীন যোগশীল মহাত্মারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, ভয়, শোক, শ্বাস শব্দাদি বিষয়, তৃষ্ণা, অপ্রীতি, স্পর্শসুখ, নিদ্রা ও তন্দ্রা পরাজয়পূর্ব্বক বুদ্ধিপ্রভাবে ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা পরমাত্মাকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ এই যোগমার্গকে অতি দুর্গম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন ব্যক্তিই অনায়াসে এই পথে গমন করিতে পারেন না। যেমন দুই এক জন যুবা পুরুষ বিবিধ সর্প, কণ্টক, দগ্ধবৃক্ষ, গর্ত্ত ও তস্করে সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যপথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারেন, তদ্রূপ দুই একজন যোগশীল ব্রাহ্মণ অব্যাঘাতে যোগমার্গ অতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। যোগপথে অনেক বিঘ্ন আছে, এই নিমিত্তই সমুদায় যোগী উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। বরং সুশাণিত ক্ষুরধার অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করা যায়; কিন্তু যোগধারণা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। কর্ণধারবিহীন অর্ণবপোত যেমন আরোহী পুরুষদিগকে অর্ণবমধ্যে বিপদ্‌গ্রস্ত করে, তদ্রূপ অসাধু ব্যক্তির আচরিত যোগধারণা তাহাকে বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা বিধিপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই জন্মমরণ ও সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট বিবিধ যোগশাস্ত্রনিষ্পন্ন যোগ ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই যোগধর্ম্মে দ্বিজাতিগণেরই অধিকার আছে, ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াই যোগের পরম ফল। যোগিগণ যোগবলে রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, ষড়ানন, ব্রহ্মার কপিলাদি ছয় পুত্র, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, মূল প্রকৃতি, বরুণের পত্নী সিদ্ধিদেবী, সমুদায় তেজ, সুমহৎ ধৈর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণমণ্ডিত নির্ম্মল আকাশ, বিশ্বদেবগণ, পিতৃলোক এবং যাবতীয় শৈল্য, সাগর, নদী, পবন, দিক্‌, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, স্ত্রী ও পুরুষে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ঐ সমুদায় হইতে বহির্গত হইতে পারেন। ঈশ্বরবিষয়ক কথার আন্দোলন করিলে অবশ্যই শুভ ফল লাভ হয়। যোগিগণ ঈশ্বরোপাসনা প্রভাবেই সর্ব্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণস্বরূপ হইয়া অনায়াসে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ত্রিলোক মধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার নিকট সাধুসম্মত যোগমার্গ বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে সাংখ্যমতানুযায়ী বিধি সমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কপিলাদি মহর্ষিগণ এই সূক্ষ্ম সাংখ্যমত যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সাংখ্যমত অভ্রান্ত ও বহুবিধ গুণযুক্ত। ইহাতে দোষের লেশমাত্র নাই। যাঁহারা জ্ঞানবলে মানুষ, পিশাচ, যক্ষ, উরগ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, তির্য্যক্‌যোনি, গরুড়, বায়ু, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, অসুর, বিশ্বদেব, দেবর্ষি, যোগী ও প্রজাপতিগণের এবং ব্রহ্মার বিষয় সমুদায় সদোষ বলিয়া বিবেচনা করেন; যাঁহারা জীবিতকাল, সুখের যথার্থ তত্ত্ব, বিষয়াভিলাষী তির্য্যক্‌যোনিসম্ভূত ও নরকনিপতিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ এবং স্বর্গ, বৈদিক কার্য্য, জ্ঞানযোগ, যোগ ও সাংখ্যজ্ঞানের গুণদোষ সমুদায় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন; যাঁহারা আনন্দ, প্রীতি, উদ্বেগ, খ্যাতি পুণ্যশীলতা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, সরলতা, দানশীলতা ও ঐশ্বর্য্য এই দশ গুণযুক্ত সত্ত্বগুণ; আত্মতত্ত্বাবোধ, নির্দ্দয়তা, সুখদুঃখসেবা, ভেদ, পুরুষত্ব, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ও দ্বেষ এই নবগুণযুক্ত রজোগুণ; মোহ, মোহামোহ, তম, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, নিদ্রা, প্রমাদ ও আলস্য এই অষ্টগুণযুক্ত তমোগুণ; অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দযুক্ত বুদ্ধি; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত মন এবং বায়ু প্রভৃতি চারি ভূতযুক্ত আকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ হন; যাঁহারা মতান্তরোক্ত সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ এই চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত বুদ্ধি; অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি, ও বিপরীতপ্রতিপত্তি এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত তমোগুণ; প্রবৃত্তি ও দুঃখ এই দ্বিবিধ গুণযুক্ত রজোগুণ এবং প্রকাশরূপ একমাত্র গুণযুক্ত সত্ত্বগুণের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রলয় ও আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনে সমর্থ হন, তাঁহারাই মঙ্গলকর মোক্ষপদলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। রূপ দৃষ্টিকে, গন্ধ ঘ্রাণকে, শব্দ কর্ণকে, রস জিহ্বাকে, স্পর্শ ত্বক্‌কে, বায়ু আকাশকে, মোহ তমোগুণকে, লোভ অর্থকে, বিষ্ণু গমনকে ইন্দ্র বলকে, অনল জঠরকে, পৃথিবী সলিলকে, সলিল তেজকে, তেজ বায়ুকে, বায়ু আকাশকে, আকাশ মহত্তত্ত্বকে, মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিকে, বুদ্ধি তমোগুণকে, তমোগুণ রজোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণকে, সত্ত্বগুণ আত্মাকে, আত্মা দেবদেব নারায়ণকে এবং নারায়ণ মোক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। মোক্ষ কাহারও আশ্রিত নহে। এই বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া মোক্ষার্থীদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যে মহাত্মা এই বৃত্তান্ত অবিশেষে অবগত হন এবং যিনি সত্ত্বগুণের কার্য্য, ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শগুণে পরিবৃত মানবদেহ, দেহ সমাশ্রিত স্বভাব ও চেতনা, উদাসীন স্বরূপ পাপবিহীন পরমাত্মা পুণ্যপাপের ফলভোগী জীবাত্মা, আত্মসমাশ্রিত ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায়, মোক্ষের দুর্লভত্ব প্রাণ অপান সমান ব্যান উদান এবং অধঃস্থিত ও উর্দ্ধগত এই সপ্তবিধ বায়ুর গতি, প্রজাপতি ঋষিদিগের চরিত্র পুণ্যের বিবিধ পথ সপ্তর্ষি রাজর্ষি সুরর্ষি ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মর্ষিদিগের কালক্রমে ঐশ্বর্য্যনাশ, প্রাণিগণের বিনাশ, পাপাত্মাদিগের অশুভ গতি, বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন পতিত ব্যক্তিদিগের দুর্গতি, বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ, শ্লেষ্মা মূত্র পুরীষ শোণিত শুক্র মজ্জা ও স্নায়ু পরিপূর্ণ দুর্গন্ধময় গর্ভে বাস, শিরাশত সমাকীর্ণ অপবিত্র নবদ্বার পুরে অবস্থিত আত্মার বিবিধ যোগ, সাত্ত্বিক রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ প্রাণীর, তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাদিগের নিন্দিত মোক্ষবিরোধী ব্যব-

হ্রাস, রাহু কর্তৃক চন্দ্রসূর্য্যের গ্রাস, তারা ও নক্ষত্রগণের পতন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর বিচ্ছেদ, প্রাণিগণের পরস্পর হিংসা, বাল্যনিবন্ধন মোহ, দেহের ক্ষয়, রাগ ও মোহাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ক্ষণিক সত্ত্বগুণ আশ্রয়, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনের মোক্ষবুদ্ধি অবলম্বন, অলব্ধ পদার্থে অনুরাগ, লব্ধ বস্তুতে ঔদাসীন্য, বিষয়ের বন্ধহেতুতা, মৃত পুরুষদিগের দেহ, প্রাণীদিগের গৃহে অবস্থান ও দুঃখ, ব্রহ্মহত্যাকারী পতিত পামর গুরুদারাপহারী দুরাত্মা ও সুরাপাননিরত ব্রাহ্মণগণের নরকগমন, মাতৃসেবাবিহীন দেবার্চ্চন পরাঙ্মুখ, অশুভকার্য্যনিরত ও তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণিগণের নানাবিধ দুর্গতি, বেদ সমুদায়ের তত্ত্ব, সংবৎসর ঋতু মাস পক্ষ ও দিবসের ক্ষয়, চন্দ্র সমুদ্র ও ঐশ্বর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি, সংযোগ যুগ পর্ব্বত নদী ও বর্ণসমুদায়ের ক্ষয়, মনুষ্যগণের জরা মৃত্যু জন্ম দুঃখ ও দেহদোষ দুর্গন্ধ এবং স্বীয় আত্মা ও দেহের দোষ সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মোক্ষলাভে অধিকারী হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্যের দেহে কোন্ কোন্ দোষ বিদ্যমান আছে? তাহা আমি বিশেষ রূপে জানিতে পারি নাই, অতএব আপনি উহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কপিলমতানুযায়ী সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন যে, সমুদায় প্রাণীর শরীরেই কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পাঁচ দোষ বিদ্যমান আছে। ক্ষমাশীল হইলে ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগ হইলে কামকে সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলে নিদ্রাকে, অপ্রমত্ত হইলে ভয়কে ও অল্পাহারনিরত হইলে শ্বাসকে জয় করিতে পারা যায়। বিজ্ঞতম সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ গুণ সমুদায় দ্বারা গুণ, দোষ সমুদায় দ্বারা দোষ ও কারণ সমুদায় দ্বারা কারণ সমুদায় বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানযোগ প্রভাবে এই সংসারকে সলিলফেনের ন্যায় বিনশ্বর, বিষ্ণুর মায়ায় সমাচ্ছন্ন, চিত্রিত ভিত্তির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, তৃণের ন্যায় অসার, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবরের ন্যায় ভয়ঙ্কর, সুখবিহীন, অবশীভূত, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া অপত্যস্নেহাদি পরিত্যাগ এবং তপোরূপ দণ্ড ও জ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সমুৎপন্ন গুণ দোষ সমুদায় উচ্ছেদ পূর্ব্বক সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। সংসারসমুদ্র নিরন্তর দুঃখরূপ জল, চিন্তা ও শোকরূপ মহাহ্রদ, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ জলজন্তু, মহাভয়রূপ মহাসর্প, তমোগুণরূপ কূর্ম্ম, রজোগুণরূপ মৎস্য, স্নেহরূপ পঙ্ক, জরারূপ দুর্গমস্থান, কর্ম্মরূপ গভীরতা, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ মহাতরঙ্গ, বিবিধ রস ও প্রীতিরূপ মহারত্ন, দুঃখ ও জ্বররূপ বায়ু, শোক ও তৃষ্ণারূপ মহাবর্ত্ত, তীক্ষ্ণ ব্যাধিরূপ মহাগজ, অস্থিরূপ সোপান, শ্লেষ্মারূপ ফেন, শোণিতরূপ বিদ্রুম, দানরূপ মুক্তাধি আকর, হাস্য ও চীৎকাররূপ নির্ঘোষ নানাজ্ঞানরূপ দুস্তরতা, অশ্রুরূপ ক্ষার, সঙ্গত্যাগরূপ পরম আশ্রয়, জন্ম ও মরণরূপ তরঙ্গ, পুত্র ও বান্ধবরূপ পত্তন, অহিংসা ও সত্যরূপ সীমা, প্রাণত্যাগরূপ মহাপ্রবাহ, বেদান্তজ্ঞানরূপ দ্বীপ এবং মোক্ষরূপ দুর্লভ বিষয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে মহাত্মারা এই সংসারসমুদ্রের তত্ত্ব অবগত হইয়া স্থূলদেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মাকে হৃদয়াকাশস্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য, মৃণাল তন্তু দ্বারা জলাকর্ষণের ন্যায়, কিরণজাল দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ ঐশ্বর্য্য সমুদায় আকর্ষণপূর্ব্বক সেই সুকৃতিদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপরে সূক্ষ্ম শীতল সুগন্ধ সুখস্পর্শ বায়ু তাঁহাদিগকে বহন করে। তদনন্তর সপ্তমারুতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বায়ু তাঁহাদিগকে পবিত্র লোক সমুদায় প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃদয়াকাশে নীত করিয়া থাকে। তৎপরে তাঁহারা হৃদয়াকাশ হইতে রজোগুণ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ হইতে ভগবান্ নারায়ণে ও নারায়ণ হইতে পরমাত্মাকে লাভ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। হে ধর্ম্মরাজ! সত্যার্জ্জবসম্পন্ন সর্ব্বভূতে দয়াবান্ বিষয়রাগশূন্য মহাত্মাদিগেরই এইরূপ পরমগতি লাভ হয় সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের মোক্ষপদ লাভ হইলে আর জন্মমৃত্যুবৃত্তান্ত স্মরণ হয় কি না? কোন বেদে কহে, মোক্ষাবস্থাতেও বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে; আর কোন বেদে কহে, মোক্ষলাভ হইলে জ্ঞানের লেশমাত্রও থাকে না। এক মোক্ষবিষয়ে এইরূপ দ্বিবিধ মত প্রকটিত হওয়াতে বেদবিরোধরূপ মহাদোষ উপস্থিত হইতেছে। যাহা হউক, যদি জীবন্মুক্ত হইলেও বিশেষজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য মোক্ষকামনার প্রয়োজন কি? সুখসাধ্য স্বর্গাদিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানই ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর যদি জ্ঞানমাত্রও বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তির ন্যায় পুনরায় ত বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে? এক্ষণে আপনি এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছ; এ প্রশ্নে মহাত্মা পণ্ডিতগণেরও মহামোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলাদি মহর্ষিগণও এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মা মানবগণের দেহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক স্বপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পদার্থ সমুদায় সন্দর্শন করিতেছেন। জীবাত্মা না থাকিলে ইন্দ্রিয় সমুদায় কাষ্ঠের ন্যায়, চেষ্টাশূন্য ও অর্ণবসমুত্থিত ফেনার ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। মানবগণ নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়সমুদায় কার্য্যাক্ষম হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় স্থিরভাবে স্ব স্ব স্থানে লীন হইয়া থাকে। ঐ সময় একমাত্র জীবাত্মা আকাশসঞ্চারী সমীরণের ন্যায়, মনুষ্যগণের সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে এবং সূক্ষ্ম গতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্থান সমুদায়ে গমন পূর্ব্বক জাগ্রদবস্থার ন্যায় সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও দর্শনস্পর্শনাদি সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ, তম, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, স্নেহ, জল ও পৃথিবীর গুণ সমুদায় জীবাত্মাতে সন্নিহিত রহিয়াছে। পরমাত্মা ঐ সকল গুণ দ্বারা জীবাত্মাকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা ঐ সমুদায় গুণ ও শুভাশুভ কার্য্যসমূহে পরিবৃত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়নিচয় শিষ্যের ন্যায় উহার নিকট অবস্থান করিতেছে। জীবাত্মা যখন সমুদায় কার্য্যকারণ অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার পুণ্য বা পাপের লেশমাত্র থাকে না এবং আর তাহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এই রূপে নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দেহনিপাত পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যের ফলভোগ করায়; কিন্তু সেই ফলভোগ দ্বারা জীবন্মুক্তের সুখদুঃখের আবির্ভাব হয় না। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে অতি অল্পকালমধ্যে অনায়াসেই দেহবিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। বিজ্ঞতম সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞানবলেই পরমগতি লাভ করেন। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীষিগণ এই সাঙ্খ্যমতকে অক্ষর, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার, নিত্য এবং আদি, অন্ত ও মধ্যবিহীন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরমর্ষিরা শাস্ত্রমধ্যে সাঙ্খ্যমতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাঙ্খ্যমতাবলম্বী ও শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা যে পরমাত্মার প্রতিনিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাঙ্খ্যশাস্ত্রই সেই নিরাকার পরম ব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ।

এই পৃথিবীতে স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে জঙ্গম পদার্থই শ্রেষ্ঠ। বেদ, যোগ, শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই সাঙ্খ্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাঙ্খ্যশাস্ত্রে শান্তি, বল, সূক্ষ্মজ্ঞান, তপস্যা ও সুখের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য সমুদায় সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের অধোগতি হয় না। প্রত্যুত তাঁহারা দেবলোকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। উঁহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকেই প্রবিষ্ট হন। যাঁহারা সাঙ্খ্যমত অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানান্বেষণে যত্নবান্ হন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তির্য্যক্‌যোনিগমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহবাসজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। যিনি মহার্ণবতুল্য অতিবিশাল এই পুরাতন সাঙ্খ্যমত সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই নারায়ণস্বরূপ।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাঙ্খ্যমত কীর্ত্তন করিলাম। সাঙ্খ্যতত্ত্ব ভগবান্ নারায়ণের স্বরূপ। ঐ মহাত্মা সৃষ্টিসময়ে এই বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করেন এবং প্রলয় সময়ে সমুদায়ের সংহারপূর্ব্বক স্বশরীরে বিলীন করিয়া পরম সুখে নিদ্রিত হন।

ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অক্ষর পদার্থ লাভ করিলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং ক্ষর পদার্থ লাভ করিলেই পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করিতে হয়। এক্ষণে সেই অক্ষর ও ক্ষর পদার্থ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ও মহাত্মা যোগিগণ আপনাকে জ্ঞাননিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উত্তরায়ণ হইতে আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। ভগবান্ ভাস্কর উত্তর দিকে যাত্রা করিলেই আপনার পরম গতিলাভ হইবে। আপনি কুরুকুলের প্রদীপস্বরূপ। আপনার পরলোক প্রাপ্তির পর আমরা আর কাহার নিকট হিতজনক নীতিবাক্য শ্রবণ করিব। আপনার মুখে এই সমুদায় অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি আমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই উপলক্ষে আমি জনকবংশসম্ভূত রাজর্ষি করাল ও মহর্ষি বশিষ্ঠের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা মহারাজ করাল অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তপোধনাগ্রগণ্য, আসনোপবিষ্ট ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আমি পণ্ডিতগণের মোক্ষলাভের কারণ মঙ্গলময় অক্ষর পরমব্রহ্ম ও বিনাশহেতু ক্ষর পদার্থের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জগৎকে ক্ষর পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে যুগ, চারি যুগে এক কল্প, দুই সহস্র কল্পে ব্রহ্মার এক দিন ও এক রাত্রি হইয়া থাকে। ব্রহ্মার দিনাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবী ক্ষয় হইয়া যায়। পরে ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাত হইলে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ নারায়ণ জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ভগবান্ নারায়ণের হস্ত, পদ, চক্ষু ও মস্তক সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বস্থান আচ্ছাদন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতেরা সেই নারায়ণকেই হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদে ঐ মহাত্মা মহান্ বিরিঞ্চি ও অজ নামে এবং সাংখ্যশাস্ত্রে উনি বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা, এক ও অক্ষর প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ত্রৈলোক্য উঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। উঁহার রূপ নানাপ্রকার বলিয়া উনি বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত। উনি বিকারযুক্ত হইয়া আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তৎপরে ঐ মহত্তত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। ঐ অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত সমুদায় হইতে ক্রমশ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই দশটীকেই ভৌতিক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অনন্তর মনের সহিত কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও মেঢ্র এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সমুদায় দেহেই অবস্থান করিতেছে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ এই তত্ত্ব সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তাঁহাদিগকে কখনই শোকের বশীভূত হইতে হয় না। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই দেব, দানব, নর, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ, দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, পূতি, কৃমি, মূষিক, কুক্কুর, চাণ্ডাল, চৈণেয়, পুক্কস, হস্তী, অশ্ব, খর, শার্দ্দূল, বৃক ও গো প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ জীবগণের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রদেশই প্রাণিগণের আবাসস্থান। ঐ তিন প্রদেশে প্রাণিগণের যে সমুদায় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিকার। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে বিনির্ম্মিত পদার্থ সমুদায় প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে, এই নিমিত্তই উহাদিগকে ক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই জগৎ মোহাত্মক; ইহা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া পরে ব্যক্ত হয়, সুতরাং উহাকে অবশ্যই নশ্বর বলিতে হইবে।

হে মহারাজ! তুমি ক্ষর পদার্থের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অক্ষর পদার্থের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বাতীত জনার্দ্দন বিষ্ণুই অক্ষর পদার্থ। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত নহেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সমুদায় তত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান্ মহাত্মা চেতনরূপে সর্ব্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাত্মা নির্গুণ হইয়াও যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভাব অবলম্বন করেন, তখনই তিনি শরীররূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচরে বর্ত্তমান ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হন। প্রকৃতির সহিত একীভাব নিবন্ধন ঐ মহাপুরুষের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। উনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকতা দেহে অভিন্নভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সাত্ত্বিকাদি গুণের অনুরূপ কার্য্য করেন। তমোগুণ দ্বারা তামসিক, রজোগুণ দ্বারা রাজসিক ও সত্ত্বগুণ দ্বারা সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রকৃতিসৃষ্ট যাবতীয় প্রাণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। উহাদের মধ্যে তমোগুণাবলম্বীরা নরকে, রজোগুণাবলম্বীরা মনুষ্যলোকে এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরমসুখে দেবলোকে অবস্থান করে। যাহারা কেবল পাপানুষ্ঠান করে; তাহারা তির্য্যগ্‌যোনি, যাহারা পুণ্য ও পাপ উভয় কার্য্যে রত হয়, তাহারা মনুষ্যলোকে এবং যাহারা নিরন্তর পুণ্যসঞ্চয় করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! পণ্ডিতেরা মায়াসমুদ্ভূত বস্তুকেই ক্ষর এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত মায়াতীত পদার্থকেই অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই সেই অক্ষর পদার্থ লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

হে রাজর্ষে! এইরূপে জীবাত্মা প্রকৃতিসঙ্গবশত মুগ্ধ ও অজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিতেছেন। তাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে তির্য্যগ্‌যোনি, রজোগুণ প্রভাবে মনুষ্যযোনি ও সত্ত্বগুণ প্রভাবে দেবযোনিলাভ করিয়া থাকেন। তিনি কখন পুণ্যবশত মনুষ্যলোক হইতে স্বর্গে আরোহণ, কখন পুণ্যক্ষয়নিবন্ধন দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে অবতরণ, কখন বা পাপবশত মনুষ্যলোক হইতে নরকে গমন করেন। কোশকার কীট যেমন মুখনালসম্ভূত তন্তু দ্বারা আপনাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ গুণাতীত জীব সর্ব্বদা গুণোদ্ভূত কার্য্য দ্বারা আপনাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে এবং সুখদুঃখবিহীন হইয়াও বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। মস্তকরোগ, নেত্ররোগ, দন্তশূল, গলগ্রহ, জলোদর, তৃষারোগ, গলগণ্ড, বিসূচিকা, শ্বিত্র, — অগ্নিদাহজনিত ক্ষত, শ্বাস ও অপস্মার প্রভৃতি যে সমুদায় রোগ প্রাণিগণের দেহে উৎপন্ন হয়, জীব আপনাকে সেই সমুদায় রোগে আক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে এবং কখন অধোদেশে, কখন অনাবৃত স্থানে, কখন ইষ্টকময় গৃহে, কখন কণ্টকাকীর্ণ প্রস্তরে, কখন ভস্মাচ্ছাদিত প্রস্তরে, কখন ভূমিতলে, কখন পঙ্কে, কখন ফলকে ও কখন বিচিত্র শয্যায় শয়ন; কখন শুক্লবস্ত্র, কখন চতুর্ব্বিধ বস্ত্র, কখন কৌপীন, কখন ক্ষৌমবস্ত্র, কখন পর্ণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, কখন কৃষ্ণাজিন, কখন ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কখন সিংহচর্ম্ম, কখন ভূর্জ্জত্বক্, কখন কণ্টকময় বস্ত্র, কখন পট্টবস্ত্র ও কখন চীর পরিধান; কখন বস্ত্র ধারণ করিয়া, কখন বা দিগম্বর হইয়া পরিভ্রমণ, কখন এক রাত্রির অন্তে, কখন দিবারাত্রির মধ্যে এককালে, কখন দিবসের চতুর্থ অষ্টম বা ষষ্ঠভাগে, কখন ছয় দিন, সপ্তাহ, অষ্টাহ, দশাহ, দ্বাদশাহ বা এক মাসের অন্তে ভোজন; কখন সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত ফল, মূল, বায়ু, জল, তিলকল্ক, দধি, গোময়, গোমূত্র, শাকপুষ্প, শৈবাল, তক্রমণ্ড বা শীর্ণপত্র ভক্ষণ; কখন বিধিবিহিত চান্দ্রায়ণ ব্রত, কখন চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, কখন পাশুপত ধর্ম্ম ও কখন পাষণ্ডপথ অবলম্বন; কখন পর্ব্বতের ছায়াযুক্ত নির্জ্জন প্রদেশে, কখন প্রস্রবণে, কখন গুহায়, কখন জলশূন্য নদীতটে, কখন নির্জ্জন বনে, কখন পবিত্র দেবস্থানে ও কখন সরোবরে অবস্থান; কখন বিবিধ জপ্যমন্ত্র জপ, কখন ব্রতানুষ্ঠান, কখন নিয়মানুষ্ঠান, কখন তপোনুষ্ঠান ও কখন যজ্ঞানুষ্ঠান; কখন বাণিজ্য, কখন ব্রাহ্মণধর্ম্ম, কখন ক্ষত্রধর্ম্ম, কখন বৈশ্যধর্ম্ম ও কখন শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয়; কখন বা দীন দরিদ্র ও অন্ধদিগকে দান; কখন সত্ত্বগুণ, কখন রজোগুণ, কখন বা তমোগুণ অবলম্বন; কখন ধর্ম্ম, কখন অর্থ, কখন বা কামের আশ্রয় গ্রহণ-

কখন স্বধাকার, কখন বষট্‌কার, কখন স্বাহাকার, কখন বা নমস্কার সম্পাদন ; কখন যজন, কখন যাজন, কখন অধ্যয়ন, কখন অধ্যাপনা, কখন দান ও কখন প্রতিগ্রহ এবং কখন জন্মগ্রহণ ; কখন মৃত্যুলাভ, কখন বিবাদ ও কখন সংগ্রামকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অভিমান করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা এই সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যকলাপকে কর্ম্মপথ বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতি হইতেই সমুদায় জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদন হইতেছে। দিবাকর অস্তগমনকালে স্বীয় কিরণজাল সংহার করিয়া, উদয়কালে যেমন পুনরায় উহা প্রসারণ করেন, তদ্রূপ জগদীশ্বর প্রলয়কালে গুণসমুদায়কে সংহার করিয়া একাকী অবস্থানপূর্ব্বক সৃষ্টিকালে পুনরায় অতি মনোরম বিবিধ গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বারংবার এইরূপ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী ত্রিগুণা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। প্রকৃতিপ্রভাবেই এই জগৎ মুগ্ধ ও সর্ব্বদা সুখ দুঃখে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। মনুষ্যগণ নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রভাবেই এসমুদায় দুঃখ আমার নিমিত্ত হইয়াছে ; ঐ সমুদায় আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইতেছে ; আমি এই সমুদায় অতিক্রমপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তত্রত্য সুখ ভোগ করিব ; ইহলোকের এই শুভাশুভ ফল সমুদায় আমাকেই ভোগ করিতে হইবে ; যাহাতে সুখোদয় হয়, আমাকে তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ; আমি সকল জন্মেই সুখী হইব ; আমাকে স্বকার্য্য প্রভাবেই ইহলোকে অপরিসীম দুঃখভোগ করিতে হইবে ; মনুষ্যত্ব মহাদুঃখের কারণ, মনুষ্যত্বনিবন্ধন নরকগামী হইতে হয় ; আমি নরক হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইব এবং পুনরায় দেবত্ব হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে নরক লাভ করিব বলিয়া বিবেচনা করে। যাহারা দেহকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করে, সেই সকল মমতাপরিপূর্ণ মূঢ়কে বারংবার দেবতা মনুষ্য ও তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ এবং নিরন্তর সেই সেই যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। এইরূপে জীবগণ অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুলাভ করিতেছে। যে যেরূপ পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ দেহ ধারণপূর্ব্বক তৎসমুদায়ের ফলভোগ করিতে হয়। এই ত্রিলোকমধ্যে প্রকৃতিই শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহার ফলভোগ করিতেছে। তির্য্যক্‌লোক, মনুষ্যলোক ও দেবলোক এই তিনলোকই প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতির যেমন কোন চিহ্ন নাই, কেবল মহদাদি কার্য্য দ্বারা উহার অনুমান করা যায়, তদ্রূপ পুরুষেরও কোন চিহ্ন নাই, কেবল দেহের চৈতন্য দ্বারা উহার সত্তা স্বীকার করা গিয়া থাকে। পুরুষ নির্ব্বিকার ও প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক হইয়াও শরীর ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্ম সমুদায়কে আত্মকৃত বলিয়া জ্ঞান করেন। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায় সত্ত্বাদি গুণসহযোগে বিবিধ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ছিদ্রবিহীন হইয়াও আপনাদিগকে ছিদ্রবান্, দেহশূন্য হইয়াও দেহবান্, কালের বশীভূত না হইয়াও কালের বশীভূত, বুদ্ধিমান্ না হইয়াও বুদ্ধিমান্, তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়াও তত্ত্বজ্ঞ, অমর হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হইয়াও সচল, জন্মবিহীন হইয়াও জন্মযুক্ত, তপোবিহীন হইয়াও তপস্বী, গতিহীন হইয়াও গমনযুক্ত, নির্ভীক হইয়াও ভীত, এবং অক্ষর হইয়াও ক্ষর বলিয়া বোধ করে।

পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহর্ষে! মনুষ্য স্বীয় অজ্ঞান ও অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের সংসর্গনিবন্ধন বারংবার কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণপ্রভাবে তাহার কখন দেবযোনি; কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগ্‌যোনি লাভ হয়। যেমন ষোড়শকলাপরিপূর্ণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাই বারংবার ক্ষয় প্রাপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ষোড়শী অমাকলার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মার স্থূল দেহই বারংবার ক্ষীণ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু লিঙ্গশরীরের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আর যেমন প্রলয়কালে ষোড়শীকলার ক্ষয় হইলে চন্দ্রের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। স্থূল দেহের প্রতি মমতা থাকিতে জীবাত্মার কখনই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত নির্ম্মল পরমাত্মার অপরিজ্ঞানবশতই স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ দেহের সংসর্গনিবন্ধন অপবিত্রতা, চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও জড় দেহের সংসর্গনিবন্ধন জড়ত্ব এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণা প্রকৃতির সংসর্গনিবন্ধন ত্রিগুণত্ব প্রাপ্ত করিয়া থাকেন।

ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনক কহিলেন, ভগবন্! প্রকৃতির সহিত পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ কীর্ত্তিত হইল, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধও তদ্রূপ। পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীজাতীরা গর্ভধারণ করিতে পারে না এবং, স্ত্রীজাতি ব্যতীত পুরুষেরাও কখন পুত্রোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সহযোগনিবন্ধন সন্তান সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। বেদ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পিতা হইতে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা এবং মাতা হইতে ত্বক্, মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই সনাতন প্রমাণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদি প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারাও স্ত্রী পুরুষের ন্যায় পরস্পর গুণসাপেক্ষ হইয়া নিয়ত পরস্পর বদ্ধ রহিল; তাহা হইলে মোক্ষ কি রূপে বিদ্যমান থাকিবে? হে ভগবন্! আপনি প্রত্যক্ষদর্শী ; অতএব যদি মোক্ষের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। আমি মোক্ষাভিলাষী ; যিনি নির্ব্বিকার নিরাকার, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অজর, নিত্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐরূপই বটে ; কিন্তু তুমি উহার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হও নাই। তুমি বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছ ; কিন্তু উহাতে তোমার কোন ফলোদয় হয় নাই। যাহারা গ্রন্থ অভ্যাস করিতে তৎপর হয়, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদিগের সে অভ্যাস করা পণ্ডশ্রম মাত্র। উহারা কেবল শাস্ত্রের ভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় এবং প্রশ্ন করিলে অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারে, তাহাদিগেরই পরিশ্রম সার্থক। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি বিদ্বৎসভামধ্যে গ্রন্থের অর্থ কীর্ত্তন না করে, সে কখনই গ্রন্থের ফলিতার্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহাকে সভামধ্যে স্বমত কীর্ত্তন সময়ে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে সাংখ্য ও যোগমতে যেরূপ যথার্থতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীরা যোগবলে যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, সাংখ্যমতাবলম্বীরা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব যাঁহারা সাংখ্য ও যোগমতকে একরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্। মনুষ্যদেহে ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ত্বগাদি হইতে ত্বগাদির, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের এবং দেহ হইতে দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরম পুরুষের বীজ, ইন্দ্রিয়, দ্রব্য বা দেহ নাই ; সুতরাং গুণ থাকিবার সম্ভাবনা কি? আকাশাদি বিষয়সমুদায় যেমন ত্বগাদি গুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ঐ সমুদায়ে বিলীন হয়, তদ্রূপ ত্বগাদি গুণসমুদায় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার উহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন কখন কখন কেবল শুক্র হইতেই ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুযুক্ত দেহ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কেবল প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জীবাত্মা ও জগৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া আছে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা, জগৎ হইতে পৃথক্। যেমন ঋতুসমুদায় মূর্ত্তিবিহীন হইয়াও ফলপুষ্প দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি আকৃতিশূন্য হইয়াও আত্মসম্ভূত মহদাদিগুণ দ্বারা অনুমানগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ কেবল দেহস্থ চৈতন্য দ্বারাই হর্ষবিষাদাদি বিকারশূন্য চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, নির্ম্মল পরমাত্মার অনুমান করা যায়। আদ্যন্তশূন্য, সমদর্শী, নিরাময় আত্মা কেবল দেহাদির অভিমানবশতই সগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা সগুণ পদার্থের সহিত গুণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু নির্গুণ পদার্থের সহিত গুণের কোন সম্পর্ক নাই, বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ গুণদর্শী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে

পারে। জীবাত্মা কামাদি প্রাকৃতিক গুণসমুদায়কে জয় করিতে পারিলেই দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হয়। সাংখ্য ও যোগবিদ্ মহাত্মারা অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বস্রষ্টা, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। জন্মমরণভীরু জ্ঞানিগণ সেই অব্যক্ত পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। জ্ঞানবান্ পণ্ডিতদিগের জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকে না। অনভিজ্ঞ লোকেরাই জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে। ফলতঃ এক রূপে প্রতীয়মান পরমাত্মা অক্ষর ও নানা রূপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে? জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পঞ্চবিংশ জীবতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীত ষড়্বিংশ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহার বোধ জন্মে ঐরূপ বোধ জন্মিলেই তিনি পরমাত্মার এক রূপে দর্শনকেই শাস্ত্র ও নানা রূপে দর্শনকে অশাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় তত্ত্ব ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতেরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্ট পদার্থ এবং এই সমুদায় হইতে পৃথক্ ষড়্বিংশ পদার্থকেই পরমাত্মা বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি অক্ষরের একত্ব ও ক্ষরের নানাত্ব কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু এই উভয় পক্ষের তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা আত্মাকে নানা রূপে এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা উঁহাকে একরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধিবশত ঐ উভয় পক্ষেরই তত্ত্বাবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর আপনি অক্ষর ও ক্ষরের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি চঞ্চলবুদ্ধি প্রভাবে তাহাও বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে নানাত্ব, একত্ব, জ্ঞানবান্, অজ্ঞান, জ্ঞাতব্য বিষয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, ক্ষর, অক্ষর এবং সাংখ্য ও যোগ এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর প্রদান; বিশেষত যোগকার্য্য বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীদিগের ধ্যানই পরম বল। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রাণায়াম এই দ্বিবিধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রাণায়াম দুইপ্রকার, সগর্ভ ও নির্গর্ভ।* বীজজপঘটিত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপবিহীন প্রাণায়ামকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ ও ভোজন সময় ব্যতীত আর সকল সময়েই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা চিত্তের একাগ্রতাপ্রভাবে শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমুদায়কে নিবৃত্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর স্তম্ভন দ্বারা জীবাত্মাকে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মাতে নীত করিবেন। এইরূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য সম্পাদন করিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। পণ্ডিতগণ জীবন্মুক্ত যোগীদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহাদিগের মন সতত প্রাণায়ামে একান্ত আসক্ত, তাহারাই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন এবং এই যোগরূপ ব্রতানুষ্ঠান তাঁহাদিগেরই উপযুক্ত। বিষয়বাসনাবিমুক্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধি দ্বারা মন ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে সুস্থির করিয়া পাষাণের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে সন্ধ্যাসময়ে ও রাত্রিশেষে আত্মাতে মনঃসমাধান করা যোগীব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ যখন পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প হইয়া উঠেন, যখন তাঁহাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান একবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং মনোমধ্যে সঙ্কল্পের লেশমাত্রও থাকে না, সেই সময়েই তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সময়ই তাঁহারা নির্ব্বাতপ্রদেশস্থিত প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় প্রকাশিত, অচল ও লিঙ্গশরীরবিহীন হন। তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে আর কি ঊর্দ্ধতন, কি অধস্তন কোন লোকেই গমন করিতে হয় না। যিনি পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার স্বরূপকথনে অসমর্থ হন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী। মাদৃশ ব্যক্তিরা কেবল এই পর্য্যন্ত অবগত আছেন যে, পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। আত্মা প্রকাশিত হইলে হৃদয়মধ্যে বিধূমপাবকের ন্যায়, রশ্মিসংযুক্ত দিবাকরের ন্যায় এবং বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাববোধক শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ধৈর্য্যশীল মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ যে অনাদি অমৃতময় পরব্রহ্মকে অবলোকন করেন, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ও মহৎ হইতে মহত্তর। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। কেবল সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত মন দ্বারাই তাঁহাকে অনুমান করা যায়। তিনি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্। বেদপারগ মহাত্মারা সেই নির্ম্মল নিরুপাধি ব্রহ্মকে সংসারচ্ছেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যোগীরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে পারিলেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। এই আমি তোমার নিকট যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর সাংখ্যজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

* প্রকৃতিবাদী, সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যবাদীরা এই আটটীকেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত ও মন এই ষোড়শটী ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা যেমন ক্রমশ সাগরে উৎপন্ন ও সাগরেই বিলীন হয়, তদ্রূপ গুণসমুদায় ক্রমে ক্রমে গুণ হইতে উৎপন্ন ও গুণেতেই বিলীন হইয়া যায়। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, জগদীশ্বর প্রলয়কালেই একমাত্র থাকেন, সৃষ্টি সময়ে তাঁহাকে বিবিধ রূপধারণ করিতে হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানারূপ ও প্রলয়কালে একরূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মার অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এই নিমিত্ত তিনি অধিষ্ঠাতা পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন। পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে ক্ষেত্র, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত আত্মাকে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতিকে অব্যক্ত ক্ষেত্র, সত্ত্ব ও ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে শাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নিরূপিত আছে, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তাঁহার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় সাংখ্যমত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা এই সাংখ্যমত বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই সম্যক্ দর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন বিষয় দর্শন করে, অভ্রান্ত ব্যক্তিরা তদ্রূপ অলৌকিক ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের স্বরূপত্ব ও নিরুপাধি সুখলাভ নিবন্ধন দেহত্যাগী মুক্ত পুরুষদিগকে ইহলোকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা ভেদবুদ্ধিবশত ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ হয়, তাহারাই ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যোগবলে সমুদায় পদার্থ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা কখনই দেহের বশবর্ত্তী হন না। ফলতঃ জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতির কার্য্য ও আত্মা উহা হইতে পৃথক্। যাঁহারা সেই আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংসারভয়ে ভীত হইতে হয় না।

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাংখ্যমত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা সৃষ্টিপ্রলয়বিধায়িনী প্রকৃতিকে অবিদ্যা এবং ঐ সৃষ্টিপ্রলয় হইতে অতীতা প্রকৃতিকে বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিদ্যা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে অতীত। সাংখ্যমতাবলম্বী মহর্ষিগণ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠকেও বিদ্যাশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি তাহা বিশেষরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয়, স্থূলভূত ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থূলভূত, মন ও স্থূলভূতের মধ্যে মন, সূক্ষ্মপঞ্চভূত ও মনের মধ্যে সূক্ষ্মপঞ্চভূত, অহঙ্কার ও সূক্ষ্মপঞ্চভূতের মধ্যে অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতি এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত।

এই আমি তোমার নিকট বিদ্যা ও অবিদ্যার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই ক্ষর ও অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা ঐ উভয়কে জন্মমৃত্যুবিহীন ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং ঐ উভয়কেই আবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদননিবন্ধন প্রকৃতিকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি মহদাদিগুণের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বারংবার প্রকৃতি হইয়া ঐ সমুদায় গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, উঁহাকে ক্ষেত্র নামেও কীর্ত্তন করা যায়। যখন মহদাদি গুণসমুদায় প্রকৃতি মধ্যে বিলীন হয়, তখন ঐ সমুদায় গুণের সহিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত পুরুষও উঁহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। গুণসমুদায় বিলীন হইলে একমাত্র প্রকৃতি অবস্থান করেন। যখন জীব প্রকৃতি মধ্যে লীন হয়, তখন প্রকৃতি মহদাদিগুণসংযুক্ত হইয়া ক্ষরত্ব এবং সত্ত্বাদিগুণের অনবস্থান নিমিত্ত নির্গুণতা লাভ করিয়া অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রজ্ঞান ক্ষয় হইলে স্বভাবত নির্গুণ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন দেহাভিমানী জীবাত্মা প্রকৃতিকে গুণবিশিষ্ট ও আপনাকে নির্গুণ বলিয়া জানিতে পারেন এবং আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও প্রকৃতিকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন; সেই সময়ে তাঁহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং যখন প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন। যখন জীবাত্মা প্রাকৃত গুণ সমুদায়ের নিন্দা করেন এবং পরব্রহ্মকে বিস্মৃত না হন, তখন তিনি পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, মৎস্য যেমন অজ্ঞানবশত জালে নিপতিত হয়; তদ্রূপ আমি মোহ বশত এই প্রকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি। মৎস্য যেমন জীবন লাভের নিমিত্ত এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমন করে, তদ্রূপ আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্য যেমন সলিলকেই আপনার জীবন বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ আমি পুত্রাদিকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। হায়! আমি অজ্ঞানবশত পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি, অতএব আমাকে ধিক্! পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই। মোহবশত প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম; অতএব আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? প্রকৃতি কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগ্‌যোনি আশ্রয় করিতেছে; অতএব উঁহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইলাম; আর কখন আমি উঁহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইব না। আমি নির্ব্বিকার হইয়াও এতকাল এই বিকারযুক্ত প্রকৃতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম। এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন অপরাধ নাই; আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ। আমি স্বয়ংই পরমাত্মা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া উঁহাতে আসক্ত হইয়াছি। আমি রূপহীন মূর্ত্তিহীন হইয়াও মমতাবশত রূপবান্ হইয়া বিবিধ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি। আমি নির্ম্মম হইয়াও মমতাসহকারে বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক কি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম। প্রকৃতি অহঙ্কার দ্বারা আমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং স্বয়ং বহু অংশে বিভক্ত হইয়া আমাকে নানা দেহে নিয়োগ করিতেছে। এক্ষণে আমি অহঙ্কার ও মমতাপরিশূন্য হইয়া প্রতিবুদ্ধ হইয়াছি, আর আমার প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি উঁহাকে এবং অহঙ্কারকৃত মমতাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন পরমাত্মাকে আশ্রয় করিব। পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই আমার শ্রেয়; অতএব আমি উঁহার সহিত মিলিত হই। প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়া আমার কদাপি বিধেয় নহে। জীবাত্মা এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষরত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নির্গুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সগুণ হয় এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে সর্ব্বাদিভূত নির্গুণ পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই আমি সাধ্যানুসারে তোমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের তত্ত্বনির্দ্দেশ করিলাম, এক্ষণে যে রূপে সন্দেহবিহীন নির্ম্মল সূক্ষ্ম জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে শাস্ত্রের যথার্থতত্ত্ব নিরূপণসময়ে যে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের কথা কহিয়াছি, সে উভয়ই একরূপ। তন্মধ্যে সাংখ্য শাস্ত্রে শিষ্যদিগের অনায়াসে জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু যোগশাস্ত্র অতিবিস্তীর্ণ বলিয়া উঁহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যোগশাস্ত্র অতিবিস্তীর্ণ ও দুরবগাহ বটে, কিন্তু বেদে উঁহার সমধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাংখ্যমতাবলম্বীরা ষড়্‌বিংশকে পরম তত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কারণই বেদশাস্ত্রে সাংখ্যের সম্যক্ সমাদর নাই। এই আমি তোমার নিকট সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের পরম তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন। এই নিমিত্ত যোগমতাবলম্বীরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়

মহারাজ! অতঃপর বুদ্ধ ও অবুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মাকে বুদ্ধ এবং জীবাত্মাকে অবুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই উভয়ের মধ্যে জীবাত্মা সত্ত্বাদি গুণপ্রভাবে স্বয়ং বহুরূপ ধারণ করিয়া ঐ সকল রূপকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া পরমাত্মাকে অবগত হইতে অসমর্থ হন। উনি নির্ব্বিকার হইয়াও নিরন্তর প্রকৃতি সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বিকৃত হইয়া থাকেন। উনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যসমুদায় অবগত হইতে পারেন, বলিয়া কেহ কেহ ইঁহাকে বুদ্ধিমান্-নামে নির্দ্দেশ করে। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলেও প্রকৃতি কখন তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত সকলেই প্রকৃতিকে জড় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতির বোধশক্তি স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের মতেও প্রকৃতি জীবাত্মাকেই আপনার সহিত অভিন্নভাবে অবগত হইতে পারেন, সঙ্গবিহীন পরমাত্মাকে কিছুতেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গনিবন্ধন বেদে জীবাত্মাকে সঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইনি অবিকারী ও অতি সূক্ষ্ম হইলেও ঐ সঙ্গদোষনিবন্ধন কেহ কেহ উঁহাকে মূঢ় বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। উনি পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে অবগত হইতে সমর্থ নহেন; কিন্তু অপ্রমেয় সনাতন পরমাত্মা উঁহাকে ও প্রকৃতিকে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই সেই স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্যকারণগত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারেন। যখন জীবাত্মার আমি স্থূল, আমি গৌর ও আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আর তিনি পরমাত্মা, প্রকৃতি বা আপনাকে অবগত হইতে সমর্থ হন না. আর যখন জীবাত্মা প্রকৃতিকে জড় এবং আপনাকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, তখনই তিনি বিশুদ্ধ নির্ম্মল অত্যুৎকৃষ্ট মোক্ষোপযোগী বিদ্যাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইলেই

জীবাত্মা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন এবং সৃষ্টিপ্রলয়কারিণী প্রকৃতিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় তিনি রজস্তমোনিবন্ধন উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। পণ্ডিতেরা আত্মাকেই পরমতত্ত্ব, অজর, অমর ও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উনি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকিলেও উহাকে তত্ত্ববান্ বলা যায় না। কারণ উনি স্বেচ্ছানুসারে ঐ আশ্রিত তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। যখন জীব আপনাকে জরা-মরণশূন্য পরমাত্মা বলিয়া বোধ করে, তখনই সে জ্ঞানবল প্রভাবে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত জীব সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ না হয়, তত দিন তাহার নানাত্ব থাকে; কিন্তু তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই উহার একত্ব লাভ হয়। পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারিলে জীবের আর পাপ পুণ্যের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে।

এই আমি শ্রুতিশাস্ত্রানুসারে তোমার নিকট জড়রূপা প্রকৃতি, জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। শাস্ত্রানুসারে এইরূপেই জীবের নানাত্ব ও একত্ব নিরূপণ করা হইয়া থাকে। উডুম্বরস্থিত মশক ও উডুম্বরে এবং সলিলস্থিত মৎস্য ও সলিলে যেরূপ বিভিন্নতা, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সেইরূপ বিভিন্নতা অনুমিত হইয়া থাকে; পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যের নামই মোক্ষ। অজ্ঞানপ্রকৃতি হইতে জীবাত্মাকে মুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পরমাত্মার সহিত ঐক্য হইলেই জীবের মুক্তি হয়। অন্য রূপে উহার মুক্তিলাভের উপায় নাই। এই জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও যখন যেরূপ দেহের সহিত মিলিত হন, তখন তাহারই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐ জীবাত্মা বিশুদ্ধধর্ম্মা ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে বিশুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, বুদ্ধিমানের সহিত মিলিত হইলে বুদ্ধিমান্, সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইলে সন্ন্যাসী, অনুরাগবিহীনের সহিত মিলিত হইলে বিরাগী, মুমুক্ষুর সহিত মিলিত হইলে মুমুক্ষু, পবিত্র কর্ম্মার সহিত মিলিত হইলে পবিত্রকর্ম্মা, নির্ম্মলের সহিত মিলিত হইলে নির্ম্মল, সঙ্গবিহীনের সহিত মিলিত হইলে নিঃসঙ্গ এবং স্বাধীন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে স্বাধীন হইয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি মৎসরশূন্য হইয়া তোমার নিকট সনাতন ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যাহাদের বেদজ্ঞান নাই, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের শ্রদ্ধা আছে, তুমি সেই সমুদায় ব্যক্তিকেই এই ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিবে। মিথ্যাপরায়ণ, শঠ, শাস্ত্রতাৎপর্য্যগ্রহে অক্ষম, কুটিলমতি, পরহিংসাপরায়ণ, পণ্ডিতদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত পামরদিগকে কদাচ এই উপদেশ প্রদান করা বিধেয় নহে। শ্রদ্ধান্বিত গুণবান্, পরপরিবাদপরাঙ্মুখ, বিশুদ্ধযোগনিরত, ক্রিয়াবান্, ক্ষমাশীল, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, বিশুদ্ধস্বভাব, বিধিবিহিতকর্ম্মনিষ্ঠ, বিবাদবিহীন, বহুশ্রুত, শমদমাদিগুণান্বিত, শাস্ত্রতাৎপর্য্যগ্রহে সমর্থ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। উহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিলে উপদেষ্টা যাহার পর নাই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে। অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে কিছুমাত্র মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। ব্রতহীন ব্যক্তি যদি রত্নপরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবীও প্রদান করে, তথাপি তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে এই বিশুদ্ধ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। হে করাল! আজি তুমি আমার নিকট অনাদি অনন্ত শোকরহিত পরম পবিত্র ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিলে; অতএব আর তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। সেই মঙ্গলময় পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলে জন্ম মরণের কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকে না। এক্ষণে তুমি তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া মোহ পরিত্যাগ কর। আমি সনাতন হিরণ্যগর্ভকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট এই পরমতত্ত্ব অবগত হইয়াছি আজি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে যেমন আমি তোমার নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম; তদ্রূপ পূর্ব্বকালে আমি কমলযোনিকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই তত্ত্ব আমার নিকট বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি মহাত্মা নারদের মুখে পরব্রহ্মের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। জীবাত্মা সেই অজর, অমর পরব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভের নিকট, দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠের নিকট, এই উপদেশ প্রাপ্ত হন। তৎপরে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট এই উৎকৃষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিলে, অতঃপর আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি ক্ষর ও অক্ষরের বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না; আর যে ব্যক্তি উহা অবগত হইতে না পারে, তাহাকে সতত ভীত হইতে হয়। জীব অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন হইয়াই মোহবশত বারংবার দেবলোক, মর্ত্ত্যলোক ও নরকে গমনাগমন এবং সহস্র সহস্র যোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিবিধ ক্লেশ ভোগ করে। যদি সে সাধুসঙ্গাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ সেই অজ্ঞান-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে আর জন্মমরণ-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অজ্ঞানসাগর অতি ভীষণ, অব্যক্ত ও অগাধ। প্রাণিগণ উহাতে অনবরত নিমগ্ন হইতেছে। তুমি সেই অজ্ঞানসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; সুতরাং এক্ষণে তোমার রজ ও তমোগুণের লেশমাত্র নাই।

দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

হে ধর্ম্মরাজ! একদা জনকবংশীয় মহাত্মা বসুমান নির্জ্জন কাননে মৃগয়া করিতে করিতে ভৃগুবংশীয় এক জন মহর্ষিকে অবলোকন করিলেন। মহর্ষিকে অবলোকন করিবামাত্র বসুমানের মনে ভক্তিরসের উদ্রেক হইল। তখন তিনি সত্বর মহর্ষির সমীপে গমন ও চরণ বন্দনপূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কি কর্ম্ম দ্বারা কামনার বশবর্ত্তী পুরুষের ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহারাজ বসুমান এইরূপে পরম সমাদর সহকারে জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি উভয় লোকে আপনার মনের অনুকূল বিষয় সমুদায় প্রাপ্ত হইতে বাসনা কর, তাহা হইলে কদাচ অন্যের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। ধর্ম্মই সাধুদিগের পরম হিতকর ও আশ্রয়স্বরূপ। ধর্ম্ম হইতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষয়কামনায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছ না। মধুগ্রাহী যেমন মধু আহরণে কৃতসংকল্প হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করে, কিন্তু অচিরাৎ যে ঐ স্থান হইতে তাহাকে নিপতিত হইতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ তুমি বিষয়তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইয়া বিষয়ভোগে অনবরত প্রবৃত্ত হইতেছ; কিন্তু ঐ বিষয়ভোগনিবন্ধন তোমাকে যে যাহার পর নাই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। জ্ঞানফলার্থী ব্যক্তি যেমন সতত জ্ঞানের আলোচনা করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নিরন্তর ধর্ম্মের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অসৎব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। আর সাধুব্যক্তি ধর্ম্মকামনায় বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাঁহার পক্ষে উহা অতিশয় সুসহজ হয়। যে ব্যক্তি বনে বাস করিয়া গ্রাম্য সুখভোগে নিরত হয়, তাহাকে গ্রাম্য বলিয়াই পরিগণিত করা যায়। আর যিনি গ্রামে থাকিয়াও গ্রাম্যসুখে বিরত হন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁহাকে গ্রাম্য না বলিয়া বনচারীর মধ্যেই পরিগণিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মের গুণদোষ বিচার করিয়া সমাহিতচিত্তে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রতপরায়ণ, শুচি ও অসূয়াশূন্য হইয়া দেশকাল বিবেচনা করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে প্রভূত ধন দান কর। সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া অক্রুদ্ধ চিত্তে সৎপাত্রে দান করাই কর্ত্তব্য। দান করিয়া অনুতাপ বা আপনার মুখে উহা কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে। অনৃশংস, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরল, ত্রিবেদবেত্তা, ষট্‌কর্ম্মশালী ও পিতার সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। পাপ শরীরস্থ মলের ন্যায় অল্প প্রয়াস দ্বারা অল্প পরিমাণে ও অধিক প্রয়াস দ্বারা অধিক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া থাকে। লোকে যেমন বিরেচনা দ্বারা শরীরকে মলশূন্য করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিলে সেই ঘৃত তাহার ঔষধরূপে পরিণত হয়,

তদ্রূপ ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি দানাদি দ্বারা দোষমুক্ত হইয়া যাগাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ ধর্ম্ম তাহার পরকালে অতি উৎকৃষ্ট সুখভোগের কারণ হইয়া থাকে। সকলেরই মন শুভ ও অশুভ এই উভয় কর্ম্মেই ধাবমান হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনকে অশুভ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। লোকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহার নিন্দা করা বিধেয় নহে। তুমি যে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা কর, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি নিতান্ত ধৈর্য্যবিহীন, বুদ্ধিহীন, অপ্রশান্ত ও অপ্রাজ্ঞ; এক্ষণে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, প্রশান্ত ও প্রাজ্ঞ হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মজনিত তেজঃপ্রভাবে ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করা যায়। ধৈর্য্য সেই তেজের মূল কারণ। মহাত্মা মহাভিষ অধীরতা নিবন্ধনই স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহানুভব যযাতি ক্ষীণপুণ্য হইয়াও কেবল ধৈর্য্যবলে উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ করিয়াছেন। অতঃপর তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত জ্ঞানবান্ তপস্বিগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সেবা কর, তাহা হইলেই তোমার বিপুল বুদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ; মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহারাজ বসুমান্ তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে বিষয় বাসনায় বিরত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন করিলেন।

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মবিমুক্ত; সর্ব্বসংশয়বিরহিত জন্মমৃত্যুশূন্য, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, অবিনাশী, বিশুদ্ধস্বভাব ও আয়াসবর্জ্জিত আপনি তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা জনকবংশীয় দেবরাততনয় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, তপোধন! ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কয় প্রকার? সগুণ ও নির্গুণ কি এবং জন্মমৃত্যু ও কালসংখ্যাই বা কি? আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। আপনি জ্ঞানের আকর। আমি অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি অনুকূল হইয়া আমার সংশয় ছেদন করিয়া দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মহারাজ। যোগশাস্ত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয় তোমার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তর প্রদান করাই সনাতন ধর্ম্ম। এই বিবেচনা করিয়া আমি তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেছি শ্রবণ কর। প্রকৃতি আট ও বিকার ষোড়শ প্রকার। অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই আটটিকে প্রকৃতি; আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, মেঢ্র ও মন এই ষোলটিকে বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র বিশেষ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টী সবিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষ ও সবিশেষ সমুদায় পঞ্চ মহাভূতেই অবস্থান করে। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি যাহা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা তোমার ও অন্যান্য তত্ত্ববুদ্ধিবিশারদ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত।

অব্যক্ত হইতে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মহতের সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাকে আহঙ্কারিক তৃতীয় সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মন হইতে মহাভূত সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার নাম মানস চতুর্থ সৃষ্টি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী পঞ্চম সৃষ্টি। ভূতজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাকে ভৌতিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী ষষ্ঠ সৃষ্টি। ইহাকে বহুচিন্তাত্মক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তৎপরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতগণ উহাকে সপ্তম সৃষ্টি ও ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৃক্ষ ও আরণ্যক পশুপক্ষ্যাদির সৃষ্টির নাম অষ্টম সৃষ্টি এবং গ্রাম্য পশুপক্ষ্যাদি ও মনুষ্যের সৃষ্টির নাম নবম সৃষ্টি। এই উভয় সৃষ্টিকেই আর্জ্জব সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

হে মহারাজ! এই আমি শাস্ত্রদৃষ্টান্তানুসারে নব প্রকার সৃষ্টি ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর সাধুসংকীর্ত্তিত কালসংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দশ সহস্র কল্পে ভগবান্ নারায়ণের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়। তিনি রাত্রি অবসানে জাগরিত হইয়া প্রথমত জীবগণের জীবনোপায় ধান্যাদির সৃষ্টি করিয়া পরে হিরণ্ডিম্বমধ্যে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ঐ ব্রহ্মা সমুদায় ভূতের মূর্ত্তিস্বরূপ। তিনি এক বৎসর কাল অণ্ডমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশেষে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সমুদায় পৃথিবী, স্বর্গ ও দ্যাবাভূমির মধ্যবর্ত্তী আকাশের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সার্দ্ধসপ্তসহস্র কল্পে উহার এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহার এক রাত্রি হয়। ঐ মহাত্মা সর্ব্ব প্রথমে অহঙ্কার ও তৎপরে মন, বুদ্ধি ও চিত্তের সৃষ্টি করেন। অহঙ্কারাদি হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পাঁচ মহাভূতের এবং ঐ পাঁচ মহাভূত হইতে ইন্দ্রিয় সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। ঐ ইন্দ্রিয় সমুদায় এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পঞ্চ সহস্র কল্পে অহঙ্কারের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহার এক রাত্রি হয়। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটীর নাম বিশেষ। ইহারা পঞ্চমহাভূতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাদিগের প্রভাবেই প্রাণীসমুদায় পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরকে স্পৃহা এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাবান্ হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম ও বধ করিয়া থাকে। এই সমুদায় কার্য্যনিবন্ধনই মনুষ্যগণকে দেহত্যাগের পর তির্য্যগ্‌যোনিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ইহলোকেই পরিভ্রমণ করিতে হয়। তিন সহস্র কল্পে পঞ্চমহাভূত সমুদায়ের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহাদিগের এক রাত্রি হইয়া থাকে।

সমুদায় ইন্দ্রিয়মধ্যে মন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। মনের সাহায্য ভিন্ন চক্ষু কখনই রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না। মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু অতি নিকটস্থ বস্তুও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। লোকে কহিয়া থাকে, ইন্দ্রিয়েরই দর্শনাদি জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। মনই সমুদায় জ্ঞানের মূলকারণ। মন বিষয়বোধে উপরত হইলে ইন্দ্রিয়গণও উপরত হইয়া থাকে। মন সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরস্বরূপ। উহা সর্ব্বভূতেই প্রবেশ করিয়া থাকে।

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিকে সৃষ্টি ও কালসংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি সংহারবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি বারংবার জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টির সময় অতীত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি জগতের সংহারার্থ মহারুদ্রকে প্রেরণ করেন। সেই রুদ্রদেব সূর্য্যরূপী হইয়া আপনাকে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তেজের উন্মেষ হইবামাত্র প্রথমত স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময় পৃথিবী কূর্ম্মপৃষ্ঠের সদৃশ হইয়া উঠে। তখন অমিতপরাক্রম রুদ্রদেব অনতিবিলম্বে সলিলসঞ্চার দ্বারা পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলেন। তৎপরে কালাগ্নি প্রভাবে ঐ সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। সলিল শুষ্ক হইলে ঐ কালাগ্নি ভয়ঙ্কররূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন অষ্টমূর্ত্তিধারী বলবান্ বায়ু জীবের উষ্মাস্বরূপ সেই প্রজ্বলিত পাবককে গ্রাস করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। পরে আকাশ ভীষণ বায়ুকে গ্রাস করিয়া ফেলে। অনন্তর মন আকাশকে, অহঙ্কার মনকে, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং জগদীশ্বর ঐ অনুপম মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করেন। জগদীশ্বর অণিমাদি গুণসম্পন্ন, ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয়। উঁহার হস্ত, পাদ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ চতুর্দ্দিকেই বিরাজিত রহিয়াছে। উনি সমুদায় সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি সর্ব্বান্তর্য্যামী অন্তরাত্মা মহত্তত্ত্বের নাশের পর

সমুদায় পদার্থ উহাতেই বিলীন হয়। উহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। উনি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের স্রষ্টা। উহাতে দোষের লেশমাত্রও নাই।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সংহারের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম. এক্ষণে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চরণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গমন উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পায়ু ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, মলত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উপস্থেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, আনন্দ উহার অধিভূত এবং প্রজাপতি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। করদ্বয় অধ্যাত্ম, কার্য্য উহার অধিভূত এবং ইন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, বক্তব্যবিষয় উহার অধিভূত এবং বহ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রোত্রেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, শব্দ উহার অধিভূত এবং দিক্সমুদায় উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রসনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং সলিল উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঘ্রাণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং পৃথিবী উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ত্বগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মন অধ্যাত্ম, গন্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত এবং বুদ্ধি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক ইন্দ্রিয়, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় সমগ্র কীর্ত্তন করিলাম। প্রকৃতি নানাপ্রপঞ্চবিস্তার করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে বারংবার গুণসমুদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। মনুষ্যেরা যেমন একটিমাত্র প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বালিত করে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের এক এক গুণ হইতে নানাপ্রকার গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। হর্ষ, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রকাশিত্ব, সুখ, বিশুদ্ধতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অকৃপণতা, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, আনৃণ্য, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, ঋজুতা, আচার, অপ্রগল্ভতা, ইষ্টানিষ্টবিয়োগে নিরপেক্ষতা, লোকরক্ষা, অদুষ্টতা, পরোপকারার্থ অর্থোপার্জ্জন ও সর্ব্বভূতে দয়া এই কয়েকটী গুণ সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। রূপ, ঐশ্বর্য্য বিগ্রহ, বৈরাগ্যাভাব, অকরুণতা, সুখদুঃখোপভোগ, পরনিন্দায় অনুরাগ, বিবাদে প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, অসম্মান, চিন্তা, শত্রুতা, পরিতাপ, চৌর্য্যবৃত্তি, নির্লজ্জতা, অসরলতা, ভেদজ্ঞান, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ ও অতিবাদ এই কয়েকটী গুণ রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হয়। মোহ, অপ্রকাশ, মরণ, ক্রোধ, অনবধানতা, বিবিধ ভক্ষদ্রব্যে অভিরুচি, পানভোজনে অপরিতৃপ্তি, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র, শয্যা, আসন, বিহার, দিবানিদ্রা ও পরনিন্দায় অনুরাগ, অজ্ঞাত নৃত্য গীতবাদ্যে অভিরুচি ও ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ এই কয়েকটী গুণ তমোগুণসমুদ্ভূত।

পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া নিরন্তর ত্রিলোকে অবস্থান করিতেছে। এই তিন গুণের কখনই ধ্বংস হয় না। অব্যক্তরূপ পরমাত্মা এই সমুদায় গুণের বিকার দ্বারা অসংখ্যরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক পুরুষদিগের উৎকৃষ্ট স্থান, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যম স্থান এবং তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিদিগের অধম স্থান লাভ হয়। যাহারা কেবল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দেবলোক, যাহারা পাপ ও পুণ্য এই উভয়েরই অনুষ্ঠান করে, তাহারা মনুষ্যলোক এবং যাহারা কেবল অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত তমোগুণ অথবা তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণ সংযুক্ত হইলেই গুণের দ্বন্দ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দেবলোক, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মনুষ্যলোক এবং রজ ও তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগের তির্য্যগ্‌যোনি লাভ হইয়া থাকে। সত্ত্ব রজ ও তম তিন গুণের একত্র সংযোগকেই সন্নিপাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাহারা এই তিন গুণেই আসক্ত হইয়া কালহরণ করে, তাহাদিগকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পুণ্যপাপবিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা জন্মমৃত্যুনাশন, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন অক্ষয় স্থান লাভ করিতে পারেন।

পূর্ব্বে তুমি পরমাত্মার বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহেন। তিনি শরীরমধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাকে স্ব স্ব রূপে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি স্বভাবতই অচেতন; উহা পরমাত্মার অধিষ্ঠান দ্বারা সচেতন হইয়াই প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকে।

জনক কহিলেন, ভগবন্! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি অবিনশ্বর মূর্ত্তিবিহীন অচল অপ্রচ্যুতস্বভাব ও বুদ্ধির অগম্য। অতএব এই উভয়ের মধ্যে কিরূপে প্রকৃতির অচেতন এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষকে সচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি বিশেষরূপে মোক্ষধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট সবিস্তরে মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি; এক্ষণে আপনি পুরুষের অস্তিত্ব একত্ব ও প্রকৃতির সহিত পৃথগ্‌ভাব এবং শরীরসমাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ, মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান, শান্ত্যশান্ত, যোগ ও মৃত্যুসূচক লক্ষণ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঐ সমুদায় হস্তগত আমলকের ন্যায় আপনার আয়ত্ত আছে।

ষোড়শাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজর্ষে! কেহই নির্গুণকে সগুণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি নির্গুণ ও সগুণ পদার্থের বিষয় তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পুরুষ জবাপুষ্পাদির আভাযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইলে তাঁহাকে সগুণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি গুণাত্মক; সুতরাং গুণকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। উহা স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা দোষেই গুণসমুদায় আশ্রয় করিয়া থাকে। পুরুষ স্বভাবত জ্ঞানী। তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। নিত্যত্ব ও অক্ষরত্বপ্রযুক্ত পুরুষকে সচেতন এবং ক্ষরত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন পুরুষ অজ্ঞানবশত বারংবার গুণসঙ্গ আশ্রয় করেন, তখন তিনি আপনাকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া মুক্তিলাভে অসমর্থ হন। পুরুষ যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে সর্গধর্ম্মাবলম্বী, যখন যোগানুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহাকে যোগধর্ম্মাবলম্বী, যখন প্রাকৃত ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতিধর্ম্মাবলম্বী এবং যখন স্থাবর পদার্থের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে বীজধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি গুণসমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, নিঃসঙ্গ, সর্ব্বময় এবং দেহাদি হইতে পৃথক্; এই নিমিত্ত অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও নিত্য এবং প্রকৃতিকে অনিত্য ও নানাপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতিকে এক এবং পুরুষকে অসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগের মতে পুরুষ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়া কেবল জ্ঞানাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট পুরুষের অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রকৃতি পুরুষের পৃথগ্‌ভাব কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন ইষীকা ও শরমুঞ্জ, উডুম্বর ও মশক, মৎস্য ও জল, চুল্লী ও অগ্নি এবং পদ্মপত্র ও সলিল, একত্র অবস্থিত হইলেও পরস্পর নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ অনিত্য প্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ উভয়ে একত্র অবস্থান করিলেও পৃথক্ বলিয়া পরিগণিত হন। যাহারা সম্যক্‌রূপে প্রকৃতি পুরুষের পৃথগ্‌ভাব পরিজ্ঞাত হইতে না পারে, সেই অধম ব্যক্তিদিগকে বারংবার ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় সাংখ্যতত্ত্ব সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্বপরিজ্ঞাত হইয়াই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা তত্ত্ববিষয়ে কুশল, তাঁহারা সাংখ্যমত দ্বারা অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

সপ্তদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাংখ্যজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সাধ্যানুসারে যোগজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাংখ্যজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং যোগবলের সদৃশ বল আর কিছুই নাই। এই উভয় মতেই শমদমাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে এবং এই উভয় মতই মুক্তিসাধক। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই এই উভয়ের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করে। আমরা এই উভয় মতকেই একরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি যোগী ও সাংখ্যমতাবলম্বী উভয়েরই সিদ্ধদশাতে এক বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব সাংখ্য এবং যোগ শাস্ত্রকে যাঁহারা তুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় যোগসাধনের প্রধান অবলম্বন। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বশীভূত করিয়া যোগসিদ্ধ হইতে পারিলে অণিমাদি অষ্টগুণ লাভ করিয়া সমুদায় লোকে পরিভ্রমণ করা যায়। বেদে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ যমনিয়মাদি অষ্টগুণ সূক্ষ্ম; আর অণিমাদি অষ্টগুণ ইহা অপেক্ষা স্থূল। যোগ দুই প্রকার; সগুণ ও নির্গুণ। প্রাণায়ামযুক্ত যোগকে সগুণ এবং চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত যোগকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণায়াম আবার দুইপ্রকার; সবীজ ও নির্ব্বীজ। মূলাধারাদি চক্রস্থিত দেবতাসকলের ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য হয়, অতএব তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। রজনী উপস্থিত হইলে প্রথম প্রহরে দ্বাদশ এবং নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিয়া শেষযামে দ্বাদশ এই চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বায়ুধারণার বিষয় যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেই চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বায়ুধারণা দ্বারা দুর্দ্দান্ত মনকে নিগৃহীত করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযোগ করা দমগুণান্বিত শাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগপরায়ণ মহাত্মারা শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি পাঁচ বিষয় হইতে নিরাকৃত করিয়া মনোমধ্যে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতি মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক কেবল পরব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা নিষ্পাপ, নির্ম্মল, নিত্য, অনন্ত, অক্ষত স্থির জরামৃত্যুবিহীন ও অভেদ্য।

অতঃপর নিত্যসমাধিযুক্ত যোগীর লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রূপ যোগী সতত প্রসন্নচিত্ত হইয়া পরিতৃপ্ত সুযুপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, নির্ব্বাতপ্রদেশস্থিত তৈলপূর্ণ প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করেন। পাষাণ যেমন মেঘনিপতিত জলবিন্দু দ্বারা আহত হইয়াও বিকম্পিত হয় না, সেইরূপ ঐ যোগী কিছুতেই যোগ হইতে বিচলিত হইবার নহেন। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিনির্ঘোষ ও বিবিধ গীতবাদ্য দ্বারা তাঁহার যোগভঙ্গ করা নিতান্ত দুষ্কর। যেমন স্থিরস্বভাব ব্যক্তি তৈলপরিপূর্ণ পাত্র লইয়া সোপানে আরোহণ করিবার কালে কৃপাণপাণি পুরুষকর্ত্তৃক তর্জ্জিত ও ভীত হইয়াও বিন্দুমাত্র তৈল নিক্ষেপ করে না, তদ্রূপ ঐ যোগী ইন্দ্রিয়সমুদায়ের স্থৈর্য্যনিবন্ধন কোন ক্রমেই যোগ হইতে বিচলিত হন না। যোগে উত্তমরূপ নৈপুণ্য জন্মিলে গাঢ়তর অন্ধকারমধ্যে অবস্থিত জ্বলনতুল্য অব্যয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনুষ্য একমাত্র যোগ দ্বারাই এই বিনশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট যোগীদিগের যোগের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতেরা ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।

অষ্টাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে রাজর্ষে! এক্ষণে মনুষ্যগণের মরণকালে জীবাত্মা শরীরের যে যে স্থান দ্বারা বহির্গত হইলে যে যে গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মা চরণ দ্বারা দেহ হইতে বিনির্গত হইলে বিষ্ণুলোক, জঙ্ঘা দ্বারা নির্গত হইলে অষ্টবসুর লোক, জানু দ্বারা নির্গত হইলে সাধ্যগণের লোক, পায়ু দ্বারা নির্গত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্যলোক, উরু দ্বারা নির্গত হইলে প্রজাপতিলোক, পার্শ্ব দ্বারা নির্গত হইলে মরুল্লোক, নাসাপথ দ্বারা নির্গত হইলে চন্দ্রলোক, বাহু দ্বারা নির্গত হইলে ইন্দ্রলোক, বক্ষঃস্থল দ্বারা নির্গত হইলে রুদ্রলোক, গ্রীবা দ্বারা নির্গত হইলে মহর্ষিদিগের লোক, মুখ দ্বারা নির্গত হইলে বিশ্বেদেবগণের লোক, শ্রোত্র দ্বারা নির্গত হইলে দিগ্দেবতাদিগের লোক, ঘ্রাণ দ্বারা নির্গত হইলে বায়ুলোক, নেত্র দ্বারা নির্গত হইলে সূর্য্যলোক, ভ্রূ দ্বারা নির্গত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের লোক, ললাট দ্বারা নির্গত হইলে পিতৃলোক, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে।

এই আমি তোমার নিকট মৃত ব্যক্তিদিগের যে যে স্থান হইতে জীবাত্মা বহির্গত হইলে যে যে গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আসন্নমৃত্যুর চিহ্ন সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা অরুন্ধতী, ধ্রুব তারা এবং অন্যের নেত্রতারামধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে না পায় এবং যাহারা পূর্ণচন্দ্র ও দীপের প্রভা দক্ষিণাংশে খণ্ডিত দর্শন করে, তাহারা একবৎসরমাত্র জীবিত থাকে। যাহারা লাবণ্যশালী হইয়া লাবণ্যবিহীন, জ্ঞানবান্ হইয়া অজ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া জ্ঞানবান্ ও শ্যামবর্ণ হইয়া ধূসরবর্ণ হয় এবং যাহারা দেবগণকে অবজ্ঞা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করে, তাহাদিগের পরমায়ু ছয় মাসের অধিক থাকে না। যাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে ঊর্ণনাভ চক্রের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত দর্শন করে এবং দেবালয়স্থ সুরভি বস্তু সমুদায়ের সৌরভ যাহাদিগের শবগন্ধের ন্যায় বোধ হয়, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদিগের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়। যাহাদিগের নাসাবংশ অবনত, দন্ত বিবর্ণ, জ্ঞান বিলুপ্ত, সমুদায় অঙ্গ উষ্মরহিত, অকস্মাৎ বাম চক্ষু হইতে জলধারা ক্ষরিত ও মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হয়, তাহাদিগকে সদ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা এইরূপ মৃত্যুলক্ষণ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া দিবানিশি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগপূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। যদি তাঁহাদের মৃত্যুইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা গন্ধাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ ও সাংখ্যতত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক যোগবলে পরমাত্মাকে নির্ম্মল ও মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া পরিশেষে প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুর্লভ অক্ষয় সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন।

একোনবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তুমি যে পরব্রহ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। আমি প্রণত ভাবে ঋষিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক দিবাকর হইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি ভগবান্ ভাস্করকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। একদা তিনি আমার পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমাকে প্রসন্ন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য কিন্তু আমি তোমার অবিচলিত ভক্তি দর্শনে তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; উহা নিতান্ত দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব। ভগবান্ প্রভাকর প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, ভগবন্! যজুর্ব্বেদ আমার অভ্যাস নাই; উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। তখন সূর্য্যদেব কহিলেন, আমি অচিরাৎ তোমাকে যজুর্ব্বেদ প্রদান করিব। তুমি অবিলম্বে আস্যদেশ বিবৃত কর; দেবী সরস্বতী তোমার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিবেন। দিবাকর এই কথা কহিলে আমি তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে মুখব্যাদান করিলাম। মুখব্যাদান করিবামাত্র সরস্বতী আমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বাগ্দেবী আমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমি অন্তরেই নিতান্ত দগ্ধ হইয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে সূর্য্যের প্রতি আমার অতিশয় অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন সূর্য্যদেব আমাকে একান্ত সন্তপ্ত দেখিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি মুহূর্ত্তকাল দাহজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া থাক; অবিলম্বেই তোমার কলেবর শীতল হইবে। ভগবান্ সূর্য্য এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার শরীর সুশীতল হইল। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরশাখা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ তোমার আয়ত্ত হইবে। উহা আয়ত্ত হইলে তোমার বুদ্ধি মুক্তিমার্গে প্রবেশ করিবে এবং তুমি সাংখ্য-

মতাবলম্বী ও যোগীদিগের অভিলষিত পদ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে। দিবাকর এই বলিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন।

অনন্তর আমি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিবামাত্র বাগ্‌দেবী স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণে বিভূষিত হইয়া ওঁ কারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে ও সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য-প্রদান করিয়া উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে রহস্য ও সংগ্রহ-শাস্ত্রের সহিত সমগ্র বেদ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তখন আমি অসংখ্য শিষ্য পরিবৃত মাতুল বৈশম্পায়নের অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত এক শত শিষ্যকে ঐ বেদ অধ্যয়ন করাইলাম এবং অবিলম্বেই সেই শিষ্য-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া করজালমণ্ডিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তোমার পিতার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম। তথায় মহর্ষি দেবলের সমক্ষে মাতুল বৈশম্পায়-নের সহিত বেদপাঠের দক্ষিণা লইয়া আমার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি তাঁহাকে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব বলিয়া স্বীকার করিলাম। সুমন্ত, জৈমিনী, পৈল, তোমার পিতা ও অন্যান্য মহর্ষিগণ আমার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

এইরূপে আমি সূর্য্যদেব হইতে পঞ্চদশ যজুসংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন আমি মহর্ষি রোমহর্ষের নিকট পুরাণ পাঠ করিয়াছি। অনন্তর আমি ভগবান্ ভাস্করের প্রভাবে সরস্বতীর অনুকম্পায় ঐ বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শিষ্যগণকে সংগ্রহের সহিত সমস্ত বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করাইলাম। তাহারাও হৃষ্টমনে অধ্যয়ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। অগ্রে সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট এই পঞ্চদশ শাখা অনু-শীলন করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় চিন্তা করা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য।

একদা বেদবেদান্তবেত্তা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু ব্রাহ্মণসমূহের হিতকর মোক্ষ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আমার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! বিশ্ব, অবিশ্ব, অশ্বা, অশ্ব, মিত্র, বরুণ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, অজ্ঞ, জ্ঞ, তপাঃ, অতপাঃ, সূর্য্যাদ, সূর্য্য, বিদ্যা, অবিদ্যা, বেদ্য, অবেদ্য, অচল, চল এবং অক্ষয় ও ক্ষয্য এই কয়েকটি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? আর তর্কদ্বারা কি প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে? গন্ধর্ব্বরাজ এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে কহিলাম, গন্ধর্ব্বরাজ! আমি এই কয়েকটি প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছি, তুমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি এই কথা কহিলে গন্ধর্ব্বরাজ আমার বাক্যে স্বীকার করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া কহিলেন। তখন আমি দেবী সরস্বতীকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্র দধি হইতে ঘৃত যেমন উত্থিত হয়, সেইরূপ যে যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে ঐ সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা যায়, তৎসমুদায় আমার স্মৃতিপথে উত্থিত হইল। তখন আমি সমগ্র উপনিষদ্ ও আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। ঐ অন্বীক্ষিকী বিদ্যা মানবগণের মোক্ষোপযোগী। উহাকে চতুর্থী বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অনন্তর আমি বিশ্বাবসুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, গন্ধর্ব্বরাজ। তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করি-তেছি, শ্রবণ কর। এই জন্মভয়যুক্ত ত্রিগুণসম্পন্ন বিশ্বকে প্রকৃতি এবং অবিশ্বকে নির্গুণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐ রূপ অশ্বা প্রকৃতি ও অশ্ব পুরুষ, বরুণ প্রকৃতি ও মিত্র পুরুষ, জ্ঞান প্রকৃতি ও জ্ঞেয় পুরুষ, অজ্ঞ প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষ, তপাঃ প্রকৃতি ও অতপাঃ পুরুষ, অবিদ্যা প্রকৃতি ও বিদ্যা পুরুষ, অবেদ্য প্রকৃতি ও বেদ্য পুরুষ, সূর্য্যাদ প্রকৃতি ও সূর্য্য পুরুষ, চল প্রকৃতি ও অচল পুরুষ নামে কীর্ত্তিত হন। মতভেদে প্রকৃতিকে বেদ্য ও পুরুষকে অবেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারা উভয়ই অজ, নিত্য, অক্ষয় ও জন্মমৃত্যুবিহীন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। উঁহাদের জন্ম নাই বলিয়া উঁহারা অজ ক্ষয় না থাকাতে অক্ষয় নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্ত্বাদি গুণের আশ্রয়ত্ব ও জগৎকর্ত্তৃত্বনিবন্ধন প্রকৃতিকে অক্ষয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই আমি তোমার নিকট বেদমতানুসারে বিশ্বাবিশ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তর্ক দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব যেরূপে সপ্রমাণ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। গুরুর উপাসনা দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া নিত্যক্রিয়া সমাধানান্তে বেদের আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা সাঙ্গবেদাধ্যয়নে একান্ত আসক্ত থাকে, অথচ আকাশাদি মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি সংহার কর্ত্তা বেদপ্রতিবাদ্য পরমাত্মাকে অবগত হইতে না পারে; তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন কেবল বিড়ম্বনামাত্র। ঘৃতার্থী হইয়া গর্দ্দভীর দুগ্ধ মন্থন করিলে তাহা হইতে ঘৃতোপযোগী নবনীত উৎপন্ন হয় না; প্রত্যুত বিষ্ঠাতুল্য দুর্গন্ধ পদার্থই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদ-বিদ্যা অভ্যাস করিয়া প্রকৃতি ও পরব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারে, সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জ্ঞানোপার্জ্জন একান্ত নিষ্ফল। যত্নপূর্ব্বক প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর পুনরায় সংসারমধ্যে জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হয় না। কর্ম্মকাণ্ডবেদোক্ত নশ্বর ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষয় ধর্ম্মে নিরত হইয়া যত্নসহকারে অহরহ জীবাত্মাকে বিশুদ্ধ রূপে দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিকে অতিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মূঢ় ব্যক্তিরা শাশ্বত পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে; কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন। যোগী ও সাংখ্য-মতাবলম্বীরা অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানকেই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তখন বিশ্বাবসু পুনরায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি জীবাত্মাকে অবি-নশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু জীবাত্মা বস্তুত অবিনশ্বর কি না, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি ধীমান্ জৈগীষব্য, অসিতদেবল, পরাশর, বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কোপিল, শুক, গৌতম, আর্ষ্টিসেন, গর্গ, নারদ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্রাচার্য্য, পিতা কশ্যপ, রুদ্র, বিশ্বরূপ এবং দেবতা, পিতৃলোক ও দৈত্যগণের নিকট এই বিষয় অবগত হইয়াছি; তথাপি আপনার প্রমুখাৎ ঐ সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আপনি বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ ও শ্রুতিনিপুণ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই; দেবলোক, পিতৃলোক ও ব্রহ্ম-লোকগত মহর্ষিগণ এবং ভগবান্ ভাস্কর সতত আপনার প্রশংসা করিয়া থাকেন; আপনি সাংখ্যতত্ত্ব, যোগশাস্ত্র ও এই চরাচর বিশ্বের বিষয় সম্যক্-রূপ অবগত আছেন; এই নিমিত্তই আপনার নিকট এই অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে।

তখন আমি কহিলাম, হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি শ্রুতিধর; অতএব যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা সাধ্যানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মা জড়রূপা প্রকৃতিকে অবগত হইতে সমর্থ হন; কিন্তু প্রকৃতি কখন তাঁহাকে অবগত হইতে পারে না। সাংখ্য ও যোগবিৎ পণ্ডিত-গণ জীবাত্মার জ্ঞান আছে বলিয়াই উঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীবাত্মা দেহের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিলে কখনই পরমাত্মাকে অবলোকন করিতে পারেন না; কিন্তু দেহ হইতে ভিন্ন হইলেই অনায়াসে তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। পরমাত্মা কি জীব, কি দেহ, উভয়কেই সতত সন্দর্শন করিতেছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কখনই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বযুক্ত দেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন না। সলিল-মধ্যস্থ মৎস্যকে কেহ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে সে যেমন তাহাতে আসক্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেরণানিবন্ধন বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকেন। জীব যখন দেহের সহিত একত্র বাস ও অভেদবুদ্ধি-নিবন্ধন স্নেহপরবশ হইয়া আপনার সহিত পরমাত্মার একত্ব অনুধাবন করিতে অসমর্থ হয়, তখন সে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। আর যখন সে আপনার সহিত পরমাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করে, তখন সে সংসার-সাগর হইতে উত্থিত হয়। যখন জীব আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে, তখন সে পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধুব্যক্তিরা উঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। যখন জীব আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, ভিন্ন ও অভিন্ন, জগতের কারণ ও জীব রূপে দর্শন না করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা এইরূপে পরমাত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া উঁহাকে অবিনশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। হে গন্ধর্ব্বরাজ! এই আমি শাস্ত্রানু-সারে প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

আমি এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য কীর্ত্তন করিলে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু আমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বদেবপ্রধান

ব্রহ্মের বিষয় বুদ্ধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন। অতএব আপনার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। দিব্যরূপধারী গন্ধর্ব্বরাজ এই বলিয়া পরম প্রীতি সহকারে আমাকে অভিনন্দন ও প্রদক্ষিণ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন এবং অচিরাৎ ভূর্লোক, দ্যুলোক ও নাগলোকে সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট সেই মদুপদিষ্ট উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সাংখ্যমতাবলম্বী, যোগধর্ম্মনিরত ও অন্যান্য মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের এই বিজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ অতিশয় শ্রেয়স্কর। জ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ; জ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য জন্মমৃত্যুর দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ কদাচ জন্মমৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন না। সকল বর্ণই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে। অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে। ফলত সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মার আস্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য ও পদতল হইতে শূদ্র, সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য অজ্ঞানতা নিবন্ধন বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞান সকল কালেই সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দেখ অতি পূর্ব্বকালেও অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি মহাত্মারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং মোক্ষ যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার আর সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তুমি আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমুদায়ের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম, এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সবিশেষ অনুধাবন করিয়া প্রীতিলাভ ও ইহার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে মিথিলাধিপতি দেবরাততনয়কে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় আসীন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এক এক কোটি গোধন, এক এক কোটি স্বর্ণ ও এক এক অঞ্জলি রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় পুত্রকে বিদেহরাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক অজ্ঞানমূলক ধর্ম্মাধর্ম্মের নিন্দা করত যতি ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান করিয়া ধর্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা ও জন্মমৃত্যু সমুদায়ই বৃথা সৃষ্টিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! সাংখ্য ও যোগজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই বিশ্বকার্য্য প্রকৃতি ও পুরুষের কৃত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পরাৎপর পরম ব্রহ্মকে ইষ্টানিষ্টবিনির্ম্মুক্ত নিত্য ও শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব তুমিও পবিত্রভাব অবলম্বন কর। দাতা, দেয়, দান ও প্রতিগ্রহীতা সকলকেই আত্মা বলিয়া অবগত হইবে। আপনার আত্মাই অদ্বিতীয় পদার্থ এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; ইহাই সতত চিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত নহে, তাহাদিগের তীর্থপর্য্যটন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। বেদাধ্যয়ন তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না, সেই অব্যক্ত পরব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা মহত্তত্ত্বের উপাসনা করেন, তাঁহারা অহঙ্কারে স্থান প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট পরম ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা মায়াতীত অতি উৎকৃষ্ট স্থানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহাত্মা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এই জ্ঞান লাভ করেন, তৎপরে আমি জনকের নিকট ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞান যজ্ঞ অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট, জ্ঞানপ্রভাবে অনায়াসে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; কিন্তু যজ্ঞবলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, দুঃখ ও জন্মমৃত্যু নিরাকৃত করা পুরুষকারসাধ্য নহে। যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম দ্বারা স্বর্গলাভ হইলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি পবিত্র মনে পরম পাবন স্থনির্ম্মল শান্তিজনক পরব্রহ্মের উপাসনা কর, তাহা হইলেই তুমি সেই পরমাত্মার স্বরূপ হইতে পারিবে। হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজার নিকট শাশ্বত অব্যয়তত্ত্ব কীর্ত্তন পূর্ব্বক যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারিলেই অনায়াসে শোকশূন্য অমৃতময় মোক্ষলাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।

বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠি]র কহিলেন, পিতামহ! আশীর্ব্বাদি ঐশ্বর্য্য, ধন, দীর্ঘ আয়ু, বিপুল তপস্যা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, অধ্যয়ন ও রসায়ন প্রয়োগ এই সমুদায়ের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা জরামৃত্যু অতিক্রম করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে পঞ্চশিখজনক-সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহরাজ জনক যথার্থ সংশয়বিহীন বেদবিদ্ মহর্ষি পঞ্চশিখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! তপস্যা, বুদ্ধি, পুণ্যকর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সমুদায়ের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মনুষ্য জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মহারাজ জনক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্ববেত্তা মহর্ষি পঞ্চশিখ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! কেবল জীবন্মুক্ত যোগীরাই জরামরণ অতিক্রম করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারই মাস ও দিবারাত্রির ন্যায় জরা ও মৃত্যুকে নিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা নাই। মূঢ়স্বভাব মানবগণ চিরকাল অনিত্য সংসারপথ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা জরামৃত্যুরূপ জলজন্তুতে পরিব্যাপ্ত প্লববিহীন কালসাগরে প্রবাহিত ও নিমগ্ন হইতেছে; কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সাহায্য করিতেছে না। ইহলোকে কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে যেমন অপরাপর পথিকদিগের সহিত মিলন হয়, তদ্রূপ ইহলোকে স্ত্রীপুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে। কেহই কাহারও সহিত চিরকাল বাস করিতে সমর্থ হয় না। মেঘজাল যেমন বায়ুসঞ্চালিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কালপ্রেরিত হইয়া বারংবার শোকসূচক শব্দ করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে। জরা মৃত্যু বৃকের ন্যায় কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি মহৎ, কি নীচ, সকলকেই গ্রাস করিতেছে। এই নিমিত্তই নিত্যস্বরূপ জীবাত্মা অনিত্য ভূতগণের উৎপত্তিতে আনন্দ ও বিনাশে শোক অনুভব করেন না। তুমি কে? কোথা হইতে আগমন করিয়াছ? কাহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে? তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ ও কোথায় গমন করিবে? এই সকল চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? কেহই কাহার প্রতিনিধি হইয়া স্বর্গ বা নরকভোগ করে না; অতএব শাস্ত্রানুসারে দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

একবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ ব্যক্তি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর কিরূপে পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মোক্ষ কাহাকে বলে? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই উপলক্ষে আমি সুলভাজনকসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে মিথিলা নগরে ধর্ম্মধ্বজ নামে জনকবংশসম্ভূত সন্ন্যাসধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ এক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়সমুদায়কে বশীভূত করিয়া সুনিয়মে এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁহার সাধুতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার ন্যায় সাধু হইতে বাঞ্ছা করিতেন।

ঐ সময় সুলভা নামে এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক একাকিনী সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি একদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে ত্রিদণ্ডধারী মহাত্মাদিগের মুখে জনকবংশোদ্ভব রাজা ধর্ম্মধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি যথার্থ মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইলেন এবং আত্মসন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যোগবলে পূর্ব্বরূপ পরি-

ত্যাগ ও অতি মনোহর রূপ ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে নিমেষমধ্যে বিবিধ জনপরিপূর্ণ রমণীয় বিদেহনগরে গমন করিয়া ভিক্ষাগ্রহণের ছলে মিথিলাধিপতির সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। রাজা ধর্ম্মধ্বজ তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ইনি কে, কাহার কন্যা ও কোথা হইতে আগমন করিলেন ? এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পানীয় দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিলেন।

তখন সেই সন্ন্যাসিনী সুলভা রাজা যথার্থ মোক্ষধর্ম্মবেত্তা কি না এই সংশয় অপনোদন করিবার মানসে বেদার্থজ্ঞ পণ্ডিত ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত নরপতিকেই উহা জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিতে ও নেত্র দ্বারা তাঁহার নেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক যোগবলে তাঁহাকে বশীভূত ও রুদ্ধ করিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়েরই বাহ্য শরীর কার্য্যাক্ষম হইয়া রহিল।

অনন্তর বিদেহরাজ সুলভার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া লিঙ্গদেহ আশ্রয় পূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাকে কহিলেন, দেবি ! তোমার বাসস্থান কোথায় ? তুমি কাহার কন্যা ? কোথা হইতে আগমন করিলে এবং কোথায় বা গমন করিবে ? কেহই জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যের শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম ও জাতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এক্ষণে মৎসন্নিধানে আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদির বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এখন রাজ্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। অতঃপর তোমার নিকট স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পরাশর গোত্রসম্ভূত সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু। সেই মহাত্মা হইতেই আমি মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার তুল্য বক্তা আর কেহই নাই। তিনি মোক্ষের হেতুস্বরূপ। আমি তাঁহার প্রসাদেই সাংখ্যজ্ঞান, যোগ ও নিষ্কাম যাগযজ্ঞাদি এই ত্রিবিধ মোক্ষধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সংশয়বিহীন হইয়াছি। পূর্ব্বে সেই সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বর্ষাকালে চারি মাস আমার আলয়ে বাস করিয়া আমাকে ঐ ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব শ্রবণ করাইয়াছিলেন ; কিন্তু রাজ্যে অবস্থান করিতে নিষেধ করেন নাই ; আমি তাঁহার উপদেশানুসারে বিষয়রাগবিহীন হইয়া সেই ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া কালহরণ করিতেছি। বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস ও যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞান প্রভাবেই মনুষ্য যোগাভ্যাসনিরত হইয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্ব্বক পরমপদ লাভ করিতে পারে। আমি সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোহ হইতে বিমুক্ত, নিঃসঙ্গ ও সুখদুঃখাদিবিহীন হইয়াছি। সলিলসিক্ত ক্ষেত্র যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, তদ্রূপ কর্ম্মই মনুষ্যগণকে পুনর্ব্বার উৎপাদন করিয়া থাকে। ভর্জ্জিত বীজ যেমন সলিলসিক্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ ভগবান্ পঞ্চশিখের অনুগ্রহে আমার বিষয়জ্ঞানরূপ বীজ বিষয়ে অবস্থিত হইয়াও অঙ্কুরিত হইতেছে না। আমি স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ও শত্রুর প্রতি ক্রোধ করি না। যে ব্যক্তি আমার দক্ষিণ হস্তে চন্দন লেপন ও যে ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার বামহস্ত ছেদন করে, আমি তাহাদের উভয়কেই তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকি। যখন আমি লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান, মুক্তসঙ্গ ও পুরুষার্থে অনুরক্ত হইয়া রাজ্যে অবস্থান করিয়াও সুখে কালহরণ করিতেছি, তখন আমাকে অন্যান্য ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মোক্ষবিদ্ পণ্ডিতেরা মোক্ষকে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সমধিক জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে এবং কেহ কেহ সমধিক কর্ম্মযুক্ত জ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলিয়া নিরূপণ করেন ; কিন্তু মহাত্মা পঞ্চশিখ ঐ উভয় মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীদিগেরও যখন যম, নিয়ম, কাম, দ্বেষ, পরিগ্রহ, মান, দম্ভ ও স্নেহ বিদ্যমান থাকে, তখন তাঁহাদিগের সহিত গৃহস্থদিগের প্রভেদ কি ? ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিলেই মোক্ষলাভ হয়, আর ছত্রাদি ধারণ করিলে মোক্ষলাভ হয় না, ইহার বিনিগমনা কি ? ইহলোকে সকলেই স্বার্থসাধনের উপযোগী দ্রব্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে। যে ব্যক্তি গৃহস্থধর্ম্মের দোষ দর্শন পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, তাহাকেও একের পরিত্যাগ ও অন্যের গ্রহণনিবন্ধন সঙ্গত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যখন ভিক্ষুকেরাও রাজাদিগের ন্যায় নিগ্রহ অনুগ্রহরূপ আধিপত্য প্রকাশ করেন, তখন ভিক্ষুকদিগেরই যে মোক্ষলাভ হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? অতএব আমার মতে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার রাজ্যাধিপত্য বিদ্যমান থাকিলেও সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহস্থ পরমাত্মাতে অবস্থান করিতে পারে। কটুকষায় ফলমূল ভক্ষণ, মস্তকমুণ্ডন এবং ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ কেবল সন্ন্যাসধর্ম্মের চিহ্নমাত্র। কেবল ঐ সমুদায় চিহ্ন থাকিলেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। যদি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্ন সমুদায় বিদ্যমান থাকিলেও মোক্ষ লাভ জ্ঞানসাপেক্ষ হইল, তাহা হইলে ঐ সমুদায় চিহ্ন ধারণ করিবার প্রয়োজন কি ? অথবা দুঃখশৈথিল্যের নিমিত্ত যদি ত্রিদণ্ড ধারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে দুঃখনিবারণের নিমিত্ত ছত্রাদি গ্রহণও দোষাবহ হইতে পারে না। নিঃস্ব হইলেই মোক্ষলাভ হয় এবং ধন থাকিলে মোক্ষলাভ হয় না, এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মনুষ্য নির্দ্ধন হউক বা ধনবান্ হউক, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। আমি এই নিমিত্তই বন্ধনের আয়তনস্বরূপ ধর্ম্মার্থ কামসঙ্কুল রাজ্যে অবস্থান করিয়াই মোক্ষধর্ম্মরূপ প্রস্তরে শাণিত ত্যাগরূপ অসি দ্বারা ঐশ্বর্য্যরূপ পাশ ও স্নেহরূপ বন্ধন ছেদন করিয়াছি।

হে দেবি ! পূর্ব্বে আমি তোমাকে সন্ন্যাসিনী জ্ঞান করিয়া পরম সমাদর করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তোমার বয়ঃক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে তোমার যোগবিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আর আমি মুক্ত কি না, ইহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তুমি যে আমার দেহ রুদ্ধ করিয়াছ, ইহা তোমার ত্রিদণ্ড ধারণের নিতান্ত অননুরূপ হইয়াছে। বিষয়ভোগনিরত, যোগীর ত্রিদণ্ড ধারণ করা নিতান্ত নিষ্ফল। তুমি ত্রিদণ্ডধারিণী হইয়াও যোগধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ না। এক্ষণে আমি স্পষ্টই তোমাকে যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট বলিয়া অবগত হইতেছি। তুমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা আমার দেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে তোমার ব্যভিচার দোষ সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি কাহার সাহায্যে আমার রাজ্য ও পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে এবং কাহার সাহায্যেই বা আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে ? দেখ প্রথমত তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় ; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সহযোগ হইলে বর্ণসঙ্কর হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত তুমি ভিক্ষুকী, আমি গৃহস্থ ; সুতরাং আমরা পরস্পর মিলিত হইলে আশ্রম সঙ্কর করা হইবে। তৃতীয়ত তুমি আমার সগোত্রা কি না, তাহা আমি অবগত নহি এবং তুমিও আমার গোত্রাদির বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত নহ ; যদি তুমি আমার সগোত্রা হও, তাহা হইলে গোত্রসঙ্কর দোষ উপস্থিত হইবে। চতুর্থত যদি তোমার স্বামী জীবিত থাকিয়া দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তুমি পরভার্য্যা ও অগম্যা ; আমি তোমাকে গ্রহণ করিলে ধর্ম্মসঙ্কর করা হইবে। এক্ষণে তুমি কি কোন কার্য্যসাধনের অনুরোধে বা অজ্ঞানতা প্রভাবে অথবা বিপরীত জ্ঞাননিবন্ধন এই অকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছ ? তুমি স্বদোষনিবন্ধন এইরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাতে তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা হইল। এক্ষণে তোমার বিলক্ষণ দুরভিসন্ধি লক্ষিত হইতেছে। তুমি জয়লাভার্থিনী হইয়া কেবল আমাকে নয়, আমার সভাস্থ মহাত্মাদিগকেও পরাজয় করিতে বাসনা করিয়াছ ! তুমি আমার সভাস্থ পূজ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, আত্মপক্ষের উন্নতি ও মৎপক্ষীয় দিগের অপকর্ষসাধনই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি আমার উন্নতি দর্শনে ঈর্ষান্বিতা ও যোগৈশ্বর্য্যদর্পে দর্পিতা হইয়া প্রীতিলাভ বাসনায় আমার বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধির ঐক্য করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত নহি ; সুতরাং তোমার কিছুমাত্র প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীপুরুষ পরস্পর অনুরক্ত হইয়া মিলিত হইলে উহাদের মিলন অমৃততুল্য হয় ; কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন বিরক্ত ও একজন অনুরক্ত হইলে ঐ মিলন বিষতুল্য হইয়া উঠে। যাহা হউক, এক্ষণে আর তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে সাধু বলিয়া স্থির কর এবং আপনার সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও। আমি জীবন্মুক্ত কি না, তুমি তাহা জানিতে পারিলে। এক্ষণে যদি তুমি স্বকার্য্য বা অন্য কোন মহীপতির কার্য্যসাধনার্থ প্রচ্ছন্নভাবে সমাগত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার নিকট ব্যক্ত কর। রাজার ব্রাহ্মণ বা গুণবতী

স্ত্রীর নিকট কপটতা কাহারও বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি উহাদের নিকট কপটতা প্রকাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। নরপতিদিগের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান এবং স্ত্রীজাতিদিগের রূপ ও যৌবন অতি উৎকৃষ্ট বল। ঐরূপ বলসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট সরল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অতএব তুমি কপটতা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যবহার, হৃদগত ভাব, স্বভাব ও আগমনপ্রয়োজন যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

মিথিলাধিপতি জনক এইরূপ অসুখকর অযুক্ত বাক্যবিন্যাস দ্বারা চারুদর্শনা সুলভাকে তিরস্কার করিলে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। প্রত্যুত অতি সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষশূন্য ও অষ্টাদশ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সৌক্ষ্ম্য, সাখ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদসমুদায়কেই বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশয়সূচক, তাহার নাম সৌক্ষ্ম্য; যাহা দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সাখ্য; যদ্দ্বারা পৌর্ব্বাপৌর্য্য ক্রম নিরূপিত হয়, তাহার নাম ক্রম; পূর্ব্বপক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয় এবং ঔৎসুক্য ও দ্বেষনিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন। জনসমাজে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদায় সার্থক, প্রসিদ্ধপদযুক্ত, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর, অসন্দিগ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রুতিকটু, অশ্লীলপদযুক্ত, অমূলক, ত্রিবর্গবিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, অসঙ্গতপদসম্পন্ন ধ্যাকরণাদিদোষযুক্ত, ক্রমবিবর্জ্জিত অন্যপদসাপেক্ষ লক্ষণাযুক্ত, অনর্থক বা যুক্তিশূন্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

হে মহারাজ! আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দৈন্য, দর্প, লজ্জা, দয়া বা অভিমান বশত আপনাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি না। আপনাকে উত্তর প্রদান করা উচিত বিবেচনা করিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বক্তা ও শ্রোতা উভয় সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হয়। বক্তা শ্রোতাকে লক্ষ্য না করিয়া গর্ব্বিত ভাবে আপনার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে কখনই শ্রোতার প্রীতি জন্মে না। আর যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রোতার অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহার সে বাক্যে অবশ্যই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐরূপ বাক্যকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে; কিন্তু যিনি আপনার ও শ্রোতার অবিরুদ্ধে বাক্যবিন্যাস করেন, তাঁহাকেই যথার্থ সদ্বক্তা এবং তাঁহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে তুমি কে, কাহার কন্যা এবং কোথা হইতেই বা এখানে সমাগত হইয়াছ? বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন; এক্ষণে আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যেমন জতু ও কাষ্ঠ এবং ধূলি ও জলবিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অভিজ্ঞানার্থ কোনরূপে প্রশ্ন উপস্থিত করে না; উহারাও আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। চক্ষু আপনাকে দেখিতে পায় না এবং শ্রোত্রও আপনাকে শ্রবণ করিতে পারে না। উহাদের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না। উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধূলি ও সলিলের ন্যায় পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারে না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত বাহ্যগুণসমুদায়ের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটী দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণাদি ক্রিয়ারও এইরূপ তিন তিনটী হেতু বিদ্যমান আছে। পদার্থজ্ঞানবিষয়ে মনকেও একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। উহা সতত সদসৎবিচার করিয়া থাকে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও মন এই একাদশটীকে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বুদ্ধি দ্বাদশ গুণ; উহা বিষয়জ্ঞানসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয়। সত্ত্ব ত্রয়োদশ গুণ; উহার কার্য্য দ্বারা মনুষ্যগণের বিশুদ্ধ ভাবের তারতম্য অনুমিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার চতুর্দ্দশ গুণ; উহা দ্বারাই মনুষ্যের আত্মপর বিবেচনা হইয়া থাকে। বাসনা পঞ্চদশ গুণ; ঐ বাসনামধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অবিদ্যা ষোড়শ গুণ। মায়া সপ্তদশ ও প্রকাশ অষ্টাদশ গুণ। সুখাসুখ, জরামৃত্যু, লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয়াত্মক দ্বন্দ্বযোগ ঊনবিংশ গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কাল বিংশ গুণ। এই কালপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাভূত এবং সদ্ভাব, অসদ্ভাব, শুক্র, বল ও বিধি এই দশটীকেও গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব সমুদায়ে গুণ ত্রিংশৎ প্রকার হইল। এই সমস্ত গুণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহাদেরই নাম শরীর। কেহ কেহ প্রকৃতিকে, কেহ কেহ পরমাণুকে, কেহ কেহ ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়কে, আর কেহ কেহ ঈশ্বর ও মায়াশক্তি এবং জীব ও অবিদ্যা এই চারিটীকে ঐ সমস্ত গুণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অব্যক্তপ্রকৃতি ঐ সমস্ত গুণের সাহায্যে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! সমুদায় প্রাণীই শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। শুক্রশোণিতের সহযোগকে কলল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কলল হইতে বুদ্বুদ জন্মে। বুদ্বুদ হইতে মাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও রোম সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভমধ্যে শুক্রশোণিতের সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহাকে চিহ্নানুসারে উহাকে স্ত্রী বা পুরুষ নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। ঐ সময় উহার পাণিতল, নখ ও অঙ্গুলিদল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে কৌমারাবস্থা উপস্থিত হইলে উহার সেইরূপ তিরোহিত হইয়া যায়। পরে কৌমারাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে যৌবনকাল উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। প্রাণীর যে অবস্থা একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয় না। যেমন প্রদীপশিখার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হয় বলিয়া কেহ উহা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যের কৌমারাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া অনুমান করা যায় না। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, সেইরূপ জীবের দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে যখন মনুষ্যের দেহের অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন এই দেহ যে কাহার এবং কোন স্থান হইতেই বা উপস্থিত হইল, তাহা কি রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফলত আপনার দেহের সহিত প্রাণিগণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। যেমন অয়স্কান্ত মণি ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দস্পর্শাদি গুণ সমুদায় হইতে প্রাণিগণ সঞ্জাত হইয়া থাকে। তুমি আপনাকে যেরূপ জ্ঞান কর, অন্যকে সেইরূপ জ্ঞান করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি তুমি আপনাকে ও অন্যকে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাক, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে তুমি কে ও কাহার ভার্য্যা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ? যখন তুমি স্বার্থপরার্থজ্ঞানশূন্য হইয়াছ, তখন আমাকে তুমি কাহার ও কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ? এইরূপ প্রশ্ন করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে মহীপাল শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সন্ধি ও বিগ্রহে যাঁহার সম্যক্ আসক্তি রহিয়াছে, তাহাকে কি রূপে মোক্ষপদাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি ত্রিবর্গের তত্ত্ব সবিশেষ অবগত না হইয়া উহাতে আসক্ত থাকে, তাহাকে কখনই মোক্ষপথের পথিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব তুমি মোক্ষের অনুপযুক্ত হইয়াও আপনাকে মুক্ত বলিয়া যে অভিমান কর, তদ্বিষয়ে তোমাকে নিবারণ করা তোমার সুহৃদ্গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কুপথ্যশীলের ঔষধের ন্যায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভে যত্ন নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি স্ত্রী প্রভৃতি সংসর্গের বিষয় সমুদায় আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, সেই ব্যক্তিকেই যথার্থ মুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

এক্ষণে আমি শয়ন, উপভোগ, ভোজন ও আচ্ছাদন বিষয়ক কতকগুলি সূক্ষ্ম সঙ্গস্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবীর শাসন করেন, তাঁহাকে প্রতিনিয়ত একমাত্র পুরমধ্যে অবস্থান করিতে হয়। রাত্রিযোগে আবার তিনি সেই পুরমধ্যস্থ একমাত্র নির্দ্দিষ্ট গৃহের একাংশে একখানি খট্টার উপর শয়ন করেন। তৎকালে সেই খট্টারও সমুদায় অংশে তাঁহার অধিকার থাকে না। তাঁহার পত্নী উহার অর্দ্ধাংশ অধিকার করে। অতএব যখন নরপতির একমাত্র শয্যার অর্দ্ধাংশই আবশ্যক হইল, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করা তাঁহার নিতান্ত নিষ্ফল। ভোজন, উপভোগ ও আচ্ছাদনবিষয়েও রাজার এইরূপ অতি অল্পমাত্র দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। আর দেখুন, রাজাকে সতত পরাধীন থাকিতে হয়। যখন রাজাকে অল্পমাত্র বিষয়ে আসক্ত হইতে এবং

সন্ধি, বিগ্রহ, স্ত্রীসম্ভোগ, ক্রীড়া, বিহার অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা ও গুণ দোষ বিচার করিয়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? যে সময় রাজা অন্তকে কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন, তখন তাঁহাকে কার্য্যের অধীন হইতে হয়। তিনি নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়াও কার্য্যার্থিগণের অনুরোধে সুখে শয়ন করিতে পারেন না। কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে হয়। রাজপুরুষগণ রাজাকে স্নান, স্পর্শ ভোজন, পান, অগ্নিতে আহুতিপ্রদান যজ্ঞানুষ্ঠান, বাক্য প্রয়োগ ও শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে ঐ সমুদায় কার্য্যের অধীন করিয়া থাকে। অর্থিগণ সর্ব্বদা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ধন প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্যের অধীন হইয়া তাহাদিগকে দান করিতে পারেন না। দান করিলে কোষক্ষয় এবং দান না করিলে অন্যের সহিত শত্রুতা হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত রাজাকে অনেক সময় ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিরক্ত ভাবে অবস্থান করিতে হয়। কি ধনবান্, কি জ্ঞানী, কি বলশালী, কি নির্ভয়, কি নিত্য উপাসনানিরত সকলের নিকটই রাজাকে ভীত হইতে হয়। উহারা অনায়াসেই রাজার অনিষ্ট করিতে পারে।

আর দেখুন, মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব গৃহে আধিপত্য সংস্থাপনপূর্ব্বক নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধান করিতেছে; অতএব সকল ব্যক্তিই রাজার তুল্য। রাজাদিগের ন্যায় সকলেরই পুত্র, কলত্র, আত্মা, কোষ, মিত্র ও অর্থসংগ্রহ আছে। দেশ উচ্ছিন্ন, পুর দগ্ধ ও প্রধানহস্তী মৃত হইলে নরপতি ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য লোকের ন্যায় অনুতাপ করেন এবং সর্ব্বদা ইচ্ছা, দ্বেষ ও ভয়জনিত মানসিক দুঃখ ও শিরোরোগাদিতে সমাক্রান্ত হন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে দিনসংখ্যা নিরূপণপূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে শত্রুসঙ্কুল রাজ্যপালন করিতে হয়। অতএব দুঃখসঙ্কুল তৃণাগ্নি ও ফেনবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর অসার রাজ্যভার গ্রহণ করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। উহা গ্রহণ করিলে কখনই শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তুমি তোমার পুর, রাজ্য, বল, কোষ ও অমাত্যগণ বিদ্যমান আছে বলিয়া যে গর্ব্ব কর, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই ঐ সমুদায় বিদ্যমান আছে। মিত্র, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোষ ও রাজা রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গই ত্রিদণ্ডের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে কেহই কাহারও অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী নহে। যখন যে অঙ্গ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেই সময় সেই অঙ্গকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মিত্রাদি সাত অঙ্গ এবং প্রভাব, উৎসাহ মন্ত্রজ শক্তি এই দশ বর্গই একত্র মিলিত হইয়া রাজ্য ভোগ করে। যে রাজা উৎসাহশালী ও ক্ষত্র ধর্ম্মে অনুরক্ত হন, তিনিই প্রজাগণের নিকট দশাংশমাত্র কর গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অন্যান্য ভূপতিগণ কখনই উহাতে সন্তোষ লাভ করেন না। কোন রাজ্যই ভূপতিশূন্য নাই এবং কেহই অদ্বিতীয় রাজা নহেন; অতএব আমার রাজ্য ও আমি রাজা বলিয়া গর্ব্ব করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। রাজা অহঙ্কৃত হইলে রাজ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। বিশৃঙ্খল রাজ্যে ধর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই এবং ধর্ম্ম না থাকিলে কখনই মোক্ষলাভ হয় না। রাজা নিয়ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে তাঁহার পৃথিবীদানসহকৃত অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সমধিক ফললাভ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা কোন রাজার পক্ষেই সহজ নহে। আমি রাজাদিগের এইরূপ সহস্র সহস্র কষ্টের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।

যাহা হউক আপনি আমাকে আপনার দেহ সংস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় দেহের সহিতও আমার সংস্পর্শ নাই। সুতরাং অন্য শরীর সংস্পর্শ করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? আপনি পঞ্চশিখের প্রমুখাৎ উপায়, উপনিষদ্, উপাসঙ্গ ও নিশ্চয়ের সহিত সমুদায় মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব আমাকে বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া বৃথা তিরস্কার করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি আপনি কামাদি রিপুবর্গ পরাজয় পূর্ব্বক অন্তরহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ছত্রাদির সহিত আপনার সম্পর্ক রহিয়াছে কেন? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি কখনই বেদশাস্ত্র শ্রবণ করেন নাই, আর যদিও শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আপনার কোন ফলোদয় হয় নাই; অথবা আপনি বেদ মনে করিয়া উহার তুল্য অন্য কোন শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ফলত আপনার তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র নাই; আপনি কেবল লৌকিক জ্ঞানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় স্পর্শ ও অবরোধ দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি সত্ত্বগুণবলে আপনার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। যদি আপনি জীবন্মুক্ত হন, তাহা হইলে আমার প্রবেশনিবন্ধন আপনার কি অপকার হইয়াছে? বনমধ্যে শূন্যগৃহে অবস্থান করা সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মানুসারে আপনার এই বোধশূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছি; ইহাতে আমার দোষ কি? আমি হস্ত, পদ, উরু বা অন্য কোন অবয়ব দ্বারা আপনাকে স্পর্শ করি নাই। আপনি মহদ্বংশসম্ভূত, লজ্জাশীল ও দীর্ঘদর্শী, অতএব আমি যে গোপনে আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়াছি, ইহা সভামধ্যে কীর্ত্তন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এই সমুদায় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুলোক যেমন আপনার পূজ্য, তদ্রূপ আপনিও তাঁহাদিগের মাননীয়। এইরূপে আপনারা পরস্পর পরস্পরের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে বাচ্যাবাচ্য বিবেচনা করিয়া সভামধ্যে স্ত্রীপুরুষসংযোগবিষয় ব্যক্ত করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছি। যদি ইহাতেও আপনার স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে পঞ্চশিখের প্রসাদে যে আপনার জ্ঞান বিষয়সংসর্গবিহীন হইয়াছে, তাহা কি রূপে বিশ্বাসযোগ্য হইবে? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট অথচ মোক্ষলাভে অসমর্থ হইয়া বৃথা মুমুক্ষু নাম ধারণ পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন। মুক্তের সহিত মুক্ত এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইলে কি কখন বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে? যাহারা আত্মাকে দেহ হইতে অভিন্ন জ্ঞান এবং বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সন্দর্শন করে, তাহাদিগেরই বর্ণসঙ্কর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আমার দেহই তোমার দেহ হইতে পৃথক্; কিন্তু আমার আত্মা কখনই তোমার আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। ইহা যখন আমি সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিয়াছি, তখন আমার বুদ্ধি যে তোমাতে অবস্থান করিতেছে না, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হস্ত ও হস্তস্থিত কুণ্ড, কুণ্ড ও কুণ্ডস্থিত দুগ্ধ এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধস্থিত মক্ষিকা যেমন একত্র থাকিয়াও কদাপি পরস্পর মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সমুদায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে মিলিত হইয়াও উহা হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থান করে।

হে মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণী, বৈশ্যা বা শূদ্রা নহি। আমি আপনার সজাতি ও বিশুদ্ধবংশসম্ভূতা। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যজ্ঞস্থলে দেবরাজ ইন্দ্র, দ্রোণ, শতশৃঙ্গ ও চক্রদ্বার প্রভৃতি পর্ব্বতসমুদায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। আপনি রাজর্ষিপ্রধান প্রধানের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহারই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার নাম সুলভা; গুরুজনেরা আমার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। আমি তাঁহাদের উপদেশানুসারে মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া একাকিনী ইতস্তত বিচরণ করিতেছি। আমি কপট সন্ন্যাসিনী বা পরস্বাপহারিণী নহি। ধর্ম্মসঙ্কর করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছি। কখনই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখী হই না এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াও বাক্য প্রয়োগ করি না। এক্ষণে আমি সবিশেষ বিচার না করিয়া আপনার নিকট আগমন করি নাই। আপনি মোক্ষ ধর্ম্মে সুনিপুণ, ইহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার্থ আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে অপক্ষপাতচিত্তে কহিতেছি যে, যে ব্যক্তি বিতণ্ডাপরায়ণ হয়, সে কখনই মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় না; আর যে ব্যক্তি বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মে নিমগ্ন হয়, তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। নগরমধ্যে শূন্যগৃহ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুক যেমন তথায় যামিনীযাপন করে, তদ্রূপ আজ আমি আপনার শরীরমধ্যে রজনী অতিবাহিত করিব। আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। আমি আপনার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক এই যামিনীযাপন করিয়া কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! মনস্বিনী সুলভা এইরূপ সার্থক ও হেতুগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহারাজ জনক তাহার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্ব্বে বেদব্যাসতনয় শুকদেব কিরূপে বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন? কার্য্যকারণ, বুদ্ধি ও ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব কি এবং ভগবান্ নারায়ণের লীলাই বা কিরূপ? তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে; আপনি আমার নিকট ঐ সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সামান্য লোকের ন্যায় অকুতোভয়ে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সমুদায় বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করাইয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুতীক্ষ্ণ হিমাতপ, বায়ু ও ক্ষুৎপিপাসা পরাজয় পূর্ব্বক ধর্ম্মের আলোচনা, বিধিপূর্ব্বক সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, দম, তপস্যা, অহিংসা ও অনৃশংসতাদি সদ্গুণ সমুদায় প্রতিপালন এবং সত্য ও ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া দেবতা ও অতিথিদিগের প্রসাদলব্ধ ভক্ষ্য দ্বারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ কর। দেহ ফেনের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, জীবাত্মা তথায় বৃক্ষস্থিত পক্ষীর ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রিয়সহবাস কখনই চিরস্থায়ী হইবার নহে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ না? কামাদি রিপু সমুদায় সর্ব্বদা অপ্রমত্ত, জাগরিত ও উদ্বেগশালী হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে। তুমি বালক; প্রযুক্ত উহা বুঝিতে পারিতেছ না। দিন সমুদায় বিগত ও প্রতিদিন পরমায়ু পরিক্ষীণ হইতেছে, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত দেবতা বা গুরুর শরণাপন্ন হইতেছ না? নাস্তিকেরাই ইহলোকে মাংসশোণিতবর্দ্ধনে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পারলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে। যাহারা নিতান্ত মূঢ় ও ধর্ম্মদ্বেষ্টা, তাহাদের সহবাস করিলেও যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব তুমি ধর্ম্মপথারূঢ়, নিত্যসন্তুষ্ট, বেদজ্ঞ, বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাসনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবলে আপনার কুপথগামী চিত্তকে শাসন কর। যাহারা কেবল বর্ত্তমানদর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পরদিনের চিন্তা পরিত্যাগ করে; খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, সেই হতভাগ্য নাস্তিকেরাই এই ভারতবর্ষকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। অতঃপর ধর্ম্মসোপান অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি জ্ঞানবিহীন হইয়া ধর্ম্মসোপান অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ কর। কোষকার কীটের ন্যায় আপনি আপনাকে বদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছ, অচিরাৎ কুলান্তক নিয়মহীন নাস্তিকদিগকে বেণুর ন্যায় উদ্ধত ও অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি যোগময় পোত প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাবৃত কামক্রোধাদি মৃত্যুরূপ গ্রাহ ও জন্মরূপ বিষম হ্রদসংযুক্ত সংসারনদী উত্তীর্ণ হও। প্রতিদিনই লোকের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে এবং লোকসমুদায় নিরন্তর জরা মৃত্যুতে সমাক্রান্ত হইতেছে, অতএব ধর্ম্মপোত আশ্রয় করিয়া সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন কি শয়ন, কি উপবিষ্ট, সকলকেই অন্বেষণ করিতেছে, তখন সকলেই অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে; অতএব মনুষ্যের নিবৃত্তিসম্ভাবনা কোথায়? বৃক যেমন মেষ লইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থসঞ্চয়নিরত কামাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিময় জ্ঞানদীপ ধারণ কর। নতুবা তোমাকে অচিরাৎ অন্ধকারময় সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে। প্রাণিগণ অসংখ্য যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে অতি কষ্টে ব্রাহ্মণযোনি লাভ করে। তুমি এক্ষণে সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন না। তাঁহারা ইহলোকে ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। জন্মান্তরীণ বিবিধ তপোনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া বিষয়ভোগের অনুরোধে উহাতে অবজ্ঞা করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। অতএব তুমি কুশলপরায়ণ, মঙ্গলার্থী ও উদ্যোগশীল হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দমগুণের অনুশীলন করিতে যত্নবান্ হও। মানবগণের অব্যক্ত স্বভাব নিতান্ত সূক্ষ্ম, বয়ঃক্রমরূপী অশ্ব নিরন্তর প্রচ্ছন্নভাবে ধাবমান হইতেছে। দণ্ড মুহূর্ত্তাদি ঐ অশ্বের শরীর, মাস উহার অঙ্গ, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ উহার নেত্রদ্বয় এবং ক্ষণ, ক্রটী ও নিমেষাদি উহার রোম। যদি তুমি ঐ অশ্বকে নিরন্তর বেগে ধাবমান হইতে দেখিয়া জ্ঞানচক্ষুর্বিহীন না হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। যাহারা ইহলোকে সর্ব্বদা কামাসক্ত ও অনিষ্টসংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বিবিধ অধর্ম্মক্রিয়ানিবন্ধন পরলোকে যাতনাদেহ ধারণ করিয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণ ইহলোকে উত্তম ও অধম ব্যক্তিদিগের যথোচিত বিচার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোকে পুণ্যলোক লাভ করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন। যাহারা ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, পরলোকে ভীষণাকার কুক্কুর, অয়োমুখ, বক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষী এবং শোণিতলোলুপ কীটগণ তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই দশ বিধ বেদমর্য্যাদা অতিক্রম করে, পরলোকে সেই পাপাত্মাদিগকে যমালয়স্থ অসিপত্র নামক নরকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা ইহলোকে লুব্ধ, মিথ্যাপ্রিয়, কপটতাপরায়ণ ও চৌর্য্যপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি নীচকর্ম্মে নিরত হয়, তাহাদিগকে পরলোকে উষ্ণ বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন, অসিপত্র নরকে প্রবিষ্ট ও পরশুবন নরকে শয়ান হইয়া যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণের পদ দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং যাহার প্রভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইবে, সেই অনুপস্থিত জরার বিষয়েও তোমার কিছুমাত্র অনুধাবন নাই। এক্ষণে মোক্ষপথে গমন কর, কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ; অচিরাৎ সুখনাশক মহাভয় উপস্থিত হইবে, অতএব অবিলম্বে মুক্তিসুখলাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হও, তুমি যমরাজের শাসনানুসারে দেহান্তে যমপুরে নীত হইবে, অতএব পরকালের সুখসাধন নিমিত্ত কৃচ্ছ্রোপবাসাদি দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা কর। প্রচণ্ডধ্যানভিজ্ঞ কৃতান্ত নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার বন্ধুবান্ধবের প্রাণ হরণ করিবে, কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব অচিরাৎ পরলোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তুমি যখন নিতান্ত ব্যাকুল ও যমদূতের বশীভূত হইয়া দশ দিক্ বিঘূর্ণমান দেখিতে দেখিতে যমলোকে গমন করিবে, তৎকালে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অতএব এক্ষণে উৎকৃষ্ট সমাধিতে মনোনিবেশ কর। তুমি অচিরাৎ জ্ঞানসঞ্চয়ে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে তোমাকে পরলোকে প্রমাদপরিপূর্ণ পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কার্য্য স্মরণ করিয়া সন্তপ্ত হইতে হইবে না। বল, অঙ্গ ও মনোহর রূপহারিণী জরা তোমার কলেবর জর্জ্জরীভূত করিবে; অতএব কদাপি জ্ঞানসঞ্চয়ে আলস্য করিও না। কৃতান্ত রোগকে সহচর করিয়া তোমার প্রাণনাশের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক দেহভেদ করিবে, অতএব অচিরাৎ তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। দেহস্থ কামাদি রিপু তোমাকে নানা বিষয়ে প্রলোভন প্রদর্শন করিবে, অতএব প্রযত্নসহকারে পুণ্যসঞ্চয় কর। অতি অল্পদিনের পরে তোমাকে একাকী অন্ধকার দর্শন ও পর্ব্বতশিখরে স্বর্ণময় বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিতে হইবে, অতএব সর্ব্বতোভাবে সৎকার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। যে সকল ইন্দ্রিয় তোমার নিকট আপনাদিগকে মিত্র বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা তোমার শত্রু; উহারা অনায়াসে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিবে। অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পরম পদার্থের অন্বেষণ কর। যাহাতে রাজভয় ও চৌরভয় নাই, দেহান্তেও যাহাতে অধিকার থাকে, সেই ধন উপার্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ঐ ধন কেহই বিভাগ করিয়া লইতে পারে না। যদ্দ্বারা পরলোকে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সাধারণকে সেই জ্ঞানরত্ন প্রদান কর এবং যাহা অনশ্বর, স্বয়ং সেই ধন উপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হও। তুমি বিবেচনা করিয়াছ যে, বিষয়ভোগ করিয়া পশ্চাৎ মুক্তিপথাবলম্বী হইবে, কিন্তু তোমার ঐ রূপ অভিলাষ নিতান্ত নিষ্ফল, কারণ বিষয়ভোগ করিতে করিতেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; অতএব তুমি অচিরাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। লোকের পরলোকগমন সময়ে মাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য প্রিয় পরিবারবর্গ কখনই তাহার সহগমন করে না। কেবল শুভাশুভ কর্ম্মসমুদায়ই ঐ সময় সহচর হইয়া থাকে। সমুপার্জ্জিত ধন রত্নাদি কখনই লোকান্তরিত ব্যক্তির কার্য্যসাধক হয় না। আত্মাই পরলোকগত মনুষ্যের পুণ্যপাপের সাক্ষী-

স্বরূপ হইয়া থাকে। আত্মার তুল্য সাক্ষী আর কেহই নাই। মনুষ্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকগমনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার জীবাত্মা ভোগদেহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকৃত শুভাশুভ কার্য্য সমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন। শরীরস্থিত সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ু ইহারাও মনুষ্যের পাপ পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ। প্রকাশশীল দিবা ও গোপনশীল রাত্রি প্রতি-নিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল লোকের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে; অতএব তুমি অনন্তমনে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। পরলোকমার্গে নানা-বিধ ভয়ানক শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব তুমি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। একমাত্র কার্য্যই পরলোকে অনুগমন করিয়া থাকে। সে স্থলে কেহ কাহারও কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। মহর্ষি ও অপ্সরোগণ স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে বিমানচারী হইয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন। নিষ্পাপকলেবর পুণ্যাত্মা ইহলোকে যেরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, পরলোকে তাঁহাদের তদনু-রূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। মহানুভব গৃহস্থেরা উত্তম রূপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রজাপতিলোক, কেহ কেহ বৃহস্পতি লোক এবং কেহ কেহ বা ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। হে পুত্র! আমি সহস্র সহস্র বার বলিতে পারি যে, একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যকে সৎপথে নীত করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষে সমুপস্থিত হইয়াছ; অতঃপর আর বৃথা কালাতিপাত করা তোমার উচিত হইতেছে না। কৃতান্ত তোমার ইন্দ্রিয়বর্গকে ভোগবিহীন না করিতে করিতে তুমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সত্বর হও। অচিরাৎ আত্মজ্ঞান লাভ কর। দেহ বা পুত্রাদিতে তোমার প্রয়োজন কি? ভয়নিবারণ পরলোকহিতকর ধর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার শ্রেয়ঃ। কাল সকলকেই [illegible] করিয়া থাকে। কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারে না। হে পুত্র! আমি এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে তোমাকে যে সদুপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও। যে ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনার্থ ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান ও সমুদায় বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহাকে আর অজ্ঞান বা মোহজনিত দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এই পুরুষার্থ জ্ঞান শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের উপদেশ বলে ইহা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া উঠে। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে একান্ত অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ থাকিতে হয়। পাপাত্মারা কখনই ঐ পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা অনায়াসে উহা ছেদন করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করেন। যখন তোমাকে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন তোমার পুত্র বন্ধুবান্ধব ও বিভবে প্রয়োজন কি? তোমার পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুষেরা কোথায় গমন করিয়াছেন? এক্ষণে পরম প্রযত্নে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা কর। কল্য যাহা করিতে হইবে, তাহা অদ্যই সুসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই সম্পাদন করা উচিত। কারণ মৃত্যু মনুষ্যের কার্য্য সুসম্পন্ন হউক বা না হউক কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহাকে লইয়া প্রস্থান করে। মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ হইলেই জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব-গণ তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিয়া থাকে। কেহই তাহার সহগমন করে না। অতএব তুমি পাপমতাবলম্বী নির্দ্দয় নাস্তিকদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলস্যশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্মার অন্বেষণ কর। যখন সমুদায় লোকই কালকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, তখন আর কেন বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ; দৃঢ়তর ধৈর্য্য সহ-কারে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যে মহাত্মা পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় সম্যক্ রূপে অবগত হন, তিনি ইহলোকে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা দেহান্তরে আর মৃত্যু নাই বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রবীণে পদার্পণ করিলে আর মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। যাঁহারা উত্তরো-ত্তর ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর হন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত; আর যাহারা ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহারা নিতান্ত মূর্খ। সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যানুসারে স্বর্গাদি ফললাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। স্বর্গের সোপানভূত দুর্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যাহাতে উহা হইতে আর পরিভ্রষ্ট হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইয়া ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অতিক্রম না করিয়া স্বর্গলাভের উপায় অনুধাবন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পুণ্যকর্ম্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরমকালে তাঁহার নিমিত্ত শোক করা পুত্রাদির কর্ত্তব্য নহে। চঞ্চল না হইয়া দৃঢ়রূপে কর্ত্তব্য কার্য্যে মনঃসমাধান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয় এবং ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা তপো-বনে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক ভোগের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া তথায় উপরত হয়, তাহাদিগের অল্পমাত্র ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা গৃহস্থাশ্রমে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভোগের আস্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ ও তপোনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের নিশ্চয়ই সমধিক ধর্ম্মলাভ হয় এবং কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না। ইহলোকে মানবগণের সহস্র সহস্র পিতা মাতা ও শতশত স্ত্রী পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও সহিত কাহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে। সক-লেই যেমন স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে ফল লাভ করে, তুমিও তদ্রূপ আপনার কার্য্যানুসারে ফল লাভ করিবে; সুতরাং অন্যের সহিত সংশ্রবে প্রয়ো-জন কি? ইহলোকে যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাহাদিগেরই সহিত সকলে আত্মীয়তা করে; কিন্তু যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগের সহিত কেহই আত্মী-য়তা করে না; অতএব ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দরিদ্র হওয়াই শ্রেয়ঃ। মানবগণ স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া তাহার সন্তোষসাধনার্থ নানাবিধ অবৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে উভয়লোকে অশেষবিধ ক্লেশ-ভোগ করিতে হয়। অতএব দারপরিগ্রহ না করাই বিধেয়। ফলত এই জীবলোক ক্ষণবিনশ্বর; অতএব আমি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। যাহার পরলোকে মঙ্গললাভের বাসনা আছে, শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। কাল মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী সূর্য্যরূপ অগ্নি ও দিবারাত্রিরূপ কাষ্ঠ দ্বারা সমুদায় জীবকে পাক করিতেছে। যাহা হউক, যদি ধন থাকিতেও উহা দান ও উপভোগ, যদি অপরিসীম শক্তি থাকিতেও শত্রুসংহার, যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিতেও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং যদি জীবিতসত্ত্বে জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি অব-লম্বন না করা যায়, তাহা হইলে ঐ বৃথা ধন, বল, শাস্ত্রজ্ঞান ও জীবনে প্রয়োজন কি?

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে মোক্ষলাভে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা করিলে কি রূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহারা অনর্থকারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া অশেষবিধ দুর্ভিক্ষক্লেশ, ভয় ও মরণ তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুরজন্মে শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও ধনবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে অনুপম উৎসব ও স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পাপাত্মা নাস্তিক-দিগকে নিরন্তর ব্যাঘ্র হস্তী ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ তস্করগণে সমাকীর্ণ দুর্গম পথে পরিভ্রমণ করিতে হয়। দেবাতিথিপ্রিয় বদান্য যজ্ঞ-শীল সাধুগণ শুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধান্যের মধ্যে যেমন তুচ্ছধান্য ও পক্ষির মধ্যে যেমন দুর্গন্ধ কীট নিতান্ত নিকৃষ্ট, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে অধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলেরই অশ্রদ্ধেয় সন্দেহ নাই। মানবগণ গমন, শয়ন বা অন্যান্য যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই পুণ্যপাপজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরে তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। কাল সর্ব্বদাই ভূত সমুদায়কে আকর্ষণ করিতেছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অপ্রার্থিত হইয়াও ফল পুষ্পের ন্যায় যথাকালে সমুৎ-পন্ন হইয়া থাকে। মান, অপমান, লাভ, অলাভ এবং ক্ষয় ও অক্ষয় এই

সমুদায় প্রতিনিয়ত মানবগণকে আশ্রয় করিতেছে ; কেহই উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যগণ গর্ভবাসকালেও প্রাক্তন সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, লোকে যে অবস্থায় যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। সহস্র সহস্র ধেনু একত্র সমবেত থাকিলেও বৎস যেমন অন্যান্য ধেনুগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভূমণ্ডলস্থিত সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মলিন বস্ত্র যেমন সলিল দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ মহাত্মারা উপবাসাদি দ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া পরিণামে অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। যেমন পক্ষিগণের আকাশমার্গে ও মৎস্যগণের সলিল মধ্যে গতি নিরূপণ করা যায় না, তদ্রূপ পুণ্যবান্‌দিগের গতি নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অন্যের কথা শুনিয়া অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে ; প্রত্যুত আপনার হিতকর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের অমৃতময় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই ; অতএব উনি কি রূপে জন্মপরিগ্রহ এবং কি রূপেই বা সিদ্ধি লাভ করিলেন ? উঁহার জননী কে ? আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে শৈশবাবস্থায় কোন ব্যক্তিই যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, উনি বাল্যকালে কি রূপে তাদৃশ সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিলেন ? এই সমুদায় সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ; অতএব আপনি আনুপূর্ব্বিক ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! বয়স, পলিত, ধন বা বন্ধুবান্ধব দ্বারা মহর্ষিদিগের মাহাত্ম্য লাভ হয় না ; বেদাধ্যয়ন দ্বারা তাঁহাদিগের মহত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। তুমি আমাকে শুকের জন্ম প্রভৃতি যে সমুদায় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপস্যাই ঐ সমুদায়ের মূল কারণ। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত তপোনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ ইন্দ্রিয়সংসর্গনিবন্ধন বিবিধ দোষে সমাক্রান্ত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যোগাভ্যাস করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশও লাভ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি মহাত্মা শুকদেবের জন্ম, যোগফল ও সদ্গতি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে ভগবান্ ভূতনাথ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলরাজদুহিতা পার্ব্বতীর সহিত কর্ণিকার বনপরিপূর্ণ সুমেরুশৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, লোকপাল, সাধ্য, বসু, আদিত্য, রুদ্র, বায়ু, সরিৎ, সাগর, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ এবং দিবাকর, নিশাকর, ইন্দ্র, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও অশ্বিনীকুমার ইহাঁরা সকলে তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐ পর্ব্বতে তিনি বিচিত্র কর্ণিকার মালা ধারণ করিয়া জ্যোৎস্না পরিশোভিত নিশাকরের ন্যায় শোভমান হইয়াছিলেন। ঐ সময় যোগধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস সেই অসাধুজনদুর্লভ ভগবানের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় গুণসম্পন্ন পুত্রলাভ করিবার বাসনায় ইন্দ্রিয় সমুদায় রুদ্ধ করিয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ঐ রূপে দেবদেবের আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার এক শতবর্ষ অতীত হইল ; কিন্তু তথাপি তাঁহার বলের হ্রাস বা কোন প্রকার গ্লানি উপস্থিত হইল না। তদ্দর্শনে একবারে ত্রিলোক চমৎকৃত হইয়া উঠিল। ঐ সময় তাঁহার জটাভার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ তপঃপ্রভাবেই অদ্যাপি তাঁহার কেশকলাপ অনলশিখার ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে। অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর বেদব্যাসের সেই দৃঢ়তরা ভক্তি ও কঠোর তপোনুষ্ঠান দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দ্বৈপায়ন ! তুমি অচিরাৎ অগ্নি বায়ু, ভূমি, সলিল ও আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ পুত্রলাভ করিবে। ঐ পুত্র ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া মন, প্রাণ ও বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহাতে সমর্পণ করিবে। তাহার যশঃসৌরভে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে

হে ধর্ম্মরাজ ! আমি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি; তিনি সর্ব্বদাই আমার নিকট দেবচরিত সকল কীর্ত্তন করিতেন।

পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দেবদেব মহাদেব এইরূপ বর প্রদান করিলে সত্যবতীতনয় পরম পরিতুষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন মানসে অরণী কাষ্ঠদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্ন্যুৎপাদনের নিমিত্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ঘৃতাচী নামে এক পরম রূপবতী অপ্সরা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র মহর্ষি সহসা কামশরে নিতান্ত বিমোহিত হইলেন। ঘৃতাচী তাঁহাকে কামার্ত্ত দেখিয়া শুকপক্ষিণীর রূপধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। তখন কামাসক্ত মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে অন্যরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া বিশেষরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কাম নিবারণের চেষ্টায় অরণীমন্থন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন রূপেই চঞ্চলচিত্তকে সুস্থির করিতে পারিলেন না। ঐ সময় ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন সেই কাষ্ঠ মধ্যে সহসা তাঁহার শুক্র নিপতিত হইল। মহর্ষি বেদব্যাস তদ্দর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠঘর্ষণনিবন্ধন তত্রত্য শুক্র বারংবার বিলোড়িত হইল এবং অচিরাৎ তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শুক্র বিলোড়ন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুকনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শুকদেব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ভগবতী ভাগীরথী মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সলিল দ্বারা তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ঐ সময় সেই মহাত্মার নিমিত্ত আকাশ হইতে দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন ভূতলে নিপতিত হইল। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও হাহা হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তুতিগান, অপ্সরোগণ নৃত্য, বায়ু দিব্যকুসুমবর্ষণ ও দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদিদেবতা লোকপাল, দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তথায় আগমন করিলেন। ফলতঃ তৎকালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে বেদবিধানানুসারে শুকদেবের উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। দেবরাজ প্রীতিযুক্ত হইয়া শুকদেবকে অপূর্ব্ব কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করিলেন। হংস, শতপত্র, সারস ও শুকপ্রভৃতি পক্ষিগণ সহস্র সহস্রবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

অতুল তেজঃসম্পন্ন শুকদেব এইরূপে জন্মগ্রহণমাত্র ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অচিরাৎ তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তখন তিনি ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় বেদ-বেদাঙ্গ, ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেই বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য্যনিরত ও সমাহিত হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক জ্ঞানবলে সমুদায় মহর্ষি ও দেবতার মাননীয় হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অতি অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার আশ্রম সমুদায়ে নিতান্ত অশ্রদ্ধা ও মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনে একান্ত অভিলাষ জন্মিল।

ষড়্‌বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

হে ধর্ম্মরাজ ! এই রূপে মহাত্মা শুকদেবের অন্তঃকরণে মোক্ষাভিলাষ বদ্ধমূল হইলে, তিনি তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, পিতঃ ! আপনি মোক্ষধর্ম্মকুশল ; অতএব যাহাতে আমার চিত্ত প্রশান্ত হয়, আপনি তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। শুকদেব এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি মোক্ষ ও অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় অধ্যয়ন কর। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পিতার আজ্ঞানুসারে তাঁহার নিকট নিখিল যোগশাস্ত্র ও

কপিল মত অধ্যয়ন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে বেদব্যাস পুত্রকে মোক্ষধর্ম্মবিশারদ ও ব্রহ্মতুল্য প্রভাবশালী দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি মিথিলাধিপতি জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে মোক্ষ শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি গমনকালে স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষ পথ অবলম্বন না করিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অতি বিনীতভাবে তথায় গমন করিবে। পথিমধ্যে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের অন্বেষণ করিও না। তাহা করিলে তোমাকে সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবে। মিথিলাধিপতি আমাদের যজমান মনে করিয়া তাঁহার নিকট কিছুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করিও না। সর্ব্বদাই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিবে। তাহা হইলেই তিনি তোমার সমুদায় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, মোক্ষশাস্ত্রবিশারদ ও আমার যজমান। তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।

মহাত্মা ব্যাসদেব এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মাত্মা শুকদেব মিথিলা নগরে যাত্রা করিলেন। ঐ মহাত্মা অন্তরীক্ষ পথে সসাগরা পৃথিবী অতিক্রম করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা নিবন্ধন আকাশমার্গ অবলম্বন না করিয়া ভূতলে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত, নদী, তীর্থ, সরোবর, বিবিধ শ্বাপদাকীর্ণ অটবী, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চীন ও হূণ সেবিত জনপদ সকল দর্শন করিতে করিতে আর্য্যাবর্ত্তে আগমন করিলেন। তিনি ক্রমশঃ যত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, ততই রমণীয় পত্তন, সমৃদ্ধিশালী নগর, বিচিত্র রত্ন, সুবিস্তীর্ণ অতি মনোহর উদ্যান ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল না। পরিশেষে ঐ সকল ধর্ম্মাত্মা জনকের রক্ষিত বিদেহরাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ রাজ্য বহুতর গ্রামে বিভূষিত, সকল গ্রাম নানাবিধ অন্ন, পানীয় ও ভোজন দ্রব্যে পরিব্যাপ্ত, গোকুলসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী ঘোষপল্লী সুশোভিত, রাশি রাশি ধান্য ও গোধূমে সঙ্কীর্ণ, হংস ও সারস প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষীতে সমাকীর্ণ এবং রূপলাবণ্যসম্পন্ন অসংখ্য পদ্মিনী কামিনীজনে পরিপূর্ণ। মহাত্মা শুকদেব সেই সুসমৃদ্ধজনসেবিত বিদেহ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে মিথিলার অতি রমণীয় উপবনে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ উপবনে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বিবিধ স্ত্রী পুরুষ দর্শন করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তবিকার জন্মিল না। পরিশেষে তিনি সেই উপবন অতিক্রম করিয়া মোক্ষবিষয় চিন্তা করিতে করিতে মিথিলা নগরে সমুপস্থিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে উহার প্রথমকক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারপালগণ অতিকঠোর বাক্যে তাঁহাকে নিবারণ করিল। তাহাদিগের বাক্যে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সেই আতপতাপিত প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ক্ষুধা, পিপাসা, রৌদ্র ও পথশ্রম জন্য তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। অনন্তর ঐ দ্বারপালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাত্মা শুকদেবকে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার যথাসাধ্য পূজা করিয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করাইল। তিনি তথায় উপবিষ্ট হইয়া মোক্ষবিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কি সুশীতল ছায়া কি প্রচণ্ড রৌদ্র উভয়ই তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল।

মহাত্মা শুকদেব এইরূপে দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবিষ্ট ও সমাসীন হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে রাজমন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তৃতীয় কক্ষায়, কেলিসরোবরসম্পন্ন, পুষ্পিত পাদপসমাকীর্ণ, অমরাবতী সদৃশ অতি রমণীয় প্রমদাবনে প্রবেশ করিলেন, এবং অবিলম্বে তাঁহাকে আসনপ্রদান করিতে আদেশ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মন্ত্রীবর প্রস্থান করিলে নিবিড়নিতম্বিনী, সূক্ষ্ম রক্তাম্বরধারিণী, তরুণবয়স্কা পঞ্চাশৎ বারবিলাসিনী তথায় আগমন পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে শুকদেবকে পাদ্যাদিপ্রদান করিয়া অনতিবিলম্বে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিল। ঐ বারবিলাসিনীরা সকলেই প্রিয়দর্শনা, উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা, আলাপকুশলা, নৃত্যগীতে সুনিপুণা, হৃদয়জ্ঞা ও কামোপযোগী ব্যবহারে দক্ষা এবং সকলেই ঈষৎহাস্যবদনে কথা কহিয়া থাকে। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের আহার সমাপ্ত হইলে ঐ সকল বারবিলাসিনী তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হাস্য, গীত ও নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিল; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ক্রোধবিজয়ী বিশুদ্ধাত্মা দ্বৈপায়নতনয় কিছুতেই হৃষ্ট বা বিরক্ত হইলেন না!

অনন্তর সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে বারবনিতাগণ শুকদেবকে মহামূল্য আস্তরণ সমাস্তীর্ণ রত্নজালভূষিত দিব্যশয়নীয় ও আসন প্রদান করিল। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক ধ্যাননিরত হইয়া পূর্ব্বরাত্র অতিবাহিত করিলেন। পরে মধ্যরাত্রে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শেষরাত্রে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শৌচক্রিয়া সমাধান করিয়া পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যান সময়েও বারবনিতাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়াছিল; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার মন বিচলিত করিতে পারে নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা শুকদেব এইরূপে জনকরাজভবনে এক দিবারাত্র অতিবাহিত করিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজর্ষি জনক স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক অমাত্য ও অন্তঃপুরিকাগণ সমভিব্যাহারে গুরুপুত্র শুকদেবের সমীপে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুরোহিত উৎকৃষ্ট আস্তরণে সমাবৃত আসন ও বিবিধ রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে তথায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক পুরোহিতের নিকট হইতে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসন গ্রহণপূর্ব্বক মহাত্মা শুকদেবকে প্রদান করিলেন এবং তিনি সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য ও গোদান পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। তখন তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা শুকদেব যথাবিধি জনকের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। রাজর্ষি জনক গুরুপুত্রের আজ্ঞাক্রমে অনুচরবর্গের সহিত ভূতলে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার কুশল সমাচার নিবেদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার আগমনের কারণ পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

তখন মহাত্মা শুকদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার পিতা বেদব্যাস আমাকে কহিলেন, বৎস! প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গে যদি তোমার সংশয় থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার যজমান মোক্ষধর্ম্মবিশারদ বিদেহরাজ জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমার সমুদায় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। আমি পিতার এই আদেশানুসারে সংশয়নাশের নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ এবং জ্ঞান ও তপস্যা এই দুইটীর মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমুদায় বিষয় আমার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

জনক কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণের জন্মাবধি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অসূয়া পরিত্যাগ, গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা প্রথমত গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগত হইবেন। তৎপরে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক অসূয়াবিহীন, আহিতাগ্নি ও স্বদারনিরত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন। তদনন্তর বনবাসী হইয়া শাস্ত্রানুসারে প্রতিনিয়ত অতিথিদিগের সৎকার ও হোমকার্য্যে নিরত থাকিবেন এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিষয়রাগবিহীন ও সুখদুঃখ পরিবর্জ্জিত হইয়া জীবাত্মাতে অগ্নিসংস্থাপনপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! যদি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পূর্ব্বেই হৃদয়ে মোক্ষধর্ম্মের মূল সনাতনজ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে বাস করা কর্ত্তব্য?

জনক কহিলেন, ভগবন্! যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ গুরুসম্বন্ধ ভিন্ন কখনই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।

নুদেশ করিয়া থাকেন। অতএব গুরুর নিকট জ্ঞানলাভপূর্ব্বক সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ লোকসমুদায়ের ধর্ম্মশিক্ষা ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুচ্ছেদের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য সেই নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বহুজন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি বহু জন্মের সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায় বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মোক্ষলাভ করিতে পারিলে গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সর্ব্বদা রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে নিবেশিত করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

জলচর যেমন সলিলে অবস্থান করিয়াও উহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ মনুষ্য সমুদায় প্রাণীতে আপনাকে ও আপনাতে সমুদায় প্রাণীকে অবস্থিত দেখিয়াও নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করিবে। যে মহাত্মা ইহলোকে সুখদুঃখ পরিত্যাগী ও দেহহইতে বিমুক্ত হইয়া [illegible]লাভ করিতে পারেন, তিনি পর লোকে পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধগামী হইয়া অনন্তসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহারাজ যযাতি যেরূপ মোক্ষ বিষয়ক বাক্য কহিয়া গিয়াছেন, মোক্ষবিশারদ ব্রাহ্মণগণ যাহা সবিশেষ অবগত আছেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। সমাহিতচিত্ত মহাত্মারাই আত্মবুদ্ধিতে সমুদায় প্রাণীর অন্তর্গত একমাত্র পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। মনুষ্য যখন অন্যকে ভয় প্রদর্শন অথবা অন্য হইতে আপনার ভয়ের আশঙ্কা না করিয়া কামনা ও দ্বেষ এককালে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়; যখন কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের কোন অনিষ্টাচরণ না করে; যখন কাম, ক্রোধ ও মোহকারিণী ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া মনের সহিত জীবাত্মাকে সংযোজিত করিতে পারে, যখন প্রিয় ও অপ্রিয় কথা শ্রবণ এবং প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু দর্শনে কিছুমাত্র আহ্লাদিত বা শোকান্বিত না হয় এবং যখন স্তুতি নিন্দা, কাঞ্চন লোষ্ট্র, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, অর্থ অনর্থ, প্রিয় অপ্রিয় ও জীবন মরণ সমান বলিয়া জ্ঞান করে, তখনই তাহার পরমাৎ ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ সন্ন্যাসী মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সঙ্কুচিত করিবেন। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকারাবৃত গৃহ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মা লক্ষিত হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আমি এক্ষণে মোক্ষোপযোগী যে যে কর্ম্মগুণ কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায় এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য মোক্ষোপযোগী বিষয় সমুদায় আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। গুরু বেদব্যাসের প্রসাদে আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। আমি সেই জ্ঞানবলে আপনার আগমন বৃত্তান্ত ও আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আপনি সমধিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট গতি ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও আপনার প্রভাব অবগত হইতে অসমর্থ রহিয়াছেন। বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও বালকত্ব, সংশয় বা ভয় প্রযুক্ত আপনার পরম গতি লাভ হইতেছে না। মোক্ষলাভার্থী ব্যক্তিগণ, মাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ছিন্নসংশয় হইয়া দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ আচার দ্বারা পরম গতি লাভ করিতে পারেন। আপনি বিজ্ঞানসম্পন্ন স্থিরবুদ্ধি ও লোভহীন হইয়াছেন; কেবল অনুষ্ঠানের অভাব বশত আপনার ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইতেছে না। সুখ, দুঃখ, লোভ, নৃত্যগীতে অনুরাগ, বন্ধুস্নেহ, শত্রুভয় ও ভেদবুদ্ধি আপনার অন্তর হইতে একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আপনি যে অনাময় পরম পথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আমার ও অন্যান্য মনীষিগণের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে আপনার কিছুই অবিদিত নাই। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন

অষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! রাজর্ষি জনক এই কথা কহিলে, ধর্ম্মাত্মা শুকদেব আত্মসাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হইয়া হিমালয় পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া বায়ুবেগে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদও ঐ পর্ব্বত সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং ভ্রমর, পাণিকপোত, খঞ্জন, জীবঞ্জীবক, বিচিত্রবর্ণ ময়ূর, রাজহংস ও কোকিলগণের কলরবে পরিপূর্ণ। বিহগরাজ গরুড় প্রতিনিয়ত উহাতে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল চতুষ্টয় জগতের হিতসাধনার্থ দেবতা ও ঋষিগণের সহিত সর্ব্বদা উহাতে আগমন করেন। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু পুত্রকামনায় ঐ স্থানে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে মহাবীর কার্ত্তিকেয় ত্রিলোককে তৃণতুল্য বোধ করিয়া এই বলিয়া ভূতলে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, যদি এই ত্রিলোকমধ্যে কেহ আমা অপেক্ষা সমধিক বলবান্, ব্রাহ্মণপ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই মন্নিক্ষিপ্ত শক্তি উদ্ধৃত বা কম্পিত করুন। কুমার এই বলিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিলে ত্রিলোকমধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধারের চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ দেব, অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদায়কে সংক্ষুব্ধ সন্দর্শন করিয়া কর্ত্তব্য বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কার্ত্তিকেয়ের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্তে সেই প্রজ্বলিত শক্তি ধারণ পূর্ব্বক বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শক্তি কম্পিত হইবামাত্র পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ সমুদায় পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ শক্তি সমুদ্ধৃত করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু ঐ সময় কার্ত্তিকেয়ের গৌরবরক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কম্পিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি প্রহ্লাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দৈত্যরাজ! কার্ত্তিকেয়ের পরাক্রম অবলোকন কর। এই শক্তি উদ্ধার করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, প্রহ্লাদ তাঁহার সদৃশ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ শক্তি উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই উহা কম্পিত করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান্ বৃষভধ্বজ ঐ পর্ব্বতের উত্তরদিকে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমস্থান অদ্যাপি প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিবেষ্টিত ও আদিত্যপর্ব্বত নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। তথায় পাপাত্মা মনুষ্যদিগের গমন করা দূরে থাক, যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণও সে স্থলে গমন করিতে সমর্থ নহে। ঐ আশ্রম দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমাবৃত। ভগবান্ হুতাশন মহাদেবের বিঘ্নবিনাশার্থ মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করেন। ভগবান্ ভূতপতি ঐ স্থানে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপঃপ্রভাবে দেবগণকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিয়াছিলেন।

পরাশরপুত্র মহাতপস্বী বেদব্যাস সেই পর্ব্বতপ্রধান হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈলকে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গ হইতেই তাঁহার সেই রমণীয় আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় গমন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শরাসননির্ম্মুক্ত শরযষ্টির ন্যায় অন্যের অসহ্য তেজঃসহ যোগযুক্ত পুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব প্রথমে পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনা এবং পরিশেষে মহা আহ্লাদে সতীর্থদিগকে আলিঙ্গন করিয়া পিতার নিকট জনক রাজার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

শুকদেব আগমন করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যদিগের সহিত তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া সেই হিমালয় পর্ব্বতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিষ্যগণের সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপন হইল। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে একদা শিষ্যগণ দ্বৈপায়নের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গুরো! আপনার প্রসাদে আমাদিগের যথেষ্ট তেজ ও যশ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট আমাদের আর একমাত্র প্রার্থনা আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা পূর্ণ করুন। তখন মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমাকে তোমাদিগের

কি হিতসাধন করিতে হইবে তাহা অচিরাৎ প্রকাশ কর। মহাত্মা দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে, শিষ্যগণ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রীত হওয়াতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের এই বরপ্রার্থনা যে, আপনার অন্য কোন শিষ্য যেন আমাদিগের তুল্য খ্যাতিলাভ করিতে না পারে। আমরা চারিজন এবং শুকপুত্র আপনার এই পাঁচ শিষ্য ভিন্ন ইহলোকে যেন আর কেহ বেদপ্রতিষ্ঠাতা না হয়।

শিষ্যগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! ব্রাহ্মণ, বেদশুশ্রূষু এবং ব্রহ্মলোক গমনে একান্ত যত্নশীল ব্যক্তিকে বেদোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা যত্নসহকারে উত্তমরূপে বেদ বিস্তার কর। শিষ্য, ব্রতপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও বেদোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে; শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া বিদ্যাদান করা নিতান্ত অনুচিত। অগ্নিতে দাহন, শিলায় ঘর্ষণ ও ছেদন দ্বারা যেমন বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ কুল ও গুণাদির সবিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করা উচিত। তোমরা কখন শিষ্যকে অনুচিত বা ভয়াবহ কার্য্যে নিয়োগ করিও না। তোমাদিগের স্ব স্ব বুদ্ধি, বিদ্যা ও অধ্যয়ন সফল হইবে। তোমরা সকলেই অতি দুর্গম স্থান হইতে সমুত্তীর্ণ হও এবং তোমাদিগের মঙ্গললাভ হউক। ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চারিবর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইতে পারা যায়। বেদাধ্যয়ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য। দেবগণকে স্তব করিবার নিমিত্ত ভগবান্ প্রজাপতি বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মোহবশত বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করে, তাহাকে সেই নিন্দানিবন্ধন নিশ্চয়ই পরাভূত হইতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে প্রশ্ন এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান না করে, তাহারা উভয়েই অধর্ম্মভাগী ও নিন্দনীয় হইয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট বেদাধ্যাপনা বিধি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা ইহা বিস্মৃত না হইয়া শিষ্যদিগের হিতানুষ্ঠানে নিরত হও।

একোনত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বেদব্যাস এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার শিষ্যগণ পরমানন্দে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, গুরু উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে যে রূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, আমরা কখনই তাহা বিস্মৃত হইব না। শিষ্যগণ পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনর্ব্বার বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গুরো! যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমরা এই পর্ব্বত হইতে পৃথিবীতলে গমন করিয়া, বেদ সমুদায় বিবিধ প্রকারে বিভক্ত করি। তখন ভগবান্ ব্যাসদেব শিষ্যগণের সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকরবাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! কি ভূর্লোক, কি দেবলোক, তোমাদিগের যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা হয়, সেই স্থানেই গমন কর; কিন্তু সর্ব্বদা সাবধান হইয়া কালযাপন করিবে। অতি অল্পকালমাত্র আলোচনা না করিলেই বেদশাস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নিরত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাপন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পৌরোহিত্য দ্বারা জনসমাজে বিখ্যাত ও দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ প্রস্থান করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয়পুত্র শুকদেবের সহিত নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদপাঠে বিরত হইয়া চিন্তাকুলের ন্যায় কি নিমিত্ত মৌনভাবে কালযাপন করিতেছেন? এই পর্ব্বত বেদধ্বনি বিহীন হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত শোভাশূন্য হইয়াছে। এই পর্ব্বতে দেবর্ষি, মহর্ষি, দেবতা গন্ধর্ব্বগণ বাস করিতেছেন বটে; কিন্তু বেদধ্বনি না থাকাতে ইহা ব্যাধমন্দিরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব বিষয়ে কৌতূহল সম্পন্ন। আপনি আমার প্রতি আমার অনুকূল বাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন। ত্রিলোকমধ্যে, যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে শিষ্যগণকে না দেখিয়া আমার মন অস্থির হইয়াছে; এই নিমিত্তই আমি মৌনভাবে অবস্থান করিতেছি। যাহা হউক, অতঃপর আপনি আমাকে যে কার্য্য করিতে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

নারদ কহিলেন, মহর্ষে! পণ্ডিতেরা অনাবৃত্তিকে বেদের, অব্রতকে ব্রাহ্মণের, বাহীকজাতিকে পৃথিবীর ও কৌতূহলকে স্ত্রীগণের কলঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি পুত্রের সহিত সমবেত হইয়া বেদনিনাদ দ্বারা নিশাচরভয়জনিত মোহ নিরাকৃত করুন।

মহাত্মা নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া লোক সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা পিতাপুত্রে বেদ অভ্যাস করিতেছেন, এমন সময় সহসা শব্দায়মান প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাত্মা বেদব্যাস অনধ্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া পুত্রকে বেদপাঠ করিতে নিবারণ করিলেন। শুকদেব নিবারিত হইবামাত্র বেদপাঠে বিরত হইয়া পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! বায়ু কোথা হইতে উৎপন্ন হইল এবং উহার কার্য্য কিরূপ, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মহর্ষি বেদব্যাস অনধ্যায়কালে বালক পুত্রের সেই বিজ্ঞানসম্পর্কীয় প্রশ্ন শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমার দিব্য জ্ঞান উপস্থিত ও মন নিশ্চল হইয়াছে এবং তুমি রজ ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়াছ। যেমন আদর্শে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ তুমি আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিতেছ। এক্ষণে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বেদ সমুদায় বিচার করিয়া এই বিষয়ের চিন্তা কর, তাহা হইলে অবগত হইতে পারিবে। পণ্ডিতেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পথকে দেবযান ও তমোগুণ সম্ভূত পথকেই পিতৃযান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেহান্তে যাঁহারা দেবযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে, আর যাহারা পিতৃযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদিগকে বারংবার অধঃপতিত হইতে হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সাত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা দুর্জ্জয় সমান বায়ুকে ইন্দ্রিয়গণের, উদান বায়ুকে সমানের, ব্যান বায়ুকে উদানের, অপান বায়ুকে ব্যানের এবং প্রাণ বায়ুকে অপানের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দুর্দ্ধর্ষ প্রাণ বায়ু অনপত্য। সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ এই পাঁচটি বায়ুর অপর পাঁচটি নাম সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, আবহ ও প্রবহ। এতদ্ভিন্ন পরিবহ ও পরাবহ নামে আর দুইটি বায়ু আছে।

অতঃপর ঐ সাত বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবহনামক প্রথম বায়ু ধূমজ ও উষ্মজ মেঘজালকে সঞ্চালন পূর্ব্বক আকাশপথে বিদ্যুদগ্নি হইয়া অতুল তেজ ধারণ করে, ঐ বায়ু প্রাণিগণের শরীরস্থ সমুদায় চেষ্টা সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণ নামে অভিহিত হয়। আবহ নামে দ্বিতীয় বায়ু ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের উদয় সম্পাদন করে। উহার অপর নাম অপান। উদ্বহ নামক বেগবান্ তৃতীয় বায়ু চারি সমুদ্র হইতে সলিল গ্রহণপূর্ব্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া সেই মেঘ সমুদায়কে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সমর্পণ করে। উহার আর একটী নাম উদান। সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু মেঘ সমুদায়কে পৃথক্ রূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে। মেঘমণ্ডল ঐ বায়ুর প্রভাবেই কখন বারি বর্ষণ ও কখন বা ঘনীভূত হইয়া জলবর্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। উহার অপর নাম সমান। বিবহনামক পঞ্চম বায়ু প্রচণ্ডবেগে বৃক্ষ সমুদায়কে উৎপাটিত এবং প্রলয়কালীন মেঘ ও ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশসূচক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে। উহার অপর নাম ব্যান। পরিবহ নামক ষষ্ঠবায়ু আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর জল অবষ্টম্ভন করিয়া রাখিয়াছে; সেই নিমিত্ত ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গেই বিচরণ করে। ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎপ্রকাশক সহস্রাংশু সূর্য্য এক রশ্মির ন্যায় লক্ষিত

হইয়া থাকেন। ঐ বায়ু পরিক্ষীণ চন্দ্রমণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত করে। পরাবহ নামক দুর্নিবার্য্য সপ্তম বায়ু অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণসংহার করে। মৃত্যু ও যম উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা উহাকে দর্শন করা অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ বায়ু ধ্যানস্থ মহাত্মাদিগের নিকট অমৃতরূপে পরিণত হয়। দক্ষপ্রজাপতির দশ সহস্র পুত্র ঐ বায়ুর বল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। ঐ বায়ুকে স্পর্শ করিতে পারিলে আর সংসারসাগরে নিপতিত হইতে হয় না। এই অদ্ভুত সপ্তবায়ু দিতির পুত্র। ইহারা নিরন্তর সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেখ, সেই সাত বায়ুর প্রভাবে এই ভূধরশ্রেষ্ঠ হিমাচল পর্ব্বত কম্পিত হইতেছে। যখন ঐ সমুদায় বায়ু বিষ্ণুর নিশ্বাস বায়ু দ্বারা [illegible] বেগে সঞ্চালিত হয়, তখন সমুদায় জগৎ একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইলে, ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হন। [illegible] সময় বেদাধ্যয়ন করিলে, বেদ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া থাকে। ব্যাসদেব পুত্রকে ইহা কহিয়া বায়ুবেগ নিবৃত্তির পর তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক মন্দাকিনীতীরে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বেদব্যাস গমন করিলে দেবর্ষি নারদ আকাশপথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বাধ্যায়নিরত মহাত্মা শুকদেবের সমীপে পুনরায় সমুপস্থিত হইলেন। ব্যাসতনয় নারদকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বেদার্থ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে বেদবিধি অনুসারে তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ শুকের ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি তোমার কোন্ শ্রেয়স্কর কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা কীর্ত্তন কর। শুকদেব কহিলেন, দেবর্ষে! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ইহলোকে যাহা হিতকর, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

নারদ কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ ভগবান সনৎকুমারের নিকট তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, বিদ্যার সদৃশ চক্ষু, সত্যতুল্য তপস্যা, দানের ন্যায় সুখ এবং বিষয়ানুরাগের সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্তি, পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃপদার্থ। এই দুঃখনিদান মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যিনি বিষয়ে আসক্ত হন, তাঁহাকে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি আর কখন দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হন না। ফলতঃ বিষয়াসক্তিই দুঃখের মূল কারণ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সতত বিচলিত হয় এবং সে মোহজালে জড়িত হইয়া কি ইহলোক কি পরলোক উভয় লোকেই অনন্ত কাল দুঃখভোগ করে। কাম ও ক্রোধ শ্রেয়োনাশের আদিকারণ। অতএব ঐ দুই শত্রুকে নিপীড়িত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রোধ হইতে তপস্যাকে, মৎসরতা হইতে আত্মশ্রীকে, মানাপমান হইতে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনৃশংসতার সদৃশ ধর্ম্ম, ক্ষমার তুল্য বল, আত্মজ্ঞানের সমান জ্ঞান এবং সত্যের সমান শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই। সত্য বাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে সত্য বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিতকর বাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। আমার মতে যে বাক্য দ্বারা জীবের সবিশেষ মঙ্গল লাভ হয় তাহাই সত্য বাক্য। যিনি দারপরিগ্রহ না করেন এবং আহারাদি সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান ও পণ্ডিত। যাঁহারা সঙ্কুচিত ও নির্ব্বিকার হইয়া ইন্দ্রিয় সমুদায় বশীভূত করিয়া অনাসক্ত চিত্তে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহারা অচিরাৎ মুক্ত হইয়া শান্তিলাভে সমর্থ হন। যাহাদিগের কোন জীবের সহিত সম্বন্ধ, সংস্পর্শন ও সম্ভাষণ না থাকে, তাঁহারাই শ্রেয়োলাভের উপযুক্ত পাত্র। কোন প্রাণীর হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। সকলের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করা বিধেয় নহে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সমুদায় বিষয়ে অনৈশ্বর্য্য, নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচপলতাই পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হও। যাহাকে আশ্রয় করিলে কি ইহলোকে কি পরলোকে কোন লোকেই শোক বা ভয়ের লেশমাত্র থাকে না, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। লোভবিহীন ব্যক্তিরা কিছুতেই শোকযুক্ত হন না। অতএব লোভ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি তপোনুষ্ঠাননিরত, তত্ত্বজ্ঞসম্পন্ন ও সংযতাত্মা হইয়া ব্রহ্মপদলাভের বাসনা করেন সঙ্গপরিত্যাগ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বিষয়াসক্ত না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে কখনই দুঃখভোগ করিতে হয় না। যিনি আপনার চতুর্দ্দিকে দাম্পত্যসুখপরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত। তাঁহাকে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না। কর্ম্মবশীভূত মানবগণ শুভকার্য্যবলে দেবত্ব, শুভাশুভকার্য্যবলে মনুষ্যত্ব এবং অশুভ কর্ম্মফলে অধোগতিলাভ করিয়া থাকে। সকলমনুষ্যই যে জরামৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? তুমি অহিতকে হিত, অধ্রুবকে ধ্রুব ও অনর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং কি নিমিত্তই বা মোহবশত কোষকার কীটের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ রহিয়াছ। পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর। অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কোষকার কীট স্বীয় মুখলালা পরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গে একান্ত অনুরক্ত হইলে পঙ্কনিমগ্ন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইতে হয়। মানবগণ জাল দ্বারা জল হইতে সমুদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় স্নেহজালে জড়িত হইয়া বিবিধ দুঃখভোগ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর ও সঞ্চিত ধন সমুদায় পরলোকে সহগামী হয় না; কেবল পুণ্য পাপ পরলোকে সহচর হইয়া থাকে। যখন তোমাকে সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালের বশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে হইবে, তখন তুমি কি নিমিত্ত স্বকার্য্যসাধনে যত্নবান্ না হইয়া অনর্থক বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছ। তুমি অবলম্বন ও পাথেয় সঞ্চয় না করিয়া কিরূপে একাকী পরলোকগমনে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম পথে গমন করিবে? তুমি পরলোকে প্রস্থান করিলে সুকৃত ও দুষ্কৃত ব্যতীত আর কেহই অনুগমন করিবে না। বিদ্যা, কর্ম্ম, শৌচ ও বিবিধ জ্ঞান দ্বারা পরমার্থের অনুসন্ধান করিতে হয়। পরমার্থ সিদ্ধি হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে অনুরক্ত হওয়া [illegible] হয়। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা [illegible] পাশ ছেদন করিয়া [illegible] লাভ করেন, কিন্তু দুরাত্মারা [illegible] ক্রমেই উহা [illegible] সংসারনদী অতি ভীষণ। [illegible] নদীর [illegible], [illegible] উহার [illegible], [illegible] উহার দ্বীপ, রস উহার প্রবাহ, [illegible] উহার পঙ্ক [illegible]। ক্ষমারূপ ক্ষেপণীসম্পন্ন সত্যধৈর্য্যরূপ আবর্ত্তযুক্ত [illegible] শরীরনৌকা দ্বারা ঐ নদী পার হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি [illegible] পরিত্যাগ [illegible] ধর্ম্ম [illegible] পরিত্যাগ [illegible], [illegible] সত্য মিথ্যা এবং পরমার্থতত্ত্বনির্ণয় দ্বারা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া [illegible] এই অস্থিময়স্থূণ, মাংসশোণিতলিপ্ত চর্ম্মাচ্ছাদিত মূত্রপুরীষপরিপূর্ণ, জরাশোকসমাকুল রোগের আকরস্বরূপ [illegible] দেহ পরিত্যাগ কর। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সার পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন [illegible] পঞ্চমহাভূত পাঁচ ইন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু এবং [illegible] ও সত্ত্বাদিগুণ এই সপ্তদশ [illegible] অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐ সপ্তদশ অব্যক্ত পদার্থ [illegible], অহঙ্কার ও মনঃ এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ [illegible] বলিয়া [illegible]। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই উভয় নামেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে সংযুক্ত হইলেই পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অতি সুখকর এবং জীবন ও মৃত্যু এই উভয় নিতান্ত দুঃখাবহ। যিনি যথার্থরূপে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইতে পারেন, নিত্য অনিত্য উভয় বস্তু তাঁহার [illegible] হয়। জ্ঞেয় পদার্থ সমুদায় পারম্পর্য্যক্রমেই পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থকে ব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুমেয় পদার্থকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মাতে সর্ব্বলোক পরিব্যাপ্ত ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বলোক নিহিত অবলোকন করেন। তাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না। তিনি সেই শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বদা সমুদায় জীবকে সন্দর্শন করেন। যিনি জ্ঞানবলে মোহজনিত বিবিধ ক্লেশ অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অশুভ সম্মিলন করিতে হয় না এবং তিনি কখনই স্বীয় বুদ্ধি প্রকাশ দ্বারা চিরাচরিত মা-

অতিক্রম করেন না। মোক্ষতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমাত্মাকে জন্মমৃত্যুবিহীন শরীরস্থিত নিরাকার নির্লিপ্ত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লোকে একবার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার জীবহিংসা দ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন তাহাকে পুনরায় বিবিধ নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অপথ্যসেবী আতুরের ন্যায় নিতান্ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। মোহান্ধ ব্যক্তিরাই বিবিধ দুঃখকে সুখজ্ঞান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করে। তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারমধ্যে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হয়। অতএব তুমি সংসারবন্ধবিহীন ও কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিজয়ী ও সিদ্ধ হও। পূর্ব্বকালে অনেক মহাত্মা তপোবলে সংসারবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত সুখসংবর্দ্ধনী সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

একত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! শোকনাশন শান্তিকর শাস্ত্র শ্রবণ করিলে বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ ও পরম সুখ অনুভব হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র প্রকার শোক ও ভয় প্রতিদিন মূঢ়দিগকেই আশ্রয় করে; পণ্ডিতেরা কখনই ঐ সমুদায়ে অভিভূত হন না। এক্ষণে আমি তোমার অনিষ্ট নাশের নিমিত্ত তোমাকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে পারিলেই শোক সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অল্পবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিরাই অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্টবিয়োগ নিবন্ধন মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়; অতএব অতীত বস্তুর অনুচিন্তা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যাহারা অতীত বিষয়ের চিন্তায় আসক্ত হয়, তাহারা কোন কালেই স্নেহপাশ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। মহাত্মারা কোন বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবার উপক্রম হইলে সেই বিষয় অনিষ্টজনক ও দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ ও যশোলাভে বঞ্চিত হইয়া অতিকষ্টে কাল হরণ করিতে হয়। অনুতাপ দ্বারা কখনই অতীত বিষয় লাভ করা যায় না। সমুদায় প্রাণীই কখন বিষয় প্রাপ্ত ও কখন বা বিষয়চ্যুত হইতেছে। ইহলোকে কোন ব্যক্তিই সমুদায় ঘটনা দ্বারা শোকযুক্ত হয় না। যাহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অথবা প্রিয় বস্তুর বিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করে তাহারা দুঃখ দ্বারা দুঃখই লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে জন্ম মরণ প্রবাহ অবলোকন করিয়া ইষ্টবিয়োগে শোক প্রকাশ ও অশ্রুপাত না করেন, তাঁহারাই যথার্থ সম্যগ্দর্শী। কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে যদি প্রভূত যত্ন দ্বারাও উহা নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে ঐ দুঃখের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। চিন্তা না করাই দুঃখশান্তি করিবার মহৌষধ। চিন্তা করিলে কখনই দুঃখের হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবেই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। নির্ব্বোধ লোকের ন্যায় শোক হর্ষাদিতে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য ও প্রিয়সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই ঐ সমুদায় বিষয়ে আসক্ত হন না। ইহলোকে সকলেরই পুত্রাদিবিয়োগ হইতেছে; অতএব তন্নিবন্ধন শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি পুত্রাদিবিয়োগ দর্শনে শোকের উপক্রম হয়, তাহা হইলে প্রযত্ন সহকারে উহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রায় সমুদায় মনুষ্যকেই সুখের পর বহুবিধ দুঃখভোগ করিতে হয় এবং সকলেই মোহবশত বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও মৃত্যুকে অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কখনই শোক করেন না। অর্থ উপার্জ্জন, রক্ষা ও পরিত্যাগ করিবার সময় বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে ক্লেশ প্রদান করে; অতএব অর্থনাশনিবন্ধন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় ব্যক্তিরাই উত্তরোত্তর ধনের উন্নতি লাভ করত বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই বিনষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। কালক্রমেই সমুদায় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, সমুদায় উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ এবং জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ হইবে। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই। সন্তোষই পরমসুখের মূল; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই পরম ধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। আয়ু নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; নিমেষমাত্র ও উহার বিশ্রাম নাই। অতএব শরীর যখন চিরস্থায়ী নহে, তখন ইহলৌকিক কোন বিষয়ই চিন্তা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা মনের অগোচর সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারাই পরম গতি লাভে সমর্থ হন। ব্যাঘ্র যেমন পশুকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ, মৃত্যু অর্থান্বেষণপরায়ণ বিষয়ভোগে অতৃপ্ত মূঢ়দিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অতএব মৃত্যুযন্ত্রণা মোচনের উপায় চিন্তা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ শোকবিহীন হইয়া কার্য্যারম্ভ এবং বিষয়মুক্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। কি বলবান্, কি নির্ধন যে ব্যক্তি যে সময়ে রূপ রসাদি বিষয় সমুদায় ভোগ করে, তাহার তৎকালেই সুখলাভ হয়; কিন্তু পরে সেই সুখের লেশমাত্রও থাকে না। যখন পরস্পর সংযোগের পূর্ব্বে প্রাণিগণের দুঃখ উপস্থিত হয় না, তখন পরস্পরের বিয়োগে শোক করা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। মানবগণ ধৈর্য্য দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যাঁহারা কি পূজ্য, কি ইতর সমুদায় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কালহরণ এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বনিরত, নিরপেক্ষ ও লোভহীন হইয়া আত্মাকে সহায় করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, তাহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরুষ, কি প্রজ্ঞা, কি নীতিবল কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায় না যাহা হউক, স্বভাবত সর্ব্বদা সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাবধান ব্যক্তিকে অবসন্ন হইতে হয় না। জরা, মৃত্যু ও রোগ হইতে প্রিয়তম আত্মাকে উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; শারীরিক ও মানসিক রোগ সমুদায় ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধনুর্দ্ধরনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ সায়কের ন্যায় শরীরকে নিতান্ত নিপীড়িত করে। রোগার্ত্ত একান্ত অবসন্ন জীবিততৃষ্ণাপরায়ণ মানবদিগের শরীর ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। দিবা ও রজনী জীবগণের আয় গ্রহণ করিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত অপক্রান্ত হইতেছে, কখনই প্রত্যাগত হইবে না। কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ পর্য্যায়ক্রমে অনবরত গমনাগমন করিয়া মানবগণকে জীর্ণ করিতেছে। সূর্য্য স্বয়ং অজর; কিন্তু উনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদিত ও অস্তমিত হইয়া জীবগণের সুখ দুঃখ জীর্ণ করিতেছেন। রাত্রিও মানবদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব ইষ্টানিষ্ট ঘটনা সমুদায়কে সহচর করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

যদি ক্রিয়াফল সমুদায় পরাধীন না হইত, তাহা হইলে যে যাহা বাসনা করিত, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। অনেক সময় অনেক নিয়মধারী কার্য্যদক্ষ মতিমান্ ব্যক্তিও সমুদায় সৎকর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়, আবার অনেক সময় অনেক নির্গুণ নরাধম মূর্খও উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। ইহলোকে কেহ কেহ সর্ব্বদা লোকের হিংসা ও বঞ্চনা করিয়াও পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে; কেহ কেহ বিনা চেষ্টায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে, আবার কেহ কেহ বা বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

আর দেখ, মানবদিগের বীর্য্য এক স্থানে সম্ভূত হইয়া পুনরায় অন্য স্থানে গমন পূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন করিতেছে। উহা অনেক সময় যথাস্থানে নিবেশিত হইয়াও গর্ভ উৎপাদন না করিয়াই চ্যুতকুসুমের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ পুত্রার্থ নানাবিধ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না; আবার কেহ কেহ বা গর্ভকে ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় ক্লেশকর জ্ঞান করিয়াও দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করিতেছে। অনেকা-

নেক কুলকামিনী পুত্রকামনায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দশ মাস গর্ভধারণ করিয়া কুলাঙ্গার পুত্র প্রসব করে। কেহ কেহ জন্মাবধি পিতৃসঞ্চিত ধন ধান্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে। আবার কেহ কেহ বা চিরকাল দুঃখে অতিবাহিত করিতেছে। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহযোগ সময়ে পুরুষের শুক্র জীবরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে সে নৌকার উপর সংস্থাপিত নৌকার ন্যায় মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই শুক্র উদরমধ্যে থাকিয়া অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তুর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যায় না। সকলকেই মূত্র পুরীষের আধার গর্ভমধ্যে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে গর্ভমধ্যে বাস ও উহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না। কেহ কেহ গর্ভস্রাবে, কেহ কেহ জন্মপরিগ্রহের সময় এবং কেহ কেহ জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থাবির্য্য ও প্রাণরোধ প্রভৃতি দশা সমুদায় দেহকেই আক্রমণ করে; আত্মাকে কখনই আশ্রয় করে না। লোকে রোগে একান্ত আক্রান্ত হইলে তাহার উত্থানশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন সে আরোগ্য লাভের নিমিত্ত সুনিপুণ চিকিৎসকগণকে বিপুল অর্থ প্রদান করে; কিন্তু চিকিৎসকগণ যাহার পর নাই যত্নবান্ হইয়াও উহাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমে ঔষধসঞ্চয়নিরত সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণকেও ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগগণের ন্যায় দারুণ রোগে সমাক্রান্ত হইতে হয়। তাহারা বিবিধ কটু কষায় রস ও ঘৃত পান করিয়াও জরার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যাহাদিগের চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা থাকে, রোগ তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। দেখ মৃগপক্ষী শ্বাপদ ও দরিদ্রগণকে কেহই চিকিৎসা করে না; অথচ তাহারা প্রায়ই সুস্থ শরীরে কাল হরণ করিতেছে। কিন্তু উগ্রতেজা দুর্দ্ধর্ষ নরপতিগণ নিরন্তর বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ পাইতেছেন। এইরূপে মানবগণ সংসারসাগরের প্রবল স্রোতে নিক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইয়া সতত শোকমোহে পরিব্যাপ্ত ও বেদনায় নিতান্ত সমাক্রান্ত হইতেছে। কেহই ধন, রাজ্য বা কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদি সকল কার্য্যেরই উদ্যোগ সফল হইত, তাহা হইলে ইহলোকে কাহাকেও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অনেকানেক অপ্রমত্ত সরলস্বভাব পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সুরাপানে উন্মত্ত, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূঢ়দিগের উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্লেশ সমুপস্থিত হইলে নিবারণের উপায় বিধান করিবার পূর্ব্বেই অনায়াসে উহা হইতে বিমুক্ত হয় এবং কেহ কেহ বা আপনার বিপুল অর্থ থাকিতে ও উহা প্রাপ্ত না হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করে। ইহলোকে কর্ম্মনিষ্ঠদিগের কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন ফলের বিষম বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, কেহ কেহ শিবিকায় আরোহণ, আবার কেহ কেহ বা শিবিকা বহন করিয়া গমন করিতেছে। কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিতেছে, আবার কেহ কেহ বা রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রীবিরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে, আবার শত শত স্ত্রীও পুরুষ বিরহে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এইরূপে সমুদায় প্রাণীকেই কামনানিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়; অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া প্রথমত জ্ঞানবলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট পরম গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন।

তপোধনাগ্রগণ্য নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করিলে বহুতর কষ্টভোগ করিতে হয়, আর বেদবিদ্যার অনুশীলনও সামান্য পরিশ্রমের সাধ্য নহে। অতএব অল্পায়াসসাধ্য নিত্য স্থান প্রাপ্ত করিতে না পারিলে কিছুতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ স্থান কিরূপ? মহাত্মা শুকদেব এইরূপে অতি অল্পকালমাত্র তর্ক বিতর্ক করিলেই নিত্যস্থান যে কিরূপ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তিনি পুনরায় মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা, আমি কিরূপে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিব। ঐ স্থানে গমন করিলে আর আমাকে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে না; কাহারও সহিত আমার কিছুমাত্র সংসর্গ থাকিবে না; আমার আত্মা এককালে শান্তিলাভ করিবে এবং আমি অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে যোগ ব্যতীত সেই পরম পদ লাভের উপায়ান্তর নাই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হন না। অতএব আমি যোগবলে এই কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বায়ুভূত হইয়া তেজোরাশিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করিব। চন্দ্র দেবগণের সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একবার ভূতলে নিপতিত ও পুনর্ব্বার স্বর্গে অধিরূঢ় হন এবং বারংবার তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে না। চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি বা পতন নাই। তিনি নিরন্তর তীক্ষ্ণ কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোক সমুদায়কে তাপিত করিতেছেন। অতএব আমি এই কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিক্সমুদায়, আকাশ, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিব। আজি দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার যোগবল দর্শন করুন। যোগবলে সমুদায় প্রাণীতেই আমার অব্যর্থ গতিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মা শুকদেব মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লোকবিশ্রুত নারদের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতা বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রের সেইরূপ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে যোগানুষ্ঠানার্থ প্রস্থানোদ্যত বিবেচনা করিয়া পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় চরিতার্থ করি। বেদব্যাস এইরূপ সস্নেহ বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা শুকদেব তাঁহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মোক্ষলাভের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সিদ্ধগণ-নিষেবিত কৈলাসপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক পরিচ্ছন্ন জনশূন্য সমতল প্রদেশে উপবেশন করিয়া পাদ অবধি কেশাগ্রপর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে একমাত্র আত্মাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে দিবাকর উদিত হইলে পূর্ব্বাস্য হইয়া বিনীতভাবে কর চরণ সংযমন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিলেন। যে স্থানে শুকদেব যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তথায় পক্ষীর কোলাহল বা জনমানবের সঞ্চারমাত্র রহিল না। তিনি অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আপনার যোগের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করত কহিলেন, তপোধন। আপনি আমাকে যোগপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার অনুকম্পায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট গতি লাভ করিব। দ্বৈপায়নতনয় শুক এই বলিয়া নারদকে অভিবাদন ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় যোগে মনোনিবেশ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বিচরণ লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে মনোমারুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সূর্য্যোজ্জলসঙ্কাশ মহাত্মা শুকদেব ত্রিলোককে আত্মময় বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরপথে গমন করিতে লাগিলেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে অব্যগ্রমনে অকুতোভয়ে গমন করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, সিদ্ধ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ এবং দেহের উত্তরার্দ্ধ লম্বিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। ইনি কে?

অনন্তর সেই পরম ধর্মপরায়ণ ত্রিলোকবিশ্রুত মহাত্মা শুকদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গম্ভীর শব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করত ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। পঞ্চচূড়াদি অপ্সরোগণ তাঁহাকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে পরস্পর কহিতে লাগিল, এই মহাত্মা উৎকৃষ্ট গতিলাভ পূর্ব্বক বিমুক্তের ন্যায় নিস্পৃহভাবে এই দিকে আগমন করিতেছেন; ইনি কোন্ দেবতা? অনন্তর শুকদেব সেই স্থান হইতে মলয় পর্ব্বতাভিমুখে ধাবমান হইয়া ক্রমে ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। ঐ পর্ব্বতে অপ্সরা উর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি বাস করিতেছিল। উহারা শুককে সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তিকে কহিল; দেখ, বেদাভ্যাস-নিরত ব্রাহ্মণের কি বুদ্ধির একাগ্রতা। ইনি পিতৃশুশ্রূষা দ্বারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া অনতিকালমধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিতেছেন। ইনি পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পিতার অতিশয় প্রিয়। ইঁহার পিতা ইঁহাকে কিরূপে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন।

উর্ব্বশী এই কথা কহিবামাত্র ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের পিতৃবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দিক্, শৈল, কানন, সরিৎ ও সরোবরসমুদায়ের প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে সম্ভ্রান্তচিত্তে শুকদেবকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই শৈলকানন প্রভৃতি সকলকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে আত্মীয়গণ! যদি আমার পিতা আমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে আমাকে আহ্বান করিতে করিতে আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তোমরা সকলে সমাহিতমনে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। তোমরা আমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন আমার এই কাক্যটী অবশ্য অবশ্য রক্ষা করিও। মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে দিঙ্মণ্ডল, কানন, শৈল, সমুদ্র ও নদী সমুদায় তাঁহাকে কহিল, মহাত্মন্! আপনি যেরূপ অনুজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। আপনার পিতা মহর্ষি ব্যাস আপনাকে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

চতুস্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

মহাতপস্বী শুকদেব শৈলকানন প্রভৃতিকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যজনিত চতুর্ব্বিধ দোষ এবং তম, রজ ও সত্ত্বগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত হইয়া ধূমশূন্য পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ মহাত্মা পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে উল্কাপাত, দিগ্দাহ ও ভূমিকম্প প্রভৃতি বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। বৃক্ষশাখা ও পর্ব্বতশৃঙ্গ সমুদায় নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন নির্ঘাত শব্দে হিমালয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভাস্করের প্রভা একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ হইল এবং হ্রদ, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তখন সেই মহাত্মার তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র সুগন্ধ বারি বর্ষণ ও পবনদেব দিব্যগন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা শুকদেব উত্তরদিকে হিমাচল ও মেরু পর্ব্বতের পরস্পর সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ ও রজতময় শতযোজনবিস্তীর্ণ অতি মনোহর শৃঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি সেই শৃঙ্গদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র উহারা তাঁহার গতিরোধ করিতে না পারিয়া সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান করিল। শুকদেব অচিরাৎ সেই পথ দিয়া নির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিল। স্বর্গে দেবতাদিগের ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ এবং ঐ হিমালয়নিবাসী যাবতীয় প্রাণী মুক্তকণ্ঠে দ্বৈপায়ন-তনয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে পুষ্পিত বৃক্ষ ও উপবনযুক্ত অতি রমণীয়া মন্দাকিনী সন্দর্শন করিলেন। ঐ নদীতে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপ্সরোগণ বিবস্ত্র হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা শুকদেবকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না।

ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শুকদেবের ঊর্দ্ধপ্রয়াণের বিষয় অবগত হইয়া পুত্রস্নেহনিবন্ধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শুকদেব এককালে মমতাশূন্য হইয়া বায়ুর ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যোগ-গতিপ্রভাবে নিমেষমধ্যে শুকদেব যে স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথমে আকাশ-মার্গে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা শুক-দেব পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ঐ সময় মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া শুকদেবের অলৌকিক কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের ঊর্দ্ধপ্রয়াণ-বার্ত্তা সবিশেষ অবগত হইয়া হা বৎস! হা বৎস! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত ত্রিলোক অনুনাদিত করিলেন। তখন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ধর্ম্মাত্মা শুকদেব সর্ব্বগামী হইয়া পর্ব্বতাদি সকল পদার্থ হইতে 'ভো' এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সমুদায় বিশ্বমধ্যে 'ভো' এই একাক্ষর শব্দ সমুচ্চারিত হইল। সেই অবধি অদ্যাপি গিরিগহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার প্রতিশব্দ প্রাদুর্ভূত হয়

ধর্ম্মাত্মা শুকদেব এইরূপে শব্দাদি গুণসমুদায়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস অমিততেজা স্বীয় পুত্রের প্রভাব দর্শন পূর্ব্বক সেই হিমালয়প্রস্থদেশে আসীন হইয়া তাঁহার বিষয় অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন সেই মন্দাকিনী তীরস্থিত বিবস্ত্র অপ্সরোগণ তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া কেহ কেহ জলে নিমগ্ন, কেহ কেহ বনমধ্যে প্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ বা স্ব স্ব বসনগ্রহণে একান্ত তৎপর হইল। মহাত্মা ব্যাস-দেব তদ্দর্শনে পুত্রকে মুক্ত ও আপনাকে বিষয়াসক্ত বিবেচনা করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জায় সমাক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণপূজিত ভগবান্ পিনাকপাণি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রশোকার্ত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট আগমন পূর্ব্বক সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমিও তোমাকে তোমার প্রার্থনানুরূপ পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরম গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ। নগর ও পর্ব্বত সমুদায় যে পর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তির ঘোষণা হইবে। এক্ষণে আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে স্বীয় পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিতে পারিবে। ভগবান্ ভূতপতি ব্যাসদেবকে এইরূপ বর প্রদান করিলে তিনি পুত্রসদৃশ ছায়া সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে ধর্ম্মাত্মা শুকদেবের জন্ম ও সদ্গতি প্রভৃতি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপস্বী বেদব্যাস বারংবার এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি এই মোক্ষধর্ম্মযুক্ত পরম পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে শান্তগুণাবলম্বী হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারেন।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের বাসনা করিবেন, কোন্ দেব-তার আরাধনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য? তিনি কাহার প্রসাদে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং কোন্ বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হোম করা তাঁহার আবশ্যক? লোক মুক্ত হইলে কোন্ স্থানে গমন করে? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না? দেবতা ও পিতৃগণের পিতা কে এবং কোন্ পুরুষই বা সেই দেবতা ও পিতৃগণের পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ? এই সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যে সকল নিগূঢ় প্রশ্ন করিলে, আমি ভগবান্ নারায়ণের প্রসন্নতা ও জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে তর্কশাস্ত্রানু-

সারে শতবর্ষেও এই সমুদায়ের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইতাম না। একণে এই উপলক্ষে নারায়ণ ও নারদ সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন, সত্য-যুগে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়েই বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। তৎকালে তাঁহাদিগের তপোবল ও তেজ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, দেবগণও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে দেবের প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন।

একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়ের ইচ্ছানুসারে সুমেরুশৃঙ্গ হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমনপূর্ব্বক তত্রত্য সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে নর ও নারায়ণের আহ্নিক সময়ে বদরিকাশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পুলকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! এই স্থান দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদায় লোকের আবাসভূমি। ইহাতে ভগবান্ নর ও নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজি সেই ভগবানের অংশ নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরির অনুগ্রহে আমার ধর্ম্মোপার্জ্জন সফল হইল। পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ও হরি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। একণে মহাত্মা নর ও নারায়ণ এই স্থানেই তপস্যা করিতেছেন। এই তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাপুরুষদ্বয় একণে আহ্নিকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ইঁহারা পরব্রহ্মস্বরূপ। ইঁহাদিগের আবার আহ্নিকক্রিয়া কি? ইঁহারা সর্ব্বভূতের পিতা ও দেবতা স্বরূপ হইয়া কোন্ দেবতার বা কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেবর্ষি নারদ ভক্তিভাবে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা নর ও নারায়ণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও দেবতা ও পিতৃগণের পূজা সমাধান পূর্ব্বক দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন।

তখন তপোধনাগ্রগণ্য নারদ, নর ও নারায়ণের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাত্মা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! বেদ, বেদাঙ্গ ও পুরাণ সমুদায়ে তোমার গুণ বর্ণিত আছে। তুমি অজ, ধাতা, নিত্য ও অমৃত স্বরূপ। তোমাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চারি আশ্রমবাসী লোকেরা সকলেই তোমাকে নানারূপে নিরন্তর উপাসনা করে এবং পণ্ডিতেরা তোমাকেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি আজি কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করিতেছ?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি একণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা নিতান্ত নিগূঢ়, উহা প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে; কিন্তু আমি তোমার ভক্তি দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি; সুতরাং উহা তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে হইল। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সর্ব্বভূত হইতে অতীত; পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যাহা হইতে সত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক প্রকৃতিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা সেই পরমাত্মাকেই পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি; উঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা বা ব্রাহ্মণ কেহই নাই। তিনিই আমাদিগের আত্মাস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই লোকোৎপত্তির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই আজ্ঞানুসারে মানবগণ দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, সূর্য্য, চন্দ্র, কর্দ্দম, ক্রোধ, বিক্রীত ও প্রচেতা এই একবিংশতি প্রজাপতি সেই পরমাত্মার প্রসাদে দেব ও পৈত্র কার্য্যসমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার সনাতন নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্ব স্ব অভীষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন। স্বর্গবাসী প্রাণিগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীর, পঞ্চদশ কলাত্মক স্থূলশরীর, সত্বাদি গুণত্রয় ও কর্ম্মসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মুক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবত নির্গুণ হইয়াও কেবল মায়াপ্রভাবেই সগুণ বলিয়া অভিহিত হন। আমরা সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞান-বলে তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি। বেদাধ্যায়-নিরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা পরিণামে সেই পরমপদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। আমি তোমার ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তোমার নিকট এই সমুদায় গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ সকল লোকের আশ্রয়স্থান ভগবান্ নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি স্বয়ম্ভু হইয়াও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মের আলয়ে চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। একণে তুমি স্বকার্য্যসাধন কর। আমি অদ্য তোমার শ্বেতদ্বীপস্থিত আদ্য মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করি। আমি সতত গুরুলোকের অর্চ্চনা করিয়া থাকি; অন্যের গোপনীয় বিষয় কদাচ প্রকাশ করি নাই; যত্ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান করিয়াছি কখনই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, অন্যায়লব্ধ দ্রব্যে উদরপূরণ, পরদারাপহরণ, অপবিত্রস্থানে সঞ্চরণ বা অন্যের দানগ্রহণ করি নাই, শত্রু ও মিত্রকে তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি এবং নিরন্তর ভক্তিভাবে সেই আদি দেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছি। যখন আমি এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা শুদ্ধসত্ব হইয়াছি, তখন সেই অনন্তদেবের দর্শন লাভ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নহে। তখন মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে নিত্যধর্ম্মের রক্ষক ভগবান্ নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার অভিলষিত স্থানে গমন কর।

তখন দেবর্ষি নারদ সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া উহার শিখরদেশে ক্ষণকাল উপবেশন পূর্ব্বক বায়ুকোণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, ক্ষীর সমুদ্রের উত্তরদিকে শ্বেতনামে অতি বিস্তীর্ণ দ্বীপ বিরাজমান রহিয়াছে, উহা সুমেরু পর্ব্বতের মূল হইতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন উচ্চ। ঐ দ্বীপে বহুসংখ্য বিশুদ্ধসত্বসম্পন্ন পুরুষ বাস করেন। উঁহারা প্রাকৃতিক স্থূলদেহবিমুক্ত, শব্দাদিবিষয়ভোগশূন্য, নিশ্চেষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও পাপবিরহিত। পাপাত্মারা উঁহাদিগকে অবলোকন করিলে তাহাদের নেত্র দগ্ধ হইয়া যায়। উঁহাদিগের দেহ বজ্রাস্থির ন্যায় সুদৃঢ়, মস্তক ছত্রাকার ও চরণতল রেখাশতসংযুক্ত। উঁহারা মান ও অপমানে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। উঁহাদিগের মুখ চারিটি, ক্ষুদ্র দন্ত যাটটি ও দীর্ঘ দন্ত আটটি। ঐ সমস্ত অলৌকিক রূপ-যৌবনসম্পন্ন যোগপ্রভাবসিদ্ধ বলবীর্য্যযুক্ত মহাপুরুষেরা, যাঁহা হইতে বেদ, ধর্ম্ম এবং প্রশান্তচিত্ত মুনি, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী কালকেও গ্রাস করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইন্দ্রিয়শূন্য, নিরাহার, স্পন্দবিরহিত, সুগন্ধযুক্ত শ্বেতদ্বীপনিবাসী পুরুষেরা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের কিরূপ সদ্গতিই বা লাভ হইবে? ইহলোকে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা কি শ্বেতদ্বীপনিবাসীদিগের ন্যায় লক্ষণসম্পন্ন হন? আপনি সকল বিষয়েই জ্ঞাত আছেন; অতএব একণে আমার এই সংশয় ছেদ করুন। ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যে কথা শ্রবণ করিয়াছি, একণে তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান উপলক্ষে সেই সুবিস্তীর্ণ অতি উৎকৃষ্ট কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে উপরিচর নামে হরিভক্তিপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। উঁহার তুল্য পিতৃভক্তিপরায়ণ ও অনলস ভূপতি আর কেহই ছিলেন না। ইন্দ্রের সহিত

উঁহার সবিশেষ সদ্ভাব ছিল। ঐ মহীপাল পূর্ব্বে নারায়ণের বর-প্রভাবে সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। উনি সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করিতেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অন্নদান করিয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ সত্যপরায়ণ ও দয়াবান্ ভূপতি অনাদি অনন্ত লোকস্রষ্টা দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণুকে অন্তরের সহিত ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার গাঢ়তর বিষ্ণুভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া উঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন ও এক আসনে উপবেশন করিতেন। রাজা উপরিচর আপনার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, স্ত্রী ও যানবাহন প্রভৃতি সমুদায় ভোগ্যবস্তু নারায়ণপ্রসাদলব্ধ বলিয়া তাঁহাকেই সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞীয় কার্য্যসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার আলয়ে পঞ্চরাত্রবিৎ প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়েরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভোগ্য দ্রব্য সমুদায় প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ভোজন করিতেন। ঐ মহীপাল যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে কদাচ মিথ্যা বাক্য বিনিঃসৃত বা মনোমধ্যে কোনরূপ অসৎ কল্পনা সমুদিত হইত না। অতি অল্পমাত্র পাপ কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতেন না। ঐ রাজা সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে প্রজাপালন করিতেন এক্ষণে ঐ নীতিশাস্ত্র যে রূপে প্রণীত হইল, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সুমেরুপর্ব্বতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও ও মহাতেজা বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি অবস্থান করিতেন। ঐ সপ্তর্ষি-মণ্ডল চিত্রশিখণ্ডী নামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উঁহাদিগের অষ্টম। ঐ সমস্ত একাগ্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সংযমী ত্রিকালজ্ঞ সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি লোকসকলকে স্ব স্ব নিয়মে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। উঁহারা একমতাবলম্বন পূর্ব্বক লোকের হিতকর বিষয়সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া বেদচতুষ্টয়সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। ঐ শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তিত এবং ভূর্লোক ও দ্যুলোকের নানাপ্রকার নিয়মপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সমস্ত মহর্ষি অন্যান্য তপোধনের সহিত দেবমানের সহস্র বৎসর ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী সরস্বতীকে উঁহাদের শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করাতে সরস্বতী লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত উঁহাদের শরীরে প্রবেশ করেন। তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ দেবী সরস্বতীর সাহায্য লাভ করিয়া সেই শব্দ, অর্থ ও হেতুযুক্ত শাস্ত্র প্রণয়নে কৃতকার্য্য হন। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের অগ্রে প্রস্তুত হয়। মহর্ষিগণ এই প্রকার স্বরসমলঙ্কৃত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পরম কারুণিক নারায়ণকে শ্রবণ করাইলেন। অচিন্ত্যদেহ ভগবান্ নারায়ণ ঐ শাস্ত্র শ্রবণে যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে সেই তপোধনগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা এই যে লক্ষ শ্লোকাত্মক উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছ, ইহা হইতেই সমগ্র লোক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদের অবিরোধী; সুতরাং ইহাই লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণস্বরূপ হইবে। ব্রহ্মার প্রসন্নতা, রুদ্রদেবের ক্রোধ, তোমাদিগের প্রজাসৃষ্টি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ভূমি, সলিল, অগ্নি, নক্ষত্র ও অন্যান্য ভূতগণের স্ব স্ব অধিকারে, অবস্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের আত্মাশ্রয়বিষয়ে যেমন কাহারই সংশয় উপস্থিত হয় না, সেই রূপ আমি কহিতেছি, তোমাদিগের এই শাস্ত্রে কদাচ কাহারই সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন। বৃহস্পতি ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া তোমাদিগের এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে সকলকে উপদেশ দিবেন। ইঁহারা সর্ব্বত্র এই শাস্ত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে রাজা উপরিচর বৃহস্পতি হইতে ইহা লাভ করিবেন। সেই রাজা সদ্ভাবসম্পন্ন ও আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তিপরায়ণ হইবেন। তিনি তোমাদিগের এই শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। তোমাদের প্রণীত এই শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও গুহ্যবিষয় সমুদায় বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোমরা এই নীতিশাস্ত্র প্রচার করিয়া পুত্রলাভ করিবে এবং রাজা উপরিচরও ইহার প্রভাবে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন। উপরিচরের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে এই সনাতন নীতিশাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে। পুরুষোত্তম নারায়ণ এই বলিয়া সেই তপোধনকে বিদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। অনন্তর সত্যযুগে বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ করিলে সেই মহর্ষিগণ তাঁহার হস্তে সেই বেদবেদান্তমূলক নীতিশাস্ত্রের প্রচারভার সমর্পণ করিয়া তপোনুষ্ঠানার্থ অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৎস! মহাকল্পের অবসানে নানাগুণসম্পন্ন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেবতাদিগের পৌরহিত্য গ্রহণ করিলে দেবগণ যার পর নাই সুখী হইয়াছিলেন। মহারাজ উপরিচর তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট সপ্তর্ষি প্রণীত সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ রাজা দৈববিধি অনুসারে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য পালন করিতেন। উনি মহা-সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা এবং প্রজাপতিপুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত, মহর্ষি ধনুষাখ্য, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, মেধাতিথি, তাণ্ড্য, শান্তি, বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা কপিল, আদ্য, কঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিত্তিরি, মহর্ষি কণ্ব ও দেবহোত্র সদস্য হইয়াছিলেন। নরপতির আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞভূমিতে সমুদায় যজ্ঞীয়দ্রব্যসম্ভার সঞ্চিত হইয়াছিল। মহারাজ উপরিচর এরূপ অহিংসাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি ঐ যজ্ঞেও পশুহত্যা করেন নাই; অরণ্যসম্ভূত বস্তু দ্বারায় যজ্ঞভাগ সমুদায় কল্পিত হইয়াছিল। সংসার-ভারহর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহাকেই আত্মরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ হরণ করেন। ঐ সময় আর কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তখন ভগবান্ বৃহস্পতি অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইল দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ কল্পিত ও আকাশপথে মহাবেগে স্রুক্ উদ্যত করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে রাজা উপরিচরকে কহিলেন, মহারাজ! এই আমি ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশে যে যজ্ঞভাগ স্থাপন করিলাম, ইহা তিনি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার সমক্ষে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপরিচরের যজ্ঞে সমুদায় দেবতা মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ কি নিমিত্ত অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগহরণে প্রবৃত্ত হইলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তখন মহারাজ উপরিচর ও সদস্যগণ বৃহস্পতিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ক্রোধ করা সত্যযুগের ধর্ম্ম নহে; অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি যে দেবতার ভাগ কল্পনা করিতেছেন, তাঁহার ক্রোধ নাই। ঐ মহাত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই উঁহাকে দর্শন করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারই তাঁহাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই তখন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাত্মা একত, দ্বিত ও ত্রিত বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুরগুরো! আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র! পূর্ব্বে আমরা দেবদেব সনাতন নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদসাগরের অদূরবর্ত্তী সুমেরুর উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমন পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিতচিত্তে সহস্র বর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ঐ তপোনুষ্ঠান সমাপনের পর আমাদিগের অবভৃত স্নানসময়ে স্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে এই আকাশবাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ বটে; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করা তোমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর ভাগে শ্বেতদ্বীপ নামে এক প্রভাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ঐ দ্বীপে চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী বহুসংখ্যক মহাত্মা বাস করেন। উঁহারা সকলেই ইন্দ্রিয়বিহীন, স্পন্দহীন, সুগন্ধযুক্ত ও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ। ঐ মহাত্মারাই পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন। ঐ স্থানে দেবদেব নারায়ণের আবির্ভাব রহিয়াছে। অতএব তোমরা যদি তথায় গমন করিতে পার, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারিবে।

এইরূপ দৈববাণী হইলে আমরা উহা শ্রবণ করিবমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র

হইয়া ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দৈবনির্দ্দিষ্ট মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম; কিন্তু সেই স্থানে গমন করিবামাত্র আমাদিগের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা সেই পরম পুরুষের কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদিগের জ্ঞানোদয় হইলে আমরা, কঠোর তপোবল না থাকিলে কেহই সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, এই বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে পুনরায় সাত বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলাম। আমাদিগের ঐ তপস্যা সমাপ্ত হইলে দেখিলাম, চন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাত্মারা কেহ প্রাঙ্মুখ ও কেহ উদঙ্মুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। যুগক্ষয়ে সূর্য্যের যেরূপ প্রভা প্রকাশিত হয়, শ্বেতদ্বীপবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ প্রভাসম্পন্ন। আমরা তত্রত্য সমুদয় ব্যক্তিকে তুল্যরূপ তেজঃসম্পন্ন দেখিয়া সেই দ্বীপকে তেজের আবাস বলিয়া বোধ করিলাম। অনন্তর যুগপৎ সমুত্থিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা সহসা আমাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ সময় সেই শ্বেতদ্বীপনিবাসী মহাত্মারা আমিই সর্ব্বাগ্রে গমন করিব; এই কথা কহিতে কহিতে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করত সেই তেজঃপুঞ্জাভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। তৎকালে সেই অলৌকিক তেজঃপ্রভাবে সহসা আমাদিগের দৃষ্টি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি সমুদায় প্রতিহত হইয়া গেল। তখন কেবল একমাত্র শব্দ আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমার জয় হউক, হে হৃষীকেশ! তুমি বিশ্বভাবন মহাপুরুষ ও সকলের আদি, তোমাকে নমস্কার। ঐ সময় বিবিধ গন্ধযুক্ত পবিত্র সমীরণ দিব্য পুষ্প ও ওষধি বহন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই তেজস্বী পুরুষগণ পরম ভক্তিসহকারে কায়মনোবাক্যে সেই তেজঃপুঞ্জের পূজা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান্ নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহার মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ু প্রতিনিবৃত্ত ও পূজোপহার সমুদায় প্রদত্ত হইলে, আমরা নিতান্ত চিন্তাকুল হইলাম। ঐ সময় সেই বিশুদ্ধযোনিসম্ভূত সহস্র সহস্র মহাত্মার মধ্যে একজনও আমাদিগের প্রতি মনঃসংযোগ বা দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাঁহারা সকলেই স্বস্থচিত্তে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি চিত্ত সমাধান করিয়া রহিলেন।

এইরূপে আমরা ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া সেই স্থানে নিষণ্ণ হইলে ক্ষণকাল পরে এই আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল যে, হে মুনিগণ! তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিলে, ইঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য; ইঁহারা ভগবান্ নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন। তোমরা অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান কর। ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না। বহুকাল তপশ্চরণ করিতে করিতে একবারে তদ্গতচিত্ত হইতে পারিলেই সেই দুর্নিরীক্ষ্য নারায়ণকে সন্দর্শন করিতে পারা যায়। এখনও তোমাদের কর্ম্ম শেষ হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে তোমাদিগকে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সত্যযুগ অতীত হইয়া বৈবস্বত কল্পে পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাদিগকে তাঁহাদের সহচর হইতে হইবে।

হে সুরাচার্য্য! আমরা তৎকালে সেই অমৃততুল্য অদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম। আমরা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা ও হব্য কব্য প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কিরূপে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে। ভগবান্ নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, হব্যকব্যভোক্তা, জরামৃত্যুবিহীন, সূক্ষ্ম ও দেবদানবগণের পূজিত।

হে ধর্ম্মরাজ! একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্যগণ এইরূপে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বৃহস্পতি দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সত্যধর্ম্মপরায়ণ নরপতি উপরিচর পরম সুখে প্রজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণের মন্ত্রজপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা উপরিচর অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে মহর্ষিত্রিদশসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সুরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগপশুকেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজ দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ; অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। বিশেষত ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এই যুগে পশুহিংসা করা কিরূপে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

দেবতা ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, সুরগণ! এই মহাত্মাই আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর; সুতরাং ইনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না।

তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচরের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ছাগপশু ও ওষধি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; তুমি উহা নিরাকরণ কর; আমাদিগের মতে তুমি যাহা কহিবে, তাহাই প্রমাণ। তখন মহারাজ বসু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন। মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ আমাদিগের মতে ধান্য দ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়। কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করাই শ্রেয়ঃ। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা প্রকাশ কর। তখন মহারাজ বসু দেবগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক, হে ব্রাহ্মণগণ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমানস্থ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ। তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ; অতএব অচিরাৎ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও। আজি অবধি তোমার দেবলোকে গতিরোধ হইল। তুমি আমাদিগের অভিশাপপ্রভাবে ভূমিভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবগণ সমবেত হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচর বসুর শাপ শান্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, এই মহাত্মা আমাদিগের নিমিত্তই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার শাপমোচনের উপায় বিধান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্ট মনে উপরিচরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক। তিনি সুরাসুরগণের পরম গুরু। তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপ মোচন করিয়া দিবেন। এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহাদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অতঃপর তোমাকে নিশ্চয়ই দেবলোক হইতে পরি-

ভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারার্থ তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপ দোষে যত দিন ভূগর্ভে বাস করিবে, তত দিন, যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হইবে। ঐ ঘৃতধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি যখন ভূবিবরে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারা ও আমাদিগের প্রদত্ত তেজঃপ্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কোনক্রমেই নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা আরও এই বর প্রদান করিতেছি যে, সর্ব্বদেবপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন। দেবগণ মহারাজ উপরিচরকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

• অনন্তর রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণ-নির্দিষ্ট মন্ত্রজপ এবং তাঁহারই উদ্দেশে পঞ্চ কালে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ নারায়ণ রাজা উপরিচরের ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাবেগসম্পন্ন পক্ষিরাজ গরুড়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৈনতেয়! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল উপরিচর বসু রোষাবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অভিশাপপ্রভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার আদেশানুসারে অবিলম্বে ঐ রাজাকে নভোমণ্ডলে আনয়ন কর। তখন বিহগরাজ পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক বায়ুবেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও উপরিচরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা নভোমণ্ডলে গমন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। গরুড় পরিত্যাগ করিবামাত্র মহারাজ উপরিচর পুনরায় দেবশরীর ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহারাজ উপরিচর বাক্যদোষে ব্রাহ্মণগণের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অধোগতি লাভ এবং পরিশেষে দেবগণের অনুগ্রহে পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, তিনি কেবল দেবাদিদেব হরির আরাধনা করিতেন বলিয়াই অচিরাৎ তাঁহার শাপ শান্তি ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। এই আমি তোমার নিকট উপরিচর রাজার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে নারদ যেরূপে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে সমুপস্থিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তত্রস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে, তাঁহারাও মনে মনে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি ভগবান্ নারায়ণের দর্শনাভিলাষে জপপরায়ণ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই নির্গুণ বিশ্বময় নারায়ণের স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেবেশ! তুমি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, লোকসাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষোত্তম, মহাপুরুষ, অনন্ত, ত্রিগুণময়, অমৃত, অমৃতাক্ষ, অনন্তদেব, আকাশ ও নিত্যস্বরূপ। কার্য্যকারণ দ্বারা কখন তোমাকে জ্ঞাত হওয়া যায়; আবার কখন অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে নারায়ণ! তুমি সত্যময়, আদিদেব ও সমুদায় কর্ম্মের ফলপ্রদ। তুমি প্রজাপতি, সুপ্রজাপতি, মহাপ্রজাপতি, বনস্পতি উর্জ্জস্পতি, বাচস্পতি, জগৎপতি, মনস্পতি, দিবস্পতি মরুৎপতি সলিলপতি, পৃথিবীপতি ও দিক্‌পতি। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তুমি জগতের একমাত্র আধার হইয়া থাক। তুমি অপ্রকাশ্য ও ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা। তুমি যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদিস্বরূপ। শাস্ত্রে তোমাকে মহারাজিকাদিগণ চতুষ্টয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি দীপ্তিশীল ও মহাদীপ্তিশীল। তুমি যজ্ঞের প্রধান সাত ভাগ অধিকার করিয়া থাক। তুমি চতুর্দ্দশ যম, যমপত্নী, চিত্রগুপ্তাদিস্বরূপ। তোমাকে তুষিত ও মহাতুষিত নামক দেবগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তুমি রোগ ও আরোগ্য, কামাদিবশীভূত ও জিতেন্দ্রিয় এবং স্বাধীন ও পরাধীন। তুমি অপরিমেয়, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, পঞ্চযজ্ঞ, ঋত্বিক্, বেদ, অগ্নি ও যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। যজ্ঞে তোমাকেই স্তব করিয়া থাকে এবং তুমি সমুদায় যজ্ঞভাগের অধিকার কর। তুমি দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর এই পঞ্চকাল বিধাতার অধিপতি! পঞ্চরাত্র বেদে তোমারই মহিমা কীর্ত্তিত আছে। তুমি বৈকুণ্ঠ, অপরাজিত ও মানসিক। তোমাতে সমুদায় নামের সম্ভব হয়। তুমি ব্রহ্মারও নিয়ন্তা। তুমি বেদব্রত সমাপ্ত করিয়া অবভৃথে পূত হইয়াছ। লোকে তোমাকে হংস, পরমহংস, মহাহংস, পরমযাজ্ঞিক, সাংখ্যযোগ ও সাংখ্যমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তুমি জীব, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, সমুদ্রজল, বেদ ও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শয়ন কর বলিয়া তোমাকে অমৃতেশয়, হিরণ্যেশয়, দেবেশয়, কুশেশয়, ব্রহ্মেশয় ও পদ্মেশয় এই ছয় নামে আহ্বান করা যায়। তুমি বিশ্বেশ্বর, বিষ্বক্‌সেন, জগতের আদিকারণ ও প্রকৃতি। তোমার আস্যদেশ অগ্নিস্বরূপ। তুমি বড়বানল, আহুতি, সারথি, বষট্‌কার, ওঙ্কার, তপস্যা, মন, চন্দ্রমা, চক্ষু, আর্য্য, সূর্য্য, দিগ্‌গজ, দিগ্‌ভানু, বিদিগ্‌ভানু, হয়গ্রীব, ঋগ্বেদোক্ত প্রথম মন্ত্রত্রয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা, গার্হপত্যাদি পঞ্চ অগ্নি, যজুর্ব্বেদ, প্রাগ্‌জ্যোতিষজ্যেষ্ঠ, সামগ ও সামবেদোক্ত ব্রতধারী, অথর্ব্বশিরাঃ, পঞ্চ মহাকল্প, ফেনপাচার্য্য, বালিখিল্য, বৈখানস, অভগ্নযোগ, পরিসংখ্যাবিহীন, যুগাদি, যুগমধ্য, যুগান্ত, আখণ্ডল, প্রাচীনগর্ভ, কৌশিক, পুরুষ্টুত ও পুরুহূতস্বরূপ। তুমি বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বরূপী। তুমি নাচিকেত নামক অগ্নিতে তিন বার যজ্ঞ করিয়াছ। তোমার গতি বা ভোগের ইয়ত্তা নাই। তুমি আদ্যন্তমধ্যবিহীন। তুমি ব্রতাবাস, সমুদ্রাদিবাস, যশোবাস, তপোবাস, দয়াবাস, লক্ষ্ম্যাবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্ত্যাবাস, শ্রীনিবাস ও সর্ব্বাবাস। তুমি বাসুদেব, সর্ব্বচন্দ্রক, হরিহর, অশ্বমেধ, যজ্ঞভাগহর, বরপ্রদ, সুখপ্রদ ও ধনপ্রদ। তুমি যম, নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র ও সর্ব্বকৃচ্ছ্র। তুমি নিয়মধর, শ্রমবিহীন, ব্রহ্মচারী, নৈষ্ঠিক, বেদক্রিয়, অজ, সর্ব্বগতি, সর্ব্বদর্শী, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অচল, মহাবিভূতি, মাহাত্ম্যশরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হিরণ্ময়, বৃহৎ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্রগণ্য, প্রজাসমূহের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, মহামায়াধর, চিত্রশিখণ্ডি, বরপ্রদ ও পুরোডাশ ভাগহারী। তুমি সমুদায় যজ্ঞ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার তৃষ্ণা বা সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তুমি সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত; আবার সমুদায় হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণরূপী, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, বান্ধব ও ভক্তবৎসল। তোমাকে অসংখ্য নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত; তোমার দর্শনার্থ একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি।

চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এইরূপ পরম গুহ্য নাম সমুদায় উচ্চারণ পূর্ব্বক বিশ্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয়রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, এক অসংখ্যনেত্র অসংখ্যমস্তক অসংখ্যবাহু ও অসংখ্যোদর মহাপুরুষ তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শরীরের কোন স্থান চন্দ্রের ন্যায়, কোন স্থান অগ্নির ন্যায়, কোন স্থান শুকপক্ষীর ন্যায়, কোন স্থান স্ফটিকের ন্যায়, কোন স্থান নীল কজ্জলের ন্যায়, কোন স্থান সুবর্ণের ন্যায়, কোন স্থান প্রবালের ন্যায়, কোন স্থান শ্বেত বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান নীল বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কোন স্থান ময়ূরগ্রীবার ন্যায় ও কোন স্থান মুক্তাহারের ন্যায় বর্ণে সুশোভিত এবং কোন স্থান বা নিতান্ত অব্যক্ত। তিনি এক মুখে ওঙ্কারযুক্ত সাবিত্রী উচ্চারণ ও অন্যান্য মুখ সমুদায়ে আরণ্যক প্রভৃতি বিবিধ বেদমন্ত্র গান করিতেছেন এবং তাঁহার করে বেদী, কমণ্ডলু, বিবিধ শুভ্র মণি, কুশ, মৃগচর্ম্ম, দণ্ডকাষ্ঠ ও জ্বলিত হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছে। চরণে অপূর্ব্ব পাদুকা শোভা পাইতেছে, দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের সেই অপরূপ রূপ দর্শনে পুলকিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

• তখন সেই দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে। পূর্ব্বে মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত আমার দর্শনলালসায় এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ঐকান্তিকী ভক্তি না থাকিলে কেহই আমাকে দেখিতে পায় না। তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, এই নিমিত্ত আমার দর্শন লাভে সমর্থ হইলে। আমার এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের গৃহে চারি অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব তুমি নিরন্তর সেই সমুদায় মূর্ত্তির আরাধনা করিবে। আজি আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব যদি তোমার কোন বরলাভের বাঞ্ছা থাকে, তাহা প্রকাশ কর।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! আজি আমি আপনাকে দর্শন করিয়া তপস্যা, দম ও নিয়মের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিলাম। যখন আমি আপনার এই অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমার অন্য অন্য বরে প্রয়োজন কি?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! এই চন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ আহারবিহীন হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিতেছে। তুমি এই স্থানে অবস্থান করিলে ইহাদিগের বিঘ্ন হইতে পারে; অতএব অবিলম্বে অন্যত্র গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মহাত্মারা রজ ও তমোগুণ হইতে এককালে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহারা পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করিবে সন্দেহ নাই। যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ বিহীন, ত্রিগুণাতীত এবং সর্ব্বলোকের আত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ; প্রাণিগণের দেহনাশে যাঁহার নাশ নাই; যিনি অজ, নিত্য, নির্গুণ, নিরাকার, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, ক্রিয়াবিহীন ও জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া অভিহিত হন এবং ব্রাহ্মণগণ যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করেন, সেই সনাতন পরমাত্মাকেই বাসুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও মহিমা সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি শুভাশুভ কার্য্যে কদাচ লিপ্ত হন না। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সমুদায় জীবের দেহে নিরন্তর অবস্থান ও বিচরণ করে। জীবাত্মা ঐ সমুদায় গুণের ভোক্তা; কিন্তু পরমাত্মা ঐ সমুদায় হইতে পৃথক্। তিনি নির্গুণ, গুণপালক, গুণস্রষ্টা ও গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। সমুদায় জগৎ সলিলে, সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম কিছুতেই লীন হন না; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীই অনিত্য; কেবল সেই সর্ব্বভূতের আত্মভূত সনাতন বাসুদেবই নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চভূত একত্র মিলিত হইয়া শরীররূপে পরিণত হয়। যেমন পঞ্চভূত ব্যতীত শরীর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ জীববিভিন্ন শরীরও বায়ু কোন ক্রমেই সঞ্চালিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত জীবাত্মা শরীরে আবির্ভূত হইলেই লোকের শরীর চেষ্টাযুক্ত হয়। পণ্ডিতেরা সেই জীবাত্মাকে ভগবান্, অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়; তিনি সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ। প্রলয়কালে সমুদায় প্রাণীই তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। ঐ প্রদ্যুম্নাখ্য মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের অহঙ্কারস্বরূপ। তাঁহা হইতে কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য ও স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয়। তাঁহাকেই ঈশান ও সর্ব্বকার্য্যের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা নির্গুণাত্মক পরমাত্মা বাসুদেব ও জীবাত্মা সঙ্কর্ষণকে এক বলিয়া জ্ঞান করেন। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন ও প্রদ্যুম্ন মন হইতে অনিরুদ্ধাখ্য অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। আমিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমা হইতেই সৎ, অসৎ, ক্ষর ও অক্ষর সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার ভক্তগণ মুক্ত হইয়া আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা আমাকেই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি আমাকে রূপবান্ অবলোকন করিতেছ; কিন্তু বস্তুত আমার রূপ নাই। আমি ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ সংহার করিতে পারি। তুমি কেবল আমার মায়াপ্রভাবেই আমাকে এইরূপ দর্শন করিতেছ। হে দেবর্ষে! এই আমি তোমার নিকট মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। পণ্ডিতেরা আমাকেই জীবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; জীব আমাতেই লীন হইয়া থাকে। জীব দৃশ্যপদার্থ নহে; অতএব আমি জীবাত্মাকে দর্শন করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধি যেন তোমার উপস্থিত না হয়। আমি সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। প্রাণিগণের দেহ বিনষ্ট হইলেও আমার বিনাশ হয় না। লোকৈকনিদান বেদপাঠনিরত চতুরানন ব্রহ্মা আমার নানাবিধ কার্য্যের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রোধ প্রযুক্ত আমার ললাটদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এই দেখ, একাদশ রুদ্র আমার দক্ষিণ পার্শ্বে, দ্বাদশ আদিত্য আমার বাম পার্শ্বে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পৃষ্ঠভাগে, দেবশ্রেষ্ঠ অষ্টবসু আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। এই দেখ, দক্ষাদি প্রজাপতি, সপ্ত মহর্ষি, বেদ, অসংখ্য যজ্ঞ, অমৃত, ওষধি, তপস্যা, নিয়ম, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, পৃথিবী, বেদমাতা সরস্বতী, জ্যোতিশ্রেষ্ঠ, ধ্রুবনক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদীসমুদায়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বিধ পিতৃগণ সকলেই আমাতে অবস্থান করিতেছেন। দেব ও পিতৃগণের মধ্যে আমিই অদ্বিতীয় আদি পিতা। আমি হয়গ্রীব হইয়া পশ্চিম ও উত্তর সমুদ্রমধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত হব্যকব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি। আমি যজ্ঞরূপী; পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন, আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলাম যে, হে ব্রহ্মন্! তুমি কল্পের প্রথমে আমার পুত্র ও সমুদায় লোকের অধ্যক্ষতা ও পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য দ্বারাই নানাবিধ নাম লাভ করিবে। তুমি যে সীমা নির্দ্দেশ করিবে, তাহা কোন ব্যক্তিই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি বরাভিলাষীদিগকে বর প্রদান করিতে পারিবে। দেব, অসুর, ঋষি, পিতৃ ও বিবিধ জীবগণ তোমার উপাসনা করিবে। আমি দেবগণের কার্য্যসাধনার্থ অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে তুমি আমাকে পুত্রের ন্যায় শাসন ও কার্য্যে নিয়োগ করিবে। হে তপোধন! আমি ব্রহ্মাকে এইরূপ বিবিধ বরপ্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আছি; নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম, অতএব নিবৃত্তি অবলম্বন করাই সকলের কর্ত্তব্য।

সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যেরা আমাকে বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি বেদশাস্ত্রে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ও যোগশাস্ত্রে যোগানুরক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে প্রকাশভাবে স্বর্গে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু সহস্রযুগ অতীত হইলে পুনরায় এই জগৎ সংহার পূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত বিহার করিব। অনন্তর আমার প্রভাবেই সেই বিদ্যাশক্তি হইতে পুনরায় সমুদায় বিশ্বের সৃষ্টি হইবে। আমার আদি মূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। কল্পে কল্পে বারংবার এইরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্য গগনপথে সমুদিত হইয়া অস্তগমন করিলে, কাল যেমন বলপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে স্বস্থানে আনয়ন করে, তদ্রূপ এই সসাগরা ধরিত্রী জলনিমগ্ন হইলে আমি জীবগণের হিতসাধনার্থ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক পুনরায় ইহাকে স্বস্থানে আনয়ন করিব। আমি নৃসিংহদেহ ধারণ করিয়া বলগর্ব্বিত দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিব। হিরণ্যকশিপুবিনাশের পর বিরোচনের বলি নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। সে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া ত্রৈলোক্য অপহরণ করিবে। মহাবল পরাক্রান্ত বলি এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের অবধ্য দানবেন্দ্র বলিকে পাতালবাসী করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদান ও অন্যান্য দেবগণকে স্ব স্ব পদে সংস্থাপন করিব। পরে ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে একবারে উৎসন্ন করিয়া ফেলিব। তৎপরে ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রামনামে বিখ্যাত হইব। ঐ সময় একত ও দ্বিত নামে মহর্ষিদ্বয় ত্রিত মহর্ষির হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া বানরত্ব লাভ করিবেন। উঁহাদিগের বংশে যে সকল বানর জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারা ইন্দ্রতুল্য মহাবল পরাক্রান্ত হইবে। আমি দেবকার্য্যসাধনার্থ তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পুলস্ত্যকুলকলঙ্ক রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সবংশে বিনাশ করিব। অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে দুরাত্মা কংসের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মথুরা নগরীতে আমার জন্ম হইবে। ঐ স্থানে আমি সুরবৈরী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে দ্বারকায় বাস করিব। আমি তথায় বাস করিয়া দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলাপহারী নরকাসুর এবং ভৌম, মুর ও পীঠনামক অসুরগণকে হনন করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুর দ্বারকায় আনয়ন, বাণরাজের প্রিয়কারী সুরগণপূজিত মহেশ্বর ও কার্ত্তিকেয়কে পরাজয় এবং বলিতনয় সহস্র বাহুসম্পন্ন বাণরাজাকে পরাজয় করিয়া সৌভবিমাননিবাসী সমস্ত অসুরকে সংহার করিব। আমার কৌশলপ্রভাবেই গার্গ্যের ঔরসপুত্র কালযবন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ঐ সময় সমুদায় ভূপতির বিরোধী মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ নামে এক অসুর গিরিব্রজের রাজা হইবে।

সেই দুরাত্মা আমার অপ্রিয়াচরণ করিয়া আমার বুদ্ধিপ্রভাবেই মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিবে। জরাসন্ধ বিনাশের পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণ সমাগত হইলে আমি তাহাদের সমক্ষে শিশুপালকে বিনাশ করিব। এই সকল কার্য্যকালে একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনই আমার সাহায্য করিবেন। তৎপরে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তৎকালে সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য্যসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর আমি স্বেচ্ছানুসারে ভূভারহরণার্থ দ্বারকাপুরী উন্মূলিত করিব। আমারই প্রভাবে যদুবংশীয়গণ মোহান্ধ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইবে। এইরূপে আমি দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয় ধারণ পূর্ব্বক প্রস্তুত কার্য্য সমাধান করিয়া স্বীয় লোক সমুদায় লাভ করিব। আমি হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, কৃষ্ণ ও কল্কী এই দশ রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। শ্রুতি বিনষ্ট হইলে আমিই তাহার উদ্ধার সাধন করি। বেদ ও শ্রুতি সত্যযুগে প্রবৃত্ত হইয়াছে; পুরাণে উহার তাৎপর্য্যার্থ বর্ণিত আছে। আমার মূর্ত্তিসমুদায় বারংবার প্রাদুর্ভূত হইয়া লোককার্য্য সংসাধনপূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে নারদ! আজি তুমি একান্ত মনে আমার যে দর্শন লাভ করিলে, ব্রহ্মারও এই রূপ দর্শন লাভ কখনই হয় নাই। তুমি আমার পরম ভক্ত, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট পুরাণ, ভবিষ্য ও রহস্য বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। বিশ্বরূপ অবিনাশী নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই বলিয়া অচিরাৎ অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষি নারদও অভিলষিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া নর নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি এই নারায়ণ মুখনির্গত বেদচতুষ্টয়মূলক উপনিষদ্ ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রহ্মা যে নারদের মুখে বিষ্ণুর অচিন্ত্যনীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি পূর্ব্বে উহা অবগত ছিলেন না? সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর সদৃশ, সুতরাং তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার মহিমা অপরিজ্ঞাত ছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সহস্র সহস্র মহাকল্প, সহস্র সহস্র সৃষ্টি ও সহস্র সহস্র প্রলয় অতীত হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমাবধিই পরমাত্মা বিষ্ণুকে আপনা হইতে অধিক ও আপনার স্রষ্টা বলিয়া অবগত আছেন। কিন্তু পূর্ব্বে মহাত্মা নারায়ণের নিগূঢ় মাহাত্ম্য তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। অনন্তর তিনি নারদের মুখে ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আপনার আলয়ে যে সমস্ত সিদ্ধপুরুষ সমাগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরে সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত সিদ্ধপুরুষ হইতে বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আপনার ষট্‌ষষ্টিসহস্র অনুগামীর নিকট উহা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ঐ সমস্ত সূর্য্যসহচর সুমেরু পর্ব্বতে সমাগত দেবগণকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অনন্তর অসিতদেবল দেবগণের মুখে সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে আমার পিতা মহারাজ শান্তনু আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবতা বা মহর্ষি হউন, যাহারা এই বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মা বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, তুমি কদাচ তাহার নিকট এই ঋষিপ্রণীত পরম্পরাগত পুরাণ কীর্ত্তন করিও না। তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যে সমস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, উহা তৎসমুদায়ের সার। যেমন সুরাসুরগণ সমুদ্রমন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ অনেক উপাখ্যান হইতে এই অমৃতোপম উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। যে মহাত্মা একাগ্রমনে নির্জ্জনে প্রতিনিয়ত এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি শ্বেতদ্বীপে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়া সহস্রার্চ্চি নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। পীড়িত ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই মাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই রোগনির্ম্মুক্ত হয়। যাঁহার এই মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইতে অভিলাষ হয়, তাঁহার ইচ্ছা সকল সফল হইয়া থাকে এবং যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি ভক্তের অভীষ্ট গতিলাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ভক্তিসহকারে সতত সেই পুরুষোত্তম নারায়ণের অর্চ্চনা কর। তিনি সকলের মাতা, পিতা ও বিশ্বগুরু। সেই ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের মুখে ভগবান্ নারায়ণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ হইলেন এবং বারংবার "নারায়ণের জয় হউক" এই বাক্য উচ্চারণ ও নারায়ণমন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। আমার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিনিয়ত নারায়ণমন্ত্রজপ এবং আকাশপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগরে গমন ও নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় আপনার আশ্রমে আগমন করেন।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট এই উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলে রাজা তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আপনারা সকলেই নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ও ব্রতপরায়ণ, আপনারা মহর্ষি শৌনকের যজ্ঞে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমাদির অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে আমার পিতা আমার নিকট এই পরম্পরাগত কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

একচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! বেদবেদাঙ্গবিদ্ ভগবান্ একাকী কি রূপে যজ্ঞের ভোক্তা ও কর্ত্তা হইলেন এবং কি নিমিত্তই স্বয়ং নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত ক্ষমাশীল ও নিবৃত্তিধর্ম্মের স্রষ্টা হইয়া দেবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকমাত্র অতাহাকে নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী করিয়া অসংখ্য দেবতাকে প্রবৃত্তিমার্গানুযায়ী যজ্ঞের ভাগগ্রাহী করিলেন? এই সমুদায় বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি বিশেষরূপে নারায়ণকথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব আমার এই সংশয় দূর করিয়া দেও।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয়কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই আপনার সংশয় দূরীভূত হইবে। একদা মহারাজ জনমেজয় মহাত্মা বৈশম্পায়নের নিকট নারায়ণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কহিলেন, একমাত্র মোক্ষই পরম সুখের মূল; যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই অতুলতেজঃসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণে লীন হইতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন অমর ও মানবগণ প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিধর্ম্মে নিরত হইয়া হব্যকব্য ভোজনে আসক্ত হইয়াছেন, তখন আমার বোধ হয়, মোক্ষধর্ম্ম নিতান্ত দুরনুষ্ঠেয়। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমাত্মায় লীন হইবার উপায় পরিজ্ঞাত নহেন! সেই নিমিত্তই কি তাঁহারা শাশ্বত মোক্ষমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বারংবার স্থানচ্যুত হইতেছেন? যাহা হউক, যখন ব্রহ্মাদি দেবগণও নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন মোক্ষধর্ম্মকে কিরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হে দ্বিজবর! এই সংশয় হৃদয়নিখাত শল্যের ন্যায় আমাকে উদ্বেজিত করিতেছে। অতএব আপনি, দেবতারা কি নিমিত্ত যজ্ঞের ভাগহারী হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা লোকে যজ্ঞস্থলে তাঁহাদিগকে আরাধনা করে, বিশেষত যে দেবতারা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কাহাকে ভাগ প্রদান করেন, এই সমুদায় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

মহারাজ জনমেজয় এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট অতি গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ। তপস্যা, বেদবিদ্যা ও পুরাণবিদ্যা না থাকিলে কেহ ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে আমরা ঐরূপ প্রশ্ন করাতে আমাদিগের আচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাস আমাদের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সুমন্তু, জৈমিনি পৈল, শুকদেব ও আমি, আমরা পাঁচ জন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতাম। আমরা সকলেই শৌচাচারপরায়ণ জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলাম। তিনি আমাদিগকে চারি বেদ ও মহাভারত

অধ্যয়ন করাইতেন। এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরাও একদা সিদ্ধচারণসেবিত পরম রমণীয় হিমালয় পর্ব্বতে বেদাভ্যাস করিতে করিতে গুরুর নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমরা প্রশ্ন করিলে অজ্ঞাননাশী পরাশরপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি পূর্ব্বে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। সেই তপোবলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান্ সমুদায় অবগত আছি। আমি ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষীরোদনিবাসী ভগবান্ নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসন্নতানিবন্ধনই আমার ত্রৈকালিক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কল্পের প্রথমাবস্থায় যে সমুদায় ঘটনা অবলোকন করিয়াছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মবলে মহাপুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ঐ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যক্ত অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ অনিরুদ্ধকেও সর্ব্বতেজোময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। উনি লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহা হইতেই পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টির পর উহাদের গুণসমুদায়ের সৃষ্টি হয়। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুব মনু এই আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহারাই এই বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা; লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাঙ্গবেদ ও সাঙ্গযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে মহারুদ্র সমুদ্ভূত হইয়া অন্য দশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন। এই একাদশ রুদ্র সকলেই ব্রহ্মার অংশস্বরূপ। এইরূপে একাদশ রুদ্র ও মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষি সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এক্ষণে আমরা কে, কোন্ অধিকারে অবস্থান ও কিরূপে উহা প্রতিপালন করিব এবং কাহার কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে? তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

দেবগণ এইকথা কহিলে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছ, তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা যে বিষয় চিন্তা করিতেছ, আমার ঐ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে ত্রিলোকের নিস্তার এবং কিরূপেই বা তোমাদিগের ও আমার বল রক্ষা হইবে, সেই চিন্তাতেই আমি নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব এক্ষণে চল, আমরা সকলে সমবেত হইয়া লোকসাক্ষী অপ্রকাশরূপী ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হই; তিনিই আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরকূলে গমনপূর্ব্বক বেদশাস্ত্রানুসারে মহানিয়ম নামে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া একাগ্রচিত্তে ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে দেবমানের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণের এই বেদবেদাঙ্গভূষিত সুমধুর বাক্য তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! হে তপোধনগণ! আমি তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি। তোমরা ত্রিলোকহিতকর মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদিগের বলবর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমরা আমার আরাধনার্থ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমাদিগকে তাহার অনুরূপ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছি, উপভোগ কর। তোমরা সকলে সমবেত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক আমার ভাগ কল্পনা কর, তাহা হইলেই আমি তোমাদিগের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিব।

তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ দেবদেব নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বেদোক্ত বিধি অনুসারে বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ, সকলেই মায়াতীত সর্ব্বোন্নত সর্ব্বগামী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশে ভাগ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ অলক্ষিতভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া সুরগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যেরূপ ভাগ কল্পনা করিয়াছ, তৎ সমুদায়ই আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমরা প্রতিযুগেই প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভাগী হইবে। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তাহাদিগকে বেদবিধানানুসারে তোমাদিগের নিমিত্ত ভাগকল্পনা করিতে হইবে। আর এই যজ্ঞে তোমাদিগের মধ্যে আমার নিমিত্ত যিনি যেরূপ ভাগ নির্দ্দেশ করিলেন, তিনি সেইরূপ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন। বেদমধ্যে আমিই এরূপ ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছি। তোমরা সকল লোকের হিতচিন্তা করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোক সকলকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। এই জীবলোকে প্রবৃত্তিফলমূলক যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত হইবে, তদ্দ্বারা তোমরা পরিতৃপ্ত হইয়া লোকরক্ষা করিতে পারিবে। তোমরা মনুষ্যগণকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া পশ্চাৎ আমার সৎকার করিবে। বেদ, যজ্ঞ ও ওষধিসকল তোমাদেরই প্রীতিসাধনার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সমস্ত বস্তু নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইলেই তোমরা প্রীত হইবে। যে অবধি কল্পক্ষয় না হয়, তদবধি তোমরা স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকরক্ষায় নিযুক্ত হও। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, বেদাচার্য্য ও কাম্যকর্ম্মপরতন্ত্র। ইঁহারা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন।

যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদিগের এই পথ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে নিবৃত্তিপথাবলম্বীদিগের বিষয়ও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইঁহাদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহারা যোগ ও সাংখ্যজ্ঞানবিশারদ, মোক্ষধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও মহত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ সেই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমিই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি কর্ম্মীদিগের প্রবৃত্তিপথ ও জ্ঞানীদিগের নিবৃত্তিপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহার তদনুরূপ ফললাভ হয়।

হে দেবগণ! এই ব্রহ্মা সর্ব্বলোকগুরু, জগতের আদিকর্ত্তা ও তোমাদিগের পিতামাতার স্বরূপ। ইনি আমার আদেশানুসারে জীবলোকের উপকারসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রুদ্রদেব ইঁহার ললাটদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে লোকের হিতসাধন করিবেন। এক্ষণে তোমরা অবিলম্বে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া আপন আপন অধিকারানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। এই ত্রিলোকমধ্যে অচিরাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাণিগণের কর্ম্ম, গতি ও নিয়মিত আয়ুর বিষয় সমালোচন কর। এই সত্যযুগ সকল কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পশু ছেদন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এই যুগে ধর্ম্ম চারি পাদ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইবে। এই যুগে ধর্ম্ম ত্রিপাদ। তৎকালে যাগযজ্ঞে পশুসকলকে মন্ত্রপূত করিয়া ছেদন করিবার কিছুমাত্র বাধা থাকিবে না। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইবে; ঐ যুগে ধর্ম্ম পাদদ্বয় বিহীন হইবে। ঐ সময় পাপ ও পুণ্য তুল্যরূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিবে। দ্বাপরের পর কলিযুগ উপস্থিত হইবে; ঐ যুগে ধর্ম্ম এক পাদমাত্র বিরাজিত থাকিবে।

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে আমাদিগের কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে? আপনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।

তখন নারায়ণ কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! যে সময় যথায় বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অহিংসা থাকিবে, তোমরা সেই স্থানেই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। ঐ সময় যথায় অবস্থান করিলে অধর্ম্ম তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে না পারে, সেই স্থানেই বাস করা তোমাদের কর্ত্তব্য।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত

স্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মাই নারায়ণকে দর্শন করিবার মানসে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কমণ্ডলু ত্রিদণ্ড হস্তে লইয়া সামবেদ উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অমিতপরাক্রম হয়গ্রীব নারায়ণকে দর্শন করিবামাত্র প্রণাম করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ত্রিলোকের কার্য্যভার বহন কর। তুমি সমুদায় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগতের নিয়ন্তা। আমি তোমার উপর সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যখন দেবগণের কার্য্যভার বহন করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে, তখন আমি অংশে অবতীর্ণ হইব। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে নারায়ণ যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান দ্বারা স্বয়ং উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং মুমুক্ষুদিগের প্রধানগতি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য লোকের নিমিত্ত প্রবৃত্তিধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি আদি, অন্ত ও মধ্য। তিনি প্রজাগণের বিধাতা, ধ্যেয়, কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি যুগান্তকালে ত্রিলোক সংহার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব; আবার যুগের আদিসময়ে জাগরিত হইয়া পুনরায় সমুদায় জগতের সৃষ্টি করেন। তিনি নির্গুণ, অজ, বিশ্বরূপ ও দেবগণের তেজঃস্বরূপ। তিনি পঞ্চমহাভূত, একাদশ রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, বেদ, বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, তপস্যা, তেজ, যশ, বাক্য ও নদীসমুদায়ের অধিপতি। তিনি সমুদ্রবাসী, নিত্য, মুঞ্জকেশী ও শান্তিস্বরূপ। জীবগণ তাঁহা হইতেই মোক্ষধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করে। তিনি কপর্দ্দী, বরাহ, একশৃঙ্গ, ধীমান্, বিবস্বান, হয়গ্রীব, চতুর্মূর্ত্তিধারী, পরমগুহ্য, জ্ঞানদৃশ্য, ক্ষর ও অক্ষর। তিনি অব্যাহত গতিপ্রভাবে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন। কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে সন্দর্শন করা যায়। হে ঋষিগণ! আমি পূর্ব্বে ভগবান্ এইরূপে এই সমুদায় অবগত হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা জিজ্ঞাসা করাতে বিস্তারিতরূপে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তোমরা আমার বাক্যানুসারে বেদধ্বনি দ্বারা সেই নারায়ণের গুণগান, তাঁহার সেবা ও তাঁহার পূজায় একান্ত অনুরক্ত হও।

হে জনমেজয়! ধীমান্ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ কহিলে, তাঁহার পুত্র শুকদেব ও আমরা সকলে তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ঋগ্বেদ পাঠ দ্বারা নারায়ণের স্তব করিয়াছিলাম। কিয়ৎপূর্ব্বে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। আমাদিগের আচার্য্য বেদব্যাস পূর্ব্বে আমাদের নিকট এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যিনি ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার রোগের লেশমাত্রও থাকে না; প্রত্যুত তিনি অলৌকিক রূপবান্ ও বলবান্ হইয়া থাকেন। এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে আতুর ব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। কামী ব্যক্তিরা পূর্ণকাম ও দীর্ঘায়ুযুক্ত হয়; বন্ধ্যা স্ত্রীর বন্ধ্যাতা দোষ দূরীভূত হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বজ্ঞতা, ক্ষত্রিয়েরা বিজয়, বৈশ্যগণ বিপুল ঐশ্বর্য্য, শূদ্রগণ সমুদায় সুখ, পুত্রবিহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কন্যা অভিলষিত পতি লাভ করে। গর্ভিণী গর্ভবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্তব শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পুত্র প্রসব করে। পান্থজনেরা পথিমধ্যে এই স্তব পাঠ করিলে নিরাপদে পথ অতিক্রম করিতে পারে। ফলত এই স্তব পাঠ করিলে যে যাহা কামনা করে, সে অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভক্তগণ এই মহর্ষি বেদব্যাসের মুখনির্গত নারায়ণমাহাত্ম্য এবং মহর্ষি ও দেবগণের একত্র সমাগমবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনায়াসে পরমসুখে কালযাপন করিয়া থাকে।

দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা ব্যাস শিষ্যগণের সহিত যে সমস্ত নামোচ্চারণ পূর্ব্বক মহাত্মা মধুসূদনকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সকল নামের প্রকৃত অর্থ কি? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিয়া শরৎকালীন বিমল শশাঙ্কমণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ হরি অর্জ্জুনের নিকট আপনার গুণ ও কর্ম্মানুসারে নাম সমুদায়ের যেরূপ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! তুমি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের অধিপতি। তুমি লোক সকলকে অভয় প্রদান করিয়া থাক। এক্ষণে মহর্ষিগণ বেদ ও পুরাণমধ্যে তোমার যে সমস্ত গুণকর্ম্মানুরূপ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের অর্থ জ্ঞাত হইতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া উহা ব্যক্ত কর। তোমা ব্যতিরেকে উহা কীর্ত্তন করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহর্ষিগণ বেদচতুষ্টয়, উপনিষৎ, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে আমার প্রভৃত নাম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত নামের মধ্যে কতকগুলি গুণসম্ভূত ও কতকগুলি কর্ম্মসম্ভূত। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ; অতএব এক্ষণে তুমি আমার কর্ম্মসম্ভূত নাম সমুদায়ের অর্থ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সেই নির্গুণ গুণস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার। তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের কারণ এবং অষ্টাদশ গুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ। তিনি আমার উৎপত্তিস্থান। তিনিই ভূর্লোক ও দ্যুলোকরূপে লোকসকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি কর্ম্মফল ও চিন্মাত্রস্বরূপ। তিনি সকল লোকের আত্মা ও আরাধ্য। তাঁহা হইতেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হইতেছে। তিনি তপ, যজ্ঞ, যাজ্ঞিক, চিরন্তন পুরুষ ও বিরাট। তিনি লোকের সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মার রাত্রি অতীত হইলে তাঁহারই অনুগ্রহে একটী পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাঁহারই প্রসাদে ঐ পদ্মে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মার দিবস অতিবাহিত হইলে ঐ দেবদেব অনিরুদ্ধের ক্রোধ হইতে লোকসংহারক রুদ্র প্রাদুর্ভূত হন। এই রূপে ব্রহ্মা ও রুদ্র, অনিরুদ্ধের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। ফলত অনিরুদ্ধই সৃষ্টিসংহারের কর্ত্তা; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কেবল তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র। জটাজূটসম্পন্ন শ্মশানালয়বাসী কঠোর ব্রতপরায়ণ পরমযোগী ভীমমূর্ত্তি দক্ষযজ্ঞবিনাশক সূর্য্যের নেত্রোৎপাটক রুদ্রদেব নারায়ণেরই অংশস্বরূপ। আমি সকলের আত্মা; রুদ্রদেব আবার আমার আত্মস্বরূপ; এই নিমিত্তই আমি তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। যদি আমি তাঁহার অর্চ্চনা না করি, তাহা হইলে কেহই আমার সৎকার করিবে না। আমি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছি, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। নিয়মসমুদায় সকলেরই আদরণীয় হয়; এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বসাধারণকে আমার পূজায় নিরত থাকিবার অভিলাষে রুদ্রদেবের পূজার নিয়ম করিয়াছি। যিনি রুদ্রদেবকে জানেন, তিনি আমাকেও জ্ঞাত আছেন; যিনি তাঁহার অনুগত, তিনি আমারও অনুগত। রুদ্র ও আমি আমরা উভয়েই একাত্মা। আমরা আত্মরূপে সমস্ত ব্যক্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক উহাদিগকে কার্য্যসমুদায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি। রুদ্র ভিন্ন আর কেহই আমাকে বরপ্রদান করিতে সমর্থ নহে, আমি এই বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতিরেকে আমি আর কোন দেবতাকেই প্রণাম করি না। ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলের পূজ্য নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমিও এক্ষণে শরণাগতবৎসল, হব্যকব্যভোক্তা, বরদাতা হরিকে নমস্কার কর।

এই জগতে আমার ভক্তেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহারা আমাভিন্ন আর অন্য দেবতার উপাসনা করে না। আমিই তাহাদিগের অনন্যগতি। তাহারা কামনাপরিশূন্য হইয়া সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর ভক্তগণ ফল কামনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে; সুতরাং চরমে

তাহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। উহারা একান্ত ভক্তিসহকারে ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার সেবা করিয়াও চরমে আমাকে প্রাপ্ত হয়। এই আমি তোমার নিকট ভক্তের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে নর ও নারায়ণ। আমরা কেবল পৃথিবীর ভার লাঘবের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি যে ও যাহা হইতে সম্ভূত হইয়াছি, তাহা সবিশেষ অবগত আছি। আধ্যাত্মযোগ, মোক্ষধর্ম ও লোকের মঙ্গলকর কার্য্য কিছুই আমার অবিদিত নাই। আমি মানবদিগের একমাত্র আশ্রয়।

সলিল নর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম নার। ঐ সলিল পূর্ব্বে আমারও অয়ন, অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ছিল, এই কারণে আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে। বাসুশব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক। আমি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া কিরণজাল দ্বারা জগৎ সংসার প্রকাশিত করি। এবং সমুদায় জীব আমাতেই বাস করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমার নাম বাসুদেব। বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তিমান্ এবং প্রবেশ ও নির্গমনের স্থান। আমি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনয়িতা; আমি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; আমার কান্তি সূর্য্যাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং আমা হইতে সমুদায় জীব সম্ভূত ও পুনরায় আমাতে লীন হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমার নাম বিষ্ণু হইয়াছে। মানবগণ দমগুণ দ্বারা সিদ্ধি লাভ বাসনায় ত্রিলোকস্বরূপ আমাকে কামনা করে বলিয়া আমার নাম দামোদর হইয়াছে। পৃশ্নি শব্দের অর্থ বেদ, জল, অন্ন ও অমৃত। ঐ বেদাদি পদার্থ সমুদায় আমার গর্ভমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে; এই কারণে আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ। মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, একত ও দ্বিত এই উভয়ে ত্রিতকে কূপে নিপাতিত করিলে, ত্রিত হে পৃশ্নিগর্ভ! আমাকে উদ্ধার কর, এই বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করাতে উদপান হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সূর্য্য, অনল ও চন্দ্রের যে সকল কিরণজাল প্রকাশিত হয়, সে সমুদায় আমার কেশস্বরূপ; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমাকে কেশব নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা উতথ্য স্বীয় পত্নীতে গর্ভাধান করিয়া প্রস্থান করিলে, একদা বৃহস্পতি সেই উতথ্যপত্নীর সহবাসবাসনায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি আগমন করিলে ঐ গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আমি জননীর গর্ভে অবস্থান করিতেছি; অতএব আপনি আর আমার জননীকে আক্রমণ করিবেন না। গর্ভস্থ বালক এই কথা কহিলে বৃহস্পতি ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইয়া তাহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, যখন তুমি আমাকে সম্ভোগসুখে বঞ্চিত করিলে, তখন নিশ্চয়ই জন্মান্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবে। অনন্তর কিয়দ্দিন পরে উতথ্যের পুত্র বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে অন্ধ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিল। ঐ পুত্র জন্মান্ধ হওয়াতে প্রথমে দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হয়; কিন্তু পরিশেষে সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক, বারংবার আমার "কেশব" এই নাম কীর্ত্তন করিয়া চক্ষু লাভ করে। তদবধি তাহার নাম গৌতম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে কৌন্তেয়! কি দেবতা, কি ঋষি যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার "কেশব" এই নাম কীর্ত্তন করে, নিশ্চয়ই তাহার সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। অনল ও চন্দ্র ইহারা উভয়ে একস্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই চরাচর বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছে। উহারা তাপপ্রদান ও রসপ্রকাশন দ্বারা লোকসমুদায়কে আহ্লাদিত করে বলিয়া হৃষীনামে অভিহিত হয়। ঐ অগ্নি ও চন্দ্র আমার কেশস্বরূপ বলিয়া আমার নাম হৃষীকেশ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অগ্নি ও চন্দ্র এক যোনি হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইলেন? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি উহা নিরাকৃত কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি এই স্থলে আমারই প্রভাবসম্ভূত একটি পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। দেবমানের সহস্রযুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে জ্যোতি, বায়ু ও পৃথিবী কিছুই থাকে না। সমুদায় প্রদেশই গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। তৎকালে কি দিবস, কি রাত্রি, কি কার্য্য, কি কারণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জলরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় অজর অমর ইন্দ্রিয়শূন্য ইন্দ্রিয়াতীত অযোনিসম্ভূত সত্যস্বরূপ অহিংসক চিন্তামণিস্বরূপ প্রবৃত্তিবিশেষপ্রবর্ত্তক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্রষ্টা ঐশ্বর্য্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয় প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। এই স্থলে শ্রুতিমূলক একটি দৃষ্টান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাপ্রলয়কালে কি দিবস, কি রজনী, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না; কেবল বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন, তিনিই বিশ্বরূপ নারায়ণের রজনীস্বরূপ।

অনন্তর সেই প্রকৃতিসম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া লোচনযুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজাসৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ কল্পিত হইল। চন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ক্ষত্রিয়স্বরূপ হইলেন। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যে গুণ বিষয়ে প্রধান হইলেন, ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী কেহই নহে। ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলেই প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করা হয়। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভূতসমুদায় সৃষ্টি করিয়া লোক প্রতিপালন করিতেছেন। যে অগ্নিকে যজ্ঞের মন্ত্র, হোতা, কর্ত্তা এবং দেবতামনুষ্যাদি সমুদায় লোকের হিতসাধক বলিয়া বেদমন্ত্র ও শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই অগ্নি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন মন্ত্র ব্যতিরেকে আহুতিপ্রদান ও পুরুষ ব্যতিরেকে তপ অনুষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ অগ্নি ব্যতিরেকে বেদ, দেবতা, মনুষ্য ও ঋষিগণের পূজা হয় না; এই নিমিত্তই অগ্নি হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। মনুষ্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণেরই হোতৃকার্য্যে অধিকার আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণেরা অগ্নিস্বরূপ। যজ্ঞসমুদায় দেবগণের তৃপ্তিসাধন করে। দেবতারা যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান করিলেই পৃথিবী রক্ষিত হইতে পারে। যিনি ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান না করেন, তাঁহার প্রদীপ্ত হুতাশনে হোম করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণগণ এই নিমিত্তই অগ্নি বলিয়া অভিহিত হয়। বিদ্বানেরা অগ্নির আরাধনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুরূপী অগ্নি সমস্ত প্রাণীতে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে জীবিত রাখিয়াছেন। এই স্থলে সনৎকুমার যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। সকলের আদিভূত ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে সকল লোকের সৃষ্টি করেন; কিন্তু ঐ সমুদায় লোকমধ্যে ব্রাহ্মণেরাই বেদপাঠপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। নৌকা যেমন গবাদি ধারণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধি, বাক্য, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা ও তপস্যা ভূর্লোক ও দ্যুলোক ধারণ করিতেছে। সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম, মাতার তুল্য গুরু এবং ব্রাহ্মণের তুল্য উৎকৃষ্ট জীব আর কেহই নাই। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণেরা বৃত্তিবিহীন হইয়া অবস্থান করেন, তথায় বৃষ প্রভৃতি বাহন সমুদায় কাহাকেও বহন করে না; যন্ত্র সমুদায় সম্যক্ পরিচালিত হয় না এবং তথাকার লোক সমুদায় উৎসন্ন ও দস্যুবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, সর্ব্বকর্ত্তা লোকের হিতকারী বরপ্রদ ব্রাহ্মণেরা নারায়ণের বাক্যসংযমকালে মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য বর্ণসমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণই দেবাসুরগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণগণকে উৎপাদন করিয়াছি এবং আমিই দেবাসুর ও মহর্ষিগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করি।

ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতমের শাপে তাঁহার মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুজালে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষি কৌশিকের অভিশাপে তাঁহার মুষ্ক নিপতিত ও পরিশেষে মেষবৃষণ দ্বারা তাঁহার বৃষণ নির্ম্মিত হয়। শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলে, ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিক্ষেপে সমুদ্যত হইবা তাঁহার শাপপ্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়াছিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞবিনাশনিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক

রুদ্রের ললাটে একটি নেত্র উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। যখন রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত দীক্ষিত হন, তৎকালে ভৃগুনন্দন আপনার মস্তক হইতে একটি জটা উৎপাটনপূর্ব্বক রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা হইতে ভুজঙ্গ সমুদায় প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সমস্ত ভুজঙ্গ রুদ্রকে বারংবার দংশন করাতেই রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ কহেন যে, পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণ হস্ত দ্বারা মহাদেবের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়াছে।

সুরগুরু বৃহস্পতি অমৃতোৎপাদনকালে পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত যখন সলিলে আচমন করেন, তৎকালে সলিল অতিশয় কলুষিত ছিল। তদ্দর্শনে বৃহস্পতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, আমি পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত আচমন করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি এক্ষণে স্বচ্ছ হইলে না; অতএব আজি অবধি মৎস্য, কচ্ছপ ও মকর প্রভৃতি জলজন্তু সকল তোমাকে কলুষিত করিবে। সেই অবধি সমুদ্র বিবিধ জলজন্তুতে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নামে ত্বষ্টার পুত্র দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। উঁহার অপর নাম ত্রিশিরা; তিনি অসুরদিগের ভাগিনেয় হইয়াও তাহাদিগকে গোপনে এবং দেবতাদিগকে প্রকাশ্যভাবে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। অনন্তর একদা অসুরগণ হিরণ্যকশিপুকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিশ্বরূপের মাতার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগিনি! তোমার পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে এবং আমাদিগকে গোপনে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেছেন। সেই কারণে ক্রমশ আমাদিগের বলক্ষয় এবং দেবগণের বলবৃদ্ধি হইতেছে। অতএব যাহাতে ত্রিশিরা দেবপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন, তুমি অচিরাৎ তাহার উপায় কর।

তখন বিশ্বরূপের মাতা ভ্রাতৃগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদের প্রতি সদয়া হইয়া নন্দনবনস্থিত স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত শত্রুপক্ষের বলবর্দ্ধন ও মাতৃলপক্ষকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বরূপের মাতা এই কথা কহিলে তিনি মাতৃবাক্য নিতান্ত অনুল্লঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া দেবপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর নিকট সমুপস্থিত হইলেন। বিশ্বরূপ সমুপস্থিত হইবামাত্র হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে হোতৃপদে নিযুক্ত করিলেন। তখন বশিষ্ঠদেব হিরণ্যকশিপুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! যখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে হোতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তখন কখনই তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না এবং তুমি অপূর্ব্ব জন্তুর হস্তে বিনষ্ট হইবে। দানবরাজ হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্মশাপনিবন্ধন অচিরাৎ নৃসিংহমূর্ত্তি নারায়ণের হস্তে বিনষ্ট হইল।

হিরণ্যকশিপুর বিনাশের পর বিশ্বরূপ মাতুলকুলের বলবর্দ্ধনবাসনায় অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাব দর্শনে শঙ্কিত হইয়া তপোভঙ্গের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কতকগুলি রূপলাবণ্যসম্পন্না অপ্সরা প্রেরণ করিলেন। অপ্সরাদিগের রূপদর্শনে বিশ্বরূপের মন নিতান্ত বিচলিত হওয়াতে তিনি তাহাদের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে অপ্সরারা বিশ্বরূপকে নিতান্ত আসক্ত বিবেচনা করিয়া কহিল, মহাত্মন্! আমরা এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি। বিশ্বরূপ অপ্সরোগণের সেই অসুখকর বাক্য শ্রবণে কাতর হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে, এই স্থানেই আমার সহিত পরমসুখে অবস্থান কর। তখন অপ্সরোগণ তাঁহাকে কহিল মহর্ষে! আমরা দেবাঙ্গনা অপ্সরা। আমরা বরদাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে ভজনা করিয়া থাকি।

অপ্সরোগণ এই কথা কহিবামাত্র বিশ্বরূপ ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ প্রদেশে গমন কর, আমি আজিই ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিনষ্ট করিব মহাতেজা ত্রিশিরা এই বলিয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্রজপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মন্ত্রবলে তাঁহার তেজ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি রূপকে পুলকিতনেত্র ও একান্ত বিবর্দ্ধিত অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! বিশ্বরূপ সমুদায় যজ্ঞে সোমরস পান করিতেছে। আমরা একবারে যজ্ঞভাগলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে অসুরপক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে ও আমরা ক্রমশ হীনবীর্য্য হইতেছি; অতএব আপনি অচিরাৎ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! মহর্ষি দধীচি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ কর। তোমরা অনুরোধ করিলেই তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবেন। তখন তোমরা তাঁহার অস্থি গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। সেই বজ্র দ্বারা ত্রিশিরার প্রাণ বিয়োগ হইবে।

ভগবান্ কমলযোনি এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মহর্ষি দধীচির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! নির্ব্বিঘ্নে আপনার তপোনুষ্ঠান হইতেছে ত? তখন দধীচি তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! আমাকে তোমাদিগের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত কর। তোমরা আমাকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। তখন দেবগণ তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ আপনাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেবগণ এই কথা কহিলে মহাযোগী দধীচি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তথায় বসিয়া আত্মসমাধান পূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিলেন। দধীচি দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মা তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং বিষ্ণু সেই বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রহ্মাস্থিসম্ভূত দুর্ভেদ্য বজ্রাস্ত্র প্রহারে বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন। বিশ্বরূপের মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র তাহার শরীর হইতে বৃত্রাসুর সমুদ্ভূত হইল। সুররাজ তাহাকেও অচিরাৎ বজ্র দ্বারা বিনাশ করিলেন।

এই রূপে দুইটী ব্রহ্মহত্যা সম্পাদিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র ভয়প্রযুক্ত দেবরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া মানসসরোবরসম্ভূত নলিনীর মৃণালসূত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ত্রিলোকনাথ শচীপতি ব্রহ্মহত্যাভয়ে পলায়ন করিলে, জগৎ ঈশ্বরশূন্য হইল; দেবতাদিগের মধ্যে রজ ও তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া উঠিল; মহর্ষিদিগের মন্ত্রের প্রভাব রহিল না; চতুর্দ্দিকে রাক্ষসকুল বদ্ধমূল হইতে লাগিল; বেদ উৎসন্নপ্রায় হইল এবং ত্রিলোক বলবীর্য্যবিহীন ও সুজেয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে সমুদায় জগৎ বিশৃঙ্খল হইলে মহর্ষি ও দেবগণ একত্র হইয়া আয়ুর পুত্র নহুষকে দেবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। নহুষ স্বীয় ললাটস্থিত সর্ব্বভূততেজোহর প্রজ্বলিত পঞ্চশত জ্যোতিপ্রভাবে অনায়াসে স্বর্গ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তখন সমুদায় লোক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম প্রীত হইল। কিয়দ্দিন পরে রাজর্ষি নহুষ, মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি শচী ব্যতীত ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় দ্রব্য অধিকার করিয়াছি; অতএব এক্ষণে শচীকে অধিকার করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করি। আয়ুঃপুত্র এই বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রাণীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি; অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর।

ইন্দ্রাণী কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি স্বভাবত ধার্ম্মিক, বিশেষত চন্দ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, অতএব পরস্ত্রী স্পর্শ করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। নহুষ কহিলেন, সুন্দরি! আমি ইন্দ্রত্ব লাভ ও ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় রত্নাদি অধিকার করিয়াছি, তুমি ইন্দ্রোপভুক্ত; অতএব তোমাকে অধিকার করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না। তখন ইন্দ্রাণী মনুষ্যের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি একটী ব্রত প্রতিপালন করিতেছি, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। কয়েক দিন মধ্যে ঐ ব্রত সমাপ্ত হইলেই আমি তোমার নিকট গমন করিব। শচী এই কথা কহিলে

হইলেন। সুরগুরু শচীকে উদ্বিগ্ন দর্শন করিয়া ধ্যানবলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, মহাভাগে! তুমি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেবী উপশ্রুতিকে আহ্বান কর; তাঁহার প্রভাবেই তোমার ভর্ত্তৃসন্দর্শন লাভ হইবে। শচী তখন পতিব্রতানিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া উপশ্রুতিকে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রাণী আহ্বান করিবামাত্র উপশ্রুতি তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ইন্দ্রাণি! এই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন শচী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে সত্যময়ি! আমি যাহাতে ভর্ত্তৃসন্দর্শন লাভ করিতে পারি, আপনি তাঁহার উপায় বিধান করুন। শচী এই কথা কহিলে, দেবী উপশ্রুতি অচিরাৎ তাঁহাকে মানস সরোবরে উপনীত করিয়া, মৃণালগ্রন্থি-প্রবিষ্ট ইন্দ্রকে প্রদর্শন করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহধর্ম্মিণী শচীকে একান্ত কৃশ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট! ইতিপূর্ব্বে আমি সমুদায় লোকের অধিপতি ছিলাম; কিন্তু আজি আমি এই মৃণালতন্তুমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছি। দেবী শচী আমার অনুসন্ধান করিয়া দুঃখিত মনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। শচীনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মৃণালসূত্র হইতে বহির্গত হইয়া শচীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দেবি। এক্ষণে কেমন আছ? শচী কহিলেন নাথ! রাজা নহুষ আমাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে। আমিও তাহাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র শচীর নিকট সেই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি রাজা নহুষের নিকট গমন করিয়া বল, মহারাজ! ইন্দ্রের মনঃপ্রীতিকর নানাপ্রকার বাহন আছে, আমি তাহাতে অনেকবার আরোহণ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে তুমি অপূর্ব্ব ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া আমাকে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর। বাসব এই কথা কহিলে শচী পুলকিতমনে অবিলম্বে নহুষসন্নিধানে গমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও মৃণালগ্রন্থিমধ্যে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইলেন।

শচী নহুষসন্নিধানে সমুপস্থিত হইবামাত্র নহুষ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, সুরসুন্দরি! তুমি আমাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছিলে, এক্ষণে কি সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে? শচী কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে ভজনা করিব; কিন্তু আমার মনে একটী অভিলাষ আছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমি ইন্দ্রের সহিত নানাপ্রকার যানে আরোহণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ পূর্ব্বক আমাকে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর।

শচী এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন, মহারাজ নহুষ ঋষিবাহ্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক শচীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে যানের গতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত বাহক মহর্ষিগণকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক জনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। ঐ মহর্ষির মস্তকে অগস্ত্যদেব বাস করিতেছিলেন। তিনি আপনার দেহে নহুষকে পদাঘাত করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, রে পাপাত্মন্! তুই নিতান্ত অকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। অতএব আমি তোকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকিবে, তদবধি তুই সর্প হইয়া তথায় অবস্থান কর। অগস্ত্যদেব এই কথা কহিবামাত্র নহুষ তৎক্ষণাৎ যান হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন

নহুষ নিপতিত হইলে ত্রিলোকী পুনরায় ইন্দ্রশূন্য হইল। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, ভগবন্! বাসব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে এই পাপ হইতে বিমুক্ত করুন। মঙ্গলদাতা নারায়ণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলেই তিনি পুনরায় আপনার পদলাভে সমর্থ হইবেন। নারায়ণ এই কথা কহিলে, দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহারা শচীকে কহিলেন, সুভগে! তুমি অবিলম্বে দেবরাজকে আনয়ন কর। তখন দেবী শচী পুনরায় সেই মানসসরোবরে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্রও শচীর বাক্য শ্রবণে অচিরাৎ সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি দেবরাজের নিমিত্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন এবং ঐ যজ্ঞের কৃষ্ণবর্ণ অতি পবিত্র এক অশ্বকে প্রোক্ষিত করিয়া সেই অশ্বেই ইন্দ্রকে আরোহণ করাইয়া স্বস্থানে উপনীত করিলেন। তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া স্বচ্ছন্দে দেবলোকে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বনিতা, অগ্নি, বৃক্ষ ও গো সমুদায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রভাবে শত্রুবধ করিয়া পুনরায় দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন। এই অবসরে ভগবন্ বিষ্ণু ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দেখিবামাত্র আকাশগঙ্গার সলিল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বক্ষঃস্থল আহত হইবামাত্র তাহাতে একটী চিহ্ন অঙ্কিত হইল। সেই অবধি বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে অগ্নি সর্ব্বভক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে দেবমাতা অদিতি দেবতারা এই অন্ন ভোজন করিয়া অসুরগণকে বিনাশ করিবে, মনে করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অন্নপাক করিয়াছিলেন তাঁহার পাক সমাপ্ত হইলে, বুধ ব্রত সমাপন করিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অদিতি দেবগণের ভোজন না হইলে অন্য ব্যক্তি অগ্রে এই অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না, এই বিবেচনা করিয়া তৎকালে বুধকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন না। তখন বুধ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অদিতিকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমার উদরে একটী ব্যথা জন্মিবে।

প্রজাপতি দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিল, তিনি তন্মধ্যে কশ্যপকে ত্রয়োদশটী, ধর্ম্মকে দশটী, মনুকে দশটী, এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতিটী প্রদান করেন। চন্দ্রের পত্নীগণ সকলেই একরূপ রূপলাবণ্যবতী ছিলেন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। নিশানাথ রোহিণীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হওয়াতে তাঁহার অপর পত্নীগণ নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমরা সকলেই তুল্যরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন কন্যাগণ এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলে প্রজাপতি দক্ষ নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষ্মরোগে সমাক্রান্ত হইবে। অনন্তর চন্দ্র দক্ষের শাপপ্রভাবে যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কহিলেন, বৎস! তুমি আমার কন্যাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রকাশ কর নাই বলিয়া আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছি ঐ সময় ঋষিগণ চন্দ্রকে ক্ষীণ হইতে দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নিশাপতে! তুমি যক্ষ্মারোগ প্রভাবে ক্রমশ ক্ষীণ হইতেছ; অতএব পশ্চিম সমুদ্রের সমীপে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমন করিয়া স্নান কর, তাহা হইলেই রোগ হইতে মুক্ত হইবে। ঋষিগণ এই কথা কহিলে, চন্দ্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে হিরণ্যসরোবরতীর্থে গমন পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইলেন. ভগবান্ চন্দ্রমা ঐ তীর্থজলে অবগাহন পূর্ব্বক দীপ্তিশালী হইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি ঐ তীর্থ প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষের সেই শাপপ্রভাবে অদ্যাপি ভগবান্ চন্দ্রমা প্রতি পৌর্ণমাসীর পর দিন দিন এক এক কলা পরিহীন হইয়া অমাবস্যায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত হন। ঐ শাপ প্রভাবে অদ্যাপি তাঁহার শরীরে মেঘলেখা সদৃশ শশলাঞ্ছন পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে একদা স্থূলশিরা নামে এক মহর্ষি সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্বদিকে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিল। তিনি তপঃক্লেশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং শীতল সমীরণ স্পর্শ হওয়াতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহর্ষি বায়ুস্পর্শজনিত প্রীতি প্রকাশ করিলে, বনস্পতিগণ বায়ুর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মহর্ষিকে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি স্থূলশিরা তদ্দর্শনে তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি আর তোমরা সকল সময়ে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ বড়বামুখ নামে মহর্ষি হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে তপশ্চরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন ; কিন্তু সমুদ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় রোষজনিত গাত্রোত্তাপে সমুদ্রজল স্তিমিত এবং স্বেদজল সদৃশ লবণাক্ত করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে নদীনাথ ! অদ্যাবধি তোমার জল অপেয় হইল। কেবল যখন বড়বামুখ অনল তোমার জল পান করিবে, সেই সময়ই তোমার জল সুমধুর হইবে। এই কারণবশত অদ্যাপি কেবল বড়বামুখ অনলই সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্রদেব হিমালয়ের নিকট তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করাতে হিমালয় তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলেন। হিমালয় রুদ্রদেবকে কন্যাপ্রদান করিতে অঙ্গীকার করিবার পর মহর্ষি ভৃগু তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, পর্ব্বতেশ্বর ! তুমি আমাকে তোমারই কন্যাটি সম্প্রদান কর। তখন হিমালয় কহিলেন, মহর্ষে ! আমি রুদ্রদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি হিমাচল এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, যখন তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তখন আমার শাপ প্রভাবে আজি অবধি আর তুমি রত্নভাজন হইবে না। অদ্যাবধি সেই মহর্ষির বাক্য প্রভাবে হিমাচল রত্নবিহীন হইয়া রহিয়াছেন। হে ধনঞ্জয় ! ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয়। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের প্রসাদবলেই এই সসাগরা ধরিত্রী উপভোগ করিতেছেন। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি ও সোমকর্ত্তৃক জগৎসংসার রক্ষিত হইতেছে।

অগ্নিস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র নিরন্তর এই জগতের হর্ষবিধান করিতেছেন। তাঁহারা আমার চক্ষু এবং তাঁহাদের কিরণজাল আমার কেশ স্বরূপ ; এই নিমিত্ত আমি হৃষীকেশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। আমি মন্ত্রকর্ত্তৃক আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করি এবং আমার বর্ণ হরিন্মণির ন্যায়, এই নিমিত্ত লোকে আমাকে হরি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমি সমুদায় লোকের ধামস্বরূপ এবং আমা হইতে ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচার নিষ্পন্ন হয়; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমাকে ঋতধামা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে আমি রসাতলগত গোরূপধরা ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলাম ; এই নিমিত্ত দেবগণ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমার স্তব করিয়া থাকেন। আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃপ্রকাশ করিয়া সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করি ; এই নিমিত্ত আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি যাস্ক সমুদায় যজ্ঞে আমাকে এই নামে স্তব করিয়া আমার প্রসাদে পাতালগত নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। আমি নিরন্তর প্রাণিগণের দেহমধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করি। কোন কালে জন্মগ্রহণ করি নাই, করিবও না ; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; আমি কখন ক্ষুদ্র অশ্লীল অথবা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং সৎ অসৎ সমুদায় আমাতে বিনিবেশিত রহিয়াছে ; এই নিমিত্ত ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিগণ আমাকে সত্যনামে কীর্ত্তন করেন। আমি কখন সত্ত্বগুণ হইতে চ্যুত হই নাই, আমা হইতেই সত্ত্বগুণের সৃষ্টি হইয়াছে ; আমি নিরন্তর নিষ্পাপ থাকিয়া সত্ত্বগুণসহকারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞান দ্বারাই আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্ত আমার সাত্বত নাম বিখ্যাত হইয়াছে। আমি লাঙ্গলফলকরূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার বর্ণও কৃষ্ণ, এই নিমিত্ত আমি কৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়াছি। আমি কুণ্ঠিত না হইয়া সলিলের সহিত পৃথিবীকে, বায়ুর সহিত আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুকে মিলিত করিয়াছি ; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমি কখনই নির্ব্বাণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত হই নাই ; এই নিমিত্ত আমার নাম অচ্যুত। অধঃশব্দে পৃথিবী, অক্ষ শব্দে আকাশ ও জ শব্দে ধারণকর্ত্তা। আমি তেজঃপ্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম অধোক্ষজ হইয়াছে। শব্দার্থচিন্তাপরায়ণ বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট হইয়া আমার অধোক্ষজ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তব করেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন, ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও অধোক্ষজ বলিয়া সম্বোধন করা যায় না। প্রাণিগণের প্রাণধারণের হেতুভূত ঘৃত আমার তেজঃস্বরূপ, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমাকে ঘৃতার্চ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই ত্রিবিধ কর্ম্মজ ধাতু প্রভাবেই প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা হয়। ঐ ধাতুত্রয়ের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণ ক্ষীণ হইয়া যায়। আমি সেই তিন ধাতুস্বরূপ হইয়া প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি। এই নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা আমাকে ত্রিধাতু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভগবান্ ধর্ম্ম জনসমাজে বৃষ নামে বিখ্যাত আছেন। এই নিমিত্ত নৈঘণ্টিক নামক বৈদিক কোষে আমাকে বৃষনামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। পণ্ডিতেরা কপি শব্দে বরাহশ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এই নিমিত্ত ভগবান্ কশ্যপ প্রজাপতি আমাকে বৃষাকপি নাম প্রদান করিয়াছেন। কি দেবগণ, কি অসুরগণ কেহই আমার আদি মধ্য ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে অনাদি, অমধ্য, অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্য সমুদায় শ্রবণ করি, এই নিমিত্ত আমার নাম শুচিশ্রবা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি একদন্ত ও ত্রিককুদ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম ; এই নিমিত্ত একশৃঙ্গ ও ত্রিককুদ নামে বিখ্যাত হইয়াছি

সাংখ্য শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে বিরিঞ্চি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঐ পণ্ডিতেরা আমাকে বিদ্যাসহায়বান্ আদিত্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা বেদমধ্যে সংস্তুত হইয়া থাকেন এবং যিনি ভক্তিযোগ দ্বারা পূজিত হন, আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ। আমি একবিংশতি সহস্র শাখাসম্পন্ন ঋগ্বেদ, বেদবিৎ মহর্ষিগণ গীত আরণ্যক বেদমধ্যে সহস্রশাখাযুক্ত সামবেদ, ষট্পঞ্চাশৎ অষ্ট ও সপ্তত্রিংশৎ শাখাযুক্ত যজুর্ব্বেদ এবং মারণোচ্চাটন প্রভৃতি আভিচারিক কার্য্য পরিপূর্ণ পঞ্চকল্পাত্মক অথর্ব্ব বেদ স্বরূপ। বেদমধ্যে যে সমস্ত শাখাভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ সমস্ত শাখায় যে সকল গীত নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ঐ সমুদায় গীতের যে সকল স্বর ও বর্ণোচ্চারণপ্রণালী বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই চমৎকৃত। আমি বরদাতা হয়গ্রীব ; আমি বেদ পাঠের পদবিভাগ ও অক্ষর বিভাগ সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। মহাত্মা পাঞ্চাল আমারই অনুগ্রহে বামদেব হইতে বেদপাঠের পদবিভাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাভ্রব্যগোত্রসমুৎপন্ন মহর্ষি গালব আমারই পূর্ব্বমূর্ত্তি নারায়ণ হইতে বর লাভ ও অত্যুৎকৃষ্ট যোগলাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদের পদবিভাগ ও শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী কণ্ডরীক সাত জন্ম মৃত্যু জনিত দুঃখ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ আমারই অনুগ্রহে যোগসিদ্ধি লাভ করেন। আমি কোন কারণ বশত ধর্ম্মের ঔরসে দুই মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নর ও নারায়ণ নামে প্রখ্যাত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের ধর্ম্মযানে আরোহণ পূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলাম। ঐ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উহাতে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন নাই। তদ্দর্শনে রুদ্রদেব নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দধীচির বাক্যানুসারে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত শূল নিক্ষেপ করেন। ঐ শূল দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক মহাবেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রনিক্ষিপ্ত শূলের প্রখর তেজঃপ্রভাবে নারায়ণের কেশ মুঞ্জ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ হইয়া গেল। এই নিমিত্ত আমার নাম মুঞ্জকেশ হইয়াছে। অনন্তর সেই রুদ্রশূল মহাত্মা নারায়ণের হুঙ্কার দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুনরায় শঙ্করের হস্তে গমন করিল। তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ হইয়া নরনারায়ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। বিশ্বাত্মা নারায়ণ রুদ্রকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নারায়ণ রুদ্রের কণ্ঠগ্রহণ করিলে নর রুদ্রকে বিনাশ করিবার অভিলাষে এক ঈষিকা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূত করিলেন। ঈষিকা মন্ত্রপূত হইবামাত্র পরশুর আকার ধারণ করিল। তখন নর সেই পরশু রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরশু নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রুদ্র তদ্দণ্ডে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই কারণে আমার নাম খণ্ডপরশু হইয়াছে।

অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব ! রুদ্র ও নরনারায়ণের সেই ত্রৈলোক্যবিনাশন যুদ্ধে কে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! এইরূপে রুদ্র ও নরনারায়ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় লোক অতিশয় ভীত হইল। ঐ সময় হুতাশন যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করিলেন না। মহর্ষিগণের মনে বেদ স্ফুরিত হইল না। রজঃ

ও তমোগুণ দেবগণের অন্তঃকরণ আক্রমণ করিল। আকাশস্থ সমস্ত পদার্থ নিপতিত হইতে লাগিল। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সমুদায় জ্যোতিহীন হইয়া গেল। প্রজাপতি ব্রহ্মা আসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। সাগর শুষ্কপ্রায় ও হিমাচল বিদীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতা ও মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থলে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রুদ্রদেবকে কহিলেন, হে বিশ্বনাথ! আপনি বিশ্বের হিতানুষ্ঠানার্থ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করুন। ত্রিলোকের মঙ্গল হউক। যিনি অক্ষর, অব্যক্ত, কূটস্থ, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, নির্দ্বন্দ্ব ও লোকস্রষ্টা; এই নর ও নারায়ণ তাঁহারই মূর্ত্তি। ইঁহারা এক্ষণে ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। আমি কোন কারণ বশতঃ সেই ব্রহ্মের প্রসন্নতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছি আর আপনিও তাঁহারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনি আমার এবং অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত এই বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন। অচিরাৎ ত্রিলোকের শান্তিলাভ হউক।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রুদ্রদেব ক্রোধ প্রতিসংহারপূর্ব্বক আদিদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মাদিদেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তখন জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া মহেশ্বরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রুদ্র! যে ব্যক্তি তোমাকে জানে, সে আমাকেও জ্ঞাত আছে। আর যে ব্যক্তি তোমার অনুগত, সে আমারও অনুগত। ফলত আমাদিগের উভয়ের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে তোমার যেন বিপরীত সংস্কার না জন্মে। আমার বক্ষঃস্থলে তোমার নিক্ষিপ্ত শূলের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে, অদ্যাবধি উহা শ্রীবৎস নামে প্রথিত হইবে এবং আমি তোমার কণ্ঠ গ্রহণ করাতে, উহাতে একটি করচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন অদ্যাবধি তোমার নাম শ্রীকণ্ঠ হইবে।

রুদ্র ও নারায়ণ এইরূপে পরস্পর পরস্পরের চিহ্ন উৎপাদন ও সখ্যভাব সংস্থাপন করিলে, দেবগণ প্রফুল্লচিত্তে নর ও নারায়ণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরগণ বিদায় হইলে তপোধনাগ্রগণ্য নারায়ণ পুনরায় স্থিরচিত্তে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

হে অর্জ্জুন! এই আমি তোমার নিকট রুদ্রনারায়ণ সংগ্রামে নারায়ণের বিজয় বৃত্তান্ত এবং মহর্ষিগণনির্দ্দিষ্ট আমার নামের প্রকৃত অর্থ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। আমি এইরূপ বহুবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী, ব্রহ্মলোক ও গোলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। তুমি আমারই বাহুবলে রক্ষিত হইয়া জয়লাভ করিয়াছ। তোমার সংগ্রামের সময় যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনি দেবদেব রুদ্র। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তুমি যে সমস্ত শত্রুসংহার করিয়াছ, তিনি অগ্রেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন; তুমি কেবল উপলক্ষমাত্র। যিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রভাব তোমার অবিদিত নাই, এক্ষণে সেই দেবাদিদেব উমাপতিকে পূত মনে নমস্কার কর।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! মহর্ষিগণ তোমার মুখে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। নারায়ণ কথা শ্রবণ করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, সমুদায় আশ্রমে গমন ও সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও তদ্রূপ ফললাভ হয় না। এই সর্ব্বপাপ বিনাশন পরম পবিত্র নারায়ণ কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হইয়াছে। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাদিদেবতা ও মহর্ষিগণের অদৃশ্য। দেবর্ষি নারদ কেবল তাঁহার অনুগ্রহ বশতই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিয়াও কি কারণে পুনর্ব্বার নর ও নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! সর্পসত্রের অবসানে অন্যান্য কার্য্যসমুদায় আরব্ধ হইলে, মহারাজ জনমেজয় বেদনিদান ভগবান্ বেদব্যাসের তুল্য মহর্ষি বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণের সহিত কতকাল বাস করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। যেমন দধি হইতে নবনীত ও মলয় হইতে চন্দন সমুদ্ধৃত হয়, যেমন বেদ হইতে আরণ্যক ও ওষধি হইতে অমৃত সমুদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্রূপ আপনি অসংখ্য উপাখ্যানপরিপূরিত মহাভারত হইতে এই অমৃতস্বরূপ নারায়ণকথা সমুদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন! ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ। আমি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। যখন কল্পান্তে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই এক মাত্র নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার তেজ যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার তুল্য পবিত্র আর কেহই নাই। আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা অর্জ্জুন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান বাসুদেব যাঁহার প্রিয়সখা, বোধ হয় ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। তপোবল না থাকিলে যাঁহাকে দর্শন করা যায় না, সেই লোকপূজিত শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ নারায়ণ যখন আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ ও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে; অতুলতেজঃসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ আবার তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য। কারণ তিনি ভগবান্ নারায়ণের অনুগ্রহ প্রভাবে শ্বেতদ্বীপে তাঁহার আদিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, দেবর্ষি অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণের রূপ দর্শন করিয়াও নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনরায় কি নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াই বা তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ কথোপকথন ও তথায় কত দিন অবস্থান করিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি অমিততেজা ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে অনাদিনিধন নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়া তৎকথিত বিষয় সমুদায় চিন্তা করিতে করিতে সুমেরু পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় সমুপস্থিত হইয়া "আমি এতাদৃশ দূরপথে গমন পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলাম" এই চিন্তা করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি সেই সুমেরু পর্ব্বত হইতে আকাশপথে গন্ধমাদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে অতি সুবিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তপশ্চরণনিরত ব্রতধারী আত্মনিষ্ঠ পুরাতন ঋষিদ্বয় তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভা সর্ব্বলোকপ্রকাশক সূর্য্য হইতেও সমধিক উজ্জ্বল। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, মস্তকে জটাভার, চরণতলে চক্রচিহ্ন, করতলে হংসচিহ্ন, বাহু আজানুলম্বিত এবং বক্ষঃস্থল অতি সুবিস্তীর্ণ। তাঁহারা উভয়েই মুষ্কচতুষ্টয়সম্পন্ন এবং ষষ্টিসংখ্যক ক্ষুদ্র ও আটটী বৃহৎদন্তযুক্ত। তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর মেঘধ্বনির ন্যায় অতি গভীর, মুখমণ্ডল অতি রমণীয়, ললাটদেশ অতি প্রশস্ত, মস্তক আতপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং ভ্রূযুগল, হনু ও নাসিকা অতি মনোহর। দেবর্ষি নারদ এই রূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে প্রতিপ্রণাম ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক "আমি শ্বেতদ্বীপে সর্ব্বভূতনমস্কৃত যেরূপ ব্যক্তিদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, এই মহাপুরুষদ্বয়ও সেইরূপ" এই চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কুশময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তপস্যা, যশ ও তেজের আধারস্বরূপ শমদমাদি গুণসম্পন্ন নরনারায়ণ পূর্ব্বাহ্ণকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান দ্বারা দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া কুশাসনে উপবেশন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা তিন জন একত্র উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভাবে হুত হুতাশনের প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা যজ্ঞভূমি যেমন সুশোভিত হয়, তদ্রূপ ঐ আশ্রমপ্রদেশ সমধিক শোভমান হইল।

অনন্তর নরনারায়ণ সুখোপবিষ্ট গতক্লম দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি শ্বেতদ্বীপে আমাদিগের আদিমূর্ত্তি সনাতন ভগবান্ পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না তাহা কীর্ত্তন কর।

প্রবাহে অচিরাৎ সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির | পুনঃশোভা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

নারদ কহিলেন, শ্বেতদ্বীপে বিশ্বরূপী সনাতন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। দেবতা ও ঋষিগণসমবেত সমুদায় লোক তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আপনাদিগের উভয়কে দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি এখনও সেই মহাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছি। আমি শ্বেতদ্বীপে অব্যক্তরূপী নারায়ণকে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত অবলোকন করিয়াছি, এখানে ব্যক্তরূপী আপনাদিগকেও সেই সমুদায় লক্ষণসম্পন্ন দেখিতেছি। আমি তথায় নারায়ণের উভয় পার্শ্বে আপনাদিগকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম, আবার অত্র এ স্থলে আগমন করিয়াও আপনাদিগকে দর্শন করিতেছি। আপনারা ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই তাঁহার সদৃশ শ্রীমান্ তেজস্বী ও যশস্বী নহেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সমুদায় ধর্ম এবং স্বয়ং যে যে রূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইবেন, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপে যে সমুদায় বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য শ্বেতবর্ণ পুরুষ অবস্থান করেন, তাঁহারা সকলেই ভক্তজন নারায়ণভক্ত এবং সকলেই সর্ব্বদা নারায়ণের পূজা ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণ নিতান্ত ভক্তবৎসল, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বসংহারকর্ত্তা, সর্ব্বগামী, কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্য। তাঁহার তুল্য বল ও দ্যুতি আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং তপশ্চরণ পূর্ব্বক তেজঃপ্রভাবে আপনাকে শ্বেতদ্বীপ অপেক্ষা উদ্ভাসিত এবং ত্রিলোকমধ্যে শান্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় সূর্য্য প্রকাশিত, চন্দ্র সমুদিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না। তিনি অবনীতলে অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণ বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে অবস্থান ও সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, পশুপতি এবং অন্যান্য দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে সমুদায় হব্যকব্য প্রদান করেন, তৎসমুদায় সেই পরমপুরুষের চরণে নিপতিত হয়। আর একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে যাহা যাহা সমর্পণ করেন, তৎসমুদায় তিনি শিরোধার্য্য করেন; সুতরাং ত্রিলোকমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই তাঁহার প্রিয়তর নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া আমিও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং আমার নিকট কহিয়াছেন যে, একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিরাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর। আমি এইরূপে শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের মূর্ত্তি অবলোকন ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক এস্থলে আগমন করিয়াছি। অতঃপর আপনাদিগের সহিত এই আশ্রমে অবস্থান করিব।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে, নরনারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি যে শ্বেতদ্বীপে অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে অবস্থিত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়াছ; অতএব তুমি ধন্য ও ভগবানের অনুগৃহীত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহেন। সেই অব্যক্তপ্রভব ভগবান্ নারায়ণের সন্দর্শন লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তর আর কেহই নাই। তুমি তাঁহার নিতান্ত ভক্ত, এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তোমাকে আপনার মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় আমরা দুই জন ব্যতিরেকে কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি স্বয়ং যে স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, ঐ স্থানের প্রভা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সেই বিশ্বপতি হইতে ক্ষমাগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐ ক্ষমাগুণ দ্বারা পৃথিবী ভূষিত হইয়াছে। রস সেই সর্ব্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া সলিলকে আশ্রয় করিয়াছে। রূপাত্মক তেজ তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সূর্য্যদেব সেই তেজ লাভ করিয়া প্রভাজাল বিস্তার করিতেছেন। সমীরণ সেই পুরুষোত্তম হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শগুণ লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শব্দ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করাতে অন্য বস্তু দ্বারা অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বভূতগত মন তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া উভয়কে প্রকাশশালী করিয়াছে। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, হব্যকব্যভোজী ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যার সহিত যে স্থানে বাস করিতেছেন, ঐ স্থানের নাম সত্যতোৎপাদক। এক্ষণে যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত, তুমি তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন কর। তপোনাশক দিবাকর সকল লোকের দ্বারস্বরূপ। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, তৎপরে আদিত্য হইতে দগ্ধদেহ, অদৃশ্য ও পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে, তৎপরে মনঃস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নে, প্রদ্যুম্ন হইতে নির্গত হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হে তপোধন! এক্ষণে আমরা ধর্ম্মের আলয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া যেই দেবদেব নারায়ণের যে সমস্ত মূর্ত্তি ত্রিলোকমধ্যে আবির্ভূত হইবে, তৎসমুদায়ের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত এই রমণীয় বদরিকাশ্রমে অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছি। আমরা অসাধারণ বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত সমুদায় সংসাধন করিয়াছি। আমরা তোমাকে শ্বেতদ্বীপে দর্শন করিয়াছি এবং তুমি ভগবান্ নারায়ণের সহিত সমাগত হইয়া যেরূপ সংকল্প করিয়াছ, তাহাও অবগত হইয়াছি। সেই দেবাদিদেব এই বিশ্বমধ্যে যে সমস্ত শুভাশুভ উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, তোমার নিকট তৎসমুদায়ই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মহাত্মা নরনারায়ণ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরমপুরুষের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, নারায়ণনিষ্ঠ, বিবিধ মন্ত্রজপে একান্ত অনুরক্ত ও সেই নরনারায়ণের পূজায় নিতান্ত নিরত হইয়া তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একদা ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দেবকার্য্য সমাধানানন্তর পিতৃকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তুমি এই দৈব ও পৈত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ ফললাভের নিমিত্ত কাহার আরাধনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনিই কহিয়াছিলেন, দেবগণের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈবই পরম যজ্ঞ ও সনাতন পরমাত্মার স্বরূপ। আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে নিরন্তর নারায়ণের উপাসনা করিতেছি। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সনাতন নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার পুত্র। আমি ভগবান্ ব্রহ্মার মানসপুত্র হইয়াও অভিশাপবশত সেই দক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। লোকে পিতৃযজ্ঞে পিতা, মাতা ও পিতামহস্বরূপ সেই সনাতন নারায়ণেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি পিতৃযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া সেই পরমাত্মার উপাসনা করিতেছি। শ্রুতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, দেবগণ অগ্নিষ্বাত্তাদিকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন। ঐ যুদ্ধ বহুকাল হওয়াতে বেদ তাঁহাদের স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহারা সেই অগ্নিষ্বাত্তাদির নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। দেবগণ অগ্নিষ্বাত্তাদির নিকট বেদাধ্যয়ন করাতে অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবগণের পুত্র হইয়াও পিতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ ও পিতৃগণ যে ভূতলে কুশবিস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর পিণ্ডত্রয় প্রদান পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে পিতৃগণ কি রূপে পিণ্ডসংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনারা সেই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন ভগবান্ নরনারায়ণ দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! পূর্ব্বে ভগবান্ নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে উদ্ধৃত ও যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে কর্দ্দমাক্তি দেহে পূর্ব্বাস্য হইয়া ভূমিতে কুশসংস্থাপন ও আত্মদেহের উত্তাপসম্ভূত স্বেদগর্ত্ত ভিন্ন দ্বারা সেই কুশ প্রোক্ষণ পুরঃসর দংষ্ট্রা দ্বারা তিনটী মৃন্ময় পিণ্ড উত্তোলন ও সেই কুশোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক লোকের নিয়ম সংস্থাপনার্থ কহিয়াছিলেন, আমিই লোকসমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। এক্ষণে আমি স্বয়ং পিতৃগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার দন্ত দ্বারা মৃৎপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়াছে; এই নিমিত্ত অদ্যাবধি পিণ্ড সকল

নায় পিতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। আমি এই যে পিতৃত্রয়ের সৃষ্টি করিলাম ইহারা আমার আদেশক্রমে পিতৃত্ব লাভ করুক। পণ্ডিতেরা আমাকেই পিণ্ডত্রয়ে অবস্থিত পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য কেহই নাই। কেহই আমার পিতা নহে। আমিই সকলের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহস্বরূপ। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ ইহা কহিয়া বরাহপর্ব্বতে পিণ্ডদান পূর্ব্বক আপনার পূজা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি পিতৃগণ পিণ্ড নামে অভিহিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পিতৃ, দেবতা, গুরু, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণ এবং পৃথিবী, গো ও জননীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার ফললাভ হইয়া থাকে। সুখদুঃখবিহীন ভগবান্ নারায়ণ নিরন্তর সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দেবর্ষি নারদ নরনারায়ণের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও একান্ত অনুরক্ত হইলেন। তিনি নরনারায়ণের আশ্রমে সহস্র বৎসর অবস্থান, তাঁহাদিগের নিকট নারায়ণোপাখ্যান শ্রবণ ও তথায় বিশ্বরূপ হরিকে সন্দর্শন করিয়া হিমালয়পর্ব্বতস্থিত স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই বিখ্যাত তপস্বী মহর্ষি নরনারায়ণও রমণীয় বদরিকাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। আজি তুমি আমার নিকট এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পবিত্র হইলে, যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে, সেই অনাদিনিধন নারায়ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি তাহার নিস্তার নাই। যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের বিদ্বেষ করে, সে সকলেরই দ্বেষ্য ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ অনন্তকাল ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার দ্বেষ করিলে আত্মদ্বেষী হইতে হয়। আমাদিগের উপাধ্যায় গন্ধবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট যেরূপ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দেবর্ষি নারদ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন; আমি পূর্ব্বে ভগবদ্গীতা কীর্ত্তনসময়ে ঐ মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি। ভগবান্ বেদব্যাস নারায়ণস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর কেহই মহাভারত রচনা ও যথাবিধি বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্প করিয়াছ, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সমারব্ধ হউক।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! নরপতি জনমেজয় এই বিস্তীর্ণ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তুমি এই সমুদায় মহান্ নৈমিষারণ্যবাসিগণের সমভিব্যাহারে যে নারায়ণমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ, ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ ও মহর্ষি সমুদায়ের সমক্ষে সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট ঐ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সমুদায় মহর্ষি ও ত্রিভুবনের অধিপতি। তিনি বেদের বিধাতা, তিনিই এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শমদমাদি নিয়মসমুদায় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের হিতার্থে অসুরদিগের বিনাশসাধন করিয়াছেন। তিনি তপোনিধি, যশোভাজন, মধুকৈটভনিহন্তা এবং ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও অভয়দাতা। তিনি সগুণ, নির্গুণ বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী এবং যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদির ফলভাগহারী। সেই দুর্জ্জয় মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান্ নারায়ণ পুণ্যাত্মা মহর্ষিদিগের উৎকৃষ্ট গতিবিধান করিয়া থাকেন। সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ও যোগিগণ তাঁহাকে ত্রিলোকের আদিকারণ, মোক্ষের আধার এবং সূক্ষ্ম অচল ও সনাতন পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেই ত্রিলোকসাক্ষী জন্মবিহীন আদিপুরুষ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন; অতএব আপনারা একান্তচিত্তে সেই ত্রিলোকনাথকে নমস্কার করুন।

অষ্টাচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! আমি তোমার মুখে সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্য, ধর্ম্মের আলয়ে নরনারায়ণ রূপে তাঁহার আবির্ভাব, মহাবরাহকৃত পূর্ব্বতন পিণ্ডোৎপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যে মহাসাগরের সন্নিধানে ঈশানকোণে হব্যকব্যভোক্তা ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ হয়গ্রীবের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছ, ব্রহ্মা সেই হয়গ্রীবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই লোকপালক হয়গ্রীবের রূপ কিরূপ ও প্রভাবই বা কি প্রকার? আর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অদ্ভুত পবিত্র মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি ঐ বিষয় কীর্ত্তন কর। তুমি পরম পবিত্র পুরাণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়াছ।

তখন সৌতি কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই বেদমূলক পুরাণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা জনমেজয় দেবাদিদেব বিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্ত্তির বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! প্রজাপতি ব্রহ্মা যে হয়গ্রীব মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, কি কারণে সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়? আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইহলোকে যে সমস্ত দেহাদি পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের সংকল্প হইতে সমুৎপন্ন পঞ্চভূতের সমষ্টি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন এবং তাঁহা হইতেই ইহার প্রলয় হইয়া থাকে। এক্ষণে যে রূপে প্রলয় হয় তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বাগ্রে পৃথিবী সলিলে লীন হয়, তৎপরে সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনোমধ্যে, মন মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি জীবাত্মায় লীন হয়। তখন সমুদায়ই ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হয় না।

এক্ষণে যে রূপে উৎপত্তি হয়, তাহাও শ্রবণ কর। তমোরূপ প্রকৃতি হইতে জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ঐ ব্রহ্মই প্রকৃতির পুরুষ ও অমৃতস্বরূপ। তিনি বিশ্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পৌরুষদেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনিই অনিরুদ্ধ, প্রধান, অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মক, সেই অনিরুদ্ধনামক হরি বিদ্যাসহায়সম্পন্ন হইয়া যোগনিদ্রা অধিকারপূর্ব্বক সলিলোপরি শয়ন করিয়া জগৎসৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে অহঙ্কারস্বরূপ সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। পদ্মলোচন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া পদ্মে উপবেশনপূর্ব্বক সমুদায় জলময় নিরীক্ষণ করিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতসমুদায়ের সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা তৎকালে যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যসঙ্কাশ পদ্মের পত্রে নারায়ণনিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল নিপতিত ছিল। ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে এক বিন্দু মধুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তদ্দর্শনে অনাদিনিধন নারায়ণ কহিলেন, এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধুদৈত্য উৎপন্ন হউক। তিনি আজ্ঞা করিবামাত্র সেই জলবিন্দু হইতে মধুদৈত্য প্রাদুর্ভূত হইল। অন্য জলবিন্দু অতিশয় কঠিন ছিল। ঐ জলবিন্দু হইতে নারায়ণের আদেশানুসারে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই রজ ও তমোগুণাবলম্বী মহাবল পরাক্রান্ত গদাধারী অসুরদ্বয় ঐ পদ্মমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল, উহার মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে মনোহর বেদের সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রহ্মাকে বেদসৃষ্টি করিতে দেখিয়া তাঁহাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তখন তাহারা কমলযোনির নিকট হইতে সেই বেদ গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদ্রমধ্যে গমন করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা নিতান্ত কাতর হইয়া নারায়ণকে কহিলেন, ভগবন্! বেদ আমার দিব্য চক্ষু ও উৎকৃষ্ট বল; বেদ আমার তেজ ও উপাস্য বস্তু। এক্ষণে মধুকৈটভনামক দানবদ্বয় বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করিয়াছে। বেদবিরহে আমি লোক সমুদায়কে অন্ধকারময় দেখিতেছি। বেদ ব্যতীত আমি কি রূপে লোক সৃষ্টি করিব? ফলতঃ বেদ বিনষ্ট হওয়াতে আমার যাহার পর নাই দুঃখ উপস্থিত ও হৃদয় অতিশয় সন্তপ্ত।

হইয়াছে। আজ কোন্ ব্যক্তি সেই বেদসমুদায় আনয়ন করিয়া আমাকে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার করিবে। কমলযোনি নারায়ণের নিকট এইরূপ দুঃখপ্রকাশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্তব করত কহিলেন, ভগবন্! তুমি ব্রহ্মস্বরূপ ও আমার পূর্ব্বজাত। তুমি লোকের আদি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সাংখ্যযোগনিধি। তুমি মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতির স্রষ্টা, অচিন্তনীয় ও শ্রেয়ঃপথাবলম্বী। তুমি বিশ্বসংহারক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও স্বয়ম্ভু তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার অনুগ্রহেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। প্রথমে তোমার মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষু হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ও ষষ্ঠবার অণ্ডমধ্য হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে। এই আমার সপ্তম জন্ম। এবারে আমি তোমার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি কল্পে কল্পে সৃষ্টির সময় বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ও তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া থাকি। তুমি ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভূ; আমি তোমা হইতেই সম্ভূত হইয়াছি। বেদ আমার চক্ষুস্বরূপ। দুরাত্মা দানবদ্বয় আজি আমার সেই চক্ষু অপহরণ করাতে আমি এক্ষণে অন্ধপ্রায় হইয়াছি। অতএব এক বার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে চক্ষু প্রদান কর। তুমি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ কর, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি করিয়া থাকি।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, ভগবান্ নারায়ণ নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বেদোদ্ধারের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। ঐ সময় তিনি অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ দ্বারা দ্বিতীয় হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহার শরীর ও নাসিকাদি অবয়ব সমুদায় চন্দ্র তুল্য কমনীয় হইয়া উঠিল। নক্ষত্রতারাসমবেত স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্যকিরণ কেশপাশ, আকাশ ও পাতাল কর্ণদ্বয়, পৃথিবী ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী নিতম্বদ্বয়, মহাসমুদ্রদ্বয় ভ্রূযুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, সন্ধ্যা নাসিকা, ওঙ্কার সংস্কার, বিদ্যুৎ জিহ্বা, সোমপায়ী পিতৃগণ দন্ত সমুদায়, গোলোক ব্রহ্মলোক ওষ্ঠ ও অধর এবং কালরাত্রি তাঁহার গ্রীবাস্বরূপ হইল। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে বিবিধ মূর্ত্তিপরিবৃত হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যোরতর যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক উদাত্তাদি স্বর সমুদায় অবলম্বন করিয়া সামগান করিতে আরম্ভ করিলে রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মধুকৈটভ সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া রসাতলমধ্যে বেদনিক্ষেপপূর্ব্বক শব্দানুসারে ধাবমান হইল। অসুরদ্বয় বেদ নিক্ষেপ করিবামাত্র হয়গ্রীবমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণ তাহাদের অগোচরে সমুদায় বেদ গ্রহণ ও স্বস্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং মহাসমুদ্রের ঈশানকোণে স্বীয় হয়গ্রীবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বয়ং পূর্ব্বরূপ ধারণপূর্ব্বক নিদ্রিত হইলেন।

এ দিকে মধুকৈটভ বহুক্ষণ সেই শব্দের কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কুত্রাপি কিছুমাত্র অবলোকন না করিয়া পরিশেষে যে স্থানে বেদ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তথায় আগমন ও বেদ অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু মহাত্মা নারায়ণ ইতিপূর্ব্বেই বেদ লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং উহারা ঐ স্থানে উহার অনুসন্ধান পাইল না। তখন তাহারা পুনরায় রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিল, সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ অমিতপরাক্রম শুভ্রবর্ণ আদিপুরুষ নারায়ণ সলিলের উপর কিরণজালসমাবৃত স্বীয় দেহপ্রমাণ অনন্তশয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ঐ দানবদ্বয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, এই সেই শ্বেতবর্ণ পুরুষ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। রসাতল হইতে বেদ অপহরণ করা ইহারই কর্ম্ম সন্দেহ নাই। দুরাত্মা অসুরদ্বয় এই স্থির করিয়া নারায়ণের নিকট গমন পূর্ব্বক এ কে, কি নিমিত্ত অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে? উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বাক্যবিন্যাস পূর্ব্বক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। নারায়ণ জাগরিত হইবামাত্র দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থী অবলোকন পূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মার উপকারার্থ তাহাদিগের উভয়কেই এককালে সংহার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দানবদ্বয়ের বিনাশ ও নিখিল বেদের উদ্ধার দ্বারা ব্রহ্মার শোকাপনোদন হইলে কমলযোনি বেদ ও নারায়ণের সহায়বলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে মধুকৈটভের বিনাশসাধন ও ব্রহ্মার অন্তরে লোকসৃষ্টির বুদ্ধি প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে মহাত্মা হরি হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ এই নারায়ণবৃত্তান্ত শ্রবণ বা অভ্যাস করেন, তাঁহার কখনই বেদাধ্যয়নের বিঘ্ন জন্মে না। পূর্ব্বে পাঞ্চালরাজ দৈববাণী অনুসারে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক হয়গ্রীবমূর্ত্তি নারায়ণকে আরাধনা করিয়া স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে ভগবান্ নারায়ণের যে হয়গ্রীবমূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। তিনি কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত যখন যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে বাসনা করেন, তখনই সেইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বেদ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ। তিনি সাংখ্যযোগ ও পরমব্রহ্ম। যজ্ঞসমুদায় তাঁহারই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিনিই সকলের পরমগতি, সত্য এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মস্বরূপ। ভূমির গন্ধ, সলিলের রস, জ্যোতির রূপ, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ এবং প্রকৃতির গুণ মন তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রহনক্ষত্রাদির গমনাগমননিবন্ধন যে কাল প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাও নারায়ণাত্মক। কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতা সমুদায় নারায়ণকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। ফলত নারায়ণই এই সমুদায় পদার্থের প্রধান কারণ ও কার্য্যস্বরূপ। তিনিই অধিষ্ঠানকর্ত্তা, পৃথক্‌বিধকরণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব। যাঁহারা হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাযোগী হরিই তাঁহাদিগের সেই তত্ত্বস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, সাংখ্যমতাবলম্বী, যোগী ও আত্মজ্ঞ যতিদিগের মনোভিলাষ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতেছেন; কিন্তু ঐ সমস্ত মহাত্মা কোন ক্রমেই তাঁহার অভীষ্ট অবগত হইতে সমর্থ হন না। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহারা দৈব ও পৈত্র কার্য্য এবং দান ও তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রয়। তিনি সকলের বাসস্থান বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহাকে বাসুদেব নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি নিত্য, পরম মহর্ষি, মহাবিভূতি ও নির্গুণ। বসন্তাদি ঋতুতে কাল যেমন ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সগুণ হইয়া রূপাদি ধারণ করিয়া থাকেন। মহাত্মারা তাঁহার গতি বা প্রত্যাগতি কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হন না। যে মহর্ষিগণ জ্ঞানবল আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন।

ঊনপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ নারায়ণ একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনি পুণ্যপাপবিহীন নির্গুণ পুরুষদিগের পরমগতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের সহিত একান্ত ভক্তদিগের বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। যখন একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অনিরুদ্ধাদি দেবত্রয়ের উপাসনা না করিয়াও চতুর্থ মূর্ত্তি বাসুদেবে লীন হন, তখন একান্তধর্ম্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয় আর কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণগণ যতিধর্ম্ম আশ্রয় করেন এবং যাঁহারা নিরন্তর যথাবিধি বেদ স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও একান্ত ভক্ত মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন্ দেবতা বা কোন্ মহর্ষি এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোন্ সময়ে উহা উৎপন্ন হইল এবং কি রূপেই বা উহা প্রতিপালন করিতে হয়, এই সমুদায় বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি এই সংশয় অপনোদন পূর্ব্বক আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যেরূপ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট তাহা কহিয়াছি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋষিগণসমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন

করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মকৃত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্মপরিগ্রহ করিয়া চন্দ্রের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রুদ্রদেবকে প্রদান করেন। তৎপরে বালিখিল্য নামক মহর্ষিগণ সেই যোগারূঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে সেই সনাতন নারায়ণের মায়াপ্রভাবে উহা পুনরায় তিরোহিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার জন্মগ্রহণ করিলে, নারায়ণ পুনর্ব্বার স্বয়ং ঐ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুবর্ণ তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণ প্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিনবার উহা পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ঐ ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ ধর্ম্ম ঋগ্বেদমধ্যে কীর্ত্তিত আছে। উহার অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর। জগৎপ্রাণ সমীরণ মহর্ষি সুপর্ণ হইতে ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া বিঘসাশী মহর্ষিদিগকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়।

অতঃপর সনাতন নারায়ণের কর্ণ হইতে ব্রহ্মার জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ জগতের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার কর্ণ হইতে বিনির্গত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে তেজ, বল ও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গ হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া যথাবিধি সত্যযুগ সংস্থাপন কর। আমা হইতে অবশ্যই তোমার মঙ্গললাভ হইবে। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার বদনবিনিঃসৃত আরণ্যক বেদের সহিত সরহস্য শ্রেষ্ঠধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন তখন যুগধর্ম্মের বিধাতা বিষয়রাগবিহীন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে ঐ ধর্ম্ম শিক্ষা করাইয়া মায়াতীত পরম স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্থাবরজঙ্গম পরিপূর্ণ সমুদায়লোকের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় সর্ব্বপ্রথমে সত্যযুগ সমুপস্থিত ও সনাতন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নারায়ণমুখনির্গত ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মনুকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র শঙ্খপদ পিতার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় পুত্র দিক্‌পাল সুবর্ণাভকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্মই কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজাপতি বীরণকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে মহাত্মা বীরণ স্বীয় পুত্র রৈভ্যকে ও রৈভ্য স্বীয় পুত্র দিক্‌পতি কুক্ষিনামাকে উহা প্রদান করিলেন, পরিশেষে সেই নারায়ণমুখোদ্ভূত ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে পুনর্ব্বার ঐ ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিধিপূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্হিষদ্ নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ নামে বিখ্যাত এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা লাভ করিয়া মহারাজ অবিকম্পীকে প্রদান করিলেন। পরিশেষে ঐ সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মা সপ্তবার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম্ম তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বান্‌কে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান মনুকে এবং মনু লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম্ম সমর্পণ করিলে, তিনি ত্রিলোকমধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে। হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে হরিগীতায় যতিধর্ম্ম কীর্ত্তনসময়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সনাতন সত্যধর্ম্মই সকলের আদি, দুর্জ্ঞেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম্ম ও অহিংসা ধর্ম্মযুক্ত সৎকর্ম্ম প্রভাবে নারায়ণ প্রীত হন। ঐ মহাত্মাকে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিতে এবং কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব-মূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন। উনি মমতাপরিশূন্য, পরিপূর্ণ ও আত্মস্বরূপ। উনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণসমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন। উনি মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়স্বরূপ, উনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা, অকর্ত্তা, কার্য্য ও কারণ। উনি ইচ্ছানুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি আচার্য্য বেদব্যাসের প্রসাদবলে তোমার নিকট দুর্জ্ঞেয় ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। এই জগৎ হিংসাপরিশূন্য, সর্ব্বভূতহিতৈষী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঐকান্তিক ধর্ম্মাবলম্বী লোকসমুদায়ে পরিবৃত হইলেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে এবং সমুদায় লোক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ। মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের সন্নিধানে ঋষিগণের নিকট এইরূপে এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; তিনি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের নিকট এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন। একান্ত অনুরক্ত নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিরা চরমে চন্দ্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ নারায়ণকে লাভ করিয়া থাকেন।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রতপরায়ণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত তাহা অবলম্বন করেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন। উঁহারা সত্ত্বগুণপ্রভাবেই নারায়ণকে অবগত হইতে সমর্থ হন এবং মুক্তি যে নারায়ণের অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহাও বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া থাকেন; ঐই কারণেই তাঁহাদিগকে সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনার সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি মোক্ষলাভার্থ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, নারায়ণই তাঁহাদিগের যোগক্ষেম বহন করেন। ভগবান্ নারায়ণ সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত দ্বারা যাঁহাদের জন্মমরণদুঃখ নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিক এবং মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হন। নারায়ণাত্মক মুক্তিলাভের নিমিত্ত একান্ত মনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম সাংখ্য ও যোগধর্ম্মের অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানবান্ মনুষ্য সেই ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রভাবে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া থাকেন। পুরুষ জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ সময়ে নারায়ণকর্ত্তৃক কৃপাদৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞানলাভ করে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে জ্ঞানী হইতে পারে না। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে বিমিশ্র প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রজ ও তমোগুণাবলম্বী প্রবৃত্তিধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষকে বারংবার জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিতে দেখিয়াও নারায়ণ তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করেন না, ঐরূপ ব্যক্তি লোকপিতামহ ব্রহ্মারই কৃপাপাত্র হইয়া থাকে। দেবতা ও ঋষিগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ হইতে অণুমাত্র পরিভ্রষ্ট হইলেও তাহাদিগকে অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! সাত্ত্বিক অহঙ্কারযুক্ত পুরুষ কিরূপে পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুষ যখন মোক্ষার্থী হইয়া সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্মস্বরূপ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাংখ্যযোগ, আরণ্যকবেদ ও পঞ্চরাত্র

এই শাস্ত্র সমুদায় পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত মনুষ্য এই সমস্ত শাস্ত্রের অনুসারে ধর্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ঐকান্তিক ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয়। সলিল-প্রবাহ যেমন মহাসাগর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় সেই মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জ্ঞানসমুদায় সেই নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট ঐকান্তিক ধর্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে উহার অনুষ্ঠান করুন। দেবর্ষি নারদ আমার গুরু ব্যাসের নিকট গৃহস্থ ও যতিদিগের অক্ষয় ঐকান্তিক ধর্মের বিষয় এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে মহাত্মা ব্যাস ধর্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রীতিপূর্ব্বক এই বিষয় কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর, এই নিমিত্ত অনেকেই উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। মহাত্মা বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তুমি তাঁহার প্রতিই একান্ত ভক্তি প্রদর্শন কর।

পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন ভগবন্! সাংখ্যযোগ, পঞ্চরাত্র ও আরণ্যকবেদ এই তিন জ্ঞানশাস্ত্র সমুদায় লোকে প্রচারিত রহিয়াছে, কিন্তু ঐ সমুদায় কি এক ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, না পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মপ্রতিপাদন করিতেছে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইতে পারি না, অতএব আপনি উহা যথাবিধি কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতী দ্বীপমধ্যে মহর্ষি পরাশরের সহযোগে যে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করি। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নারায়ণাংশসম্ভূত, বিভূতিযুক্ত, বেদনিধি দ্বৈপায়ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে সেই মহাত্মার জন্ম হয়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ও পরাশরের পুত্র বেদব্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আবার বেদব্যাসকে ভগবান্ নারায়ণের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, অতএব কিরূপে নারায়ণ হইতে ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমার গুরু ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বেদার্থ অন্বেষণের নিমিত্ত হিমালয়ের একদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি আমরা এই পাঁচ জনই তাঁহার শিষ্য ছিলাম। তিনি এই মহাভারত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, আমরা তাঁহার বিস্তর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বেদ ও ভারতার্থ পাঠে প্রবৃত্ত হওয়াতে ভূতগণপরিবেষ্টিত ভূতপতির ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

একদিন আমরা অবসরক্রমে গুরু বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি আমাদিগের নিকট সমুদায় বেদ, ভারতার্থ এবং নারায়ণ হইতে আপনার জন্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন। তখন তত্ত্ববিদ্‌প্রগণ্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে আমাদিগের নিকট বেদার্থ ও ভারতার্থ সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তপোবলে তাহা আমার বিদিত আছে। এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা শুভাশুভবিবর্জ্জিত ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে সপ্তমবার জন্ম পরিগ্রহ করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার নাভি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ, এক্ষণে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি কর। তখন ভগবান্ কমলযোনি দেবদেব নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি নিতান্ত জ্ঞানবিহীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে আমার ক্ষমতা নাই; অতএব আপনি উহার উপায়বিধান করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা কহিলে, নারায়ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া বুদ্ধিকে চিন্তা করিবামাত্র তিনি তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবদেব নারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি প্রজাগণের সৃষ্টি সাধনার্থ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ কর। মহাত্মা নারায়ণ এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে বুদ্ধি অবিলম্বে ব্রহ্মার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন নারায়ণ ব্রহ্মাকে বুদ্ধিসমন্বিত দেখিয়া পুনরায় কহিলেন বৎস! এক্ষণে তোমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, অতএব সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণীর সৃষ্টিবিধান কর। নারায়ণ এই কথা কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম বলিয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ অবিলম্বে তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ নারায়ণের মনে এই উদয় হইল যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে এই বসুমতী দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অতঃপর দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণ তপোবলে বরলাভপূর্ব্বক গর্ব্বিত বলশালী ও একান্ত উদ্ধত হইয়া দেবতা ও ঋষিগণের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করিবে; অতএব বিবিধ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া যথাক্রমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা পৃথিবীর ভারাপহরণ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি নাগমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রসাতলে অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি বলিয়া ধরণী এই বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন, অতএব ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়া ইঁহার পরিত্রাণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতঃপর আমাকে বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও মনুষ্য প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ব্বিনীত দেবারিগণকে বিনাশ করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নারায়ণ "ভো" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে ঐ শব্দ হইতে অপান্তরতমা নামে এক মহর্ষি সমুদ্ভূত হইলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সত্যবাদী ও অধ্যবসায়শালী। অপান্তরতমা সমুদ্ভূত হইবামাত্র আদিদেব নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভদ্র! তোমাকে বেদবিভাগ করিতে হইবে। নারায়ণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে মহর্ষি অপান্তরতমা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বেদবিভাগ করিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বেদবিভাগকার্য্য, তপস্যা, নিয়ম ও সংযম দ্বারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি প্রতি মন্বন্তরে এইরূপ জন্ম লাভ করিয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। কেহই তোমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কলিযুগ সমুপস্থিত হইলে, ভরতবংশে কৌরব নামে বিখ্যাত মহাত্মা নরপতিগণ তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইবে। তুমি তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত না থাকাতে তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া শমনসদনে গমন করিবে। ঐ যুগে তুমি বহুবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, জ্ঞানোপদেষ্টা ও তপস্বী হইয়া বেদবিভাগ করিবে; কিন্তু স্বয়ং কখনই বিষয়ানুরাগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে তোমার যে পুত্র জন্মিবে, সেই বিষয়ানুরাগপরিশূন্য হইবে। ব্রাহ্মণগণ যে বশিষ্ঠদেবকে ব্রহ্মার মানসপুত্র ও তপোধনাগ্রগণ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাঁহার তেজঃপ্রভায় সূর্য্যপ্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বংশে মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরাশরনামে মহর্ষি জন্মপরিগ্রহ করিবেন। তিনি বেদের আকর ও মহাতপস্বী হইবেন। তুমি তাঁহার ঔরসে অবিবাহিতা সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না এবং কিছুতেই তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। তুমি তপোবলে অনায়াসে অতীত যুগসমুদায় অবগত হইতে পারিবে এবং এই কলিযুগ অবধি চিরকাল জীবিত থাকিয়া অসংখ্য যুগ অতিক্রান্ত হইতে দেখিবে। ঐ কলিযুগে আমি চক্রধারণ পূর্ব্বক তোমার নয়নগোচর হইব। তোমার যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে। যে মন্বন্তরে সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হইবেন, সেই মন্বন্তরে তুমি মন্বাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদায় আমা হইতে সম্ভূত। যে যেরূপ কামনা করে, আমি অনায়াসেই তাহার সে অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকি। ভগবান্ নারায়ণ অপান্তরতমাকে এই কথা কহিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে আদেশ করিলেন।

হে শিষ্যগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে নারায়ণের প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্ট সমাধিনের ...

ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। এই আমি তোমাদের জিজ্ঞাসানুসারে আমার পূর্ব্বজন্ম ও পরে আমার যাহা যাহা হইবে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আমাদিগের উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। সাংখ্য-যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সাংখ্যের, পুরাতন পুরুষ ব্রহ্মা যোগের, অপান্তরতমা বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব পাশুপত ধর্ম্মের এবং ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। সাংখ্যযোগাদি সমুদায় শাস্ত্রেই একমাত্র নারায়ণকে উপাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহাকে পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া অবগত হইতে পারে না। শাস্ত্রকর্ত্তা মনীষিগণ ঐ নারায়ণকেই অদ্বিতীয় পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাহারা বেদ ও অনুমানাদি দ্বারা সন্দেহশূন্য হইয়াছেন, নারায়ণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। আর যাহারা কুতর্কনিবন্ধন সন্দিহান হয়, তাহারা কখন তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রজ্ঞ একান্ত অনুরক্ত মহাত্মারা চরমে অনায়াসে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন। মহারাজ! মহাত্মগণ সাংখ্য, যোগ ও বেদপ্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রে এই জগৎ নারায়ণময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল শুভাশুভ কার্য্য সংঘটিত হয়, সে সমুদায়ই নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হওয়া উচিত।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! পুরুষ এক না বহু? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে এবং সকলের উৎপত্তিস্থানই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র পুরুষকে বহু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে যেমন ঘটপটাদিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশের একমাত্র মহাকাশই কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাই সমস্ত পুরুষের কারণ রূপে অভিহিত হন। এক্ষণে আমি তপঃপরায়ণ পরম পূজনীয় মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া সামান্য ও বিশেষাকারে যাহা কহিয়াছেন, সেই সর্ব্ববেদপ্রথিত এই সত্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার গুরু মহর্ষি বেদব্যাস সংক্ষেপে পুরুষের একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে ত্র্যম্বকব্রহ্মসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তুমি অবহিত মনে উহা শ্রবণ করিলে এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে স্বর্ণপ্রভ বৈজয়ন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিদিন ঐ পর্ব্বতে গমন করিয়া একাকী অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেন। তিনি একদা তথায় উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার ললাটদেশসমুদ্ভব ভগবান্ মহেশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথ দিয়া ঐস্থানে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ কমলযোনির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রীতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিলোচনকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া বামহস্তে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে বহুকাল বিলম্বে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, মহাবাহো! কেমন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ত? এক্ষণে তোমার তপ ও বেদাধ্যয়নের কুশল?

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার তপ ও বেদাধ্যয়নের কুশল। সমস্ত জগৎও নির্ব্বিঘ্নে আছে। আমি ব্রহ্মলোকে আপনার বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তথায় আপনার সাক্ষাৎকার না পাইয়া এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলাম। আপনাকে এই নির্জ্জনস্থানে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আমার মনে যাহার পর নাই কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনি সামান্য কারণে এই পর্ব্বতবাস আশ্রয় করেন নাই। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত সেই সুরাসুরসেবিত ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ ক্ষুৎপিপাসাশূন্য, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র! আমি এই বৈজয়ন্ত নামক পর্ব্বতে বাস করিয়া একাগ্রমনে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।

তখন রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি বহুসংখ্যক পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু আপনি যাঁহাকে চিন্তা করেন, সেই বিরাট পুরুষ কে? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা নিরাকরণ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! আমি বহু পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা যথার্থ বটে এবং বেদমধ্যেও ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষের চিন্তা করিতেছি, তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের কারণ। ঐ সমস্ত পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে উদ্ভূত হইয়া সাধনবলে নির্গুণ হইতে পারিলে সেই নির্গুণ বিশ্বব্যাপী পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন।

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! পণ্ডিতেরা ভগবান্ নারায়ণকে শাশ্বত, অব্যয়, অপ্রমেয় ও সর্ব্বময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ব্যক্তি কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়সম্পন্ন শমদমাদিবিহীন মূঢ়দিগের জ্ঞানের অগোচর। ঐ নিরাকার পুরুষ সমুদায় লোকের শরীরে অবস্থান করিয়াও শুভাশুভ কার্য্যসমুদায়ে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদিগের সকলেরই অন্তরাত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ, অথচ আমরা কেহই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারি না। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মস্তক, ভুজ, পদ ও নাসিকাস্বরূপ। তিনি একাকী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরমসুখে সর্ব্বদেহে বিচরণ করিতেছেন। শরীররূপ ক্ষেত্র ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বীজ তাঁহার বিদিত আছে, এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় ও কিরূপে উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। আমি সাংখ্য, বিধি ও যোগবল আশ্রয় করিয়া তাঁহার তত্ত্বচিন্তায় তৎপর হইয়াছি, কিন্তু কোন রূপেই সেই পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আত্মজ্ঞানানুসারে সেই সনাতন পুরুষের একত্ব ও মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহাপুরুষ শব্দ কেবল তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন একমাত্র হুতাশন বিবিধ রূপে প্রজ্বলিত হন, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ বিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ হইতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন একমাত্র বায়ু ইহলোকে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন এবং যেমন একমাত্র সমুদ্র সমুদায় জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান, শুভাশুভ কার্য্য এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই নির্গুণ হইয়া থাকেন। যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের অগোচর পরম পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমে অনিরুদ্ধের সহিত প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্নের সহিত সঙ্কর্ষণের ও সঙ্কর্ষণের সহিত বাসুদেবের একীভাব সম্পাদনপূর্ব্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যোগবিদ্ পণ্ডিতেরা সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন; পণ্ডিতেরা পরমাত্মাকেই নির্গুণ, সর্ব্বময় ও নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। জীবাত্মা কখন মোক্ষপ্রাপ্ত, কখন বা বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন। তাঁহাকে লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবমনুষ্যাদি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষ একমাত্র। সেই সর্ব্বপ্রকাশক পুরুষই মন্তা ও মন্তব্য, ভোক্তা ও ভোগ্য, রসাস্বাদনকর্ত্তা ও রসনীয়, ঘ্রাণকর্ত্তা ও ঘ্রেয়, স্পর্শকর্ত্তা ও স্পর্শনীয়, দ্রষ্টা ও দর্শ-

নীয়, শ্রোতা ও শ্রবণীয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই শাশ্বত অব্যয় পুরুষ হইতেই মহত্তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকেই অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি সমুদায় বৈদিক কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লোকে তাঁহারই প্রীতিসাধনার্থ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ তাঁহাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। আমি সেই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমাকে উৎপাদন করিয়াছি এবং তোমা হইতে সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণী ও সরহস্যবেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভগবান্ নারায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহমধ্যে ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা আত্মজ্ঞান প্রভাবে প্রতিবোধিত হইতে পারিলেই পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকেন। হে পুত্র! সাংখ্যজ্ঞান, ও যোগশাস্ত্রে যেরূপ পরমতত্ত্ব বর্ণিত আছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট এইরূপে নারায়ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা ও মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ পিতামহের মুখে নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট চিত্তে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমার নিকট মঙ্গলময় মোক্ষধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশ্রমবাসীদিগের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় আশ্রমেই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ নানাবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যজ্ঞাদি বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্ম্মক্রিয়া কখন নিষ্ফল হয় না। যাঁহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি হয়, তিনি সেই ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা ত্রিলোকপূজিত দেবর্ষি নারদ বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত গতি প্রভাবে ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক সমীপে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! আপনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন। আপনার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব যদি আপনি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া থাকেন, উহা কীর্ত্তন করুন। দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী মহাপদ্মনগরে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে এক অত্রিবংশসম্ভূত সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী, ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, সত্যানুরক্ত, সচ্চরিত্র, জিতক্রোধ, সন্তুষ্টচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং কুলধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ছিলেন এবং ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সচ্চরিত্রসম্পন্ন অকলঙ্ককুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণের বহুসংখ্যক পুত্র ছিল। কালক্রমে সেই পুত্রগুলি উপযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমধিক ব্যগ্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদোক্ত ধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টসমাচরিত ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার ধর্ম্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; এক্ষণে আমি কোন্ ধর্ম্মই বা অবলম্বন করিব। দ্বিজবর এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুদিন অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিন পরে একদা এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন। অতিথিও ব্রাহ্মণকৃত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে তথায় উপবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম-শান্তি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর অতিথি সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার দর্শন ও সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে মিত্রভাবে কিছু কহিতেছি, অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সমস্ত ভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে; কিন্তু আমি বিষয়পাশে বদ্ধ হইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, অতঃপর আমি যাবৎকাল জীবিত থাকিব, সেই বহুফলাত্মক পারলৌকিক পাথেয় সঞ্চয় করিয়াই কালাতিপাত করিব। এই ভবসাগরের পরপারে গমন করিবার নিমিত্ত আমার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মময় ভেলা কোথায় পাইব? দেবতা প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মফলপ্রভাবে একবার স্বর্গে গমন ও পুনরায় ভূর্লোকে আগমন করিতেছেন; যমরাজের ধ্বজপতাকাসদৃশ রোগশোকাদি নিরন্তর প্রজাগণমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে এবং পরিব্রাজকেরা অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মন কোন ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আপনি বুদ্ধিবল আশ্রয়পূর্ব্বক আমাকে কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপথে নিয়োগ করুন।

ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহাপ্রাজ্ঞ অতিথি মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় আমারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অতিশয় স্পৃহা হইতেছে। কিন্তু কোন্‌টি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমি নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার সংশয় কোন ক্রমেই অপনীত হয় নাই। ইহলোকে কোন কোন মহাত্মা মুক্তির ও কেহ কেহ যজ্ঞফলের সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ গার্হস্থ্য, কেহ কেহ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ রাজধর্ম্ম, কেহ কেহ জ্ঞানধর্ম্ম, কেহ কেহ গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম ও কেহ কেহ বাক্‌সংযমকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কতকগুলি বুদ্ধিমান্ লোক কেবল মাতা পিতার সেবা, কেহ কেহ অহিংসা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ সত্যপ্রতিপালন, কেহ কেহ সম্মুখযুদ্ধে দেহপরিত্যাগ, কেহ কেহ উঞ্ছব্রতসাধন এবং কেহ কেহ বেদব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনবরত বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কোন কোন সরলপ্রকৃতি মহাত্মা কুটিল ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবলোকে বিহার করিতেছেন। হে মহাত্মন্! এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু কোন্‌টী শ্রেয়ঃ, তাহা স্থির করিতে গিয়া আমার মন সমীরণসঞ্চালিত জলদের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ধর্ম্ম এইরূপ নিতান্ত দুরবগাহ। এক্ষণে আমার গুরুদেব আমাকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আপনার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বসৃষ্টি সময়ে যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; যে স্থানে সুরগণ সমবেত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গোমতীতীরস্থিত নৈমিষারণ্যমধ্যে একটী নাগপুর আছে। ঐ পুরমধ্যে পদ্মনাভ নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মপরায়ণ মহানাগ বাস করিয়া থাকেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের হিতসাধন করেন এবং ন্যায়ানুসন্ধান পূর্ব্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা দুষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সেই নাগ সদ্বংশসম্ভূত, বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদ, অভীষ্টগুণসম্পন্ন, সলিলের ন্যায় নির্ম্মল, অধ্যয়ননিরত, অতিথিপ্রিয়, তপ ও দমগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, অনুকূলবাদী, নিত্যসন্তুষ্ট এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারদর্শী। তিনি অতিথি প্রভৃতি সকলের আহারাবসানে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করুন। তিনি অবশ্যই আপনাকে প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অতিথি এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্। ভারপীড়িত ব্যক্তির ভারাবতরণ, পথশ্রান্তের শয়ন, দণ্ডায়মান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অভীষ্ট ভোজন, পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃকল্পিত প্রীতিকর বস্তুর দর্শনলাভ যেমন নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে; সেইরূপ আপনার বাক্য আমার যাহার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। ঐ দেখুন, দিবাকর করজাল সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলে গমন করিতেছেন; রাত্রি প্রায় উপস্থিত হইল। অতএব আপনি এই রজনী আমার আলয়ে অতিবাহিত করুন; প্রভাতে গমন করিবেন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, সেই আগন্তুক তৎপ্রদত্ত আতিথ্যসৎকার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মের কথোপকথন করিতে করিতে দিবসের ন্যায় পরম সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। এবং প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণও স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথির উপদেশানুসারে সেই নাগরাজের আলয়ে গমন করিবার নিমিত্ত স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া নৈমিষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরোবর সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক এক মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই নাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে মহর্ষি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্টচিত্তে সেই নাগের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগরাজ স্বীয় আবাসে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মবৎসলা পতিব্রতা পত্নী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমাকে কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি যথোচিত সৎকার ও মধুরবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করিয়াছ। এক্ষণে তোমার নিকট আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাঁহার দর্শন লাভ করিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়। তাঁহার দর্শন লাভের নিমিত্তই আজি আমি তোমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, ভগবন্! আমার পতিকে এক বৎসরের মধ্যে একমাস সূর্য্যের রথবহন করিতে হয়। এক্ষণে তিনি সেই নিয়মানুসারে আদিত্যের রথবহন করিতে গমন করিয়াছেন। আপনি পঞ্চদশ দিন এই স্থানে অবস্থান করুন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। এই আমি আপনার নিকট আমার ভর্ত্তার বিদেশগমনের কারণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে! আমি নাগরাজের দর্শন লাভের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি, সুতরাং অবশ্যই আমাকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় এই গোমতীতীরে নিরাহারে অবস্থান করিব। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তুমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের বিষয় কীর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইও না। ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে বারংবার এইরূপ কহিয়া গোমতীতীরে গমন পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

ঊনষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেই অতিথিপরায়ণ নাগরাজের ভার্য্যা, বন্ধুবান্ধব ও ভ্রাতৃগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গোমতীতীরবর্ত্তী বিজনপ্রদেশে সমাসীন হইয়া নিরাহারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ছয় দিন হইল এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছুমাত্র আহার করিলেন না। আমরা গৃহস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং অতিথিসৎকারই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম এক্ষণে যখন আপনি আমাদিগের অধিকারে অবস্থান করিতেছেন এবং যখন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমাদিগের প্রদত্ত জলপান এবং ফল, মূল পত্র বা অন্ন ভোজন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বনে অনাহারে অবস্থান করিয়া আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ সমুদায় পরিবারকে অধর্ম্মে লিপ্ত করা আপনার কখনই উচিত নহে। আমাদিগের বংশে কেহ কখন ব্রহ্মহত্যা করে নাই; কাহারও সন্তান জন্মগ্রহণ মাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই এবং দেবগণের পূজা, অতিথি ও বন্ধুবর্গের ভোজন না হইতে কেহ কখন অন্ন গ্রহণ করে নাই।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নাগগণ! আপনাদিগের প্রযত্নেই আমার আহার করা হইয়াছে। নাগরাজের আগমন করিবার আর আট দিন অবশিষ্ট আছে, যদি আটদিন পরে সেই পন্নগরাজ আগমন না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আহার করিব। তাঁহার আগমনের নিমিত্তই আমি এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তোমরা অনুতাপ পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে গমন কর। আমার এই ব্রতের বিঘ্ন করা তোমাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে নাগগণ তাঁহার অধ্যবসায় অবগত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিত মনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর নিয়মিত কাল পরিপূর্ণ হইলে, পন্নগরাজ কৃতকার্য্য ও সূর্য্য-কর্ত্তৃক সমনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাদ প্রক্ষালনাদির নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নাগরাজ পতিব্রতা পত্নীকে সমীপে সমুপস্থিত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা ও অতিথিদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি সেইরূপ করিয়াছ ত? আমি এখান হইতে গমন করিলে তুমি স্ত্রীবুদ্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ পূর্ব্বক ত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্টা হও নাই।

তখন নাগভার্য্যা কহিলেন, নাথ! গুরুশুশ্রূষা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের, প্রভুবাক্য প্রতিপালন ভৃত্যের, প্রজাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অতিথিসেবা বৈশ্যের, ত্রিবর্ণ শুশ্রূষা শূদ্রের, সর্ব্বভূতহিতৈষিতা গৃহস্থের, পরিমিতাহার যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সংযম সমুদায় বর্ণের, আমি কাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইলাম, আমার সহিতই বা কাহার সম্বন্ধ আছে, এইরূপ চিন্তা করা মোক্ষাশ্রমীর এবং পাতিব্রত্য স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগেন্দ্র! আপনি স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া আমাকে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি। অতএব কি নিমিত্ত আমি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব। আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত দেবতাদিগের পূজা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অদ্য পঞ্চদশ দিবস হইল এক ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য উপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোন রূপেই আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গোমতীতীরে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। ঐ মহাত্মা গমনকালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়াছি। অতএব [illegible]

একষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নাগপত্নী এই কথা কহিলে নাগরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া কি স্থির করিয়াছ; তিনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা মনুষ্যাকার ধারণ পূর্ব্বক সমাগত হইয়াছেন। আমার বোধ হয় তিনি মনুষ্য নহেন। কারণ মনুষ্য কখনই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়া আমাকে আপনার নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা, অসুর ও দেবর্ষিদিগের অপেক্ষা নাগসমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত, সমধিক বরদ ও বন্দনীয়। মনুষ্যেরা কখনই আমাদিগের সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, নাথ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা দর্শনে অবগত হইয়াছি যে, তিনি কখনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্ত ভক্ত। তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে জলাভিলাষী চাতকের ন্যায় আপনার দর্শনাভিলাষে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। জগদীশ্বর করুন যেন, আপনার অদর্শন নিবন্ধন তাঁহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত না হয়। সদ্বংশজাত কোন ব্যক্তিই অতিথির প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন না। অতএব নৈসর্গিক রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি যেন সেই ব্রাহ্মণের আশা উন্মূলিত করিয়া আপনাকে ক্লেশে নিপতিত হইতে না হয়। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশাযুক্ত ব্যক্তিদিগের আশা পরিপূরণ পূর্ব্বক নেত্রজল পরিমার্জ্জন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌন দ্বারা জ্ঞানলাভ, দান দ্বারা যশোলাভ এবং সত্যবাক্য দ্বারা বাগ্মীতা ও পরলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। ভূমিদান করিলে, পুণ্যাশ্রমবাসীদিগের তুল্য সদ্গতি ও ন্যায়পথে অর্থ উপার্জ্জন করিলে শুভফললাভ হয়। আস্তিকর ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

নাগরাজ কহিলেন, প্রিয়ে! আমার জাতিনিবন্ধন কিছুমাত্র অভিমান নাই। অন্যান্য ভুজঙ্গমের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান হই না। আমার যে নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার বচনানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই নাই। দেখ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবলপ্রতাপশালী দশানন রোষপরবশ হইয়া রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কার্ত্তবীর্য্য, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম অন্তঃপুরমধ্যস্থিত কামধেনু প্রত্যাহরণ করিয়াছেন শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রগণের সহিত শমনসদনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার বাক্য শ্রবণে শ্রেয়োনাশক তপস্যার প্রধান শত্রু ক্রোধকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছি। আজি তুমি আমার বংশপরোনাস্তি উপকার করিলে। এক্ষণে তোমার সদৃশ ভার্য্যা লাভ করিয়া আমি আপনাকে শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। অতঃপর আমি গোমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলিলাম। আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর ভুজগরাজ ব্রাহ্মণ কোন্ কার্য্যানুরোধে আগমন করিয়াছিলেন, মনে মনে ইহাই আন্দোলন করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ গোমতীতীরে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক আপনার এস্থানে আগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আপনি এই নির্জ্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি কোন কার্য্যানুরোধে নাগরাজ পদ্মনাভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার আলয়ে শুনিলাম, তিনি সূর্য্যের নিকট গমন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষক যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি এবং যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক [illegible]

তখন নাগরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল। সেই নাগের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে। এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই নাগ। অতএব আপনি ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। আমি পরিবারবর্গের মুখে আপনার গোমতীতীরে আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বিশ্বস্তমনে আমাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করুন; আমি অবশ্যই তাহা সংসাধন করিব। আপনি যখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার দর্শনলাভ প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমি পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; সংসারে আমার তাদৃশ অনুরাগ বা বিরাগ নাই। আপনি শশাঙ্ককরসঙ্কাশ আত্মপ্রকাশিত যশঃসমূহ দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সূর্য্যলোক-গমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলে পশ্চাৎ আমি যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিব।

ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিতে গমন করিয়া থাকেন। যদি তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

নাগ কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ ভাস্কর বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের আস্পদ। তাঁহা হইতে ভূত সমুদায় নির্গত হইয়াছে। তাঁহা হইতে সমীরণ নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই রশ্মি আশ্রয়পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছেন। সূর্য্যদেব সেই সমীরণকে পুরোবাতাদিরূপে পরিণত করিয়া প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া বাস করে, সেইরূপ উঁহার রশ্মিজালে দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন। পরমাত্মা উঁহার মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া লোক সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। উঁহার শুক্র নামে কৃষ্ণবর্ণ একটী রশ্মি আছে। ঐ রশ্মি জলদরূপে নভোমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। দিবাকর বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে জল বর্ষণ করেন, আট মাস কিরণজাল দ্বারা পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবীকে প্রতিপালন করিতেছেন। অনাদিনিধন স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাতে বাস করিয়া রহিয়াছেন। আমি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত থাকিয়া এই সমুদায় অপেক্ষা আর একটি যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন। একদা মধ্যাহ্নকালে, দিবাকর কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন; এমন সময় আদিত্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোক সকলকে উদ্ভাসনপূর্ব্বক গগনতল বিদীর্ণ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলে তিনিও দিনকরের সম্মানরক্ষার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি গগনতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হইল না। ঐ সময় ঐ উভয়ের মধ্যে কে সূর্য্য তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর আমরা সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্! এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে আগমন করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন, ইনি কে?

চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সূর্য্য কহিলেন, তোমরা এই যে তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইনি দেবতা, অগ্নি, সর্প বা অসুর নহেন। ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিব্রতসিদ্ধ মহর্ষি। ইনি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ফল, মূল, শীর্ণপত্র ও বায়ুভক্ষণ এবং সলিলপান, উঞ্ছবৃত্তিব্রত ধারণ, স্বর্গফলকামনা ও সংহিতাপাঠ দ্বারা মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন, করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতি নিরীহ ও সর্ব্বভূতের হিতাভিলাষী। যাঁহারা সদ্গতিলাভ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা গন্ধর্ব্ব অসুর ও পন্নগমধ্যে কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

হে ব্রহ্মন্! আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন।

পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই। আপনার অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে সমুদয় আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনি ভৃত্য প্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব করিবেন।

নাগ কহিলেন, ভগবন্! স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি যে নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন। আপনার কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আপনি আমাকে সম্ভাষণ করিয়া গমন করিবেন। এক্ষণে আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে; সুতরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় উদাসীনভাবে কেবল আমাকে দর্শন করিয়াই গমন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রতি আপনার যেরূপ ভক্তি, আপনার প্রতিও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে, সন্দেহ নাই। যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জন্মিয়াছে, তখন আমার ভবনে অবস্থান করিতে আপনার আশঙ্কা কি? আপনাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমার সমুদায় পরিবারই আপনার অধিকৃত।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। দেবগণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। যখন কি, আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ সকলকেই একমাত্র পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাতে ও আমাতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহার আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, পূর্ব্বে আমি পুণ্যসঞ্চয়ের উপায় স্থির করিতে অসমর্থ ছিলাম, আপনার প্রসাদে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি পরমসুখে কালযাপন করুন, আমি চলিলাম। অতঃপর আমি পরমার্থ লাভের প্রধান সাধন উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিব, সন্দেহ নাই।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ নাগরাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দীক্ষালাভের অভিলাষে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মা চ্যবন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হওয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মহর্ষি চ্যবন জনকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট ঐ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করেন। পরে নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও দেবরাজ ব্রাহ্মণগণকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। তিনি পরশুরামের সহিত আমার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময় বসুগণ আমার নিকট এই পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমাকে আশ্রমীদিগের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে আমি তোমার নিকট সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম।

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব সমাপ্ত।

শান্তিপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত।

অনুশাসন পর্ব্ব।

আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট আনুপূর্ব্বিক মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুবিধ সূক্ষ্ম শমগুণের কথা কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু আমি উহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াও শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। অজ্ঞানতানিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শোক করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে পারে? আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির প্রবাহ বর্ষণ করত আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া আমি কোন ক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। আপনি যে আমার নিমিত্তই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত ম্লানভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই সমস্ত মহীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন! ইহাঁদিগের এইরূপ দুরবস্থা স্মরণ করিয়া শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! আমরা উভয় পক্ষে ক্রোধের বশীভূত হইয়া গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কি প্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে। দুর্য্যোধন যে আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিল না, ইহা তাহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমিই আপনার ও সুহৃদ্গণের এইরূপ বিপৎপাতের প্রধান কারণ। আমি আপনাকে বিষণ্ণবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সমর-শয্যায় শয়ন করিয়া আমা অপেক্ষা সুখী হইয়াছে। আজি তাহাকে, আপনার এই সমরশয্যা নিরীক্ষণ করিতে হইল না। অতএব এক্ষণে আমার প্রাণ ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু লাভ করাই শ্রেয়। যদি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত শত্রুশরে কলেবর পরিত্যাগ করিতাম, তাঁহা হইলে আমায় আপনাকে এইরূপ শরনিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি আমাদের হিতানুষ্ঠানবাসনায় তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। এই স্থলে কাল, ব্যাধ ও পন্নগের সহিত মৃত্যু ও গৌতমীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে গৌতমী নামে শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তাঁহার একটীমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করাতে সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই সর্পকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিল, ভদ্রে! এই পন্নগাধম তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছে। এক্ষণে বল, ইহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিব। এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণ রক্ষা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; অতএব শীঘ্র বল ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব।

তখন গৌতমী কহিলেন, অর্জ্জুনক! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ; ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোক লাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে পাপভরে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিলনিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র কদাচ জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব একপ স্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্ত কালের নিমিত্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে?

ব্যাধ কহিল, দেবি! আমি তোমার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। গুরুলোকেরা স্বভাবতই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যেরূপ কহিতেছ, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে তুমি আমাকে আজ্ঞা কর, আমি এখনই এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করিব। যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী, তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতীকারপরায়ণ, তাঁহাদিগের শোকানল শত্রুনাশ ব্যাপারে [illegible] হইয়া যায়। আর যাহারা এই উভয় গুণবিরহিত, তাহারা মোহবশত প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ কর।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাচ কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মারা সর্ব্বদাই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্প ইহাকে দংশন করিয়াছে। সুতরাং আমি এক্ষণে কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে পারি না। বিশেষত ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে; ক্রোধ হইতে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার

এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হয় নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক এই ভুজঙ্গকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! শত্রু-বিনাশ দ্বারা যে ধনকীর্ত্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রুবিনাশে কাল-বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রু সংহার করিয়া অচিরাৎ ধন-কীর্ত্ত্যাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার শত্রুক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে। অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ব্যাধ কহিল, সুভগে! এই একমাত্র ভুজঙ্গকে বিনাশ করিলে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। অতএব বহুলোকের জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোনক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বেই এই পাপকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই সর্পের প্রাণ সংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জ্জীবিত হইবে না, আর ঐ কার্য্য দ্বারা আমারও পুণ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরি-ত্যাগ কর।

ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। অতএব তুমি সুরগণের অনুকরণপূর্ব্বক অশঙ্কিত চিত্তে অবিলম্বে এই শত্রুকে বিনাশ কর।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে গৌতমীকে এইরূপ বারংবার কহিলেও তাঁহার মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ঐ সময় সেই পাশ-নিপীড়িত ভুজঙ্গম কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অরে মূর্খ! এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন; মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি শিশুকে দংশন করিয়াছি। আমি আপনার ইচ্ছানুসারে ইহাকে দংশন করি নাই। অতএব এই শিশুর বিনাশনিবন্ধন যদি কাহাকে দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে দোষী হইবে।

লুব্ধক কহিল, সর্প! যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে, তথাপি তুমিও ইহার এক প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালকবিনাশের কারণ; অতএব যখন তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্প কহিল, লুব্ধক! চক্রদণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ। সুতরাং কিরূপে আমাকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ? আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্রদণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্বনিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্যকারণভাব সংঘটন হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

লুব্ধক কহিল, সর্প! মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ বটেন, তথাপি তিনি কখন ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র মর্য্যাদাশূন্য হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।

সর্প কহিল, লুব্ধক! প্রযোজককর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়াসাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশু-বিনাশবিষয়ে আমি প্রযোজ্য বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযো-জক মৃত্যুকে দোষী বলিতে পার।

লুব্ধক কহিল, অরে পন্নগাধম! তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস ও শিশুঘ্ন; আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব। আর কেন বৃথা বাগ্জাল-বিস্তার করিতেছিস্।

সর্প কহিল, হে ব্যাধ! যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজমান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফললাভে অধি-কারী হন না, আমিও তদ্রূপ মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই এই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি; সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব।

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভুজঙ্গম! আমি কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি আমরা কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি, জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন; এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদায় জগৎই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এ উভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য এ সমুদায়ের সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম! তুমি এই সমুদায় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ। এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?

সর্প কহিল, হে মৃত্যো! আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র কহিতেছি যে, আপনিই আমাকে ঐ শিশু বধার্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক, বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষ প্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।

পাশনিবদ্ধ ভুজঙ্গম মৃত্যুকে এই কথা কহিয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বনেচর! তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব নিরপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ব্যাধ কহিল, সর্প! আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। মৃত্যু ও তুমি তোমরা উভয়েই এই বালকবধের কারণ হইয়াছ; তোমা-দিগের তুল্য সাধুদিগের দুঃখকর দুরাত্মা ও ক্রূর কেহই নাই। তোমা-দিগকে ধিক্! আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাতিত করিব। মৃত্যু কহিলেন, নিষাদ! আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; অত-এব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্যাধ কহিল, মৃত্যো! যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারকের নিন্দা করা বিধেয় নহে।

মৃত্যু কহিলেন, বনেচর! আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আমরা কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপ-রাধী করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত হইতেছে না।

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, নিষাদ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প আমরা কেহই এই বালক বিনাশবিষয়ে অপরাধী নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করি-য়াছে। ফলত এই বালক স্বীয় কর্ম্মদোষেই অকালে কালকবলে নিপতিত

হইয়াছে ; অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রেরন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন মনুষ্য কর্ম্মসমুদায়ের বশীভূত, কর্ম্মসমুদায়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী আমাদিগের মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা গৌতমী লোকসমুদায়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অর্জ্জুনক ! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্র বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম্মদোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর। হে ধর্ম্মরাজ ! মহানুভাবা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন, অর্জ্জুনক ব্যাধ শোকবিহীন হইয়া সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব তুমিও এক্ষণে মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত বিবেচনা করিয়া শোকবিহীন হইয়া শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্বকার্য্যনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে, সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবিষয়ে তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব স্ব কর্ম্মদোষেই তাঁহাদিগকে কালপ্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ভীষ্ম এইরূপ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির শোকবিহীন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ ! সমুদায় শাস্ত্রই আপনার পরিজ্ঞাত আছে, আমি আপনার নিকট এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। অতএব গৃহস্থ কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি মনুর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাহিষ্মতীগর্ভসম্ভূত সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ দশাশ্ব তাঁহার দশম পুত্র। দশাশ্বের ঔরসে মহারাজ মদিরাশ্বের জন্ম হয়। ঐ মহাত্মা সত্য, তপস্যা, দান, বেদ ও ধনুর্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। উঁহার পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দ্যুতিমান্, দ্যুতিমানের পুত্র দেবরাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোকবিশ্রুত ধর্ম্মপরায়ণ সুবীর; সুবীরের পুত্র শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা সুদুর্জ্জয়, ঐ সুদুর্জ্জয়ের ঔরসে সংগ্রামনিপুণ অসামান্য বলশালী দুর্য্যোধন নামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যে দেবরাজ সুচারুরূপে বারি বর্ষণ করিতেন। তাঁহার নগর সর্ব্বদাই বিবিধ ধন, রত্ন, শস্য ও পশুতে পরিপূর্ণ থাকিত। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে কোন ব্যক্তিই কৃপণ, দরিদ্র, পীড়িত বা কৃশ ছিল না। সকলেই সদ্ব্যবহারনিরত, প্রিয়বাদী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, অনৃশংস, পরাক্রান্ত, শ্লাঘাবিহীন, যাজ্ঞিক, উত্তমগুণসম্পন্ন, মেধাবী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরাবমাননিরত, দাতা ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন। দেবনদী নর্ম্মদা স্বয়ং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনের সুদর্শনা নামে এক পরমসুন্দরী কন্যা জন্মে। ঐ কন্যার তুল্য রূপবতী রমণী আর কখন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই।

একদা ভগবান্ হুতাশন সেই রাজকন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে দরিদ্র ও আপনার অসবর্ণ বিবেচনা করিয়া তাঁহার অভিলাষপূর্ণ করিলেন না। দুর্য্যোধন প্রত্যাখ্যান করাতে হুতাশন নিতান্ত বিমনা হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহারাজ দুর্য্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিপ্রগণ ! যখন অগ্নি আমার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার অথবা আপনাদের অতি গুরুতর পাপ আছে ; অতএব আপনারা, বিশেষরূপে ইহার কারণানুসন্ধান করুন। নরপতি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সংযত ও বাগ্‌যত হইয়া পাবকের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন রজনীযোগে শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ ! আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের কন্যা সুদর্শনার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি তিনি আমাকে কন্যাদানে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইব। হুতাশন এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নরপতির নিকট গমন করিয়া সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রহ্মাদি ঋত্বিক্‌গণের মুখে অনলের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরমপুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবান্ হুতাশনকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনাকে কন্যাদান করিব স্বীকার করিলাম, কিন্তু আপনাকে সর্ব্বদা আমার আলয়ে অবস্থান করিতে হইবে। তখন ভগবান্ হুতাশন মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পরমাহ্লাদে স্বীয় কন্যা সুদর্শনাকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে সম্প্রদান করিলেন। অগ্নিও যজ্ঞকালীন দেববিহিত বসুধারার ন্যায় সেই কন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার রূপলাবণ্য, বয়ঃক্রম ও কুলশীলাদি দ্বারা একান্ত প্রীত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে তাহার আবাসে বাস করত পুত্রোৎপাদন বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই অবধি অদ্যাপি মাহিষ্মতী পুরীতে ভগবান্ হুতাশন বিদ্যমান আছেন। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব দিগ্বিজয় সময়ে মাহিষ্মতীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

কিয়দ্দিন পরে সুদর্শনা অগ্নির সহবাসে এক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুকুমার সন্তান প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের নাম সুদর্শন হইল। সুদর্শন বাল্যাবস্থাতেই সমুদায় বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ঐ সময়ে নৃগের পিতামহ রাজা ওঘবানের ওঘবতী নামে এক কন্যা এবং ওঘরথ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। নরপতি ওঘবান্ সেই দেবকন্যাসদৃশ কন্যাকে মহাত্মা সুদর্শনের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তখন ধীমান্ সুদর্শন গৃহস্থাশ্রমে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ওঘবতীর সহিত পরমসুখে কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা মহাত্মা অগ্নিতনয় গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওঘবতীকে কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি কদাচ অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইও না। অতিথি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তুমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই করিবে। অধিক কি অতিথিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হইও না। গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে অবিচলিতচিত্তে ইহা প্রতিপালন কর। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি, তুমি কদাচ অতিথিকে অবমাননা করিও না। তখন ওঘবতী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ ! আপনি যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবেন, তাহা আমার কখনই অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবার নহে। সুদর্শন মৃত্যুজয়াভিলাষে [illegible] এইরূপ আদেশ করিলে, মৃত্যু তাঁহাকে পরাজয় করিবার মানসে [illegible] হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা হুতাশনপুত্র কাষ্ঠ আহরণার্থ বহির্গত হইলে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ওঘবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি ! আজি আমি তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। যদি গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমার সেবা কর।

অতিথি ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাজকন্যা ওঘবতী তাঁহাকে আসন ও পাদ্যাদি প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন। আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজনন্দিনি ! আমি তোমার সহিত সম্ভোগ-

বাসনা করি। যদি গৃহস্থাশ্রমে তোমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি আত্মপ্রদানপূর্ব্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। অতিথি ঐ রূপ বিসদৃশ প্রার্থনা করিলে রাজকন্যা তাহাকে অন্যান্য নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন ওঘবতী স্বামীর বাক্য স্মরণ করিয়া অতি লজ্জিত ভাবে অতিথির বাক্য স্বীকার করিলেন; অতিথিও তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐ সময় দ্বিজবর সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক "প্রিয়ে কোথায় গমন করিলে" বলিয়া বারংবার স্বীয় পত্নীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওঘবতী তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অতিথি তাহাকে কর দ্বারা স্পর্শ করাতে তিনি আপনাকে উচ্ছিষ্ট বিবেচনা করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সুদর্শন পুনরায় পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিল? তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমার আর কিছুই নাই। সেই সরলহৃদয়া, পতিপ্রাণা ওঘবতী কি নিমিত্ত আজি পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যবদনে আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না?

সুদর্শন পত্নীকে বারংবার এইরূপ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলে কুটীরস্থিত অতিথি তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ব্রহ্মন্! আমি এক জন ব্রাহ্মণ, অতিথিরূপে তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছি। আপনার এই সহধর্ম্মিণী বিবিধ অতিথি সৎকার দ্বারা আমার তুষ্টিসম্পাদনপূর্ব্বক আমার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য সংসাধন করিতেছেন, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

হে ধর্ম্মরাজ! হুতাশনতনয় যখন কাষ্ঠ লইয়া গৃহে আগমন করেন, সেই সময় মৃত্যু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিবামাত্র সুদর্শন ব্রতভঙ্গপাপে দূষিত হইলেই উহাকে বিনাশ করিব মনে করিয়া লৌহমুষল উদ্যত করিয়া রহিলেন। তখন সুদর্শন কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক হাস্যমুখে অতিথিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পরমসুখে আমার ভার্য্যা লইয়া সম্ভোগ করুন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অসন্তোষ নাই। অতিথিসৎকার করাই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতিথিকে স্বীয় প্রাণ, ভার্য্যা ও আমার যা কিছু ধন আছে, সমুদায়ই প্রদান করিব। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, বুদ্ধি, আত্মা, মন, কাল ও দিক্ সমুদায় প্রাণিগণের দেহে আবির্ভূত হইয়া উঁহাদিগের পাপ পুণ্য সকল প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব যদি আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে উঁহারা আমাকে রক্ষা করুন, নচেৎ এক্ষণেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলুন! সুদর্শন এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে "হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে" বলিয়া দৈববাণী হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বীয় কলেবরপ্রভাবে ভূর্লোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া সমুত্থিত বায়ুর ন্যায় সহসা সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের সন্নিহিত হইয়া গম্ভীরস্বরে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুদর্শন! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম, তোমার চিত্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সত্যে নিষ্ঠা দেখিয়া যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি এই ব্রতপালনপ্রভাবে তোমার অনুবর্ত্তী এই মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। এই মৃত্যু সর্ব্বদাই তোমার রন্ধ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজি তুমি স্বীয় অসাধারণ [illegible]প্রভাবে ইহাকে বশীভূত করিলে। তোমার এই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কেহই নাই। ইনি তোমার গুণগ্রাম ও স্বীয় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম দ্বারা সতত রক্ষিত হইতেছেন। ইহার ব্রতভঙ্গ করা কাহার সাধ্য। অতঃপর ইনি যাহা বলিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী রমণী স্বীয় তপোবলে লোকসকলকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ওঘবতী নদী নামে প্রাদুর্ভূতা হইবেন। ইঁহার অর্দ্ধাংশ নদীরূপে পরিণত ও অর্দ্ধশরীর তোমার অনুগামী হইবে। যে যে লোকে গমন করিলে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তুমি এই দেহে ইঁহার সহিত সেই সমস্ত নিত্যলোক লাভ করিবে। তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্মপ্রভাবে কাম, ক্রোধ ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ এবং তোমার সহধর্ম্মিণীও নিরন্তর তোমাকে শুশ্রূষা করিয়া স্নেহ, অনুরাগ, তন্দ্রা ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিণীর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সূক্ষ্মভূতময় লোক, সমুদায় লাভ হইবে। ধর্ম্ম তপোধন সুদর্শনকে এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র শুক্ল অশ্বসংযোজিত রথ লইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সুদর্শন ও তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে তাহাতে আরোপিত করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সুদর্শন অতিথিসৎকার দ্বারা গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মৃত্যু, আত্মা, লোকসমুদায়, পঞ্চভূত, বুদ্ধি, কাল, মন, আকাশ, কাম ও ক্রোধকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখ, গৃহস্থের পক্ষে অতিথি অপেক্ষা কোন দেবতাই শ্রেষ্ঠ নহেন। যদি অতিথি যথোপচারে অর্চ্চিত হইয়া গৃহস্থের শুভানুধ্যান করেন, তাহা হইলে উহা শত যজ্ঞ অপেক্ষাও সমধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি কোন গৃহস্থ সচ্চরিত্র অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত সৎকার না করে, তাহা হইলে সেই অতিথি তাহাকে আপনার সমগ্র পাপ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট গৃহস্থ যেরূপে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান আয়ুষ্কর যশস্কর ও পাপনাশক। সম্পদ্লাভার্থী ব্যক্তি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। যিনি প্রতিদিন এই সুদর্শনচরিত কীর্ত্তন করেন, তাঁহার অতি পবিত্র লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার অধিকার নাই, তবে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অমিতপরাক্রম মহাত্মা বিশ্বামিত্র তপোবলে মহর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্রের যুগপৎ প্রাণসংহার এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমোপম অসংখ্য রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা হইতে ইহলোকে ব্রহ্মর্ষিগণসংকুল পবিত্র কুশিকবংশ সংস্থাপিত হইয়াছে, ঋচীকপুত্র মহাতপা শুনঃশেফ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বধ্যরূপে পরিগণিত হইলে ঐ মহাত্মাই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্বায়তেজঃপ্রভাবে যজ্ঞে দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ মহাত্মার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষির পঞ্চাশৎ পুত্র দেবরাজকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া নমস্কার না করাতে উঁহার অভিশাপে চণ্ডালত্ব লাভ করেন। ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব মহারাজ ত্রিশঙ্কু গুরুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত, ও বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিলে ঐ কুশিকবংশাবতংস মহানুভবই তাঁহাকে স্বর্গারূঢ় করেন। ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি ও অমরগণনিষেবিত পবিত্র কৌশিকী নদী উঁহারই তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। রম্ভা নাম্নী অপ্সরা ঐ মহাত্মার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত উঁহার তপোবনে সমুপস্থিতা হইয়া উঁহার শাপে শিলাময়ী হইয়াছিল। পূর্ব্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ মহাত্মার ভয়ে আপনাকে পাশবদ্ধ করিয়া এক নদীমধ্যে নিমগ্ন ও কিয়ৎকাল পরে পাশবিমুক্ত হইয়া উহা হইতে উত্থিত হন। সেই নদী অদ্যাপি বিপাশা নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যাজনক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করিলে তিনি প্রীত মনে তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কুশিকবংশতিলক মহাত্মা উত্তর দিক অবলম্বন করিয়া মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ও ব্রহ্মর্ষিগণ মধ্যে সর্ব্বদা তারারূপে শোভা পাইতেছেন। আমি তাঁহার এই সমুদায় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যাহার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাত্মা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেহান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই কি রূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেন? মতঙ্গ ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাহার পর নাই যত্ন করিয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হন নাই; কিন্তু বিশ্বামিত্রের কিরূপে উহা লাভ হইল তাহা আপনি আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র যে রূপে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভরতবংশে আজমীঢ় নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ যাজ্ঞিক মহীপাল ছিলেন। তাঁহার আত্মজের নাম জহ্নু। দেবী জাহ্নবী ঐ মহাত্মার দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। জহ্নুর সিন্ধুদ্বীপ নামে গুণসম্পন্ন এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবল বলাকাশ্বের জন্ম হয়। বলাকাশ্বের বল্লভ নামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় এক পুত্র জন্মে। দেবরাজ সদৃশ প্রভাব মহারাজ কুশিক সেই বল্লভের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কুশিকের পুত্র শ্রীমান্ গাধি নিঃসন্তান হওয়াতে সন্তান কামনায় অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই অরণ্যবাসকালে তাঁহার সত্যবতী নামে এক অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা জন্মে। কিয়দ্দিন পরে ঐ কন্যা যৌবনবতী হইলে মহর্ষি চ্যবনের আত্মজ তপঃপরায়ণ ঋচীক গাধির নিকট সত্যবতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু মহারাজ গাধি ঋচীককে দরিদ্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। গাধিরাজ অসম্মত হওয়াতে মহাত্মা ঋচীক ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন মহারাজ গাধি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন। যদি আপনি আমাকে শুল্ক প্রদানে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। তখন ঋচীক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কি শুল্ক প্রদান করিব, তাহা তুমি অবিলম্বে ব্যক্ত কর। গাধি কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈক কর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যাদান করিব।

গাধিরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা ঋচীক অচিরাৎ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, দেব! আমি আমার নিকট চন্দ্রকিরণের ন্যায় ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব ভিক্ষা করিতেছি, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন। ঋচীক এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র জলেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি যে স্থানে ইচ্ছা করিবে, তথা হইতেই ঐরূপ সহস্র অশ্ব উত্থিত হইবে। তখন মহর্ষি ঋচীক বরুণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কান্যকুব্জের অদূরে জাহ্নবীতীরে গমনপূর্ব্বক এই স্থান হইতে অশ্ব সমুদায় উত্থিত হউক বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিবামাত্র জাহ্নবী হইতে সহস্র অশ্ব সমুত্থিত হইল। যেস্থান হইতে ঐ সমস্ত অশ্ব উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি অশ্বতীর্থ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি ঋচীক পরম প্রীত হইয়া গাধির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করিলেন। মহারাজ গাধি তদ্দর্শনে যার পর নাই বিস্মিত ও শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার দুহিতাকে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীকও শাস্ত্রানুসারে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সত্যবতী মহর্ষিকে পতিত্বে লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

একদা ঋচীক সহধর্ম্মিণীর আচার ব্যবহারে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার অচিরাৎ এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। তখন সত্যবতী মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া হৃষ্টমুখে ভর্ত্তার বরপ্রদানবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। গাধিরাজমহিষী কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন বৎসে! তোমার ভর্ত্তা আমাকেও এক পুত্ররত্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। সেই মহাতপা নিশ্চয়ই আমাকে পুত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। জননী এই কথা কহিলে, সত্যবতী দ্রুতপদসঞ্চারে স্বামিসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার নিকট মাতার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মহর্ষি ঋচীক পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার জননী আমার অনুকম্পায় অচিরাৎ এক গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন। তুমি তোমার মাতার নিমিত্ত আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি কদাচ তাহা নিষ্ফল করিব না। আর আমি সত্যই কহিতেছি, তোমার গর্ভে আমার বংশধর এক গুণবান্ শ্রীমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তোমার জননীকে ঋতুস্নাতা হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষ ও তোমাকে ঋতু স্নানের পর উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর আমি মন্ত্রপূত করিয়া এই দুই চরু প্রদান করিতেছি, এই দুইটী তোমাকে ও তোমার জননীকে ভক্ষণ করিতে হইবে। তাহা হইলে তোমাদের উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইবে, সন্দেহ নাই। মহর্ষি এই বলিয়া কাহাকে কোন্ চরুটী ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

তখন সত্যবতী পরম পরিতুষ্ট হইয়া জননীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! মহর্ষি ঋচীক আমাকে এই চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগকে এই দুইটি ভক্ষণ, ঋতুস্নানের পর তোমাকে অশ্বত্থ ও আমাকে উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। সত্যবতী এই কথা কহিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার স্বামী অপেক্ষা পূজ্যতর, অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। তোমার স্বামী যে এই মন্ত্রপূত চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তোমার চরুটি আমাকে সমর্পণ ও আমার চরুটি তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর এবং তিনি তোমাকে যে বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, আমি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিব এবং আমাকে যে বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, তুমি সেইটি আলিঙ্গন করিও। মহর্ষি নিশ্চয়ই স্বয়ং উৎকৃষ্ট পুত্র লাভের মানসে তোমাকে উৎকৃষ্ট চরুটী প্রদান ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি তোমার চরু ভক্ষণ ও তোমার বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে, নিশ্চয়ই আমার উৎকৃষ্ট পুত্র হইবে। তুমিও বহুদিনের পর মনোহর সহোদর সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিবে।

অনন্তর সত্যবতী ও তাঁহার মাতা উভয়ে চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া ভক্ষণ ও আলিঙ্গন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইল। অনন্তর একদা মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নীর গর্ভের লক্ষণ অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমরা বৃক্ষ ও চরুর বিপর্য্যাস করিয়াছ। আমি চরু প্রস্তুত করিবার সময় তোমার গর্ভে ত্রৈলোক্য বিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার জননীর গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবেন মনে করিয়া তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার জননীর চরুতে ক্ষত্রিয়তেজ নিবেশিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা পরস্পর চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করাতে এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমার মাতার গর্ভে এক শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবে এবং তুমি অতি উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়কুমার প্রসব করিবে। যাহা হউক, তুমি মাতৃস্নেহনিবন্ধন চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যাস করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই।

ঋচীক এই কথা কহিবামাত্র পতিপ্রাণা সত্যবতী দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া ছিন্নমূলা লতার ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, নাথ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করুন, যেন আমার গর্ভে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত সন্তান সমুৎপন্ন না হয়। বরং আমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রকর্ম্মা হয়, ক্ষতি নাই। তখন মহাতপা ঋচীক তথাস্তু বলিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর যথাসময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে এবং গাধিরাজপত্নী বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন।

হে মহারাজ! এই কারণে মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও [illegible]ক, তপস্বী, বেদজ্ঞ, ও গোত্রকর্ত্তা, ছিলেন। ভগবান্ মধুচ্ছন্দ, দেবরাত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বভ্রু, কালপথ, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থূল, উলূক, মুদ্গল, সৈন্ধবায়ন, বল্গুজঙ্ঘ, গালব, রুচি, বজ্র, সালঙ্কায়ন, লীলাঢ্য, নারদ, কূর্চ্চামুখ, বাহুলি, মুষল, বক্রোগ্রীব, অনেকনেত্রসম্পন্ন আঙ্ঘ্রিক, শিলাযূপ, চক্রক, মারুতন্তব্য, বাতঘ্ন, আশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, সুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুত্য, পরু, পৌরব, তন্তু, কপিল, তাড়কায়ন, উপগহন, অসুরায়ণি, শাদ্বলায়ন, মার্গমর্ষি, হিরণ্যাক্ষ, জঙ্ঘারি, বাভ্রবায়ণি, ভূতি, বিভূতি, সূত, সুরকৃৎ, অরালি, নাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্তু, বকনখ, শয়ন, যতি, অম্ভোরুহ, মৎস্যাশ, শিরীষী, গর্দ্দভী, উর্জ্জযোনি, উদাপেক্ষী ও নারদী প্রভৃতি মহাত্মারা বিশ্বামিত্রের পুত্র। উঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ। মহাতপা বিশ্বামিত্র

ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কেবল মহর্ষি ঋচীকের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার অন্যান্য যে যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় কীর্ত্তন কর, আমি তৎসমুদায় দূর করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনৃশংসতা ধর্ম্ম ও ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের গুণ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র ও এক শুকপক্ষীর পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কাশীরাজের রাজ্যে এক ব্যাধ বিষলিপ্ত বাণ গ্রহণপূর্ব্বক গ্রাম হইতে বিনির্গত হইয়া মৃগয়া করিত। ঐ ব্যাধ একদা মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনতিদূরে একটী মৃগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় বিষাক্ত বাণ পরিত্যাগ করিল; কিন্তু দৈবাৎ সেই বাণ মৃগের উপরে নিপতিত না হইয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপরে পতিত হইল। তরুবর বিষমিশ্রিত সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হওয়াতে ক্রমে তাহার ফল ও পত্র সমুদায় ভূতলে বিপতিত হইল এবং উহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল।

ঐ বৃক্ষের কোটরে বহুকাল এক ধর্ম্মপরায়ণ কৃতজ্ঞ শুকপক্ষী বাস করিত। ঐ পক্ষী স্বীয় আশ্রয়দাতা বনস্পতিকে শুষ্ক হইতে দেখিয়া উহাকে পরিত্যাগ না করিয়া নিরাহারে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক তাহার সহিত শুষ্ক হইতে লাগিল। ভগবান্ সুরপতি শুকপক্ষীর অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐ শুকপক্ষী আশ্রয় দাতা বৃক্ষের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! তির্য্যগ্‌যোনিদিগের মধ্যেও কি এরূপ অনৃশংস ব্যবহার আছে। অথবা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিমাত্রেই সদ্‌গুণ সমুদায় বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা। দেবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ বেশে সেই শুকপক্ষীর নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! তুমি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার জননী দাক্ষেয়ীকে চরিতার্থ করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত এই শুষ্কবৃক্ষ পরিত্যাগ না করিয়া ইহাতে অবস্থান করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

ব্রাহ্মণরূপী সুররাজ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ শুক তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি; আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত? তখন ভগবান্ সহস্রাক্ষ সেই শুকপক্ষীর বাক্যশ্রবণে মনে মনে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও তাহার বিজ্ঞানবলের যথোচিত প্রশংসা করিয়া পুনরায় তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বিহগরাজ! এই অরণ্যে অসংখ্য বৃক্ষ বিদ্যমান আছে এবং উহাদিগের কোটর সমুদায় সতত পত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত এই ফল-পল্লববিহীন শুষ্ক বৃক্ষে বাস করিতেছ? আমার মতে এই মৃতকল্প হতশ্রীক ক্ষীণসার জীর্ণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ শুক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, সুররাজ! দেবতার আদেশ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এই বৃক্ষে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া বহুকাল বাস করিতেছি। এই তরুবর আমাকে বালকের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে! এই স্থানে শত্রুগণ কখন আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত আমি এই বৃক্ষের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া অনৃশংসতা ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া কি নিমিত্ত আমার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতেছেন। দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরম ধর্ম্ম কিছুই নাই। দয়াই সর্ব্বদা সাধুদিগকে প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্ম বিষয়ক সংশয় উপস্থিত হইলে দেবগণ আপনাকেই উহা জিজ্ঞাসা করেন, এই নিমিত্ত আপনি দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, অতএব আমাকে এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি, আজি তাহার অসময় দেখিয়া কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিব।

মহানুভব শুকপক্ষী এই কথা কহিলে, দেবরাজ অনৃশংসতা ধর্ম্ম শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মক! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন শুক কহিল, দেবরাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন এই বৃক্ষ অচিরাৎ পূর্ব্ববৎ ফলপুষ্পে সুশোভিত হয়। ধর্ম্মাত্মা শুক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাহার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়া সেই বৃক্ষে অমৃত সেচন করিলেন। বৃক্ষও পূর্ব্বের ন্যায় মনোহর শাখা পল্লব ও ফলে সমাকীর্ণ হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মহাত্মা শুক পরম সুখে সেই তরুকোটরে কিয়ৎকাল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অনৃশংসতাধর্ম্মবলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইল। হে ধর্ম্মরাজ! যেমন মহাত্মা শুকপক্ষীর আশ্রয়বলে বৃক্ষের হিতসাধন হইয়াছে, তদ্রূপ লোকে ভক্তিপরায়ণ সাধুব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে অনায়াসেই সমুদায় কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তাঁহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। এই স্থলে ব্রহ্মবশিষ্ঠ সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করিলেন, ভগবান্ কমলযোনি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! বীজব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদিগের তদনুরূপ ফল লাভ হয়, তদ্রূপ মানবগণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখন সুসিদ্ধ হইবার নহে। পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করেন। মানবগণ যে শুভকার্য্যফলে সুখ এবং পাপকর্ম্ম প্রভাবে দুঃখ ভোগ করে, ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফল লাভ হয়, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কার্য্যকুশল ব্যক্তিরা অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, তপোনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও বিবিধ রত্নাদি লাভ হয়। ফলত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্লভ থাকে না; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকারপ্রভাবে স্বর্গভোগ, সদাচার ও মনীষিতা প্রভৃতি সমুদায় লাভ করিতে পারা যায়। জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নাগগণ, যক্ষসমুদায় এবং চন্দ্র, সূর্য্য বায়ুপ্রভৃতি দেবতা সকল একমাত্র পৌরুষবলে মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা কখনই, অর্থ, মিত্রবর্গ ঐশ্বর্য্য ও সুশ্রীকতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণ শৌচ, ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম, বৈশ্যেরা পৌরুষ এবং শূদ্রেরা সেবা দ্বারা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই সম্পদ্ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, যে ভগবান্ বিষ্ণু দেবাসুরসঙ্কুল ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও স্বয়ং সমুদ্রে শয়ন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না, সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর ক্লীবপতি সহ-

বাসের ন্যায় তাঁহার সমুদায় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পুরুষকার-প্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকেও স্থান সমুদায় অনিত্য বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন দেবতারা যে কর্ম্মের অধীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোকে দৈব প্রায়ই সহজে অনুকূল হয় না; প্রত্যুত স্বীয় পরাভবশঙ্কায় কর্ম্মের মহাবিঘ্ন উৎপাদন করে। দেবগণ মহর্ষিদিগের তপস্যার বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে যদিও পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈব লোকের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈবপ্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে।

যাহা হউক দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; আপনার সাধ্যানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানবগণের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। যে ব্যক্তির পুণ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গনরকরূপ পুণ্য পাপের ফলভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদায় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়। দেখ, মহারাজ যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুণ্যবান্ দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐল নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহারাজ সৌদাস অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পরশুরাম স্বীয় কর্ম্মদোষে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্য প্রয়োগনিবন্ধন মহারাজ বসুকে রসাতলে গমন করিতে হইয়াছে। বিরোচননন্দন মহারাজ বলি বিষ্ণুর পুরুষকার বলে দেবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া পাতালতলে নীত হইয়াছেন। মহারাজ জনমেজয় দেবরাজ ইন্দ্রকে পদাঘাত করিতে উদ্যোগ ও ব্রাহ্মণপত্নীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছেন এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন অজ্ঞানবশতঃ বালকহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি দৈব তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন নাই। রাজর্ষি নৃগ মহাযজ্ঞে ভ্রান্তিক্রমে এক ব্রাহ্মণকে অন্যস্বামী গো প্রদান করিয়া কৃকলাশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধুন্ধুমার গিরিব্রজপুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়া গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

তপোনিয়মসম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ তপোবলেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন; কখনই দৈববল অবলম্বন করেন না। দুর্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপাত্মাদিগের অধিকৃত হইয়াও অচিরাৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভমোহের বশীভূত নরাধমদিগকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ুসহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়। যেমন তৈলক্ষয় হইলে দীপশিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদায় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদ্যোগপরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকারপ্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত বস্তুও লাভ করিতে পারেন। দানশীল মহাত্মারা নির্দ্ধন হইলেও দেবগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করেন। দেবতারা মনুষ্যদিগের বিবিধ রত্নভূষিত গৃহও শ্মশানভূমিসদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং দেবলোক যে মনুষ্যলোক হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা দৈববলে কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর যাহারা কুপথে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না; সুতরাং দৈবের প্রভুত্ব নাই। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্তর পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়। হে মহর্ষে! এই আমি যোগবলে তোমার নিকট পুরুষকারের সমুদায় ফল কীর্ত্তন করিলাম। লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত দৈবের অনুকূলতাপ্রভাবে ঐহিক সুখ ও ইহলোককৃত শাস্ত্রানুযায়ী সৎকর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে যে সমস্ত শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আপনি তৎসমুদায়ের ফল কীর্ত্তন করুন। উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা মহর্ষিগণেরও গোপনীয়। এক্ষণে আমি দেহান্তে যাহার যে গতি লাভ হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর! মনুষ্য যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় তৎ তৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ফলভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কদাচই বিনষ্ট হয় না। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সেই কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। অভ্যাগত ব্যক্তির কার্য্যসাধনের নিমিত্ত চক্ষু ও মনকে নিয়োগ এবং তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ এবং তাঁহার অনুগমন ও উপাসনা করাও গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। পথপরিশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিলে প্রচুর ফললাভ হইয়া থাকে। অগ্নিত্রয়ের সন্নিধানে শয়ন এবং স্থণ্ডিলশায়ীদিগকে গৃহ ও শয্যা, চীরবল্কলপরিধায়ীদিগকে বসন ও আভরণ আর যোগনিযুক্ত তপোধনকে যান ও বাহন প্রদান করিলে রাজার পৌরুষ লাভ হয়। সমুদায় রস আস্বাদনে বিরত হইলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং আমিষ পরিত্যাগ করিলে পশু ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে। যিনি অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান হন, যিনি জলে বাস করেন এবং যিনি নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার অভীষ্ট গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। অতিথিসৎকারের নিমিত্ত পাদ্য, আসন, প্রদীপ, অন্ন ও গৃহ প্রদান করাকেই পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যুদ্ধে গমন ও রণশয্যায় শয়ন করিলে অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। দান দ্বারা ধন, মৌনাবলম্বন দ্বারা অপ্রতিহত আজ্ঞা, তপস্যা দ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন এবং অহিংসা দ্বারা রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ করিবে। যাঁহারা কেবল ফলমূল ভক্ষণ করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা পত্রমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গ এবং যাঁহারা আহারাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সুখ লাভ করিয়া থাকেন। শাকমাত্র ভক্ষণ করিলে গোধন, তৃণ মাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গ, স্ত্রীপরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনবার স্নান ও বায়ুভক্ষণ করিলে যজ্ঞফল, সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে স্বর্গ এবং যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণপবিত্র হইয়া সলিলমাত্র পান ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্য এবং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া গায়ত্র্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে সুরলোক লাভ করিতে পারেন। দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে উপবাস, ব্রত সাধনের নিমিত্ত ক্ষীরাদি আহার ও দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলে দুঃখ নাশ ও মানসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নির্ব্বোধেরা যাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, কলেবর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকর রোগবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে অকপটে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায়। বৎস যেমন সহস্র সহস্র ধেনুমধ্যে আপনার জননীর নিকট গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্মান্তরে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। যেমন পুষ্প ও ফল প্রেরিত না হইয়া যথাসময়ে বিকসিত ও সুপক্ব হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কার্য্য সমুদায় প্রকৃত সময়ে নিঃসন্দেহ পরিণত হইয়া থাকে। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশকলাপ জীর্ণ ও দন্ত সমুদায় শীর্ণ এবং কর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদায় বিকল হইয়া যায়; কিন্তু তাহার বিষয়বাসনা কিছুতেই অপনীত হয় না। পিতার প্রীতি উৎপাদন করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও মাতার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে পৃথিবীকে তৃপ্তি করা যায়। উপাধ্যায়কে প্রীত করিতে পারিলে ব্রহ্মের সৎকার হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটী বিষয়ের সবিশেষ সমাদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মই

প্রতিপালন করা হয় আর যে ব্যক্তি এই তিন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাহার সমস্ত কার্য্যই বিফল হইয়া থাকে।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যাহার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে ঐ বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জয়লাভাদির নিমিত্ত মন্ত্রপ্রয়োগ, দক্ষিণাদান ব্যতিরেকে সোমযাগ অনুষ্ঠান ও মন্ত্র ব্যতীত হোম করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই পাপ জন্মিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে জনমেজয়! এই আমি মহাত্মা ব্যাসের বাক্যানুসারে শুভা শুভ প্রাপ্তি বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় ব্যক্ত কর।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পূজনীয় কে? আপনি কাহাকে নমস্কার করেন? আপনার প্রিয়তরই বা কে এবং বিপদে নিপতিত হইলে কাহার প্রতি আপনার মন প্রধাবিত হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মই যাঁহাদিগের পরম ধন; যাঁহারা তপ ও স্বাধ্যায়লব্ধ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের কুলে বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই পুরুষপরম্পরাগত কার্য্যভার অক্লেশে বহন করেন, আমি সেই ব্রাহ্মণদিগকেই যাহার পর নাই প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। বিদ্যাবিনীত, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুভাষী, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ ও বক্তা ব্রাহ্মণগণের গম্ভীর স্বরসংযুক্ত শ্রুতিসুখকর মঙ্গলজনক বাক্য সভামধ্যে নৃপতির সমক্ষেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ইহলোক ও পরলোকে সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই রাজসভায় আসীন হইয়া ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করেন, আমি সেই সমস্ত গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। যিনি ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পূতমনে সুপক্ক সুস্বাদু অন্ন প্রদান করেন, তিনিও আমার প্রেমাস্পদ। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করা বিস্ময়ের বিষয় নহে, কিন্তু অসূয়াশূন্য হইয়া দান করাই সুকঠিন। এই জীবলোকে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্য বীর আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দানবীরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে যুধিষ্ঠির! সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, আমি যদি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলেও আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতাম। অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর। অধিক কি আমি ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ প্রিয়তর জ্ঞান করি, পিতা পিতামহ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সেরূপ জ্ঞান করি না। এক্ষণে ব্রাহ্মণভক্তিপ্রভাবে মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমার যেন সেই সকল লোক লাভ হয়। আমি কখন ব্রাহ্মণের কোন অপকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অল্প বা অধিকই হউক যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি, সেই কার্য্যপ্রভাবেই আজি শরশয্যায় শয়ান হইয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইতেছে না। লোকে আমাকে যে ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া আহ্বান করে, আমি সেই বাক্যে যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। ফলতঃ ব্রাহ্মণপ্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা আর কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের দাস; এই নিমিত্ত অচিরাৎ অনন্তকালের নিমিত্ত পবিত্রলোক সমুদায় লাভ করিব, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিই পরম দেবতা ও পতিই পরম গতি; সেইরূপ ক্ষত্রিয়কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ক্ষত্রিয় শতবর্ষবয়স্ক আর ব্রাহ্মণ দশবর্ষীয় হন, তাহা হইলে ঐ উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই পিতা ও ক্ষত্রিয়কে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকেই পতিত্বে স্বীকার করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত না হইয়াই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণকে পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, গুরুর ন্যায় উঁহাদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ ও অগ্নির ন্যায় উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। সরল প্রকৃতি, সত্যপরায়ণ, সাধুশীল, সর্ব্বভূত-হিতানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণকে ক্রোধোদ্ধত ভুজঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট আপনার ক্রোধবল ও তেজোবল প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের তপোবলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর ক্ষত্রিয়ের ক্রোধবলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই উভয়বিধ বলই অতি ভয়ঙ্কর। তপস্বী ব্রাহ্মণেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে অনায়াসে শত্রুবিনাশাদি বিষয়ে চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হন। ক্ষত্রিয় উপকারনিরত শান্ত স্বভাব ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার তেজোবল ও তপোবল প্রদর্শন করিলে ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার ঐ উভয় বল নিঃশেষে বিনাশ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। গোপাল যেমন দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক গোসমুদায়কে রক্ষা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত বেদ ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। পিতা যেমন পুত্রগণকে প্রতিপালন করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ আছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে দুরাত্মারা ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া অর্থ প্রদান না করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়, কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অধিক হউক, বা অল্পই হউক অঙ্গীকার করিয়া প্রদান না করে, ক্লীব ব্যক্তির সন্তানকামনার ন্যায় তাহার সমুদায় আশা বিফল এবং সে জন্মাবধি তপস্যা, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই পণ্ড হইয়া যায়। শ্যামকর্ণ এক সহস্র অশ্ব প্রদান ভিন্ন ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে শৃগালবানরসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

একদা এক বানর এক শৃগালকে শ্মশানমধ্যে পূতিগন্ধযুক্ত মাংস ভক্ষণ করিতে অবলোকন করিয়া কহিল শৃগাল! তুমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলে যে, এক্ষণে তোমার শ্মশানে মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করিতে হইতেছে।

তখন শৃগাল কহিল, কপিবর! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া অর্থ প্রদান করি নাই। সেই কারণে আমাকে এই কুৎসিত শৃগালযোনি লাভ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইতেছে। আমি তোমার নিকট আমার শৃগালযোনি প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত বানরত্ব লাভ করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন বানর কহিল, শৃগাল! পূর্ব্বে আমি লোভপ্রযুক্ত সতত ব্রাহ্মণের ফল অপহরণ করিতাম বলিয়া আমাকে বানরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ বানর ও শৃগাল পূর্ব্বে মনুষ্যজন্মে পরস্পর সখ্যভাবসম্পন্ন ছিল। এক্ষণে কর্ম্মদোষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবিশেষবশতঃ উহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। আমি পূর্ব্বে স্বীয় উপাধ্যায় ও মহর্ষি বেদব্যাসের প্রমুখাৎ এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেন যে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণবালক দরিদ্র বা কৃপণ হইলেও উঁহাকে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অর্পণ করা উচিত। ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। প্রথমে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষে হতাশ করিলে ব্রাহ্মণ পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। তিনি একবার ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কাষ্ঠ দহনের ন্যায় আশাবিঘাতককে এককালে ভস্মসাৎ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট রাখিলে তিনি সর্ব্বদা মহা আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বদা সমুদায় বিষয়ে চিকিৎসকের ন্যায় হিতকারী হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র পৌত্র বন্ধু বান্ধব অমাত্য পশু নগর জনপদ প্রভৃতি সমুদায় নিরাপদে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের তেজ সূর্য্যকিরণের ন্যায় তীব্র। অতএব ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। দান অপেক্ষা

মহৎকার্য্য আর কিছুই নাই। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে, পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তিসাধন করা হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই দানের প্রধান পাত্র। যে কোন সময়ে হউক না কেন, ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পূজা না করিয়া বিদায় করা কদাপি বিধেয় নহে।

দশম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম; মানবগণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য নীচজাতিকে স্নেহভাবে উপদেশ প্রদান করিলে দোষভাগী হয় কি না, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি মহর্ষিদিগের মুখে এই বিষয়সংক্রান্ত যে কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। হীনজাতিকে উপদেশ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি নীচকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই অপরাধী হইতে হয়। পূর্ব্বে হিমালয়পার্শ্ববর্ত্তী ভগবান্ ব্রহ্মার আশ্রমসন্নিধানে সিদ্ধচারণসেবিত, পুষ্পোদ্যানসমলঙ্কৃত; বিবিধ তরুলতায় সমাকীর্ণ এক পবিত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন নিয়মব্রতধারী মহাত্মা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী ও বালখিল্য মহর্ষিগণ অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর বেদ পাঠ করিতেন। একদা এক পরম দয়াবান্ শূদ্র ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া মুনিগণকে বিবিধ নিয়মসম্পন্ন দেবতুল্য ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন দর্শন করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই আশ্রমবাসী কুলপতির চরণ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়াও ধর্ম্মশিক্ষার মানসে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া চরিতার্থ করুন। আমি নিরন্তর আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত থাকিব।

তখন কুলপতি কহিলেন, বৎস! শূদ্রজাতির সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার নাই। যদি তোমার নিতান্তই ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের শুশ্রূষা কর, পরিণামে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোকলাভ করিতে সমর্থ হইবে। কুলপতি এই কথা কহিলে, শূদ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেই আমার বাসনা। অতঃপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য কি না, তাহা কিয়দ্দিন বিশেষরূপ বিবেচনা করি, পরিশেষে যাহা শ্রেয় বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই করিব। ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক পর্ণশালা এবং তন্মধ্যে বেদি, শয়নস্থান ও দেবস্থান সমুদায় প্রস্তুত করিলেন এবং স্বয়ং নিয়মধারী, ফলাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ও তপঃপরায়ণ হইয়া বহুকাল দেবস্থানে ত্রিকালীন জলসেক, বলিপ্রদান, হোম, দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও ফলমূলাদি দ্বারা সমাগত অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে, একদা এক মহর্ষি ঐ শূদ্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। শূদ্র মহর্ষিকে দেখিবামাত্র তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন এবং অতি অল্পদিন মধ্যে পুনরায় ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে ঐ শূদ্রের সহিত মহর্ষির বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিল। তখন তিনি প্রতিদিন উহার আশ্রমে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা শূদ্র সেই তপোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃকার্য্য করিতে বাসনা করিয়াছি, আপনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। শূদ্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া উত্তম বলিয়া তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন। তখন ঐ শূদ্র পবিত্র হইয়া তাঁহাকে পাদোদক প্রদান পুরঃসর ওষধি, দর্ভ, পবিত্র ও আসন আনয়ন পূর্ব্বক প্রাজ্ঞীয় ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণ দিকে পশ্চিমশীর্ষ করিয়া সংস্থাপন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ব্রাহ্মণের আসনসংস্থাপন অশাস্ত্রীয় হইয়াছে, দেখিয়া শূদ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তুমি পূর্ব্বশীর্ষ করিয়া ব্রাহ্মণের আসনসংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন কর। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে শূদ্র উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে যথাস্থানে দর্ভ ও অর্ঘ্যাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিও তাঁহার পিতৃকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর শূদ্র তাপস তথায় দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুণ্যবলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সেই মহর্ষিও যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পুরোহিতকুলে উৎপন্ন হইলেন।

এইরূপে সেই শূদ্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রমের সহিত বিদ্যানুরাগও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বেদসমুদায়, কল্পপ্রয়োগ, জ্যোতিষশাস্ত্র, ও সাঙ্খ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিন পরে বৃদ্ধ রাজা পরলোক যাত্রা করিলে প্রজাগণ মিলিত হইয়া রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল, রাজকুমার রাজা হইয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া পরমসুখে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার পৌরোহিত্য পদে নিযুক্ত হইয়া পুণ্যাহবাচন বা অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানসময়ে রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন।

রাজা এইরূপে বারংবার হাস্য করাতে পুরোহিতের ক্রোধোদ্রেক হইল। তখন তিনি একদা রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎকার ও শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি আপনি অকপটে আমার নিকট উহা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।

তখন রাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি এক বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যে যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি অবশ্যই তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। স্নেহ ও সম্মাননিবন্ধন আপনার নিকট আমার কিছু অবক্তব্য নাই।

তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! এক বিষয়ের অধিক আমার জিজ্ঞাস্য নাই। যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট মিথ্যা কহিবেন না, অঙ্গীকার করুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নরপতি তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি আমি আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিব।

তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! স্বস্তিবাচন, শান্তি ও হোমাদি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যসময়ে আপনি যে আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাস্য করেন, তাহার কারণ কি? আপনি হাস্য করাতে আমাকে নিতান্ত লজ্জিত হইতে হয়। আপনার ঐ হাস্যের অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। সেই কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব এই বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। আপনি আমার নিকট সত্য কহিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাহার অন্যথা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে।

নরপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এই বিষয় অবক্তব্য হইলেও আপনার নিকট কীর্ত্তন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; এক্ষণে আমি আমার হাস্যের কারণ প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর; আমার পূর্ব্বজন্মে যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় আমি সবিশেষ অবগত আছি। পূর্ব্বজন্মে আমি তপস্যানিরত শূদ্র ছিলাম এবং আপনি উগ্রতর তপঃপরায়ণ মহর্ষি ছিলেন। আপনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমার পিতৃশ্রাদ্ধে আমাকে কুশাসন, কুশ এবং হব্যকব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মনিবন্ধন ইহজন্মে আপনি পুরোহিত হইয়াছেন এবং আমি রাজা হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আপনি আমাকে শ্রাদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াই এই ফল লাভ করিলেন। হে দ্বিজবর! আমি কেবল এই কারণবশতঃ আপনাকে দেখিবামাত্র হাস্য করিয়া থাকি, আপনি আমার গুরু। আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া হাস্য করি না। আমি শূদ্র হইয়াও জাতিস্মর হইলাম এবং আপনি মুনি হইয়াও পুরোহিত হইলেন। ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! একমাত্র উপদেশ প্রদান নিবন্ধন আপনার তাদৃশ কঠোর তপশ্চরণ একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল! যাহা হউক,

একণে আপনি পৌরোহিত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যত্নবান্ হউন। আর যেন আপনাকে ইহা অপেক্ষা অধম যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে না হয়। একণে আপনি এই ধনরাশি গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

নরপতি এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, গ্রাম ও বিবিধ ধন প্রদান ও তাঁহাদের নির্দেশানুসারে কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করত তথায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী ও অন্যান্য নানাবিধ ধন দান করিয়া পরম পবিত্র হইলেন এবং পরিশেষে স্বীয় আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের নিকট সম্মান লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই মহর্ষিকে এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; অতএব নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে উপদেশ প্রদান করিলে কখনই দূষিত হন না। কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম, পাপাত্মারা কখনই তাহার অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। মুনিগণ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগভয়ে বাঙ্নিষ্পত্তিপরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোকে ধার্ম্মিক ও সত্যসরলতাদি গুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপদেষ্টাকে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। ধনলোভনিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ প্রশ্ন করিলে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্ম লাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত। নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করিলে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। এই আমি তোমার নিকট তোমার প্রশ্নানুরূপ কথা কীর্ত্তন করিলাম।

একাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লক্ষ্মী কিরূপ স্ত্রী ও কিরূপ পুরুষের নিকট অবস্থান করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! একদা কন্দর্পজননী রুক্মিণী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মীকে নারায়ণের ক্রোড়ে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া মহা আহ্লাদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রৈলোক্যেশ্বরি! তুমি কোন্ কোন্ স্থান ও কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাক, তাহা যথার্থ রূপে কীর্ত্তন কর। তখন চন্দ্রাননা কমলা নারায়ণের সমক্ষে মধুর বাক্যে রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমি সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দেবপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। যাহারা অকর্ম্মা, নাস্তিক, লম্পট, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদ্বেষ্টা, মূঢ়স্বভাব, কপট এবং বল বীর্য্য বুদ্ধি ও সারাংশবিহীন, যাহাদিগের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা করে না এবং অল্পমাত্র অর্থলাভ হইলেই পরিতুষ্ট হয়, আমি সেই সমুদায় ক্ষুদ্রচিত্ত মানবগণের নিকট কখনই অবস্থান করি না। যাহারা স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধদিগের সেবায় একান্ত আসক্ত, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান্, আমি তাহাদিগের নিকটই সতত অবস্থান করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামীর প্রতিকূল বাক্য বিন্যাস করে, পরভবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসরলতাদি গুণসম্পন্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত, আমি সতত তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করি। যান, কন্যা, ভূষণ, যজ্ঞ, সলিলসংযুক্ত মেঘ, প্রফুল্ল পদ্মবন, শারদীয় নক্ষত্রমণ্ডল, হস্তী, গোষ্ঠ, আসন, বিকসিত পঙ্কজপরিপূর্ণ সরোবর, হংস বকাদির স্বরে নিনাদিত, দ্রুমবিভূষিত করিকরসমালোড়িত, সিদ্ধতাপসসেবিত নদী, মত্তহস্তী, বৃষভ, নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ, স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ, প্রজাপালননিরত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য, সেবানিরত শূদ্র আমার প্রধান আবাসস্থান। যে গৃহে প্রতিনিয়ত হোম এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়, আমি কদাচ সেই গৃহ পরিত্যাগ করি না। ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য এবং লোকানুরাগের একমাত্র আধার, এই নিমিত্ত আমি একমনে অভিন্নদেহে উঁহার শরীরে অবস্থান করি। নারায়ণ ভিন্ন আর কুত্রাপি আমি সশরীরে অবস্থান করি না। আমি সদয়ভাবে যাহার নিকট অবস্থান করি, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে ঐ উভয়ের মধ্যে কাহার স্পর্শসুখ অধিক হয়, এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ভঙ্গাস্বন রাজার পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভঙ্গাস্বন নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে ইন্দ্রবিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। সুররাজ ইন্দ্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনকে পুত্র কামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিরন্তর তাঁহার রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা মহারাজ ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করিবার নিমিত্ত নিজ রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ সময় প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইয়া মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে বিমোহিত করিলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন ইন্দ্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় যাহার পর নাই কাতর হইয়া সেই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে এক বারিপরিপূর্ণ পরম রমণীয় সরোবর তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি সেই সরোবর দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র অশ্ব হইতে অবরূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ অশ্বকে জলপান করাইয়া এক বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক স্বয়ং সেই সরোবর সলিলে অবগাহন ও স্নান করিলেন। সরোবরে স্নান করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীত্ব লাভ হইল। তখন তিনি আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ব্যাকুলিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি একণে কিরূপে অশ্বে আরোহণ ও কিরূপেই বা রাজধানীতে গমন করি। আমি অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে আমার ঔরসে মহাবলপরাক্রান্ত এক শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। একণে আমি গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব এবং আমার ভার্য্যা, পুরবাসী ও গ্রাম্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই বা তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। ধর্ম্মার্থদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, মৃদুত্ব, কোমলত্ব ও কাতরত্ব এই তিনটি স্ত্রীলোকের এবং ব্যায়ামসহিষ্ণুতা ও বীর্য্যবত্তা এই দুইটি পুরুষের প্রধান গুণ। একণে আমার পুরুষত্ব বিনাশ ও স্ত্রীলোকের গুণ লাভ হইয়াছে; সুতরাং কিরূপে পুরুষের ন্যায় অশ্বে আরোহণ করিব।

রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বহুযত্নসহকারে কৌশলক্রমে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্র, কলত্র, ভৃত্য ও নগরবাসিগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইলেন। মহারাজ ভঙ্গাস্বন তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, আমি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মোহবশত এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় সৈন্যগণপরিশূন্য হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে একাকী শুষ্ককণ্ঠে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হংসসারসকুলসঙ্কুল পরম রমণীয় এক সরোবর নিরীক্ষণ করিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র আমার পুরুষত্ব বিনাশ ও স্ত্রীত্ব লাভ

হইয়াছে। মহারাজ ভঙ্গাস্বন এই বলিয়া মন্ত্রী ও পুত্রগণের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আপনার নাম গোত্র কীর্ত্তন করিয়া আত্মজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে পরস্পর সৌভ্রাত্রসংস্থাপন পূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। আমি নিশ্চয়ই অরণ্যে প্রস্থান করিব।

স্ত্রীরূপী নরপতি ভঙ্গাস্বন পুত্রগণকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ অরণ্য-মধ্যে গমন পূর্ব্বক এক তাপসের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাপসের ঔরসে তথায় তাহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই সমস্ত পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা ভঙ্গাস্বন তাহাদিগকে লইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন পুত্রগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আত্মজগণ। তোমরা আমার পুরুষাব-স্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর ইহারা আমার অঙ্গনাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমরা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া সৌভ্রাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক এই রাজ্য উপভোগ কর। ভঙ্গাস্বন এইরূপ আদেশ করিলে তাহার পূর্ব্ব-পুত্রগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত ও তাঁহার অপর পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের স্ত্রীত্ব বিধান দ্বারা উহার অপকার না করিয়া প্রত্যুত উপকারই করিয়াছি। যাহাই হউক, এক্ষণে যাহাতে উহার বিশেষ অনিষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইল। দেবরাজ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণবেশে ভঙ্গাস্বনের পূর্ব্বপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজকুমারগণ! ভ্রাতৃগণ এক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদিগের পরস্পর কদাচ সৌভ্রাত্র থাকে না। দেখ, সুরা-সুরগণ একমাত্র মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাজ্যলাভের নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা একশত জন ভঙ্গাস্বনের ঔরসে জন্মিয়াছ, আর তোমাদের অপর এক শত ভ্রাতা একজন তাপসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তথাপি তোমাদের উভয় পক্ষের এরূপ সৌভ্রাত্র থাকিবার কারণ কি? যাহা হউক, তোমাদের অপর ভ্রাতারা যে তাপসের ঔরসজাত হইয়াও তোমাদিগের পৈত্রিক রাজ্যের অংশ অধিকার করিয়াছে, ইহা অতিশয় নিন্দার বিষয়, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ এই কথা কহিলে ভঙ্গাস্বনের ঔরসপুত্রগণ তাঁহার উত্তেজনায় অপর ভ্রাতাদিগের উপর যাহার পর নাই ঈর্ষা-পরবশ হইয়া অচিরাৎ তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে উভয়পক্ষই নিঃশেষিত হইয়া গেল। স্ত্রীভাবাপন্ন রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন অরণ্যমধ্যে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগি-লেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাহার সকাশে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি দুঃখে দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করি-তেছ? ভঙ্গাস্বন ব্রাহ্মণকে সমক্ষে নিরীক্ষণ ও তাহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক করুণবাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! কালপ্রভাবে আমার দুই শত পুত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে পুরুষ ও রাজা ছিলাম। সেই অবস্থায় আমার ঔরসে এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা আমি মৃগয়ায় গমন করিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একটী সরোবর অবলোকন পূর্ব্বক তাহাতে অবগাহন করিয়াছিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিয়া অবধি আমার এই স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ এইরূপ অসম্ভাবিত নারীরূপ লাভ হওয়াতে আমি যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া নিজ রাজধানীতে আগমন ও ঔরসপুত্রগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক এই তপোবনে আগমন করিলাম। এই স্থানে এক তাপসের ঔরসে আমার গর্ভে আর এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্র বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে আমি তাহাদিগকে সেই ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্র রাজ্য-ভোগ করাইবার নিমিত্ত আমার পূর্ব্বতন পুরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহারা কালপ্রভাবে পরস্পর বৈর উৎপাদন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই নিতান্ত কাতর হইয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছি।

ভঙ্গাস্বন করুণস্বরে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে পরুষবাক্যে কহিলেন, আমি সুররাজ ইন্দ্র। পূর্ব্বে তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমাকে যার পর নাই দুঃখিত করিয়াছিলে। আমি তন্নিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমার পুত্র-গণের বিনাশসম্পাদন পূর্ব্বক তোমার অপকার করিয়াছি। সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন, এবং অবিলম্বে তাহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হউন, আমি পুত্রলাভের অভিলাষেই অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; অতএব এই বিষয়ে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের প্রণিপাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে উত্থা-পন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বল, তোমার পুরুষাবস্থায় ঔরসপুত্রগণ ও এক্ষণকার গর্ভজাতপুত্রগণের মধ্যে কোন্ গুলিকে জীবিত করিয়া দিব। তখন নারীরূপধারী মহারাজ ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার বর প্রভাবে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।

ভঙ্গাস্বন এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কি নিমিত্ত তোমার বিদ্বেষভাজন ও তোমার অঙ্গনা-বস্থায় যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই বা কি নিমিত্ত এইরূপ স্নেহের পাত্র হইল? ইহার কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হই-য়াছে। তখন ভঙ্গাস্বন কহিলেন, সুররাজ! স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের স্নেহ কদাচ প্রবল হয় না। এই নিমিত্ত আমার অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে তাহারাই পুনর্জ্জীবিত হউক।

তখন দেবরাজ ভঙ্গাস্বনের বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার সমুদায় পুত্রই জীবিত হউক। আর এক্ষণে তোমার কি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, না তুমি এইরূপ অঙ্গনাবস্থাতেই অবস্থান করিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যেরূপ অবস্থা তোমার প্রীতিকর হইবে, আমি তোমাকে সেই অবস্থাতেই অব-স্থাপিত করিব, সন্দেহ নাই। দেবরাজ এই কথা কহিলে ভঙ্গাস্বন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! আমি আর পুরুষত্ব লাভে অভি-লাষ করি না। আমি এক্ষণে এই স্ত্রীভাবেই সমধিক সন্তোষলাভ করি-তেছি। সুররাজ কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি পুরুষত্বলাভে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক কি নিমিত্ত স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইতেছ? ভঙ্গাস্বন কহিলেন, দেবরাজ! স্ত্রীপুরুষসংসর্গকালে স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে বাসনা করি। আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি, স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আপনি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। ভঙ্গাস্বন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই নিদর্শনা-নুসারেই স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শসুখ লাভ হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাভিমর্ষ, এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ, অসৎপ্রলাপ, নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ, পরদোষ প্রকাশ ও মিথ্যা কথন, এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরি-ত্যাগ করিলে উভয়লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে; অতএব কায়-মনোবাক্যে অন্যের অনিষ্টচিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। ফলতঃ ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভ ফল ও যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সুরাসুরগুরু বিশ্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের নাম ও ঐশ্বর্য্য সমুদায় অবগত আছেন। এক্ষণে ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সেই ভগবান্ মহাদেবের গুণ সমুদায় কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই ভগবান্ সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বত্র লক্ষিত হন না। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া ব্রহ্মাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী যোগবিদ্ মহর্ষিগণ কেবল সেই সূক্ষ্ম অথচ স্থূল অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবেরই চিন্তা করেন। ঐ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃপ্রভাবে প্রকৃতি ও পুরুষকে নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। জন্ম, জরা ও মরণের বশীভূত মাদৃশ মানবগণ কখনই সেই মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল এই যদুকুলশ্রেষ্ঠ শঙ্খ-চক্রগদাধর ভগবান্ বাসুদেবই দিব্য চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন। ইনি প্রতিযুগেই অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে সেই চরাচরগুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইনি পুত্রলাভের অভিলাষে সেই দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেবল মহাবাহু ভগবান্ বাসুদেবই সেই সনাতন দেবদেবের নাম, গুণ ও ঐশ্বর্য্য সমুদায়ের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে। অতএব তুমি তাহা উহাঁর নিকট কীর্ত্তন কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মযোনি মহাতপা তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমার মুখে সেই সনাতন, আনন্দময়, জ্ঞানস্বরূপ, বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ দেবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, শান্তনুতনয়! যখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের কার্য্য, গতি ও আদি অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন মনুষ্য কিরূপে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইবে? যাহাহউক, আমি এক্ষণে সেই অসুরনাশন ভগবান্ যজ্ঞপতির যৎকিঞ্চিৎ গুণ আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া পবিত্রচিত্তে আচমনপূর্ব্বক মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়গণ! পূর্ব্বে আমি শাম্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত যোগবল আশ্রয় করিয়া যেরূপে ভগবান্ ভূতনাথের দুর্ল্লভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, অগ্রে তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বর দৈত্য নিহত হইবার পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, একদা জাম্ববতী রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ প্রভৃতি পুত্রগণকে দর্শন পূর্ব্বক পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি অবিলম্বে আমাকে একটি মহাবল পরাক্রান্ত আপনার তুল্য গুণবান্ পরমসুন্দর পুত্র প্রদান করুন। ত্রিলোকমধ্যে আপনার কিছুই অসাধ্য নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন লোকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন। পূর্ব্বে আপনি যেরূপে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই কয়েকটী মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমাকেও সেইরূপে একটি পুত্র প্রদান করিতে হইবে। জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম, দেবি! আমি তোমার বাক্যানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিলাম, তুমি প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি কর। তখন জাম্ববতী কহিলেন, নাথ! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনা করিতে গমন করুন। ব্রহ্মা, শিব, কাশ্যপ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা এবং নদী, ক্ষেত্র, ওষধি, যজ্ঞবাহ, বেদ, ঋষি, যজ্ঞ, সমুদ্র, দক্ষিণা, স্তোভ, নক্ষত্র, পিতৃলোক, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা, দেবমাতা, মন্বন্তর, গো, ঋতু, বৎসর, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত নিমেষ ও যুগসমুদায় আপনাকে রক্ষা করিবেন। কোন স্থানেই আপনার কোন বিপদ্ উপস্থিত হইবে না।

রাজপুত্রী জাম্ববতী এইরূপে প্রস্থানকালীন মঙ্গলাচরণ করিলে আমি পিতা, মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। তৎপরে আমি নারদ ও বলদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগেরও গোচর করাতে তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমরা প্রার্থনা করি, নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপস্যার ফল লাভ হউক। এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি গরুড়কে স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বিহঙ্গরাজ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমাকে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইল। আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে অদ্ভুত ভাব সমুদায় অবলোকন করিতে করিতে মহাত্মা উপমন্যুর অতি আশ্চর্য্য আশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম। ঐ আশ্রম বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণে সমাকীর্ণ এবং ধব, অর্জ্জুন, কদম্ব, নারিকেল, কুরুবক, কেতকী, জম্বু, পাটল, বট, বরুণ, বৎসনাভ, বিল্ব, সরল, কপিত্থ, পিয়াল, শাল, তাল, বদরী, ইঙ্গুদ, পুন্নাগ, অশোক, আম্র, মাধবীলতা, মধুক, কোবিদার, চম্পক, পনস ও ফলপুষ্পসুশোভিত অন্যান্য নানাবিধ বন্য বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কোনস্থান গুল্ম ও লতাতে, কোনস্থান কদলীবনে, কোন স্থান নানাবিধ পক্ষীর জীবনোপায়ভূত বিবিধ ফলশালী বৃক্ষে, কোনস্থান ভস্মরাশিতে, কোনস্থান দিব্য সরোবর এবং কোনস্থান বিচিত্রকুসুমাকীর্ণ বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিশোভিত রহিয়াছে। রুরু, বানর, শার্দ্দূল, সিংহ, দ্বীপী, হরিণ, ময়ূর, মার্জ্জার, ভুজঙ্গম, মহিষ, ভল্লুক, মদমত্ত হস্তী ও অন্যান্য নানাবিধ জন্তুগণ উহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। বিহঙ্গমগণ বিবিধ স্বরে পরম কুতূহলে নিরন্তর কলরব করিতেছে। সমীরণ বিবিধ পুষ্পরেণু ও গজগণ্ডস্থলস্খলিত মদগন্ধে সুবাসিত হইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। দিব্যাঙ্গনাগণ মধুস্বরে গান করিতে নির্ঝরকুলের ঝর্ ঝর্ শব্দ, কুঞ্জরগণের বৃংহিতধ্বনি, কিন্নরদিগের সুমধুর গীতশব্দ ও সামবেদজ্ঞদিগের বেদধ্বনি ঐ আশ্রমকে সতত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পবিত্রতোয়া বহুকন্যা উহাতে নিয়ত বিরাজমানা রহিয়াছেন। চীরচর্ম্মবল্কলধারী অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক বাতাহারী অম্বুপায়ী, জপ্যনিত্য, সংপ্রক্ষাম, ধ্যাননিত্য, ধূম্যপ্রাশ, উষ্মপ, ক্ষীরপ, গোচারী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, মরীচিপ, ফেনপ, মৃগচারী, অশ্বত্থফলভক্ষ ও উদকশায়ী তাপসগণ প্রতিনিয়ত ঐ আশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। শিবাদি দেবগণ সতত উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং মহাত্মাদিগের প্রভাবে নকুলগণ সর্পকুলের সহিত ও ব্যাঘ্রগণ মৃগসমুদায়ের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

আমি এইরূপে বেদবেদাঙ্গপারগ নিয়মপরায়ণ মহর্ষিগণসেবিত পরম রমণীয় সেই আশ্রমের বিবিধ পদার্থ অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জটাজূটমণ্ডিত, চীরধারী, তপস্বী, তেজঃপ্রদীপ্তকলেবর, শিষ্যগণ পরিবৃত, শান্তস্বভাব যুবা উপমন্যুকে অবলোকনপূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম। মহাত্মা উপমন্যু আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? তুমি স্বয়ং পূজনীয় হইয়া যে আমাকে পূজা করিতেছ এবং অন্যের দর্শনীয় হইয়াও যে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছ, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার তপস্যা ফলিত হইয়াছে। তখন আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আপনার শিষ্য এবং আশ্রমস্থ মৃগ ও পক্ষিগণ ত নির্ব্বিঘ্নে আছে; আপনার ধর্ম্ম ও অগ্নিত্রয়ের ত কুশল?

আমি এইরূপ কুশলপ্রশ্ন করিলে মহাত্মা উপমন্যু আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অবিলম্বেই আপনার অনুরূপ পুত্রলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। এই তপোবনে ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। তুমি কঠোরতপোঽনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে দেবতা ও ঋষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহদ্বারা সেই দেবাদি-

দেবকে প্রসন্ন করিয়া স্বয় অভিলষিত বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তেজও তপস্যার নিধিস্বরূপ। সেই অচিন্ত্যস্বভাব এই স্থানে শুভাশুভ ভাব সমুদায় সৃষ্টিও সংহার করত দেবী পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবরাজ হিরণ্যকশিপু ঐ ভগবানের বরপ্রভাবে সুর-রাজ্য অধিকার করিয়া দশকোটী বৎসর উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ মন্দর ঐ দেবদেবের বরপ্রভাবে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত দশকোটি বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ঐ মন্দরের কলেবরে তোমার সুদর্শন চক্র ও ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র জীর্ণ তৃণের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল; পূর্ব্বে ভগবান্ উমাপতি ঐ চক্র দ্বারা সলিলমধ্যস্থ এক অসুরকে সংহার করিয়া উহা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অসুরবিনাশার্থই ঐ চক্র নির্ম্মাণ করেন। উহা জ্বলনতুল্য নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। রুদ্রদেব ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি উহা অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। ঐ চক্র অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগবান্ উমানাথ স্বয়ং উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন এবং তদ-বধি উহার ঐ নাম লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সেই অদ্ভুত চক্রও মন্দরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলতঃ মন্দর রুদ্র-দেবের বরপ্রভাবে বজ্র প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমুদায় অনায়াসে সহ্য করিত। দেবগণ ঐ দুর্দান্ত দানব কর্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুরগণের সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হন।

ভগবান্ উমাপতি বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ত্রিলোকের আধিপত্য ও শতলক্ষ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যলাভ করিয়া লক্ষ বৎসর ভোগ করেন। উঁহারই প্রসাদে কুশদ্বীপ বিদ্যুৎপ্রভের রাজধানী হইয়াছিল। অবশেষে তিনি শঙ্করের অনুচরত্বলাভ করিয়াছিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত অসুর মহাদেবের তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত শত বৎসরেরও অধিককাল আপনার দেহমাংস হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়াছিল। পরিশেষে ভগবান্ শূলপাণি তাহার সেই অসাধারণ ভক্তি দর্শনে তাহার প্রতি যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, শতমুখ! আমি তোমার কি উপায় সাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর। তখন শতমুখ কহিল, ভগবন! আপনার প্রসাদে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে প্রতি-ভাত হয়। তখন শূলপাণি তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রলাভের নিমিত্ত তিন শত বৎসরব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। মহাদেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞাংশে সহস্র পুত্র প্রদান করেন। সুরগণপ্রশংসিত পরম ধার্ম্মিক যোগেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি বেদব্যাস মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে অতুল যশোলাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বালখিল্যগণকে মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞে পলাশবৃন্ত আহরণ করিতে দেখিয়া উপহাস করাতে তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব বালখিল্যগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহা-দিগকে কহিলেন, তোমাদের তপোবলে অচিরাৎ এক পক্ষীন্দ্রের সৃষ্টি হইবে। সে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া অমৃত আহরণ করিবে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মহাদেবের রোষপ্রভাবে সলিল সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দেবগণ তদ্দর্শনে ঐ দেবাদিদেবের উদ্দেশে সপ্তকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় ভূলোকমধ্যে জল প্রবর্ত্তিত করেন।

মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া, ভর্ত্তাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আর আমি ভর্ত্তার বশবর্ত্তী হইব না, স্থির করিয়া, মহাদেবের শরণাপন্না হইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিন শত বৎসর অনাহারে মুষলে শয়ন করিয়া-ছিলেন। দেবাদিদেব তাঁহার ভক্তি দর্শনে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! তুমি আমার বরে পতিসহবাস ভিন্ন অনায়াসে এক পুত্রলাভ করিবে। ঐ পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত এবং অভিলষিত খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। মহাত্মা বিকর্ণ ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ভবানীনাথকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

জিতেন্দ্রিয় শাকল্য ক্রমাগত নয় শত বৎসর একচিত্তে মহাদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া শাকল্যকে কহিলেন, বৎস! তুমি গ্রন্থকর্তা হইবে। ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না। তোমার কুল মহর্ষিগণ দ্বারা উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইবে এবং তোমার পুত্র তোমার গ্রন্থের সূত্রকর্ত্তা হইবে।

পূর্ব্বে সত্যযুগে সাবর্ণি নামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। ছয় সহস্র বৎসর তপোনুষ্ঠান করিলে, মহাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি ইহলোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা হইবে। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বারা-ণসীতে দিগম্বর ভগবান্ ভূতনাথকে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দেবদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, নারদ! ইহলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী, তপস্বী ও যশস্বী আর কেহ বিদ্যমান থাকিবে না। তুমি সতত গীতবাদ্য দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিবে।

হে মাধব! এক্ষণে আমি যে নিমিত্ত যেরূপে মহাদেবকে সন্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি, আজি তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ নামে এক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী মহাতপস্বী মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। একদা আমি স্বীয় অনুজ ধৌম্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় গাভীদোহন হইতেছে। গাভীদোহন দর্শন করিবামাত্র বালস্বভাববশতঃ আমার দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা হইল। তখন আমি ধৌম্যসমভিব্যাহারে জননীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলাম, মাতঃ! আমাদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান কর, আমরা ভোজন করিব। আমি ঐ কথা কহিলে জননী গৃহে দুগ্ধ না থাকাতে নিরন্তর দুঃখিত হইয়া জলে পিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বলিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞ উপলক্ষে পিতার সহিত এক জ্ঞাতিভবনে গমন করিয়া-ছিলাম। তথায় সুরনন্দিনীর অমৃততুল্য সুস্বাদু দুগ্ধ পান করাতে, উহার আস্বাদ বিলক্ষণ অবগত ছিলাম; সুতরাং সেই জননীপ্রদত্ত পিষ্টরস পান করিয়া আমার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! তুমি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ, ইহা ত দুগ্ধান্ন নয়। আমি এই কথা কহিলে জননী দুঃখ শোকে একান্ত কাতর হইয়া স্নেহবশতঃ আমাকে আলিঙ্গন ও আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমরা বনবাসী, নিয়ত ফলমূল আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যে নদী-তীরে অবস্থান করেন, আমরা সেই স্থানে অবস্থান করি। গাভী-বিহীন বন, গিরিগহ্বর ও আশ্রমবাসী মুনিগণের দুগ্ধলাভের সম্ভাবনা কি? মুনিগণ কখন গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের মত আহারসুখ অনুভব করেন না; ইঁহারা কেবল অরণ্যের ফল মূল ভোজন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। নদীতীর, গিরিগহ্বর ও বিবিধ তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়ত জপানু-ষ্ঠান ও তপশ্চরণ করাই আমাদের প্রধান কর্ম্ম। ভগবান্ ভূতনাথই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে আমাদিগের দুগ্ধ, অশন, বসন ও অন্যান্য সুখলাভের সম্ভাবনা কি? তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তুমি অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

আমি জননীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! মহাদেব কে, তিনি কিরূপে প্রসন্ন হন, কোন্ স্থানে অবস্থান করেন, কিরূপে তাহার সাক্ষাৎ-কার করিতে হয়, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাঁহার রূপই বা কি প্রকার এবং তিনি প্রসন্ন হইলেই বা কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায়? তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

তখন সেই পুত্রবৎসলা জননী আমার গাত্রমার্জ্জন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, বৎস! মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই সেই দুরারাধ্য দুর্ব্বোধ্য দুর্লক্ষ্য ভগবান্ দেবদেবকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মনীষিগণ তাঁহার অসংখ্য রূপ, বিচিত্র স্থান ও বিবিধ প্রকার প্রসন্নতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যেরূপে প্রসন্ন হন ও ক্রীড়া করেন, তৎসমুদায় কেহই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়

না। সেই সর্বান্তর্যামী বিশ্বরূপ ভগবান্ শূলপাণি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, মনুষ্য, দেবনারী, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর, কূর্ম্ম, মৎস্য, শঙ্খ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, দৈত্য, দানব, জন্তু, গর্ত্তবাসী জন্তু, জলজন্তু, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, তরক্ষু, ভল্লুক, উলূক, কুক্কুর, শৃগাল, কৃকলাশ, হংস, কাক, ময়ূর, বক, সারস, গৃধ্র, চক্রাঙ্গ, নীলকণ্ঠ, পর্ব্বত, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ ও শার্দ্দূলের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখন দণ্ডধারী, কখন ছত্রধারী, কখন কমণ্ডলুধারী, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ষণ্মুখ, কখন বহুমুখ, কখন ত্রিনেত্র ও কখন বহুশীর্ষ হন। কখন অসংখ্য কটি, পাদ, উদর, বক্ত্র, পাণি ও পার্শ্ব দ্বারা বিভূষিত ও অসংখ্য গণে পরিবৃত হইয়া থাকেন। কখন কখন ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণের রূপ ধারণ করেন। কখন ভস্মাচ্ছাদিত অর্দ্ধচন্দ্রে বিভূষিত হন। সেই সর্ব্বভূতাত্মক সর্বান্তর্যামী সর্ববাদী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব এইরূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অসংখ্য নামে নির্দ্দেশ ও অসংখ্য প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন। তাহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ অভিলাষ ও যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নিশ্চয়ই তাহা পরিজ্ঞাত হন। অতএব যদি তোমার মঙ্গললাভের বাসনা হয়, তাহা হইলে তুমি সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি কখন আনন্দিত, কখন ক্রুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। কখন চক্র, কখন শূল, কখন গদা, কখন মুষল, কখন খড়্গ ও কখন পট্টিশ ধারণ করেন। কখন নাগমেখলা, নাগকুণ্ডল ও নাগযজ্ঞোপবীতসম্পন্ন হন। কখন নাগচর্ম্মের উত্তরচ্ছদ ধারণ করেন। কখন প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া নৃত্যগীত, হাস্য ও বিবিধ বাদ্য করিয়া থাকেন। কখন উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ, জৃম্ভণপরিত্যাগ ও রোদন করেন এবং কখন বা অন্যকেও রোদন করান। কখন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন। কখন বা জাগরিত থাকেন ও কখন নিদ্রিত হন। কখন স্বয়ং জপ ও তপস্যা করেন এবং কখন বা অন্যকে স্বীয় নাম জপ ও আপনার উদ্দেশে তপস্যা করান। কখন দান, গ্রহণ, যোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। কখন বেদী, যূপ, কাষ্ঠ ও হুতাশন মধ্যে অবস্থান করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ ও কখন যুবারূপে অবস্থান করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ ও কখন যুবারূপে লক্ষিত হন। কখন মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন। কখন ঊর্দ্ধকেশ, মহালিঙ্গসম্পন্ন, নগ্ন ও বিকৃতলোচন হন। কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন পাণ্ডুবর্ণ, কখন নীল লোহিতবর্ণ, কখন বিকৃতাঙ্গ ও কখন বিশালাক্ষ হইয়া থাকেন। কেহই সেই আত্মরূপী নিরাকার পরম পুরুষের আদি ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। তিনি স্বয়ং দিগম্বর হইয়া সর্ব্বাচ্ছাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যোগস্বরূপ মহাত্মা মহেশ্বর প্রাণিগণের প্রাণ, মন ও জীবনরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন বাদক, কখন গায়ক, কখন অসংখ্যনেত্র, কখন একবক্ত্র, কখন দ্বিবক্ত্র ও কখন বহুবক্ত্র হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সেই ভগবান্ শূলপাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার আরাধনা কর, অবশ্যই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে।

জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহাদেবের প্রতি আমার একান্ত-ভক্তির উদ্রেক হইল। তখন আমি তপস্যা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইলাম। দেবমানের একশত বৎসর বামাঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান ও ফলাহার, দ্বিতীয় শত বৎসর জলপান এবং তদনন্তর সাত শত বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া দেবদেবের আরাধনা করিলাম। এই রূপে দেবমানের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত কি না, তাহা জানিবার মানসে, দেবগণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ, অরুণনেত্র, সঙ্কুচিত শুণ্ড, চতুর্দ্দন্ত, বিকটাকার, মদমত্ত মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহার শরীর হইতে তেজশ্ছটা বিনির্গত হইতেছিল। মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার ও ভুজে কেয়ূর ভূষণ শোভা পাইতেছিল। অপ্সরোগণ তাহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছিল এবং গন্ধর্ব্বগণ তাহার সমক্ষে গান করিতেছিল। তিনি আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি ইন্দ্ররূপী মহাদেবের সেই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কহিলাম; দেবরাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট বরলাভের প্রার্থনা করি না। মহেশ্বরের কথা ব্যতীত আমি অন্য কোন কথাতেই সন্তুষ্ট নহি। পশুপতির অনুমতি অনুসারে আমি কৃমি বা বহুশাখা সঙ্কুল বৃক্ষ হইতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু অন্যের বর প্রভাবে ত্রিভুবনের একাধিপত্য লাভ হইলেও তাহা তৃণ জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া যদি আমার চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহাও আমার হিতজনক নহে। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে ভক্তিবিহীন হয়, জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে তাহার দুঃখের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা হরচরণ স্মরণ ভিন্ন ক্ষণকালও অতিবাহিত করেন না, তাহাদিগের নিকট অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক। কলিযুগে প্রতি নিয়ত মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মহাদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলে, সংসারজন্য ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মহাত্মা মহেশ্বর যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হন, তাহাদিগের কোন সময়েই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় না। দেবেন্দ্র! আমি মহাদেবের আজ্ঞায় কীট, পতঙ্গ ও কুক্কুরযোনি লাভ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনি আমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিলেও আমি তাহা লাভ করিতে কামনা করি না। ফলতঃ কি স্বর্গ, কি দেবরাজ্য, কি ব্রহ্মলোক, কি পূর্ণভাব, কি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার প্রার্থনা নাই, কেবল একমাত্র মহাদেবের দাসত্ব আমার প্রার্থনীয়। যে কালপর্য্যন্ত ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার প্রতি প্রসন্ন না হইবেন, আমি ততকাল জন্ম, মৃত্যু ও জরা জন্য শত শত দুঃখসম্ভোগ করিব। ইহলোকে সেই সূর্য্য, শশধর ও অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকলেবর, ত্রিভুবনের সারভূত, জরামৃত্যুবিহীন অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। যাহা হউক, যদি স্বীয় কর্ম্মদোষে আমাকে বারংবার ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন সেই সেই জন্মে মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, উপমন্যো! তুমি অন্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক একমাত্র মহাদেবের নিকটেই বরলাভের অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই মহাদেব যে, সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার প্রমাণ কি?

আমি কহিলাম, দেবরাজ! ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, দেবাদিদেব মহাদেব নিত্য ও অনিত্য, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এক ও বহু; সুতরাং তিনিই সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া একমাত্র তাঁহার নিকটই বর প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই। তিনি অচিন্তনীয়, জ্ঞানরূপ, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও পরমাত্মা। তাঁহা হইতে নিত্যসিদ্ধি অবিনাশী ঐশ্বর্য্য সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি কোন বীজ হইতে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু তাঁহা হইতেই সমুদায় বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির অতীত জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তির অবিষয়ীভূত। তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে শোক তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি ভূতভাবন, ভূতপালক; অন্তর্যামী, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বদাতা। হেতুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বরূপনিরূপণ করা যায় না। তিনি মুক্তিপ্রদ ও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের উপাস্য। তিনি তোমারও আত্মা, সুরগণেরও অধীশ্বর ও সকল জীবের গুরু। তিনি স্বীয় মহিমায় সমুদায় ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক উহার মধ্যে ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই অগ্নি, জল, অনিল, পৃথিবী, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। ভগবান্ ভূতপতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, রূপরসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমুদায়ের পরম আশ্রয়স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। লোকে যে পিতামহ ব্রহ্মাকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকে; তিনি ঐ দেবাদিদেবকে আরাধনা করিয়া জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সেই ত্রিলোকনাথ ব্যতিরেকে কোন দেবতাই দৈত্যদানবগণের আধিপত্য মোচন ও শাসন করিতে সমর্থ হন না। দিক্, কাল, বায়ু, সলিল এবং চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি তেজঃপদার্থ সমুদায় তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। সেই মহেশ্বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরের উৎপত্তিবিনাশের কারণ। তিনি সকলের স্রষ্টা, সর্ব্বকাম-প্রদাতা ও দৈত্যদানবগণের রাজ্যাপহারক। হে দেবরাজ! তাঁহার মহিমা আর অধিক কি কীর্ত্তন করিব; তাঁহারই অনুগ্রহে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রভাবে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সমুদায় লোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। সুরগণ অসুরগণ-কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যদি শিবতুল্য অন্য কোন দেবতাকে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার শরণাপন্ন হইতেন। তিনি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দেব, যক্ষ ও উরগগণের রাজ্যাদি অপহৃত হইলে পুনরায় উহা প্রদান করিয়া থাকেন। ত্রিপুর, অন্ধক, দুন্দুভি, মহিষ এবং রাক্ষস ও নিবাতকবচগণকে একবার প্রদান করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বহ্নিমুখে তাঁহারই রেতঃ আহুত হইয়াছিল। তাঁহারই রেতঃপ্রভাবে স্বর্ণময় গিরি উৎপন্ন হয়। তিনি ত্রিলোকমধ্যে দিগম্বর ও ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর অথচ অনঙ্গবিজয়ী। দেবগণ তাঁহারই পরম স্থানের সবিশেষ প্রশংসা করেন। তিনিই শ্মশানে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া ও নৃত্য করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কাহারই ঐশ্বর্য্য অবিনশ্বর নহে। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার তুল্য বলশালী করিয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া থাকে। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কোন্ দেবতা বারিবর্ষণ ও উত্তাপদান করিতে পারেন এবং কেই বা তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই ওষধি উৎপন্ন হয়। তিনিই সমুদায় ধনের স্থান। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও যোগিগণ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবদেবেরই আরাধনা করেন। তিনি কর্ম্মফলশূন্য। আমি তাঁহাকেই এই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, উপমাশূন্য, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সগুণ ও নির্গুণ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, কালত্রয়স্বরূপ ও সকলের কারণ। তিনি ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতি। তাঁহা হইতে বিদ্যা, অবিদ্যা, কার্য্য, অকার্য্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আমি সেই মহাদেবকেই সকলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। দেখুন, রুদ্রদেব সৃষ্টিবিধানার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে আমার জননী কহিয়াছেন যে, মহাদেবই লোকোৎপাদনের একমাত্র কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই। এক্ষণে যদি আপনার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আপনি অচিরাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হউন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সমবেত এই তিন লোক তাঁহারই লিঙ্গনিঃসৃত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও দৈত্যগণ তাঁহার প্রসাদে পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহা অপেক্ষা আর কাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন না। বেদমধ্যে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত আছে। এক্ষণে আমি ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই রুদ্রদেবের উপাসনা করিতেছি। যখন সুরগণ সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, তখন তিনি যে, সকল কারণের কারণ, ইহাতে হেতুবাদ প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যক নাই। দেবগণ সেই মহেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও লিঙ্গ পূজা করেন নাই ও করিতেছেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আপনি ও অন্যান্য দেবগণ আপনারা সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই সকল দেবতার অগ্রগণ্য। ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম, বিষ্ণুর চিহ্ন চক্র ও আপনার চিহ্ন বজ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু প্রজারা আপনাদিগের কাহারই চিহ্নে চিহ্নিত নহে। তাহারা হর-পার্ব্বতীর চিহ্নানুসারে লিঙ্গ ও যোনিচিহ্ন ধারণ করিয়াছে; সুতরাং উহারা যে শিব ও শিবা হইতে উদ্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পার্ব্বতীর অংশে সম্ভূত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিহ্নে চিহ্নিত, আর পুরুষেরা মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া লিঙ্গচিহ্নিত হইয়াছে; যাহারা উহাদের উভয়ের চিহ্নে চিহ্নিত নহে, তাহারা ক্লীবশব্দবাচ্য হইয়া জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই জীবলোকে পুংলিঙ্গধারীকে শিবের ও স্ত্রীলিঙ্গধারিণীকে পার্ব্বতীর অংশ বলিয়া অবগত হইবে। এই চরাচর বিশ্ব হরপার্ব্বতী দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই দেবাদিদেব হইতে আমার উৎকৃষ্ট বর বা নিধন লাভ হউক, উভয়ই আমার প্রার্থনীয়। ফলতঃ মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই প্রতি আস্থা নাই। অতএব হে দেবরাজ! তুমি এই স্থানে অবস্থান বা স্বস্থানে প্রস্থান যাহা ইচ্ছা হয় কর।

আমি দেবরাজকে এই কথা কহিয়া হায়! অদ্যাপি ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম; সেই ইন্দ্রসমারূঢ় ঐরাবত ক্ষণকালমধ্যে হংস, কুন্দ, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, ক্ষীরোদার্ণব সদৃশ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ, পিঙ্গললোচন বৃষ হইয়া বজ্রসারময়, তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ; ঈষৎ রক্তাগ্র, সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা যেন অবনীমণ্ডল বিদারণ করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মুখ, নাসা, কর্ণ, কটি, খুর ও পার্শ্বদেশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। স্কন্ধ এবং ককুদ বিপুল স্কন্ধদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেবদেব ভগবান্ শূলপাণি পার্ব্বতীর সহিত সমবেত হইয়া সেই তুষারসন্নিভ শুভ্রমেঘতুল্য বৃষের উপরিভাগে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার তেজঃ হইতে অনল উৎপন্ন হইয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন করিয়া দেদীপ্যমান হইতেছে। ঐ সময় সেই দেবাদিদেবকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকালীন সম্বর্ত্তক হুতাশন প্রাণিগণকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবান্ মহেশ্বরের সেই জগদ্ব্যাপ্ত দুর্নিরীক্ষ্য তেজঃ নিরীক্ষণ করিয়া আমি চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্নহৃদয় হইলাম।

অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তেজঃ সমুদায় দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবাদিদেবের মায়াপ্রভাবে প্রশান্তভাব ধারণ করিল। তখন আমি দেখিলাম, অতুল তেজঃসম্পন্ন ভগবান্ ভূতনাথ অষ্টাদশভুজসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, শুক্লবস্ত্র শুক্লমাল্যে পরিশোভিত ও শুক্লযজ্ঞোপবীতধারী হইয়া বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। চারুদর্শনা পার্ব্বতী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। তাঁহার আত্মতুল্য পরাক্রান্ত অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতেছে। তাঁহার মস্তকস্থিত শশধর সূর্য্য-ত্রয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান নেত্রত্রয় দ্বারা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রত্নবিভূষিত স্বর্ণময় পদ্মের অপূর্ব্ব মালা ও তেজোময় মূর্ত্তিমান্ অস্ত্র সমুদায় ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ভীষণ পিনাক বিদ্যমান রহিয়াছে; একসপ্তশীর্ষ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র বিষপূর্ণ বিষধর উহার জ্যাবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। অপর হস্তে পশুপত নামক দিব্য অস্ত্র কালানলের ন্যায়, ভীষণ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ অস্ত্র একপদ, সহস্র মস্তক, সহস্র উদর, সহস্র ভুজ, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র নেত্রসম্পন্ন; উহা দেখিলে বোধ হয়, যেন অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় উদ্গিরণ করিতেছে। ঐ অস্ত্র ব্রাহ্ম্য, নারায়ণ, ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ; উহার প্রভাবে সমুদায় অস্ত্র নিরাকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতভাবন ঐ অস্ত্র দ্বারা ভবলীলাক্রমে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে ঐ অস্ত্র দ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে পারেন। ঐ অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। আমি তাঁহার হস্তে আরও একটী অত্যাশ্চর্য্য দিব্যাস্ত্র দর্শন করিলাম। লোক সমাজে উহা শূল বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ অস্ত্র পশুপতের তুল্য, অথবা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ মহাদেব ঐ ত্রিলোকবিখ্যাত অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে স্বর্গমর্ত্ত্য বিদীর্ণ, মহোদধি শুষ্ক এবং বিশ্বসংসার বিনষ্ট করিতে পারেন। পূর্ব্বে রাক্ষসকুলোদ্ভব মহাবীর লবণ উহা দ্বারা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ত্রিলোক-বিজয়ী যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে। তৎকালে ঐ শূল দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা ভ্রূকুটি বন্ধ করিয়া তর্জ্জন করিতেছে, যেন মহাদেবের হস্তে কালসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে এবং যেন কালান্তক পাশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ দেবাদিদেব পূর্ব্বকালে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে ক্ষত্রিয়কুলভয়ঙ্কর পরশু প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা সমরাঙ্গনে বল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য নিহত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন, প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ সেই ভয়ঙ্কর কুঠারও তৎকালে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত ছিল। হে মাধব! এতদ্ভিন্ন আর অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্র সেই পরম পুরুষের নিকট বিদ্যমান ছিল, কেবল এই গুলি প্রধান বলিয়া বিশেষরূপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

ঐ সময়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা হংসসংযুক্ত মনোজগামী দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সেই দেবাদিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে, গরুড়ারূঢ় শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ নারায়ণ, তাঁহার বাম পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় ময়ূরোপরি আরোহণ পূর্ব্বক শক্তি ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সম্মুখে এবং তৎসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন নন্দী শূল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বায়ম্ভুবাদি মনু, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত ছিলেন। প্রমথ ও মাতৃগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া নানাপ্রকার স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণ সামবেদ উচ্চারণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র শতরুদ্রীয় পাঠ করিতেছিলেন। ঐ তিন মহাত্মাকে দেখিয়া তৎকালে বোধ হইল যেন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় ঐ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং উহাঁদের মধ্যস্থলে ভগবান্ মহাদেবকে অবলোকন করিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল যেন, সূর্য্য শরৎকালীন মেঘ হইতে বহির্গত হইয়া পরিবেশমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

হে কেশব! আমি সেই জগৎপতি মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়া এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। হে দেবাদিদেব মহাদেব! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ বজ্রধারী এবং পিঙ্গল ও অরুণবর্ণ। তুমি পিনাক, শঙ্খ ও শূল ধারণ করিয়া থাক। তোমার কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ ও আকুঞ্চিত, কৃষ্ণাজিন তোমার উত্তরীয়। কালীমূর্ত্তি তোমার একান্ত প্রিয়। তুমি শুক্লবর্ণ, শুক্লাম্বরধারী শুক্লভস্মদিগ্ধাঙ্গ এবং শুদ্ধ কর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। তুমি রক্তবর্ণ, রক্তাম্বর, রক্তধ্বজ, রক্তপতাক ও রক্তমাল্যধারী। তুমি পীতবর্ণ, পীতাম্বর, পীতচ্ছত্র ও কিরীটধারী। তুমি গলদেশে অর্দ্ধহার, ভুজে অর্দ্ধ কেয়ূর ও কর্ণে অর্দ্ধকুণ্ডল ধারণ করিতেছ। তোমার গমনবেগ পবনের ন্যায়। তুমি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও মহেন্দ্র। তুমি উৎপলমিশ্রিত পদ্মমালাধারী। তোমার অর্দ্ধশরীর চন্দন ও অর্দ্ধশরীর মাল্য দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। তুমি আদিত্যবক্ত্র, আদিত্যনয়ন, আদিত্যবর্ণ ও আদিত্যপ্রতিম। তুমি সোম, সৌম্যবক্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি, সৌম্যদন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি শ্যাম, গৌর, অর্দ্ধপীত, অর্দ্ধ পাণ্ডুর। তুমি অর্দ্ধনারীশ্বর, বৃষভবাহন, গজেন্দ্রগমন। তুমি স্বয়ং দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু তোমার অগম্য স্থান কুত্রাপি নাই। প্রমথগণ তোমার গুণগান ও অনুগমন করে। তুমি তাহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাহাদিগের ব্রতস্বরূপ। তোমার বর্ণ কখন শ্বেতমেঘসদৃশ এবং সন্ধ্যারাগতুল্য হয়। তোমার নামের নিরূপণ নাই। তোমার মস্তক বিচিত্রমাল্য ও কুসুম দ্বারা এবং ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিত। তুমি অগ্নিমুখ, অগ্নিরূপী, অগ্নিনেত্র, চন্দ্রনেত্র, মনোহরমূর্ত্তি ও অতি দুষ্প্রাপ্য। তুমি খেচর, বিষয়নিরত, ভূচর, ভুবন ও স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ। তুমি দিগম্বর, দিব্যবস্ত্রধারী, জগন্নিবাস এবং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। তোমার মস্তকে সমুজ্জ্বল মুকুট, হস্তে অপূর্ব্ব কেয়ূর ও কণ্ঠে সর্পময় হার নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি বিচিত্রাভরণবিভূষিত, ত্রিনেত্র, অসংখ্যলোচন, যোগী, সাংখ্য শাস্ত্র এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ। তুমি যজ্ঞসম্পাদক দেবতা, অথর্ব্ববেদস্বরূপ। তুমি সর্ব্বতাপনাশন, শোকহর্ত্তা ও বহুমায়াধারী। তোমার স্বর মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীর। তুমি বীজ ও ক্ষেত্রের প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি দেবদেব, বিশ্বপতি, পবনের ন্যায় বেগবান্ ও পবনস্বরূপ। তুমি কাঞ্চনমালাধারী দৈত্যদিগের পূজনীয় ও প্রচণ্ড বেগবান্। তুমি পর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছ। তুমি মহিষঘ্ন, ত্রিরূপধারী ও সর্ব্বরূপময়। তুমি ত্রিপুরহন্তা, যজ্ঞবিঘাতক, কামনাশন ও কালদণ্ডধারী। তুমি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ ও ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ। তুমি ভব, সর্ব্ব, বিশ্বরূপ, ঈশান, ভগঘ্ন ও অন্ধকঘাতী। তুমি চিন্ত্য, অচিন্ত্য, মায়াবী এবং আমাদিগের পরম গতি ও হৃদয়স্বরূপ। পণ্ডিতেরা তোমাকে দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত, সর্ব্ব ভূতের মধ্যে আত্মা, সাংখ্যশাস্ত্রমধ্যে পরমপুরুষ, পবিত্রদিগেরমধ্যে ঋষভদেব, আশ্রমীদিগের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণমধ্যে মহেশ্বর, যক্ষগণমধ্যে কুবের, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু ও হিমালয়, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণমধ্যে বশিষ্ঠ, গ্রহমধ্যে সূর্য্য, আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহ, গ্রাম্য পশুর মধ্যে বৃষ, আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণু, বসুগণমধ্যে পাবক, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, ভুজঙ্গগণমধ্যে অনন্ত, বেদমধ্যে সামবেদ, যজুর্ব্বেদের মধ্যে রুদ্রাধ্যায়, পরমহংসমধ্যে সনৎকুমার, সাংখ্যবেত্তাদিগের মধ্যে কপিল, পিতৃগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ, লোক সমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক, গতি সমুদায়ের মধ্যে মোক্ষ, সাগরগণের মধ্যে ক্ষীরোদ, বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বভূতের আদি, সংহারকর্ত্তা ও কালস্বরূপ। তুমি সমুদায় তেজঃ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি ভক্তবৎসল ও যোগেশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যবিহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। যদিও অজ্ঞানবশতঃ আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে ভক্ত মনে করিয়া তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার বিপরীত রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলাম বলিয়া তোমাকে পাদ্য অর্ঘ্য, প্রদান করি নাই।

আমি এইরূপে ভক্তিভাবে সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি সমুদায় নিবেদন করিলাম। ঐ সময় আমার মস্তকে শীতলাম্বু সম্বলিত দিব্যগন্ধসমন্বিত পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল। দেবকিঙ্করগণ দিব্যদুন্দুভিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। সুখাবহ সুগন্ধি বায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর পার্ব্বতীসমন্বিত ভূতভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; ত্রিদশগণ! ঐ দেখ; মহাত্মা উপমন্যু আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্তব করিতেছে। তখন দেবগণ ভগবান্ শূলপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন; ভগবন্! আপনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও জগৎপতি। আমরা প্রার্থনা করি; আপনার প্রসাদে মহাত্মা উপমন্যুর সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ হউক।

দেবগণ এই কথা কহিলে; ভগবান্ ভূতনাথ হাস্যমুখে কহিলেন; বৎস! তুমি আমার রূপ নিরীক্ষণ কর। আমি তোমার প্রতি যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট তুষ্টি লাভ করিলাম। অতএব তুমি এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত কামনাই পূর্ণ করিব।

আমি দেবাদিদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুলকপূর্ণ কলেবরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন এবং ক্ষিতিতলে জানুযুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গদ্গদ বাক্যে কহিলাম, হে দেবদেব! আজি আপনি আমার সমক্ষে অবস্থান করাতে বোধ হইতেছে যেন, অদ্যই আমি জীবলোকে নূতন জন্মগ্রহণ করিলাম। আজি আমার জন্ম সার্থক হইল। দেবগণও যে আরাধ্য পরম পূজ্য অমিত পরাক্রম মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হন, আজি আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম; সুতরাং আমার ন্যায় ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। যোগিগণ যাঁহাকে পরমতত্ত্ব, নিত্য, ষড়্বিংশ, অজ, জ্ঞানস্বরূপ ও অবিনাশী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের আদি দেবতা। তুমি সৃষ্টিপ্রারম্ভে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও বামাঙ্গ হইতে লোকরক্ষার্থ বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়া থাক। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে, লোকসংহারার্থ তোমা হইতেই রুদ্রদেবের সৃষ্টি হয়। সেই মহাতেজা রুদ্র কালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূত বিনাশ করিয়া থাকেন। তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কালে প্রাণিগণের স্মৃতিশক্তির বিলোপ কর। তুমি সর্ব্বগামী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, সকল কারণের কারণ ও অদৃশ্য। এক্ষণে যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। তোমার অনুগ্রহে যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত সতত দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে পাই। আর তুমি আমাদিগের এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান কর।

তখন ত্রিলোকপূজিত চরাচরগুরু ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে অজর, অমর, যশস্বী, তেজস্বী, শোকদুঃখশূন্য ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। মহর্ষিগণ সতত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন। তুমি সুশীল গুণবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইবে এবং স্থিরযৌবন ও অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া কালযাপন করিবে। তুমি যে স্থানে ক্ষীর সমুদ্রের সমাগম বাসনা করিবে, ঐ পয়োনিধি সেই স্থানেই প্রাদুর্ভূত হইবে। এক্ষণে তুমি বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে যেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য দুগ্ধান্ন ভোজন

কর। অতঃপর এক কল্প অতীত হইলে তুমি আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে। তোমার কুল গোত্র ও বন্ধুগণ চিরস্মরণীয় হইবে। আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকিবে। আমি তোমার এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান করিব। এক্ষণে তুমি পরম সুখে অবস্থান কর। কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না। তুমি আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তোমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইব। কোটিসূর্য্যসম তেজস্বী ভগবান্ উমাপতি আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে বাসুদেব! আমি সমাধিবলে এইরূপে দেবদেব মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যেরূপ বর প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়াছি। ঐ দেখ সিদ্ধ, মহর্ষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, বৃক্ষ সকল সমস্ত ঋতুর পুষ্পফলে নিরন্তর সুশোভিত রহিয়াছে এবং ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদায় পদার্থ দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি উপমন্যু এই কথা কহিলে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে কহিলাম, তপোধন! আপনার আশ্রমে যখন স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব সতত বাস করিয়া থাকেন, তখন আপনার অপেক্ষা ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে সেই ত্রিলোকনাথ কি আমাকে দর্শন প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

তখন উপমন্যু কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার ন্যায় অনতিকালমধ্যে সেই দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। আমি দিব্য চক্ষুপ্রভাবে সততই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি ছয় মাস আরাধনা করিতে করিতেই তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইবে এবং তাঁহা হইতে আটটী ও দেবী পার্ব্বতী হইতে ষোলটি বর লাভ করিবে। আমি তাঁহারই অনুগ্রহে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি। তিনি যখন এই সমস্ত মহর্ষিদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়াছেন, তখন তোমাকে উপেক্ষা করিবেন কেন? তুমি ব্রহ্মপরায়ণ অনৃশংস ও শ্রদ্ধাশীল; সুতরাং তোমার তুল্য লোকের সহিত সমাগম দেবগণের নিতান্ত স্পৃহণীয়। এক্ষণে আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, উহার প্রভাবে তুমি অচিরাৎ মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে। তখন আমি সেই মহাত্মা উপমন্যুকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই সেই অসুরকুলান্তক দেবাদিদেবের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইব।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই মুনিবরের সহিত মহাদেববিষয়ক বাক্যালাপ করিতে করিতে মুহূর্ত্তের ন্যায় অষ্টাহ অতীত হইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ আমার মস্তক মুণ্ডন এবং আমাকে দণ্ড, কুশ, চীর, মেখলা গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত করিলেন। পরে আমি একমাস ফলাহার ও চারি মাস জলপান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এক পদে অবস্থান করিলাম। অনন্তর ষষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে দেখিলাম, আকাশমণ্ডলে একবারে সহস্র সূর্য্যের তেজঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থলে নীল পর্ব্বতের ন্যায় এক খণ্ড মেঘ আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐ মেঘ ইন্দ্রায়ুধ ও বিদ্যুন্মালায় বিভূষিত। ভগবান্ মহাদেব স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীর সহিত সেই মেঘের মধ্যে অবস্থান করিয়া যুগপৎ সমুদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন আমি পুলকিত গাত্রে বিস্ময়বিকশিত লোচনে সেই দেবগণের একমাত্র গতি আর্ত্ত-পরিত্রাণকর্ত্তা ভগবান্ মহাদেবকে সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি কিরীট, গদা, শূল, ব্যাঘ্রাজিন, জটা, দণ্ড, পিনাক, বজ্র, অঙ্গদ, নাগযজ্ঞোপবীত ও বিবিধ বর্ণযুক্ত দিব্য মালা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে শরৎকালীন পরিবেশগত চন্দ্র ও দুর্নিরীক্ষ্য দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। একাদশ শত রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ তাঁহার স্তব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র, তাঁহার নিকট সামবেদ পাঠ করিতেছিলেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যোগীশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সংবৎসর, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, যুগপর্য্যায়, বিদ্যা, বেদ, যজ্ঞ, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাবক, হবি, যজ্ঞীয় দ্রব্য, সনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, সপ্তমনু, সোম, বৃহস্পতি, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কাশ্য, প্রজাপালক, মাতৃগণ, দেবকন্যা, দেবপত্নী, বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক ও রাক্ষসগণ এবং গীতবাদ্যবিশারদ, অপ্সর ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতেছিলেন। বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, রাক্ষস প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতই কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেছিল। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীনাথ আমার সমীপে অবস্থান করাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দেবদেবের তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে অবলোকন করিতে আমার ক্ষমতা ছিল না।

অনন্তর সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর। তুমি সহস্র সহস্র বার আমার আরাধনা করিয়াছ। ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য আমার পরম ভক্ত আর কেহই নাই। দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। জগন্মাতা পার্ব্বতী আমাকে ভূতপতির চরণে প্রণত দেখিয়া আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্না হইলেন। তখন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়া কহিলাম, হে সনাতন বিশ্ববিধাতঃ! মহর্ষিগণ তোমাকে বেদের অধিপতি, তপস্বী সত্য এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ। তোমা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তুমিই এই চরাচর ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ। মহর্ষিগণ তোমাকে সমুদায় ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ প্রাণ ও সপ্ত অগ্নির স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও স্তবযোগ্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি সমুদায় বেদ, যজ্ঞ, সোমরস, দক্ষিণা, অগ্নি, ঘৃত, যজ্ঞোপকরণ দ্রব্য, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী, দ্যুতি, তুষ্টি, মোক্ষপ্রদা সিদ্ধি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মদ ও মৎসরস্বরূপ। তোমা হইতেই আধি ও ব্যাধি সমুদায় সমুদ্ভূত হইয়াছে। তুমিই ক্রিয়া, হর্ষাদি চিত্তবিকার, প্রণয়, বাসনা বীজ, মনের উৎপত্তিস্থান, নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য, অব্যক্ত পরব্রহ্ম, অচিন্ত্য, সূর্য্য, জ্যোতির্ম্ময়, গুণসমুদায়ের আদি ও জীব সমুদায়ের লয়স্থান। বেদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা মহত্তত্ত্ব, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, চেতনা, জ্ঞান, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতিস্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তোমাকে ঐ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সংসারমূল অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হন। তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ জীবাত্মা। মহর্ষিগণ প্রতিনিয়ত তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। তোমার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণ ও মস্তক সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি সমুদায় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গসুখ, সূর্য্যের প্রভা ও কিরণ, সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ঈশান, জ্যোতিঃ ও অব্যয়স্বরূপ। তোমাতে বুদ্ধি মতি ও লোকসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যসঙ্কল্প, জিতেন্দ্রিয়, যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা নিরন্তর তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা তোমাকে হৃদয়াকাশশায়ী, পরমপুরুষ, বিশ্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময় ও বুদ্ধিমান্‌দিগের পরম গতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্। মনুষ্য মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাত সূক্ষ্ম গুণ ও তোমার সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ছয় গুণ এবং যোগবিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই, তোমাতে লীন হইতে পারে।

আমি এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের স্তব করিলে জগতের সমুদায় লোক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, দেব, অসুর, নাগ, পিশাচ, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, মহর্ষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও আমার মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। তখন ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীনাথ পার্ব্বতী ও ইন্দ্রকে অভিনন্দন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যে আমার পরম ভক্ত, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাকে আটটি বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি; অতএব তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষানুরূপ আটটি বর প্রার্থনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবাদিদেব এই কথা কহিলে, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলাম, ভগবন্! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের দৃঢ়তা, রণস্থলে শত্রুনাশের ক্ষমতা, পরম যশ, বল, যোগ, লোকপ্রিয়তা, তোমার সন্নিকর্ষ ও অসংখ্য পুত্র প্রার্থনা করি। তখন ভগবান্ শঙ্কর আমার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তাহা অবশ্যই সফল হইবে।

অনন্তর জগন্মাতা ভবানী আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! ভগবান্ শঙ্করপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমার অভিলাষানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে; এক্ষণে তুমি আমার নিকট আটটি বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্নমনে তাহা প্রদান করিব। তখন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শতপুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্তি ও কার্য্যনৈপুণ্য এই আটটি বর প্রার্থনা করিলাম। পার্ব্বতী কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। এতদ্ভিন্ন তুমি অমরতুল্য প্রভাবে, সত্যানুরাগিতা, ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা, তাহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধনধান্য বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবে এবং তোমার আবাসে প্রতিদিন সপ্ত সহস্র অতিথি ভোজন করিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতী উভয়ে আমাকে এই রূপ বর প্রদান করিয়া প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি আমাকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দ্বিজবর উপমন্যুর নিকট গমন পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! দেবাদিদেব মহাদেবের তুল্য দেবতা, আশ্রয়দাতা ও যোদ্ধা আর কেহই নাই।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই দ্বিজবর উপমন্যু পুনরায় মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! পূর্ব্বে সত্যযুগে তণ্ডিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবান্ পিনাকপাণির আরাধনা করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহাত্মা তণ্ডি সমাধি দ্বারা দশসহস্র বৎসর পরমাত্মস্বরূপ অব্যয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে চিন্তা করত কহিতে লাগিলেন যে, সাংখ্যমতাবলম্বীরা যে প্রধান পুরুষ লোকপ্রতিষ্ঠাতা মহাদেবের স্তব পাঠ ও যোগিগণ যাঁহাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, তিনি সৃষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয় কারণ; দেবতা, অসুর ও মুনিগণের মধ্যে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, আমি সেই অনাদিনিধন পরমসখা দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা তণ্ডি এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম, নির্গুণ অথচ গুণবিবর্জ্জিত এবং যোগিগণের পরমানন্দ ও মোক্ষস্বরূপ। তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মা ও বিশ্বের এক মাত্র গতি এবং অচল, শুদ্ধ, বুদ্ধিশক্তিগ্রাহ্য, মনঃস্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয়। দুরাত্মারা কখনই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বসংসারের উৎপত্তিস্থান ও তমোগুণাতীত।

মহাত্মা তণ্ডি বহুবর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করত কহিলেন, হে পরমাত্মন্! তুমি পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র, গতিমানদিগের পরম গতি, তেজস্বীদিগের উৎকৃষ্ট তেজঃ ও তপস্বীদিগের পরম তপস্যাস্বরূপ। ইন্দ্র তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, সহস্রাংশু, মোক্ষপ্রদ, সর্ব্বসুখের আধার ও পরম সত্যস্বরূপ। তুমি জন্মমরণভীরু সন্ন্যাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। যখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণও তোমাকে বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন আমি কি রূপে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইব। বিশ্বসংসার তোমা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে ও তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি কাল পুরুষ ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণজ্ঞ দেবর্ষিগণ তোমাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি জীব, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গাদি লোক; অনুভবাত্মক জ্ঞান এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ। তুমি দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয় ও সর্ব্বান্তর্যামী। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে অনাময় পরম ভাব লাভ করিতে পারেন। যাহারা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা না করে, তাহাদিগকে ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তুমি মোক্ষ ও স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। তোমার কৃপাবলেই লোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করে, আর তোমার কৃপা না থাকিলেই উহার লাভে বঞ্চিত হয়। তুমি স্বর্গ, মোক্ষ, কাম, ক্রোধ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, অধঃ ও ঊর্দ্ধস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মা, ভব, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, সবিতা, যম, বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা, বিধাতা, কুবের, পৃথিবী, বায়ু, সলিল, অগ্নি, আকাশ, বাক্য, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, কর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সত্তা, অসত্তা, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি বিষয় প্রকৃতির অতীত, কার্য্যকারণভিন্ন এবং চিন্ত্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তুমি পরব্রহ্ম, পরম পদ ও সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগীদিগের পরম গতি। ইহলোকে নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা যে গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আজি আমি তোমার দর্শনে সেই গতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হায়! তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সনাতন পরম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি এত কাল তাঁহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া মূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াছি। যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, আজি আমি বহুজন্মের পর সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। এই দেবাদিদেব ভগবান্ মহেশ্বরই দেব অসুর ও মুনিগণের হৃদয়াকাশনিহিত সনাতন পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনি সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্র গমনশীল। ইঁহার মুখ সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে ইঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ইনি দেহকর্ত্তা, দেহপোষক, দেহী, দেহের সংহারকর্ত্তা, দেহিগণের গতি, প্রাণের সৃষ্টি ও পোষণকর্ত্তা, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং অধ্যাত্মগতিনিষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত যোগিগণের গতিস্বরূপ। ইনি কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ গতি প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি জীবগণের জন্মমৃত্যু বিধান ও মহর্ষিগণকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ইনি পৃথিব্যাদি ভুবনসমুদায় উৎপাদন করিয়া অষ্টবিধ মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্বসংসার ধারণ ও ইহার প্রতিপালন করিতেছেন। সমুদায় পদার্থ ইহাঁ হইতে সম্ভূত, ইহাঁতেই অবস্থিত ও ইহাঁতেই লীন হইয়া থাকে। ইনি অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ। ইনি সত্যকামাদিগের সত্যলোক, যোগীদিগের মোক্ষ ও অধ্যাত্মবেত্তাদিগের কৈবল্যস্বরূপ। ইনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোক মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিবেন বলিয়া ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণ ইহাঁকে শাস্ত্রমধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন। তন্নিবন্ধন দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ অজ্ঞানান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁর যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না। যাহারা একান্ত ভক্তিভাবে ইহাঁর শরণাপন্ন হয়, এই অন্তর্যামী ভগবান্ স্বয়ং তাহাদিগকে আত্মপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাঁকে অবগত হইতে পারিলে, জন্মমৃত্যুজনিত ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই থাকে না। পণ্ডিতগণ ইহাঁকে লাভ করিতে পারিলে আর কোন বস্তুই লব্ধব্য বলিয়া গণনা করেন না। সাংখ্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত হন। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাণায়াম করিয়া ওঁকাররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক এই বেদপ্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন। ইনি দেবযানের আদিত্যরূপ দ্বার ও পিতৃযানের চন্দ্ররূপ দ্বার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কাষ্ঠা, দিক্, সংবৎসর, যুগাদি, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌম, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণস্বরূপ। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত এই নীললোহিতকে নানাবিধ স্তব করিয়া ইহাঁর নিকট বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদবেত্তারা ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা ইহাঁর মহিমা কীর্ত্তন, ঋত্বিক্‌গণ এই যজুর্ব্বেদময় মহেশ্বরের উদ্দেশে আহুতিপ্রদান, বিশুদ্ধবুদ্ধি সামবেদবেত্তারা ইহাঁর উদ্দেশে সামবেদগান এবং অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ অথর্ব্ববেদ দ্বারা এই সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে স্তব করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞের অধিকারী ও ঈশ্বর। দিবা, রাত্রি, ইহাঁর চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ; পক্ষ ও মাস ইহাঁর মস্তক ও বাহুস্বরূপ, ঋতু ইহাঁর বীর্য্য-

স্বরূপ ; তপস্যা ইহার ধৈর্য্যস্বরূপ এবং সংবৎসর ইহার গুহ্য উরু ও পাদস্বরূপ । ইনি মৃত্যু, যম, অগ্নি, কাল, সংহারকর্ত্তা, কালের উৎপত্তিস্থান, চন্দ্র, আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি, সপ্তভুবন, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ও পৃথিবীস্বরূপ । ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমুদায় ইহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ভূমি প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব এই ভগবান্ মহাদেবের অংশ । ইনি শাশ্বত পরমানন্দস্বরূপ । ইনি বীতস্পৃহ সাধু ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও উৎকৃষ্ট ভাব । ইনি উদ্বেগশূন্য সনাতন ব্রহ্ম এবং বেদবেত্তাদিগের উৎকৃষ্ট ধ্যান । ইনি পরাকাষ্ঠা, শ্রেষ্ঠ কলা, পরমা সিদ্ধি, পরমগতি, শান্তি, সুখ, সন্তোষ, বেদ ও স্মৃতিস্বরূপ । যোগিগণ ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন । ইহাকে লাভ করিলে আর তাঁহাদিগকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না । আজি আমি ইহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম । হে দেবাদিদেব মহাদেব ! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদি লোক লাভ করেন; তুমি সেই স্বর্গাদিলোক ; শান্তি; যোগ, জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠাননিরত তাপসগণ যে নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন, তুমি সেই নক্ষত্রলোক, কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন; তুমি সেই ব্রহ্মলোক, বীতস্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে মোক্ষ লাভ করেন; তুমি সেই মোক্ষ এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা যে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; তুমি সেই নির্ব্বাণ । বেদ ও পুরাণশাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে । তুমি প্রসন্ন হইলে ঐ পাঁচ প্রকার গতি লাভ হয়; অন্যথা ঐ সমুদায় লাভের সম্ভাবনা নাই । ব্রহ্মা; বিষ্ণু ইন্দ্র, বিশ্বেদেব এবং মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন নাই ।

মহর্ষি তণ্ডি এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিয়া বেদপাঠ করিলে, দেবী পার্ব্বতী ও ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি । তুমি আমার প্রসাদবলে এক পুত্র লাভ করিবে । ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে । এক্ষণে এতদ্ভিন্ন তোমার অন্য যাহা অভিলাষ থাকে ব্যক্ত কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব । তখন তণ্ডি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি হয় । মহাত্মা তণ্ডি এইরূপ কহিলে ভগবান্ ভূতনাথ তথাস্তু বলিয়া অনুচরগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন ।

হে ধর্ম্মরাজ ! মহাত্মা উপমন্যু এই রূপে তণ্ডিকৃত শিবারাধনা ও তাঁহার বরপ্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব ! ভগবান্ ভূতনাথ এইরূপে তণ্ডিকে বর প্রদান পূর্ব্বক দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে মহর্ষি তণ্ডি আমার আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের নিকট মহাদেবের যে দশসহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে উহার যে এক সহস্র নাম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলেন । এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই তণ্ডিকীর্ত্তিত নাম সমুদায়ের মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! অনন্তর মহাত্মা উপমন্যু আমার নিকট মহাদেবের নামসমুদায় কীর্ত্তন করিতে বাসনা করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব ! তুমি ভগবান্ ভূতনাথের প্রধান ভক্ত । অতএব এক্ষণে আমি তোমার সমক্ষে বেদবেদাঙ্গনির্দ্দিষ্ট মহর্ষি তণ্ডি ও তত্ত্বদর্শী অন্যান্য সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত, সর্ব্বার্থসাধক, জগদ্বিখ্যাত কতকগুলি নাম দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্তবার্হ সর্ব্বভূতহিতৈষী ত্রিলোকবিখ্যাত সনাতন পরম ব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরকে স্তব করিব, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । লোকে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত হইয়াও শত বৎসরে বিস্তারিতরূপে সেই দেবাদিদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না । যখন দেবগণও মহাদেবের আদি, অন্ত ও মধ্য অবগত হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থ হইবে ? আমি তাঁহার প্রসাদবলে সাধ্যানুসারে সংক্ষেপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব । তিনি অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে কেহই তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হয় না । তিনি যখন আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমি তখনই তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকি । পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা অনাদিনিধন জগতের আদিকারণ বিশ্বরূপী, বরদাতা মহেশ্বরের যে দশ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতর অষ্টোত্তর সহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছি । ঘৃত যেমন দধির, স্বর্ণ যেমন পর্ব্বতের, মধু যেমন পুষ্পের ও মণ্ড যেমন ঘৃতের সারভূত, তদ্রূপ এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম ব্রহ্মোক্ত দশ সহস্র নামের সারস্বরূপ । ঐ সকল নাম যত্নসহকারে শ্রবণ ও ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; ঐ নাম সমুদায় মঙ্গলজনক, তুষ্টিকর, বিঘ্ননাশক ও পরম পবিত্রতা সম্পাদক । শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তকেই উহা প্রদান করা কর্ত্তব্য, অজিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে । উহা অত্যুত্তম ধ্যান, যোগধ্যেয় বস্তু, জপ্য মন্ত্র, জ্ঞান ও নিগূঢ় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে । মানবগণ অন্তকালেও ঐ পাপনাশন, যজ্ঞাদি ফলপ্রদ, মঙ্গলময়, পরমানন্দস্বরূপ নাম সমুদায় পরিজ্ঞাত হইলে পরম গতি লাভ করিতে পারে । পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদায় দিব্য স্তবের মধ্যে ঐ নাম সমুদায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই অবধি ভগবান্ মহেশ্বরের এই দেবপূজিত উৎকৃষ্ট স্তব স্তবরাজ নামে জগতীতলে বিখ্যাত হইয়াছে । প্রথমে ঐ স্তব ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গলোকে আনীত হয়, তৎপরে মহাত্মা তণ্ডি উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভূর্লোকে সমানীত ও প্রচারিত করেন । এই নিমিত্ত উহা তণ্ডিকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে । যে ভূতভাবন ভগবান্ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, পবিত্র, দ্যুতিমান্, প্রশান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্, যিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, ঋষিদিগেরও ঋষি, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কল্যাণ, ব্রহ্মাদির ধ্যেয় ও কারণের কারণস্বরূপ এবং যাঁহা হইতে লোকসমুদায়ের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে সেই দেবতাদিগের অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । উহার প্রভাবে অনায়াসে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে ।

তিনি স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভীম, প্রবর, বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, শর্ব্ব, সর্ব্বকর, ভব, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, শিখণ্ডী, বিরাটমূর্ত্তিধারী, বিশ্বকর্ত্তা, হর, হিরণ্যাক্ষ, সর্ব্বভূতার্ত্তিনাশক, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানবাসী, ভগবান্, খেচর, বিষয়গোচর, পাপাত্মাদিগের পীড়নকর্ত্তা, সর্ব্বনমস্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোকপ্রজাপতি, মায়ারূপ, মায়াকায়, মহাযশা, মহাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বিশ্বরূপ, মহাহনু, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, আনন্দময়, হয়গর্দ্দভি, পবিত্র মহান্, নিয়মাশ্রিত, নিয়ম, সর্ব্বকর্ম্মা, স্বয়ম্ভূ, আদি, আদিকর, নিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোমরস, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, রাহু, মঙ্গল, বৃহস্পতি, অত্রি, নমস্কর্ত্তা, মৃগধারী, শরত্যাগী, নিষ্পাপ, মহাতপা, ঘোরতপা, অদীন, দীনসাধক, সংবৎসরকর্ত্তা, মন্ত্র, প্রমাণ, পরমতপস্যা, যোগী, যাজ্য, মহাবীজ, মহারেতা, মহাবল, স্বর্ণরেতা, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বীজবাহন, দশবাহু, অনিমেষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বল, গণ, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগম্বর, কাম, মন্ত্রবিৎ, পরমমন্ত্র, জগৎকারণ, সংহারকর্ত্তা, কমণ্ডলুধারী, ধনুর্দ্ধর, বাণহস্ত, কপালধারী, অশনিধারী, শতঘ্নীধারী, খড়্গপাণি; পট্টিশহস্ত, শূলপাণি, পূজ্য, স্রুবহস্ত, স্বরূপ; তেজঃ; তেজস্কর; নিধি; উষ্ণীষধারী; সুবক্ত্র; উর্জ্জিতরূপ; বিনয়ান্বিত; দীর্ঘ; হরিকেশ; সুতীর্থ, কৃষ্ণ; শৃগালরূপী; সিদ্ধার্থ; মুণ্ড; সর্ব্বশুভঙ্কর অজ; বহুরূপ; গন্ধধারী; কপর্দ্দী; ঊর্দ্ধরেতা; ঊর্দ্ধলিঙ্গ, ঊর্দ্ধশায়ী; নভঃস্থল, ত্রিজটী; চীরবাসা, রুদ্র; সেনাপতি; সর্ব্বব্যাপী; অহশ্চর; রাত্রিচর; তীক্ষ্ণক্রোধ; সুবর্চ্চা; গজাসুরহন্তা; দানবঘাতী; কাল; লোকবিধাতা; গুণাকর; সিংহশার্দ্দূলরূপী; আর্দ্রচর্ম্মাবৃত; কালযোগী; মহানাদ; সর্ব্বকাম; চতুষ্পথ; নিশাচর; প্রেতচারী; ভূতচারী; মহেশ্বর; বহুভূত; বহুধন; রাহু; অনন্ত; গতি; নৃত্যপ্রিয়; নিত্যনৃত্য; নর্ত্তক; বিশ্ববন্ধু; ঘোররূপী, মহাতপা; মায়াপাশধারী; ধ্বংস রহিত; পর্ব্বতারূঢ়; নিঃসঙ্গ; সহস্রহস্ত; বিজয়; ব্যবসায়; অতন্দ্রিত; অপ্রকম্প্য; ভয়স্বরূপ; যজ্ঞহন্তা; কামনাশন; দক্ষযজ্ঞাপহারী; সৌম্য; ঈষৎসৌম্য; অতিক্রূর; বলসূদন; নিত্যানন্দময়; অর্চ্চনীয়; অজিত; অমর; গম্ভীরঘোষ; গম্ভীর; গম্ভীরবলবাহন; ন্যগ্রোধরূপী; অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ; বৃক্ষপত্রস্থিত; ভক্তবৎসল; তীক্ষ্ণদংষ্ট্র; মহাকায; মহানল; বিশ্বসেন, সর্ব্বসংহর্ত্তা, সৃষ্টির বীজস্বরূপ; বৃষবাহন; তীক্ষ্ণচাপ; হর্য্যশ্ব, ...

কর্ম্মকালবেত্তা; বিষ্ণুপ্রসাদিত; যজ্ঞ; সমুদ্র; বড়বামুখ; বায়ু, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন; উগ্রতেজা; মহাতেজা; সংগ্রামনিপুণ, বিজয়কালবেত্তা, জ্যোতিস্মান্‌দিগের গতিপ্রকাশক শাস্ত্র; সিদ্ধি; সর্ব্ববিগ্রহ; শিখী; দণ্ডী জটাধারী; জ্বালাবৃত্ত, মূর্ত্তিজ, মূর্দ্ধগ, বলী, বৈণবী, পণবী, তালীবলী, কামমায়ার ছেদনকর্ত্তা, নিমিত্তস্থ, নিমিত্ত, আনন্দস্বরূপ, আনন্দবিধাতা, হরি, নদীশ্বর, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, কালচক্রের পরিচালক, জীবরূপী, ঈশ্বর, অচঞ্চল, প্রজাপতি, বিশ্ববাহু, বিভাগকর্ত্তা, সর্ব্বগ, অমুখ, সংসারমোচক স্বশরণ, দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা, মেঢ্রজ, বনচারী, ভূচর, সর্ব্বস্তুত, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, পশুপতি, ব্যালরূপ, গুহবাসী, গুহ, হেমমালী, বিষয়সুখের রসজ্ঞ, ত্রিদশ, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্ববন্ধ বিমোচন, দৈত্যদিগের সংহারকর্ত্তা; শত্রুনাশন, সাখ্যজ্ঞানপ্রদ, দুর্ব্বাসা, সর্ব্বসাধু-নিষেবিত, প্রস্কন্দন, কর্ম্মফলে বিভাজক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভাগবিৎ, সর্ব্বস্থানগত, পর্ব্বস্থানচারী, বাসবিহীন, বাসব, অমর, হিমালয়রূপী, হেমকর, নিষ্কর্ম্মা, সমুদায় কর্ম্মফলের আধার, সকলের অবলম্বন স্বরূপ, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিজয়াক্ষ, পণ্ডিত; সংগ্রহীতা, নিগ্রহীতা কার্য্যসম্পাদক, ভুজঙ্গাবনদ্ধবস্ত্র, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অতিশয়পুষ্ট, কাহলবাদ্যধারী, সর্ব্বকামপ্রদ, সর্ব্বকালপ্রসন্ন, মহাবল, বলদেবরূপধারী, মোক্ষপ্রদ, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বতোমুখ, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসংহারক, অনায়ত্ত, হৃদয়াকাশগত, মহাভৈরব, সূর্য্যকিরণ, সূর্য্য, বহুরশ্মি, অতুল তেজঃসম্পন্ন, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, মহাবেগসমন্বিত, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী, বিষয়ভোগনিরত, সর্ব্বদেহবাসী; শ্রীমান্; উপদেষ্টা মৌনী; মুনি; জীবের শুভাশুভ বিচারকর্ত্তা; সর্ব্বসেব্য; বদান্য; গরুড়; মিত্ররূপী; অতিদীপ্ত; প্রজাপতি; উন্মাদ, মদন; কাম্যবিষয়; সংসারবৃক্ষ, অর্থের আধার; কীর্ত্তিদাতা; বামদেব; কর্ম্মফলস্বরূপ; সকলের আদি; ত্রিলোকাক্রমণসমর্থ; বামন; সিদ্ধযোগী; মহর্ষি; সিদ্ধসন্ন্যাসী; জ্ঞানবান্; সন্ন্যাসী; ভিক্ষু; পরমহংস; ব্যবহারবিহীন-মৃত্যু; অব্যয়; মহাসেন, বিশাখ; জাগ্রদবস্থা প্রভৃতি ষষ্টিতত্ত্বের ঈশ্বর; ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা; বজ্রহস্ত; বিস্তৃত; দৈত্যসেনার স্তম্ভনকর্ত্তা; সমরবিজয়ী; সংসারোগ্রস্থবেত্তা; বসন্ত; পিঙ্গললোচন; বৃহস্পতির আরাধ্য; যজুর্ব্বেদ; আশ্রমপূজিত ব্রহ্মচারী; ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের গ্রহচারী; সর্ব্বগত; বিচারবিৎ; ঈশান; ঈশ্বর; কাল; মহাপ্রলয়ে অবস্থিত, পিনাকধারী; সর্ব্বকারণস্থ; কারণ; সমৃদ্ধি; আনন্দকর; হরি; নন্দীশ্বর, নন্দী; আনন্দবর্দ্ধন; ঐশ্বর্য্যহর্ত্তা; হন্তা; কাল; ব্রহ্মা; পিতামহ; চতুর্ম্মুখ; মহালিঙ্গ; চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ; সুরাধ্যক্ষ; যোগাধ্যক্ষ; যুগাবহ; বীজাধ্যক্ষ; বীজকর্ত্তা; অধ্যাত্ম; সাধক, রসবান্, ইতিহাস; কল্প; গৌতম; চন্দ্র; দন্ত; অদন্ত; দন্তবিহীন ব্যক্তির প্রাপ্য, ভক্তাধীন, বশীকরণসমর্থ, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, পৃথিবীর স্রষ্টা, ভোগবিহীন, অক্ষর, পরব্রহ্ম, বলশালী, শক্র, নীতি, অনীতি, নির্ম্মলচিত্ত, দোষবিহীন, মান্য, সংসারস্বরূপ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, স্বপ্নাভিমানী, পুরুষদর্পণ, শত্রুবিজয়ী; বেদকর্ত্তা, মন্ত্রকর্ত্তা, বিদ্বান্, সমরমর্দ্দন, মহামেঘনিবাসী, মহাঘোর, বশীকর, অগ্নিপ্রভ, মহাতেজস্বী, কালাগ্নি, আহুতি, হবনীয়দ্রব্য, ধনরূপী, শঙ্কর, তেজস্বী, বহ্নিস্বরূপ, নীল, অঙ্গক্রিয়াবিভূষিত, কল্যাণহেতু, প্রতিবন্ধশূন্য, স্বস্তিদাতা, স্বস্তিভাব, যজ্ঞভাগবিশিষ্ট, বিভাজক, শীঘ্রগামী, সত্ত্ববিহীন, মহালিঙ্গ, কন্দর্প, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকায়, মহাযশা, মহামূর্দ্ধা; মহামাত্র, মহানেত্র, অবিদ্যানাশস্থান, মহান্তক, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু, মহানাশ, মহাকণ্ঠ, মহাগ্রীব, মহাবক্ষা, মহাহৃদয়, শ্মশানবাসী, অন্তরাত্মা, মৃগচিহ্নধারী, ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, লম্বিতোষ্ঠ, ক্ষীরসমুদ্র, মহাকায়, মহাদন্ত, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, দীর্ঘজটাধারী, সুপ্রসন্ন, প্রসন্নতা, অনুগ্রহ, গিরিধন্বা, স্নেহবান্, স্নেহবিহীন, অজিত, মহামুনি, সংসারবৃক্ষস্বরূপ, বৃষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, ক্ষুদ্রপর্ব্বতগামী, সুমেরুনিবাসী, দেবাধিপতি, অথর্ব্বশীর্ষ, সামমুখ, ঋক্‌লোচন, যজুঃপাদ-ভুজ উপনিষদের স্বরূপ, কর্ম্মকাণ্ড বেদস্বরূপ, মনুষ্যাদিরূপ, প্রার্থনাপূরক, দয়ালু, সুখপ্রাপ্য, সুদর্শন, উপকার, প্রিয়, সর্ব্ব, সুবর্ণবর্ণ; স্বর্ণাদিধাতু, যজ্ঞ, আনন্দকর, যজ্ঞস্রষ্টা, ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাতা, স্থির, দ্বাদশসূর্য্যস্বরূপ, ভয়জনক, আত্মযজ্ঞ, যজ্ঞলভ্য, মহামোহ, কলহ, কাল, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকর্ত্তা, ব্রহ্মসারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরক্ষক, ভস্মভূত, কল্পবৃক্ষ, গণ, লোকপাল লোকাতীত, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুক্ল, শুদ্ধদেহ, শুদ্ধান্তঃকরণ, নিত্যমুক্ত, পবিত্র, ভূতনিষেবিত, আশ্রমবাসী ক্রিয়াবস্থিত, বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু, তাম্রোষ্ঠ, অর্ণব, নিশ্চল, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, আয়ু, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, গরুড়, সুবিজ্ঞেয়, প্রিয়বাদী, কুঠারহস্ত, দেব অনুকারী, সুবান্ধব, তুম্বীফলযুক্ত বীণাধারী, মহাক্রোধ, ঊর্দ্ধরেতা, জলশায়ী, উগ্রবংশকর, বংশ, বংশনাদ, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মায়াবী, সুহৃদ্, অনিল, অনল, সংসারপাশ বন্ধনকর্ত্তা, বন্ধনমোচক, যজ্ঞহন্তা, কাম, নাশন মহাদংষ্ট্র, মহায়ুধ, দক্ষনিন্দিত, সর্ব্ব, শঙ্কর, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা, নির্দ্ধন, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, অসুরহন্তা, অনন্তসর্পরূপী, বায়ুসদৃশ, জ্ঞানবান্, হরি, অজৈকপাৎ, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিত, শিব, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, কার্ত্তিকেয়, কুবের, ধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মিত্র, বিশ্বকর্ম্মা, ধ্রুব, ধারণকর্ত্তা, প্রভাব, সর্ব্বগত, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উষ্ণকিরণ, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, বিভু, চাতুর্ব্বর্ণ্যসংস্থাপক, সর্ব্বকামগুণপ্রাপক, পদ্মনাভ, মহাগর্ভ, চন্দ্রানন, অনিল; অনল; বলবান্; উপশান্ত; পুরাণ; পুণ্যজ্ঞেয়; কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা, কুরুক্ষেত্রবাসী; কুরুক্ষেত্র; ত্রিগুণোদ্দীপক; সর্ব্বান্তঃকরণ; গর্ভধারী; সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর; দেবদেব; সুখাসক্ত; কার্য্যকারণবেত্তা; সর্ব্বরত্নবেত্তা; কৈলাস পর্ব্বতবাসী; হিমালয়নিবাসী; কূলহারী; কূলকর্ত্তা; বহুবিদ্য; বহুপ্রদ; বণিক, কাষ্ঠচ্ছেদনকর্ত্তা; বৃক্ষ; বকুলবৃক্ষ; চন্দনবৃক্ষ, সর্ব্বাচ্ছাদক, সারগ্রীব; মহাচ্ছত্র; মহৌষধ; সিদ্ধার্থকারী; সিদ্ধার্থ; ছন্দ ও ব্যাকরণজ্ঞ; সিংহনাদ; সিংহদংষ্ট্র; সিংহগতি; সিংহবাহন; প্রভবাত্মা; জগদ্‌গ্রাসকর্ত্তা ভোজনপাত্র, লোকহিতকর; পরিত্রাণকর্ত্তা; সারঙ্গপক্ষী; নবহংস; কেতুমালী; ধর্ম্মস্থানপালক; সর্ব্বভূতাশ্রয়; ভূতপতি; অহোরাত্র; অনিন্দিত; সর্ব্বভূতবহনকর্ত্তা; সর্ব্বভূত; গৃহস্বরূপ; সর্ব্বসংযোগী; ভব; অমোঘ; সংযত; অশ্ব; অন্নদাতা, প্রাণধারণ; ধৃতিমান, মতিমান্, দক্ষ; সংকৃত; যুগাধিপ; ইন্দ্রিয়পালক; গোপতি; গ্রাম; গোচর্ম্মবসন; ভক্তক্লেশহারী; হিরণ্যবাহু; যোগীদিগের শরীররক্ষক; শত্রুঘাতক, মহাহর্ষ; জিতকাম; জিতেন্দ্রিয়; গান্ধারস্বর; সুবাস; তপোনুষ্ঠাননিরত; প্রীত; মনুষ্যরূপী; মহাগীত; মহানৃত্য; অপ্সরোগণসেবিত; মহাকেতু; মহাধাতা; বহুশিখরবাসী; চঞ্চল; জ্ঞানগোচর; উপদেশ; সর্ব্বগন্ধসুখাবহ; তোরণ; তারণ; বাত; খেচরেশ্বর; সংযোগ; বর্দ্ধন; বৃদ্ধ; অতিবৃদ্ধ; গুণাধিক; নিত্য; আত্মা; সহায়; দেবাসুরপতি; পতি; যুক্তবাহু দেবদেবযুক্ত, আষাঢ়, সর্ব্বসহিষ্ণু; ধ্রুব; অচঞ্চল; হরিণ; হর; স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিদিগের ধনদাতা, বসু, শ্রেষ্ঠ; মহাপথ; ব্রহ্মশিরোহর্ত্তা; বিশেষ বিচারক্ষম; সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন; রথাক্ষ, রথযুক্ত; সর্ব্বসংস্পর্শী মহাবল; বেদ; বেদভিন্ন; তীর্থ; দেব; মহারথ; নির্জ্জীব জীবনোপায়; মন্ত্র; প্রশান্তদৃষ্টি, বহুকর্কশ; রত্নের উৎপত্তিস্থান; রক্তাঙ্গ; মহার্ণবপানকর্ত্তা; সর্ব্বকারণ; বিশাল; অমৃত; ব্যক্ত, অব্যক্ত; তপোনিধি; পরমপদারোহণে অভিলাষী; পরমপদারূঢ়; সদাচরনিরত; মহাযশা; দৈত্যগণের পরাক্রম; মহাকল্প; যোগ, যুগকর্ত্তা, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, গজাসুরহন্তা, মৃত্যু, যথাযোগ্যদানশীল, শরণ্য, পণ্ডিত, অচলতুল্য, বহুমালাযুক্ত, মহামালাসম্পন্ন, চন্দ্র, হর, সুলোচন, বিস্তার, লবণরস, কূপ, ত্রিযুগ, ফলপ্রদাতা, ত্রিনেত্র, স্থিরাঙ্গ, মণিময়কুণ্ডলধারী, জটাধর, অনুস্বার, বিসর্গ, সুমুখ, শর, সর্ব্বায়ুধ, সর্ব্বসহ, নিশ্চয়জ্ঞানবান্, সুধাবিভূত, গান্ধারদেশোদ্ভব, মহাচাপসম্পন্ন, সর্ব্ববাসনাময় ভগবান্, সর্ব্বকার্য্যের আধার, বিশ্বমথনসমর্থ, বহুল, বায়ু. পূর্ণ, সর্ব্বলোচন, তল, তাল, করস্থালী, দৃঢ়শরীর, শ্রেষ্ঠ, ছত্র, সুচ্ছত্র, বিখ্যাত, লোক, সর্ব্বাশ্রয়, ত্রিবিক্রমরূপী, মুণ্ড, বিরূপ বিকৃত, দণ্ডী কুণ্ডধারী, বিকারযুক্ত, হর্য্যক্ষ, ককুভ, বজ্রধারী, শতজিহ্ব, সহস্রপাত সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বদেবময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ; শরণ, সর্ব্বলোককর্ত্তা; পবিত্র; বীজশক্তিকীলকরূপমন্ত্র; কণিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ; ব্রহ্মদণ্ডনির্ম্মাণকর্ত্তা, শতঘ্নীপাশশক্তিসম্পন্ন; ব্রহ্মা; মহাগর্ভ; বেদগর্ভ, একার্ণবজলে আবির্ভূত; রশ্মিমান্; বেদকর্ত্তা, বেদাধ্যায়ী; বেদার্থবেত্তা; ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজনাশ্রয়; অনন্তরূপ; অনেকমূর্ত্তি; তীক্ষ্ণতেজা; স্বয়ম্ভু; উপাধিশূন্য, পশুপতি; বায়ুবেগ, মনোজব; চন্দনলিপ্ত; পদ্মনালাগ্র স্বরূপ; সুরভির উদ্ধারকর্ত্তা; নরাবতার, কর্ণিকারমালাসম্পন্ন; কিরীটধারী, পিনাকহস্ত; উমাপতি; উমাকান্ত; জাহ্নবীধৃক্, উমাধব; বর; বরাহ; বরদ, বরেণ্য সুমহাস্বন; মহাপ্রসাদ; দমন, শত্রুহন্তা, শ্বেতপিঙ্গলবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ, পরমাত্মক; প্রযতাত্মা, প্রকৃতির আশ্রয়, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনয়ন, সাধারণ, ধর্ম্মস্বরূপ; শ্রেষ্ঠ; চরাচরাত্মা; সূক্ষ্মাত্মা, বিকায়; ধর্ম্মাধিপতি; সাধ্যর্ষি; বসু; আদিত্য, বিবস্বান,

সবিতা; গোবর্দ্ধন; বেদব্যাস; সৃষ্টি; সংক্ষেপ; বিস্তর সর্ব্বব্যাপী, জীবরূপ ঋতু; সংবৎসর; মাস; পক্ষ; সংখ্যাতীত; কাল; কাষ্ঠা; লব; মাত্রা; মুহূর্ত্ত; দিবা; রাত্রি; ক্ষণ; বিশ্বক্ষেত্র; প্রজাকর্ত্তা মহত্তত্ত্ব; অহঙ্কার জগতের অঙ্কুর; কার্য্য; কারণ; গ্রাহ্য; অগ্রাহ্য; পিতা; মাতা; পিতামহ; স্বর্গদ্বার; প্রজাদ্বার; মোক্ষদ্বার; ত্রিবিষ্টপ; নির্ব্বাণ; আনন্দকর; ব্রহ্মলোক; পরমগতি; দেব; দেবাসুর; সৃষ্টিকর্ত্তা দেবাসুরগতি; দেবাসুরগুরু; দেবাসুরনমস্কৃত; দেবাসুরনিয়ন্তা; দেবাসুরাশ্রয়; দেবাসুরাধ্যক্ষ; দেবাসুরাগ্রগণ্য, দেবাতিদেব; দেবর্ষি; দেবাসুরবরপ্রদ; দেবাসুরেশ্বর; ব্রহ্মাণ্ড, দেবাসুরপূজ্য; সর্ব্বদেবময়; অচিন্ত্য; দেবতাত্মা; স্বতঃসিদ্ধ উদ্ভিদ; ত্রিবিক্রম; বিদ্বান্; নির্ম্মল রজোগুণবিহীন, অমরস্তবনীয়, হস্তীশ্বর; ব্যাঘ্রেশ্বর; দেবশ্রেষ্ঠ; নরশ্রেষ্ঠ; বিবুধ; অগ্রবরণীয়; দুর্লক্ষ্য, সর্ব্বদেবময়; তপোময়; সুযুক্ত; শোভন; বজ্রধারী প্রাসাস্ত্রের উৎপাদক; অব্যয়; গুহকাপ্রিয়; অসাধারণ স্বভাব পবিত্র, সর্ব্বপাবন; বৃষরূপ; পর্ব্বতশিখরপ্রিয়; শনৈশ্চর; রাজরাজ; নির্দ্দোষ, অভিরাম; দেবগণস্বরূপ; বিরাম সর্ব্বসাধন; ললাটক্ষ; বিশ্বদেব; হরিণ; ব্রহ্মতেজ, হিমালয়, প্রাপ্তসমাধি, নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অচিন্ত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতফলদাতা, পরব্রহ্ম, ভক্তদিগের পরম গতি, বিমুক্ত, মুক্ততেজা, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন ও জগৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে বাসুদেব! এই আমি ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের প্রধান সহস্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করিলাম। ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ যাঁহাকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তাহাকে স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি সেই জগদীশ্বরের অনুমতিক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক তাহাকে স্তব করিলাম। যে ব্যক্তি পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্টিবর্দ্ধন সহস্রনাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতির স্তব করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে লীন হয়। দেবতা ও মহর্ষিগণ এইরূপে সেই সনাতন দেবদেবের স্তব করিয়া থাকেন। মোক্ষপ্রদ ভূতভাবন ভগবান্ শূলপাণি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইলে পরম পরিতুষ্ট হন। আস্তিক, শ্রদ্ধান্বিত, অতুলতেজঃসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিরা কি শয়ন, কি জাগরণ, কি প্রস্থান, কি উপবেশন, কি উন্মেষণ, কি নিমেষ পরিত্যাগ সকল সময়েই ভক্তি পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সেই সনাতন দেবাদিদেবের স্তব; তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও অন্যের নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়া তুষ্টিলাভ করেন। মনুষ্য অসংখ্য জন্ম সংসারমধ্যে নানা যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পাপবিহীন হইতে পারিলে পরিশেষে শিবভক্তি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব্বকারণ সনাতন শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। দেবলোক ও মনুষ্যলোক প্রভৃতি সমুদায় লোকেই এইরূপ নির্দ্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূতভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে; যাহারা একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, দীনবৎসল ভগবান্ ভবানীপতি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংসার-পাশ হইতে বিমুক্ত করেন। দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আর কোন দেবতারই মনুষ্যকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যাপ্রেরণ প্রভৃতি অকার্য্য দ্বারা মানবগণের তপোবল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই মহাত্মা তণ্ডি অন্যান্য দেবতার উপাসনায় বিরত হইয়া এইরূপে সেই সর্ব্বময় সনাতন পশুপতির স্তব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা মহাদেবের নিকট এই স্তব কীর্ত্তন করেন। যাহারা ভগবান্ শঙ্করের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাহার এই সর্ব্বপাপনাশন স্বর্গযোগ; মোক্ষপ্রদ পরম পবিত্র স্তব পাঠ করেন, তাহারা নিশ্চয়ই সাংখ্যযোগোক্ত পরম গতিলাভ করিতে সমর্থ হন। শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের নিকট এক বৎসর এই স্তব পাঠলাভ করিলে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার এই পরম রহস্য পবিত্র স্তব ইন্দ্রকে, তৎপরে ইন্দ্র মৃত্যুকে, মৃত্যু রুদ্রগণকে, রুদ্রগণ মহাতপা তণ্ডিকে, তণ্ডি শুক্রাচার্য্যকে, শুক্রাচার্য্য গৌতমকে, গৌতম বৈবস্বত মনুকে, বৈবস্বত মনু নারায়ণকে, নারায়ণ যমকে, যম নাচিকেতকে এবং নাচিকেত মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর বেদসম্মত পবিত্র স্তব তোমাকে প্রদান করিতেছি। দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক ও ভুজগগণ কদাচ ইহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া একবৎসর এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করে, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে উপমন্যুকীর্ত্তিত মহাদেবের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে পর ভীষ্মের সমীপস্থিত অন্যান্য মহাত্মারা যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এই সহস্র নাম পাঠ কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রলাভার্থ সুমেরুপর্ব্বতে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার প্রভাবে আমার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়াছে। অতএব এই স্তব পাঠ করিলে তুমিও অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে। দেবপূজিত সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা কপিল কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ভক্তিসহকারে জন্ম জন্ম মহাদেবকে আরাধনা করাতে তিনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সংসারবন্ধনাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।

ইন্দ্রের প্রিয়সখা আলম্বায়ন নামে বিখ্যাত চারুশীর্ষ কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আমি গোকর্ণ তীর্থে এক শত বৎসর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাদেবের প্রভাবে লক্ষবৎসরজীবী জরাদুঃখবিহীন ধর্ম্মজ্ঞানযুক্ত দমগুণান্বিত অযোনিসম্ভূত, এক শত পুত্র লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে সাগ্নিক মুনিগণের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা আমাকে ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, আমি সেই পাপমোচনার্থ ভগবান্ ভূতনাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার অসাধারণ যশোলাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন।

প্রদীপ্ত প্রভাকরসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি জামদগ্ন্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া সহস্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে পরশু ও নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিয়াছেন, বৎস! তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না। তুমি অজেয়, অজর ও অমর হইবে। আমি তাঁহারই প্রসাদবলে বিবিধ দিব্যাস্ত্র, অজেয়ত্ব, অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, কেবল সেই ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদবলে আমার এই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়াছে।

অসিতদেবল কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে আমার ধর্ম্মসমুদায় নষ্ট হইয়াছিল। ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই ধর্ম্ম, যশ ও দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা বৃহস্পতিতুল্য মহর্ষি গৃৎসমদ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতেছিলাম। ঐ সময় চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ আমাকে কহিলেন, তোমার এ সামবেদ পাঠ সম্যক্‌রূপ হইতেছে না, এইরূপ অবজ্ঞাজনক পাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পাঠ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যজ্ঞ দূষিত করা কখনই উচিত নহে। এই কথা কহিয়া তিনি রোষাবিষ্ট চিত্তে আমাকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি জলবায়ুবিহীন মৃগাদিপশু বিবর্জ্জিত সিংহ ও রুরুপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ অযজ্ঞীয় পাদপাকুল কান্তারমধ্যে হিংস্র মৃগ হইয়া অতিকষ্টে একাদশ সহস্র অষ্ট শত বৎসর অবস্থান করিবে। ভগবান্ বশিষ্ঠ এই কথা কহিবামাত্র আমি মৃগরূপী হইলাম। অনন্তর আমি স্বীয় দুর্দ্দশা অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে, তিনি আমাকে কহিলেন বৎস! তুমি অজর, অমর ও পরম সুখী হইবে; ইন্দ্রের সহিত তোমার সখ্যভাব সমান থাকিবে এবং তোমাদিগের উভয়ের যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হইবে। হে ধর্ম্মনন্দন! ভগবান্ ভূতভাবন এইরূপে সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি সুখদুঃখের বিধাতা

ধারণকর্তা ও কায়মনোবাক্যের অগোচর, যাঁহার প্রসাদবলে আমার তুল্য পণ্ডিত আর কেহই নাই।

ঐ সময় মহামতি বাসুদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আমি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবকে পরিতুষ্ট করাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, যুদ্ধে অপরাজিত ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবে। আমি পূর্ব্বাবতারে মণিমন্থ পর্ব্বতে বহুসহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। পরিশেষে তিনি আমার ভক্তিভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমাকে আত্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। আমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে তিনি তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

জৈগীষব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতপতি স্বয়ং বারাণসীতে পরম যত্নসহকারে আমাকে অনুসন্ধানপূর্ব্বক অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন।

গর্গ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব স্রোতস্বতী সরস্বতীর তীরে আমার মনোযজ্ঞ দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে অত্যাশ্চর্য্য চতুঃষষ্টি কলাজ্ঞান, সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে আমার ও আমার পুত্রগণের দশ লক্ষ বৎসর পরমায়ু হইয়াছে।

পরাশর কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমার এক মহাতপা মহাতেজা মহাযোগী মহাযশা বেদের বিভাগকর্ত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ দয়ার্দ্রস্বভাব পরম সুপণ্ডিত পুত্র উৎপন্ন হউক। আমি ঐরূপ চিন্তা করিলে সেই ত্রিলোকীনাথ আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার সমক্ষে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিবে। তোমার ঐ আত্মজ বেদবেত্তা ইতিহাসরচয়িতা, জগতের হিতকর, কুরুবংশধর ও সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিমধ্যে পরিগণিত হইবে। তাহার সহিত সুররাজের যার পর নাই বন্ধুত্ব জন্মিবে এবং সে আমার প্রভাবে জরাবিহীন হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে। ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মাণ্ডব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে বৃথা চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোপিত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতনাথের স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে আত্মপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি আমার অনুকম্পায় অবিলম্বে শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অর্ব্বুদ বৎসর জীবিত থাকিবে। তোমার দেহ হইতে শূলজনিত বেদনা তিরোহিত হইয়া যাইবে। কি মানসিক, কি দৈহিক কোনরূপ পীড়াই তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার এই দেহ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই জীবলোকে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি নিষ্কণ্টকে সমুদায় তীর্থ পর্য্যটন ও দেহান্তে অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে। বৃষবাহন ভগবান্ মহেশ্বর আমাকে এই কথা কহিয়া প্রমথগণের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

গালব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি মহর্ষি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃদর্শনার্থ আগমন করিলাম। ঐ সময় আমার পিতা পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী আমাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বৎস! তুমি নিতান্ত বালক, অদ্যাপি তোমার পাঠসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া তোমার পিতা এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। জননী এই কথা কহিলে আমি পিতৃদর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া একান্ত মনে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান্ ভূতনাথ আমার ভক্তিদর্শনে অচিরাৎ প্রসন্ন চিত্তে আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ও তোমার পিতা মাতা তোমরা সকলেই অমর হইবে। তুমি গৃহে গমন করিলেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। ভগবান্ ভূতভাবন আমাকে এই কথা কহিয়া গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলে, আমি স্বীয় ভবনে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতা যজ্ঞান্তে আচমন করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ ও ফল গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। তখন তিনি অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, বৎস! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! যে তোমাকে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহর্ষিদিগের মুখে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের এইরূপ অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা উপমন্যু আমাকে কহিয়াছিলেন, যাহারা নিরন্তর রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া অশুভ কার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করে, তাহারা কখনই ভগবান্ দেবদেবকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। একান্ত ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণগণই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কালহরণ করেন, তাঁহাকে যোগবলসম্পন্ন অরণ্যবাসী মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাত্মা মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে অনায়াসেই ব্রহ্মত্ব, কেশবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা ইহলোকে মনে মনেও ভগবান্ শূলপাণির শরণাপন্ন হন, তাঁহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া চরমে দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। লোক গৃহতড়াগাদির উচ্ছেদ ও লোকসমুদায়ের প্রাণ সংহার করিয়াও দেবদেব বিরূপাক্ষের অর্চনা করিলে তাহাঁকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সুলক্ষণবিহীন পাপাত্মারাও ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কীট পক্ষী পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণও ভূতভাবন ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা ইহলোকে ভগবান্ ভূতনাথের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে।

মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে উপমন্যুর বাক্য কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, সলিল, বসুগণ, বিশ্বেদেবগণ, ধাতা, অর্য্যমা, শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বরুণ, ব্রহ্মা, মরুদ্গণ, উপনিষদ্, সত্য, বেদসমুদায়, দক্ষিণা, বেদপাঠক, সোমরস, যজ্ঞকর্ত্তা, হব্য, রক্ষা, দীক্ষা, নিয়মসমুদায়, স্বাহা, বৌষট, ব্রাহ্মণ, সৌরভেয়ী, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, কালচক্র, বল, যশ, দম, বুদ্ধিমান্দিগের স্থিত, শুভাশুভ, সপ্তর্ষি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উৎকৃষ্টস্পর্শ, কার্য্যসিদ্ধি, দেবগণ, উষ্মপগণ, লোকসমুদায়, সুযাম তুষিত, ব্রহ্মকায়, আভাস্বর, গন্ধপ ও দৃষ্টিপ নামক দেবগণ, বাচংযমগণ, সংযামন, মহর্ষিসমুদায় বিশুদ্ধকার্য্য, নির্ম্মাণনিরত দেবতাগণ, স্পর্শ, স্পর্শাশন, দর্শপ, আজ্যপ, চিন্ত্যদ্যোত প্রভৃতি দেবগণ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, দানব, যক্ষ, চারণ ও পন্নগগণ, স্থূল, সূক্ষ্ম, অসূক্ষ্ম, মৃদু, সুখ, দুঃখ, সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখ, সাঙ্খ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র এবং অন্যান্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুদায় পদার্থই সেই ভূতভাবন সনাতন মহেশ্বর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। যে সমুদায় দেবতা আকশাদি পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারাও সেই ভগবান্ ভূতপতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এই ধরিত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা নিরন্তর তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আমি মোক্ষলাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের সেই পবিত্র তত্ত্বকে নমস্কার করিতেছি। সেই ভগবান্ দেবাদিদেব আমার স্তবে তুষ্ট হইয়া আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, যোগশীল ও পবিত্র হইয়া এই পবিত্র স্তব এক মাস নিয়ত পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অশ্বমেধের ফললাভ হয়। এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদার্থজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীজয়, বৈশ্যের অর্থ ও নিপুণতা এবং শূদ্রের সুখ ও সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মারা এই সর্ব্বদোষবিনাশন পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান্ দেবদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা আপনাদিগের রোমকূপপরিমিত বহুসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন; সন্দেহ নাই।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা মধুসূদন এইরূপে মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! পাণিগ্রহণকালে বেদবাক্যানুসারে বর ও কন্যাকে তোমরা পরস্পর সমবেত হইয়া এক ধর্ম্ম আচরণ কর বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য; বর ও কন্যাকে যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে অনুজ্ঞা করা যায়; উহা কি যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বা সন্তানোৎপাদন অথবা ইন্দ্রিয়সুখসাধন। যখন প্রাণীমাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ অগ্রে ও কেহ পশ্চাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হয়; তখন ঐ ধর্ম্ম যে যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান; তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর যখন কামিনীগণ পরপুরুষে অনুরক্ত হইয়া তদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাধন করিতেছে, তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম যে পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাধন; তাহাই বা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব আমার বোধ হয়, ঐ ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম নহে। যাহা হউক ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ হওয়াতে উহাতে আমার মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি সম্যক্‌রূপে ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন; বৎস! আমি এই উপলক্ষে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত মহর্ষি অষ্টাবক্রের কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাতপা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া উহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন; বৎস! তুমি একবার উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক এক জনের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আইস; তাহা হইলেই আমি তোমাকে কন্যাদান করিব।

মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিলেন; মহাত্মন্! আমাকে উত্তরদিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হইবে; তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন! আপনি এক্ষণে আমাকে যাহা করিতে অনুমতি করিবেন; আমি তাহাই করিব।

মহর্ষি বদান্য কহিলেন; বৎস! তুমি অলকাপুরী ও হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাবনের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধমুখ প্রমথ ও দিব্যাঙ্গরাগসংযুক্ত পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহাহ্লাদে তানপ্রদান পুরঃসর নৃত্য গীত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। কৈলাস পর্ব্বতের ঐ স্থান অতি রমণীয়। ভগবান্ ভূতনাথ স্বীয় অনুচরগণের সহিত নিয়তকাল তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান উঁহাদের উভয়েরই অতিসন্তোষকর হইয়াছে। উহার পূর্ব্বেও উত্তরদিকে ছয় ঋতু কাল রাত্রি এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই দেবদেবের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে মেঘসন্নিভ অতি রমণীয় এক নীলবন অবলোকন করিবে। ঐ স্থানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত তোমার সাক্ষাৎকার হইবে। তুমি তাহাকে দর্শন পূর্ব্বক পরম যত্নসহকারে তাহার সৎকার করিয়া এই স্থানে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি তথায় সেই বর্ষীয়সীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেই আমি তোমাকে কন্যা প্রদান করিব। এক্ষণে যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ তথায় গমন কর।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

ভগবান্ অষ্টাবক্র বদান্যকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া, ক্রমে ক্রমে সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মদায়িনী বাহুদা নদীর পবিত্র সলিলে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিয়া ঐ শোকবিহীন বিমল তীর্থে কুশশয্যায় শয়নপূর্ব্বক পরমসুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ মহাত্মা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন। ঐ স্থানে এক হ্রদ ও হ্রদের অনতিদূরে হরপার্ব্বতী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র ঐ হ্রদের তীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হরপার্ব্বতীর প্রতিমা দর্শন পূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া মহাত্মা ধনপতির কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদলসমাচ্ছন্ন সরোবরের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ সরোবরের তত্ত্বাবধায়ক নিশাচরগণ মণিভদ্রপ্রমুখের সহিত তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণকে অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদের যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, নিশাচরগণ! তোমরা অবিলম্বে ধনপতির নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন নিশাচরগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবান্ আপনার আগমনবৃত্তান্ত যক্ষরাজের অবিদিত নাই। ঐ দেখুন, তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ কুবের স্বয়ং আপনার নিকট আগমন করিতেছেন।

রাক্ষসগণ এই কথা কহিতেই ধনাধিপতি কুবের মহাত্মা অষ্টাবক্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন! ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন; আমি তাহাই করিতে সম্মত আছি। এক্ষণে আপনি আমার গৃহে আগমন করুন, তথায় সৎকৃত ও বিশ্রান্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবেন। মহাত্মা কুবের এই বলিয়া মহর্ষি অষ্টাবক্রকে স্বীয় গৃহে আনয়নপূর্ব্বক আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপুরঃসর উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মণিভদ্রপ্রমুখ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন মহাত্মা কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অপ্সরোগণ নৃত্য করিবার মানসে সমুপস্থিত হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। কুবের এই কথা কহিলে অষ্টাবক্র মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, যক্ষরাজ। অতিথিসৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করুক।

ভগবান্ অষ্টাবক্র এইরূপে অনুমতি প্রদান করিলে নানা বেশধারিণী উর্ব্বরা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্ব্বশী; অলম্বুষা, ঘৃতাচী; চিত্রা; চিত্রাঙ্গদা, রুচি; মনোহরা; সুকেশী; সুমুখী; হাসিনী; প্রভা; বিদ্যুতা; প্রশমী; দান্তা; বিদ্যোতা ও রতি প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদিত্রনিস্বন করিতে লাগিল। এইরূপ নৃত্য আরম্ভ হইলে মহাতপা ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই কুবেরের আবাসে দেবমানের এক বৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদা মহাত্মা যক্ষরাজ মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; ভগবন্! নৃত্যগীতাদি অতি মনোহর বিষয়। আপনি এই উপলক্ষে দেবমানের এক বৎসর কাল আমার আলয়ে অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে যদি আপনার মত হয়; তাহা হইলে আরও কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনি অতিথি ও আমাদিগের পূজনীয়। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য এবং আমাদের গৃহ আপনার গৃহস্বরূপ, সন্দেহ নাই!

যক্ষরাজ এই কথা কহিলে; ভগবান্ অষ্টাবক্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; যক্ষরাজ! আমি তোমার যথোচিত সৎকার দ্বারা যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার তুল্য শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। এক্ষণে আমাকে মহর্ষির নিয়োগক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে। তোমার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। আমি চলিলাম। ভগবান্ অষ্টাবক্র এই বলিয়া তথা হইতে বিনির্গত হইয়া কৈলাস; মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং পরিশেষে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইয়া ধরণীতলে অবতীর্ণপূর্ব্বক ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ গমন করিতে করিতে এক মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ সকলপ্রকার পুষ্প ফলে পরিপূর্ণ রমণীয় কানন তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঐ অরণ্যমধ্যে এক দিব্য আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্ন বিভূষিত নানাপ্রকার পর্ব্বত মণিভূমিনিখাত মনোহর সরোবর ও অন্যান্য বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থ সমুদায় যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদায় পদার্থের অলৌকিক শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রমমধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক সর্ব্বরত্নময় অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় পুরী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। ঐ পুরীর পার্শ্বদেশে নানাপ্রকার মণি কাঞ্চন পর্ব্বত ও সুবর্ণবিমান সমুদায় বিরাজিত ছিল; মন্দারকুসুম সমলঙ্কৃত মন্দাকিনী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল এবং হীরক ও মণিসমুদায় চতুর্দ্দিকে প্রভাজাল বিস্তার করিতে-

ছিল। ঐ পুরমধ্যে বিচিত্র মণিতোরণসমলঙ্কৃত মুক্তাজালখচিত হর্ম্ম্য-কর্ত্তৃক বিবিধ গৃহসমুদায় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই সমস্ত দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব? পরিশেষে তিনি সেই পুরের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি অতিথি; এক্ষণে তোমরা এই পুরমধ্যে যে কেহ বিদ্যমান থাক, এখানে আসিয়া আমাকে সমুচিত সৎকার কর।

মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিবামাত্র ঐ পুরমধ্য হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাতটি কন্যা অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। ঐ সময় মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ সাতটি কন্যার মধ্যে যাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই তাঁহার মনোহরণ করিল।

তিনি তাহাদের রূপলাবণ্যদর্শনে কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তবিকার পরিহার করিলেন। অনন্তর সেই কন্যাগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আপনি এই আবাসমধ্যে প্রবেশ করুন। কন্যাগণ এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র উহাদিগের রূপমাধুরী ও গৃহসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় এক শুক্লাম্বরধারিণী পর্য্যঙ্কনিষণ্ণা সর্ব্বাভরণবিভূষিতা বৃদ্ধাকে নিরীক্ষণ করিয়া, মঙ্গল হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহর্ষি গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই স্থবিরা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তখন অষ্টাবক্র তথায় উপবেশন ও বিশ্রাম সুখ লাভ করিয়া সেই সমস্ত নারী-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অঙ্গনাগণ! তোমাদিগের মধ্যে যিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী, সেই রমণী, এই স্থানে অবস্থান করুন। আর সকলেই স্ব স্ব আলয়ে স্বেচ্ছানুসারে গমন করুন। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র কামিনীগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেবল সেই বর্ষীয়সী সেই গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দিবস অতীত ও রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন মহর্ষি এক দুগ্ধ-ফেন ধবল শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন; রজনী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব তুমিও এক্ষণে শয়ন কর। বৃদ্ধা তপোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য এক শয্যায় শয়ন করিল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে ঐ বর্ষীয়সী দুরন্ত শীতব্যপদেশে কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন করিল। মহর্ষি তাহাকে আপনার শয্যায় আগত দেখিয়া স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে কহিল; ভগবন্। পুরুষস্পর্শে স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃই ধৈর্য্যলোপ হইয়া থাকে। আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গ-শরে নিতান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। আমি আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি ভগবান্ কুসুমায়ুধের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আপনি প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। আমি আপনার নিকট আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনাকে আমার ইচ্ছা সফল করিতে হইবে। আপনি যে এতকাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমার মনোরথ পূর্ণ করাই উহার অভীষ্ট ফল। এক্ষণে আমার এই যে সমস্ত ধন রত্ন ও অন্যান্য যা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি ঐ সমুদায়ের ও আমার অধীশ্বর হউন। আপনি আমার আশা সফল করিলে আমিও আপনার সমুদায় ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এই রমণীয় কাননমধ্যে আপনার একান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরমসুখে বিহার করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আমরা এই স্থানে পরস্পর মিলিত হইলে লৌকিক ও অলৌকিক নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তৎকালে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।

বৃদ্ধা এইরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিলে অষ্টাবক্র তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি কদাচই পর নারী স্পর্শ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই কার্য্যকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিষয়ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি ধর্ম্মতঃ পুত্রলাভ করিলে আমার নিশ্চয়ই শুভলোক সমুদায় লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।

তখন বৃদ্ধা কহিল, ভগবন্! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই রতিপ্রিয়। পুরুষসংসর্গ উহাদের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহেন। দেখুন, সহস্র স্ত্রীলোক মধ্যে কথঞ্চিৎ একটী পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। হে তপোধন! প্রজাপতি স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আমি তৎসমুদায় আপনার নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিলাম।

বর্ষীয়সী এই কথা কহিলে মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! লোকে কার্য্যের আস্বাদজ্ঞ হইলেই তদ্বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আমি বিষয়সম্ভোগ কিছুমাত্র অবগত নহি। এই নিমিত্তই তোমার এই প্রার্থনায় সম্মত হইতেছি না। এক্ষণে এই কার্য্য ভিন্ন তোমার অন্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ব্যক্ত কর। তখন স্থবিরা কহিল, ভগবন্! আপনি এই স্থানে কিছুদিন অবস্থান করুন। কালক্রমে সম্ভোগসুখের আস্বাদগ্রহে সমর্থ হইবেন।

বৃদ্ধা এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার যতদিন ইচ্ছা হইবে আমি ততদিনই এই স্থানে বাস করিব, সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধাকে এই কথা কহিয়া উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে উহার যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন, তাহা কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইল না। তখন মহর্ষি ঐ নারীকে একান্ত জরাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই নারী কি এই গৃহদেবতা? এ কি শাপ প্রভাবে এইরূপ বিকৃতরূপ হইয়াছে? যাহাই হউক, ইহাকে ইহার বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক দিন অতিক্রান্ত হইল। দিবা অবসান হইলে বৃদ্ধা মহর্ষিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আজ্ঞা করুন। তখন অষ্টাবক্র কহিলেন; ভদ্রে! তুমি এক্ষণে আমার স্নানার্থ সলিল আহরণ কর। আমি কৃতস্নান হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিব

বিংশতিতম অধ্যায়।

মহর্ষি অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে বৃদ্ধা অচিরাৎ তাঁহার নিকট দিব্য তৈল ও স্নানবস্ত্র উপস্থিত করিয়া অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। তৈলমর্দ্দন সমাপ্ত হইলে মহর্ষি সেই বৃদ্ধার সহিত স্নানশালায় প্রবিষ্ট হইয়া অতি বিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, বৃদ্ধাও তাহার সমীপে সমুপবিষ্টা হইয়া ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল ও বৃদ্ধার করস্পর্শ দ্বারা পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্নান করিতে করিতে যে, সমুদায় রজনী অতিবাহিত হইল, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান্ সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়াছেন। তখন তিনি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার কি মোহ উপস্থিত হইল, অথবা যথার্থই প্রাতঃকাল হইয়াছে। অনন্তর অনতিকাল বিলম্বে তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীকৃত হইলে তিনি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, ভদ্রে! এক্ষণে আমি কি করিব। তখন বৃদ্ধা অমৃততুল্য সুস্বাদু অতি উৎকৃষ্ট অন্ন উপনীত করিল। মহর্ষি সেই সুস্বাদু অন্নের রসাস্বাদন করিতে করিতে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনরায় সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে সেই বর্ষীয়সী আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি এক্ষণে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন। বৃদ্ধা মহর্ষিকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং আপনার শয্যায় শয়ন করিল এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহার শয্যায় সমুপস্থিত হইল।

তখন অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! পরস্ত্রীসংসর্গ করিতে আমার কোনমতেই ইচ্ছা হয় না; অতএব তুমি অচিরাৎ এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।

দ্বিজবর এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে বৃদ্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! আমি স্বতন্ত্রা; আমার সহিত সংসর্গ করিলে আপনাকে পরদারমর্দনজন্য দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোক মাত্রেই পরাধীন।

তখন বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি অনঙ্গ পীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি; অতএব আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরা কামক্রোধাদি দোষে একান্ত অভিভূত হয়। আমি ধৈর্য্যগুণবশতঃ কামাদিরিপুসমুদায়কে বশীভূত করিয়াছি, অতএব তুমি অচিরাৎ আপনার শয্যায় শয়ন কর।

বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর। আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। যদি আপনি স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রীর সংসর্গ নিতান্ত দোষাবহ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার সংসর্গনিবন্ধন দোষের লেশমাত্রও জন্মিবে না। ফলতঃ আমি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার সংস্কার সম্পাদন করুন; আমি আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! ত্রিলোকমধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নাই। তুমি কিরূপে স্বাধীন হইলে? দেখ, কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীজাতির কখনই স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

বৃদ্ধা কহিলেন, দ্বিজবর! আমি কুমারাবস্থা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালন করিতেছি। আমি কন্যা; অতএব আমার প্রতি অশ্রদ্ধা না করিয়া আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন।

বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে ষোড়শবর্ষদেশীয়া কন্যার ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ। কিন্তু মহর্ষি বদান্য আমাকে পরীক্ষার্থ এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি কিরূপে তোমার সহিত সংসর্গে প্রবৃত্ত হইব? অষ্টাবক্র সেই কামিনীকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই কামিনী ইতিপূর্ব্বে অতি জীর্ণা ছিল; এক্ষণে দিব্যবস্ত্রাভরণবিভূষিতা কন্যার বেশ ধারণ করিয়াছে, না জানি পরে আবার কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে। যাহা হউক, কামদমনশক্তি ও ধৈর্য্যগুণসত্ত্বে আমি কদাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যে সত্য করিয়াছি, সেই সত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সেই ঋষিকন্যাকে বিবাহ করিব।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঐ স্ত্রী যখন অষ্টাবক্রকে পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ ও উহার শয্যায় শয়ন করিল, তৎকালে উহার ঐ মহাতেজা মহর্ষি হইতে অভিশাপের আশঙ্কা হইল না কেন? আর ভগবান্ অষ্টাবক্রই বা কি রূপে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, আপনি এই বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত আপনার রূপ পরিবর্ত্তিত করিলে তাহা আমার নিকট তোমাকে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে। মহর্ষি অষ্টাবক্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, সেই কামিনী তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভৃতি সমুদায় লোকেই স্ত্রী পুরুষগণ কামাবিষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি পরদারবিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি আপনার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদায় লোক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তরদিক্। তোমাকে স্ত্রী লোকের চাপল্য দর্শন করাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামজ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। আজি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি মহাত্মা বদান্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কার্য্যের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিলাম। অতঃপর তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন পূর্ব্বক বাঞ্ছিত কন্যাকে লাভ করিতে পারিবে এবং কালক্রমে ঐ কন্যা পুত্রবতীও হইবে। এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। ত্রিলোকমধ্যে কেহই ব্রাহ্মণের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে তোমার গৃহে গমন করাই কর্ত্তব্য। আর যদি তোমার অন্য কিছু শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। মহাত্মা বদান্য তোমার নিমিত্তই আমাকে প্রসন্ন করিয়াছেন, আমি তাঁহার সম্মান রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

স্ত্রীবেশধারিণী উত্তরদিক্ এই কথা কহিলে মহাত্মা অষ্টাবক্র তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন। এবং স্বজনদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহাত্মা বদান্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! যে যে স্থানে গমন ও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তখন মহাত্মা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া উহার উত্তরাংশে এক দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আপনার অভিপ্রায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি। মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কন্যাদানের যোগ্যপাত্র। তোমাকে কন্যাদান করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তুমি এক্ষণে শুভনক্ষত্রে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর। মহর্ষি বদান্য এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র বিধি পূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্যের কন্যাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইয়াই তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীপুরুষের সহধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়সুখসাধনস্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডাদি চিহ্নসম্পন্ন বা ঐ চিহ্নবিহীন ব্রাহ্মণ দয়াদির উপযুক্ত পাত্র? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাদির চিহ্নসম্পন্ন হউন বা নাই হউন, স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইলেই তাঁহাকে দান করা কর্ত্তব্য। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত উভয়বিধ ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি অপবিত্র ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণকে হব্য, কব্য ও অর্ঘ্যাদি দান করে, তাহা হইলে তাহার কি পাপ জন্মে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই পবিত্র হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহার পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দৈবকার্য্য অনুষ্ঠান কালে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার রীতি নাই; কিন্তু পিতৃকার্য্য সাধন সময়ে কি নিমিত্ত উঁহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দৈবকার্য্য দেবতার অনুগ্রহেই সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহযোগিতার আবশ্যক নাই। যজমানেরা কেবল দেবগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই দৈবকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু পিতৃকার্য্য ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচই সম্পন্ন হয় না, সুতরাং পিতৃকার্য্য সাধন কালে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য আছে কি না অগ্রে তাহার সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাঁহারা অপরিচিত স্বসম্পর্কীয় বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী তপঃপরায়ণ ও যজ্ঞশীল তাঁহাদিগকেই কি নিমিত্ত পাত্র বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয় ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি সংকুলসম্ভূত, যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পরায়ণ, বিদ্বান্, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী এবং বিদ্বান্ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তি কুলীন, অনৃশংস লজ্জাসম্পন্ন সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্য্যের প্রকৃত পাত্র বলিয়া পরিগৃহীত হন। এই বিষয়ে পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় এই চারি জনের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর। একদা পৃথিবী প্রভৃতি চারিজন সমবেত হইয়া এই কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের সদ্গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, মৃতপিণ্ড যেমন মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিলম্বেই নিমগ্ন হইয়া যায় সেইরূপ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ সম্পন্ন ব্রাহ্মণে সমুদায় দুষ্কার্য্যই বিলুপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

কাশ্যপ কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ সুশীল না হন, সামবেদ, সাঙ্খ্য, পুরাণ ও কৌলিন্য কখনই তাহার উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয় না।

অগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল হইয়া আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার বিদ্যাবলে অন্যের যশ বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্যপ্রয়োগে অসমর্থ হন এবং তাহার কখনই অক্ষয় লোক লাভ হয় না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সতত সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। হে ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণের বিষয়ে এইরূপ স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধের অখণ্ড ফল লাভ হয় কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা করিয়া পিত্রুদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ব্রতলোপ হয়, শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গহানি হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনীষিগণ ধর্ম্মকে নিতান্ত জটিল ও দুরবগাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম কি, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন, সেই সমস্ত ধর্ম্মসঙ্করকারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ গো ও অশ্ব প্রদান করে, সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গোমক্ষিকাদির মাংস ভোজী পুরুষ, চণ্ডাল ও যাহারা রাগ মোহাদির বশীভূত হইয়া অন্যের কার্য্যাকার্য্য সমুদায় প্রকাশ করে, তাহারা তাহাদিগের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান কালে অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আহার প্রদান না করে, তাহার অশুভ লোক সমুদায় লাভ হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য কি, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মলক্ষণ কি প্রকার ও উৎকৃষ্ট পবিত্রতাই বা কাহাকে বলে? আপনি এই সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মদ্য মাংস পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য। বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর বিষয়বৈরাগ্যই যথার্থ পবিত্রতা।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কোন্ সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান, কোন্ সময়ে অর্থ উপার্জ্জন ও কোন্ সময়েই বা বিষয় ভোগ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। পূর্ব্বাহ্নে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে ধর্ম্ম সঞ্চয় ও অপরাহ্নে বিষয়ভোগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর নিরন্তর আসক্ত থাকা গৃহস্থের কখনই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণগণের সম্মানন, গুরুলোকের অর্চ্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অনুদ্ধতস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, নরপতিগণের নিকট শঠতা, গুরুজনসন্নিধানে মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, বেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। গোহত্যা ও নরপতিকে প্রহার করিলে ভ্রূণহত্যা পাপ জন্মে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে, সাধু বলিয়া পরিগণিত হন, কিরূপ ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করিলে, মহা ফল লাভ হয় এবং কি প্রকার ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণগণ ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে এবং যাঁহারা নিরহঙ্কৃত, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ ও সমুদায় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ষড়্‌বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ভোজন করাইবার উপযুক্ত পাত্র। যথার্থ গুণবান্ পাত্রে দান করিলে, দাতার সহস্রগুণ ফল লাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রসম্পন্ন একমাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলেই দাতার কুল পবিত্র হয়। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রাহ্মণকে গো, অশ্ব, ধন, অন্ন ও অন্যান্য নানাবিধ বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্তরূপ পাত্রে দান করিতে পারিলে পরকালে আর দাতাকে অনুতাপ করিতে হয় না। সদ্গুণসম্পন্ন সাধুসম্মত ব্যক্তি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সৎকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহর্ষিগণ শ্রাদ্ধকালে দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মঙ্গলাচারসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া পরম যত্ন সহকারে পূর্ব্বাহ্নে দৈবকার্য্য, অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য ও মধ্যাহ্নে মনুষ্যকার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অকালদত্ত বস্তু রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লঙ্ঘিত, অবলীঢ়, কলহকৃত, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অনেকের উদ্দেশে সম্পাদিত, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট বা দৃষ্ট, কেশ কীট, নেত্রজল ও ক্ষুত দ্বারা দূষিত, উচ্ছিষ্ট, শ্রাদ্ধে মন্ত্র ক্রিয়া ও আহুতি প্রদান ব্যতীত পরিবিষ্ট এবং দুরাচার ও শূদ্রকে ভোজনার্থ প্রদত্ত অন্নকে রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেবতা অতিথি ও বালকাদিকে বঞ্চনা করিয়া অন্নভোজন করিলে রাক্ষসীয় ভাগ ভোজন করা হয়।

হে মহারাজ! এই আমি রাক্ষসীয় ভাগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর যেরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা অবিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠী, ক্লীব, যক্ষ্মরোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল; বৃথা নিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী; ক্রীড়াপরায়ণ; গায়ক; নর্ত্তক; বাদক; বৃথাভাষী; যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক; শূদ্রদাস; শূদ্রাপতি; বেতনভুক্ অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্মবিবর্জ্জিত, মৃতনির্য্যাতক, তস্কর; অজ্ঞাতকুলশীল; গ্রামণী পুত্রিকাপুত্র; ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী; প্রাণিজীবী; স্ত্রীজীবী; অস্ত্রজীবী; ও সন্ধ্যাবন্দনাদিবিহীন হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

অতঃপর দাতা ও প্রতিগৃহীতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র ব্রতপরায়ণ; গ্রামবাসী; চৌর্য্যবৃত্তিবিহীন, অতিথিসৎকারজ্ঞ; ত্রিকালীন সাবিত্রী জপপরায়ণ, ভিক্ষাজীবী, ক্রিয়াবান্; অহিংস্র; অল্পদোষী; আস্তিক ও শুষ্কতর্কপরাঙ্মুখ তাঁহারাই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা প্রথমে ধূর্ত্ততা; চৌর্য্য; প্রাণিবিক্রয় ও বণিক্ বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞে সোমরস পান করেন ও যাঁহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া পরিশেষে অতিথিসাৎ করেন; তাঁহারাও শ্রাদ্ধস্থলে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। ব্রতপরায়ণ; গুণশালী ও সাবিত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ; কৃষিজীবী এবং সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যায়। বেদবিক্রয় ও মিথ্যাশপথাদি দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ ও স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা উহা দ্বারা পিতৃকার্য্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সমাপনোচিত স্বধাদি বাক্য প্রয়োগ না করেন; তাঁহাকে

অধর্মভাগী হইতে হয়। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ; দধি; ঘৃত; গোময়স ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত হইলেই শ্রাদ্ধ করা উচিত। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণের স্বধা, ক্ষত্রিয়ের প্রীয়ন্তাং, বৈশ্যের অক্ষয্য ও শূদ্রের স্বস্তি এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দৈবকার্য্য অনুষ্ঠান সময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক পুণ্যাহবাক্য, ক্ষত্রিয়ের প্রণবোচ্চারণবিহীন পুণ্যাহ-বাক্য, বৈশ্যের প্রীয়ন্তাং বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জাতকর্মাদি ক্রিয়াকলাপ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের শরনির্ম্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী মেখলা এবং বৈশ্যের বল্বজতৃণ নির্ম্মিত মেখলা ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে যে পাপ হইবে, ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের আটগুণ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্যত্র গমন করেন, তাহা হইলে বৃথা জীবহিংসার সম্পূর্ণ পাপ, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে বৃথা জীবহিংসার অর্দ্ধপাপভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ অস্নাত বা অশৌচগ্রস্ত হইয়া লোভবশতঃ দৈব বা পিতৃকার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভবনে গমন পূর্ব্বক ভোজন করেন, যিনি তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য কার্য্য ব্যপদেশে দাতার নিকট ধন প্রার্থনা করেন, যিনি বেদব্রতপরায়ণ না হন এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে পরিবেশন না করেন, তাহাদিগের সকলকেই যে ব্যক্তি গোগ্রহণের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহার তুল্য পাপভাগী হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভের উদ্দেশে কাহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহাদিগের পত্নীগণ স্বৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বামীর ভোজনপাত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমুদায় সচ্চরিত্র দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে উপস্থিত হন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্যকের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাঁহারা তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমন পূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্রতানিবন্ধন আগ্রহ পূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশবিপ্লব নিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থলাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমুদায় ব্রতনিয়মপরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সমাধানার্থ ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হন, যাঁহারা পাষণ্ডদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাঁহারা পরাক্রান্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাঁহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট দানবিষয়ক মহৎফল কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মানবগণের যে কার্য্য দ্বারা নরক ও যে কার্য্য দ্বারা স্বর্গ ভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা গুরুর হিতসাধন ও ভয় নিবারণ ব্যতীত অন্য কার্য্যের নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহে; যাহারা পরদারাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ, পারদারিক কার্য্যে দৌত্যকার্য্য, পরধন নাশ ও পরদোষ কীর্ত্তন করে, যাহারা উদপান, সেতু ও গৃহাদি ভগ্ন করিয়া থাকে, যাহারা, বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথা স্ত্রীদিগের বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দারবিচ্ছেদ, মিত্রতাচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে; যাহারা পরদোষসূচক, সন্ধিভেদক, পরভাগ্যোপজীবী, মিত্রের প্রতি অকৃতজ্ঞ, বেদবিরোধী, সাধুদিগের দ্বেষ্টা, নিয়মবিধ্বংসী, পাপকার্য্য দ্বারা পতিত, বিরুদ্ধ ব্যবহারনিরত, অনুচিত বৃত্তিজীবী, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, কদাচারনিরত ও প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, যাহারা আশাপ্রদ, নির্দিষ্ট লাভাকাঙ্ক্ষী, বেতনভোগী ও কৃতশ্রম ব্যক্তিদিগকে কৌশলক্রমে স্বামীর নিকট হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে, যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পোষ্যবর্গ ও অতিথিদিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, যাহারা দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, যাহারা বেদবিক্রয়, বেদদ্বেষ ও বেদে অবজ্ঞা করে, যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত ও বেদাচারবিহীন হইয়া কুক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়, কেশ বিক্রয়, বিষবিক্রয় ও ক্ষীরবিক্রয় যাহাদিগের উপজীবিকা, যাহারা গো ব্রাহ্মণ ও কন্যাগণের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, যাহারা শস্ত্র, শল্য ও ধনু নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করে, যাহারা শিলাশঙ্কু ও বিবর দ্বারা পথ রুদ্ধ করে, যাহারা নিরপরাধে উপাধ্যায়, ভৃত্য ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করে, যাহারা অপ্রাপ্তদশায় বৃষগণকে দমিত করিয়া তাহাদিগের নাসিকা ভেদ করে, যাহারা পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে, যে সমুদায় ভূপতি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ধনদানে পরাঙ্মুখ হন, যাহারা স্বকার্য্যসাধন হইলেই ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্, চিরসহচর ও ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করে এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করে, তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে নরকগামী হইতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে সকল কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিলে পুত্র ও পশু সমুদায় বিনষ্ট হয়, অতএব ব্রাহ্মণের অবমাননা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করেন না; যাঁহারা দান, তপ ও সত্যবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনার ধর্ম্মপ্রতিপালন করেন; যাঁহারা গুরুশুশ্রূষা ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা বিদ্যা লাভ করিয়া প্রতিগ্রহে একান্ত পরাঙ্মুখ হন, যাঁহারা লোকসকলকে ভয় পাপ, বিঘ্ন, দারিদ্র্য ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করেন; যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীরস্বভাব, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন ও শুভাচারপরায়ণ; যাঁহারা মদ্য, মাংস ও পরদারে কদাচ আসক্ত হন না, যাঁহারা কূল, আশ্রম ও গ্রাম নগরাদি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহারা অন্নপান বস্ত্র ও আভরণ প্রদান এবং অর্থাদির সাহায্য করিয়া অন্যের বিবাহাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা হিংসাদোষশূন্য, সর্ব্বসহিষ্ণু ও সকলের আশ্রয়দাতা, যাঁহারা মাতা পিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি সমুচিত স্নেহপ্রদর্শন করিয়া থাকেন, যাঁহারা অতুল অর্থশালী মহাবল পরাক্রান্ত ও যুবা হইয়াও সুধীর ও জিতেন্দ্রিয় হন; যাঁহারা অপরাধী ব্যক্তির প্রতি ও স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করেন, যাঁহারা স্বয়ং মৃদু ও মৃদুবৎসল; যাঁহারা শুশ্রূষা দ্বারা অন্যের সুখ সম্পাদনে যত্নবান্ হন, যাঁহারা অসংখ্য লোকের ভোজনদাতা, ধনদাতা ও রক্ষক; যাঁহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, সুবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোচিত অলঙ্কার বস্ত্র ও দাস দাসী প্রদান করিয়া থাকেন; যাঁহারা গোষ্ঠ, পান্থনিবাস, উদ্যান, কূপ, সভা, উদপান ও প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেন, যাঁহারা ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান করেন, যাঁহারা স্বয়ং রস, বীজ ও ধান্যাদি উৎপাদন পূর্ব্বক পাত্রসাৎ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোনরূপ কুলে হউক উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র ও শতায়ু হইয়া দয়াশীল ও শান্তস্বভাব হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরলোকহিতকর দৈব ও পৈত্র্য কার্য্য এবং পূর্ব্বতন ঋষি নির্দ্দিষ্ট দান, ধর্ম্ম ও দানের বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়; আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে আমি পরাশরসুত মহর্ষি ব্যাসকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং তিনি আমাকে যাহা উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। একদা আমি ব্যাসের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ জন্মিতে পারে, আপনি তাহা যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন। আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ব্যাস আমাকে কহিলেন, শান্তনুতনয়! যে ব্যক্তি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদানার্থ স্বয়ং আহ্বান করিয়া ভিক্ষাপ্রদানোপযোগী দ্রব্য নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে; যে নির্ব্বোধ সামবেদাধ্যায়ী উদাসীন ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করে;

যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত গোসমূহের সলিলপানের বিঘ্নসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় ; যে নরাধম অনভিজ্ঞতা দোষে শ্রুতি ও মহর্ষি প্রণীত শাস্ত্র দূষিত করে ; যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণে পরাঙ্মুখ হয় ; যে অধর্ম্মপরায়ণ মূঢ় ব্রাহ্মণকে অকারণ মর্ম্মভেদী দুঃখ প্রদান করে ; যে ব্যক্তি চক্ষুহীন জড় ও পঙ্গুব্যক্তির সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রামমধ্যে অগ্নি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! তীর্থদর্শন, তীর্থ স্নান ও তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনি তৎসমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহর্ষি অঙ্গিরা তীর্থসমূহের বিষয় যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, তুমি অনন্যমনে তাহাই শ্রবণ কর. নিশ্চয়ই তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হইবে। একদা মহর্ষি গৌতম তপোধন অঙ্গিরার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! তীর্থসমুদায়ের পবিত্রতা বিষয়ে আমার অতির্দীর্ঘ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি তীর্থ সমুদায় পবিত্র কি না তাহা এবং যদি পবিত্র হয়, তাহা হইলে কোন্ তীর্থসমূহে স্নান করিলে পরলোকে কিরূপ শুভফল লাভ হয়, আপনি তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

অঙ্গিরা কহিলেন, মহর্ষে ! তীর্থ সমুদায় পরম পবিত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। মনুষ্য উপবাস করিয়া তরঙ্গমালাসঙ্কুল চন্দ্রভাগা ও বিতস্তাতে সপ্তাহ অবগাহন করিলে পাপশূন্য ও মুনির ন্যায় পবিত্র হয়। কাশ্মীর দেশে যে সমস্ত নদী মহানদ সিন্ধুতে নিপতিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতে অবগাহন করিলে সচ্চরিত্র হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষ, সাগরোদক, দেবিকা, ইন্দ্রমার্গ ও স্বর্ণবিন্দুতে অবগাহন করিলে মনুষ্য সুরলোক লাভ পূর্ব্বক অপ্সরোগণের স্তবে জাগরিত হয়। হিরণ্যবিন্দুতে অবগাহন ও পূত হইয়া উহাকে অভিবাদন এবং কুশেশয় ও ও দেবস্ত তীর্থে পর্যটন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। মনুষ্য তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের সমীপস্থ ইন্দ্রতোয়া ও করতোয়া এবং কুরঙ্গতীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হয়। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিল্বক, নীলপর্ব্বত ও কনখল তীর্থে স্নান করিলে, নিষ্পাপ হইয়া সুরলোকে গমন করিতে পারা যায়। জিতক্রোধ, সত্যসন্ধ ও অহিংস্র হইয়া সলিলহ্রদ তীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরদিকে নিপতিত হইতেছেন, সেই স্থানের নাম মহাদেবের ত্রিস্থান, যিনি সেই ত্রিস্থানতীর্থে একমাস উপবাস করিয়া অবগাহন করেন, তিনি দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন। সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিতে স্বর্গভোগানন্তর পুনরায় জীবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সুধার আস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও পবিত্র হইয়া এক মাস মাত্র উপবাস পূর্ব্বক মহাশ্রম তীর্থে অবগাহন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গ প্রদেশে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া মহাহ্রদ তীর্থে স্নান করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বলাকা প্রদেশে কন্যাকূপে স্নান ও তর্পণ করিলে দেবগণমধ্যে যশ ও কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। দেবিকা, সুন্দরিকা হ্রদ ও অশ্বিনী তীর্থে অবগাহন করিলে পরলোকে অপূর্ব্ব রূপ ও তেজ লাভ হয়। মহাগঙ্গা কৃত্তিকাঙ্গারক তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক এক পক্ষ উপবাস করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারা যায়। কিঙ্কিণী আশ্রম ও বৈমানিক তীর্থে অবগাহন করিলে কামচারী ও অপ্সরাদিগের দিব্য আলয়ে পূজিত হওয়া যায়। মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া তিন রাত্রি কালিকাশ্রম ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিলে জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কৃত্তিকাশ্রম তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও অর্চ্চনা দ্বারা মহাদেবের তুষ্টিসম্পাদন করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করা যায়। মনুষ্য মহাপুর তীর্থে স্নান ও তিন রাত্রি উপবাস করিলে যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম জন্তুগণের ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবদারুবনতীর্থে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তথায় সাত রাত্রি বাস করিলে দেবলোক লাভ হয়। শরস্তম্ব, কুশস্তম্ব ও দ্রোণশর্ম্মপদ তীর্থে নির্ঝরজলে স্নান করিলে অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত হওয়া যায়। চিত্রকূট, জনস্থান ও মন্দাকিনী তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক উপবাস করিলে রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। শ্যামাশ্রম তীর্থে গমন, অবস্থান ও স্নান করিয়া এক পক্ষ উপবাস করিলে দূরশ্রবণাদি গুণলাভ হয়। কৌশিকী তীর্থে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া একবিংশতি দিন বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। মতঙ্গরূপী অনালম্ব, অন্ধক ও সনাতন তীর্থে স্নান করিলে একরাত্রিমধ্যে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। নৈমিষ ও স্বর্গতীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে নরমেধের ফললাভ হয়। গঙ্গাহ্রদ ও উৎপল বন তীর্থে অবগাহন ও একমাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ও কালঞ্জরগিরি তীর্থে অবগাহন ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ষষ্টি-হ্রদ তীর্থে স্নান করিলে অন্নদান অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমাতে তিন কোটী দশ সহস্র তীর্থের সমাগম হয়। যিনি সেই মাঘী পূর্ণিমাতে প্রয়াগে পবিত্র হইয়া স্নান করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। মরুদ্গণ পিতৃগণের আশ্রম এবং বৈবস্বত তীর্থে স্নান করিলে তীর্থের ন্যায় পবিত্রতা লাভে সমর্থ হওয়া যায়। ব্রহ্মসর ও ভাগীরথী তীর্থে অবগাহন, পিতৃগণের তর্পণ ও তথায় এক মাস কাল উপবাস করিয়া অবস্থান করিলে চন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। উৎপাতক তীর্থে স্নান ও অষ্টাবক্র তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে থাকিলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তিনবার ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ, গয়া, নিরবিন্দ পর্ব্বত ও ক্রৌঞ্চপদীতে গমন করিলে একবারে ঐ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কলবিঙ্গ তীর্থে অবগাহন করিলে প্রায় কিছুই অবিদিত থাকে না। অগ্নিপুরে স্নান করিলে অগ্নিকন্যাপুরে অবস্থান করা যায়। করবীরপুরে স্নান ও দেবহ্রদে স্নান এবং বিশালা তীর্থে তর্পণ ও স্নান করিতে পারিলে ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। আবর্ত্তনন্দা ও মহানন্দায় গমন করিলে অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নন্দনবনে পরম সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সমাহিতচিত্তে উর্ব্বশী তীর্থে গমন ও নিয়মানুসারে লৌহিত্য তীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রামহ্রদে স্নান ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে অবস্থান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। অতি পবিত্র মনে মহাহ্রদে স্নান করিয়া এক মাস অনাহারে অবস্থান করিতে পারিলে জমদগ্নিতুল্য সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। দৃঢ়ব্রত ও হিংসাপরিশূন্য হইয়া বিন্ধ্যাচলে শরীরকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া এক মাস তপস্যা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হয়। নর্ম্মদা ও শূর্পারক সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক এক পক্ষ উপবাসী থাকিলে নরপতিবংশে জন্ম লাভ হয়। সমাহিতচিত্তে তিন মাস সংযত হইয়া জম্বুমার্গে গমন করিলে এক দিবসের মধ্যেই সিদ্ধি লাভ হয়। কোকামুখে অবগাহন এবং তণ্ডুলিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক কৌপীনধারণ ও শাক ভক্ষণ করিতে পারিলে দশটী কুমারী লাভ হইয়া থাকে। যিনি কুমারিকা হ্রদের উপকূলে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর শমনসদনে গমন করিতে হয় না ; তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করেন। যিনি সমাহিত চিত্তে অমাবস্যাতে প্রভাস তীর্থে অবগাহন করেন, তাঁহার সিদ্ধি ও অমরত্ব লাভ হয়। উজ্জালক তীর্থ ও আর্ষ্টি-সেনের আশ্রম ও পিঙ্গর আশ্রমে স্নান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কুল্যা তীর্থে অবগাহন ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পিণ্ডারক তীর্থে স্নান করিয়া একরাত্রি উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মারণ্য পরিশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া অবগাহন করেন, তিনি পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভে অধিকারী হন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক মাস মৈনাক পর্ব্বতের তীর্থে অবগাহন ও সন্ধ্যোপাসনা করিলে সর্ব্বমেধযজ্ঞ ফললাভ হইয়া থাকে। ভ্রূণহা ব্যক্তি শতযোজন হইতে কামোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তর মানসে গমন করিতে পারিলে, ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। একবার নন্দীশ্বরের মূর্ত্তি অবলোকন করিতে পারিলে আর পাপের লেশ মাত্রও থাকে না। স্বর্গমার্গ তীর্থে অবগাহন করিলেই ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত হিমালয় পর্ব্বত অতি পবিত্র, সমুদায় রত্নের আকর, সিদ্ধ চারণগণ নিষেবিত ও

ভগবান্ ভূতনাথের শ্বশুর। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেহ অতি অসার বিবেচনা করিয়া ঐ পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মুনি ও দেবতাদিগের অর্চনায় নিরত থাকিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক অনায়াসে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহার কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। যে সকল তীর্থ নিতান্ত দুর্গম, তৎসমুদায় মনোমধ্যে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই তীর্থগমন অপেক্ষা পবিত্র কার্য্য ও স্বর্গফলপ্রদ আর কিছুই নাই। তীর্থযাত্রা উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, আত্মহিতকর সাধু; সুহৃৎ ও শিষ্যগণের নিকট কীর্ত্তন করা বিধেয়। এই তীর্থযাত্রা উপাখ্যান মহর্ষি কাশ্যপ অঙ্গিরার নিকট এবং অঙ্গিরা গৌতমের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান মহর্ষিগণের জপ্য; রহস্য ও পরম পবিত্র। লোকে ইহা প্রত্যহ জপ করিলে পবিত্র দেহ হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। যিনি এই অঙ্গিরাকীর্ত্তিত তীর্থযাত্রা উপাখ্যান শ্রবণ করেন; তিনি অতি উৎকৃষ্ট বংশে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক জাতিস্মর হন।

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে ধর্ম্মপরায়ণ, মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্; ব্রহ্মার ন্যায় ক্ষমাশীল, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত; সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, শরশয্যাশায়ী মহাত্মা ভীষ্মকে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহেন; সেই সময় অত্রি, বশিষ্ঠ; ভৃগু; পুলস্ত্য; পুলহ; ক্রতু; অঙ্গিরা; গৌতম; অগস্ত্য; সুমতি; বিশ্বামিত্র; স্থূলশিরা; সম্বর্ত্ত; প্রমিতি; দম; বৃহস্পতি; শুক্রাচার্য্য; ব্যাস; চ্যবন; কাশ্যপ; ধ্রুব, দুর্ব্বাসা জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, শবলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা; একত, নিতম্ভূ, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, পরশুরাম ও কচ প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। মহর্ষিগণ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া মধুর বাক্যে মহাত্মা ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁহাদিগের মধুর বাক্য শ্রবণে আপনাকে স্বর্গস্থ জ্ঞান করিয়া যাহার পর নাই পুলকিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ মহামতি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা অন্তর্হিত হইলে ও পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার স্তব ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে দিক্‌সমুদায় প্রকাশিত দেখিয়া পাণ্ডুতনয়দিগের মন একবারে বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! কোন্ দেশ, কোন্ রাষ্ট্র, কোন্ আশ্রম, কোন্ নদী ও কোন্ পর্ব্বতকে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে শিলবৃত্তি ও সিদ্ধ এই ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক সিদ্ধ মহর্ষি সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণের গৃহে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তি তাঁহাকে গৃহে সমাগত দেখিয়া বিধি পূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করিলেন। সিদ্ধ মহর্ষি তৎকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহার আবাসে পরমসুখে এক রাত্রি যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে মহাত্মা শিলবৃত্তি গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সিদ্ধের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত বেদ ও উপনিষদের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা শিলবৃত্তি সিদ্ধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ দেশ, রাষ্ট্র, আশ্রম, পর্ব্বত ও নদীকে পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন সিদ্ধ শিলবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! ভাগীরথী গঙ্গা সমুদায় দেশ, রাজ্য, আশ্রম ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তৎসমুদায়কেই পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণিগণ ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া যে গতি লাভ করিতে পারে, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান দ্বারা তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা গঙ্গাজলে অবগাহন করে, তাহাদিগকে কখনই স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না। গঙ্গাসলিল দ্বারা যাহাদিগের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারা দেহান্তে অনন্তকাল স্বর্গসুখ অনুভব করে। যাহারা প্রথমে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ গঙ্গার আরাধনা করে, তাহাদিগের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। ভাগীরথীর পবিত্র জলে স্নান করিলে যেরূপ পুণ্য লাভ হয়, শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তির যতগুলি অস্থি গঙ্গাজলে নিপতিত হয়; সে তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারে। দিবাকর যেমন উদয়কালে গাঢ়তর অন্ধকার তিরোহিত করিয়া সুশোভিত হন, সেইরূপ মনুষ্য গঙ্গাসলিলপ্রভাবে পাপশূন্য হইয়া বিরাজিত হইয়া থাকে। যে প্রদেশে পবিত্র গঙ্গাজল প্রবাহিত না হয়, সেই প্রদেশ শশধরশূন্য বিভাবরী, পুষ্পহীন তরু, ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট বর্ণ ও আশ্রম, সোমরস পরিশূন্য যজ্ঞ, দিবাকরবিরহিত অন্তরীক্ষ, পর্ব্বতহীন পৃথিবী ও বায়ুশূন্য আকাশের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই ত্রিলোকমধ্যস্থ সমুদায় প্রাণীই পবিত্র গঙ্গাসলিল দ্বারা তর্পিত হইলে যার পর নাই তৃপ্তিলাভ করে। সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত গঙ্গাজল গোময়ান্তর্গত যাবক অপেক্ষা শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। লোকে পবিত্রতাসম্পাদক সহস্র চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠান করিলেও গঙ্গাসলিলপায়ীর তুল্য ফললাভে সমর্থ হয় কি না সন্দেহ। অন্যত্র সহস্রযুগ একপদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফললাভ হয়, গঙ্গাতে একমাস ঐরূপে অবস্থান করিলে তদপেক্ষা সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অযুতযুগ অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান থাকে আর যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে ইচ্ছানুরূপ বাস করে, ঐ দুইব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাতীরবাসীই পূর্ব্বোক্ত কঠোর তপস্বী অপেক্ষা সমধিক ফলভোগী হয়, সন্দেহ নাই। যেমন তূলরাশি হুতাশনে নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ লোকে গঙ্গায় স্নান করিলে তাহার সমুদায় পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে সমস্ত মনুষ্য শোকদুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আশ্রয়লাভের অভিলাষ করে, ভগবতী ভাগীরথীই তাহাদিগের পরম আশ্রয় হইয়া থাকেন। বিহগরাজ গরুড়কে দর্শন করিলে ভুজঙ্গেরা যেমন বিষশূন্য হয়, সেইরূপ গঙ্গাদর্শন করিবামাত্রই মনুষ্যগণ পাপবিহীন হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক ও মর্য্যাদাশূন্য, একমাত্র গঙ্গাই তাহাদিগের মর্য্যাদা, আশ্রয় ও শুভ কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে নরাধম বিবিধ পাপে বিলুপ্ত হইয়া নরকে পতনোন্মুখ হয়, সে ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই সমুদায় পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে। যে মহাত্মা সতত ভাগীরথীর সেবা করেন, তিনি পরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিদিগের সমকক্ষ হন। যাহারা বিনয়াচারবিহীন ও অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, তাহারাও ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সদাচারপরায়ণ হইতে পারে। সুরগণের অমৃত, পিতৃগণের স্বধা ও নাগদিগের সুধা যেরূপ প্রীতিকর, গঙ্গাজল মনুষ্যদিগের সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ মনুষ্যেরা শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মলোক যেমন সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্নানার্থীদিগের পক্ষে জাহ্নবী সমুদায় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পৃথিবী ও ধেনু যেমন দেবগন্ধর্ব্বাদির উপজীব্য, সেইরূপ গঙ্গা পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রাণীর উপজীবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সুরগণ যেমন চন্দ্রসূর্য্যসংস্থিত অমৃত পান করেন, মনুষ্যেরা সেইরূপ গঙ্গাসলিল পান করিয়া থাকেন। জাহ্নবীর পুলিন হইতে বালুকা লইয়া কলেবরে লিপ্ত করিলে মনুষ্য দেবতার ন্যায় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। মস্তকে গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ করিলে সুনির্ম্মল সূর্য্যের ন্যায় রূপ হয়। বায়ু গঙ্গাসলিল সংযুক্ত হইয়া যাহাকে স্পর্শ করে, সে অচিরাৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। মানবগণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়াও যদি গঙ্গাদর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সমুদায় দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়। ভাগীরথী হংস ও কোক প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের গীত শব্দে গন্ধর্ব্বদিগকে এবং স্বীয় উত্তুঙ্গ তীরভূমি দ্বারা পর্ব্বত সমুদায়কে পরাস্ত করিয়াছেন। হংসাদি বিবিধ বিহঙ্গমাকীর্ণ গোকুলপরিপূর্ণ গঙ্গাকে অবলোকন করিলে স্বর্গভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া যাদৃশ প্রীতি লাভ হয়, স্বর্গলোকে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ করিলেও তাদৃশ প্রীতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মানবগণ কায়মনো-

বাক্যে পাপাচরণ করিয়াও একবার গঙ্গাদর্শন করিলেই পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্য গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিলস্পর্শন, ও গঙ্গায় অবগাহন করিলে তাহার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের সদ্গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ, গঙ্গাদর্শনাভিলাষ, গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিলস্পর্শ, গঙ্গাজলপান ও গঙ্গাসলিলে অবগাহন করে, ভগবতী ভাগীরথী তাহার উভয়কুল পবিত্র করেন। গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিয়া শত শত পাপাত্মা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতেছে। যিনি স্বীয় জন্ম, জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক করিতে বাসনা করেন, গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে গমন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, পুত্র, ধন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা সমর্থ হইয়াও মঙ্গলদায়িনী পবিত্রতোয়া জাহ্নবীকে অবলোকন না করে; পঙ্গু, মৃত, জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহাকে উপাসনা করেন; গৃহস্থ; বানপ্রস্থ; যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমবাসীরা যাঁহাকে আশ্রয় করেন; সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করা সমুদায় ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে মনোমধ্যে ভাগীরথীকে চিন্তা করে; তাহার নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ হয়। গঙ্গার উপাসনা করিলে বাধিজীবন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু; রাজা ও পাপ হইতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। পুণ্যদায়িনী গঙ্গা গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইলে, ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেবগণ সতত তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর দ্বারা ত্রিলোক সমলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। যিনি সেই গঙ্গার সলিল সেবা করেন; তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হন। যেমন দেবগণের মধ্যে সূর্য্য; পিতৃগণের মধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা শ্রেষ্ঠ; তদ্রূপ সমুদায় নদীর মধ্যে গঙ্গাই উৎকৃষ্ট। গঙ্গাবিহীন হইলে মানবদিগের যেরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়; পিতা; মাতা; স্ত্রী; পুত্র ও ধননাশ হইলেও তাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হয় না; গঙ্গা দর্শন করিলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। অরণ্য সন্দর্শন এবং অভিলষিত বিষয়; পুত্র ও ধনলাভ হইলেও গঙ্গাদর্শনের তুল্য প্রীতিলাভ হয় না। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নয়নপ্রীতিকর। যিনি গঙ্গার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত তাঁহার অনুগত হন; গঙ্গা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন। কি ভূচর; কি খেচর; কি দেবতা; কি অন্যান্য প্রাণী গঙ্গাসলিলে অবগাহন করা সকলেরই প্রধান কার্য্য। গঙ্গা ভস্মীভূত সাগরসন্তুতি সমুদায়কে পবিত্র করিয়া স্বর্গে নীত করিয়াছেন বলিয়া উঁহার যশঃসৌরভে বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাহাদিগের কলেবর ভাগীরথীর পবনোদ্ধৃত বেগবান্ পবিত্র তরঙ্গে অভিষিক্ত হয়; তাহারা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া থাকে। যে মহাত্মারা মুক্তিদায়িনী দুরবগাহা বেগবতী গঙ্গাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই দেবগণের সারূপ্য লাভ হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যগণ নিষেবিত, বিশ্বরূপা সুরধুনী অন্ধ, জড় ও দরিদ্রদিগের সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যাত্মারা অন্নপ্রদা কর্ম্মফলদায়িনী; ত্রিলোকপাবনী ত্রিপথগার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়াছে। যাঁহারা গঙ্গাতীর আশ্রয়; গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাজল পান করেন; দেবগণ তাঁহাদিগকে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা পতিতোদ্ধারিণী সর্ব্বভূতের আশ্রয় বিষ্ণুসম্ভূতা ভগবতী ভাগীরথীর তীরে বাস করিয়াছিলেন, উঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যাঁহার খ্যাতি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাতালতল ও সমুদায় দিগ্‌বিদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, মানবগণ সেই গঙ্গার জল সেচন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বয়ং গঙ্গাদর্শন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে গঙ্গাদর্শন করান, কার্ত্তিকেয়জননী সুবর্ণগর্ভা ধর্ম্মার্থকামপ্রদা ভাগীরথী তাঁহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতিনিয়ত গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই ত্রিবর্গ লাভ হয়। পৃথিবী ও আকাশের অলঙ্কারস্বরূপা হিমালয়দুহিতা শিবমোহিনী গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছেন। তরঙ্গমালাসমলঙ্কৃত বিশ্বদর্শিনী ভাগীরথী প্রথমে স্বর্গ হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হইয়া তৎপরে হিমালয়ে ও পরিশেষে হিমালয় হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা জাহ্নবীজলে অবগাহন করেন, বিশ্বত্রাণকারিণী নির্ম্মলতোয়া জাহ্নবী তাঁহাদিগের পথস্বরূপ হন। যিনি ক্ষমা, ধারণ ও রক্ষণবিষয়ে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহার তেজঃ সূর্য্য ও অনলের ন্যায়, ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর সেই জহ্নুতনয়ার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে মনেও বিষ্ণুপাদসম্ভূতা মহর্ষিগণপূজ্যা পতিতপাবনী গঙ্গার শরণাপন্ন হন, তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। ভাগীরথী জননীর ন্যায় লোকসমুদায়কে ইষ্টগতি প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব মোক্ষলাভার্থী মহাত্মাদিগের পক্ষে গঙ্গার উপাসনাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত বিশ্বভোগপ্রদা জগন্মাতা ভগবতী ভাগীরথীকে আশ্রয় করিবেন। মহাত্মা ভগীরথ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া ভগবতী জাহ্নবীকে পৃথিবীতে সমানীত করিয়াছেন, মানবগণ নিরন্তর সেই ভাগীরথীর শরণাপন্ন হইলে উভয়লোকে নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে।

এই আমি তোমার নিকট স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যানুসারে ভাগীরথীর গুণের কিয়দংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। মাদৃশ ব্যক্তি কখনই গঙ্গার গুণসমুদায় পরিমাণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে না। যদি সুমেরুর রত্নসমুদায় ও সমুদ্রের অগাধ সলিলরাশি পরিমাণ করা যায়, তথাপি গঙ্গাজলের গুণসমুদায় পরিমাণ করা যায় না; অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর কায়মনোবাক্যে জাহ্নবীর এই সমুদায় গুণের সমাদর করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিলে, ত্রিলোকে স্বীয় যশবিস্তৃত করিয়া অচিরাৎ পরমসিদ্ধিলাভপূর্ব্বক অভীষ্ট লোকে গমন করিতে পারিবে। ভক্তবৎসলা ভাগীরথী ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ও আমার বুদ্ধি যেন গঙ্গাদর্শনমাত্রেই প্রসন্ন ও ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহামতি সিদ্ধ মহাত্মা শিলবৃত্তির নিকট এইরূপে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বর্গমার্গে অধিরূঢ় হইলেন। মহাত্মা শিলবৃত্তিও ঐ মহাপুরুষের আদেশানুসারে যথাবিধি গঙ্গার আরাধনা করিয়া অচিরাৎ দুর্লভ গতি লাভ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও ভক্তিপরায়ণ হইয়া জহ্নুকন্যার উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মের মুখে এইরূপ গঙ্গামাহাত্ম্যযুক্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তব সম্বলিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনি বৃদ্ধ এবং প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র ও বিবিধ সদ্গুণ সম্পন্ন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কাহারই নিকট ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হয়? তপস্যা, সৎকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযোগী, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্থলে আমি মতঙ্গগর্দ্দভী সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ঔরসজাত বিবেচনা করিয়া উঁহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় অনুষ্ঠান করেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ, মতঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি দেবগণের উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, তুমি অবিলম্বে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর। মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র বেগগামী গর্দ্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, রথযোজিত গর্দ্দভ-

শিশু সেই দিকে গমন না করিয়া, স্বীয় জননীর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না। এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ কদাচ এরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হন না। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র। তিনি সকল ভূতের আচার্য্য ও শাসনকর্ত্তা, এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে কি তোমাকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে পারিত? এই দুরাত্মা অতিশয় পাপস্বভাব, শিশুর প্রতি ইহার কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইতেছে না। এই নির্দ্দয় যেমন ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার জাতিস্বভাবসুলভ অসদ্ভাব ইহাকে তোমার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শনে একান্ত পরাঙ্মুখ করিতেছে।

গর্দ্দভী এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মতঙ্গ তাহা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর রথ হইতে অবরোহণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমার জননী যে রূপে দূষিত হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চাণ্ডাল হইয়াছি এবং যে কারণে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

তখন গর্দ্দভী কহিল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। এই নিমিত্ত তোমার ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হইয়াছে ও তুমি চাণ্ডাল হইয়াছ।

মতঙ্গ গর্দ্দভীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণের অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিরাৎ গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণরূপ গুরুতর কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তুমি তাহা সুসিদ্ধ না করিয়া কিনিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?

তখন মতঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! যে ব্যক্তি চণ্ডালজাতি বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর মঙ্গল কি? যাহার জননী দুঃশীলা, সে কি রূপে কুশলী হইবে? এই গর্দ্দভী কহিতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। ইহার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিব। মতঙ্গ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষে যত্নসহকারে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ তাহার সেই দুষ্কর তপস্যা দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে সুররাজ ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র তথায় আগমনপূর্ব্বক তপস্বী মাতঙ্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি বিবিধ পার্থিব ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কি নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করিতেছ? এক্ষণে আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতে আসিয়াছি; তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। মতঙ্গ কহিলেন, ভগবন্! আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত এই তপোনুষ্ঠান করিতেছি। ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না। ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলেই আমি গৃহে প্রতিগমন করিব। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গের সেই অসঙ্গত প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মতঙ্গ! তুমি যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, উহা নিতান্ত দুর্লভ। তুমি এই অসুলভ বিষয়লাভের চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তপস্যা দ্বারা কোন ক্রমেই উহা অধিকার করা যাইতে পারে না। অতএব তুমি অবিলম্বে এই দুরাশা পরিত্যাগ কর। ত্রিলোকমধ্যে যাহা পরম পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে, তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, ব্রতধারী মতঙ্গ তাঁহার বাক্যে তপস্যায় বিরত না হইয়া, একশত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পুরন্দর পুনরায় তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ। তুমি উহা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইবে। তথাপি আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি; তুমি ব্রহ্মণ্য লাভের বাসনা করিও না। তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কোনক্রমেই উহা লাভ করিতে পারিবে না। জীব তীর্য্যক্‌যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চাণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা; বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শকোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্ট শত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত উনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয়গৃহে জন্মপরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয়বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথা বাধিতত্ত্বা তাহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদ্গতি লাভ হয়, আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার এককালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। হে মতঙ্গ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্য অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ্যলাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলেও মতঙ্গ তপস্যায় নিরত না হইয়া সংযতচিত্তে পুনরায় সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অনন্তর সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে বৃত্রাসুরনিপাতী পুরন্দর পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদায় কীর্ত্তনপূর্ব্বক মতঙ্গকে তপোনুষ্ঠানে নিষেধ করিলেন।

তখন মতঙ্গ কহিলেন, হে পুরন্দর! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; তথাপি কি নিমিত্ত আমার ব্রহ্মণ্যলাভ হইতেছে না?

দেবরাজ কহিলেন, বৎস! তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব কোনরূপেই ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আর তোমার বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন মতঙ্গ ইন্দ্রবাক্যশ্রবণে একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া গয়াতীর্থে গমন পূর্ব্বক এক বৎসর অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান করাতে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট শিরা সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদা তিনি সেই ঘোরতর নিয়মানুষ্ঠান করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বভূতহিতৈষী বরদাতা বাসব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণত্ব লাভ তোমার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, ফলতঃ ব্রাহ্মণ্য লাভ নিতান্ত সুকঠিন; উহার লাভ চেষ্টা করিলে অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণকে পূজা না করিলে অশেষ দুঃখ এবং পূজা করিলে বিবিধ সুখ লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সমুদায় প্রাণীর মঙ্গলদাতা। ব্রাহ্মণ হইতেই দেবতা ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণ যখন যাহা বাসনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। জীব পর্য্যায়ক্রমে বহুতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য লাভ করে; অতএব তুমি সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। কখনই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে না।

মতঙ্গ কহিলেন, দেবেন্দ্র ! আপনি আর কি নিমিত্ত আমাকে তিরস্কার করিয়া পীড়িতপীড়ন ও মৃত ব্যক্তির উপর প্রহার করিতেছেন। আমি তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযুক্ত হইলেও আপনি কি নিমিত্ত আমাকে উহা প্রদান করিতেছেন না। অনেকে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও নিয়মিতরূপে তাহা প্রতিপালন করিতেছে না। যাহারা দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, তাহারা নিতান্ত পাপাত্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধম। কিন্তু জনসমাজে তাদৃশ ব্যক্তিগণ ও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যখন অনেকে অহিংসা শমদমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তখন আমি আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব নিষ্পরিগ্রহ অহিংসাদি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ্যলাভে বঞ্চিত হইব। হায় ! আমার কি দুরদৃষ্ট ! আমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কেবল একমাত্র মাতৃদোষে এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভে অসমর্থ হইলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পুরুষকারপ্রভাবে দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, অতঃপর অগত্যা আমাকে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহবুদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা আমার যদি কিছুমাত্র সুকৃতি থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে অন্য অভিলষিত বর প্রদান করুন।

মহাত্মা মতঙ্গ এই কথা কহিবামাত্র বৃত্রাসুরনিপাতী সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন মতঙ্গ কহিলেন, দেবরাজ ! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কামরূপী বিহঙ্গম হই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয়। তখন ইন্দ্র মতঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি ছন্দোদেব নামে বিখ্যাত হইয়া কামিনীগণের পূজ্য হইবে। ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না।

হে ধর্ম্মরাজ ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা মতঙ্গও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি আমার নিকট এই মহৎ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ্যের দুর্লভত্ব প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু আমি শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যে কারণে ব্রহ্মণ্য লাভ হইয়াছিল, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে মহাত্মা বীতহব্য কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মহারাজ বীতহব্য যেরূপ লোকসৎকৃত দুর্লভ ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে প্রজাপালননিরত মনুর ঔরসে শর্য্যাতি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শর্য্যাতির বংশে মহারাজ বৎসের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহারাজ বীতহব্য দশ স্ত্রীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধবিশারদ একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ রাজপুত্রগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ ছিলেন।

ঐ সময় বারাণসীতে হর্য্যশ্ব নামে এক বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন। মহারাজ বীতহব্যের মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগে তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রাণসংহার পূর্ব্বক অকুতোভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকেও সংহার পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে সুদেবসন্তান মহাত্মা দিবোদাস সেই গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর কূলে সংস্থাপিত বর্ণচতুষ্টয়সমাকীর্ণ অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী বারাণসীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, পরাক্রান্ত শত্রুদিগের ভয়ে ইন্দ্রের অনুমতি ক্রমে স্বীয় রাজধানী সুদৃঢ় ও সমধিক শোভাসম্পন্ন করিলেন। তখন বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ দিবোদাসও সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সহস্র বৎসর তাঁহাদিগের সহিত দেবাসুরসংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে হতবাহন, হতযোধ ও ক্ষীণকোষ হইয়া নিতান্ত দৈন্যদশায় নিপতিত হইতে হইল। তখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বৃহস্পতিতনয় মহাত্মা ভরদ্বাজ কাশিরাজ দিবোদাসকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি কি নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইলে, তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি অবশ্যই তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব।

দিবোদাস কহিলেন, ভগবন্ ! বীতহব্যের আত্মজেরা রণস্থলে আমার বংশনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি একাকী বংশবিনাশশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি শিষ্যস্নেহনিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। সেই পাপাত্মারা আমার বংশে আমি ভিন্ন আর কাহাকেই অবশিষ্ট রাখে নাই। তখন প্রবলপ্রতাপ মহাভাগ ভরদ্বাজ দিবোদাসের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! তুমি এক্ষণে আর ভীত হইও না। আমি তোমার পুত্রলাভের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। তুমি সেই পুত্রের বলবীর্য্যপ্রভাবে বীতহব্যের বংশ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে। মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বলিয়া দিবোদাসকে বিদায় করিয়া, তাঁহার পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞপ্রভাবে মহীপাল দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ত্রয়োদশবৎসর বয়স্কের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলেন এবং সমগ্র বেদ ও ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে যোগে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই যোগপ্রভাবে প্রতর্দ্দনের দেহে ত্রিলোক মধ্যস্থ সমস্ত তেজ প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি সুরসি ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবলপরাক্রান্ত দিবোদাসতনয় শরাসন, খড়্গ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পিতার নিকট গমন করিলেন। সুদেবতনয় দিবোদাস স্বীয় পুত্র প্রতর্দ্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বীতহব্যের আত্মজেরা যে তাঁহার শরনিকরে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে এককালে নিঃসংশয় হইয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে মহীপাল দিবোদাস যুবরাজ প্রতর্দ্দনকে বীতহব্যের আত্মজগণের বিনাশসাধনার্থ অনুমতি করিলেন। প্রতর্দ্দন পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দনের রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নগরাকার রথসমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রতর্দ্দনের সন্নিহিত হইয়া জলধর যেমন হিমাচলের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত প্রতর্দ্দন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক বীতহব্যতনয়গণের নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া অচিরাৎ বজ্রানলসন্নিভ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দ্দননিক্ষিপ্ত শরনিকরে ছিন্নমস্তক হইয়া, রুধিরাক্ত কলেবরে কুঠারকর্ত্তিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ বীতহব্য পুত্রগণকে সমরশয্যায় শয়ান দেখিয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি ভৃগুও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। মহারাজ বীতহব্য রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে দিবোদাসতনয় প্রতর্দ্দন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। তিনি বীতহব্যের গমনের অনতিবিলম্বেই মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, মহাত্মা ভৃগুর শিষ্যগণমধ্যে এই আশ্রমে কে উপস্থিত আছেন,

তিনি অবিলম্বে মহর্ষিকে আমার আগমনসংবাদ প্রদান করুন। আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" মহাবীর দিবোদাসতনয় উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিধানানুসারে সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব। তখন প্রতর্দ্দন কহিলেন, ভগবন্! আপনার আশ্রমে বীতহব্য অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি তাহাকে পরিত্যাগ করুন। তাহার আত্মজগণ আমার বংশ বিলুপ্ত এবং আমার কাশীরাজ্য ও সমুদায় ধনরত্ন উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি বীতহব্যের সেই বলমদমত্ত শত পুত্র বিনাশ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাকে বিনাশ করিলেই পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ভৃগু বীতহব্যের প্রতি একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া, প্রতর্দ্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার এই আশ্রমমধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই ব্রাহ্মণ। মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, প্রতর্দ্দন তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে কহিলেন, ভগবন্! সেই দুরাত্মা বীতহব্য ক্ষত্রিয়; সে এক্ষণে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করাতে আপনি তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব তিরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রখ্যাপন করিতেছেন; সুতরাং আমারই বলবীর্য্যপ্রভাবে সে জাতিচ্যুত হইল। আমি ইহা দ্বারাই আপনাকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিতেছি। এক্ষণে আপনি আমার শুভানুধ্যান ও গমনে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ প্রতর্দ্দন এইরূপে উরগ যেমন মনুষ্যের বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বীতহব্যের প্রতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ বীতহব্যও ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে মহারাজ বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্রেই ব্রহ্মর্ষিত্ব ও ব্রহ্মবাদিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃৎসমদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাত্মা গৃৎসমদের রূপ অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় ছিল। একদা দৈত্যগণ উঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বোধ করিয়া একান্ত নিপীড়িত করে। ঋক্‌বেদমধ্যে উঁহার গুণকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা উঁহার সবিশেষ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। তাঁহার সুচেতা নামে এক পুত্র জন্মে। সুচেতার পুত্র বর্চ্চা। বর্চ্চার পুত্র সত্ত। সত্তের পুত্র বিতত্য। বিতত্যের পুত্র সত্য। সত্যের পুত্র সন্ত। সন্তের পুত্র শ্রবা। শ্রবার পুত্র তম। তমের পুত্র প্রকাশ। প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র। বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি। প্রমতি ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনকের জন্ম হয়। মহাত্মা শৌনক সেই শুনকের পুত্র। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও মহর্ষি ভৃগুর অনুগ্রহে সবংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের বংশপরম্পরা ও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তিরা পূজ্য তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে নারদ ও বাসুদেব সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা কেশব নারদকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভক্তি পূর্ব্বক কাহাকে নমস্কার করিতেছেন? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে উহা কীর্ত্তন করুন।

নারদ কহিলেন, কেশব! আমি যাঁহাদিগকে পূজা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে তোমার তুল্য শ্রোতা আর কেহই নাই। যাঁহারা বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, পর্ব্বত, অগ্নি, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদপারদর্শী ও স্নেহপরায়ণ, যাঁহারা আত্মশ্লাঘাবিহীন, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও ক্ষমাশীল হইয়া অনাহারে বেদকার্য্য সাধন করেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক শস্য, ধন, গাভী ও ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য সমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়া থাকেন, যাঁহারা বনমধ্যে ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হইয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা ভৃত্যভরণনিরত ও অতিথিসেবাপরায়ণ হইয়া দেবতার অবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করেন, যাঁহারা নিয়মিতরূপে বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা সমুদায় ভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ ও মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা অসূয়াশূন্য হইয়া একান্ত মনে বেদপাঠ করিয়া আচার্য্যকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হন, যাঁহারা ব্রতধারী, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও হব্যকব্যের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যাঁহারা মমতা, প্রয়োজন ও প্রতিবন্ধপরিশূন্য হইয়া নিয়ত দিগম্বরবেশে অবস্থান করেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, অহিংসাব্রতপরায়ণ ও শমদমাদিগুণে বিভূষিত, যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া কপোতের ন্যায় সঞ্চয়পরাঙ্মুখ হন এবং দেবতা ও অতিথিসেবায় সতত নিযুক্ত থাকেন, যে শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ত্রিবর্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও লোভপরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা বায়ু ভক্ষণ, সলিল পান ও যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া বিবিধ ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যাঁহারা অগ্নিহোত্র ব্রত পালন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদের এক মাত্র আধার এবং সমুদায় ভূত যাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই সমুদায় ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতেছি। আমি প্রতিনিয়ত উঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া থাকি। উঁহারা সকলেই সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ ও সমুদায় লোকের অজ্ঞানান্ধকারনাশক। অতএব তুমিও প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর। ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে উত্তম লোকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই সুখ প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি সতত গো, ব্রাহ্মণ, সত্য ও অতিথিসেবায় একান্ত অনুরক্ত, যাঁহারা শান্তিগুণাবলম্বী, ঈর্ষাপরিশূন্য, বেদাধ্যয়ননিরত, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাত্র বেদ অবলম্বন পূর্ব্বক দেবগণকে নমস্কার করেন, যাঁহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার পূর্ব্বক দানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা কৌমার ব্রহ্মচারী হইয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, যাঁহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণকে যথানিয়মে ভোজ্য বস্তু প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা যথানিয়মে সোমযজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন এবং যাঁহারা তোমার ন্যায় পিতা মাতা ও গুরুজনের প্রতি সতত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় আপদ্ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এক্ষণে তুমিও তদনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও অতিথিদিগকে পূজা কর, তাহা হইলে অনায়াসে সদ্গতিলাভে সমর্থ হইবে।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণী শরণাপন্ন হইলে, যাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক প্রিয়দর্শন কপোত এক শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়ব্যাকুলমানসে নভোমণ্ডল হইতে মহাত্মা শিবিরাজার ক্রোড়ে নিপতিত ও শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন বিশুদ্ধস্বভাব মহারাজ শিবি সেই নীলোৎপলসদৃশ শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন কপোতকে প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গম! তোমার ভয় নাই, তুমি কোথায় কি করিয়াছ এবং কাহার ভয়েই বা এরূপ ভীত ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। ঐ দেখ, রক্ষাধ্যক্ষ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কেহই তোমাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি বিশ্বস্ত ও ভয়বিহীন হও। আজি আমি তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদায় কাশিরাজ্য ও জীবনপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি।

মহারাজ শিবি কপোতকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্যেনপক্ষী তথায় সমুপস্থিত হইয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই মৃতকল্প কপোত আমার ভক্ষ্য। আমি বহু যত্নে

ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ; অতএব ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই কপোতের মাংস, রুধির, মজ্জা ও মেদ দ্বারা আমার বিলক্ষণ তৃপ্তিলাভ হইবে। অতএব আপনি আমার আহারের ব্যাঘাত করিবেন না। আমি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি ; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন। আমি ইহার অনুসরণপূর্ব্বক পক্ষ ও নখর দ্বারা ইহাকে ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় করিয়াছি। ঐ দেখুন, ইহার কেবল এক এক বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বিনির্গত হইতেছে, এক্ষণে ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই উচিত নহে। আপনি স্বীয় অধিকারস্থ মানবগণেরই প্রভু ; তৃষার্ত্ত খেচরদিগের প্রতি আপনার প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা নাই। শত্রু, ভৃত্য, স্বজন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দমন ও ব্যবহারবিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য বটে ; কিন্তু আকাশচারী বিহঙ্গকুলের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করা আপনার কখনই বিধেয় নহে। আমি আপনার শত্রু নহি, তথাচ যদি আপনি আমাকে আমার ভক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।

শ্যেনপক্ষী এই কথা কহিলে, মহারাজ শিবি তাহার বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বিহঙ্গম ! আজি আমি তোমাকে বৃষ, বরাহ, মৃগ বা মহিষের মাংস প্রদান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা ক্ষুধা শান্তি কর। আমি কখনই শরণাগত প্রতিপালন রূপ মহাব্রত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই দেখ, কপোত কোন মতেই আমার ক্রোড় পরিত্যাগ করিতেছে না।

তখন শ্যেন কহিল, মহারাজ ! আমি বৃষ, বরাহ ও অন্যান্য জন্তু ভোজন করি না। সুতরাং ঐ সকল জন্তুর মাংসে আমার প্রয়োজন কি ? দেবগণ কপোতদিগকেই আমাদের ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্যেনপক্ষীরা যে কপোতদিগকে ভক্ষণ করে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে যদি এই কপোতের প্রতি আপনার নিতান্ত স্নেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে এই কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করুন।

শ্যেন পক্ষী এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ শিবি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গমরাজ ! আজি তুমি আমাকে এই আদেশ করিয়া আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে। আমি অবিলম্বেই তোমাকে কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিতেছি। মহাত্মা শিবি শ্যেনপক্ষীকে এই কথা কহিয়া, তুলাদণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক উহার এক দিকে কপোতকে সন্নিবেশিত করিয়া, অপর দিকে স্বীয় মাংস ছেদন করতঃ প্রদান করিতে লাগিলেন। নানারত্নবিভূষিতা অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র হাহাকার করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাদিগের এবং মন্ত্রী এবং ভৃত্যবর্গের ক্রন্দনকোলাহলে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সময় নরপতির সেই সত্যপালন প্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী বিচলিত হইল। মহারাজ শিবি ক্রমে ক্রমে পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় ও উরুদ্বয় হইতে সমুদায় মাংস ছেদন পূর্ব্বক তুলাদণ্ডে প্রদান করিলেন ; তথাপি উহা কপোত-পরিমিত হইল না। পরিশেষে যখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি স্বীয় রুধিরাক্ত কলেবরে তুলাদণ্ডের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন।

তিনি তুলাদণ্ডে আরোহণ করিবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদিগের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। দেবগণ ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে বারংবার অমৃত ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার সন্তোষসম্পাদনার্থ নৃত্য গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ শিবি সেই সৎকার্য্য প্রভাবে স্বর্ণময় অট্টালিকা, মণিকাঞ্চনময় তোরণ ও বৈদূর্য্যমণিময় স্তম্ভে সমলঙ্কৃত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ ! এক্ষণে তুমি সেই মহাত্মা শিবি রাজার ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হও। যে ব্যক্তি ভক্ত, অনুরক্ত ও আশ্রিতদিগকে রক্ষা করে, সে পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ সুখভোগের অধিকারী হয়। যে মহীপাল সৎস্বভাবসম্পন্ন ও শিষ্টাচারনিরত হইয়া কপটতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। সেই বিশুদ্ধস্বভাব সত্যপরাক্রম কাশীরাজ শিবি স্বীয় সৎকার্য্য প্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, ... লাভ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মহাত্মা শিবির এই উপাখ্যান শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মহীপালগণের কোন্ কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহারা কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহীপাল সুখলাভার্থী হইয়া, ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের আরাধনাই রাজাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত পূজা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রাহ্মণ রাজার নগর বা জনপদবাসী হইবেন, রাজা তাঁহাদিগকে বহুবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান, তাঁহাদের প্রতি সান্ত্বাক্য প্রয়োগ ও তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করিবেন। এই কার্য্যকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া অবধারণ করা ভূপতিদিগের শ্রেয়স্কর। আপনার দেহ ও পুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূজনীয়, রাজা তাঁহাদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। ব্রাহ্মণেরা শান্তভাবে অবস্থান করিলে, রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে থাকে ; আর তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে মারণোচ্চাটনাদি বিবিধ উপায় ও তপোবললব্ধ তেজ দ্বারা সমগ্র দগ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় পূজা ও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনপূর্ব্বক লোকের জীবন রক্ষা করিতেছে সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রসাদেও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা ইহাদিগের বিনাশসাধন করা সাধ্যায়ত্ত নহে ; ইহাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। অরণ্যমধ্যে অগ্নিশিখা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে সমুদায় ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হন। অতি সাহসিক ব্যক্তিরাও উঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে। উঁহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলের ন্যায় ব্যক্তভাব ধারণ করিয়া থাকেন। কোন ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষিপ্রকারী ও কেহ কেহ বা কার্পাসের ন্যায় একান্ত মৃদু এবং কতক গুলি অতিশয় শঠ ; কতকগুলি যার পর নাই কপট। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গোরক্ষণ, কেহ কেহ ভিক্ষাচরণ, কেহ কেহ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ও কেহ কেহ নট নর্ত্তকের কার্য্যসাধন, কেহ কেহ নিরন্তর কলহ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন এবং কেহ কেহ বা লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণমধ্যে এইরূপ বহুবিধ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিরীক্ষিত হন। সেই নানাকর্ম্মনিরত বিবিধ কার্য্যোপজীবী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মজ্ঞতা সতত কীর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য। দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণমধ্যে কেহই উঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। উঁহারা দেবতাকে অদেবতা ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা উঁহাদিগের প্রিয়, তাঁহারা রাজা হন, আর যাহারা অপ্রিয়, তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। যে মূর্খেরা ব্রাহ্মণগণের অযশ ঘোষণা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। পরের নিন্দা ও প্রশংসানিরত কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির কারণ ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বিদ্বেষীদিগের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হন, আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন, সে অবিলম্বে পরাভূত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কাম্বোজ দ্রাবিড় কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক প্রভৃতি কতক গুলি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহদৃষ্টি ব্যতিরেকে শূদ্রত্বলাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের নিকট পরাভূত হওয়াই শ্রেয়, তাঁহাদিগকে পরাজয় করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্ব্বজগৎ বিনাশের পাপ অপেক্ষা ব্রহ্মহত্যার পাপ গুরুতর। মহর্ষিগণ ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের অপবাদ শ্রবণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যেস্থলে উঁহাদিগের অপবাদ কীর্ত্তিত হয়, তথায় অধোমুখে অবস্থান বা তথা হইতে প্রস্থান

করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্ব্বক পরমসুখে জীবিত থাকিতে পারে, এরূপ লোক জীবলোকে অদ্যাপি জন্মে নাই এবং জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। মুষ্টি দ্বারা বায়ুগ্রহণ এবং হস্ত দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ ও পৃথিবী ধারণ করা যেরূপ, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ সুকঠিন, সন্দেহ নাই

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণকে সতত পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণগণ সকলকেই সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনানুরূপ বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও অলঙ্কার প্রদান, নমস্কার এবং পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্র হইতে যেমন জীবগণের মঙ্গললাভ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে রাজ্যের মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও শত্রুদমনসমর্থ মহারথ ক্ষত্রিয়কে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বীয় ভবনে সৎকুলোদ্ভব ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বাসদান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণকে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন; অতএব ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্‌সমুদায় ব্রাহ্মণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে পাপাত্মার গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন না করেন, দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার গৃহে অন্নগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলেই দেবতা ও পিতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হন, সন্দেহ নাই। যাহারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করে, তাহারা পরম পরিতৃপ্ত ও চরমে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণোদ্দেশে যে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয়; দেবতা ও পিতৃগণ সেই সেই দ্রব্য দ্বারাই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যে যজ্ঞ হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণই সেই যজ্ঞের মূলকারণ। এই জগৎ যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে লীন হইবে, ব্রাহ্মণগণের তাহা অবিদিত নাই; একমাত্র ব্রাহ্মণপ্রভাবে স্বর্গ ও নরক উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ অধর্ম্ম ও ভূত ভবিষ্যৎ বিষয় সমুদায়ই অবগত আছেন। যাহারা ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাহাদিগের কুত্রাপি পরাভব নাই। তাহারা চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ ও বলের উপশম হইয়া থাকে। দেখ, ভৃগুবংশীয়েরা তালজঙ্ঘদিগকে, অঙ্গিরার বংশসমুৎপন্ন মহাত্মারা নীপগণকে এবং মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈতহব্য ও ঐলদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন গূঢ়ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ ইহলোকে যাহা পাঠ, যাহা শ্রবণ ও যে বিষয়ক কথোপকথন করা যায়, তৎসমুদায়ই গূঢ়ভাবে ব্রাহ্মণে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পৃথিবী ও বাসুদেবসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাসুদেব সর্ব্বভূতজননী ভগবতী বসুমতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! গৃহস্থ ব্যক্তিরা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন পৃথিবী বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! আমি নারদের মুখে শুনিয়াছি, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের মহারথিত্ব, কীর্ত্তি, বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত সৎকুলসম্ভূত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন পরম পবিত্র ব্রাহ্মণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ যাহাকে প্রশংসা করেন; সেই অভ্যুদয়শালী হয়। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে, তাহাকে মহার্ণবনিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ পরাভবের হেতু। দেখ ব্রাহ্মণশাপে ভগবান্ চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত ও সমুদ্র লবণোদকে পরিপূর্ণ হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণপ্রভাবে প্রথমে সহস্র ভগচিহ্নে পরিব্যাপ্ত হইয়া পরিশেষে আবার ব্রাহ্মণের প্রসাদে সহস্রনয়ন হইয়াছেন। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! বসুন্ধরা দেবী এইরূপ কহিলে, মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার বাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর; তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণ জন্মাবধি সকলের নমস্য। তাঁহারা অতিথিরূপে সুপক্ব অন্নের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণের মুখস্বরূপ। তাঁহাদিগের হইতেই ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ উৎপন্ন হয়। তাঁহারা জীবলোকের সুহৃৎ। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ পূজিত হইয়া আমাদিগের শুভানুধ্যান এবং আমাদিগের শত্রুবর্গ কর্ত্তৃক অসৎকৃত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাহাদের অশুভানুধ্যান করুন। পূর্ব্বে বিধাতা ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন; পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন; শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন; হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সুরক্ষিত হইয়া সকলকে রক্ষা করিবে। ইহাই তোমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। ইহা দ্বারাই তোমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। তোমরা আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধন করিয়া ব্রাহ্মী শ্রী লাভ করিবে। তোমরা সকলের আদর্শ ও নিয়ামক হইবে। শূদ্রের কার্য্যাবলম্বন করা তোমাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তোমরা দাসত্ব স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে; আর স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইলে শ্রী, বুদ্ধি, তেজ ও বিপুল মাহাত্ম্য অধিকার করিতে পারিবে। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তোমাদের আর পর নাই সৌভাগ্য জন্মিবে। তোমরা কোন স্থলে আতিথ্য স্বীকার করিলে গৃহস্থ শিশুদিগের ভোজন না হইলেও অগ্রে তোমাদিগকে ভোজন করাইবে। তোমরা অহিংসক, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া সমুদায় ইচ্ছাই চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। ভূর্লোক ও দ্যুলোক মধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে; তৎসমুদায়ই জ্ঞান, নিয়ম, তপস্যা দ্বারা অধিকার করা যায়। অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন, নিয়মানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের তপোবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী; কেহ উগ্রস্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ কেহ সিংহের ন্যায়; কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায় কেহ কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ কেহ সর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষতুল্য উগ্র ও কেহ কেহ বা নিতান্ত মৃদু এবং কেহ কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তিও কেহ কেহ বা দর্শনমাত্রেই বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ এই রূপ নানাপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইলেও তাহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোন্বশির, শৌণ্ডীক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পরাভবনিবন্ধন অসুরগণ সলিলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদবলে দেবগণ স্বর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেমন আকাশের সৃষ্টি, হিমালয় পর্ব্বতের পরিচালন ও সেতু বন্ধন দ্বারা গঙ্গা স্রোতের প্রতিরোধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে পরাভূত করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রহ্মবিরোধ উপস্থিত করিয়া কোন নরপতিই পৃথিবীশাসনে সমর্থ হইতে পারেন না। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিবার বাসনা থাকে; তাহা হইলে সতত ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও দান দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষ সম্পাদন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দানগ্রহণ করিলে ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়া থাকে। যাহারা প্রতিগ্রহ স্বীকার না করেন; সতত সাবধান হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে কুল রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর শক্রশম্বরসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিতকলেবর হইয়া হুষবেশে বিরূপ রথারোহণে শম্বরাসুরের নিকট আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন; দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপ ব্যবহার দ্বারা স্বজাতীয়দিগকে অতিক্রম করিয়াছ এবং কোন্ ব্যবহারবলেই বা তাহারা তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে; তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

শম্বর কহিলেন; মহাত্মন্! আমি কখন ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করি না। ব্রাহ্মণগণ যে উপদেশ প্রদান করেন; আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে আমি অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করিয়া কদাচ তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করি না। আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণকে সাদরসম্ভাষণ ও তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া থাকি। তাঁহারাও বিশ্বস্তচিত্তে আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ও আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। আমি কখন তাঁহাদের কোন অপরাধ করি না। তাঁহারা অসাবধান থাকিলেও আমি সাবধান এবং তাঁহারা নিদ্রিত হইলেও আমি জাগরিত থাকি। আমি একান্ত ব্রাহ্মণানুগত বলিয়া শাস্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করিলে মধুমক্ষিকা যেমন ক্ষৌদ্রপটলকে মধুধারায় অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ তাঁহারা আমাকে অমৃততুল্য বিদ্যারসে আর্দ্র করিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বীয় মেধাবলে তৎসমুদায়ই গ্রহণ এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠতার বিষয় অনুধ্যান করি। আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট যুক্তিরূপ সুধাপান করিয়া থাকি বলিয়া তারাগণমধ্যস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় স্বজাতীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থান করিতেছি। আমার পিতা ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণের মুখবিনির্গত অমৃতময় জ্ঞানস্বরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনায়াসে জয় লাভ করিতে পারে। তিনি দেবাসুরযুদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণের মহিমা দর্শন করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, নিশাকরকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিলেন?

তখন চন্দ্র কহিলেন, দৈত্যরাজ ব্রাহ্মণেরা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের ভুজবলের ন্যায় ব্রাহ্মণের বাক্যবল নিতান্ত দুঃসহ। ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অল্পমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ক্রোধবিহীন হইলেই নির্ব্বাণপদ লাভ করেন। আর তিনি স্বীয় গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পিতার নিকট সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিলেও লোকে তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। সর্প যেমন মূষিকাদিকে গ্রাস করে, তদ্রূপ বসুমতী রণপরাঙ্মুখ রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অভিমানশালী ব্যক্তিকে অধিকৃত, ব্রাহ্মণ প্রবাসী ও কন্যকা গর্ভবতী হইলেই জনসমাজে দূষিত হইয়া থাকে। হে মহাত্মন্! আমার পিতা ভগবান্ চন্দ্রমার নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, আমিও এক্ষণে পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া থাকি।

হে ধর্ম্মরাজ! পুরন্দর এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে শম্বরের নিকট ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহাদের পূজায় যত্নবান্ হইয়া অচিরাৎ দেবরাজত্ব লাভ করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অদৃষ্টপূর্ব্ব চিরাশ্রিত ও দূর হইতে অভ্যাগত এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে সৎপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! উঁহারা সকলেই সৎপাত্র। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য ও কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে প্রার্থনানুরূপ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করিয়া দান করা নিতান্ত অনুচিত। যে ব্যক্তি ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করে, তাহাকে অবশ্যই ক্লেশভাগী হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণের ক্লেশ ও প্রাণহিংসা না করিয়া, কাহাকে দান করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অসূয়াবিহীন ও জ্ঞানবান্ হইলেই সম্মানাস্পদ ও দানের যোগ্যপাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও অসূয়াবিহীন নহেন, তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব স্থিরচিত্তে মানবগণকে সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অক্রোধ সত্যবাক্য, অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা, ও শম এই সমুদায় গুণে অলঙ্কৃত হন এবং কখন কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সম্মানের পাত্র। কি চিরাশ্রিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, ঐ সমুদায় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সম্মানের ভাজন হইতে পারেন। বেদের অপ্রামাণ্যনির্দ্দেশ, শাস্ত্রলঙ্ঘন ও সামাজিক-নিয়মভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী, বেদনিন্দক, শ্রুতিবিরোধী, কুতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশনিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিশঙ্কী, মূঢ়, অব্যবস্থিতচিত্ত ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে কুক্কুরতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুক্কুরগণ চীৎকার ও অন্যকে বধ করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ উহারাও কেবল বৃথা বাগ্‌জালবিস্তার ও সমুদায় শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ শিষ্টব্যবহার, ধর্ম্ম ও শমদমাদি গুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞ দান দেবঋণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্য দ্বারা অতিথিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় না।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কামিনীগণ নিতান্ত লঘুচিত্ত ও সমুদায় দোষের আকর বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে; অতএব তাহাদের কিরূপ স্বভাব তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই নারদপঞ্চচূড়াসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ সমুদায় লোক-পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি একদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতম্বিনি! আমি তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

তখন পঞ্চচূড়া কহিল, মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে আমার বক্তব্য ও সাধ্যায়ত্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সাধ্যানুসারে আপনার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিব।

নারদ কহিলেন, সুন্দরি! তোমাকে অবক্তব্য বা অসাধ্য বিষয়ক প্রশ্ন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে তোমার নিকট স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

মহর্ষি নারদ এইরূপ অনুরোধ করিলে, পঞ্চচূড়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহর্ষে! আমি নারী হইয়া কিরূপে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিব! স্ত্রীলোকের স্বভাব আপনার অবিদিত নাই; অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কামিনীকুলের নিন্দা করিতে পারিব না।

নারদ কহিলেন, সুন্দরি! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারী হইয়া নারীগণের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আমার মতে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়, সত্য কহিলে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে যথার্থরূপে স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় কীর্ত্তন কর।

তখন পঞ্চচূড়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহর্ষে! যদি নিতান্তই আমার মুখে স্ত্রীজাতির নিন্দা শ্রবণ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, শ্রবণ করুন। কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই।

উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান্ রূপবান্ পতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষসম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হইয়া, তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে। উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না; পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে। উহারা ধর্ম্মভয়, কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কদাচ পতির বশীভূত হয় না। কুলকামিনীগণ সতত যৌবনসম্পন্না স্ত্রিব্যাভরণভূষিতা বেশ্যাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে। পতিগণ উহাদিগকে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গু প্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের মত কমোন্মত্তা আর কেহই নাই। উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে, কৃত্রিম পুংচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধবন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করে। উহার নিতান্ত চঞ্চল স্বভাব। উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদী দ্বারা সমুদ্রের ও সর্ব্বভূত সংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। সুশ্রী পুরুষ দর্শন করিবামাত্র উহাদের যোনি আর্দ্র হয়। ভর্ত্তৃগণ সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। স্বরতক্রীড়া উহাদের প্রিয়, বিবিধ ভোগ্যবস্তু, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহ প্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের এক দিকে যম বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে, স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সময় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পুরুষেরা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগের প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অন্তঃকরণে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যখন কামিনীগণ অশেষ দোষের আকর, তখন পুরুষেরা কি নিমিত্ত উহাদের সহিত সংসর্গ করে। উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহারা ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণ ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নিত্য নিত্য নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে, শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে, উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিকেও প্রিয়সম্ভাষণ দ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমার বোধ হয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাত্মারা কামিনীগণের বুদ্ধির কার্য্যসমুদায় অবলোকন করিয়াই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহাদিগের পূজা করে, আর যে উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইদানীন্তন মহিলাগণের পাতিব্রত্যধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্তি করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে কামিনীগণকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, অথবা যদি কেহ পূর্ব্বে কোন কামিনীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি স্ত্রীজাতির বিষয়ে যে যে কথা কহিলে তৎসমুদায়ই সত্য। এক্ষণে পূর্ব্বে মহাত্মা বিপুল যেরূপে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ও সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদায়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে প্রজাগণ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। তাহারা স্বীয় পুণ্যবলে আপনারাই দেবত্ব লাভ করিত। দেবগণ তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বর্গলাভ করিতে দেখিয়া, শঙ্কিতমনে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের অন্তর্গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া মানবগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ছিল, ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক ঐরূপ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হওয়া অবধি স্ত্রীলোক ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইয়াছে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকারে ঐরূপ মহিলাগণের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষয়ভোগেচ্ছা প্রদান করিলেন। উহারাও কামলুব্ধ হইয়া সর্ব্বদা মানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কামের সহায়স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন। তখন মানবগণ কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ সমুদায় স্ত্রীতে আসক্ত হইল স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্য্যবিহীনা, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যা ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা, কটুবাক্যপ্রয়োগ, ও রতি এই সমুদায়ে আসক্ত করিয়া দিয়াছেন। কটুবাক্যপ্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট স্ত্রীজাতির সৃষ্টিবিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা বিপুল যেরূপে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবশর্ম্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রুচি নাম্নী এক পরম রূপবতী ভার্য্যা ছিলেন। দেবদানব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর সেই কামিনীর অলোকসামান্য রূপে মোহিত হইয়া তাহার সহিত সংসর্গ করিতে সতত যত্নবান্ ছিলেন। মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্ত্রীজাতির চরিত্র ও পুরন্দরের পারদারিকতা অবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া যথোচিত যত্নসহকারে স্বীয় পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

একদা ঐ মহর্ষি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া কিরূপে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রিয়শিষ্য বিপুলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিব। ইন্দ্র সতত আমার ভার্য্যার সতীত্বভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে। সেই পাপাত্মা মায়াবলে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারে। অতএব তুমি সাবধান হইয়া নিরন্তর ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

মহাত্মা দেবশর্ম্মা এইরূপ আজ্ঞা করিলে, অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মহাতপা বিপুল তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইন্দ্র কোন্ কোন্ রূপ ধারণ করিতে পারে এবং তাহার শরীর ও তেজই বা কিরূপ, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

তখন ভগবান্ দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের মায়া সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ দুরাত্মা ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সে কখন কিরীট, কখন বজ্র, কখন মুকুট, ও কখন কুণ্ডল ধারণ করে; আবার মুহূর্ত্তমধ্যে চাণ্ডালসদৃশ হয়। ঐ পাপাত্মা কখন শিখা, কখন জটা, কখন কৌপীন এবং কখন বৃহৎ, কখন স্থূল ও কখন বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে। কখন গৌরাঙ্গ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন রূপবান্, কখন কুৎসিত, কখন রায়রূপী, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন প্রতিলোমজাতি, কখন অনুলোমজাতি হয় এবং কখন শুক, কখন, বায়স, কখন হংস, কখন কোকিল, কখন ব্যাঘ্র, কখন সিংহ, কখন হস্তী; কখন দেবতা; কখন দৈত্য; কখন নরপতি, কখন পক্ষী, কখন চতুষ্পদ, কখন মক্ষিকা ও কখন বা মশকাদির বেশ ধারণ করিয়া থাকে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও ঐ পাপাত্মার রূপ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না। ঐ দুরাত্মা রূপান্তর পরিগ্রহ করিলে কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উহাকে অবলোকন করা যায়। অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে আমার সহধর্ম্মিণী রুচিকে রক্ষা করিবে। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য উচ্ছিষ্ট করে, তদ্রূপ ইন্দ্র যেন উঁহাকে দূষিত করিতে না পারে।

মুনিবর দেবশর্ম্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাত্মা বিপুল গুরুবাক্যশ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কিরূপে আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নীকে রক্ষা করি। দেবরাজ পরম মায়াবী ও মহাবল পরাক্রান্ত। আমি আশ্রম বা উটজদ্বাররোধ ও পৌরুষপ্রকাশ করিয়া কোনরূপেই তাহার আগমন নিবারণ করিতে পারিব না। সে অনায়াসে বায়ুরূপ ধারণ করিয়াও গুরুপত্নীকে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উঁহাকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। যদি গুরু আজি উঁহাকে ইন্দ্রোপভুক্ত বলিয়া অবগত হন, তাহা হইলে রোষবশতঃ নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। অতএব ইঁহাকে ইন্দ্র হইতে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত। গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আজি আমি যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উঁহাকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার একটী অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে। পদ্মপত্রস্থিত সলিলবিন্দু যেরূপ পাত্রের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমি নির্লিপ্তভাবে গুরুপত্নীর শরীরে অবস্থান করিলে, আমাকে কখনই দোষী হইতে হইবে না। অতএব আজি আমি এইরূপে উঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ। মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর রক্ষাবিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ধর্ম্ম, বেদশাস্ত্র এবং আপনার ও গুরুর তপোবল অবধারণপূর্ব্বক গুরুপত্নীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন ও বিবিধ কথা প্রসঙ্গে তাঁহার মোহ উৎপাদন করিলেন। পরে যোগবলে তাঁহার নয়নযুগল আচ্ছন্ন করিয়া বায়ু যেমন আকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বীয় অবয়ব দ্বারা তাঁহার সমুদায় শরীরস্তব্ধ করিয়া ছায়ার ন্যায় উঁহার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ঐ সময় দেবরাজ এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া রমণীজনলোভনীয় মনোহর বেশ ধারণপূর্ব্বক মহাত্মা দেবশর্ম্মার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাতপা বিপুল চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পূর্ণেন্দুবদনা কমলনয়না পৃথুনিতম্বিনী রুচি তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। সুররাজ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র পরম সুন্দরী রুচি তাঁহার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে বিস্মিত হইয়া গাত্রোত্থান এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে তাহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তখন দেবরাজ সেই ঋষিপত্নীকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মৃদুহাসিনি! আমি ইন্দ্র; অনঙ্গবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ কর। দেবরাজ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও রুচি স্বীয় শরীরাধিষ্ঠিত বিপুলের প্রভাবে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান বা গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যোগবলে তাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর রূপে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ রুচিকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনর্ব্বার সলজ্জভাবে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি অবিলম্বে আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তখন সুররাজ পুনরায় এই কথা কহিলে, ঋষিপত্নী তাহাকে মধুর বাক্যে অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দেহমধ্যস্থ মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে হঠাৎ তাহার মুখ হইতে "হে দেবরাজ! তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ" এই বাক্য বিনির্গত হইল। অকস্মাৎ এইরূপ কঠোর বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হওয়াতে রুচি নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া রহিলেন। দেবরাজও সেই অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইলেন। পরিশেষে সুররাজ দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণপত্নীর দেহমধ্যে অতুল তেজঃসম্পন্ন মহাতপা বিপুলকে দর্শন করিলেন। বিপুলকে অবলোকন করিবামাত্র অভিশাপভয়ে তাহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল।

তখন মহাতপা বিপুল অবিলম্বে গুরুপত্নীর দেহ হইতে স্বীয় কলেবরে প্রবেশ করিয়া, ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অরে পাপাত্মন্! দুর্ব্বুদ্ধে! তোর এই অজিতেন্দ্রিয়তাদোষ নিবন্ধন অতি অল্পকাল মধ্যেই দেবতা ও মনুষ্যগণ তোর অর্চ্চনায় বিরত হইবেন। একবার এইরূপ অজিতেন্দ্রিয়তা নিবন্ধন মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে তোর সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহা তুই বিস্মৃত হইয়াছিস্। তোর তুল্য মূর্খ দুশ্চরিত্র ও নীচ আর কেহই নাই। আমি স্বয়ং আমার গুরুপত্নীকে রক্ষা করিতেছি। অতএব তুই অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর। আজি তোর প্রতি আমার দয়া উপস্থিত না হইলে এতক্ষণ আমার তেজে তোর কলেবর দগ্ধ হইয়া যাইত। তুই অচিরাৎ এ স্থান হইতে পলায়ন কর। নচেৎ আমার গুরু মহাতপা দেবশর্ম্মা আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধদীপ্ত চক্ষু দ্বারা তোকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ব্রাহ্মণগণকে সতত সম্মান করা তোর অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুই আর কখন এইরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিস্ না। কখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যেন তাঁহাদের তেজে তোকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিনষ্ট হইতে না হয়। তুই মনে করিতেছিল, আমি অমর, কেহই আমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না; কিন্তু তপোবলের অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাত্মা বিপুল এইরূপ তিরস্কার করিলে, দেবরাজ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর প্রদান না করিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের মুহূর্ত্তকাল পরে মহাতপা দেবশর্ম্মা যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন প্রিয়শিষ্য মহাতপা বিপুল গুরুর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার ভার্য্যা প্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ অশঙ্কিতচিত্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মহর্ষি দেবশর্ম্মা ভার্য্যার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! ইন্দ্র এখানে আসিয়া গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছিল; আমি গুরুপত্নীকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি। তখন মহাতপা দেবশর্ম্মা বিপুলের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সুশীলতা, সৎস্বভাব, তপস্যা, নিয়ম, দৃঢ়তর গুরুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নিবন্ধন তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি বর প্রদান করিতেছি, ধর্ম্মে তোমার স্থিরবুদ্ধি হইবে। দেবশর্ম্মা এইরূপ বর প্রদান করিলে, মহাত্মা বিপুল তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নানাস্থানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাতপা দেবশর্ম্মাও ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্রের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বিজন বিপিনে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা বিপুল ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমি সিদ্ধ হইয়াছি ও উত্তম লোক পরাজয় করিয়াছি, বিবেচনা করিয়া মহাস্পর্দ্ধা সহকারে নির্ভীকচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনী অঙ্গরাজ চিত্ররথের সহধর্ম্মিণী প্রভাবতীভবনে একটি মহোৎসব উপস্থিত হইল। প্রভাবতী এই উপলক্ষে স্বীয়

ভগিনী রুচিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহার অঙ্গ হইতে সহসা কতকগুলি দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুম দেবশর্ম্মার আশ্রমের অনতিদূরে কানন মধ্যে নিপতিত হয়। ঋষিপত্নী রুচি স্বামীর সহিত কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ সমুদায় পুষ্প দর্শন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভগিনী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেই পুষ্প মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া অঙ্গরাজভবনে গমন করিলেন। অঙ্গরাজপত্নী প্রভাবতী সেই পুষ্প দর্শন করিয়া রুচিকে কহিলেন, ভগিনি! তুমি আশ্রমে গমন পূর্ব্বক আমার নিমিত্ত এই প্রকার পুষ্প পাঠাইয়া দিবে; কোনক্রমে বিস্মৃত হইও না। অনন্তর রুচি ভগিনীর আবাস হইতে স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভর্ত্তার নিকট ভগিনীর অনুরোধ নিবেদন করিলেন। তখন মহর্ষি দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য বিপুলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে এইরূপ পুষ্প আহরণার্থ গমন কর। তখন মহাতপা বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণ মাত্র যে প্রদেশে সেই দিব্য পুষ্প নিপতিত হইয়াছিল, তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন, এ স্থানে আর অনেকগুলি সেইরূপ পুষ্প নিপতিত রহিয়াছে। তৎসমুদায়ের মধ্যে একটীও ম্লান হয় নাই! মহাত্মা বিপুল সেই অপরিম্লান দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুমগুলি প্রাপ্ত হইয়া মহা আহ্লাদে চম্পকবনাকীর্ণ চম্পা নগরীতে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দেখিলেন, সেই নির্জ্জন বনে এক নরমিথুন পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে একটী ঐ সময় অপেক্ষাকৃত শীঘ্র গমন করিল। অপরটী তদ্দর্শনে তাহাকে কহিল, তুমি কি নিমিত্ত শীঘ্র গমন করিলে? সে কহিল, আমি আমার নিয়মানুসারেই গমন করিয়াছি, শীঘ্র গমন করি নাই। এইরূপে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে তাহাদের ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। তখন তাহারা উভয়েই এই শপথ করিল যে, আমাদিগের মধ্যে যে মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তাহার যেন পরলোকে দ্বিজবর বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হয়।

নরমিথুন এইরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি অতি কষ্টে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কিন্তু এই নরমিথুনের বাক্য শ্রবণে বোধ হইতেছে, আমার নিতান্ত দুর্গতিলাভ হইবে। ঐ নরমিথুন যে আমাকে পাপকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইহার কারণ কি? আমি কি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। মহাত্মা বিপুল এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ মনে স্বীয় দুষ্কৃত বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য ছয় জন মনুষ্য তাহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। উহারা হর্ষলোভের বশীভূত হইয়া স্বর্ণ ও রজতময় অক্ষ দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল। উহারা ক্রীড়া করিতে করিতে শপথ করিয়া কহিল যে; আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি লোভ বশতঃ অন্যায়াচরণ করিবে, তাহার পরলোকে বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হইবে।

ঐ ছয় ব্যক্তি ঐ রূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল আপনাকে পাপকারী স্থির করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আপনার জন্মাবধি কোন পাপই তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। পরিশেষে বহুদিবসের পর তাহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু গুরুর নিকট উহা ব্যক্ত করি নাই। তাহাতেই আমার ঘোরতর পাপ হইয়াছে।

মহাত্মা বিপুল মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া চম্পা নগরীতে আগমন পূর্ব্বক উপাধ্যায়কে সেই পুষ্প প্রদান এবং যথানিয়মে তাহার পূজা করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

তখন মহাত্মা দেবশর্ম্মা প্রিয়শিষ্য মহর্ষি বিপুলকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস! তুমি মহাবনে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ; আমি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছি। তুমি যেরূপে রুচিরে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার, রুচির এবং তুমি বনমধ্যে যাহাদিগকে দর্শন করিয়াছ, তাহাদিগের অবিদিত নাই।

বিপুল কহিলেন, ভগবন্! আমি মহা বনে যে নরমিথুন ও যে পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছি, তাহারা কে এবং কিরূপেই বা আমার কার্য্য সমুদায় পরিজ্ঞাত হইল, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন দেবশর্ম্মা কহিলেন, বৎস! তুমি মহারণ্যে যে স্ত্রীপুরুষকে দর্শন করিয়াছ, তাহারা দিবারাত্রি, এবং যে ছয় পুরুষকে পাশক্রীড়া করিতে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু। তোমার পাপ তাহাদিগের অগোচর নাই। তাহারা চক্রের ন্যায় নিয়ত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব নির্জ্জনে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, 'আমার এই দুষ্কর্ম্ম কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না' এরূপ বিবেচনা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মারা নির্জ্জনে যে যে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, দিবা, রাত্রি ও ছয় ঋতু তৎসমুদায়ই দর্শন করিয়া থাকে। তুমি রুচিরে যে রূপে রক্ষা করিয়াছিলে তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর নাই বলিয়া তোমার পরলোকে অসদ্গতি লাভ হইবে। তুমি ভয় প্রযুক্ত আমার নিকট আত্মকার্য্য নিবেদন না করিয়া 'উহা কেহই অবগত হয় নাই' মনে করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত সেই বনমধ্যস্থ নরকলেবরধারী দিবারাত্রি ও ঋতুসমুদায় তোমাকে তোমার দুষ্কৃত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। মানবগণ শুভ বা অশুভ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দিবা রাত্রি ও ঋতু সমুদায়ের কিছুই অবিদিত থাকে না। তুমি দুর্ব্বৃত্তা রুচিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদি তোমার চরিত্রের দোষ থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধ-বশতঃ তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম, সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পুরুষে ও পুরুষগণ স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে; অতএব যদি রুচিকে রক্ষা করিবার সময় তোমার মন বিকৃত হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমাকে শাপপ্রদান করিতাম। যাহা হউক, তুমি যেরূপে আমার পত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট তোমার ব্যক্ত করা হইল। অতঃপর তুমি আমার বরে স্বর্গারূঢ় হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করিতে পারিবে। মহর্ষি দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে ও ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বর্গে আরোহণপূর্ব্বক পরমানন্দে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগীরথীতীরে উপবিষ্ট হইয়া কথা প্রসঙ্গে আমার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্ত্রীগণকে সতত সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপনিরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ দুষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। মহাত্মারা বিপুলের ন্যায় উপায় অবলম্বন না করিলে, কখনই উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। উহারা অতিশয় তীব্রস্বভাবসম্পন্ন, যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহাকেই প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আর কেহই উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদিগের কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না। উহাদিগের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে, কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্ত চিত্তে উহাদিগেরে সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাঁহাকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। একমাত্র মহাত্মা বিপুলই যোগবলে গুরুপত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই স্ত্রীজাতির রক্ষাবিধানে সমর্থ হয় না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণয় হওয়াই দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসৎকার ও স্বজনপ্রতিপালন প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের মূল; অতএব কিরূপ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কন্যাকর্ত্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্য্যাদা ও কার্য্যের বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। বরকে ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যা প্রদান করিলে ঐ বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাজাপত্য বিবাহ

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত। কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। বর অধিক সংখ্যক ধন দ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারবর্গকে লোভপ্রদর্শন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে আসুর বিবাহ কহে এবং পরিজনেরা কন্যাপ্রদানে অসম্মত হইলেও পরিণেতা তাহাদিগকে প্রহার বা তাহাদিগের মস্তক ছেদন পুরঃসর বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার বিবাহই ধর্ম্ম্য এবং অবশিষ্ট রাক্ষস ও আসুর এই দুই প্রকার বিবাহই নিন্দনীয়। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই তিন প্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীই সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ কহেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় কেবল উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রাকেও গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অনেকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন; ফলতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূদ্রাতে সন্তানোৎপাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক পাত্র দশমবর্ষীয়া এবং একবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পাত্র সপ্তমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা না থাকে, সে তাহার পিতার পুত্রস্থানীয় হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিবাহ করা বিধেয় নহে। কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বান্ধবগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার পতির সহিত প্রীতি অবিচলিত থাকে ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হয়। মনুর মতে মাতামহের সপিণ্ডা ও পিতার সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করা কদাপি বিধেয় নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের চক্ষুস্বরূপ। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণলালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব যদি প্রথমতঃ এক ব্যক্তি এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্কপ্রদান, অপর ব্যক্তি, সেই কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরামর্শ করিয়া তাহাকে কন্যাদান করিব বলিয়া স্থির করাতে সেই কন্যার নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিতে অঙ্গীকার; অন্য ব্যক্তি সেই কন্যার নিমিত্ত বলপ্রকাশ, অপর ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত ধনলোভপ্রদর্শন এবং আর এক ব্যক্তি বিধি পূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে; তাহা হইলে ঐ কন্যা ধর্ম্মানুসারে কাহার ভার্য্যা হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ইহলোকে মানবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করে; তাহার অন্যথা করিলেই তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া এক জনকে কন্যাদান করিতে স্থির করিয়া যদি অন্যকে ঐ কন্যা দান করে তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু যাহাকে কন্যা দান করিব বলিয়া পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল; সে কখনই ঐ কন্যার পতি হইবে না। কন্যা পূর্ব্বে এক ব্যক্তির ভার্য্যা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্যক্তি মনোনীত না হওয়াতে যদি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন; তাহা হইলে ঐ কন্যা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। আর কেহ কেহ কহেন; ঐরূপ স্থলে কন্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক নাই। মনু কহিয়াছেন; যে ব্যক্তি মনোনীত না হয়; তাহার সহবাস করিলে যশ ও ধর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা; অতএব অমনোনীত ব্যক্তির সহবাস না করাই শ্রেয়। কন্যার বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি বিধি পূর্ব্বক উহাকে এক পাত্রে সম্প্রদান করে; তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে পারে। আর কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ যদি এক জনকে কন্যাদান করিব বলিয়া তাহার নিকট কেবল শুল্ক গ্রহণ করে; তাহা হইলেও ঐ কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করা যায়। ফলতঃ কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যাদান করিলে বর যদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে; তাহা হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বর, কন্যা ও কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে; সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। লোকে পূর্ব্বতন কর্ম্মানুসারে ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকে। অতএব যে কন্যার বন্ধুবান্ধব তাহাকে পূর্ব্বে পাত্রান্তরে প্রদান করিতে স্বীকার বা অঙ্গীকৃত পাত্রান্তর হইতে শুল্ক গ্রহণ করে; সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলে গ্রহীতার কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট বা লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন; পিতামহ! কন্যাকর্ত্তা কন্যা প্রদান করিব বলিয়া অগ্রে এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিলে যদি পশ্চাৎ ঐ কন্যার গ্রহণার্থ অন্য একটী শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হয়; তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তা অগ্রে যাহার নিকট শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন কি না? এরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কন্যাকর্ত্তার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে; তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন; ধর্ম্মরাজ! শুল্কই স্বামিত্বনিশ্চায়ক এই বিবেচনা করিয়া ক্রেতা শুল্ক প্রদান করে না; শুল্ক কন্যার নিষ্ক্রয় বলিয়াই তৎকালে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। অতএব এক ব্যক্তির নিকট শুল্ক গ্রহণ করিলে তাহাকে কন্যাদান করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বরকে আহ্বান পূর্ব্বক "তুমি আমার এই কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ কর" এইরূপ অনুরোধ করে, আর যদি ঐ বর সেই কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ স্থলে অলঙ্কারাদি দানকে শুল্ক ও অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদানকে কন্যাবিক্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদান করাও শাস্ত্রসঙ্গত। লোকে অমুককে কন্যাদান করিব, কখনই অমুককে কন্যাদান করিব না এবং অমুককে অবশ্যই দান করিব বলিয়া যে সত্য করে, তদ্দ্বারা কখনই বিবাহ সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত না কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তদবধি এক জনের নিকট পণ লইয়া পাত্রান্তরে কন্যাদান করিলে কন্যাপহারদোষে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণও কন্যাপ্রদানস্থলে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহর্ষিদিগের এইরূপ শাসন আছে যে, অনভিলষিত ব্যক্তিকে কদাচই কন্যা প্রদান করিবে না। কারণ ঐরূপ অনভিলষিত পুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে অবশ্যই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। কন্যাক্রয় বিক্রয় নিবন্ধন বহুতর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব শুল্ককে স্বামিত্বনিশ্চায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন করা বিধেয় নহে।

পূর্ব্বে আমি মাগধ, কাশী ও কোশল দেশসমুদায় পরাজয় করিয়া মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত দুইটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলাম। বিচিত্রবীর্য্য তাহাদের মধ্যে একটীর পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়টি বীর্য্যনির্জ্জিত বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণ না করিয়াই পত্নীত্বসিদ্ধির কল্পনা করিলেন। তখন আমার পিতা বাহ্লিক তদ্বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, পাণিগ্রহণ না করিলে পত্নীত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব যে কন্যাটীর পাণিগ্রহণ করা হয় নাই, তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। তখন আমি পিতার বাক্যে অতিশয় সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, পিতঃ! আমি আপনার নিকট আচারের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়াছি। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ বাহ্লিক আমার বাক্য শ্রবণে আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমরা পাণিগ্রহণকে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ না বলিয়া শুল্ককে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পাণিগ্রহণ না করিলে কদাচই ভার্য্যাত্বসিদ্ধি হয় না। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, যাহারা পাণিগ্রহণ ব্যতীত শুল্কপ্রদানকেই ভার্য্যাত্বসিদ্ধির কারণ বলিয়া গণনা করে, তাহাদিগের বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আর দেখ, কন্যাদান দ্বারা ভার্য্যাত্বসিদ্ধ হয়, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু কন্যাক্রয় করিয়া ভার্য্যাত্বসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কখনই শ্রবণ করি নাই। অতএব যাহারা ক্রয়বিক্রয়কে ভার্য্যাত্বসিদ্ধির নিদান বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহাদিগকে কোন ক্রমেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। যাহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে। আর যে কন্যা অর্থাদি দ্বারা ক্রীত, তাহার পাণিগ্রহণ করাও প্রশস্ত নহে। যখন ক্রীতা কন্যার পাণিগ্রহণ অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তখন কন্যাক্রয় ও বিক্রয় নিতান্ত নিন্দিত সন্দেহ নাই। যাহারা দাসী ক্রয় ও বিক্রয় করে, কন্যাক্রয় ও বিক্রয় করা সেই লুব্ধস্বভাব পামরদিগেরই কার্য্য।

একদা কয়েক ব্যক্তি মহারাজ সত্যবানের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহারাজ! এক জন কন্যাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত

শুল্ক প্রদান করিয়া যদি কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যাকে অন্য সৎপাত্রে সমর্পণ করা যায় কি না? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা নিরাকরণ করুন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবান্ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সজ্জনগণ! শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিলে ও উৎকৃষ্ট পাত্র উপস্থিত হইলে তাহাকে অবিচারিত চিত্তে কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন শুল্কপ্রদাতা জীবিত থাকিতেও এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন তাহার মৃত্যু হইলে যে পাত্রান্তরে কন্যাদান করিবে, তাহার আর সংশয় কি? কন্যাকর্ত্তা কন্যাকে এক পাত্রে সমর্পণ করিবার অভিলাষে তাহার পাণিগ্রহণার্থ অবান্তর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও যদি অন্যের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই দোষে লিপ্ত হইতে হয় না; কেবল মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ-দোষে দূষিত হইতে হয়। ফলতঃ সপ্তপদী গমন হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহাকে জলপ্রদান পূর্ব্বক কন্যাদান করা যায় এবং যে বিধিপূর্ব্বক কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাহারই ভার্য্যা হয়। ব্রাহ্মণ অনুকূলা সদৃশবংশোদ্ভবা অগ্নিসমীপবর্ত্তিনী কন্যাকে সপ্তপদী গমনপূর্ব্বক বিবাহ করিবেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন ব্যক্তি কোন কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুল্ক প্রদান পূর্ব্বক বিদেশে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিলে ঐ কন্যার পিতার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদি কন্যার পিতা বরপক্ষীয়দিগকে শুল্ক প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অন্যকে ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারেন না। শুল্কদাতাই তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐরূপ স্থলে ঐ কন্যা শুল্কদাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অন্য কেহই বিধি পূর্ব্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। যে সকল কন্যার নিমিত্ত কেহ শুল্ক প্রদান না করে, তাহারা কোন কারণ বশতঃ বহুদিন অনূঢ়া থাকিলে পিতার অনুমতি ক্রমে আপনারাই পতি মনোনীত করিয়া লইতে পারে; কিন্তু অনেকেই ঐ কার্য্য নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন; পূর্ব্বে সাবিত্রী যে পিতার আজ্ঞানুসারে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বয়ং মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাত্মা জনকের পৌত্র সুক্রতু কহিয়া গিয়াছেন, কন্যাকে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করা পিতার অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম। সাধু ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মের খণ্ডনকেই আসুর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বকালে বিবাহকার্য্যে কেহই ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। ভার্য্যা ও পতির পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় সূক্ষ্ম; কিন্তু রতি, স্ত্রী পুরুষমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব কেবল রতির নিমিত্ত স্বতন্ত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কখনই কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পুত্রস্বরূপ। অতএব কন্যাসত্ত্বে অন্যে তাহার ধনাধিকারী হইতে পারে কি না? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পুত্র আত্মস্বরূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে। অতএব দুহিতৃসত্ত্বে কখনই অন্যে অপুত্রকের ধনাধিকারী হয় না। মাতার যৌতুক ধনে কন্যারই সম্পূর্ণ অধিকার। দৌহিত্র, পিতা ও মাতামহ উভয়েরই পিণ্ড দান করিতে পারে, এই নিমিত্ত অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান। কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর যদি কোন ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ধন পাঁচ ভাগ করিয়া দুই ভাগ কন্যা ও তিন ভাগ পুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর দত্তক গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন পাঁচ অংশ করিয়া তিন অংশ কন্যা ও দুই অংশ পুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ দত্তক পুত্রাদি অপেক্ষা ঔরসী কন্যা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কন্যা বিক্রীতা হইলে, তাহার গর্ভে অসূয়াপরতন্ত্র অধর্ম্মনিষ্ঠ পরস্বাপহারী কুসন্তান সমুদায় উৎপন্ন হয়; অতএব তাহারা দৌহিত্রিকধর্ম্মানুসারে কখনই মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না; কেবল পিতৃধনেই তাহাদিগের অধিকার থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যম কহিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ধনলোভে স্বীয় পুত্রকে বিক্রয় করে, অথবা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যা দান করে, তাহাকে কালসূত্রাখ্য ঘোরতর সপ্তনরকে নিপতিত হইয়া ক্লেদ মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। বরের নিকট গোমিথুনরূপ শুল্ক গ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যা ও ঐ গোমিথুন প্রদান করাই আর্ষ বিবাহের নিয়ম। কেহ কেহ ঐ গোমিথুন গ্রহণকে শুল্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং কেহ কহিয়া থাকেন, কন্যার পিতা বরের নিকট অল্প বা বহুধন গ্রহণ করুন, তাঁহাকে বিক্রয়জনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হয়। কেহ কেহ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বটে; কি ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সন্তানবিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক, পশুবিক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে অধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করে। ঐরূপ বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই অন্ধতমস নরকে নিপতিত হইতে হয়।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, দক্ষের মতে বর যদি কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তাকে শুল্কগ্রহণ জন্য দোষে দূষিত হইতে হয় না। কারণ অলঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাকে বিভূষিত করা পিতা, ভ্রাতা শ্বশুর ও দেবর প্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতিনিবন্ধন সে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না। অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতিসম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে, তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়কারী। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, অবিবেচক ও অপ্রিয় কার্য্যে নিরত; অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়। অতএব তোমরা প্রযত্নসহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সতত‍ই সম্মানলাভের ইচ্ছা করে; অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্মলাভের কারণ। উহারাই উপভোগাদি সমুদায়ের মূল। অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান রক্ষা করা শ্রেয়। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান, স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদায় কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়। একদা বিদেহরাজদুহিতা কহিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগের স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারে। বিদেহরাজদুহিতার এই বাক্য দ্বারা স্ত্রীলোকের ভর্তৃপরায়ণতা সবিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীলোককে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে, উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপ, অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রনির্ণয়ই অবগত আছেন। ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। আমার কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা হইলে আমি আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি না। এক্ষণে আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণের চারিটী ভার্য্যা বিহিত আছে, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা। ঐ সমস্ত স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কে কি পরিমাণে পৈত্রিক ধন অধিকার করিবে? আপনি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্তবিভ্রম লোভ বা সম্ভোগবাসনায় শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু উহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাসম্ভোগ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন; অতএব ঐরূপ স্থলে বিধানানুসারে পাপশান্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্রাসম্ভোগবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যানপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু সকল শ্রেষ্ঠাংশস্বরূপ অধিকার করিবেন। তৎপর যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতেও ব্রাহ্মণীগর্ভসমুৎপন্ন পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে; ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন পুত্র পৈত্রিক ধন গ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি তাহাকে দয়া করিয়া অল্পমাত্র ধন প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাতপুত্রেরা এইরূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সকল পুত্রই সমানবর্ণা হইতে উৎপন্ন হইবে, সে স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। শূদ্রাতনয় শম দম প্রভৃতি সদ্গুণবিরহিত বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে; পঞ্চম বর্ণ নাই। এই চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। এই নিমিত্ত শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধন হইতে দশ অংশের একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করেন, তাহা হইলেই গ্রহণ করিতে পারিবে। নতুবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ তাহাতে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তথাচ শূদ্রাপুত্রকে নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া পৈত্রিক ধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা পিতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। দয়া পরম ধর্ম্ম; দয়া যে স্থানে প্রদর্শিত হউক না কেন, বহুগুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। সুতরাং শূদ্র নিকৃষ্ট জাতি হইলেও করুণাপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পৈত্রিক ধনলাভের আশা হইতে এককালে নিরাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের ঔরসে অন্য বর্ণ হইতে পুত্র উৎপন্ন হউক বা নাই হউক, শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে, দশমাংশের অধিক প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের আহারসাধনোপযোগী ধন হইতে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ধন বৃথা ব্যয় করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। সহধর্ম্মিণীকে তিন সহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করা ভর্ত্তার অবিধেয়। সহধর্ম্মিণী সেই ভর্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিবে। পতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্ত্রী পতিধনের উত্তরাধিকারিণী হইয়া উহা কেবল উপভোগ করিবে, উহার বিক্রয়াদি করিবার অধিকার তাহার কিছুমাত্র নাই। ভর্তৃধন অপহরণ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। তাহার যা কিছু পিতৃদত্ত ধন থাকিবে, তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাহার কন্যা তৎসমুদায় অধিকার করিবে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ধনবিভাগ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এই ধর্ম্ম বিশেষ অবগত হইয়া ধন বৃথা ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে সম্ভূত পুত্রের পৈত্রিক ধনে অধিকার নাই, তখন তাহাকে দশমাংস প্রদান করিবার প্রয়োজন কি এবং ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার যে সমুদায় পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়; তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের পৈত্রিক ধনে সমান অধিকার নাই; আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন; বৎস! যদিও সমুদায় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা নামে অভিহিত হয়; তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও মান্যা হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভার্য্যা স্বীয় গৃহে কখনই ভর্ত্তার স্নানীয়দ্রব্য; কেশসংস্কার দ্রব্য; দন্তধাবন; অঞ্জন ও হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্মণীই ভর্ত্তাকে বস্ত্র; আভরণ; মাল্য; অন্ন ও পানীয় প্রদান করিবেন। মহাত্মা মনুর প্রণীত শাস্ত্রে এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কামপরতন্ত্র হইয়া ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন; তাহা হইলে তাঁহাকে মতঙ্গের ন্যায় চণ্ডালস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত পুত্রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূতা বলিয়া তাহার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই সর্ব্বপ্রধান। এই নিমিত্ত সে পিতৃধন হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় ও অবশিষ্ট ধন দশ ভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্য নহে; তদ্রূপ বৈশ্যা কখনই ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মানাস্পদ হইতে পারে না। রাজ্য; কোষ ও সসাগরা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকে। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রভূত ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন কেহই প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ঋষিপ্রণীত সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া দেবতাদিগের মান্য ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ই সমুদায় বর্ণের রক্ষাকর্ত্তা। লোকের ধন ও স্ত্রীপুত্রাদি দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়ই তৎসমুদায় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পৈত্রিক ধন গ্রহণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন; পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের নিয়ম সমুদায় বিধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের নিয়মও শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন; বৎস! ক্ষত্রিয়জাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণেই বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিবে। উহারা কামপরতন্ত্র হইয়া শূদ্রাদিগকেও পত্নীত্বে প্রতিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু উহা শাস্ত্রসম্মত নহে। যে ক্ষত্রিয় সবর্ণা বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবেন; তাঁহার ধন আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ঐ আট ভাগের মধ্যে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্র চারি ভাগ; বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র তিন ভাগ এবং শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র একভাগমাত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতা প্রদান না করিলে, শূদ্রাগর্ভজ পুত্র ঐ ধনের কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের জয়লব্ধ ধনে ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্রের সম্পূর্ণ অধিকার।

বৈশ্যজাতি বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু শূদ্রাকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত নহে। যে বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবে, তাহার ধন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে বৈশ্যা-গর্ভজাত পুত্র চারি ভাগ ও শূদ্রাগর্ভসম্ভূত পুত্র এক ভাগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতার অনুমতি ব্যতীত শূদ্রাপুত্র কখনই ঐ ধনের একভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ শূদ্রার গর্ভে যে সমুদায় পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাঁহাদিগকে পৈত্রিক ধনের স্বল্পমাত্র অংশ প্রদান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রজাতি কেবল সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে।

শূদ্রের একশত পুত্র উৎপন্ন হইলেও তাহারা পৈত্রিক ধন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সমুদায় বর্ণেরই সবর্ণাগর্ভসম্ভূত পুত্রগণের পৈত্রিক ধনে সমান অধিকার। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠাংশস্বরূপ এক ভাগ অধিক গ্রহণ করিতে পারে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগবিধি নির্ণয় করিয়াছেন। মরীচিপুত্র মহাত্মা কশ্যপ কহিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে অনেক সবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে প্রথমার গর্ভসম্ভূত পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ, মধ্যমার গর্ভসম্ভূত পুত্র মধ্যমাংশ ও কনিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত পুত্র কনিষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে অবশিষ্ট ধন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সবর্ণাগর্ভসম্ভূত পুত্রই সমুদায় পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অষ্টাচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অর্থলোভ কাম ও বর্ণের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। এক্ষণে আপনি সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম কি প্রকার; তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভগবান্ প্রজাপতি প্রথমে যজ্ঞের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়া উহাদের কার্য্য সমুদায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের ঐ চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত; যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অম্বোষ্ঠ ও শূদ্রাগর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা পারশব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আপনার বংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সেবা করা শূদ্রাপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রাপুত্র বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া নষ্ট বিষয়ের উদ্ধার, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণীপুত্রাদির সেবা ও তাহাদিগকে ধনাদি দান করা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়; বৈশ্যার গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয়, তাহারা মাহিষ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উগ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বৈশ্য এবং এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা করণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শূদ্র সবর্ণা কন্যা ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র শূদ্র বলিয়াই অভিহিত হয়। যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যার গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান চারি বর্ণের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র সূত বলিয়া কথিত হয়। রাজাদির স্তব পাঠ করা সূতের প্রধান কার্য্য। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান জন্মে, তাহারা বৈদেহক ও মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণ করাই উহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কার নাই। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহারা কুলের কলঙ্কস্বরূপ; নগরের বহির্ভাগে বাস করাই উহাদের উচিত। বধার্হ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা উহাদিগের প্রধান কার্য্য। যাহারা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তাহারা বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে সম্ভূত হয়, তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূত্রধর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সূত্রধরের নিকট দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে।

অম্বষ্ঠাদি বর্ণসঙ্কর সমুদায় স্বজাতীয় ভার্য্যাতে যে সমুদায় পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, আর উহারা আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ জাতিতে যে সন্তান সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সমান জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা সজাতীয় ও অসমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে চণ্ডাল নামক অতি নিকৃষ্ট বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্যবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কন্যাতে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে চাণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি জন্মগ্রহণ করে।

এইরূপ ক্রমশঃ হীনজাতি হইতে পঞ্চদশবিধ হীনতর জাতির আবির্ভাব হয়। মগধ দেশীয় সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে সূত্রধার ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সৈরন্ধ্র বা আয়োগব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রাজাদির প্রসাধনকার্য্য এবং কতকগুলি বাগুরাবন্ধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ঐ সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মধুকর মৈরেয়ক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদ্গুর, চাণ্ডালের ঔরসে মৃতদেহরক্ষক শ্বপাক, আয়োগবের ঔরসে মাংস, মৈরেয়কের ঔরসে স্বাদুকর, মদ্গুরের ঔরসে ক্ষৌদ্র ও শ্বপাকের ঔরসে সৌগন্ধ হইয়া থাকে। আয়োগবীগর্ভে বদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে পুক্কশ সমুৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে মায়াজীবিগণ নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও ক্রূরতাচরণ, মদ্রনাভেরা গর্দ্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং পুক্কশেরা মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্নপাত্রে অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্য পশু ঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কাবার ও চাণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডুসৌপাক সমুৎপন্ন হয়। পাণ্ডুসৌপাকেরা বংশ দ্বারা পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে আহিণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সোপাকের উৎপত্তি হয়। সোপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডালদিগের ন্যায়, নিষাদীর গর্ভে সোপাকের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে অন্তেবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অন্তেবসায়িগণ সতত শ্মশানে বাস করে। চাণ্ডালাদি নীচ জাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! পিতামাতার বর্ণ ব্যতিক্রম বশতঃ এইরূপ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যেই অবস্থান করুক, কর্ম্ম দ্বারা উহাদিগকে জ্ঞাত হইতে হইবে। চারি বর্ণ ব্যতীত আর কোন জাতিই ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। জাতির সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যজ্ঞহীন, সজ্জনসংসর্গশূন্য, চাণ্ডালাদি বাহ্যজাতি সমুদায় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত সংসর্গ করাতে অশেষবিধ বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়। ঐ সমুদায় জাতি স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জাতি ও জীবিকা প্রাপ্ত হয়। উহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও বৃক্ষসমূহে অবস্থান এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদিগকে কখন কখন অন্যরূপ ভূষণ ধারণ করিতেও দেখা যায়। গো ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কয়েকটী ইহাদিগের সিদ্ধির লক্ষণ।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্য সবর্ণা স্ত্রীতেই পুত্র উৎপাদন করিবেন। অসবর্ণা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্র পিতাকে নিতান্ত অবসন্ন করে। রমণীগণ কি বিদ্বান্, কি মূর্খ সকলকেই কামক্রোধের বশবর্ত্তী করিয়া কুপথে নীত করে। পুরুষদূষণ স্ত্রীজাতির স্বভাব। অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যেরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আসক্তি প্রদর্শন করিবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্য ব্যক্তির ন্যায় রূপবেশাদি সম্পন্ন হয় আমারা কি রূপে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আর্য্যলোক বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও যাগযজ্ঞাদিরাহিত্য পুরুষের নীচজাতিত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া থাকে। যোনিসঙ্কর সমুৎপন্ন মনুষ্য, পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। উহারা কোন রূপেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। উহারা পিতা বা মাতার ন্যায় রূপপরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যাঘ্রাদি তির্য্যগ্‌যোনি যেমন আপনার বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতা মাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যোনিসঙ্কর হইতে

অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতি স্বভাব-নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। বিবিধস্বভাবসম্পন্ন নানাকার্য্যনিরত মনুষ্য-মধ্যে ব্যবহার ও জাতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন নীচ জাতিতে উৎকৃষ্ট ব্যবহার ও কখন বা উৎকৃষ্ট জাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং নীচ আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কদাচই ক্ষোভ প্রকাশ করে না। উৎকৃষ্ট জাতিসমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সমাদর করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর শূদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্য দ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আর তাহার কুল যদি কোন কারণবশতঃ হীনদশায় নিপতিত হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য দ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সংকীর্ণ ও অন্যবর্ণ নিকৃষ্ট জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয়, বিচক্ষণ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইবেন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কীদৃশী ভার্য্যাতে কীদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয়? পুত্র কয় প্রকার? এবং অধ্যোঢ়াদি পুত্রে কাহার অধিকার? পুত্রের নিমিত্ত মানবগণের সতত বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে, অতএব আপনি ঐ সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস। ঔরসজাত পুত্র আত্মাস্বরূপ। যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুসারে অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহারি সে পুত্র নিরুক্তজ এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া জার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র প্রসৃতজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে ঐ পুত্র পতিতজ বলিয়া অভিহিত হয়। বিনামূল্যে অন্য হইতে যে পুত্রকে লাভ করা যায়, তাহাকে দত্তক পুত্র এবং মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ক্রীতপুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে অধ্যূঢ় কহে। অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সমুদায় ভিন্ন ছয় প্রকার অপধ্বংসজ পুত্র ও ছয় প্রকার অপসদ পুত্র আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কাদৃশ পুত্রগণকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আপনি তাহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণজাতি ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে যে ত্রিবিধ পুত্র, ক্ষত্রিয়জাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র এবং বৈশ্যজাতি শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র উৎপাদন করে, পণ্ডিতেরা সেই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈশ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাতপুত্র মাগধ ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাতপুত্র বালক বলিয়া অভিহিত হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র সূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপসদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই আমি তোমার নিকট ছয়প্রকার অপধ্বংসজ ও ছয়প্রকার অপসদ পুত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি কেহ পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রের অধিকারী কে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস। যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র উৎপাদকেরই হইবে; কিন্তু যদি উৎপাদক ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যাহার গর্ভে জন্মিবে, তাহার পাণিগ্রহীতার হইবে। আর যদি কেহ কোন গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র উৎপাদক কর্তৃক পরিত্যক্ত না হইলেও ঐ কামিনীর পাণিগ্রহীতার হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি বাল্যাবধি অবগত আছি যে, আপনার স্ত্রীতেই হউক বা পরস্ত্রীতেই হউক যে ব্যক্তি রেতঃসেক করে, ঐ রেতোজনিত পুত্র তাহারই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে এক্ষণে কহিলেন, লোক পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার জননীর পাণিগ্রহীতার হইবে এবং যদি কেহ গর্ভবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভসঞ্জাত পুত্র পাণিগ্রহীতার হইবে, ইহার কারণ কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক কোন কারণবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পরিত্যক্ত পুত্রে তাহার অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা কি? আর যদি কেহ পুত্রলাভার্থী হইয়া গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাতপুত্র তাহার হইবে না কেন? ঐ গর্ভজাত পুত্রে যদিও উহার উৎপাদকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ পুত্র উহার জননীর পাণিগ্রহীতারই হইবে। ঐরূপ পুত্রকে অধ্যোঢ় পুত্র কহে। কৃতক পুত্রে উৎপাদক বা জননীর কিছুমাত্র অধিকার নাই; যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ ও ভরণপোষণ করে, সে তাহারই হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্র কি প্রকার? ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া গ্রহণ ও লালন-পালন করে এবং ঐ সময় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উৎপাদক বা জননীকে নির্ণয় করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ পুত্র গ্রহীতার কৃতক পুত্র হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কৃতক পুত্রের নামকরণ বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কার কিরূপে সম্পাদিত হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। যদি ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্ব্বে গ্রহীতা উহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি অবগত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ গোত্র অনুসারে তাহার নামকরণাদি সংস্কার ও ঐ বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদন করিবেন, আর যদি তিনি তাহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি পরিজ্ঞাত না হন, তাহা হইলে আপনার গোত্রানুসারেই ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক আপনার বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। অধ্যোঢ় ও কানীন এই উভয়বিধ পুত্র অতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ঐ উভয়বিধ পুত্র এবং ক্ষেত্রজ ও অপসদ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার আপনাদের গোত্রানুসারে সম্পাদিত করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার প্রশ্নানুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। অতঃপর আর তোমার কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরপীড়া দর্শনে কিরূপে ক্লেশ হয়? যাহাদের সহিত একত্র বাস করা যায়, তাহাদের প্রতি কিরূপ স্নেহ জন্মে? এবং গোসম্প্রদায়ের মাহাত্ম্যই বা কিরূপ? আপনি এই কয়েকটী বিষয়, সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে নহুষচ্যবনসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, উহা শ্রবণ করিলেই তোমার এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বে মহর্ষি চ্যবন অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা গঙ্গাযমুনার বায়ুবেগসদৃশ প্রবল জলবেগ অনায়াসে সহ্য করিতেন। গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য স্রোতস্বতীরা ঐ মহর্ষিকে কদাচই নিপীড়িত করিতেন না, প্রত্যুত প্রদক্ষিণ দ্বারা তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া জলমধ্যে কখন শয়ন ও কখন বা উপবেশন করিয়া থাকিতেন। জলচর জীবজন্তুগণ তাঁহাকে নিরন্তর জলমধ্যে বাস করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মৎস্যেরা তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার দেহ

আঘ্রাণ করিতে লাগিল। মহাত্মা চ্যবন এইরূপে সলিলবাস অবলম্বন পূর্ব্বক বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় মৎস্যজীবী নিষাদগণ মৎস্য-সংগ্রহ করিবার মানসে প্রয়াগতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক যে স্থানে মহর্ষি চ্যবন বাস করিতেছিলেন, তথায় সুবিস্তীর্ণ নূতন সূত্রসঙ্কলিত জাল নিক্ষেপ করিল এবং অনতিবিলম্বেই সেই জাল অতি-ভারাক্রান্ত বিবেচনা না করিয়া প্রফুল্লচিত্তে জলে অবতীর্ণ হইয়া মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীবজন্তুগণের সহিত মহর্ষি চ্যবনকে গ্রহণ পূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইল। তীরে উত্থিত হইবামাত্র হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত জটা-জুটমণ্ডিত মহর্ষি চ্যবন তাহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। ঐ মহা-ত্মার কলেবর শৈবালজালে জড়িত ও শঙ্খশম্বুক প্রভৃতি জলজন্তুগণে সমা-কীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্যজীবিগণ তাঁহাকে জলজন্তুগণের সহিত জালে বদ্ধ দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার অভিবাদন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৎস্যগণ জলমধ্যে জাল দ্বারা আকর্ষণ, নিপীড়ন এবং তৎকালসুলভ ভয় ও স্থলস্পর্শনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিল। মহর্ষি চ্যবন তাহাদের তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন নিষাদগণ মহর্ষিকে মৎস্যবিনাশনিবন্ধন যার পর নাই দুঃখিত দেখিয়া বিনীতভাবে কহিল; ভগবন্। আমরা অজ্ঞানতা নিবন্ধন যে পাপাচরণ করিয়াছি, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা করুন এবং এক্ষণে আমরা আপনার কি প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও বলুন। মৎস্যজীবি-গণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহর্ষি চ্যবন তাহাদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! এক্ষণে আমার এই অভিলাষ যে, আমি হয় এই মৎস্যগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় উহাদিগের সহিত বিক্রীত হইব। আমি ইহাদিগের সহিত বহুকাল জলে বাস করিয়াছি, এক্ষণে কদাচ ইহা-দিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মহর্ষি এই কথা কহিলে নিষাদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া দীনবদনে মহারাজ নহুষের নিকট গমন পূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! তখন নরপতি নহুষ মৎস্যজীবিগণের মুখে স্বীয় পুরোহিত মহর্ষি চ্যবনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সমবেত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা চ্যবনও সেই দেবতুল্য সত্যব্রত-পরায়ণ নরপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

তখন নরপতি নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! এক্ষণে আমাকে আপনার কি প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সংসাধন করিব।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! মৎস্যজীবী ধীবরগণ অতিশয় শ্রান্ত হই-য়াছে। অতএব তুমি উহাদিগকে মৎস্যগণের মূল্যের সহিত আমার মূল্য প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, মহাত্মন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার বিনিময়ে ধীবরদিগকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করা যাউক।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! সহস্র মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, উহা-দিগকে তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার মূল্য স্বরূপ উহাদিগকে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করা যায়।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! একলক্ষ মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য হয়, উহাদিগকে প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! তবে উহাদিগকে কোটি মুদ্রা প্রদান করা যাউক। আর যদি উহাও আপনার উপযুক্ত মূল্য না হয়, তাহা হইলে বলুন উহাদিগকে উহা অপেক্ষা অধিক প্রদান করি।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! এককোটি বা তদপেক্ষা অধিক মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! তবে ধীবরদিগকে আপনার মূল্য স্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য প্রদান করি। আমার বোধ হয়, ইহাই আপ-নার উপযুক্ত মূল্য। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত করুন।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তোমার অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি ঋষিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য তাহাই প্রদান কর।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে নরপতি নহুষ তাঁহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে অসমর্থ এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত নিতান্ত দুঃখিত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া মৎস্যজীবিগণকে কি প্রদান করিলে মহর্ষির যথার্থ মূল্য দান করা হইবে, এই চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে এক গোগর্ভসম্ভূত ফলমূলাহারী তপস্বী সহসা তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? আপনি অবিলম্বে আপনার উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করুন, আমি অবশ্যই আপনার উৎকণ্ঠা নিবারণ ও সন্তোষসাধন করিব। আমি পরিহাসাদিস্থলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি না অতএব আপনার নিকট যাহা কহিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

তখন মহাত্মা নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই মহর্ষি চ্যবনের মূল্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সবংশে পরিত্রাণ করুন। আমি কেবল বাহুবলশালী আমার কিছুমাত্র তপোবল নাই। সুতরাং মহর্ষি রোষাবিষ্ট হইলে আমার কথা দূরে থাক্, সমুদায় বিশ্বসংসার বিনাশ করিতে পারেন। আমি আজি মহর্ষি চ্যবনের মূল্য স্থির করিতে না পারিয়া অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত একবারে অগাধ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব আপনি এই মহর্ষির মূল্য নিশ্চয় করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।

নরপতি নহুষ এই কথা কহিলে সেই গোজাত মহর্ষি অমাত্যগণের সহিত তাঁহার হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সমুদায় বর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একমাত্র গোধনই উহাদিগের প্রকৃত মূল্য হইতে পারে। অতএব আপনি উহাই মহর্ষির মূল্যরূপে কল্পনা করুন। তখন নরপতি নহুষ অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে মহা আহ্লাদিত হইয়া ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি গাত্রোত্থান করুন। আমার বোধ হয়, গোধনই আপনার প্রকৃত মূল্য; অতএব এক্ষণে আমি গোধন দ্বারা আপনাকে ক্রয় করিলাম।

মহাত্মা নহুষ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই আমি গাত্রোত্থান করিলাম, তুমি আমাকে যথামূল্যে ক্রয় করিয়াছ। ইহলোকে গোধন তুল্য ধন আর কিছুই নাই। গোমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, গোমাহাত্ম্য শ্রবণ, গোদান ও গোদর্শন দ্বারা সমুদায় পাপনাশ ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। গাভী পরম পবিত্র পদার্থ। শ্রী, অন্ন, দেবগণের, হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও যজ্ঞ সমুদায়ই গাভীগণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। গাভীগণ দিব্য দুগ্ধ ধারণ ও ক্ষরণ করিয়া থাকে। উহারা সমুদায় লোকের নবনীত ও অমৃতের আধার স্বরূপ। উহা-দিগের শরীরকান্তি ও তেজস্বিতা হুতাশন সদৃশ। গাভী হইতে জীব-গণের যারপর নাই সুখোদয় হইয়া থাকে। গোকুল যে স্থানে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সে স্থান পরম পবিত্র ও শোভা-যুক্ত হয়। গাভী স্বর্গের সোপানস্বরূপ। স্বর্গে দেবগণও উহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। গাভীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎ-ক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারে। গাভী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। হে মহারাজ! সম্পূর্ণ রূপে গোকুলের মহিমা কীর্ত্তন করা আমার সাধ্য নহে। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা তাহাদিগের গুণের একাংশ মাত্র।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে মহারাজ নহুষ ধীবরগণকে মহর্ষির মূল্য স্বরূপ একটী গাভী প্রদান করিলেন। তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহর্ষে! যতক্ষণে সপ্তপদ ভূমি গমন করিতে পারা যায়, ততক্ষণ মাত্র সাধুদিগের সহিত একত্র বাস করিলেই তাহাদের সহিত মিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। আপনার সহিত বহুকাল আমাদিগের

সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি পরম পবিত্র ও তেজস্বী। এক্ষণে আমরা প্রণতভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের নিকট এই গাভী গ্রহণ করুন।

চ্যবন কহিলেন, হে ধীবরগণ! অগ্নিদাহে তৃণাদি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আশীবিষতুল্য মুনি ও দরিদ্রের ক্রোধ দৃষ্টিপাতে মনুষ্য সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। তোমরা দরিদ্র, সুতরাং আমি কদাচ তোমাদের প্রার্থনা ভঙ্গ করিব না। এক্ষণে আমি তোমাদিগের গাভী গ্রহণ করিলাম। তোমরা পাপ হইতে মুক্ত হইলে, অতঃপর তোমরা এই মৎস্যগণের সহিত স্বর্গে গমন কর।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া ধীবরদিগের নিকট সেই গাভী গ্রহণ করিলে, তাহারা মৎস্যসমুদায়ের সহিত স্বর্গে গমন করিল। নরপতি নহুষ তাহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় সেই গোগর্ভজাত মহর্ষি ও ভৃগুনন্দন চ্যবন উভয়ে নরপতিকে অনুরূপ বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন নরপতি মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যেন আমার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে। নহুষ এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বর প্রার্থনা করিলে, ঋষিদ্বয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। নরপতি নহুষও বরলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরপীড়া দর্শনের ক্লেশ, অন্য সহবাসজনিত স্নেহ ও গোমাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যদি তোমার অন্য কোন বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জমদগ্নিনন্দন রামের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার কিরূপে জন্ম হইল এবং তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন? আর মহারাজ কৌশিক ক্ষত্রিয় ছিলেন, বিশ্বামিত্র তাঁহার বংশে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, এই বিষয়ে আমার আরও এই একটী সংশয় হইয়াছে যে মহর্ষি ঋচিক ও মহারাজ কুশিক স্ব স্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ঋচিকের পুত্র জমদগ্নির ক্ষত্রিয়ত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র রামের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং কুশিকের আত্মজ গাধির ব্রাহ্মণত্ব না হইয়া তাহার পৌত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব হইল কেন? আপনি পুরাবৃত্তে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন. অতএব এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার এই সংশয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত কুশিকচ্যবনসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশ হইতেই আপনার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে, ইহা অনুধাবন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চার হইলে আপনার বংশে যে সমস্ত গুণ দোষ ও বলাবল উপস্থিত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া কুশিকের বংশ ভস্মসাৎ করিবার অভিলাষে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সহিত অবস্থান করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। এক্ষণে তোমার মত কি? তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কন্যাসম্প্রদানকালে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, কন্যা নিরন্তর ভর্ত্তার সহিত একত্র বাস করিবে। ফলতঃ পত্নীই পতির সহিত সতত একত্র বাস করিতে পারে, তদ্ভিন্ন আর কেহই কাহারও সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে না। অতএব এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যাহা হউক, আপনার যখন আমার সহিত একত্র বাসের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আমি অবশ্যই তদ্বিষয়ে সম্মত হইব। মহারাজ কুশিক এই বলিয়া মহর্ষি চ্যবনকে আসন প্রদান ও ভৃঙ্গারনিঃসৃত সলিল দ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে মহিষীসমভিব্যাহারে অব্যগ্রমনে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! আমি ও আমার এই মহিষী আমরা উভয়েই আপনার একান্ত অধীন। এক্ষণে আমরা আপনার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, আদেশ করুন। আমার রাজ্য, ধন ও ধেনু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে আপনার অভিলাষ হয়, আপনি ব্যক্ত করুন, আমি অবিচারিতচিত্তে আপনাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিব। এই রাজপ্রাসাদ, রাজ্য ও ধর্ম্মাসন আপনারই অধিকৃত। আপনিই এক্ষণে রাজা হইয়া স্বয়ং এই পৃথিবী শাসন করুন। আমি কেবল আপনার আশ্রিতমাত্র রহিলাম।

মহীপাল কুশিক এইরূপ বিনয় প্রকাশ করিলে, মহর্ষি চ্যবন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্য, ধন, ধেনু, দেশ, যজ্ঞীয় উপকরণ বা স্ত্রী সমুদায় প্রার্থনা করি না। আমার যেরূপ অভিলাষ ব্যক্ত করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার ও তোমার মহিষীর যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি কোন একটী নিয়মের অনুষ্ঠান করি। ঐ নিয়মানুষ্ঠানকালে তোমাদের উভয়কেই অকুণ্ঠিতমনে আমার পরিচর্য্যা করিতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী পুলকিত মনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমরা অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। মহীপাল কুশিক পত্নীসমভিব্যাহারে এইরূপে মহর্ষির বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ ব্যবহারোপযোগী পদার্থসমুদায় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিমিত্ত এই শয্যা প্রস্তুত আছে, আপনি স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে উপবেশন করুন আমরা উভয়ে যথাসাধ্য আপনার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিব।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন অন্নপান আহরণার্থ কুশিককে আদেশ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রণত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! আপনার কিরূপ অন্নপান প্রার্থনীয়, আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই আনয়ন করিতেছি। তখন মহর্ষিচ্যবন প্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তোমার আলয়ে যেরূপ অন্নপান প্রস্তুত আছে, তাহাই আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহমধ্যে যে সমস্ত অন্নপান প্রস্তুত ছিল, তাঁহার নিমিত্ত তৎসমুদায় আহরণ করিলেন। মহর্ষি স্বেচ্ছানুসারে ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও পান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে আমার নিদ্রার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি শয়ন করিব। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র রাজা মহিষীসমভিব্যাহারে তাঁহাকে শয়ন গৃহে লইয়া গেলেন। তখন মহর্ষি সেই শয়নগৃহমধ্যে সুপ্রস্তুত রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি নিদ্রিত হইলে তোমরা কদাচ আমাকে জাগরিত করিও না এবং নিরন্তর জাগরিত থাকিয়া আমার চরণ সংবাহন করিও। তখন কুশিক অবিচারিতচিত্তে যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন অনন্তর মহর্ষি একপার্শ্বে শয়ন করিয়া গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাচ তিনি জাগরিত হইলেন না। রাজা ও রাজমহিষী তাঁহাকে জাগরিত করিলেন না। তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার আদেশানুসারে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে, তপোধন চ্যবন স্বয়ং শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সেই শয়নগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন রাজা ও মহিষী একান্ত ক্ষুধাবিষ্ট ও পরিচর্য্যাজনিত পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপও করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গমন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা কুশিক যারপর নাই দুঃখিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাত্মা চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার ভার্য্যা কি করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষি চ্যবন অন্তর্হিত হইলে মহারাজ কুশিক ভার্য্যাসমভিব্যাহারে নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে নিতান্ত লজ্জিত, পরিশ্রান্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া স্বীয় পুরমধ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মনে মনে মহর্ষির কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভৃগুকুলোদ্ভব মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তৎকালে সেই শয্যায় আর এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া পূর্ব্ববৎ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা যথাস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণসংবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পুনরায় একবিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইলে মহর্ষি স্বয়ং প্রবোধিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে বহুদিনের পর উত্থিত দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তাঁহারা এতাবৎকাল উপবাসী থাকিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেছিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার স্নান করিতে বাসনা হইয়াছে; অতএব আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দাও। তখন মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী উভয়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াও তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ শতপাকবিশুদ্ধ মহামূল্য তৈল আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে মহর্ষি চ্যবন যখন দেখিলেন যে, রাজা ও রাজ্ঞী বহুক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিয়া কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, তখন তিনি স্বয়ং সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানশালায় প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে রাজাদিগের স্নানের উপযুক্ত বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। মহর্ষি তৎসমুদায় স্পর্শও না করিয়া নরপতির সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, ভগবান্ চ্যবন স্নাত হইয়া সিংহাসনে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুমতি হইলে আমি আপনার নিমিত্ত সিদ্ধান্ন আনয়ন করি। তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার আলয়ে যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য আছে, শীঘ্র আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র নরপতি ভার্য্যাসমভিব্যাহারে সত্বর সিদ্ধান্ন, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল, পূপ, বিচিত্র মোদক, নানাপ্রকার রস এবং মুনিভোগ্য রাজভোগ্য ও গৃহস্থভোগ্য রাশি রাশি ফল আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংস্থাপিত করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন স্বয়ং শয্যা, আসন ও মহার্হ বস্ত্র সমুদায় আনয়ন পূর্ব্বক ঐ সকল ভোজ্য দ্রব্যের সহিত একত্র করিয়া তৎসমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিলেন। মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের সমক্ষেই পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। নরপতি ও তাঁহার ভার্য্যা তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি পুনরায় রাজার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার সেই স্থানে বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য অন্ন, শয্যা ও বস্ত্র সমাহৃত হইল। এইরূপে ঊনপঞ্চাশৎদিবস অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু ভগবান্ চ্যবন কোন রূপেই নরপতির কিছুমাত্র রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেন না।

পঞ্চাশৎ দিবসে মহর্ষি চ্যবন কুশিকের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি পত্নীসমভিব্যাহারে অচিরাৎ আমাকে রথারূঢ় করিয়া বহন কর। আমি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিব, তোমাদিগকে সেই স্থানে রথ লইয়া যাইতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ কুশিক নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার ক্রীড়ারথ ও সাংগ্রামিক রথ বিদ্যমান আছে; আজ্ঞা করুন, কোন্ রথ আনয়ন করিব। চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, কনকযষ্টিসমন্বিত, তোরণসুশোভিত, কিঙ্কিণীজালজড়িত সাংগ্রামিক রথ আনয়ন কর। তখন মহারাজ কুশিক মহাত্মা চ্যবনের আজ্ঞামাত্র স্বীয় সাংগ্রামিক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং ঐ রথের বামভাগে ভার্য্যাকে যোজিত করিয়া স্বয়ং উহার দক্ষিণ ভাগে যোজিত হইলেন।

মহারাজ কুশিক ভার্য্যার সহিত এই রূপে রথে যোজিত হইলে মহাত্মা চ্যবন রথারূঢ় হইয়া ত্রিদণ্ডযুক্ত হীরকনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র প্রতোদ ধারণ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে রথ লইয়া কোন্ স্থানে গমন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিবেন, আপনার রথ সেই স্থানেই উপনীত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি মৃদুগতি অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বজনসমক্ষে আমার রথ বহন কর। আমি যেন পরিশ্রান্ত না হইয়া পরম সুখে গমন করিতে পারি। আর পথিমধ্যে যে সমুদায় পথিক আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ আমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অপরিমিত ধন রত্ন প্রদান করিব। যাহাতে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমি অচিরাৎ তাহার ব্যবস্থা কর। তখন কুশিক ভৃত্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, এই মহর্ষি যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। ভূপতি এইরূপ আদেশ করিলে ভৃত্যগণ অবিলম্বে অসংখ্য রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগমেষাদি পশু, সুবর্ণালঙ্কার, সুবর্ণমুদ্রা ও পর্ব্বতাকার হস্তীসমুদায় লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। অমাত্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন তীক্ষ্ণাগ্র প্রতোদ দ্বারা সহসা সেই দম্পতীকে প্রহার করিয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ ও গণ্ডস্থল ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তদ্দর্শনে নগরের সমুদায় লোক কাতরস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাজা ও রাজ্ঞীর মনে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল না। তাঁহারা পঞ্চাশৎ দিন উপবাসী থাকিয়াও মহর্ষির প্রহার সহ্য করিয়া কম্পিত কলেবরে অতিকষ্টে তাঁহাকে বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন পুনর্ব্বার সেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির কশাঘাতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মন কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। পৌরবর্গ তাঁহাদিগের সেইরূপ দুরবস্থাদর্শনে যাহার পর নাই শোকাকুল হইয়াও অভিশাপভয়ে মহর্ষিকে কিছুমাত্র কহিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, দেখ দেখ, মহাত্মা চ্যবনের কি আশ্চর্য্য তপোবল। আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াও উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর রাজা ও রাজ্ঞীর ধৈর্য্যও সামান্য নহে। উঁহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও মহর্ষিকে বহন করিতেছেন, কিন্তু মহর্ষি উঁহাদের কিছুমাত্র বিরক্তিভাব দর্শনে সমর্থ হইতেছেন না।

ঐ সময় ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই রাজদম্পতীকে বিকারশূন্য অবলোকন করিয়া দরিদ্রদিগকে কুবেরের ন্যায় অজস্র ধনদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি কুশিক তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে পূর্ব্ববৎ রথ বহন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই দম্পতীকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমার ও তোমার পত্নীর কার্য্যদর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাদিগকে তাহাই প্রদান করিব। মহর্ষি এই বলিয়া স্নেহভরে অমৃততুল্য করবিক্ষেপ দ্বারা তাঁহাদিগের বেদনাযুক্ত কোমল কলেবর স্পর্শ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার প্রসাদে আমাদিগের শ্রান্তি দূর হইয়াছে, আর আমাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে মহর্ষি চ্যবন মহা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই গঙ্গাতীর পরম পবিত্র ও রমণীয় স্থান; আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিব, এক্ষণে তোমরা স্ত্রীপুরুষে বিশ্রামার্থ স্বভবনে প্রতিগমন কর। কল্য এই স্থলে আগমন করিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। এক্ষণে তোমার সৌভাগ্যের সময়

সমুপস্থিত হইয়াছে, তুমি যাহা যাহা বাসনা করিয়াছ, তৎসমুদায় পরিপূর্ণ হইবে।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি কুশিক মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। আপনার অনুগ্রহে আমরা দিব্য শরীর, অসাধারণ শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। আপনার প্রতোদপ্রহারে আমাদিগের শরীরে যে ব্রণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি এই দেবীকে যেরূপ অপ্সরার ন্যায় রূপলাবণ্য-সম্পন্ন দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তদ্রূপ দেখিতেছি। এই সমুদায় ঘটনা আপনার অনুগ্রহেই হইয়াছে। আপনি অনুকূল থাকিলে সকলই হইবার সম্ভাবনা।

নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর; কল্য ভার্য্যার সহিত এই স্থানে আগমন করিও।

তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে অভিবাদন পূর্ব্বক অমাত্য, পুরোহিত, সৈনিক, পুরুষ, বন্দী, বারবিলাসিনী ও প্রজাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশ করিবেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পূর্ব্বাহ্ণকৃত্য ও ভোজন সমাপন পূর্ব্বক যামিনীযোগে ভার্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। ঐ সময় দম্পতিকে জরাবিহীন অমরের ন্যায় শ্রীমান্ ও নবযৌবনসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে ভৃগুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন মহর্ষি চ্যবন তপোবলে সেই গঙ্গাতীরস্থ রমণীয় তপোবন বিবিধ রত্নে বিভূষিত করিয়া ইন্দ্রালয় হইতেও সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অনন্তর রজনী প্রভাত হইবামাত্র মহারাজ কুশিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাধান পূর্ব্বক মহিষীসমভিব্যাহারে সেই চ্যবনাধিষ্ঠিত কাননোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন; কোন স্থানে স্বর্ণনির্ম্মিত মণিময় স্তম্ভ-সুশোভিত গন্ধর্ব্ব নগরাকার প্রাসাদ, কোন স্থানে রজতশিখরবিরাজিত পর্ব্বত, কোন স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোন স্থানে বিবিধ গৃহ ও নানাপ্রকার তোরণ এবং কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ তৃণপরিপূর্ণ ভূমিখণ্ড ও কাঞ্চনময় কৃত্রিম শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে মুকুলজালমণ্ডিত সহকার, কেতক, উদ্দালক, ধব, অশোক, কুন্দ, পুষ্পিত অতিমুক্ত, চম্পক, তিলক, পনস, বঞ্জুল, পাণি-আমলক, কর্ণিকার, শ্যাম, পলাশ ও অষ্টপাদিক প্রভৃতি পাদপ সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে। কোন স্থানে রক্তপদ্ম ও উৎপল সমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কোন স্থানে সুশীতল সলিল, কোন স্থানে উষ্ণজল, কোন স্থানে স্বর্ণনির্ম্মিত রত্নখচিত উৎকৃষ্ট আস্তরণশোভিত পর্য্যঙ্ক, বিচিত্র আসন ও শয্যা, কোন স্থানে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য এবং কোন স্থানে বাণীবাদ, শুক, সারিকা, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র, কোযষ্টিক, কুক্কুভ, ময়ূর, কুক্কুট, দাত্যূহ, জীবঞ্জীবক, চকোর, হংস, সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ রহিয়াছে। কোন স্থানে বানরেরা তুমুল কোলাহল করিতেছে। কোন স্থানে প্রিয়দর্শন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা সমাগত হইয়া প্রীতমনে বিহার করিতেছে। এই সমস্ত বস্তু মহারাজ কুশিকের একবার দৃশ্য ও একবার অদৃশ্য হইতে লাগিল। তিনি সুমধুর গীতধ্বনি ও হংস-সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের তুমুল কোলাহল ও রুদন বা অধ্যাপন-ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ কুশিক এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক যাহার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি এক্ষণে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছি, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে; অথবা এই ঘটনা যথার্থ। আমি কি সশরীরে পরম গতি লাভ করিলাম; কিংবা উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম। যাহা হউক আমি যে এক্ষণে এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সমুদায় কি? মহারাজ কুশিক এরূপ চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে মণিময় স্তম্ভসমলঙ্কৃত স্বর্ণনির্ম্মিত গৃহমধ্যে মহামূল্য শয্যায় শয়ান ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সহসা নিরীক্ষণ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পুলকিত হইয়া মহিষীর সহিত তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। নৃপদম্পতী সন্নিহিত হইবামাত্র মহর্ষি তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং তাঁহার সেই রমণীয় শয্যাও অন্তর্হিত হইল। তখন মহারাজ কুশিক অন্য এক কাননমধ্যে মহর্ষি চ্যবনকে কুশাসনে উপবিষ্ট ও ধ্যানপরায়ণ নিরীক্ষণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি সমস্ত অদ্ভুত পদার্থ তিরোহিত হইয়া গেল। গঙ্গার উপকূল পুনরায় পূর্ব্ববৎ কুশভূয়িষ্ঠ বল্মীকলাঞ্ছিত ও নিঃশব্দ হইল।

মহারাজ কুশিক মহর্ষির যোগবলে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যার পর নাই বিস্মিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহিষীকে কহিলেন; প্রিয়ে! মহর্ষির অনুগ্রহে এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়কর পদার্থ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে? এক্ষণে বোধ হইতেছে; তপোবল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে সমস্ত বিষয় কল্পনায় উপনীত হয়; তপোবলে তৎসমুদায় অধিকার করা যায়; সন্দেহ নাই। তপোবল প্রাপ্তি বিশ্বরাজ্য-লাভ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। তপস্যা সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি অনায়াসেই হস্তগত হইয়া থাকে। মহর্ষি চ্যবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইনি ইচ্ছা করিলেই তপোবলে অন্য লোক সমুদায় সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহাঁ অপেক্ষা এই সমস্ত কার্য্যে দক্ষতা আর কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণগণই পবিত্র বাক্য, পবিত্র বুদ্ধি ও পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হইয়া থাকেন। ইহলোকে রাজ্য লাভ করা সুলভ; কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। দেখ, আমরা এক ব্রাহ্মণেরই প্রভাবে অশ্বাদির ন্যায় রথে যোজিত হইয়াছিলাম।

এইরূপে মহারাজ কুশিক মহিষীর সহিত যে সমস্ত কথা কহিলেন, মহর্ষি যোগবলে তৎসমুদায়ই অবগত হইলেন। অনন্তর তিনি নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক অদূরে মহারাজকে মহিষীর সহিত আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। কুশিক মহর্ষির কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর ভার্য্যার সহিত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। তখন মহর্ষি তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তথায় উপবেশন করাইয়া মধুর-বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছ। সেই নিমিত্তই তোমার কোন দুরবস্থা ঘটে নাই। তুমি প্রাণপণে আমার সেবা করিয়াছ। তদ্বিষয়ে তোমার কোন অংশেই ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে তুমি আমাকে অনুজ্ঞা কর, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আর আমি তোমার পরিচর্য্যায় যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, তন্নিবন্ধন তোমাকে বর প্রদান করিব অতএব তুমি অচিরাৎ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহাকে যথোচিত বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমি অগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া যে দগ্ধ হই নাই, এই আমার পরম লাভ। আর আপনি আমার পরিচর্য্যায় যে প্রীত হইয়াছেন এবং আপনার ক্রোধানলে আমার কুল যে নির্ম্মূল হয় নাই, এই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর এবং জীবন, রাজ্যশাসন ও তপস্যার শ্রেষ্ঠ ফল। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করুন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিকরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা এবং তোমার মনোমধ্যে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার সংশয় ছেদন ও তোমাকে বর প্রদান করিব।

তখন নরপতি কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যক্ত করিয়া বলুন, আপনার আমার গৃহে অবস্থান, একবিংশতি দিবস এক পার্শ্বে শয়ন, বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া বহির্গমন, অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়া তৎক্ষণেই দর্শন প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় একবিংশতি দিবস শয়ন, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত করিয়া স্নান না করিয়াই প্রস্থান, ভোজ্য বস্তু ও শয়নীয় সামগ্রী সমুদায় লইয়া হুতাশনে দাহন, আমাদিগকে রথে সংযোজন পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিয়া গমন,

অজস্র ধনদান, তপোবন মধ্যে আমাকে কাঞ্চনময় বিবধ প্রাসাদ ও মণি-বিদ্রুমময় পর্য্যাঙ্ক প্রদর্শন এবং পুনরায় সেই সমুদায়ের বিলোপ করিবারই বা কারণ কি? এই সমুদায় বিষয় চিন্তা করিয়া আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারি নাই; অতএব আপনি ঐ সমুদায়ের কারণ যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

চ্যবন কহিলেন মহারাজ! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ তখন প্রত্যুত্তর প্রদান না করা আমার কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি যে নিমিত্ত ঐ সমুদায় কার্য্য করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি দেবসভায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুনিলাম যে, তোমার বংশ হইতে আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সঞ্চার হইবে এবং তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। আমি ব্রহ্মার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বংশ বিনাশ বাসনায় তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, আমি কোন ব্রত অবলম্বন করিব, তুমি আমার শুশ্রূষা কর। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহুদিন তোমার সহিত একত্র বাস করিলে অবশ্যই তোমার কোন না কোন রন্ধ্র পাইব। কিন্তু তোমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তোমার গৃহে আগমনাবধি তোমার কোন দুষ্কৃত দর্শন করি নাই। সেই নিমিত্ত তুমি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ; নতুবা কখনই জীবিত থাকিতে না। আমি এই অভিসন্ধি করিয়া একবিংশতি দিবস নিদ্রিত ছিলাম যে, তোমরা কেহ আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই আমি শাপ প্রদান করিব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি বা তোমার পত্নী আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে না। তৎপরে আমি এই মনে করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম যে, তোমরা কেহ, আপনি কোথায় গমন করিতেছেন, বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই শাপ প্রদান করিব। কিন্তু তোমরা আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলে না। তখন আমি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পরক্ষণে তোমার গৃহে আগমন-পূর্ব্বক ঐ অভিসন্ধিতে যোগাবলম্বন করিয়া পুনরায় একবিংশতি দিবস নিদ্রিত হইলাম যে, তোমরা আমার সেবানিবন্ধন একান্ত পরিশ্রান্ত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার উপর বিরক্ত হইবে; তাহা হইলে আমি শাপপ্রদানের সূত্র পাইব, কিন্তু দেখিলাম, তাহাতেও তোমাদিগের অণুমাত্র ক্লেশবুদ্ধি হইল না। তখন আমি এই মনে করিয়া ভোজনসামগ্রী সমুদায় দগ্ধ করিলাম যে, তোমরা আমার অহঙ্কার দর্শনে রোষাবিষ্ট হইবে; তুমি অবিকৃত চিত্তে তাহাও সহ্য করিলে। তখন আমি রথারোহণ পূর্ব্বক তোমাকে রাজ্ঞীর সহিত রথ বহন করিতে কহিলাম। তুমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইলে না। তখন আমি তোমাকে ক্রুদ্ধ করিবার মানসে অজস্র ধন দান পূর্ব্বক তোমার ধনক্ষয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও তোমার ক্রোধের লেশমাত্রও দেখিলাম না।

হে মহারাজ! এইরূপে যখন আমি দেখিলাম তোমার ও তোমার পত্নীর কিছুতেই ক্রোধোদয় বা বিরক্তি হইতেছে না, তখন আমি তোমাদের প্রতি যারপর নাই প্রীত হইয়া তোমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ এই তপোবন মধ্যে তোমাদিগকে স্বর্গসন্দর্শন করাইলাম। তোমরা যে তপোবন-মধ্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট পদার্থ সন্দর্শন করিয়া ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসন্দর্শন সুখ অনুভব করিয়াছ, তাঁহা কেবল আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যার প্রভাবেই হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে তপোনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বল জানাইবার নিমিত্তই ঐ সমুদায় পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সমুদায় পদার্থ দর্শনসময়ে তুমি যে ইন্দ্রত্বলাভ তৃণতুল্য বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ্য-লাভের বাসনা করিয়াছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ বিবেচনা করিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্য-লাভ, ব্রাহ্মণ্য লাভ হইলে ঋষিত্বলাভ এবং ঋষিত্ব লাভ হইলে আবার তপস্বিতালাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক, তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তুমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু অস্মদ্বংশীয়দিগের তেজঃপ্রভাবে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্বলাভ করিবে। তোমার ঐ পৌত্র, তপস্বী ও হুতাশনসদৃশ তেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক সশঙ্কিত করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অন্য কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আর কালবিলম্ব করিও না; আমি তোমাকে অচিরাৎ বরপ্রদান করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করিব।

তখন নরপতি কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনার বাক্য মিথ্যা না হইয়া যেন আমার বংশীয় ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। এক্ষণে কি প্রকারে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে বলিয়াই আমি তোমার কুল নির্ম্মূল করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলাম, এক্ষণে যে রূপে তোমার কুলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের যজমান ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন অলৌকিক কারণবশতঃ ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়-দিগের সহিত বিবাদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। উহারা দৈবোপহত চিত্ত হইয়া ভৃগুবংশীয় রমণীগণের গর্ভ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ সন্তানগণকেও মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিবে। ঐ সময় কোন একটী ভৃগুবংশীয় গর্ভবতী নারী ক্ষত্রিয় হইতে আপনার গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক পর্ব্বতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবেন। উহাঁর গর্ভে আমাদিগের বংশধর সূর্য্য ও হুতাশন সদৃশ তেজস্বী ঊর্ব্ব নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই ঊর্ব্ব ত্রৈলোক্যবিনাশের নিমিত্ত ক্রোধানলের সৃষ্টি করিয়া এই পর্ব্বতবনসম্পন্না অবনীকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইবে। তখন অনেকে সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া তাহার ক্রোধোপ-শমের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে সে সেই ক্রোধবহ্নি সমুদ্রমধ্যে বড়বা-মুখে নিক্ষেপ করিবে। ঊর্ব্বের ঋচীক নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। ক্ষত্রিয়গণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কোন অলৌকিক উপায়ে সমগ্র ধনু-র্ব্বেদ ঐ ঋচীকে সংক্রান্ত হইবে। ঋচীক আপনার বংশরক্ষার্থ তোমার আত্মজ গাধির কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। ঐ সময় তোমার আত্মজ গাধি স্বীয় বংশধর পুত্র উৎপন্ন না হওয়াতে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিবে। কিয়দ্দিন পরে ঋচীক আপনার ভার্য্যা ও শ্বশ্রূর পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র এই দুইপ্রকার চরু প্রস্তুত করিবে। কিন্তু তোমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ করিবার অভিলাষে কন্যাকে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্ম চরু ভক্ষণ করিবে। ঋচীক সেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ দুই চরু প্রভাবে যাহার যেরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা-দিগের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিবে। তখন ঋচীকের ভার্য্যা ঋচীকের বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে আপনার পুত্রে সংক্রামিত না হইয়া পৌত্রে হয়, সেই বর প্রার্থনা করিবে। ঋচীকও তাহাতে সম্মত হইবে। পরে ঐ চরুপ্রভাবে ঋচীকের ভার্য্যা জমদগ্নি নামক এক পুত্র প্রসব করিবে। সমগ্র ধনুর্ব্বেদ ঋচীক হইতে ঐ জমদগ্নিতে সংক্রান্ত হইবে। জমদগ্নির ঔরস রামনামে পুত্র উৎপন্ন হইবে। সে স্বীয় পিতামহীর বরগ্রহণানুসারে ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদের অধিকার করিবে। এ দিকে তোমার পুত্রবধূ সেই ব্রাহ্মতেজোমিশ্রিত চরুপ্রভাবে বিশ্বামিত্র নামে ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রসব করিবে। বিশ্বামিত্র কালসহকারে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইবে। হে মহারাজ! বিধাতার অভিপ্রায়ানুসারে স্ত্রীলোকই তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব ও আমার বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারের মূল হইবে। বিধাতার অভিপ্রায় কদাচ অন্যথা হইবার নহে। সুতরাং তোমার পৌত্র নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে এই ঘটনানিবন্ধন ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে মহারাজ কুশিক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চরিত হউক। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। কুশিক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার বংশপরম্পরা সকলেই যেন ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহাদিগের যেন ধর্ম্মে দৃঢ়তর আসক্তি থাকে। তখন মহর্ষি চ্যবন তথাস্তু বলিয়া কুশিককে অভীষ্ট বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত কৌশিকদিগের যেরূপ সম্বন্ধনিবন্ধ হইয়াছিল এবং যে কারণে কুশিকের

পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব ও ঋচীকের পৌত্র ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই পৃথিবী যে অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত নরপতির নিধনে নিতান্ত দীনভাব ধারণ করিয়াছে, আমি বারংবার সেই বিষয় স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইতেছি। অসংখ্য ব্যক্তির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীজয় ও রাজ্যলাভ করিয়া আমাকে কেবল অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায়! যে সমুদায় সুশীলা নারীর পতি, পুত্র, মাতুল ও ভ্রাতৃগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগের কি গতি হইবে! যখন আমরা রাজ্যলোভে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। আমি এই বিবেচনা করিয়া তপস্যা করিতে বাসনা করিতেছি। অতএব আপনি বিশেষরূপে আমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করুন।

সূক্ষ্মবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মানবগণ যেরূপ কার্য্য দ্বারা পরলোকে যেরূপ গতিলাভ করে, আমি এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য তপস্যা দ্বারা যশ, দীর্ঘায়ু, বিবিধ ভোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, ধনসম্পত্তি, সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তিনি সমুদায় লোককেই বশীভূত করিতে পারেন। দান দ্বারা উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দীর্ঘায়ু, অহিংসা দ্বারা সৌন্দর্য্য ও দীক্ষা দ্বারা সদ্বংশে জন্ম লাভ হয়। যাঁহারা ইহলোকে ফলমূলমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরলোকে রাজ্য, আর যাঁহারা ইহলোকে পর্ণাহার ও সলিলমাত্র পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। দান দ্বারা প্রভূত ধন, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা ও নিত্যশ্রাদ্ধ দ্বারা সন্তানসন্ততি লাভ হয়। যাঁহারা শাকমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরজন্মে প্রভূত গোধন, ও যাঁহারা তৃণমাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হন। ইহলোকে যে সমুদায় স্ত্রী ত্রিকালীন স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা নিত্যস্নান এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা পরলোকে দক্ষপ্রজাপতির স্বরূপত্ব, যাঁহারা মরুভূমিতে দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা রাজ্য; যাঁহারা অনশনব্রত অবলম্বন করেন তাঁহারা গৃহ ও শয্যা, যাঁহারা চীর ও বল্কল পরিধান করেন তাঁহারা বস্ত্র ও আভরণ; যাঁহারা যোগ ও তপোনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বিবিধ শয্যা আসন ও যান এবং যাঁহারা অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। রস সমুদায় পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সৌভাগ্য; আমিষ পরিত্যাগ করিলে পুত্রগণের দীর্ঘ আয়ু ও জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিলে পরলোকে স্বর্গের আধিপত্য এবং সতত সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে দেহান্তে দেবগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে। ধনদান দ্বারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগ্য, দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। পানীয় প্রদান দ্বারা অচলা কীর্ত্তি এবং অন্ন ও পানীয় এই উভয় দান দ্বারা বিবিধ ভোগজনিত তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের শান্তিপ্রদ মহাত্মাদিগকে কখনই শোকসন্তাপে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণের আরাধনা করিলে পরলোকে রাজ্য ও দিব্যরূপ, দীপদান করিলে চক্ষুষ্মত্তা, রমণীয় বস্তু প্রদান করিলে স্মৃতি ও মেধা এবং গন্ধ মাল্য প্রদান করিলে পরলোকে কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহজন্মে যাঁহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন, পরজন্মে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। যাঁহারা দ্বাদশবর্ষ সর্ব্বভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক জপাদি নিয়মানুষ্ঠান ও ত্রিকালীন স্নান করেন, তাঁহারা পরলোকে বীরস্থান অপেক্ষাও উৎকৃষ্টস্থান লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যা দান করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট দাস, দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপবাস দ্বারা স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা ফল ও পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞান লাভ হয়। দেবগণ কহিয়াছেন, স্বর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্গসম্পন্ন সহস্র ধেনু প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহ দেবলোক লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইহলোকে স্বর্ণশৃঙ্গ ও কাংস্যক্রোড়সম্পন্ন সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম বিদ্যমান থাকে, তত বৎসর অভিলষিত সুখসম্ভোগ ও স্বীয় পুত্রপৌত্রাদি সপ্তপুরুষের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণময় শৃঙ্গসম্পন্ন কাংস্যক্রোড়বিভূষিত, কনকোত্তরীয়যুক্ত, তিলময় ধেনু, প্রদান করিলে পরলোকে বসুদিগের লোক লাভ করা যায়। যেমন পবনসঞ্চালিত পোত দ্বারা মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ গোদান দ্বারা অন্ধকারময় নরক হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যাদান এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি ও অন্ন দান করেন; পরলোকে তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোক লাভ হয়, যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহসামগ্রী সমুদায় প্রদান করেন, তাঁহারা পরলোকে উত্তরকুরুতে সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। ভারবাহক গোদান করিলে বসুলোক, হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ, বিশুদ্ধ হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান; ছত্র দান করিলে রমণীয় গৃহ, চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিলে যান, বস্ত্র দান করিলে দিব্য শরীর, এবং গন্ধ দান করিলে সুগন্ধযুক্ত দেহ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ফলপ্রদান, পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদান করেন, তাঁহারা পরজন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নবিভূষিত গৃহ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহলোকে বিবিধ ভক্ষ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা পরজন্মেও ঐ সমুদায় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে স্নানীয়, ধূপ, গন্ধ ও মাল্য প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পরম সুন্দর ও রোগবিহীন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণকে ধনধান্যপরিপূর্ণ শয্যাসমন্বিত গৃহ প্রদান করেন, পরলোকে তাঁহার শিবলোক লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি ইহলোকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপধানসমন্বিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সৎকুলোদ্ভবা রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, বীরশয্যায় শয়ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার স্বরূপত্ব লাভ করা যায়; অতএব কেবল বীরশয্যাশায়ী মহাত্মাদিগের তুল্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বর্গগমনাভিলাষে বনবাস বাসনা পরিহার পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিতামহের বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হও। তখন অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী তাঁহার সেই বাক্য স্বীকার করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জলাশয় খনন ও বৃক্ষরোপণ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ইহলোকে বিবিধ ধাতুবিভূষিত, নয়নানন্দকর সর্ব্বভূতসমন্বিত উর্ব্বর ক্ষেত্রকেই শ্রেষ্ঠ ভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐরূপ প্রদেশেই জলাশয় খনন করা কর্ত্তব্য। জলাশয় খননে যে যে গুণ, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জলাশয় প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোকমধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকেন। জলাশয় মিত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতের উপকারক, সূর্য্যের প্রীতিকর, দেবগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তিপ্রদ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, জলাশয় খনন করিলে তদ্দ্বারা ত্রিবর্গের ফল লাভ হয়। অতএব জলাশয় একটী পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ। চতুর্ব্বিধ প্রাণী জলাশয় হইতে জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। অতএব জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই জলাশয় আশ্রয় করেন। এক্ষণে ঋষিগণ জলাশয় খননের যেরূপ ফল কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ষাকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের, শরৎকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি সহস্র গোদানের, হেমন্তকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিলপূর্ণ থাকে, তিনি বহুসুবর্ণ যজ্ঞের, শিশিরকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের, বসন্ত

কালে যাঁহার জলাশয়ে জল থাকে, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের এবং গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গাভী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ের জল পান করে, তাঁহার কুল পবিত্র হয় এবং তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ে, স্নান, জলপান ও বিশ্রাম করে, তাঁহাকে পরলোকে কখনই স্নান, জলপান ও বিশ্রামের নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতে হয় না। পরলোকে জলাঞ্জলি লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। জলদান করিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহলোকেই তিল, জল ও দীপ প্রদান এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদ কর। কারণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে আর ঐ সমুদায় কার্য্য করিতে পারিবে না। জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব জলদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জলাশয় দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বৃক্ষরোপণের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উদ্ভিদ পদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত। এই সমুদায় রোপণ করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি, স্বর্গে শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মান লাভ হইয়া থাকে। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিলেও তাঁহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং সে অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিতে পারে। অতএব বৃক্ষরোপণ করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা পরলোক গমন করিলে নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়। পাদপগণ পুত্রস্বরূপ হইয়া তাহার উদ্ধারসাধন করিয়া থাকে। বৃক্ষগণ পুষ্প দ্বারা দেবতা, ফল দ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়া দ্বারা অতিথিদিগের সংকার করিয়া থাকে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মনুষ্যগণ উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহারা ফল পুষ্প দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করে। অতএব জলাশয়তীরে বৃক্ষ সমুদায় রোপণ করিয়া পুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্মানুসারে রোপণকর্ত্তার পুত্রস্বরূপ সন্দেহ নাই। জলাশয় দাতা, বৃক্ষরোপণকর্ত্তা, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ও সত্যবাদী ইহারা নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করেন; অতএব জলাশয় দান, বৃক্ষরোপণ, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সমস্ত দানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? যে বস্তু প্রদত্ত হইলে দাতা উহা ইহলোক ও পরলোকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রাণিগণকে অভয় প্রদান এবং কাহারও বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহাকে সাহায্যদান ও প্রার্থনানুরূপ ধনদান করিলে ইহলোক ও পরলোকে তৎসমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ দানই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুবর্ণ, গো ও ভূমি দান অতিশয় প্রশস্ত; উহা পাপাত্মাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে নিরন্তর এই সমস্ত বস্তু প্রদান কর। দানধর্ম্ম প্রভাবে মনুষ্য নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি দত্তবস্তু অক্ষয় করিতে অভিলাষী হন, তিনি যে যে বস্তু সকলের প্রিয়তর, গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু প্রদান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে প্রতিনিয়ত প্রিয়বস্তু লাভ করে এবং ইহলোক ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হয়। যদি দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট আত্মরোপযোগী বস্তু প্রার্থনা করে, আর ঐ ব্যক্তি যদি সমর্থ হইয়াও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সে নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি শত্রুগণের প্রতি বিপদ্ কালে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি কৃশবিত্ত জীবিকাশূন্য অবসন্ন মনুষ্যকে জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যে সকল স্বধর্ম্মনিরত সচ্চরিত্র ব্যক্তি অন্নাভাবে পরিক্লিষ্ট হইয়াও যাচ্ঞা না করেন, তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পূজনীয় ও নিত্য সন্তুষ্ট, যাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না এবং যাঁহারা অযাচিতোপস্থিত বিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর। ঐ সকল ব্যক্তি যাহাতে কুপিত না হন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকিবে। তাঁহাদিগের আহারোপযোগী অর্থ আছে কি না প্রতিনিয়ত চর দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিবে এবং গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্য নিয়োগ ও পরিচ্ছদ প্রদান প্রভৃতি সুখাবহ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন করা হয়। যাঁহারা বেদবিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যাঁহাদিগের বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা লোকরঞ্জনার্থ অনুষ্ঠিত হয় না, সেই সমস্ত স্বদারনিরত পবিত্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে যাহা প্রদান করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই পরলোকে অনুগামী হইয়া থাকে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যে ফললাভ করেন, সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে সেইরূপই ফল লাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি শ্রদ্ধাবান্ ও দানশীল হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ দানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনীয় দ্রব্য সমর্পণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের পূজা করিলে দেবতাদির ঋণজাল হইতে অনায়াসে মুক্তি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা কদাচ কুপিত ও তৃণগ্রহণেও লুব্ধ হন না এবং যাঁহারা সতত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই আমাদিগের পরম পূজনীয়। যাঁহারা নিস্পৃহতানিবন্ধন দাতাকে সমাদর করেন না, তাঁহাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সেই সকল মহাত্মাকে নমস্কার ও তাঁহাদিগের হইতে অভয় প্রার্থনা করি। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি তেজ প্রদর্শন করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক হয় না। অতএব তুমি আপনাকে ধনবান্ রাজা ও মহাবল পরাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া কদাচ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়াদি উপভোগ করিও না। তোমার কুল ও গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত যে সমস্ত অর্থ আছে, তুমি স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমুদায় ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সংকার কর। তাঁহারা যেন পুত্রের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তোমাকে আশ্রয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। নিত্যপ্রসন্ন, অল্পলাভ সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিবিধান করিতে তোমাভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। যেমন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ব্রাহ্মণসেবাই আমাদিগের পরমধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অসংকৃত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বেদ ও যজ্ঞশূন্য এবং উৎকৃষ্ট লোকলাভে বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়দিগের ও শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের সেবা করিত। শূদ্রগণ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণগণকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিতে সমর্থ হইত না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিত। এক্ষণে তুমি সেই সমস্ত সত্যশীল মৃদুস্বভাব সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নিরন্তর সেবা কর। ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও তপস্যা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অচিরাৎ পরাভূত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার পিতা, পিতামহ ও স্বীয় জীবনও প্রিয়তম নহে। এই জীবলোকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রতিই সমধিক প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকি; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও প্রীতিভাজন। ধর্ম্মরাজ! আমি যাহা কহিলাম ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিও না; ইহা সত্য বাক্যই প্রয়োগ করিতেছি। এই সত্য প্রভাবেই মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে গমন করিয়াছেন, আমি সেই সেই লোকে গমন করিব। আমি এই বিপ্রভক্তি প্রভাবে সাধুদিগের গন্তব্য লোক সমুদায় নিত্যকালের নিমিত্ত লাভ করিব সন্দেহ নাই। ঐ সমুদায় লোক এক্ষণে আমার জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে। উহা প্রত্যক্ষ হওয়াতেই আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তুল্যরূপ আচার, কুল ও বিদ্যা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে, যদি একজন যাচক ও একজন অযাচক হন, তাহা হইলে উঁহাদের কাহাকে দান করিলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই মহৎফল লাভ হইতে পারে। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে, অযাচক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ও অযাচনা ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যস্বরূপ। ধৈর্য্যশালী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে প্রীত করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণগণ দস্যুদিগের ন্যায় লোকদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যাচ্‌ঞাকে চৌর্য্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাচকেরা মৃতকল্প বলিয়া অভিহিত হয়। দানশীল মহাত্মাদিগকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা আপনার ও অন্যের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। মানবগণ দয়ার অধীন হইয়া যাচক ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করেন বটে; কিন্তু যে সমুদায় ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখী হইয়াও কাহার নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তোমার রাজ্যমধ্যে অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন মহাত্মারা পৃথিবীকেও অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহাদিগের সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সতত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং অযাচক মহাত্মাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে ধনদান করিবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে যে ফল লাভ হয়, বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বেদবিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ প্রশংসালাভের নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান না করেন, তুমি গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্যনিয়োগ এবং বিবিধ পরিচ্ছদ ও ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্মসাধন করা হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণের পুত্রকলত্রাদি বৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় ভোজ্য বস্তুর প্রতীক্ষা করে, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজ্যবস্তু প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নসময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন, দেবরাজ তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি অপরাহ্নে অন্নাদি দান দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের প্রীতিলাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সর্ব্বভূতে অহিংসা, পোষ্যবর্গের পোষণ, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সত্যগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক অবভৃথ স্নানের ফললাভ কর। এই সমুদায় অপেক্ষা সদক্ষিণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই নাই; অতএব তুমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সতত এই সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কি ইহলোকে মহাফল লাভ করা যায়, না পরলোকে ঐ কার্য্য দ্বয়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে? ঐ দুইটি কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টির ফল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট; দানের পাত্র কিরূপ; কি প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়? আর কোন্ সময় দান ও যজ্ঞের প্রশস্ত সময়? এবং যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দান করে ও যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া দান করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারে? আপনি এই সমুদায় বিষয় অকপটে কীর্ত্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়জাতি নিরন্তর হিংসাজনক কার্য্যেই লিপ্ত থাকে; সুতরাং দান ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন কার্য্যই উঁহাদিগের পবিত্রতাসম্পাদনে সমর্থ হয় না। সাধু ব্যক্তিরা হিংসাদি পাপাচারনিরত ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করিতে প্রায়ই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন; অতএব প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে দান করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদি সাধুলোকেরা যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত দান করিবেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষত্রিয় জাতির পবিত্রতা সম্পাদন আর কিছুই নাই। যাঁহারা বেদজ্ঞ সচ্চরিত্র তপোনুষ্ঠানপরায়ণ ও সকল প্রাণীর হিতানুষ্ঠাননিরত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র। যদি সেই সকল ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্থ প্রতিগ্রহ না করেন, তাহা হইলে তোমার পুণ্য সঞ্চয় হইবে না; অতএব তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ ভোজ্য ও অর্থাদি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান কর। যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণেরা দাতার নিকট ধন গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব যদি তুমি তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ধনদান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য ফলের অংশভাগী হইবে। যাঁহারা পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে ভরণ পোষণ করেন, তাঁহাদের অচিরাৎ অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমস্ত সাধুলোক উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সমুদায় পরিবর্দ্ধিত করেন এবং যাঁহারা সতত পরোপকারনিরত হন, সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও তাঁহাদিগের ভরণ পোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, অতএব ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, বৃষ, অন্ন, ছত্র, বস্ত্র, উপানহ, অশ্বযুক্ত যান, গৃহ ও শয্যা প্রদান কর। যাজ্ঞিকদিগকে ঘৃতাদি যজ্ঞোপকরণ প্রদান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহেন এবং পরিবারবর্গের ভরণ পোষণে নিতান্ত অসমর্থ, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক গোপনে হউক, বা প্রকাশ্যেই হউক, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা নিতান্ত উচিত। তুমি এই প্রকার কার্য্য দ্বারা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে অবশ্যই স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে। দানাদি দ্বারা তোমার ধনক্ষয় হইলে যদি তুমি পুনরায় ধনসঞ্চয় করিয়া রাজ্যপালন করিতে পার, তাহা হইলে পরজন্মে তোমার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব ও প্রচুর ধন লাভ হইবে। তুমি সতত সাবধান হইয়া আপনার ও অন্যের বৃত্তি রক্ষা কর। সুতনির্ব্বিশেষে ভৃত্য ও প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অর্থ আহরণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার জীবিতকাল যেন তাঁহাদিগের কার্য্যসংসাধন করিয়াই অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রচুর অর্থ অনর্থের মূল। উহার প্রভাবে উঁহাদিগের অহঙ্কার ও মোহ উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণ মোহে অভিভূত হইলে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে প্রাণিগণ ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে সমর্থ হন না।

যে রাজা একবার রাজ্য হইতে ধন আহরণ পূর্ব্বক কোষাগারে সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পুনরায় প্রজাপীড়ন দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞ প্রশংসনীয় নহে। সমৃদ্ধিশালী প্রজারা নিপীড়িত না হইয়া অনুরাগের সহিত যে ধন দান করে, সেই ধন দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপীড়ন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে। যখন রাজা প্রজারঞ্জন দ্বারা তাঁহাদের যথোচিত অনুরাগভাজন হইবেন, সেই সময়েই প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার উচিত। রাজা, বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ ও দীনের ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। প্রজারা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যদি কূপাদি হইতে জলসেচন দ্বারা ধান্যাদি উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই ধান্যাদি হইতে কর গ্রহণ করা রাজার ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে। যে স্ত্রীলোক, রাজকর প্রদানে নিতান্ত কাতর, রাজা তাহার নিকট কদাচ কর গ্রহণ করিবেন না। দীন জনের অত্যল্পমাত্র ধন হইতে কর গ্রহণ করিলে রাজার রাজ্য ও রাজশ্রী অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় সন্দেহ নাই। সাধুদিগকে নিরন্তর ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্যে বালকেরা সস্পৃহলোচনে সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু তৃপ্তিপূর্ব্বক উহা আহার করিতে পায় না, সেই রাজাকে যার পর নাই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যদি তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষুধায়

অতিশয় কাতর হন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার পাপ জন্মিবে। মহারাজ শিবি কহিয়াছেন যে, যে রাজার অধিকার মধ্যে প্রজাগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা আহারাভাবে অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, সে রাজার জীবনে ধিক্। যে রাজার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হন, সেই রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন ও প্রতিপক্ষ ভূপালগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে রাজার রাজ্যে দুরাত্মারা রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে তাহার পতিপুত্রগণের সমক্ষেই বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায় সেই রাজা জীবন্মৃত। যে রাজা প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে একান্ত অসমর্থ; যিনি কেবল প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক অর্থ অপহরণ করেন এবং যাঁহার সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রী নাই, প্রজারা সমবেত হইয়া সেই ধর্ম্মসংহারক নির্দ্দয় রাজকুলাঙ্গারকে বিনাশ করিবে। যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, উন্মাদ রোগাক্রান্ত কুক্কুরের ন্যায় তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সংহার করা কর্ত্তব্য। প্রজারা ভূপতি কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রতিপালিত না হইয়া যে পাপসঞ্চয় করে রাজাকে সেই পাপের চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ কহেন, প্রজারক্ষণপরাঙ্মুখ ভূপতিকে প্রজাদিগের পাপের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে হয় এবং কেহ কেহ কহেন, অপালক রাজা প্রজাদের পাপের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে প্রজাদের পাপের চতুর্থাংশ অপালক রাজাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মতই আমাদিগের অনুমোদিত। আর প্রজারা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করে, সেই পুণ্যেরও চতুর্থাংশ রাজা অধিকার করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! যেমন প্রজারা পর্জ্জন্যের, পক্ষিগণ বৃক্ষের, যক্ষেরা কুবেরের ও দেবগণ দেবরাজের আশ্রয়ে কালযাপন করেন, সেইরূপ তোমার প্রজা, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূপতিদিগের যে বিবিধ দানের নিয়ম আছে, তন্মধ্যে কোন্ দান শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূমিদান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভূমি অক্ষয় ও অচল, ভূমি কামপ্রসবিনী ধেনুর ন্যায় লোকের সমুদায় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন, পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ভূমিভোগ করিতে পারেন, কারণ ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, মনুষ্য মাত্রেই স্ব স্ব কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। মহাদেবী ধরিত্রী ভূমিদাতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি ইহজন্মে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পৃথিবীর অধীশ্বর হন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহজন্মে যেরূপ দান করেন, তিনি পরজন্মে তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ ও পৃথিবী দানকেই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মঘ্ন মিথ্যাবাদী পাপাত্মারাও যদি ভূমিদান করে, তাহা হইলে ঐ ভূমি তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া তাহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সাধু ব্যক্তিরা পাপাত্মা রাজাদিগের নিকট সুবর্ণাদি ধন গ্রহণ করিলে পাপভাগী হন; কিন্তু ভূমি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী ভূমিদাতা ও ভূমিগ্রহীতা উভয়েরই প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া উহাঁর প্রিয়দত্তা নাম হইয়াছে। যে রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন, তিনি ইহজন্মে অভিলষিত রাজ্যভোগ ও পরজন্মে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব ভূমি দান করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভূমিপতি ব্যতীত অন্যের ভূমিদানের অধিকার নাই। অযোগ্য পাত্রে ভূমিদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অন্য দানের ন্যায় ভূমিদান করিয়া গোপন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যে সমুদায় ভূপতি ভূমিলাভ করিতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদিগের ভূমিদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা বলপূর্ব্বক সাধুদিগের ভূমি গ্রহণ করেন, তিনি পরজন্মে ভূমিলাভে বঞ্চিত হন; আর যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি সাধুদিগকে ভূমিদান করেন, তিনি ইহজন্মে ও পরজন্মে উৎকৃষ্ট ভূমি ও ফললাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা যে রাজার ভূমির প্রশংসা করেন, বিপক্ষেরা কখনই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। লোকে অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন যে কিছু পাপাচরণ করে, দ্বিসহস্র একশত হস্ত পরিমিত ভূমিদান করিলেই তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। অতি ঘৃণিত ও কুকর্ম্মনিরত রাজারাও উৎকৃষ্ট ভূমি দান করিলে পবিত্র হইতে পারে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, সাধুদিগকে ভূমি দান করিলেও প্রায় সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফললাভ বিষয়ে সংশয় করেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট ভূমিদানের ফললাভ বিষয়ে তাঁহাদের কখনই শঙ্কা হয় না। ভূমিদান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশীলতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চনা ও গুরুশুশ্রূষা এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণি মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের ফললাভ হয়। যাঁহারা প্রভুর হিতানুষ্ঠাননিরত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। যেমন জননী সর্ব্বদা ক্ষীর প্রদান করিয়া স্বীয় শিশুসন্তানকে প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী সমুদায় রস প্রদান করিয়া ভূমিদাতা ভূপতিকে পালন করিয়া থাকেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, তমোগুণ, সুদারুণ বহ্নি ও ভয়ঙ্কর পাপ সমুদায় ভূমিদাতাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। শান্তপ্রকৃতি হইয়া ভূমিদান করিলে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা হয়। কৃশ, ম্রিয়মাণ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করিলে যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। বৎসপ্রিয়া ধেনু যেমন ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের নিকট গমন করিয়া তাহাকে দুগ্ধ প্রদান করে, তদ্রূপ পৃথিবী ভূমিদাতা ভূপতিকে উভয়লোকে বিবিধ ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহজন্মে ব্রাহ্মণকে ফালকৃষ্ট, বীজসম্পন্ন ও শস্যসমন্বিত ভূমি অথবা উৎকৃষ্ট গৃহ দান করেন, তিনি পরজন্মে সমুদায় লোকের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। যে রাজা আহিতাগ্নি, ব্রতপরায়ণ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করেন, তাঁহাকে কখনই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না। চন্দ্রমা যেমন দিনে দিনে বর্দ্ধিত হন, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল, প্রদত্ত ভূমিতে যতবার শস্য হয়, ততগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন উপলক্ষে কহিয়াছেন যে, ভূমি স্বয়ং কহিয়াছেন আমাকে দান ও আমাকে গ্রহণ কর। আমাকে দান করিলে পুনরায় আমাকে লাভ করিতে পারিবে। কারণ ইহলোকে যে ব্যক্তি যাহা প্রদান করে, সে পরলোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে। মহাত্মা জামদগ্ন্য এই ভূমিগীতা শ্রবণ করিয়া কাশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ বেদতুল্য এই ভূমিগীতা অবগত হন, অথবা যিনি শ্রাদ্ধকালীন ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। প্রবল ব্যক্তিদিগের আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা যে অনিষ্টপাত হয়, ভূমিদান তাহার শান্তিকর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহার দশপুরুষ পবিত্র হয়। ভূমি সমুদায় জীবের উৎপত্তির কারণ; অগ্নি ইহাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নরপতিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াই তাঁহার নিকট এই ভূমিগীতা কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে তিনি সাধু ব্যক্তিদিগকে ভূমিদান করিবেন এবং তাঁহাদের ভূমি হরণ করিতে বাসনা করিবেন না। রাজার সমুদায় অর্থই ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজা ধার্ম্মিক হইলেই প্রজাদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং অধার্ম্মিক ও নাস্তিক হইলে তাহাদিগের সুখে কালযাপন করা দূরে থাক, দুঃখের পরিসীমা থাকে না। তাঁহার অসদাচরণে প্রজাদিগকে সতত উদ্বিগ্ন হইতে হয়। ঐরূপ ভূপতির রাজ্য কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না; প্রত্যুত অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজা ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে প্রজাগণ নিদ্রাদি সুখানুভব করিয়া পরমসুখে গাত্রোত্থান করে। রাজার শুভকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাগণ যাহার পর নাই সুখী ও পরিবর্দ্ধিত হয়। যে নরপতি পৃথিবী দান করেন, তিনিই কুলীন, বন্ধু, মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, দাতা ও যথার্থ পরাক্রান্ত। যাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজে দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। যেমন বীজবপন করিলে তাহা হইতে শস্য সমুৎপন্ন হয়; তদ্রূপ ভূমিদান করিলে সকল কামনা সফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণ ইঁহারা সকলেই ভূমিদাতার প্রশংসা করেন। মানবগণ ভূমি হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আবার ভূমিতেই বিলীন হইয়া থাকে। জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবই ভূমির বিকার। ভূমি সমুদায় জগতের পিতা মাতাস্বরূপ। ভূমির তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র ভূমিদক্ষিণ একশত যজ্ঞ সমাপনানন্তর বৃহস্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, ভগবন্! কোন্ বস্তু দান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কোন্ দান প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া অনায়াসে পরম সুখে কালযাপন করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন দেবপুরোহিত মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! সুবর্ণ, গো ও ভূমি এই সকল বস্তু দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণের বাক্যানুসারে আমার বোধ হয় ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে সকল বীর সমরাঙ্গনে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ভূমিদাতা পূর্ব্বতন পাঁচ ও অধস্তন ছয় এই একাদশ পুরুষকে পরিত্রাণ করেন। যিনি রত্ন ও সমলঙ্কৃত ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না; তিনি পরমসুখে স্বর্গলোকে বাস করেন। ইহজন্মে সর্ব্বগুণসমন্বিত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রদান করিলে, জন্মান্তরে তাহার রাজাধিরাজত্ব লাভ হয়। যে রাজা সর্ব্বশস্যপরিপূর্ণা পৃথিবী দান করেন, তিনি সমুদায় পদার্থ দানের ফললাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও প্রবাহিনী নদী সকল পরলোকে ভূমিদাতার তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। নরপতি ভূমিদান করিলে অনায়াসে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ফলতঃ ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যে নরপতি স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণসাৎ করেন, যতকাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল মানবগণ তাঁহার যশ ঘোষণা করিবে। যিনি সমৃদ্ধিসম্পন্না ভূমি প্রদান করেন, তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভে সমর্থ হন। যে নরপতি রাজ্যসুখ অভিলাষ করেন, ভূমি দান করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মানবগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া ভূমি দান করিলে অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয়। একমাত্র ভূমি দান করিলেই এক কালীন সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, বন, তড়াগ, উদপান, সরোবর, স্নেহাদি বিবিধ রস, বীর্য্যবান্ ঔষধ ও পুষ্পফলসমন্বিত পাদপ সমুদায় দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ভূমিদানের তুল্য ফললাভ করা যায় না। ভূমিদাতা ভূমিদান করিয়া তাহা প্রত্যাহরণ করিলে স্বয়ং নরকস্থ হন এবং স্বীয় দশ পুরুষকে নরকে নিপাতিত করেন। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে এবং যে দান করিয়া প্রত্যাহরণ করে, তাহাদিগকে মৃত্যুর নিদারুণ পাশে বদ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা অতিথিপ্রিয় সাগ্নিক যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই শমনসদনে গমন করিতে হয় না। ব্রাহ্মণের ঋণপরিশোধ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া প্রত্যাহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ ঐ ক্ষেত্রহরণনিবন্ধন একান্ত অবসন্ন ব্রাহ্মণদিগের অশ্রুপাত হইলে অপহর্ত্তার তিনকুল এককালে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রাজ্যচ্যুত নরপতিকে পুনরায় রাজ্যমধ্যে সংস্থাপিত করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ইক্ষু, যব, গোধূম, বিবিধ রত্ন, নিধিগর্ভ এবং গো, অশ্বাদি বিবিধ বাহনপরিপূর্ণ বাহুবলার্জ্জিত ভূমি দান করিতে পারিলে অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা ঐ দানকে ভূমিযজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভূমিদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ইহা দ্বারা সাধু ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মান লাভ করা যায়। সলিলমধ্যে তৈলবিন্দু নিপতিত হইলে যেমন ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল সেই দত্ত ভূমিতে যতবার শস্য সমুৎপন্ন হয়, ততই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। ভূমিদাতা মহাবল পরাক্রান্ত সম্মুখসংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকগত নরপতিগণের ন্যায় দিব্য মাল্য বিভূষিত নৃত্যগীতবিশারদ অপ্সরোগণকর্ত্তৃক উপাসিত এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ভূমিদান করিলে জন্মান্তরে সিংহাসন, শ্বেতচ্ছত্র, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট অশ্বাদিবাহন, পুষ্প, ধান্য, কুশ, বালতৃণ ও সুবর্ণরাশি লাভ হয়। ভূমিদাতার আজ্ঞা কেহই অগ্রাহ্য করে না এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি হইতে থাকে। ফলতঃ ভূমিদানের তুল্য দান, মাতৃসদৃশ গুরু, সত্যের সমান ধর্ম্ম ও দানের সদৃশ নিধি আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবরাজ ইন্দ্র অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির নিকট এইরূপ ভূমিদানের ফল শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধনরত্ন পরিপূর্ণ এই বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে এই ভূমিদানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে রাক্ষস বা অসুরগণ কখনই ঐ শ্রাদ্ধে বিঘ্ন করিতে পারে না এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে ঐ শ্রাদ্ধে যাহা প্রদত্ত হয়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব শ্রাদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের নিকট এই ভূমিদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দানশীল নরপতি গুণবান্ ব্রাহ্মণগণকে কি কি বস্তু প্রদান করিবে? কিরূপ দান দ্বারা ব্রাহ্মণেরা আশু পরিতুষ্ট হন? এবং কিরূপ দানই বা ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ হয়? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ আমার নিকট এই বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবতা ও ঋষিগণ অন্নেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। লোকযাত্রা ও যজ্ঞ অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্নদানের তুল্য দান আর কিছুই নাই। এই নিমিত্ত মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অন্ন অধিক তেজস্কর। অন্ন বিনা কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্নই সমুদায় বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থ, ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব অন্নকেই প্রাণের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবেন। যে ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তিনি আপনার পরলোকহিতকর পরম নিধি স্থাপন করিয়া রাখেন। পথশ্রান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুশীল ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্নদান করেন, তিনি উভয় লোকেই পরম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। গৃহাগতব্যক্তিকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও তাহা বিফল হয় না। যে মহাত্মা অকাতরে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে অন্নদান করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্ম লাভ হয়; যে ব্যক্তি অন্ন দ্বারা দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে পরিতৃপ্ত করেন, তিনি উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভে সমর্থ হন সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, তাহার সেই পাপ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে অক্ষয় ফল ও শূদ্রকে অন্নদান করিলে মহাফল লাভ হয়; ধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে অন্নদান করিবার এইরূপ বিশেষ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহার দেশ, গোত্র, বেদ, শাখা ও বেদাধ্যয়নের বিষয় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ইহলোকে অন্নদান করেন, পরলোকে তাঁহার সেই অন্ন সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। পিতৃগণ সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বীয় স্বীয় পুত্র ও পৌত্র হইতে সতত অন্নলাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং অন্ন প্রার্থনা করিলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্নদান করেন, তিনি ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করুন বা না করুন, অবশ্যই তাঁহার পুণ্য লাভ হয়। অতিথি ব্রাহ্মণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা অর্থিভাবে সমুপস্থিত হইয়া সৎকার লাভ পূর্ব্বক প্রতি-

গমন করেন, তিনি ইহজন্মে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখে কালহরণ করেন এবং পরজন্মে মহাভোগযুক্ত উত্তম কুলে উৎপন্ন হন। অন্নদাতার পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়। মিষ্টান্নদাতা অনন্তকাল স্বর্গে সংকৃত হইয়া বাস করিতে পারেন। অন্ন সমুদায় লোকের প্রাণস্বরূপ। সমুদায় বস্তুই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান করেন, তিনি পশুশালী ধনধান্য সম্পন্ন, পুত্রবান্, বলবান্ ও রূপবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা ও সর্ব্বদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অন্নদান করেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে দেবগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ উর্ব্বরা ভূমিস্বরূপ; যে ব্যক্তি ঐরূপ ভূমিতে ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করেন, তিনি অনায়াসে পুণ্যরূপ ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। অন্নদান দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং অন্নদান দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষফল লাভ করা যায়, অন্য কোন দানেই সেরূপ ফললাভ করা যায় না। অন্ন হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নই রতি, ধর্ম্ম ও অর্থের উৎপাদক এবং রোগনাশের মূল। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নকে অমৃতস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ সমুদায়ই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্নের নাশ হইলে শরীরস্থ পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্নের অভাবে বলবান্দিগের বলের হানি হয়। অন্ন ব্যতীত আহার বিহার ও যজ্ঞ প্রভৃতি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ন না থাকিলে বেদপর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যায়। ত্রিলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব অন্নদান পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অন্নদান করেন, তাঁহার বল, তেজ, যশ ও কীর্ত্তির পরিসীমা থাকে না।

ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ভূমির রস গ্রহণ করেন। ঐ রস সমুদায় মেঘরূপে পরিণত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ু দ্বারা সেই মেঘ সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন। মেঘ হইতে বারিধারা নিপতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হন এবং পৃথিবী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে জগতের জীবনোপায়স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সমুদ্ভূত হয় এবং শুক্র হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ অগ্নি ও চন্দ্র শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করেন। এইরূপে অন্ন দ্বারা শুক্র উৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ সূর্য্য ও পবনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া জন্তুগণের সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করেন, তিনি তেজ ও প্রাণদানের ফলভোগ করিতে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপ অন্ন দানের ফল শ্রবণ করিয়া অবধি এতাবৎকাল বিধিপূর্ব্বক অন্নদান করিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে তুমিও অসূয়াবিহীন হইয়া অকাতরে অন্নদান কর। বিধিপূর্ব্বক সুব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করিলে নিঃসন্দেহই তোমার স্বর্গ লাভ হইবে। যে মহাত্মারা ইহলোকে অন্নদান করেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গারূঢ় হইয়া তারামণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নানাস্তম্ভসমন্বিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ কিঙ্কিণীজালজড়িত বালার্ক সদৃশ বিবিধ অচল ও সচল গৃহ, বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় অসংখ্য জলগৃহ, সর্ব্ব কামফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদায়, সহস্র সহস্র বাপী, সভা, কূপ, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, পর্ব্বতাকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, বস্ত্র, আভরণ, ক্ষীরনদী, অন্নপর্ব্বত, পাণ্ডু ও তাম্রবর্ণ প্রাসাদ সমুদায় এবং কনকের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিবিধ শয্যালাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক অন্নদান কর। ইহলোকে অন্নদান করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার মুখে অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কোন্ নক্ষত্রে কোন বস্তু দান করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এইস্থলে নারদ ও দেবকীসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা দেবকী দেবরূপী নারদকে দ্বারকায় সমাগত দেখিয়া, এক্ষণে তুমি আমাকে যে রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! কৃত্তিকা নক্ষত্রে ঘৃত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পরিতৃপ্তিসাধন করিলে উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণের আনৃণ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মৃগমাংস, অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বিবিধ পানীয় প্রদান করিবে। মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে। মৃগশিরা নক্ষত্রে সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে সুরলোক লাভ হয়। আর্দ্রানক্ষত্রে উপবাস করিয়া তিল মিশ্রিত কৃষর প্রদান করিলে দেহান্তে অতি দুর্গম ক্ষুরধার পর্ব্বত অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পিষ্টক ও অন্ন প্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে রূপসম্পন্ন ও যশস্বী হইয়া সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে স্বর্ণ দান করিলে চন্দ্রের ন্যায় ভাস্বর লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। অশ্লেষা নক্ষত্রে রজত ও বৃষদান করিলে সকল ভয় হইতে মুক্তিলাভ ও ঐশ্বর্য্য অধিকার করা যায়। মঘা নক্ষত্রে তিলপূর্ণ শরাব প্রদান করিলে ইহলোকে পুত্র ও পশু এবং পরলোকে অসীম সুখলাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ফাণিত প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যপ্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে ঘৃত ও ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুল প্রদান করিলে দেবলোকে সমাদর লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে এই নক্ষত্রে যে কোন বস্তু প্রদান করা যায়, তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। হস্তা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া হস্তী ও রথ প্রদান করিলে পবিত্র অভীষ্ট ফলপ্রদ লোকসকল লাভ হয়। চিত্রানক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অপ্সরাদিগের সহিত নন্দন কাননে বিহার করিতে পারা যায়। স্বাতিনক্ষত্রে আপনার প্রিয় বস্তু প্রদান করিলে ইহলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও পরলোকে শুভলোক সমুদায় লব্ধ হয়। বিশাখা নক্ষত্রে বৃষ, দুগ্ধবতী ধেনু এবং ধান্য, বস্ত্র ও বৃষের সহিত শকট প্রদান করিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন এবং দেহান্তে দুর্গম নরক সমুদায় অতিক্রমপূর্ব্বক অক্ষয় ফল এবং সুরলোক লাভ করিতে পারা যায়। অনুরাধা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া উত্তরীয় পরিচ্ছদ ও অন্ন প্রদান করিলে শতযুগ দেবলোকে বাস করা যায়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে মূলের সহিত কালশাক প্রদান করিলে ইহলোকে অভীষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। মূলা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ফলমূল প্রদান করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন ও অভিলষিত গতি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপবাস করিয়া কুলীন সচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে দধিপাত্র প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে বহুগোধনসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ঘৃত ও ফাণিতের সহিত উদকুম্ভ ও শক্তু প্রদান করিলে অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। অভিজিৎ নক্ষত্রে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মনীষী ব্রাহ্মণগণকে মধু ও ঘৃতসংযুক্ত দুগ্ধ প্রদান করিলে দেবলোকে পূজিত হওয়া যায়। শ্রবণানক্ষত্রে বস্ত্রাবৃত কম্বল প্রদান করিলে শ্বেতবর্ণ যানে আরোহণ করিয়া প্রকাশ্য লোকে গমন করিতে পারা যায়। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া গোসংযুক্ত যান, বস্ত্র ও ধন প্রদান করিলে জন্মান্তরে রাজ্য লাভ হয়। শতভিষা নক্ষত্রে অগুরু চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সমুদায় দান করিলে দেহান্তে অপ্সরাদিগের সহিত একত্র বাস ও দিব্য গন্ধ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাজমাষ প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে সুখী ও সর্ব্বভক্ষ্যসম্পন্ন হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেষমাংস প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদনে ও দেহান্তে অনন্ত ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি রেবতী নক্ষত্রে কাংস্য দোহন পাত্রের সহিত ধেনুদান করেন, তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ঐ ধেনু পুনরায় সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বের সহিত রথপ্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে তেজস্বী হইয়া হস্তী, অশ্ব রথসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভরণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে তিলধেনু প্রদান করিলে পরলোকে প্রভূত ধেনু ও যশোলাভ করিতে পারা যায়। হে ধর্ম্মরাজ! দেবী দেবকী দেবর্ষি নারদের মুখে এইরূপে যে নক্ষত্রে যে বস্তু প্রদান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, তৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ অত্রি কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ দান করে, তাহার সকল বিষয়ই দান করা হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কহিয়াছেন যে, স্বর্ণ দান আয়ুস্কর, পবিত্রতা সম্পাদক ও পিতৃলোকের অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু কহিয়াছেন, সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট; অতএব মনুষ্য প্রযত্নসহকারে কূপ, বাপী ও তড়াগাদি খনন করাইবে। সলিলপূর্ণ কূপ খননকর্ত্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধু মনুষ্য ও গো সমুদায় জলপান করেন, তাহার সমুদায় বংশ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে সকলেই অপ্রতিষিদ্ধ হইয়া জলপান করিতে পারে, তিনি কদাচ বিপদে নিপতিত হন না।

ঘৃত দ্বারা ভগবান্ বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, অশ্বিনীতনয়দ্বয় ও বহ্নির তৃপ্তি-লাভ হয়। ঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য, রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস এবং উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি মঙ্গল, যশ ও পুষ্টি-লাভার্থী হন, তিনি ব্রাহ্মণগণকে সতত ঘৃত প্রদান করিবেন। যিনি আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত দান করেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত পায়স প্রদান করেন, রাক্ষসগণ তাঁহার গৃহে কদাচ উপদ্রব করে না।

যিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কলস প্রদান করেন, তিনি বলবতী পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হন না। আহারাভাবে তাঁহাকে কদাচ দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং বিপদ্ সমুদায় তাঁহাকে কখনই আক্রমণ করেনা। যিনি পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ ও উত্তাপ গ্রহণার্থ ব্রাহ্মণগণকে কাষ্ঠ প্রদান করেন, তাঁহার সংগ্রামে জয় লাভ, সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভগবান্ হুতাশন তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে ছত্র প্রদান করেন, তিনি পুত্র, সম্পদ ও যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার কদাচ চক্ষুঃপীড়া জন্মে না। আর যিনি গ্রীষ্মকালে বা বর্ষাকালে ব্রাহ্মণকে ছত্র দান করেন, তাঁহার কখনই মানসিকপীড়া উপস্থিত হয় না এবং তিনি বিষম কষ্ট হইতে অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন যে, শকট দান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অতএব ব্রাহ্মণকে শকট দান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উত্তপ্ত বালুকায় ব্রাহ্মণের চরণ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে পাদুকাযুগল প্রদান করে তাহার কি ফল লাভ হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি তাদৃশ উত্তাপের সময় সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রদান করে, তাহার সমুদায় কণ্টক নিরাকৃত হয়; গোযুক্ত শকট দানের ফল লাভ হয়; বিপদের লেশমাত্রও থাকে না; শত্রুগণ কখনই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে না এবং সে অচিরাৎ অশ্বতরী-যুক্ত রৌপ্য কাঞ্চন বিভূষিত শুভ্র যান লাভ করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্ব্বে ভূমিদানাদির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় ভূমিদান, গোদান, অন্নদান এবং তিলদানের ফল বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি তিলদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ভগবান্ ব্রহ্মা তিলকে পিতৃলোকের প্রধান ভোজ্যবস্তু বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তিলদান করিলে পিতৃলোকের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। যে ব্যক্তি মাঘ মাসে ব্রাহ্মণদিগকে তিলদান করে, তাহাকে কদাপি হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ঘোরতর নরক সন্দর্শন করিতে হয় না। তিল দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। অকামী হইয়া তিলশ্রাদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। তিল সমুদায় মহর্ষি কাশ্যপের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দান বিষয়ে পরম পবিত্ররূপে গণনীয় হইয়াছে। তিল পুষ্টিপ্রদ, রূপবর্দ্ধক ও পাপনাশক। অতএব সমুদায় দান অপেক্ষা তিল দানই প্রশংসনীয়। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত ও গৌতম ইঁহারা সৎপথে অবস্থান পূর্ব্বক তিল দ্বারা হোম ও তিল দান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যাবতীয় মহাদান অপেক্ষা তিল দান অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয়। পূর্ব্বকালে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় উৎপন্ন হইলে মহর্ষি কুশিক গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে তিলাহুতি প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত তিলদান প্রশংসনীয় তাহা কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্যান্য দানের বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর।

একদা দেবগণ যজ্ঞ করিবার মানসে ভগবান্ কমলযোনির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি। আপনি চরাচর বিশ্বের অধীশ্বর; আপনার নিকট ভূমি গ্রহণ না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, তাহার কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। অতএব আপনি আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ভূমি প্রদান করুন।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যে স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর সেই অংশ প্রদান করিলাম।

কমলযোনি এইরূপে ভূমি প্রদান করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা কৃতকার্য্য হইলাম, এক্ষণে দক্ষিণাদান-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। আপনি অনুমতি করুন যেন মুনিগণ সর্ব্বদাই আমাদিগের যজ্ঞভূমিতে অবস্থান করেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা কহিয়া কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, অগস্ত্য, কণ্ব, ভৃগু, অত্রি, বৃষাকপি ও অসিতদেবল প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন অনন্তর যথাকালে ঐ যজ্ঞ সমাপন হইলে সুরগণ সেই যজ্ঞভূমির ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! প্রাদেশমাত্র ভূমি প্রদান করিলেও কখন দুঃখে অবসন্ন বা বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। যিনি শীত, বায়ু ও আতপ জনিত ক্লেশনাশক সুসংস্কৃত গৃহ প্রদান করেন, তিনি পুণ্যক্ষয় হইলেও স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। বাসার্থে ভূমি প্রদান করিলে, পরম সমাদরে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করা যায়। অধ্যাপকবংশজাত জিতেন্দ্রিয় শ্রোত্রিয় যাহার গৃহে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করেন, সে অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি গোকুলের অবস্থান নিমিত্ত শীতবর্ষাজনিত ক্লেশনাশক সুদৃঢ় গৃহ প্রদান করে, তাহার সাত পুরুষ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। ক্ষেত্র দান করিলে সম্পত্তি লাভ এবং রত্নগর্ভা ভূমি দান করিলে, বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঊষর, দগ্ধ, শ্মশান-পরিবেষ্টিত ও পাপাত্মাদিগের পরিভুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পরকীয় ভূমিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ভূম্যধিকারীর পিতৃপুরুষগণ ঐ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল করিয়া দেন। অতএব অন্ততঃ অতি অল্পমাত্র ভূমিক্রয় করিয়াও তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রীত ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিলে ঐ পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে। বন, পর্ব্বত, নদ, নদী ও তীর্থস্থান এই সমুদায়ই অস্বামিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব এই সমুদায় স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইলে মূল্য প্রদান পূর্ব্বক স্থান ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ। এই আমি তোমার নিকট ভূমিদানের বিশেষ ফল কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর গোদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গো সমুদায় তাপসদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত ভগবান্ মহাদেব গো সমুদায়ের সহিত একত্র তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রার্থনা করেন, গো সকল চন্দ্রের সহিত সেই ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। গো সমুদায় দধি দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, চর্ম্ম, অস্থি, শৃঙ্গ ও লোম দ্বারা লোকের মহোপকার সাধন করে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় উহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। উহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কার্য্যসাধন করে। গো সমুদায় ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ উভয়কে অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা রন্তিদেব স্বীয় যজ্ঞে গো সমুদায়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া ছেদন করাতে উহাদিগের চর্ম্মরসে চর্ম্মণ্বতী নদী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে উহারা আর যজ্ঞীয় পশুত্বে কল্পিত হয় না। উহারা এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে গোদান করে, তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও অনায়াসে তাহা হইতে মুক্ত হয়। সহস্র গোদান করিলে পরকালে কখনই

নরকগ্রস্ত হইতে হয় না এবং সর্ব্বত্রই জয় লাভ হইয়া থাকে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দুগ্ধকে অমৃততুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; অতএব ধেনুদান করিলে অমৃত দানের ফল লাভ হয়। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ গব্যকে প্রধান হবনীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গোদান করিলে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করা হয়। বৃষভ মূর্ত্তিমান্ স্বর্গ স্বরূপ ; অতএব যে ব্যক্তি সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বৃষভ প্রদান করে, সে অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। গো সমুদায় প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ ; অতএব গোদান করিলে প্রাণ দান করা হয়। গো সমুদায় জীবগণের আশ্রয়স্বরূপ ; অতএব গোদান করিলেই আশ্রয়দানের ফললাভ হয়। নাস্তিক, পশুঘাতী ও গোজীবীকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে গোদান করিলে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে কৃশা, বিবৎসা, বন্ধ্যা, রোগযুক্তা, বিকলাঙ্গী ও পরিশ্রান্তা গাভী প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দশসহস্র গোদান করিলে ইন্দ্রলোকে এবং লক্ষ গোদান করিলে অক্ষয়লোক লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট গোদান, তিলদান ও ভূমিদানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদান অতি উৎকৃষ্ট দান। অন্নদান করিয়া মহাত্মা রন্তিদেব স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যে ভূপতি ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। অন্নদানে যেরূপ শ্রেয়োলাভ হয়, হিরণ্য বস্ত্র বা অন্য কোন দান দ্বারা সেরূপ শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ন অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ ও লক্ষ্মীস্বরূপ। অন্ন দ্বারা পরমায়ু, তেজ, বল ও বীর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়। মহাত্মা পরাশর কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাগ্র মনে সাধুদিগকে অন্নদান করেন, তাঁহাকে কদাপি কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয় না। যিনি যেরূপ অন্ন ভোজন করুন না কেন, শাস্ত্রানুসারে দেবগণকে তাহা নিবেদন করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষে অন্নদান করে, তাহার কোন প্রকার বিপদ্ থাকে না এবং সে অনায়াসে পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগে সমর্থ হয়। যিনি স্বয়ং ভোজন না করিয়া সমাহিত চিত্তে আপনার ভক্ষ্য অন্ন অতিথিকে দান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোকগমনে সমর্থ হন, দুর্ব্বিষহ বিপদে নিপতিত হইলেও তাহা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট অন্নদান, তিলদান, ভূমি দান ও গোদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আমি আপনার নিকট ভূম্যাদি দানের ফল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জল দান ইহলোকে কিরূপ মহাফল প্রদান করিয়া থাকে তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে ; অতএব আপনি ইহাও কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! লোকে অন্ন দান ও জল দান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করে, আমি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত মনে শ্রবণ কর। আমার মতে অন্ন দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অন্ন প্রভাবেই লোকে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অন্ন হইতে সকলের বল ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নদানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবী সাবিত্রী দেবমন্ত্রে অন্নদান বিষয়ে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত আছ। অন্নদান করিলে প্রাণ দান করা হয়। প্রাণ দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহর্ষি লোমশ কহিয়াছেন, পূর্ব্বকালে মহারাজ শিবি কপোতকে প্রাণ দান করিয়া যেরূপ গতিলাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া মনুষ্য সেই গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সলিল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। সলিল ব্যতিরেকে কোন বস্তুই সঞ্জাত হয় না। তারাপতি চন্দ্র, অমৃত, সুধা, স্বধা, ঔষধি ও তরুগুল্মাদি সমুদায়ই জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃতাদি সমুদায় পদার্থই প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ। দেবগণের অমৃত, নাগগণের সুধা, পিতৃগণের স্বধা, পশুগণের তরুগুল্মাদি ও মনুষ্যের ধান্যাদি অন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন এই সমুদায় পদার্থই জল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; তখন জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যাহার মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে; জলদান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। জলদান করিলে যশস্বী, দীর্ঘজীবী ও কৃতার্থ হইতে পারা যায়। জলদাতা অনায়াসে শত্রুদিগকে অতিক্রম ও পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে ; তাঁহার সমুদায় কামনা সিদ্ধ ও শাশ্বত কীর্ত্তি লাভ হয় এবং পরলোকে তাহার সুখের পরিসীমাও থাকে না। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে, জলদাতা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন; পিতামহ ! আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস। আমি এই উপলক্ষে যম ও ব্রাহ্মণসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে যামুনগিরির নিম্নভাগে পর্ণশালা নামে এক অতি রমণীয় প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে অসংখ্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমরাজ কাকের ন্যায় জঙ্ঘা ও নাসিকা সম্পন্ন, কৃষ্ণবসন, ঊর্দ্ধরোমা, লোহিতাক্ষ ; এক পুরুষকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে পর্ণশালা নামক গ্রামে গমন করিয়া অগস্ত্যগোত্রসমুদ্ভূত শান্তস্বভাব অধ্যাপক মহাত্মা শর্ম্মীকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন কর। আমি সেই মহাত্মার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে তাঁহার তুল্য বুদ্ধি, বিদ্যা, রূপ, গুণ, গোত্র, চরিত্র, অপত্য ও বয়ঃসম্পন্ন আর এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, দেখিও যেন ভ্রমক্রমে শর্ম্মীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আনয়ন করিও না। যমদূত মহাত্মা যমকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অচিরাৎ পর্ণশালা নগরীতে গমন পূর্ব্বক যমরাজ যাঁহাকে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ভ্রমক্রমে তাঁহাকেই তাঁহার সমীপে সমানীত করিল। তখন ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া দূতকে কহিলেন, দেখ, আমি যাঁহাকে আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি তাঁহাকেই আনয়ন করিয়াছ ; অতএব শীঘ্র ইঁহাকে ইঁহার আবাসে সংস্থাপিত করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর।

ভগবান্ কৃতান্ত দূতকে এইরূপ কহিলে সেই ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এস্থান হইতে গমন করিতে আমার বাসনা নাই ; যতদিন আমার কাল পূর্ণ না হয়, ততদিন আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।

তখন ভগবান্ যম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি লোকের আয়ুঃসত্ত্বে কাহাকে কদাপি আপনার আলয়ে স্থান দান করিতে পারি না। কেবল কালপ্রভাবে ক্ষীণায়ু ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ ও গতিবিধান করিতেই আমার ক্ষমতা আছে ; সুতরাং আপনাকে এই যমলোকে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করা আমার সাধ্য নহে ; অতএব অদ্যই আপনাকে স্বীয় ভবনে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে এই স্থানে অবস্থান ভিন্ন আপনি আমার নিকট আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সেই প্রার্থনা পূরণ করিব। ভগবান্ কৃতান্ত এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। আপনি ত্রিলোকের সাক্ষীস্বরূপ ; অতএব মর্ত্ত্যলোকে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য লাভ হয়, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

যম কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার নিকট দানবিধি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিল দানকে পরম দান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিলদান করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অতএব যথাশক্তি তিলদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রত্যহ তিলদান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। শ্রাদ্ধে তিলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব তুমি বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিলদান করিবে। বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে ব্রাহ্মণগণকে তিলদান, তিলভক্ষণ, তিলস্পর্শ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সম্পূর্ণ উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের নিত্য জলদান ও জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহলোকে পুষ্করিণী, তড়াগ ও কূপ সমুদায় অতিশয় দুর্লভ ; এই নিমিত্ত ঐ সমুদায় খনন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা জলদান করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্য

লাভ করা যায়। অতএব তুমি নিয়ত জলদানের নিমিত্ত জলাশয় খনন ও ভোজনাবসানে লোককে জলদান করিবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা যম ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিলে যমদূত স্বীয় প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে তাঁহার ভবনে সংস্থাপিত করিয়া মধ্যমা শর্ম্মীকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যমলোকে উপস্থিত হইল। তখন প্রতাপান্বিত ভগবান্ যম ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শর্ম্মীকে অবলোকন করিবামাত্র যথোচিত পূজা ও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া দূত দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার আলয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা শর্ম্মীও স্বীয় গৃহে উপনীত হইয়া যমের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

দীপদান করিলে পিতৃলোকের সন্তোষসাধন করা হয় বলিয়া ভগবান্ যম ঐ দানের অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিত্য দীপদান করেন, তাঁহারা পিতৃলোকে নিশ্চয়ই সদ্গতিলাভে সমর্থ হন। নিয়ত দীপদান করিলে দেবতা, পিতৃলোক ও আপনার চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয়; অতএব নিত্য দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে রত্ন দান করিলে মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দাতার নিকট হইতে প্রতিগৃহীত রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে কখনই বিক্রয় ও প্রতিগ্রহজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মনু কহিয়াছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ দাতার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া সুব্রাহ্মণগণকে তৎসমুদায় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও দাতার উভয়েরই অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। লোকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বস্ত্র দান করিলে পরমসুন্দর ও সুবেশসম্পন্ন হইতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট বেদপ্রমাণানুসারে গো, সুবর্ণ ও তিলাদি দানের বিষয় বারংবার কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে পুত্রলাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই; অতএব দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

—

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ক্ষত্রিয়ই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এবং ব্রাহ্মণ সেই দত্তভূমি গ্রহণ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারই ভূমিদান করিবার অধিকার নাই। এক্ষণে ফলাভিলাষী হইয়া সমুদায় বর্ণে যাহা দান করিতে পারে এবং বেদে যাহা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! গোদান, পৃথিবী দান ও বিদ্যা দান এই ত্রিবিধ দানই তুল্য ফলপ্রদ। ঐ ত্রিবিধ পদার্থই অবশ্য দেয়। যিনি শিষ্যকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বেদবাক্যে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার পৃথিবী ও গো দানের তুল্য ফল লাভ হয়। গো দানও সমধিক প্রশংসনীয়, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। গো দানের ফল অচিরাৎ লাভ হইয়া থাকে। গাভী সমুদায় জীবগণের প্রসূতিস্বরূপ এবং নানাপ্রকার সুখের নিদান। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নিত্য গো প্রদক্ষিণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোগণের পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দিয়া গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। গাভী সকল সমুদায় মঙ্গলের আয়তন স্বরূপ। অতএব ভক্তি পূর্ব্বক উহাদিগের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে উহাদিগকে কশাঘাত করিলে দোষাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় না; কিন্তু কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত উহাদিগকে প্রহার করিলেই উহা দোষাবহ হইয়া উঠে। পলায়ন ও শয়নকালে গোকুলকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। গো সমুদায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি গৃহস্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সবংশে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাদিগের বিষ্ঠায় শ্রাদ্ধভূমি ও দেবতাস্থান সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর কি অধিকতর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অন্যের গাভীকে গ্রাসমুষ্টি প্রদান করে, তাহার পুত্র, যশ, অর্থ ও সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদায় অভিলষিত বস্তু লাভ হয়, এবং দুঃস্বপ্নদর্শনজন্য দোষ ও অমঙ্গল এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ধেনু দেয় ও কি প্রকার ধেনু অদেয় এবং কীদৃশ ব্যক্তি গো দানের উপযুক্ত, আর কীদৃশ ব্যক্তিই বা অনুপযুক্ত তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আচারভ্রষ্ট মিথ্যাবাদী, হব্যকব্য বিবর্জ্জিত লুব্ধস্বভাব পাপাত্মাকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বহুপুত্রসম্পন্ন সাগ্নিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দশ গোদান করিলে দাতার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। গ্রহীতা প্রতিগ্রহলব্ধ ধন দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে ফল উৎপাদন করেন, ধনদাতা তাহার অংশভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জন্মদান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহারা তিনজনই পিতা বলিয়া পরিগণিত হন। গুরুশুশ্রূষা করিলে পাপ, অহঙ্কার জন্মিলে যশ, তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা এবং দশটী গাভী থাকিলে দরিদ্রতা দোষ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদান্তনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারদর্শী, জ্ঞানবান্, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, অতিথিপ্রিয়, প্রিয়বাদী ও স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার সম্পন্ন এবং যিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট পাত্রে গো দান করিলে যেরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়; ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে আবার তাদৃশ গুরুতর পাপ জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ধন ও পত্নী অপহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

—

সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দ্বারবতী নগরীতে যদুকুলের বালকগণ জল অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক মহাকূপ অবলোকন করিল। ঐ কূপ, তৃণ ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। বালকগণ কূপ দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া জললাভের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর তাহারা মহাপ্রযত্নে সেই কূপের মুখ হইতে তৃণলতাদি অপসারিত করিয়া দেখিল উহার মধ্যে এক মহাকায় কৃকলাশ অবস্থান করিতেছে। সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশকে দেখিবামাত্র বালকগণ রজ্জু ও চর্ম্মপট্ট দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যাহার পর নাই যত্ন করিল কিন্তু কোনরূপেই তাহাকে তথা হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বাসুদেব! এক মহাকূপমধ্যে একটী ভীষণ কৃকলাশ শূন্যপথ আবরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, আমরা কোনরূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। বালকগণ এই কথা কহিলে বাসুদেব তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই মহাকূপের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহা হইতে সেই পর্ব্বতাকার কৃকলাশের উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কৃকলাশ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! আমি পূর্ব্বজন্মে নৃগ নামে রাজা ছিলাম। ঐ সময় আমি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কৃকলাশ এই কথা কহিলে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি কখন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল পুণ্যকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য গোদান করিতেন, তবে আপনার এরূপ দুর্গতি হইল কেন?

তখন সেই কৃকলাশরূপী মহারাজ নৃগ বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে এক অগ্নিহোত্রশীল কোন কার্য্যবশতঃ প্রবাসে গমন করিলে তাঁহার একটী ধেনু যূথভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধনমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার পশুরক্ষকেরা আমার সহস্র ধেনুর মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়াছিল এবং আমিও পারলৌকিক ফললাভের নিমিত্ত সেই ধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। কিয়দ্দিন পরে সেই বিদেশগত ব্রাহ্মণ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় গোধন অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যে ব্রাহ্মণকে গো দান করিয়াছিলাম, তাঁহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই ধেনু আমার, অতএব আমি ইহাকে লইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিব। তখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ নৃগ আমাকে এই ধেনু প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আমি কখনই তোমাকে উহা প্রদান করিব না। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট

সমুপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি দাতা হইয়া কেন অপহর্ত্তা হইলে? তখন আমি সেই গৃহীতা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আমি আপনাকে অযুত গো দান করিতেছি, আপনি সেই ধেনু এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। আমি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে আমাকে কহিলেন, মহারাজ! সেই সুলক্ষণসম্পন্ন দুগ্ধবতী ধেনু আমার গৃহে অবস্থিত হইয়া নিত্য সুস্বাদু ক্ষীর প্রদান পূর্ব্বক আমার স্তন্যপান বিরহিত কৃশ পুত্রের পোষণ করিতেছে। অতএব আমি কখনই তাহাকে প্রদান করিতে পারিব না। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি সেই প্রবাস হইতে আগত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্ত্তে আপনাকে লক্ষ গোদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভূপতিদিগের দান গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, আমি অনায়াসে আপনার ভরণ পোষণ করিতে পারি। অতএব আপনি শীঘ্র আমাকে আমার সেই ধেনু প্রদান করুন। তিনি এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে অসংখ্য সুবর্ণ, রজত, অশ্ব ও রথ সমুদায় প্রদান করিতে স্বীকার করিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে বিষণ্ণমনে আপনার আবাসে গমন করিলেন। অনন্তর অতি অল্পদিন পরেই আমি কালধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃলোক লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজ যমের নিকট সমুপস্থিত হইলাম। ভগবান্ কৃতান্ত আমাকে দর্শন পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আপনি অজ্ঞানবশতঃ এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণ পূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণকে তাহার ধেনু প্রত্যর্পণ না করাতে আপনি প্রজাদিগকে রক্ষা করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে অগ্রে পাপের বা পুণ্যের ফল ভোগ করুন। মহাত্মা যম এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার নিকট প্রথমে পাপের ও পশ্চাৎ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিলাম। অগ্রে পাপের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিবামাত্র আমাকে তথা হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। তখন ভগবান্ যম উচ্চৈঃস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সহস্র বৎসর পরে দুষ্কৃত ক্ষয় হইলে ভগবান্ বাসুদেব আপনার উদ্ধারসাধন করিবেন। তাহা হইলেই আপনি স্বীয় কর্ম্মবলে এই সনাতন লোক লাভ করিতে পারিবেন। আমি তাঁহার এই মাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্‌যোনিগত ও অধঃশিরা হইয়া এই কূপ মধ্যে নিপতিত হইলাম, কিন্তু পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় আমার স্মৃতিপথ হইতে বহির্গত হইল না। আজি আপনি কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণ করিলেন, এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গে আরোহণ করি। মহারাজ নৃগ এই বলিয়া বাসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরধামে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ নৃগ স্বর্গারোহণ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব লোকের হিতার্থ এই বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; অতএব ব্রহ্মস্বহরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর দেখ সাধুসমাগমবশতঃ মহারাজ নৃগের নরক হইতে মুক্তিলাভ হইল; অতএব সাধুসংসর্গ কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। দান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, অপহরণ করিলে তদ্রূপ অধর্ম্ম হইয়া থাকে; অতএব গোধন হরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গোদান ফল শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, অতএব গোদান করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে আমি উদ্দানকি-নচিকেতসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি উদ্দানকি নদীতীরে এক নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে তিনি আপনার পুত্র নচিকেতার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি স্নাননিবিষ্টচিত্তে ও বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজনদ্রব্য সমুদায় বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি; তুমি সত্বর তথায় গমন করিয়া তৎসমুদায় আনয়ন কর। নচিকেত পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা যে সমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, নদীস্রোত তৎসমুদায় প্রবাহিত করিয়াছে। তখন নচিকেত পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে যেসমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না। মহর্ষি উদ্দানকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক, বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। উদ্দানকি এইরূপ বাগ্বজ্র নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই কথা বলিতে বলিতেই গতাসুঃ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহর্ষি উদ্দানকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া, হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম বলিয়া দুঃখাবেশ প্রভাবে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল। নচিকেতা এতাবৎকাল গতাসু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাত সময়ে জলসেক প্রভাবে শস্য যেমন সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার অবিরল নিপতিত বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বপ্নাপগমানন্তর উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময় তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্য গন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহর্ষি উদ্দানকি পুত্রকে পুনঃ প্রত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার কার্য্যপ্রভাবে ত শুভলোক সমুদায় দর্শন করিয়াছ? তোমার এই দেহ মনুষ্য দেহ নহে। যাহা হউক এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনর্জ্জীবিত হইলে।

মহর্ষি উদ্দানকি এই কথা কহিলে নচিকেত অন্যান্য মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যমসদনে সমুপস্থিত হইয়া যমের সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক সভা নিরীক্ষণ করিলাম। আমি সেই সভা দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যম আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপবেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন এবং আপনার প্রতি গাঢ়তর ভক্তিনিবন্ধন আমাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি আসনে উপবিষ্ট এবং তাঁহার সদস্যগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত ও পরিবৃত হইয়া মৃদুবাক্যে যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত, আমাকে তথায় প্রেরণ করুন। তখন যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার মৃত্যু হয় নাই; আপনার পিতা হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী; তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনাকে কহিয়াছিলেন, তোমার অবিলম্বে যমদর্শন হউক। তাঁহার সেই বাক্য নিরর্থক করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এই নিমিত্তই আমি এই স্থানে আপনাকে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে অবলোকন করিলেন, অতঃপর প্রতিগমন করুন। আপনার পিতা আপনার বিরহে অতিশয় শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। আপনি আমার প্রিয়তর অতিথি; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন, আমি অবশ্যই তাহা সফল করিব।

কৃতান্ত আমাকে এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে আপনার অধিকারে সমুপস্থিত হইয়াছি; এস্থানে আগমন করিলে আর কাহারও প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহা হউক যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে পুণ্যোপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রদর্শন করুন। আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র এক অশ্বসংযুক্ত প্রভাসম্পন্ন রথে আমাকে আরোপিত করিয়া পুণ্যোপার্জ্জিত লোক সমুদায়ে গমন করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কিঙ্কিণীজালজড়িত, সর্ব্বরত্নসংযুক্ত বৈদূর্য্যমণি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অনেক তলযুক্ত, নানাপ্রকার স্বর্ণ ও রজতময় গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ

সমুদায় গৃহের মধ্যে কতকগুলি এক স্থানেই অবস্থান এবং কতকগুলি কি জল, কি স্থল উভয়ত্রই তুল্য রূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত গৃহে বিবিধ বসন, নানাপ্রকার শয্যা, ভক্ষ্য ভোজ্যময় পর্ব্বত ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদায় রহিয়াছে। আমি তথায় ঐ সমুদায় দ্রব্য এবং নদী, সভা, বাপী, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, ক্ষীরনদী ও ঘৃতহ্রদ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে যে সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছি, এই সকল কাহার ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে? যম কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা দুগ্ধাদি প্রদান করেন, এই দুগ্ধাদির হ্রদ তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা গোদান করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত এই সমস্ত শোকশূন্য নিত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। হে তপোধন! সামান্যতঃ গোদান করিলেই যে এই সমস্ত শুভলোক লাভ হয় এরূপ নহে। গোদানের বিশেষ বিধি আছে। পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানবিধি সবিশেষ অবগত হইয়া গোদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহকে সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশভোগ করিতে হয় না, যিনি স্বাধ্যায়নিরত, তপস্বী ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণই গোদানের বিশিষ্ট পাত্র। যে সমস্ত ধেনু অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট তাহাদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করা উচিত। তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদান করিয়া তিন রাত্রি দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে কাংস্যদোহন পাত্রের সহিত সবৎসা অপলায়িনী ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয় সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণকে দমিত, ভারবহ, বলবান্, যুবা, সুদীর্ঘকায়, পরের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ বৃষ দান করিলে ধেনু দানের তুল্য ফল লাভ হয়। গোসমূহ কোন অপকার করিলে যাঁহারা তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সতত সযত্ন থাকেন এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ, বৃত্তিহীন, বৃদ্ধ ও রোগী তাঁহাদিগকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুকার্য্যসাধন এবং পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার কল্যাণার্থ ও শুভসম্পাদনের নিমিত্ত গোদান করা উচিত। দুগ্ধবতী, ধনক্রীত, বিদ্যালব্ধ, মেষাদি প্রাণীবিনিময়ে ক্রীত, পণলব্ধ ও যৌতুকপ্রাপ্ত গো সমুদায়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যমরাজ এইরূপে ধেনুদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে আমি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য গোধনের অভাবে কি বস্তু দান করিয়া গোদানের ফল লাভ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। তখন যম কহিলেন, ভগবন্! ধেনুর অভাবে ধেনুর প্রতিরূপ দান করিলে গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য গোপ্রদান না করিয়াও গোপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। যিনি ধেনুর অভাবে ঘৃতধেনু প্রদান করেন, পরলোকে ঐ ঘৃতধেনু সবৎসা ধেনু যেমন দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ দাতার নিমিত্ত অমৃত ক্ষরণ করে। ঘৃতের অভাবে যিনি তিলধেনু প্রদান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহকালে বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন এবং পরকালে ক্ষীরনদী উপভোগ করিতে থাকেন। তিলের অভাবে যিনি জলধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে অভীষ্ট ফলপ্রদায়িনী সুশীতল স্রোতস্বতী উপভোগ করিতে সমর্থ হন।

হে পিতঃ! ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এইরূপে পবিত্রলোক প্রদর্শন করাতে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আমি যমরাজের অনুগ্রহে ধেনুদানরূপ মহাযজ্ঞের ফল অবগত হইয়াছি, অতঃপর ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহার ফল ভোগ করিব। আপনি আমাকে শাপপ্রদান করাতে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আপনি অভিসম্পাত না করিলে আমি কখনই যমকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম না। এক্ষণে আমি স্বচক্ষে দানফল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, অতঃপর অসন্দিগ্ধরূপে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মরাজ প্রফুল্লমনে আমাকে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের সতত অভীষ্ট বস্তু দান বিশেষতঃ গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দানধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র, আপনি ইহাতে কদাচ অনাদর প্রদর্শন করিবেন না। গোদানের ফললাভে কিছুমাত্র সংশয়াপন্ন না হইয়া প্রতিনিয়ত সৎপাত্রে গোদান করিতে যত্নবান্ হউন। দানধর্ম্মনিরত প্রশান্তস্বভাব মহাত্মারা পূর্ব্বে ফললাভবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দিহান না হইয়া সাধ্যানুসারে গোদান করিয়াছিলেন। পবিত্রাত্মা শ্রদ্ধাশীল মনুষ্যেরা মৎসরশূন্য হইয়া যথাকালে শক্ত্যনুসারে গোদানপূর্ব্বক এই সমস্ত লোক লাভ করিয়া স্বরলোকে বিরাজিত রহিয়াছেন। পাত্রকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া গোষ্ঠাষ্টমীতে ন্যায়োপার্জ্জিত গোধন প্রদান করিবে। গোদান করিয়া দশ দিবস দুগ্ধ ও গোমূত্র পান এবং গোময় ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বৃষ প্রদান করিলে দেবব্রতের ফল লাভ, দুইটী গোদান করিলে বেদলাভ, গোযুক্ত শকটাদি দান করিলে তীর্থফল প্রাপ্তি ও কপিলা প্রদান করিলে সমুদায় পাপ নাশ হয়। দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পানীয় আর কিছুই নাই, এই কারণে দুগ্ধবতী গাভীদান সুপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোসমুদায় দুগ্ধ দান করিয়া লোক সকলকে প্রতিপালন এবং জীবলোকের অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গোসমূহের এই সমস্ত গুণ সবিশেষ অবগত হইয়া উহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন না করে, সেই পাপাত্মাকে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে সহস্র শত দশ বা পাঁচ গোদান করিবার কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র ধেনু দান করিলেও সেই দাতাকে ধেনু পরলোকে পুণ্যতীর্থা নদীর ন্যায় ফলপ্রদান করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ধেনু লোকপুষ্টি ও লোকসংরক্ষণ নিবন্ধন সূর্য্যকিরণের অনুরূপ হইয়াছে আর সূর্য্যকিরণের নাম গো এবং ধেনুর নামও গো। বিশেষতঃ গোদাতার বংশ সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় বিস্তীর্ণ ও অবিনশ্বর হইয়া থাকে। অতএব গোদাতা সূর্য্যের সহিত উপমিত হইতে পারেন। গোদান করিবার সময় শিষ্য গুরুকে বরণ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। গুরুবরণ একটি প্রধান ধর্ম্ম। ইহাই আদি বিধি; অন্যান্য বিধি সমুদায় ইহার অন্তর্গত। হে নাচিকেত! দেবতা ও মনুষ্যগণ সকলেই আপনার দান ফল লাভ হউক এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে গোদানে প্রবৃত্ত হউন! হে তাত! ধর্ম্মরাজ আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি নাচিকেত ঋষির উপাখ্যান কীর্ত্তনচ্ছলে গোমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। আর মহাত্মা নৃগ যে অজ্ঞানকৃত একমাত্র অপরাধনিবন্ধন ঘোরতর দুঃখানুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি কৃকলাশরূপী হইয়া দ্বারকানগরে কূপমধ্যে নিপতিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ যে তাঁহার উদ্ধারের হেতু হইয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে গোদাতা যে গোলোক সমুদায়ে গমন করেন, সেই সকল লোক কিপ্রকার, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; অতএব আপনি যথার্থরূপে ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসবসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র কমলযোনি ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! গো-লোকনিবাসিগণ যে, স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে স্বর্গবাসীদিগের ঐশ্বর্য্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? গোদাতারা যে সকল লোকে অবস্থান করেন, তৎসমুদায় কি প্রকার? ঐ সকল স্থানে কিরূপ ফল লাভ হয়? ঐ সমুদায় স্থানের উৎকৃষ্ট গুণ কি? গোদাতারা কিরূপে ঐ সকল লোকে গমন ও কত দিন বা সেই গোদানের ফলভোগ করে? বহু গোদানের ফল কিরূপ এবং অল্প গোদানের ফলই বা কি প্রকার? গোদান না করিয়াও কিরূপে গোদানের তুল্য ফল লাভ হয়? বহু গোদাতা কি প্রকারে অল্প দাতার সহিত তুল্য রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ও অল্প গোদাতা কিরূপে বহু গোদাতার তুল্য ফল লাভ করে এবং গোদান করিয়া কোন্ প্রকার দক্ষিণা দান করা প্রশস্ত, আপনি এই সমুদায় যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুররাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! তুমি গোদানাদি বিষয়ে যে যে প্রশ্ন করিলে কেহই ঐ সমুদায় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি ঐ সমুদায়ের উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গো-লোক নানাপ্রকার; ঐ লোকসমুদায় আমার ও পতিব্রতা রমণীগণের দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি কদাপি ঐ সমুদায় লোক অবলোকন করিতে সমর্থ হও না। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ও বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পুণ্যবলে সশরীরে ঐ সমুদায় লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ব্রতপরায়ণ হইয়া সমাধি দ্বারা চিত্তকে নিমগ্ন করিতে পারেন, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই স্বপ্নের ন্যায় ঐ সমুদায় লোক দর্শন করিতে সমর্থ হন। কাল, জরা, পাপ, ব্যাধি ও ক্লম কদাপি ঐ সমুদায় লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ সমুদায় লোকে যে সমস্ত কামচারিণী ধেনু আছে, তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ লোক সমুদায়ে বিবিধ মনোহর বাপী, সরোবর, নদী, বন, পর্ব্বত ও গৃহ সকল বিদ্যমান আছে। ফলতঃ সুবিস্তীর্ণ গো-লোক সমুদায় অপেক্ষা আর কোন লোকই উৎকৃষ্ট নহে। সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, স্নেহবান্, গুরুভক্ত, অহঙ্কারবিরহিত, মাংস-ভক্ষণপরাঙ্মুখ, যোগযুক্ত, ধার্ম্মিক, জনকজননীর শুশ্রূষানিরত, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণসেবাতৎপর, অনিন্দনীয়, ক্রোধবিহীন গো ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, যাবজ্জীবন সত্যনিষ্ঠ, বদান্য অপরাধির প্রতি ক্ষমাবান্ মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দেবভক্ত, অতিথিপ্রিয় ও দয়াবান্ মহাত্মারাই ঐ সমুদায় সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকেন। পরদারনিরত, গুরুঘ্ন, মিথ্যাবাদী, পরনিন্দাপরায়ণ, ব্রাহ্মণদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বঞ্চক, কৃতঘ্ন, শঠ, ক্রূর, ধর্ম্মদ্বেষ্টা ও ব্রহ্মহত্যাকারী দুরাত্মা মনে মনেও সেই পবিত্রজন-সেবিত লোক সমুদায় দর্শন করিতে পারে না।

এই আমি তোমার নিকট গো-লোক সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে গোদাননিরত মহাত্মাদিগের ফললাভের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জিত বা পৈত্রিক ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি দ্যূতলব্ধ ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন তিনি দেবমানের অযুত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে পৈত্রিক গোধন অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন; তাঁহার সনাতন অক্ষয় লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি গোদান গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ মনে সেই ধেনু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহারও অক্ষয় লোক লাভ হইতে পারে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি জিতেন্দ্রিয় ও ক্ষমাশীল হইয়া সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনি পবিত্র গো-লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ও গোধনের হিংসা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সতত গোসেবানিরত যত্ন পূর্ব্বক গোধন রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণ সত্যধর্ম্ম-নিরত হইয়া একটীমাত্র গোদান করিলে সহস্র গোদানের ফল, ক্ষত্রিয় ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া একটী গোদান করিলে পূর্ব্বোক্ত গোপ্রদাতা ব্রাহ্মণের তুল্য ফল, ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়া একটী গোদান করিলে পঞ্চশত গোদানের ফল এবং শূদ্র বিনীত হইয়া একটী গোদান করিলে একশত পঞ্চবিংশতি গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সত্যপরায়ণ, গুরুশুশ্রূষা-নিরত, দক্ষ, ক্ষমাশীল, দেবারাধনতৎপর, শান্তস্বভাব, অহঙ্কারবিহীন ও ধর্ম্মশীল হইয়া বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মহাফল লাভ হয়। অতএব গোদান করা গুরুশুশ্রূষানিরত সত্যধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়ননিরত ও গোভক্তি-পরায়ণ হইয়া নিয়ত গোদর্শনে প্রীতি-প্রকাশ এবং যাবজ্জীবন গো সমুদায়কে নমস্কার করেন, তাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞ ও বিবিধ স্বর্ণ দানের তুল্য ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। পুণ্যশীল মহাত্মারা গোব্রতপরায়ণ, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব ও অলুব্ধ হইয়া সংবৎসর আহারের পূর্ব্বে গোদিগকে ভোজ্যপ্রদান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি গোব্রতশীল ও গো সমূহের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া দশ বৎসর প্রতিদিন একবারমাত্র ভোজন করিয়া একবারের আহারীয় দ্রব্য গো সমুদায়কে প্রদান করেন, তাঁহার অনন্ত স্বর্গসুখ লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণ দিবসের মধ্যে একবারমাত্র আহার করিয়া একবারের ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ পুরঃসর তদ্দারা গোধন ক্রয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, সেই ধেনুর রোমপরিমিত বৎসর, ক্ষত্রিয়-গণ ঐরূপ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ধেনু ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাঁচ বৎসর, বৈশ্য ঐরূপে গোদান করিলে দুই বৎসর ছয় মাস এবং শূদ্র ঐরূপ নিয়মে গোদান করিলে এক বৎসর তিন মাস স্বর্গসুখ অনুভব করে। যে ব্যক্তি আত্মবিক্রয় দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি যতকাল গোজাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, ততকাল স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আত্মবিক্রয় দ্বারা ক্রীত গোধনের প্রতিলোমে অক্ষয় স্বর্গ সন্নিবিষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ পূর্ব্বক ধেনু সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহার আত্মবিক্রয়ী গোদাতার তুল্য ফল লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি ধেনুর অভাবে যতব্রত হইয়া ব্রাহ্মণকে তিলনির্ম্মিত ধেনু প্রদান করেন, তিনি সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরলোকে পরম সুখে ক্ষীরসমুদ্র উপভোগ করিতে পারেন। মনুষ্য সামান্যতঃ গোদান করিলেই উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পাত্র, কাল গোবিশেষ ও গোদানের বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া গোদানশীল মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহের সূর্য্য ও অগ্নির উত্তাপজনিত ক্লেশভোগ করিতে হয় না এবং যিনি স্বাধ্যায়নিরত, বিশুদ্ধকুলসম্ভূত, প্রশান্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পাপভীরু, বহুজ্ঞ, শরণাগতপ্রতিপালক ও বৃত্তিহীন তিনিই গোদানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব উৎকৃষ্ট দেশে ও উৎকৃষ্ট সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম, গুরু-সেবা ও বালক পোষণার্থ গোদান করিবে। দুগ্ধবতী, বিজ্ঞান্ধ, মেষাদি প্রাণি বিনিময়ে ক্রীত, যৌতুকলব্ধ অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট গোসমুদায়ই দান বিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বলান্বিত, শীলসম্পন্ন ও সুগন্ধ-বতী ধেনু সমুদায়ই প্রশংসনীয়। ভাগীরথী যেমন সমুদায় নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ কপিলা ধেনু গোসমুদায়ের মধ্যে প্রধান। ত্রিরাত্রি ভূমি-শয্যায় শয়ন ও সলিল মাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদানের পর ত্রিরাত্রি দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে সবৎসা ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বলবান্, বিনীত, লাঙ্গলবহনে নিপুণ, বৃষ দান করেন, তিনি দশ ধেনু প্রদাতার তুল্য লোকলাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথে ব্রাহ্মণ ও গোসমুদায়কে রক্ষা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফললাভ করিয়া মৃত্যুকালে যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও যেরূপ লোকলাভ করিতে বাসনা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি নিস্পৃহ, সংযত, শুচি ও কামনাবিহীন হইয়া তৃণ, গোময় ও পত্র ভোজন করিয়া পরমানন্দে বনে বনে গোসমূহের অনুগমন করেন, তিনি দেবগণের সহিত অমরলোকে অথবা স্বীয় অভিলষিত অন্য কোন উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! যে ব্যক্তি সম্যক্ অবগত হইয়াও অর্থলোভে গোহরণ বা গোবিক্রয় করে, তাহার কিরূপ গতিলাভ হয়; তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন; দেবরাজ! ভোজন, বিক্রয় বা ব্রাহ্মণকে দান করিবার নিমিত্ত ধেনু অপহরণ করিলে যে ফল লাভ হয়; তাহা কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোবধে অনুমতি প্রদান করে; তাহাদের সকলকেই সেই নিহত ধেনুর লোম পরিমিত বৎসর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞে বিঘ্ন করিলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মে, গোবিক্রয় বা গোহরণ করিলেও সেই দোষ ও সেই

পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধেনু অপহরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করে, তাহার সেই দাননিবন্ধন যতকাল স্বর্গভোগ হয়, অপহরণনিবন্ধন ততকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা গোদান সময়ে সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ দক্ষিণা বিষয়ে সুবর্ণই প্রশস্ত। দান ও দক্ষিণা প্রদান বিষয়ে সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহা পরম পবিত্র দ্রব্য। গোদান করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়; আর গোদান করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা সম্প্রদান করিলে অষ্টাবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। সুবর্ণ দান করিলে দাতার কুল পবিত্র হয়। হে দেবরাজ! এই আমি তোমার নিকট দক্ষিণা দানের বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন; ধর্ম্মরাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত কহিলে ইন্দ্র দশরথের নিকট; দশরথ স্বীয় পুত্র রামের নিকট; রাম প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট এবং লক্ষ্মণ বনবাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধার্ম্মিক নরপতিগণ ঋষিদিগের নিকট ইহা শ্রবণ করেন। আমি উপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজে যজ্ঞ বা গোদান সময়ে অথবা কাহারও সহিত কথোপকথন কালে এই গোদান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন; তিনি দেবতাদিগের সহিত অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইবেন; সন্দেহ নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার ধর্ম্ম সংকীর্ত্তনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার আরও কয়েকটী বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ভঞ্জন করুন। ব্রত, নিয়ম, জিতেন্দ্রিয়তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন, প্রতিগ্রহে অস্বীকার, স্বকর্ম্মানুষ্ঠান, শৌর্য্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া এবং পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরুজনের শুশ্রূষা এই সমুদায়ের ফল কি, আপনি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে ব্রত আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে তাহা সমাপন করেন, তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। নিয়ম প্রতিপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল তুমি স্বয়ং সম্ভোগ করিতেছ; সুতরাং উহার ফল প্রত্যক্ষই হইতেছে। উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিলে ইহলোকে ও পরকালে এবং ব্রহ্মলোকে পরম আনন্দ অনুভব করা যায়। অতঃপর জিতেন্দ্রিয়তার ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই সর্ব্বত্র পরম সুখে কালযাপন করেন। তাঁহাদিগের ক্লেশের লেশমাত্রও থাকে না, তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। কেহই তাঁহাদিগের শত্রুতা করে না। তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের কোন কামনাই অসিদ্ধ হয় না। তপস্যা, পরাক্রমপ্রকাশ, দান ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের যেরূপ স্বর্গসুখ সম্ভোগ হয়, একমাত্র জিতেন্দ্রিয়তাপ্রভাবে সেইরূপই সুখ লাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়তা সমধিক প্রশংসনীয়। সময়ে সময়ে দাতা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনই ক্রুদ্ধ হন না। যে দাতা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া দান করেন, তাঁহারই শাশ্বত লোক লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি ক্রোধ করিয়া দান করেন, তাঁহার সেই দান বিকীর্ণ হয়; অতএব দান অপেক্ষা যে জিতেন্দ্রিয়তা শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে যে সকল অদৃশ্য স্থানে গমন করিয়া থাকেন, জিতেন্দ্রিয়তাই তাঁহাদের তৎসমুদায় লাভের মূল কারণ।

যে ব্যক্তি যথানিয়মে হোমাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে অক্ষয় সুখভোগ করিতে পারেন। যিনি উপাধ্যায়ের নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান এবং গুরুর কার্য্যের প্রশংসা করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে সমাদৃত হন। যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন কার্য্যে নিরত হন এবং সমরাঙ্গনে অন্যের পরিত্রাণ করেন, তাঁহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বৈশ্য স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠানতৎপর হইয়া দান এবং শূদ্র স্বকর্ম্মনিরত হইয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের শুশ্রূষা করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে অধিকারী হয়। শূর বিবিধ প্রকার। যিনি যে বিষয়ে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হন না, তিনি সেই বিষয়ে শূর বলিয়া অভিহিত হন। যিনি কদাচই যজ্ঞানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন না; তিনি যজ্ঞশূর। যিনি কিছুতেই সত্য হইতে বিচলিত না হন, তিনি সত্যশূর এবং যিনি প্রাণান্তেও যুদ্ধ পরিত্যাগ না করেন, তিনি যুদ্ধশূর নামে বিখ্যাত হন। এইরূপ দানশূর, সাংখ্যশূর, যোগশূর, অরণ্যবাসশূর, গৃহবাসশূর, ত্যাগশূর, আত্মোন্নতিবিধানশূর, ক্ষমাশূর, আর্জ্জবশূর, নিয়মশূর, বেদাধ্যয়নশূর, গুরুশুশ্রূষাশূর, পিতৃশুশ্রূষাশূর, মাতৃশুশ্রূষাশূর, ভৈক্ষশূর ও অতিথিসৎকারশূর প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যশূর ইহলোকে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলনিবন্ধন উৎকৃষ্টলোকে গমন করিবেন। সমুদায় বেদ অভ্যাস এবং সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফললাভ হয় কি না সন্দেহ। তুলাদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপরদিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠে। একমাত্র সত্যপ্রভাবেই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছেন এবং সত্যপ্রভাবেই অগ্নি প্রজ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ফলতঃ সমুদায় জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যপ্রভাবেই প্রীত হইয়া থাকেন। সত্য পরম ধর্ম্ম; সত্যবাদী ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অতএব সত্য উল্লঙ্ঘন করা কদাপি বিধেয় নহে। মহাত্মা মুনিগণ সকলেই সত্যনিরত, সত্যপরাক্রম ও সত্যশপথ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সত্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দমগুণ ও সত্যের ফল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্লভ হয় না। সত্যনিরত দমগুণসম্পন্ন কোটি কোটি ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। ব্রাহ্মণ অগ্নিস্বরূপ; তপোনুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণদেহে অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী কুপিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও যে ভীত হইয়া থাকেন, ইহাই মহর্ষিদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। এক্ষণে পিতা, মাতা ও গুরুজনের শুশ্রূষার ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও আচার্য্যের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত হয় এবং কদাপি তাঁহাদিগের দ্বেষ না করে, তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়, গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন তাহাকে কদাপি নরক দর্শন করিতে হয় না।"

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যদ্দ্বারা নিত্যলোক সমুদায় লাভ করে, সেই গোদান বিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। ন্যায়ানুসারে অধিকৃত ধেনুদান করিবামাত্র কুল উদ্ধার হয়। পূর্ব্বকালে সাধুলোকের নিমিত্ত যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব সেই আদিকালপ্রবৃত্ত গোদানবিধি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা দাতব্য গো সমুদায় সমানীত হইলে, গোদানবিধিবিষয়ে সন্দিহান হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করাতে সুরগুরু তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মহারাজ! গোদানের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণকে সৎকারপূর্ব্বক রক্তবর্ণ ধেনু সমুদায় আহরণ করিয়া রাখিবে এবং ঐ ধেনু সকলকে সমঙ্গে! বহুলে! বলিয়া সম্বোধন করিবে। পরে রজনীযোগে সেই সমস্ত ধেনুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক "বৃষ আমার পিতা এবং ধেনু আমার মাতা; স্বর্গ, সুখ ও আশ্রয় স্থান" এই শ্রুতি উচ্চারণপুরঃসর উহাদিগের মধ্যে ঐ রাত্রি বাস করিয়া মন্ত্রপাঠসহকারে গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইবে। ধেনু সমুদায়ের সহিত রজনীযাপন করিবার সময় উহারা শয়ন করিলে শয়ন ও উপবেশন করিলে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে ছায়ার ন্যায় ধেনুদিগের সহচারী হইলে অনতিবিলম্বে পাপ হইতে বিমুক্তি হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তৎপরে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত ও দিবাকর সমুদিত হইলে বৎসের সহিত ধেনু সমুদায় দান করিবে। এইরূপ নিয়মে সবৎসা ধেনুদান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। গোপ্রদান করিয়া প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিবেন

ধে; উৎসাহবতী; প্রজ্ঞাশালিনী; যজ্ঞীয় হবির ক্ষেত্রস্বরূপা; জগতের আশ্রয়ভূতা; ঐশ্বর্য্যপ্রদায়িনী; বংশবিস্তারকারিণী; প্রজাপতি; সূর্য্য ও চন্দ্রের অংশসম্ভূতা ধেনু সমুদায় আমার পাপ ধ্বংস, আমাকে স্বর্গ প্রদান এবং জননীর ন্যায় আমার শরীর রক্ষা করুন; আর আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলাম না; ইহাঁর প্রসাদে সেই সেই অভিলষিত বিষয় সফল হউক। হে ধেনুগণ! ক্ষয়রোগাদিনিবৃত্তি ও দেহ মুক্তিজনক কার্য্যে তোমরা সেবিত হইয়া পবিত্র নদীর ন্যায় শ্রেয় প্রদান করিয়া থাক এবং তোমরা নিরন্তর পুণ্য সমুদায় বহন করিতেছ; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত গতি প্রদান কর। প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় কহিলেন; হে ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের স্বারূপ্য লাভ করিয়াছি; অতএব অদ্য তোমাদিগকে প্রদান করাতে আমার আত্ম-প্রদান করা হইয়াছে। দাতা এই কথা কহিলে পর গ্রহীতা কহিবেন, হে ধেনুগণ! তোমাদিগের প্রতি দাতার মমত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে তোমরা আমারই অধিকৃত হইলে; অতএব আমাদিগের উভয়কেই অভীষ্ট ভোগ প্রদান কর। যিনি গোপ্রতিরূপ মূল্য; বস্ত্র ও স্বর্ণাদি প্রদান করেন, তিনিও গোদাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সেই প্রতিরূপ গোদান কালে দাতা গ্রহীতাকে এই 'ঊর্দ্ধাস্যা ভাগ্যবতী ও বৈষ্ণবী ধেনু গ্রহণ কর' এই বলিয়া প্রদান করিবেন। প্রতিরূপ গোদানে বিংশতি সহস্র চতুশ্চত্বারিংশৎ সংসর স্বর্গলাভ হয়। গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে আট পদ গমন করিলেই প্রতিরূপ গোদাতা সমগ্র দান ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি গোদান করেন; তিনি ইহলোকে সচ্চরিত্র; যিনি গোমূল্যপ্রদান করেন; তিনি নির্ভয়; যিনি গো প্রতিরূপ বস্ত্র ও স্বর্ণ দান করেন; তিনি সুখী হন। আর পরলোকে ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিষ্ণুলোক; চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। গোদান করিয়া তিন রাত্রি গোব্রতপরায়ণ হইবে; গোসমূহের সহিত এক রাত্রি বাস করিবে এবং গোষ্ঠাষ্টমী হইতে তিন রাত্রি গোমূত্র ও দুগ্ধ দ্বারা জীবনধারণ করিবে। বৃষদান করিলে ব্রহ্মচর্য্য ও দুইটী গোপ্রদান করিলে বেদলাভ হয় এবং যে যাজ্ঞিক গোবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক গোদান করেন; তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। যিনি গোবিধি অবগত নহেন; তাঁহার কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি একটী-মাত্র কামদুঘা ধেনু দান করেন; তাঁহার পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ এককালে দান করিবার ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শিষ্য নহে; যে ব্যক্তি ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ; যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধান্বিত এবং যাহার বুদ্ধি অতিশয় বক্র, তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে না। এই ধর্ম্ম সকলেরই গোপনীয়; অতএব ইহা সকল স্থানে প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই জীবলোকে অশ্রদ্ধান্বিত ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসধর্ম্ম অনেক মনুষ্য আছে এবং ইহাতে অল্পপুণ্য নাস্তিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে; যদি তাহা-দিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা হয়; তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যে সমস্ত মহীপাল এই বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া গোদান পূর্ব্বক শুভলোক সমুদায় লাভ করিয়াছেন; এক্ষণে আমি সেই পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ উশীনর, বিশ্বগশ্ব; নৃগ; ভগীরথ, যৌবনাশ্ব, মান্ধাতা, মুচকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, নৈষধ, সোমক, পুরূরবা, ভরত, দাশরথি রাম, দিলীপ ও অন্যান্য রাজারা বিধি অনুসারে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মহারাজ মান্ধাতা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ও গোদানে সততই নিযুক্ত ছিলেন; অতএব তুমিও কৌরব রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে প্রীতমনে ব্রাহ্মণ-গণকে গোদান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মান্ধাতার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক গোময়ের সহিত যবের কণা ভক্ষণ ও বৃষের ন্যায় ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ দিন অবধি তিনি আর কখন গোসমুদায়ের দ্বারা যানাদি বহন করান নাই; অশ্ব বা অশ্বযোজিত যানে আরোহণ করিয়াই গমনাগমন করিতেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! আপনার অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব আপনি পুনরায় আমার নিকট গোদানের ফল বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুনরায় গোদানের ফল জিজ্ঞাসা করিলে কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণকে গুণসম্পন্ন বস্ত্রাবৃত তরুণী গাভী প্রদান করিলে পাপের লেশ-মাত্রও থাকে না। গোদাতাকে কখনই অন্ধকারময় নরকে নিপতিত হইতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি জলশূন্য তড়াগের ন্যায় দুগ্ধবিহীন বিকলেন্দ্রিয় জরারোগসম্পন্ন গাভী প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিরর্থক তাহার লালন পালনজন্য ক্লেশ ভোগ করায়, তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। যে গাভী নিতান্ত দুর্দ্দান্ত, পীড়িত, বা দুর্ব্বল; অথবা যে গাভী ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য প্রদান করা হয় নাই, তাদৃশ গাভী দান করিলে দাতার অন্যান্য সৎকর্ম্ম সমুপার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক সমুদায় নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব বলসম্পন্ন; গাভী সমুদায় দান করাই প্রশংসনীয়। যেমন সমুদায় নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায় গাভী হইতে কপিলাই শ্রেষ্ঠ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধু ব্যক্তিরা কি নিমিত্ত কপিলাদানের সমধিক প্রশংসা করেন; আপনি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি বৃদ্ধদিগের নিকট কপিলার উৎপত্তি বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, দক্ষপ্রজাপতি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ সর্ব্ব প্রথমে তাহাদিগের জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। দেবগণ যেমন অমৃত অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, তদ্রূপ প্রজাগণ দক্ষনির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ মধ্যে জঙ্গম এবং জঙ্গমের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ দ্বারাই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়। যজ্ঞ দ্বারাই অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ অমৃত গাভীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ উহা পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হন। প্রজাগণ সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত বালক যেমন পিতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ জীবিকালাভের নিমিত্ত জীবিকাদাতা দক্ষের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন প্রজাপতি দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার নিমিত্ত শরণাপন্ন দেখিয়া স্বয়ং অমৃতপান করিলেন। ঐ অমৃত পাননিবন্ধন প্রজা-পতির পরম পরিতৃপ্ত হওয়াতে, তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধ উদ্গার প্রভাবে সুরভী সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই সুরভী প্রজাদিগের মাতৃতুল্য, কপিলাগণের সৃষ্টি করিলেন। উহাদের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, উহারা প্রজা দিগের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। যেমন স্রোতস্বতীর তরঙ্গ-বেগপ্রভাবে ফেন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অমৃতবর্ণ কপিলাগণের অনবরত ক্ষরিত দুগ্ধ হইতে ফেন উত্থিত হইতে লাগিল। একদা সুরভীদিগের সেই দুগ্ধফেন তাঁহাদের বৎসগণের মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ললাটনেত্র দ্বারা কপিলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে বোধ হইল যেন কপিলাগণ দগ্ধ হইতেছে। পরিশেষে সূর্য্যকিরণে মেঘমণ্ডলে যেমন বিবিধবর্ণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মহাদেবের সেই ক্রোধদৃষ্টি প্রভাবে কপিলাগণের বর্ণ নানাপ্রকার হইল। তন্মধ্যে যাহারা তাঁহার ক্রোধদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ভগবান্ চন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আকারসম্পন্ন রহিল।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভূতনাথকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবদেব! তোমার মস্তকে বৎসদিগের মুখপরিভ্রষ্ট দুগ্ধ-ফেন নিপতিত হওয়াতে তুমি অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়াছ। গোসমুদায়ের মুখপরিভ্রষ্ট দ্রব্য কখনই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। শশধর যেমন অমৃত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহা হরণ করেন, তদ্রূপ কপিলাগণ অমৃতসম্ভূত দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, সুবর্ণ ও সমুদ্র যেমন কখনই দূষিত হইবার নহে, তদ্রূপ অমৃত দেবগণকর্ত্তৃক পীত হইলেও

এবং গাভীবৎসকর্ত্তৃক দুগ্ধ পীত হইলেও কদাপি দূষিত বলিয়া পরিগণিত হয় না। কপিলাগণ ঘৃত ও দুগ্ধধারা দ্বারা এই বিশ্বসংসারের পুষ্টিসাধন করিবে। সকলেই ইহাদিগের অমৃতময় ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে। প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে কতকগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ ভূতনাথ পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই বৃষভকে বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্ত মহাদেবের নাম বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ সময় দেবগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতিরূপে পরিকল্পিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি গোসমুদায়ের অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই নিমিত্তই সমুদায় গোদান অপেক্ষা কপিলাদানই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিবর্ণিত হইয়াছে। গাভী সমুদায় জগতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ ও জীবনস্বরূপ। উঁহারা অমৃতসম্ভূত, পরমপবিত্র, কামপ্রদ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত। অতএব গাভীদান করিলে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য দান করা হয়। মানবগণ মঙ্গলকামনা করিয়া শুদ্ধাচারে এই গোসম্ভব বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহাদের সমুদায় পাপ বিনাশ এবং অনায়াসে পশু, পুত্র, ধন ও ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। শান্তিকর্ম্ম, তর্পণ, বৃদ্ধ ও বালকের তুষ্টিসাধন এবং হব্য, কব্য, বিবিধ যান ও বস্ত্রদান করিলে যে ফল লাভ হয়; গোদাতা একমাত্র গোদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশে সৌদাস নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা সর্ব্বলোকচর স্বীয় কুলপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোকমধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্ব্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে, উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করিতে পারে, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন গোতত্ত্ববিশারদ পরম পবিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ গো সমুদায়কে নমস্কার করিয়া সৌদাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! গোসমুদায়ের গাত্র হইতে গুগ্‌গুলুগন্ধ ও অন্যান্য প্রকার সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। উঁহারা প্রাণিগণের স্থিতি, মঙ্গল, ভূত, ভবিষ্যৎ, সনাতন, পুষ্টি ও লক্ষ্মীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উঁহাদিগকে যাহা প্রদান করা যায় তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। পণ্ডিতেরা গোসমুদায়কে লোকের অন্ন, দেবোদ্দেশে অর্পণীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বষট্‌কার, যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গোসমুদায় প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে এবং হোমসময়ে মহর্ষিগণকে হবি প্রদান করে, অতএব যাহারা ধেনুদান করেন; তাঁহারা অনায়াসে সমুদায় দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হন। সহস্র ধেনুর অধীশ্বর শতধেনুদান করিলে তাহার যে ফল লাভ হয়; শতধেনুর অধিপতি দশ ধেনু এবং দশধেনুর অধিপতি একটীমাত্র ধেনু প্রদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারেন। যাহারা শত ধেনুর অধিপতি হইয়াও অগ্ন্যাধানে পরাঙ্মুখ, যাঁহারা সহস্র সহস্র ধেনুর অধিপতি হইয়াও অযাজ্ঞিক এবং যাহারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াও কৃপণ হয়, তাহাদিগের সৎকার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কাংস্যময় দোহন পাত্রের সহিত বস্ত্রসংবীত সবৎসা কপিলাধেনু প্রদান করিলে অনায়াসে উভয়লোক জয় করা হয়। যাহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে শতধেনুপতি দীর্ঘশৃঙ্গ বলবান্ অলঙ্কৃত বৃষ দান করেন, তাঁহারা প্রতিজন্মেই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। গোনাম কীর্ত্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোসমুদায়কে নমস্কার, গোমূত্র ও গোময় দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার এবং গোমাংস ভক্ষণে বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য! যাঁহারা এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন। গোসমুদায়কে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য সর্ব্বসময়ে, বিশেষতঃ দুঃস্বপ্ন দর্শনের পর গোনাম কীর্ত্তন করিবে। গোময়মিশ্রিত জলে স্নান ও গোকরীষে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোকরীষে শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা আর্দ্র গোচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া ঘৃতভোজন পূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ অবলোকন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান, ঘৃত দ্বারা স্বস্তিবাচন, ঘৃতদান ও ঘৃতভোজন করেন, তাঁহাদের গোসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গোমতী বিদ্যা দ্বারা সর্ব্বরত্নযুক্ত তিলধেনু মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহাকে কখনই শোকতাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কি দিবা, কি রজনী, কি নিঃশঙ্ক প্রদেশ, কি ভয়সঙ্কীর্ণ স্থান, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যেরই এই বাক্য উচ্চারণ করা আবশ্যক যে, নদী সমুদায় যেমন সাগরকে প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ স্বর্ণশৃঙ্গসম্পন্না দুগ্ধবতী সুরভী ও সৌরভেয়ী ধেনু সমুদায় আমাকে প্রাপ্ত হউন, আমি সর্ব্বদা গোসমুদায়কে দর্শন করি এবং গোসমুদায় আমাকে সতত দর্শন করুন; আমি গোসমুদায়ের আশ্রিত ও গোসমুদায়ও আমার আশ্রিত এবং গোসমূহ যে স্থানে অবস্থান করিবেন, আমাকেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। হে মহারাজ! লোকে মহাভয়ের সময়েও এই বাক্য উচ্চারণ করিলে অনায়াসেই তাহা হইতে বিমুক্ত হয়।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে গোজাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিমিত্ত লক্ষ বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। ঐ সময় তাহাদিগের মনে এই বাসনা হইয়াছিল যে, আমরা সমুদায় দক্ষিণার মধ্যে প্রধান হইব; আমাদিগকে কখন কোন দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না; লোকে আমাদিগের পুরীষ মিশ্রিত জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে; দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই পবিত্রতা সম্পাদনার্থ আমাদের পুরীষ ব্যবহার করিবে, এবং যাঁহারা আমাদিগকে দান করিবেন; তাঁহারা অনায়াসে আমাদিগের লোক লাভ করিতে পারিবেন।

গোসমুদায় এইরূপ কামনা করিয়া লক্ষবৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, কহিলেন, আমার বরে তোমাদের সমুদায় কামনা সফল হইবে। অতঃপর তোমরা ইহলোকে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের নিস্তার কর। গোসমূহ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া অবধি লোক সমুদায়কে পবিত্র করিয়া আসিতেছে এবং সকল লোকের আশ্রয়, পরম পবিত্র ও সর্ব্বভূতের শিরোধার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; অতএব যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গোসমূহকে নমস্কার করেন, তিনি নিশ্চয়ই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও কপিল বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কপিলা ধেনু প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও লোহিত বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী লোহিত বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সূর্য্যলোকে, যিনি বস্ত্র ও বিবিধ বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী বিবিধবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি চন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও শ্বেত বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী শ্বেত ধেনু প্রদান করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কৃষ্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি অগ্নিলোকে এবং যিনি বস্ত্র ও ধূম্রবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী ধূম্রবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি যমলোকে সকলের নিকট সম্মান লাভে অধিকারী হন। যিনি ব্রাহ্মণকে কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত জলফেনের ন্যায় শুভ্রবর্ণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করেন, তাহার বরুণলোক লাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত সবৎসা বায়ুসমুত্থিত ধূলির ন্যায় ধূসর বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বায়ুলোকে পূজ্য হন। যিনি কাংস্যপাত্র ও বস্ত্রের সহিত হিরণ্যবর্ণা পিঙ্গলাক্ষী সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তাহার কুবেরলোক লাভ হয়। যিনি কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত ধূম্রবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে কণ্ঠভূষণ অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত সবৎসা স্থূলাঙ্গী ধেনু প্রদান করেন, তাহার বিশ্বদেবগণের লোক, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও গৌরবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী গৌরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বসুদিগের লোক লাভে অধিকারী হন এবং যিনি কাংস্যদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত শ্বেতকম্বল বর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সাধ্যগণের লোক লাভ পূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমলঙ্কৃত প্রশস্ত পৃষ্ঠ বৃষ দান করেন, তাঁহার মরুদ্গণের লোক, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমন্বিত নীলকলেবর যুবা বৃষ প্রদান করেন, তাহার গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের লোক এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নবিভূষিত কণ্ঠাভরণযুক্ত বৃষ দান করেন, তাঁহার প্রজাপতির লোক লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা গোদানে একান্ত নিরত হন; তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া জলদজাল ভেদ পূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া বিরাজিত হন।

[illegible] অপ্সরা [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] সুরভি [illegible] নিরাময় [illegible] করে। যে মহাত্মা বিধি পূর্ব্বক প্রেম দান করেন, তিনি [illegible] গাভির রোম পরিমিত বৎসর স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া পরিণামে গোকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অতুল সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে আচমন পূর্ব্বক "ঘৃতক্ষীরপ্রদা ঘৃতোৎপাদিকা ঘৃতনদী ও ঘৃতাবর্ত্তস্বরূপা ধেনু সমুদায় নিরন্তর আমার আলয়ে বিরাজিত হউন; দুগ্ধ আমার হৃদয়ে, নাভীতে, সর্ব্বাঙ্গে ও মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; ধেনু সমুদায় আমার অগ্রে ও পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে; আমি সতত গোমধ্যে বাস করিয়া থাকি" এই মন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুরুষ সন্ধ্যা ও প্রভাত সময়ে আচমন পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার দিবসকৃত পাপ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে স্বর্ণময় প্রাসাদ সমুদায় সুশোভিত ও সুরনদী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, যথায় অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বেরা নিরন্তর বাস করিতেছে এবং যথায় নবনীতরূপ পঙ্কসঙ্কুল ক্ষীররূপ নীর যুক্ত, দধিরূপ শৈবাল জালবর্জ্জিত নদী সমুদায় প্রবাহিত হইতেছে, সহস্র গোদাতা দেহান্তে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকেন। যিনি বিধানানুসারে লক্ষ গোদান করেন, তিনি পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া দেবলোকে সমাদৃত হন। তাঁহার পুণ্যবলে তাঁহার পিতৃকুলের দশ পুরুষ ও মাতৃকুলের দশ পুরুষ উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন এবং তাঁহার কুল পরম পবিত্র হয়। ধেনুপ্রমাণ তিল ধেনু প্রদান করিলে যমলোকে কিছুমাত্র যাতনা হয় না। গোময় পরম পবিত্র, জগতের অবলম্বন দেবগণের মাতা ও উপমারহিত। উহাদিগকে যজ্ঞে নিধন, যাত্রাকালে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া গমন ও উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে প্রদান করিবে। কাংস্যদোহনপাত্র, বসন ও উত্তরীয়ের সহিত শৃঙ্গসম্পন্না সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য যমসভায় নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা, মাতৃস্বরূপা ধেনু সমুদায় আমার মঙ্গল বিধান করুন, প্রতিদিন এই বাক্য কীর্ত্তন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান ও গোদান ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই নাই। গোদান কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য কখন হয় নাই হইবেও না। ধেনু ত্বক্, লোম, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দুগ্ধ ও মেদ দ্বারা যজ্ঞসাধন করিয়া থাকে, সুতরাং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে। যাহা দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভূত ভবিষ্যের প্রসূতি ধেনুকে নমস্কার করি। মহারাজ! এই আমি গোসমূহের গুণ সমুদায়ের কিয়দংশ মাত্র কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান এবং গোসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস গোদান করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গোদান করিতে লাগিলেন। ঐ কার্য্য প্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে।

একাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জগতে [illegible] পবিত্র ও পবিত্রতাসম্পাদক আর কিছুই নাই, আপনি তাহার কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! [illegible] দিগকে [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

যাহা শুকদেব নিকট যেরূপ [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা ধীমান্ শুকদেব কৃতাহ্নিক হইয়া [illegible] মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! যজ্ঞ সমুদায়ের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পরম স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়? দেবগণ কোন্ পবিত্র কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গভোগ করিতেছেন? যজ্ঞের প্রধান সাধন কি? কোন্ দ্রব্যে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? দেবগণের সমাদরণীয় দ্রব্য কি? পবিত্র পদার্থ মধ্যে কোন্ বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পবিত্র? আপনি আমার নিকট এই সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

তখন ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ধেনুর প্রভাবে জীবগণ জীবিত রহিয়াছে; ধেনু মানবগণের উৎকৃষ্ট অন্নস্বরূপ এবং ধেনুই পরম পবিত্র ও পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে ধেনুগণের শৃঙ্গ না থাকাতে উহারা বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া শৃঙ্গলাভের নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়াছিল। ভগবান্ কমলযোনি তাহাদিগকে শরণাগত সন্দর্শন করিয়া তাহাদের সকলকেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিলাষ, তাহার অনুরূপ শৃঙ্গ উদ্গত হইল। হব্যকব্যপ্রদ পরম পাবন বিবিধবর্ণ ধেনু সকল এইরূপে ব্রহ্মার বরে শৃঙ্গ লাভ পূর্ব্বক চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে। গোসমুদায় দিব্য তেজঃস্বরূপ; এই নিমিত্ত গোদান অন্যান্য দান অপেক্ষা প্রশস্ত। যে সকল সাধু ব্যক্তি অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া গোদান করেন, তাঁহারাই ইহলোকে কৃতী ও সর্ব্বপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হন এবং পরলোকে পরম লোক গো-লোক লাভ করিয়া থাকেন। গো-লোকের বৃক্ষ সমুদায় সতত সুগন্ধ পুষ্প, সুমধুর ফল ও [illegible] পরিপূর্ণ; ভূমিসমুদায় মণিময় ও বালুকাসকল কাঞ্চনময়। ঐ স্থানের জলাশয় সমুদায় বালার্ক সদৃশ মণিখণ্ড ও রক্তোৎপলসমূহে সুশোভিত, পঙ্কবিরহিত এবং সর্ব্বর্ত্তু সুখপ্রদ; সরোবর সকল মণিময় পত্র ও স্বর্ণ সদৃশ কেশর সমন্বিত নীলপদ্ম ও অন্যান্য পদ্মে পরিপূর্ণ; নদী সমুদায়ের তীরভূমি নির্ম্মল মুক্তা, মহাপ্রভাযুক্ত মণি, স্বর্ণ বিকসিত করবীর বৃক্ষ, কুন্দবৃক্ষ এবং নানা রত্নময় ও স্বর্ণময় বিবিধ পাদপে সমলঙ্কৃত এবং স্বর্ণ গিরি সকল মণিরত্নখচিত অতি মনোহর শিলাতল ও রত্নময় উন্নত শৃঙ্গে সুশোভিত। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিরা শোকসন্তাপবিহীন হইয়া অপ্সরোগণের সহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরম সুখে অহরহ তথায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

গোদাতার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই। ভগবান্ ভাস্কর বলবান্ বায়ু ও বরুণদেব যে সমুদায় স্থানে আধিপত্য করেন, গোদাননিরত মহাত্মারা অনায়াসে সেই সমুদায় লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ প্রজাপতি গাভীদিগের যুগন্ধরা, সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা ও মাতা এই কয়েকটী নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন; প্রতিনিয়ত সংযত হইয়া এই সমুদায় নাম জপ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি গোশুশ্রূষা ও গাভীর অনুগমন করে, গাভীগণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দুর্ল্লভ বর প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা কদাপি গোসমুদায়ের অনিষ্ট চিন্তা করে না, প্রত্যুত জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সমস্কারাদি দ্বারা সতত উহাদের অর্চ্চনা করে, আর যাহারা তিন দিবস উষ্ণ গোমূত্রপান, তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ পান, তিন দিবস উষ্ণ ঘৃত পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে [illegible] [illegible] উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। যাহা সমুদায় পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা পবিত্রতম, সেই ঘৃত [illegible] এবং তদ্দ্বারা হোম ও স্বস্তিবাচন করে, তাহাদের নিশ্চয়ই গোসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি এক মাস প্রতিদিন গোময় হইতে যব আহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যাবক প্রস্তুত করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়। [illegible] দৈত্যদিগের প্রভাবে পরাজিত হইয়া এই নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সুরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ধেনুগণ পরম পাবন ও পবিত্র পদার্থ। ব্রাহ্মণদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ব্বক [illegible] পবিত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিন রাত্রি উপবাস পূর্ব্বক গোমতীমন্ত্র জপ করিয়া পুত্রকামনা করিলে পুত্রলাভ, অর্থকামনা করিলে অর্থলাভ এবং পতিকামনা করিলে পতিলাভ হয়। ফলতঃ এই মন্ত্রপ্রভাবে মানবদিগের সমুদায় কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। গোসমুদায়ের সেবা করিলে উঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই অভিলষিত বর প্রদান করে। গাভী-গণ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বকামপ্রদ; উঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে তেজস্বী শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে প্রতিনিয়ত গোপূজা করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও যত্নসহকারে নিত্য গোসমুদায়ের পূজা কর।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপে গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল, তদ্বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গো ও লক্ষ্মী সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গোসমুদায় তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেবি! তুমি কে, কোথা হইতে এ স্থানে উপস্থিত হইলে এবং কোন্ স্থানেই বা গমন করিবে, আমরা তোমার অসামান্য রূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদিগের নিকট ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে গোসমুদায়! আমি লোক-কান্তা শ্রী; দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চিরকাল কষ্টভোগ ও দেবগণ মৎকর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমাকে আশ্রয় না করিলে কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন না। আমি যাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট না হই, তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কেবল আমারই আশ্রয় লাভপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট আপনার প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি; তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া পরম সুখে কালযাপন

ধেনুগণ কহিলেন, দেবি! তুমি অতিশয় চঞ্চলা ও বহুজন ভোগ্যা এই নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদিগের অভিলাষ নাই। আমরা স্বভাবতই রূপসম্পন্ন রহিয়াছি; সুতরাং তোমাকে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না, অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

ধেনুগণ এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে লক্ষ্মী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। লোকে বহু যত্নেও আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু তোমরা অনায়াসে অনাদরপূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ! এক্ষণে বুঝিলাম লোকে আহূত না হইয়া স্বয়ং অন্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অবশ্যই পরাভূত হইতে হয়। এই যে এক লোকপ্রবাদ রহিয়াছে, ইহা কখনই অমূলক নহে। যাহা হউক; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া আমার উপাসনা করেন, অতএব আমাকে গ্রহণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, ত্রিলোকমধ্যে কেহই আমার অবমাননা করে নাই।

তখন ধেনুগণ কহিল, দেবি! তোমাকে অবমানিত বা পরাভূত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল তোমার চঞ্চলচিত্ততানিবন্ধন তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই; তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। যখন আমাদিগের স্বাভাবিক শরীর সৌষ্ঠব রহিয়াছে, তখন আমরা কি নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিব।

শ্রী কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগকে শরণ্য মহাত্মা ও সর্ব্ব-লোকের মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপমান করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অত-এব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজি তোমরা আমার অপমান করিলে আমি সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাত হইব। তোমা-দিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না; কিন্তু তোমাদিগের কোন অঙ্গই কুৎসিত নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের আধার। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের কোন্ অংশে অবস্থান করিব তাহা আদেশ কর।

লক্ষ্মী এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করিলে, দয়াপরায়ণ ধেনুগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আমরা তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগের পরম পবিত্র মূত্র-পুরীষে অবস্থান কর।

গোসমুদায় এই কথা কহিলে লক্ষ্মী যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক। লোকমাতা শ্রী ধেনুগণকে এই কথা কহিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট গোময়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে গোসমুদায়ের মাহাত্ম্য কহিতেছি শ্রবণ কর।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

যাঁহারা গোদান ও হুতাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহারা নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। দধি ও ঘৃত ব্যতীত যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না, এই নিমিত্ত ধেনুগণ যজ্ঞের মূল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সমুদায় দান অপেক্ষা গোদান অতিশয় প্রশস্ত। পণ্ডিতেরা গোসমুদায়কে পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অত-এব পুষ্টি ও শান্তি লাভের নিমিত্ত গোসমূহের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোসমুৎপন্ন দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত প্রভাবে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় এবং গোসমুদায়ের তেজ উভয়লোকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ গোসমুদায় অপেক্ষা পরম পবিত্র আর কিছুই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্ম ও বাসব সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরা-ভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইলে, সমুদায় প্রজা সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। ঐ সময় একদা মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, সুপর্ণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু ও হাহাহুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তান লয় বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পা-দন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমীরণ দিব্য কুসুমগন্ধাহরণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঋতু সমুদায় বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বাদিত্র সমুদায় বাদিত হইতে লাগিল এবং সমুদায় প্রাণী একত্র সমবেত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! লোকপালদিগের উপরিভাগে কি নিমিত্ত গো-লোক সংস্থাপিত হইল? ধেনুগণ কিরূপ তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তাহারা দেবগণের উপরি-ভাগে পরমসুখে কালহরণ করিতেছে? এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনি ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ! তুমি ধেনুগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তাহাদিগের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই, এক্ষণে আমি তোমার নিকট গোসমুদায়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা ধেনু সমুদায়কে যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ধেনু ব্যতীত কখনই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। প্রজাগণ ধেনু সমুদায় হইতে সমুৎপন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের গর্ভজাত বৃষ দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইলে ধান্য ও বিবিধ বীজ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও হব্য কব্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পরম পবিত্র গোসমুদায় হইতেই যজ্ঞসাধন, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত উৎ-

প্রসব হয়। উহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াও বিবিধ ভার বহন করে এবং অগ্নিহোত্রিক ব্যবহার ও সৎকার্য্য দ্বারা মহর্ষি ও অন্যান্য প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমাদিগের উপরিভাগে উহাদিগের লোক সংস্থাপিত হইয়াছে, উহারা প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই বর প্রদান করিয়া থাকে।

হে দেবরাজ! গোসমূহ যে কারণে দেবলোকের উপরিভাগে বাস করে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে উহারা যে নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল, তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য-যুগে দানবগণ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলে ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীতে জন্ম-পরিগ্রহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেবজননী অদিতি পুত্রার্থিনী হইয়া একপদে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ধর্ম্ম-পরায়ণা দক্ষদুহিতা সুরভী তৎকালে অদিতির ঘোরতর তপস্যা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া দেবগন্ধর্ব্বসেবিত পরম রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিয়া এক পদে অবস্থানপূর্ব্বক একাদশ সহস্র বৎসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। দেবতা মহর্ষি ও মহোরগগণ তাঁহার বিস্ময়কর তপস্যায় প্রীত হইয়া সতত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমি সুরভীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর।

সুরভী কহিলেন, ভগবন্! আমার অন্য কোন বরে প্রয়োজন নাই, আপনি প্রসন্ন হওয়াতেই আমার বর লাভ হইয়াছে। সুরভী এইরূপে আমার নিকট বর প্রার্থনা না করিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যা ও নিস্পৃহতা দর্শনে যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম। তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদায় লোকের উপরিভাগে বাস করিতে পারিবে; তোমার লোক গো-লোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে; তোমার দুহিতৃগণ মানবগণের শুভকার্য্য সাধনপূর্ব্বক মনুষ্যলোকে অবস্থান করিবে এবং কি স্বর্গীয়, কি লৌকিক সমস্ত সুখই তুমি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। হে দেবরাজ! আমি এইরূপ বর প্রদান করাতেই গো-লোক সর্ব্বকাম সমন্বিত হইয়াছে। মৃত্যু, জরা, অনল, দুর্দ্দৈব, অশুভ কখন ঐ লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ লোক দিব্য অরণ্য, দিব্য আভরণ ও কামচারী বিমান সমুদায়ে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য, জিতেন্দ্রিয়তা, দান ও তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ঐ লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট গোসমুদায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; অতএব গোসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ গো-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার বাক্যশ্রবণে গোসমুদায়ের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপ-বিনাশন পরম পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া যজ্ঞ ও পিতৃকার্য্য সময়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই পবিত্র গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহার পিতৃগণের সর্ব্বকামসম্পন্ন অক্ষয় গো-লোক লাভ হয়। গোভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, কন্যার্থী হইলে কন্যা, ধর্ম্মার্থী হইলে ধর্ম্ম, ধনার্থী হইলে ধন, বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা, ও সুখার্থী হইলে সুখলাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই। ফলতঃ গোভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় লোকের বিশেষতঃ ধর্ম্মদর্শী নরপতির পক্ষে যে গোদান সমুদায় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অব্যবস্থিতচিত্ত নরপতিগণ বিধিপূর্ব্বক রাজ্যপালনে অক্ষম হওয়াতে অধোগতি লাভের উপযুক্ত হইয়াও যে ভূমিদানপ্রভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, পূর্ব্বে মহারাজ নৃগ ও মহর্ষি নাচিকেত গোদানপ্রভাবে যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল কর্ম্মেই যে ভূমি, গো ও সুবর্ণ উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি আপনার মুখে ভূমি ও গোসমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু সুবর্ণের বিষয় আপনি সবিশেষ কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব সুবর্ণ কি? কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা দান করিলে কি ফললাভ হয়? কি নিমিত্ত উহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে? কি কারণে উহা শ্রুতিতে যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রশস্ত দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা উহা গাভী ও ভূমি অপেক্ষা পবিত্রতাসম্পাদক উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া অভিহিত হয়? তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অতএব আপনি উহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি সুবর্ণের উৎপত্তির বিষয় যেরূপ অবগত আছি, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমার পিতা মহাতেজস্বী শান্তনুর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আমি গঙ্গাতীরে গমন করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার জননী জাহ্নবী বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকালে তপঃসিদ্ধ বহুসংখ্যক ঋষি আমার সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় আমি সমাহিতচিত্তে ক্রমে ক্রমে তোয়দানাদি পূর্ব্বকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হইলে, অকস্মাৎ এক মনোহর কেয়ূরসম্পন্ন দিব্যাভরণ-ভূষিত বাহু বিস্তৃত কুশসমুদায় ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইল। তদ্দর্শনে আমার পিতা স্বয়ং সাক্ষাৎকারে পিণ্ডপ্রতিগ্রহ করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই শাস্ত্রচিন্তা করাতে আমার স্মরণ হইল যে, বেদে হস্তোপরি পিণ্ডদান করিবার বিধি বিহিত হয় নাই। পিতৃগণও কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিণ্ডপ্রতিগ্রহ করেন না. বেদে কুশোপরি পিণ্ডদানের ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। অতএব পিতার হস্তে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য নহে। আমি এইরূপ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অনুধ্যানপূর্ব্বক পিতার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া দর্ভোপরি পিণ্ডপ্রদান করিলাম। আমি পিণ্ডদান করিবামাত্র আমার পিতার সেই হস্ত অন্তর্হিত হইল। অনন্তর রজনীকালে আমি নিদ্রিত হইলে পিতৃগণ স্বপ্নযোগে আমাকে দর্শন দান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই, ইহাতে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি শাস্ত্র সপ্রমাণ করিয়া আত্মা, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, বেদ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, গুরু ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সকলেরই সম্মান রক্ষা এবং যুক্তিযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তুমি ও গোদানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দান কর। তাহা হইলেই আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত পবিত্র হইব। সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতা-সম্পাদক পদার্থ। যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, উহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পবিত্র হয়। পিতৃগণ এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি জাগরিত হইয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও সুবর্ণদানে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

অতঃপর এই সুবর্ণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে জমদগ্নিপুত্র দীর্ঘজীবী মহাত্মা পরশুরামের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পরশুরাম রোষাবিষ্ট চিত্তে একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমুদায় পৃথিবী অধিকার পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পূজিত সর্ব্বকাম সম্পন্ন জীবগণের তেজোবর্দ্ধন, পরম পাবন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞফলে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি সেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও নিষ্পাপ হইতে পারেন নাই। তখন তিনি আপনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও দেবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পণ্ডিতগণ! নিষ্ঠুরকার্য্যনিরত মানবগণের পবিত্র হইবার উপায় কি, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করুন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভার্গব! তুমি বেদবিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পবিত্র হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করতঃ তাঁহাদের আদেশানুরূপ কার্য্য কর। মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে পরশুরাম মহাত্মা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, কাশ্যপ এবং দেবর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমার পবিত্র হইবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব যদি আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কি বস্তু দান করিলে আমি পবিত্র হইতে পারিব, তাহা কীর্ত্তন করুন।

পরশুরাম এইরূপে স্বীয় পবিত্রতা সম্পাদন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপোধনগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভার্গব! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, মনুষ্য একান্ত পাপাসক্ত হইলেও গো, ভূমি ও ধন দান করিয়া অনায়াসে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। এক্ষণে অত্যদ্ভুত পবিত্রতম আর একটি দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই

নাম সুবর্ণ দান। সুবর্ণ অগ্নির অপত্য। পূর্ব্বে উহা লোক সকলকে দগ্ধ করিয়া অগ্নির বীর্য্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। উহা দান করিলে লোকে অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাম! যাহা দান করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, সেই অগ্নির সুবর্ণ যে রূপে উদ্ভূত হইয়াছে, উহা যে পদার্থ এবং যে প্রকারে উহা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে; আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণ অগ্নীসোমাত্মক। অজ দান করিলে অগ্নিলোক, মেষ দান করিলে বরুণলোক, অশ্ব দান করিলে সূর্য্যলোক, কুঞ্জর দান করিলে নাগলোক, মহিষদান করিলে অসুরলোক; কুক্কুট ও বরাহ দান করিলে রাক্ষসদুর্ল্যলোক এবং ভূমিদান করিলে যজ্ঞফল, গোলোক, বরুণলোক ও চন্দ্রলোক লাভ হয়। কিন্তু ঐ অজমেষাদি সমুদায় পদার্থই সুবর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পূর্ব্বে সমুদায় জগৎ মন্থন করিয়া একটি তেজ সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই তেজই সুবর্ণ। সুবর্ণ সমুদায় রত্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্তই গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ যত্ন পূর্ব্বক উহা ধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ সুবর্ণ দ্বারা মুকুট, কেহ কেহ অঙ্গদ ও কেহ কেহ বা অন্যরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ধারণ করে। অতএব সুবর্ণ ভূমি, গো ও অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ভূমিদান ও গোদান অপেক্ষা সুবর্ণ দান শ্রেয়স্কর। সুবর্ণ, অক্ষয় ও পরম পবিত্র। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণদান কর। দক্ষিণাদানকালে সুবর্ণই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা সুবর্ণ দান করে, তাহাদিগের সমুদায় পদার্থ প্রদান করা হয়। অগ্নি সমস্ত দেবতাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। সুবর্ণ সেই অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং যিনি সুবর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় দেবতা প্রদান করা হয়। ফলতঃ সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

হে রাম! আমি পূর্ব্বে পুরাণগ্রন্থে প্রজাপতির বাক্য পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছি, পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ শূলপাণির পরিণয়ের পর তাঁহারা গিরিবর হিমাচলে অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন দেবগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রুদ্রের নিকট গমন এবং তাঁহার ও দেবী পার্ব্বতীর পাদ বন্দন পূর্ব্বক দেবদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি তপস্বী এবং দেবী পার্ব্বতীও তপস্বিনী। সুতরাং আপনাদের উভয়েরই মিলন উভয়েরই প্রীতিকর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের উভয়ের তেজ অমোঘ। আপনাদিগের যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন; তিনি নিশ্চয়ই মহাবল পরাক্রান্ত হইবেন এবং স্বীয় বল বীর্য্য প্রভাবে ত্রিলোকের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতএব আমরা আপনার নিকট প্রণত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রজাগণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তেজোহ্রাস করুন। আপনারা ত্রৈলোক্যের সার; সুতরাং আপনাদের উভয়ের সমাগম সকলের সন্তাপের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর আপনাদিগের তেজ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবগণকে পরাভব করিবেন। বিশেষতঃ আপনার তেজ পৃথিবী, আকাশ বা স্বর্গ কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না; উহার প্রভাবে নিশ্চয়ই সমুদায় জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আপনার ঔরসে দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হয়, তাহার উপায় বিধানে মনোযোগী হউন; ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার প্রজ্বলিত তেজ সঙ্কুচিত করুন

দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে বৃষভবাহন রুদ্র তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক আপনার তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন। তদবধি তাঁহার নাম ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। মহাদেব এইরূপে ঊর্দ্ধরেতা হইলে দেবী পার্ব্বতী দেবগণের প্রযত্নে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পরুষবাক্যে কহিলেন; হে সুরগণ! তোমরা আমার ভর্ত্তার সন্তানোৎপত্তি রোধ করিয়া দিলে, অতএব আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি, তোমাদিগের কখনই সন্তান উৎপন্ন হইবে না। হে ভার্গব! দেবগণ যখন মহাদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন, তৎকালে অগ্নি তথায় সমুপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং পার্ব্বতীপ্রদত্ত অভিশাপ তাঁহাতেই সংক্রামিত হইল না। কিন্তু অন্যান্য দেবতারা পার্ব্বতীর শাপে সন্তানলাভে এককালে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

যখন ভগবান্ ব্যোমকেশ তেজ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করেন, তৎকালে তাহা হইতে কিয়দংশ স্খলিত ও ভূতলাভিমুখী হইয়া অগ্নিতে নিপতিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রতেজ অগ্নিতে নিপতিত হইবামাত্র যার পর নাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই ইন্দ্রাদি দেবতা ও সাধ্যগণ তারকাসুরের বলবীর্য্যে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগের আবাস, বিমান ও নগর সমুদয় এবং মহর্ষিগণের আশ্রমসকল অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

দুরাত্মা তারকাসুর এইরূপে দেবগণকে নিপীড়িত করিলে, তাঁহারা বিষণ্ণমনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন; ভগবন্! তারকাসুর আপনার বরে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। আমরা তাহার ভয়ে যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি; অতএব আপনি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন। এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন; দেবগণ! আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। আমার অধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেই তারকাসুরের বিনাশের উপায় করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা শীঘ্রই সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিবে। বেদ ও ধর্ম্ম সমুদায় কখনই বিলুপ্ত হইবে না; অতএব তোমরা নিরুদ্বেগ হও

দেবগণ কহিলেন, ভগবন্। দুরাত্মা তারকাসুর আপনার নিকট দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব বলিয়া বর গ্রহণপূর্ব্বক নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছে। তাহাকে বধ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর আমরা মহাদেবকে সন্তানোৎপাদনে বিরত করাতে দেবী পার্ব্বতী আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের অপত্য জন্মিবে না বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং তারকাসুর যে কি রূপে বিনষ্ট হইবে, তাহা আমরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! রুদ্রাণী যে সময় তোমাদিগকে শাপ প্রদান করেন, হুতাশন তৎকালে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন না; অতএব তিনি অসুরবধের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য ও পক্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া অমোঘ অস্ত্র দ্বারা তোমাদিগের ভয়প্রদ দুরাত্মা তারক ও অন্যান্য অসুরগণকে নিপাতিত করিবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ভবানীপতির তেজের যে কিয়দংশ অনলে নিপতিত হইয়াছে, মহাত্মা হুতাশন অসুরবধের নিমিত্ত দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় সেই শৈব তেজ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেই তোমাদিগের ভয়হর্ত্তা কুমার সমুৎপন্ন হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে তেজোরাশি হুতাশনের অন্বেষণ কর। এই আমি তোমাদিগের নিকট তারকাসুরবধের উৎকৃষ্ট উপায় কীর্ত্তন করিলাম। পার্ব্বতীর শাপপ্রদানকালে হুতাশন তোমাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন না বলিয়া ঐ শাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হয় নাই। আর তিনি তৎকালে তোমাদের সমভিব্যাহারে থাকিলেও ঐ শাপপ্রভাবে তাঁহার পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাত হইত না। হুতাশন সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। অল্পতেজস্বীর শাপ কখন অধিক তেজস্বীর তেজের হানি করিতে পারে না। বলবান্দিগকে অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পরাভূত হইতে হয়। তপস্বীরা বরদাতা অবধ্য দেবগণকেও বিনাশ করিতে পারেন। অতি তেজস্বিগণের অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ভগবান্ হুতাশন তোমাদের মঙ্গলবিধানার্থ পুত্রোৎপাদন করিতে অভিলাষ করুন। অতঃপর তোমরা অতি ত্বরায় সেই রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত, তেজোরাশিস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অনলের অন্বেষণ কর, তিনিই তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবগণ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে হুতাশনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ সময়ে তিনি জলমধ্যে অবস্থান করাতে তাঁহারা আকাংক্ষার লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর একদা দেবগণ অগ্নির অদর্শননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক মণ্ডুক অগ্নিতেজে নিতান্ত সন্তাপিত ও ক্লান্ত হইয়া রসাতল হইতে সমুত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে সুরগণ! ভগবান্ হুতাশন জলমধ্যে

সমুদায় জল ব্যাপিত করিয়া রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। জলচরগণ তাঁহার সন্তাপে নিতান্ত কাতর হইয়াছে। আমি তাঁহার তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি আপনারা অনলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ রসাতলে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করুন। আমি চলিলাম; আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি আপনাদের নিকট আসিয়া হুতাশনের আত্মগোপনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি; জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। রসাতলবাসী মণ্ডুক দেবগণকে এই কথা কহিয়া অবিলম্বে জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন হুতাশন মণ্ডুকের সেই কপটতা পরিজ্ঞাত হইয়া 'তোমরা অদ্যাবধি রসনেন্দ্রিয়বিহীন হইবে' বলিয়া ভেকজাতিকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অতি শীঘ্র অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হুতাশন রসাতল হইতে স্থানান্তরিত হইলে দেবগণ তাঁহার প্রস্থান ও মণ্ডুকদিগের প্রতি শাপপ্রদান বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ভেকজাতির প্রতি কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, হে মণ্ডুকগণ! তোমরা অগ্নিশাপে রসনাবিহীন ও রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াও বিবিধ বাণী উচ্চারণ করিতে পারিবে; তোমরা অচেতন অনাহারী শুষ্কদেহ ও মৃতকল্প হইয়া বিলমধ্যে বাস করিলেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং অন্ধকারময়ী রজনীতেও তোমরা নানা স্থানে বিচরণ করিতে পারিবে।

দেবগণ মণ্ডুকদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনরায় অগ্নির অন্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর ঐরাবতসদৃশ এক প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে দেবগণ! হুতাশন এক্ষণে অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন। মাতঙ্গ এই কথা কহিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 'অদ্যাবধি তোমাদিগের রসনা বিপরীতগামিনী হইবে' বলিয়া হস্তীজাতির প্রতি শাপ প্রদানপূর্ব্বক সত্বর অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ অগ্নির প্রস্থান ও দ্বিরদদিগের প্রতি অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া হস্তীজাতির প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতঙ্গগণ! তোমরা অগ্নির শাপে প্রতীপজিহ্ব হইয়া সমুদায় সামগ্রী আহার ও উচ্চৈঃস্বরে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে।

সুরগণ এইরূপে মাতঙ্গগণকে বর প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় অগ্নির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় অগ্নি যে অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শুকপক্ষী তাহা তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিল। তখন হুতাশন শুকপক্ষীকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, 'তুমি অদ্যাবধি বাক্‌শক্তি বিহীন হইবে' ঐ শাপপ্রভাবে শুকপক্ষীর জিহ্বা পরিবর্ত্তিত হইল। হুতাশন এইরূপে শাপ প্রদান করিলে দেবগণ শুকের প্রতি সাতিশয় দয়াবান্ হইয়া কহিলেন, হে শুক! তুমি কখনই একবারে বাক্‌শক্তি বিহীন হইবে না। তোমার জিহ্বা পরিবর্ত্ত হইলেও, বালক ও বৃদ্ধেরা যেমন অতি মধুর অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তুমিও তদ্রূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে। দেবগণ শুকপক্ষীকে এই কথা কহিয়া শমীগর্ভে হুতাশনকে সন্দর্শন করিলেন। তদবধি যজ্ঞাদি সমুদায় কার্য্যে শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিবার প্রথা প্রচলিত এবং মানবগণও উহা হইতে অগ্নির উৎপাদনের উপায় অবগত হইল। এই নিমিত্তই শমীগর্ভে অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ হুতাশন রসাতলে শয়ন করাতে তাঁহার তেজঃপ্রভাবে রসাতলস্থ যে সলিল সমুদায় সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেই উত্তপ্ত জলরাশি পর্ব্বত প্রস্রবণ দ্বারা অদ্যাপি নির্গত হইতেছে।

অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেবগণকে সন্দর্শন করিবামাত্র নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর।

তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৈশ্বানর! আমরা তোমার প্রতি দেবকার্য্যের ভারার্পণ করিব, তোমাকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে তোমার যশের পরিসীমা থাকিবে না।

তখন হুতাশন কহিলেন, হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্যস্বরূপ; অতএব তোমরা আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।

অগ্নি এইরূপে দেবকার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিলে দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অনল! তারক নামে এক মহাসুর ব্রহ্মার বরলাভে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে; অতএব তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া এই সমুদায় প্রজাপতি, ঋষি ও দেবতাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি স্বয়ং মহাবল পরাক্রান্ত এক অপত্য উৎপাদন করিলেই তাহা হইতে আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ ও ভয় দূর হইবে। আমরা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়াছি, সুতরাং তোমার বীর্য্য ভিন্ন আর আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

দেবগণ এই কথা কহিলে ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীর নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদের পরস্পর সম্ভোগ হওয়াতে ভাগীরথীর গর্ভাধান হইল। ঐ গর্ভ ক্রমশঃ হুতাশনের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথী হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত কাতরা হইলেন। ঐ সময় এক মহাসুর হঠাৎ ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। ভগবতী ভাগীরথী সেই অকস্মিতোৎপন্ন ভীষণ শব্দে নিতান্ত ভীতা ও উদ্‌ভ্রান্তনেত্রা হইয়া একবারে বিচেতনপ্রায় হইয়া শরীর ও গর্ভভারবহনে একান্ত অসমর্থা হইলেন। তখন তিনি কম্পিত কলেবরে হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আর আপনার তেজধারণ করিতে পারি না। ঐ তেজঃপ্রভাবে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য নাই। আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। অতএব এক্ষণে গর্ভ পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমি ইহা ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই নাই। আমার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতেছি। বিশেষতঃ আমি স্বয়ং কামনা পূর্ব্বক আপনার তেজ গ্রহণ করি নাই; আপনি দেবগণের কার্য্যসাধনার্থই আমাতে তেজঃসংক্রামিত করিয়াছেন। অতএব আমি এখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এই গর্ভ পরিত্যাগ করিলে যে দোষ গুণ যথাযথ সমুৎপন্ন হইবে, আপনি তৎসমুদায়েরই অধিকারী।

তখন ভগবান্ হুতাশন ও অন্যান্য দেবগণ গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাগীরথি! তুমি গর্ভধারণ কর। ঐ গর্ভ হইতে মহাফল উৎপন্ন হইবে। তুমি যখন সমুদায় বসুন্ধরা সন্ধারণে সমর্থা হইয়াছ, তখন অনায়াসেই এই গর্ভধারণে সমর্থা হইবে। ভগবান্ অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণ এইরূপ নিবারণ করিলেও ভাগীরথী সেই অগ্নিতেজঃসম্ভূত প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ গর্ভ ধারণে নিতান্ত অসমর্থা হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে গিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হুতাশন তথায় আগমন পূর্ব্বক গঙ্গাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগীরথি! এক্ষণে ত তোমার গর্ভধারণজন্য দুঃখ অপনীত হইয়াছে? যাহা হউক; এক্ষণে এই গর্ভ কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার এবং কিরূপ তেজঃসম্পন্ন তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

তখন সরিদ্বরা গঙ্গা হুতাশন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার তেজঃসম্ভূত সেই গর্ভ আপনারই ন্যায় তেজস্বী এবং স্বীয় সুনির্ম্মল প্রভা প্রভাবে পর্ব্বতকেও উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গন্ধ কদম্বের ন্যায় মধুর এবং দেহ কমলোৎপল সমলঙ্কৃত হ্রদের ন্যায় সুশীতল। উহার তেজ পৃথিবীর যে বস্তু স্পর্শ করিতেছে, তাহাই সুবর্ণময় হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ উহা এই চরাচর বিশ্বকে তেজ দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহার কান্তি, সূর্য্য অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। দেবী গঙ্গা হুতাশনকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হুতাশনও দেবগণের কার্য্যসাধন করা হইল জানিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে জামদগ্ন্য! সুবর্ণ এইরূপে অগ্নিরই তেজে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ অগ্নির নাম হিরণ্যরেতা রাখিয়াছেন। দেবী পৃথিবী ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বসুমতী হইয়াছে।

অনন্তর সেই অগ্নিসম্ভূত তেজ হিমালয় হইতে গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত ও এক শরবনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও বালকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময় কৃত্তিকাগণ সেই তরুণ সূর্য্যসঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন বালককে শরবনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক স্তননিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিতে লাগিলেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়, তেজস্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত হওয়াতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্কন্দ এবং গুহাবাসনিবন্ধন তাঁহার নাম গুহ হইয়াছে।

হে জামদগ্ন্য! সমুদায় স্বর্ণই বহ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; তন্মধ্যে জাম্বুনদ স্বর্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবগণ তদ্দ্বারা ভূষণ প্রস্তুত করিয়া ধারণ করেন। অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াই রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, এই নিমিত্ত স্বর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে। এই স্বর্ণ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ন, ভূষণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং সকল বস্তু অপেক্ষা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। ইহা অগ্নি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর স্বরূপ। ইহা দান করিলে অগ্নি ও চন্দ্রলোক লাভ হয়।

হে রাম! আমি এই উপলক্ষে পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র বারুণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞকালে মুনিগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সকল, যজ্ঞাঙ্গ সমুদায়, মূর্ত্তিমান্ বষট্কার এবং সাম, যজু ও ঋগ্বেদ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। বেদের লক্ষণ, উদাত্তাদি স্বর, স্বরের আরোহাবরোহ ক্রম, নিরুক্ত নিষাদাদি স্বরপংক্তি, ওঙ্কার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তথায় আগমন করিয়া দেবদেবের নেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। বেদ, উপনিষদ, বিদ্যা, সাবিত্রী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার অন্যান্য শরীর মধ্যে অবস্থিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপে সর্ব্বময় হইয়া স্বয়ং আপনাকে আপনাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই যজ্ঞ নানাপ্রকার শোভায় সুশোভিত হইল। হে রাম! এই পশুপতিই ভূর্লোক, দ্যুলোক, ভূপতি, গণপতি, অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ ও প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যজ্ঞ দর্শন করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান্ তপঃ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিক্পতিগণের সহিত দিক্ সমুদায় এবং দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা মহাদেবের বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্যাগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার রেতঃস্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সূর্য্যদেব কর দ্বারা সেই ভূতলনিপতিত ধূলিমিশ্রিত রেতঃগ্রহণ করিয়া হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতির পুনরায় রেতঃ স্খলিত হইল, তখন তিনি স্বয়ং অবিলম্বে সেই শুক্র স্রুব দ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ রেতঃ ত্রিগুণাত্মক; উহা হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার রাজসিক অংশ বিবিধ জঙ্গম, তামসিক অংশ নানাবিধ স্থাবর ভূতরূপে পরিণত হইল এবং উহার সাত্ত্বিক অংশ রাজসিক ও তামসিক ভূতের অন্তর্ভূত হইয়া রহিল। ঐ সত্ত্বগুণ বিশ্বব্যাপক এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিতে ব্রহ্মার শুক্র আহুত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ও নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। তৎপরে সেই যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রভা হইতে মরীচি; যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ ও মহর্ষি অত্রি এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের ভস্মরাশি হইতে তপোবলসম্পন্ন ব্রতশীলসমলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষিগণসদৃশ বৈখানসগণ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ অগ্নির নেত্রদ্বয় হইতে সুরূপ অশ্বিনীতনয়দ্বয়, কর্ণ হইতে অন্যান্য প্রজাপতিগণ ও রোমকূপ হইতে ঋষিগণ, স্বেদকণ হইতে ছন্দ ও বল হইতে মন প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ অগ্নির দাহ্য কাষ্ঠ সমুদায় মাস, কাষ্ঠের নির্য্যাস পক্ষ এবং অগ্নির তৈজস পিত্ত অহোরাত্র ও মুহূর্ত্তরূপে পরিণত হইল; পরিশেষে সেই হুতাশনের শোণিত হইতে রৌদ্র ও স্বর্ণবর্ণ তৈজস দেবতা, ধূম হইতে বসুগণ, শিখা হইতে দ্বাদশ আদিত্য এবং অঙ্গার হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলেন। এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ অগ্নিকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি হইলে বারুণীমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ভূতনাথ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! এই যজ্ঞ আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমিই এই যজ্ঞের অধীশ্বর। অতএব সর্ব্বাগ্রে অগ্নি হইতে যে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমারই পুত্র। আমি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছি, সুতরাং যজ্ঞ হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন হইল, তৎসমুদায় আমারই অধিকৃত সন্দেহ নাই।

তখন অগ্নি কহিলেন, হে দেবগণ! ঐ তিন অপত্য আমাকে আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব উহারা আমার অপত্য। বরুণরূপী মহাদেব কখনই ইহাদিগের অধিকারী হইতে পারেন না। অগ্নি এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, আমারই বীর্য্য দ্বারা এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহারা আমারই সন্তান। শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই ফলভোগের অধিকারী হইয়া থাকে।

এইরূপে তাঁহারা তিন জন পুত্র লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিলে দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া মহাত্মা হুতাশন ও বরুণরূপী মহাদেবকে এক এক পুত্র প্রদান পূর্ব্বক উঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন। দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভৃগুকে মহাদেবের ও অঙ্গিরাকে অগ্নির পুত্রত্বে পরিকল্পিত করিয়া স্বয়ং কবিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তখন প্রজাপতি মহাত্মা ভৃগু বারুণ, শ্রীমান্ অঙ্গিরা আগ্নেয় এবং মহাযশা কবি ব্রাহ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তৎপরে মহাত্মা ভৃগু, চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি, ঔর্ব্ব, শুক্র, বিভু ও সবন এই সাতটি আত্মতুল্য পুণ্যবান্ পুত্র উৎপাদন করিলেন। তুমি সেই ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্গব নাম ধারণ করিয়াছ। ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধন্বা এবং ভগবান্ কবি হইতে কবি, কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হন। তৎপরে ঐ সমুদায় মহাত্মা হইতে বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত উঁহারা প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপে ভগবান্ ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বরুণমূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উঁহাদিগের বংশ সমুদায়ের সাধারণ নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগুর বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভার্গব, অঙ্গিরার বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আঙ্গিরস এবং কবির বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

হে রাম! পূর্ব্বে দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা করুন, মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতির বংশসম্ভূত এই সমুদায় মহাত্মা প্রজাপতি, বংশকর্ত্তা, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত, বেদপক্ষপরায়ণ ও প্রশান্তবুদ্ধি হইয়া আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত করতঃ আপনার প্রসাদে লোক সমুদায়ের উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হউন। ঐ মহাত্মগণ ও আমরা সকলেই আপনার সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং আমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিব। ঐ সমুদায় মহাত্মা প্রতি যুগে এইরূপে প্রজাগণের সৃষ্টি করিবেন। দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীত মনে তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং দেবগণও কৃতকার্য্য হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাম! বরুণরূপধারী দেবদেব মহাদেবের যজ্ঞে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অগ্নি প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পশুপতি রুদ্র স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। স্বর্ণ সেই অগ্নিরই অপত্য। বেদে ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নির অভাবে স্বর্ণই অগ্নি স্বরূপে পরিগণিত হয়। কুশস্তম্বে স্বর্ণ সন্নিবেশিত করিয়া অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বল্মীকবিবর ছাগ পশুর দক্ষিণ কর্ণ, সমভূমি ও তীর্থসলিলে আহুতি প্রদান করিলে ভগবান্ অগ্নি প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। অগ্নি সর্ব্বদেবময়। সনাতন ব্রহ্ম হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি হইতে কাঞ্চনের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং যিনি স্বর্ণ দান করেন, তাঁহার সমস্ত দেবতা প্রদান করা হয়। ঐ দানজন্য পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে এবং ধনাধিপতি কুবের তাঁহাকে স্বয়ং অভিষিক্ত করেন। যিনি প্রাতঃকালে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বর্ণ দান করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন প্রতিহত হইয়া যায়। যিনি সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই স্বর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি মধ্যাহ্নে স্বর্ণ দান করেন, তাহার অনাগত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি সায়াহ্নে স্বর্ণ দান করেন, তিনি ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রের সালোক্য, ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা ও ইহলোকে যশোলাভ করিয়া থাকেন; তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া

যায়। ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ আর কেহই থাকে না এবং তিনি অনায়াসে সমুদায় লোকে গমন করিতে পারেন। স্বর্ণ দান করিয়া যে সমস্ত উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যিনি সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কোন ব্রত উপলক্ষে স্বর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনাই সফল হয়। স্বর্ণ অগ্নিস্বরূপ, স্বর্ণ দান করিলে সুখ বৃদ্ধি, অভীষ্ট গুণ লাভ ও চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। হে রাম! এই আমি তোমার নিকট স্বর্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবাসুরসংগ্রামে দেবগণকর্ত্তৃক সেনাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের আজ্ঞায় দুর্দ্দান্ত তারক ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশপূর্ব্বক লোকের হিতসাধন করিয়াছিলেন। হে জামদগ্ন্য! আমি যে স্বর্ণ দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ করিলে। অতএব তুমি পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ দান কর। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে ভগবান্ জামদগ্ন্য তাঁহার বাক্যানুসারে নিরন্তর ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ দানপূর্ব্বক পাপনির্ম্মুক্ত হইলেন।

হে যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট স্বর্ণের উৎপত্তি ও স্বর্ণদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম; অতএব তুমিও ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ দান কর। স্বর্ণ দানপ্রভাবে অনায়াসেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি স্বর্ণদানের ফল ও উহার উৎপত্তি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিলেন। আপনি ইতিপূর্ব্বে তারকাসুরকে দেবতাদিগের অবধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাসুর কিরূপে নিপতিত হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে; অতএব আপনি বিস্তারিতরূপে তাহার নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সরিদ্বরা গঙ্গা গর্ভ পরিত্যাগ করাতে দেবতা ও ঋষিগণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সেই গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছয় কৃত্তিকাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ কৃত্তিকাগণ ভিন্ন দেবলোকে আর কেহই হুতাশননিহিত তেজোধারণে সমর্থ ছিলেন না। কৃত্তিকাগণ দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নির রেতঃ পান করিয়া গর্ভধারণপূর্ব্বক ক্রমশঃ উহা পোষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ হুতাশন তাহাদিগের প্রতি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর ক্রমশঃ সেই গর্ভের বৃদ্ধিনিবন্ধন তাহাদিগের অঙ্গ তেজঃপরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহারা কুত্রাপি সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। পরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে একবারে সকলেই প্রসব করিলেন। তখন সেই ছয় কৃত্তিকার পুত্র একত্র মিলিত হইল। পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই হুতাশন সদৃশ তেজ ও দিব্যাকারসম্পন্ন কুমার শরবনে অবস্থানপূর্ব্বক পরমসুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই বালার্কসদৃশ পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন দুগ্ধ প্রদান দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিক্ সমুদায়, দিকের ঈশ্বরগণ; রুদ্রদেব, বিধাতা, বিষ্ণু, যম, পূষা; অর্য্যমা ভগ, অংশ; মিত্র; সাধ্যগণ; ইন্দ্র, বসুগণ; অশ্বিনীকুমার; জল, বায়ু, অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ এবং মূর্ত্তিমান্ সামাদি বেদ সমুদায় দ্রুতবেগে সেই অগ্নিপুত্রকে সন্দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। ঐ সময় ঋষিগণ স্তবপাঠ এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সেই ব্রাহ্মণপ্রিয়, সুলকলেবর, দ্বাদশবাহু, শরগুল্মশয়ান, দ্বাদশাক্ষ, ষড়াননকে সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত ও তারকাসুরের বিনাশবিষয়ে বিশ্রব্ধ হইলেন।

অনন্তর দেবগণ সকলেই কার্ত্তিকেয়ের নিমিত্ত প্রিয়বস্তু আহরণ করিয়া তাঁহার ক্রীড়নীয় বস্তু ও পক্ষী সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাকে বরাহ ও মহিষ, গরুড় বিচিত্র ময়ূর, বরুণদেব হুতাশন সদৃশ কুক্কুট; চন্দ্র মেষ, সূর্য্য অত্যুৎকৃষ্ট মনোহর প্রভা; গোমাতা সুরভী একলক্ষ গাভী; অগ্নি গুণসম্পন্ন ছাগ; ইলা বহুতর ফল ও পুষ্প, সুধন্বা শকট ও অত্যুৎকৃষ্ট রথ; বরুণদেব হস্তী ও অশ্ব সমুদায় এবং দেবেন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী অন্যান্য পক্ষী, ভীষণাকার বহুতর শ্বাপদ ও বিবিধ ছত্র প্রদান করিলেন। রাক্ষস ও অসুরগণ তাঁহার অনুগত হইল। ঐ সময় তারকাসুর কার্ত্তিকেয়কে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর মহাবাহু কার্ত্তিক পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবতারা তাঁহার নিকট তারকাসুরের উপদ্রব সমুদায় নিবেদন করিয়া, তাঁহাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয়ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া অমোঘ শক্তিপ্রহার দ্বারা তারকাসুরকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক দেবতাধিপতি পুরন্দরকে পুনরায় ইন্দ্রত্বপদে স্থাপিত করিলেন। মহাদেবপ্রিয় হিরণ্যমূর্ত্তি ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এইরূপে দেবতাদিগের সৈনিক ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুতাশন ও কার্ত্তিকেয়ের তেজঃ হইতে স্বর্ণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত উহা মাঙ্গল্য দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব পরশুরামের নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে ভৃগুনন্দন স্বর্ণ দান পূর্ব্বক সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন; অতএব তুমিও যত্নপূর্ব্বক স্বর্ণদানে প্রবৃত্ত হও।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার নিকট চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ধন্য যশস্য বংশবৃদ্ধিকর ও পবিত্র শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কি দেবতা, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি কিন্নর সকলেরই সর্ব্বদা পিতৃগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মারা অগ্রে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন; অতএব মানবগণ সর্ব্বদা বিবিধ যত্নসহকারে পিতৃগণের পূজা করিবে। পণ্ডিতেরা প্রতি অমাবস্যায় পিতৃউদ্দেশে পিণ্ডদান করাকেই শ্রাদ্ধের সামান্য বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সমুদায় তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। এক্ষণে যে যে তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে যে ফল লাভ হয়, তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র প্রসবিনী পরম সুন্দরী স্ত্রীসমুদায়, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা; তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অশ্ব, চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য ক্ষুদ্র পশু, পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে সৌন্দর্য্য, সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ, অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অখণ্ডিত ক্ষুরযুক্ত পশু, দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে পুত্র ও স্বর্ণরজতভিন্ন ধাতুসমুদায়, দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিচিত্র স্বর্ণ ও রজত এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহাকে অচিরাৎ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয় এবং তাহার গৃহস্থিত মনুষ্যগণ যৌবনাবস্থায় কালকবলে নিপতিত হয়। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে সমুদায় কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশী ভিন্ন, কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী হইতে অমাবস্যাপর্য্যন্ত সমুদায় তিথিই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেমন শ্রাদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল, তদ্রূপ পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পিতৃলোককে কোন্ বস্তু দান করিলে অক্ষয় হইয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত দ্রব্য পিতৃলোককে প্রদান করিতে হয় এবং যাহা দান করিলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে,

আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিল, ধান্য, যব, মাষ, জল, মূল ও ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মনু কহিয়াছেন যে, অধিক তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত ভোজ্য প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে তিলই সর্ব্বপ্রধান। শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই মাস, মেষমাংস প্রদান করিলে তিন মাস ও শশমাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজমাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহমাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষতনামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরু মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস; গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস প্রদান করিলে এক বৎসর তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। ঘৃতপায়স গোমাংসের ন্যায় পিতৃগণের প্রীতিকর, অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃতপায়স প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে বাধ্রীনস ছাগের মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। গণ্ডকের মাংস কালশাক ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি উৎপাদন করা যায়। আমি পূর্ব্বে সনৎকুমারের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পিতৃগণ কহিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণায়ন কালে মঘা নক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে আমাদিগকে ঘৃতপায়স প্রদান বা গজচ্ছায়াযোগে রক্তবর্ণ ছাগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে এবং ঐ শ্রাদ্ধ যদি ব্যজন দ্বারা বীজিত হয়, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চয়ই অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হইবে। বহুপুত্রের কামনা করা উচিত, কারণ উহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও অক্ষয়বটসমন্বিত গয়ায় গমন করিতে পারে। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধকালে জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্ন মধুমিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে উহা অনন্ত তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

একোননবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে যম নরপতি শশবিন্দুকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে যে সমুদায় কাম্য শ্রাদ্ধের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে শোকসন্তাপবিহীন ও পুত্রবান্ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। রোহিণী নক্ষত্রে সন্তান ও মৃগশিরা নক্ষত্রে তেজ কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানবদিগের ক্রূরকার্য্যে প্রবৃত্তি ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যে উন্নতি হয়
কামনা করিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অতি শান্তস্বভাবসম্পন্ন পুত্র, মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ইষ্ট ফল, চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান্ পুত্র, স্বাতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্য, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আধিপত্য, মূল নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে যশ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শোকরাহিত্য, অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট বিদ্যা, শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পরলোকে সদ্গতি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যভোগ, শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বৈদ্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ছাগমেষাদি, উত্তরভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, রেবতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কাংস্য পিত্তলাদির দ্রব্যজাত, অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বসমূহ এবং ভরণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি শশবিন্দু যমের নিকট এইরূপ শ্রাদ্ধনিয়ম শ্রবণ পূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিয়া অনায়াসে পৃথিবী পরাজয় ও শাসন করিয়া গিয়াছেন।

নবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! দানধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয় দান সময়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবেন না বটে, কিন্তু দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষে তাঁহাদিগের পরীক্ষা করা আবশ্যক। মানবগণ দৈবতেজঃসম্পন্ন হইয়া দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের বিধি সেরূপ নহে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। অতএব পণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের কুলশীল বয়ঃক্রম রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতকগুলি পংক্তিদূষক ও কতকগুলি পংক্তিপাবন আছেন। এক্ষণে আমি অগ্রে পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতারক, ভ্রূণহত্যাকারী, যক্ষ্মরোগগ্রস্ত, পশুপালক, অধ্যয়নাদিবিহীন, শূদ্রের কিঙ্কর, বৃদ্ধিজীবী, গায়ক, সর্ব্ববিক্রয়ী; গৃহদাহকর্ত্তা, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা, রাজদূত, তৈলকার, কূটকর্ত্তা, পিতৃদ্বেষ্টা; পুংশ্চলীর স্বামী, নিন্দনীয়, চৌর্য্যোপজীবী, শিল্পজীবী, বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রের উপাধ্যায়, শস্ত্রজীবী, মৃগয়ানিরত, কুক্কুরদষ্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়াবস্থায় দারপরিগ্রহকারী, অনারব্ধবেদ, গুরুপত্নীহর্ত্তা; নট, দেবল ও গণক ব্রাহ্মণদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন; ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উহা রাক্ষসের ভুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন বা শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃগণকে সেই দিন অবধি এক মাস তাহারই পুরীষে শয়ন করিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে পূয ও শোণিত রূপে পরিণত; দেবলকে প্রদত্ত হইলে নিষ্ফল, বৃদ্ধিজীবীকে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্য, বাণিজ্যকারীকে প্রদান করিলে উভয়লোকে নিষ্ফল, পৌনর্ভবকে প্রদান করিলে ভস্মাহুত ঘৃতের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক হইয়া থাকে। যাহারা প্রমাদবশতঃ অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ঐ দানের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞান পূর্ব্বক ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে হব্য কব্য প্রদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণকে নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়। যাহারা শূদ্রদিগকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারাও পংক্তিদূষক দ্বিজাধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাণ ব্যক্তিরা যে পংক্তিতে উপবিষ্ট হয়, সেই পংক্তির ষষ্টিসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ক্লীব যে পংক্তিতে উপবেশন করে, সেই পংক্তির শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং শ্বিত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি পংক্তিতে উপবেশন করিয়া যে সমুদায় ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, তাঁহারা সকলেই দূষিত হইয়া থাকেন। বেষ্টিতশিরা দক্ষিণাস্য ও পাদুকাধারী হইয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে অসুরগণের তৃপ্তিলাভ হয়। লোকে অসূয়াপরতন্ত্র ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া যে সমুদায় শ্রাদ্ধীয় বস্তু দান করে, তৎসমুদায় দ্বারা অসুরগণই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। কুক্কুর ও পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়; অতএব আবৃত স্থানে তিল সমুদায় বিকীর্ণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা রোগপরবশ হইয়া অথবা তিল দান না করিয়া শ্রাদ্ধ করে; তাহাদিগের সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস ও পিশাচ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের যে যে কার্য্য সন্দর্শন করে; শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের সেই সেই কার্য্যের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি যত্ন পূর্ব্বক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সদাচারনিরত, তাঁহাদিগকেই পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা তৃণাচিকেত মন্ত্রবিদ্, পঞ্চাগ্নিযুক্ত; ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রবেত্তা, ষড়ঙ্গবিদ্; বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবেত্তা; সামগাতা, পিতা মাতার শুশ্রূষাপরায়ণ; অথর্ব্ববেদ পাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত; সত্যবাদী; ধর্ম্মশীল ও স্বকর্ম্মনিরত, যাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়; যাঁহারা ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নীতে গমন করেন, যাঁহারা অতিপবিত্র তীর্থ সমূহে স্নানাদি করিয়াছেন, যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞান্ত স্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধি সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধশূন্য, গম্ভীরস্বভাব; ক্ষমাশীল,

জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতহিতনিরত শ্রাদ্ধ কালে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। ইহাদিগকে যে বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। যতি মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ও পরম যোগী ব্যক্তিরাও পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষ্য ও ব্যাকরণজ্ঞ, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা গুরুকুলে নিয়মিতকাল বাস করেন, যাঁহারা সত্যবাদী এবং বেদাধ্যয়ন ও বেদগানে সুনিপুণ, তাঁহারা পংক্তির যতদূর দর্শন করেন, ততদূর পবিত্র হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইহাদিগের নাম পংক্তিপাবন হইয়াছে। যাঁহারা পুরুষপরম্পরা বেদাধ্যাপক, তিনি একাকীই সার্দ্ধ তৃতীয় ক্রোশ পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঋত্বিক ও উপাধ্যায় নহে, সে যদি ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে পংক্তিস্থ সমস্ত ব্যক্তির পাপ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যিনি বেদবিৎ দোষশূন্য ও পুণ্যবান্ তিনিই পংক্তিপাবন। অতএব শ্রাদ্ধকালে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বধর্ম্মনিরত কুলীন বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করাই শ্রেয়স্কর। যিনি শ্রাদ্ধকালে মিত্রকে আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করান, পিতৃ ও দেবগণ তৎকৃত শ্রাদ্ধে প্রীতি লাভ করেন না এবং তাঁহার স্বর্গলাভও দুর্লভ হইয়া উঠে। যিনি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তাঁহার দেবলোক লাভ হয় না এবং কারাবদ্ধ ব্যক্তি যেমন বিষয়ভোগে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ তিনিও কর্ম্মফল লাভে নিরাশ হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মিত্রের সমাদর করেন না। মিত্রের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন প্রদান করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রাদ্ধকালে তাঁহাকে কোনরূপ প্রীতির চিহ্ন প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। যিনি শত্রু ও মিত্র নহেন, সেই ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধকালে ভোজন প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঊষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সেই শ্রাদ্ধ ইহকাল ও পরকালে কোন ফলই উৎপাদন করে না। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন, তিনি তৃণাগ্নির ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ, তাঁহাকে শ্রাদ্ধীয় বস্তু প্রদান ও ভস্মে ঘৃতাহুতি দান উভয়ই তুল্য। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরস্পর আদান প্রদান পিশাচোদ্দেশে প্রদত্ত দানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল। উহা কখনই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয় না, উহা নষ্টবৎসা ধেনুর ন্যায় কাতরভাবে ইহলোকেই বিচরণ করিয়া থাকে। নর্ত্তক ও গায়ককে দান করিলে তাহা যেমন নিরর্থক হয়, সেইরূপ নীচ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক হয় না। নীচ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দ্রব্য দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না, প্রত্যুত দাতার পিতৃলোককে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। যাঁহারা ঋষিনির্দ্দিষ্ট আচারনিরত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায়নিরত, জ্ঞাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ ও স্বকর্ম্মাসক্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন, তাহারা নিতান্ত পামর; তাহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি বানপ্রস্থ ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে তিন পুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রাহ্মণগণকে পরোক্ষেই পরীক্ষা করা উচিত। দোষশূন্য ব্রাহ্মণ শত্রু বা মিত্রই হউন, নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে দশ লক্ষ নীচ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফল লাভ না হয়, বেদজ্ঞ সাধু একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

একনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ কল্পিত হইয়াছে? শ্রাদ্ধ কিরূপ এবং শ্রাদ্ধে কোন্ কার্য্য, কি কি ফল মূল ও কোন্ কোন্ ধান্য নিষিদ্ধ, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধ যেরূপ এবং যে সময়ে যাহা দ্বারা যে রূপে উহা কল্পিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিবংশে দত্তাত্রেয় নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয়ের নিমি নামে এক তপোবলসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। তাঁহার শ্রীমান্ নামে এক পরম রূপসম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র সহস্র বর্ষের অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া কালধর্ম্মসহকারে কালকবলে নিপতিত হইলে, মহর্ষি নিমি শোকে একান্ত অধীর হইয়াও শাস্ত্রানুসারে অশৌচান্তে ক্ষৌরাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি চতুর্দ্দশী দিবসে দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং শোকাপনোদন পূর্ব্বক চিত্তকে বিষয়ে ব্যাপৃত করিয়া সমাহিত চিত্তে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুধ্যান পুরঃসর পুত্রের প্রিয় ফল, মূল ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট পদার্থ সমুদায় আহরণ করিলেন। তৎপরে পূজ্যতম সাতজন ব্রাহ্মণকে আনয়নপূর্ব্বক স্বয়ং দক্ষিণাগ্র কুশসমুদায় সমাস্তীর্ণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাহাতে উপবেশন করাইয়া তাঁহাদের পদতলে প্রাদেশপ্রমাণ কুশ সমুদায় প্রদানপুরঃসর তাঁহাদিগকে লবণবর্জ্জিত শ্যামাকান্ন ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে, পুত্র শ্রীমানের নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক কুশোপরি পিণ্ডদান করিলেন। এইরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদিত হইলে মহর্ষি নিমি আপনার ধর্ম্মসঙ্করবিষয়ে সন্দিহান হইয়া একান্ত ব্যথিতচিত্তে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, পূর্ব্বে কোন মহর্ষিই এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। অতএব বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণ আমার এই অপরাধনিবন্ধন আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। মহর্ষি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া স্বীয় বংশকর্ত্তা অত্রিকে স্মরণ করিলেন। নিমি স্মরণ করিবামাত্র মহাত্মা অত্রি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পুত্রশোকসন্তপ্ত মহর্ষিকে অবলোকনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই! ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার বিধি বিধান করিয়াছেন। ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই শ্রাদ্ধবিধি বিহিত করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাবিহিত অতি উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধবিধি কহিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উহার অনুষ্ঠান কর। প্রথমতঃ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নৌকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি, সোম ও বরুণ দেবকে আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের সহিত যে বিশ্বেদেবগণ একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগের ভাগকল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও অক্ষয়া দেবীকে স্তব করিতে হয়। শ্রাদ্ধোদক আনয়ন সময়ে বরুণদেবকে স্তব করিয়া তৎপরে অগ্নি ও সোমদেবের তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃদেবদিগের ভাগকল্পনা করিয়াছেন, শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চ্চনা করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। অগ্নিস্বাত্তাদি সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সমুদায় শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বেদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদিগের সমুদায় নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান্, বীর্য্যবান্, হ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তরোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান্, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরোষ্ণী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুদ্বর্চ্চা, সোমবর্চ্চা, সূর্য্যশ্রী, সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিবান্, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা, ও ঈশ্বর। এই আমি তোমার নিকট বিশ্বেদেবদিগের নাম কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় মহাত্মা কালেরও অগোচর।

এক্ষণে যে সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, সেই সমুদায় দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। কোদ্রব ও অসম্পূর্ণ তণ্ডুলযুক্ত ধান্য, হিঙ্গু, পলাণ্ডু, লশুন, শোভাঞ্জন, কোবিদার, গৃঞ্জন, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, গ্রাম্যবরাহমাংস, অপ্রোক্ষিত মাংস, কৃষ্ণজীরক, বিড়লবণ, শীতপাকীশাক, বংশাদির অঙ্কুর, শৃঙ্গাটক, সমুদায় লবণ ও জম্বুফল এই সমুদায় শ্রাদ্ধে প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষুতদূষিত ও নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন শাক প্রদান করিলে পিতৃলোক ও দেবগণ কখনই তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না। শ্রাদ্ধকালে চণ্ডাল, শ্বপাক,

কাষায়িত বস্ত্রধারী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যাকারী ও সঙ্কর ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহর্ষি অত্রি স্বীয় বংশোদ্ভব নিমিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি নিমি এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মপরায়ণ যতব্রত মহর্ষিগণ তাঁহার নিদর্শনানুসারে বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থজল দ্বারা তাঁহাদিগের তর্পণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে চারিবর্ণের সমুদায় লোকই দেবতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবতা ও পিতৃগণ অনবরত শ্রাদ্ধভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভগবান্ চন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সুধাকর! আমরা নিবাপান্ন ভোজননিবন্ধন অজীর্ণ রোগে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, অতএব আপনি ইহার উপায় বিধান করুন। দেবতা ও পিতৃগণ এইরূপে আপনাদের ক্লেশের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে ভগবান্ চন্দ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! যদি আপনাদিগের শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন, তিনি আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

ভগবান্ সুধাকর এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্যানুসারে সুমেরুশৃঙ্গে সমাসীন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা নিবাপান্ন ভোজন করিয়া অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের শ্রেয়োবিধান করুন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহানুভবগণ! এই যে মহাত্মা হুতাশন আমার নিকট অবস্থান করিতেছেন, ইনিই তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহাতেজস্বী হুতাশন দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! অতঃপর আপনারা আমার সহিত সমবেত হইয়া নিবাপান্ন ভোজন করিবেন, তাহা হইলেই আপনাদের অজীর্ণ রোগ দূরীভূত হইবে। মহাত্মা হুতাশন এইরূপে দেবতা ও পিতৃগণের রোগনাশের উপায় বিধান করিলে তাঁহারা অনলের সহিত শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করিয়া সুস্থ হইলেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হুতাশনকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করেন, ব্রহ্মরাক্ষসগণ তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে যজ্ঞে ভগবান্ অগ্নি অবস্থান করেন, রাক্ষসগণ সেই যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। প্রথমে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া তৎপরে পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রতি পিণ্ডদানকালেই সাবিত্রী ও সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। রজস্বলা ও ছিন্নকর্ণা স্ত্রীকে শ্রাদ্ধ দর্শন করিতে অনুজ্ঞা ও ভিন্নগোত্রা রমণীকে শ্রাদ্ধের পাককার্য্যে নিয়োগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নদীপার হইবার সময় পিতৃগণের তর্পণ ও নামোচ্চারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অগ্রে স্ববংশীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া পরিশেষে বন্ধু ও আত্মীয়গণের পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। চিত্রিত গোযুগযুক্ত শকট অথবা নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় সমাহিত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল। অতএব ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা নিশ্চয়ই পুষ্টি, আয়ু, বীর্য্য ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও কশ্যপ মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন। এই আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধ বিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে দানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপবাসব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ করা কর্ত্তব্য, কি শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনা ভঙ্গ করা উচিত?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে ব্রতভঙ্গ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ হন, তাঁহারা যদি কোন ব্যক্তির অনুরোধে আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ব্রতভঙ্গপাপে নিশ্চয় দূষিত হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সামান্য লোকেরা উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা করি, উপবাস কি তপস্যা না তপস্যা অন্যরূপ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা এক মাস ও অর্দ্ধমাস উপবাসকেই তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে উপবাস দ্বারা শরীর নষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত তপস্যা নহে। লোভাদি পরিত্যাগই তপস্যা। ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাংসাহার করা শ্রেয়স্কর নহে। তিনি সতত পবিত্র ও সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবেন। মুনি হইয়া বেদাধ্যয়ন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি পরিবার পরিবৃত দানশীল ও ধর্ম্মার্থী হইবেন এবং এককালে নিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন। অমৃতাশী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় হওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যিনি কেবল প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আহার করেন, অন্য সময় কিছুমাত্র ভোজন করেন না, তিনিই সর্ব্বদা উপবাসী। যিনি কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তিনিই অমাংসাশী। যিনি দিবানিদ্রা পরিহার করেন, তিনিই নিদ্রাত্যাগী। অতিথি ভৃত্য প্রভৃতি সকলের আহার হইলে যিনি আহার করেন, তিনিই অমৃতাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া কখনই আহার করেন না, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করেন। যিনি দেবতা, পিতৃগণ ও আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা আপনার ক্ষুধা শান্তি করেন, তাঁহাকেই বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সকল মহাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অনন্তকাল বাস করেন এবং তথায় দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত আহার ও পুত্র পৌত্রগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া থাকে, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে এবং কিরূপ দাতার নিকট প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! যিনি সাধু ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্পদোষভাগী হন এবং যিনি অসাধুর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ সাধুর নিকট হউক বা অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালীন অনেক মহাত্মা প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ রূপে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সপ্তর্ষি বৃষাদর্ভি সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কশ্যপ অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাত জন মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী ইহারা সমাধি দ্বারা, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির অভিলাষে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। ইহাদিগের গণ্ডানাম্নী এক কিঙ্করী ছিল, পশুসখ নামে এক জন শূদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পশুসখ ঐ মহর্ষিদিগের সন্নিহিত থাকিয়া সতত তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত। ঐ সময় পৃথিবীতে ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়াতে মনুষ্যগণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মহারাজ শৈব্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিকগণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণা স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শৈব্যকুমার এই দুর্ভিক্ষকালে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অকালে প্রাণপরিত্যাগ করিল। মহর্ষিগণ বহুদিন অনা-

হাদশবৎসর ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রাজকুমারকে কালকবলে নিপতিত দেখিয়া আপনাদের প্রাণরক্ষার্থ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারাজ শৈব্য পথিমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে সেই মহর্ষিগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই মৃতদেহ পাক করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা যদি প্রতিগ্রহ করেন তাহা হইলে আপনাদিগকে কখনই এই অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে হয় না। আমার অতুল সম্পত্তি আছে। যদি আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমি অনায়াসে আপনাদিগকে সহস্র অশ্বতর ও সহস্র বৎস সমবেত সহস্র শ্বেত অশ্বতরী, গুরুভারবহনক্ষম স্থূলকায় এক লক্ষ শ্বেতবর্ণ বৃষভ, স্থূলকায় সকৃৎপ্রসূত এক লক্ষ ধেনু, উৎকৃষ্ট গ্রাম সমুদায়, ধান্য, বিবিধ সুখাদ্য দ্রব্য, যব, রত্ন ও অন্যান্য দুর্লভ পদার্থ সমুদায় প্রদান করিতে পারি। অতএব আপনারা এই অভক্ষ্য ভক্ষণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। যে ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাচ্ঞা করেন, আমি তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করি।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে আপাততঃ অতি মধুর আস্বাদ লাভ হয়; কিন্তু পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া উঠে। আপনি উহা বিশেষ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছেন? দেবগণ ব্রাহ্মণদেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণের শরীর নিতান্ত নির্ম্মল। উঁহারা প্রীত হইলে দেবতারা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যে দিন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিবসের সঞ্চিত তপস্যা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব হে মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি যাচকদিগকেই ধন প্রদান করুন। ঋষিগণ শৈব্যকে এই কথা কহিয়া সেই পাচ্যমান শবমাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহার অন্বেষণার্থ বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে নরপতি শৈব্য মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রত্যহ উড়ুম্বর প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। মন্ত্রিগণও বনমধ্যে গমন করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রতিদিন বৃহত্তর উড়ুম্বর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে একদা মহারাজ শৈব্য ভৃত্য দ্বারা সেই মহর্ষিদিগের নিকট স্বর্ণপূরিত বহুসংখ্যক উড়ুম্বর প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই উড়ুম্বর সমুদায় গ্রহণমাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ করিয়া তৎসমুদায় গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কহিলেন, আমরা নিতান্ত বিবেকশক্তিবিহীন, অসাবধান বা একান্ত মূর্খ নহি। এই উড়ুম্বর সমুদায়ের মধ্যে যে সুবর্ণ নিহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি। ইহা গ্রহণ করিলে পরিণামে আমাদের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবে। যাহারা ইহলোক ও পরলোকে সুখ প্রার্থনা করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় হইতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমরা একটি নিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদের শত বা সহস্র নিষ্ক গ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব বহু নিষ্ক গ্রহণ করিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিতে হইবে।

কশ্যপ কহিলেন, এই ভূমণ্ডলে ধান্য, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য প্রভৃতি যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায় এক জনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই। রুরুমৃগের শৃঙ্গ উৎপন্ন হইলে সেই মৃগের সহিত শৃঙ্গ যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের আশাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গৌতম কহিলেন, মনুষ্যের আশা সমুদ্রতুল্য। এক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করিলেও তাহার আশা পরিপূর্ণ হয় না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মনুষ্যের একটি প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাঁহাকে আক্রমণ করে।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।

অরুন্ধতী কহিলেন, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্যসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমার মতে দ্রব্যসঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেয়স্কর।

গণ্ডা কহিল, আমার প্রভুগণ পরম তেজস্বী হইয়াও যখন প্রতিগ্রহ করিতে ভীত হইতেছেন, তখন আমি যে উহাতে ভীত হইব, তাহার আর সন্দেহ কি।

পশুসখ কহিল; ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই; গোভ্রাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণগণই ঐ ধন প্রাপ্তির উপায় অবগত আছেন। অতএব সেই ধর্ম্মরূপ ধনপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণগণেরই সেবাতে নিযুক্ত ও অনুগত হইব।

এইরূপে সকলের বাক্য সমাপ্ত হইলে, মহর্ষিগণ একবাক্য হইয়া কহিলেন, যিনি গোপনে এই উড়ুম্বর সমুদায়ের মধ্যে সুবর্ণ নিহিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ এই কথা কহিয়া সেই স্বর্ণপূরিত উড়ুম্বরফল সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন।

তখন সেই মন্ত্রিগণ মহারাজ শৈব্যের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ সেই ফলসমুদায়ের মধ্যে গোপনে স্বর্ণ নিহিত হইয়াছে অবগত হইয়া, ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়াছেন। মন্ত্রিগণ এই কথা কহিলে নরপতি শৈব্য মহর্ষিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধন বাসনায় গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। আহুতি দান সমাপ্ত হইলে সেই হুত হুতাশন হইতে এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসী সমুৎপন্ন হইল। তখন নরপতি বৃষাদর্ভি তাহাকে যাতুধানী এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। কালরাত্রিস্বরূপা যাতুধানী হুতাশন হইতে সমুত্থিত হইয়াই নরপতিসমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! আমাকে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন শৈব্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাতুধানি! তুমি শীঘ্র অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি এই সাত জন ঋষি, অরুন্ধতী এবং তাঁহাদিগের দাস পশুসখ ও দাসী গণ্ডার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর। তাঁহারা সকলে বিনষ্ট হইলে তোমার যে স্থানে স্বেচ্ছা গমন করিও। রাজা শৈব্য এই কথা কহিলে, যাতুধানী তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া যে বনমধ্যে ঋষিগণ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।

ঐ সময় অত্রিপ্রমুখ মহর্ষিগণ সেই বনমধ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ এক জন স্থূলাঙ্গ সন্ন্যাসীকে একটি পীবরতনু কুক্কুর লইয়া তথায় আগমন করিতে দেখিলেন। দেবী অরুন্ধতী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া মহর্ষিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! এই সন্ন্যাসী যেমন স্থূল, আপনারা কখনই এরূপ হইতে পারিবেন না।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যথানিয়মে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হওয়াতেই আমি যার পর নাই দুঃখিত আছি। কিন্তু এই ব্যক্তি তাদৃশ দুঃখ অনুভব করিতেছে না, এই কারণে ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ বিলক্ষণ হৃষ্ট হইয়াছে।

অত্রি কহিলেন; ভদ্রে! আমার যেমন খাদ্য দ্রব্য সমুদায় নিতান্ত অসুলভ, ক্ষুধা অতিমাত্র পরিবর্দ্ধিত এবং বেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে; ইহার সেরূপ হয় নাই, এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভদ্রে! আমি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মপ্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং ক্ষুধাপ্রভাবে যার পর নাই কাতর, একান্ত অলস ও এককালে বিজ্ঞানশক্তিবিহীন হইয়াছি; কিন্তু এই ব্যক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই, এই কারণে ইহার ও এই কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

জমদগ্নি কহিলেন, ভদ্রে! আমাকে যেমন বার্ষিক তণ্ডুল ও কাষ্ঠাহরণ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, ইহাকে তদ্রূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

কশ্যপ কহিলেন, ভদ্রে! আমার চারি সহোদর উদরান্নের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে আমি যার পর নাই কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু এই ব্যক্তিকে সেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভদ্রে! আমার যেমন ভার্য্যাপবাদনিবন্ধন বৎপরো-নাস্তি শোক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার সেরূপ হয় নাই, এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

গৌতম কহিলেন, ভদ্রে! আমার কুশরজ্জুনির্ম্মিত ও রুরুরোম প্রস্তুত তিন খানিমাত্র বস্ত্র আছে, তাহাও আবার তিন বৎসর ব্যবহৃত হওয়াতে নিতান্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার ন্যায় ইহার বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হয় নাই, এই কারণেই ইহার ও ইহার কুক্কুরের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সেই শুনকসেবর সন্ন্যাসী কুক্কুরের সহিত তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে তাহাদের প্রত্যেকের করস্পর্শ করিলেন। পরে তাহারা সেই সন্ন্যাসীকে কহিলেন, এই বনমধ্যে আহার সামগ্রী তাদৃশ সুলভ নহে, এক্ষণে আইস; আমরা সকলে সমবেত হইয়া, যাহাতে আহার দ্রব্য আহরণ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হই। তাঁহারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ইতস্ততঃ ফলমূল আহরণ করতঃ সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা সেই অরণ্যে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই অবসরে নির্ম্মল সলিল পরিপূর্ণ বিবিধ জলচর বিহঙ্গমসমাকীর্ণ কর্দ্দমশূন্য, তীর্থসম্পন্ন, তরুণ সূর্য্যসঙ্কাশ কমলদলে সমাবৃত বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ পদ্মপত্রে সুশোভিত একটি রমণীয় সরোবর তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। ঐ সরোবরে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র পথ ছিল। শৈব্যরাজপ্রেরিতা বিকৃত-দর্শনা যাতুধানী সেই পথে দণ্ডায়মানা হইয়া উহা রক্ষা করিতেছিল। মহর্ষি-গণ সেই সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া মৃণাল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর সহিত তথায় গমন করিলেন এবং অচিরাৎ বিকৃতদর্শনা যাতুধানীকে দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কাহার কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত একাকিনী এই স্থানে অবস্থান করিতেছ?

তখন যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ! আমি যে হই না কেন, আমার নাম গোত্রাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদিগের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি এই সরোবরের রক্ষক, আমার এইমাত্র পরিচয়ই তোমাদিগের জ্ঞাতব্য।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, ভদ্রে! আমরা সকলে ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়াছি, আমাদিগের আহারদ্রব্য কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে তোমার যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে আমরা মৃণাল উৎপাটন করিয়া লইয়া যাই।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ! অগ্রে তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের নাম নামের অর্থ কীর্ত্তন করিয়া পশ্চাৎ ইচ্ছানুসারে মৃণাল গ্রহণ কর।

তখন মহর্ষি অত্রি তাহাকে তাঁহাদের বধার্থিনী যাতুধানী বলিয়া জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, শোভনে! আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ননিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অরাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছি। আমি যে, রাত্রিতে অধ্যয়ন করি তাহা রাত্রিই নহে এবং আমি লোক সমুদায়কে অৎ (পাপ) হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি। এই কারণে আমার নাম অত্রি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না; তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শোভনে! আমি বসু (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন ও বাসীদিগের (গৃহবাসীদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত আমার নাম বশিষ্ঠ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

কশ্যপ কহিলেন, শোভনে! আমি কশ্য (শরীর) রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য (দীপ্তিমান) হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার নাম কশ্যপ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না। অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

ভরদ্বাজ কহিলেন, শোভনে! আমি দ্বাজগণের (দেবতা, ব্রাহ্মণ শিষ্য ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরো-বরে অবতীর্ণ হও।

গৌতম কহিলেন, শোভনে! আমি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমার শরীরের গো (কিরণ) দ্বারা তম নিরাকৃত হইয়াছিল, আর আমি গোসমুদায়ের (ইন্দ্রিয়গণের) দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, শোভনে! বিশ্বেদেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র এই নিমিত্ত আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না; অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

জমদগ্নি কহিলেন, শোভনে! আমি জমৎ (দেবতাদিগের যাগোপযোগী) অগ্নি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম জমদগ্নি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

অরুন্ধতী কহিলেন, শোভনে! আমি ভর্ত্তার সহিত অরু (পৃথিবী) ধারণ করি এবং ভর্ত্তার মন অনুরুদ্ধ করিয়া থাকি, এই কারণে আমার নাম অরুন্ধতী হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তাপসি! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গণ্ডা কহিল, শোভনে! গণ্ডধাতুর অর্থ বক্ত্রের একদেশ। আমার গণ্ড উন্নত এই নিমিত্ত আমার নাম গণ্ডা হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্রে! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

পশুসখ কহিল, শোভনে! আমি পশুগণকে দর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি এবং আমি পশুগণের প্রিয়সখা; এই নিমিত্ত আমার নাম পশুসখ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, ভদ্র! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

সন্ন্যাসী কহিলেন, শোভনে! এই সমস্ত মহাত্মারা যেরূপে স্ব স্ব নাম অর্থের সহিত নির্দ্দেশ করিলেন, আমি সেইরূপ কখনই সমর্থ হইব না। আমার নাম শুনঃসখসখ।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন! তুমি একবার নাম উল্লেখ করাতে আমি উহা অবগত হইতে পারিলাম না; অতএব তুমি পুনর্ব্বার তোমার নাম উল্লেখ কর।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি যখন একবার আপনার নামোল্লেখ করিলে তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না, তখন আমি নিশ্চয়ই এই ত্রিদণ্ডাঘাত দ্বারা তোমাকে বিনষ্ট করিব। এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার মস্তকে প্রহার করিবামাত্র যাতুধানী ভূতলে নিপতিতা ও তৎ-ক্ষণাৎ ভস্মীভূতা হইল।

মহাপ্রতাপশালী সন্ন্যাসী এই রূপে সেই রাক্ষসীকে সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীতে ত্রিদণ্ড প্রোথিত করিয়া তৃণময়াসনপ্রদেশে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষিগণ দেবী অরুন্ধতী ও ভর্ত্তার সহিত গণ্ডা, পশুসখ প্রভৃতি প্রথমে মৃণাল সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন এবং সত্বর সেই মৃণাল সমুদায় তীরে অবস্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া সলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

তর্পণ সমাপ্ত হইলে মহর্ষিগণ অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখের সহিত মৃণাল ভক্ষণের বাসনায় তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তথায় সেই মৃণাল সমুদায় দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপর আশঙ্কা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, অতএব ইহার মধ্যে কোন্ নৃশংস দুরাত্মা আমাদিগের সঞ্চিত মৃণাল সমুদায় অপহরণ করিল? এক্ষণে আমাদিগের সকলেরই এ বিষয়ে শপথ করা কর্ত্তব্য।

তখন অত্রি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে; সে কুক্কুরজীবী; যথেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী; শরণাগতঘাতক ও কন্যোপজীবী হউক এবং কৃপণের অর্থ যাচ্ঞা করুক।

কশ্যপ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে; সে সর্ব্বত্রই সকল প্রকার বাক্য উচ্চারণ, ন্যস্ত ধন অপহরণ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, বৃথা মাংস ভোজন, বৃথা দান ও দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, যে দুরাত্মা মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে স্ত্রী, গাভী ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অধর্ম্ম ব্যবহার, যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরাজয়, আচার্য্যকে অনাদর করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং কক্ষাগ্নি হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হউক।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে; সে জলমধ্যে পুরীষ পরিত্যাগ, গোদ্রোহ, আপৎকাল ব্যতীত আতিথ্যস্বীকার ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করুক এবং সকলের দ্বেষ্য, ভার্য্যোপজীবী, বান্ধববিহীন ও শত্রুসম্পন্ন হউক।

গৌতম কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিত্যাগ, পিতা মাতা ও গুরুর হিংসা ও সোমবিক্রয় করুক এবং যে গ্রামে একমাত্র কূপ ভিন্ন অন্য জলাশয় নাই, সেই গ্রামনিবাসী শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের সমলোকগামী হউক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন; যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার জীবদ্দশাতেই অপর ব্যক্তি তাহার গুরুজন ও ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করুক; তাহার যেন সদ্গতিলাভ না হয়। সে যেন বহুপুত্রসম্পন্ন অপবিত্র; ব্রাহ্মণাধম, ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, কৃষক, মৎসরী ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অযাজ্য বর্ণের পুরোহিত হইয়া জনসমাজে অবস্থান করে এবং তাহাকে যেন বেতনভুক্ হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাচরণ করিতে হয়।

অরুন্ধতী কহিলেন, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন নিয়ত শ্বশ্রূনিন্দা, স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ, একাকী সুস্বাদু অন্ন ভোজন ও জ্ঞাতিগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক দিবাবসানে শক্তু ভক্ষণ করে এবং তাঁহাকে যেন পরপুরুষের উপভোগ্যা ও বীর পুত্রের মাতা হইতে হয়।

গণ্ডা কহিল, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ; বন্ধুগণের সহিত বিরোধ; শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান, অন্নপাক করিয়া একাকী ভক্ষণ, চিরকাল অন্যের দাসী হইয়া জীবন ধারণ ও জারসংসর্গে গর্ভধারণ করুক।

পশুসখ কহিল, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক বহুপুত্র ও দরিদ্র হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কার না করে।

এইরূপে তাঁহাদের সকলের শপথ সমাপ্ত হইলে, সেই কুক্কুরসহায় সন্ন্যাসী কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে সমস্ত ব্রহ্মচর্য্য; যজুর্ব্বেদ ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যাপ্রদান এবং অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নান্তে স্নান করুক।

সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে; ঋষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয়; সুতরাং উহা দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে তুমিই আমাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছ।

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, মহর্ষিগণ! আপনারা আমাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। আমি সুররাজ পুরন্দর; আমি আপনাদিগের মৃণাল অপহরণ করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু উহা আত্মসাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি আপনাদিগের পরীক্ষার্থ আপনাদিগের সমক্ষেই এই মৃণাল সমুদায় অন্তর্হিত করিয়াছি। আমি আপনাদিগের রক্ষা করিবার নিমিত্তই সুরলোক হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটি এই সরোবরের প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান ছিল, সে যাতুধানী নামে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী। ঐ পাপীয়সী শৈব্যরাজের হোমাগ্নি হইতে সম্ভূতা হইয়া তাহার আদেশানুসারে আপনাদিগের বিনাশবাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দেখুন, আমি তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে লোভপরাঙ্মুখ হইয়া আপনারা অক্ষয়লোক লাভে অধিকারী হইয়াছেন। অতএব শীঘ্র এস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমুদায় লোকে গমন করুন।

সুররাজ আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক এই সকল কথা কহিলে সেই মহর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মারা ক্ষুধার সময় ভোগসুখে প্রলোভিত হইয়াও লোভপরবশ হন নাই; এই নিমিত্তই উঁহাদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল। অতএব সকল অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি সভামধ্যে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থলাভ হয়, দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম আহ্লাদিত হন এবং পরলোকেও তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের পরিসীমা থাকে না।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে কতকগুলি মহর্ষি ও রাজর্ষি তীর্থযাত্রা করিয়া এইরূপ মৃণালের নিমিত্ত শপথ করিয়াছিলেন। আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, বালিখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার ও পুরু প্রভৃতি মহাত্মারা মহানুভব ভগবান্ শতক্রতুর সহিত প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া পৃথিবীর বহুবিধ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া মাঘীপূর্ণিমাতে অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হন। ঐ তীর্থে ব্রহ্মসর নামে পদ্মকুমুদপরিপূর্ণ একটী পবিত্র সরোবর আছে। মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ ঐ সরোবরের পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক পদ্মমৃণাল ও কুমুদমৃণাল সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক ভক্ষণ ও সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহর্ষি অগস্ত্য যে সমুদায় মৃণাল উত্তোলন পূর্ব্বক তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অকস্মাৎ অপহৃত হইল। কিন্তু কে অপহরণ করিলেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় হইল না। তখন ভগবান্ অগস্ত্য মহর্ষি ও রাজর্ষিগণকে কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছেন। অতএব যিনি উহা লইয়াছেন, তিনি শীঘ্র আমাকে উহা প্রদান করুন। আমার স্বত্ব অপহরণ করা আপনাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি শুনিয়াছি, কালক্রমে ধর্ম্মের বলক্ষয় হইবে। আমার বোধ হয়, এক্ষণে সেই ধর্ম্মদ্রোহী কালের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব যাবৎ লোকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়; যাবৎ ব্রাহ্মণগণ গ্রামমধ্যে শূদ্রদিগকে বেদ শ্রবণ না করান; যাবৎ ভূপতিগণ অধর্ম্মনিরত হইয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার না করেন; যাবৎ উত্তম, মধ্যম ও নীচ লোকেরা পরস্পর অবজ্ঞাপন্ন হয় এবং যাবৎ পরাক্রান্ত প্রাণিগণ দুর্ব্বল প্রাণীদিগের প্রতি অত্যাচার না করে, আমি সেই সময়ের মধ্যেই সুরলোকে প্রস্থান করিব, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ অগস্ত্য এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবেন না।

আমরা কঠিন শপথ করিয়া বলিতেছি, কখনই আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই। এই বলিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে শপথ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভৃগু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে স্বাধ্যায়বিরত ও কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হউক এবং সন্ন্যাসী হইয়া রাজধানীতে অবস্থান করুক।

কশ্যপ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্ব্বস্থানে সমুদায় বস্তু ক্রয় বিক্রয়, স্থাপ্যধন অপহরণ ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করুক।

গৌতম কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অহঙ্কৃত, কামক্রোধপরতন্ত্র, কৃষিকর্ম্মনিরত ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া জীবিত থাকুক।

অঙ্গিরা কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অশুচি, নিন্দিত, কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ, ব্রহ্মহত্যাকারী ও প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখ হউক।

ধুন্ধুমার কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে মিত্রের নিকট অকৃতজ্ঞতাচরণ, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন ও একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক।

পূরু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন, ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক।

দিলীপ কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ একটিমাত্র কূপসম্পন্ন গ্রামে অবস্থানপূর্ব্বক শূদ্রাসংসর্গ করিলে তাঁহার যে লোক লাভ হয়, আপনার মৃণালহর্ত্তা যেন সেই লোক লাভ করিতে হয়।

শুক্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বৃথামাংস ভোজন, দিবসে স্ত্রীসংসর্গ ও নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক।

জমদগ্নি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনধ্যায়ে অধ্যয়ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া মিত্রকে ভোজন প্রদান করুক।

শিবি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনাহিতাগ্নি হইয়া প্রাণত্যাগ, যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন ও তপস্বীদিগের সহিত বিরোধ করুক।

যযাতি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে জটাধারী ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ঋতুকাল ব্যতীত ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন এবং বেদ সমুদায়ের অনাদর করুক।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে বাস, দীক্ষিত হইয়া যথেচ্ছাচার ও বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান করুক।

অম্বরীষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ধর্ম্মপরিত্যাগ, ব্রহ্মহত্যা এবং জ্ঞাতি, স্ত্রী ও গো সমূহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করুক।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে দেহাত্মবাদী হউক এবং নিন্দিত গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, অযথাস্বরে বেদপাঠ ও গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করুক।

নাভাগ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, সাধুদিগের সহিত বিরোধ ও পণ লইয়া কন্যাদান করুক।

কবি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও শরণাগত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করুক।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল হরণ করিয়াছে, সে ভৃত্য হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাপ্রকাশ এবং রাজা ও অযাজ্য ব্যক্তিদিগের পৌরোহিত্য করুক।

পর্ব্বত কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গ্রামের অধ্যক্ষতা, গর্দ্দভযানে আরোহণ ও জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কুক্কুরের পরিচর্য্যা করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ক্রূর ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তিগণের ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।

অষ্টক কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অকৃতপ্রজ্ঞ যথেচ্ছাচারী পাপপরায়ণ ভূপতি হইয়া অধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করুক।

গালব কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় হউক এবং সতত জ্ঞাতিদ্রোহ ও দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক।

অরুন্ধতী কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে শ্বশ্রূর অপবাদ, ভর্ত্তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও একাকী সুস্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ করুক।

বালিখিল্যগণ কহিলেন, ভগবন্! যাহারা আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত গ্রামদ্বারে এক পদে অবস্থান ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করুক।

শুনঃসখ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অগ্নিহোত্রে অনাদর করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব ও সন্ন্যাসী হইয়া যথেচ্ছাচার করুক।

সুরভী কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, লোকে কেশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা তাহার পদ বদ্ধ করিয়া পরবৎসের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক কাংস্যময় দোহনপাত্রে তাহার দুগ্ধ দোহন করুক।

এইরূপে অন্যান্য সমুদায় ব্যক্তি নানাপ্রকার শপথ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই জাতক্রোধ মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিতব্রহ্মচর্য্য যজুর্ব্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান, অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নান, সমুদায় বেদ অধ্যয়ন, পুণ্যসঞ্চয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, দেবরাজ! যখন তুমি শপথ করিবার ছলে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তুমিই আমার মৃণাল অপহরণ করিয়াছ, অতএব অচিরাৎ উহা আমাকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি লোভবশতঃ আপনার মৃণাল অপহরণ করি নাই, কেবল ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্তই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি মহর্ষিদিগের মুখে বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম। অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার মৃণাল গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সুররাজ পুরন্দর এইরূপ অনুনয় করিলে ভগবান্ অগস্ত্য প্রীতমনে স্বীয় মৃণাল গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের সহিত পুনর্ব্বার বিবিধ পবিত্র তীর্থে গমন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি যথানিয়মে প্রতিপর্ব্বে এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই মূর্খ পুত্রের পিতা, বিদ্যাবিহীন, বিপদ্গ্রস্ত, রোগী ও জরাতুর হইতে হয় না। তিনি রজোগুণবিহীন ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনায়াসে পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ঐ মহর্ষিদিগের প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রাদ্ধ ও বিবিধ পুণ্য কর্ম্ম উপলক্ষে ছত্র ও উপানদ্‌যুগল প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন্ মহাত্মা ঐ ছত্র ও উপানদ্‌যুগল প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন, কিরূপে ঐ দুই পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উহা দান করা হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যেরূপে ছত্র ও উপানদ্‌যুগলের উৎপত্তি ও দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং যে জন্য উহা পবিত্র সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি,

অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা ভগবান্ জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শর ও জ্যাশব্দে জমদগ্নির কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি বাণ নিক্ষেপে নিতান্ত আসক্ত হইয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পত্নী রেণুকাও বারংবার তৎসমুদায় আহরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইল, জমদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শর পরিত্যাগ করিয়া রেণুকাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; প্রিয়ে! তুমি শীঘ্র শরসমুদায় আনয়ন কর; আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিব। জমদগ্নি এই আজ্ঞা করিবামাত্র রেণুকা শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত; পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণ সময়ে স্বামীর নিদেশানুসারে গমন করাতে আতপতাপে তাঁহার মস্তক ও পদযুগল নিতান্ত সন্তাপিত হইল। তখন তিনি অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মানা হইয়া পরিশ্রমাপনোদন করিলেন এবং পরিশেষে শরসমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক ভর্ত্তার শাপভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া অতি সত্বর ধর্ম্মাক্তদেহে কম্পিত কলেবরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন; রেণুকে! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?

তখন রেণুকা স্বামীকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। সূর্য্যকিরণে আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম; তাহাতেই আমার বিলম্ব হইয়াছে।

রেণুকা এইরূপে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিলে; মহাপ্রভাব জমদগ্নি সূর্য্যের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; প্রিয়ে! আজি আমি অস্ত্রতেজঃপ্রভাবে তোমার দুঃখদাতা প্রদীপ্তকিরণ দিবাকরকে নিপাতিত করিব। মহর্ষি এই বলিয়া শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক শর গ্রহণ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে যুদ্ধবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন ভগবন্! দিবাকর আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছেন? তিনি লোক সমুদায়ের হিতসাধনের নিমিত্তই স্বর্গে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ক্রমশঃ রসাকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে সেই রস বর্ষণ করেন। তাহাতে ওষধি ও লতা সকল পত্রপুষ্পযুক্ত এবং জীবগণের প্রাণস্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয়। জাতকর্ম্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান, যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সম্পত্তিলাভ ও ধনসঞ্চয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যসমুদায় অন্ন দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি আপনার নিকট যাহা কীর্ত্তন করিলাম, আপনি তৎসমুদায় বিশেষ অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে বিনয় করিয়া কহিতেছি, আপনি সূর্য্যকে নিপাতিত করিবেন না।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন; পিতামহ! দিবাকর ব্রাহ্মণবেশে এইরূপ প্রার্থনা করিলে তেজস্বী জমদগ্নি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দিবাকর এইরূপ প্রার্থনা করিলেও হুতাশনসমপ্রভ জমদগ্নি কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিলেন না। তখন সূর্য্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! সূর্য্য অন্তরীক্ষে সতত পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি কিরূপে সেই চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন? জমদগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞাননেত্রপ্রভাবে তোমাকে সূর্য্য বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং তুমি কোন্ সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন্ সময়েই বা স্থিরভাবে অবস্থান কর, তাহাও সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক। আমি অসন্দিগ্ধচিত্তে সেই ক্ষণে তোমাকে বিদ্ধ করিব।

তখন দিবাকর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিবেন বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি আপনার অপকার করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু আপনাকে আমায় রক্ষা করিতে হইবে।

তখন ভগবান্ জমদগ্নি হাস্যমুখে সূর্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভাস্কর! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে, তখন তোমার আর ভয়মাত্র শঙ্কা নাই। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সরলতা, পৃথিবীর স্থিরতা, চন্দ্রের সৌম্যতা, বরুণের গাম্ভীর্য্য, অগ্নির উজ্জ্বলতা, সুমেরুর প্রভা ও পবনের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই শরণাগত ব্যক্তির বিনাশ সাধনে সমর্থ হয়। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে গুরুতল্পগমন ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে তোমার উত্তাপপ্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন কষ্ট না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। এই বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দিবাকর ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি অক্ষয় ফলপ্রদ ছত্র ও পাদুকাযুগল পবিত্র দান কার্য্যে প্রচলিত হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ছত্র ও পাদুকাযুগল সূর্য্যদেব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই বস্তু প্রদান করা ত্রিলোকমধ্যে অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান কর; আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহাতে তোমার সমধিক ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে। যিনি ব্রাহ্মণগণকে শতশলাকাযুক্ত শুভ্র ছত্র প্রদান করেন, তাঁহার দেহান্তে অতুল সুখ লাভ হয় এবং তিনি অপ্সরা ও বিপ্রজাতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত ভূমিতে গমননিবন্ধন দগ্ধচরণ হন, সেই ব্রাহ্মণকে যিনি পাদুকা প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে সুরগণের প্রশংসিত লোক সমুদায় লাভ এবং প্রফুল্লচিত্তে গোলোকে বাস করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ছত্র ও পাদুকাদানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! গৃহস্থ কি কার্য্য করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি; অতএব আপনি আমার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে বাসুদেব-বসুধাসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! মাদৃশ গৃহস্থ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন পৃথিবী কহিলেন, বাসুদেব! মহর্ষি পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্চ্চনা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে কিরূপে উঁহাদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। গৃহস্থ যজ্ঞ দ্বারা দেবতা, আতিথ্য দ্বারা মনুষ্য ও গায়ত্র্যাদি দ্বারা বেদসমুদায়ের উপাসনা করিয়া মহর্ষিদিগের প্রীতি উৎপাদন করিবে। দেবগণের প্রীতি লাভের নিমিত্ত ভোজন না করিয়া অগ্নির আরাধনা ও বলিকর্ম্ম সমাধান করা আবশ্যক। প্রতিদিন অন্ন, জল, দুগ্ধ ও ফলমূল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্ন দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি সোম, বিশ্বদেব, ধন্বন্তরি ও প্রজাপতির পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া দিগ্বলি প্রদান করা উচিত। দক্ষিণ দিকে যমকে, পশ্চিমদিকে বরুণকে, উত্তর দিকে চন্দ্রকে, বাস্তুমধ্যে প্রজাপতিকে, উত্তর পূর্ব্ব কোণে ধন্বন্তরিকে, পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্রকে, গৃহদ্বারে মনুষ্যগণকে, গৃহমধ্যে দেবতা ও মরুদ্গণকে, আকাশে বিশ্বদেবগণকে বলি প্রদান করিতে হয়, রজনীযোগে নিশাচর ও ভূতগণকে বলি প্রদান করা উচিত। মনুষ্য এইরূপে সমুদায় দেবগণকে বলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্নাদি প্রদান করিবে। যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে গৃহস্থকে অন্নাদির অগ্রভাগ হুতাশনে নিক্ষেপ করিতে হইবে। গৃহস্থ যখন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের পূজা ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে বলি প্রদান করিবেন। তৎপরে বৈশ্ব-

দেব কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া বৈশ্বদেবাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা অভ্যাগত অতিথিদিগকে সমাদরে ভোজন করাইবে। আগন্তুকদিগের স্থিতি অনিত্য, এই নিমিত্ত উঁহারা অতিথি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথমে অতিথিদিগের অর্চনা করিয়া পরিশেষে অন্যান্য লোকের তৃপ্তিসাধন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তি আচার্য্য, পিতা, সখা ও অতিথির নিকট গৃহস্থিত কোন দ্রব্য গোপন করিবে না। সতত তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন ও সকলের অবশেষে ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজপুরোহিত, স্নাতক ব্রাহ্মণ গুরু ও শ্বশুর এক বৎসর গৃহে বাস করিলেও প্রতিদিন মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিশ্বেদেবগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত ভূমিতে কুক্কুর শ্বপচ ও পক্ষিগণকে অন্নাদি প্রদান করা গৃহস্থের পরম ধর্ম। যে ব্যক্তি অসূয়াবিহীন হইয়া এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে মহর্ষিদিগের নিকটে বরলাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীর নিকট এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন; অতএব তোমার উহা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তুমি যথানিয়মে ঐ ধর্ম্ম পালন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। আলোকদান কিরূপ, কি রূপে উহার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল এবং উহার ফলই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। এই স্থলে সুবর্ণমনুসংবাদনামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুবর্ণ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সুবর্ণ বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। ঐ স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষি স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা অনেকানেক সদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি তপোধনাগ্রগণ্য মনুকে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি মনু তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া সুমেরু-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত এক রমণীয় শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে তাঁহাদের উভয়ের ব্রহ্মাদি দেবদানব ও পুরাণসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি সুবর্ণ স্বায়ম্ভুব মনুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্। পুষ্প ধূপ ও দীপ দ্বারা দেবতারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ঐ প্রণালী কে প্রবর্ত্তিত করিল এবং উহার ফলই বা কি? আপনি লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমার এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

মনু কহিলেন, তপোধন! আমি এই স্থলে বলিশুক্রসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভৃগুকুলতিলক শুক্র ত্রিলোকের অধীশ্বর বিরোচননন্দন বলির নিকট গমন করিলে দানবরাজ অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! দেবতাদিগকে পুষ্প ও ধূপদীপ দ্বারা অর্চনা করিবার ফল কি? আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন শুক্র কহিলেন, দানবরাজ! প্রথমে তপস্যা তৎপরে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ঐ সময় ওষধি, লতা এবং বহুবিধ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্র উঁহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সমস্ত উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্রেই আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই অমৃত। আর যাহার গন্ধে মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই বিষ। অমৃতকে মঙ্গল ও বিষকে অমঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ওষধির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ আছে। যে সমুদায় নিতান্ত উগ্র তেজস্বী, তাহারাই বিষ ও যে সমুদায় সৌম্য তাহারাই অমৃত। বৃক্ষ ও লতার মধ্যে আবার ঐ রূপ অমৃত ও বিষ এই দুইটি জাতি আছে। তন্মধ্যে যে বৃক্ষ ও লতার পুষ্প মনুষ্যের মনকে আহ্লাদিত করে, তাহাই অমৃত। মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই পুষ্পের নাম সুমনা হইয়াছে। যে মনুষ্য দেবগণকে স্বগন্ধি পুষ্প সমুদায় প্রদান করে, দেবগণ তাহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। একণে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, উরগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের যোগ্য এবং দেবগণের উপভোগ্য ও অনুপভোগ্য ভূমিকর্ষণানন্তর রোপিত গ্রাম্য ও অযত্নসম্ভূত বন্য কণ্টকাকীর্ণ ও অকণ্টক বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুষ্পের দুই প্রকার গন্ধ আছে, ইষ্ট ও অনিষ্ট। তন্মধ্যে ইষ্টগন্ধসম্পন্ন পুষ্প দেবগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্বেতবর্ণ পুষ্প অকণ্টক বৃক্ষে পুষ্পিত হয়, তৎসমুদায় দেবগণের সবিশেষ প্রীতিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পদ্মমালা সমুদায় গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথর্ব্ব বেদমধ্যে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শত্রুগণের অনিষ্টসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্ত আভিচারিক কার্য্যে কটুগন্ধসম্পন্ন কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্প এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য কণ্টকসংযুক্ত প্রাণিগণের নিতান্ত অপ্রীতিকর কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প সমুদায় প্রদান করিবে। যে সকল পুষ্প প্রিয়দর্শন ও সুমধুর গন্ধযুক্ত তৎসমুদায় মনুষ্যদিগের ব্যবহার্য্য। বিবাহ ও ক্রীড়া সময়ে শ্মশান ও দেবতায়তনে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায় কদাচ প্রদান করিবে না। গিরিশৃঙ্গ সমুৎপন্ন সৌম্যদর্শন পুষ্প সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে প্রদান করা উচিত। দেবগণ পুষ্পের গন্ধ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা উহার দর্শন, নাগগণ উহার উপভোগ এবং মনুষ্যেরা উহার গন্ধ দর্শন ও উপভোগ দ্বারা প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেবগণকে পুষ্প প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতারা মনুষ্যের বাক্যে প্রীত হইলে তাহার প্রীতি উৎপাদন, সম্মানিত হইলে তাহার সম্মান বর্দ্ধন এবং অবজ্ঞাত হইলে তাহাকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া থাকেন।

অতঃপর আমি ধূপের লক্ষণ ও ধূপদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ধূপ তিন প্রকার। নির্য্যাস, সারী ও কৃত্রিম, এই সমুদায় ধূপের গন্ধও ইষ্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। শল্লকীর নির্য্যাস ব্যতিরেকে অন্যান্য বৃক্ষের নির্য্যাস সমুৎপন্ন ধূপ নির্য্যাসধূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ ধূপ দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ সমুদায়ের মধ্যে গুগ্‌গুলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে সমুদায় কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সুগন্ধ ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম সারীধূপ। সারীধূপই দেবতাদিগের প্রীতিকর। অগুরু সর্ব্বপ্রকার সারী ধূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শল্লকী ও তদ্রূপ বৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ যক্ষ রাক্ষসাদির প্রীতি উৎপাদন করে। সর্জ্জরস ও সুগন্ধি কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সমুদায় প্রস্তুত করা যায়, তাহাদের নাম কৃত্রিম ধূপ। ঐরূপ ধূপ দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রভৃতি সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিহারোপযোগী বিবিধ ধূপ আছে তৎসমুদায় কেবল মনুষ্যেরই ব্যবহার্য্য। পুষ্প প্রদানে যে প্রকার ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ধূপদানে সেইরূপ ফল পরিগণিত হইয়া থাকে।

একণে যে সময়ে যেরূপে যে প্রকার দীপ সমুদায় প্রদান করিতে হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দীপ উর্দ্ধগামী তেজঃপদার্থ, অতএব দীপ দান করিলে মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ও ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। অন্ধতামিস্র নরক নিবারণের নিমিত্ত উত্তরায়ণের রজনীতে দীপদান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ তেজস্বী, প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশশালী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকার স্বরূপ। অতএব দেবগণের গুণসম্পন্ন দীপদান করিয়া তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দীপহরণ ও দীপনির্ব্বাণপূর্ব্বক অন্ধকার উৎপাদন করা কদাপি বিধেয় নহে। আলোকদান করিলে মনুষ্য উত্তম চক্ষুষ্মান্ ও প্রভাযুক্ত হইয়া স্বর্গে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত থাকে, আর যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, সে প্রভাবিহীন অন্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে। ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ঘৃতের অভাবে ওষধিরস দ্বারাও দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করা যাইতে পারে। কিন্তু বসা, মেদ ও অস্থি নির্য্যাস দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি লাভের বাসনা করেন, তিনি পর্ব্বতসন্নিধানে, বনে, চৈত্য বৃক্ষের মূলে ও চতুষ্পথে দীপদান করিবেন। প্রতিদিন দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চরমে চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময়দিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

একণে দেবতা, যক্ষ, উরগ, মনুষ্য, ভূত ও রাক্ষসগণকে বলি প্রদান

করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, অতিথি ও বালককে অন্ন বস্ত্র প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়। অতএব প্রযত ও অতন্দ্রিত হইয়া দেবগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান ও বলিকর্ম সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ ও অতিথিগণ গৃহস্থ হইতেই অন্নাদি লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। গৃহস্থদিগের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারাই পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন হয়। উঁহারা পরিতৃপ্ত ও প্রীত হইলেই গৃহস্থদিগের আয় যশ ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। দেবগণকে পুষ্প সমন্বিত বলি, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দধিদুগ্ধ রুধির ও মাংস সম্পন্ন সুগন্ধ-মিশ্রিত বলি, নাগগণকে সুরালাজমিশ্রিত পদ্ম ও উৎপল সম্পন্ন বলি এবং ভূতগণকে গুড়তিলসম্পন্ন বলি প্রদান করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করেন, তিনি বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভোগ লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। অতএব দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গৃহদেবতাগণ গৃহমধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন। অতএব যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি লাভের বাসনা করেন তিনি প্রতিদিন অন্নাদির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবেন।

হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য দানবরাজ বলির নিকট এই কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাত্মা মনু সুবর্ণকে, সুবর্ণ নারদকে ও নারদ আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম, অতএব তুমি এইরূপ উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নশীল হও।

নবনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দীপ, ধূপ ও বলি প্রদাতাদিগের যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে গৃহস্থগণ কি নিমিত্ত বলি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা পুনরায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু, অগস্ত্য এবং নরপতি নহুষের কথোপকথনসংক্রান্ত যে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, আমি এই উপলক্ষে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি নহুষ স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় প্রথমতঃ দৈব ও মানুষ কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি সমিধ, কুশ, অর্ঘ্য প্রদান করিয়া হোমানুষ্ঠান, অন্ন ও লাজ দ্বারা বলিপ্রদান এবং ধূপ দীপ দান, ধ্যান, জপ ও শাস্ত্রানুসারে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি বিবিধকার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। কিছুদিন পরে আমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি বলিয়া তাঁহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বাচরিত ক্রিয়াকলাপেরও লোপ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি একান্ত গর্ব্বিত হইয়া ঋষিগণকে বাহক করিলেন। ঋষিগণ পর্য্যায়ক্রমেও তাঁহার যান বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহর্ষি অগস্ত্যের পর্য্যায় সমাগত হইল। ঐ দিন ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য মহাতপা ভৃগু ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! পাপাত্মা নহুষ আমাদিগের প্রতি যাহার পর নাই অত্যাচার করিতেছে, আমরা কোনরূপেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না, অতএব আপনি উহা নিবারণের উপায় বিধান করুন।

তখন অগস্ত্য কহিলেন; মহর্ষে! দুরাত্মা নহুষ ব্রহ্মার নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি কিরূপে তাহাকে শাপপ্রদান করিতে সমর্থ হইব। ঐ পামর স্বর্গারোহণ সময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট আমি দৃষ্টিমাত্রে সকলের তেজোহ্রাস করিব বলিয়া বর গ্রহণ করিয়াছে এবং ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহাকে ঐ বর ও তাহার খাদ্যার্থ অমৃত প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্তই কি আপনি, কি আমি কি অন্যান্য মহর্ষিগণ আমরা কেহই এতাবৎকাল তাহাকে দগ্ধ বা নিপাতিত করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক ঐ দুরাত্মা এক্ষণে বরদর্পিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। অতএব আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

তখন ভৃগু কহিলেন, ভগবন্! আমি নিতান্ত মোহিত হইয়া নহুষকে প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। পাপপরায়ণ দুরাত্মা নহুষ আজি আপনাকে রথের বাহক করিবে স্থির করিয়াছে। অতএব আজি আমি আপনার সমক্ষেই স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই পামরকে ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট করিব [illegible] সন্দেহ নাই। আজ যখন সেই ব্রাহ্মণদ্রোহী দুরাত্মা মূঢ়তানিবন্ধন আত্মবিনাশের নিমিত্ত আপনাকে পদাঘাত করিবে, সেই সময় আমি রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার সমক্ষে 'তুমি সর্প হও' বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিব। এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার মত কি, তাহা ব্যক্ত করুন। মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই প্রীতিযুক্ত হইলেন।

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহারাজ নহুষ কিরূপে বিপন্ন ও ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ পূর্ব্বক প্রথমতঃ বিবিধ দৈব ও লৌকিককার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক উভয় লোকেই সদাচারনিরত গৃহমেধী মহাত্মারা উন্নতিলাভে সমর্থ হন। গৃহস্থদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ, সিদ্ধান্নের অগ্রভাগ ও বলিপ্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন। বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিলে গৃহীদিগের যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, দেবগণ তাহার শতগুণ অধিক প্রীতিলাভ করেন, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারা গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ প্রদান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃলোক, মহর্ষি ও গৃহদেবতাগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে তাঁহাদিগের প্রীতিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেবরাজ নহুষ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বর্গলোকে দীপদান, বলিকর্ম্ম ও অন্যান্য নানাবিধ দৈবমানুষক্রিয়া এবং উৎসব সমুদায় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী তিরোহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইল। তখন তিনি দেবগণকে পূজোপহার প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলেন। পূর্ব্ববৎ ধূপদীপ ও উদকদান প্রভৃতি কার্য্যে আর আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। ঐ সময় রাক্ষসেরা তাঁহার যজ্ঞস্থলে নানাপ্রকার উৎপাত করিতে লাগিল।

অনন্তর একদা মহারাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যকে যানে যোজিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি লোচনযুগল নিমীলিত কর, আমি তোমার জটামধ্যে প্রবিষ্ট হইব। তখন মহর্ষি অগস্ত্য লোচননিমীলিত করিয়া স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভৃগুও নহুষের বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাঁহার জটামধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে মহর্ষি অগস্ত্য নহুষকে যানে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবরাজ! তুমি শীঘ্র আমাকে যানে যোজিত করিয়া অনুমতি কর, আমি তোমাকে কোন্ স্থানে লইয়া যাইব। তুমি যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহই তোমাকে সেই স্থানে উপনীত করিব। তখন সুররাজ নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে যানে যোজিত করিলেন। ঐ সময় অগস্ত্যের জটামধ্যস্থ মহর্ষি ভৃগু তাঁহাকে যানে যোজিত দেখিয়া যারপর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং নহুষের দৃষ্টিগোচর হইবেন না বলিয়া জটামধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য নহুষের ব্রহ্মা হইতে বরপ্রাপ্তির বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয়াও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তখন মহারাজ নহুষ তাঁহার পৃষ্ঠে বারংবার কশাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইল না। অনন্তর নহুষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বাম পাদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যের মস্তকে জটামধ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি নহুষ কর্তৃক বাম পাদ দ্বারা প্রহৃত

কহিবামাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! তুই রোষপরবশ হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি, অতএব দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন অবিলম্বে ভুজঙ্গদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে গমন কর।

মহর্ষি ভৃগু এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র নহুষ সর্পদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন কিন্তু পূর্ব্বকৃত দান, তপ ও অন্যান্য নিয়মপ্রভাবে তাঁহার স্মৃতিভ্রংশ হইল না। যদি ভৃগু শাপপ্রদানকালে নহুষের দৃষ্টিগোচর হইতেন, তাহা হইলে নহুষের তেজঃপ্রভাবে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে কদাচ ভূতলে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতেন না। অনন্তর ভূতলনিপতিত মহারাজ নহুষ আপনার শাপশান্তির নিমিত্ত ভৃগুকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া নহুষের শাপশান্তি হইবার নিমিত্ত ভৃগুকে অনুরোধ করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু নহুষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, পূর্ব্বোক্ত যুধিষ্ঠির নামে এক কুলপ্রদীপ মহীপাল উৎপন্ন হইবেন। তিনিই নহুষকে এই শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্যও পুরন্দরের হিতসাধননিবন্ধন ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। এদিকে মহর্ষি ভৃগু নহুষকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুরগণ! নহুষ আমারই বরপ্রভাবে সুররাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে সে মহর্ষি ভৃগুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে গমন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে তাহার এই শাপমোচন করিয়া দেয়, এমন আর কেহই নাই। অতএব তোমরা অবিলম্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে পুনরায় অভিষিক্ত কর। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে পুলকিতমনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিতেছেন, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। অনন্তর ব্রহ্মা পুরন্দরকে দেবরাজ্যে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন।

ধর্ম্মরাজ! রাজা নহুষ যে তোমাকর্ত্তৃক শাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। স্বধর্ম্ম ব্যতিক্রমনিবন্ধন তাঁহার ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি দীপদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবেই পুনরায় ঐরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সায়ংকালে বিশুদ্ধচিত্তে দীপদান করিবে। যে ব্যক্তি সায়ংকালে দীপদান করে, সে দেহান্তে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া থাকে এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার কান্তিও একান্ত উজ্জ্বল হয়। দীপদান করিলে উহা যত নিমেষ প্রজ্বলিত হয়, দীপদাতা তত বৎসর রূপবান্ ও বলবান্ হইয়া স্বর্গলোকে সুখে কাল হরণ করিয়া থাকে।

একাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে সমুদায় নৃশংস মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে চণ্ডালক্ষত্রিয়সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ক্ষত্রিয় এক চণ্ডালকে গাত্রলগ্ন দুগ্ধক্ষালন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে নিষাদ! আমি তোমার বৃদ্ধদশায় বালকের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তোমার সর্ব্বাঙ্গ কুক্কুর ও গর্দ্দভের ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু তুমি আপনার পবিত্রতাসম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রলগ্ন গোদুগ্ধ ক্ষালিত করিতেছ। এখন বুঝিলাম, সাধুব্যক্তিরা এই নিমিত্তই চণ্ডালের কার্য্য গর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তখন চণ্ডাল কহিল, মহারাজ! আমার গাত্রে ব্রাহ্মণের গোভীর দুগ্ধ লগ্ন হইয়াছে, সেই নিমিত্তই আমি উহা ক্ষালন করিতেছি। আমার পূর্ব্বজন্মে একদা এক নরপতি এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন। ঐ সময় গোসমুদায়ের দুগ্ধক্ষরিত হইয়া পথিমধ্যে কতকগুলি সোমলতাতে নিপতিত হয়। তৎপরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঐ সোমলতার রস পান করিয়া ঐ গোধনহর্ত্তা নরপতির যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠাননিবন্ধন ঐ ভূপাল ও সেই সোমপায়ী ব্রাহ্মণগণ অচিরাৎ নরকে নিপতিত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সকলেই বিনষ্ট হইল। ঐ যজ্ঞে যে সমুদায় ব্যক্তি সেই অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিরয়গামী হইতে হইল।

যে স্থানে ঐ অপহৃত গোধন সমুদায়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া সোমলতায় নিপতিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করাতে আমার ভিক্ষার সমুদায় সেই দুগ্ধে আর্দ্র হইয়াছিল। আমি সেই ভিক্ষার ভোজন করিয়াই এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অপহৃত গাভীর দুগ্ধে সোমলতা স্নাত হইয়াছিল বলিয়াই সেই অবধি পণ্ডিতেরা সোমরস বিক্রয় করাও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব যাহারা সোমরস ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হইয়া রৌরব নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হইয়া সোমরস বিক্রয় করে, তাহাকে নিরয়গামী হইয়া একশত বার বিষ্ঠাভোজী কীটাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

হে মহারাজ! অভিমান ও পরদারাপহরণের মূল কারণ; অতএব অভিমানের তুল্য উৎকৃষ্ট পাপ আর কিছুই নাই। নীচসেবা, অভিমান ও মিত্রের দারাপহরণ এই তিন পাপ তুল্য হইলেও ধর্ম্ম কারণে অভিমানই গুরুতর পাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। পূর্ব্বজন্মে আমার এই সহচর কুক্কুর মনুষ্য ছিল, কেবল অভিমানবশতঃ কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ কৃশ ও কদাকার হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে ধনাঢ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রেও আমার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। আমি অভিমানকে দোষ বলিয়া অবগত ছিলাম না এমন নহে। তথাপি সেই অভিমাননিবন্ধন আমি প্রাণিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিতাম। আমি সেই সমুদায় অসদ্ব্যবহার ও অভক্ষ্য ভক্ষণ নিবন্ধন এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বস্ত্রাঞ্চলে অগ্নি সংলগ্ন হইলে যেমন ক্রমশঃ উহা দগ্ধ হয়, তদ্রূপ পাপপ্রভাবে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। আমার বোধ হয় যেন ভ্রমরে আমাকে দংশন করিতেছে। আমি সেই যন্ত্রণার নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবমান হইতেছি। গৃহস্থ ব্যক্তিরা বেদাধ্যয়ন ও বিবিধ দান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ পাপী হইলে বীতসঙ্গ হইয়া আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু আমি অতি পাপযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিতেছি না। আমি পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে জাতিস্মর হইয়াছি, এই নিমিত্ত আমার, শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার বাসনা হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমি এই চণ্ডালযোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

তখন ক্ষত্রিয় কহিলেন, নিষাদ! তুমি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ক্রব্যাদগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত গতিলাভে সমর্থ হইবে। ইহা ভিন্ন তোমার সদ্গতিলাভের উপায়ান্তর নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় এই কথা কহিলে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিয়াছিল। অতএব যদি শাশ্বতি গতি লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কি এক প্রকার লোক লাভ করে, না তাহাদের নানাবিধ লোক লাভ হয়, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মানবগণ বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নানাপ্রকার লোকলাভ করে। তন্মধ্যে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যলোক সমুদায় এবং পাপাত্মা ব্যক্তিরা পাপলোক সমুদায় লাভ করিয়া থাকে। আমি এই উপলক্ষে গৌতমবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দমগুণসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মৃদুস্বভাব দ্বিজবর গৌতম অটবীমধ্যে মাতৃহীন এক হস্তিশিশুকে অবলোকন করিলেন। ঐ হস্তিশাবক অরণ্যমধ্যে নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছিল। মহর্ষি গৌতম

তাহাকে অবলোকন করিবামাত্র একান্ত দয়ার্দ্র হইয়া আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ হস্তিশিশু মহাবল-পরাক্রান্ত মদস্রাবী ও পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিলে একদা দেবরাজ ইন্দ্র নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়া সেই মত্ত মাতঙ্গকে অপহরণ করিলেন। মহর্ষি গৌতম ধৃতরাষ্ট্রকে সেই মাতঙ্গ অপহরণ করিতে অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অকৃতজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি অতি কষ্টে এই মাতঙ্গকে প্রতিপালন করিয়াছি, এ আমার পুত্রস্বরূপ; অতএব তুমি ইহাকে অপহরণ করিও না। তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত কথোপকথন করাতে আমার সহিত তোমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব এই হস্তী অপহরণ করিয়া মিত্রদ্রোহী হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমি আশ্রমে না থাকিলে এই হস্তী আমার আশ্রম রক্ষা এবং কাষ্ঠ ও উদকাদি আহরণ করে। এ, অতি বিনীত, কার্য্যকুশল, শিষ্ট, কৃতজ্ঞ ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতএব ইহাকে অপহরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনাকে সহস্র গোধন, এক শত দাসী, পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য নানাবিধ ধন প্রদান করিতেছি, আপনি তৎসমুদায় লইয়া আমাকে এই হস্তীটি প্রদান করুন। আপনি ব্রাহ্মণ, হস্তী লইয়া আপনার কি হইবে?

গৌতম কহিলেন, রাজন্! গোধন, দাসী, স্বর্ণমুদ্রা ও বিবিধ রত্নে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রভূত ধন গ্রহণ করিবার আবশ্যক কি?

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণদিগের হস্তী রক্ষা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হস্তী দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগেরই মহোপকার সাধন হইয়া থাকে। হস্তী আমাদের বাহন। অতএব স্বীয় বাহন অপহরণ করাতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। এক্ষণে আপনি ইহার আশা পরিত্যাগ করুন।

গৌতম কহিলেন, রাজন্! যে যমালয়ে গমন করিয়া পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা আহ্লাদ ও পাপাত্মারা শোকসাগরে নিমগ্ন হয়, তুমি তথায় গমন করিলে আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! কর্ম্ম পরিত্যাগী ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা নাস্তিকেরাই যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আমি যমলোকে গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, রাজন্! যমালয়ে সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা বাক্যের ব্যবহার হয় না, তথায় দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও বলবান্‌দিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যে সকল ব্যক্তিরা মদমত্ত হইয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাই যমলোকে গমন করিয়া থাকে; অতএব আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে কুবেরপুরীতে ভোগী ব্যক্তিরা প্রবেশ করিয়া থাকে, যথায় গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরোগণ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যাহারা অতিথিসেবাতৎপর ও ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় প্রদান এবং প্রথমতঃ সামগ্রীসমুদায় বিভাগ পূর্ব্বক আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং অবশিষ্ট সামগ্রী ভোজন করে, তাহারাই কুবেরলোকে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে কিন্নরী-সঙ্গীতপরিপূর্ণ, পুষ্পসমাকীর্ণ সুদীর্ঘ জম্বুবৃক্ষসম্পন্ন যে রমণীয় উপবন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যে ব্রাহ্মণগণ মৃদুস্বভাব, সত্যপরায়ণ বহুশাস্ত্রপারদর্শী ও সর্ব্বভূতপ্রিয় এবং যাঁহারা ইতিহাসপাঠ, পুরাণপাঠ ও ব্রাহ্মণগণকে মধুদান করেন, তাঁহারাই সুমেরুশিখরের উপবনে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! যে বিবিধ পুষ্পসংযুক্ত কিন্নরগণ সমাকীর্ণ নারদের প্রিয় নন্দনবনে নিরন্তর অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যে সকল ব্যক্তি যাচঞাপরাঙ্মুখ হইয়া নৃত্যগীতাদির আলোচনা করে, তাহারাই নন্দনবনে গমন করিয়া থাকে। আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র। যে উত্তরকুরুতে মানবগণ দেবতাদিগের সহিত একত্র আহ্লাদ অনুভব এবং অগ্নি, জল ও পর্ব্বত সম্ভূত মানবগণ অবস্থান করেন, যথায় দেবরাজ ইন্দ্র সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যে স্থানের কামিনীগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী, যথায় স্ত্রী পুরুষদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র ঈর্ষা নাই; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে! যাহারা বীতস্পৃহ, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ দণ্ডবিধানবিরত ও মমতাপরিশূন্য, যাহারা লাভালাভ ও স্তুতিনিন্দা সমান জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীরই কিছুমাত্র হিংসা করেন না, তাঁহারাই উত্তরকুরুতে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিব না; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সোমলোকে যে পুণ্যগন্ধসম্পন্ন রজোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা দানশীল, যাঁহারা অন্যের অর্থ কদাচই প্রতিগ্রহ করেন না; পূজ্য যাচকদিগকে যাঁহাদিগের কিছুমাত্র অদেয় নাই; যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, প্রসাদগুণসম্পন্ন, পুণ্যবান্ ও ক্ষমাশীল, যাঁহারা অন্যের প্রতি কখনই কটূক্তি প্রয়োগ করেন না; যাঁহারা সতত প্রাণিগণের রক্ষায় নিরত থাকেন, সোমলোক সেই সমস্ত মহাত্মাদিগেরই সম্যক্ উপযুক্ত। আমি কদাচই সেই লোকে গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! সূর্য্যলোকে যে রজ ও তমোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদায় রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন। যাহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন গুরুশুশ্রূষানিরত, তপ ও ব্রতপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, আচার্য্যগণের অনুকূলভাষী ও উদ্যোগী এবং যাঁহারা স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সমস্ত বেদবিৎ বিশুদ্ধস্বভাব মহাত্মারাই, সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি, তথায় কদাচই গমন করিব না; আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! বরুণলোকে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন শোকশূন্য রজোগুণবিহীন নিত্য স্থান সমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যাগের অনুষ্ঠান, দশাধিক শত যজ্ঞ আহরণ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তিন বৎসর বেদবিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান, প্রাণপণে ধৈর্য্যভার বহন ও সাধুনির্দ্দিষ্ট পথে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহাত্মাই বরুণলোকে গমন করেন, আমি তথায় গমন করিব না; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রলোকে যে রজোগুণশূন্য শোকবিহীন নিতান্ত দুর্গম সকলের প্রার্থনীয় স্থান সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন! যাঁহারা শতবর্ষজীবী, মহাবলপরাক্রান্ত বেদাধ্যায়ী যাজ্ঞিক ও যত্নবান্, তাঁহারাই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন,

আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব। গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! স্বর্গে যে শোকশূন্য সকলের প্রার্থনীয় প্রজাপতিলোক সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যে সমস্ত মহীপাল রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত থাকেন এবং যাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক অবভৃত স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রজাপতিলোকে গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! প্রজাপতিলোকের ঊর্দ্ধে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন রজোগুণবিহীন, শোকশূন্য নিতান্ত দুর্লভ গোলোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যে ব্যক্তি সহস্র গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর এক শত, এক শত গোধনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর দশ অথবা দশার্দ্ধ বা পাঁচটি গোধনের অধিকারী হইয়া প্রতি বৎসর একটি গোদান করেন ; যে সমস্ত তীর্থযাত্রাপরায়ণ মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বৈদিক রীতিনীতি প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা প্রভাস, মানস, পুষ্কর, নৈমিষ, বৃহৎসরোবর, বাহুদা, করতোয়া, গঙ্গা, ফল্গু, বিপাশা, কৃষ্ণা, পঞ্চনদ, মহাহ্রদ, গোমতী, কৌশিকী, পম্পা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই গোলোক লাভ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন। আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! যে স্থানে শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, দ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, জরা, মৃত্যু ও পুণ্যপাপের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই ; তুমি সেই রজোগুণবিহীন সত্ত্বগুণের আকর অতি পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও আমি তথায় উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত অধ্যাত্মযোগনিরত কৃতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত সাত্ত্বিক মনুষ্যেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিয়া এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিব যে, আপনি আমাকে কিছুতেই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

গৌতম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র ! যে স্থানে সামবেদ গীত হইয়া থাকে, যে স্থানে বেদি সমুদায়ে পুণ্ডরীক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যে স্থানে অশ্বগণসাহায্যে সোমবীথিতে গমন করা যায় ; তুমি ব্রহ্মলোকমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেও আমি তথায় গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব। যাহা হউক এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র ! তুমি স্বেচ্ছানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এইরূপে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাক। আমি এতক্ষণ তোমাকে জ্ঞাত হইতে পারি নাই ; অতএব আমি সবিশেষ না জানিয়া তোমার প্রতি যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

তখন ধৃতরাষ্ট্ররূপী ইন্দ্র কহিলেন, হে তপোধন ! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি এই হস্তী গ্রহণ করিবার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আমি এই অপরাধনিবন্ধন তোমার নিকট প্রণত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিবে, আমি অবিচারিত চিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

তখন গৌতম কহিলেন, পুরন্দর ! তুমি এই যে আমার দশসম্বৎসরবয়স্ক শ্বেতবর্ণ করিশাবকটিকে গ্রহণ করিয়াছ, ইহাকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমি এই নির্জ্জনকাননমধ্যে কেবল উহারই সহিত নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। এ স্থানে এই হস্তী ব্যতীত আমার আর কেহ সহায় নাই। অতএব তুমি অবিলম্বে ইহাকে প্রত্যর্পণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন ! দেখ, তোমার কৃতকপুত্র করিশাবক তোমাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তোমারই নিকট গমন ও নাসিকা দ্বারা তোমার চরণদ্বয় আঘ্রাণ করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আমার শুভানুধ্যান কর।

গৌতম কহিলেন, ইন্দ্র ! আমি নিরন্তর তোমার শুভচিন্তা ও পূজা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই করিশাবকটিকে পুনরায় গ্রহণ করিলাম। অতএব তুমিও আমার শুভচিন্তা কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন ! এক্ষণে বেদপারগ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেবল তোমাকর্ত্তৃকই আমি ছদ্মবেশে পরিজ্ঞাত হইলাম, এই নিমিত্ত আজি তোমার প্রতি আমার যারপর নাই সন্তোষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি তোমার এই কৃতকপুত্রের সহিত আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। তুমি চিরকালের নিমিত্ত শুভলোক সমুদায় লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই হস্তীর সহিত মহর্ষি গৌতমকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিতান্ত দুর্লভ দেবলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ ! যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাত্মা গৌতমের ন্যায় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। আপনি বহুবিধ দান, শান্তি, সত্য, অহিংসা, স্বদারনিরতি ও দানফল যথানিয়মে কীর্ত্তন করিলেন ; এক্ষণে উৎকৃষ্ট তপস্যা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মনুষ্য যেরূপ তপোনুষ্ঠান করে, তদনুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহলোকে অনশনের তুল্য উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মভগীরথসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও ঋষিলোক অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। একদা সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগীরথ। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি মনুষ্য কঠোর তপোনুষ্ঠান না করিলে কেহই এই লোক লাভ করিতে সমর্থ হয় না ; অতএব তুমি কি পুণ্যে এই দুর্লভ লোক লাভ করিলে ; তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন ভগীরথ কহিলেন, ভগবন্ ! আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। দশ বার এক রাত্রিনিষ্পন্ন ও পঞ্চরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ, একাদশবার একাদশরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং শতবার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এক শত বৎসর জাহ্নবীতীরে বাস করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র অশ্বতরী ও অসংখ্য কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ বার একলক্ষ অশ্ব ও দুই লক্ষ গাভী এবং স্বর্ণচন্দ্রসমলঙ্কৃত সহস্র স্বর্ণাভরণবিভূষিতা ষষ্টিসহস্র সুন্দরী কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। গোসব যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দশ অর্ব্বুদ দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু উৎসর্গ করিয়া এক এক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ ও কাংস্যময় দোহনপাত্রের সহিত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। সোমযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক এক ব্রাহ্মণকে দশ দশ সকৃৎপ্রসূতা ধেনু ও শত শত রোহিণী গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। ঐ যজ্ঞে আমি শত প্রভূত দুগ্ধবতী ধেনু বিপ্রসাৎ করি। আমি এক একবার ব্রাহ্মণগণকে বাহ্লীক দেশোদ্ভব হেমমালাবিভূষিত শুক্লবর্ণ লক্ষ অশ্ব ও আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। প্রভূতদক্ষিণ দশটি বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সপ্তদশ কোটি স্বর্ণমালাসমলঙ্কৃত শ্যামকর্ণযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ব, সপ্তদশ সহস্র কাঞ্চনমালাবিভূষিত দীর্ঘদন্ত বৃহৎকায় হস্তী, স্বর্ণালঙ্কারসমলঙ্কৃত দশ সহস্র এবং অলঙ্কৃত অশ্বযুক্ত সপ্ত সহস্র রথ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলাম। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী স্বর্ণহারসম্পন্ন ভূপতিদিগকে পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণবাক্যে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলাম। সমুদায় ভূপতিকে পরাজয় করিয়া আটটি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে গঙ্গাস্রোত অপেক্ষাও অধিক দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলাম। এক এক ব্রাহ্মণকে তিন তিন বার নানালঙ্কার বিভূষিত দুই সহস্র অশ্ব এবং শত উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়াছিলাম। নিয়তাহার ও বাগ্যত হইয়া সুরধুনী গঙ্গার তীরে দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত ছিলাম। শম্যাক্ষেপসহকারে বেদিনির্ম্মাণ পূর্ব্বক অসংখ্য যজ্ঞ, নিযুত একাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং ত্রয়োদশ দ্বাদশাহনিষ্পন্ন পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে অষ্টসহস্র কাঞ্চনশৃঙ্গসম্পন্ন শুক্লবর্ণ বৃষ দান ও তাঁহাদিগের

বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলাম। বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ, বস্ত্র, ধনধান্যপরিপূর্ণ সহস্র সহস্র গ্রাম এবং দশ সহস্র সকৃৎপ্রসূতা সবৎসা গাভী প্রদান করিয়াছিলাম। এক বার একাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ, দুই বার দ্বাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ ও ষোড়শ বার আকরিণ যজ্ঞ ও অনেকবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণকে একযোজন বিস্তৃত রত্নবিভূষিত কাঞ্চনপাদপের বন প্রদান করিয়াছিলাম। ক্রোধবিহীন হইয়া ত্রিংশৎ বৎসর পবিত্র পরায়ণব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে নয় শত ধেনু প্রদান করিয়াছিলাম। একদিনও পয়স্বিনী ধেনু ও বৃষ দান করিতে বিরত হই নাই। ত্রিংশৎ অগ্নিচয়ন, আটটি সর্ব্বমেধ, সাতটি নরমেধ ও এক সহস্র অষ্টাদশ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং সরযূ, বাহুদা, গঙ্গা ও নৈমিষ তীর্থে দশ লক্ষ গোদান করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সমুদায় পুণ্যফলে আমার এই দুর্লভ লোক লাভ হয় নাই। আমি কেবল পরম অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াই এই সুদুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ অনশন ব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক উহা গোপনে রাখিয়াছিলেন, তৎপরে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তপোবলে উহা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত করেন। আমি যখন ঐ নিগূঢ় অনশন ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই সময় সহস্র মহর্ষি ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রীতমনে 'তোমার ব্রহ্মলোক লাভ হউক' বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তন্নিবন্ধন এই সুদুর্লভ লোকে আগমন করিয়াছি। এই আমি আপনার নিকট আমার পবিত্র অনশন ব্রতের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহলোকে অনশন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা ভগীরথ এইরূপ কহিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বদা অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কি মনুষ্য, কি দেবতা সকলেরই অন্ন বস্ত্র ও গোদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করা উচিত। অতএব তুমি লোভবিহীন হইয়া অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা কর। ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্র সকল কার্য্য সিদ্ধিলাভ করা যায়।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পুরুষ শতায়ুঃ ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তবে কি নিমিত্ত তাহারা অকালে কালকবলে নিপতিত হয়? মানবগণ যে দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু, ধনবান্ ও যশস্বী হইয়া থাকে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ, হোম, ঔষধ, কর্ম্ম, মন ও বাক্য ইহার মধ্যে কোন্‌টি তাহার মূল কারণ, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মানবগণ যাহাতে দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু এবং যাহাতে ধনবান্ ও যশস্বী হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু ধনবান্ ও উভয় লোকে যশস্বী হয়। দুরাচার ব্যক্তিরা কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। স্বীয় মঙ্গলকামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির পাপও নিরাকৃত হয়। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ। সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহাকে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্রপরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার ও নিয়মপরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণা পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। মনুষ্য সুলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষ্যাপরিশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি অনর্থক লোষ্ট্রমর্দ্দন, তৃণচ্ছেদন ও দন্ত দ্বারা নখচ্ছেদন করে এবং যে সতত অশুচি ও চঞ্চল হয়, সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্মার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংকালে বাগ্‌যত হইয়া সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। উদয়, অস্তগমন, গ্রহণ ও মধ্যাহ্ন সময়ে এবং জলমধ্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঋষিগণ সতত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বাগ্‌যত হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা উচিত। যাহারা সন্ধ্যোপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগকে শূদ্রানুষ্ঠিত কার্য্যে নিয়োগ করা ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পরস্ত্রীগমন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করে, তাহাকে সেই কামিনীর কলেবরে যাবৎসংখ্যক রোমকূপ থাকে, তাবৎসংখ্যক বৎসর নরক ভোগ করিতে হয়। কেশবিন্যাস, নেত্রে কজ্জল দান, দন্তধাবন এবং দেবগণের অর্চ্চনা করা পূর্ব্বাহ্ণেই কর্ত্তব্য। বিষ্ঠামূত্র দর্শন ও পাদ দ্বারা উহা স্পর্শ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতি প্রত্যূষে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্থানান্তরে গমন করা বিধেয় নহে। একাকী, শূদ্র অথবা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, গাভী, নরপতি, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রী এবং গুরুভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে পরিজ্ঞাত বনস্পতি ও চতুষ্পথ সমুদায় প্রদক্ষিণ করা উচিত। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মধ্যাহ্নকাল, নিশাকাল ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে চতুষ্পথে গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা ব্যবহার করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পাদোপরি পাদনিধান করা কর্ত্তব্য নহে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী এবং উভয়পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মচারী হওয়া উচিত। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নীচ ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাক্যরূপ শর বদন হইতে নির্গত হইয়া অন্যের মর্ম্মভেদ করে, যদ্দ্বারা আহত হইলে দিবারাত্রি শোকাকুল হইতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরশু দ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়; কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহা যার পর নাই অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে। কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে অনায়াসেই উৎপাটন করা যায়, কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে উহা প্রত্যাহরণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। উহা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদী হয়, সন্দেহ নাই। হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, মূর্খ, নিন্দিত, শ্রীহীন, নিঃস্ব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে পরিহাস করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবনিন্দা, বিদ্বেষপ্রকাশ, অভিমান ও উগ্রতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যের প্রতি দণ্ডবিধানে উদ্যত হওয়া বা তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। পুত্র ও শিষ্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাড়না করা বিধেয়। ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনা পূর্ব্বক নক্ষত্র ও তিথি নিরূপণ করা অনুচিত। মল মূত্র পরিত্যাগ ও পথপর্য্যটনের পর এবং স্বাধ্যায় ও ভোজনকালে পাদ প্রক্ষালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দ্রব্যের অশুচিভাব অপরিজ্ঞাত, যাহা সলিল প্রক্ষালিত এবং যাহা ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়, দেবগণ এই তিন প্রকার বস্তুকে ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংযাব, কৃশর, মাংস, শষ্কুলী ও পায়স আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে না; ঐ সমস্ত দ্রব্য দেবগণের নিমিত্তই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। সূর্য্যোদয় হইলে শয্যায় শয়ান থাকিবে না। যদি দৈবাৎ সূর্য্যোদয়ের পরও শয়ান থাকে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতা, পিতা ও আচার্য্যকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ অব্যবহার্য্য, তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই ব্যবহার করিবে। পর্ব্বকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। উত্তরাভিমুখী হইয়া শৌচক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিধেয়। দন্তধাবন না করিয়া দেবপূজা এবং দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট গমন করিবে না। মলিন দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করা উচিত নহে। গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীকে সম্ভোগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবে না। পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া শয়ন করাই শ্রেয়স্কর। ভগ্ন বা জীর্ণ খট্টায় শয়ন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আলোকে

ও অমর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্যক্তিদিগের গোপনীয় বিষয় সমুদায় ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। রাজা, বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণাগত ও স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে স্থপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে বাস করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন ও বিদ্যার আলোচনা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রাত্রিকালে পিতৃকার্য্য, স্নান ও শক্তু ভোজন এবং ভোজনান্তে কেশবিন্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পানভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। রাত্রিকালীন আহার সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আহার করা বিধেয় নহে। নিশাকালে ভোজনান্তে কেশচ্ছেদন নিতান্ত নিষিদ্ধ। সৎকুলসম্ভূতা সুলক্ষণাক্রান্তা বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয়। বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া জ্ঞান ও কুলধর্ম্মশিক্ষার্থ তাহাকে বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট সমর্পণ এবং কন্যা উৎপাদন করিয়া সৎকুলসম্ভূত ধীশক্তিসম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে। সদ্বংশসম্ভূতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মস্তকনিমজ্জনপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে যে সময়ে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে শ্রাদ্ধ করা অবিধেয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমাহিত চিত্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করা উচিত। গ্লানি করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আপনার বা পরের গ্লানি করা কদাপি বিধেয় নহে। বিকলাঙ্গী কুমারী, সগোত্রা বা মাতামহগোত্রসমুৎপন্না, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা, পতিব্রতা, আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টবর্ণজা ও অজ্ঞাতকুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পিঙ্গলবর্ণা দুষ্টরোগাক্রান্তা, অঙ্গহীনা, পতিতা এবং অপস্মারী ও শ্বিত্রির কুলে সম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। সুলক্ষণাক্রান্তা প্রিয়দর্শনা মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করাই বিধেয়। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। যত্নপূর্ব্বক বহ্নিসংস্থাপন করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। পরম যত্নসহকারে ভার্য্যাকে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষ্যা প্রদর্শন আয়ুঃক্ষয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য সতত ঈর্ষ্যা পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয় হইলে শয়ন আয়ুঃক্ষয়কর তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যূষে শয়ন ও রাত্রিকালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ। পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধানান্তে স্নান করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, বেদাভ্যাস, ভোজন ও স্নান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তৎকালে কোন বিষয় অনুষ্ঠান না করিয়া প্রযতভাবে অবস্থান করিবে। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেবগণকে নমস্কার ও গুরুলোকদিগকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অনিমন্ত্রিত হইয়া কোনস্থলেই গমন করিবে না। যজ্ঞীয় বিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত অনাহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য কোনরূপ অভিসন্ধি থাকিলে অনিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। একাকী দেশান্তরে গমন ও রজনীযোগে ভ্রমণ করা বিধেয় নহে। কোন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলে সন্ধ্যা উপস্থিত না হইতেই গৃহে আগমন করিয়া বাস করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের আজ্ঞা অবিচারিত চিত্তে প্রতিপালন করা উচিত। ধনুর্ব্বেদ ও বেদশিক্ষা, হস্তী ও অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ এবং রথচর্য্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে যত্নবান্ হওয়া ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা শত্রু, ভৃত্য ও স্বজনবর্গের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, এবং যিনি প্রজারঞ্জনপরায়ণ তাঁহাকে কদাচ হীন হইতে হয় না। যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং পুরাণ, ইতিহাস আখ্যায়িকা ও মহাত্মাদিগের জীবনচরিত শ্রবণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋতুমতী ভার্য্যাসম্ভোগ ও তাঁহাকে আহ্বান করা নিতান্ত গর্হিত। ঋতুস্নানদিবসে রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ঋতুস্নানের পরদিবস ভার্য্যা [illegible] করিয়া [illegible] তৎপর দিবস

[illegible]গম করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রীসংসর্গ করিলে কন্যা ও ষষ্ঠাদি যুগ্ম দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি বন্ধু ও মিত্রগণকে সতত সমাদর করিবে। প্রভূত দক্ষিণা দানসহকারে যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। যাহা অবশিষ্ট রহিল তুমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের মুখে তাহা শ্রবণ করিবে। ফলতঃ আচারপ্রভাবেই মনুষ্যের কীর্ত্তি ও আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। আচার অলক্ষণ সমুদায় দূর করিয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত কার্য্য সমুদায়ের মধ্যে আচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় এবং ধর্ম্মপ্রভাবেই আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা আয়ুস্কর, যশস্কর ও মঙ্গলজনক; ইহারই প্রভাবে মনুষ্য স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা অনুকম্পা পূর্ব্বক বর্ণ সমুদায়কে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠের সহিত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি ভীমসেনাদির জ্যেষ্ঠভ্রাতা; অতএব গুরু, শিষ্যদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তোমারও ভীমাদির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অকৃতজ্ঞ হইলে কনিষ্ঠ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। জ্যেষ্ঠের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে কনিষ্ঠেরও দীর্ঘদর্শিতা লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও কনিষ্ঠদিগের কার্য্য বিশেষে তাঁহাকে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কুপথগামী হইলে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা জ্যেষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকাশ্যে কনিষ্ঠদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে; অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে কনিষ্ঠদিগকে দমন করাই কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে; আবার জ্যেষ্ঠ হইতে কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠপদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন। রাজদ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়াই উচিত। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে তাহাকে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। বেতস পুষ্পের ন্যায় শঠক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিরর্থক। যে কুলে পাপাত্মারা জন্মগ্রহণ করে, সেই কুলের কীর্ত্তিবিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কনিষ্ঠ সহোদরগণ কুপথগামী হইলে, তাঁহাদিগকে পৈতৃকধনের অংশ প্রদান করা জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাহারা সচ্চরিত্র হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাদিগকে যৌতুকলব্ধ ধনের অংশ প্রদান করিবেন। জ্যেষ্ঠ যদি পৈত্রিক ধনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্বোপার্জ্জিত ধন কনিষ্ঠকে প্রদান না করিলে তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয় না। যদি পিতা জীবিত থাকাতে ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পৈত্রিক ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পিতা তাহাদিগকে সমান অংশে ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাপনিরত দুরাত্মা হইলেও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলে, তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা শ্রেয়ঃসাধনকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক, অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। লোকে এই নিমিত্তই নিয়ত জননীর উপাসনা করিয়া থাকে। পিতার পরলোক লাভ হইলে জ্যেষ্ঠই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগের প্রতিপালন করে; অতএব পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরম ধর্ম্ম। [illegible] জননী অভিলাষী [illegible]

শের হেতুমাত্র। কিন্তু আচার্য্য হইতে অক্ষর অক্ষর জ্ঞান লাভ করা যায়। অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। যিনি বাল্যকালে স্তন্য দ্বারা দেহের পুষ্টি সম্পাদন করেন, তাঁহাকে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃ-ভার্য্যাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় এবং ম্লেচ্ছজাতিরাও উপবাসপরায়ণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির ব্রতাদি নিয়ম প্রতিপালনের বিধি বিহিত আছে। কিন্তু উপবাস করিয়া তাঁহাদিগের কি ফল লাভ হইয়া থাকে, একণে মনুষ্য নিয়মানুষ্ঠান ও পরম পুণ্যজনক সদ্গতি লাভের একমাত্র উপায় উপবাস করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিরূপ কার্য্য প্রভাবে সে অধর্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধার্ম্মিক হয়, কিরূপে তাহার স্বর্গ ও পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, উপবাস করিয়া কোন্ বস্তু দান করা কর্তব্য এবং কোন্‌রূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মনুষ্য সুখলাভ করিতে পারে? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! উপবাস করিলে যে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় তাহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি একণে যেমন আমাকে উপবাসবিধি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইরূপ আমি পূর্ব্বে তপোধন অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত হইয়াছে। তিন রাত্রির অধিক উপবাস করা উহাদিগের নিতান্ত অকর্তব্য। উহারা দুই রাত্রি ও এক রাত্রি উপবাস করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের দুই রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত আছে, তিন রাত্রি উপবাস উহাদিগের নিতান্ত নিষিদ্ধ। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী ষষ্ঠী ও পূর্ণিমাতে একবার মাত্র আহার করিলে ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। সে কদাচ বংশহীন বা দরিদ্র হয় না। দেবপূজায় তাহার অনুরাগ জন্মে এবং সে সতত সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া থাকে। যিনি অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করেন, তিনি নির্ব্ব্যাধি ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হন। যিনি অগ্রহায়ণমাস একাহার করিয়া অতিবাহিত করেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করান, তিনি ব্যাধি ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার সমস্ত বিষয়েই কল্যাণ লাভ হয় এবং তিনি ধনধান্য পরিপূর্ণ ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হন। যিনি পৌষমাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী প্রিয়দর্শন ও যশোভাগী হইয়া থাকেন। যিনি একাহার দ্বারা মাঘ মাস অতিক্রম করেন, তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুন মাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি মহিলাগণের নিতান্ত প্রিয় হন এবং মহিলাগণ সতত তাঁহার বশীভূতা থাকে। যিনি একাহার করিয়া চৈত্র মাস অতিবাহিত করেন, তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহার দ্বারা বৈশাখ মাস অতিক্রম করেন, তিনি জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। যিনি একাহার করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। যিনি একাহার করিয়া আষাঢ় মাস অতিক্রম করেন, তিনি ধনধান্যসম্পন্ন ও বহুপুত্র যুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি একাহার করিয়া শ্রাবণ মাস অতিক্রম করেন, তিনি যে দেশে বাস করিয়া থাকেন, সেই দেশেই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহা হইতেই তাঁহার জ্ঞাতিদিগের সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহারী হইয়া ভাদ্র মাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার স্থিরলক্ষ্মী লাভ হয়। যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিন মাস অতিক্রম করেন, তিনি ভক্তিযুক্ত বাহনাঢ্য ও বহুপুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যিনি একাহারী হইয়া কার্ত্তিক মাস অতিক্রম করেন, তিনি শূর, বহুভার্য্যাসম্পন্ন ও কীর্ত্তি-মান্ হন। এই আমি তোমার নিকট মাসোপবাসের বিধি ও ফল কীর্ত্তন করিলাম।

যিনি পক্ষান্তরে অন্নভোজন করেন, তিনি গোসম্পন্ন বহুপুত্রযুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশ বৎসর মাসে মাসে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গণাধিপত্য লাভ হয়। একণে আমি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিলাম, তাহা দ্বাদশ বৎসর প্রতিপালন করিবে। যিনি কেবল দিবসে একবার কি রজনী যোগে একবারমাত্র ভোজন করেন এবং অহিংসানিরত হইয়া হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি ছয় বৎ-সরে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তিনি নৃত্য গীত নিনাদিত স্ত্রী সহস্র সঙ্কুল অপ্সরোলোকে রজোগুণশূন্য হইয়া বিহার ও সুবর্ণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার সহস্র বৎসর ব্রহ্মলোক বাস হয় এবং ব্রহ্মলোক বাসকাল অতীত হইলে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া মাহাত্ম্য লাভ করেন। যিনি এক বৎসর কাল একাহারী হইয়া থাকেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মাহাত্ম্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসানিরত সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংবৎসর কাল ত্রিরাত্রি উপবাসের পর চতুর্থ দিবসে আহার করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন। যিনি এক বৎসরকাল পাঁচ দিন উপবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে আহার করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি চক্রবাকবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি সংবৎসরকাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার করেন, তাঁহার গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া পঞ্চাশত সহস্র বৎসর বাস করেন। যিনি এক বৎসর কাল পক্ষান্তে আহার করেন, তাঁহার ছয় মাস অনশনের তুল্য ফল লাভ হয় এবং তিনি ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া বীণা ও বেণুর মধুর শব্দ দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যিনি সংবৎসর কাল মাসে মাসে জলমাত্র পান করেন, তাঁহার বিশ্বজিৎযজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া সপ্ততি সহস্র বৎসর বাস করেন। একমাসের অধিককাল উপবাস করা বেদ পক্ষে বিহিত হয় নাই। যিনি ব্যাধিরহিত হইয়া ধর্ম্মার্থ এইরূপ সমুদায় উপবাস করেন, তাহার পদে পদে যজ্ঞফল লাভ হয়, তিনি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং বহু সংখ্যক অপ্সরা তাহার সহিত বিহার করিয়া থাকে। আর যদি ব্যাধিগ্রস্ত ও কাতর হইয়াও এই সমুদায় উপবাস করেন, তিনি ময়ূর হংস সংযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন। এবং তিনি নিদ্রিত হইলে স্বর্গীয় মহিলাগণ কাঞ্চী ও নূপুর শব্দে তাঁহাকে জাগরিত করে। স্বর্গার্থী ব্যক্তি ইহলোকে ক্ষীণ হইলে বলাধান, ক্ষতাঙ্গ হইলে প্রতীকার বিধান, ব্যাধিত হইলে ঔষধ সেবন, ক্রুদ্ধ হইলে প্রসাদন ও দুঃখিত হইলে অর্থাদি দ্বারা দুঃখাপনোদন প্রাণিবধ জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন করেন। স্বর্ণশতসমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং অন্তকালে প্রসন্নচিত্ত, স্বস্থ, সফলকাম ও পাপহীন হইয়া যার পর নাই সুখলাভে সমর্থ হন। যিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার গাত্রে যতগুলি রোমকূপ বিদ্যমান থাকে, তত সহস্র বৎসর তাঁহার স্বর্গবাস হয় এবং তিনি তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ বৈদূর্য্যমুক্তাখচিত বীণামুরজনিনাদিত পতাকাশতশোভিত দিব্যঘণ্টা-মুখরিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র মাতার তুল্য গুরু, ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম লাভ, অনশন অপেক্ষা তপ, এবং ভূর্লোক ও দ্যুলোকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরমপাবন আর কিছুই নাই। দেবগণ উপবাস দ্বারাই স্বর্গ লাভ এবং ঋষিগণ উপবাস করিয়াই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একাহারী হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। আর মহর্ষি চ্যবন, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু এই সমস্ত ক্ষমাশীল মহাত্মারা উপবাস দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অন্যান্য মহর্ষিগণকে এই উপবাসবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি অন্যকে এই উপবাসব্রতে দীক্ষিত করেন, তাঁহার কদাচই দুঃখ উপস্থিত হয় না। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই মহর্ষি অঙ্গি-রার প্রবর্ত্তিত উপবাসবিধিপাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ নাশ হয়, তাঁহার মন কোন দোষে অভিভূত হয় না, তিনি অনায়াসে পশু পক্ষাদির রব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি লাভ হয়।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সকল যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। যজ্ঞীয় বিবিধ উপকরণ আয়োজন পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা ধনসম্পন্ন গুণবান্ রাজা বা রাজপুত্র ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব এক্ষণে দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপ নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে রাজকৃত যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে, উপবাস দ্বারা যজ্ঞের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি হিংসাপরিশূন্য ও নিত্যহোমানুষ্ঠানে নিরত হইয়া প্রতিদিন দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার ভোজন করেন, তদ্ভিন্ন আর কখন কিছুমাত্র আহার করেন না; তাঁহার ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হয় এবং তিনি তপ্তকাঞ্চনসদৃশ বিমানে আরূঢ় হইয়া নৃত্যগীতসংযুক্ত দেবাঙ্গনাগণপরিপূর্ণ ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক পদ্মসংখ্যক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। যিনি ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণানুরক্ত, অসূয়াপরিশূন্য ও ধর্ম্মপত্নীনিরত হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসর একাহারে অতিবাহিত করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম ও বহুসুবর্ণযজ্ঞের ফল লাভ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতিসাধন করা হয়। তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়া দুই পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল এক দিন উপবাসের পর দ্বিতীয় দিবসে একাহার করেন ও প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্যাঙ্গনাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দুই দিন উপবাসের পর তৃতীয় দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরসংযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তর্ষিলোকে গমন করিয়া তিন পদ্মপরিমিত বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল তিন দিন উপবাসের পর চতুর্থ দিনে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন; তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাবেষ্টিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক এক কল্প পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের ক্রীড়া সন্দর্শনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল লোভপরিশূন্য, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত ও হিংসা দ্বেষাদি পাপবিবর্জ্জিত হইয়া চারি দিন উপবাসের পর পঞ্চমদিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সূর্য্যপ্রভাসদৃশ সমুজ্জ্বল, হংসযুক্ত স্বর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তথায় একপঞ্চাশৎ পদ্ম বৎসর অবস্থান করেন। যে মহর্ষি এক বৎসরকাল ত্রিকালস্নায়ী, ব্রহ্মচারী ও অসূয়াশূন্য হইয়া পাঁচ দিন উপবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় দুই মহাপদ্ম অষ্টাদশ পদ্ম এক সহস্র তিনশত কোটি, পঞ্চাশৎ প্রযুত এবং একশত ভল্লুকচর্ম্মে যে পরিমাণে লোম থাকে, তাবৎসংখ্যক বৎসর অপ্সরাদিগের সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত ও তাহাদের নূপুর ও মেখলাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বাগ্যত ব্রহ্মচারী এবং স্রক্, চন্দন ও মধু মাংসাদি পরিত্যাগী হইয়া এক বৎসরকাল ছয় দিন উপবাসের পর সপ্তম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বহুসুবর্ণক যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দেবলোক ও ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া অসংখ্য বৎসর তথায় অবস্থানপূর্ব্বক দেবকন্যাগণকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল হইয়া এক বৎসরকাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টমদিবসে আহার ও প্রতিদিন দেবকার্য্যপরায়ণ হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি পদ্মবর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়া হাবভাবশালিনী নবযৌবনসম্পন্না কামিনীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসর অষ্টাহ উপবাসের পর নবম দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি পুণ্ডরীক সমপ্রভ দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ দিব্যমাল্যসমলঙ্কৃত রুদ্রলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সহিত রুদ্রলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় এক কল্প এবং এক কোটি এক লক্ষ ও অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পরমসুখে বিহার করিতে পারেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি নীল ও রক্তোৎপলসদৃশ স্ফটিক স্তম্ভযুক্ত, বেদিসম্পন্ন, বিচিত্র মণিমালাসমলঙ্কৃত শঙ্খনিনাদনিনাদিত, হংসসারসযুক্ত দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় অর্ব্বুদ বৎসর বাস করিয়া রূপবতী অপ্সরাদিগের সহিত পরমসুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি একবৎসরকাল দশ দিন উপবাসের পর একাদশাহে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন এবং যিনি প্রাণান্তেও পরস্ত্রীগমনের বাসনা ও জনকজননীর হিতার্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিমানস্থ দেবদেব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া রূপলাবণ্যবতী অপ্সরোগণের সহিত রমণীয় রুদ্রলোকে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত অসংখ্য বৎসর পরমসুখে বিহার ও প্রতিদিন ভগবান্ রুদ্রকে নমস্কার করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একাদশ দিন উপবাসের পর দ্বাদশদিনে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার সর্ব্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দ্বাদশ আদিত্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত, হংসময়ূরচক্রবাকপরিশোভিত, স্ত্রীপুরুষসমাকীর্ণ ব্রহ্মলোকস্থ দিব্যধামে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহার দেবসত্র নামক যজ্ঞ ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাগণসমাকীর্ণ নানারত্নবিভূষিত স্বর্ণময় দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্যগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ুলোকে গমন করিয়া অসংখ্যকাল ভেরী ও পণব প্রভৃতি বাদিত্র সমুদায়ের মনোহর ধ্বনি, গন্ধর্ব্বদিগের গান ও অপ্সরোগণের শুশ্রূষা দ্বারা যাহারপর নাই প্রীতিলাভ করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ত্রয়োদশ দিন উপবাসের পর চতুর্দ্দশ দিবসে ঘৃতভোজন করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না দিব্যাভরণভূষিতা মার্জ্জিতকেয়ূরধারিণী দেবকন্যাগণের সহিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় অসংখ্যকাল বাস করিয়া দেবনারীদিগের কলহংসরব সদৃশ কণ্ঠস্বর এবং মেখলা ও নূপুরনিনাদে জাগরিত হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল চতুর্দ্দশ দিবস উপবাসের পর পঞ্চদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি দান করেন, তাঁহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত দিব্যাভরণভূষিত দেবাঙ্গনাগণে সমাকীর্ণ একস্তম্ভ চতুর্দ্বার সপ্তবেদি সমন্বিত সহস্র পতাকাসম্পন্ন, সঙ্গীতশব্দমুখরিত, মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত সেই স্বর্ণময় বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমনপূর্ব্বক সহস্রযুগ তথায় বাস করেন। ঐ স্থানে খড়্গী ও কুঞ্জরগণ তাঁহার বাহন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল পঞ্চদশ দিন উপবাসের পর ষোড়শ দিবসে একবারমাত্র আহার করেন, তাঁহার সোমযজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি চারুদর্শনা সুরকামিনীগণের সহিত চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক অসংখ্যকাল তাহাদের সহবাস ও দিব্যগন্ধে সমাযুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল ষোড়শ দিন উপবাসের পর সপ্তদশ দিবসে ঘৃতভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, শুক্র ও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তথায় দেবকন্যাগণ আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। তিনি তথায় ভূর্ভুবঃ নামে দেবর্ষি ও বিশ্বরূপ সন্দর্শনে সমর্থ হন এবং যতকাল গগনমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকে, ততকাল সুধাপান করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বিধ রূপধারিণী দিব্যাভরণভূষিতা দেবকুমারীদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল সপ্তদশ দিন উপবাসের পর অষ্টাদশ দিবসে এক

বার মাত্র ভোজন করেন, তিনি সিংহ ব্যাঘ্রাদিযুক্ত, মেঘগম্ভীরনিঃস্বন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক পরিভ্রমণ এবং অমৃত-তুল্য সুধারস পান করিয়া সহস্রকল্প দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ বন্দিঘোষ নিনাদিত অলঙ্কার সমুজ্জ্বল রথ সমুদায়ে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল অষ্টাদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারও ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্তলোক দর্শন হইয়া থাকে। তিনি গন্ধর্ব্বগণের গীতশব্দে মুখরিত সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরোহণ করিয়া ক্লেশ-পরিশূন্য ও দিব্যাম্বরধারী হইয়া অপ্সরোগণসমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট লোকে গমন পূর্ব্বক দশকোটি বৎসর দেবাঙ্গনাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি মাংসপরিত্যাগী ব্রহ্মচারী, সর্ব্বভূতহিতৈষী সত্য-বাদী ও ব্রতধারী হইয়া এক বৎসরকাল উনবিংশতি দিবস উপবাসের পর সাত দিবস ভোজন করেন, তাঁহার অতি সুবিস্তীর্ণ আদিত্যলোক লাভ হয়। দিব্যমাল্য ও দিব্যানুলেপনধারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কাঞ্চন-ময় দিব্যমাল্য ও দিব্যানুলেপনধারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কাঞ্চনময় দিব্য-বিমান লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল বিংশতি দিবস উপবাসের পর একবিংশ দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতা-শনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য-বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরম সুখে দেবাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিতে করিতে শুক্র ইন্দ্র বায়ু অশ্বিনীকুমারদিগের লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি হিংসা-পরিশূন্য, সত্যবাদী ঈর্ষ্যাবিহীন হইয়া এক বৎসরকাল একবিংশতি দিবস উপবাসের পর দ্বাবিংশতি দিবসে একবার ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বসুদিগের লোকে গমন করিয়া পরম সুখে সুধা ভক্ষণ ও দেব-গণের সহিত বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দ্বাবিংশ দিবস উপবাসের পর ত্রয়োবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি কামচারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক, অপ্সরোগণের সহিত শুক্র ও রুদ্রলোকে গমন করিয়া দেবকন্যাদিগের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল, ত্রয়োবিংশতি দিবস উপবাসের পর চতুর্ব্বিংশ দিবসে ঘৃত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি দিব্য মালা, বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্যধারণ পূর্ব্বক অনন্তকাল মহা আহ্লাদে আদিত্যলোকে অবস্থান এবং হংসসংযুক্ত সুবর্ণময় দিব্য-বিমানে আরোহণপূর্ব্বক অযুত সহস্র দেবকন্যার সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসের পর পঞ্চবিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি দিব্য-বিমানে আরূঢ় হইয়া সুরলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় সহস্র কল্প সুধাপান ও শত শত দেবাঙ্গনার সহবাসে কালাতিপাত করেন এবং তাঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ সিংহব্যাঘ্রাদিযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন কাঞ্চনময় দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হয়। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল পঞ্চবিংশতি দিবস উপবাসের পর ষড়্‌বিংশতি দিবসে একবারমাত্র ভোজন এবং জিতেন্দ্রিয় ও বীতস্পৃহ হইয়া প্রতি দিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্ফটিকনির্ম্মিত বিবিধ রত্নসমলঙ্কৃত দিব্য-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সপ্তমরুৎ ও অষ্ট বসুর লোকে গমন করিয়া দেবপরিমাণের ষিসহস্রযুগ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম সুখে কাল-যাপন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ষড়্‌বিংশতি দিবস উপবাসের পর সপ্তবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ফল ও দেবলোকে সম্মান লাভ হয়। তিনি দিব্য-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া তথায় অসংখ্যকাল সুধাভক্ষণ ও মনোহারিণী রমণীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক বৎসরকাল সপ্তবিংশতি দিবস উপবাসের পর অষ্টাবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন; তাঁহার সূর্য্যসদৃশ তেজস্বিতা লাভ হয়। তিনি সূর্য্যসন্নিভ দিব্য-বিমানে আরূঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক অযুত শত কল্প নিবিড়নিতম্বিনী দিব্যা-ভরণভূষিতা পীনপয়োধরশালিনী কামিনীকুলের সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসর কাল অষ্টাবিংশতি দিবস উপবাসের পর একোনত্রিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার দেবতা ও রাজর্ষিপূজিত, বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, ব্রহ্ম ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোক লাভ হয়; তিনি দিব্যশরীর-সম্পন্ন ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া সুবর্ণময় বিবিধ রত্নবিভূষিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ, সমুজ্জ্বল দিব্য-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মনোহারিণী কামিনীগণের সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি একবৎসর কাল একোনত্রিংশৎ দিবস উপবাসের পর ত্রিংশৎ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ ও অতি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সুধারস পান, দিব্যমাল্য ধারণ, দিব্যবস্ত্র পরিধান ও দিব্যগন্ধ অনুলেপন করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না; নানারূপধারিণী মধুরভাষিণী রুদ্রকন্যা ও দেবর্ষিকন্যাগণ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তিনি অপ্সরা-দিগের সহিত পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রসন্নিভ বামভাগে মেঘসদৃশ, দক্ষিণভাগে রক্ত, অধোভাগে নীল ও ঊর্দ্ধভাগে বিচিত্রবর্ণে সুশোভিত সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ দিব্য-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বর্ষাকালে আকাশ হইতে যে পরিমাণে জলবিন্দু নিপতিত হয়, তিনি তত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া এক মাস উপবাসের পর একত্রিংশ দিবসে ভোজন এবং নিয়ত সন্ধ্যোপাসনা ও হুতাশনে আহুতি প্রদানাদি বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান করেন, তিনি দশ বৎসরের পর মহর্ষিত্ব লাভ পূর্ব্বক মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন হইয়া অমরের ন্যায় অনায়াসে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় সুখসম্ভোগে সমর্থ হন

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দরিদ্র ব্যক্তিরা যেরূপে নিয়মশীল, অপ্রমত্ত, শুচি, বিশুদ্ধবুদ্ধি ও দম্ভদ্রোহশূন্য হইয়া উপবাস দ্বারা যজ্ঞফল ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র; আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই পৃথিবীতে যতগুলি তীর্থ আছে, সকলই ফলপ্রদ। তন্মধ্যে যাহা পরম পবিত্র, আমি অগ্রে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য শাশ্বত সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্যরূপ তোয় ও ধৃতিরূপ হ্রদসংযুক্ত, মানস তীর্থে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনর্থিত্ব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়দমনশক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন অহঙ্কারশূন্য তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। যাঁহাদিগের মন হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অপনীত হইয়াছে, যাঁহারা বাহ্য শৌচ ও অশৌচে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্ম্ম-রক্ষণে তৎপর হন; যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং যাঁহা-দিগের চরিত্র পরম পবিত্র, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাঁহার দেহ সলিল দ্বারা ক্ষালিত হয়, তাঁহাকে স্নাত বলিয়া পরিগণিত করা যায় না; যাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ স্নাত ও বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিসম্পন্ন। যাঁহারা অতীত বিষয়ের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহারা অর্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরিগ্রহ করেন না এবং যাঁহাদিগের বিষয়লাভে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, তাঁহারাই পরম পবিত্র। জ্ঞান, বিষয়নিস্পৃহতা, মনঃপ্রসাদন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দারুণ অনাসক্তি ও তীর্থাদি স্নান বহিরঙ্গ ও অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমুদায়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সলিল দ্বারা স্নানকেই তত্ত্বদর্শীরা প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি ভক্তিযুক্ত, গুণসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ স্বভাব তিনিই যথার্থ পবিত্র।

এই আমি শরীরস্থ তীর্থের বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। শরীরস্থ তীর্থ সমুদায় যেমন পবিত্র, সেইরূপ পৃথিবীর স্থানবিশেষ ও নদীবিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তীর্থস্থান সমুদায় কীর্ত্তন, তীর্থে স্নান ও

তীর্থে পিতৃতর্পণে পাপসমূহের বিনাশ ও স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান সমুদায় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃপ্রভাবে এবং সাধুলোকের গমনাগমননিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যিনি ঐ সমস্ত পার্থিব তীর্থ ও শরীরস্থ তীর্থে স্নান করেন, তাঁহার অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যেমন ক্রিয়াহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে সমুদায় বিষয় সিদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ পার্থিব তীর্থ ও শারীর তীর্থ এই উভয়বিধ তীর্থের সেবা দ্বারাই মনুষ্যের আশু সিদ্ধি লাভ হয়

নবাধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমুদায় উপবাসের মধ্যে যাহার ফল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও অসন্দিগ্ধ, আপনি এক্ষণে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছেন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে পরম সুখ লাভ হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণের কেশব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন; তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি পৌষমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের নারায়ণ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও পরম সিদ্ধি লাভ হয়। যিনি মাঘ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মাধব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ ও আপনার কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি চৈত্র মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বিষ্ণু নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল ও দেবলোক লাভ হইয়া থাকে। যিনি বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মধুসূদন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের ত্রিবিক্রম নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি আষাঢ় মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বামন নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শ্রাবণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের শ্রীধর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি পঞ্চ যজ্ঞের ফল লাভ ও বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। যিনি ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের হৃষীকেশ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল ও পবিত্রতা লাভ হয়। যিনি আশ্বিন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের পদ্মনাভ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। যিনি কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের দামোদর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি সকল যজ্ঞের অতি পবিত্র ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি এইরূপে সংবৎসর কাল ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের আরাধনা করেন, তাঁহার জাতিস্মরত্ব ও প্রভূত স্বর্ণ লাভ হয় এবং তিনি অনতিকাল মধ্যে বিষ্ণুভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই দ্বাদশমাসিক বিষ্ণু পূজা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করান অথবা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতপ্রদান করা, অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপবাস আর কিছুই নাই।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিজ্ঞান, রূপ সৌভাগ্য ও প্রিয়তা কিরূপে লাভ হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারেই বা সুখভাগী হইতে পারা যায়? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অগ্রহায়ণ মাসে মূলানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে চান্দ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তৎকালে মূলানক্ষত্র চন্দ্রের চরণ, রোহিণী জঙ্ঘা, অশ্বিনী জঙ্ঘার উর্দ্ধভাগ, আষাঢ়া নক্ষত্র দ্বয় উরুযুগল, ফল্গুনী গুহ্য, কৃত্তিকা কটি, ভাদ্রপদ নাভি, রেবতী অক্ষিগোলক, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, অনুরাধা উদর, বিশাখা নক্ষত্র দ্বয় বাহুযুগল, হস্তা হস্ত, পুনর্ব্বসু অঙ্গুলী, অশ্লেষা নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতি দন্ত ও ওষ্ঠ, শতভিষা হাস্য, মঘা নাসিকা, মৃগশিরা চক্ষু, চিত্রা ললাট, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রা কেশ নিশ্চয়রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য। যিনি এই চান্দ্রব্রত প্রতিপালন করেন, তিনি সুন্দর জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যশালী হন এবং পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে? কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের নরক ভোগ হয় এবং তাহারা এই লোষ্ট্রবৎ ক্ষণভঙ্গুর কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিলে কে তাহাদিগের অনুগামী হয়। এই সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

পাণ্ডুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিবামাত্র মহাত্মা ভীষ্ম আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে আগমন করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি, এই স্থানে আগমন করিতেছেন। তুমি উহাঁর নিকটই এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর। উহাঁর তুল্য সদ্বক্তা আর কেহই নাই। উনি ভিন্ন অন্যে কখনই ইহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হইবেন না।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বৃহস্পতি সুরলোক হইতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তত্রত্য অন্যান্য সভাসদগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন ধর্ম্মই আপনার অবিদিত নাই; অতএব মনুষ্য পরলোকগমন করিলে পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রবর্গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাহার সহিত পাপ পুণ্য ভোগ করে এবং মনুষ্য বিনশ্বর দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিলে কেই বা তাহার অনুগামী হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং একাকীই স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃত ব্যক্তির সহিত সুখ দুঃখ ভোগ করে না। মৃত ব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে, ঐ সময় একমাত্র ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইলে নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ন্যায়ানুগত অর্থ দ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যের একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। অনেকানেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও অন্যের হিতকাঙ্ক্ষী অথবা লোভ, মোহ, দয়া বা ভয়ের বশীভূত হইয়া অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহা কোন রূপেই বিধেয় নহে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটি জীবনের ফলস্বরূপ। অতএব ধর্ম্মানুসারে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে ধর্ম্মযুক্ত হিতকর বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মৃতদেহ চক্ষুর অগোচর হইলে ধর্ম্ম

কিরূপে তাঁহার অনুসরণ করে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, মন, যম, বুদ্ধি ও আত্মা ইহারা সমুদায় প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। জীব, ত্বক্, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিতনির্ম্মিত দেহকে পরিত্যাগ করিলে উঁহারাও উহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ধর্ম্ম উঁহাদের সহিত অলক্ষিত ভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় উঁহার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহারা উভয়লোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম যেরূপে জীবাত্মার অনুগমন করেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যেরূপে রেতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মনঃ শরীরস্থ এই সমুদায় ইন্দ্রিয় অন্নাদি ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেতঃ উৎপন্ন হয়। স্ত্রী পুরুষের সম্ভোগসময়ে ঐ রেতঃপ্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার মুখে গর্ভের উৎপত্তি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্ম জীব কি প্রকারে রেতঃসম্ভূত স্থূল দেহের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জীব রেতোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য পঞ্চ ভূত উঁহাকে আবরণ করে, তন্নিবন্ধনই উঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্ম্য লাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চ ভূতকে আশ্রয় করিয়াই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকে, আর উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পরলোকে গমন করে। কর্ম্মপ্রভাবে ঐ পরলোক হইতে পুনরায় তাহাকে ইহলোকে আগমন পূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিগ্রহ করিতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় তাহার শুভাশুভ কার্য্য দর্শন করিতে থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! জীবাত্মা পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথমে রেতঃ আশ্রয় করিয়া পরিশেষে স্ত্রীদিগের গর্ভকোষে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাকালে ইহলোকে সমাগত ও পরলোকগত হয়। এইরূপে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্ম প্রভাবে বারংবার সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া যমদূতদিগের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। সমুদায় প্রাণীকে জন্মাবধি স্ব স্ব ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সতত সুখভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি নিরন্তর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে দেহান্তে যমলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। ইতিহাস, পুরাণ ও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, যমলোকে দেবতাদিগের বাসোপযোগী স্থানের ন্যায় অতি পবিত্র স্থান এবং তির্য্যগ্‌যোনিদিগের বাসোপযোগী স্থান অপেক্ষাও অপবিত্র স্থান সমুদায় বিদ্যমান আছে। যাহারা ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে তথায় নিয়ত সুখভোগ এবং যাহারা ইহলোকে অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তথায় নিয়ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে মানবগণ যে যে কর্ম্ম দ্বারা যে যে প্রকার দুর্গতি লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহপ্রযুক্ত পতিত ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করেন, তিনি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ পঞ্চদশবর্ষ খরযোনি, তৎপরে সাত বৎসর গোযোনি, তৎপরে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস যোনি লাভ করিয়া পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির যাজনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনি দেহান্তে প্রথমতঃ পঞ্চদশ বৎসর কৃমিযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর গর্দ্দভযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শূকরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর কুক্কুটযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শৃগালযোনি ও তৎপরে এক বৎসর কুক্কুরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানুষযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। যে শিষ্য উপাধ্যায়ের অনিষ্টসাধন করে, সে দেহত্যাগের পর প্রথমে কুক্কুর, তৎপরে রাক্ষস ও তৎপরে গর্দ্দভযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে পাপাত্মা মনে মনেও গুরুপত্নীহরণের চিন্তা করে, সে সেই অধর্ম্মচিন্তানিবন্ধন দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ তিন বৎসর কুক্কুর ও একবৎসর কৃমিযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে উপাধ্যায় কোন কারণব্যতীত পুত্রতুল্য প্রিয় শিষ্যকে প্রহার করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই হিংস্রযোনি লাভ হয়। যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে, দেহান্তে তাহাকে দশ বৎসর গর্দ্দভ ও এক বৎসর কুম্ভীর যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্টসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোধান্বিত করেন, সে দেহান্তে প্রথমতঃ দশ মাস গর্দ্দভ, পরে চতুর্দ্দশ মাস কুক্কুর ও তৎপরে সাত মাস বিড়ালযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতাকে তিরস্কার করিলে দেহান্তে সারিকাযোনি এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দেহান্তে প্রথমতঃ দশ বৎসর কচ্ছপ, তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী ও তৎপরে ছয় মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণানন্তর পরিশেষে মানবযোনি লাভ হয়। যে ব্যক্তি রাজভৃত্য হইয়া রাজার অসন্তোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ দশ বৎসর বানর, পরে পাঁচ বৎসর মূষিক ও তৎপরে ছয় মাস কুক্কুরযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন অপহরণ করে, তাহাকে দেহান্তে ক্রমে ক্রমে শত যোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনি লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে স্বীয় পাপের ধ্বংস হইলে পুনরায় মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি মানবলীলা সংবরণের পর খঞ্জন পক্ষী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমতঃ আট বৎসর মৎস্য, তৎপরে চারি মাস মৃগ, পরে এক বৎসর ছাগ ও তৎপরে কিয়ৎকাল কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনি লাভ করে। যে ব্যক্তি ধান্য, যব, তিল, মাষ, কুলথ, সর্ষপ, ছোলক, কলায়, মুদ্গ, গোধূম ও অতসী প্রভৃতি শস্য অপহরণ করে, তাহার দেহান্তে প্রথম মূষিকযোনি লাভ হয়। তৎপরে সে মৃগ হইয়া কিছুকালের পর প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রী অপহরণ করে, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বৃক, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র, সর্প, কঙ্ক ও বকযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীর সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে এক বৎসরকাল পুংস্কোকিল হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নী অপহরণ করে, তাহাকে প্রথমতঃ পাঁচ বৎসর শূকর; পরে দশ বৎসর বৃক, তৎপরে পাঁচ বৎসর বিড়াল, তৎপরে দশবৎসর কুক্কুট, তিন মাস পিপীলিকা ও একমাস কীটযোনিতে পরিভ্রমণের পর কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। পরিশেষে সে ঐ যোনিতে চতুর্দ্দশ মাস অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত বিবাহ, যজ্ঞ বা দানকার্য্যের বিঘ্নোৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সে কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় মানবদেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ এক পাত্রে কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যাকে অন্য পাত্রে দান করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে দেহান্তে কৃমিযোনি লাভ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাপভোগ করিতে হয়। পরে পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তি দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য সম্পাদন না করিয়া ভোজন করে, দেহান্তে তাহাকে কাকযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে হয়। তৎপরে সে কিয়ৎকাল কুক্কুটযোনি ও একমাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করে, তাহার দেহান্তে দুই বৎসর ক্রৌঞ্চযোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণীগমন করিলে তাহাকে প্রথমতঃ কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, পরে সে সেই কৃমিযোনি

হইতে মুক্ত হইয়া শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত ও কালকবলে নিপতিত হয় এবং পরিশেষে কিয়ৎকাল কুক্কুরযোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে মূষিকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয়-গমন করিলে, যমদূতেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দণ্ড, মুদ্গর, শূল, অগ্নিকুণ্ড, খড়্গ, উত্তপ্ত বালুকা ও কণ্টকযুক্ত শাল্মলী প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশকর বস্তু দ্বারা তাহাকে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক নিপাতিত করে। অনন্তর সে প্রথমতঃ কৃমিযোনি পরিগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া বারংবার গর্ভগত ও তন্মধ্যে বিনষ্ট হয়। কৃতঘ্ন এইরূপে বহুবিধ গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে এবং ঐ যোনিতে বহুকাল দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে কূর্ম্মযোনি প্রাপ্ত হয়। দধি হরণ করিলে বক, অসংস্কৃত মৎস্য হরণ করিলে বানর, মধু হরণ করিলে দংশ, ফলমূল ও পিষ্টক হরণ করিলে পিপীলিকা, রাজমাস হরণ করিলে হলগোলক নামক কীট, পায়স হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী, পিষ্টক হরণ করিলে উলূক, লৌহ হরণ করিলে বায়স, কাংস্যপাত্র হরণ করিলে হারীত, রৌপ্যপাত্র অপহরণ করিলে কপোত, স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিলে কৃমি, ধৌত কৌষেয় বস্ত্র অপহরণ করিলে কৃকর পক্ষী, কৌষেয় বস্ত্র হরণ করিলে বর্ত্তক পক্ষী, বিচিত্র বস্ত্র অপহরণ করিলে শুক, পট্টবস্ত্র অপহরণ করিলে হংস, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, ক্ষৌম ও মেষলোমজ বস্ত্র অপহরণ করিলে শশ, অলঙ্কার অপহরণ করিলে ময়ূর ও রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে চকোরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া গন্ধদ্রব্য অপহরণ করে, সে ছুছুন্দরী যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ অপহরণ করিলে বকযোনি ও তৈল অপহরণ করিলে তৈলপায়িকযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে নরাধম সশস্ত্র হইয়া অর্থলাভ বা বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অশস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করে, সে দেহান্তে খরযোনি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ মৃগযোনিতে তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইতে হয়। তৎপরে এক বৎসর অতীত হইলে সে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক চতুর্থ মাসে জালিকদিগের জালে বদ্ধ ও নিহত হইয়া থাকে। অনন্তর তাহাকে ব্যাঘ্রযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দশ বৎসর ও দ্বীপিযোনিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। এইরূপে বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ দ্বারা অধর্ম্ম ক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। স্ত্রীহত্যাকারী নরাধমকে, দেহান্তে যমলোকে গমনপূর্ব্বক বহুতর ক্লেশভোগ ও বিংশতিপ্রকার নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঐ যোনিতে বিংশতি বৎসর নরকভোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোজনদ্রব্য অপহারী ব্যক্তি দেহান্তে মক্ষিকাযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বহুদিন মক্ষিকাদিগের সহিত বাস করিয়া পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধান্য অপহরণ করিলে পরজন্মে অতিশয় লোমশ হইতে হয়। যে ব্যক্তি তিলকল্ক মিশ্রিত ভোজনদ্রব্য অপহরণ করে, সে সেই অপহৃত দ্রব্য পরিমিতাকার মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রতিদিন মানবগণকে দংশন করে এবং বহুদিনের পর পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ঘৃত অপহরণ করিলে দাত্যূহযোনিতে, মৎস্য অপহরণ করিলে কাকযোনিতে, লবণ অপহরণ করিলে দণ্ডকাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন অপহরণ করে, সে দেহান্তে মৎস্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই মৎস্যযোনিতে কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ করিয়া নিতান্ত অল্পায়ুঃ হয়।

মানবগণ এইরূপে বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া বিবিধ তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা লোভ মোহপ্রযুক্ত পাপানুষ্ঠান করিয়া ব্রতাদি দ্বারা তাহা নিরাকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিরন্তর সুখদুঃখযুক্ত ও ব্যথিত হইয়া কালযাপন এবং দেহান্তে লোভমোহপরায়ণ, পাপশীল ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সকল মহাত্মা জন্মাবধি পাপকর্ম্মে যথোচিত ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা রোগশূন্য, ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বোক্তরূপ পাপে আসক্ত হইলে উহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোনিপরিগ্রহ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট পরদ্রব্যাপহরণ প্রভৃতি কয়েকটি পাপ কর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর তুমি কথাপ্রসঙ্গে অন্যান্য পাপকর্ম্মের দোষ সবিস্তরে শ্রবণ করিবে। পূর্ব্বে আমি সুরর্ষিগণের সমীপে ব্রহ্মার মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করাতে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। তুমি আমার এই সমস্ত বাক্য অনুধাবনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি অধর্ম্মের ফল সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মের ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব লোকে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কিরূপে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে এবং কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদিলাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহারা সর্ব্বদা বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে, আর যাহারা অজ্ঞানবশতঃ অধর্ম্মাচরণ করিয়া পরিশেষে মনঃসংযমপূর্ব্বক অনুতাপিত হন, তাহাদিগকে কখনই স্বীয় দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির মন যেরূপ প্রমাণে স্বীয় দুষ্কৃতকে নিন্দা করে, সে সেই পরিমাণে অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় দুষ্কৃত ব্যক্ত করে, অবিলম্বে তাহার অধর্ম্মকৃত অপবাদ তিরোহিত হইয়া যায়। মনুষ্য সম্যক্‌রূপে স্বীয় অধর্ম্ম ব্যক্ত করিলে নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পাপানুষ্ঠান করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু দান করে তাহার পরলোকে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়।

এক্ষণে মনুষ্য পাপাচরণ করিয়াও যে যে বস্তু দান করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্ন দান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সরল হৃদয়ে অন্নদান করা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ন মানবগণের প্রাণস্বরূপ, অন্ন হইতেই প্রাণিগণ সমুদ্ভূত হয় এবং অন্নেই সমুদায় লোক প্রতিষ্ঠিত থাকে, সুতরাং অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। দেবগণ, পিতৃগণ ও মানবগণ অন্নদানেরই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহারাজ রন্তিদেব অন্নদান করিয়াই স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। অতএব প্রসন্ন মনে স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়লব্ধ অন্ন প্রদান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে সহস্র ব্রাহ্মণকে অন্ন ভোজন করান, তাঁহাকে কখনই তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিতে হয় না। পাপনিরত ব্যক্তি দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষালব্ধ অন্নদান করিলে নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে ভুজবলার্জ্জিত অন্ন প্রদান করেন, তাঁহাকে কখনই পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। যে বৈশ্য কৃষিলব্ধ দ্রব্য ষড়্‌ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করে, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আর যে শূদ্র প্রাণপণে ভারবহনাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করে, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হিংসাবিহীন হইয়া পরিশ্রম দ্বারা অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করে, সে কখনই দুঃখে অভিভূত হয় না। মনুষ্য ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন পূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরন্তর অন্নদান করে, সে সৎপথাবলম্বী, বলশালী ও নিষ্পাপ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই দানশীল ব্যক্তিদিগের পথ অবলম্বন করেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সনাতন ধর্ম্ম অন্নদাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন, সর্ব্বদা সৎপাত্রে দান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নই লোকের পরম গতি। অন্নদান করিলে কখনই মনুষ্যকে নিরয়গামী হইতে হয় না। গৃহস্থ প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। অন্নদান দ্বারা দিবসকে

সফল করা সর্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম, ন্যায় ও ইতিহাসবেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহাকে কখনই সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে অশেষসুখভোগ এবং পরজন্মে রূপবান্ কীর্তিমান ও ধনবান্ হইয়া পরমসুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় ধর্ম ও দানের মূলস্বরূপ অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! অহিংসা, বেদোক্তকার্য্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই কয়েকটির মধ্যে কোনটি মনুষ্যের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে?

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্মরাজ! এই সমস্ত ধর্মকার্য্য শ্রেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ পূর্বক অহিংসা ধর্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। যিনি সকল প্রাণীকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কাহাকেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করেন না, তিনি দেহান্তে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগাভিলাষী ও দুঃখভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতি নির্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না। এই আমি তোমার নিকট ধর্মের সংক্ষেপ লক্ষণ কীর্তন করিলাম। যিনি এই মতের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন, তাঁহার অধর্মানুষ্ঠান করা হয়। প্রত্যাখ্যান, দান, সুখদুঃখ, প্রিয়কার্য্য ও অপ্রিয়কার্য্য এই কয়েকটি হইতে যে সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, মনুষ্য তাহা আত্মপর্য্যালোচনা দ্বারা সাধারণ বলিয়া অবগত হইবে। মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে, অতএব হিংসা না করিয়া সকলকে প্রতিপালন করাই কর্তব্য। যিনি কেবল লোকের প্রতিপালনেই নিরত থাকেন, তিনি সাধুগণনিষেবিত ধর্মের ন্যায় জীবলোকের প্রমাণস্থল হইয়া থাকেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ধর্মরাজকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্বসমক্ষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুরাচার্য্য প্রস্থান করিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণানুসারে অহিংসা ধর্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কিরূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ব্রহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসা ধর্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপস্থিত হইলে অহিংসা ধর্ম আর সম্পন্ন হইতে সমর্থ হয় না। চতুষ্পাদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্মে অন্যান্য ধর্ম সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাঁহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হন না এবং কদাপি মাংসভক্ষণ করেন না, তিনি বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংসভক্ষণাভিলাষ, মাংসভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংসভক্ষণ দ্বারা হিংসাজনিত পাপ জন্মে, এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মনীষিগণ কদাপি মাংসাহার করেন না। এক্ষণে মাংস ভক্ষণের দোষ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মোহ প্রভাবে পুত্রমাংসসদৃশ মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রী পুরুষের সংযোগ যেমন সন্তানোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জিহ্বাই রসজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ মাংসের আস্বাদনই মাংসানুরাগের হেতু বলিয়া অভিহিত হয়। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে অতিশয় আসক্তি জন্মে, মাংসভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হয়, ভেরী, মৃদঙ্গ ও তন্ত্রী শ্রবণে কখনই তাদৃশ আমোদ হয় না। মাংসভোজী ব্যক্তিরা মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্ত্য, অসংকল্পিত ও অনির্দিষ্ট সন্দেহ নাই। ফলতঃ মাংসের প্রশংসাও দোষাবহ। পূর্বে অনেকানেক মহাত্মা আপনার মাংস প্রদান পূর্বক পরপ্রাণ রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট অহিংসা ধর্ম কীর্তন করিলাম।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্বে বারংবার অহিংসাকে পরম ধর্ম এবং শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে বিবিধ মাংসপ্রদান করা কর্তব্য কর্ম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, কিন্তু হিংসা না করিলে মাংস লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং শ্রাদ্ধে কিরূপে মাংস প্রদান করা যাইতে পারে? এক্ষণে এই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মে আমার অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি ঐ সংশয় ছেদন এবং মাংস ভক্ষণ করিলে কি দোষ, ভক্ষণ না করিলে কি গুণ, আর ভক্ষণার্থ স্বয়ং পশু বিনাশ, অন্যকর্তৃক নিহত পশুর মাংসভোজন, অন্যের ভোজনার্থ বিনাশ ও ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব আপনি সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! মাংস ভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা সর্বাগ্রে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান্ অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু বলশালী ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। ঋষিগণ কহিয়াছেন, শতবর্ষ প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধু মাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বালখিল্য ও মরীচিপ মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে সর্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংসভোজন না করে, সে সর্বভূতের অধৃষ্য, সর্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র ও সাধুদিগের সম্মানভাজন হয়। তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংসভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা, যজ্বা ও তপস্বী হইতে পারে। যে ব্যক্তি শত বৎসর প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মধুপান ও মাংসভোজনে বিরত হয়, সে অনায়াসে যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও তপশ্চরণ করিতে পারে। মনুষ্য প্রথমে মাংসভোজন করিয়া পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ধর্মলাভ করিতে পারে, বেদাধ্যয়ন ও সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেরূপ ধর্মলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহার মাংসের আস্বাদগ্রহ হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংসপরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা মাংসপরিত্যাগপূর্বক সমুদায় প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দেশ করা যায়, সন্দেহ নাই। মনীষিগণ এই অহিংসারূপ পরম ধর্মেরই নিয়ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্ম-

গণকর্ত্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? মাংসভোজন পরিত্যাগ স্বর্গ, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ, অতএব অহিংসাকে পরম ধর্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্য স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণিবধ ভিন্ন তৃণকাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড হইতে মাংস লাভের সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত মাংসভোজন নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে। স্বধা, স্বাহা ও অমৃতভোজী দেবগণ সর্ব্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাচ হিংসায় প্রবৃত্ত হন না। যাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে কোন কালে দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি, বা সর্পপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না। তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তিজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশুহত্যা একেবারে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীবহত্যা করিয়া থাকে। যদি মাংসাশী ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপকার্য্যে নিরত হয় না। যাহারা হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়। অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করা হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। হিংস্র জন্তুসদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশিগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। লোভ, বুদ্ধি, মোহ, বলবীর্য্য লাভ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গবশতঃ মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি পর মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সংসারমধ্যে উদ্বিগ্নচিত্তে কালহরণ করিতে হয়। বেদবিত মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগকে যশঃ, আয়ু ও স্বর্গলাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে আমি মহর্ষি বৃহস্পতির নিকট মাংস ভোজনের যে সমুদায় দোষ শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংসভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফল ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংসভোজন করে, তাহাদের তিনজনকেই প্রাণিহিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা এইরূপে তিনপ্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি মাংসভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে উহাতে প্রবৃত্ত করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যিনি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হন, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগহীন ও সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে পারেন। মাংসভক্ষণ না করিলে হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়। যে ব্যক্তি বিধিবিবর্জ্জিত অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনুমত্যনুসারে প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করেন, তাঁহার অতি অল্পমাত্র দোষ জন্মে। পশুঘাতক অন্যের ভোজনার্থ পশুহিংসা করিলে তাহাকে যাদৃশ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়, ভোক্তাকে তাদৃশ পাপভাগী হইতে হয় না। যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশুবিনাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। প্রথমতঃ মাংসভোজনে নিরত থাকিয়া পরিণামে তাহা পরিত্যাগ করিলে বিপুল ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। যাহারা হত্যা করিবার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, ক্রয়, বিক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাতকে লিপ্ত হয়।

এক্ষণে অন্য এক ঋষিগণসমাদৃত বেদসম্মত পুরাতন প্রমাণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কেবল গৃহীদিগের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাত্মা মনু কহিয়াছেন যে, যে মাংস মন্ত্রপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে প্রদান করা হয়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথামাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি আপনার ইষ্টকামনা করে, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তাহার শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোকলাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহিসমুদায়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংসভক্ষণবিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হইয়া চেদিরাজ বসুর নিকট গমনপূর্ব্বক, মাংস অভক্ষ্য কি না, এই প্রশ্ন করিলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধ জন্য তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে পাতালতলে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ একবারে আরণ্য পশু সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অদ্যাপি দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আরণ্য পশুর মাংস প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহা প্রোক্ষিত করিতে হয় না।

মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদায় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মতে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ এক শত বৎসর ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য ফল লাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে মধু ও মাংস পরিত্যাগ করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি বর্ষাকালীন চারিমাস মাংস পরিত্যাগ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ুঃ, কীর্ত্তি বল ও যশোলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদায় কার্ত্তিক মাস মাংসভোজন না করে, তাহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা সমুদায় কার্ত্তিক মাসের একপক্ষ মাংসভক্ষণে নিবৃত্ত ও হিংসায় বিরত হয়, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলোকে স্থানলাভ করে। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী মহাত্মা নাভাগ, অম্বরীষ, গয়, আয়ু, অনরণ্য, দিলীপ, রঘু, পুরু, কার্ত্তবীর্য্য, অনিরুদ্ধ, নহুষ, যযাতি, নৃগ, বিষ্বক্সেন, শশবিন্দু, যুবনাশ্ব, শিবি, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, শ্যেনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, কৃপ, ভরত, দুষ্মন্ত, করূষ, রাম, অলর্ক, নল, বিরূপাশ্ব, নিমি, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, শম্ভু, শ্বেত, সগর, অজ, ধুন্ধু, সুবাহু, হর্য্যশ্ব ও ক্ষুপ প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদায় কার্ত্তিক মাস ও কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে। তাঁহারা সহস্র কামিনী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরমসুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন। যে মহাত্মারা এই উৎকৃষ্ট অহিংসাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অনায়াসে স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধু, মাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হন। যাঁহারা এই অহিংসাধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও তাঁহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয় না। তাঁহাদিগের সমুদায় পাপ বিনাশ ও জ্ঞাতিমধ্যে প্রাধান্যলাভ হয়। এই অহিংসা ধর্ম্ম প্রভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ্‌ হইতে উদ্ধৃত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী রোগশূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহারা এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কখনই তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিতে হয় না, প্রত্যুত তাহাদিগের বিপুল অর্থ ও কান্তি লাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষিকথিত মাংসভক্ষণ ও মাংস পরিত্যাগের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে মাংসলোলুপ নৃশংসেরা রাক্ষসের ন্যায় মাংসেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে; বিবিধ অপূপ, শাক ও খণ্ডপ্রস্তুত নানাপ্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্যের তাদৃশ প্রীতি প্রদর্শন করে না। তাহাদিগের তাদৃশ স্বভাব দর্শনে আমার মন মোহে অভিভূত হইতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হয় যে, মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ ও অভক্ষণের দোষ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মাংস অপেক্ষা যে সুস্বাদু দ্রব্য আর কিছুই নাই, এ কথা নিতান্ত অলীক। স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ ও পথগমনক্লেশে ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাংস পুষ্টিকর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মাংস ভক্ষণ করিলে অচিরাৎ বল ও পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে। মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংস-

হার পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি অন্যের মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা অপেক্ষা ক্রূরাশয় নির্দ্দয় আর নাই। এই জীবলোকে জন্তুগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, অতএব মনুষ্য আপনার ন্যায় অন্যের প্রাণ সংহার করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। শুক্র হইতেই মাংস উৎপন্ন হয়; অতএব উহা ভক্ষণ করা নিঘৃণের কর্ম্ম। মাংস ভক্ষণ করিলে সমধিক পাপ ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে বিপুল পুণ্যলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পশু সকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সেই যজ্ঞব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দিগের পশুহিংসাবিষয়ে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় পরাক্রমোপার্জ্জিত মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাদিগকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় আরণ্য মৃগকে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়; হয় মৃগেরা আমাকে বিনাশ করুক না, হয় আমি উহাদিগকে সংহার করিব, মৃগয়াকালে মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। এই কারণে মৃগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দয়াবান্, তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না। দয়াবান্‌দিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মারা সতত অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। যে মহাত্মা দয়াপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। প্রাণিগণ সেই অভয়দাতা ক্ষত, স্খলিত বা আহত হউন সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু, রাক্ষস বা পিশাচেরাও তাঁহাকে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ্ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কখন হয় নাই হইবেও না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণীরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ এই সংসারমধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহারনিরত তাহারা প্রথমতঃ কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারংবার তির্য্যক্ জাতির গর্ভে অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষার, অম্ল ও কটুরস এবং মূত্র শ্লেষ্মা ও পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়। তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পতিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বারংবার অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব সমুদায় প্রাণীর আত্মার ন্যায় দয়াবান্ হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান লাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মারা জীবিতপ্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্ত্তৃক আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষপ্রকাশ করে, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে দান ও সমস্ত তীর্থ স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতা মাতা স্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সামান্যতঃ অহিংসার ফল কীর্ত্তন করিলাম; ইহার সমগ্র ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করা যে নিতান্ত দুষ্কর, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ইহলোকে কি ধনবান্, কি নির্দ্ধন, কি পুণ্যবান্, কি পাপাত্মা সকলেরই মৃত্যু হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি উহার কারণ এবং কিরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কিরূপ গতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি বেদব্যাসকীটসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তনচ্ছলে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা সর্ব্বলোকের ভাষাভিজ্ঞ ও গতিজ্ঞ বেদবেত্তা বেদব্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কীটকে শকটমার্গে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কীট! তোমাকে নিতান্ত ভীত ও ত্বরান্বিত দেখিতেছি, অতএব তুমি স্বীয় ভয়ের কারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন কীট কহিল, ভগবন্! ঐ অদূরবর্ত্তী শকটের যেরূপ ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং শকটবাহী বৃষগণ সারথির কশাঘাতে তাড়িত হইয়া যেরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, মাদৃশ ক্ষুদ্র কীট কখনই উহা শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। আমি ঐ শব্দ শ্রবণে নিতান্ত আকুলিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। ইহলোকে সমুদায় প্রাণীরই জীবন সুদুর্লভ এবং মৃত্যু নিতান্ত দুঃখজনক। এই নিমিত্ত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

কীট এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কীট! তুমি যখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার সুখলাভের প্রত্যাশা কি? তুমি রূপরসাদি বিষয় সমুদায়ের সম্যক্‌রূপে আস্বাদগ্রহ করিতে সমর্থ হও না, সুতরাং আমার মতে তোমার মরণই শ্রেয়স্কর।

তখন কীট কহিল, ভগবন্! জীবমাত্রেই ইহলোকে সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত আমি এই নিকৃষ্ট জন্মেও সুখলাভের প্রত্যাশা করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। কি মনুষ্য, কি তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণ সকলেই জন্মাবধি পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ভোগের অধিকারী হয়। পূর্ব্বজন্মে আমি এক বিপুল ধনশালী শূদ্র ছিলাম। ঐ জন্মে আমি সতত ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতাম। আমার তুল্য নৃশংস, কদর্য্যস্বভাব, বৃদ্ধিজীবী, দুর্ম্মুখ, ছলগ্রাহী, হিংসাপরতন্ত্র, বঞ্চক ও পরস্বাপহারী প্রায় কেহই ছিল না। আমি ভৃত্য ও অতিথিদিগকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং স্বাদু বস্তু ভোজন করিতাম। অর্থলালসানিবন্ধন দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কখন অন্নদান করি নাই। যাহারা ভীত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইত, আমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ না করিয়া অকারণে পরিত্যাগ করিতাম। লোকের ধনধান্য, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যান ও বস্ত্র প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেই আমার অসূয়া উপস্থিত হইত। আমি কদাপি অন্যের সুখ বা ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতাম না। সর্ব্বদাই আত্মকামনা পরিপূর্ণ এবং অন্যের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমাকে সেই পূর্ব্বকৃত নৃশংস ব্যবহার সমুদায় স্মরণ করিয়া যারপর নাই অনুতাপ করিতে হইতেছে। আমি এইরূপে পূর্ব্বজন্মে সৎকার্য্যের ফল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া কদাচ কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। কেবল বৃদ্ধা জননীর সেবা ও এক দিন এক কুলশীলসম্পন্ন অতিথি আমার গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিত সৎকার করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত অদ্যাপি জন্মান্তরীণ কার্য্য সমুদায় আমার স্মৃতিপথে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সৎকর্ম্ম দ্বারা পুনরায় সুখলাভের বাসনা করিতেছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সময়োচিত হিতোপদেশ প্রদান করুন।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

তখন মহর্ষি বেদব্যাস সেই কীটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কীট! তুমি তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়াও কেবল আমার দর্শনলাভ নিবন্ধনই একবারে মুগ্ধ হইতেছ না। আমি তপোবলে দর্শনমাত্রেই সকলকে পরিত্রাণ করিতে পারি। তপোবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর কিছুই নাই। আমি তপোবলে বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে, তুমি স্বীয় পূর্ব্বকৃত পাপপ্রভাবে কীটত্ব লাভ করিয়াছ। যদি তুমি এক্ষণে ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অচিরায় ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। কি দেবতা, কি তির্য্যগ্‌যোনি, কি মনুষ্য, সকলকেই এই কর্ম্মভূমিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হউক, বা মূঢ়ই হউক, দেহান্তে কর্ম্মফল কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণ জীবিত থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যের পূজা করে, অতঃপর তুমি সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অনায়াসে রূপরসাদি বিষয় সমুদায় উপভোগ করিতে পারিবে। ঐ সময় আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিব এবং তুমি যে লোকে গমন করিতে বাসনা করিবে, তথায় লইয়া যাইব। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে কীট তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শকট তথায় সমুপস্থিত হইলে তাহার চক্রাঘাতে উহার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন সে ক্রমে ক্রমে শল্লকী, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিল। শল্লকী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় যোনিতেই সে বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে পূর্ব্বের ন্যায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে কীটত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া রাজা হইয়াছি এক্ষণে আমি স্বর্ণমাল্যধারী মহাবলপরাক্রান্ত কুঞ্জরগণের পৃষ্ঠে এবং কাম্বোজদেশীয় অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণযুক্ত বিবিধ যানে আরোহণ করিতেছি। প্রতিদিন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত একত্র পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। নির্ব্বাত গৃহমধ্যে অতি উৎকৃষ্ট মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করি। রজনী শেষে দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করেন, তদ্রূপ সূত, মাগধ ও বন্দিগণ আমার স্তবপাঠ করিয়া থাকে। হে ভগবন্! আমি এইরূপে আপনার তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া পরম সুখসম্ভোগ করিতেছি; অতএব আপনাকে নমস্কার। এক্ষণে আমি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা আদেশ করুন।

তখন বেদব্যাস তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আজি তুমি বিবিধ বাক্যবিন্যাস দ্বারা আমাকে স্তব করিলে। পূর্ব্বে কীটযোনিতে তোমার স্মরণশক্তি কলুষিত হইয়াছিল। যাহা হউক তুমি পূর্ব্বে শূদ্রযোনিতে আততায়ী ও অতি নৃশংস হইয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলে, অদ্যাপি তোমার সে পাপ ধ্বংস হয় নাই। পূর্ব্বজন্মে তোমার যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয় ছিল বলিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকার এবং আমার অর্চ্চনা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়াছে। অতঃপর তুমি গোধন ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইবে এবং পরিশেষে সদক্ষিণ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরলোকে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই রাজা আপনার জন্মান্তরীণ ভাব সমুদায় স্মরণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস সেই ধর্ম্মার্থবেত্তা ভূপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কঠোর তপস্যা দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয়, শুভাশুভবিচারক ও স্বধর্ম্মনিরত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর, তাহা হইলেই পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ভূপতি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অতি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বেদব্যাস ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না। ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে উৎকৃষ্টযোনিতে এবং যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদেই আমার দুর্লভ জন্মলাভ হইয়াছে। আজি আমি ধর্ম্মমূল উৎকৃষ্ট জাতি লাভ করিয়া সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতাসহকারে মহর্ষি বেদব্যাসের স্তব করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই কীট ভগবান্ বেদব্যাসের প্রসাদে দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল। সে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। অতএব যাহারা সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত ক্ষত্রকুলোদ্ভব মহাত্মা এই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্যা, তপস্যা ও দান এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে মৈত্রেয় ও বেদব্যাসসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি বেদব্যাস ছদ্মবেশে বারাণসীমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিবংশসম্ভূত মৈত্রেয়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে মুনিবর মৈত্রেয় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহার দ্রব্য প্রদান করিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই উৎকৃষ্ট সামগ্রী সমুদায় ভোজন পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিবার সময় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মৈত্রেয় তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি অতি বিনীতভাবে আপনাকে অভিবাদন করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি তপস্বী ও ধৈর্য্যশালী হইয়াও এরূপ আহ্লাদিত চিত্তে হাস্য করিতেছেন কেন? এক্ষণে আপনাকে এরূপ আহ্লাদিত দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনি জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে আমার তপস্যার মহাফল দর্শন করিয়াছেন। আপনি জীবন্মুক্ত ও আমি সামান্য তপস্বী; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে এতাদৃশ হৃষ্ট দেখিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, আপনার সহিত আমার অধিক বিভিন্নতা নাই।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহাত্মন্! বেদপ্রমাণানুসারে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে গতি লাভ হয়; তুমি সামান্য অন্নাদি দান করিয়াই সেই গতি লাভ করিবে বিবেচনা করিয়া আমি এতাদৃশ আহ্লাদিত হইয়াছি। বেদে অস্রোহ, দান ও সত্যবাক্য প্রয়োগ এই তিন কার্য্যই পুরুষের অতি উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই বেদোক্ত বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগেরও এই বাক্যানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে ভোজন দান করা অপেক্ষা মহাফলপ্রদ কার্য্য অতি অল্পই আছে। তুমি অকপট হৃদয়ে আমাকে এই উৎকৃষ্ট ভোজন দ্রব্য প্রদান করিয়া মহাযজ্ঞসাধ্য লোক সমুদায় জয় করিয়াছ। আমি তোমার পবিত্র দান ও তপস্যায় পরম প্রীত হইয়াছি। কেবল দানপ্রভাবেই তোমার শরীর ও গাত্রগন্ধ অতি পবিত্র হইয়াছে। তোমাকে দর্শন করিলেও পুণ্য জন্মে। দান, তীর্থস্নান ও তীর্থমৃত্তিকালেপন প্রভৃতি সমুদায় পবিত্র কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শুভফলপ্রদ। বেদে যে সমস্ত কার্য্যের প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, দান সে সমুদায় অপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতগণ দাতাদিগের পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। দাতা ব্যক্তিরাই যথার্থ প্রাণদাতা; তাঁহাদিগের উপরেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান স্বধর্মরূপে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সর্ব্বত্যাগের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য। হে বৎস! তুমি এই দানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ। অতঃপর তুমি সমধিক সুখলাভে সমর্থ হইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই যে দান, যজ্ঞ, সম্পত্তি ও অশেষ সুখলাভে অধিকারী হয়, ইহা আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে দুঃখ এবং যে ব্যক্তি তপস্যাদি কষ্টসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে সুখভোগ করিয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যশীল, কতকগুলি পাপপরায়ণ ও কতকগুলি পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত। যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুণ্যশীল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাহারা অন্যের বিদ্রোহাচরণ প্রভৃতি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পাপপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি সৎকার্য্য ও পরদ্রোহাদি অসৎকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে যত্নবান্ হন, তাঁহাদিগকেই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কতকগুলি লোক পাপপুণ্য নাই মনে করিয়া অনায়াসে পরদ্রব্য হরণাদি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে কখনই পাপপুণ্যবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ দুরাত্মারা নিতান্ত পাপপরায়ণ। উহাদিগকে নিশ্চয়ই দেহান্তে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পুণ্য লাভে অধিকারী হইয়াছ; অতএব পরমাহ্লাদিত চিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি কর।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিতেছেন তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমিও এই বিষয়ে কিছু কহিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাস কহিলেন, মৈত্রেয়! এই বিষয়ে তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রকাশ কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

তখন মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিদ্বান্ ও তপঃপরায়ণ। আপনি যে দানসংক্রান্ত কথা কহিয়াছিলেন, উহা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ। আপনি অতি মহাশয় ও পবিত্র স্বভাব। আপনি আমার আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমি বুদ্ধিবলে আপনাকে সিদ্ধ তপস্বী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আপনার দর্শনমাত্রেই যে আমাদিগের অভ্যুদয় লাভ হয়, কেবল আপনার অনুগ্রহই তাহার কারণ। আর আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ-দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, তাহাও আমার কর্ম্মফলনিবন্ধন সন্দেহ নাই। যিনি তপোনিরত, বেদজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে সমুদ্ভূত, তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারিলেই দেবতা ও পিতৃগণ তুষ্টিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে জ্ঞানবান্দিগের আরাধ্য আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণ না থাকিলে সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া থাকে এবং বর্ণচতুষ্টয়ের বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্য কিছুই বিদ্যমান থাকে না। যেমন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে কৃষক উৎকৃষ্ট ফললাভ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও দানগ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তাহা হইলে ধনীদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক হইত। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলে সেই অন্ন দ্বারা দাতার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না, প্রত্যুত উহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের অন্ন ভোজন করিলে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত উঁহারা গৃহস্থের অন্ন ভক্ষণ করিবেন; কিন্তু গৃহস্থের পরান্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে; কারণ গৃহস্থ যাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সে সন্তান সেই অন্নদাতারই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গ্রহীতা অন্ন গ্রহণ না করিলে অন্নের বৃদ্ধি হয় না এবং অন্নের বৃদ্ধি না হইলে দাতারও দানে প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই উভয়ের উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই উহা ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা সদ্বংশজাত, তপোনিরত, দাতা ও অধ্যয়নশীল, তাঁহারাই সকলের পূজ্য। যাঁহারা সেই সমস্ত স্বর্গপ্রদ সাধুগণের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কদাচই মোহিত হইতে হয় না।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহামতি মৈত্রেয় এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মৈত্রেয়! ভাগ্যবলে তোমার এরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। সাধুলোক উৎকৃষ্ট গুণেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। রূপ, বয়স ও সম্পত্তি যে তোমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার কারণ দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে তুমি দান অপেক্ষা যাহা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা কর, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমুদায় বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আমি সেই বেদপ্রমাণানুসারে দানের প্রশংসা করিতেছি, তুমিও বৈদিক মত অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ। ফলতঃ তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান যে দান অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহার সন্দেহ নাই। তপস্যা পরম পবিত্র ও বেদজ্ঞানের সাধন। তপঃপ্রভাবে স্বর্গলাভ করা যায়। তপ ও শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মহত্ত্ব লাভ হয়। মনুষ্য যা কিছু অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যা দ্বারা তৎসমুদায়ই নিরাকৃত হইয়া থাকে। যে কোন অভিসন্ধিতে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। এই জীবলোকে যা কিছু দুষ্প্রাপ্য ও দুরতিক্রমণীয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসমুদায়ই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। তপস্যার বল অতি আশ্চর্য্য। মদ্যপায়ী, চৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সকল বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি যথার্থ চক্ষুষ্মান্, আর তপস্বী যেরূপ হউক না কেন, তাঁহাকেও চক্ষুষ্মান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, অতএব সর্ব্বজ্ঞ ও তপস্বী উভয়কেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সতত দানে অনুরক্ত, তাঁহারা পরলোকে সুখ ও ইহলোকে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। হিতানুষ্ঠানতৎপর মহাত্মারা অন্নদান করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হন। পূজিত ব্যক্তিরা সতত অন্নদাতার পূজা ও সম্মানিত ব্যক্তিরা সতত তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন। অদাতা ব্যক্তি সর্ব্বত্রই হতাদর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেইরূপ ফল লাভ হয়। জীব আকাশে বা পাতালেই অবস্থান করুক, তাহার অবশ্যই স্বকর্ম্মানুরূপ লোক লাভ হইবে। তুমি মেধাবী, সদ্বংশজাত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রহ্মচারী ও ব্রতপরায়ণ; অতএব তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া অভিলাষানুরূপ অন্নপান লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে আমি তোমাকে গৃহস্থদিগের প্রশস্ত কার্য্যে উপদেশ দিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হও। যে গৃহে ভর্ত্তা স্বীয় গৃহিণীতে আসক্ত থাকে এবং গৃহিণী আপনার ভর্ত্তার প্রতিই যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর কল্যাণই উৎপন্ন হয়। যেমন সলিল দ্বারা দেহের মল ক্ষালিত এবং অগ্নিপ্রভা দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ দান ও তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি চলিলাম; তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তুমি বিস্মৃত হইও না। আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ হইবে। মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বস্তিবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধ্বী স্ত্রীদিগের ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী স্বর্গে সমারূঢ়া হইলে, দেবলোকনিবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেবি! তুমি কিরূপ সুশীলতা ও সদাচার দ্বারা সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনলশিখা ও চন্দ্রজ্যোতির ন্যায় সমুজ্জ্বল কলেবরে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে? তোমাকে দিব্য বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বিমানোপরি অসাধারণ তেজঃপ্রকাশ করিতে দেখিয়া বোধ হইতেছে, সুমধিক তপস্যা, দান বা নিয়ম দ্বারা তোমার এই লোক লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে, তুমি আমার নিকট স্বীয় সৎকার্য্য কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

তখন চারুহাসিনী শাণ্ডিলী সুমনার সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন জটাধারণ অথবা কষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কখন ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কখনই কুটিল ভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য কোন হাস্যজনক ও অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম; যে সমুদায় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতাম না। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদায় সম্পাদন করিতাম; আমার পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশসংস্কার এবং গন্ধ, মাল্য, অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযতচিত্তে মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না, পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইতাম না; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহসমুদায় পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম। হে দেবি! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন; তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখসম্ভোগে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভাবা শাণ্ডিলী সুমনার নিকট এইরূপ পতিব্রতা ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি প্রতি পর্ব্বে এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি দেবলোক লাভ করিয়া নন্দনবনে অতুল সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাম ও দান এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ইহলোকে কেহ সাম এবং কেহ বা দান দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে, অতএব লোকের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া, সাম অথবা দান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাহউক, আমার মতে ঐ দুইটির মধ্যে সামই উৎকৃষ্ট। সাম দ্বারা দুর্দ্দান্ত প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ অরণ্যমধ্যে সাম দ্বারা এক রাক্ষসের হস্ত হইতে যেরূপে মুক্ত হইয়াছিলেন, আমি ঐ উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক বুদ্ধিমান্ সুবক্তা ব্রাহ্মণ কোন নির্জ্জন বনের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর নিশাচর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা মুগ্ধ না হইয়া শান্তবাদ দ্বারা বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন নিশাচর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রাহ্মণকুমার! আমার শরীর এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইল কেন? যদি তুমি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

রাক্ষস এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নিশাচর! আমার বোধ হয়, কোন বিদেশস্থ উদাসীন ব্যক্তি তোমার সমক্ষেই তোমার অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতেছে। তোমার মিত্রগণ তোমা কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়াও আপনাদের দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। তুমি গুণবান্ বিনীত ও বিজ্ঞ হইয়াও নির্গুণ মূঢ়দিগের সৎকার লাভ করিতে দেখিতেছ। নীচ ব্যক্তিরা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। তুমি গৌরববিবর্জ্জিত প্রতিগ্রহাদি নীচকার্য্যে বিরত হইয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। তুমি স্বীয় মহানুভাবতা নিবন্ধন স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যাহার উপকার করিয়াছিলে, সে তোমাকে পরাজিত জ্ঞান করিতেছে। কামক্রোধপরতন্ত্র কুপথগামী মনুষ্যদিগকে ক্লেশভোগ করিতে দেখিয়া তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। তুমি জ্ঞানবান্ হইয়াও প্রজ্ঞাবিহীন দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছ। কোন শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি মিত্রভাবে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক তোমাকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তুমি অর্থতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রকুশল ও কৃতী হইয়াও তোমার গুণজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মানিত হইতেছ না। তুমি অসৎসমাজে স্বীয় গুণ সমুদায় ব্যক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হও নাই। অল্পবুদ্ধি ও বেদজ্ঞানবিহীন হইয়া কেবল ধৈর্য্য নিবন্ধন মহৎপদলাভের বাসনা করিতেছ। তুমি বনবাসী হইয়া তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিলেও তোমার বান্ধবগণ ঐ কার্য্যে অনুমোদন করিতেছে না! তোমার একজন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যুবা কামবিমোহিত প্রতিবেশী আছে; সে পাছে তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করে, এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত তোমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। তুমি ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট যথাসময়ে উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিলেও ঐ বাক্য গৌরববিহীন হইয়া থাকে। তোমার একজন পরমাত্মীয় স্বীয় মূর্খতা নিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তুমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইতেছ না। কোন ব্যক্তি তোমাকে প্রথমে তোমার অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ সতত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছে। তুমি স্বীয় গুণপ্রভাবে লোকসমাজে পূজিত হইলেও তোমার বান্ধবগণ তাহাদিগেরই প্রভাবে তোমাকে পূজিত জ্ঞান করিয়া থাকে। তুমি লজ্জাবশতঃ স্বীয় অন্তর্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছ। তুমি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকসমুদায়কে স্বীয় গুণ দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। স্বয়ং অবিদ্বান্ ও অল্পধন হইয়াও বিদ্যাবিক্রয় ও দানলভ্য যশোলাভে তোমার বাসনা হইয়াছে। কখন তুমি চিরাভিলষিত ফললাভে সমর্থ হও নাই। যখন তুমি কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা কর, তখন অন্যে তোমার সেই বিষয়ের বিঘ্ন করিয়া থাকে। তুমি নিরপরাধ হইয়াও অকারণে অন্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ। তুমি গুণবিহীন ও নির্দ্ধন হইয়া স্বীয় সুহৃদ্বর্গের দুঃখমোচন করিতে সমর্থ হইতেছ না। তুমি সাধুদিগকে গৃহস্থ, অসাধুদিগকে বনচারী পুরুষদিগকে গৃহবাসে আসক্ত দেখিয়াছ। তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও সময়োচিত বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি মনীষী হইয়া কৃপণের দত্ত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। পাপাত্মাদিগের উন্নতি ও পুণ্যবান্‌দিগের অবসাদ দর্শন করিয়া তোমার মনে সর্ব্বদা অনুতাপ হইতেছে। তুমি সুহৃদ্বর্গের অনুরোধে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিদিগের প্রীতিকার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ। অথবা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে কুমার্গগামী ও জ্ঞানবান্‌দিগকে অজিতেন্দ্রিয় দেখিয়া তোমাকে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইতেছে। হে নিশাচর! এই সমুদায় অন্তর কারণবশতঃ

তোমার শরীর এরূপ কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে রাক্ষস তাঁহার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার ও অতুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া বিদায় করিল।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রেয়োলাভার্থী দরিদ্র এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে? উৎকৃষ্ট দান কি? কোন্ স্থলে কিরূপ দান করা কর্ত্তব্য আর কাহাদিগকেই বা সম্মান করিতে হয়? আপনি এই সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি ব্যাস আমাকে এই সমস্ত বিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তোমার সমক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। মহাত্মা যম নিয়মপরতন্ত্র ও যোগযুক্ত হইয়া তপস্যার মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে কার্য্য দ্বারা দেবগণ, পিতৃলোক, ঋষি, প্রমথ ও দিগ্‌গজগণ এবং লক্ষ্মী ও চিত্রগুপ্ত প্রীতিলাভ করেন এবং যে শাস্ত্রে সরহস্য মহাফলজনক ঋষিধর্ম্ম, মহাদানফল ও সর্ব্ব যজ্ঞফল কীর্ত্তিত হইয়াছে; যাঁহারা এই কার্য্য ও সেই শাস্ত্র অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দোষশূন্য ও গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। একটি তৈলিক দশ পশুঘাতকের তুল্য, একটি শৌণ্ডিক দশটি তৈলিকের তুল্য, একটি বেশ্যা দশটি শৌণ্ডিকের সদৃশ ও একটি ক্ষুদ্র রাজা দশটি বেশ্যার অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্ররাজা দশ সহস্র পশুঘাতীর তুল্য হইল। সুতরাং যে রাজা প্রধান, তিনি পঞ্চ সহস্র পশুঘাতকের সদৃশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। অতএব ইহাঁদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। সাধু ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত অপবিত্র লোকের নিকট প্রতিগ্রহ না করিয়া ত্রিবর্গ শাস্ত্র, ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং যে শাস্ত্রে পিতৃ ও দেবরহস্য কীর্ত্তিত আছে, সেই দেবচরিত শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন। যে শাস্ত্রে মহাফলজনক সরহস্য ঋষিধর্ম্ম, মহাযজ্ঞফল ও সর্ব্বদানফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন, উত্তমরূপে ধারণ ও অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি নারায়ণস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। যে মহাত্মা ভক্তিসহকারে অতিথিসেবা করেন, তাঁহার গোদান, তীর্থযাত্রা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন ও যাঁহাদিগের মন পরম পবিত্র, সেই সমস্ত সাধু ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অধিকার ও ধর্ম্মজনিত বিবিধ সুখভোগ করিয়া থাকেন।

একদা এক দেবদূত মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণ পরিবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের সভায় অলক্ষিতভাবে গমনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, সুররাজ! আমি অভীষ্টগুণসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নির্দ্দেশানুসারে মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে তিনটি সন্দেহ জন্মিয়াছে, উহাঁরা অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা ভঞ্জন করুন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা কি নিমিত্ত শ্রাদ্ধ দিবসে স্ত্রীসম্ভোগে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন? কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিনটি পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, আর ঐ তিন পিণ্ড কাহার কাহার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে? ইহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় ঔৎসুক্য হইয়াছে।

পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যে আমাদিগের নিকট তিনটি প্রশ্ন করিলে, আমরা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। যে পুরুষ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ও শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করে, তাহার পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধাহ অবধি এক মাস কাল তাহার শুক্রে শয়ন করিয়া থাকেন। আর শ্রাদ্ধকালে অনুক্রমে যে তিনটি পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি জলে নিক্ষেপ, দ্বিতীয়টি প্রধান ভার্য্যাকে আহারার্থ প্রদান ও তৃতীয়টি হুতাশনে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধবিধি এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ইহা প্রতিপালন করেন, পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহার বংশ ও ধনসমৃদ্ধির সমধিক বৃদ্ধি হয়।

দেবদূত কহিলেন, পিতৃগণ! আপনারা জল, পত্নী ও বহ্নিতে পিণ্ড সংস্থাপনের কল্পনা করিলেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে পিণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কোন্ দেবতাকে পরিতৃপ্ত করে ও কিরূপেই বা পিতৃগণের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয়? প্রধানা ভার্য্যা যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার নির্দ্দেশানুসারে ভক্ষণ করে, পিতৃগণ তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার কি শুভকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন এবং যে পিণ্ডটি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা কাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে? আপনারা এই কয়েকটি বিষয় কীর্ত্তন করুন।

তখন পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, উহা অতিশয় বিস্ময়কর। আমরা তোমার এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আর পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। দেবতা ও মহর্ষিগণ পিতৃকার্য্যের সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু উহাঁদের মধ্যে চিরজীবী পিতৃভক্তিপরায়ণ স্বয়ম্ভুপ্রতিম লব্ধবর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত পিতৃকার্য্যের বিধি আর কেহই অবগত নহেন। যে পিণ্ডটি সলিলে নিক্ষেপ করিতে হয়, তদ্দ্বারা ভগবান্ চন্দ্রের প্রীতি জন্মে। চন্দ্র ঐ পিণ্ড দ্বারা স্বয়ং প্রীত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণকে প্রীত করিয়া থাকেন। যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নী তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই পত্নীর গর্ভে পুত্র প্রদান করেন। আর যে পিণ্ডটি অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবদূত! তিন পিণ্ড দ্বারা যেরূপ ফল লাভ হয়, আমরা তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে শ্রাদ্ধ দিবসে শ্রাদ্ধকর্ত্তার যে নিমিত্ত মৈথুন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধদিবসে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃস্বরূপ হইয়া শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, ঐ দিবস তাঁহার স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করা এবং স্নাত ক্ষমাশীল ও শুচি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাঁহার নিশ্চয়ই বংশ বৃদ্ধি হয়।

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, বিদ্যুৎপ্রভ নামে আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী এক মহর্ষি ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া কীট, পিপীলিকা সর্প, মেষ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণিগণের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক যে বিপুল পাপ সঞ্চয় করে, তাহাদিগের সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? মহর্ষি বিদ্যুৎপ্রভ এইরূপ প্রশ্ন করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! যিনি তিন দিন কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্করতীর্থ স্মরণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, গোপুচ্ছে নমস্কার ও আহার পরিত্যাগ করেন, তিনি রাহুবদনবিমুক্ত শশধরের ন্যায় তির্য্যক্‌যোনিবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন, সন্দেহ নাই।

দেবরাজ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমি এক্ষণে সূক্ষ্মতর ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বটকষায় ও প্রিয়ঙ্গু দ্বারা অনুলিপ্ত ও সুবাসিত হইয়া ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক ধান্যের অন্ন ভোজন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। একদা বৃহস্পতি ভগবান্ স্থাণুর নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্য পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক নিরাহার ঊর্দ্ধবাহু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নি দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম ও শীতকালে সূর্য্যের রশ্মিজালে সন্তপ্ত হয়, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই। মহাত্মা বিদ্যুৎপ্রভ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণের মধ্যে অবস্থিত সুরগুরু বৃহস্পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যে ধর্ম্ম মনুষ্যের সুখাবহ এবং যাহা মনুষ্যের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! যাহারা সূর্য্যাভিমুখী হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করে, যাহারা বায়ুর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, যাহারা দুগ্ধ পানের অভিলাষে বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধ দোহনে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহারা হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের যে দোষ জন্মে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সূর্য্য, অনিল, অগ্নি ও লোকমাতা ধেনু সমুদায় স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। উহাঁরা মনুষ্যগণের দেবতা। ইহাঁরাই মনুষ্যগণকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে মনুষ্য স্ত্রী বা পুরুষ সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ

গোলোক ও চন্দ্রসদৃশ কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পর্ব্ব-সময়ে গোষ্ঠমধ্যে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার পাপ, ভয় ও শোকের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। গাভীগণ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইল।

ঐ সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি লোকবিখ্যাত সপ্তমহর্ষি কমলযোনি ব্রহ্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিজর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি সম্বলবিহীন, অথচ দরিদ্র, তাহাদিগের কিরূপে যজ্ঞফল লাভ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা মানবগণের শ্রেয়স্কর অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে মানবগণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পৌষ মাসে শুক্লপক্ষে রোহিণী নক্ষত্রে স্নাত ও পবিত্র হইয়া একবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অনাবৃত প্রদেশে নির্ম্মিত মঞ্চাদির উপর শয়ন করিয়া সমাহিতচিত্তে চন্দ্রের কিরণ পান করে, তাহার নিশ্চয়ই মহাযজ্ঞের ফললাভ হয়। হে তপোধনগণ! তোমরা আমাকে যে পরম রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূর্য্য কহিলেন, পূর্ণিমাতে চন্দ্রোদয় হইলে যে ব্যক্তি ভগবান্ নিশানাথের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল ও ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান করেন, তাঁহার পাকপাত্রাদি অগ্নিতে আহুতি প্রদানের ফল লাভ হয়। অমাবস্যাতে বনস্পতি পরিচ্ছিন্ন করিলে পাপের কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র পত্রচ্ছেদন করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অমাবস্যায় দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে চন্দ্রমার হিংসা করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে, পিতৃগণ তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন। দেবগণ পর্ব্বকালে তাহার প্রদত্ত হবি পরিগ্রহ করেন না এবং তাহার বংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়।

শ্রী কহিলেন, যে ব্যক্তির গৃহে অধিকাংশ প্রকারের ভোগ বস্তু এবং পান ভোজন পাত্র ও আসন সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, দেবতা ও পিতৃগণ, পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে তাহার সেই অন্নমধ্যে কদাচ হব্য কব্য ভোজন করেন না।

অঙ্গিরা কহিলেন, যে ব্যক্তি সংবৎসর কাল যাবৎ [illegible] [illegible] হস্তে ধারণ পূর্ব্বক করঞ্জ বৃক্ষের মূলে দীপ প্রদান করেন, তাঁহার প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত হয়।

গার্গ্য কহিলেন, অতিথিসৎকার যজ্ঞশালায় দীপদান, পুষ্করতীর্থে নাম কীর্ত্তন এবং দিবানিদ্রা, মাংসভোজন ও গোব্রাহ্মণের হিংসা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা ঐ সমুদায় কার্য্যকে মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তৎসমুদায়ের ফল ক্ষীণ হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত অতিথিসৎকারাদি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তাহার ফল কদাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দৈবকার্য্য, তীর্থযাত্রা বা পর্ব্ব উপলক্ষে হবনীয় দ্রব্য আহরণ করিলে যদি রজস্বলা, বিজ্ঞাতিকুলোদ্ভবা বা পুত্রবিহীনা স্ত্রী উহা দর্শন করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাহার ঐ দ্রব্য ভোজনে পরাঙ্মুখ হন এবং পিতৃগণ ত্রয়োদশ বর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র মনে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও ভারত পাঠ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ধৌম্য কহিলেন, ভগ্নভাণ্ড, ভগ্নখট্টা, কুক্কুট, কুক্কুর ও আবাসমধ্যে সমুৎপন্ন বৃক্ষ নিতান্ত অমঙ্গল জনক। যে ব্যক্তির গৃহে ভগ্নভাণ্ড থাকে, তাহাকে সতত কলহে কালাতিপাত করিতে হয়। যাহার গৃহে ভগ্নখট্টা থাকে, তাহার ধনক্ষয় হয় এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে কুক্কুট ও কুক্কুরদিগকে পোষণ করে, দেবগণ তাহার হবনীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব ভগ্নভাণ্ড ও ভগ্নখট্টা পরিত্যাগ করা এবং কুক্কুর ও কুক্কুটদিগের পোষণ না করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ঘোর বৃক্ষমূলে সর্প ও বৃশ্চিকাদির বাস করিবার সম্ভাবনা সুতরাং আবাস মধ্যে বৃক্ষ রোপণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তির হৃদয় অপবিত্র, সে এক অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও অন্যান্য নানাবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান অথবা অধঃশিরা হইয়া তপস্যা করিলেও তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। মনের শুদ্ধি যজ্ঞ ও সত্যের সমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধমনে ব্রাহ্মণকে এক প্রস্থ শক্তু দান করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বায়ু কহিলেন, আমি এক্ষণে মানবগণের সুখাবহ ধর্ম্ম এবং দোষের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি, সকলে সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বর্ষাকালীন চারি মাস পিতৃগণের উদ্দেশে দীপ ও তিলোদক দান, সাধ্যানুসারে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে আহারার্থ পরমান্ন প্রদান ও হোমানুষ্ঠান করে, তাহার একশত পশুবন্ধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এক্ষণে আর এক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, শূদ্র যজ্ঞাগ্নি আহরণ করিলে এবং স্ত্রীলোক ভ্রমবশতঃ যজ্ঞীয় ও যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যজাত মিশ্রিত করিলে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা না করিয়া সেই অগ্নি ও দ্রব্যজাত দ্বারা হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অগ্নি তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন; দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না এবং চরমে তাহাকে শূদ্রযোনি লাভ করিতে হয়। এক্ষণে মানবগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপ হইতে মুক্ত ও সুখী হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। উপবাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তিন দিন গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক বৎসর পরে দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং শ্রাদ্ধ কালেও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন। এই আমি স্বর্গাভিলাষী মানবদিগের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, যাহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া পরস্ত্রী সংসর্গে একান্ত আসক্ত হয়, শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোক কখনই তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। পরস্ত্রীগমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই ত্রিবিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ। যাহারা উহার অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন এবং দেবগণও তাহাদিগের প্রদত্ত হবনীয় দ্রব্যে সমাদর করেন না। অতএব পরস্ত্রীগমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ প্রদর্শন ও ব্রহ্মস্ব অপহরণে পরাঙ্মুখ হওয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে দ্বাদশী ও পূর্ণমাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত ও আতপ তণ্ডুল প্রদান করে, তাহার চন্দ্র ও মহোদধিকে পরিবর্দ্ধিত করা হয়; সে তেজস্বী ও বলবান্ হইয়া থাকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ ফলের চতুর্থাংশ ও ভগবান্ চন্দ্রমা প্রীত হইয়া তাহাকে অভিলষিত ফল প্রদান করেন। এক্ষণে কলিযুগে মনুষ্যগণের যে যে ধর্ম্ম সুখাবহ, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবগাহন ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে তিলপাত্র প্রদান এবং যাহারা পিতৃগণকে মধুমিশ্রিত তিলোদক, দীপ ও কৃশর দান করে, তাহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। সুররাজ ইন্দ্র কহিয়াছিলেন যে, যেব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিলপাত্র দান করে, তাহার গোদান, ভূমিদান ও ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফল লাভ হয়। পিতৃগণ তিলোদক দানকে অক্ষয় দান বলিয়া পরিগণিত করেন। দীপ ও কৃশর প্রদান করিলে তাঁহাদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। এই আমি দেবতা ও পিতৃলোক পূজিত মহর্ষিপ্রদর্শিত পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহর্ষি, পিতৃলোক ও দেবগণ তপঃপরায়ণা ভগবতী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবতি! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রহ্মচারিণী সচ্চরিত্রা ও তপোবৃদ্ধা! এই নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব আপনি ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

তখন অরুন্ধতী কহিলেন, মহাত্মবগণ! আপনারা যে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের অনুগ্রহে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যাঁহাদিগের মন অতিশয় পবিত্র, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মরহস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আর যাহারা অশ্রদ্ধান্বিত, অভিমানী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামী, তাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি দ্বাদশ বৎসর প্রতিদিন এক একটি কপিলা দান, প্রতিমাসে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে শত সহস্র গোদান করিয়া থাকেন, তিনিও অতিথির সন্তোষসম্পাদক মহাত্মার সদৃশ উৎকৃষ্ট ফলভোগী হইতে পারেন না। এক্ষণে মনুষ্যগণের সুখাবহ আর একটি ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে মনুষ্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সলিলের সহিত কুশ গ্রহণপূর্ব্বক গোশৃঙ্গ অভিষিক্ত করেন এবং নিরাহারে সেই গোশৃঙ্গসিক্ত সলিল আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার ত্রিলোকমধ্যে সিদ্ধচারণসেবিত যে সমুদায় পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ে স্নান করা হয়, সন্দেহ নাই। অতএব পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহানুভাবা অরুন্ধতী এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য যাবতীয় দেবতা, পিতৃলোক ও অন্যান্য প্রাণিগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান প্রজাপতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিয়াছ। অতএব আমি প্রীতমনে বরপ্রদান করিতেছি, তোমার তপস্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হউক।

যম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যে ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলে, তাহা পরম রমণীয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে চিত্রগুপ্ত যাহা কহিয়াছেন, আমার প্রীতিকর সেই সমস্ত ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ কর। মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যদিগের শ্রদ্ধাসহকারে এ সমুদায় শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে মনুষ্য যে সমস্ত পাপ পুণ্য সঞ্চয় করে, তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় না। এ সমুদায় পর্ব্বকালে সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রামিত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য লোকান্তরিত হইলে সূর্য্যদেব তাহার শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিলে মনুষ্যকে আপনার পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। অতঃপর যদ্দারা মনুষ্যের ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য সতত পানীয়, দীপ, পাদুকাযুগল ও ছত্র প্রদান করিবে। পুষ্করতীর্থে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলা দান ও পরম যত্নসহকারে অগ্নিহোত্র রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। কালক্রমে সকলকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হয়। তথায় অহঙ্কার পরিপূর্ণ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত নিপীড়িত হইয়া যারপর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দুর্গতি হইতে মুক্ত হওয়া তাহাদের কোনরূপেই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব ইহলোকে যে কার্য্য করিলে পরলোকে ঐ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পানীয় দানই ঐ বিপদ্ উদ্ধারের উৎকৃষ্ট উপায়। উহা অল্পব্যয়েই সম্পাদিত হইতে পারে। পানীয়দান পরলোকে সুখজনক ও উহার ফল অতি মহৎ। যাঁহারা পানীয় দান করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত পরলোকে পবিত্রসলিলা নদী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার জল অক্ষয়, শীতল ও অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর। পানীয়দাতা পরলোকে সেই নদীর জল পান করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রদীপ দান করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দীপদান করেন, তাঁহাকে আর তমোময় প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে হয় না। চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন তাঁহাকে অত্যুৎকৃষ্ট প্রভা প্রদান করিয়া থাকেন। দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল দর্শন করেন এবং তিনি স্বয়ং ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হন। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতঃপর বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলাদান, বিশেষতঃ পুষ্করতীর্থে কপিলাদানের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি পুষ্করতীর্থে কপিলা দান করেন, তাঁহার বৃষের সহিত এক শত গাভী দানের ফল লাভ হয়। পুষ্করতীর্থে একমাত্র কপিলাদান, ব্রহ্মহত্যা সদৃশ ভীষণ পাতক সমুদায় বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে কপিলা দান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগল দান করেন, তাঁহার দুঃখ বা বিঘ্ন কিছুই থাকে না। যিনি ছত্র দান করেন, তিনি পরলোকে সুখজনক ছায়ালাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্য পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া যাহা দান করে, তাহার ফল অবশ্যই ফলিত হয়।

তখন ভগবান্ দিবাকর যমের মুখে চিত্রগুপ্তকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! আপনারা মহাত্মা চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিলেন। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এই সমস্ত বস্তু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। যাহারা ব্রাহ্মণঘাতী গোঘ্ন, পরদারপরায়ণ, বেদে শ্রদ্ধাশূন্য ও জায়াজীবী, সেই সমস্ত পাপাচারনিরত, পামরদিগের সহিত কথোপকথন করাও অনুচিত; তাহারা অতিশয় কদাচারী, তাহাদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে নাই। উহারা লোকান্তরিত হইয়া নিশ্চয়ই পূয়শোণিতভোজী কৃমির ন্যায় নরকে নিপতিত থাকে। পিতৃগণ, দেবগণ, স্নাতক ব্রাহ্মণ ও তপোধনগণ ঐরূপ দুরাচারদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিহার করিতে সতত যত্নবান্ হইবেন।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর দেবতা, পিতৃলোক ও মহর্ষিগণ প্রমথদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নিশাচর প্রমথগণ! তোমরা কিরূপ উচ্ছিষ্ট শরীর, অপবিত্র ও নীচ ব্যক্তিদিগের হিংসা কর। লোকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমাদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমরা মনুষ্যের গৃহে উপদ্রব করিতে পার না, এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তোমরা ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

তখন প্রমথগণ কহিল, যাহারা স্ত্রীসম্ভোগের পর পবিত্র না হয় এবং যাহারা প্রধান লোকের অপমান, মোহবশতঃ অবৈধমাংস ভোজন, বৃক্ষমূলে শয়ন, মস্তকে আমিষসংস্থাপন, জলে শ্লেষ্মাপ্রভৃতি অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ অথবা মস্তকসংস্থাপনস্থানে পদ ও পদসংস্থাপনস্থানে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া শয়ন করে, সেই সমুদায় বহুছিদ্রসম্পন্ন অপবিত্র লোকেরাই আমাদিগের বধ্য ও ভক্ষ্য। আমরা তাহাদিগকেই সর্ব্বদা নিপীড়িত করিয়া থাকি। কিন্তু যে সমুদায় মহাত্মার গাত্রে গোরোচনা ও হস্তে বচ বিদ্যমান থাকে এবং যাঁহারা মস্তকে ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করেন, আমরা কখনই তাঁহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হই না। যে সকল গৃহে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, আর যে সমুদায় গৃহে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম ও দন্ত, গিরিগুহাশায়ী বৃহৎ কচ্ছপ, যজ্ঞীয় ধূম, বিড়াল অথবা পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বিদ্যমান থাকে, অস্মাদৃশ পিশিতাশন দারুণ নিশাচরগণ কখনই সেই সমস্ত গৃহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এই আমরা আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! ঐ যে অবিদূরে রসাতলবাসী তেজস্বী মহানাগ অবস্থান করিতেছে, উহার নাম রেণুক। যদি তোমাদিগের ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে সমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত মহাগজ শৈলকানন সমাকীর্ণা পৃথিবী ধারণ করিতেছে, তাঁহাদিগের নিকট রেণুককে প্রেরণ কর। রেণুক তাহাদের নিকট গমন করিলেই সমুদায় সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অবগত হইয়া তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ অবিলম্বে মহানাগ রেণুককে দিগ্‌গজদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন রেণুক তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাগজগণ! আমি দেবতা ও পিতৃগণের আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনারা আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

তখন দিগ্‌গজগণ রেণুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহানাগ! কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অশ্লেষা নক্ষত্রের যোগ হইলে যাহারা ক্রোধবিহীন হইয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পূর্ব্বক সায়ংকালে "অনন্ত প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষয় নাগ সমুদায় ও তাহাদিগের বংশোদ্ভব ভুজঙ্গমগণ আমার বল ও তেজ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে বলি প্রদান করুন এবং ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর উদ্ধার সময়ে যেরূপ বলশালী হইয়াছিলেন, আমারও সেইরূপ বলশালী হউক" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে বল্মীকোপরি হরিদ্রাপলাশপুষ্প, নীলবস্ত্র ও নীলানুলেপনের সহিত গুড়তণ্ডুল বলি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে রসাতলবাসী ভূভারপীড়িত প্রাণিগণের নিতান্ত প্রীতি লাভ হয় এবং আমাদিগেরও ধরাধারণজনিত পরিশ্রম বিনষ্ট হয়। আমাদিগের মতে ঐ প্রকার বলি প্রদানের তুল্য পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন ব্যক্তি সংবৎসরকাল ঐরূপে বলি প্রদান করেন, তাঁহার ত্রিলোকবাসী মহাবলপরাক্রান্ত নাগ সমুদায়ের শত বৎসর আতিথ্য করা হয় এবং তিনি অনায়াসে প্রভূত ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন।

মহানাগ রেণুক দিগ্‌গজদিগের মুখে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ঋষিগণের নিকট গমনপূর্ব্বক উহা নিবেদন করিলে তাঁহারা উহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহেশ্বর কহিলেন, হে মহানুভবগণ! তোমরা ধর্ম্মের সারাংশ কীর্ত্তন করিলে। এক্ষণে আমিও বিবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদিগের নিকটেই সরহস্য মহাফল ধর্ম্ম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি একমাস প্রশান্তমনে গো সমুদায়কে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান ও দিবসের মধ্যে একবার মাত্র ভোজন করে, তাহার অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। গোসমুদায়ের তুল্য পরম পবিত্র আর কিছুই নাই। উহারা দেবতা, অসুর, ও মনুষ্যগণসমাকীর্ণ ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন উহাদিগের সেবা ও উহাদিগকে ভক্ষ্য প্রদান করেন, তাহার প্রতিদিনই প্রচুর ধর্ম্মলাভ হয়। সত্যযুগে আমি গোসমুদায়কে আমার নিকটবর্ত্তিনী হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও আমার যথোচিত সৎকার করিয়া আমাকে একটি বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই বৃষ আমার ধ্বজস্থানে অবস্থান করিতেছে। আমি নিরন্তর গোসমুদায়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বদা গোসমূহের পূজা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ আর উহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে উহাদিগের নিকট উৎকৃষ্ট বরলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি গোসমুদায়কে এক দিনের আহারোপযোগী ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করে, সে সমুদায় কর্ম্মফলের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত করিতে সমর্থ হয়।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন, এক্ষণে আমি স্বীয় অভিপ্রেত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি নীল বৃষের শৃঙ্গ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবরে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস স্নান করে, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না; সে সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভ করিয়া থাকে এবং যতবার সে ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে, ততবারই বীরপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এক্ষণে আর এক ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতে তাম্রপাত্রে মধু মিশ্রিত পলান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রকে বলি প্রদান করে, তাহার সেই বলি প্রভাবে অশ্বিনীকুমার, বসু, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বেদেব, বায়ু ও মরুদ্‌গণ পরম পরিতুষ্ট এবং চন্দ্র ও সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হন। এই আমি পরম সুখাবহ ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম।

বিষ্ণু কহিলেন, যে ব্যক্তি ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক একতানমনে দেবতা ও ঋষিদিগের ধর্ম্মরহস্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বিঘ্ন, ভয় বা পাপের লেশমাত্র থাকে না; সে সমুদায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ফললাভ করে এবং দেবতা ও পিতৃগণ চিরকাল তদ্দত্ত হব্য কব্য ভোজন করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করেন, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন এবং ধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ়া ভক্তি হয়। লোকে মহাপাতক ভিন্ন অন্য যে কোন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই ধর্ম্মরহস্য শ্রবণমাত্রে বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদেবপূজিত ব্যাসনির্দ্দিষ্ট দেবগণের ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা রত্নপূর্ণ বসুন্ধরা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ভক্তিবিহীন নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নির্দ্দয়, হেতুবাদনিরত, গুরুদ্বেষী ও আত্মম্ভরি ব্যক্তির নিকট ইহা কীর্ত্তন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ বর্ণের মধ্যে কোন কোন বর্ণের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অন্নভোজন করিতে পারেন, কিন্তু নীচকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে। বৈশ্য যদি আস্তিক ও চাতুর্ম্মাস্যনিরত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহার অন্ন ভোজন করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা শূদ্রান্ন ভোজন করিলে ইঁহাদিগের পৃথিবীর, জলের ও মনুষ্যগণের মল ভক্ষণ করা হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যদি শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে উঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ক্রমে নরকে নিপতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন ও মানবগণের স্বস্ত্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও বৈশ্যের কৃষ্যাদি কার্য্য দ্বারা লোকের পুষ্টিসাধন করা প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র নিন্দা নাই। কিন্তু যে বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে শূদ্রস্বরূপ। তাহার অন্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ অস্ত্রজীবী, চিকিৎসক, পুরাধ্যক্ষ, দৈবজ্ঞ ও দেবল এবং যাঁহারা বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপন করেন, তাঁহারা সকলেই শূদ্রতুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা উহাদিগের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অভোজ্যভোজননিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হয় এবং দেহান্তে তাঁহারা কুক্কুরের ন্যায় বীর্য্য, তেজ ও নিকৃষ্ট যোনিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে চিকিৎসকের অন্ন বিষ্ঠা, পুংশ্চলীর অন্ন মূত্র, বিদ্যোপজীবীর অন্ন শূদ্রান্ন এবং শিল্পজীবী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিতসদৃশ; অতএব ঐ সকল লোকের অন্ন ভক্ষণ না করা সাধু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। শঠের অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসংস্কৃত ও অবজ্ঞাত অন্ন ভোজন করিলে সদ্যই তাঁহার পীড়া ও কুলক্ষয় উপস্থিত হয়; অতএব তাহা ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পুরাধ্যক্ষের অন্ন ভোজন করিলে চণ্ডালগৃহে; গোহত্যা, ব্রহ্মঘাতক, সুরাপাননিরত ও গুরুতল্পগামীর অন্ন ভোজন করিলে রাক্ষসকুলে এবং অর্পিত ধনাপহারী ও চোরের অন্ন ভক্ষণ করিলে দেশবহিষ্কৃত শবরের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যাহার অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য এবং যাহার অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ আছে, তাহা প্রকাশ কর।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ভোজ্যাভোজ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে আমার আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা ছেদন করুন। ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ ভোজ্য ও হব্য কব্য প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহাদের যে পাপ জন্মে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ ঘৃত ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে সাবিত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক হুতাশনে সমিধ আহুতি প্রদান করিবেন। তিনি মাংস, মধু ও লবণ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রতিগ্রহের সময় অবধি সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও প্রকাশ্যে লৌহ ধারণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। ধন, বস্ত্র, স্ত্রী, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরস প্রতিগ্রহেরও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড ও তৈল প্রতিগ্রহ করিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে হয়। ধান্য, পুষ্প, ফল, পিষ্টক, জল, যাবক, দধি ও দুগ্ধ প্রতিগ্রহ করিলে শতবার সাবিত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। প্রেতোদ্দেশে দত্ত পাদুকা ও বস্ত্র পরিগ্রহ করিলে সমাহিত চিত্তে শত বার সাবিত্রী জপ করা বিধেয়। গ্রহোদ্দেশে দত্ত ও অশৌচগ্রস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্র প্রতিগ্রহ করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে পাপ বিনাশ হয়। যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যোপাসনা, জপানুষ্ঠান ও পুনরায় ভোজন না করিলেই পবিত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অপরাহ্নে ভোজন করিলে তাঁহার রজনীযোগে আহারে প্রবৃত্তি জন্মিবে না বলিয়াই অপরাহ্ণে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। যিনি মৃতাশৌচের তৃতীয় দিবসে মৃতাশৌচসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তিনি দ্বাদশাহ প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিয়া পারণে ব্রাহ্মণগণকে হবিঃ প্রদানপূর্ব্বক শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি মৃতাশৌচের দশ দিবস মধ্যে অশৌচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি অশৌচান্তে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ এবং রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যিনি মৃতাশৌচের চতুর্থ দিবসে অশৌচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি সাত দিবস ত্রিকালীন স্নান করিয়া পবিত্র হন এবং তাঁহার আপদ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাঁহার শুদ্ধিলাভের আর উপায় নাই। যিনি বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ভিক্ষা করিলে এবং যিনি ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শূদ্র শূদ্রের সহিত এক পাত্রে ভোজন করিলে তাহার কুলক্ষয়, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার পশু ও বান্ধবনাশ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রীনাশ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার তেজোহ্রাস হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এইরূপ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করিলে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ, রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম এবং গোরোচনা দূর্ব্বা ও হরিদ্রা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত; তাহা হইলেই ঐ পাপের শান্তি হয়।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দান ও তপস্যা এই উভয় দ্বারাই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে ইহলোকে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দান ও তপস্যা উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ। এক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত দানপরায়ণ নরপতিগণ দান দ্বারা যে সমুদায় লোক লাভ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি আত্রেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। উশীনরপুত্র নরপতি শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় পুত্র প্রদান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাশীপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় তনয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার যশোরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংকৃতিনন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন। মহাত্মা দেবাবৃধ ব্রাহ্মণকে এক শত কাঞ্চনময় শলাকাসংযুক্ত ছত্র প্রদান করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন। নরপতি অম্বরীষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। জনমেজয় ব্রাহ্মণকে দিব্য যান এবং মহারথী কর্ণ ব্রাহ্মণকে স্বীয় কুণ্ডল প্রদান করাতে তাঁহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়াছে। রাজর্ষি বৃষাদর্ভি ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন ও রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে সুখসম্ভোগ করিতেছেন। বিদর্ভাধিপতি নিমি মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া বন্ধুবান্ধববর্গের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান করাতে তাঁহার প্রার্থনাধিক উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় লাভ হইয়াছে। অনাবৃষ্টিসময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ জীবগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় সুখসম্ভোগ করিতেছেন। দশরথতনয় রাম যজ্ঞে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হইতেছে। নরপতি কক্ষসেন মহাত্মা বশিষ্ঠকে ধন-দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে। করন্ধমের পৌত্র অবীক্ষিতের পুত্র মহাত্মা মরুত্ত মহর্ষি অঙ্গিরাকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। পাঞ্চালপুত্র পরম ধার্ম্মিক নরপতি ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শংখ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন। রাজা মিত্রসহ মহাত্মা বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রিয়ভার্য্যা মদয়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। মনুপুত্র মহাত্মা প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়াছে। মহাযশা রাজর্ষি সহস্রচিত্য ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় সম্ভোগ করিতেছেন। মহীপতি শতদ্যুম্ন মহাত্মা মৌদ্গল্যকে নানাবিধ দ্রব্য পরিপূর্ণ হিরণ্ময় গৃহ, মহাত্মা ভূমন্যু শাণ্ডিল্যকে পর্ব্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য, শাল্বরাজ দ্যুতিমান্ ঋচীককে রাজ্য, রাজর্ষি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে স্বীয় সুমধ্যমা কন্যা নরপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিলষিত অর্থ ও শান্তানাম্নী তনয়া এবং রাজর্ষি ভগীরথ কৌৎসকে হংসীনামে যশস্বিনী কন্যা ও কোহলকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহাত্মা দান ও তপস্যাপ্রভাবে বারংবার স্বর্গে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যে সকল গৃহস্থ দান ও তপস্যা বলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় পরাজয় করিয়াছেন, যতদিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে ততদিন তাঁহাদিগের কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে। এই আমি তোমার নিকট শিষ্টাচরিত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত নরপতিগণ কেবল দান, যজ্ঞ ও সন্ততি উৎপাদন দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমিও সতত দানযজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তোমার অন্য কোন সন্দেহ থাকে, কল্য তাহা ভঞ্জন করিব।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রজনীযোগে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন এবং পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! দানপ্রভাবে যে সমুদায় নরপতি স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দান কয় প্রকার? তাহার ফল কি? কাহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য এবং দান করিবার কারণই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় বর্ণকে অর্থদান করিবার প্রথা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও কারুণ্য এই পঞ্চবিধ কারণনিবন্ধন দান পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অতি উৎকৃষ্ট সুখলাভ হয়। ইহাকেই ধর্ম্মনিমিত্তক দান কহে। আমাকে দান করিতেছেন, আমাকে দান করিবেন ও আমাকে দিয়াছেন, অর্থীদিগের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে অর্থনিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই; অতএব ও ব্যক্তি অপমানিত হইলে ক্রোধ প্রযুক্ত আমার অনিষ্ট সাধন করিবে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূঢ় ব্যক্তিকে যে দান করা হয়,

সীমা ছিল না। ঐ সময় আমরা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে একদা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ভূতনাথকে সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তৎকালে জীবগণের অভয়দাতা, দৈত্যসংহারকর্ত্তা, হরিতবর্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত, জটাজূটধারী ভগবান্ বৃষভধ্বজ ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিধেয়, সিংহচর্ম্মের উত্তরীয়, সর্পের যজ্ঞোপবীত ও লোহিতবর্ণ অঙ্গদ ধারণ করিয়া সেই বিচিত্র ধাতুশোভিত পর্য্যঙ্কসদৃশ গিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিয়া একবারে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলসুতা পার্ব্বতী মহাদেবের ন্যায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সমুদায় তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রমথপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে মহাদেবের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে পারিষদী সকল তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে তিনি হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেবসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া পরিহাসচ্ছলে ঈষৎ হাস্যবদনে স্বীয় করতল দ্বারা সহসা প্রিয়তমের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন করিলেন। দেবদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় এবং হোম ও বষট্‌কার শূন্য হইল। সকলেরই মন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সহসা মহাত্মা মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে সমুদায় অন্ধকার বিনাশপূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মৃগ সমুদায় ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক মহাদেবের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে সেই দ্বাদশদিবাকরসন্নিভ যুগান্তকালীন দহনসদৃশ ভীষণ হুতাশন একবারে গগনস্পর্শী হইয়া অচিরাৎ বিবিধ ধাতু, শিখর ও বনৌষধির সহিত হিমালয় পর্ব্বতকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় শৈলরাজ-পুত্রী পার্ব্বতী হিমালয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভূতপতি পার্ব্বতীর স্ত্রীস্বভাবসুলভ মৃদুভাব এবং পিতার দুরবস্থা দর্শননিবন্ধন কাতরভাব অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেশ্বর দৃষ্টিপাত করিবামাত্র হিমালয় পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও পরম রমণীয় হইয়া উঠিল।

তখন পতিপরায়ণা পার্ব্বতী স্বীয় পিতা হিমালয়কে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার ললাটে তৃতীয় নেত্র সমুত্থিত হইল এবং কি নিমিত্তই বা আপনি আমার পিতা হিমালয়কে বৃক্ষলতাদির সহিত দগ্ধ করিয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ করিলেন? এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি অজ্ঞানবশতঃ হস্ত দ্বারা আমার নেত্রদ্বয় সমাবৃত করাতে সমুদায় লোক আলোকবিহীন ও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উহাদের রক্ষার নিমিত্তই এই সমুজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি। আমার এই নেত্রেরই তীক্ষ্ণতেজে তোমার পিতা হিমালয় দগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তোমার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি।

সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণী আমাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আমার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইলাম; সুতরাং সে যে দিকে গমন করিল, যোগবলে সেই সেই দিকে আমার সুচারু বদন বিনির্গত হইল। এইরূপে সেই তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই চতুর্ম্মুখ হইয়াছি। আমি পূর্ব্বমুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তর মুখ দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া, পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণিগণের সুখ সমৃদ্ধি সম্পাদন ও এই ভয়ঙ্কর দক্ষিণমুখ দ্বারা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকি। আমি লোকসমুদায়ের হিতসাধনার্থ জটিল ও ব্রহ্মচারী এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পিনাকপাণি হইয়াছি। পূর্ব্বে দেবরাজ আমার শ্রীলাভের বাসনায় আমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বজ্রের তেজে আমার কণ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া যায়, এই নিমিত্ত আমি তদবধি নীলকণ্ঠ হইয়াছি।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হস্তী অশ্ব প্রভৃতি অসংখ্য উৎকৃষ্ট বাহন বিদ্যমান থাকিতে; বৃষভ আপনার বাহন হইল কেন?

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পয়স্বিনী সুরভীর সৃষ্টি করিবার পর ঐ সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে উহাদের সকলেরই বর্ণ এক প্রকার ছিল। অনন্তর একদা ঐ সুরভীর বৎসের মুখ বিনির্গত ফেন সমুদায় আমার গাত্রে নিপতিত হওয়াতে, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া গোসমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। তাহাতেই গোসমুদায় আমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া বিবিধবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় অর্থতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক আমার বাহনের নিমিত্ত এই বৃষভ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আমি অন্যান্য বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃষে আরোহণ করিয়া থাকি।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! দেবলোকে পরম রমণীয় বাসস্থান সমুদায় বিদ্যমান থাকিতেও আপনি কি নিমিত্ত কপাল, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত, বসা ও অস্ত্র সমূহে সমাকীর্ণ গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুল, চিতানলপরিব্যাপ্ত, অপবিত্র শ্মশানে বাস করেন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! আমি পবিত্রস্থান অন্বেষণ করিয়া অদ্যাপি সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোন স্থানই আমার পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত শ্মশানে বাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। বিশেষতঃ আমার ভূতগণ ন্যগ্রোধশাখাসমাচ্ছন্ন ছিন্নমাল্যবিভূষিত শ্মশানেই বিহার করিয়া থাকে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ আমার মতে এই শ্মশান অপেক্ষা পবিত্র স্থান নিতান্ত দুর্লভ। পবিত্র স্থানলাভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র শ্মশানেই বাস করিয়া থাকেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিবে? এই সমুদায় বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি আমার ও এই সমুদায় তপোনুষ্ঠাননিরত

করুন।

আপনার কণ্ঠদেশ যে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নীলবর্ণ হইয়াছে, ইহার কারণ কি এবং আপনি কি নিমিত্তই বা পিনাকপাণি, জটিল ও ব্রহ্মচারী হইলেন? এই সমুদায় বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি; অতএব আপনি এই একান্ত অনুরক্ত সহধর্ম্মিণীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শৈলরাজদুহিতা এই কথা কহিলে ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদায় রত্ন হইতে তিল তিল প্রমাণ সারাংশ গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমা নামে এক স্ত্রীরত্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একদা

বাক্য দ্বারা

তাহাকে স্তব করিতে লাগিলাম। তখন মহেশ্বর পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! অহিংসা, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শম ও দান এই সমুদায় গৃহস্থদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, পরদারবিরতি, অর্পিত স্ত্রীর রক্ষা, অদত্তবস্তুর গ্রহণে অভিলাষ ও মধুমাংস পরিত্যাগ এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্মের মূল। অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মের শাখা স্বরূপ। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা যত্নসহকারে এই সমুদায় ধর্ম্ম পালন করিবেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ। উপবাসই ইহাদিগের পরম ধর্ম্ম। ইহারা ধর্ম্মার্থসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত করিতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা ইহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ ভিন্ন কদাচ ব্রাহ্মণ্য

লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।

তখন উমা কহিলেন, ভগবন্! চারিবর্ণের ধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সন্দেহ আছে; অতএব বিস্তারিত রূপে উহা আপনাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

মহেশ্বর কহিলেন, পার্ব্বতি! ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ, হোমানুষ্ঠান, গুরুকার্য্যসাধন, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, সতত যজ্ঞোপবীত ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করা ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সমাবর্ত্ত স্নান করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন ও স্বীয় অনুরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। শূদ্রান্ন পরিত্যাগ, সৎপথ অবলম্বন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, সাগ্নিক হইয়া হুতাশনে আহুতিপ্রদান, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম, বিঘসান্ন ভোজন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, অতিথিসেবা, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়রক্ষা এবং বিধিপূর্ব্বক পশুবন্ধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যজ্ঞানুষ্ঠান, একাহার ও অহিংসা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পরিজনগণ ভোজন করিলে পর স্বয়ং ভোজন করা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা ও স্বামীর চরিত্র সমান হইলেই তাহাদের পরম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। গৃহদেবতাদিগকে নিত্য পুষ্প ও বলি প্রদান এবং নিত্য গৃহে গোময় লেপন, উপবাস ও হোম করা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞফল লাভে সমর্থ হন। যে নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাঁহার সেই প্রজাপালনজনিত পুণ্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় অধিকৃত হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, বেদাধ্যয়ন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞে পবিত্রধারণ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, ভৃত্যগণের ভরণপোষণ, আরব্ধ কার্য্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায়প্রকাশ, অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান, বেদানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান সদাচার, সত্যবাক্যপ্রয়োগ এবং আর্ত্ত ব্যক্তিকে সাহায্যদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় গোব্রাহ্মণের রক্ষার্থ সংগ্রামে নিহত হন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সতত পশুপালন, কৃষিবাণিজ্য সম্পাদন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, সৎপথে অবস্থান, অতিথিসৎকার, শমদমতা, শান্তি অবলম্বন এবং ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের শাশ্বত ধর্ম্ম। বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তিল, গন্ধদ্রব্য ও রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

অতিথিসৎকার, ধর্ম্মার্থকামের অনুশীলন ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। যে শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অতিথিসেবাতৎপর, সদাচারপরায়ণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজায় তৎপর হন, তাঁহার তপঃসঞ্চয় ও অভিলষিত ফল লাভ হইয়া থাকে। হে গিরিনন্দিনি! এই আমি তোমার নিকট চারিবর্ণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণের হিতকর, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, প্রিয়ে! সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ বিধাতা এই ভূমণ্ডলে সমুদায় লোকের পরিত্রাণার্থ ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহারা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ। অতএব আমি অগ্রে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের বিষয় আর কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে সাধারণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিব। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলে মানবদিগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ম্ভূ বৈদিক, স্মার্ত্ত ও শিষ্টাচারসম্ভূত এই তিন প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদপারদর্শী, যিনি দান, অধ্যয়ন ও যজনকার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী ও অধ্যয়নজীবী না হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণদিগের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ছয় প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। নিরন্তর বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাধ্যানুসারে দান করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ জনসমাজে প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট পুণ্যফলভাগী হইতে পারেন।

অতঃপর সাধারণধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নিয়ত শান্তিগুণ অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুচিশান্ত, সত্য বাক্য প্রয়োগ, ঈর্ষা পরিত্যাগ, দান, ব্রাহ্মণের সৎকার, পরিষ্কৃত আবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্য বিন্যাস, অতিথিসৎকারে অনুরাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য আসন, শয্যা, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনিই পরম ধার্ম্মিক। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া বিদায় ও তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দিবারাত্রি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে। গৃহস্থগণ ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐ ধর্ম্মপ্রভাবে সকলেরই উপকার হইয়া থাকে। সাধ্যানুসারে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুষ্টিজনক কার্য্যের সাধন ও ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলব্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার একাংশ দ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয় এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অতঃপর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে। এক রাত্রির অধিক কাল এক গ্রামে বাস না করা এবং সমুদায় জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কমণ্ডলু, উদক, পরিধেয়বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মমতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বীতস্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধনবিমুক্ত সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বৃক্ষমূল, শূন্যগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ হইয়া আত্মচিন্তা করিলে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। এক গ্রাম বা এক নদীতীরে অনেক দিন অবস্থান করা সন্ন্যাসীর কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মোক্ষার্থী সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম্ম অতি সৎপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। মোক্ষধর্ম্মাবলম্বীরা কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ। এই নিবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি জীবলোকের শ্রেয়স্কর পথস্বরূপ গার্হস্থ্য, মোক্ষ ও সজ্জনাচরিত ধর্ম্ম বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ঋষিধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। মহর্ষিগণের যজ্ঞীয় ধূমের সৌরভে সমুদায় তপোবন আমোদিত হয়, আমি তদ্দর্শনে নিতান্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। অতএব আপনি আমার নিকট উঁহাদিগের ধর্ম্ম সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! মহর্ষিগণ যেরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে পদ্মযোনি কর্ত্তৃক পীত, যজ্ঞসম্পাদক, পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন জলের ফেনপান করিয়া দিনযাপন করেন, তাঁহারাই ফেনপায়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত দেহসম্পন্ন মহর্ষিদিগকে বালখিল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তপঃসিদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যকিরণ পান ও কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম, চীর বা বল্কল পরিধান করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঐ সকল তপোনুষ্ঠাননিরত সমুদায় লোক আলোকিত করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। দয়াধর্ম্মপরায়ণ চক্রচর সোমলোকচারী ও পিতৃলোকনিবাসী মহর্ষিগণ চন্দ্রকিরণ পান করিয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট ও দন্তোলূখলিক মহর্ষিগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে উঞ্ছবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করেন। অগ্নিতে আহুতি প্রদান,

পিতৃগণের অর্চনা ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই ইঁহাদিগের পরম ধর্ম। কাম ক্রোধ পরাজয় করিয়া আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া সমুদায় মহর্ষিরই কর্ত্তব্য। উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ অর্থ দ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ধর্ম্মযজ্ঞ ও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান, নিত্যযজ্ঞ সম্পাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চনা এবং অতিথিদিগের সৎকার করা ইঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঁহারা ঘোরস পানের বাসনা পরিত্যাগ, শমগুণ আশ্রয়, স্থণ্ডিলে শয়ন, যোগাবলম্বন এবং শাক, পর্ণ, ফলমূল, বায়ু, সলিল ও শৈবাল ভোজন করিবেন। এই অনুরূপ নিয়ম দ্বারা ইঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যখন গৃহ ধূমবিহীন, মুষলধ্বনিবিবর্জ্জিত ও অঙ্গারশূন্য হইবে, পরিজনগণ ভোজন করিয়া ভোজনপাত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিবে এবং ভিক্ষুকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া যথাস্থানে গমন করিবে, সত্যধর্ম্মনিরত মহাত্মারা সেই সময়ে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। যাঁহারা গর্ব্ব ও অভিমানবিহীন, সতত আহ্লাদিত, বিস্ময়বিবর্জ্জিত ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! যে সমস্ত বানপ্রস্থ নদীতট, নিকুঞ্জ, বন, পর্ব্বত ও ফলমূলসম্পন্ন অতি পবিত্র প্রদেশ সমুদায়ে বাস করিয়া থাকেন, সেই সকল স্বশরীরোপজীবী মহাত্মাদিগের নিয়ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! বানপ্রস্থদিগের যেরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ কর বনবাসী সিদ্ধ মহাত্মাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া ত্রিকালীন অভিষেক, ইঙ্গুদী ও এরণ্ড তৈল ব্যবহার, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চনা, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, যজ্ঞ সম্পাদন এবং ফলমূল ও নীবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর যোগানুষ্ঠান, অরণ্যমধ্যে বীরাসনে অবস্থান, মণ্ডূকযোগ সাধন, স্থণ্ডিলে শয়ন এবং শীতকালে সলিলে অবস্থান ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসেবন করিবেন। উঁহাদিগের অপ্‌ভক্ষ, বায়ুভক্ষ, শৈবালভক্ষ, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখলিক বা সংপ্রক্ষাল হইয়া চীরবল্কল বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। হোম, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান, পোষ্যবর্গের প্রতিপালন, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, চাতুর্ম্মাস্য যাগ, দর্শপৌর্ণমাস্য যাগ ও নিত্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উঁহাদের পরম ধর্ম্ম। উঁহাদের মধ্যে অনেকে দারসংযোগবিমুক্ত হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। স্রুক ও ভাণ্ড ইঁহাদিগের পরম ধন। ইঁহারা নিরন্তর অগ্নিত্রয়ের আরাধনা ও সৎপথে অবস্থান করিয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হন। ইঁহারাই শাশ্বত ব্রহ্মলোক ও পবিত্র সোমলোকে গমন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বানপ্রস্থধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! বনবাসী জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারী ও কেহ কেহ দারবিহারী হইয়া থাকেন, অতএব আপনি তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যে সমস্ত তপস্বী স্বেচ্ছাচারী, মস্তক মুণ্ডন ও কষায় বস্ত্র ধারণই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। আর যাঁহারা দারসংযুক্ত, তাঁহারা রজনী উপস্থিত হইলেই গৃহে উপস্থিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় যথেষ্ট বিহার উঁহাদের ধর্ম্ম নহে। ত্রিকালীন স্নান স্বেচ্ছাচারী ও দারবিহারী উভয়েরই বিহিত আছে। কিন্তু ঋষিনির্দ্দিষ্ট হোমের অনুষ্ঠান, সমাধি, সৎপথে অবস্থান ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসাধন প্রভৃতি পূর্ব্বকথিত যে সমস্ত বনবাসীদিগের ধর্ম্ম আছে, তৎসমুদায় কেবল দারনিরত ব্যক্তিদিগেরই বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা এই সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। দারনিরত ঋতুকালাভিগামী বানপ্রস্থগণ ঋষিকৃত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। স্বেচ্ছানুসারে নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যিনি সকলকেই অভয় প্রদান করেন, যিনি হিংসাদোষশূন্য এবং যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও সরলতা প্রদর্শন ও সকল প্রাণীকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারই যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়। সমস্ত বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক স্নান ও সমুদায় প্রাণীকে সরলতা প্রদর্শন এই উভয়ই তুল্য, বরং বেদপাঠান্তে স্নান অপেক্ষা সরলতা প্রদর্শন অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সরলতাই যথার্থ ধর্ম্ম, কপটতাচরণ অপেক্ষা অধর্ম্মজনক কার্য্য অতি অল্পই বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি সরলতা অবলম্বন করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভ হয়। যে মহাত্মা সরলতায় সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি দেবগণের সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ হইবার অভিলাষ থাকে, সরলস্বভাব হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও হিংসাপরিশূন্য ব্যক্তি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অধিকারী হন। যিনি অনলস, সৎপথাবলম্বী, সচ্চরিত্র, তিনি চরমে পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আশ্রমপ্রতিপালননিরত তাপসেরা কিরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা দীপ্তিশীল হইয়া থাকেন? মহাধন রাজা বা নির্ধন দরিদ্রগণ কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মহাফল লাভ করিতে সমর্থ হন? আর বনবাসী তাপসগণ কি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোকে দিব্যস্থান অধিকার করিয়া দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া থাকেন? আমার এই সমস্ত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যাঁহারা উপবাসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করেন এবং যাঁহারা অহিংসক ও সত্যবাদী হন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক দেহান্তে নির্ব্বিঘ্নে গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা মণ্ডূকযোগনিরত ও বিধানানুসারে নানাপ্রকার সৎকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে নাগগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি মৃগগণের সহিত বাস করিয়া মৃগমুখোৎসৃষ্ট তৃণসমুদায় ভক্ষণ করেন, তিনি পরম আনন্দে সুরলোকে বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শীতক্লেশসহিষ্ণু হইয়া শৈবাল ও বৃক্ষের শীর্ণপত্র ভক্ষণপূর্ব্বক কালযাপন করেন, তাঁহার চরমে পরম গতি লাভ হয়। যিনি বায়ু বা ফলমূল ভক্ষণ অথবা সলিলমাত্র পান করিয়া কালাতিপাত করেন, তিনি যক্ষলোকে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি দ্বাদশ বৎসরকাল বিধানানুসারে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থলে বাস করেন, অথবা যিনি দ্বাদশ বৎসরকাল পান ভোজন পরিত্যাগী হন, তাঁহার পরজন্মে পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। যিনি অনাবৃত প্রদেশস্থ স্থণ্ডিলে নিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অনশনে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবলোকে গমনপূর্ব্বক বিবিধ যান, শয়ন ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ গৃহ সমুদায় উপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষাবসানে মহাসাগরে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বরুণলোক লাভ হয়। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপনপূর্ব্বক প্রস্তর দ্বারা আপনার চরণদ্বয় ছেদ করেন, তিনি গুহ্যকগণের মধ্যে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া আত্মসমাধানপূর্ব্বক দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়া দেবগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষান্তে অগ্নিমধ্যে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আত্মাতে আত্মসমাধানপূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ ও মমতাশূন্য হইয়া দ্বাদশবার্ষিক দীক্ষা সমাপন করিয়া বৃক্ষে অগ্নি নিক্ষেপপুরঃসর সর্ব্বসমক্ষে দেহত্যাগ বাসনায় করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বকামসম্পন্ন দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণ ও দিব্যচন্দনচর্চ্চিত হইয়া দেবগণের সহিত পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন। যিনি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া দেহত্যাগে উৎসুক হন, তাঁহার অক্ষয়লোক লাভ হইয়া থাকে এবং কামচারী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে দেবলোকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আপনি সূর্য্যের নেত্র ও দন্ত উৎপাটন এবং দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন। আপনার তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই। এক্ষণে আমার এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। ভগবান্ ব্রহ্মাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈশ্য কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া

শূদ্রত্ব এবং কোন্ স্বকর্ম্মবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বা শূদ্রযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয় কিরূপেই বা ব্রাহ্মণ্যলাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ; ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অথবা লোভমোহবশতঃ বৈশ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ লোভমোহ প্রভাবে স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহারা পরজন্মে স্বজাতিপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এইরূপে শূদ্রত্ব লাভ হয়। যে বিজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হন, তাঁহার অবশ্যই অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মপ্রাণ সাধুদিগের আয়ত্ত অন্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উগ্রজাতির অন্ন, বহুজনের আহারার্থ পরিপক্ব অন্ন, আদ্যশ্রাদ্ধীয় অন্ন, অশৌচান্ন, দূষিতান্ন ও শূদ্রান্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন পরিপাক না হইতে হইতে কালকবলে নিপতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের অন্ন ভক্ষণ করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন, তাঁহার সেই সেই যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোহবশতঃ তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক অভোজ্য অন্ন ভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন। ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর, ভগ্নব্রত, অপবিত্র, বেদবিবর্জ্জিত, পাপাত্মা, লুব্ধ, শঠ, শূদ্রাপতি, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, নীচসেবানিরত, গুরুদ্বেষী ও গুরুদারাপহারী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট হয়। বৈশ্য সদাচারনিরত হইলে পরজন্মে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং শূদ্র সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সতত সৎপথে অবস্থান করিয়া অবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করা শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্র যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, অতিথির প্রতি সমাদর, ঋতুস্নানের পর পত্নীর সহবাস, নিয়মিত ভোজন, শৌচাবলম্বন, শুচি ব্যক্তির অন্বেষণ, পরিবারবর্গের আহারান্তে ভোজন ও বৃথা মাংস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার পরজন্মে বৈশ্যত্ব লাভ হয়। বৈশ্য যদি সত্যবাদী, অহঙ্কারপরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবিহীন, শান্তিগুণাবলম্বী যজ্ঞপরায়ণ বেদানুরক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণের সৎকর্ত্তা ও সমুদায় বর্ণের পুষ্টিসাধক হয় এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই সময়ে সকলের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন, কামনা পরিত্যাগ, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, অতিথিসৎকার ও গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করে, তাহা হইলেই সে অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ বৈশ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জন্মাবধি সমুদায় সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রত ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়ন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা, আর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, ধর্ম্ম কার্য্যের উপদেশ প্রদান, বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের শস্যের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ, পরস্ত্রীগমনবাসনা পরিত্যাগ, ঋতুকালে পত্নীতে গমন, দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার মাত্র আহার, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র গৃহে কুশোপরি শয়ন, সমাহিতচিত্তে ত্রিবর্গসেবা, শুশ্রূষাকারীকে অন্নদান, পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথির তৃপ্তিসাধন, স্বীয় গৃহে অতিথির ভাব বাস, ত্রিকালে আহুতি প্রদান এবং গো ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে পরজন্মে অনায়াসে ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হয়। হে দেবি! এইরূপে অতি হীন বর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্মপ্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে এবং ব্রাহ্মণ নীচবর্ণের অন্ন ভক্ষণাদি অসৎকর্ম্মপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আমার মতে শূদ্র সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল, ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ। সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান। যাহার হৃদয়ে নির্ম্মল নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব প্রকাশিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ শ্রেণীবিভাগমাত্র। বেদপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণ চরণবিশিষ্ট জঙ্গম ক্ষেত্রস্বরূপ ঐ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আপনার মঙ্গল বাসনা করেন, তাঁহার সাগ্নিক, বিঘসাশী, সৎপথাবলম্বী, সংহিতাধ্যায়ী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হওয়া উচিত। অধ্যয়নজীবী হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ এইরূপ গুণসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বী হইলেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া শূদ্রাদি নীচ জাতির সংসর্গ পরিত্যাগ, দান, প্রতিগ্রহে অস্বীকার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শূদ্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ যেরূপে শূদ্রত্ব লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মানবগণ, কার্য্য, মন ও বাক্য প্রভাবে কখন বন্ধনযুক্ত এবং কখন বা বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে; এক্ষণে মনুষ্য কিরূপ চরিত্র, কার্য্য ও গুণসম্পন্ন হইলে স্বর্গলাভে অধিকারী হয়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি আমার নিকট যে সর্ব্বপ্রাণিহিতকর অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সত্যধর্ম্মনিরত ও আশ্রম সমুদায়ের লক্ষণবিহীন হইয়া ধর্ম্মলব্ধ অর্থ ভোগ করেন, তাঁহারাই স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা প্রশ্নোৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সংশয়বিহীন হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কদাচ ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যাঁহারা বীতরাগ হইয়া কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের কোন বিষয়ে আসক্তি না জন্মে এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, সচ্চরিত্র ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাঁহারাই কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সকলের বিশ্বাসপাত্র, হিংসাবিহীন, সদাচারনিরত, পরধনে নিস্পৃহ, চৌর্য্যবিমুখ, স্বধনসন্তুষ্ট, স্বভাগ্যোপজীবী, সংযতেন্দ্রিয়, সচ্চরিত্র ও বেদবিরুদ্ধ সুখসম্ভোগে বিরত হন, যাঁহারা ধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও ঋতুস্নানের পর স্ত্রীসংসর্গ করেন এবং যাঁহারা পরস্ত্রীসংসর্গের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও করেন না, প্রত্যুত তাহাদিগকে মাতা, ভগিনী ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়। জীবিকানির্ব্বাহ বা ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা এইরূপ নির্ম্মল পথ অবলম্বন করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বর্গলাভের বাসনা করেন, তাঁহারা কদাচ ইহা অতিক্রম করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে মনুষ্যের নরক ও কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে স্বর্গভোগ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যাঁহারা আপনার বা অন্যের হিতসাধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, ধর্ম্মলাভ ও কামবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত অথবা পরিহাসচ্ছলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ না করেন, যাঁহারা নির্দ্দোষ মধুর বাক্যে লোকের স্বাগত জিজ্ঞাসা ও সর্ব্বতোভাবে কপটতা পরিত্যাগ করেন, যাঁহারা কাহারও প্রতি কটু বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন না, মিত্রভেদকর পিশুন বাক্য প্রয়োগ করিতে যাঁহাদিগের কদাচ

প্রবৃত্তি জন্মে না; যাঁহারা পরদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়বাদী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হন; যাঁহারা শঠতা ও অপবাক্য ব্যবহার না করিয়া সর্ব্বদা মধুর বাক্যে লোকের সহিত আলাপ করেন এবং যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াও মর্ম্মভেদী পরুষ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া মিষ্ট কথা কহেন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব সর্ব্বদা এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের বাসনা করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিলে মানবগণের স্বর্গলাভ এবং কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা উহাদের নরক ভোগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া স্বর্গলাভ করেন এবং কুটিলপ্রকৃতি মনুষ্যেরা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক নরকভোগ করিয়া থাকে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা নির্জ্জন গ্রাম, গৃহ বা বিপিনমধ্যে পরধন দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন, নির্জ্জনে কামুকী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াও যাঁহাদিগের মন বিচলিত না হয়; যাঁহারা কি শত্রু, কি মিত্র সকল লোকেরই সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা বিদ্বান্, পবিত্রস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বধনসন্তুষ্ট, শত্রুতাবিহীন, আয়াসশূন্য, সকলের সহিত বন্ধুতাসংস্থাপনে যত্নশীল, প্রশস্তচিত্ত, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, শ্রদ্ধান্বিত, পবিত্র, পবিত্র ব্যক্তিদিগের প্রিয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবেত্তা, শুভাশুভ কার্য্যের পরিণামদর্শী, ন্যায়পরায়ণ, গুণবান্, দেবদ্বিজভক্ত এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়সম্পন্ন হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভের যথার্থ অধিকারী। এই আমি তোমার নিকট স্বর্গলাভের পথ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ইহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা ব্যক্ত কর

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্য কিরূপ কার্য্য বা তপস্যা দ্বারা দীর্ঘায়ু ও ক্ষীণায়ু হয় এবং ইহলোকে কি নিমিত্ত কেহ ভাগ্যবান্, কেহ মন্দভাগ্য, কেহ কুলীন, কেহ কুলভ্রষ্ট, কেহ প্রিয়দর্শন, কেহ অপ্রিয়দর্শন, কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত, কেহ মূর্খ এবং কেহ অল্প ক্লেশযুক্ত, কেহ বা ক্লেশসম্পন্ন হইয়া কাল হরণ করিয়া থাকে; এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা উগ্রস্বভাব, প্রাণিগণের প্রাণহন্তা, উদ্যতদণ্ড, শস্ত্রপ্রহারে সমুদ্যত, নির্দ্দয়, জীবগণের উদ্বেগজনক এবং কীটপতঙ্গেরও আশ্রয়দানে বিরত হয়, তাহারাই নরকে গমন করে। আর যাহারা এই সমুদায় আচরণে বিরত হন, তাঁহারা সৎকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রূপবান্ ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন। লোকে হিংসাপরায়ণ হইলে নরক ও হিংসাবিহীন হইলেই স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নরকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে কোন ক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি তাহাকে ঐ মনুষ্যজন্মে ক্ষীণায়ু হইতে হয়। যাহারা পাপকার্য্যনিরত, হিংস্রস্বভাব ও সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হয়, তাহারাই পরজন্মে অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে; আর যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, সর্ব্বভূতে দয়াশীল, হত্যাবিমুখ এবং দণ্ডবিধান ও শস্ত্রপ্রহারে পরাঙ্মুখ হইয়া কাহারও হিংসা বা পরহিংসার অনুমোদন না করেন, তাঁহারাই স্বর্গ লাভ পূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ ও পরিশেষে মনুষ্যত্ব লাভ করতঃ দীর্ঘায়ুঃ হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সৎকার্য্যে নিরত সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের দীর্ঘায়ুঃ হইবার এই প্রাণিহিংসানিবৃত্তিরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, দেব! মনুষ্য কিরূপ স্বভাবসম্পন্ন, কি প্রকার কার্য্যানুষ্ঠাননিরত ও কি প্রকার দানশীল হইলে তাহার স্বর্গ লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যিনি ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকার এবং দীন, অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্নপান ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি গৃহ, সভা, কূপ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং যিনি প্রীতমনে আসন, শয্যা, যান, রত্ন, ধন, ধেনু, ক্ষেত্র ও স্ত্রী প্রভৃতি প্রার্থনীয় বস্তু সকল অকাতরে দান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় বহুকাল বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও অপ্সরাদিগের সহিত নন্দনকাননে বিহার করিয়া পরিশেষে পুনরায় জীবলোকে সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ জন্মে তাঁহার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হয় এবং তিনি ধনী ও ভোগশীল হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ প্রজাপতি দানশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাহারা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ধনসত্ত্বে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহাদিগকে অন্ন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহাদিগকে দানকৃপণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সমস্ত লুব্ধস্বভাব পামরের নিকট দীন, অন্ধ, ভিক্ষুক ও অতিথি প্রভৃতি যথার্থ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করিয়াও ধন, বস্ত্র, স্বর্ণ, গো ও কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য কদাপি প্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল দানপরাঙ্মুখ অধার্ম্মিক নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকে নিপতিত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে নির্দ্ধন লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ জন্মে উহারা পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে; উহারা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া লোকের দ্বারে গমন করিলেও লোকে উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। হে দেবি! অদাতা কৃপণদিগের এইরূপই দুর্গতি লাভ হয়। যাহারা ধনমদমত্ত হইয়া আসনার্হ ব্যক্তিদিগকে আসন, পাদ্যার্হ ব্যক্তিকে পাদ্য, অর্ঘ্যার্হ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য, আচমনীয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিকে আচমনীয় ও পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান না করে; আর যাহারা অভ্যাগত গুরুর প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনে বিরত, অভিমানসম্ভূত লোভের একান্ত বশীভূত এবং মান্য ব্যক্তির অবমাননা ও বৃদ্ধবর্গের পরাভবে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। এই পামরেরা যদি কোন ক্রমে বহুকালের পর নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে উহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট চাণ্ডালাদির বংশে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অভিমানপরতন্ত্র নহে; যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা লোকের পূজনীয়, বিনয়ী, মধুরভাষী ও সকল বর্ণের প্রিয়কার্য্যে নিরত, যিনি কখন কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না এবং যিনি সকলকে স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যর্থনা, সকলকেই যথোচিত সৎকার, পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথ প্রদান, গুরুকে যথোচিত সম্মান ও সতত অতিথিসংগ্রহে যত্নপ্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে ভূর্লোকে অতি উৎকৃষ্ট কুলে সমুৎপন্ন হন। ঐ জন্মে তিনি অতিশয় ভোগশালী, ধর্ম্মপরায়ণ, সকলের নমস্য ও আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত দান করেন। বিধাতা স্বয়ং এই ধর্ম্মফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মনোমধ্যে ভয় উত্তেজিত করিয়া থাকে, যে নরাধম হিংসাপরবশ হইয়া হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড ও লোষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা প্রাণিগণকে যন্ত্রণা প্রদান এবং ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জন্তুগণকে আক্রমণ করে, সেই পাপাত্মা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। ঐ দুরাত্মা বহু কালের পর যদি কোন ক্রমে পুনরায় মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে উহাকে বিপজ্জালপরিপূর্ণ অতি নীচ বংশে উদ্ভূত হইয়া সকলের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। আর যিনি জিতেন্দ্রিয় শত্রুতাবিহীন, সকলের পিতৃতুল্য ও দয়াবান্ হইয়া সকলকে স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, যিনি হস্তপদাদি দ্বারা কোন জন্তুকেই যন্ত্রণা প্রদান করেন না এবং যিনি সকলেরই বিশ্বাসপাত্র, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া দিব্য ভবনে দেবতার ন্যায় পরম সুখে বাস এবং পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগ করিয়া

থাকেন, তাঁহাকে আর কখনই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সাধুদিগের গতির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন, নাথ! এই জীবলোকে কতকগুলি তর্কবিতর্কসুনিপুণ জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিত ও কতকগুলি লোক প্রজ্ঞাবিহীন মূর্খ হইয়া থাকে; ইহার কারণ কি? আর কি নিমিত্তই বা কতকগুলি লোক জন্মাবধি অন্ধ, রোগার্ত্ত ও ক্লীব হইয়া থাকে? আমার এই সমস্ত বিষয়ে অতিনির্ণয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যে সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বেদবিৎ ধর্ম্মপরায়ণ সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে অশুভ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উহার প্রভাবে ইহলোকে সুখ ও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মাই কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া প্রজ্ঞাবান্ ও কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পরস্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে পরজন্মে জন্মান্ধ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা অসৎ অভিসন্ধি করিয়া বিবসনা কামিনীকে নিরীক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে নিরন্তর রোগে নিপীড়িত হইয়া থাকে। যে সকল দুরাত্মা পশ্বাদির সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত ও নিরন্তর স্ত্রীসংসর্গে অনুরক্ত হয় এবং যাহারা গুরুদারাপহরণ ও গুরু হত্যা করে, তাহারা পরজন্মে ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে?

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে সতত শ্রেয়োলাভের পথ জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও গুণাকাঙ্ক্ষী হন, তিনি দেহান্তে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বহুকাল সুখসম্ভোগ করিয়া পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া অসাধারণ মেধাবী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের হিতার্থ শুভফলজনক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

পার্ব্বতী কহিলেন; ভগবন্! এই ভূমণ্ডলমধ্যে কতকগুলি মনুষ্য ধর্ম্মবিদ্বেষী, স্বল্পবিজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রতবিহীন, নিয়মভ্রষ্ট, রাক্ষসসদৃশ, হিংসাপরায়ণ ও অযাজ্ঞিক হয়, উহারা প্রাণান্তেও বেদবিদ ব্রাহ্মণগণের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ গমন করে না। আর কতকগুলি লোক ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রতনিরত শ্রদ্ধাবান্ ও যাজ্ঞিক হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! বেদে লোকধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা সেই বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ব্রতশীল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; আর যাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই সমস্ত ব্রহ্মরাক্ষসসদৃশ পাপাত্মা দেহান্তে নরকভোগের পর কোন ক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া হোম, বষট্‌কার ও ব্রতবিহীন হইয়া কালযাপন করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের শুভাশুভ বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবান্ ভূতভাবন প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইবার বাসনায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি উৎকর্ষ, অপকর্ষ ও ধর্ম্মবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান, তুমি সাধ্বী, সুকেশী, কার্য্যদক্ষা, দম, ও শান্তিগুণযুক্তা, মমতাপরিশূন্যা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরতা। ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী, ইন্দ্রের শচী, মার্কণ্ডেয়ের ধূমোর্ণা, কুবেরের ঋদ্ধি, বরুণের গৌরী, সূর্য্যের সুবর্চ্চলা, চন্দ্রের রোহিণী, অগ্নির স্বাহা এবং কশ্যপের পত্নী অদিতি, ইহাদের সকলেরই সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ও সহবাস হইয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি শীলতা, কি ব্রত, কি সারাংশ, কি বীর্য্য, কোন বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা ন্যূন নহ। তুমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি অবলাগণের একমাত্র গতি, ভূমণ্ডলস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত কামিনীগণ তোমারই চরিত্রের অনুসরণ করিয়া থাকে। তোমার অর্দ্ধশরীর দ্বারা আমার অর্দ্ধশরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনুষ্যদিগের মঙ্গলসাধন করিয়া থাক। স্ত্রীজাতির শাশ্বত ধর্ম্মবিষয় তোমার অবিদিত নাই। অতএব তুমি এক্ষণে উহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কারণ তুমি যাহা কীর্ত্তন করিবে, তাহা অবশ্যই এই জগতে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভগবান্ ভূতভাবন এই কথা কহিলে, পার্ব্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। আপনার প্রসাদবলেই আমার বাক্‌শক্তি প্রতিভাসিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার স্নানার্থ সরিদ্বরা সরস্বতী, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু, বেদিকা, সিন্ধু, কৌশিকী, গোমতী এবং স্বর্গ হইতে সমাগত সমুদায় তীর্থে পরিবেষ্টিত দেবনদী গঙ্গা, ইঁহারা সকলেই সমাগত হইয়াছেন। আমি ইঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আনুপূর্ব্বিক স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব। স্ত্রীজাতিরা স্বজাতিরই অনুধাবন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আমি নদী সমুদায়ের সহিত পরামর্শ করিলে উহাদের সম্মান পরিবর্দ্ধিত হইবে; অতএব উহাদের সহিত পরামর্শ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবতী পার্ব্বতী মহাদেবকে এই কথা কহিয়া হাস্যবদনে স্ত্রীধর্ম্মকুশল সরিদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নদীগণ! ভগবান্ ভূতপতি আমাকে স্ত্রীধর্ম্মবিষয়ক যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া উঁহাকে তাহার উত্তর প্রদান করিবার বাসনা করি। এই ভূমণ্ডলে বা স্বর্গমধ্যে কেহই একাকী বিজ্ঞানবিষয় স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্তই আমি তোমাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবতী পার্ব্বতী অতি পবিত্র সরিদ্‌গণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে স্ত্রীধর্ম্মজ্ঞা সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি জগন্মান্যা হইয়াও নদীদিগকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যে ব্যক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়াও অন্যকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সম্মাননা করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। যে ব্যক্তি তর্কবিতর্কপারদর্শী জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন বক্তার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে কখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি আত্মাভিমান নিবন্ধন অন্যকৃত সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সভায় বক্তৃতা করে, সে বুদ্ধিমান্ হইলেও তাহার বাক্য দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে দেবি! তুমি দিব্যজ্ঞানসম্পন্না ও স্বর্গমধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিতা; অতএব তুমি স্বয়ংই স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন কর।

সুরতরঙ্গিণী ভগবতী পার্ব্বতীকে সমাদর পূর্ব্বক এই কথা কহিলে, তিনি বিস্তারিত রূপে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্তা হইয়া কহিলেন, আমি স্ত্রীধর্ম্ম যতদূর অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের অনুমতি অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান ধর্ম্ম। স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হন এবং স্বামীর মুখদর্শনে পুত্রবদনদর্শনজনিত আহ্লাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন; তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দম্পতিধর্ম্মশ্রবণে অনুরাগিণী, ভর্তৃতুল্য ব্রতচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হন এবং স্বীয় স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান ও দেবতুল্য পরিচর্য্যা করেন; যিনি একাগ্রচিত্তে স্বামীর বশীভূতা হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাহার মন স্বামিচিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়; স্বামী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন; অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক যিনি চন্দ্র, সূর্য্য বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না; স্বামী দরিদ্র, ব্যাধিনিপীড়িত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি তাঁহার প্রতি অকপটভাবে সমাদর প্রকাশ করেন; যিনি কার্য্যদক্ষা, প্রজাবতী, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী, যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করেন; যাহার মন স্বামীর প্রতি সতত‌ই প্রসন্ন থাকে; যিনি প্রতিনিয়ত অন্নপ্রদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন; যিনি বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য বা সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন; যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহসম্মার্জ্জন, গৃহে গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলি প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন; পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্তা হন; যাহার দ্বারা লোকসকল সন্তুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষ সাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন; তাঁহার

পতি উৎকৃষ্ট ধর্মফল লাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা ও তাঁহার হিতসাধনে নিরতা হন, তাঁহার পাতিব্রত্যধর্মের ফললাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরমা গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গলাভের কামনা হয় না। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিয়োগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন; তাহা হইলে অবিচারিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। হে দেবাদিদেব! এই আমি আপনার নিকট স্ত্রীধর্ম কীর্ত্তন করিলাম। যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই পাতিব্রত্যধর্মভাগিনী হন।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবতী পার্ব্বতী এই কথা কহিলে, ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া স্বীয় অনুচর ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তথা হইতে বিদায় করিলেন। তখন যাবতীয় গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভূত ও নদীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

অনন্তর মহর্ষিগণ সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিকট মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন

মহেশ্বর কহিলেন; হে মহর্ষিগণ! সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর; দশবাহু, দৈত্যনিসূদন; শ্রীবৎসাঙ্ক; সর্ব্বদেবের পূজিত; সনাতন বাসুদেব পিতামহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মস্তক হইতে আমার; উদর হইতে ব্রহ্মার, কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের, রোম হইতে দেবতা ও অসুরগণের এবং দেহ হইতে মহর্ষি ও নিত্যলোকসমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ব্রহ্মা ও দেবগণের সাক্ষাৎ গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনিই স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে দেবশ্রেষ্ঠ, দেবগণের অরাতিনিপাতন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসংশ্লিষ্ট, সর্ব্বগ, সর্ব্বতোমুখ, পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহই নাই। তিনি সনাতন, মধুনিপাতন ও গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে অসংখ্য নরপতির বিনাশসাধন করিবেন। তিনি ভিন্ন কোন দেবতারই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি সর্ব্বনমস্কৃত ও সর্ব্বভূতের নায়কস্বরূপ। কি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, কি আমি, কি অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে পরম সুখে বাস করিয়া থাকি। সেই শার্ঙ্গচক্রগদাধারী গরুড়ধ্বজ পুণ্ডরীকাক্ষ সতত লক্ষ্মীর সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। তিনি শীলসম্পন্ন, শমদম ও বলবীর্য্যসমন্বিত, পরমসুন্দর, সর্ব্বোন্নত, ধৈর্য্যশীল, সরল, অনৃশংস, অলৌকিক অস্ত্রসমুদায়ে সুশোভিত, যোগমায়াযুক্ত, সহস্রাক্ষ, অনিন্দনীয়, মহামনা, বীর, মিত্রদিগের প্রশংসাকারী, জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহঙ্কারবিহীন, ব্রাহ্মণগণের হিতকর, বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, ভয়ার্ত্তদিগের ভয়হর্ত্তা, মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব্বভূতের শরণ্য, দীনগণের প্রতিপালক, শ্রীমান্, অর্থসম্পন্ন, সর্ব্বভূতনমস্কৃত, আশ্রিত শত্রুদিগেরও পরিত্রাতা, ধর্ম্মবিদ্, নীতিজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি দেবগণের মঙ্গলবিধানার্থ মহাত্মা মনুর বিশুদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে অঙ্গ, অঙ্গ হইতে অন্তর্দ্ধামা, অন্তর্দ্ধামা হইতে হবির্দ্ধামা, হবির্দ্ধামা হইতে প্রাচীনবর্হি, প্রাচীনবর্হি হইতে দশপ্রচেতা, দশপ্রচেতা হইতে দক্ষপ্রজাপতি, দক্ষপ্রজাপতি হইতে দাক্ষায়ণী, দাক্ষায়ণী হইতে আদিত্য ও আদিত্য হইতে বৈবস্বত মনু সমুৎপন্ন হইবেন। সেই বৈবস্বত মনুর বংশে ইলা জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ ইলার গর্ভে ও বুধের ঔরসে পুরূরবার উৎপত্তি হইবে। পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি, যযাতি হইতে যদু, যদু হইতে ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টা হইতে বৃজিনীবান্, বৃজিনীবান্ হইতে স্বাহি, ও স্বাহি হইতে চিত্ররথ সমুদ্ভূত হইবে। ঐ চিত্ররথের পরম পবিত্র বংশে শূর নামে এক বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাযশস্বী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই শূর হইতে মহাত্মা বসুদেবের এবং বসুদেব হইতে বাসুদেবের উৎপত্তি হইবে। ভগবান্ বাসুদেব এই রূপে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ জরাসন্ধকে পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহার প্রভাবে গিরিগহ্বরে রুদ্ধ নরপতিদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পরিশেষে অপ্রতিহত বলবীর্য্য প্রভাবে সমুদায় নরপতির শাসনকর্ত্তা হইয়া দ্বারকায় অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন। অতএব তোমরা উৎকালে শাস্ত্রানুসারে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় সেই সনাতন বাসুদেবের পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিও। যে ব্যক্তি আমাকে বা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে বাসনা করিবে সে যেন সেই সনাতন বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার করে। ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিলেই ব্রহ্মাকে ও আমাকে দর্শন করা হইবে। ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ব্রহ্মাদি সমুদায় দেবতাই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি সেই মধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তিনি কীর্ত্তি, জয় ও স্বর্গলাভে সমর্থ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। অতএব সৎকার্য্যে নিরত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা সেই পরমপুরুষকে নমস্কার করিবেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্ম লাভ হইবে।

মহাত্মা হৃষীকেশ প্রজাগণের হিতচিকীর্ষু হইয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যে মহর্ষিগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিয়া তপস্যা করিতেছেন। অতএব সেই ধর্ম্মপরায়ণ সনাতন হৃষীকেশকে নমস্কার করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি সজ্জনের ন্যায় বন্দিত হইলে বন্দনা, মানিত হইলে মাননা, পূজিত হইলে প্রতিপূজা, দৃষ্ট হইলে দর্শন এবং আশ্রিত হইলে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। লোকপূজিত দেবগণও তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। অতএব প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদের নিকট বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিলেই সকল দেবতাকে দর্শন করা হয়। আমিও সেই সর্ব্বলোকপিতামহ মহাবরাহমূর্ত্তিধর জগৎপতিকে নিয়ত নমস্কার করিয়া থাকি। তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শনলাভ হয়। আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করি। ঐ মহাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনন্তদেব অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই বলদেবের রথে ত্রিশির স্বর্ণময় তালধ্বজ বিদ্যমান থাকিবে এবং তাঁহার মস্তক মহানাগগণে পরিবেষ্টিত হইবে। তিনি চিন্তা করিবামাত্র অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় তাঁহার নিকট সমাগত হইবে। পূর্ব্বে দেবগণ কশ্যপাত্মজ বলবান্ গরুড়কে ঐ মহাত্মার অন্তদর্শনে অনুরোধ করাতে গরুড় তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই অনন্তদেব স্বীয় শরীর দ্বারা বসুন্ধরা ধারণ করিয়া মহাআহ্লাদে রসাতলে অবস্থান করিতেছেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই অনন্তদেব এবং যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব চক্রধারী কৃষ্ণ ও লাঙ্গলধারী বলদেব এই উভয়কে যত্নপূর্ব্বক দর্শন ও সম্মান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে তপোধনগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট যত্নপূর্ব্বক যদুবংশাবতীর্ণ নারায়ণকে পূজা করিবার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টাচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

নারদ কহিলেন, বাসুদেব! মহাত্মা মহাদেব এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র অকস্মাৎ নভোমণ্ডলে জলদজাল উদিত, বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত ও মেঘের অতি গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অদৃশ্য হইল। মেঘ হইতে মুষলধারে বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সেই পবিত্র দেবগিরিতে মহর্ষিগণ মহাদেব বা ভূতগণকে আর দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর অবিলম্বে নভোমণ্ডল হইতে জলদজাল অপসারিত হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও শঙ্করের সহিত পার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তীর্থ পর্য্যটন করিতে [illegible] তথা হইতে বিদায়

হইলেন। হে বাসুদেব! ত্রিশূলধৃক্ ভগবান্ মহাদেব যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমিই সেই সনাতন ব্রহ্ম। পূর্ব্বে মহাদেব হিমালয় দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমার তেজঃপ্রভাবে পুনরায় সেইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার নিরীক্ষণ করিলাম। এই আমি তোমার নিকট মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দেবকীনন্দন ভগবান্ বাসুদেব নারদের মুখে এইরূপ বাক্যশ্রবণ করিয়া ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঋষিগণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! তোমাকে দর্শন করিলে আমাদিগের যেরূপ আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, দেবলোকেও আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিলাভ হয় না। অতএব তুমি আমাদিগকে বারংবার দর্শন প্রদান করিও। ভগবান্ মহাদেব তোমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অণুমাত্রও মিথ্যা নহে। তুমি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছ এবং আমরা তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি আমাদিগের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাক; এই নিমিত্তই আমরা তোমার প্রতি প্রিয় অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় এই তোমার নিকট হরপার্ব্বতীসংবাদ বিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমরা নিতান্ত চপলস্বভাব, কোন গোপনীয় বিষয় আমরা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও আমরা স্বীয় লঘুত্বনিবন্ধনই তোমার নিকট নানাপ্রকার কহিয়া থাকি। এই বিশ্বমধ্যে তোমার অবিদিত কোন বিস্ময়কর পদার্থই বিদ্যমান নাই। কি ভূর্লোক, কি দ্যুলোক যে কোন স্থানে যে কোন পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই তুমি অবগত আছ। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্টিলাভ হউক, অবিলম্বেই তোমার এক মহাপ্রভাবসম্পন্ন দীপ্তিশীল কীর্ত্তিমান্ ও তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবে। আমরা চলিলাম। মহর্ষিগণ এই বলিয়া দেবদেব বাসুদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! অনন্তর শ্রীমান্ বাসুদেব হৃষ্টমনে বিধানানুসারে ব্রত সমাপন করিয়া পুনরায় দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে দেবী রুক্মিণী গর্ভধারণপূর্ব্বক দশম মাস পূর্ণ হইলে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অন্তরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, উঁহার নাম কাম।

হে যুধিষ্ঠির! এই সেই মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রীতিপূর্ব্বক তোমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমরাও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। ইনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্বর্গপথ বিদ্যমান থাকে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, এই বাসুদেব ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতার সমষ্টি। ইনি দেবাদিদেব মহাদেব ও সকল ভূতের আশ্রয় স্থান। ইঁহার আদি অন্ত নাই। ইনি অব্যক্তস্বরূপ। এই বাসুদেব সুরগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি দুষ্কর কার্য্যের বক্তা ও কর্ত্তা। ইঁহারই আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার জয়, কীর্ত্তি ও সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে। ইনি তোমার নাথ ও পরমা গতি। তুমি হোতৃস্বরূপ হইয়া যুগান্তানলকল্প কৃষ্ণরূপ স্রুব দ্বারা সমরাগ্নিতে অনেকানেক ভূপতিকে আহুতি প্রদান করিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধন যখন জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিতান্ত শোচনীয়, সন্দেহ নাই। যখন এই কৃষ্ণের চক্রে মহাবল মহাকায় দানবগণ দাবানলে পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন হীনবল মনুষ্যেরা কি প্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। এই যুগান্তানলতুল্য মহাযোগী সব্যসাচী অর্জ্জুনও সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি নারায়ণের অংশ। এই মহাবীর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অনায়াসে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। এক্ষণে হিমাচলে ভগবান্ শঙ্কর তপোধনগণের নিকট কৃষ্ণের যেরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণের পুষ্টি, তেজঃ, পরাক্রম, প্রভাব ও নম্রতা অর্জ্জুন অপেক্ষা তিন গুণ অধিক। কৃষ্ণের ঐ সমুদায় গুণ অতিক্রম করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অধিক কি কহিব, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ও পরাধীন, সেই নিমিত্তই জানিয়া শুনিয়াও মৃত্যুর পথে পাদ প্রসারণ করিয়াছি। তুমি নিতান্ত সরলস্বভাবসম্পন্ন; এই নিমিত্তই পূর্ব্বে বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে এবং প্রিয়তম প্রাণের বিনিময়ে প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হইয়া এত দিন রাজ্যগ্রহণ কর নাই। যাহারা দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কালপ্রভাবেই কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে। আমিও কালপ্রভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছি। কালই সকলের ঈশ্বর। তুমি সেই কালকে বিলক্ষণ অবগত আছ। অতএব কাল যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এই কৃষ্ণই সেই লোহিতলোচন দণ্ডধর কাল। এক্ষণে তুমি জ্ঞাতিগণের নিমিত্ত শোকে কাতর হইও না। আমি তোমার নিকট মহর্ষি ব্যাস ও দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিও বিগতশোক হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছ। আমি উঁহা যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতেই উঁহার মহিমার একপ্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। আমি তোমার নিকট অনেকানেক মহর্ষির প্রভাব বিশেষতঃ হরপার্ব্বতীসংবাদ কীর্ত্তন করিয়াছি। যিনি এই পবিত্র সংবাদ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধারণ করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ, সমুদায় অভীষ্টসিদ্ধি ও দেহান্তে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি আপনার মঙ্গলকামনা করেন, কৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা ইঁহাকে অক্ষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ উমাপতি যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি নিরন্তর তৎসমুদায়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। তুমি প্রজাপালননিরত হইয়া ধর্ম্মানুসারে জীবিতকাল অতিবাহিত করিলে দেহান্তে অবশ্যই তোমার স্বর্গলাভ হইবে। ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধানই তাঁহার পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সজ্জনসন্নিধানে আমি যে হরপার্ব্বতীসংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া বা শ্রবণ করিবার অভিলাষে বিশুদ্ধমনে শঙ্করের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবর্ষি নারদ শঙ্করের আরাধনা করিবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হও। বাসুদেব দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত বদরিকাশ্রমে দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তুমি পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ব্যাস ও আমার নিকট ইহা সম্যক্ অবগত হইয়াছ। এই বাসুদেব বাল্যাবস্থাতেই জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণার্থ কংসের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। এই শাশ্বত পুরাণ পুরুষের অদ্ভুত কার্য্যের ইয়ত্তা করা নিতান্ত দুষ্কর। যখন বাসুদেব তোমার প্রিয়সখা, তখন অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। দুর্য্যোধন লোকান্তরিত হইলেও আমি তাহার নিমিত্ত দুঃখিত হইতেছি। সেই দুর্ম্মতির দুর্ব্বুদ্ধিবলেই এই পৃথিবীর লোকক্ষয় হইয়াছে। তাহারই অপরাধে মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।

মহাত্মা ভীষ্ম সেই মহামান্য ব্যক্তিগণমধ্যে এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নৃপতিগণ কৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমাশ্রবণে মনে মনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে ভীষ্মের নিকট নানাবিধ ধর্ম্ম ও পবিত্র বিষয় সমুদায় শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে প্রধান দেবতা কে? কাহার স্তব ও কাহার অর্চ্চনা করিলে শুভফল লাভ হয়? কোন্ ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে মানবগণ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে দেবাদিদেব পরম পুরুষ বাসুদেবই অদ্বিতীয়। উঁহার সহস্রনাম উল্লেখ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উঁহাকে স্তব ও অর্চ্চনা করিলেই শুভফল লাভ হয়। সেই অনাদিনিধন ত্রিলোকা-

দিগকে নররীরককে ধ্যান, নমস্কার ও তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি ব্রাহ্মণ প্রিয়, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, লোকনাথ ও সমুদায় ভূতের উৎপত্তির আদিকারণ। ভক্তিপূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষের স্তব করাই সমুদায় ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যিনি সমুদায় ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যিনি সমুদায় তেজঃ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট তেজঃ, যিনি সমুদায় তপস্যা অপেক্ষা প্রধান তপস্যা, যিনি সমুদায় ব্রত অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ব্রত, যিনি সমুদায় পবিত্র বস্তু অপেক্ষা পবিত্র, যিনি সমুদায় মঙ্গলের মঙ্গল, যিনি দেবতাদিগের দেবতা, যিনি সমুদায় জীবের পিতা ও পরব্রহ্মস্বরূপ এবং কল্পের আদিকালে যাঁহা হইতে সমুদায় জীব উৎপন্ন ও কল্পান্তে যাঁহাতে সমুদায় জীব বিলীন হয়; আমি এক্ষণে সেই লোকপ্রধান বিষ্ণুর সহস্রনামের কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে পাপ ও ভয় এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। মহর্ষিগণ ঐ বিখ্যাত নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব, বিষ্ণু, বষট্‌কার, ভূতভব্যভবৎপ্রভু, ভূতকর্ত্তা, ভূতভর্ত্তা, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, পূতাত্মা, পরমাত্মা, মুক্ত ব্যক্তিদিগের পরমা গতি, অব্যয়, পুরুষ, সাক্ষী; ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর, যোগ, যোগবেত্তাদিগের নায়ক, প্রকৃতি, পুরুষের ঈশ্বর, নরসিংহ, শ্রীমান্; কেশব, পুরুষোত্তম, শর্ব্ব; সর্ব্ব, শিব, স্থাণু; ভূতাদি, নিধি, অব্যয়, সম্ভার, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, স্বয়ম্ভু, শম্ভু; আদিত্য, পুষ্করাক্ষ, মহাস্বন, অনাদিনিধন, ধাতা, বিধাতা, ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, অপ্রমেয়, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, অমরপ্রভু; বিশ্বকর্ম্মা, মনু, ত্বষ্টা, স্থবিষ্ঠ, স্থবির, ধ্রুব, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, কৃষ্ণ, লোহিতাক্ষ, প্রতর্দ্দন, প্রভূত, ত্রিককুৎ, ধাম, পবিত্র, মঙ্গল, পর, ঈশান, প্রাণদ, প্রাণ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, মাধব, মধুসূদন, ঈশ্বর, বিক্রমী, ধন্বী, মেধাবী, বিক্রম, ক্রম, অনুত্তম, দুরাধর্ষ, কৃতজ্ঞ, কৃত, আত্মবান্, সুরেশ, শরণ, শর্ম্ম, বিশ্বরেতা, প্রজাভব, অহঃ, সংবৎসর, ব্যাল, প্রত্যয়, সর্ব্বদর্শন, অজ, সর্ব্বেশ্বর, সিদ্ধ, সিদ্ধি, সর্ব্বাদি, অচ্যুত, বৃষাকপি অমেয়াত্মা, সমুদায় যোগ হইতে নির্গত, বসু, বসুমনা, সত্য, সমাত্মা, সম্মিত, সম, অমোঘ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃষকর্ম্মা, বৃষাকৃতি, রুদ্র, বহুশিরা, বভ্রু, বিশ্বযোনি, শুচিশ্রবা, অমৃত, শাশ্বত, স্থাণু, বরারোহ, মহাতপা, সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, ভানু, বিশ্বক্সেন, জনার্দ্দন, বেদ, বেদজ্ঞ, অব্যঙ্গ, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, কবি, লোকাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, কৃতাকৃত, চতুরাত্মা, চতুর্ব্যূহ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, চতুর্ভুজ, ভ্রাজিষ্ণু, ভোজন, ভোক্তা, সহিষ্ণু, জগতের আদি, অনঘ, বিজয়, জেতা, বিশ্বযোনি, পুনর্ব্বসু, উপেন্দ্র, বামন, প্রাংশু, অমোঘ, শুচি, ঊর্জ্জিত, অতীন্দ্র, সংগ্রহ, সর্গ, ধৃতাত্মা, নিয়ম, যম, বেদ্য, বৈদ্য, যোগী, বীরঘাতী, মাধব, মধু, অতীন্দ্রিয়, মহামায়; মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাশক্তি, মহাবীর্য্য, মহাদ্যুতি, অনির্দ্দেশ্যবপু, শ্রীমান্, অমেয়াত্মা, মহাপর্ব্বতধারী; মহাধনুর্দ্ধর; মহীভর্ত্তা; শ্রীনিবাস; সাধুদিগের গতি; অনিরুদ্ধ; সুরানন্দ, গোবিন্দ, ইন্দ্রিয়তত্ত্ববেত্তাদিগের পতি; মরীচি; দমন; হংস; সুপর্ণ; ভুজগোত্তম; হিরণ্যনাভ; সুতপা; পদ্মনাভ; প্রজাপতি; অমৃত্যু সর্ব্বদৃক্; সিংহ, সন্ধাতা; সন্ধিমান্; স্থির; অজ; দুর্ম্মর্ষণ; শাস্তা; বিশ্রুতাত্মা; দৈত্যঘাতী; গুরু, গুরুতম; ধাম; সত্য, সত্যপরাক্রম; নিমিষ; অনিমিষ; স্রগ্বী; বাচস্পতি; উদারধী; অগ্রণী; গ্রামণী; শ্রীমান্; ন্যায়; নেতা, সমীরণ; সহস্রমূর্দ্ধা; বিশ্বাত্মা; সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, আবর্ত্তন, নিবৃত্তাত্মা; সংবৃত; সংপ্রমর্দ্দন; অহঃ; সংবর্ত্তক; বহ্নি; অনিল; ধরণীধর; সুপ্রসাদ; প্রসন্নাত্মা; বিশ্বধারী; বিশ্বভোক্তা; বিভু; সৎকর্ত্তা; সৎকৃত; সাধু; জহ্নু। নারায়ণ; নর; অসংখ্যেয়; অপ্রমেয়াত্মা বিশিষ্ট; শাসনকর্ত্তা; শুচি; সিদ্ধার্থ; সিদ্ধসংকল্প; সিদ্ধিদাতা; সিদ্ধিসাধন; বৃষাহী; বৃষভ; বিষ্ণু; বিষপর্ব্বা; বৃষোদর; বর্দ্ধন, বর্দ্ধমান; বিবিক্ত; শ্রুতিসাগর; সুভুজ; দুর্দ্ধর; বাগ্মী; মহেন্দ্র; বসুদ; বসু; বহুরূপী, বৃহদ্রূপ, শিপিবিষ্ট প্রকাশন, ওজ, দ্যুতিধর, প্রকাশাত্মা, প্রতাপন, ঋদ্ধ, স্পষ্টাক্ষর, মন্ত্র; চন্দ্রাংশু, ভাস্করদ্যুতি, অমৃতাংশূদ্ভব, ভানু, শশবিন্দু, সুরেশ্বর, ঔষধ, জগৎসেতু, সত্যধর্ম্মপরাক্রম, ভূতভব্যভবন্নাথ, পবন, পাবন, অনল, কামহা, কামকারী, কান্ত, কাম, কামপ্রদ, প্রভু, যুগাদিকর্ত্তা, যুগাবর্ত্ত, অনেকমায়, মহাশন, অদৃশ্য অব্যক্তরূপ, সহস্রজিৎ। অনন্তজিৎ, ইষ্ট, বিশিষ্ট; শিষ্টেষ্ট, শিখণ্ডী, নহুষ, বৃষ, ক্রোধহা, ক্রোধকারী, কর্ত্তা, বিশ্ববাহু, মহীধর, অচ্যুত, প্রথিত, প্রাণ, প্রাণদ, বাসবানুজ; অপাংনিধি, অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত, প্রতিষ্ঠিত, স্কন্দ, স্কন্দধর, ধুর্য্য, বরদ, বায়ুবাহন, বাসুদেব, বৃহদ্ভানু, আদিদেব, পুরন্দর, অশোক, তারণ, তার,

শূর, শৌরি, জনেশ্বর, অনুকূল, শতাবর্ত্ত, পদ্মী; পদ্মনিভেক্ষণ, পদ্মনাভ, অরবিন্দাক্ষ, পদ্মগর্ভ, শরীরপোষক, মহর্দ্ধি, ঋদ্ধ, বৃদ্ধাত্মা, মহাক্ষ, গরুড়ধ্বজ, অতুল, শরভ, ভীম, সময়জ্ঞ, হবি, হবিঃ, সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্য, লক্ষ্মীবান্; সমিতিঞ্জয়, বিক্ষর, রোহিত, মার্গ, হেতু, দামোদর, সহ, মহীধর, মহাভাগ, বেগবান্, অমিতাশন, উদ্ভব, ক্ষোভণ, দেব, শ্রীগর্ভ, পরমেশ্বর, কারণ, করণ, কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, গহন, গুহ, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, সংস্থান, স্থানদাতা; ধ্রুব, পরার্দ্ধি, পরমস্পষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট, শুভেক্ষণ, রাম, বিরাম, বিরজ, মার্গ; নেয়; নয়, অনয, বীর, বলবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষ, প্রাণ, প্রদান, প্রণব, পৃথু, হিরণ্যগর্ভ, শত্রুঘ্ন, ব্যাপ্ত, বায়ু, অধোক্ষজ, ঋতু, সুদর্শন, কাল, পরমেষ্ঠি, পরিগ্রহ, উগ্র, সংবৎসর, দক্ষ, বিশ্রাম, বিশ্বদক্ষিণ, বিস্তার, স্থাবর, স্থাণু, প্রমাণ, অব্যয়, বীজ, অর্থ, অনর্থ, মহাকোশ, মহাভোগ, মহাধন, অনির্ব্বিণ্ণ, স্থবিষ্ঠ, ধর্ম্মযূপ, মহামখ, নক্ষত্রনেমি, নক্ষত্রী, ক্ষম, ক্ষাম, সমীহন, যজ্ঞ, ইজ্য, মহেজ্য, ক্রতু, সাধুদিগের গতি, সর্ব্বদর্শী, বিমুক্তাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, উত্তম, জ্ঞান, সুব্রত, সুমুখ, সূক্ষ্ম, সুঘোষ, সুখদাতা, সুহৃৎ, মনোহর, জিতক্রোধ, বীরবাহু, বিদারণ, স্বাপন, স্ববশ, ব্যাপী, অনেকাত্মা; অনেকধর্ম্মকৃৎ, বৎসর, বৎসল, বৎসী, রত্নগর্ভ, ধনেশ্বর, ধর্ম্মগোপ্তা, ধর্ম্মকর্ত্তা, ধর্ম্মী, স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষর, অক্ষর, অবিজ্ঞাতা, সহস্রাংশু, বিধাতা, কৃতলক্ষণ, গভস্তিনেমি, সত্ত্বস্থ, সিংহ, ভূতমহেশ্বর, আদিদেব, মহাদেব, দেবেশ, দেবপালক, গুরু, উত্তর, গোপতি, গোপ্তা, জ্ঞানগম্য, পুরাতন, শরীরস্থিত পঞ্চভূতের পালক, ভোক্তা, কপীন্দ্র, ভূরিদক্ষিণ, সোমপ, অমৃতপ, সোম, পুরুজিৎ পুরুসত্তম, বিনয়, জয়, সত্যসন্ধ, দাশার্হ, সাত্বতদিগের অধিপতি, জীব, বিনয়িতা, সাক্ষী, মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, অম্ভোনিধি, অনন্তাত্মা, মহাসমুদ্রশায়ী, অন্তক, অজ, মহার্হ, স্বভাবস্থিত, শত্রুবিজয়ী, প্রমোদন, আনন্দ, নন্দন, নন্দ, সত্যধর্ম্মা, ত্রিবিক্রম, মহর্ষি, কপিলাচার্য্য, কৃতজ্ঞ, মেদিনীপতি, ত্রিপদ, ত্রিদশাধ্যক্ষ, মহাশৃঙ্গ, কৃতান্তঘাতী, মহাবরাহ, গোবিন্দ, সুষেণ, কনকাঙ্গদী, গুহ্য, গভীর, গহন, গুপ্ত, গদাচক্রধারী, বেধা; স্বাঙ্গ, অজিত, কৃষ্ণ, দৃঢ়, সঙ্কর্ষণ, অচ্যুত, বরুণ, বারুণ, বৃক্ষ, পুষ্করাক্ষ, মহামনা, ভগবান্, ভগহা, নন্দী, বনমালী, হলায়ুধ, আদিত্য, জ্যোতিঃপ্রধান, সহিষ্ণু, গতিসত্তম, সুধন্বা, খণ্ডপরশু, দারুণ, দ্রবিণপ্রদ, দিবস্পর্শী, সর্ব্বদৃক্, ব্যাস, বাচস্পতি, অযোনিজ, ত্রিসামা, সামগ, সাম, নির্ব্বাণ, ভেষজ; ভিষক্, সন্ন্যাসকারী, শম, শান্ত; নিষ্ঠা, শান্তি, পরায়ণ, শুভাঙ্গ, শান্তিদ, স্রষ্টা, কুমুদ, কুবলেশয়, গোহিত, গোপতি, গোপ্তা, বৃষভাক্ষ, বৃষপ্রিয়, অনিবর্ত্তী, নিবৃত্তাত্মা, সংক্ষেপ্তা, ক্ষেমকৃৎ, শিব, শ্রীবৎসবক্ষা, শ্রীবাস; শ্রীপতি, শ্রীমান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; শ্রীদাতা, শ্রীশ; শ্রীনিবাস, শ্রীনিধি, শ্রীবিভাবন, শ্রীধর; শ্রীকর, শ্রেয়, শ্রীমান্, ত্রিলোকের আশ্রয়, স্বক্ষ, স্বঙ্গ, শতানন্দ, নন্দি; জ্যোতিঃ, গণেশ্বর, বিজিতাত্মা, বিধেয়াত্মা, সৎকীর্ত্তি, ছিন্নসংশয়, উদীর্ণ; সর্ব্বতশ্চক্ষু, অনীশ, শাশ্বত, স্থির, ভূশায়ী; ভূষণ, ভূতি, বিশোক; শোকনাশন; অর্চ্চিষ্মান্; অর্চ্চিত; কুম্ভ; বিশুদ্ধাত্মা; বিশোধন; অনিরুদ্ধ; অপ্রতিরথ; প্রদ্যুম্ন; অমিতবিক্রম; কালনেমি; নিহন্তা; বীর; শৌরি; শূরজনেশ্বর; ত্রিলোকাত্মা; ত্রিলোকেশ; কেশব; কেশিহা, হরি; কামদেব; কামপাল; কামী; কান্ত; কৃতাগম, অনির্দ্দেশ্যবপু; বিষ্ণু; বীর, অনন্ত, ধনঞ্জয়; ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্মা; ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিবর্দ্ধন, ব্রহ্মবিৎ; ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মী, ব্রহ্মজ্ঞ; ব্রাহ্মণপ্রিয়; মহাক্রম; মহাকর্ম্মা; মহাতেজা, মহোরগ, মহাক্রতু, মহাযজ্বা; মহাযজ্ঞ; মহাহবিঃ; স্তব্য; স্তবপ্রিয়; স্তোত্র; স্তুতি; স্তোতা, রণপ্রিয়, পূর্ণ, পূরয়িতা, পুণ্য, পুণ্যকীর্ত্তি, অনাময়; মনোজব; তীর্থকর বসুরেতা, বসুপ্রিয়, বসুপ্রদ, বাসুদেব; বসু; বসুমনা; হবি; সদ্গতি সৎকৃতি; সত্তা; সদ্ভূতি; সৎপরায়ণ; শূরসেন; যদুশ্রেষ্ঠ; সন্নিবাস; সুযামুন; ভূতাবাস; বাসুদেব, সর্ব্বাসুনিলয়; অনল, দর্পহা, দর্পদ; দৃপ্ত; দুর্দ্ধর; অপরাজিত; বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, দীপ্তমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিমান্, অনেকমূর্ত্তি, অব্যক্ত, শতমূর্ত্তি, শতানন; এক, অনেক; সব; ক, কিং; যত্তৎপদ্য; লোকবন্ধু; লোকনাথ, মাধব; ভক্তবৎসল, সুবর্ণবর্ণ; হেমাঙ্গ; বরাঙ্গ; চন্দনাঙ্গদী; বীরহা; বিষম; শূন্য; ঘৃতাশী; অচল; চল; অমানী; মানদ; মান্য, লোকস্বামী; ত্রিলোকধৃৎ, সুমেধা, মেধজ, ধন্য, সত্যমেধা; ধরাধর; তেজঃ; বৃষ; দ্যুতিধর; সর্ব্বশস্ত্রভৃতাম্‌বর; প্রগ্রহ; নিগ্রহ; অব্যগ্র; অনেকশৃঙ্গ; গদাগ্রজ, চতুর্মূর্ত্তি; চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্যূহ; চতুর্গতি; চতুরাত্মা; চতুর্ভাব; চতুর্ব্বেদবিৎ; একপাৎ, সমাবর্ত্ত.

নিয়তাত্মা, দুর্জ্জয়, দুরতিক্রম, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্গ, দুরাবাস, দুরারিহা, শুভাঙ্গ, লোকসারঙ্গ, স্বতন্তু, তন্তুবর্দ্ধন, ইন্দ্রকর্ম্মা, মহাকর্ম্মা, কৃতকর্ম্মা, কৃতাগম, উদ্ভব, সুন্দর, সুন্দ, রত্ননাভ, সুলোচন, অর্ক, বাজসন, শৃঙ্গী, জয়ন্ত, সর্ব্ববিদ্, জয়ী, সুবর্ণবিন্দু, অক্ষোভ্য, সর্ব্ববাগ্, ঈশ্বরেশ্বর, মহাহ্রদ, মহাগর্ত্ত, মহাভূত, মহানিধি, কুমুদ, কুন্দর, কুন্দ, পর্জ্জন্য, পবন, অনিল, অমৃতাংশ, অমৃতবপু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোমুখ, সুলভ, সুব্রত, সিদ্ধ, শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, ন্যগ্রোধ, উদুম্বর, অশ্বত্থ, চাণূরান্ধ্রনিষূদন, সহস্রার্চ্চি, সপ্তজিহ্ব, সপ্তৈধা, সপ্তবাহন, অমূর্ত্তি, অনঘ, অচিন্ত্য, ভয়কৃৎ, ভয়নাশন, অণু, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, গুণভৃৎ, নির্গুণ, মহান্, অধৃত, স্বধৃত, স্বাস্য, প্রাগ্‌বংশ, বংশবর্দ্ধন, ভারভৃৎ, যোগী, যোগীশ, সর্ব্বকামদ, আশ্রম, শ্রমণ, ক্ষাম, সুপর্ণ, বায়ুবাহন, ধনুর্দ্ধর, ধনুর্ব্বেদ, দণ্ড, দময়িতা, দম, অপরাজিত, সর্ব্বসহ, নিয়ন্তা, নিয়ম, যম, সত্ত্ববান্, সাত্ত্বিক, সত্য, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, অভিপ্রায়, প্রিয়ার্হ, অর্হ, প্রিয়কৃৎ, প্রীতিবর্দ্ধন, বিহায়সগতি, জ্যোতিঃ, সুরুচি, হুতভুক্, বিভু, রবি, বিরোচন, সূর্য্য, সবিতা, রবিলোচন, অনন্ত, হুতভুক্, ভোক্তা, সুখদ, অনেকজ, অগ্রজ, অনির্ব্বিণ্ণ, সদামর্ষী, লোকাধিষ্ঠান, অদ্ভুত, সনৎকুমার, সনাতন, কপিল, কপি, অব্যয়, স্বস্তিদ, স্বস্তিকৃৎ, স্বস্তি, স্বস্তিভুক্, স্বস্তিদক্ষিণ, অরৌদ্র, কুণ্ডলী, চক্রী, বিক্রমী, উর্জ্জিতশাসন, শব্দাতিগ, শব্দসহ, শিশির, শর্ব্বরীকর, অক্রূর, পেশল, দক্ষ, দক্ষিণ, ক্ষমাবান্‌দিগের অগ্রগণ্য, বিদ্বত্তম, বীতভয়, পুণ্য, শ্রবণ, কীর্ত্তন, উত্তারণ, দুষ্কৃতিহা, পুণ্য, দুঃস্বপ্ননাশন, বীরহা, রক্ষণ, শান্ত, জীবন, পর্য্যবস্থিত, অনন্তরূপ, অনন্তশ্রী, জিতমন্যু, ভয়াপহ, চতুরস্র, গভীরাত্মা, বিদিশো, ব্যাদিশো, দিশ, অনাদি, ভূর্লোক ও ভুবর্লোকের ঐশ্বর্য্য, সুবীর, রুচিরাঙ্গদ, জনন, জনজন্মাদি, ভীম, ভীমপরাক্রম, আধারনিলয়, ধাতা, পুষ্পহাস, প্রজাগর, ঊর্দ্ধগ, সৎপথাচার, প্রাণদ, প্রণব, পণ, প্রমাণ, প্রাণনিলয়, প্রাণভৃৎ, প্রাণজীবনতত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্, একাত্মা, জন্মমৃত্যুজরাতিগ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, তরু, প্রণব, পিতা, পিতামহ, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যজ্বা, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞভৃৎ, যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞী, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞসাধন, যজ্ঞান্তকৃৎ, যজ্ঞগুহ্য, অন্ন, অন্নাদ, আত্মযোনি, স্বয়ঞ্জাত, বৈখান, সামগায়ন, দেবকীনন্দন, স্রষ্টা, ক্ষিতীশ, পাপনাশন, শঙ্খভৃৎ, নন্দকী, চক্রী, শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর, রথাঙ্গপাণি, অক্ষোভ্য ও সর্ব্বপ্রহরণায়ুধ, এই আমি তোমার নিকট ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেবের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই সহস্র নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না। উহা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণের বেদান্তে পাণ্ডিত্য, ক্ষত্রিয়ের বিজয়, বৈশ্যের অতুল সম্পদ, শূদ্রের সুখ, ধর্ম্মার্থীদিগের ধর্ম্ম, ধনার্থীদিগের ধন, কামীদিগের কামনা ও পুত্রার্থীদিগের পুত্র লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া সমাহিত চিত্তে বাসুদেবের এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বিপুল যশ, জ্ঞাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য, অচলা লক্ষ্মী, বলবীর্য্য ও শ্রেয়ো লাভ হয় এবং তিনি রোগবিহীন দ্যুতিমান্ ও রূপগুণে বিভূষিত হইয়া অকুতোভয়ে কালহরণ করিতে পারেন। প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক এই সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে রোগার্ত্তদিগের রোগ হইতে, বদ্ধদিগের বন্ধন হইতে, ভীতদিগের ভয় হইতে ও বিপন্নদিগের বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহার আশ্রিত হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করে। বাসুদেবের ভক্তদিগকে কদাচ জন্মমৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হইতে ভীত হইতে হয় না। যাঁহারা ভক্তিমান হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, শ্রীমান্, ধৈর্য্যশালী, স্মরণশক্তিসম্পন্ন কীর্ত্তিমান্ ও সুখী হইতে পারেন। যাঁহারা নারায়ণের প্রতি দৃঢ়তরা ভক্তি প্রদর্শন করেন, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ ও দুর্ব্বুদ্ধি সেই পুণ্যবান্‌দিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। ভগবান্ বাসুদেবই স্বীয় বীর্য্যবলে চন্দ্রসূর্য্য ও নক্ষত্রগণের সমবেত নভোমণ্ডল, দিক্ সমুদায়, পৃথিবী ও সমুদ্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ সংবলিত সমুদায় জগৎ তাঁহারই বশে অবস্থান করিতেছে। তিনিই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সত্ত্ব, তেজঃ, বল, ধৈর্য্য, দেহ ও জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় শাস্ত্র অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ বাসুদেব ঐ ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্পাদি কার্য্য, বেদ, শাস্ত্র, ও বিজ্ঞান তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি একাকী ত্রিলোকমধ্যে সমুদায় ভূতে অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ও সুখলাভের বাসনা করেন, ভগবান্ বাসুদেবের এই ব্যাসোক্ত স্তব পাঠ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সর্ব্বদা ভূতভাবন ভগবান্ কেশবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই পরাভূত হইতে হয় না।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রপারদর্শী ও বিজ্ঞতম, অতএব কোন্ মন্ত্র জপ করিলে ধর্ম্মফল লাভ হয়? যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, কার্য্যারম্ভ ও শ্রাদ্ধকালে কোন্ মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে শান্তি, পুষ্টি, রক্ষা, শত্রুবিনাশ ও ভয়নাশ হয়? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি বেদব্যাসকীর্ত্তিত মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। সাবিত্রী দেবী ঐ মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও রাত্রিকালে ঐ মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিষ্পাপ এবং যিনি ঐ মন্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবী, কৃতার্থ ও উভয় লোকে সুখী হন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত রাজর্ষিগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্রপাঠ করিলে অতি উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। ঐ মন্ত্র এই, "মহাব্রতধারী বশিষ্ঠদেব বেদনিধি পরাশর, মহাসর্প, অনন্ত, অক্ষয়, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ এবং দেবাদিদেব বরদাতা সহস্রশীর্ষ ও সহস্রনামধারী জনার্দ্দনকে নমস্কার। অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র; ইঁহারাই আবার শতরুদ্র নামে কীর্ত্তিত হন। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য; ইঁহারা সকলেই কশ্যপতনয়। ধর, ধ্রুব, সোম, সাবিত্র, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আট মহাত্মা বসুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাসত্য ও দস্র ইঁহারা উভয়ে অশ্বিনীকুমার। উঁহারা সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অশ্বরূপধারিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার নাসা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর।

অতঃপর লোকদিগের যজ্ঞ দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম ও চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের সাক্ষীদাতা মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মারা জীবমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া লোকের শুভাশুভ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যু, কাল এবং বিশ্বেদেব, পিতৃলোক, তপোধন ও সিদ্ধমহর্ষিগণ ইঁহারাই কার্য্যের সাক্ষ্যদাতা। ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রযত্নভাবে বিধাতৃবিহিত দিব্য লোক সমুদায়ে অবস্থান করেন। নিত্য এই মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ত্রিবর্গ ও পুণ্যলোক সমুদায় লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণপতি, বিনায়কগণ, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ, ভূতগণ, জ্যোতিষ্কগণ, সরিদ্গণ, আকাশ, সুপর্ণ, পন্নগেশ্বর, সিদ্ধগণ, স্থাবর ও জঙ্গমগণ, হিমালয় পর্ব্বত, চারি সমুদ্র, মহাদেবের অনুরূপ পরাক্রমযুক্ত অনুচরগণ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, স্কন্দ এবং অম্বিকা ইঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না।

অতঃপর ঋষিশ্রেষ্ঠগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষীবান্, অঙ্গিরার পুত্র বল এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব এই সপ্তমহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ইঁহারা ভূমণ্ডলে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে স্বর্গে দেবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ঐ সকল মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইন্দ্রলোকে সম্মান লাভ করা যায়। উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, ঊর্দ্ধবাহু, তৃণ, সোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য ইঁহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত। দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির পুত্র সারস্বত ইঁহারা পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন।

[illegible] ভুবনের বহুদেশ প্রকাশিত। অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিকবংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র ও ঋচীকতনয় জমদগ্নি ইহাঁরা উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা রুদ্রের গুরু। এই সমুদায় ভিন্ন আর সাতজন মহর্ষি আছেন; তাঁহারা সমুদায় দিকে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই সমুদায় মহর্ষির নাম কীর্ত্তন করিলে মানবগণের কীর্ত্তি ও অভ্যুদয় লাভ হয়। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত, কপিল এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইহাঁরা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা যে যে দিকে অবস্থান করেন, সেই সেই দিকে অভিমুখীন হইয়া ইহাঁদিগের শরণাগত হওয়া উচিত। পরশুরাম, বেদব্যাস, দ্রোণাচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা, লোমশ ও পূর্ব্বোল্লিখিত ঋষিগণ ইহাঁরা সকলেই লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা তপঃপ্রভাবে সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। সংবর্ত্তন, মেরু, সাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, সাংখ্য, যোগ, নারদ ও মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইহাঁরা তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদায় এবং ব্রহ্মলোকনিবাসী রুদ্রতুল্য প্রভাবশালী অন্যান্য মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পুত্রলাভে সমর্থ হয়।

মানবগণ প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পৃথিবীর পিতা বেণরাজতনয় মহারাজ পৃথু, ইলাগর্ভে বুধের ঔরসে সমুৎপন্ন সূর্য্যবংশোদ্ভব মহাত্মা [illegible], ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ ভরত, সত্যযুগে গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা রন্তিদেব, বিশ্বজিৎ যজ্ঞকর্ত্তা তপোবলসমন্বিত দ্যুতিমান্ রাজর্ষি শ্বেত, মহাদেবের প্রসাদে গঙ্গার আনয়নকর্ত্তা অশ্বমেধের হেতুভূত সগরবংশের উদ্ধারকারণ রাজর্ষি ভগীরথ এবং হুতাশনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর অন্যান্য কীর্ত্তিমান্ দেবতা, ঋষি ও ভূপতিদিগের নাম কীর্ত্তন করিবে। সাংখ্যযোগ, হব্যকব্য ও সর্ব্বশ্রুতির আশ্রয় পরব্রহ্ম এই সমুদায় শব্দ সায়ং ও প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিলে মনুষ্যের মঙ্গল লাভ, ব্যাধিনাশ ও সকল কার্য্যে উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাঁরা সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা এবং বারিবর্ষণ ও বায়ুবহনের কারণ। ঐ মহাত্মারা শ্রেষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ, ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয়। উহাঁরা মনুষ্যের সমুদায় দুরদৃষ্ট দূর করিতে পারেন। উহাঁরা পাপপুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ। যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া উহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের পথ অবিরুদ্ধ থাকে এবং তাঁহারা অগ্নিভয়, চৌরভয় ও দুঃস্বপ্নদর্শন প্রভৃতি সমুদায় অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ যজ্ঞদীক্ষাসময়ে সংযত হইয়া এই সমুদায় পবিত্র নাম পাঠ করেন, তাঁহারা ন্যায়বান্, আত্মনিরত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াবিহীন, সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও স্বস্থচিত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন। রোগার্ত্ত ব্যক্তিরা উহা পাঠ করিলে সমুদায় রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। গৃহমধ্যে উহা পাঠ করিলে কুলের মঙ্গল, ক্ষেত্রমধ্যে পাঠ করিলে শস্যসম্পত্তি ও বিদেশগমন সময়ে পাঠ করিলে পথিমধ্যে মঙ্গল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব স্ত্রী, পুত্র, ধন বীজ, ওষধি ও আপনার হিতের নিমিত্ত উহা পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় সংগ্রামকালে ঐ সমুদায় নাম জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া অক্ষতশরীরে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষে উহা পাঠ করেন, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার যজ্ঞে হব্যকব্য ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হন। তাঁহাকে কখনই ব্যাধি, হিংস্রজন্তু ও তস্কর হইতে ভীত হইতে হয় না এবং তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। যাহারা অর্ণবযান, যান, প্রবাস ও রাজগৃহে এই সাবিত্র মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের বালকগণ কখনই অকালে কালকবলে নিপতিত হয় না এবং তাঁহাদিগকে ভূপতি, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, অগ্নি, জল, পবন ও হিংস্র জন্তু হইতে কখনই ভীত হইতে হয় না। কমলজ সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করিলে চারিবর্ণেরই শান্তিলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা পরম পবিত্র সাবিত্রী মন্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে পরমা গতি লাভ করিতে পারেন। যাহারা গোসমূহের মধ্যে এই মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের গাভীগণ বহুবৎসা হয়। কি বিদেশযাত্রা, কি স্বস্থানে অবস্থান সমুদায় সময়েই ঐ মন্ত্র পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। জপহোমপরায়ণ [illegible] মহর্ষিদিগের উহার তুল্য পরম জপ্য মন্ত্র আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে মহর্ষি পরাশর এই সনাতন মন্ত্র ইন্দ্রের নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি উহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ঐ মন্ত্রকে সর্ব্বভূতের হৃদয় ও পুরাতন শ্রুতিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশোদ্ভব ভূপতিগণ পবিত্র হইয়া প্রাণিগণের পরম গতিস্বরূপ ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা দেবগণ, সপ্তর্ষি ও মহাত্মা ধ্রুবের নাম কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য স্বয়ং বিপদ্‌ সমুদায় হইতে মুক্তিলাভ ও অন্যের অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারে। কাশ্যপ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, শুক্র, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সর্ব্বদা সাবিত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মহর্ষি ঋচীকের পুত্রগণ ভগবান্ বশিষ্ঠের নিকট ঐ সাবিত্রীমন্ত্র আশ্রয় করিয়াই দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বেদবেত্তা জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন শত গাভী প্রদান করেন আর যিনি লোকসমাজে দিব্য ভারতকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয়েই তুল্যফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগুর নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মলাভ, বশিষ্ঠকে নমস্কার করিলে শৌর্য্যবৃদ্ধি, মহারাজ রঘুকে নমস্কার করিলে সংগ্রামে জয়লাভ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম কীর্ত্তনে রোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাবিত্রীমন্ত্র সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে কাহারা পূজনীয় এবং কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণগণকে অবমানিত করিলে দেবতাদিগকেও অবসন্ন হইতে হয়; ব্রাহ্মণগণকেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। এই জীবলোকে তাঁহারাই পূজনীয়। তাঁহাদিগের নিকট পুত্রের ন্যায় অবস্থান করা সকলেরই পক্ষে শ্রেয়স্কর। ঐ মনীষিগণ সমুদায় লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সুকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ। নিঃস্বভাবই তাঁহাদিগের সুখের কারণ। তাঁহারা প্রাণিগণের প্রিয়দর্শন, সকলের আশ্রয়স্বরূপ, ব্রতধারী, লোকস্রষ্টা, শাস্ত্রপ্রণেতা ও যশস্বী। উহাঁরা সংযতবাক্য হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তপস্যাই তাঁহাদের পরম ধন এবং বাক্যই তাঁহাদিগের পরম বল। তাঁহারা ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান, ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মার্থী ও সূক্ষ্মদর্শী। প্রজাগণ তাঁহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। উহাঁরা সৎপথপ্রদর্শক, যজ্ঞপ্রকাশক ও সনাতন। উহাঁরা নিরন্তর পিতৃপিতামহগত দুর্ব্বহ ব্রহ্মণ্যভার বহন করিয়া থাকেন; অতি দুঃসময়েও ঐ ভারবহনে অবসন্ন হন না। উহাঁরা হব্যকব্যের অগ্রভাগ ভোক্তা এবং দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের মুখস্বরূপ। উহাঁরা ভোজন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেই ত্রিলোককে মহাভয় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। উহাঁরা সর্ব্বজ্ঞ, শ্রুতিনিষ্ঠ, সকল বিষয়ে সুনিপুণ, মোক্ষদর্শী, সকলের গতিজ্ঞানবিশারদ, অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ এবং সকল লোকের দীপ ও চক্ষুষ্মান্‌দিগেরও চক্ষুঃস্বরূপ। আদি, মধ্য ও অন্ত সকলই উহাঁদের বিদিত আছে। উহাঁরা সংশয়বিরহিত ও উৎকৃষ্টাপকৃষ্টজ্ঞানসুনিপুণ। উহাঁদের চরমে পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। উহাঁরা বিগতপাপ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, সম্মানের উপযুক্ত ও সম্মানিত। চন্দন ও পঙ্ক এবং ভোজন ও অভোজনে উহাঁদের সমান জ্ঞান। উহাঁরা দুকূল, শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষৌম ও মৃগচর্ম্ম অভিন্নবোধে পরিধান করেন। উহাঁরা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও বেদাধ্যয়ন করিয়া অনাহারে বহুদিবস অতিক্রমপূর্ব্বক দেহ শুষ্ক করিতে পারেন। উহাঁরা কুপিত হইলে দেবতার অদেবত্ব, অদেবতার দেবত্ব সম্পাদন এবং নূতন লোক সমুদায় ও লোকপালগণের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। ঐ মহাত্মাদিগের শাপপ্রভাবেই সাগরজল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। উহাঁদিগের কোপানল দণ্ডকারণ্যে অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই। উহাঁরা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ ও প্রমাণের প্রমাণ। অতএব উহাঁদিগকে অবমানিত করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। উহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা তপ ও বিদ্যায় অধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা স্বজাতীয়দিগের নিকট অধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য তিনিও

অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন ; সুতরাং যিনি বিদ্বান্ তিনি পরম পাবন, তাঁহার আর বিচিত্র কি ? ফলতঃ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ হউন, তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। অগ্নি সংস্কৃত বা অসংস্কৃতই হউন, তাঁহার দেবত্ব কদাচই বিলুপ্ত হয় না। যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হয় না, প্রত্যুত যজ্ঞ ও গৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিরত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতা স্বরূপ বলিয়া সমাদর করা কর্ত্তব্য।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থানে পবন ও কার্ত্তবীর্য্যসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হৈহয়বংশোদ্ভব সহস্রভুজসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্য সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং সমুদায় শাসন করিয়াছিলেন। মাহিষ্মতীপুরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে বিনীতভাবে বহুদিন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আরাধনা ও তাঁহাকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন। একদা ঐ মহর্ষি কার্ত্তবীর্য্যের ভক্তিভাবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটি বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যখন সমরাঙ্গনে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিব, তখন যেন আমার সহস্র বাহু উৎপন্ন হয়। আমি যেন স্বীয় বিক্রমবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় ও ধর্ম্মানুসারে উহা শাসন করিতে পারি। আর আপনার নিকট আমার এই এক প্রার্থনা যে, আমি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইলে যেন সাধু ব্যক্তিরা আমাকে শাসন করেন।

কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে দ্বিজবর দত্তাত্রেয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। তখন ঐ মহাবীর মহর্ষির বরপ্রভাবে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া সূর্য্য ও অনল সদৃশ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া কহিলেন, ধৈর্য্য, যশ ও পরাক্রমে কেহই আমার তুল্য নাই। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেই আকাশবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, রে মূঢ়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়েরা কখন প্রজাপালন করিতে পারে না।

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইলে জীবগণের সৃষ্টি এবং রোষাবিষ্ট হইলে সমুদায় জীবকে বিনাশ করিতে পারি। অতএব ব্রাহ্মণ কখনই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় কখন প্রজাপালন করিতে সমর্থ হয় না ; তুমি এই হেতুনির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়কে তদপেক্ষা হীন বলিয়া কীর্ত্তন করিলে ; কিন্তু আমার মতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যজ্ঞাদিচ্ছলে ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কখনই ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে না। প্রজা প্রতিপালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরা সেই ক্ষত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে ; তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল ? তুমি আকাশ হইতে যাহা কহিলে, উহা মিথ্যা। অতঃপর আমি ভিক্ষোপজীবী আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চয়ই পরাজিত ও বশীভূত করিব। ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা কি মনুষ্য কেহই আমাকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমি কখনই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহি। আজি আমি নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণপ্রধান জগৎকে ক্ষত্রিয়প্রধান করিব। সমরাঙ্গনে কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে। মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিলে আকাশবাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী তাঁহার বাক্য শ্রবণে একান্ত শঙ্কিত হইলেন।

তখন পবনদেব অন্তরীক্ষ হইতে কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে এই দূষিতভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর। উহাদিগের অপকার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে। উহারা তোমাকে হয় বিনষ্ট না হয় রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিবেন।

তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে ? পবন কহিলেন, আমি দেবদূত বায়ু, তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে আগমন করিয়াছি।

তখন কার্ত্তবীর্য্য পবনদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সমীরণ! আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। ব্রাহ্মণ অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, জল, পৃথিবী না আপনার সদৃশ ?

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন পবন কহিলেন, মূঢ়! আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের যৎকিঞ্চিৎ গুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি অগ্নি, সূর্য্য ও আকাশ প্রভৃতি যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অঙ্গরাজের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলে মহর্ষি কশ্যপ উঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা অনায়াসে পৃথিবীস্থ সমুদায় সলিল পান করিয়া পরিশেষে সমুদায় পৃথিবী সলিলপূর্ণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা কোন সময়ে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমি তাঁহার ভয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্র মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার পাতিব্রত্য বিনষ্ট করিলে তাঁহার পতি মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহাকে প্রাণে বিনষ্ট করেন নাই। সমুদ্র অগাধ সলিলপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে লবণোদক হইয়াছে। নির্ধূম হুতাশনসদৃশ তেজস্বী রূপবান্ শুক্রাচার্য্য মহর্ষি অঙ্গিরার অভিশাপে তেজোবিহীন হইয়াছেন। মহাত্মা কপিলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরমধ্যে সগরসন্তানদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন। অতএব তুমি আপনাকে ব্রাহ্মণের তুল্য জ্ঞান না করিয়া আপনার শ্রেয়োলাভের উপায় চিন্তা কর। অশেষক্ষমতাশালী মহাত্মারা গর্ভস্থ ব্রাহ্মণদিগকেও নিরন্তর নমস্কার করিয়া থাকেন। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য সুবিস্তীর্ণ দণ্ডকরাজ্য এবং মহাত্মা ঔর্ব্ব ক্ষত্রকুলোদ্ভব তালজঙ্ঘকে বিনষ্ট করিয়াছেন। তুমি কেবল মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের প্রসাদেই দুর্লভ রাজ্য, বল, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বদেবের হব্যবাহী ভগবান্ হুতাশনের উপাসনা করিয়া থাক। তিনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন। অতএব ব্রাহ্মণকে সর্ব্বভূতানুপালক ও জীবলোকের কর্ত্তা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াও এরূপ মুগ্ধ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থাবর জঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা হইতেই শৈল, দিক্, সলিল, পৃথিবী ও আকাশ সমুদ্ভূত হয়। অজ্ঞান ব্যক্তিরা অণ্ডজ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ব্রহ্মাণ্ডজ নহেন। তিনি যখন অজনাম ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম কোনরূপেই সম্ভাবিত হয় না। তিনি অণ্ড অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অণ্ডজনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা সর্ব্ব প্রথমে সমুদ্ভূত হইয়া অহঙ্কারাত্মক দেহ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সকলের আদিভূত ব্রাহ্মণ। অতএব তাঁহার তুল্য হইতে বাসনা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন বায়ু পুনরায় কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহীপাল অঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এই পৃথিবী দান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি ব্রহ্মার কন্যা, সকল প্রাণীকেই ধারণ করিয়া আছি ; এই মহীপাল আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে আমাকে ব্রাহ্মণসাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ইনি রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হন, আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে আমি

এই দুর্ব্বিনীতভূত ভূমিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন করি। অনন্তর পৃথিবী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ব্রহ্মলোকে প্রস্থিত জানিতে পারিয়া যোগবলে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কশ্যপ ভূমির মধ্যে প্রবেশ করাতে উহার পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি হইল। উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে তৃণ ও ঔষধি উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ভয় ও অধর্ম তিরোহিত হইয়া গেল। মহর্ষি কশ্যপ ত্রিংশৎসহস্র বৎসর সেই ভূমির মধ্যে অবস্থান করিলেন। তখন পৃথিবী ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন।

হে মহারাজ! মহর্ষি কশ্যপ এইরূপ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতএব বল দেখি, সেই কশ্যপ হইতে কোন্ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ? ভগবান্ সমীরণ কশ্যপের এইরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবন পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে অঙ্গিরার পুত্র মহর্ষি উতথ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ চন্দ্রের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ছিল। চন্দ্র অনেক অনুসন্ধানের পর মহর্ষি উতথ্যকেই ঐ কন্যার অনুরূপ পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাও উতথ্যকে আপনার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিলাষে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি অত্রি উতথ্যকে আহ্বানপূর্ব্বক চন্দ্রের সেই কন্যাটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। উতথ্যও বিধানানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। জলাধিপতি বরুণের পূর্ব্বাবধিই ঐ সোমকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ ছিল। এক্ষণে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং একদা ঐ কন্যাকে যমুনাজলে অবগাহন করিতে দেখিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন। ঐ পুর, ষট্‌লক্ষ হ্রদে সুশোভিত, বিবিধ প্রাসাদ সমাকীর্ণ ও সর্ব্বকামসম্পন্ন। উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরী আর কুত্রাপি নাই। জলেশ্বর বরুণ সেই রমণীরত্নকে সেই পুরমধ্যে সমানীত করিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দেবর্ষি নারদ ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতথ্যের কর্ণগোচর করিলেন। উতথ্য নারদের মুখে স্বীয় পত্নীহরণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি অবিলম্বে বরুণের নিকট গমন করিয়া বল যে, হে জলেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত উতথ্যের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ? তুমি লোকপালক; লোকের ত বিলোপক নহ। ভগবান্ চন্দ্র উতথ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন; তুমি কেন সেই কন্যা অপহরণ করিলে? যাহা হউক, তুমি শীঘ্র উতথ্যকে তাঁহার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ কর। উতথ্য এইরূপ আদেশ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, জলেশ্বর! তুমি মহর্ষি উতথ্যের পত্নী অপহরণ করাতে তিনি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যা অপহরণ করিলে? বরুণ তাঁহার মুখে উতথ্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই মহর্ষিকে কহিও যে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী আমার নিতান্ত প্রিয়। আমি ইঁহাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জলাধিপতি এই কথা কহিলে মহর্ষি নারদ অচিরাৎ উতথ্যের নিকট গমনপূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! বরুণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে তোমার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম; তাহাতে সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে গলহস্ত প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছে। সে কিছুতেই তোমার ভার্য্যা তোমাকে প্রদান করিবে না। অতঃপর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি উতথ্য বরুণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরাৎ সলিল সমুদায় স্তম্ভন পূর্ব্বক পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় নীরাধিপতি বরুণ উতথ্য কর্ত্তৃক সলিল সমুদায় পীয়মান দেখিয়া এবং সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও সেই সোমকন্যাকে পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর মহর্ষি উতথ্য ক্রোধভরে ভূমিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বসুন্ধরে! এক্ষণে তোমার সেই ষট্‌লক্ষ হ্রদযুক্ত স্থান কোথায়? মহর্ষি উতথ্য এইরূপ কহিবামাত্র সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বরুণের পুর হইতে অপসৃত হইল এবং সেই স্থান উষর ক্ষেত্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি উতথ্য সরস্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া মরুদেশে প্রবাহিত হও। এই স্থানটী তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অপবিত্র হউক। স্রোতস্বতী সরস্বতী উতথ্যের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন বরুণ স্বীয় পুরী নিতান্ত জলশূন্য দেখিয়া ভীতচিত্তে সেই সোমকন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক উতথ্যকে প্রদান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষি উতথ্য ভার্য্যাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নভাব ধারণ পূর্ব্বক সমুদায় জগৎকে জলকষ্ট হইতে ও বরুণকে এই বিপজ্জাল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি বরুণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জলাধিরাজ! এই আমি স্বীয় তপোবলে তোমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা প্রত্যাহরণ করিলাম। অতঃপর আর তোমার ইহার নিমিত্ত রোদন করা বৃথা। মহর্ষি উতথ্য এই বলিয়া তথা হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! মহর্ষি উতথ্যের এইরূপ প্রভাব ছিল। বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, নরপতি কার্ত্তবীর্য্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ, পিতৃগণের স্বধা ও মানবগণের কর্ম্মকাণ্ড সমুদায় বিলুপ্ত করিলে দেবগণ ঐশ্বর্য্যবিহীন হইয়া ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তেজঃপুঞ্জকলেবর ভাস্করপ্রতিম মহাতপা মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তখন দেবগণ ঐ মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কুশলপ্রশ্নান্তে কহিলেন, ভগবন্! দানবগণ আমাদিগকে পরাস্ত ও ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করিয়াছে। অতএব আপনি আমাদিগকে এই উপস্থিত ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে মহাতেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের অসুরহস্তে পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহর্ষির সেই ক্রোধানলপ্রভাবে অসংখ্য দানব দগ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হইয়া শমনসদনে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় যে সকল দানব পৃথিবী ও পাতালতলে অবস্থান করিয়াছিল কেবল তাহারাই জীবিত রহিল। নরপতি বলি ঐ সময় পাতালতলে অবস্থানপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এইরূপে অগস্ত্যের প্রভাবে স্বর্গস্থ দানবগণ দগ্ধ হইলে দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন; মহর্ষি অগস্ত্যেরও ক্রোধানল নির্ব্বাণ হইল। অনন্তর দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভূমিস্থিত অসুরগণকে পরাজয় করুন। তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের অনুরোধে স্বর্গস্থ অসুরগণকে বিনষ্ট করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আর আমি অসুরবিনাশে সম্মত নহি, কারণ বারংবার দানবদলন করিলে আমার তপোবল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দানবগণকে দগ্ধ করিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় অগস্ত্য হইতে শ্রেষ্ঠ?

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবতারা মানস সরোবরের তীরে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে খলীনামে পর্ব্বতাকার দানব সমুদায় উহা দর্শন করিয়া যাজ্ঞিকগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঐ দানবগণের মধ্যে যাহারা কোনক্রমে বিনষ্ট হইত, তাহারা তাহাদের আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ঐ মানস সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া ভীষণাকার পর্ব্বত ও বৃক্ষ সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক সেই শতশত যোজনসমুত্থিত সলিলরাশি বিলোড়িত করিতে করিতে

তীরে গাত্রোত্থান করিল। ঐ দৈত্যগণ বলগর্ব্বে মত্ত হইয়া দেবগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাঁহারা ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদের পরাক্রম প্রভাবে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বশিষ্ঠদেব দেবগণকে নিতান্ত দুঃখিত বোধ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান এবং অবলীলাক্রমে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই দৈত্যদিগকে এককালে ভস্মসাৎ করিলেন। ঐ সময় ঐ মহর্ষির তপঃপ্রভাবে মহানদী গঙ্গা মানসসরোবর ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ নদী দ্বারা সরোবর বিদীর্ণ হওয়াতে উহার নাম সরযূ হইয়াছে। যে স্থানে সেই বলীনামে দৈত্য সমুদায় নিহত হইয়াছিল, ঐ স্থান অদ্যাপি বলিন নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তিনি এইরূপে ব্রহ্মার বরে একান্ত গর্ব্বিত দানবগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় বশিষ্ঠদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন পবনদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার নিকট মহর্ষি অত্রির কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যখন অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হয়, তৎকালে রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যকে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং ঐ সময়ে সমুদায় দেবগণকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতে হইয়াছিল। পরাক্রান্ত দানবগণ ঐ সুযোগে অন্ধকারাবৃত দেবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ অসুরগণের শরে একান্ত কাতর হইয়া তপোধনাগ্রগণ্য জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা অত্রির সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! চন্দ্র ও সূর্য্য অসুরগণের শরজালে বিদ্ধ হওয়াতে এই অন্ধকারময় প্রদেশে শত্রুবাণে বিদ্ধ হইতেছি, কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

তখন অত্রি কহিলেন, দেবগণ! আমি কিরূপে তোমাদিগের রক্ষা করিব, তাহা নির্দ্দেশ কর। দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি চন্দ্রসূর্য্যরূপী হইয়া তিমির সমুদায় ধ্বংস করিয়া আমাদিগের শত্রুগণকে নিপাতিত করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে মহাত্মা অত্রি তাঁহাদের বাক্যানুসারে প্রথমে প্রিয়দর্শন চন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় তপোবলে দানবগণের শরনিকরে বিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যকে উদ্ভাসিত করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ তিমিরশূন্য ও দেবগণের অস্ত্রজাল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্ অত্রি এইরূপে তিমিররাশি ধ্বংস করিয়া আপনার তেজোবলে দেবগণের প্রবল শত্রু দানবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণও অসুরদিগকে মহাত্মা অত্রির তেজে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা অত্রির কার্য্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ অগ্নিসহায় চর্ম্মাম্বরধারী ফলমূলভোজী মহাত্মা অত্রি হইতে এইরূপে সূর্য্যের প্রকাশ, দেবগণের রক্ষা ও অসুরগণের সংহার হইয়াছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা অত্রি হইতে শ্রেষ্ঠ?

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন পবন পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি মহাত্মা চ্যবনের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাত্মা চ্যবন দেবযজ্ঞে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, দেবরাজ! তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সহিত সোমরস পান করিতে অনুমতি প্রদান কর।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! উঁহারা আমাদিগের পরিত্যাজ্য ও অসম্মানিত, সুতরাং আমরা কখন উঁহাদিগের সহিত সোমরসপান করিতে পারিব না, অতএব আপনার এরূপ অনুরোধ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাকে অন্য যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব।

চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! ইঁহারা সূর্য্যের পুত্র। সুতরাং ইঁহারা অবশ্যই তোমাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারেন। অতএব তোমরা আমার বাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। যদি তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে তোমাদিগের বিপদের পরিসীমা থাকিবে না।

ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি কখনই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব না। অন্যের যদি ইচ্ছা হয়, উঁহাদিগের সহিত সোমরস পান করুক।

তখন চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! যদি তুমি সহজে আমার বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভূমিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করাইব। মহর্ষি চ্যবন এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হিতসাধনার্থ সহসা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্রবলে সুরগণকে অভিভূত করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি চ্যবনের সেই কার্য্যদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপুল শৈল ও বজ্র সমুদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভগবান্ চ্যবন ইন্দ্রকে ঐরূপে পর্ব্বত ও বজ্রহস্তে ধাবমান দেখিয়া সহসা জলনিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে বজ্র ও পর্ব্বতের সহিত স্তম্ভিত করিয়া মদ নামে এক মন্ত্রাহুতিময় ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষের দন্তসমুদায় শতযোজন বিস্তৃত দংষ্ট্রাসকল দ্বিশত যোজন বিস্তৃত। উহার বদনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে অতি ভীষণ হইয়া উঠিল এবং অধর ভূমিতল ও ওষ্ঠ আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। তখন মহার্ণবে তিমি মৎস্যের মুখে যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য সমুদায় বাস করে, তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার জিহ্বামূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দেবগণের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমরা সকলেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব, এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অসম্মত না হইয়া মহাত্মা চ্যবনকে নমস্কারপূর্ব্বক উঁহার ক্রোধশান্তি করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ অগত্যা মহাত্মা চ্যবনের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহার অভিলষিত বিষয়ে স্বীকার করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন সেই যজ্ঞে সমুদায় দেবতার সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করাইয়া অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্য ও স্ত্রীগণে সেই ভীষণমূর্ত্তি মদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই নিমিত্ত অক্ষক্রীড়াদিতে আসক্ত হইলে মনুষ্যমাত্রকেই অবসন্ন হইতে হয়; অতএব ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা চ্যবনের মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা চ্যবন হইতে শ্রেষ্ঠ?

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রধান কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ চ্যবনের আহুতিময় মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হন, ঐ সময় মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক এবং কপ নামে অসুরগণ স্বর্গ অপহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়লোক অপহৃত হওয়াতে দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত মনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, পিতামহ! আমরা মদের আস্যবিবরে প্রবিষ্ট হইলে কপগণ স্বর্গ ও মহর্ষি চ্যবন আমাদিগের অধিকৃত মর্ত্ত্যলোক অপহরণ করিয়াছেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা অচিরাৎ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলেই অনায়াসে পূর্ব্বের ন্যায় উভয়লোক অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। কমলযোনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবতারা ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! আমরা তাহাদিগকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিব। দেবগণ কহিলেন আপনারা কপদিগের সংহারার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করুন। তখন দ্বিজগণ কহিলেন, আমরা অনায়াসে ঐ দুরাত্মাদিগকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন ও পরাজিত করিতে পারিব।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিয়া কপদিগের বিনাশার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন কপগণ ঐ বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট ধনী নামে একজন দূতকে প্রেরণ করিল। ঐ দূত ব্রাহ্মণগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বিপ্রগণ! কপগণ কোন অংশেই আপনাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহেন; তবে কেন বৃথা আপনারা তাহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, প্রাজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও সত্যব্রতপরায়ণ। লক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের নিকট বিরাজমানা রহিয়াছেন। তাঁহারা রজস্বলাসংসর্গ, অসময়ে স্ত্রীসম্ভোগ বা বৃথা মাংস ভোজন করেন না। প্রতিদিন প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান, গুরুজনের আজ্ঞাপ্রতিপালন, বালকদিগকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান, সকলে মিলিত হইয়া শকটে গমন ও শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন গর্ভবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধ জন অভুক্ত থাকিতে ভোজন, প্রাতঃকালে ক্রীড়া ও দিবাভাগে শয়ন করেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ গুণে বিভূষিত। অতএব আপনারা কেন বৃথা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনারা এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হউন। তাহা হইলে সুখী হইতে পারিবেন।

কপগণপ্রেরিত দূত এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দূত! আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব আমরা সেই দেবগণের শত্রু কপগণকে অবশ্যই বিনাশ করিব। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে দূতের বাক্যে অস্বীকার করিলে, দূত কপগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে মহাশয়গণ! ব্রাহ্মণেরা কোন রূপেই আপনাদিগের হিতসাধনে সম্মত নহেন। দূত এই কথা কহিলে কপগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যাহার পর নাই। ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ধ্বজ উন্নত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রাণবিনাশার্থ প্রজ্বলিত পাবক নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ হুতাশন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কপদিগকে বিনাশ করিয়া মেঘমণ্ডলের ন্যায় আকাশমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দেবতারাও সকলে সমবেত হইয়া অন্যান্য দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এ দিকে বিপ্রগণ যে কপদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবগত হইতে পারেন নাই। অনন্তর মহর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কপগণের নিধন বৃত্তান্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন। তখন দেবগণ নারদের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণগণকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া পুনরায় ত্রিলোক মধ্যে আধিপত্য লাভ করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পবনদেব এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সমীরণ! আমি ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থই জীবন ধারণ করিয়াছি। অতঃপর প্রতিনিয়ত উঁহাদিগকে নমস্কার করিব। আমি মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদবলেই এইরূপ যশোলাভ ও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, আমি যত্ন পূর্ব্বক তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিয়াছি।

তখন পবনদেব কার্ত্তবীর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন কর। তুমি ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ, সেই অপরাধনিবন্ধন কালক্রমে ভৃগুবংশ হইতে তোমার ঘোরতর ভয় সমুপস্থিত হইবে।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কিরূপ ফল ও কি রূপ উন্নতিলাভের প্রত্যাশা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই মহামতি বাসুদেব তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে যেরূপ ফল ও উন্নতি লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবেন। দেখ, অদ্য আমার বাক্য, মন, চক্ষু ও কর্ণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে এবং আমার জ্ঞানেরও তাদৃশ স্ফূর্ত্তি নাই। বোধ হইতেছে, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। অতি অল্পদিন মধ্যেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইবে। অতঃপর আর আমি তোমাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইতেছি না। তোমার নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম প্রায় সমুদায়ই কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা এই বাসুদেবের মুখে শ্রবণ কর। আমি এই বাসুদেবকে বিলক্ষণ অবগত আছি। ইহার পূর্ব্বতন বলও আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে তোমার ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে ইনিই তাহা নিরাকরণ করিবেন। এই কৃষ্ণ স্বর্গ ও আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার দেহ হইতেই পৃথিবী সম্ভূতা হন এবং ইনিই বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলের উদ্ধারসাধন করেন। দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা হইতে এই সমস্ত বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে। এই বাসুদেবের নাভিমণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গাঢ়তর অসীম অন্ধকার নিরাকৃত করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণ সত্যযুগে ধর্ম্মস্বরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে, দ্বাপরে ও কলিতে অধর্ম্মরূপে আবির্ভূত হন। ইনিই দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন। ইনিই বলিরূপে দানবগণের আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই বাসুদেব হইতে ভূত সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। ইনি এই জগতের রক্ষক, যখন ধর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখনই ইনি দেবতা ও মনুষ্যরূপে আবির্ভূত ও ধর্ম্মনিরত হইয়া লোক সমুদায়কে রক্ষা করেন। ইনি অসুরসংহারার্থ কার্য্য ও অকার্য্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন, করিয়াছেন ও করিবেন। ঐ অসুরগণের মধ্যে যাহারা ইহার শরণাপন্ন হয়, ইনি কদাচ তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। ইনি সাক্ষাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, রাহু ও ইন্দ্রস্বরূপ। এই বাসুদেব বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্বজিৎ ও বিশ্বসংহারক। ইনি শূলধারী, মনুষ্যরূপী ও ভীমমূর্ত্তি। লোকে ইহার অদ্ভুত কর্ম্মপ্রভাব অবগত হইয়া ইহাকে স্তব করিয়া থাকে। রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ও দেবগণও প্রতিনিয়ত ইহার স্তব করেন। ইনি ধনের পুষ্টিকর্ত্তা ও একমাত্র বিজিগীষু। যজ্ঞকালে ঋত্বিক্‌গণ ইহার স্তব করিয়া থাকেন। সামবেদ ইহারই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা ইহারই গুণানুবাদ করেন। যজ্ঞে ইহার নিমিত্ত হবির্ভাগ কল্পনা করিতে হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ কালে ইহার স্তব করিয়াছেন। ইনি গবাদি পশুর অধিপতি। ইনি ব্রহ্মরূপ পুরাতন গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিব্যাদি মহাভূত সমুদায়ের প্রলয় দর্শন করিয়াছেন। এই বাসুদেব অসুরগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারসাধন করেন। লোকে ইহাকেই নানাপ্রকার ভোজ্য নিবেদন এবং ইহাকেই সমরবিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ ইহারই হস্তগত। ইনিই কুম্ভমধ্যে রেতঃসৃষ্টি করিয়া ঐ রেতঃ হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপন্ন করেন। ইনি বায়ু, বিষ্ণু, অশ্ব, হস্তী, প্রতাপসম্পন্ন সূর্য্য ও আদিদেব। ইনি পাদক্ষেপে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদিগের সর্ব্বদাই প্রাদুর্ভূত থাকেন। ইনিই যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। ইনি সূর্য্যরূপে প্রতিদিন নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া কাল বিভাগ করেন। ইহারই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। ইহারই [illegible], অধঃ, ঊর্দ্ধ্ব ও তির্য্যগ্‌ভাবে সকল এবং জীবলোকে আলোক প্রদান করে। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ইহার সেবা করিয়া থাকেন। সূর্য্য ইহারই কিরণ লাভ করিয়া ভূমণ্ডলে কর্ম্মভোগ বিস্তার করেন। ইনি প্রতি মাসে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ইনি দেবযানী। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইহারই মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইনি শীত, উত্তাপ ও বৃষ্টিরূপে [illegible] কালচক্রকে বহন করিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি মহাতেজস্বী, সর্ব্বসাক্ষী ও [illegible]। ইনি একাকীই সকল লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে যুধিষ্ঠির! একণে তুমি এই সৃষ্টিকর্ত্তা বাসুদেবের শরণাপন্ন হও। ইনি একদা হুতাশনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে তৃণরাশিতে অবস্থান-পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইনিই উরগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া অগ্নিতে সমুদায় বস্তু আহুতি প্রদান করেন। ইনিই অর্জ্জুনকে শ্বেত-বর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ইনিই অশ্বগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ যে রথের চক্র, ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃপ্রদেশে যাহার গতি, কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সংকল্প এই চারিটি যাহার অশ্ব এবং শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্ত এই তিনটি যাহার বর্ণ, সেই সংসার রথ ইহাঁরই অধিকৃত। ইনিই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বাসুদেব ধনী সন্ধ্যান পূর্ব্বক বজ্র প্রহারোদ্যত শক্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ইনিই ইন্দ্রস্বরূপ। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে ঋক্‌সহস্র দ্বারা ইহাঁরই স্তব করিয়া থাকেন। ইহাঁ ব্যতিরেকে আর কেহই মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে গৃহে অবস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ইনি একমাত্র পুরাতন ঋষি। ইনি আপনা হইতে সমুদায়ের সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি বেদজ্ঞ। ইনি প্রাচীন বিধি সমুদায় লঙ্ঘন করেন না। ইনি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মের ফলস্বরূপ। ইনি শুক্র, জ্যোতিঃ, তিন লোক, তিন লোকের পালক, তিন অগ্নি ও তিন ব্যাহৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি সংবৎসর, ঋতু, অৰ্দ্ধমাস, অহোরাত্র, কলা, কাষ্ঠা মাত্রা, মুহূর্ত্ত লব ও ক্ষণ। ইহাঁ হইতেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, পর্ব্বত, পূর্ণিমা, নক্ষত্র, যোগ ও ঋতু সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, প্রজাপতিগণ, দেবমাতা অদিতি, দিতি, ও সপ্তর্ষিগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি বায়ু মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদায় দগ্ধ করিতেছেন। সলিল স্বরূপ হইয়া সমুদায় বস্তু নিমগ্ন করেন এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ হইয়াও বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় সমুদায় জ্ঞাত হইতেছেন। ইনি বিধিস্বরূপ হইয়াও ধর্ম্ম, বেদ ও বল বিষয়ে যে সমস্ত বিধি বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায় অবলম্বন করেন। ইনি চরাচর বিশ্ব। ইনি জ্যোতিঃ স্বরূপ হইয়া প্রভা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন। ইনি পূর্ব্বে সলিল সৃষ্টি করিয়া পরে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি ঋতু, উৎপাত, বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঐরাবত ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত। ইনি বিশ্বের আধার স্বরূপ। নির্গুণ ও জীবস্বরূপ। ইনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ইনি সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। ইনি এই পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিবার অভিলাষে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি আপনার মহিমায় দেবতা, অসুর, মনুষ্য, ঋষি ও পিতৃগণকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ। ইনি প্রাণিগণের অন্তকালে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হন। এই জীব লোকে যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ ও অশুভ ইনিই তৎসমুদায় স্বরূপ। ইনি অচিন্তনীয় ইহাঁ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা জল্পনামাত্র।

ঊনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বাসুদেব! পিতামহ তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ব্রাহ্মণের গুণসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। একদা দ্বারাবতী নগরে প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিল, পিতঃ! ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত ইহলোক ও পরলোকে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন এবং তাঁহাদিগের পূজা করিলেই বা কি ফল লাভ হয়, এই বিষয়ে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

প্রদ্যুম্ন এই কথা কহিলে, আমি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎস! ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুশীলন, মোক্ষলাভের উদ্যোগ, যশঃ ও শ্রীলাভ, রোগশান্তি এবং দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবার সময় ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রের ন্যায় জগতের আনন্দজনক এবং উভয় লোকে সুখদুঃখদাতা। ব্রাহ্মণগণ হইতেই মনুষ্যের কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। উহাঁদের অর্চ্চনা করিলে আয়ুঃ, কীর্ত্তি, যশ ও বল পরিবর্দ্ধিত হয়। উহাঁরাই সকলের আদি ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং আমি স্বয়ং ঈশ্বর মনে করিয়া কখনই উহাঁদিগকে অনাদর করিতে পারি না। একণে তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধ করা তোমার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগের অগোচর কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে সমুদায় জগৎ ভস্মসাৎ করিয়া নূতনলোক ও লোকেশ্বর সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব পরম তেজস্বী জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উপাসনা করিবেন।

পূর্ব্বে চীরবাসা, বিল্বদণ্ডধারী, দীর্ঘকলেবর, দীর্ঘশ্মশ্রু কৃশাঙ্গ, মহাত্মা দুর্ব্বাসা মনুষ্যলোক ও দেবলোকের সমুদায় চত্বর ও সভাতে এই কথা কহিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন যে, আমি দুর্ব্বাসা, বাসার্থী হইয়া নানা-স্থান বিচরণ করিতেছি; অতএব আমাকে স্বীয় গৃহে বাস করাইতে যাহার বাসনা থাকে ব্যক্ত কর। কিন্তু অণুমাত্র অপরাধ দেখিলেই আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় দান করিবে তাহাকে সতত সাবধানে থাকিতে হইবে। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিয়া পরিভ্রমণ করাতে কেহই তাঁহাকে আশ্রয়দান করিতে সম্মত হইল না। তখন আমি তাঁহাকে পরম যত্নসহকারে আহ্বান পূর্ব্বক আত্মগৃহে বাস করাইলাম। ঐ মহাত্মা কোন দিন বহুসহস্র ব্যক্তির ভোজ্য, কোন দিন অতি অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিতেন এবং কোন দিন বা আমার আবাস হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক আর প্রত্যাগমনও করিতেন না। তিনি অকস্মাৎ হাস্য ও অকস্মাৎ রোদন করিতেন। একদা তিনি স্বীয় শয়ন মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যা আস্তরণ ও নানালঙ্কার সমলঙ্কৃত কন্যাগণকে দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে বিনির্গত হইয়া আমাকে কহিলেন, বাসুদেব! আমি পরমান্ন ভোজন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমাকে উহা প্রদান কর। আমি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার মনোবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া পরিজনদিগের দ্বারা বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় বস্তু প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, একণে তাঁহার আজ্ঞামাত্র উত্তপ্ত পায়স আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তখন তিনি সেই পায়স ভোজন করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি অবিলম্বে আপনার সর্ব্বাঙ্গে এই পায়স লেপন কর। দুর্ব্বাসা ঐরূপ আজ্ঞা করিবা মাত্র আমি অবিচারিত চিত্তে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট উত্তপ্ত পায়স লেপন করিলাম। ঐ সময়ে তোমার জননী রুক্মিণী সেই স্থানে সমুপস্থিত ছিলেন, মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সহাস্য বদনে তাঁহার গাত্রে পায়স লেপন পূর্ব্বক তাঁহাকে রথে নিয়োজিত করিয়া আমার আবাস হইতে বহির্গত হইলেন এবং সারথি যেমন বাহনদিগকে প্রহার করে, তদ্রূপ আমার সমক্ষেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহর্ষি এই রূপে রুক্মিণীকে কষ্ট প্রদান করিলে আমার কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইল না। অনন্তর মহর্ষি সেই রথে সমারূঢ় হইয়া রাজমার্গে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় কতিপয় যদুবংশীয় ব্যক্তি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই ভূমণ্ডলে যেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ জন্মগ্রহণ না করে। ব্রাহ্মণের অতি অদ্ভুত প্রভাব। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি মহানুভাবা রুক্মিণীকে রথে যোজিত করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? আশীবিষের বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ; কিন্তু ব্রাহ্মণকে তাহা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণরূপ আশীবিষ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, তাহার চিকিৎসক কেহই নাই। পরম দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি দুর্ব্বাসা এইরূপে রথারূঢ় হইয়া রাজমার্গে ধাবমান হইলে তোমার জননী পথিমধ্যে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিলেন। মহর্ষি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ কশাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে যখন রুক্মিণী কোন রূপেই গমন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কুৎসিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে ধাব-মান হইলেন। আমিও পায়সদিগ্ধ কলেবরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাব-মান হইয়া কহিতে লাগিলাম, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। তখন সেই মহাত্মা প্রসন্নচিত্তে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ক্রোধকে একবারে পরাজিত করিয়াছ;

তোমার কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অপরাধ লক্ষিত হইল না, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, অমর যেমন দেবতা ও মনুষ্যদিগের প্রিয়, তুমিও তদ্রূপ সমুদায় লোকের প্রিয়পাত্র হইবে। কোন লোকে তোমার পবিত্র কীর্ত্তি অপ্রচারিত থাকিবে না, এবং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সকলের প্রিয় হইবে। তোমার যে সমুদায় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় পূর্ব্ববৎ বা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শন করিতে পারিবে। ঐ পায়স লেপন করাতে তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। তুমি যতকাল ইচ্ছা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে। তুমি কেবল স্বীয় পদতলে পায়স লেপন না করিয়া আমার অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।

ভগবান্ দুর্ব্বাসা প্রীত হইয়া, আমাকে এইরূপ কহিলে, আমি স্বীয় শরীরকে অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন দেখিলাম। অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহলোকে স্ত্রীজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। জরা, ব্যাধি ও বিবর্ণতা তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। তুমি পবিত্র গন্ধবিশিষ্ট হইয়া তোমার পতি কেশবের শুশ্রূষা ও তাঁহার সালোক্য লাভ করিবে। বাসুদেব ষোড়শ সহস্র বধূর মধ্যে তোমার প্রতিই নিতান্ত অনুরক্ত হইবেন। অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপ ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কালহরণ কর।

ভগবান্ দুর্ব্বাসা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, তৎপরে তোমার জননীর সহিত মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীতমনে স্বীয়গৃহে আগমন করিয়া দেখিলাম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা যে সমুদায় বস্তু দগ্ধ ও ভগ্ন করিয়াছিলেন তৎসমুদায় পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আমি তৎকালে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রদ্যুম্নের নিকট মহাত্মা দুর্ব্বাসার মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট তাহা কহিলাম অতএব আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে গো-সমুদায় ও ধন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করুন। মহাত্মা ভীষ্ম আমার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণগণের প্রসাদেই ঐ মাহাত্ম্য লাভ ক[illegible]

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মধুসূদন! তুমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যে বিজ্ঞান প্রাপ্ত এবং মহাত্মা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও নাম সমুদায় অবগত হইয়াছ, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্ব্বাসার প্রসাদবলে যাহা লাভ করিয়াছি এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রযত ভাবে যাহা পাঠ করিয়া থাকি, এক্ষণে ভগবান্ ভূতপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছেন। ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তিনি এই ত্রিলোকের আদি-কারণ। এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ কেহই নহে। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিলে শত্রুগণ তাঁহার গাত্রগন্ধেই ভীত, কম্পিত, সংজ্ঞাহীন ও প্রকম্প প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিলে রণস্থলে দেবগণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা পন্নগগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহারা পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ [illegible] আরম্ভ করিয়া তাঁহার কার্য্য না [illegible] তিনি ক্রোধভরে [illegible]

করিয়াছিলেন। সহসা দক্ষযজ্ঞ বিদ্ধ হইলে দেবগণের শরঘাতে জরা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় মহাদেবের জ্যানির্ঘোষে সমুদায় লোক সমাকুল, দেবতা ও অসুরগণ বিষণ্ণ, জল সংক্ষুব্ধ ও বসুন্ধরা বিকম্পিত হইয়া উঠিল। পর্ব্বত সমুদায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও আকাশমণ্ডল এককালে বিনষ্ট হইল। সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদির কিছুমাত্র প্রভা রহিল না। এবং লোকসমুদায় গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময় ঋষিগণ একান্ত ভীত হইয়া সমুদায় জগতের হিতকামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবলপরাক্রম রুদ্রদেব দেবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ভগের নয়নদ্বয় উৎপাটিত ও পদাঘাত দ্বারা পূষার দন্তপংক্তি বিপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ রুদ্রের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিনাকপাণি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ আপনাদিগকে নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত বোধ করিয়া শতরুদ্রীয় মন্ত্রজপ এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবাদিদেব তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবকে শান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিমিত্ত উত্তমরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞকে পুনর্ব্বার যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া তাহার যে সমুদায় অঙ্গ অপহৃত হইয়াছিল তৎসমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

পূর্ব্বে অসুরগণের লৌহ, রজত ও স্বর্ণময় তিন পুরী ছিল দেবরাজ ইন্দ্রও স্বীয় সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঐ অসুরপুরী বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, দেবাদিদেব! দুরাত্মা দৈত্যগণ আমাদিগের সমুদায় কার্য্যেই উপদ্রব করিবে; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দৈত্যগণের পুরত্রয়ের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে ভগবান্ ভূতপতি তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অনলকে শল্য, সূর্য্যপুত্র যমকে পুঙ্খ, চারি বেদকে শরাসন, সাবিত্রীদেবীকে জ্যা এবং ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া পর্ব্বত্রয়সংযুক্ত ত্রিশূল দ্বারা অসুরদিগের সহিত সেই পুরত্রয় বিদীর্ণ ও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন পঞ্চশিখাসংযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া সহসা পার্ব্বতীর ক্রোড়দেশে উপবেশন করিলেন। তখন পার্ব্বতী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকটি কে? ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র পার্ব্বতীর ক্রোড়ে সেই বালককে উপবিষ্ট দর্শন করিবামাত্র ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ ভূতপতি সহসা তাঁহার সেই বজ্রসংযুক্ত পরিঘাকার বাহু স্তম্ভিত করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবলে সেই বালককে ভুবনেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিলে, দেবগণ সকলেই তাঁহাকে ও পার্ব্বতীকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের বাহু পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল। ঐ মহেশ্বর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দুর্ব্বাসার রূপ পরিগ্রহ করিয়া বহুকাল আমার দ্বারকাপুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ উপদ্রব করিয়াছিলেন কিন্তু আমি অবিকৃতচিত্তে তৎকৃত সমুদায় উপদ্রবই সহ্য করিয়াছিলাম। তিনি রুদ্র, শিব, অগ্নি, সর্ব্ব, সর্ব্বজিৎ, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ঈশান, কাল, অন্তক, মৃত্যু, যম, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল, সংবৎসর, ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সর্ব্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, বিদিক্, বিশ্বমূর্ত্তি ও অমেয়াত্মা। তিনি কখন একধা কখন দ্বিধা, কখন বহুধা, কখন শত সহস্রধা ও কখন বা তদপেক্ষা বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকেন। এক শত বৎসরেও কেহ তাঁহার সমুদায় গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি বহুরূপ ও বহুনামধারী মহাত্মা রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য আরও কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই দেবদেব মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্র্যম্বক, বিশ্বরূপ ও শিব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, মহাদেবের মূর্ত্তি দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক মূর্ত্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভীষণ মূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এবং সৌম্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম, জল ও চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং উগ্রমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকে। মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্বনিবন্ধন মহাদেবকে মহেশ্বর নামে নির্দ্দেশ করা যায়। উনি তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবলপ্রতাপ, জগতের দহনকর্ত্তা ও শোণিতমিশ্র মজ্জামাংসভক্ষক বলিয়া উঁহার নাম রুদ্র; উনি দেবগণের মধ্যে মহান্; উঁহার বিষয়ের পরিসীমা নাই ও উনি বিশ্বসংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া উঁহার নাম মহাদেব; উনি ধূম্ররূপী বলিয়া উঁহারনাম ধূর্জ্জটি; উনি মনুষ্যগণের মঙ্গলকামনা করিয়া নিয়ত বিবিধ-কর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া উঁহার নাম শিব; উনি স্থির, স্থিরলিঙ্গ ও স্বয়ং ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করেন বলিয়া উঁহার নাম স্থাণু; উনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া উঁহার নাম বহুরূপ এবং বিশ্বদেবগণ উঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া উঁহার নাম বিশ্বরূপ হইয়াছে। উনি কখন সহস্রাক্ষ ও কখন অযুতাক্ষ হন এবং কখন বা উঁহার শরীরে সর্ব্বত্র চক্ষু বিদ্যমান থাকে। উনি পশুদিগের অধিপতি হইয়া সতত তাহাদিগের প্রতিপালন ও তাহাদিগের সহিত বিহার করেন বলিয়া পশুপতি নামে অভিহিত হন। উঁহার লিঙ্গ প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া সকলেই উহা পূজা করিয়া থাকে। লিঙ্গপূজায় উঁহার পরম প্রীতিলাভ হয়। যে ব্যক্তি উঁহার মূর্ত্তি এবং যে ব্যক্তি উঁহার লিঙ্গ পূজা করে, ঐ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গ পূজয়িতারই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ উঁহার ঊর্দ্ধসমাস্থিত লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। লিঙ্গ পূজা করিলে মহেশ্বর পরমাহ্লাদিত হইয়া পূজয়িতাকে উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান করেন। শ্মশানভূমি উঁহার আবাসস্থান। যাঁহারা ঐ স্থানে উঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা চরমে বীরলোকগমনে সমর্থ হন। ভগবান্ ভূতপতি দেবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থ প্রাণ ও অপান বায়ুস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নানাপ্রকার বিকটমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ও চরিত্রনিবন্ধন বেদে উঁহার নানাপ্রকার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ উঁহার বেদোক্ত ও ব্যাসোক্ত শতরুদ্রীয় পাঠ করিয়া থাকেন। উনিই সমুদায় লোককে অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণ উঁহাকে বিশ্বরূপী, মহৎ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উনি দেবগণের আদি। উঁহার মুখ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছে। উনি প্রাণান্তেও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করেন না। উনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও বিবিধ কামনা প্রদান করেন; আবার উনিই তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, তৎসমুদায় উঁহারই ঐশ্বর্য্য। উনি প্রতিনিয়ত ত্রিলোকের শুভাশুভ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সমুদায় ভোগ্য বস্তুতে উঁহার প্রভুত্ব আছে বলিয়া উঁহাকে ঈশ্বর এবং উনি যাবতীয় মহৎ বিষয়ের অধীশ্বর বলিয়া উঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উনি স্বীয় বিবিধ রূপ দ্বারা এই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমুদ্রমধ্যস্থিত বড়বামুখ উঁহারই মুখ।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষ ও আগম এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি প্রমাণ হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমার বোধ হইতেছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। যাহাই হউক তোমার যদি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, আমি তাহা নিরাকরণ করিয়া দিতেছি। প্রত্যক্ষ ও আগম এই উভয় প্রমাণে অনায়াসে সংশয় জন্মিতে পারে; কিন্তু সেই সংশয়টি ছেদন করা নিতান্ত সুকঠিন। প্রজ্ঞাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ কারণ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের এককালে অসদ্ভাব স্বীকার বা তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় করিয়া থাকে। সেই সমস্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত সন্দেহ নাই। যদি ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক হইল, তাহা হইলে আগমকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু অনলস, প্রাণযাত্রানির্ব্বাহে অভিনিবেশশূন্য ও তৎপর না হইলে আগম প্রমাণ স্থির করা সহজ হয় না। হেতুবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল লোকের জ্যোতিঃস্বরূপ আগম অবলম্বন করিলে বিপুল জ্ঞানলাভ করা যায়। হেতুবাদ নিতান্ত অগ্রাহ্য ও অমূলক। উহা কদাচই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রত্যক্ষ, আগম ও বহুবিধ শিষ্টাচার এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি প্রমাণ হইবে? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বলবান্ দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্ম ম্রিয়মাণ হইলে, যদিও যত্নসহকারে তৎকালে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়, কিন্তু তাহা কালসহকারে নিশ্চয়ই ভিন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় তৃণ দ্বারা যেমন কূপ সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন দুষ্ট লোকেরা শিষ্টাচার উচ্ছিন্ন করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হয়। অতএব ঐ সময় ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, ঐ সমস্ত অসচ্চরিত্র শ্রুতিত্যাগপরায়ণ ধর্ম্মবিদ্বেষী পামরের বাক্য কদাচ সপ্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা বেদপরায়ণ, বিশুদ্ধচিত্ত ও ঐ সমস্ত পামরের বিদ্বেষী, অর্থ, কাম, লোভ ও মোহের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত মহাত্মার নিকট গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সমস্ত মহাত্মার চরিত্র কদাচ দূষিত হয় না এবং উঁহারা যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন কখনই পরিত্যাগ করেন না। ফলতঃ প্রত্যক্ষ, বেদ ও শিষ্টাচার এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সংশয়রূপ দুস্তর সাগরে নিপতিত হইয়াছি, উহার পার নিরীক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে যদি বেদ, প্রত্যক্ষ ও আচার এই তিনটিই ধর্ম্মের প্রমাণ হইল, তাহা হইলে ধর্ম্মও তিনপ্রকার স্বীকার করিতে হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম একমাত্র। ঐ তিনটি উহার প্রমাণ। ঐ তিন প্রমাণ প্রত্যেকেই যে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে তাহা নহে, উহারা সমবেত হইয়াই ধর্ম্মের বিচার করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ তিনটি যে ধর্ম্মের প্রমাণস্থল, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, তুমি আর কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি আপনিই ঐ তিন প্রমাণানুসারে সংশয় ছেদন করিবে। আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে যেন তোমার সংশয় উপস্থিত না হয়, অন্ধ ও জড়ের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে উহা অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটি সনাতন ধর্ম্ম। তুমি এই সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। তোমার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুষেরা ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার কর। যে ব্যক্তি প্রমাণকে অপ্রমাণ বলে, সে নিতান্ত অপণ্ডিত, তাহার বাক্য কদাচ প্রমাণ হইতে পারে না; সে কেবলই শোচনীয়। অতএব তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণের সৎকার ও পূজা কর। ব্রাহ্মণেরাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। উঁহারাই এই তিন লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং যাহারা ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, ঐ উভয়বিধ লোকদিগের মধ্যে কাহাদের কিরূপ গতি লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! যাহারা গুরুদেবী, তাহারা রজ ও তমো-গুণে আতুর হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। আর যাঁহারা সতত ধর্মে অনুরক্ত থাকেন, সেই সমস্ত সত্য ও সরলতাপরায়ণ সাধুব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহারা নিরন্তর আচার্য্যদিগের সেবা করিয়া ধর্মকেই একমাত্র গতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যই হউক, আর দেবতাই হউক, যাহারা শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম উপার্জন করেন, সেই সমস্ত লোভ মোহ শূন্য মহাত্মারা নিশ্চয়ই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মার প্রথম পুত্র ব্রাহ্মণেরাই ধর্মস্বরূপ। ধার্মিকগণ একাগ্র চিত্তে তাহাদিগেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কাহাদিগকে সাধু ও কাহাদিগকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাহাদিগের উভয়ের কার্য্যই বা কি প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! অসাধু দুরাচার ও দুর্মুখ। আর সাধু ব্যক্তিরা সুশীল ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। তাঁহারা কখন রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্য মধ্যে মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করেন না। দেবতা, পিতৃ, ভূত, অতিথি ও কুটুম্বদিগকে আহার প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনারা আহার করেন। ভোজন কালে কথোপকথন বা আর্দ্রহস্তে শয়ন করেন না। উঁহারা সূর্য্য, [illegible]য়, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ; [illegible]ভারাক্রান্ত, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, নগরাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও নরপতিদিগকে [illegible] প্রদান এবং সমাগত অতিথি, পোষ্যবর্গ, সাধু ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে [illegible]ক্ষা করিয়া থাকেন। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই উভয় কালেই ভোজ[illegible]র প্রকৃত সময়। এই সময়ের মধ্যে আর আহার গ্রহণ না করিলেই [illegible]পবাস করা হয়। হোমকালে বহ্নি যেমন আজ্যপাত্রের অপেক্ষা করে, [illegible]দ্রূপ স্ত্রীজাতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষসংসর্গের প্রত্যাশা করিয়া [illegible]কে। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করা কর্ত্তব্য। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য[illegible]য়ে পত্নীসংসর্গ না করিলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। সত্যবাক্য, [illegible] ও ব্রাহ্মণ এই তিনই তুল্য পদার্থ অতএব নিয়ত নিয়মানুসারে গো [illegible]হ্মণের পূজা করা কর্ত্তব্য। যজুর্ব্বেদানুসারে যে মাংসের সংস্কার করা [illegible], তাহা ভক্ষণ করা দোষাবহ নহে। পৃষ্ঠমাংস বৃথামাংস পুত্রমাংসের [illegible]ণ্য। স্বদেশেই হউক, আর ভিন্ন দেশেই হউক, অতিথিকে উপবাসী রাখা [illegible]চ বিধেয় নহে। উপাধ্যায়কে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান ও পাঠ [illegible]পনান্তে দক্ষিণা দান করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাধ্যায়কে অর্চ্চনা [illegible]রলে দেহপুষ্টি আয়ু ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অবমাননা [illegible]রিয়া দূরদেশে প্রেরণ করা কদাচ বিধেয় নহে। উঁহারা দণ্ডায়মান [illegible]কিলে উপবেশন করা নিতান্ত অনুচিত। উহা করিলে আয়ুঃক্ষয় হই-বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিবস্ত্রা স্ত্রী ও উলঙ্গ পুরুষকে দর্শন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। গোপনেই স্ত্রীসম্ভোগ ও আহার করা উচিত। গুরুজন অপেক্ষা পবিত্রতীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্বেষণের বিষয় ও সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর কিছুই নাই। বৃদ্ধজনের বাক্য শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। বৃদ্ধগণের সেবা করিলে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়। বেদাধ্যয়ন ও ভোজনকালে দক্ষিণ পাণি উত্তোলন করা বিধেয়। প্রতিনিয়ত বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংস্কৃত পায়স, যাবক, কৃশর ও হবি দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ, গ্রহগণের পূজা, ক্ষৌরকর্মে মঙ্গলাচরণ, হৃতকারীকে আশীর্ব্বাদ এবং ব্যাধিত ব্যক্তিদিগকে দীর্ঘায়ুস্ত বলিয়া অভিনন্দন করা উচিত। বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি 'তুমি' এই বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। বিদ্যাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে 'তুমি' এই বাক্য মৃত্যুতুল্য। বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যদিগের প্রতি 'তুমি' বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। পাপাত্মাদিগের মনোমধ্যে নিরন্তর পাপকার্য্যেরই উদয় হইয়া থাকে। পাপাত্মারা জ্ঞান পূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সজ্জনসমাজে তাহা গোপন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। অসাধু ব্যক্তিরা "আমি যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, ইহা দেবতা বা মনুষ্য কেহই জ্ঞাত হইতে পারে নাই" এই মনে করিয়া স্বকৃত পাপকার্য্যের গোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু উহা নিতান্ত দোষাবহ। পাপাচরণ করিয়া গোপনে রাখিলে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি হয়। অতএব পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহা গোপনে না রাখিয়া সাধুসমাজে প্রকাশ করাই উচিত। সাধুব্যক্তিদিগের নিকট পাপকার্য্য প্রকাশ করিলে তাঁহারা কোন উপায় দ্বারা তাহার শান্তিবিধান করিতে পারেন। যেমন লবণের উপর জলসেক করিলে উহা তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়, তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। অধিক ধর্মলাভের নিমিত্ত অল্প পাপের অনুষ্ঠান করা অনুচিত নহে। আশাগ্রস্ত হইয়া দ্রব্যসঞ্চয় করিলে কাল সহকারে উহা হয় বিনষ্ট, না হয় সঞ্চয়কর্ত্তার দেহনাশের পর অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কহেন যে, মনের দ্বারাই লোকের ধর্মানুষ্ঠান হয়। অতএব অনায়াসসাধ্য ধর্মের অনুষ্ঠান করা সকলেরই উচিত। একাকী ধর্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; ধর্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্মানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে ধর্মের বণিক্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। দাম্ভিকভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবার্চ্চনা, অকপটভাবে গুরুজনের সেবা এবং সৎপাত্রে দান করিয়া পরলোকের হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই জীবলোকে হতভাগ্য মনুষ্য বলবান্ হইলেও কদাচ অর্থলাভ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্ সে নিতান্ত দুর্ব্বল ও বালক হইলেও অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই। লাভের সময় উপস্থিত না হইলে যত্ন করিলেও অর্থ হস্তগত হয় না; কিন্তু লাভকাল উপস্থিত হইলে অনায়াসেই বিপুল বিত্ত হস্তগত হইয়া থাকে। অনেকে বহুযত্ন করিয়াও কিছুই লাভ করিতে পারে না; আবার অনেকে অনায়াসে প্রভূত ধনের আধিপত্য লাভ করে। যদি মনুষ্য যত্নবান্ হইলেই সমুদায় ফললাভ করিতে পারিত; তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের উপাসনা করিতেন না। যখন মনুষ্য যত্ন করিয়াও ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, অদৃষ্টে অর্থলাভ না থাকিলে উহা লাভ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কোন ব্যক্তি অর্জ্জনস্পৃহার অধীন হইয়া প্রভূত আয়াস সত্ত্বেও অর্থলাভের চেষ্টা করিয়া দুঃখভোগ করে এবং কোন ব্যক্তি অর্থান্বেষণে বিরত হইয়াও পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে; কোন কোন নির্ধন ব্যক্তি নিরন্তর অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ধনবান্ এবং কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি সতত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও নির্ধন হইতেছে। কেহ কেহ প্রযত্নসহকারে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও নীতিজ্ঞ হইতে পারে না আবার কেহ কেহ নীতিশাস্ত্র স্পর্শ না করিয়াও মন্ত্রিত্বলাভে সমর্থ হয়। কখন কখন বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয়কেই ধনবান্ আবার কখন কখন ঐ উভয়কেই নির্ধন হইতে দেখা যায়। যদি বিদ্যালাভ করিলেই লোকের সুখ লাভ হইত, তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনই মূর্খের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। জল দ্বারা যেমন লোকের পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ যদি বিদ্যাবলেই লোকের সমুদায় কার্য্যসাধন হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, কেহ বিদ্যোপার্জ্জনে অযত্ন করিত না। আয়ুঃশেষে শতবাণে বিদ্ধ হইলেও লোকের প্রাণ বিয়োগ হয় না কিন্তু আয়ুঃক্ষয় হইলে লোকে তৃণাগ্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং আপনার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? এই বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্মরাজ ! যে ব্যক্তি বহু যত্ন করিয়াও ধনলাভ করিতে না পারে কঠোর তপোনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ বপন না করিলে কেহই ফলভোগের অধিকারী হয় না। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, মনুষ্য দান দ্বারা ভোগশীল, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা দ্বারা মেধাবী ও অহিংসা দ্বারা দীর্ঘায়ু হয়। অতএব মনুষ্য সতত প্রিয়বাদী, লোকের প্রিয়ানুষ্ঠাননিরত, বিশুদ্ধস্বভাব ও হিংসাবিহীন হইয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগ, দান ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। দংশকীট ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্রপ্রাণিগণকেও স্ব স্ব কর্মফলে সুখদুঃখভোগ করিতে হয়। অতএব প্রাণিমাত্রকেই কর্মের অধীন বিবেচনা করিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ কর।

ধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ ! যে ব্যক্তি স্বয়ং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে অথবা অন্তকে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায় তাহার ধর্ম্মলাভের আশা থাকে, আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্তকে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায় সে কখনই ধর্ম্মলাভ করিবার প্রত্যাশা করিবে না। কালই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা। কালই প্রাণিগণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। লোকে যখন ধর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে, সেই সময়েই তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। অদৃঢ় বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কখনই ধর্ম্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাই প্রাজ্ঞব্যক্তির লক্ষণ। অতএব কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিশারদ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যত্নসহকারে সময়ানুরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা আর এই ভূমণ্ডলে রজোগুণ-সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না মনে করিয়াই বুদ্ধি দ্বারা আত্মার উন্নতি করিয়া থাকেন। কাল কখনই যথার্থ ধর্ম্মকে অবিশুদ্ধ ও দুঃখের হেতুভূত করিতে পারে না। অতএব ধর্ম্মচারী ব্যক্তিদিগের আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্ম প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, কালকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ধর্ম্মকে স্পর্শও করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মপ্রভাবেই লোকে বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মই বিজয়প্রদ ও ত্রিলোকে প্রকাশক বলিয়া অভিহিত হয়। কেহই কাহাকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। অধার্ম্মিকেরা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক উপদিষ্ট হইলে লোকভয়বশতঃই ছলধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। শূদ্রবংশীয় সাধু-ব্যক্তিরা আমাদিগের কোন আশ্রমধর্ম্মের অধিকার নাই, এইরূপ ছলবাক্য প্রয়োগ না করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণই পঞ্চভূতময় দেহ ধারণ করে বটে; কিন্তু শাস্ত্রে উহাদিগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহারা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই সকলে একভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি বল যে, ধর্ম্ম নিত্যপদার্থ, কিন্তু উহার ফল স্বর্গাদি, অনিত্য হয় কেন ? তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম্ম দুই প্রকার, সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ধর্ম্ম অনিত্য, সুতরাং তাহার ফল অনিত্য। আর নিষ্কাম ধর্ম্ম নিত্য, সুতরাং তাহার ফলও নিত্য। সমুদায় লোকেরই দেহ ও আত্মা একরূপ বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মবলে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্মসংযুক্ত সংকল্প উদিত হইয়া গুরুর ন্যায় তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ফলতঃ প্রাক্তন কার্য্যই লোকের সুখদুঃখের কারণ; সুতরাং তির্য্যগ্-যোনিগত প্রাণিগণেরও সুখদুঃখ ভোগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি ? কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভ হয় এবং কি প্রকার কার্য্য দ্বারাই বা লোকের পাপ অপনীত হইয়া থাকে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট দেবতা, ঋষি, ও পর্ব্বত সমুদায়ের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ নাম সমুদায় ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্য অবুদ্ধি পূর্ব্বক বা বুদ্ধি পূর্ব্বকই হউক ইন্দ্রিয় দ্বারা দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যা-কালে যে পাপানুষ্ঠান করে, শুচি হইয়া এই নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিলে তৎসমুদায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই নাম সমুদায় পাঠ করে তাহাকে কদাচ অন্ধ ও বধির হইতে হয় না, তাহার সতত মঙ্গল লাভ হয়, সে কদাচই তির্য্যগ্‌যোনি, সঙ্কর যোনি ও নরক প্রাপ্ত হয় না, তাহার দুঃখ ভয় এককালে তিরো-হিত হইয়া যায় এবং তাহাকে মৃত্যুকালেও বিমোহিত হইতে হয় না। এক্ষণে আমি ঐ নাম সমুদায় কহিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতনমস্কৃত দেবাসুরগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী, বেদসমূহের উৎপাদক লোককর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু, বিরূপাক্ষ উমাপতি মহাদেব, সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শচীপতি ইন্দ্র, যম ও তাঁহার পত্নী ধূমোর্ণা ; বরুণ ও তাঁহার পত্নী গৌরী, কুবের ও তাঁহার পত্নী ঋদ্ধি, সুশীলা সুরভি, মহর্ষি বিশ্রবা, সঙ্কল্প, সাগর, গঙ্গা, মরুদ্গণ, তপঃসিদ্ধ বালিখিল্যগণ, মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহাহূহু, তুম্বুরু, চিত্রসেন, দেবদূত, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, পিতৃগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দীক্ষা, ব্যবসায়, পিতামহ, দিবারাত্রি, মরীচিতনয় কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শনৈশ্চর, নক্ষত্র, ঋতু, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, গরুড়, সমুদ্র, কদ্রুপুত্র পন্নগগণ, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস, পুষ্কর, গঙ্গা, বেণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, কুলম্পুনা, বিশল্যা, করতোয়া, অম্বুবাহিনী, সরযূ, গণ্ডকী, মহানদ, লোহিত, তাম্রা, অরুণা, বেত্রবতী, পর্ণাশা, গোতমী, গোদাবরী, বেণ্যা, কৃষ্ণবেণ্যা, অদ্রিজা, দৃষদ্বতী, কাবেরী, বক্ষু, মন্দাকিনী, প্রয়াগ, প্রভাস, নৈমিষারণ্য, বিশ্বেশ্বরস্থান, বিমল সরোবর, পুণ্যতীর্থসঙ্কুল কুরুক্ষেত্র, ক্ষীরোদসমুদ্র, তপস্যা, দান, জম্বুমার্গ, হিরণ্বতী, বিতস্তা, প্লক্ষবতী, বেদস্মৃতি, বেদবতী, মালবা, অশ্ববতী, ভূমিভাগ, গঙ্গাদ্বার, ঋষিকুল্যা, চিত্রবহা, চর্ম্মণ্বতী, কৌশিকী, যমুনা, ভীম-রথী, বাহুদা, মাহেন্দ্রবাণী, ত্রিদিবা, নীলিকা, সরস্বতী, নন্দা, অপরনন্দা, মহাহ্রদ, গয়া, ফল্গু, দেবগণ সম্বলিত ধর্ম্মারণ্য, মন্দাকিনী, ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপ বিনাশন মানস সরোবর, দিব্যৌষধি সমন্বিত হিমালয়, বিচিত্র ধাতু সম্পন্ন বিন্ধ্যাচল, বিন্ধ্য, সুমেরু, মহেন্দ্র, মলয়, রজতপূর্ণ শ্বেত শৃঙ্গবান্, মন্দর, নীল, নিষধ, দর্দ্দুর, চিত্রকূট, অঞ্জনাভ, গন্ধমাদন, সোমগিরি, দিক্, বিদিক্, পৃথিবী, বৃক্ষগণ, বিশ্বেদেব, আকাশ, নক্ষত্র ও গ্রহগণের নাম উচ্চারণ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না, প্রার্থনা করি তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে রক্ষা করুন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি সমুদায় পাপ ও ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

অতঃপর সর্ব্বপাপবিনাশক তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি যবক্রীত, রৈভ্য, কক্ষীবান্, ঔশিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি ও বর্হী ইহারা পূর্ব্বদিক্, মহর্ষি উন্মুচু, প্রমুচু, মুমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু ও ঊর্দ্ধবাহু ইহারা দক্ষিণদিক্, উষদ্গু ও তাঁহার সহোদরগণ, পরিব্যাধ, দীর্ঘতমা, গৌতম, কশ্যপ, একত, দ্বিত, ত্রিত, দুর্ব্বাসা ও সারস্বত ইহারা পশ্চিম দিক্ এবং অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, বেদব্যাস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ঋচীক-পুত্র জমদগ্নি, পরশুরাম, উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য, হস্তিকশ্যপ, লোমশ, নাচিকেত, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ও ভৃগুপুত্র চ্যবন ইহারা উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই আমি তোমার নিকট বেদবেত্তা সর্ব্বপাপবিনাশন মহর্ষিগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ নৃগ, যযাতি, নহুষ, যদু, পুরু, সগর, ধুন্ধুমার, দিলীপ, কৃশাশ্ব, যৌবনাশ্ব, চিত্রাশ্ব, সত্যবান্, দুষ্মন্ত, ভরত, চ্যবন, জনক, ধৃষ্টরথ, রঘু, দশরথ, শ্রীরাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, দৃঢ়রথ, মহোদয়, অলর্ক, ঐল, দক্ষ, অম্বরীষ, কুকুর, রৈবত, কুরু, সংবরণ, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, জহ্নু, বেণপুত্র পৃথু, মিত্রভানু, প্রিয়ঙ্কর, ত্রসদস্যু, শ্বেত, মহাভিষ, নিমি, অষ্টক, আয়ু, ক্ষুপ, কক্ষেয়ু, প্রতর্দ্দন, দিবোদাস, সুদাস, ঐল, নল, মনু, হবিধ্র, পৃষধ্র, প্রতীপ, শান্তনু, অজ, প্রাচীনবর্হি, ইক্ষ্বাকু, অনরণ্য, জানু, জহ্নু ও কক্ষসেন। যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে শুচি হইয়া এই সমুদায় ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মফল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষির স্তব করিয়া এই প্রার্থনা করিবেন যে, আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমাকে পুষ্টি, আয়ুঃ, যশঃ ও স্বর্গপ্রদান করুন। আমাকে যেন কখন পাপপঙ্কে নিপতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্টগতি লাভ করিতে পারি।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবধুরন্ধর বীরজনোচিত শরশয্যায় শয়ান মহাবীর ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র ও দানবিধি শ্রবণ পূর্ব্বক সংশয় সমুদায় অপনোদন করিয়া পরিশেষে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলে পার্শ্বস্থিত নরপতি সকল চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ সময় সত্যবতী-পুত্র মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গাঙ্গেয়! এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণ ও অন্যান্য নরপতির সহিত তোমার সমীপে উপস্থিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ইহাঁকে হস্তিনা গমনে অনুমতি কর। ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি অচিরাৎ অমাত্যগণের সহিত স্বীয় পুরমধ্যে প্রবেশ কর। আর যেন তোমার মনোমধ্যে কোন গ্লানি উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি মহাত্মা যযাতির ন্যায় শ্রদ্ধা ও দমগুণসম্পন্ন হইয়া ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মনিরত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন, প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন এবং সুহৃদ্‌গণের যথোচিত সম্মান কর। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে। বিহঙ্গম-গণ যেমন ফলবান্ চৈত্যবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ তোমার সুহৃদ্‌গণ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করুন। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে হস্তিনায় গমন কর; ভগবান্ ভাস্করের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে, পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।

মহাত্মা শান্তনুতনয় এইরূপ অনুমতি করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পতিব্রতা গান্ধারীকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ ঋষিগণ, মহাত্মা কেশব, পৌরবর্গ, জনপদবাসিগণ, অমাত্য সমুদায় ও অন্যান্য পরিবারদিগের সহিত হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন।

আনুশাসনিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণিক পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৌর ও জানপদগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করিয়া যাহাদিগের পতি পুত্রাদি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান সহকারে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাদিগের সম্মান বর্দ্ধন এবং ব্রাহ্মণ, বলপ্রধান ও নগরবাসীদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই হস্তিনায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে ধর্ম্মনন্দন সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া ভীষ্মের মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া যাজকগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে ভীষ্মের মৃতদেহ সংস্কার করিবার নিমিত্ত মাল্য, বিবিধ মহামূল্য বস্ত্র, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ক্ষৌম, চন্দন, অগুরু ও কালীয়ক প্রেরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভীষ্মের সংস্কর্ত্তা, যুযুৎসু, পুরোহিত, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রথারোহণে পুর হইতে নির্গত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা জনার্দ্দন, ধীমান্ বিদুর, যুযুৎসু ও যুযুধান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাজযোগ্য পরিচারকগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল এবং বন্দীরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই পুরী হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে শান্তনুতনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, মহর্ষি বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ ও অসিত দেবল তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন এবং নানাদেশ সমাগত হতাবশিষ্ট রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পিতামহকে প্রণাম করিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন দ্বৈপায়ন প্রভৃতি তত্রত্য সমুদায় মহাত্মা তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই ঋষিগণ পরিবৃত ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আপনার শ্রবণশক্তি ত অপ্রতিহত আছে? আমি যুধিষ্ঠির আপনার মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া অগ্নিগ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিয়াছি। আর আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্ ও আমার ভ্রাতৃগণ কুরুজাঙ্গলবাসী হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ, মহাত্মা বাসুদেব এবং আপনার পুত্রস্বরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আমাদিগের সকলকে অবলোকন করুন। আপনার মৃত্যুর পর যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে আমি তৎসমুদায় প্রস্তুত করিয়াছি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। তখন তিনি ধর্ম্মরাজের হস্ত ধারণপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে উত্তরায়ণ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি তোমাকে অমাত্যগণের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। আমি অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস এই সমুদায় নিশিতশরনিকরে শয়ান রহিয়াছি। ঐ অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস আমার শত-বর্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সৌভাগ্য বশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে। মহাত্মা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কহিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তোমার সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব সুনির্ণীত হইয়াছে। তুমি অনেক দিন বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াছ। সূক্ষ্ম বেদশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই। অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। তুমি ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট ত সমুদায় ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিয়াছ। ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণ তোমার পুত্রস্বরূপ। অতএব তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া গুরু-শুশ্রূষানিরত পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন কর। গুরুবৎসল সরলস্বভাব বিশুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন। তোমার আত্মজগণ নিতান্ত ক্রোধান্বিত, লোভপরায়ণ, ঈর্ষাভিভূত ও দুরাত্মা ছিল। অতএব তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না।

মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তুমি দেবদেবেশ, সুরাসুরনমস্কৃত ত্রিবিক্রম শঙ্খচক্রগদাধারী বাসুদেব, হিরণ্যাত্মা, পরম পুরুষ সবিতা, বিরাটরূপী, জীবস্বরূপ, অনুরূপ, পরমাত্মা ও সনাতন এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্রাণ ও তোমার একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। আমি পূর্ব্বে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই ধর্ম্ম এবং যেখানে ধর্ম্ম সেই-খানেই জয়; অতএব তুমি এক্ষণে বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর; সন্ধি করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনকে ঐরূপ কথা বারংবার কহিলেও সে তৎকালে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমার বাক্য রক্ষা করিল না, সেই নিমিত্তই এক্ষণে তাহাকে কালকবলে নিপতিত হইতে হইল। ঐ দুরাত্মার দোষেই পৃথিবী বীরশূন্যা হইয়াছে। আমি তোমাকে পুরাণ পুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছি। আমি তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ও বেদব্যাসের মুখে শুনিয়াছি যে, তুমি ও অর্জ্জুন তোমরা উভয়ে পূর্ব্বে নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বদর্য্যাশ্রমে বাস করিয়াছিলে। এক্ষণে আমার দেহত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অনুমতি কর, আমি যেন দেহান্তে পরমা গতিলাভ করিতে পারি।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ অনুনয় করিলে বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই বসুলোক লাভ করিবেন। আপনার

পাপের লেশমাত্রও নাই। আপনি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় পিতৃভক্ত। মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আপনার অনুগত রহিয়াছে।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছি; অতএব তোমরা আমাকে অনুজ্ঞা কর। সত্য হইতে তোমাদিগের বুদ্ধি যেন কখন বিচলিত না হয়। সত্যের তুল্য পরম বল আর কিছুই নাই। সংযতাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত, ধর্ম্মশীল ও ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ হওয়া তোমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শান্তনুতনয় এই বলিয়া সুহৃদ্গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি প্রতিদিন জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ও ঋত্বিক্গণের সবিশেষ সৎকার করিবে।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম অন্যান্য ব্যক্তিগণকে এইরূপ কহিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক যথাক্রমে মূলাধারাদি স্থানে চিত্তকে সন্নিবেশিত করিয়া যোগাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে উহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ব্রণবর্জ্জিত হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ, পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদায় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উল্কার ন্যায় আকাশপথে উত্থিত হইল। ঐ সময় দেবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া শান্তনুনন্দনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সেই ভীষ্মের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আকাশে সমুত্থিত তেজোরাশি সকলের সমক্ষে বিলীন হইয়া গেল।

এইরূপে ভরতকুলধুরন্ধর মহাত্মা শান্তনুনন্দন দেহ পরিত্যাগ করিলে বিদুর ও পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়া কাষ্ঠ ও বিবিধ গন্ধদ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে যুযুৎসু ও অপরাপর লোক সমুদায় দর্শক শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বিদুর ইঁহারা উভয়ে মহার্হ পট্টবস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদন করিলেন। তখন যুযুৎসু অতি উৎকৃষ্ট ছত্র ধারণ, ভীমসেন ও অর্জ্জুন চামর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অবস্থান ও মাদ্রীতনয় তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করিলেন। কামিনীগণ তালবৃন্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া বীজন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কৌরবগণ সকলে সমবেত হইয়া নিয়মানুসারে তৎকালোচিত শ্রাদ্ধ, হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং সামবেদবেত্তারা সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি মহাত্মারা ভীষ্মকে চিতায় আরোপিত করিয়া চন্দন কাষ্ঠ এবং কালীয়ক ও কালাগুরু প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত পূর্ব্বক চিতা প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। কৌরবগণ এইরূপে মহাত্মা ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক চিতার বাম পার্শ্ব দিয়া ঋষিগণের সহিত ভাগীরথী তীরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, বাসুদেব এবং কুলকামিনী ও পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া ভীষ্মের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবতী ভাগীরথী সলিল হইতে উত্থিতা হইয়া শোকভরে রোদন করিতে করিতে কৌরবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৌরবগণ! আমার পুত্র রাজোচিত সদ্ব্যবহার, প্রজ্ঞা ও বিনয়াদিগুণে বিভূষিত, বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগের সৎকারনিরত, পিতৃভক্ত ও মহাব্রতপরায়ণ ছিল। পূর্ব্বে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও বিবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; ঐ মহারথ কাশীপুরীর স্বয়ম্বর সময়ে সমুদায় নরপতিকে পরাস্ত করিয়া কন্যাগণকে আনয়ন করিয়াছিল, এই পৃথিবী মধ্যে উহার তুল্য পরাক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীর কুরুক্ষেত্রে অনায়াসে পরশুরামকে পরাস্ত করিয়াছিল; এক্ষণে শিখণ্ডী আমার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে নিহত করিল। হায়! যখন আজি সেই প্রিয়পুত্রের অদর্শনেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না, তখন নিশ্চয়ই উহা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহানদী গঙ্গা এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে মহাত্মা বাসুদেব ও বেদব্যাস তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আর শোক করিবেন না। আপনার পুত্র অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। উনি অষ্টবসুর মধ্যে এক জন, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শাপ প্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। মহাবীর ধনঞ্জয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাকে বিনাশ করা কখনই শিখণ্ডীর সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি অস্ত্র ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় বসুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন

ভগবান্ বাসুদেব ও মহর্ষি বেদব্যাস উভয়ে জাহ্নবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে, তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন বাসুদেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

অনুশাসন পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।

ভূমিকা।

মহাভারত পুরাণসংগ্রহের অনুশাসন পর্ব্বের মূলানুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই পর্ব্বে শরশয্যাশয়ান কুরুপিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দা ও প্রবৃত্তিধর্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে প্রবৃত্তিধর্ম মহোপকারী। ইহাতে গৃহীর সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম সবিস্ত বিবৃত হইয়াছে। যে সকল গৃহস্থ ব্যক্তি মূল মহাভারত পাঠ করেন নাই এবং দান ও প্রবৃত্তি ধর্ম্মে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে যে, এই খ সম্পূর্ণ উপকারী হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ৺কাশীরাম দেব তাঁহার কৃত মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বের উল্লেখমাত্রও করেন নাই, সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এই খণ্ডে অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় জানিতে পারিবেন।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৭ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতের * * * * খণ্ডে আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই পাঁচপর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এ পাঁচ পর্ব্বের মধ্যে আশ্বমেধিক পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশ, অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের জ্ঞানোপদেশ, যুধিষ্ঠিরের অশ্ মেধযজ্ঞ এবং তদুপলক্ষে অর্জ্জুনের অশ্বানুসরণ ও নানাদিগ্‌দেশীয় ভূপালগণের সহিত সংগ্রাম; আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী, কুন্তী বিদু ও সঞ্জয়ের সহিত অরণ্যাশ্রম আশ্রয়, যুধিষ্ঠিরাদির তাঁহার আশ্রমে গমন, যুধিষ্ঠিরের কলেবরমধ্যে বিদুরের প্রবেশ, মৃত পুত্রপৌত্রাদির সহিত অন্ধ রাজ প্রভৃতির সাক্ষাৎকার এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর দাবানলে প্রাণত্যাগ; মৌষল পর্ব্বে দুর্ব্বাসাপ্রভৃতি মহর্ষি ত্রয়ের শাপসম্ভূত মুষলপ্রভাবে যদুবংশক্ষয় এবং সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন, যদুবংশীয় কামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় প্রতিগমন ও পথিমধ্যে দস্যুগণের হস্তে পরাজয়; মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীর সহিত স্বর্গে যাত্রা, পথিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতৃগণের ও দ্রৌপদী অধঃপতন, ধর্ম্মরাজের সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সশরীরে স্বর্গে গমন এবং স্বর্গারোহণ পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণের অনুসন্ধানক্রমে নরকদর্শন, মন্দাকিনীজলে অবগাহনপূর্ব্বক নরদেহ ত্যাগ ও আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎকার এবং মহাভারত পাঠের ক্রম ও উহা শ্রবণের ফ বর্ণিত হইয়াছে।

এই পাঁচ পর্ব্বে যে যে বিষয় কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের জ্ঞানোপদেশ ভিন্ন আর সমুদায় বিষয়ই মূল গ্রন্থে অন্যা পর্ব্বে অভিহিত বিষয়সমুদায় অপেক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল সংক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার অনুবাদও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে সহৃদ পাঠকগণ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মূল পরিহার বা মূলাতিরিক্ত অনুবাদ করা আমাদের নিয়ম নহে।

আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী মৃত কাশীরাম দেব এই পাঁচ পর্ব্বের মধ্যে আশ্রমবাসিক পর্ব্বের নাম গন্ধও করেন নাই; অবশিষ্ট যে চারিটি পর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও মূলের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও অনেক অংশ স্বকপোলকল্পিত হইয়াছে। অতএব এই অনুবাদ পাঠ করি সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত পাঁচ পর্ব্বের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত এবং কাশীরাম দেব যে কতদূর মূল পরিহার ও অসঙ্গত অনুবাদ প্রচা করিয়া গিয়াছেন তাহা উপলব্ধি হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

সারস্বতাশ্রম,
১৭৮৮ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারত।

আশ্বমেধিক পর্ব্ব।

অশ্বমেধিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্যাকুলিতচিত্তে গঙ্গার গর্ভ হইতে তীরে উত্থিত হইয়া ব্যাধবিদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন ভীম বাসুদেবের নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব "মহারাজ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন" এই বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাকে দুঃখিতচিত্তে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া যার পর নাই শোকাকুল হইলেন এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে বিচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ঐ সময় পুত্রশোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে এই ধরাশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হও। তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী অধিকার করিয়াছ; অতঃপর ভ্রাতা ও অন্যান্য সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে ইহা উপভোগ কর। এক্ষণে তোমার ত শোক করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখি না। আমার ও গান্ধারীর শত পুত্র স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগেরই শোক করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বজ্ঞ বিদুরের হিতকর বাক্য গ্রহণ করি নাই। ধর্ম্মপরায়ণ বিদুর আমাকে দ্যূতক্রীড়া সময়ে কহিয়াছিল, "মহারাজ! দুর্য্যোধনের অপরাধে আপনার কুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে। এক্ষণে যদি আপনার কুলরক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার বাক্যানুসারে অবিলম্বেই ঐ দুর্ব্বুদ্ধিকে পরিত্যাগ এবং যাহাতে উহার সহিত কর্ণ ও শকুনির সাক্ষাৎকার না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। এক্ষণে অবিবাদে দ্যূত নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষেক করা আপনার কর্ত্তব্য। ঐ মহাত্মাই ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিবেন। অথবা যদি ধর্ম্মরাজের রাজ্যলাভ আপনার অভিমত না হয়, তাহা হইলে আপনি স্বয়ংই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করুন। জ্ঞাতিবর্গ আপনাকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হউক।" তৎকালে দূরদর্শী মহাত্মা বিদুর আমাকে বারংবার এইরূপ কহিলে আমি তাহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া দুর্য্যোধনেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বিদুরের বাক্য উল্লঙ্ঘনের সমুচিত ফল লাভ করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই এই বৃদ্ধাবস্থায় শোকদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার আমাদিগের প্রতি নেত্রপাত কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে নিতান্ত বিমনায়মান দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সমধিক শোক করিলে তাঁহারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। সোমরস দ্বারা দেবগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের, অন্নপান দ্বারা অতিথিগণের এবং প্রার্থিত অর্থ দান দ্বারা দরিদ্রগণের তৃপ্তিসাধন করুন। যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছেন এবং যাহা কর্ত্তব্য, তাহারও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম, ব্যাস, নারদ ও বিদুরের অনুগ্রহে রাজধর্ম্ম সমুদায় আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। অতএব মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করা আপনার বিধেয় হইতেছে না; এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে রাজ্যভার বহন করুন। যশ দ্বারা স্বর্গলাভ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যাঁহারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়াছে। যাহা হউক, ভবিতব্যই এই লোকক্ষয়ের কারণ। অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। রণক্ষেত্রে যাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, আপনি কখনই তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিতে পারিবেন না।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি আমার প্রতি সৌহৃদভাব প্রদর্শন করিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাক। এক্ষণে তুমি যদি প্রীতমনে আমাকে তপোবনগমনে অনুমতি প্রদান কর, তাহা হইলে আমার যার পর নাই প্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়। মহাবীর কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্মের লোকান্তর প্রাপ্তি হওয়াতে আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না, এক্ষণে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে আমি এই ঘোরতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, যাহা দ্বারা আমার মনে পবিত্রতার সঞ্চার হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় বিধান কর।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ শোকাকুল বাক্য প্রয়োগ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় নাই। তুমি এখনও বালস্বভাবে বিমোহিত হইতেছ। কিন্তু আমরা তোমাকে এইরূপ দেখিয়াও বারংবার বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছি। যাহাদিগের যুদ্ধই জীবিকা, তুমি সেই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছ। ধর্ম্মবিৎ নরপতিগণ কখনই শোকদুঃখে নিমগ্ন হন না। তুমি আমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ। আমি বারংবার তোমার বিবিধ বিষয়ে সন্দেহদূর করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে যখন উপদেশের কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই, তখন বোধ হইতেছে যে, তুমি আমার নিকট প্রায়

যাহা প্রবর্ত্ত করিয়াছ, তদ্বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা না থাকাতে তুমি তৎসমুদায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অজ্ঞানতা তোমাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করুক। তুমি সকল বিষয়েরই প্রায়শ্চিত্ত অবগত আছ এবং রাজধর্ম্ম ও দানধর্ম্মও সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ। অতএব সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় বিমোহিত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অদ্যাপি বিশেষরূপ জ্ঞানলাভে সমর্থ হও নাই। ইহলোকে কেহই স্বয়ং কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সকলেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সাধু বা অসাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব অনুতাপ পরিত্যাগ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আপনাকে পাপগ্রস্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। অতএব যে যে কার্য্য দ্বারা মনুষ্যের পাপ ধ্বংস হয়, আমি তৎসমুদায় তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুষ্কর্মকারী ব্যক্তিরা দান, তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবাসুরগণও পুণ্যলাভের নিমিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যজ্ঞের তুল্য উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভাবেই সমধিক পরাক্রান্ত হইয়া দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। অতএব তুমি দশরথাত্মজ শ্রীরাম ও তোমার পূর্ব্বপিতামহ শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত মহারাজ ভরতের ন্যায় যথাবিধানে রাজসূয়, সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। অশ্বমেধ যজ্ঞ অতি উৎকৃষ্ট। যথাবিধি দক্ষিণাদানসহকারে ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপালদিগের নিশ্চয়ই পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে উহার অনুষ্ঠান আমার পক্ষে সহজ নহে। আমার অণুমাত্রও ধন নাই, আমি এই সমুদায় জ্ঞাতিবধের হেতুভূত হইয়াও কিছুমাত্র দান করিতে পারিলাম না। আমার ঐশ্বর্য্য একবারে নিঃশেষিত হইয়াছে। আর যে সমুদায় রাজপুত্র এই স্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাও নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকটও অর্থ প্রার্থনা করা আমার নিতান্ত অনুচিত। দুর্য্যোধনের অপরাধেই পৃথিবীস্থ ভূপালগণের সংহার ও আমাদিগের অকীর্ত্তি লাভ হইয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অর্থলালসায় পৃথিবী একবারে বীরশূন্যা ও ধনশূন্যা হইয়াছে। সুতরাং এ সময় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা দান করাই প্রধান কল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য প্রকার দক্ষিণা দান উহার অনুকল্প, কিন্তু অনুকল্প অবলম্বন করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। অতএব আপনি এক্ষণে আমাকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করুন।

তখন ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি চিন্তাকুল হইও না। তোমার ধনাগার এক্ষণে ধনশূন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অচিরাৎ উহা বিবিধ ধনে পরিপূর্ণ হইতে পারে। পূর্ব্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্ব্বতে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ প্রদান করাতে ব্রাহ্মণগণ তৎসমুদায় বহন করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সমুদায় সুবর্ণ অদ্যাপি সেই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে তৎসমুদায় আনয়ন করিলে অনায়াসেই তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা মরুত্ত কোন্ সময়ে পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন এবং কি রূপেই বা তাঁহার অতুল সুবর্ণরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে করন্ধমবংশসম্ভূত মহাত্মা মরুত্তের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে প্রথমতঃ বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে মহারাজ প্রজাপতির উৎপত্তি হয়। প্রজাপতির ঔরসে মহাত্মা ক্ষুপ ও ক্ষুপের ঔরসে ইক্ষ্বাকু জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর একশত ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু তাঁহাদের সকলকেই রাজপদে অভিষিক্ত করেন। উঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম বিংশ; ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি বিবিংশ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা বিবিংশের ঔরসে পঞ্চদশ পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ, সত্যবাদী, দানধর্ম্মনিরত ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খনীনেত্র সমুদায় ভ্রাতাকে নিপীড়িত করিয়া বাহুবলে সমুদায় রাজ্য পরাজয়পূর্ব্বক পৃথিবীতে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। খনীনেত্র এইরূপ অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন, তথাপি প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র সুবর্চ্চাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল। মহাত্মা সুবর্চ্চাও পিতাকে রাজ্যচ্যুত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে যথোচিত যত্নসহকারে প্রতিনিয়ত প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, পবিত্র ও শমদমাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া সমুদায় প্রজাই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার কোষ ও বাহন সমুদায় বিনষ্ট হইল। ঐ সুযোগে অধীনস্থ ভূপালগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও পীড়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুবর্চ্চা ঐ সময় ভৃত্য ও পুরবাসিগণের সহিত যাহার পর নাই বিপদ্গ্রস্ত হইলেন। শত্রুগণ কেবল তাঁহার ধার্ম্মিকতানিবন্ধন তাঁহার প্রাণসংহার করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে করদ্বয় সংপুটিত করিয়া তাহাতে মুখমারুত সংযোগ করিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক পরাক্রম প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি অনায়াসে সমুদায় বিপক্ষ ভূপতিকে পরাজিত করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি সেই মহাত্মা সুবর্চ্চার নাম করন্ধম বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে। ঐ মহাত্মা ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে অবিক্ষিৎ নামে এক ইন্দ্রতুল্য গুণবলসম্পন্ন দুর্জ্জয় পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ অবিক্ষিৎ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে সমুদায় প্রজাই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞশীল, ধৈর্য্যশালী, সংযতেন্দ্রিয়, শমদমাদিগুণসম্পন্ন, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও হিমালয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক যথাবিধানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা অঙ্গিরা স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মাই অযুত নাগের তুল্য পরাক্রমশালী, মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুস্বরূপ মহারাজ মরুত্তকে উৎপাদন করেন। মহাত্মা মরুত্ত যজ্ঞাভিলাষী হইয়া হিমালয়ের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী সুমেরু পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অসংখ্য সুবর্ণময়পাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সুমেরুর অনতিদূরবর্ত্তী এক সুবর্ণময় পর্ব্বতের নিকটেই তাঁহার যজ্ঞভূমি নির্ম্মিত হয়। ঐ স্থানে স্বর্ণকারগণ, নৃপতির আজ্ঞানুসারে অসংখ্য সুবর্ণময় কুণ্ড, পাত্র, স্থালী ও আসন প্রস্তুত করিয়াছিল। মহারাজ মরুত্ত সেই উৎকৃষ্ট স্থানে নানাদিগ্দেশস্থ ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহীপতি মরুত্ত কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন? কি প্রকারে তাঁহার তাদৃশ প্রভূত সুবর্ণ লাভ হইল? এক্ষণেই বা সেই সুবর্ণরাশি কোন্ স্থানে নিপতিত রহিয়াছে? আর কিরূপেই বা তাহা আমাদিগের হস্তগত হইবে আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দেবতা ও অসুরগণ যেমন উভয়েই প্রজাপতি দক্ষের দৌহিত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করেন, তদ্রূপ মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ও তপোধন সংবর্ত্ত ইঁহারা উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন। কিয়দ্দিন পরে বৃহস্পতি বিদ্বেষবশতঃ বারংবার সংবর্ত্তকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সংবর্ত্ত বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগম্বরবেশে অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ

ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরা নরপতি করন্ধমের কুলপুরোহিত ছিলেন। এই ভূমণ্ডলমধ্যে করন্ধমের তুল্য বলবান্ ও ন্যায়ব্যবহারপর আর কেহই ছিল না। তিনি ধার্ম্মিক, ব্রতপরায়ণ ও ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার ধ্যানবল ও মুখমারুতপ্রভাবে উৎকৃষ্ট বাহন, যোদ্ধা, নানাবিধ বস্তু ও মহার্হ শয়নীয় সকল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বীয় অসাধারণ গুণরাশি দ্বারা অন্যান্য সমুদায় নরপতিকে বশীভূত করিয়া আপনার ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পরিশেষে সশরীরে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পুত্র অবিক্ষিৎ মহাবলপরাক্রান্ত যযাতির ন্যায় ধার্ম্মিক এবং পিতার ন্যায় বিক্রম ও সদ্গুণশালী হইয়া বসুন্ধরাকে স্ববশে সমানীত করিয়াছিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মরুত্ত রাজা সেই অবিক্ষিত নরপতির পুত্র। সসাগরা পৃথিবী মরুত্তের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহীপাল দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র বলবান্ হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরিশেষে সুররাজ মরুত্তকে অতিক্রম করিবার মানসে বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া দেবগণসমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহা হইলে কখনই মরুত্ত রাজার পৌরোহিত্য কার্য্য স্বীকার করিতে পারিবেন না। আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, কিন্তু মরুত্ত কেবল মর্ত্ত্য লোকের অধিপতি। অতএব আপনি মৃত্যুবিহীন সুরগণের যাজক হইয়া কিরূপে মৃত্যুর বশবর্ত্তী মরুত্ত রাজার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। যাহা হউক, যদি আপনি মরুত্তের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে আপনি হয় মরুত্তকে পরিত্যাগ করিয়া আমার, না হয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মরুত্তের পুরোহিত হউন।

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা কহিলে বৃহস্পতি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি জীবগণের অধিপতি। সমুদায় লোকই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি নমুচি, বিশ্বরূপ ও বলদৈত্যের নিহন্তা। তোমা হইতেই দৈত্যগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকের ভরণপোষণ করিতেছ। অতএব তোমার পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়া কিরূপে মর্ত্ত্যলোকস্থিত মরুত্তের যাজনক্রিয়া স্বীকার করিব। এক্ষণে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে, আমি কদাচ মনুষ্যের যজ্ঞকার্য্যের স্রুব গ্রহণ করিব না। যদি অনল শীতল, পৃথিবী পরিবর্ত্তিত ও সূর্য্য প্রভা-রহিত হন, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।

সুরগুরু বৃহস্পতি এই কথা কহিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর বৃহস্পতি ও মরুত্তসংবাদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট "মনুষ্যের যাজ্য ক্রিয়া করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, নরপতি মরুত্ত সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ বৃহত্তর যজ্ঞের আয়োজন পূর্ব্বক বৃহস্পতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আমি আপনার বাক্যানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পূর্ব্বসংকল্পিত যজ্ঞ আরম্ভ করিতে উৎসুক হইয়া উপকরণ সমুদায় আহরণ করিয়াছি, অতএব আপনি আগমনপূর্ব্বক আমার যজ্ঞ সমাধান করুন।

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, বৎস! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্যে বৃত হইয়া তাঁহার নিকট মনুষ্যের যাজ্যক্রিয়া করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি, অতএব আমি তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিব না।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার পৈতৃক যজমান, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি। অতএব আপনাকে অবশ্যই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে।

বৃহস্পতি কহিলেন, রাজন্! আমি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়া কিরূপে মনুষ্যের পৌরোহিত্য করিব। অতএব তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি কখনই তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিব না; অতঃপর তোমার যাহাকে অভিলাষ হয়, যজ্ঞে বরণ কর।

বৃহস্পতি এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে নরপতি মরুত্ত একান্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে নিতান্ত বিমনা দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আজি তোমাকে এরূপ দুঃখিত দেখিতেছি কেন? কোন অমঙ্গল ত হয় নাই? তুমি কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলে এবং তোমার অপ্রসন্নতারই বা কারণ কি? যদি বক্তব্য হয়, আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি সাধ্যানুসারে তোমার দুঃখাপনোদন করিব।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ কহিলে, নরপতি মরুত্ত তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি যজ্ঞের সমুদায় উপকরণ আহরণ করিয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অতএব আর আমার জীবন ধারণ করিতে বাসনা নাই। যখন গুরু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি দূষিত হইয়াছি।

নরপতি মরুত্ত এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! অঙ্গিরার কনিষ্ঠ পুত্র পরম ধার্ম্মিক সংবর্ত্ত দিগম্বরবেশে মানবদিগের বিস্ময়োৎপাদনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলে তিনিই তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

তখন নরপতি মরুত্ত নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনি আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাণদান করিলেন। এক্ষণে সংবর্ত্ত কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, কিরূপে আমি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইব এবং তাঁহার নিকট কিরূপ ব্যবহার করিলে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, আমি কদাচ জীবন ধারণ করিব না।

তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে মহাত্মা সংবর্ত্ত উন্মত্তের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া নিত্য বিশ্বেশ্বরের দর্শনবাসনায় বারাণসীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তথায় গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃতদেহ সংস্থাপন কর। যিনি প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বরের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিয়া সেই মৃতদেহ দর্শন করিবামাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই সংবর্ত্ত। ঐ মহাত্মা শবদর্শনান্তর যে দিকে গমন করুন না কেন, তুমি তাঁহার অনুগমন করিবে। পরে কোন নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে তুমি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কাহার নিকট আমার বিষয় অবগত হইলে? তাহা হইলে তুমি কহিবে, আমি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। তুমি ঐ কথা কহিলে যদি তিনি আমার নিকট আগমন করিবার মানসে আমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে কহিও নারদ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে নরপতি মরুত্ত তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের পুরীর দ্বারদেশে এক মৃতদেহ স্থাপিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ পুরীর দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া শবদর্শন করিবামাত্র তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত তাঁহাকে পৌরোহিত্য স্বীকার করাইবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত নির্জ্জনস্থানে মহারাজ মরুত্তকে সম্মুখীন অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি পাংশু, কর্দ্দম, শ্লেষ্মা ও নিষ্ঠীব নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মরুত্ত তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহর্ষি সংবর্ত্ত নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক বহুশাখাসমাকীর্ণ বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় সমাসীন হইলেন। মহারাজ মরুত্তও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি সংবর্ত্ত নরপতি মরুত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হও, তাহা হইলে তুমি কাহার নিকট আমার বৃত্তান্ত অবগত হইলে, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। সত্য কথা কহিলে তোমার সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে; আর যদি তুমি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার গুরুপুত্র। আমি আপনাকে অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।

সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারদ আমাকে যজ্ঞকুশল বলিয়া অবগত আছেন। এক্ষণে নারদ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! তিনি আমার নিকট আপনার বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমাকে আপনার নিকট আগমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত অতি কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি যজ্ঞকার্য্যে সমর্থ বটে; কিন্তু আমি বায়ুরোগগ্রস্ত ও বিকৃতবেশধারী, আমার চিত্তের স্থৈর্য্য নাই; অতএব কিরূপে আমা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে তোমার বাসনা হইতেছে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃহস্পতি ইন্দ্রের যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি কার্য্যদক্ষ; অতএব তাঁহা দ্বারা যজ্ঞাদি কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি আমার পরম পূজ্য; সুতরাং যদিও আমি তোমার যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত হইব না। অতএব যদি তোমার আমা দ্বারা যজ্ঞ করাইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে বৃহস্পতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন কর। তাহা হইলে আমি তোমার যাজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিব।

তখন মরুত্ত কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ইতিপূর্ব্বে বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়াছিলাম। ইন্দ্র যজমান হওয়াতে তিনি আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বাসনা করেন না। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, আমি দেবপুরোহিত; মনুষ্যের যজ্ঞসম্পাদন করা আমার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ইন্দ্র আমাকে তোমার পৌরোহিত্য করিতে নিষেধ করিয়া কহিয়াছেন যে, মরুত্ত রাজা সর্ব্বদাই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে; অতএব তাহার যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। হে ব্রহ্মন্! আপনার ভ্রাতা ইন্দ্রের সেই বাক্যে সম্মত হইয়াছেন। আমি স্নেহপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ইন্দ্রের অনুরোধে আমার পৌরোহিত্য সম্পাদনে সম্মত হন নাই। এক্ষণে সর্ব্বস্বার করিয়াও আপনার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রকে অতিক্রম করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আর আমার বৃহস্পতির নিকট গমন করিবার অভিলাষ নাই। তিনি নিরপরাধে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। আমি তোমার যাজনক্রিয়া আরম্ভ করিলে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি ইহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার বিদ্বেষাচরণ করিবেন। সেই সময় আমার প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি থাকে কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব অগ্রে তুমিও দৃঢ় শপথ দ্বারা আমার সেই সন্দেহ ভঞ্জন কর। নতুবা আমি কুপিত হইলে তোমাকে সবান্ধবে ভস্মসাৎ করিব।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! আমি যদি আপনাকে কখন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে যতদিন সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিবেন ও যতকাল পর্ব্বত সমুদায় বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল যেন আমার নরক ভোগ হয় এবং আমি যেন কদাচ সুমতি লাভে ও বিষয়বাসনা পরিত্যাগে সমর্থ না হই।

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি তোমার যজ্ঞকার্য্যে হিত উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যেরূপ উৎকৃষ্ট অক্ষয় যজ্ঞোপকরণের উপদেশ প্রদান করিব, তুমি সেইরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিলে অনায়াসে দেবগণের সহিত ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবগুরুকে পরাভব করিতে পারিবে। ধন বা যজ্ঞীয় উপকরণে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই; কেবল যাহাতে আমার ভ্রাতা বৃহস্পতি ও সুররাজ ইন্দ্রের অপকার হয় এবং যাহাতে তুমি ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হও, আমি তদ্বিষয়েই যত্নের চেষ্টা করিব।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অতঃপর তুমি যেরূপে উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয়ের অনতিদূরে মুঞ্জবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি পার্ব্বতীর সহিত ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ, বৃক্ষমূল ও গুহাতে পরম সুখে বিহার করিয়া থাকেন। রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, দেবর্ষি, আদিত্য, মরুৎ ও রাক্ষসগণ এবং যম, বরুণ, কুবের ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সতত তাঁহার উপাসনা করেন। কুবেরের বিকৃতাকার অনুচরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাঁহার রূপ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল; তাঁহার রূপ, আকার, তেজ, তপস্যা ও বীর্য্য নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ঐ পর্ব্বতের কোন স্থানেই শীত, গ্রীষ্ম, প্রচণ্ড বায়ু, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, জরা, ক্ষুৎ পিপাসা মৃত্যু ও ভয় বিদ্যমান নাই। ঐ পর্ব্বতে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল স্বর্ণরাশি বিদ্যমান আছে। কুবেরের প্রিয়চিকীর্ষু অনুচরগণ সর্ব্বদা উহা রক্ষা করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সেই পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ ভূতভাবনকে “হে দেবাদিদেব! তুমি সর্ব্ববেধা, রুদ্র, শিতিকণ্ঠ, সুরূপ; সুবর্চ্চা; কপর্দ্দী, করাল, হরিচক্ষু; বরদ; ত্রিনয়ন; পূষার দন্তবিপাটক; বামন, শিব; যাম্য, অব্যক্তরূপ সদ্বৃত্ত, শঙ্কর, ক্ষেম্য, হরিকেশ; স্থাণু; পুরুষ; হরিনেত্র; মুণ্ড, কৃশ, উত্তারণ, ভাস্কর; সুতীর্থ; দেবদেব; বেগবান্; উষ্ণীষধারী; সুবক্ত্র, সহস্রাক্ষ; কামপূরক, গিরিশ; প্রশান্ত, যতি; চীরবাসা; বিল্বদণ্ডধারী, সিদ্ধ; সর্ব্বদণ্ডধর, মৃগব্যাধ; মহান্, ধনুর্দ্ধারী; ভব; বর, সোমবক্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র; চক্ষুঃস্বরূপ; হিরণ্যবাহু; উগ্র; দিক্পতি; লেলিহান, গোষ্ঠ; বৃষ্টি; পশুপতি; ভূতপতি; বৃষ; মাতৃভক্ত, সেনানী; মধ্যম, স্রুবহস্ত; যতি, বুদ্ধিস্বরূপ; ভার্গব; অজ; কৃষ্ণনেত্র, বিরূপাক্ষ; তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, তীক্ষ্ণ, বৈশ্বানরমুখ; মহাদ্যুতি, অনঙ্গ, সর্ব্বস্বরূপ; বিলোহিত, দীপ্ত, দীপ্তাক্ষ, মহৌজা, কপালমালাসম্পন্ন; সুবর্ণমুকুটধারী, মহাদেব, কৃষ্ণ; ত্র্যম্বক, অনঘ, ক্রোধন, নৃশংস, মৃদু, বেণুশালী উগ্র, পতি, পশু; কৃত্তিবাসা; দণ্ডী, তপ্ততপা; অক্রূরকর্ম্মা; সহস্রশিরা; সহস্রচরণ; ত্রিপুরহন্তা; বহুরূপ; দংষ্ট্রী; সুবর্ণরেতা; স্বরূপ; অনন্ত; মহাদ্যুতি, পিনাকী, মহাযোগী, অব্যয়; ত্রিশূলহস্ত; ভুবনেশ্বর, ত্রিলোকেশ, মহৌজা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ধারণ, ধরণীধর, ঈশান; শিব; বিশ্বেশ্বর; ভব; উমাপতি, বিশ্বরূপ; মহেশ্বর; দশভুজ, দিব্যবৃষধ্বজ; উগ্র; রৌদ্র, গৌরীশ্বর, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজ, শুক্র, পৃথু; পৃথুহর; বর ও চতুর্ম্মুখ; তোমাকে নমস্কার” বলিয়া প্রণাম কর। তুমি সেই সনাতন দেবাদিদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অবশ্যই তোমার সেই স্বর্ণরাশি লাভ হইবে। তাহা হইলেই তুমি তদ্দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট যজ্ঞ পাত্র সমুদায় নির্ম্মাণ করাইতে পারিবে। অতএব তুমি অবিলম্বে স্বীয় দূতগণকে স্বর্ণ আহরণার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং তথায় গমন কর।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহারাজ মরুত্ত অচিরাৎ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমন ও ভগবান্ ভবানীপতির সন্তোষসম্পাদন পূর্ব্বক সেই স্বর্ণরাশি লাভ করিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিল্পকরেরা স্বর্ণময় পাত্র সমুদায় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে সুরপুরোহিত বৃহস্পতি মহারাজ মরুত্তের দেবদুর্লভ সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তাপিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা সংবর্ত্ত ঐ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন বিবেচনা করিয়া তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইতে লাগিল।

নবম অধ্যায় ।

ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সন্তপ্ত জানিয়া তাঁহার সন্তাপের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সুরাচার্য্য ! আপনি ত পরমসুখে নিদ্রিত হইয়া থাকেন ? আপনার পরিচারকেরা ত আপনাকে যথোচিত পরিচর্য্যা করে ? আপনি ত সতত সুরগণের সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকেন ? দেবতারা ত আপনাকে সতত প্রতিপালন করিতেছেন ।

বৃহস্পতি কহিলেন; সুররাজ ! আমি পরমসুখে নিদ্রিত হই । আমার পরিচারকেরা যথোচিত পরিচর্য্যা দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে । আমি নিরন্তর দেবগণের সুখপ্রার্থনা করি এবং দেবগণও আমাকে প্রতিনিয়ত প্রতিপালন করিয়া থাকেন ।

ইন্দ্র কহিলেন; সুরাচার্য্য ! তবে আপনার মুখশ্রী কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ হইল ? আর আপনার শারীরিক ও মানসিক দুঃখেরই বা কারণ কি ? আপনি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করুন । যাহারা আপনার দুঃখের কারণ; আমি অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব ।

বৃহস্পতি কহিলেন; দেবরাজ ! আমি শুনিয়াছি, রাজা মরুত্ত প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে । আমার ভ্রাতা সংবর্ত্ত সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে । এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে সংবর্ত্ত মরুত্তের যাজনকার্য্য না করে ।

ইন্দ্র কহিলেন; সুরাচার্য্য ! আপনি দেবগণের পুরোহিত, আপনার সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে এবং আপনি স্বপ্রভাববলে জরামৃত্যু উভয়কেই অতিক্রম করিয়াছেন । অতএব সংবর্ত্ত হইতে আপনার কি অপকারের সম্ভাবনা ?

বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ ! তুমি অসুরগণের মধ্যে যাহাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখ; দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাদিগকেই সংহার করিয়া থাক ; সুতরাং শত্রুর সমৃদ্ধি দর্শন যে নিতান্ত দুঃখাবহ; তাহা তোমার অবিদিত নাই । সংবর্ত্ত আমার প্রধান শত্রু ; এক্ষণে তাঁহার সমৃদ্ধি দর্শনই আমার অসুখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে । আমার শত্রু পরিবর্দ্ধিত হইবে বিবেচনা করিয়াই আমি এইরূপ বিবর্ণ হইয়াছি । অতএব তুমি এক্ষণে যে কোন উপায়ে হউক; হয় সংবর্ত্ত, না হয় রাজা মরুত্তের নিগ্রহ কর ।

সুরগুরু এই কথা কহিলে; দেবেন্দ্র অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; হুতাশন ! তুমি এক্ষণে বৃহস্পতিকে রাজা মরুত্তের নিকট লইয়া গিয়া বল; এই সুরগুরু তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিবেন ।

দেবরাজ এইরূপ অনুরোধ করিলে, অগ্নি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; দেবরাজ ! আমি তোমার বাক্যরক্ষা ও বৃহস্পতির সৎকারের নিমিত্ত দূতরূপে রাজা মরুত্তের নিকট ইঁহাকে লইয়া চলিলাম । এই বলিয়া হুতাশন গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় বন উপবন সমুদায় বিমর্দ্দিত করিয়া অচিরাৎ বৃহস্পতির সহিত মরুত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

তখন মরুত্ত রাজা হুতাশনকে সমুপস্থিত দেখিয়া সংবর্ত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে ! আজি অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম । হুতাশন স্বয়ং আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন । অতএব আপনি শীঘ্র উঁহাকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রদান করুন ।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্ ! আমি তোমার বাক্যেই আসন ও পাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম । ইন্দ্র আমাকে দূতরূপে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র ত সুখে অবস্থান করিতেছেন ? তিনি ত আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং দেবগণ ত তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন না ?

অগ্নি কহিলেন, রাজন্ ! পুরন্দর পরম সুখে অবস্থান করিতেছেন । তিনি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন । দেবতারাও তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন নাই । তিনি এক্ষণে তোমার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন । অতঃপর এই সুরগুরু বৃহস্পতি তোমার যাজনক্রিয়াসম্পাদন করিয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করুন ।

মরুত্ত কহিলেন, মহাত্মন্ ! মহর্ষি সংবর্ত্ত আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন । অতএব আমি বৃহস্পতির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি যে, উনি অমর পুরন্দরের পুরোহিত হইয়া এক্ষণে মনুষ্যপদবর্ত্তী মরুত্তের পৌরোহিত্য না করেন ।

তখন অগ্নি কহিলেন, রাজন্ ! যদি তুমি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যশস্বী হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক, প্রজাপতিলোক ও স্বর্গলোক সমুদায় পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে এবং সুরপতি ইন্দ্রের প্রসাদবলে স্বর্গমধ্যে কোন উৎকৃষ্ট লোকই তোমার অপ্রাপ্য থাকিবে না ।

অগ্নি এইরূপে মরুত্তকে প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হুতাশনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, অনল ! তুমি অচিরাৎ প্রস্থান কর । আর কখন মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে এস্থলে আগমন করিও না । তুমি পুনরায় বৃহস্পতিকে লইয়া এখানে আগমন করিলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধদৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব । মহর্ষি সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে হুতাশন তাঁহার বাক্যে একান্ত ভীত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বৃহস্পতির সহিত তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক দেবসভায় সমুপস্থিত হইলেন । দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হুতাশন ! আমি মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম । তুমি কি নিমিত্ত উঁহাকে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে ? যজ্ঞদীক্ষিত নরপতি মরুত্ত তোমাকে কি কহিয়াছে; তাহা ব্যক্ত কর ।

অগ্নি কহিলেন; রাজন্ ! নরপতি মরুত্ত আপনার বাক্যে সম্মত হয় নাই । সে কৃতাঞ্জলিপুটে বৃহস্পতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । আমি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মরুত্তকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না । সে কহিল; সংবর্ত্তই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন । বৃহস্পতি যজ্ঞ করিলে যদি আমার উৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক ও প্রজাপতি লোক সমুদায় লাভ হয়; তথাপি আমি সুরগুরু দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিব না ।

ইন্দ্র কহিলেন; হুতাশন ! তুমি পুনর্ব্বার মরুত্ত রাজার নিকট গমন করিয়া তাহাকে আমার অনুরোধ বিজ্ঞাপন কর । যদি সে তাহাতেও আমার বচন রক্ষা না করে ; তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব ।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্ ! গন্ধর্ব্বাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র তথায় গমন করুন । আমার তথায় গমন করিতে শঙ্কা হইতেছে । ব্রহ্মচারী মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে কহিয়াছেন যে ; যদি তুমি পুনরায় মরুত্ত রাজার নিকট বৃহস্পতিকে সমর্পণ করিতে আগমন কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ক্রোধদৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব ।

ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন ! তুমিই সকলকে দগ্ধ করিয়া থাক । তোমা ভিন্ন দাহকর্ত্তা আর কেহই নাই । তোমার সংস্পর্শে সমুদায় লোক ভীত হয় ; অতএব সংবর্ত্ত যে তোমাকে ভস্ম করিবেন, একথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না ।

অগ্নি কহিলেন, দেবেন্দ্র ! আপনি অসংখ্য সৈন্য দ্বারা সসাগরা পৃথিবী ও সমুদায় স্বর্গলোক পরিবেষ্টিত করিতে পারেন, তবে বৃত্রাসুর কিরূপে আপনার স্বর্গলোক অপহরণ করিয়াছিল ?

ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন ! আমি সামান্য যুদ্ধে ঐরাবতকে প্রেরণ, শত্রুদত্ত সোমরস পান ও দুর্ব্বলের প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করি না । আমি স্বীয় বাহুবলে পৃথিবী হইতে কালকেয়গণকে অন্তরীক্ষ হইতে দানবগণকে এবং স্বর্গ হইতে প্রহ্লাদকে দূরীভূত করিয়াছি । অতএব মর্ত্ত্যলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া অস্ত্রপ্রহার করিতে সমর্থ হইবে ?

অগ্নি কহিলেন, রাজন্ ! আপনি শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞ স্মরণ করুন । মহর্ষি চ্যবন ঐ যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইয়া যখন অশ্বিনীকুমারদিগের সহিত সোমরস পান করেন, তখন আপনি তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আপনার বাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই । ঐ সময়ে আপনি সেই মহর্ষি কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহাকে ঘোরতর বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহাকে [illegible] কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না । মহর্ষি চ্যবন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া [illegible]

বদনাগ্রে এক ভীষণমূর্ত্তি অসুরের সৃষ্টি করিলেন। সেই অসুরের বিকট-মূর্ত্তি দর্শনে তৎকালে আমাকে যেরূপ বিস্মিত করিতে হইয়াছিল। ঐ অসুরের অধর পৃথিবী ও ঊর্দ্ধ স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার শতযোজন বিস্তৃত, যোজন সহস্র ঊর্দ্ধ স্কন্ধদেশযুক্ত দুই শত যোজন বিস্তীর্ণ বদনমণ্ডল দর্শনে তত্রত্য সকলেই ভয়ে অবসন্ন হইয়াছিল। সেই অসুর আপনার বিশালবদনবিবর হইতে ঘোরতর শূল উদ্যত করিয়া আপনার প্রতি ধাবমান হয়। সেই সময় আপনি সেই বিকটমূর্ত্তি অসুরকে অবলোকন করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির শরণাগত হইয়াছিলেন। অতএব হে দেবেন্দ্র! ক্ষত্রিয় বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নাই। আমি ব্রহ্মতেজ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব আমার সংবর্ত্তকে পরাজয় করিতে কিছুতেই বাসনা হয় না।

দশম অধ্যায়।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন! ব্রহ্মবল যে অতি উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যে আর কেহই নাই, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু মরুত্ত রাজার পরাক্রম আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। অতএব আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব। সুররাজ পুরন্দর অনলকে এই কথা কহিয়া গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! তুমি শীঘ্র মরুত্ত রাজার নিকট গমন করিয়া সংবর্ত্তের সমক্ষে তাহাকে বল যে, মহারাজ! তুমি অচিরাৎ বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ কর, নচেৎ দেবরাজ তোমাকে বজ্রপ্রহার করিবেন।

সুররাজ এইরূপ আদেশ করিলে গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র অচিরাৎ মরুত্তের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার নাম ধৃতরাষ্ট্র; আমি গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে লোকাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র যে নিমিত্ত আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তাহা কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, যদি আপনি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বজ্রপ্রহার করিবেন।

তখন মরুত্ত কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! মিত্রদ্রোহী যে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার যে কোন কালে নিষ্কৃতি লাভ হয় না, ইহা কি তোমার কি ইন্দ্রের কি বসুগণের কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কি মরুদ্গণের কাহারই অবিদিত নাই? অতএব আমি কখনই আমার পরম মিত্র সংবর্ত্তকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে পারিব না। সুরগুরু বৃহস্পতি বজ্রধর দেবরাজের পৌরোহিত্য করুন। মহাত্মা সংবর্ত্তই আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। আমি কদাচ ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখুন, ভগবান্ শতক্রতু আপনার প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া আকাশ পথে ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন; অতএব এই সময়ে স্বীয় হিতচিন্তা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে মহারাজ মরুত্ত আকাশে ইন্দ্রের ভীষণ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য মহাত্মা সংবর্ত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! সুররাজ অধিক দূরে অবস্থান করিতেছেন, বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কিন্তু উনি বজ্রপ্রহার করিলে নিশ্চয়ই আমাকে কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে অভয় প্রদান ও আমার মঙ্গলবিধান করুন। ঐ দেখুন; দেবরাজ বজ্রধারণ পূর্ব্বক দশদিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিতেছেন। উঁহার ভয়ঙ্কর নিনাদে অত্রস্থ সমস্ত লোকই নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে।

সংবর্ত্ত কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অবিলম্বে সংস্তম্ভিনী বিদ্যাপ্রভাবে উঁহার সমুদায় কার্য্য স্তম্ভিত করিয়া তোমার ভয় নিবারণ করিব। আমি সমুদায় দেবতার অস্ত্র বিনষ্ট করিতে পারি। বজ্র দিক্ সমুদায়ে নিক্ষিপ্ত, বায়ুপ্রবাহিত, কাননে বারিধারা নিপতিত, জলে প্লাবিত ও আকাশ পথে সৌদামিনী লক্ষিত হউক, তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। বসুগণ তোমার রক্ষা করুন বা না করুন এবং ইন্দ্র তোমার কামনা পূর্ণ করিতে বা বজ্রপ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হউন, তাহার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! বায়ুবেগসংবলিত ভীষণ বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বারংবার ব্যথিত হইতেছে। আমি কোনরূপে স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইতেছি না।

সংবর্ত্ত কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রের ভীষণ বজ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি বায়ুভূত হইয়া অবিলম্বে ঐ বজ্র সংহার করিতেছি, এক্ষণে তোমার আর কোন্ কার্য্যসাধন করিব; তাহা প্রকাশ কর।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ সহসা এই যজ্ঞ ভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসন সমুদায়ে উপবেশন পূর্ব্বক স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন।

মহারাজ মরুত্ত এই কথা কহিলে, মহর্ষি সংবর্ত্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিয়া মরুত্তকে কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখ দেবরাজ! আমার মন্ত্রবলে হরিদশ্বযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া দেবগণের সহিত এই যজ্ঞস্থলে আগমন করিতেছেন।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র মরুত্ত রাজার যজ্ঞীয় সোমরস পান করিতে অভিলাষী হইয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ মরুত্ত দেবগণ পরিবেষ্টিত সুররাজকে সমাগত দেখিয়া পুরোহিত সমভিব্যাহারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত সৎকার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সংবর্ত্ত পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! আপনি ত সুখে আগমন করিয়াছেন? আপনার আগমনে এই যজ্ঞ সমধিক শোভাসম্পন্ন হইল এক্ষণে আপনি এই যজ্ঞীয় সোমরস পান করুন।

অনন্তর মহারাজ মরুত্ত পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আমি আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি; আপনি প্রশান্তভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; আজি আপনার আগমনে আমার যজ্ঞ ও জীবন সফল হইল। এই দেখুন; বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ সংবর্ত্ত আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন।

ইন্দ্র কহিলেন; মহারাজ! এই দীপ্ততেজা ভগবান্ সংবর্ত্তের মাহাত্ম্য আমার অবিদিত নাই। আজি আমি এই মহাত্মা কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া তোমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতমনে এই যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছি।

সংবর্ত্ত কহিলেন, দেবরাজ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি এই সমাজমধ্যে ভাগসমুদায় যথাযোগ্য কল্পনা ও এই যজ্ঞে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

মহাত্মা সংবর্ত্ত এই কথা কহিলে, দেবরাজ দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা অবিলম্বে স্বর্গীয়সভার তুল্য অতি সমৃদ্ধ বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যে অসংখ্য স্তম্ভ এবং গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণের নৃত্যগীতাদির স্থান প্রস্তুত কর। ঐ সভাতে গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করুক।

সুররাজ এইরূপ আজ্ঞা করিলে দেবগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দেবরাজ প্রীতমনে মরুত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার পিতৃলোক ও অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তোমার প্রতি প্রীত হইয়া তোমার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ অগ্নির প্রীতির নিমিত্ত লোহিত ছাগ, বিশ্বেদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত নানাবর্ণ ছাগ এবং অন্যান্য দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত পবিত্র বৃষ হোম করুন। দেবরাজ এই কথা কহিবামাত্র যজ্ঞের উৎসব পরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল। দেবগণ স্বয়ং অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ স্বয়ং সদস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় পরম তেজস্বী মহাত্মা সংবর্ত্ত দেবগণের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বাগ্রে দেবরাজ ও তৎপরে অন্যান্য দেবগণ সোমরস পান করিয়া প্রীতিলাভপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞভূমির স্থানে স্থানে রাশি রাশি সুবর্ণ সংস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে উহা দান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই অপরিমিত সুবর্ণরাশি

অসমর্থ হইয়া যজ্ঞে উহার অধিকাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অল্পাংশ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞক্রিয়া সমাপন হইলে তিনি সেই স্থানে সেই ব্রাহ্মণগণের পরিত্যক্ত সুবর্ণ সমুদায় স্তূপাকার করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ মরুত্ত এইরূপ গুণশালী ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে প্রভূত সুবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি সেই সমুদায় সুবর্ণ আহরণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিবার মানসে অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব সেই রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, সধূম অনলের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ দুঃখিতচিত্ত ধর্ম্মরাজকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ! 'কুটিলতাই মৃত্যুর এবং সরলতাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ' এই বাক্যটি বিশেষরূপে বোধগম্য হইলেই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আর যত বাক্য সকলই প্রলাপমাত্র। আপনার কোন কার্য্যই সমাহিত হয় নাই। আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না। হে মহারাজ! এক্ষণে জীবের সহিত অহঙ্কারের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে অহঙ্কার পৃথিবীসমুৎপন্ন ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাকে স্বীয় আঘ্রাণরূপ বিষয়ভোগে নিতান্ত উৎসুক করিয়াছিল। তখন জীব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অহঙ্কারের প্রতি বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার জলসমুৎপন্ন রসনেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাকে রসাস্বাদনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীব অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। তখন অহঙ্কার জ্যোতিঃসমুৎপন্ন নয়নেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবকে বস্তুদর্শনে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীব অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে অপসারিত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার বায়ুসমুৎপন্ন ত্বগেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবকে স্পর্শানুভবে সমুৎসুক করিল। তদ্দর্শনে জীব পুনরায় তাহার প্রতি বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। পরে অহঙ্কার আকাশসম্ভূত কর্ণেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবকে শব্দশ্রবণে সমুৎসুক করিল। তখন জীবাত্মা ক্রোধভরে পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরিশেষে অহঙ্কার গত্যন্তর না দেখিয়া জীবাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অহঙ্কার প্রবেশ করিবামাত্র জীবাত্মা মোহে একান্ত অভিভূত হইলেন। ঐ সময় গুরু তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত করিলেন। তখন জীবাত্মা সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ বজ্র দ্বারা অহঙ্কারকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিগণের নিকট ও তৎপরে ঋষিগণ আমার নিকট এই রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাকে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাকে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন জীবকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বিষমতা উপস্থিত হয়, তখনই জীবকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে; ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক এক্ষণে সুখ দুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়। অথবা যদি সুখদুঃখ জীবের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া আপনি একেবারে উহা পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তথাপি সভামধ্যে পণ্ডিতগণসমক্ষে রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, আপনাদিগের অজিনধারণপূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গমন, মহারণ্যমধ্যে অবস্থান, জটাসুরকর্তৃক দ্রৌপদীহরণ, চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ, সিন্ধুরাজ কর্তৃক দ্রৌপদীর অপমান, অজ্ঞাতবাস এবং দ্রৌপদীর গাত্রে কীচকের পদাঘাতজনিত অতীত দুঃখ সমুদায় স্মরণ করা আপনার কদাপি উচিত নহে। পূর্ব্বে ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈত্রিক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি লাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয়সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসারপ্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহাকে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয়সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঐ সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ়ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়, উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহুজন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই একেবারে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

অতঃপর পুরাবিদ্ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা কহিয়াছে যে, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান

দ্বারা আমাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গম-মধ্যে জীবাত্মার ন্যায় বাক্যরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদবেদাঙ্গের দ্বারা আমাকে শাসন করিতে প্রয়াস পায়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমাকে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমাকে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমাকে সর্ব্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি আপনার নিকট কামগীতা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব কামনাকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধি পূর্ব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনাকে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দ্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ কৃষ্ণ, বেদব্যাস, দেবস্থান, নারদ, ভীম, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জ্জুন ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এককালে বন্ধুবিয়োগজনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় আত্মীয়স্বজনদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকার করিয়া প্রশান্তমনে পৃথিবী শাসন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পরে একদা তিনি মহর্ষি ব্যাস, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি আপনাদিগের বিবিধ উপদেশ প্রভাবে সম্পূর্ণ আশ্বাস লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমার আর অণুমাত্রও দুঃখ নাই। হে পিতামহ বেদব্যাস! আপনি আমাকে প্রভূত অর্থপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি অচিরাৎ ঐ অর্থ লাভ করিয়া উহা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। অতঃপর আমরা আপনার প্রভাবে পরিরক্ষিত হইয়া অবিলম্বে বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ পরিপূর্ণ হিমালয়ে গমন করিব। আপনি, দেবর্ষি নারদ ও দেবস্থান আপনারা আমাকে বহুবিধ শুভ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে ব্যক্তির অদৃষ্ট মন্দ, সে দুঃখে নিপাতিত হইলে কদাচ এইরূপ সদ্গুরুলাভে সমর্থ হয় না।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির অনুনয়সহকারে এই কথা কহিলে, তাঁহারা কৃষ্ণের ও অর্জ্জুনের অনুজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের পারলৌকিক শুভসাধনোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান ও শৌচকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সেই প্রজ্ঞাচক্ষু মহাত্মাকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পাণ্ডবদিগের জয়লাভের পর রাজ্য নিষ্কণ্টক হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ইঁহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের জয়লাভের পর রাজ্য নিষ্কণ্টক হইলে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন নন্দনকাননে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন, তদ্রূপ মহা আহ্লাদে বিচিত্র বন, পর্ব্বতগুহা, পবিত্র তীর্থ, পল্বল ও নদী প্রভৃতি রমণীয় স্থান সমুদায়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সভায় উপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং ঋষি ও দেবতাদিগের বংশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বাসুদেব বিবিধ বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া ধনঞ্জয়ের সহস্র সহস্র জ্ঞাতি এবং পুত্রবিনাশ জন্য শোকাপনোদন পূর্ব্বক তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত মধুর সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, পার্থ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবল এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের পরাক্রমপ্রভাবেই এই সসাগরা ধরিত্রী পরাজয় করিয়াছেন। ধর্ম্মানুসারেই এই রাজ্য অকণ্টক হইয়া তাঁহার হস্তগত এবং ধর্ম্মানুসারেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। যে সকল অধর্ম্মপ্রবৃত্ত রাজ্যলোলুপ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় সর্ব্বদা অপ্রিয় বাক্য ব্যবহার করিত, এক্ষণে তাহারা সকলেই পরলোকে গমন করিয়াছে। এখন রাজা যুধিষ্ঠির তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অকণ্টকে এই সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতেছেন। তোমার সহিত এই রম্য সভাতে বাস করিবার কথা দূরে থাকুক, অরণ্যে অবস্থান করিলেও আমি পরম প্রীত হইয়া থাকি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থান আমার একান্তপ্রিয়। আমি তোমার সহিত এই স্বর্গতুল্য পরম পবিত্র রমণীয় সভামধ্যে অবস্থান করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলাম। একাল পর্য্যন্ত আমি পিতা, বলদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিদিগের দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে দ্বারকা নগরীতে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। অতএব তুমি আমার দ্বারকা গমনে অনুমোদন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার উপদেষ্টা হইলেও যে সময়ে ভীষ্মদেব তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করেন, তৎকালে আমিও তাঁহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছি। তিনি অবিচলিত চিত্তে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী বুদ্ধিমান্ ও স্থিরনিয়মসম্পন্ন। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকাগমন প্রস্তাব কর। দ্বারকা নগরে গমনের কথা দূরে থাকুক, প্রাণরক্ষার নিমিত্তও আমি তাঁহার অপ্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ নহি। আমি সত্য কহিতেছি, কেবল তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত এই যুদ্ধাদিকার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমার এ স্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধন সবলে নিহত হইয়াছে; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিবিধ রত্নপূর্ণা সসাগরা পৃথিবী স্ববশে সমানীত করিয়াছেন, অতঃপর উনি সিদ্ধ মুনিগণে পরিবেষ্টিত ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ধর্ম্মানুসারে সমুদায় পৃথিবী প্রতিপালন করুন। এক্ষণে তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকাগমন প্রস্তাব কর। আমি ধন প্রাণ প্রভৃতি সমুদায়ই যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার পরম প্রিয় ও মান্য। এখন তোমার সহিত একত্র অবস্থান ভিন্ন আমার এখানে বাস করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এই সময়ে একবার দ্বারকা গমন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব অমিতপরাক্রম অর্জ্জুনকে এই কথা কহিলে, তিনি অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

অশ্বমেধিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়।

***

ষোড়শ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা মধুসূদন ও অর্জ্জুন বিপক্ষগণকে সংহার পূর্ব্বক সেই সভায় বাস করিয়া কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগের পৈত্রিক রাজ্য অধিকার করিয়া বাসুদেবের সহিত সেই সভাতে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা একদা স্বজনগণসমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গের ন্যায় রমণীয় সেই সভার কোন এক প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই সভার শোভা সন্দর্শন করিয়া বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! যুদ্ধকালে আমি

তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তি নিরী-ক্ষণ করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে বন্ধুত্ব নিবন্ধন আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদায় বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পুনর্ব্বার আমার কৌতূহল উপস্থিত হই-তেছে। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে; অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনর্ব্বার তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি তোমার নিকট নিগূঢ় ধর্ম্ম ও নিত্যলোক সমু-দায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি যে বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই, ইহাতে আমি আর পর নাই দুঃখিত হইতেছি। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমুদায় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে; তুমি অতি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; অতএব আমি আর কোনক্রমেই তোমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না। সেই ধর্ম্মোপদেশ প্রভাবে ব্রহ্মপদ অবগত হইতে সমর্থ হওয়া যায়; এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারি না। আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানসম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি; তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর। তুমি ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে। একদা কোন এক ব্রাহ্মণ, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক পরি-ভ্রমণ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিয়া মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মধুসূদন! তুমি প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমাকে যে মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা শ্রবণ করিলে, প্রাণিগণের মোহ নিরাকৃত হইয়া যায়। এক্ষণে আমি তাহা যথার্থতঃ কীর্ত্তন করিতেছি অনন্যমনে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কাশ্যপ নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ লোকতত্ত্বার্থকুশল, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও পাপপুণ্যতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন, অন্তর্দ্ধানগতিবেত্তা, সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল ও শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ। উনি প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে যেরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে, তৎসমুদায় বিলক্ষণ অব-গত ছিলেন। উনি চক্রধারী সিদ্ধগণের সহিত গমনাগমন, উপবেশন ও নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেন। তিনি পবনের ন্যায় অপ্রতিহতভাবে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান্ কাশ্যপ তাঁহার এইরূপ গুণগ্রাম অব-গত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিয়া শিষ্যের ন্যায় সেই মহর্ষির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তখন সেই সিদ্ধ মহর্ষি কাশ্যপের গাঢ়তর ভক্তি দর্শনে অনতিকাল মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কাশ্যপ! আমি এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা বিবিধ কার্য্য ও পুণ্যযোগবলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ ও দেবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি নিরন্তর সুখ লাভ করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অতিকষ্টে উপলব্ধ হইলেও তাহা হইতে বারংবার পতন হইয়া থাকে। আমি কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা ও মোহপ্রভাবে সতত পাপে লিপ্ত হইয়া অতি কষ্টকর অশুভ গতি সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি বারংবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমাকে বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য উপভোগ ও বিবিধ স্তনদুগ্ধ পান করিতে হইয়াছে। আমি বহুসংখ্য জনকজননী দৃষ্টিগোচর করিয়াছি এবং বিবিধ সুখ ও বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। কতবার আমার প্রিয়-বিচ্ছেদ ও অপ্রিয় সংযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি বহু যত্নে ধন-সঞ্চয় করিয়াও তাহার উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছি। আত্মীয় স্বজন ও ভূপতিগণ বারংবার আমার অবমাননা করিয়াছেন। আমি কতবার শারী-রিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কতবার বধবন্ধনযাতনা অনুভব করিয়াছি। কতবার আমাকে নরকযন্ত্রণা, যমদুর্গা ও জরাব্যাধিজনিত যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। লৌকিক বিপদ্ সমুদায় কতবার আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। আমি এইরূপে বারংবার বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া লোকব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পথ অবলম্বন করিয়াছি। এক্ষণে সমুদায় প্রসাদনিবন্ধন আমার সিদ্ধি লাভ হই-য়াছে। ঐ সিদ্ধিপ্রভাবে আর আমাকে এই সংসারে আগমন করিতে হইবে না। অতঃপর যে পর্য্যন্ত আমার সিদ্ধিলাভ ও জগতের প্রলয় না হইবে, ততকাল আমি আপনার ও এই লোকসমূহের শুভ গতি প্রত্যক্ষ করিব। আমি দেহত্যাগের পর এই সংসার হইতে এককালে সত্যলোকে গমন করিব এবং সেই সত্যলোক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার এই বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। আমি আর কখনই এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিব না। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি; অতএব বল, আমাকে তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে। তুমি যাহা লাভ করিবার অভিলাষ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, এক্ষণে তোমার তাহা প্রাপ্ত হই-বার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি, তাহা স্বয়ং ব্যক্ত কর। আমি অচিরাৎ এই সংসার পরিত্যাগ করিব, এই নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ ত্বরা প্রদর্শন করিতেছি। আমি তোমার চরিত্র দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাকে যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করিব। তুমি যখন আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ, তখন তোমার বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহাত্মা সিদ্ধ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ কাশ্যপ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন; ভগবন্! জীবাত্মা কিরূপে এক দেহ পরিত্যাগ ও অন্য-দেহ আশ্রয় করে? আর কিরূপেই বা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া এই ক্লেশকর সংসার হইতে বিমুক্ত হয়? কিরূপে উহার শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ হইয়া থাকে এবং দেহত্যাগের পর উহার কর্ম্মসমুদায় কোন স্থানে অবস্থান করে, এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি কাশ্যপ এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহাত্মা সিদ্ধ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদায় আয়ুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমুদায় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। তখন সে বিপরীত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে। স্বীয় শরীরের অবস্থা বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। কোন দিন অতিভোজন ও কোন দিন একবারে ভোজন পরিত্যাগ করে। কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিষ ও পরস্পরবিরোধী গুরুতর বস্তু সমুদায় ভোজনে আসক্ত হয়। কোন দিন ভুক্তবস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে। কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয়। কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম্ম সম্পাদনবাসনায় মলমূত্রাদির বেগ ধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোন দিন অস-ময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহাকে আক্র-মণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্য সেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিভ্রংশনিবন্ধন উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহ ত্যাগ করে।

এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত জীবের দেহত্যাগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর জীবাত্মা যেরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মার দেহত্যাগের সময় শরীরাভ্যন্তরগত উষ্মা বায়ুবেগবশতঃ প্রকোপিত হইয়া দেহ উত্তপ্ত ও প্রাণ রুদ্ধ করিয়া সমুদায় মর্ম্মস্থান ভেদ করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা মর্ম্ম-ভেদী বিষম যন্ত্রণায় সমাক্রান্ত হইয়া দেহ হইতে অপসৃত হয়।

সমুদায় জীবই বারংবার জন্মমরণের বশীভূত হইয়া থাকে। জীব মৃত্যুসময়ে যেরূপ কষ্টভোগ করে, তাহাকে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার সময়ও সেইরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়। ঐ সময় সে তীব্রবায়ু প্রভাবে শীতে কম্পিত ও ক্লেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের পৃথগ্‌ভাব সময়ে শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপানবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া দেহকে পরিত্যাগ করে। তখন সেই দেহ নিশ্চেষ্ট, বিচেতন এবং উষ্মা ও উচ্ছ্বাসবিহীন হইয়া মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। জীবাত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি বিষয় সমুদায়ের আস্বাদগ্রহ করিতে

পারে; কিন্তু উহা দ্বারা প্রাণাপানের প্রাণকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। অনন্তর জীবের শরীরের মধ্যে সুষুম্নাপূর্ব্বক সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করে। পণ্ডিতেরা শরীরের অভিমান সমুদায়কে মর্ম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ মর্ম্মরোধ হইলে জীব ঐ সমুদায়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিকে রুদ্ধ করে। বুদ্ধি রুদ্ধ হইলে জীবাত্মা সচেতন হইয়াও পঞ্চভূতের বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় সমীরণ সেই নিরবিচ্ছিন্ন জীবকে মহাবেগে চালিত করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা মহাবেগে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহকে কম্পিত করিয়া উহা হইতে বিনির্গত হয়।

জীব এইরূপে দেহচ্যুত হইলেও তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সে ঐ সমুদায় কর্ম্মে সমাবৃত হইয়া পুনরায় ক্রমশঃ গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করে। তখন জ্ঞানবান্ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ লক্ষণ দ্বারা উঁহাকে পুণ্যবান্ বা পাপাত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা চক্ষু দ্বারা অন্ধকারে উড্ডীয়মান খদ্যোতকে দর্শন করে; তদ্রূপ জ্ঞানাপন্ন সিদ্ধ মহাত্মারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম, মরণ ও গর্ভ-প্রবেশ দর্শন করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে জীবের স্বর্গ; মর্ত্ত্য ও নরক এই ত্রিবিধ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ এই কর্ম্মভূমিতে শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানেই তাহার ফলভোগ করে; কেহ কেহ পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ অশেষ পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল নরকভোগ করিয়া থাকে। জীব একবার নরকে নিপতিত হইলে তাহার তাহা হইতে মোক্ষলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। অতএব যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে না হয়, এরূপ চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

এক্ষণে জীবসমুদায় স্বর্গগামী হইয়া যে যে স্থানে অবস্থান করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে কর্ম্মগতি তোমার অবিদিত থাকিবে না। যাঁহারা ইহলোকে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেহান্তে ঊর্দ্ধগামী হইয়া চন্দ্রসূর্য্য অথবা নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই সেই স্থান হইতে নিপতিত হইতে হয়। পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ বারংবার ঐ সমুদায় স্থানে গমন ও ঐ সমুদায় স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্গেও উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নীচ এই ত্রিবিধ স্থান বিদ্যমান আছে, সুতরাং যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারাও আপনা অপেক্ষা অন্যের শ্রী দর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত হন। এই আমি তোমার নিকট জীব সমুদায়ের গতি কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর জীবের দেহ পরিগ্রহের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ইহলোকে ফলভোগ ব্যতীত শুভ বা অশুভ কার্য্যের ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে দেহ প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। বনস্পতি হইতে যেমন ফল-কালে বহুফল সমুৎপন্ন হয়; তদ্রূপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পুণ্যফল এবং দুষ্টান্তঃকরণে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পাপফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মা মনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এক্ষণে মনুষ্য যেরূপ স্বকর্ম্মে পরিবৃত হইয়া জন্মান্তরে গর্ভে প্রবেশ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শোণিতমিশ্রিত শুক্র স্ত্রীদিগের গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুরূপ দেহে পরিণত হয়, পরে জীব সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অতিশয় সূক্ষ্মতা ও অব্যক্ততানিবন্ধন তিনি কুত্রাপি লিপ্ত হন না। ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ জীবই সমুদায় লোকের বীজস্বরূপ, প্রাণিগণ উঁহারই প্রভাবে জীবিত থাকে। তাম্রাদি ধাতু যেমন দ্রবীভূত সিক্ত হইলে তাহার সমুদায় অঙ্গ স্বর্ণময় বলিয়া বোধ হয়; লৌহপিণ্ড-মধ্যে বহ্নি প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমুদায় অবয়ব উত্তপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদায় শরীর জীবময় ও সচেতন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অন্ধকারময় গৃহমধ্যে প্রজ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত সমুদায় বস্তুকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীব সমুদায়

অঙ্গের পরিচালন করিয়া থাকে। জীবমাত্রেই শরীর ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণের পর জন্মান্তরীণ কার্য্যের ফল ভোগ ও বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এইরূপে জীব যতকাল মোক্ষধর্ম অবগত হইতে সমর্থ না হয়, ততকাল তাহার ফল ভোগ দ্বারা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্যক্ষয় ও বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ শুভাশুভ কার্য্যসঞ্চয় করিয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে মানবগণ বিবিধ জন্মপরিগ্রহ করিয়া যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, শান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, জীবের প্রতি দয়া, সরলতা, পরধনাপহরণে নিস্পৃহতা, প্রাণিগণের অহিতচিন্তা পরিত্যাগ, পিতামাতার শুশ্রূষা, দয়া, শুচিতা এবং গুরু, দেবতা ও অতিথিগণের পূজা প্রভৃতি শুভকার্য্যসমুদায়ের অনুষ্ঠানই সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। ঐ ধর্ম্মপ্রভাবেই প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দানাদি সদাচার সমুদায় সাধুদিগের নিকট নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সদাচারই সনাতন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। যাঁহারা ঐ সদাচার অবলম্বন করেন, তাঁহা-দিগকে কখন দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। মানবগণ ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, একমাত্র সদাচার উপদেশ দ্বারাই তাহাদিগকে সৎ-পথে সমানীত করা যায়। অতএব সদাচারপরায়ণ হওয়া লোকের অবশ্য বিধেয়।

যোগী ব্যক্তিরা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ উঁহারা যোগবলে অচিরাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন; কিন্তু দানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিরা বহুকালে সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। জীবগণ সকলজন্মেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মই আত্মার জীবরূপে পরিণত হইবার প্রধান কারণ।

হে দ্বিজবর! সর্ব্বপ্রথমে কে শরীর গ্রহণ করিল, এই ভাবিয়া মানব-গণের মনোমধ্যে মহা সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সেই সংশয় অপনোদন করিতেছি; শ্রবণ কর। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শরীর ধারণপূর্ব্বক পরিশেষে অন্যান্য শরীরীর শরীর কল্পনা করিয়া এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। তিনিই দেহের অনিত্যত্ব ও জীবের বিবিধ দেহ পরিগ্রহের নিয়ম করিয়াছেন। শরীরীদিগের দেহকে ক্ষয় এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অক্ষয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই তিন পদার্থ মধ্যে দেহ ও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।

জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ দুঃখকে অনিত্য, শরীরকে অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও সুখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি অনায়াসে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। যিনি এই জরামৃত্যু ও রোগের অধীন অচিরস্থায়ী শরীর ধারণ করিয়া সমুদায় জীবে সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন; তিনি ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হন। এক্ষণে যেরূপে সেই শাশ্বত অব্যয় পরম পুরু-ষকে অবগত হওয়া যায়, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে তপোধন! যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাশূন্য হইয়া ব্রহ্মে লীন হন, যিনি সকলের মিত্র; সর্ব্বসহিষ্ণু, শান্তি-নিরত, বীতরাগ, জিতেন্দ্রিয়, ভয়ক্রোধশূন্য ও অভিমানবিহীন, যিনি সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার এবং যিনি জন্ম, মৃত্যু, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, যিনি কাহারও দ্রব্যে স্পৃহা এবং কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, যাঁহার শত্রু ও মিত্র নাই, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনকেই পরিত্যাগ করিতে পারেন, যিনি অপত্যস্নেহশূন্য, যিনি ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক নহেন, যাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়, অপুনরাগমননিবন্ধন যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে; যিনি কামনাবিহীন, যিনি এই জন্মমৃত্যুজরাযুক্ত জগৎকে অনিত্য বলিয়া আলোচনা করেন, যাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যবুদ্ধি নিরন্তর জাগরূক থাকে, যিনি সতত আত্মদোষ দর্শন করেন এবং যিনি অরস, অরূপ, অস্পর্শ, অশব্দ, অগন্ধ, অপরিগ্রহ, অব্যক্তিজ্ঞেয়, অহঙ্কারমুক্ত, অবন্ধ,

[illegible] সমর্থ হন, তিনি এই ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যিনি যুক্তিবলে দৈহিক ও মানসিক, সমুদায় দুঃখ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি শান্তগুণাবলম্বী প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বসংস্কারবিমুক্ত, নির্দ্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপোবলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করেন, তিনিই মুক্ত হইয়া সনাতন অপরিচ্ছিন্ন পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

হে তপোধন! অতঃপর যোগিগণ যোগযুক্ত হইয়া যেরূপে বিশুদ্ধ চৈতন্যকে দর্শন করেন এবং যে সমস্ত নিগ্রহোপায় দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তীর্থঙ্করোপদিষ্টবিধানানুসারে ইন্দ্রিয় সমুদায়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে চিত্তকে ধারণপূর্ব্বক মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। তপস্বী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে সতত মন দ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি হৃদয়ে আত্মাকে যোগ করিতে পারিবেন; তখনই তিনি একান্ত মনে হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবেন। যেমন স্বপ্নযোগে অদৃষ্টচর বস্তু দর্শনপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলে পুনর্ব্বার তাহার জ্ঞানলাভ হয়, সেইরূপ সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার অভিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মুঞ্জ হইতে ঈষীকা নিষ্কাশনপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যখন যোগী যোগবলে আত্মাকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করেন, তখন ত্রিলোকের অধিপতিও তাঁহার নিকট আধিপত্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ সময় স্বেচ্ছানুসারে অনায়াসে দেবগন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। জরামৃত্যু, শোক ও হর্ষ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও দেবতা হইতে পারেন ও অচিরাৎ এই অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। লোকক্ষয় আরম্ভ হইলে তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। সমুদায় প্রাণী ক্লিশ্যমান হইলেও তাঁহার কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। সেই শান্তচিত্ত নিস্পৃহ যোগী সংসর্গ ও স্নেহ সমুৎপন্ন ভয়ঙ্কর দুঃখ ও শোকভাবে, কখনই বিচলিত হন না। শস্ত্রজাল তাঁহাকে সংহার ও মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহা অপেক্ষা এই জীবলোকে আর কাহাকেই সুখী বলিয়া গণ্য করা যায় না। তিনি নিরুপাধিক আত্মাতে মনঃসংযোগপূর্ব্বক জরাজনিত দুঃখ পরিহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যোগৈশ্বর্য্য উপভোগপূর্ব্বক যোগে শিথিলপ্রযত্ন হওয়া যোগীর কদাপি উচিত নহে। যোগীর যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন স্বয়ং সুররাজ ইন্দ্র উপস্থিত হইলেও তিনি তাঁহার নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না। এক্ষণে ধ্যানপরায়ণ হইয়া যেরূপে যোগসাধন করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব শরীরের মধ্যে মূলাধার প্রভৃতি যে যে চক্রে অবস্থান করিবে, মনকে সেই সেই চক্রে সংস্থাপিত করা আবশ্যক। মনকে দেহের বহির্ভাগে স্থাপন করা কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। যখন জীব সেই মূলাধারাদিচক্রে সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করে, সেই সময়ে সে কদাচই বহির্বিষয়ে সংসক্ত হয় না। সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিঃশব্দ নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে একাগ্রচিত্তে দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মকে চিন্তা করাই যোগী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সনাতন ব্রহ্ম শরীরের সমুদায় অংশেই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে চিন্তা করাই আবশ্যক। আপনার গৃহ [illegible] থাকিলে, সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক মনকে দেহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া অপ্রমাদে হৃদয়নিহিত পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এইরূপ নিরন্তর উদ্‌যোগসম্পন্ন ও প্রীতচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিলে অনতিকালমধ্যেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই সর্ব্বদর্শিতা লাভ করিতে পারে। সেই পরমাত্মা [illegible] ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। মনঃস্বরূপ চক্ষুঃপ্রদীপকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাঁহার কর, চরণ, চক্ষু, মুখ, মস্তক ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ এই বিশ্বের অভ্যন্তরে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, যোগী সর্ব্বাগ্রে দেহ হইতে পৃথক্ভূত আত্মাকে দর্শন করিবেন এবং তৎপরে সেই আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া চিত্ত নিরোধপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলেই [illegible]। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি চলিলাম, তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর। সিদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়ে, তিনি [illegible] অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে অর্জ্জুন! তৎকালে সমাহিত ব্রাহ্মণ আমাকে মোক্ষধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। আমি এক্ষণে তোমার নিকট যে যে উপদেশ কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায় তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ। তুমি সংগ্রামকালে রথারূঢ় হইয়া আমার নিকট অবিকল এই সমুদায় উপদেশই শ্রবণ করিয়াছিলে। অকৃতাত্মা ও চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি কদাপি ইহা সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। এই ধর্ম্মোপদেশ দেবগণেরও গোপনীয়। তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই ইহা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহে। যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাত্মারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করা দেবগণের অভিপ্রেত নহে। সনাতন ব্রহ্মই জীবের পরম গতি। জীব জ্ঞানমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মেতে লীন হইয়াই মুক্তিলাভ করে। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রও এই আত্মদর্শনরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসে পরম গতিলাভে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট এই যুক্তিযুক্ত ধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধনোপায় ও সিদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্ম অপেক্ষা সুখকর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সংসার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করে, সে এই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ পরমগতিলাভে সমর্থ হয়। ছয়মাসকাল প্রতিনিয়ত যোগসাধন করিলে যোগের ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! এক্ষণে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীসংবাদনামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী ব্রাহ্মণ নির্জ্জনপ্রদেশে সমাসীন হইয়া যোগসাধন করিতেন। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! শুনিয়াছি, কামিনীগণ পতির কর্ম্মানুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি ধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় কালহরণ করিতেছেন, অতএব জানি না আপনার এই কর্ম্মপরিত্যাগনিবন্ধন চরমে আমার কিরূপ দুর্গতি লাভ হইবে।

প্রশান্তবৃত্তি ব্রাহ্মণ পত্নীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! ইহলোকে যে সমুদায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা তন্মধ্যে কতকগুলিকে সৎকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় জ্ঞানহীন ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন করে। উহারা মুহূর্ত্তকালও কর্ম্মবিহীন হইয়া কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণিগণ যতকাল মোক্ষলাভ করিতে না পারে, ততকাল বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দুরাত্মারা প্রায়ই উহার বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই নিমিত্তই আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া যজ্ঞাদিকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা হৃদাকাশস্থ স্থান দর্শন করিতেছি। ঐ স্থানে নির্দ্দ্বন্দ্ব ব্রহ্ম, চন্দ্র ও হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছেন। জীবাত্মা ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া পঞ্চভূতকে ধারণপূর্ব্বক সংসারকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ব্রতপরায়ণ প্রশান্তমূর্ত্তি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারা সেই গন্ধাদি বিষয়াতীত, চক্ষুকর্ণ ও মনের অগোচর হৃদাকাশস্থ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্ম হইতে সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ু তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হয়। সমান ও ব্যান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু বিচরণ করে। সুতরাং প্রাণ ও অপান বায়ু রুদ্ধ হইলে সমান ও ব্যান বায়ুও রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার [illegible] কোন বায়ুর আয়ত্ত নহে ঐ বায়ু আপনিই প্রাণ বায়ুকে আয়ত্ত করিয়া [illegible] করে। এই নিমিত্ত প্রাণ ও অপান [illegible] পুরুষকে পরিত্যাগ [illegible]

উত্তর না । কুম্ভক প্রাণ বায়ু অপানাদি সমুদায় বায়ুকেই আবদ্ধ করিয়া রাখে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মারা ঐ বায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন । শরীরস্থ সমুদায় বায়ুর অন্তর্গত সমান বায়ু মধ্যে জঠরানল অবস্থান করিতেছে । চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি এই সাতটি উহার শিখাস্বরূপ । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, মন্তব্য ও নিশ্চয় এই সাতটি সমিধ্ এবং ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা এই সাতটি ঋত্বিক্ শরীরস্থ সপ্ত অগ্নিতে রূপরসাদি সপ্ত বিষয়কে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন । সুষুপ্তকালে গন্ধাদি গুণসমুদায় ইতর ব্যক্তির চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করিয়া জাগ্রদবস্থায় নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয়, কিন্তু যোগিগণের সেরূপ হয় না । স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের অন্তরেই ঐ সমুদায় গুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । তাঁহারা পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাবনিবন্ধন সতত আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন । পূর্ব্বে মহর্ষিগণ যোগশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ নিয়ম নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন ।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে ভাবিনি । এক্ষণে দশহোতৃবিহিত অন্তর্যাগের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর । কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, মুখ, চরণ, কর, উপস্থ ও পায়ু এই দশবিধ হোতা । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গতি ত্যাগ, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ, এই দশবিধ হবনীয় দ্রব্য । দিক্, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও মিত্র এই দশবিধ অগ্নি । কর্ণাদি দশবিধ হোতা দিগাদি দশবিধ অগ্নিতে শব্দাদি দশবিধ হবনীয় দ্রব্য আহুতি প্রদান করেন । চিত্ত ঐ যজ্ঞের স্রুব এবং পাপপুণ্য উহার দক্ষিণা স্বরূপ । এই যজ্ঞ সমাপন হইলে অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় । ঐ জ্ঞান জগৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ । জ্ঞাতব্য বস্তুকে জ্ঞেয়, সমুদায় দ্রব্যের প্রকাশককে জ্ঞান এবং স্থূল সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া কীর্ত্তন করে । ঐ জ্ঞাতা জীবাত্মা গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ । উনি শরীর হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থান করিতেছেন । আস্যদেশ আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ । ঐ অগ্নিতে অন্নাদি বস্তু সমুদায় প্রক্ষিপ্ত হইলেই বাক্যরূপে পরিণত হয় । মন প্রাণবায়ু সহকারে সেই বাক্যের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে ।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, ভগবন্ ! যখন মনোমধ্যে বাক্যের পর্য্যালোচনা না করিলে কখন তাহার আবির্ভাব হয় না, তখন বাক্য মনেরই অধীন । কিন্তু আপনার কথা দ্বারা বোধ হইতেছে, মন বাক্যের অধীন । এক্ষণে মন বাক্যের অধীন, কি বাক্য মনের অধীন, তদ্বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে আর সুষুপ্তিকালে প্রাণ মনের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও মনের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয় না কেন ? ঐ সময়ে কে উহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে ?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে । সুষুপ্তি কালে অপানবায়ু প্রাণকে আপনার বশীভূত ও রুদ্ধ করিয়া রাখে । মনই প্রাণের গতির অধীন ; কিন্তু প্রাণ মনের গতির অধীন নহে । এই নিমিত্তই মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না । অতঃপর তুমি বাক্য ও মনের বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা বাক্য ও মন জীবাত্মার নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো ! আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? তখন জীবাত্মা কহিলেন, আমার মতে মনই শ্রেষ্ঠ । জীবাত্মা এই কথা কহিলে, বাক্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো ! আমার প্রভাবে ও আপনার অশেষবিধ বিষয় ভোগ হইয়া থাকে, তবে মন কি নিমিত্ত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল ? বাক্য এই কথা কহিলে জীবাত্মা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন । তখন মন জীবাত্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বাক্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্র ! ইহলৌকিক দৃষ্ট পদার্থ সমুদায় ও পারলৌকিক স্বর্গাদি এই উভয়েই আমার অধিকার আছে । তন্মধ্যে ইহলৌকিক দৃষ্ট পদার্থ সমুদায় আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিকার করিয়া থাকি, কিন্তু পারলৌকিক স্বর্গাদিতে তোমার সাহায্য ব্যতীত আমার অধিকার জন্মে না । তুমি মন্ত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয় সমুদায় প্রকাশ না করিলে উহাতে আমার অধিকার হয় না । অতএব ইহলৌকিক বিষয়ে আমার ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমার প্রাধান্য আছে । তুমি আপনার প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত নিতান্ত সচেষ্ট হইয়াছিলে বলিয়াই আমি এই কথা কহিলাম ।

ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীর নিকট বাক্য ও মনের বিষয়ভেদে প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে ! মন অপেক্ষা বাক্যের প্রাধান্য কিছুতেই স্বীকার করা যায় না । প্রাণ ও অপান মনের বৃত্তি বিশেষ । বাক্য সেই প্রাণ ও অপানের প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । পূর্ব্বে বাক্য প্রাণ ব্যাপারের অভাবে নিতান্ত নীচ ভাবাপন্ন হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াতে প্রজাপতি প্রাণকে সতত বাক্যের সাহায্য করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন । সেই অবধি প্রাণ সর্ব্বদা বাক্যের সাহায্য করিয়া উহাকে স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত করে । প্রাণের সাহায্য ব্যতীত বাক্য কখনই উচ্চারিত হইতে পারে না । এই নিমিত্তই কুম্ভককালে কোন বাক্যই উৎপন্ন হয় না ।

বাক্য দুই প্রকার ; ব্যক্ত ও অব্যক্ত । তন্মধ্যে ব্যক্ত বাক্যই প্রাণের অধীন । অব্যক্ত বাক্য জাগ্রৎ স্বপ্নাদি সমুদায় অবস্থাতেই মনুষ্যের অন্তরে হংসমন্ত্ররূপে বিদ্যমান থাকে । এই নিমিত্তই অব্যক্ত বাক্যকে ব্যক্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায় । কিন্তু ব্যক্ত বাক্য মনুষ্যের অশেষবিধ শুভ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে । ধেনু যেমন দুগ্ধ দ্বারা লোকের সবিশেষ হিতসাধন করে, তদ্রূপ আগমরূপ ব্যক্ত বাক্য স্বর্গাদি ফল প্রদান পূর্ব্বক তাহার সবিশেষ উপকারক হয় । ব্রহ্মপ্রকাশক উপনিষৎরূপ মহাবাক্য মনুষ্যগণকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে ।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ ! বাক্য কি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক উচ্চারিত ও শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে ! আত্মা প্রথমতঃ বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে মন জঠরানলকে সন্ধুক্ষিত করে । জঠরানল সন্ধুক্ষিত হইলেই তাহার প্রভাবে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে । তৎপরে ঐ বায়ু উদান বায়ুর প্রভাবে ঊর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং ব্যান বায়ুর প্রভাবে কণ্ঠতাল্বাদি স্থানে অভিহত হইয়া বেগবশতঃ বর্ণোৎপাদন পূর্ব্বক বৈখরীরূপে লোকের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হয় । অনন্তর যখন উহার বেগ একবারে নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমান ভাবে পরিণত হয় ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে শোভনে ! অনন্তর অন্তর্যাগনিরত সপ্ত হোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ঘ্রাণ, চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি এই সাতটি অন্তর্যাগনিরত হোতা । ইহারা সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিয়া থাকে, কদাপি পরস্পর পরস্পরের গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ ! ঐ সপ্ত হোতা লোকের সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে পরস্পরের অপ্রত্যক্ষে কিরূপে অবস্থান করিতেছে এবং উহাদের স্বভাবই বা কিরূপ, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভদ্রে ! পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ; সুতরাং তিনিই সকলের গুণ অবগত আছেন । ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বজ্ঞ নহে, সুতরাং উহারা কখনই পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত হইতে পারে না । দেখ, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি গন্ধ আঘ্রাণ করিতে সমর্থ নহে, একমাত্র নাসিকাই উহা আঘ্রাণ করিয়া থাকে । নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না ; একমাত্র জিহ্বাই উহার আস্বাদন প্রাপ্ত হয় । নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি কখনই রূপ দর্শন করিতে পারে না, একমাত্র চক্ষুই উহা দর্শন করিয়া থাকে । নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বুদ্ধি কদাপি স্পর্শানুভব করিতে সমর্থ হয় না, একমাত্র ত্বক্ই উহা অনুভব করে । নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি কখনই শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না ; একমাত্র কর্ণই উহা শ্রবণ করিয়া থাকে । নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ, ও বুদ্ধি কদাপি সংশয় করিতে সমর্থ হয় না, একমাত্র মনই উহা করিয়া থাকে । নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ ও মন কখন নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, একমাত্র বুদ্ধিই উহা লাভ করে ।

এক্ষণে আমি ইন্দ্রিয়গণ ও মনের সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা মন প্রভাত ইন্দ্রিয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, হে ইন্দ্রিয়গণ ! আমা ব্যতীত তোমরা কোন কার্য্য করিতে

নায় না। আমি না থাকিলে নাসিকা আঘ্রাণ, জিহ্বা রসাস্বাদন, চক্ষু রূপ দর্শন, ত্বক্ স্পর্শানুভব এবং কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। আমাকে ছাড়া তোমরা সকলেই জনশূন্য গৃহের ন্যায়, প্রশান্তশিখ অগ্নির ন্যায় অকস্মাৎ প্রভাশূন্য হইয়া থাক। আমি না থাকিলে জীবগণ কেবল তোমাদিগের সাহায্যে কখনই বিষয় জ্ঞানে সমর্থ হয় না। অতএব আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

মন গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মনঃ! যদি তুমি আমাদিগের সাহায্য ব্যতীত সমুদায় বিষয় সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতে তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমরা যথার্থ বুঝিয়া স্বীকার করিতাম। যদি আমাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকে, তাহা হইলে তুমি ঘ্রাণ দ্বারা রূপ দর্শন, চক্ষু দ্বারা রসাস্বাদন, শ্রোত্র দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা স্পর্শানুভব, ত্বক্ দ্বারা শব্দ শ্রবণ এবং বুদ্ধি দ্বারা স্পর্শানুভব করিতে যত্নবান্ হও। বলবান্ ব্যক্তিরা কখনই নিয়মের বশীভূত হয় না; দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই নিয়মের বশীভূত হইয়া থাকে; যদি তুমি আপনাকে বলবান্ বোধ কর, তাহা হইলে একণে অপূর্ব্ব ভোগ্য সমুদায় সম্ভোগ করাই তোমার উচিত। আমাদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। শিষ্য যেমন গুরু-প্রদর্শিত বেদার্থের অনুগমন করে, তদ্রূপ তুমি নিদ্রাবস্থায় হউক, আর জাগরণাবস্থায় হউক, আমাদিগের প্রদর্শিত অতীত ও অনাগত বিষয় সমুদায় সম্ভোগ করিয়া থাক। বিমনায়মান সামান্য বুদ্ধি জীবগণ কেবল আমাদিগের প্রভাবেই প্রাণধারণ করিয়া থাকে। মনুষ্য বিবিধ সংকল্প ও স্বপ্নজনিত বিষয় ভোগ করিয়া ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমাদের সাহায্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর দেখ, আমরা বিষয়ভোগে নিবৃত্ত হইলেও জীব কেবল তোমারই নিমিত্ত সংকল্পজনিত বিষয়ভোগে পীড়িত হইয়া মুক্তি-লাভে সমর্থ হয় না। তোমার লয় হইলেই জীব নিরিন্ধন হুতাশনের ন্যায় নির্ব্বাণ পদলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত নহি, সতত স্ব স্ব বিষয়েই অবস্থান করিয়া থাকি যথার্থ বটে, কিন্তু আমাদিগের সহায়তা ভিন্ন তোমার কোন জ্ঞানলাভ হয় না। তোমার অভাবে আমাদিগের কেবল হর্ষেরই হানি হয়

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! অতঃপর অন্তর্যাগনিরত প্রাণাদি পঞ্চ-হোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ হোতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! আমি ইতিপূর্ব্বে নেত্র কর্ণাদি সাতজন হোতার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি; একণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণাদি পঞ্চহোতার বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! বায়ু প্রাণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া অপানরূপে, অপান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া ব্যানরূপে, ব্যান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া উদান-রূপে ও উদান কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া সমানরূপে পরিণত হয়। উহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। পূর্ব্বকালে ঐ পঞ্চবায়ু সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিয়াছিল, ভগবন্! আমাদের মধ্যে কোন বায়ু প্রধান, তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি যাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিব।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে বায়ুগণ! তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যে যে ব্যক্তির লয় হইলেই অন্য চারিজন লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি সঞ্চ-রিত হইলেই অন্য চারিজন সঞ্চরণ করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান। একণে তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর।

ব্রহ্মা এই কথা কহিলে প্রাণ অপানাদি অন্য বায়ুচতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বায়ুগণ! আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমার লয় হইলেই তোমরা সকলে লয়প্রাপ্ত হও। এবং আমি সঞ্চরিত হইলেই তোমরা সকলে সঞ্চরণ কর। এই দেখ, আমি লয় প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই তোমাদিগকে লীন হইতে হইবে।

প্রাণ বায়ু অপানাদি বায়ুচতুষ্টয়কে এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন সমান ও উদান বায়ু তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, প্রাণ! তুমি আমাদের ন্যায় অপানাদি সমুদায় বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান কর না। একমাত্র অপানই তোমার বশবর্ত্তী, তোমার লয় হওয়াতে আমাদের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে প্রধান নহ। সমান ও উদান এই কথা কহিলে প্রাণ তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন অপান বায়ু অন্যান্য বায়ুচতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব আমিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই; তাহা হইলে তোমাদিগকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।

অপান বায়ু এই কথা কহিবামাত্র ব্যান ও উদান তাহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিল, অপান! একমাত্র প্রাণই তোমার বশবর্ত্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। ব্যান ও উদান এই কথা কহিলে অপান তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন ব্যান বায়ু অন্যান্য বায়ুচতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলেরই লয় হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।

ব্যান বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ব্যান! একমাত্র সমানই তোমার বশবর্ত্তী, সুতরাং তুমি আমা-দের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। প্রাণাদি বায়ুগণ এই কথা কহিলে ব্যান তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন সমান বায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে বায়ু-গণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই বিলীন হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি বিলীন হই; তাহা হইলে তোমাদের সকলকে বিলীন হইতে হইবে।

সমান বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তন্নিবন্ধন অন্যান্য বায়ুচতুষ্টয়ের কিছুমাত্র হানি হইল না। তখন উদান বায়ু বায়ুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে বায়ু-গণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলে তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি সংলীন হই, তাহা হইলেই তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।

উদানবায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, উদান! একমাত্র ব্যানই তোমার বশবর্ত্তী, সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।

এইরূপে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু প্রত্যেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে ব্রহ্মা তাহাদিগের সকলকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে বায়ুগণ! তোমরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তোমা-দের মধ্যে একের লয় হইলে সমুদায়ের লয় হয় না, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের সকলকেই প্রধান বলিয়াই কীর্ত্তন করিতেছি। কিন্তু তোমরা কেহই স্বাধীন নহ, এই নিমিত্ত তোমাদের সকলকেই নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করা যায়। তোমরা আমার আত্মার স্বরূপ। তোমরা এক-মাত্র হইয়া প্রাণ ও কার্য্যভেদে পাঁচ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। একণে তোমরা ঐক্যে পরস্পর সদ্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরের সাহায্যে নিরত হইয়া পরমসুখে অবস্থান কর। তোমাদের মঙ্গল প্রাপ্তি হউক।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায় ।

হে প্রিয়ে ! অতঃপর দেবমত ও নারদসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা মহর্ষি দেবমত দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! শরীরীর জন্মগ্রহণ করিবার সময় প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর মধ্যে কোন্ বায়ু সর্ব্বপ্রথমে তাহার শরীরে সঞ্চারিত হয় ?

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! শরীরী কোন কারণবিশেষ দ্বারা জড়রূপে নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে অন্য কারণ আবির্ভূত হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ ও অপান বায়ু উহাতে সঞ্চারিত হয় । ঐ বায়ুদ্বয় দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে অবস্থিত থাকে ।

দেবমত কহিলেন, ভগবন্ ! কোন্ কারণ দ্বারা জড়দেহ নির্ম্মিত হয় ? ঐ দেহ নির্ম্মিত হইলে তাহার মধ্যে যে অন্য কারণের আবির্ভাব হয়, তাহাই বা কি এবং প্রাণ ও অপান বায়ু কিরূপে সর্ব্বপ্রথমে জড়দেহে সঞ্চারিত হয় ?

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! পরমাত্মা দেহ পরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলে তাঁহার সংকল্পপ্রভাবে শুক্রশোণিতরূপ পঞ্চভূত দ্বারা দেহের সৃষ্টি ও তন্মধ্যে জীবরূপে পরমাত্মার আবির্ভাব হয় । শুক্র গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথম প্রাণবায়ু উহাতে সঞ্চারিত হইয়া উহা বিকৃত করে । শুক্র প্রাণবায়ু দ্বারা বিকৃত হইলেই উহাতে অপান বায়ুর সঞ্চার হয় । এইরূপে জড়দেহ নির্ম্মিত হইলে পরমাত্মা সেই দেহ ও তাহার কারণে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীস্বরূপ দেহমধ্যে অবস্থান করেন । সমান ও ব্যান বায়ুর প্রভাবে শুক্রশোণিতের সৃষ্টি ও কামপ্রভাবে ঐ পদার্থদ্বয়ের উদ্রেক হয় । ঐ দুই পদার্থ উদ্রিক্ত হইয়াই স্থূল দেহের সৃষ্টি করে । স্থূল দেহ সৃষ্ট হইলে তন্মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা জীবের ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি এবং ব্যান ও সমান বায়ুর প্রভাবে উহার তির্য্যগ্‌গতি ও দেহবৃদ্ধি হইয়া থাকে । পরমাত্মা অগ্নিস্বরূপ । উহাতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন, বেদ উহার আজ্ঞা । ঐ বেদপ্রভাবেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । তম ও রজোগুণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ও ভস্মস্বরূপ । জীবগণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মাতে আহুতিরূপ অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন । প্রাণ ও অপান ঐ হুতাশনরূপী পরমাত্মার আজ্যভাগদ্বয়স্বরূপ । উনি বিদ্যা, অবিদ্যা, উৎপত্তি, প্রলয় ও কার্য্য কারণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিষয় সমুদায়ে নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন । উনি যে সংকল্প দ্বারা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকাশিত হন, সেই সংকল্প দ্বারাই ধর্ম্ম সমুদায় বিস্তৃত হয় । অতএব ঐ সংকল্পকে রোধ করিতে পারিলেই পরমাত্মার যথার্থ ভাব অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে । কার্য্য কারণ ও শুদ্ধ ব্রহ্মের একতা সম্পাদনের নাম শান্তি । ঐ শান্তির উদয় হইলেই সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে প্রিয়ে ! অতঃপর চাতুর্হোত্রবিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও মোক্ষ এই চারিটি হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে । নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি এই সাতটির নাম করণ, ইহারা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয় । গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটির নাম কর্ম্ম, ইহারা পাপ পুণ্য হইতে উৎপন্ন হয় । ঘ্রাতা, আস্বাদয়িতা, দ্রষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, সংশয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়কর্ত্তা এই সাতটির নাম কর্ত্তা, ইহারা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মস্বরূপ শব্দাদির উৎপাদনকর্ত্তা জীব হইতেই উৎপন্ন হয় । আর ঐ ঘ্রাতা আস্বাদয়িতা প্রভৃতি সাত জন যখন ভোক্তৃভাবশূন্য হইয়া চিদাত্মরূপে অবস্থান করে, তখন ঐ সাত জনকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় । ঘ্রাণাদি ক্রিয়ার অভিমান পরিত্যাগই উহাদের উৎপত্তির কারণ ।

যে সকল তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত আপনাদিগের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হন, তাঁহাদের ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় কদাচ [illegible] প্রভৃতি ক্রিয়া সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে, তাঁহারা কখনই উহাতে লিপ্ত হন না । অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শব্দাদি উপভোগ করিয়া [illegible] বিবিধ প্রকার [illegible] হইতে থাকে, আমরা শব্দাদি উপভোগ করিতেছি ; আমাদিগের [illegible] নির্ম্মিত শব্দাদি প্রস্তুত হইতেছে, বিবেচনা করিয়া মমতানিবন্ধন মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে । ঐরূপ অভিমানযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই অতৃপ্তি ও অশেষ পাপনিবন্ধন নরকে নিপতিত হইতে হয় । উহারাই বিষয়ভোগনিবন্ধন বারংবার মৃত্যুমুখে প্রবেশ ও বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । কিন্তু যে সকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে জগতের সমুদায় পদার্থের ধর্ম্ম নিবিশেষ অবগত হইয়া নির্লিপ্তভাবে বিষয় ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই জন্মমৃত্যুবশীভূত হইতে হয় না । তাঁহারা অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে অনায়াসে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন । বিষয়ভোগনিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট জন্মে না । অতএব মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সংযত করিয়া মন্তব্য, বক্তব্য, শ্রোতব্য, দৃশ্য ও জ্ঞেয় বিষয় সমুদায় ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ । আমার অন্তঃকরণে সতত যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে । পরব্রহ্ম ঐ যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ উহার স্তোত্র, অপান উহার শাস্ত্রমন্ত্র, সর্ব্বত্যাগ উহার দক্ষিণা, সত্যবাক্য প্রশাস্তার বাক্য ও অপবর্গ উহার কর্ম্মস্বরূপ । অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি ইহারা হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার স্বরূপ হইয়া ঐ যজ্ঞে স্তব পাঠ করিতেছে । হে প্রিয়ে ! আমি এক্ষণে যেরূপ যজ্ঞবিধি কীর্ত্তন করিলাম, ঋগ্বেদে এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে । সামবেদেও অগ্রোর্য্যাম্নুষ্ঠানপূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে পশুরূপ রিপু সমুদায়ের ছেদন করিবার বিধি বিহিত আছে । ভগবান্ নারায়ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বময় ।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায় ।

ভগবান্ নারায়ণ সতত জীবের হৃদয়মধ্যে বাস করেন । তিনিই সকলের শাসনকর্ত্তা । তিনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি । মহাত্মাই অদ্বিতীয় গুরু ; উনিই অদ্বিতীয় শিষ্য এবং উনিই সকলের দ্বেষ্টা । উঁহার প্রভাবেই দানবগণ দম্ভযুক্ত হইয়াছে, উঁহার প্রভাবেই সপ্তর্ষিমণ্ডল সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছেন । দেবরাজ উঁহাকেই গুরুবোধ করিয়া উঁহার নিকট অবস্থানপূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্পগণ উঁহার প্রভাবে সকল লোকের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে ।

এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সর্প, দেবতা, ঋষি ও অসুরগণের যেরূপে দ্বেষভাবাদি লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্ব্বকালে দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্ ! যাহাতে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, আপনি আমাদিগকে এরূপ উপদেশ প্রদান করুন । তাঁহারা এইরূপ অনুরোধ করিলে প্রজাপতি তাঁহাদের সমক্ষে ওঁ এই একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করিলেন । তখন দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ সকলেই ঐ একাক্ষর শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন । ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সর্পদিগের মনে দংশনপ্রবৃত্তি, অসুরদিগের মনে দম্ভভাব, দেবতাদিগের চিত্তে দানপ্রবৃত্তি ও মহর্ষিদিগের অন্তঃকরণে দমগুণের সঞ্চার হইল । এইরূপ পূর্ব্বকালে একমাত্র উপদেষ্টার মুখে একমাত্র একাক্ষর শব্দ শ্রবণ করিয়া সর্প, দেবতা, ঋষি ও দানবগণের চিত্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল । সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বময় নারায়ণ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন । তিনি আপনিই আপনার গুরু । তিনি শিষ্যরূপে প্রশ্ন করিয়া গুরুরূপে উহা শ্রবণ ও অবধারণ পূর্ব্বক উঁহার উত্তর প্রদান করেন । তাঁহারই অভিলাষানুসারে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে । তিনি একাকী গুরু, বোদ্ধা, শ্রোতা ও দ্বেষ্টা । তিনি সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । তিনিই পাপকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পাপাচারী, পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইয়া পুণ্যাচারী, ইন্দ্রিয়সুখে নিরত হইয়া কামচারী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভক্তাদিকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । তিনিই ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে [illegible] ব্রহ্মরূপ সমিধ ব্রহ্মরূপ হবি ও ব্রহ্মরূপ জল [illegible] করেন । পণ্ডিতগণ তাঁহারই উপদেশানুসারে অক্ষয় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন হইয়া থাকেন ।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! একণে আমি সংকল্পরূপ দংশমশকসম্পন্ন, শোকহর্ষরূপ শীতাতপযুক্ত, মোহরূপ তিমিরপরিপূর্ণ এবং লোভ ও ব্যাধিরূপ সরীসৃপে সমাকীর্ণ, সংসাররূপ অরণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপ মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। ঐ অরণ্যমধ্যে কাম ও ক্রোধরূপ দুইটি শত্রু সতত অবস্থান করিয়া থাকে এবং উহাতে একাকী গমনাগমন করিতেছি।

ব্রাহ্মণী কহিলেন নাথ! আপনি যে মহারণ্যের কথা উল্লেখ করিলেন, সেই বন কোথায়? ঐ বনে কিরূপ বৃক্ষ, নদী ও পর্ব্বত সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে? এবং কতদূর গমন করিলেই বা ঐ বন উপলব্ধ হইয়া থাকে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ বন হইতে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং সুখকর ও দুঃখজনক পদার্থ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহাদের শোক বা হর্ষের লেশমাত্র থাকে না। তৎকালে তাঁহারা আর কাহা হইতেও ভীত হন না এবং তাঁহাদিগের হইতেও কেহ ভয় প্রাপ্ত হয় না। ঐ বনমধ্যে অহঙ্কার প্রভৃতি সাতটি মহৎ বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, সংশয় ও নিশ্চয় এই আটটি ঐ বৃক্ষ সমুদায়ের ফল, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সপ্ত দেবতা ঐ সমুদায় ফলভক্ষক অতিথি; মন, বুদ্ধি কর্ণনেত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ঐ অতিথিদিগের আশ্রয় এবং ঐ সপ্তবিধ ফলভোগ জনিত দুঃখ সপ্তবিধ দীক্ষাস্বরূপ। ঐ বনমধ্যে আর কতকগুলি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মনোরূপ পাদপ শব্দাদির অনুভবরূপ পঞ্চবিধ পুষ্প ও তজ্জনিত প্রীতিরূপ পঞ্চবিধ ফল, চক্ষুরূপ বৃক্ষ শ্বেতপীতাদি বর্ণরূপ পুষ্প ও তদ্দর্শনজনিত সুখদুঃখরূপ ফল, বিহিতনিষিদ্ধ কার্য্যরূপ বৃক্ষ, পুণ্যপাপরূপ পুষ্প ও স্বর্গনরকরূপ ফল, ঘ্রাণরূপ বৃক্ষ, গন্ধরূপ পুষ্প ও ফল এবং মন ও বুদ্ধিরূপ বৃক্ষদ্বয় মন্তব্য ও বোদ্ধব্যরূপ বহুসংখ্য পুষ্প ও ফল উৎপাদন করিতেছে। ঐ বনে জীবাত্মারূপ ব্রাহ্মণ মন ও বুদ্ধিরূপ স্রুক ও স্রুব গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ সমিধ আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় সমিধ আহুতি হইয়া লয় প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ আবির্ভূত হয়। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় জীবাত্মারূপ ব্রাহ্মণ যে দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই দীক্ষাও নিষ্ফল হয় না। ঐ দীক্ষার ফল পুণ্য। কিন্তু ঐ পুণ্য যজ্ঞকারী জীবাত্মাকে ভোগ করিতে হয় না; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বা ঐ যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির আত্মীয়গণই উহা ভোগ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ঐ দীক্ষার ফলরূপ পুণ্যভোগ করিয়া লয় প্রাপ্ত হইলে পরিশেষে নিরুপাধি ব্রহ্মরূপ মহারণ্য সুপ্রকাশিত হয়। ঐ বনে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ বৃক্ষ মোক্ষরূপ ফল ও শান্তিরূপ ছায়া উৎপাদন করিয়া থাকে। শমজ্ঞান ঐ বনের আশ্রয়স্থান ও তৃপ্তি উহার জলপূর্ণ জলাশয়স্বরূপ। আত্মা ভাস্কররূপে সতত ঐ বন প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ঐ বনে গমন করিলে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। ঐ বন সর্ব্বব্যাপী; উহার অন্ত নাই। ঐ ঘ্রাণাদি বৃত্তিরূপ সাতটি স্ত্রী পৃথিবীর অন্তর্গত ব্যক্তিগণকে অনায়াসে বশীভূত করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ বনপ্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। উহারা ঐ মহাত্মাদিগের নিকট সহসা সমুপস্থিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমুখে অবস্থান করে। ঐ মহাত্মাদিগের ইচ্ছানুসারে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি ইহারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থ সমুদায়ের সহিত সমুদিত ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মারা, কি যশস্বী, কি কীর্ত্তিশালী, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি বিজয়ী, কি মিত্র, কি তেজস্বী, সকলকেই আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অতি নিগূঢ় হৃদয়াকাশে উপদেশরূপ পর্ব্বত হইতে জ্ঞানরূপ নদীপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পরব্রহ্মে সঙ্গত হইয়া থাকে। উহারা ঐ প্রবাহ অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়, যাঁহারা তপঃপ্রভাবে সমুদায় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা সতত আত্মজ্ঞানাভিলাষী হন, তাঁহারাই বুদ্ধির সাহায্যে আত্মাতে জীবাত্মাকে লীন করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন। হে প্রিয়ে! শাস্ত্রে ঐরূপ ব্রহ্মবন নির্দিষ্ট আছে। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা ঐ বনের বিষয় অবগত হইয়া তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির উপদেশানুসারে উহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে ভদ্রে! আমি স্বয়ং গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দশ্রবণ ও বিষয়কামনা করি না। প্রাণ ও অপানবায়ু যেমন প্রাণিগণের সুষুপ্তিকালে কামদেবের প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও স্বভাববশতঃ তাহাদের শরীরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক আপনাআপনি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়গণই পূর্ব্বজন্ম সংস্কারবশতঃ গন্ধাঘ্রাণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মা আপনাদিগের দেহমধ্যে যে বাক্যবিষয়াতীত জীবাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত কাম, ক্রোধ, জরা ও মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। পদ্মপত্রে যেমন সলিলবিন্দু লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি কামদেবশূন্য হওয়াতে বিষয় সমুদায় আমাতে লিপ্ত হইতে পারিতেছে না। জীবাত্মা লগুদিগের শরীরে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক স্বভাবসমুদায় দর্শন করিতেছেন, তিনি ভিন্ন আর সমুদায় পদার্থই অনিত্য। নভোমণ্ডল যেমন সূর্য্যের কিরণজালে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না।

একণে আমি এই উপলক্ষে অধ্বর্য্যু ও যতিসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে পশুপ্রোক্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! এরূপ হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমি যজ্ঞে এই ছাগকে ছেদন করিলে ইহার কিছুমাত্র অপকার হইবে না; প্রত্যুত যথেষ্ট উপকারই হইবে। এই পশু যজ্ঞে নিহত হইলে ইহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে। যদি শাস্ত্র সত্যই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে প্রোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিলে ইহার পার্থিবাংশ পৃথিবীতে, জলীয়ভাগ জলে, চক্ষু সূর্য্যে, শ্রোত্র দিক্ সমুদায়ে এবং প্রাণ আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। আমি যখন শাস্ত্রানুসারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তখন কখনই আমাকে এই বিষয়ে অপরাধী হইতে হইবে না।

সন্ন্যাসী কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি এই যজ্ঞে ছাগের প্রাণবিয়োগ হইলে কেবল ইহার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা হইলে আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এই পশু পরাধীন। ইহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ইহাকে বধ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর যদি আপনি মন্ত্র দ্বারা এই পশুর প্রাণ সমুদায়কে যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার নিশ্চেষ্ট শরীর মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব ইহাতে ও কাষ্ঠে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার বাধা কি? পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা অহিংসাকেই সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অতএব হিংসাবিহীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। যদি আমি কখন হিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতাম, তাহা হইলে আপনি আমার কার্য্যের অশেষ দোষ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমি সেরূপ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করি নাই। আমার মতে যথাসাধ্য প্রাণিগণের হিংসা না করাই পরম ধর্ম। আমি কেবল প্রত্যক্ষ হিংসাকেই দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

যাজ্ঞিক কহিলেন, প্রভো! এই জগতীতলস্থ সমুদায় পদার্থেরই প্রাণ আছে। অতএব যখন আপনি গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, বায়ুসেবন, শব্দশ্রবণ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতেছেন, তখন আপনাকে কিরূপে হিংসাবিহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? হিংসা ভিন্ন কখনই আঘ্রাণাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ইহলোকে হিংসাবর্জ্জিত কাহারও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব একণে আপনার মতে অহিংসা কি? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আত্মা দুই, প্রকার; ক্ষর ও অক্ষর। পণ্ডিতেরা উপাধিযুক্ত আত্মাকে ক্ষর ও উপাধিবিহীন আত্মাকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তির আত্মা আমার, অধিক নির্দিষ্ট [illegible] প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ [illegible] সেই [illegible] [illegible] যে ব্যক্তির আত্মা ঐ [illegible]

হইতে পৃথক্ভাবে অবস্থিত হইয়া নির্ম্মম ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তাঁহাকে কদাপি হিংসাজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। অতএব আমার মতে প্রাণঘাতি হইতে পৃথক্ জ্ঞান অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

তখন যাজিক কহিলেন, তপোধন! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহলোকে সাধুসংসর্গ লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। একণে আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল হইয়াছে। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, আত্মার আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে। সুতরাং এই বেদবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠাননিবন্ধন আমাকে কখনই অপরাধী হইতে হইবে না।

যাজিক ব্রাহ্মণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে সন্ন্যাসী তাঁহার বাক্যের উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন যাজিক ব্রাহ্মণও মোহবিহীন হইয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। হে প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট সন্ন্যাসী ও যাজিক ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মার প্রাণাদি হইতে পৃথক্ভাবে অবস্থানই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে বরবর্ণিনি! অতঃপর আমি এই উপলক্ষে কার্ত্তবীর্য্যসমুদ্রসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সহস্র-বাহুসম্পন্ন মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বীয় শরপ্রভাবে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি একদা সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদ্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া প্রণতিপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, বীরবর! আপনি আর আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিবেন না, একণে আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন; আমার আশ্রিত জীবজন্তুগণ আপনার ভীষণ শরপ্রভাবে নিহত হইতেছে, একণে আপনি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করুন।

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন, জলনিধে! আমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার সমকক্ষ যোদ্ধা দেখিতে পাই নাই, এই নিমিত্তই তোমার উপর শরনিক্ষেপ করিতেছি। একণে যদি ইহলোকে কেহ আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্র তাহার নাম নির্দ্দেশ কর, আমি অবিলম্বে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

সমুদ্র কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি জমদগ্নির নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্র পরশুরামই আপনার সমকক্ষ। সমুদ্র এই কথা কহিলে, কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে পরশুরামের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। ঐ সময় তাঁহার কোপানলপ্রভাবে কার্ত্তবীর্য্যের সৈন্যসমুদায় দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল এবং তিনি অচিরাৎ পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক বহুশাখাসমাকীর্ণ বিটপীর ন্যায় সহস্রবাহুসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্যকে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য নিপাতিত হইলে, তাঁহার বান্ধবগণ একবারে সকলে খড়্গ ও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক পরশুরামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর পরশুরামও সত্বর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া একাকী তাহাদিগকে কালক্রমে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভার্গব এইরূপে অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিলে, সেই অবশিষ্ট হতাবশিষ্ট ও অজাত ক্ষত্রিয়গণ প্রায় সকলেই সিংহনিপীড়িত মৃগের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যে সকল ক্ষত্রিয় প্রাণ বা সর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পরশুরামের ভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং যে [illegible] প্রায় [illegible] এবং [illegible] সদৃশ [illegible] করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে ক্ষত্রিয়দিগের বাণিজ্যবৃত্তিজীবী [illegible], আভীর, পুণ্ড্র ও শবর প্রভৃতি সমুদায় ব্যক্তিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের হস্তে নিহত ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে, ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর দুর্দশা নিবারণের নিমিত্ত বিধবা ক্ষত্রিয়াদিগের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর পরশুরাম তাহাও সহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে যতবার ক্ষত্রিয় সমুদায় সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মহাবীর ভার্গব ততবারই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে পর একদা এই আকাশবাণী সর্ব্বসমক্ষে পরশুরামের কর্ণগোচর হইল যে, বৎস! বারংবার ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করাতে তোমার কিছুমাত্র ফলোদয় নাই; অতএব তুমি এ ব্যবসা হইতে অচিরাৎ নিবৃত্ত হও। ঐ সময় পরশুরামের পূর্ব্বপুরুষ ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারাও আকাশ হইতে তাহাকে বারংবার নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে ক্ষত্রিয়বিনাশের সংকল্প পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপে বারংবার ক্ষত্রিয়বধে নিবারণ করিলেও পরশুরাম পিতৃবধজনিত ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে ও ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি ক্ষত্রিয়সংহারে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছি; একণে আমাকে নিবারণ করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

এখন সেই ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় পরশুরামকে কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমরা তোমার নিকট এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। পূর্ব্বকালে অলর্ক নামে এক মহাতপস্বী পরম ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ রাজর্ষি ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়া পরিশেষে বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্ব্বক অতিসূক্ষ্ম পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিতে বাসনা করিয়া চিন্তা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ আমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; অতএব বাহ্য শত্রু পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মন চপলতানিবন্ধন মনুষ্যদিগকে বিবিধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ঐ দুরাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; অতএব উহাকে জয় করিলেই সমুদায় ইন্দ্রিয়কে জয় করা হইবে। একণে আমি মনের প্রতিই এই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

অলর্ক এইরূপ অভিসন্ধি করিলে, মন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অলর্ক! তুমি মর্ম্মভেদী শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর পরিত্যাগ করিলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে নিপীড়িত করিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে নাসিকাকে পরাজয় করিবার বাসনায় কহিলেন। এই নাসিকা বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পুনরায় আমাকে সেই সকল গন্ধ আঘ্রাণে প্রলোভিত করে; অতএব আমি নাসিকার প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন নাসিকা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, অলর্ক! ঐ মর্ম্মভেদী শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজয় করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল উহা চিন্তা করিয়া রসনাকে পরাজয় বাসনায় কহিলেন, এই রসনাই বিবিধ সুস্বাদু বস্তুর রসাস্বাদন করিয়া পুনরায় সেই সমুদায় বস্তুতে আমাকে প্রলোভিত করে; অতএব আমি ইহার প্রতি এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন রসনা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, অলর্ক! তুমি ঐ সকল শর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি ঐ সমুদায় বাণ আমার প্রতি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি তোমার আমাকে পরাজয় করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

আমি স্বরূপ গুণ ও যোনি অনুসারে তোমাদিগের নিকট এই তমোগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরা কখনই উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে, সে কদাপি উহাতে অভিভূত হয় না।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সন্তাপ, রূপদর্শন, আয়াস, সুখ, দুঃখ, শীত গ্রীষ্মের অনুভব, ঐশ্বর্য্য বিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অভিমানতা, পরিবারপোষণ, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরছিদ্রানুসরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, প্রত্যুপকারপ্রত্যাশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞা-পালন, সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয়গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, স্বত্ব, পুরুষ দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য্য, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্‌কার, যাজনা, অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্যকর্ম্ম, বিষয়াভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি এই সমুদায় গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমুদায় ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভূত, ভব্য ও বর্ত্তমান বিষয়ের চিন্তা করে এবং যাহারা নিরন্তর কামনাযুক্ত হইয়া বিবিধ বিষয় ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায় চরিতার্থ করে, তাহাদিগেরই রাজস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহারা বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকামনায় দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের কার্য্য সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আর কখনই ঐ সমুদায়ে লিপ্ত হইতে হয় না।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট সর্ব্বভূতের হিতকর পরম পবিত্র সত্ত্বগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, মহানুভবতা, অনৃশংসতা, অসম্মোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শান্তিকার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপকার্য্যনিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন এই সমুদায় কার্য্য সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয় জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রম, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, প্রতিগ্রহ, ধর্ম্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারাই যথার্থ সাধুদর্শী। সত্ত্ব-গুণাবলম্বী মহাত্মারাই রাজস ও তামস কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্য-শালী, স্বধাম ও সূক্ষ্মকায় হইতে সমর্থ হন। উঁহাদিগকে ঊর্দ্ধস্রোতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং উঁহারা স্বর্গারূঢ় হইয়া অভি-লষিত প্রবাসযোগ লাভ ও স্বর্গে সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট সত্ত্বগুণের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ঐ গুণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদায় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত ও বিষয়ে নির্লিপ্ত হইতে সমর্থ হন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উহারা নিরন্তর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্ব-গুণ সত্ত্বে তমোগুণ এবং তম ও সত্ত্বগুণ সত্ত্বে রজোগুণ কদাচ তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পুণ্যাপুণ্যনিবন্ধন প্রাণিগণের দেহেই উহাদিগের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণিগণের তমোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের রজ ও সত্ত্বগুণের, মনুষ্যগণের রজোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও রজোগুণের এবং দেবগণের সত্ত্বগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও রজোগুণের ন্যূনতা হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে শব্দাদি বিষয় সমুদায় প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের তুল্য পরম ধর্ম্মের সাধন আর কিছুই নাই। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট গতি, রজোগুণ-সম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যম গতি ও তমোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। তমোগুণ শূদ্রকে, রজোগুণ ক্ষত্রিয়কে এবং সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; কিন্তু উহাদিগের মিশ্রভাব-নিবন্ধন কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইয়া থাকে। সূর্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, তস্করসমূহে তমোগুণের আধিক্য এবং আতপতাপিত পথিক-গণে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান থাকে, এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয় হইলে তস্করগণ ভীত এবং পথিকগণ সমধিক দুঃখিত হয়। সূর্য্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণ; তাপ রজোগুণ এবং রাহুকৃত গ্রাস তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদায় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে প্রকাশ ও অপ্রকাশ নিবন্ধন পর্য্যায়ক্রমে গুণত্রয়েরই প্রকাশ ও অপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহারা রজ ও সত্ত্বগুণে একবারে বিরহিত নয়। মধুরাদি রস উহাদিগের রজোগুণ এবং স্নেহপদার্থ উহাদিগের সত্ত্বগুণ, বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি কাল এবং দান, যজ্ঞ, স্বর্গাদি-লোক, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ত্রৈকালিক বিষয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং প্রাণ, অপান ও উদানাদি বায়ু এই সমুদায়ই ত্রিগুণাত্মক। বস্তুতঃ ইহলোকে যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎ সমুদায়েই তিন গুণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকা-শিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয়। অধ্যাত্ম-চিন্তানিরত পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, সনাতন, বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, লয়, অনুদ্রিক্ত, অনূন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ ও ত্রিগুণাত্মক নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃতির এই সমুদায় নাম ও সত্ত্বাদি গুণের গতি সবিশেষ অবগত হইতে পারেন; তাঁহারা সর্ব্বগুণবিমুক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তি লাভে সমর্থ হন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

হে ঋষিগণ! প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ মহত্তত্ত্বকে সমুদায় সৃষ্টির আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। লোকে উহাকে মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ মহত্তত্ত্বকে সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ঐ মহত্তত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উনি সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাপ্রভাসম্পন্ন মহত্তত্ত্ব সকলের হৃদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশান, অব্যয় ও জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহলোকে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, সদ্ভাবনিরত ধ্যানপরায়ণ, যোগী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান্, লোভপরিশূন্য, ক্রোধবিহীন, প্রসন্নচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি এবং মমতা ও অহঙ্কারপরিশূন্য, তাঁহারাই ঐ মহত্তত্ত্বে বিলীন হইয়া থাকেন। ইহলোকে যে মহাত্মা গুহা-শায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান্, ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরম পুরুষ

মহত্তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত; তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। যিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থান করেন এবং সৃষ্টিকালে বিভূতুল্য হইয়া থাকেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। উহা দ্বিতীয় সৃষ্টি। ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। উহা চেতনাযুক্ত হইলেই প্রজাসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত হয়। উহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন ও ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। "অহং" এই অভিমানকেই অহঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞে নিরত অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ ঐ অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকেন। জীব বিষয়ভোগে অভিলাষী হইলে, তামস অহঙ্কার পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও শব্দাদি পঞ্চগুণের সৃষ্টি, সাত্ত্বিক অহঙ্কার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া জীবের দর্শনাদি ক্রিয়াসম্পাদন এবং রাজস অহঙ্কার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণের সৃষ্টি করিয়া উহার সন্তোষসাধন করিয়া থাকে।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণিগণ ঐ পাঁচ মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে। ঐ মহাভূতসমুদায়ের নাশ হইতে আরম্ভ হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত হয়। ঐ প্রলয়কালে প্রাণিগণের ভয়ের আর পরিসীমা থাকে না। ঐ সময় যে যে মহাভূত যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই মহাভূত, তৎসমুদায়েই বিলীন হইয়া থাকে। এইরূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত বিলীন হইলেও স্মরণজ্ঞানযুক্ত যোগিগণের লয় হয় না। উঁহারা সূক্ষ্মশরীর ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। শব্দাদি বিষয় সমুদায় সূক্ষ্ম; এই নিমিত্ত প্রলয়কালে উহাদিগের ধ্বংস হয় না। সুতরাং উহাদিগকে নিত্য, আর স্থূল পদার্থ সমুদায়কে অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ম্ম সমুৎপন্ন, মাংসশোণিত-সংযুক্ত, অকিঞ্চিৎকর বাহ্য শরীর সমুদায় স্থূল পদার্থ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু আর বাক্য, মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটি অন্তরস্থিত পদার্থ সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘ্রাণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন ও বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনি অনায়াসেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য ও মন এই একাদশটিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি এই ইন্দ্রিয়সমুদায়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হন, তাঁহার হৃদয়েই পরম পদার্থ পরব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। ঐ ইন্দ্রিয়সমুদায়ের মধ্যে নেত্রকর্ণাদি পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পদাদি পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে সকল পণ্ডিত এই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতার্থতালাভে সমর্থ হন।

অতঃপর আমি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আকাশ প্রথম ভূত; কর্ণ উহার অধ্যাত্ম, (ইন্দ্রিয়) শব্দ উহার অধিভূত, (বিষয়) এবং দিক্ সমুদায় উহার অধিদেবতা (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)। বায়ু দ্বিতীয় ভূত; ত্বক্ উহার অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বিদ্যুৎ উহার অধিদেবতা। তেজঃ তৃতীয় ভূত; চক্ষু উহার অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিদেবতা। জল চতুর্থ ভূত; জিহ্বা উহার অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিদেবতা। পৃথিবী পঞ্চম ভূত; ঘ্রাণ উহার অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিদেবতা।

অতঃপর প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। চরণ অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থান উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিদেবতা। পায়ু অধ্যাত্ম, পুরীষ পরিত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিদেবতা। উপস্থ অধ্যাত্ম, শুক্র উহার অধিভূত এবং প্রজাপতি উহার অধিদেবতা। হস্ত অধ্যাত্ম, কর্ম্ম উহার অধিভূত ও ইন্দ্র উহার অধিদেবতা। বাক্য অধ্যাত্ম, বক্তব্য উহার অধিভূত ও বহ্নি উহার অধিদেবতা। মন অধ্যাত্ম, সংকল্প উহার অধিভূত ও চন্দ্রমা উহার অধিদেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত ও রুদ্র উহার অধিদেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, মন্তব্য উহার অধিভূত ও ব্রহ্মা উহার অধিদেবতা।

জীবগণের জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন বাসস্থান নাই। উহারা অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ চারি প্রকার জীবমধ্যে পক্ষী ও সরীসৃপগণ অণ্ডজ; কৃমিগণ স্বেদজ; বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জ এবং মনুষ্য ও চতুষ্পাদ প্রাণিগণ জরায়ুজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দুইপ্রকার তপস্বী ও যাজ্ঞিক। বৃদ্ধ জনেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধানুশাসন বিলক্ষণ রূপে অবগত হন, তাহার পাপের লেশ মাত্র থাকে না।

হে ঋষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট অধ্যাত্ম বিধি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই অধ্যাত্ম বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি বিষয় ও পঞ্চ মহাভূতের বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন নিস্তেজ হইলে কখন জন্মজন্য সুখলাভ হয় না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসেই সেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তি বিষয়ক উপদেশ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা গুণবিহীন অভিমানশূন্য, অভেদদর্শী ব্রাহ্মণের সুখকে সর্ব্ব সুখের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কূর্ম্ম যেমন দেহমধ্যে স্বীয় অঙ্গ সমুদায় সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ যে মহাত্মা রজোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় কামনা সমুদায়কে সঙ্কুচিত করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, সমাহিত ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ হইয়া কামনা সমুদায় সংযমিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারাই নিঃশঙ্ক মহাত্মাদিগের বিজ্ঞানানল প্রজ্বলিত হয়। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা হুতাশনের জ্যোতিঃ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। যোগপরায়ণ মহাত্মা যখন নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্মহৃদয়ে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতে পারেন, তখনই তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে অগ্নি বর্ণরূপে, সলিল শোণিতাদি রূপে, বায়ু ত্বক্‌রূপে, পৃথিবী অস্থি ও মাংসাদিরূপে এবং আকাশ শ্রবণরূপে অবস্থান করে। ঐ দেহে রোগ, শোক, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্রোত, নবদ্বার, ত্রিগুণ ও তিন ধাতু সতত বিদ্যমান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং উহা বিনশ্বর বুদ্ধির অধীন, ব্যাধিক্ষমাক্রান্ত ও মলিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অমরগণসংবলিত সমুদায় জগতের উৎপত্তি, বিনাশ ও বোধের কারণস্বরূপ কালচক্র ঐ শরীরের উদ্দেশেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। মনুষ্য ঐ শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয় সমুদায়কে রুদ্ধ করিতে পারিলেই অপরিহার্য্য কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, অভিদ্রোহ ও মিথ্যাপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনিই হৃদয়াকাশে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ মহাকূলযুক্ত মনোবেগরূপ সলিলরাশি দ্বারা সমাকীর্ণ মোহহ্রদসংবলিত ভয়ঙ্কর দেহনদী উত্তীর্ণ হইয়া কামক্রোধকে পরাজয় করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। যোগশীল ব্যক্তি হৃৎপদ্মে মনকে সংস্থাপিত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মের প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, প্রভু, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের হৃদয় ও আত্মা বলিয়া অভিহিত হন। ব্রাহ্মণ, সুর, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত ও মহর্ষিগণ নিরন্তর উঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কার্য্য নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে যজন, অধ্যাপন ও সাধুদিগের নিকট প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা উঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহ এবং দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের, দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অনবধান হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। নিয়মধারী, পবিত্রস্বভাব গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ সদাচারপরায়ণ হইলে অনায়াসে স্বর্গলোক পরাজয় করিতে পারেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বধর্ম্মনিরত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যধর্ম্মপরায়ণ, গুরুহিতৈষী, পরম পবিত্র ব্রহ্মচারিগণ যথাবিধি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবেন। পবিত্র সমাহিত হইয়া উভয়কালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, বিল্ব বা পলাশদণ্ড ধারণ এবং ক্ষৌম, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম বা কাষায় বস্ত্র পরিধান করা উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। উঁহারা যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, স্বাধ্যায়নিরত, নিত্যব্রতী, অলুব্ধ ও যতব্রত হইয়া কটিদেশে শরমুঞ্জ-বিনির্ম্মিত মেখলা ও মস্তকে জটা ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা পবিত্র জল দ্বারা দেবগণের তর্পণ করিবেন। ব্রহ্মচারী এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেই সকলের প্রশংসার আস্পদ হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য সমাপনপূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সমুদায় লোক জয় করিয়া পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। উঁহাদিগকে কখনই আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্যের পর দারপরিগ্রহ না করিয়াই, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বনে অবস্থান পূর্ব্বক জটা বল্কল ধারণ করিয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে স্নান করা বানপ্রস্থাশ্রমী মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য হইতে গ্রামে প্রত্যাগমন করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা ফল মূল পত্র ও শ্যামাক দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া যথাকালে অতিথিসৎকার ও উদাসীনদিগকে বাসস্থান প্রদান করিবেন। স্বধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া যথানিয়মে স্বদেহে জলপান ও বায়ু সেবন করা উঁহাদিগের আবশ্যক। ভিক্ষার্থীদিগকে ভিক্ষা প্রদান, ফলমূলাদি দ্বারা দেবার্চ্চনা ও অতিথিদিগের সৎকার করিয়া পরিশেষে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা স্পর্দ্ধাবিহীন, যজ্ঞাদি-নিরত, পবিত্র, কার্য্যনিপুণ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, ক্ষমাশীল, কেশশ্মশ্রুধারী, হোমনিরত, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ও সমাহিত হইলে সমুদায় লোক জয় করিতে পারেন।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ যে কোন ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিতে বাসনা করেন, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসধর্ম্মনিরত মহাত্মারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয় ও কর্ম্মত্যাগী হইবেন। উঁহারা কোন ব্যক্তির নিকট ভক্ষ্য বস্তু যাচ্‌ঞা না করিয়া অপরাহ্নে যদৃচ্ছালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করিবেন। যখন গৃহস্থদিগের গৃহ সমুদায় ধূমশূন্য হয় এবং পরিবারগণ আহারান্তে ভোজনপাত্র সমুদয় পরিত্যাগ করে, সেই সময় তাঁহাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৌনভাবে অন্নাম্বেষণ করা সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা কদাচ লাভে পরিতুষ্ট বা অলাভে দুঃখিত হইবেন না। কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত উঁহাদিগের উক্ত প্রকারে ভিক্ষা করা আবশ্যক। প্রাকৃত লোকের ন্যায় লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া কোন ব্যক্তির গৃহে ভোজন করিবেন না। যে সন্ন্যাসী নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহাকে অবশ্যই নিন্দনীয় হইতে [illegible] কটু তিক্ত কষায় বা মিষ্ট বস্তু ভক্ষণ সময়ে অবলম্বনপূর্ব্বক [illegible] করা সন্ন্যাসীদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। উঁহারা কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবেন। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে কষ্ট প্রদান করা উঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা [illegible] নিকট ভিক্ষা লাভের বাসনা করিবেন না। সর্ব্বদা [illegible] করিয়া নির্জ্জন স্থানে বিচরণ করিবেন। শূন্যাগার, অরণ্য, বৃক্ষমূল, নদীতট অথবা পর্ব্বতগুহায় বাস উঁহাদিগের কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে এক গ্রামে [illegible] এক রাত্রির অধিক বাস করা উঁহাদের নিতান্ত অনুচিত, কিন্তু উঁহারা বর্ষার চারিমাস এক স্থানে অবস্থান করিতে পারেন। সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইয়া নিয়ত কীটের ন্যায় [illegible] বিচরণ করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা [illegible] করিলে উঁহাদের অজ্ঞাতসারে পদাঘাতে কীটাদি জীবগণের প্রাণনাশ হইতে পারে, এই নিমিত্ত [illegible] করা উঁহাদের কখনই উচিত নহে। উঁহারা কদাপি কোন [illegible] করিয়া রাখিবেন না এবং স্নেহের বশীভূত হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করিবেন না। উদ্ধৃত পবিত্র জল দ্বারা স্নান ও অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদন এবং অহিংসানিরত, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সরল, ক্রোধশূন্য, অসূয়াবিহীন, শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্দ্দোষ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। উঁহারা নিস্পৃহ হইয়া কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত উপস্থিত ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করিবেন। ধর্ম্মলব্ধ অন্ন ভক্ষণ করাই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য। উঁহারা কদাচ কোন বিষয়ে বাসনা করিবেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করা উঁহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উঁহারা কেবল আত্মোদর পূরণের উপযুক্ত ভোজ্য গ্রহণ করিবেন। অন্যের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করা উঁহাদিগের উচিত নহে। আপনাদিগের ভোজ্য বস্তু বিভাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করা উঁহাদিগের কর্ত্তব্য। অযাচিত হইয়া কাহার নিকট প্রতিগ্রহ করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা একবার উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ভোগ করিবার অভিলাষ করিবেন না। কোন ব্যক্তির অধিকারস্থ মৃত্তিকা, সলিল, পত্র, পুষ্প ও ফলমূলাদি গ্রহণ করা উঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। উঁহারা কদাপি শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও স্বর্ণলাভের বাসনা করিবেন না। দ্বেষশূন্য, উপদেশবিহীন ও নির্ব্বিকার হওয়া উঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। উঁহারা অনুরোধ পরিত্যাগ, পবিত্র বস্তু ভোজন ও নিষ্কাম হইয়া প্রাণিগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। হিংসাযুক্ত কাম্যকর্ম্ম ও লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অন্যকে ঐ সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠানে উপদেশ প্রদান করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও বাহ্যাড়ম্বর-বিহীন হইয়া অল্পমাত্র পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবেন। স্বয়ং উদ্বিগ্ন হওয়া ও অন্যকে উদ্বেগযুক্ত করা উঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে। সর্ব্বভূতের বিশ্বাসপাত্র ও সমাহিত হইয়া অতীত অনাগত ও উপস্থিত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুকাল প্রতীক্ষা করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁহারা চক্ষু, মন ও বাক্য দ্বারা কোন বস্তু দূষিত করিবেন না। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে কাহারও অনিষ্ট করা উঁহাদিগের নিতান্ত অনুচিত। উঁহারা নিরীহ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, নির্দ্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, কর্ম্মত্যাগী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগক্ষেমবিহীন, নির্গুণ, প্রশান্তচিত্ত, শঙ্কাবিহীন, নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দেহমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা রূপরসাদি বিষয়াতীত নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বভূতস্থ, নির্লিপ্ত পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয় না। পরমাত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেবতা, বেদ, যজ্ঞ, লোক, তপস্যা ও ব্রতসমুদায়ের অগোচর। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সমাধিবলেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, অতএব সমাধির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া উহা আশ্রয় করা জ্ঞানবান্‌দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করেন, জ্ঞানীদিগের ন্যায় ব্যবহার করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা অমূঢ় হইয়াও মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকসমাজে অবজ্ঞাস্পদ হইতে হয়, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান সহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই উঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুচরিত পর্যেক নিন্দা করা উঁহাদিগের বিধেয় নহে। যে মহাত্মা এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ঐ মহাভূত সমুদায় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ এই সমুদায়কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া একান্তমনে পরব্রহ্মের ধ্যান করেন, তিনিই [illegible] বায়ুর ন্যায় [illegible] ও [illegible] সমর্থ হন

হে তপোধনগণ ! নিস্তব্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাসকেই উৎকৃষ্ট তপস্যা ও জ্ঞানকেই পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পরব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্ব, নির্গুণ, নিত্য, অচিন্ত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বেদবিদ্যাতীত। উঁহাকে লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। পণ্ডিতগণ রজোগুণবিমুক্ত ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা উঁহাকে অবলোকন ও উঁহার সমীপে গমন করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সন্ন্যাসরূপ উৎকৃষ্ট তপস্যাকে লোকমার্গপ্রকাশক প্রদীপ, সদাচারকে ধর্ম্মের সাধন ও জ্ঞানকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মা নিশ্চিতভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জ্ঞানময় পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনে সমর্থ হন। যিনি দেহের সহিত জীবের একীভাব ও পৃথগ্‌ভাব এবং পরমাত্মার সহিত জীবের একত্ব ও পৃথগ্‌ভাব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা কোন বিষয় অভিলাষ বা কোন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, তিনি ইহলোকে অবস্থান করিয়াই ব্রহ্মের সারূপ্য প্রাপ্ত হন। যিনি প্রকৃতির গুণ সমুদায় বিশেষরূপে অবগত, মমতাপরিশূন্য, নিরহঙ্কার ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববিহীন হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই শান্তিগুণের সাহায্যে নিত্য নির্গুণ পরব্রহ্মকে অবগত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি মমতাপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপ বীজ হইতে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত, বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয় রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা, আশারূপ পত্র, সংকল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফলসম্পন্ন দেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাখড়্গ দ্বারা উহা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহার নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হয়। ঐ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী অবস্থান করে। উহাদের নাম জীব ও ঈশ্বর। জীব ও ঈশ্বর বুদ্ধি ও মায়াতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া উঁহাদিগকে চৈতন্যময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ঐ উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই পরমাত্মাই চৈতন্যময়। জীবাত্মা লিঙ্গশরীর হইতে বিমুক্ত হইলেই সর্ব্বদোষবিমুক্ত ও নির্গুণ হইয়া বৃক্ষাদির চেতনকর্ত্তা পরমাত্মা হইতে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন।

অষ্টাচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ ! কোন কোন মহাত্মা ব্রহ্মকে জগদাকারে পরিণত বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কেহ কেহ বা তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্তকালে উচ্ছ্বাসমাত্র কালও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাঁহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নিমেষমাত্রও জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে নিরুদ্ধ করিলে চিত্তপ্রসন্নতা দ্বারা মুক্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে দশ বা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ সমুদায় সংযত করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অব্যক্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণজ্ঞ মহাত্মারা সত্ত্বগুণব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রশংসা করেন না। পুরুষ যে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী, আমরা তাহা অনুমান দ্বারা অবগত হইয়া থাকি। পুরুষে সত্ত্বগুণ নাই, ইহা কোনরূপে প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না। ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদৃষ্টি, সত্য, সরলতা, জ্ঞান ও সন্ন্যাস এই অষ্টবিধ সত্ত্বগুণের বৃত্তি। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, মন আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ [illegible] আত্মার নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং আত্মাশ্রিত মনের একীভাব সম্যক্ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। ঐ মত নিতান্ত [illegible]। কারণ ক্ষমা ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সমুদায় যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার [illegible] কি নিমিত্ত উল্লেখ হইবে? মন আত্মা হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু আত্মার সহিত উহার [illegible] আছে বলিয়া উহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন মশক ও উডুম্বরের [illegible] ও [illegible] এবং মৎস্য ও জলের [illegible] একত্ব ও পৃথক্ত্ব উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মন ও আত্মার একত্ব ও পৃথক্ত্ব প্রতীত হয়।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! ধর্ম্মের বিবিধ গতি দর্শন করিয়া আমাদিগের মোহ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং কোন্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগের কোনরূপেই বোধগম্য হইতেছে না। ইহলোকে কেহ কেহ দেহনাশের পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আবার কেহ কেহ কহেন যে, দেহের নাশ হইলেই আত্মার ধ্বংস হয়। কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্মাকে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য, কেহ কেহ ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ একমাত্র, কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বিবিধ, কেহ কেহ প্রকৃতির সহিত মিলিত, কেহ কেহ পঞ্চবিধ ও কেহ কেহ বহুবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আবার কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ মত নিতান্ত হেয়; কেহ কেহ জটাবল্কলধারী, কেহ কেহ মুণ্ড এবং কেহ কেহ দিগম্বর হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজনে আসক্ত ও কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজনপরিত্যাগী হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানের, কেহ কেহ কর্ম্মত্যাগের, কেহ কেহ মোক্ষের ও কেহ কেহ বিবিধ ভোগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রভূত ধনলাভের বাসনা করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি নির্ধন হইতে নিতান্ত অভিলাষী হন। কেহ কেহ সতত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ সমুদায় নিতান্ত অলীক বলিয়া পরিগণিত হয়। কেহ কেহ সতত অহিংসা ধর্ম্মে নিরত থাকেন। আবার কেহ কেহ আর পর নাই হিংসাপরায়ণ হন। কেহ কেহ পুণ্যবান্ ও কেহ কেহ যশস্বী হইয়া কালহরণ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি পুণ্যকে অলীক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিকে সদ্ভাবনিরত ও কোন কোন ব্যক্তিকে সংশয়মার্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ দুঃখনিবৃত্তি ও কেহ কেহ সুখপ্রাপ্তির অভিলাষে ধ্যান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যজ্ঞের, কেহ কেহ দানের, কেহ কেহ তপস্যার, কেহ কেহ বেদাধ্যয়নের, কেহ কেহ সন্ন্যাসলব্ধ জ্ঞানের ও কেহ কেহ স্বভাবের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাহার কাহার মতে ঐ সমুদায় বিষয়ই প্রশংসনীয়, আবার কেহ কেহ ঐ সমুদায়ের মধ্যে একটীরও প্রশংসা করেন না। হে পিতামহ ! আমরা ধর্ম্মের এইরূপ বিবিধ গতি দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছি। ইহলোকে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাক্রান্ত হন, তিনি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সতত অনুরক্ত থাকেন। এই সমুদায় কারণবশতঃ আমাদিগের মন ও বুদ্ধি নানাদিকে ধাবমান হইতেছে, সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি এবং সত্ত্বগুণের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা কোনরূপেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ ! [illegible] উপদেশ প্রদান [illegible] নিশ্চিতরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। [illegible] ... [illegible] পাপ হইতে বিমুক্ত হন। [illegible]

[illegible] ইইয়া থাকে। যাহারা [illegible] পরিত্যাগ করিয়া, ভাবনা পূর্ব্বক বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া, তাঁহারা ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক গমন করে, তাহাতে [illegible] করেন। আর যাঁহারা কামনাপরিশূন্য হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সাধুদর্শী ব্যক্তিদিগকে কদাপি জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অতঃপর সত্ত্বগুণ ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ বিষয় এবং পুরুষকে বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উড়ুম্বর মধ্যে মশক যেমন নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ অচেতন পদার্থ, উহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। পুরুষ যে ঐ গুণকে সর্ব্বদা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা ঐ গুণ কোনক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষ ঐ বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ সত্ত্বগুণকে সুখ দুঃখাদিবিহীন ও নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া উহা ভোগ করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক উহা উপভোগ করিয়া থাকেন। উনি সমুদয় গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়াও পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় উহাদের সহিত লিপ্ত হন না। সূক্ষ্মদেহ ও পুরুষ যেমন পরস্পর পৃথক্ হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ ও পুরুষ ইহারা পরস্পর নির্লিপ্ত হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যেমন প্রদীপের সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশস্থিত পদার্থ দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের সাহায্যে সংসারমধ্যে পুরুষের দর্শনলাভ করিয়া থাকে। যেমন প্রদীপে তৈলাদি বর্ত্তমান থাকিলেই উহা বস্তু সমুদায়কে প্রকাশিত করে এবং তৈলাদি নিঃশেষিত হইলেই উহা নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ কর্ম্মে সংযুক্ত থাকিলেই আত্মাকে প্রকাশ করে এবং কর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হইলেই বিনষ্ট হয়। যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও পদার্থসমুদায় বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইলেও পুরুষের বিনাশ হয় না।

যেমন সহস্র উপদেশ প্রদান করিলেও নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা কোনরূপে প্রকৃত বিষয় বোধগম্য করিতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অল্পমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই অনায়াসে প্রকৃত বিষয়বোধে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যাহারা বুদ্ধিমান্ হয়, তাহারা অনায়াসেই ধর্ম্মপথ অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহাদিগের পক্ষে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। পাথেয়পরিশূন্য ব্যক্তি যেমন পথিমধ্যে অতি কষ্টে গমন করিতে করিতে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রাক্তনপুণ্যবিহীন ব্যক্তি যোগমার্গ অবলম্বন করিলে, যোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকের প্রাক্তন পুণ্য-বল না থাকিলে সে কোনক্রমেই সম্যক্ রূপে যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাদচারে অপরিচিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ অদূরদর্শী ব্যক্তিরাই শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সংসারমার্গ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দ্রুতগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সেই পথ অতিশীঘ্র অতিক্রম করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সংসারপথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। যেমন পর্ব্বতশিখরে আরোহণোদ্যত ব্যক্তি ভূতলস্থিত রথারূঢ় ব্যক্তিকে রথ দ্বারা পর্ব্বতা-রোহণে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া রথারোহণবাসনা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পরমপদ [illegible] অধিকারী মহাত্মা শাস্ত্রের সাহায্যে ঐ পরমপদ লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন। রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন রথগমনোপযোগী পথ নিঃশেষিত হইলেই রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদচারে গমন করে, তদ্রূপ ধীমান্ ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত শাস্ত্র-পথে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যোগতত্ত্ব অবগত হইলেই উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে [illegible] করিয়া থাকেন। মূঢ় ব্যক্তি যেমন নৌকারোহণ না করিয়া [illegible] অবলম্বন পূর্ব্বক [illegible] হইতে অভিলাষী হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ [illegible] হয়। আর [illegible] যেমন [illegible] সম্যক্ [illegible] করিয়া [illegible] উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি [illegible]

সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক [illegible] পরিত্যাগ করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। [illegible] জলপথে গমন করিবার [illegible] উত্তীর্ণ হইবা [illegible] আবিক [illegible] পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তি [illegible] সংসারমধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। [illegible] সুপথে এবং রথারোহণ করিয়া [illegible] পরিভ্রমণ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া [illegible] ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসারকার্য্যে পরিভ্রমণ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তাদৃশ ফল লাভ করিবেন।

যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় হইতে অতীত, মুনি-গণ তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ প্রধানের অপর নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ পঞ্চ মহা-ভূতের গুণ। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূত ইহারা সকলেই কার্য্য ও কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চ ভূতের মধ্যে কোন ভূতই মনের অগোচর নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পৃথিবীর গুণ, তন্মধ্যে গন্ধ সুখকর, দুঃখজনক, মধুর, অম্ল, কটু, দূরগামী, মিশ্রিত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি জলের গুণ। তন্মধ্যে রসকে পণ্ডিতেরা মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ এই ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী তেজের গুণ, তন্মধ্যে রূপ শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও বর্ত্তুল এই দ্বাদশবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ, তন্মধ্যে স্পর্শকে রুক্ষ, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, দারুণ ও মৃদু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। ঐ শব্দ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত, সুখকর, অসুখকর ও দৃঢ় এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ। আকাশ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে সনাতন পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যের বিধিজ্ঞ অধ্যাত্মকুশল ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তিনিই সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টিসংহারের কারণ; বিবেক-রূপা প্রজ্ঞা আত্মার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সারথি যেমন অশ্বগণকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমুদায়, মন ও বুদ্ধি ইহারা সকলেই আত্মার সংযোগে নিয়মিত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। দেহাভিমানী জীব ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বযুক্ত, বুদ্ধিরূপ প্রতোদযুক্ত, মনোরূপ সারথিসম্পন্ন দেহময় রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়া থাকে। যখন ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সমুদায় মনোরূপ সারথি কর্ত্তৃক বুদ্ধিরূপ প্রতোদ দ্বারা বশীকৃত হয়, তখনই ঐ দেহরূপ রথ জীবের ব্রহ্মস্বরূপনিবন্ধন ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যিনি এইরূপে ব্রহ্মময় রথের বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনি কদাচ মোহপ্রাপ্ত হন না। কি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূল পদার্থ, কি প্রকৃত্যাদি সূক্ষ্ম পদার্থ, সমুদায় পদার্থই পরমাত্মস্বরূপ। ঐ পরমাত্মা [illegible] একমাত্র গতি। জীবেরা উহাতেই পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে সমুদ্রে যাবতীয় পদার্থ [illegible] হইতে পশ্চাৎ ভূতসমুদায় [illegible] বিলীন হইয়া যায় এবং পরিশেষে [illegible]

নর প্রাপ্ত [illegible] হৃত হইতেও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। ভগবান্ প্রজাপতি তপোবলে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলেই বেদলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। [illegible] তপস্বি মহাত্মারা [illegible] সর্ব্বাপবিমুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্য দর্শন করিয়া থাকেন। আরোগ্য, ধন ও বিবিধ বিদ্যা তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধ হয়। ফলতঃ সিদ্ধিলাভ তপস্যাই আয়ত্ত। যে বিষয় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ ও দুর্দ্ধর্ষ, তৎসমুদায়ই তপোবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপোবলকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, সুবর্ণচৌর্য্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পাপেরা তপঃপ্রভাবেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পিতৃলোক, দেবতা, পশুপক্ষী ও বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদায় তপঃপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। দেবগণ তপোবলেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া সকামকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরহঙ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ ধ্যানযোগ দ্বারা মমতাশূন্য হন, তাঁহারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভ পূর্ব্বক ধ্যানযোগে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই পূর্ণানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। যাঁহারা ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সম্যক্ অনুষ্ঠান না হইতে হইতেই প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে পুনরায় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমতঃ অজ্ঞানে আবৃত হইতে হয়। পরিশেষে উঁহারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন। যিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চিত্ত হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া সংযতভাবে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। যাহাকে চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহারই নাম মন। ইহা পরম রহস্য। প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদায়কে জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণানুসারে এই সমুদায়ের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। মমতা মৃত্যু, নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা কখনই কর্ম্মের প্রশংসা করেন না, কেবল মন্দবুদ্ধি মূঢ়েরাই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কর্ম্মপ্রভাবেই জীবাত্মা পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীরে সমাক্রান্ত হন। বিদ্যাশক্তি ঐ ষোড়শাত্মক লিঙ্গশরীরকে গ্রাস করিলেই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কেবল সেই একমাত্র পুরুষকে দর্শন ও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যথার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা কার্য্যের অনুষ্ঠানে একবারে বিরত হইয়া থাকেন। পুরুষ বিদ্যাময়। উঁহাকে কখনই কর্ম্মময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি জিতচিত্ত হইয়া সেই অক্ষর সনাতন পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। ফলতঃ ইন্দ্রিয়সংযমাদি দ্বারা অপরাজিত অকৃত্রিম পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বভূতে মিত্রভাব প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সুদৃঢ় করিয়া অসৎপথে নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই অলৌকিক পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। তত্ত্বগুণের উদয় হইলেই মনুষ্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া জাগ্রদবস্থায় তৎসমুদায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মপ্রসাদই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের পরম গতি। যোগিগণ ঐ আত্মপ্রসাদ প্রভাবে অতীত ও অনাগত কর্ম্মসমুদায় অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিবৃত্তিধর্ম্মই বিষয়তৃষ্ণাবিহীন জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরম গতি, পরম ধর্ম্ম, পবিত্র লাভ ও সাধনমার্গই উৎকৃষ্ট কার্য্য।

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই ঐ অনাময় ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট [illegible] সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা এই সনাতন ধর্ম্ম আশ্রয় কর, তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

[illegible] গুরু এইরূপে শিষ্যের নিকট ব্রহ্মের সহিত [illegible] নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! [illegible] দমগুণ [illegible] তপোবলে [illegible] সর্ব্বানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে [illegible] লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও [illegible] ধর্ম্মপরায়ণ হও, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। [illegible] এইরূপ আদেশ [illegible] শিষ্য তাঁহার বাক্যানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অচিরাৎ মোক্ষলাভ করিলেন।

মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে [illegible] মুখে গুরুশিষ্যসংবাদ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি যে গুরুশিষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলে, উঁহারা কে? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব তুমি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, বৎস! আমিই গুরু এবং আমার মনই শিষ্য। এক্ষণে আমি কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই রহস্য বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি যুদ্ধকালেও তোমাকে এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে যদি আমার প্রতি তোমার প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমার এই উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর; অচিরাৎ সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। যাহা হউক, বহুদিন হইল, আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই; অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে দ্বারকায় প্রস্থান করি।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! চল আমি আমরা হস্তিনায় গমন করি, তথায় তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিবে।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহামতি ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে ভগবান্ বাসুদেব দারুককে রথ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। দারুকও অচিরাৎ রথ সংযোজিত করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তিনাগমনের নিমিত্ত অনুযাত্রীদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলে, তাহারা অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক, নিবেদন করিল, মহাশয়! আমরা সকলেই হস্তিনাগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছি। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে রথারোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির তোমারই প্রসাদবলে জয়লাভ করিয়াছেন। তোমারই অনুগ্রহে আমাদের শত্রু সমুদায় নিহত ও রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমিই আমাদের পরম সহায়। আমরা নৌকাস্বরূপ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া এই দুস্তর কৌরব সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বাত্মন্! তুমি আমাকে যেরূপ অবগত আছ, আমিও তোমাকে তদ্রূপ অবগত আছি। তোমার তেজঃপ্রভাবেই সমুদায় জীব সমুৎপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তোমারই ক্রীড়া এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য তোমারই মায়া মাত্র। এই চরাচর বিশ্বসংসার তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জরায়ুজাদি চারি প্রকার জীব তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার হাস্যই নির্ম্মল জ্যোৎস্না, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামই সমুদায় ঋতু; তোমার প্রাণই সমীরণ, তোমার ক্রোধই মৃত্যু এবং তোমার প্রসন্নতাই লক্ষ্মীস্বরূপ। রতি, সন্তোষ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বুদ্ধি, কান্তি ও চরাচর বিশ্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কল্পান্তকালে তুমিই নিধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। অতি সুদীর্ঘকালেও তোমার গুণের ইয়ত্তা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। আমি দেবর্ষি নারদ, অসিতদেবল, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও কুরুপিতামহ ভীষ্মের নিকট তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত হইয়াছি। তুমিই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। তুমি প্রীতিপূর্ব্বক অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিয়াছ, আমি তৎসমুদায়ই প্রতিপালন করিব।

তুমি আমাদিগের হিতচিকীর্ষু [illegible] দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। তুমি কৌরবসৈন্যগণকে [illegible] দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার বল, তোমার বুদ্ধি ও তোমার [illegible] প্রভাবেই আমরা [illegible] জয় লাভ হইয়াছে। তুমি দুরাত্মা দুর্য্যোধন, মহাবীর কর্ণ, দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার বধোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি [illegible] নিমিত্ত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উহা আমার অভিমত; আমি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট [illegible] তাহাকে তোমার দ্বারকায় গমন করা [illegible], তাহার যে

করিব। তুমি অচিরাৎ আমার মাতুল বসুদেব এবং বলদেব প্রভৃতি বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে।

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হস্তিনানগরীতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রালয়তুল্য ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, অপরাজিত যুযুৎসু, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব এবং পরিচারিকাগণপরিবৃতা পতিপরায়ণা গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতি কৌরবকামিনীগণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই মহাপুরুষদ্বয় অন্ধরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে এবং গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে অভিবাদন ও বিদুরকে আলিঙ্গন পুরঃসর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমাগত সমুদয় ব্যক্তিকে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন করিয়া পরম সমাদরে পান ভোজন সমাপন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত একশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। তখন অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় অমাত্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, হে মহাবীরদ্বয়! আমার বোধ হইতেছে, তোমরা কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমার নিকট আগমন করিয়াছ। অতএব এক্ষণে অচিরাৎ আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত কর। তোমরা আমাকে যে বিষয়ে অনুরোধ করিবে, আমি অবিচারিত চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ মহাত্মা অর্জ্জুন বিনীতবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বহুদিন হইল, আমাদিগের পরম সুহৃদ্ বাসুদেব দ্বারকা হইতে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে ইনি স্বীয় আবাসে গমন করেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপ অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মনন্দন কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! এক্ষণে তুমি পিতৃদর্শনার্থ নির্ব্বিঘ্নে দ্বারকায় গমন কর। মাতুল বসুদেব, মাতুলানী দেবকী ও মহাবীর বলদেবের সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎকার হয় নাই। তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া উঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক উঁহাদিগের নিকট আমার, ভীমসেনের, অর্জ্জুনের ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রণাম জানাইবে। আমাকে এবং আমার ভ্রাতৃগণকে যেন একবারে বিস্মৃত হইও না। তোমার গমন বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু যখন আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তখন অবশ্যই তোমাকে এই স্থানে আগমন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বিবিধ রত্ন এবং স্বীয় মনোনীত বস্তু সমুদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা কর। আমরা তোমার প্রভাবেই শত্রুনিপাত ও পৃথিবী লাভ করিয়াছি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আজি আমি আপনাকে পৃথিবীর অধীশ্বর দেখিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলাম। আপনি আমার গৃহস্থিত রত্ন-সমুদায়কেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ অনুনয় করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পিতৃস্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভগিনী সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন, সাত্যকি, ভীমসেন, বিদুর, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। উঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে মহাত্মা বাসুদেব উঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া দারুক ও সাত্যকিকে বেগে রথচালন করিতে আজ্ঞা করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব অনুযাত্রিগণকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলে, অনুযাত্রিগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সকলেই তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যতক্ষণ নয়নগোচর করিতে পারিলেন, ততক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। মহাত্মা মধুসূদনও প্রিয়সখ ধনঞ্জয়কে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পরের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে অর্জ্জুন অতিকষ্টে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহামতি বাসুদেবও সুহৃদ্বিচ্ছেদনিবন্ধন অনতি প্রফুল্লচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণের গমনমার্গে বহুবিধ শুভ লক্ষণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। পবনদেব প্রবলবেগে বাসুদেবের রথের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া ধূলি, কর্কর ও কণ্টক সমুদায় দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধ বারি ও দিব্য কুসুম সমুদায় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই-রূপে ভগবান্ বাসুদেব গমন করিতে করিতে ক্রমে মরুধন্ব প্রদেশে উপ-স্থিত হইলেন। ঐ স্থানে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহর্ষিকে পূজা করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ত কুরুপাণ্ডবদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরস্পর সন্ধি ও অকৃত্রিম সৌভ্রাত্র সংস্থাপন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছ? তাঁহারা ত সকলেই এক্ষণে তোমার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হইবে? কৌরবগণ এখন ত শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে? নরপতিগণ ত এখন স্ব স্ব রাজ্যমধ্যে পরম সুখে অবস্থান করিতে পারিবে? আমি এতদিন যে প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি, তাহা ত সফল হইয়াছে?

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ঋষিবর! আমি পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরব-দিগের সন্ধি সংস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলাম, কিন্তু কৌরবগণকে কোন ক্রমেই তদ্বিষয়ে সম্মত করিতে পারি নাই। এক্ষণে তাহারা সকলেই সবান্ধবে নিহত হইয়াছে। বুদ্ধি বা বল দ্বারা কেহ কখন অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে পারে না। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর মহাবীর ভীষ্ম বিদুর ও আমি, আমরা সকলেই কৌরবগণকে বারং-বার সন্ধি করিবার পরামর্শ প্রদান করিলাম; কিন্তু তাহারা আমাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পাণ্ডুনন্দনদিগের সহিত সমরসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক শমনসদনে গমন করিল। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পুত্রগণও নিহত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা জীবিত আছেন।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে মহর্ষি উতঙ্ক ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! তুমি বল পূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও তাহাদের পরিত্রাণসাধনে সমর্থ হইয়াও তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছ এবং বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলেও তুমি তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। ফলতঃ তোমার কপটতাপ্রভাবেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। অতএব আমি অচিরাৎ শাপ প্রদান করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, তপোধন! আমি অতি বিনীতভাবে কহি-তেছি, আপনি আমাকে শাপ প্রদান করিবেন না। এক্ষণে আমি আপ-নার নিকট বিস্তারিতরূপে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করুন। সামান্য তপঃপ্রভাবে আমাকে পরাভব করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আপনি যে কৌমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অব-লম্বন করিয়া অতি নির্ম্মল তপোলাভ এবং ঐকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে গুরুর তুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে আপনি আমাকে শাপ প্রদান করিলে আপনার সেই বহুপ্রযত্নার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় হইবে। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনার তপস্যা বিনষ্ট হওয়া আমার অভিমত নহে।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! তুমি অচিরাৎ আমার নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন কর, আমি উহা শ্রবণ করিয়া হয় তোমার মঙ্গল বিধান, না হয় তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, তপোধন! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন ভিন্ন ভাব আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আর রুদ্র, বসু, অপ্সরা, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও নাগগণ আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ভূতসমুদায় আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আমিও সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছি। সৎ, অসৎ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, ক্ষর, অক্ষর এবং আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্ম এই সমস্তই আমার স্বরূপ। আমি দেবতাদিগেরও দেবতা এবং নিত্য। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আমিই ওঙ্কারপ্রমুখ বেদ, যূপ, সোম, চরু, দেবগণের তৃপ্তিকর হোম, হোতা, হব্য, অধ্বর্য্যু ও সদস্য। যজ্ঞকালে উদ্গাতা সামগান দ্বারা আমাকেই স্তব করিয়া থাকেন। শান্তিমঙ্গলবাচক মহাত্মারা প্রায়শ্চিত্তকালে নিরন্তর আমাকেই স্তব করেন। সর্ব্বভূতে দয়ারূপ প্রধানধর্ম্ম আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় মানসপুত্র। আমি সেই ধর্ম্মরক্ষার্থ ত্রিলোকমধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের সহিত বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রস্বরূপ এবং আমিই ভূতসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। আমি যুগে যুগে নানাপ্রকার দেহ পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধার্ম্মিকদিগকে সংহার করিয়া থাকি। আমি যখন দেবযোনিতে অবস্থান করি, তখন দেবতার ন্যায়, যখন গন্ধর্ব্বযোনিতে অবস্থান করি, তখন গন্ধর্ব্বের ন্যায়, যখন নাগযোনিতে অবস্থান করি, তখন নাগের ন্যায় এবং যখন যক্ষ ও রাক্ষসযোনিতে অবস্থান করি, তখন যক্ষ ও রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কৌরবগণের নিকট অতি দীনভাবে সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আমার বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। পরিশেষে আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকারে ভয়প্রদর্শনও করিয়াছিলাম। সেই অধর্ম্মপরায়ণ দুরাত্মারা তাহাতেও সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হয় নাই। এক্ষণে তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে এবং পাণ্ডবেরা ধর্ম্মপরায়ণতানিবন্ধন ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে তপোধন! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে অধ্যাত্মবিষয় কীর্ত্তন করিলে, মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আজি তোমার প্রসাদেই আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমাকে শাপপ্রদান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। আমার চিত্ত তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতঃপর তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া চরিতার্থ কর।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট যে রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটেও সেই রূপ প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবের সেই সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তোমাকে নমস্কার। তোমার পদযুগল দ্বারা ভূমণ্ডল, মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, জঠর দ্বারা পৃথিবী ও দ্যুলোকের অন্তরাল এবং ভুজযুগল দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই স্বীয় বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ কর।

মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপে বিশ্বরূপ সংবরণ করিতে কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি অভিরুচি অনুসারে স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।

তখন মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি তোমার বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইয়াছি; আর আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই। মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপে নিস্পৃহতা প্রকাশ করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমার বিশ্বরূপ দর্শন কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে; অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে বর গ্রহণ করুন।

মহাত্মা উতঙ্ক বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! এই মরুভূমিতে জল লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর; অতএব যদি আমাকে বর প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন আমি ইচ্ছা করিলেই এই মরুভূমিতে অনায়াসে জল লাভ করিতে পারি। মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বাসুদেব তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনার সলিলের আবশ্যক হইলেই আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস কেশব এই বলিয়া অবিলম্বে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা মহর্ষি উতঙ্ক নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জললাভের নিমিত্ত বাসুদেবকে স্মরণ করিলেন। ঐ সময় এক কুক্কুরগণপরিবৃত শরকার্ম্মুকধারী ভীষণাকার দিগম্বর চণ্ডাল তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ চণ্ডাল অনবরত মূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল। সে উতঙ্ককে পিপাসার্ত্ত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহর্ষে! আপনাকে তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করিয়া আমার এই প্রস্রাব পান করুন।

চণ্ডাল এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তাহার মূত্র পান করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু হইয়া যদুপ্রবর বাসুদেবকে বিবিধ রূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চণ্ডালও তাঁহাকে বারংবার মূত্র পান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু মহর্ষি উতঙ্ক কিছুতেই তাহাতে সম্মত না হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন চণ্ডাল মহর্ষিকে মূত্রপানে নিতান্ত অসম্মত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমক্ষেই কুক্কুরগণের সহিত অন্তর্হিত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। চণ্ডাল প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তৃষার্ত্ত ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের মূত্র প্রদান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মহর্ষি উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে, মহামতি বাসুদেব তাঁহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্যকে প্রকাশ্যভাবে অমৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত আমি চণ্ডালরূপী ইন্দ্র দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে তোমার নিকট অমৃত প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তোমাকে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করাতে তিনি প্রথমতঃ ঐ বিষয়ে অসম্মত হইয়া কহিয়াছিলেন, বাসুদেব! মনুষ্যকে অমরত্ব প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব তুমি তাঁহাকে অন্য বর প্রদান কর। দেবরাজ এইরূপে অসম্মতি প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাকে পুনরায় ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; কেশব! যদি মহর্ষি উতঙ্ককে অমৃত প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তবে আমাকে অবশ্যই ঐ বিষয়ে স্বীকার করিতে হইল; কিন্তু আমি চণ্ডালরূপী হইয়া অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইব। যদি তিনি অমৃতগ্রহণে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাঁহাকে উহা প্রদান করিব। আর যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমৃতলাভে বঞ্চিত হইবেন।

দেবরাজ আমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া চণ্ডালবেশে আপনাকে অমৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আপনাকে বর প্রদান করিতেছি যে, আপনি যখন জলের অভিলাষ করিবেন, এই মরুভূমিতে সজল জলধর সমুদিত হইয়া আপনাকে সুস্বাদু জল প্রদান করিবে। ভৃগুনন্দন

করিতে পারিব না। উতঙ্ক সৌদাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! যদি আমাকে ভক্ষণ করিতে আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তদ্বিষয়ে অসম্মতি নাই ; কিন্তু এক্ষণে আমার একটি বাক্য আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। দেখুন, আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থ নির্গত হইয়াছি ; এক্ষণে সেই দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় আপনার নিকট আগমন করিব। আর আমি গুরুর নিকট যাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আপনারই আয়ত্ত। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অত্যুৎকৃষ্ট রত্নসমুদায় প্রদান করিয়া থাকেন। এই ভূমণ্ডলে দাতা বলিয়া আপনার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে ; আমিও দানের উপযুক্ত পাত্র ; অতএব আপনি আমাকে আমার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করুন। আমি আপনার নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় এই স্থানে আগমন করিব। হে মহারাজ। আমি আপনার নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমি ধর্ম্ম বিষয়েও কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি না।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন ! যদি আপনার গুরুদক্ষিণা আমারই আয়ত্ত হয়, তবে তাহা অবশ্যই আপনি প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে আমার নিকট প্রতিগ্রহ করা যদি আপনার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন।

তখন উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র। এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট মণিকুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আগমন করিয়াছি।

সৌদাস কহিলেন, তপোধন ! আপনি যে মণিকুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা আমার পত্নীর অধিকৃত। অতএব এক্ষণে অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করুন, আমি তাহা আপনাকে অবশ্যই প্রদান করিব।

তখন উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ ! যদি আমাকে দান করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ছল প্রদর্শন করিবার আবশ্যক নাই। আপনি অনতিবিলম্বেই সেই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া সত্য প্রতিপালন করুন।

মহারাজ সৌদাস উতঙ্ক কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন ! আপনি এক্ষণে আমার মহিষীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করুন। তিনি আমার অনুরোধ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনাকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিবেন।

উতঙ্ক রাজা সৌদাসের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি কোন্ স্থানে আপনার পত্নীর সন্দর্শন পাইব আর আপনি স্বয়ং বা কি নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতেছেন না ?

তখন সৌদাস কহিলেন, তপোধন ! অদ্য আপনি তাঁহাকে এই কাননের কোন নির্ঝর সমীপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি দিবসের ষষ্ঠকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিব না।

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক অবিলম্বে রাজমহিষী মদয়ন্তীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার সন্নিধানে আপনার প্রয়োজন ও সৌদাসের অনুরোধ ব্যক্ত করিলেন। দীর্ঘলোচনা মদয়ন্তী উতঙ্কের মুখে স্বামীর অনুরোধ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! মহারাজ আপনাকে কুণ্ডল প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা ত মিথ্যা নহে ? যাহাই হউক, আপনি এক্ষণে আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনয়ন করুন। দেবতা, যক্ষ ও মহর্ষিগণ আমার এই মণিময় কুণ্ডলযুগল অপহরণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলযুগল ভূতলে সংস্থাপন করিলে রত্নলোলুপ ভুজঙ্গেরা, অশুচি হইয়া ধারণ করিলে যক্ষেরা এবং ধারণ করিয়া নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলে দেবতারা উহা অপহরণ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত সতত সাবধান হইয়া আমাকে ইহা ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলদ্বয় দিবারাত্রি [illegible] স্বর্ণ উৎপন্ন করে। রজনীযোগে ইহার প্রভায় নক্ষত্র সমুদায়ের প্রভা তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা পরিধান করিলে ক্ষুৎপিপাসাজনিত যন্ত্রণা এককালে নির্ব্বাণ হয় এবং বিষ ও অগ্নি প্রভৃতি দুরাত্মা ব্যক্তিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকে না। খর্ব্বাকার ব্যক্তি এই কুণ্ডল ধারণ করিলে ইহা খর্ব্ব ও দীর্ঘাকার ব্যক্তি ধারণ করিলে ইহা দীর্ঘ হইয়া থাকে। আমার এই কুণ্ডলের গুণ ত্রিলোকে ঘোষিত আছে ; এক্ষণে আপনি মহারাজের অভিজ্ঞান আনয়ন করুন, তাহা হইলেই আপনাকে ইহা প্রদান করিব।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সৌদাসরাজমহিষী মদয়ন্তী এইরূপে ভর্ত্তার অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ সৌদাসের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ। রাজ্ঞী আপনার অভিজ্ঞান ভিন্ন আমাকে কুণ্ডল প্রদান করিবেন না ; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্। আপনি রাজ্ঞীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিবেন যে, সৌদাস কহিয়াছেন, প্রিয়ে। আমি যেরূপ দুরবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছি, কখন যে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই ; অতএব তুমি আমার মঙ্গল বিধানার্থ এই ব্রাহ্মণকে তোমার মণিময় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর।

মহারাজ সৌদাস এই কথা কহিবামাত্র মহাত্মা উতঙ্ক মদয়ন্তীর নিকট গমন পূর্ব্বক ভূপতির বাক্য অবিকল কীর্ত্তন করিলেন। রাজ্ঞীও উতঙ্কের মুখে ভর্ত্তার অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উতঙ্ককে স্বীয় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই কুণ্ডলযুগল গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সৌদাসের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি রাজ্ঞীর নিকট আপনার অভিজ্ঞান বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি আমাকে এই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার সেই অভিজ্ঞানবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি নাই ; অতএব আপনি আমার নিকট উহার তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করুন।

তখন সৌদাস কহিলেন, ভগবন্ ! ক্ষত্রিয়েরা চিরকালই ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া থাকেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই উহাদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই দেখুন, আমি ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়াও ব্রাহ্মণের শাপেই এইরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছি। আমি কখন যে এই অভিশাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সুখে অবস্থান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই। ফলতঃ কোন রাজাই ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিয়া ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। আমি এইরূপ বিচার করিয়াই আমার একান্ত প্রিয় এই মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আপনাকে প্রদান করিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করুন। ভূপতি সৌদাস এই কথা কহিলে, মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। আমি অবশ্যই পুনরায় আপনার নিকট সমুপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব ; আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন।

তখন সৌদাস কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি অচিরাৎ আমার নিকট স্বীয় জিজ্ঞাস্য বিষয় ব্যক্ত করুন, আমি অবশ্যই যথাসাধ্য উহার উত্তর প্রদান করিব।

উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণদিগের সত্যবাদী হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিতে আমার বাসনা নাই। আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। কিন্তু আজি আপনার সহিত আমার মিত্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আমাকে বিনাশ করিলে আপনার মিত্রবিনাশজন্য পাতক হইবে, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মিত্রের অনিষ্টাচরণ করিলে স্বর্ণ চৌর্য্যজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সুতরাং আমাকে বিনাশ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি যখন রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়াছেন, তখন বোধ হয়, আমি আপনার নিকট প্রত্যাগত হইলেই আপনি আমাকে সংহার করিবেন। আপনার নিকট আমার প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য কি না, আমি আপনাকেই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

মহাত্মা উতঙ্ক এই কথা কহিলে মহারাজ সৌদাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার নিকট প্রত্যাগমন করিলে আপনাকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব আপনি কদাচ আর আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবেন না।

সৌদাস রাজা এইরূপে উতঙ্ককে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করিলে, মহাত্মা উতঙ্ক পরম পরিতুষ্ট হইয়া রাজমহিষী মদয়ন্তীর বাক্যানুসারে তৎপ্রদত্ত কুণ্ডলযুগল স্বীয় উত্তরীয় কৃষ্ণাজিনে বন্ধন পূর্ব্বক মহাবেগে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন তিনি সেই পথিমধ্যস্থিত ফলভারাবনত এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক উহার শাখাতে সেই কুণ্ডলসংবলিত মৃগচর্ম্ম বন্ধন করিয়া বিল্বফল সমুদায় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার অনবধানতা বশতঃ কতকগুলি বিল্বফল সেই অজিনে নিপতিত হওয়াতে উহার বন্ধন শ্লথ ও উহা সেই কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল।

ঐ সময়ে ঐরাবতবংশসম্ভূত একটি ভুজঙ্গ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সেই ঐ ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র তত্রত্যে সমুপস্থিত হইয়া মুখ দ্বারা সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা উতঙ্ক সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট ও খিদ্যমান হইয়া অবিলম্বে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নাগলোকের পথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই বল্মীক খনন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পঞ্চত্রিংশদ্দিবস অতীত হইল; তথাপি উতঙ্ক ঐ পথ প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। তাঁহার দণ্ডকাষ্ঠতাড়নে বসুন্ধরা নিতান্ত কাতর হইয়া সহ্য করিতে না পারিয়া সাতিশয় বিচলিত হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা উতঙ্কের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক উতঙ্কের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ স্থান হইতে নাগলোক সহস্র যোজন অন্তর; সুতরাং আপনি এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিয়া কখনই তথায় গমন করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আমি নাগলোকে গমন করিয়া কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

উতঙ্ক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বজ্রপাণি সুররাজ তাঁহাকে দৃঢ়সংকল্প অবগত হইয়া তাঁহার দণ্ডের অগ্রভাগে বজ্রাস্ত্র সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন সেই বজ্রের প্রহারে পৃথিবী ভূরিবার বিদীর্ণ হওয়াতে নাগলোকগমনের দিব্য পথ প্রস্তুত হইল। মহাত্মা উতঙ্ক তদ্দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেই পথ দ্বারা অবিলম্বে নাগলোকে প্রবেশপূর্ব্বক, দেখিলেন, ঐ লোক বহুযোজনবিস্তৃত, উহার চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্নবিভূষিত, দিব্য প্রাকারনিচয়, স্ফটিকসোপানসুশোভিত দীর্ঘিকা, নির্ম্মল সলিল পরিপূর্ণ নদী ও বিহঙ্গরবমুখরিত বিবিধ বনস্পতি সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ নাগলোকের দ্বারদেশ ঊর্দ্ধে শতযোজন এবং বিস্তারে পঞ্চযোজন। ঐ সুবিস্তৃত নাগলোক দর্শন করিবামাত্র উতঙ্ক একান্ত বিষণ্ণ হইয়া কুণ্ডল প্রত্যাহরণ বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইলেন। ঐ সময় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর অশ্ব তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। ঐ অশ্বের পুচ্ছ শ্বেত ও কৃষ্ণলোমে বিভূষিত এবং মুখ ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ। অশ্ব অচিরাৎ উতঙ্কের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, উতঙ্ক! তুমি আমার গুহ্যদ্বারে ফুৎকার প্রদান কর, তাহা হইলেই কুণ্ডল লাভে সমর্থ হইবে। ঐরাবতবংশসম্ভূত এক নাগ তোমার কুণ্ডল আনয়ন করিয়াছে। তুমি গুহ্যদ্বারে ফুৎকার দানে ঘৃণা করিও না; পূর্ব্বে তুমি মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে বারংবার ঐ কার্য্য করিয়াছ।

তখন উতঙ্ক কহিলেন, তুরঙ্গম! উপাধ্যায়ের আশ্রমে কিরূপে তোমার সহিত আমার সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

অশ্ব কহিল, বিপ্র! আমি তোমার উপাধ্যায়ের গুরু, আমার নাম অগ্নি। তুমি গুরুর প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা আমাকে অর্চ্চনা করিয়াছ; এই নিমিত্ত তোমার হিতসাধন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব শীঘ্র আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

অশ্বরূপী ভগবান্ হুতাশন এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন। তখন হুতাশন উতঙ্কের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া নাগকুল দগ্ধ করিবার মানসে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় তাঁহার রোমকূপ হইতে অতি ভীষণ ধূমরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূম ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে নাগলোক একবারে অন্ধকারময় হইয়া গেল। ঐরাবত নাগের গৃহে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। নাগরাজ অনন্ত ও অন্যান্য সর্পগণের গৃহ সকল ধূমে পরিপূর্ণ হওয়াতে নীহারসমাচ্ছন্ন পর্ব্বত ও বনপ্রদেশের ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন নাগগণ হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে সকলেই একান্ত উত্তপ্ত ও ঐ ধূমপ্রভাবে আরক্তনেত্র হইয়া উহার তথ্যানুসন্ধানার্থ উতঙ্কের নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার মুখে উহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনার কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিতেছি; আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। নাগগণ এইরূপে উতঙ্ককে প্রীত করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক সেই অপহৃত দিব্য কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যর্পণ করিলেন।

হে মহারাজ! নাগগণ এইরূপে প্রবলপ্রতাপশালী উতঙ্ককে পূজা করিলে পর তিনি হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুগৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গুরুপত্নীকে কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক গুরুর নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপে বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া দিব্য কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট উতঙ্কের আশ্চর্য্য তপঃপ্রভাব কীর্ত্তন করিলাম।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব উতঙ্ককে বর প্রদান করিবার পর কি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব মহর্ষি উতঙ্ককে বর প্রদান করিয়া সাত্যকির সহিত বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নদ, নদী, বন ও পর্ব্বত সমুদায় অতিক্রমপূর্ব্বক দ্বারকানগরীর উপকণ্ঠে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় রৈবতক পর্ব্বতে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। বাসুদেব সাত্যকির সহিত ঐ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ বিচিত্র রত্নময় কোষ, অতি মনোহর বহুমূল্য রত্নমালা, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও কল্পবৃক্ষ সমূহে বিভূষিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। গুহা ও নির্ঝর প্রদেশ সমুদায়ে অসংখ্য দীপবৃক্ষ নিহিত থাকাতে দিবসের ন্যায় শোভা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সুবর্ণময় ঘণ্টাযুক্ত বিচিত্র পতাকা সমুদায় উড্ডীন হইতেছে। স্ত্রী পুরুষগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। ক্রীড়ানিরত, মদমত্ত ও আহ্লাদিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের বাহ্বাস্ফোট, পরস্পর আকর্ষণ এবং কিলকিলাশব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র গৃহ, বিপণী, আপণ, আহার বিহার সামগ্রী, বস্ত্রমাল্য, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ এবং সুরা ও মৈরেয়মিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত দীন, অন্ধ ও দরিদ্রদিগকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতেছেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা সকলেই ঐ পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন। ভগবান্ বাসুদেব ঐ পর্ব্বতে উপস্থিত হওয়াতে উহা ইন্দ্রালয় সদৃশ হইয়া উঠিল।

মহাত্মা বাসুদেব কিয়ৎক্ষণ সেই পর্ব্বতের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদে সাত্যকির সহিত স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা মধুসূদন স্বীয় ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকে অভ্যর্থনা ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বিষণ্ণ বদনে পিতামাতার চরণবন্দনা করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মিষ্টবাক্যে তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলে, বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা কেশব আসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে বসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি অনেকানেক ব্যক্তির মুখে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু তুমি ঐ অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; এক্ষণে কিরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ এবং নানা দেশনিবাসী বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়ের সহিত ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ ও শল্যাদির কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তোমার মুখে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি উহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

পদ্মপলাশলোচন হৃষীকেশ পিতা বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া জননী দেবকীর সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য অতি অদ্ভুত ও বহুল। শত বৎসর কীর্ত্তন করিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করা যায় না। অতএব আমি উহা অতি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ মহাবীর ভীষ্ম কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী ও মহাবীর শিখণ্ডী ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী-সেনার অধিপতি হইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধ দশ দিবস হইয়াছিল। ঐ দশ দিবসের মধ্যে উভয়পক্ষীয় অসংখ্য বীর কালকবলে নিপতিত হন। পরিশেষে মহাবীর শিখণ্ডী অর্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া অনবরত শরনিকরবর্ষী মহাত্মা ভীষ্মকে সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন। ভীষ্মদেব সূর্য্যের উত্তরায়ণকাল পর্য্যন্ত শরশয্যায় শয়ান ছিলেন, পরে উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

শান্তনুনন্দন শরশয্যায় শয়ান হইলে পর অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কৌরবগণের সেনাপতি হইয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে হতাবশিষ্ট নব অক্ষৌহিণী সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মিত্রপ্রতিপালিত বরুণের ন্যায় ভীমসেনকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের সেনাসমুদায়ের রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ঐ মহাবীর পিতৃপরাভববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দ্রোণসংহারাভিলাষে রণস্থলে অতি ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধকালে দিগ্দিগন্ত হইতে আগত বীরগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হন। এই উভয় বীরের পাঁচ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পরিশেষে মহাবীর দ্রোণ সমরাগ্রে একান্তপরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ পাঁচ অক্ষৌহিণী কৌরব সেনা ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন তিন অক্ষৌহিণী পাণ্ডব সেনা লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দুই দিবস ঐ মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরিশেষে মহাবীর কর্ণ বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় অর্জ্জুনের হস্তে নিপতিত হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমরে নিপতিত হইলে, কৌরবগণ নিতান্ত উৎসাহশূন্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে হতাবশিষ্ট তিন অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্যে স্থাপন করিলেন। পাণ্ডবেরাও স্বপক্ষীয় বহুসংখ্য বীর নিহত হওয়াতে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে হতাবশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী সেনার আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত মদ্ররাজের অর্দ্ধ দিবসমাত্র সংগ্রাম হইয়াছিল। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ সংগ্রামস্থলে ভীষণ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিহত করিলেন। মদ্ররাজের নিধনের পর মহাবীর সহদেব জ্ঞাতিবিচ্ছেদের অদ্বিতীয় কারণ দুষ্ট শকুনিকে বিনষ্ট করেন।

শকুনি রণশয্যায় শয়ন করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া গদাগ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত ও দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কুরুরাজকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই হ্রদমধ্যে নিরীক্ষণ করিলেন এবং পাণ্ডবেরা হতাবশিষ্ট সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সেই হ্রদ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরিশেষে রাজা দুর্য্যোধন ভীমের বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া গদাহস্তে সেই হ্রদমধ্য হইতে যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক গদাযুদ্ধে তাঁহাকে সংহার করিলেন। ঐ দিন রজনীযোগে হতাবশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্যগণ শিবিরমধ্যে নিদ্রিত হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সেই অবস্থায় বিনাশ করেন।

এক্ষণে পাণ্ডবগণের পুত্র, মিত্র ও সৈন্যসমুদায় নিহত হইয়াছে, কেবল তাঁহারা পাঁচ জন, যুযুৎসু ও আমি আমরা এই কয়েক ব্যক্তিমাত্র অবশিষ্ট আছি। আর কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্ম্মা এই তিন জন জীবিত আছেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু পাণ্ডবগণের আশ্রয়লাভ করিয়াছিল বলিয়া সমর হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। বিদুর ও সঞ্জয় দুর্য্যোধনের নিধনানন্তর ধর্ম্মরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হে তাত! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে যে সমুদায় ভূপতি নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে স্বর্গলাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিতেছেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এই রূপে পিতার নিকট সমুদায় ভারতযুদ্ধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি দৌহিত্রবধ শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত হন, এই ভয়ে অভিমন্যুর বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন না। ঐ সময় অভিমন্যুজননী সুভদ্রা তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পুত্রের নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল না দেখিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি আমার অভিমন্যুর নিধনবিষয় কীর্ত্তন করিলে না কেন? বসুদেবনন্দিনী এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা বসুদেব কন্যাকে ধরাশায়িনী দেখিয়া দৌহিত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সত্যবাদী হইয়াও কি নিমিত্ত অভিমন্যুর বধ কীর্ত্তন করিলে না? যাহা হউক, এক্ষণে সুভদ্রানন্দনের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব তুমি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। শত্রুগণ আমার দৌহিত্রকে কি রূপে সংহার করিল। হায়! যখন অভিমন্যুকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, কালপূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার প্রিয় অভিমন্যু মৃত্যুসময়ে সংগ্রামমধ্যে তাহার জননী সুভদ্রা এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া কি কথা কহিয়াছিল? সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া ত শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হয় নাই? মরণকালে তাহার মুখমণ্ডল কি নিতান্ত বিকৃত হইয়াছিল? যে মহাতেজা অভিমন্যু বিনীতভাবে আমার নিকট আত্মপরাক্রমের শ্লাঘা করিত, যে সর্ব্বদাই আমার নিকট ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি মহাবীরগণ অন্যায় যুদ্ধে ত সেই বালককে বিনাশ করেন নাই।

মহাত্মা বসুদেব দৌহিত্রশোকে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে, ভগবান্ হৃষীকেশ দুঃখিত মনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! অভিমন্যু সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কখন পলায়ন করে নাই। তাহার মুখ সততই অবিকৃত ছিল। সেই মহাবীর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতিকে নিপাতিত করিয়াছে। যদি এক এক বীর তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই পরাজিত হইত না। বজ্রধারী ইন্দ্রও একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অর্জ্জুন আমার উপদেশানুসারে সংসপ্তকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণ প্রভৃতি সপ্তরথী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বালক সুভদ্রানন্দনের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এককালে তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। তাহাতেই দুঃশাসনতনয় তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। আপনার সেই প্রিয় দৌহিত্র যখন সমক্ষে অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলাভ হইয়াছে; অতএব তাহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মারা কদাচ শোক মোহের বশীভূত হন না। মহাবীর অভিমন্যু মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিয়াছিল, সুতরাং তাহার যে বীর গতি লাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করুন।

ঐ মহাবীর শরশয্যায় শয়ন করিলে ভগিনী সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অন্যান্য কৌরবকুলকামিনীদের সহিত রণস্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মৃতদেহ ক্রোড়ে সংস্থাপন করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রূপসম্পন্না উত্তরা তাঁহার নিকট সমুপস্থিত

হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে পুত্রগণ কোথায়? তাহাদিগকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। দ্রৌপদী এই কথা কহিবামাত্র সমুদায় কুরুবনিতা তুমুল রবে তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে
অনন্তর সুভদ্রা উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার ভর্ত্তা কোথায়? তুমি অবিলম্বে তাহার নিকট আমার আগমন বার্ত্তা কীর্ত্তন কর। বৎস অভিমন্যু প্রতিদিন আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইত, আজি কি নিমিত্ত আগমন করিতেছে না। হা বৎস! তুমি যুদ্ধার্থী হইয়া এই স্থানে আগমন করিলে তোমার মহারথ মাতুলগণ বারংবার তোমাকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তুমি প্রতিদিন আমার নিকট সমুদায় যুদ্ধবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে, কিন্তু আজি আমাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়াও উত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? এই বলিয়া সুভদ্রা শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন।

তখন পাণ্ডবজননী কুন্তী সুভদ্রাকে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! বাসুদেব, সাত্যকি ও অর্জ্জুন অভিমন্যুকে জীবিত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। মনুষ্য মাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। অতএব তুমি পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না। তোমার পুত্র সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছে। মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্রশোকে এরূপ ব্যাকুল হওয়া তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। তোমার বধূ উত্তরা গর্ভবতী হইয়াছেন, ইনি অবিলম্বেই এক সুকুমার নবকুমার প্রসব করিবেন।

মহানুভবা কুন্তী সুভদ্রাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া শোকসংবরণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর শ্রাদ্ধবিধি সমাপন এবং যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেবের বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ রত্ন ও অসংখ্য ধেনু দান করিলেন। তৎপরে তিনি বিরাটদুহিতা উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি পতির নিমিত্ত আর শোক করিও না। এক্ষণে গর্ভস্থ বালককে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যশস্বিনী কুন্তী এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহারই আজ্ঞানুসারে সুভদ্রার সহিত এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এই আমি আপনার নিকট অভিমন্যুর নিধনবৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শোক সংবরণ করিয়া মন স্থির করুন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ভগবান্ হৃষীকেশ এইরূপে অভিমন্যুবধের আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে মহাত্মা বসুদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে শোক পরিত্যাগ করিয়া দৌহিত্রের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পিতার প্রিয়পাত্র স্বীয় ভাগিনেয়ের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া বস্ত্র ও অভিলষিত ধন প্রদান করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ, গাভী, শয়নীয় ও পরিধেয় বস্ত্রাদি লাভ হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া "আপনার ঐশ্বর্য্য সমধিক পরিবর্দ্ধিত হউক" বলিয়া বাসুদেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বলদেব, সাত্যকি ও সত্যক ইঁহারা সকলেই অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন।

এ দিকে হস্তিনানগরে পাণ্ডবগণও অভিমন্যুবিয়োগজনিত শোকে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। বিরাটনন্দিনী উত্তরা স্বামিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বহুদিন অনাহারে কালাতিপাত করাতে তাঁহার গর্ভস্থিত বালকের বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল। তখন মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় জ্ঞান চক্ষুঃপ্রভাবে ঐ বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া হস্তিনানগরে আগমনপূর্ব্বক কুন্তীকে সান্ত্বনা করিয়া উত্তরাকে কহিলেন, ভদ্রে! শোক পরিত্যাগ কর। ভগবান্ বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্যানুসারে তুমি অচিরাৎ সুলক্ষণ নিষ্কর্ষে সমর্থ হইবে। তোমার ঐ পুত্র পাণ্ডবদিগের পরলোক গমনের পর অনায়াসে পৃথিবী প্রতিপালন করিবে।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উত্তরাকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! ভবিষ্যৎ তোমার এক পৌত্র জন্মিবে। উহার প্রভাবে এই সসাগরা ধরিত্রী ধর্ম্মানুসারে রক্ষিত হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে শোক পরিত্যাগ কর; আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। পূর্ব্বে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা মধুসূদন তোমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ মহাবীর অভিমন্যু নিশ্চয়ই দেবগণসেবিত অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে। সুতরাং তাহার নিমিত্ত তোমার ও অন্যান্য কৌরবগণের শোক করা কখনই বিধেয় নহে।

মহর্ষি বেদব্যাস ধনঞ্জয়কে এইরূপ সান্ত্বনা করিলে তিনি শোক পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞানুষ্ঠানের আদেশ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁহার আদেশানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানোপযোগী ধন আহরণার্থ একান্ত সমুৎসুক হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? মরুত্তরাজা ভূগর্ভে যে অর্থরাশি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে উঁহার হস্তগত হইল? তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্যাসদেব প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! আমাদিগের পরম হিতৈষী অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব, আমাদিগের পরম গুরু ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ও পিতামহ ভীষ্ম যাহা কহিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। উহা করিলে উত্তরকালে আমাদিগের সকলেরই মঙ্গললাভ হইবে। ব্রহ্মবেত্তা বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে মঙ্গললাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তিনি এই পৃথিবীকে ক্ষীণরত্না দেখিয়া আমাদিগকে মরুত্ত রাজার সঞ্চিত ধন আহরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। যদি তোমরা সেই ধন আহরণ করিতে সমর্থ ও সম্মত হও, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। এক্ষণে ভীমসেন এ বিষয়ে মত কি; উনি তাহা ব্যক্ত করুন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে মহাবীর বৃকোদর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, উহা আমার অভিমত। যদি আমরা সেই মরুত্তরাজার নিহিত ধনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবান্ ভূতভাবন ও তাঁহার অনুচরগণকে প্রসন্ন করিয়া সেই ধন আনয়ন করিব। যে সকল ভীষণমূর্ত্তি কিন্নর ঐ ধন রক্ষা করিতেছে, ভগবান্ বৃষভধ্বজ পরিতুষ্ট হইলে তাহারা অবশ্যই আমাদের আয়ত্ত হইবে।

মহাবীর ভীমসেন এইরূপে মরুত্তনিহিত অর্থ আনয়নে সম্মতি প্রকাশ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই প্রীত হইলেন। অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও ভীমসেনের সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ সকলে যজ্ঞাহরণ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া শুভদিনে শুভনক্ষত্রে সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণও আদেশপ্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ, ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুকে রাজ্য রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন, মোদক, পায়স ও মাংসনির্ম্মিত পিষ্টকদ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা সমাধান, সাধিক ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ এবং শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও পৃথার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অর্থ আনয়নার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিক লোক সমুদায় পরম আহ্লাদে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

এইরূপে পাণ্ডবগণ কিরণজালমণ্ডিত জ্যোতিষ্কগণের ন্যায় অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া রথনির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করতঃ পরমাহ্লাদে হিমালয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তুতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়া গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র সুশোভিত হওয়াতে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন; অনুযাত্রিকগণ পুলকিত হইয়া মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং সৈনিকগণের কোলাহলে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সরোবর, নদী, বন ও উপবন অতিক্রমপূর্ব্বক সেই সুবর্ণরাশিসম্পন্ন পর্ব্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তপোবলসমন্বিত ব্রাহ্মণগণ ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্রসর করিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে উহাতে আরোহণ ও শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেই শিবিরে শান্তিকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক রাজা, অমাত্য ও সৈনিকগণের যথোচিত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া আপনারা যথাস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে মদোন্মত্ত মাতঙ্গদিগের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র শিবির সন্নিবেশিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়গণ। আমাদিগের এ স্থানে অধিককাল বাস করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব আপনারা অবিলম্বে দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিবার ঠিক শুভনক্ষত্রযুক্ত পবিত্র দিন নিরূপণ করুন। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, তাঁহার হিতচিকীর্ষু ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ। আজি অতি উত্তম দিন, অতএব আজি আমরা সলিল পান করিয়া অবস্থান করি; আপনারাও উপবাসী থাকুন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের বাক্যানুসারে সেই দিন উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়নপূর্ব্বক বিপ্রগণের শাস্ত্রীয় আলাপ শ্রবণ করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বিভাবরী প্রভাত হইবামাত্র ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ। এক্ষণে ভগবান্ ভূতনাথকে পূজোপকরণপ্রদানপূর্ব্বক স্বার্থসাধন বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহাদেবের অর্চনার্থ উপকরণ সামগ্রী সমুদায় আহরণ করিলেন। তখন বেদপারদর্শী পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক চরু প্রস্তুত করিয়া সেই মন্ত্রপূত চরু এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, মোদক, পায়স ও মাংস দ্বারা প্রথমতঃ মহেশ্বরের অর্চনা করিলেন। তৎপরে ভূতগণ, যক্ষেন্দ্র কুবের, মণিভদ্র এবং অন্যান্য ভূতপতি ও যক্ষপতিদিগকে কৃশর, মাংস, তিল ও বহুফলসপরিপূর্ণ ওদন প্রদত্ত হইল। পরিশেষে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গাভী প্রদান করিয়া নিশাচরদিগকে বলি প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভূতনাথের সেই আবাসস্থান ধূপ ও নানাজাতীয় পুষ্পের গন্ধে পরিপূরিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে ভগবান্ রুদ্রদেব ও অন্যান্য গণপতিদিগের পূজা সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ গন্ধাদি পূজোপকরণ লইয়া, যে স্থানে স্বীয় অভিলষিত অর্থরাশি নিহিত ছিল, অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে বিচিত্র পুষ্প, অপূপ ও কৃশর প্রদান পূর্ব্বক ধনাধ্যক্ষ কুবের এবং শঙ্খাদি নিধি ও নিধিপালদিগের পূজা সমাধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তখন দ্বিজাতিগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ভৃত্যগণকে সেই প্রদেশ খনন করিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যগণও তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ খনন করিতে আরম্ভ করিল। উহারা কিয়ৎক্ষণমাত্র ঐ প্রদেশ খনন করিবামাত্র উহা হইতে সুবর্ণময় বহুবিধ বৃহৎ ভাণ্ড, ক্ষুদ্র ভাণ্ড, ভৃঙ্গার, কটাহ, কলস, শরাব ও অন্যান্য, অসংখ্য বিচিত্র পাত্র সমুদ্ভূত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনা হইতে আহরণ করিবার সময় ধনরক্ষণোপযোগী সিন্দুক প্রভৃতি বিবিধ পাত্র এবং অর্থ বহনের নিমিত্ত ষষ্টি লক্ষ উষ্ট্র, একশত বিংশতি লক্ষ ঘোটক, এক লক্ষ হস্তী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ শকট, এক লক্ষ হস্তিনী, অসংখ্য মনুষ্য ও বহুসংখ্যক গর্দ্দভ আনয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই সমুদায় পাত্রে সেই সুবর্ণরাশি সংস্থাপন করিয়া বাহনগণের উপর সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন প্রত্যেক উষ্ট্রে অষ্টসহস্র, প্রত্যেক শকটে ষোড়শ সহস্র ও প্রত্যেক গজে চতুর্বিংশতি সহস্র সুবর্ণপরিমিত ভার এবং ঘোটক, গর্দ্দভ ও মনুষ্যগণের উপর যথাযোগ্য ভার সমর্পিত হইল। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে সেই বিপুল সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় মহাদেবের অর্চনা করিয়া মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশানুসারে পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে বাহনগণ গুরুভারে আক্রান্ত হওয়াতে তিনি প্রতিদিন দুই ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ। এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় উপস্থিত জানিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞের সাহায্য এবং দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা ও অন্যান্য অনাথা ক্ষত্রিয়কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত বলদেবকে অগ্রসর করিয়া সুভদ্রা এবং প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, চারুদেষ্ণ, শাম্ব, গদ, কৃতবর্ম্মা, সারণ, নিশঠ ও উল্মুক প্রভৃতি বীরগণের সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর ও যুযুৎসু যদুবীরদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন। তাঁহারাও পূজিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন।

বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা উপবেশন করিবামাত্র আপনার পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ নিশ্চেষ্ট শবরূপে উত্তরার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সময় অন্তঃপুরস্থ লোকসমুদায় উত্তরার পুত্র হইয়াছে দেখিয়া প্রথমতঃ পুলকিতচিত্তে হর্ষসূচক শব্দ করিয়া উঠিল; কিন্তু অবিলম্বেই তাহারা সেই পুত্রকে মৃত দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে যুযুধানের সহিত সত্বর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহানুভাবা কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুবনিতাদিগের সমাক্রব্যাহারে রোদন করিতে করিতে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আগমন করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিবামাত্র সত্বর তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কুন্তী বাসুদেবের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস। তুমি আমাদিগের পরমগতি, তোমার প্রভাবেই এই কুল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এক্ষণে তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর পুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে গতজীবিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহাকে জীবিত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পূর্ব্বে ইহার জীবনদান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; অতএব সম্প্রতি সেই প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আমাকে ও আমার পুত্রগণকে রক্ষা কর। আমরা এই বালকের আশাতেই জীবিত রহিয়াছি। এই বালক আমার পতি ও শ্বশুর এবং তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর জলপিণ্ডের স্থল। অতএব আজি ইহাকে জীবিত করিয়া অভিমন্যুর প্রেতত্বমুক্তির উপায় বিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অভিমন্যু উত্তরাকে কহিয়াছিলেন, প্রিয়ে। তোমার গর্ভজাতপুত্র মাতুলালয়ে গমনপূর্ব্বক বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নিকট ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্প দিন মধ্যেই প্রতাপশালী হইবে সন্দেহ নাই। তোমার ভাগিনেয়বধূ উত্তরা সর্ব্বদা অভিমন্যুর ঐ কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই বালকের জীবনদান করিয়া কুরুবংশ রক্ষা কর। এই বলিয়া কুন্তী ও অন্যান্য কুরুবনিতাগণ শোকাকুলিতচিত্তে হাহাকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট বালকের জীবন প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কুন্তীকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর বসুদেবনন্দিনী সুভদ্রা একান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! এই দেখ, আজি অর্জ্জুনের পৌত্র অনাথ কৌরবগণের ন্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা ভীমসেনের নিমিত্ত যে ঈষীকাস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, আজি সেই ঈষীকা উত্তরার, অর্জ্জুনের ও আমার উপর নিপতিত হইল। হায়! আজি আমি অভিমন্যুর পুত্রকেও নিহত দেখিলাম। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই অভিমন্যুকে যাহার পর নাই স্নেহ করিতেন; একণে তাঁহারা সেই অভিমন্যুর মৃতপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া কি বলিবেন। আর অভিমন্যুর পুত্রকে মৃত নিরীক্ষণ করা তোমারও অল্প কষ্টের বিষয় নহে। হায়! আজি দ্রোণপুত্রের প্রভাবে পাণ্ডবগণকে নিতান্ত অবসন্ন হইতে হইল। হে ভ্রাতঃ! একণে আমি, দ্রৌপদী ও আর্য্যা কুন্তী আমরা সকলে অবনত মস্তকে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি একবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর। পূর্ব্বে অশ্বত্থামা ঈষীকাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবকুলকামিনীগণের গর্ভস্থ সন্তানদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলে যে, হে নরাধম ব্রাহ্মণাপসদ! তোমার অভিলাষ কখনই পূর্ণ হইবে না। আমি উত্তরার গর্ভস্থ অভিমন্যুর পুত্রকে নিশ্চয়ই সঞ্জীবিত করিব। হে মাধব! আমি তোমার পরাক্রম বিলক্ষণ অবগত আছি। একণে তোমার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অভিমন্যুতনয়কে জীবিত কর। যদি তুমি আজ সেই পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। যদি তুমি জীবিত থাকিতে উত্তরার তনয় পুনর্জ্জীবিত না হয়, তাহা হইলে তোমা হইতে আমার আর কি উপকার হইবে। অতএব জলধর যেরূপ বারিবর্ষণ করিয়া শস্যের জীবন দান করে, তদ্রূপ তুমি আজি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবন প্রদান কর। তুমি ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম, অতএব সত্যপ্রতিপালন করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি মনে করিলে ত্রিলোকের জীবন প্রদান করিতে পার; অতএব মৃত ভাগিনেয় পুত্রের জীবন প্রদান করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমি তোমার মাহাত্ম্য উত্তমরূপে অবগত আছি, এই নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর ও এই পুত্রহীনা ভগিনীর প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের কুলরক্ষা কর।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

মনস্বিনী সুভদ্রা এইরূপে করুণস্বরে বিলাপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অভিমন্যুর মৃত পুত্রকে জীবিত করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তখন তাঁহার সেই অমৃতময় বাক্য শ্রবণে অন্তঃপুরস্থ লোকসমুদায়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ অভিমন্যুতনয়ের জন্মভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ গৃহ বিবিধ মাল্য দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়াছে; উহার চতুর্দিকে পূর্ণকুম্ভ ঘৃত, তিন্দুককাষ্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ ও শাণিত অস্ত্র, প্রভৃতি রক্ষোঘ্ন দ্রব্য সমুদায় বিকীর্ণ রহিয়াছে, স্থানে স্থানে হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে এবং বৃদ্ধনারী ও চিকিৎসানিপুণ বৈদ্যগণ তথায় অবস্থান করিতেছে। বাসুদেব ঐ গৃহের ঐরূপ যথোচিত সজ্জা দেখিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদী সত্বর বিরাটতনয়া উত্তরার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এই দেখ, তোমার শ্বশুর অচিন্ত্যাত্মা অপরাজিত ভগবান্ মধুসূদন তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন। যাজ্ঞসেনী এই কথা কহিবামাত্র বাষ্পকুললোচনা বিলাপিনী উত্তরা বস্ত্র সংবরণ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন পূর্ব্বক করুণস্বরে কহিলেন, ভগবন্! কেবল আমার পতি অভিমন্যু যে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন এরূপ নহে, আজি আমাকেও এই পুত্রশোকে তাঁহার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল। একণে আমি বারংবার আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার এই ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ কুমারকে জীবিত করুন। যদি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ, ভীমসেন বা আপনি আমাদিগকে কহিতেন যে, এই ঈষীকা দ্বারা উত্তরার প্রাণনাশ হউক, তাহা হইলে আমার প্রাণবিয়োগই হইত, কিন্তু আমাকে কখনই এরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। হায়! ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমার এই গর্ভস্থ বালককে নিপাতিত করিয়া ব্রাহ্মণাধম দুর্ব্বুদ্ধি অশ্বত্থামার কি ফল লাভ হইল। যাহা হউক একণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। যদি আপনি আমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি এই কুমারে যাহা যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, দ্রোণপুত্র তৎসমুদায়ই উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সুতরাং একণে আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? আমি মনে করিয়াছিলাম যে, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে আপনার চরণে প্রণিপাত করাইব, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ফলতঃ আমার মনে যে সমুদায় আশা ছিল, মৃতপুত্র নিরীক্ষণে তৎসমুদায়ই এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। একণে আপনি একবার আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র নিপাতিত পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই পুত্র ইহার পিতার ন্যায় নৃশংস ও কৃতঘ্ন, তাহা না হইলে আজি এই পাণ্ডবকুলের বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিল কেন? হায়! আমার তুল্য জীবিতপ্রিয় নৃশংস রমণী আর কেহই নাই। আমার পতি অভিমন্যু সংগ্রামশায়ী হইলে আমি অচিরাৎ তাঁহার অনুগামিনী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহা পূর্ণ করিলাম না। একণে আমি দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে কি বলিবেন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

পুত্রশোকাকুলা উত্তরা এইরূপে উন্মত্তার ন্যায় করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন তত্রত্য যাবতীয় কৌরবরমণী তাঁহাকে শোকসন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের সমুদায় গৃহ একবারে আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিরাটকুমারী উত্তরা পুনরায় সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অভিমন্যুর পুত্র। তোমাতে ত অধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। তবে আজি তুমি কি নিমিত্ত ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিয়াও ইহাকে অভিবাদন করিতেছ না? একণে তুমি তোমার পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিবে, "পিতঃ! কাল পরিপূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্তই আমার জননী উত্তরা মৃত্যুকে প্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়াও আপনার ও আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে দীনভাবে জীবনধারণ করিতেছেন"। অথবা তোমারও কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। আজি আমি ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক বিষভোজন বা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। হায়! আমার হৃদয় কি কঠিন একণে পতি ও পুত্র উভয়ের বিরহেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। হা পুত্র! তুমি একবার গাত্রোত্থান কর। তোমার প্রপিতামহী কুন্তী, পিতামহী পাঞ্চালী ও সুভদ্রা এবং জননী আমি, আমরা সকলেই তোমার শোকে ব্যাধবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। ঐ তোমার পিতামহসখা ভগবান্ বাসুদেব তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত রহিয়াছেন, তুমি গাত্রোত্থান করিয়া উঁহার মুখকমল দর্শন কর। বিরাটকুমারী উত্তরা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে নিপতিত হইলে কৌরবমহিলারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন। তখন উত্তরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিষ্ঠ হইয়া বারংবার বাসুদেবকে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

বিরাটতনয়া এইরূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলে মহাত্মা মধুসূদন কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আচমন পূর্ব্বক সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তরাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিও না। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। এই দেখ, আমি সর্ব্বসমক্ষে তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। ভগবান্ বাসুদেব উত্তরাকে এই কথা কহিয়া সর্ব্ব-

অধর্মে পূর্ব্বেও কখন কহি নাই যে "আমি কখনই যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই নাই; সত্য ও ধর্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমি ধর্ম ও ব্রাহ্মণের প্রতি সতত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি; প্রিয় সখা অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাপি বিরোধ হয় নাই এবং আমি ধর্ম্মানুসারে কংস ও কেশীকে নিপাতিত করিয়াছি; অতএব আমার সেই সমুদায় পুণ্যবলে এই অভিমন্যুর পুত্র অচিরাৎ জীবন লাভ করুক।" মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র সেই উত্তরাগর্ভসম্ভূত বালক সচেতন হইয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিসংহার পূর্ব্বক অভিমন্যুতনয়ের জীবন দান করিলে, ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং সেই বালকের তেজঃপ্রভাবে সূতিকা গৃহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য রাক্ষসগণ অচিরাৎ সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে বাসুদেবের প্রতি বারংবার সাধুবাদ হইতে লাগিল। ঐ সময় উত্তরাগর্ভসম্ভূত বালককে হস্তপদ সঞ্চালনাদি কার্য্য করিতে দেখিয়া কুরুকামিনীগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা বাসুদেবের আদেশানুসারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। জলনিমগ্ন ব্যক্তি নৌকাপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং কৌরব পত্নীগণ মহা আনন্দিত হইয়া বারংবার কেশবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মল্ল, নট, দৈবজ্ঞ এবং সূত ও মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ কুরুবংশসমুচিত স্তুতিবাদ দ্বারা জনার্দ্দনকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর উত্তরা যথাকালে উত্থিত হইয়া পুত্রের সহিত মহা আহ্লাদে বাসুদেবকে অভিবাদন করিলেন। তখন মহাত্মা কৃষ্ণ ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রফুল্লচিত্তে সেই সুকুমার নবকুমারকে বিবিধ মহামূল্য রত্ন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, যখন কুল পরিক্ষীণ হইবার সময় এই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহার নাম পরীক্ষিৎ হউক। অনন্তর সেই বালক শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে হস্তিনানগরস্থ সমুদায় লোকেরই মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পিতা জন্মগ্রহণ করিলে তাহার এক মাস পরে পাণ্ডবগণ সেই অর্থরাশি সমভিব্যাহারে হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা, পাণ্ডবগণ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমনার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। বিবিধ মাল্য, বিচিত্র পতাকা ও নানাপ্রকার ধ্বজ দ্বারা হস্তিনানগর সমলঙ্কৃত হইল এবং ধনাঢ্য পুরবাসীরা স্ব স্ব গৃহ সমুদায় বিবিধ গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থে সমুদায় দেবালয়ে পূজা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। রাজমার্গ সমুদায় বিবিধ বিচিত্র পুষ্প দ্বারা সমলঙ্কৃত হইল। নগরের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রনির্ঘোষের ন্যায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। বন্দিগণ স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে গায়কগণ সঙ্গীত ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করাতে ঐ নগর অলকাপুরীর ন্যায় শোভমান হইল এবং ইতস্ততঃ পতাকা সমুদায় পবনবেগে পরিচালিত হইয়া যেন কৌরবগণকে দিক্ প্রদর্শন করাইতে লাগিল। ঐ সময় রাজপুরুষগণ রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজি সমুদায় রাজ্য রত্নাভরণে বিভূষিত হইবে।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর শত্রুতাপন বাসুদেব অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের নিকট সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাদের সহিত নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণের পদশব্দ ও রথচক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে ভূমণ্ডল, স্বর্গমণ্ডল ও অন্তরীক্ষমণ্ডল [illegible] হইল। পাণ্ডবেরা [illegible] সেই অর্থরাশি [illegible] সুহৃদ্গণের সহিত [illegible] প্রবিষ্ট হইলেন এবং [illegible] তাঁহারা প্রণয়সহকারে পরিশেষে গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন এবং বিদুর ও যুযুৎসুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর অভিমন্যুতনয়ের অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। তখন তাঁহারা বাসুদেবের সেই অলৌকিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে সত্যবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস হস্তিনানগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরবগণ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মারা যথাবিধানে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে যে অর্থরাশি আহরণ করিয়াছি, উহা অশ্বমেধযজ্ঞে পর্য্যবসিত করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। এক্ষণে আপনি ঐ বিষয়ে অনুজ্ঞা করুন। আমরা অবশ্যই আপনার ও মহাত্মা বাসুদেবের একান্ত অধীন।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি; তুমি অচিরাৎ প্রভূত দক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমুদায় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তুমি ঐ যজ্ঞ সমাধান করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠানে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, কেশব! তুমি জন্মগ্রহণ করাতে দেবকী সুসন্তানজননী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আমি তোমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করি, তুমি তাহাই সম্পাদন করিয়া থাক। আমি তোমার প্রভাবেই এই রাজ্যাদি বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতেছি। তুমিই স্বীয় পরাক্রম ও বুদ্ধিকৌশলে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি স্বয়ং যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি আমাদিগের পরম গুরু। তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই আমি নিষ্পাপ হইব। তুমিই যজ্ঞ, তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই সমুদায় জীবের একমাত্র গতি। এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আপনি নিতান্ত সৎস্বভাবাপন্ন ও বিনয়ী বলিয়াই আমাকে প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু আমার মতে আপনিই সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। আপনি ধর্ম্মপ্রভাবে কৌরবদিগের মধ্যে বিরাজিত হইয়াছেন। আপনার অশেষবিধ গুণ দ্বারাই আমি গুণবান্ হইয়াছি। আপনি আমাদিগের রাজা ও গুরু। এক্ষণে আপনিই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আপনার যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, আমাকে সেই বিষয়ে নিয়োগ করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, আপনি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, আমি তাহাই নির্ব্বাহ করিব। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগের সকলের যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইবে।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রকৃত কাল বিবেচনা করিয়া আমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করুন। আমার যজ্ঞ আপনারই আয়ত্ত।

বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্! যে সময়ে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পৈল, যাজ্ঞবল্ক্য ও আমি, আমরা তিন জনে নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। চৈত্র পৌর্ণমাসীতে তোমাকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় আহরণ এবং অশ্ববিদ্যাভিজ্ঞ সারথি ও ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞীয় অশ্ব পরীক্ষা করিতে আদেশ কর। ঐ অশ্ব শাস্ত্রানুসারে উন্মুক্ত হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তোমার প্রদীপ্ত যশঃশশীর জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া প্রত্যাগমন করিবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশানুসারে সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমুদায় যজ্ঞীয় সামগ্রী সমাহৃত হইলে, তিনি বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! যজ্ঞীয় উপকরণ সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে। তখন মহর্ষি কহিলেন, আমরা যথাকালে তোমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত [illegible]

রহিয়াছি। এক্ষণে ঐ যজ্ঞে স্রুক প্রভৃতি আর আর যে সমুদায় দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, তুমি তৎসমুদায় স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করাও। অদ্যই তোমাকে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিতে হইবে। ঐ অশ্ব যেন সুরক্ষিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করে।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! সেই অশ্বকে কিরূপে উন্মুক্ত করিতে হইবে এবং তুরঙ্গম পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে, আপনি তদ্বিষয়ে আদেশ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! ভীমসেনের কনিষ্ঠ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, আজানুলম্বিতবাহু অভিমন্যুর পিতা, নিবাতকবচান্তক মহাবীর অর্জ্জুনই ঐ অশ্বকে রক্ষা করিবেন। তিনি অনায়াসে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিতে পারেন। তাঁহার নিকট দিব্য অস্ত্রশস্ত্র, দিব্য শরাসন ও দিব্য তূণীর বিদ্যমান আছে। তিনি ধার্ম্মিক ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, অতএব তাঁহারই উপর এই গুরুতর ভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। ভীমসেন ও নকুল ইহাঁরাও পরম তেজস্বী ও অমিতপরাক্রমশালী, অতএব ঐ বীরদ্বয় রাজ্য প্রতিপালন করুন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হউন। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি এই যজ্ঞীয় অশ্বের প্রতিপালনে নিযুক্ত হও। তুমি ভিন্ন আর কেহই এই অশ্বরক্ষায় সমর্থ নহে। যে যে ভূপতি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ না করিবার চেষ্টা এবং তাঁহাদিগের নিকট আমার এই যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিও। অতঃপর তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্ব লইয়া গমন কর।

রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেন ও নকুলের প্রতি রাজ্যভার এবং সহদেবের প্রতি কুটুম্বদিগের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর দীক্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে পুরোহিতগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। তখন তিনি ঋত্বিক্‌গণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ স্বর্ণমালা, কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ করাতে তাঁহাকে যজ্ঞদীক্ষিত প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ঋত্বিক্‌গণ ও মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার তুল্য বেশ ভূষা ধারণ করিয়া হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বেদব্যাস শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তখন অর্জ্জুন অশ্বের অনুগমনে উদ্যত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অশ্ব! তোমার মঙ্গললাভ হউক, তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; অচিরাৎ এই স্থানে প্রত্যাগমন করিও। মহাবীর ধনঞ্জয় এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে অঙ্গুলিত্র ধারণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন কম্পিত করিয়া মহাহ্লাদে সেই অশ্বের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ও অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাদিগের গাত্র সংঘর্ষে দারুণ উত্তাপ সমুত্থিত এবং কোলাহল শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় উহারা "ঐ অশ্ব গমন করিতেছে, ঐ ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন, মহাবীর অর্জ্জুন ঘোটকের সাকুত নির্ব্বিঘ্নে গমন ও প্রত্যাগমন করুন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ কহিল, অত্যন্ত জনতা হওয়াতে আমরা অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইতেছি না; উহাঁর সর্ব্বলোক বিখ্যাত ভীমনিনাদ গাণ্ডীব শরাসনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পরিশেষে উহাঁর ও ঐ অশ্বের যেন কোন বিপদ্ না হয়। তিনি নিশ্চয়ই অশ্ব লইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলে, তখন আমরা উহাঁকে দর্শন করিব।

[illegible] মহাবীর ধনঞ্জয় পুরবাসী স্ত্রী পুরুষদিগের [illegible] মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। [illegible] একটী [illegible] শিষ্যঃ [illegible] তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং অন্যান্য [illegible] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রথমতঃ উত্তরদিকে গমন করিয়া অন্যান্য রাজ্য বিমর্দ্দিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে গমন করিল। মহাত্মা অর্জ্জুনও ক্রমে ক্রমে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে কতশত নরপতি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কিরাত, যবন, ম্লেচ্ছ ও আর্য্য প্রভৃতি যে সমুদায় ধনুর্দ্ধর পরাজিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে নানাদেশ সমাগত নরপতিদিগের সহিত অর্জ্জুনের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐ সমুদায় যুদ্ধে কিছুমাত্র ক্লেশভোগ করেন নাই। অতঃপর যে যে যুদ্ধ উভয়পক্ষের সন্তাপকর হইয়াছিল, সেই ঘোরতর সংগ্রাম সমুদায়ের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ত্রিগর্ত্তদেশীয় যে সমুদায় বীর নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মহারথ পুত্রপৌত্রগণ আপনাদিগের অধিকারমধ্যে পাণ্ডবগণের যজ্ঞীয় অশ্ব সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সকলে সুসজ্জিত হইয়া ঐ অশ্বকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিনয়বাক্যে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় যখন যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হন, সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত ভূপতিগণের পুত্রপৌত্রাদিকে বিনাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ হওয়াতে অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তদিগের শরবৃষ্টি সহ্য করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে অধার্ম্মিক ত্রিগর্ত্তগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও; প্রাণরক্ষা করাই তোমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে বারংবার নিবারণ করিলেও ত্রিগর্ত্তগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল না। তখন অর্জ্জুন শরজাল দ্বারা ত্রিগর্ত্তাধিপতি সূর্য্যবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিগর্ত্তগণ রথচক্রের ঘর্ঘর ঘোষে দিক্‌সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূর্য্যবর্ম্মাও স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি একশত শরনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় সূর্য্যবর্ম্মার অনুচরগণ অর্জ্জুনের বিনাশ কামনায় তাঁহার প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদায় শর ছেদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর কেতুবর্ম্মা ভ্রাতার সাহায্যার্থ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল ধনঞ্জয় কেতুবর্ম্মাকে সমাগত দেখিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কেতুবর্ম্মা পার্থশরে নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহারথ ধৃতবর্ম্মা রথারূঢ় হইয়া সংগ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক শরজাল দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ঐ বালকের অসামান্য হস্তলাঘব দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় ধৃতবর্ম্মা যে, কোন সময়ে শরগ্রহণ, কোন সময়ে শরসন্ধান ও কোন্ সময়ে শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে ধৃতবর্ম্মার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে নিতান্ত বালক দেখিয়া দয়া করিয়া উহার প্রাণসংহার করিলেন না। অনন্তর মহাবীর ধৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনের হস্তে এক সুতীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন ঐ শরে বিদ্ধ [illegible] বিমোহিত হওয়াতে তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব শরাসন ভূতলে নিপতিত হইয়া ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃতবর্ম্মা আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত হইতে রুধিরধারা [illegible] সেই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। [illegible] ভূতলে ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় ত্রিগর্ত্ত-

দেখিয়া অন্যান্য বীরগণ অর্জ্জুনকে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া ধৃতবর্ম্মার সাহায্যার্থ ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য লৌহনির্ম্মিত শরনিকর দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে অষ্টাদশ যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। ঐ অষ্টাদশ যোদ্ধা নিহত হইলে অন্যান্য যোধগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সংগ্রাম হইতে নানাদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া পুনরায় তাহাদিগের প্রতি আশীবিষতুল্য শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আজি আমরা আপনার কিঙ্কর হইলাম। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভূপালগণ! তোমরা যখন আমার বশীভূত হইলে, তখন আমি কখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিব না। অতঃপর আমাদের আজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। এই বলিয়া পাণ্ডুনন্দন সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগ্জ্যোতিষদেশে সমুপস্থিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন ভগদত্তপুত্র মহাবীর বজ্রদত্ত সেই অশ্বকে স্বীয় অধিকারমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া উহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ব্যাপার দর্শনে অচিরাৎ গাণ্ডীব আস্ফালন পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু ঐ রূপে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তখন তিনি পুনর্ব্বার নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বর্ম্মধারণ ও এক মত্তমাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত চামর বীজন করিতে করিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর বজ্রদত্ত এইরূপে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই পর্ব্বতাকার যুদ্ধদুর্ম্মদ মত্তমাতঙ্গকে তাঁহার অভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। গজরাজ বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে নিপীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের সমীপে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই নাগেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক বজ্রদত্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনলতুল্য অসংখ্য তোমর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তোমর সমুদায় শলভ সমূহের ন্যায় মহাবেগে অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অর্দ্ধপথেই সেই সমুদায় অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তোমর সমুদায় ছিন্ন হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য সুবর্ণপুঙ্খ শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজা বজ্রদত্ত সেই শরনিকরে বিদ্ধ ও নিতান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন, কিন্তু ঐ সময় তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল না। তখন তিনি পুনরায় সেই মত্ত মাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া বিজয় লাভের বাসনায় তাহাকে অর্জ্জুনাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মাতঙ্গের প্রতি আশীবিষতুল্য ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। গজবর সেই গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরজালে বিদ্ধ হইয়া শোণিতক্ষরণ পূর্ব্বক গৈরিকধাতুস্রাবী ভূধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

এই রূপে তিন দিন বজ্রদত্তের সহিত ধনঞ্জয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে চতুর্থ দিন উপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বজ্রদত্ত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন! আর অধিক ক্ষণ তোমাকে জীবিত থাকিতে হইবে না; আমি অবিলম্বেই তোমাকে নিপাতিত করিয়া তোমার শোণিত দ্বারা পিতার যথাবিধি তর্পণ ক্রিয়া সম্পাদন করিব। তুমি আমার বৃদ্ধ পিতা ভগদত্তকে সংহার করিয়াছ, কিন্তু আজি এই বালকের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এই বলিয়া বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে হস্তিসঞ্চালন করিলেন। গজবর বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে তাড়িত হইয়া দূর হইতে অর্জ্জুনের উপর শুণ্ডবারি নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডাগ্রবিনির্গত সলিলে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত সলিলশীকরে সমাকীর্ণ নীলপর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতাকার গজরাজ মেঘের ন্যায় বারংবার গম্ভীর শব্দ ও নৃত্য করিতে করিতে মহারথ অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইল। গাণ্ডীবধারী মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রদত্তের ভীষণ হস্তীকে সমাগত দেখিয়া কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। ঐ সময় পূর্ব্ববৈরস্মরণ ও কার্য্যের ব্যাঘাত দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্রোধের উদয় হওয়াতে তিনি বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা সেই ভীষণ বারণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মত্তমাতঙ্গ অর্জ্জুনশরনিকরে সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এই রূপে সেই মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুনও সুশাণিত শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার বাণসমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ সেই বীরদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় অর্জ্জুনের প্রতি সেই পর্ব্বতোপম হস্তীকে প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় ঐ নাগেন্দ্রকে পুনরায় সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া তাহার প্রতি এক অগ্নিতুল্য নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন গজরাজ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া বজ্রবিদারিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

হস্তী ভূতলশায়ী হইলে মহাবীর বজ্রদত্তও তাহার সহিত ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বজ্রদত্ত! তোমার ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। আমার আগমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কহিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে ভূপতিগণ বা যোদ্ধাদিগকে নিপাতিত না করিয়া বিনয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিবে মহাশয়গণ! মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে গমন করিবেন, হে ভগদত্তকুমার! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছি বলিয়া এক্ষণে তোমাকে বিনাশ করিব না। তুমি নির্ভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন কর। আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন, তোমরা ঐ দিবস হস্তিনায় গমন পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতে হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মহারাজ বজ্রদত্ত তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অতঃপর হতাবশিষ্ট সিন্ধুদেশীয় যোধগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যজ্ঞীয় অশ্ব সিন্ধু দেশে প্রবিষ্ট হইলে অর্জ্জুনও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন সিন্ধু দেশীয় ভূপালগণ অর্জ্জুনকে আপনাদিগের অধিকার মধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে নির্ভয়চিত্তে নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে ধারণ করিলেন। ঐ সময়ে গাণ্ডীবধারী মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগের অদূরে ভূমিতলে পদাতিরূপে ছিলেন। সিন্ধুরাজ পরাক্রান্ত সৈন্যগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিধন ও আপনাদিগের পরাজয় বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক নির্ভয় হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ক্রমাগত রোষ ও কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় তৎকালে তাঁহাদের উপরি একটিও শর নিক্ষেপ করিলেন না। অর্জ্জুন এই রূপে যুদ্ধে অসাধ্য প্রদর্শন করিলেও সৈন্যগণ রণে ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত এক কালে সহস্র রথ ও অযুত অশ্ব দ্বারা পাণ্ডুতনয়কে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক আহ্লাদে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ঐ সমস্ত বীরগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘপরিবৃত সূর্য্য ও পঞ্জর মধ্যগত পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার গাত্রে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার কষ্টের পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে বাণ বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ত্রিলোকমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাহু এককালে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়কেই গ্রাস করিল। উল্কাসমুদায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সূর্য্যকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। কৈলাস পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দেবর্ষিগণ দুঃখশোকসমন্বিত ও ভীত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমণ্ডল আকাশ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দিক্ সমুদায় ধূমাচ্ছন্ন হইয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিল এবং নভোমণ্ডলে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রায়ুধ সমন্বিত অরুণ বর্ণ মেঘজাল উদিত হইয়া মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলে মহাত্মা অর্জ্জুন নিতান্ত মোহাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব শরাসন ও বলয় ভূমিতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সিন্ধুদেশীয় মহারথগণ যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবগণ অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও সপ্তর্ষিগণ তাঁহার বিজয়লাভের নিমিত্ত মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ অর্জ্জুনের বলাধান বিষয়ে যত্নবান্ হইলে অচিরাৎ তাঁহার মোহ দূরীভূত হইল। তখন তিনি সেই গাণ্ডীবশরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্ব্বক বারংবার ভীষণ জ্যাশব্দ করিয়া, পুরন্দর যেমন বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরগণ সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শলভনিচয়সমাকীর্ণ পাদপসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাঁহার জ্যাশব্দে নিতান্ত ভীত ও শরাঘাতে একান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়া সংগ্রাম মধ্যে অলাতচক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিকরে দিক্সমুদায় সমাচ্ছন্ন হইল এবং তিনি শরজাল দ্বারা সেই মেঘজাল সদৃশ সৈন্য সমুদায়কে বিদারণ পূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সিন্ধুদেশীয় যোধগণকে পরাজিত করিয়া সংগ্রামস্থলে হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে সৈন্যগণ পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা অর্জ্জুন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সুসজ্জিত ও মৃত্যুমুখে গমনোদ্যত দেখিয়া হাস্যমুখে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজয় করিতে চেষ্টা কর। একণে তোমাদিগের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই আমি তোমাদের শরজাল নিবারণ করিয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। তোমরা যুদ্ধমদে আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি অচিরেই তোমাদিগের দর্প চূর্ণ করিব। মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে সৈন্যগণকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার অগ্রজ যুধিষ্ঠির আমাকে কহিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! নিহত না করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। অতএব রাজা যুধিষ্ঠির কথা আমার অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে। অতএব আমি এই সমুদায় ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট না করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করি।

অর্জ্জুন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সিন্ধুদেশীয় যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণকে পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! আমি তোমাদিগের শ্রেয়োলাভার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে, আমি কদাচ তাহার হিংসা করিব না। অতএব তোমরা আমার বাক্যানুসারে আপনাদিগের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও, নতুবা তোমাদিগকে যার পর নাই ভীত ও বিপন্ন হইতে হইবে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, সিন্ধুদেশীয় বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পরাক্রান্ত সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি অসংখ্য নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদায় আশীবিষতুল্য তীক্ষ্ণ বাণ অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া প্রত্যেক বীরকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সিন্ধুদেশীয় বীরগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধ স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অসংখ্য প্রাস ও শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় ঐ সমুদায় অস্ত্র অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই বিজয়াকাঙ্ক্ষী সমাগত বীরগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ পলায়নপরায়ণ, কেহ কেহ পুনরায় অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান ও কেহ কেহ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করাতে সংগ্রামস্থলে পরিবর্দ্ধিত সাগরের শব্দের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। সিন্ধুদেশীয় বীরগণ মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন কর্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়াও উৎসাহ সহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা তাঁহাদের অনেককে সংজ্ঞাশূন্য এবং সৈন্য ও বাহন সমুদায়কে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন।

এইরূপে সৈন্যগণ যাহার পর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রদুহিতা দুঃশলা সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বালক পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যোধগণের শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ভগিনী দুঃশলাকে সমাগত দেখিয়া গাণ্ডীব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমাকে তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, কীর্ত্তন কর। মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে দুঃশলা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার ভাগিনেয় সুরথের এই বালক পুত্র তোমাকে অভিবাদন করিতেছে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, ভগিনি! একণে আমার ভাগিনেয় সুরথ কোথায়?

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, দুঃশলা নিতান্ত শোকাকুলিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমার পুত্র সুরথ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। একণে আমি তাহার মৃত্যুবৃত্তান্ত তোমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আমার ভর্ত্তা সংগ্রামশায়ী হইলে, বৎস সুরথ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। একণে তুমি অশ্বের অনুসরণ ক্রমে যুদ্ধার্থী হইয়া এই স্থানে সমাগত হইয়াছ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র সে নিতান্ত বিষণ্ণ ও ভূতলে নিপতিত হইয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমি তাহাকে এইরূপে নিহত দর্শন করিয়া তাহার এই বালকপুত্র সমভিব্যাহারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্রতনয়া এই কহিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তখন দুঃশলা পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! আজি তুমি কুলাধম দুর্য্যোধন ও মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথের বৈরভাব বিস্মৃত হইয়া তোমার এই ভগিনী দুঃশলা ও ভাগিনেয়পুত্রের প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর। অভিমন্যু হইতে যেরূপ তোমার পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছে, তদ্রূপ আমার এই পৌত্রটি সুরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আজি আমি যোধগণের শান্তিকার্থ এই বালকের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এই বালক তোমার ভাগিনেয়ের পুত্র, অতএব ইহার প্রতি প্রসন্ন হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই দেখ, এই বালক মস্তক

হইয়া তোমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তোমার নিকট পরিত্যক্ত [illegible] করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহার পিতার [illegible] সম্মুখে [illegible] বিস্মৃত হইয়া এই [illegible] প্রতি [illegible] হও।

দুঃশলা করুণস্বরে এই কথা কহিলে, মহাত্মা অর্জ্জুন গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণপূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মের নিন্দা করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে কহিলেন, ক্ষত্রধর্ম্মে ধিক্! আমি ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সমুদায় বন্ধুবান্ধবকে কালকবলে প্রবেশিত করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি দুঃশলাকে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহানুভাবা দুঃশলা যোধগণকে সংগ্রামে নিবৃত্ত হইতে আদেশ ও অর্জ্জুনকে যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক পুনরায় গাণ্ডীবহস্তে সেই কামচারী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মৃগের অনুগামী পিনাকপাণি দেবদেব মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ তুরঙ্গম স্বেচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করিতে করিতে মণিপুরে সমুপস্থিত হইল, তখন মহাবীর অর্জ্জুনও তাহার সহিত ঐ স্থানে গমন করিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা ধনঞ্জয় মণিপুরে সমুপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজ বভ্রুবাহন তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রকে বিনীতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এরূপ বিনীতভাব আশ্রয় করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যখন আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধকামনায় তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, তখন তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না? তোমার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবহিষ্কৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; তোমাকে ধিক্! যখন তুমি আমাকে যুদ্ধার্থ সমাগত জানিয়াও বিনীতভাবে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন তোমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। তোমাতে কিছুমাত্র পুরুষকার নাই। তুমি স্ত্রীজাতির ন্যায় নিতান্ত অসার। যদি আমি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার নিকট এইরূপ বিনীতভাবে আগমন করা তোমার পক্ষে দোষাবহ হইত না।

মহাবীর অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে এইরূপে তিরস্কার করিলে, তিনি অধোমুখ হইয়া কর্ত্তব্যবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নাগকন্যা উলূপী ঐ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া পৃথিবী বিদারণপূর্ব্বক আগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সপত্নীপুত্র অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়া অধোমুখে চিন্তা করিতেছেন। তখন নাগনন্দিনী সপত্নীপুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার বিমাতা উলূপী; তোমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্য শ্রবণ ও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। তোমার পিতা যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার অধিকারমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে উনি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।

উলূপী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহাবীর বভ্রুবাহন তাঁহার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং অচিরাৎ [illegible] বর্ম্ম ও সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া অসংখ্য তূণীরসম্পন্ন, [illegible] ভূষিত [illegible] অশ্বযুক্ত, [illegible] রথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতার অভিমুখে গমন [illegible] অনুচরদিগকে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। [illegible] তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সেই তুরঙ্গমকে গ্রহণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় প্রীত মনে সেই রথারূঢ় পুত্রের প্রতি শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহনও আশীবিষতুল্য নিশিত শরনিকর দ্বারা অর্জ্জুনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পিতাপুত্রের সংগ্রাম দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর বভ্রুবাহন হাস্যমুখে মহাত্মা কিরীটীর জত্রুদেশ লক্ষ্য করিয়া এক আনতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণ অর্জ্জুনের জত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া পন্নগ যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া গাণ্ডীব শরাসন অবলম্বন ও দিব্যতেজঃ ধারণ পূর্ব্বক মৃতকল্প হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আজি আমি তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়া তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি বাণনিক্ষেপ করিতেছি, তুমি স্থিরভাবে আমার সহিত সংগ্রাম কর। এই বলিয়া ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনের প্রতি অসংখ্য নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বভ্রুবাহনও অচিরাৎ ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য নারাচনিকর দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য করিয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা বভ্রুবাহনের স্বর্ণময় তালতরু সদৃশ ধ্বজযষ্টি ছেদন করিয়া বৃহৎকায় অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এইরূপে রথ ধ্বজশূন্য ও অশ্ববিহীন হইলে মহাবীর বভ্রুবাহন অচিরাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও পুত্রের সেই অসাধারণ পরাক্রম দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাবল পরাক্রান্ত বভ্রুবাহন পিতাকে সংগ্রামে বিমুখ বোধ করিয়া আশীবিষ তুল্য শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়ন পূর্ব্বক বালস্বভাব চপলতা নিবন্ধন তাঁহার হৃদয়ে এক সুপুঙ্খ নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণে অর্জ্জুনের মর্ম্মভেদ হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয় মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা বভ্রুবাহন ইতিপূর্ব্বে বহু পরিশ্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনকে নিহত দর্শন করিবামাত্র তিনিও মোহাবিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

অশীতিতম অধ্যায়।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ও বভ্রুবাহন সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সমরভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি সম্মুখে নাগরাজদুহিতা উলূপীকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, উলূপি! ঐ দেখ অস্মদ্বিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় আমার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তুমিই ঐ মহাবীরের নিধনের মূলীভূত কারণ। তুমি পরামর্শ না দিলে আমার পুত্র কখনই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। এই ত তুমি পতিব্রতা! এই তোমার ধর্ম্মজ্ঞান! আজি তোমার নিমিত্তই তোমার স্বামী নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন! যাহা হউক, যদি ধনঞ্জয় তোমার নিকট অশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তথাপি আমি বিনয়বাক্যে কহিতেছি, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজি উঁহার জীবন প্রদান কর। হায়! পুত্র দ্বারা পতির বিনাশ সাধন করিয়া তোমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না! এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তুমি ত্রিলোকমধ্যে ধার্ম্মিকা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। সমরনিহত পুত্রের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, কিন্তু তুমি ঐ পুত্র দ্বারা যাঁহাকে আজি সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিয়াছ, আমি কেবল তাঁহারই নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি।

শোকার্ত্তা চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি কৌরবনাথ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত [illegible] এক্ষণে অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার [illegible] নিশ্চিন্ত হইয়া [illegible] [illegible] হয়। আমি তোমার [illegible]

করিয়া দিয়াছি। আমার জীবন তোমারই অধীন। তুমি কত মৃত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছ; এক্ষণে কি নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলে?

যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনরায় উলূপীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! ঐ দেখ, আমাদিগের পতি ধরাশয্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। তুমি পুত্র দ্বারা উঁহার বিনাশসাধন করিয়াও অনুতাপ করিতেছ না। আমি এই বালক বভ্রুবাহনের জীবন প্রার্থনা করিতেছি না, কেবল লোহিতলোচন ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত হউন, এই আমার প্রার্থনা। উনি বহু সংখ্যক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি উঁহার প্রতি অনাদর করিও না। বহু ভার্য্যাপরিগ্রহ করা পুরুষদিগের দোষাবহ নহে। বিধাতাই পরিণয়কার্য্যের সংঘটনকর্ত্তা। তাঁহার নিয়মানুসারেই ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই পরিণয় সার্থক কর। আজি যদি তুমি এই পতিকে পুনরুজ্জীবিত না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব।” শোকবিহ্বলা চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা কহিয়া বহুতর বিলাপ করিবার পর স্বামীর চরণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার মানসে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় নরপতি বভ্রুবাহনের মোহ অপনীত হইলে তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় জননীকে সমরভূমিতে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আজি আমি বসুন্ধরাগ্রগণ্য সমরবিজয়ী পিতাকে নিহত করিয়া কি দুষ্কর্মই করিয়াছি। এই বীরপুরুষ সমরাঙ্গনে শয়ান হওয়াতে আমার জননী ইঁহার সহমৃতা হইবার মানসে ইঁহার সমীপে শয়ন করিয়াছেন। আজি যখন এই বিপুলবক্ষা মহাবাহু ধনঞ্জয়কে সমরে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া আমার জননীর বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই উহা পাষাণময়। যখন এখনও আমার ও আমার মাতার প্রাণ বিয়োগ হইল না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইলে কেহই প্রাণত্যাগ করিতে পারে না। আমি যখন পুত্র হইয়া স্বহস্তে পিতার বিনাশসাধন করিলাম, তখন আমাকে ধিক্! হায়! আজি কুরুবীর ধনঞ্জয়ের কাঞ্চনময় কবচ ভূতলে নিপতিত হইল। হে ব্রাহ্মণগণ! ঐ দেখুন, আমার পিতা অর্জ্জুন আজি মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইঁহার কি শান্তি করিলেন। যাহা হউক এক্ষণে এই নৃশংস পিতৃঘাতক দুরাত্মাকে আজি কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ শীঘ্র তাহার আদেশ করুন। অথবা এক্ষণে এই মৃত পিতার চর্ম্মে সংবীত হইয়া ইঁহার মস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর পরিভ্রমণ ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রায়শ্চিত্ত নাই। হে নাগনন্দিনি উলূপি! আজি আমি অর্জ্জুনকে সমরে নিহত করিয়া তোমার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে আমি আর প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অচিরাৎ পিতৃনিষেবিত পদবীতে পদার্পণ করিব। তুমি আমাকে গাণ্ডীবধারীর সহিত কলেবর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদ অনুভব কর।

মহারাজ! বভ্রুবাহন এইরূপ অনুতাপ করিয়া দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, হে চরাচর ভূতগণ! হে ভুজগনন্দিনি! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি যে, যদি আজি আমার পিতা ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত না হন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আজি এই সমরভূমিতে স্বীয় কলেবর শোষণ করিব। আমি পিতৃঘাতক; আমার নিষ্কৃতি কুত্রাপি নাই। আমাকে নিশ্চয়ই এই পিতৃবধনিবন্ধন ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। এক জন সামান্য ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিলে একশত গোদান দ্বারা ঐ পাপ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু পিতাকে বিনাশ করিলে কিছুতেই ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যখন আমি অদ্বিতীয় বলশালী, পরম ধার্ম্মিক পিতা ধনঞ্জয়কে নিহত করিয়াছি, তখন কখনই আমার নিষ্কৃতি লাভ হইবে না।

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিয়া পিতার শোকে একান্ত কাতর হইয়া আচমন পূর্ব্বক মাতার সহিত প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন নাগরাজকন্যা উলূপী তাঁহাকে নিতান্ত কাতর ও প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া নাগলোকস্থিত সঞ্জীবন মণি চিন্তা করিলেন। উলূপী চিন্তা করিবামাত্র ঐ মণি তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী উহা গ্রহণ পূর্ব্বক সৈনিকগণের সমক্ষে বভ্রুবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর। অর্জ্জুনকে পরাজয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবগণও উঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। তোমার পিতার প্রিয় সাধনার্থ আমিই এই মায়া বিস্তার করিয়াছি। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার নিমিত্তই এখানে আগমন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করিয়াছিলাম। বৎস! তুমি এই বিষয়ে অণুমাত্র পাপের আশঙ্কা করিও না। মহাত্মা ধনঞ্জয় শাশ্বত পুরাতন ঋষি। রণস্থলে ইন্দ্রও উঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। আমি এই দিব্যমণি সমানীত করিয়াছি। এই মণি প্রভাবে মৃত পন্নগেন্দ্রগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া থাকেন। তুমি এই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক তোমার পিতার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর; তাহা হইলেই উঁহাকে পুনরুজ্জীবিত দর্শন করিবে।

উলূপী এই কথা কহিলে, অমিতপরাক্রম মহারাজ বভ্রুবাহন মহা আহ্লাদে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে সেই দিব্যমণি সংস্থাপিত করিলেন। মণি বিন্যস্ত হইবামাত্র মহাবীর অর্জ্জুন পুনরুজ্জীবিত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিতে করিতে সমুত্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতাকে উত্থিত অবলোকন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘগম্ভীরনিস্বন দুন্দুভি সকল বাদিত না হইয়াও শব্দায়মান হইয়া উঠিল এবং সাধুবাদশব্দে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।

তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর শোককৃশা চিত্রাঙ্গদা এবং পন্নগনন্দিনী উলূপী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র বভ্রুবাহনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি আমি সমরভূমিস্থ সমুদায় লোককে হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ান্বিত দেখিতেছি কেন? আর তোমার জননী চিত্রাঙ্গদা ও নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপীই বা কি নিমিত্ত এই সমরভূমিতে সমাগত হইয়াছেন? আমি এইমাত্র অবগত আছি যে, তুমি আমার আদেশানুসারে এইস্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু কামিনীগণের এস্থলে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? ইহা আমি অবগত নহি। অতএব তুমি আমার নিকট উহার কারণ ব্যক্ত করিয়া বল। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা বভ্রুবাহন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি জননী উলূপীকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নাগকন্যা উলূপীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত এই সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছ, আর বভ্রুবাহনজননী চিত্রাঙ্গদাই বা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তুমি কি আমার, অথবা বৎস বভ্রুবাহনের মঙ্গলকামনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছ? আমি বা আমার পুত্র বভ্রুবাহন আমরা কেহ ত অজ্ঞানবশতঃ তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই? তোমার সপত্নী রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন?

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে নাগেন্দ্রদুহিতা উলূপী হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আপনি আমার কোন অপরাধেই অপরাধী নহেন এবং বৎস বভ্রুবাহন ও উঁহার জননী চিত্রাঙ্গদাও আমার কোন অপরাধ করেন নাই। প্রিয়সখী চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বদা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যে, আমার পরামর্শ অনুসারে বভ্রুবাহন আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে পরাজিত করিয়াছে বলিয়া আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি আপনার হিতসাধনার্থই বভ্রুবাহনকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনি শিখণ্ডীর সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা শান্তনুতনয়কে সংহারপূর্ব্বক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, যদি ঐ পাপের শান্তি না হইয়া থাকিত, তাহা হইলে

আপনি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতেন। এক্ষণে আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই শাপ নিবৃত্ত হইল। অতঃপর আর আপনাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। পূর্ব্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার শাপশান্তির এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্ম সংগ্রামশায়ী হইলে সমুদায় দেবতা ও বসুগণ গঙ্গাতীরে গমন ও স্নান করিয়া ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে সব্যসাচী অর্জ্জুন অন্য ব্যক্তিকে সহায় করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আজি আমরা উহাকে শাপ প্রদান করি। বসুগণ এই কথা কহিলে ভাগীরথী তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। ঐ সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম; বসুগণ আপনাকে শাপপ্রদান করিতেছেন দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে পিতৃভবনে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। পিতা আমার মুখে ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্র নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বসুদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক বারংবার আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বসুগণ ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাগরাজ! অর্জ্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন উঁহাকে সংগ্রামস্থলে শরনিকরে নিপাতিত করিলেই তাঁহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। বসুগণ এই কথা কহিলে আমার পিতা তাঁহাদিগের এই বাক্যশ্রবণে প্রীত হইয়া স্বীয় ভবনে আগমনপূর্ব্বক আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিলেন। আমি সেই নিমিত্তই এক্ষণে বভ্রুবাহনকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলাম। বোধ হয় এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। আপনি ঐ শাপ হইতে বিমুক্ত না হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে নরকভোগ করিতে হইত। এক্ষণে আপনি বভ্রুবাহনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। পুত্র আত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হইলেন।

নাগনন্দিনী উলূপী এই কথা কহিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মহোপকার করিয়াছ। এই বলিয়া তিনি উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সমক্ষে মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মহাত্মা যুধিষ্ঠির আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন, ঐ দিবস তুমি তোমার মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীকে লইয়া অমাত্যগণসমভিব্যাহারে হস্তিনায় গমন করিও।

তখন মহাত্মা বভ্রুবাহন অশ্রুপূর্ণনয়নে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত হইব। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার মাতা ও বিমাতার সহিত আপনার এই মণিপুরে ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক আজিকার রাত্রি অতিবাহিত করুন। কল্য প্রাতঃকালে অশ্বের অনুসরণ করিবেন।

মহাত্মা বভ্রুবাহন এই কথা কহিলে, মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমাকে যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হইতেছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আমার এই যজ্ঞীয় অশ্ব ইচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করিতেছে। এ যে স্থলে গমন করিবে আমাকে সেই স্থানেই গমন করিতে হইবে, সুতরাং আজি আমি কোনক্রমেই তোমার পুরোমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। এক্ষণে তোমার মঙ্গললাভ হউক, আমি চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় পুত্রকে এই কথা

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

হে মহারাজ! অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক হস্তিনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে করিতে সহসা মগধপুরে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুনও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গমন করিলেন। তখন মগধাধিপতি সহদেবতনয় মেঘসন্ধি ঐ যজ্ঞীয় অশ্ব স্বীয় অধিকারমধ্যে সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র রথারোহণ ও সশরশরাসন ধারণ পূর্ব্বক পুর হইতে নির্গত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অচিরাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বালস্বভাবসুলভ চপলতানিবন্ধন ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন! তোমার এই যজ্ঞীয় অশ্বকে অবলাজন কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আমি আজি অবলীলাক্রমে ইহাকে অপহরণ করিব, তুমি ইহার মোচনবিষয়ে যত্নবান্ হও। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার সহিত যুদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু আজি আমি সমরাঙ্গনে তোমার উপর যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিব। এক্ষণে আমি তোমাকে অস্ত্র প্রহার করিতেছি, তুমিও আমাকে অস্ত্র প্রহার কর। বলদর্পিত মেঘসন্ধি এই কথা কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! যাহারা আমার অশ্ব গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদিগকে নিবারণ করিব, জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির আমাকে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয় উহা তোমারও অবিদিত নাই। এক্ষণে তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপর অস্ত্র প্রহার কর; আমি তাহাতে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ নহি।

মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ মগধরাজ মেঘসন্ধি ধনঞ্জয়ের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত শরনিকরে মগধরাজের সেই শরসমুদায় ছেদনপূর্ব্বক সদয়হৃদয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে শরাঘাত না করিয়া তাঁহার ধ্বজ, পতাকা, রথ, যন্ত্র ও অশ্বের উপর প্রদীপ্তাস্য পন্নগের ন্যায় শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় অনুগ্রহ করিয়া মেঘসন্ধির কলেবর রক্ষা করিলে, তিনি স্বীয় বাহুবলে উহা রক্ষিত হইল, বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কপিকেতন তাঁহার শরপ্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এতাবৎকাল মেঘসন্ধিকে নিপীড়িত করিতে ইচ্ছা করেন নাই বলিয়াই সহদেবতনয় তাঁহার সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার উপর অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেও তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হন নাই। কিন্তু এক্ষণে তিনি সেই বালককে বারংবার অত্যাচার করিতে দেখিয়া আর উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিয়া এককালে তাঁহার অশ্বগণের প্রাণসংহার, সারথির মস্তকচ্ছেদন শরাসন কর্ত্তন এবং শরমুষ্টি, ধ্বজ ও পতাকাসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মগধরাজ মেঘসন্ধি এইরূপে অশ্ব, সারথি ও শরাসনবিহীন হইয়া স্বর্ণময় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাকে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া, অচিরাৎ সেই গদার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। গদা অর্জ্জুনের সেই ভীষণ শরাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ধীমান্ ধনঞ্জয় মগধপতিকে রথ শরাসন ও গদাবিহীন দেখিয়া আর তাঁহাকে প্রহার করিতে সম্মত হইলেন না। প্রত্যুত তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, তুমি বালক হইয়াও, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তোমার পক্ষে উহা যথেষ্ট হইয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে গৃহে প্রতি গমন কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে নরপতিদিগকে সংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন; এই নিমিত্তই তুমি অপরাধী হইলেও আমি তোমাকে বিনাশ করিলাম না।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মগধপতি মেঘসন্ধি আপনাকে পরাজিত বিবেচনা করিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আমি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম, আর আমার যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই। এক্ষণে আমাকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে আজ্ঞা প্রদান করুন। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি চৈত্রী পূর্ণিমায়

নরপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইবে। মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে বজ্রদত্তকে নিবারণ করিলে, তিনি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব পূর্ব্ববৎ সমুদ্রতীর দিয়া বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশল দেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও বীর গাণ্ডীব শরপ্রভাবে বহুবিধ দেশীয় ম্লেচ্ছদিগকে ক্রমশঃ পরাভব করিতে লাগিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বের অনুসরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই কামচারী তুরঙ্গম দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইতস্ততঃ নানাদেশ বিচরণ করিতে করিতে রমণীয় চেদি দেশে সমুপস্থিত হইল। তখন শিশুপালপুত্র মহারাজ শরভ প্রথমে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তৎপরে ঐ অশ্ব ক্রমে ক্রমে কাশী, অঙ্গ, কোশলা, কিরাত ও তঙ্গণ দেশে গমন করিল। মহাবীর অর্জ্জুনও উহার সহিত সেই সেই দেশে গমন পূর্ব্বক ভূপতিদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে দশার্ণ দেশে সমুপস্থিত হইলেন। দশার্ণাধিপতি মহাবীর চিত্রাঙ্গদ তাঁহাকে স্বাধিকারমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহাকে অচিরাৎ পরাজিত করিয়া নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি মহারাজ একলব্যের পুত্র অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিষাদগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই নিষাদরাজতনয়কে বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে তাঁহার অনুচরদিগের সহিত পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ সাগরের তীর দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মহিষক ও কোল্লগিরিনিবাসী বীরগণ তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন তিনি তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বারকানগরে সমুপস্থিত হইলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত দ্বারকায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র যদুবংশীয় বালকগণ যুদ্ধার্থী হইয়া সেই অশ্ব ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন বৃষ্ণ্যন্ধকপতি মহাত্মা উগ্রসেন ধনঞ্জয়ের সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সেই বালকগণকে নিবারণ পূর্ব্বক বসুদেবসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া প্রীতমনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন মহাত্মা উগ্রসেন ও মাতুল বসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই অশ্ব ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের পশ্চিম কূল ও পঞ্চনদ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে গান্ধার দেশে সমুপস্থিত হইল

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

তখন শকুনির পুত্র মহারথ গান্ধাররাজ অর্জ্জুনকে অধিকারমধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকা উড্ডীন করিয়া ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গান্ধারনগরে যে সমুদায় যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শকুনির বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শরাসন ধারণ পূর্ব্বক পাণ্ডুতনয়ের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় তাহাদিগের নিকট বিনীতভাবে যুধিষ্ঠিরের বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন; কিন্তু তাহারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অশ্বকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অম্লানবদনে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত ক্ষুরধার ক্ষুর দ্বারা তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর গান্ধারদেশীয় যোধগণ তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত ক্ষুর দ্বারা গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শায়কনিকরে তাহাদিগের অনেককেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

ঐরূপে গান্ধারদেশীয় যোধগণ পার্থশরে নিতান্ত নিপীড়িত হ ইয়া রহিলে শকুনিতনয় বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধারপতিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গান্ধাররাজ! মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে সংগ্রামে ভূপতিদিগের প্রাণসংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব আজি তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হও।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, গান্ধারপতি অজ্ঞানবশতঃ যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ দ্বারা গান্ধারপতির মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ অপনীত করিলেন। শিরস্ত্রাণ পার্থশরে অপনীত হইয়া জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় বহুদূরে নিপতিত হইল। গান্ধারদেশীয় বীরগণ ঐ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জ্জুন রাজা বলিয়া গান্ধারপতির প্রাণ সংহার করিলেন না। তখন গান্ধাররাজ পার্থের সেই অসাধারণ কার্য্য দর্শনে যাঁহার পর নাই শঙ্কিত হইয়া যোধগণের সহিত সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গান্ধারগণকে বেগে পলায়ন করিতে দেখিয়া নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অনেকানেক বীর নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে পলায়ন করিতে করিতে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা আপনাদিগের বাহুসমুদায় ছিন্ন হইলেও তাহা অবগত হইতে পারিল না। পরিশেষে সেই চতুরঙ্গ গান্ধারসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া বারংবার সংগ্রামস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কেহই অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুনের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না।

এইরূপে গান্ধারসৈন্যগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও নিঃশেষিতপ্রায় হইলে, গান্ধাররাজ শকুনিতনয়ের জননী অর্ঘ্যহস্তে বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া সত্বর সংগ্রামস্থলে আগমনপূর্ব্বক পুত্রকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়া অর্জ্জুনের যথোচিত সৎকার করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় মাতুলানীকে সমরাঙ্গনে সমাগত দেখিয়া প্রযত্নসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া শকুনিনন্দনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যখন আমার সহিত তোমার ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তখন তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধির কার্য্য কর নাই। আমি কেবল জননী গান্ধারী ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়াই তোমাকে বিনাশ করিলাম না। যাহা হউক, তোমার এরূপ বুদ্ধি যেন আর কদাচ উপস্থিত না হয়। একণে তুমি বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির চৈত্রী পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন; ঐ দিবস হস্তিনানগরে গমন করিও।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন শকুনির পুত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনর্ব্বার সেই কামবিহারী অশ্বের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ অশ্ব ক্রমশঃ হস্তিনাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরগণের নিকট অশ্বের আগমন ও অর্জ্জুনের কুশলবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। গান্ধারাদি দেশে অর্জ্জুনের সহিত যে সমুদায় যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, ঐ সময় তৎসমুদায় তাঁহার কর্ণগোচর হওয়াতে তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট নক্ষত্রযুক্ত মাঘী দ্বাদশীতে ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে আপনার সমীপে সমানীত করিয়া বৃকোদরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমি চরমুখে শুনিলাম, তোমার অনুজ অর্জ্জুন অশ্বের সহিত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিতেছেন। মাঘী পূর্ণিমা আগতপ্রায়; ফাল্গুনমাসও নিঃশেষিত হইল। আর যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক দিন বিলম্ব নাই; অশ্বও একণে নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে আদেশ কর।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণ ও শিল্পিগণ সমভিব্যাহারে স্থপতিদিগের সহিত যজ্ঞভূমি পরিমাণ করিলেন এবং অবিলম্বে ব্রাহ্মণগণের মতানুসারে একখণ্ড সুরম্য ভূমি মনোনীত করিয়া উহার মধ্যে যজ্ঞকার্য্যের

আপনাকে নির্বিঘ্নে আগমন করিতে দেখিলাম। আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির ধন্য হইলেন। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীর ভূপাল সমুদায়কে পরাজিত করিয়া নির্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারে? সগর প্রভৃতি যে সমুদয় মহাত্মা মহীপতি অশ্বমেধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও এরূপ অদ্ভুত কার্য্য আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং পরে যে সমুদায় ভূপতি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আপনার ন্যায় এইরূপ দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কদাচ সমর্থ হইবে না।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় হস্তিনাপুরী প্রজাগণের মুখে এইরূপ শ্রুতি-সুখকর প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হই-লেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া অমাত্যগণসমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় সর্ব্বাগ্রে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের চরণবন্দন পূর্ব্বক পশ্চাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে যথাবিধি অভি-বাদন এবং বাসুদেব, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মণিপুরাধিপতি মহারাজ বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীর সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য বৃদ্ধ কৌরব ও অন্যান্য ভূপতিদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহা-দিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর ভবনে প্রবেশ করিয়া বিনয় পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, তাঁহার জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপী উভয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরবকামিনী-গণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুবীরদিগের বনিতাগণ তাঁহাদিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন এবং মনস্বিনী কুন্তী অর্জ্জুনের প্রীতিসাধনার্থ তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট শয্যা ও আসন নির্দ্দেশ করিয়া-দিলেন। যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী এই রূপে শ্বশ্রূকর্ত্তৃক সমাদৃতা হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বভ্রুবাহন পিতামহী কুন্তীর গৃহ হইতে অন্ধরাজ ধৃত-রাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যুধি-ষ্ঠির ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের নিকট গমন ও তাঁহাদিগকে প্রণি-পাত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ স্নেহভাবে প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান করিয়া প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর বভ্রুবাহন প্রদ্যুম্নের ন্যায় বিনীতভাবে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে হেমখচিত দিব্যাশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিলেন।

অনন্তর তৃতীয় দিবসে সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যাজকেরা কহিতেছেন, এক্ষণে যজ্ঞীয় মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আজি অবধি তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ কর। তোমার এই যজ্ঞের যেন কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়। এই যজ্ঞ বহুসুবর্ণ যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞের প্রধান কারণ। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণগণকে তিন গুণ দক্ষিণা প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে তিন গুণ দক্ষিণা দান করিলে তোমার তিন অশ্বমেধের ফললাভ ও জ্ঞাতিবধজনিত সমু-দায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিলে যাহার পর নাই পবিত্রতা লাভ করা যায়।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ দিনেই দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞনিপুণ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সেই প্রভূতান্নযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কোন কার্য্যই স্খলিত বা অসম্পূর্ণ হইল না। সকল কার্য্যই সম্পাদিত হইতে লাগিল। যজ্ঞকার্য্যনিযুক্ত বিপ্রগণ যথাবিধি বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক সোমলতা হইতে রস নিষ্কাশন করিয়া শাস্ত্রানুসারে আনুপূর্ব্বিক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। উহা-দের মধ্যে কেহই অজ্ঞান ছিলেন না। সকলেই বহুদর্শী, যজ্ঞবেত্তা, ব্রতপরায়ণ, চরিত্রব্রহ্মচর্য্য ও তর্কবিতর্কসুনিপুণ ছিলেন। এইরূপে সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মহাবীর ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে প্রতিদিন ভোজনার্থীদিগকে অনবরত ভোজন করাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ যজ্ঞ দর্শনার্থ যে সকল লোক সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই কৃপণ, দরিদ্র, ক্ষুধিত, দুঃখিত বা প্রাকৃত ছিল না।

অনন্তর যূপ উচ্ছ্রিত করিবার সময় সমুপস্থিত হইলে, যাজকগণকর্ত্তৃক যজ্ঞভূমিতে ছয়টি বিল্বনির্ম্মিত, ছয়টি খদিরনির্ম্মিত, ছয়টি পলাশনির্ম্মিত, দুইটি দেবদারুনির্ম্মিত ও একটি শ্লেষ্মাতকনির্ম্মিত যূপ সমুচ্ছ্রিত হইল। তখন ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে শোভার নিমিত্ত তথায় অসংখ্য কাঞ্চনময় যূপ সংস্থাপিত করিলেন। ঐ সমুদায় যূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে যাজকেরা তথায় কাঞ্চনময় ইষ্টক দ্বারা এক অষ্টাদশহস্তপরিমিত চারি স্তবকে সুসজ্জিত ত্রিকোণযুক্ত গরুড়াকার স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ দ্বারা উহার পক্ষদ্বয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক চয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ঐ চয়নকার্য্য দক্ষপ্রজাপতির চয়নকার্য্যের ন্যায় সুসম্পন্ন হইল। তখন মনীষী ঋত্বিক্গণ শাস্ত্রানুসারে নানাদেবতার উদ্দেশে নানাবিধ পক্ষী, বৃষ ও জলচর-সমুদায়কে সংস্থাপন করিয়া যূপ সমুদায়ে তিন শত পশুর সহিত সেই অশ্বকে নিবদ্ধ করিলেন।

ঐ সময় ধর্ম্মরাজের সেই যজ্ঞভূমি দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিম্পুরুষ, কিন্নর, সিদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রণেতা ব্যাসশিষ্যগণ সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া নানাশাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন যজ্ঞকার্য্যাবসানে নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন ও অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত দ্বারা ব্রাহ্মণগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন।

একোননবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে সমুদায় পশু পাক করিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই অশ্বকে ছেদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের মহিষী শ্রদ্ধাদিগুণসম্পন্না দ্রৌপদী ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে সেই তুরঙ্গমের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ যথাশাস্ত্র সেই অশ্বের হৃদয়ের মেদ গ্রহণ করিয়া উহা পাক করিতে আরম্ভ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উহার সর্ব্বপাপবিনাশন পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ষোড়শ জন ঋত্বিক্ সেই অশ্বের অবশিষ্ট অঙ্গসমুদায় লইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস শিষ্যগণসমভিব্যাহারে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সহস্রকোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং বেদ-ব্যাসকে সমুদায় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার প্রদত্তা পৃথিবী গ্রহণ করিয়া পুনরায় উহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মণেরা ধনেরই অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি আমাকে পৃথিবীর পরিবর্ত্তে ধন দান কর। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদায় ভূপতিদিগের সমক্ষে ঋত্বিক্গণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা দান করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত এক্ষণে অর্জ্জুনবিজিতা ধরণী আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি, আপনারা চাতু-র্হোত্র যজ্ঞের বিধানানুসারে ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করুন। আমি এক্ষণে অরণ্যে প্রবেশ করিব। ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবগণও আমি ঐরূপ করিব বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন সভাস্থ সমুদায় লোকের শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আকাশমণ্ডলে বারংবার সাধুবাদ শ্রুত হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহা-রাজ! আমি তোমার দত্ত পৃথিবী তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি উহা

গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ প্রদান করুন। ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা কহিলেন, আপনি তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। তখন ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের বাক্যে ভ্রাতৃগণের সহিত ঋত্বিক্‌গণের উদ্দেশে কারংবার ত্রিগুণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত সেই ধন সমুদায় চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদান করিলেন।

এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋত্বিক্‌গণকে পৃথিবী দানের পরিবর্ত্তে স্বর্ণরাশি প্রদানপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঋত্বিক্‌গণ সেই স্বর্ণরাশি বিভাগ করিয়া উৎসাহসহকারে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যে সমুদায় অলঙ্কার, তোরণ, যূপ, ঘট, পাত্র ও ইষ্টক বিদ্যমান ছিল, ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তৎসমুদায়ও বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ধনগ্রহণ করিবার পর সেই স্থানে যে সমুদায় স্বর্ণময় পাত্র অবশিষ্ট রহিল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণকর্ত্তৃক তৎসমুদায় গৃহীত হইল ফলতঃ ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যেরূপ যজ্ঞ হইয়াছিল, তদনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর কেহই করিতে পারিবেন না।

এইরূপে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণগণ প্রভূত ধনগ্রহণ করিয়া প্রীতমনে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস আপনার অংশ কুন্তীকে প্রদান করিলেন। মহানুভাবা কুন্তী শ্বশুরের নিকট সেই প্রভূত স্বর্ণ লাভ করিয়া প্রীতমনে তাহা দ্বারা বিবিধ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞাবভৃথস্নান সমাপন করিয়া দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন সমাগত ভূপালগণ সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ সেই নানাদিগ্‌দেশাগত ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণমধ্যবর্ত্তী গ্রহসমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নরপতিদিগকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন ও স্ত্রী প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি মহারাজ বভ্রুবাহনকে পরম সমাদরে আপনার সমীপে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিয়া মণিপুরে গমন করিতে অনুমতি এবং ভগিনী দুঃশলার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার বালক পৌত্রকে সিন্ধুরাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব, বলদেব ও প্রদ্যুম্নপ্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট যথোচিত সৎকৃত ও সমাদৃত হইয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকাগমনমানসে হস্তিনা হইতে বহির্গত হইলেন। এইরূপে সমুদায় ভূপতি বিদায় হইলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত মহা আহ্লাদে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞস্থলে ধনরত্নের পরিসীমা ছিল না। ঐ স্থানে সুরার সাগর, ঘৃতের হ্রদ, অন্নের পর্ব্বত ও রসসমুদায়ের নদী প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে কত শত লোক যে খাণ্ডব মিষ্টান্ন নির্ম্মাণ ও ভোজন করিয়াছিল এবং কত শত পশু যে নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যুবতী কামিনী এবং মত্ত ও প্রমত্ত ব্যক্তিগণ পরম আহ্লাদে নিরন্তর ঐ যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছিল। মৃদঙ্গ ও শঙ্খনিনাদে ঐ স্থান একবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং তথায় 'দান কর' 'ভোজন কর' এই বাক্য ভিন্ন প্রায় আর কোন কথাই শ্রুতিগোচর হয় নাই, নানাদেশনিবাসী মানবগণ অদ্যাপি ঐ যজ্ঞের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন।

নবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে, যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকে, তবে [illegible] তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধাবসানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি আপনার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই যজ্ঞ [illegible] অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, [illegible] [illegible] [illegible] দীনগণ [illegible] ও [illegible] যথোচিত পরিতৃপ্ত হইলে [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ছেদ; এমন সময়ে এক নকুল গর্ব্বিতভাবে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। ঐ নকুলের চক্ষু নীলবর্ণ এবং মস্তক ও গাত্রের একপার্শ্ব সুবর্ণময়। নকুল যজ্ঞভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ বজ্রের ন্যায় গভীর শব্দে পশুপক্ষিগণের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ মনুষ্যবাক্যে ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ভূপালগণ! এই অশ্বমেধ যজ্ঞকে কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি বদান্য ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ শক্তু দানের তুল্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না।

নকুল গর্ব্বিতভাবে [illegible] কহিলে, তখন [illegible] [illegible] [illegible] শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নকুল! তুমি কে? এবং কোথা হইতে এই সাধুজনাকীর্ণ যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমার পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আমাদিগের বিদিত নাই। আমরা শাস্ত্র ও ন্যায়ানুসারে সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছি। এই যজ্ঞে পূজার্হ মহাত্মারা যথাবিধি পূজিত হইয়াছেন, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতিসমুদায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া বিবিধ দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের, ন্যায়যুদ্ধ দ্বারা ক্ষত্রিয়গণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, পালন দ্বারা বৈশ্যগণের, অভিলষিত দান দ্বারা কামিনীগণের, অনুগ্রহ দ্বারা শূদ্রগণের ব্রাহ্মণাবশিষ্ট ধন রত্ন প্রদান দ্বারা অন্যান্য জাতীয় মানবগণের, শুদ্ধাচার দ্বারা জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের, পবিত্র হবনীয় বস্তু দ্বারা দেবগণের এবং রক্ষা দ্বারা শরণাগতগণের সন্তোষসাধন করিয়াছেন। তবে তুমি কি নিমিত্ত যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? তোমাকে দিব্যলক্ষণসম্পন্ন ও সুবিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান হওয়াতে তোমার বাক্যে আমাদিগের অশ্রদ্ধা হইতেছে না; এই নিমিত্ত আমরা তোমায় বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি যে যে কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে; নকুল হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি গর্ব্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকট মিথ্যা কথা কহি নাই। যথার্থই আপনাদের এই অশ্বমেধ যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তু প্রদানের তুল্য নহে। এক্ষণে সেই বদান্য ব্রাহ্মণ যে রূপে স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছে এবং যেরূপে আমার এই অর্দ্ধশরীর ও মস্তক সুবর্ণময় হইয়াছে, সেই অদ্ভুত বিষয় আপনাদিগের নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ইতিপূর্ব্বে অসংখ্য ধার্ম্মিকজনপরিপূর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পত্নী এক পুত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিবারবর্গের সহিত ভোজন করিতেন। কোন কোন দিন তিনি ঐ সময়েও ভক্ষ্যলাভে সমর্থ হইতেন না; সুতরাং সেই সেই দিন তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত উপবাসী থাকিয়া পরদিন ষষ্ঠভাগে আহার করিতে হইত।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তথায় দারুণ দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল ঐ সময় ঐ ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র সঞ্চিত বস্তু ছিল না এবং দেশীয় শস্য সমুদায়ও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল, সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রায় প্রতিদিন ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিন উপবাসের পর একদা শুক্লপক্ষীয় মধ্যাহ্নসময়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ভক্ষ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থ নানাস্থান বিচরণ করিলেন; কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কোথাও কিছুমাত্র লাভ করিতে পারিলেন না, সুতরাং ঐ সময়েও তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত অতি কষ্টে প্রাণধারণ করিতে হইল।

পরিশেষে ক্রমে ক্রমে দিবসের ষষ্ঠভাগ অতীত হইলে, তিনি কোন ক্রমে একপ্রস্থ যব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পরিবারগণ তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সেই যব দ্বারা শক্তু প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ জপ, আহ্নিক ও হোমক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক সেই শক্তু বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাদিগের আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। বিশুদ্ধচিত্ত কুলশীলসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র [illegible] আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা [illegible] তাঁহার নিকট আপনাদের গোত্র ও ব্রহ্মচর্য্যের পরিচয় প্রদান করি[illegible]

তাঁহাকে কুটীরমধ্যে আনয়ন করিলেন। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ মহাত্মা অতিথিকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি নিয়মানুসারে এই পবিত্র শক্তু লাভ করিয়াছি. আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া অতিথিকে, আপনার অংশ প্রদান করিলে, অতিথি অবিচারিতচিত্তে উহা ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে অপরিতৃপ্ত দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে কি রূপে তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন. ভগবন্! আপনি এই অতিথি ব্রাহ্মণকে আমার ভাগ প্রদান করুন। ইনি ইহা ভোজন করিলেই পরিতুষ্ট হইয়া গমন করিবেন, সন্দেহ নাই।

পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণীকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কীটপতঙ্গদিগেরও ভার্য্যার ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি কিরূপে তোমার আহারসামগ্রী গ্রহণ করিব। পত্নীর দয়াতেই পুরুষের শরীর রক্ষা হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, সন্তান ও পিতৃকার্য্যসমুদায়ই ভার্য্যার অধীন। যে ব্যক্তি ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে না পারে. তাহাকে ইহলোকে অযশ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আমাদিগের উভয়েরই ধর্ম্ম ও অর্থ একরূপ। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া এই শক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন। স্ত্রী জাতির সত্য, রতি, ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অন্যান্য অভিলষিত বিষয় সকলই পতির আয়ত্ত। পতিই স্ত্রীগণের পরম দেবতা। আপনি আমার রক্ষানিবন্ধন পতি, ভরণনিবন্ধন ভর্ত্তা ও পুত্র প্রদাননিবন্ধন বরদ বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন। অতএব আমার এই শক্তু অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান পূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন আপনি স্বয়ং জরাগ্রস্ত, দুর্ব্বল ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও স্বীয় ভাগ অতিথিকে প্রদান করিয়াছেন, তখন আমার. ভাগ প্রদান করিবার বাধা কি? মনস্বিনী ব্রাহ্মণী এইরূপে নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে আপনার অংশ অতিথিকে প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে, ব্রাহ্মণ পুলকিতচিত্তে সেই শক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই শক্তুগুলিও ভোজন করুন। তখন অতিথি ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে পুনরায় নিতান্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন।

তখন তাঁহার পুত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমার এই শক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথিকে এই শক্তু প্রদান করুন। আমার মতে অতিথিকে প্রদান পূর্ব্বক আপনার প্রীতিসাধন করা অপেক্ষা পুণ্য কর্ম্ম আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা যথোচিত যত্নসহকারে আপনাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। বৃদ্ধদশায় পিতাকে পালন করা যে পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আপনি এই শক্তু দ্বারা অতিথির তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া জীবিত থাকিলে, অনেক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা দেহিগণের পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

মহানুভব ব্রাহ্মণতনয় এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমার সহস্র বর্ষ বয়ঃক্রম হয়, তথাপি তোমাকে আমার বালকের ন্যায় জ্ঞান হইবে। পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়া পুত্র হইতে অশেষ শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। বালকের ক্ষুধা অতিশয় বলবান্। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার পক্ষে অনাহারে প্রাণধারণ করা তাদৃশ কঠিন নহে। তুমি বালক, অতএব তোমার এই শক্তুগুলি অতিথিকে দান না করিয়া ভোজন করাই আবশ্যক। আমার বৃদ্ধদশা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, আমাকে ক্ষুধার তোমার ন্যায় ক্লেশভোগ করিতে হয় না এবং আমি দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া, মৃত্যু-ভয়েও নিতান্ত ভীত নহি।

তখন ব্রাহ্মণকুমার পিতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার পুত্র। আপনাকে রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আপনার আত্মস্বরূপ; সুতরাং আত্মা দ্বারা আত্মরক্ষা করিলে, আপনার আত্মা দ্বারাই আত্মরক্ষা করা হইবে; অতএব আপনি অচিরাৎ এই শক্তু লইয়া অতিথিকে প্রদান পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণকুমার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় রূপবান্ সচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয়। আমি অনেক বার তোমার সৎকার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সেই পুত্রের ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক অম্লানবদনে অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। অতিথি ব্রাহ্মণ সেই শক্তুগুলি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হইল না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া যাহার পর নাই চিন্তাকুল হইলেন।

তখন তাঁহার পবিত্রস্বভাবা পুত্রবধূ মহা আহ্লাদিতচিত্তে স্বীয় শক্তুভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্বশুরের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই শক্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। তাহা হইলেই ঐ ব্রাহ্মণের সন্তোষনিবন্ধন আপনার পুত্র হইতে আমার গর্ভে সন্তানোৎপত্তি ও আপনার প্রসাদে আমার অক্ষয় লোকলাভ হইবে। আমার গর্ভে আপনার পৌত্র উৎপন্ন হইলে, সেই পৌত্রপ্রভাবে আপনি পবিত্র লোকে গমন করিতে পারিবেন। শাস্ত্রে ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ ও দাক্ষিণাত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায় ত্রিবিধ স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ ত্রিবিধ স্বর্গ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রপ্রভাবেই লব্ধ হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা পিতৃগণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, আর পৌত্র ও প্রপৌত্র দ্বারা সাধুনিষেবিত লোকসমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

সুশীলা পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি বায়ু ও রৌদ্রসেবনে নিতান্ত বিশীর্ণাঙ্গী ও বিবর্ণা এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতরা হইয়াছ। এ সময়ে আমি কিরূপে তোমার শক্তু গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিব। অতএব আমাকে শক্তু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা তোমার উচিত নহে। তুমি তপস্যায় অনুরক্তা ও ব্রতচারিণী হইয়া প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন করিয়া থাক। এক্ষণে আমি তোমাকে অনাহারে কাল হরণ করিতে দেখিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব। বিশেষতঃ তুমি বালিকা, ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে তোমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার গুরুর গুরু ও দেবতার দেবতা। এই নিমিত্তই আমি শক্তু প্রদান করিয়া আপনার হিতসাধনচেষ্টা করিতেছি। গুরুশুশ্রূষা করিলে, দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম সমুদায়ই রক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি প্রসন্ন হইলেই আমার উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় লাভ হইবে। এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও আপনার রক্ষণীয়া বিবেচনা করিয়া এই শক্তুগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন।

পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার ভক্তিসূচক বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার তুল্য সুশীলা ও ধর্ম্মনিরতা রমণী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত। অতএব আমি তোমাকে বঞ্চনা না করিয়া তোমার শক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি সেই শক্তু গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

তখন সেই অতিথি ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সেই অলোকসামান্য কার্য্যদর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকবর! আমি তোমার ন্যায়োপার্জ্জিত পবিত্র দান দ্বারা তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। স্বর্গনিবাসী দেবগণ তোমার এই দানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐ দেখ, আকাশ হইতে ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ তোমার স্তব করিতেছেন। দেবদূতগণ তোমার দানদর্শনে বিস্ময়াপন্ন [illegible]

তোমার সাধ্যানুসারে লাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন। তুমি বহুযুগ ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃগণের উদ্ধারসাধন করিয়াছ। সেইরূপ তোমার তপস্যা ও দানপ্রভাবে তোমার প্রতি বাহার পর নাই প্রীত হইয়াছেন। অতএব একণে তুমি পরম সুখে স্বর্গে গমন কর। তুমি এই কষ্টের সময়ে শুদ্ধচিত্তে আমাকে শক্তু সমুদায় প্রদান করিয়া অতি দুর্লভ স্বর্গলোক জয় করিয়াছ। ক্ষুধা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান, ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি বুভুক্ষাকে জয় করিতে পারেন, তিনিই স্বর্গ জয় করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তির দানে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনই অবসন্ন হয় না। তুমি পুত্রকলত্রের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আমাকে শক্তু প্রদান করিয়াছ। ঐ দান দ্বারা তোমার বিপুল পুণ্য লাভ হইয়াছে। মনুষ্য ধর্ম্মানুসারে দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে উহা দান করিলে, মহাফল লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান। লোভ ঐ দ্বারের অর্গলস্বরূপ। মোহান্ধ ব্যক্তিরা উহাতে গমন করিবার কথা দূরে থাকুক, উহা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। তপোনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যথাশক্তি দান করিয়া অনায়াসে উহা দর্শন ও উহাতে গমন করিতে পারেন। যাহার সহস্র স্বর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে শত স্বর্ণ প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করে; যাহার শত স্বর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে দশ স্বর্ণ প্রদান করিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারে। আর যাহার কিছুমাত্র ধন সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জল দান করিলেও উহাদের তুল্য ফল লাভে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেব নিতান্ত নির্দ্ধন হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে জল দান করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যবলে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। অতএব ন্যায়লব্ধ শ্রদ্ধাপূত অল্পমাত্র বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের যেরূপ প্রীতিসাধন করা যায়, অন্যায়লব্ধ মহামূল্য প্রভূত বস্তু দান করিয়াও তাঁহার তাদৃশ প্রীতিসাধন করা যায় না। মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য গোদান করিয়া প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন; কিন্তু একটি পরকীয় গোদান করাতে তাঁহাকে নরকভোগ করিতে হইয়াছে। মহারাজ শিবি আত্মমাংস প্রদান করিয়া পবিত্র লোকে গমন পূর্ব্বক স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন। মনুষ্য কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে পুণ্যলাভ করিতে পারে না। সাধু ব্যক্তিরা ন্যায়োপার্জ্জিত বস্তু দ্বারা যেরূপ ফল লাভ করিতে পারেন, ভূপতিগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদনুরূপ ফললাভে সমর্থ হন না। মনুষ্য ক্রোধপ্রভাবে দানফলে বঞ্চিত ও লোভপ্রভাবে স্বর্গলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে দান করিয়া অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হন। তুমি এই শক্তু দান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করিলে বহুদক্ষিণ বিবিধ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেরূপ ফললাভ হয় না। তুমি এই শক্তুপ্রস্থ দান করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ। অতএব একণে তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের নিমিত্ত দিব্য যান সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি সপরিবারে উহাতে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান কর। আমি ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণবেশে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তোমার পরীক্ষা করিলাম। তুমি স্বীয় পুণ্যবলে আপনার ও পরিবারবর্গের উদ্ধারসাধন করিলে। তোমার কীর্ত্তি ইহলোকে চিরস্থায়িনী হইবে। একণে তুমি ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গারোহণ কর

অতিথিরূপী ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দিব্য যানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি সেই ব্রাহ্মণের গৃহমধ্যে বাস করিতাম। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে আমি বিবর হইতে বিনির্গত হইয়া সেই অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট সলিলসিক্ত শক্তুর উপর বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। তখন সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের তপস্যা, ভুক্তশক্তুর আঘ্রাণ ও তাঁহার আগমনে আকাশ হইতে নিপতিত দিব্য পুষ্পসমুদায়ের গন্ধ এইভাবে আমার মস্তক ও অর্দ্ধশরীর স্বর্ণময় হইল। আমি তদবধি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট অঙ্গ সুবর্ণময় করিবার প্রত্যাশায় তদবধি বারংবার বিবিধ তপোবন ও যজ্ঞস্থল বিচরণ করিতেছি, কিন্তু কুত্রাপি আমার অভীষ্টসিদ্ধ হইল না। একণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই অদ্ভুত যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত আশান্বিত হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু এখানেও অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্ত আমি হাস্য করিয়া আপনাদিগের নিকট কহিয়াছি যে, এই মহাযজ্ঞ সেই মহাত্মা উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ শক্তু দানেরও তুল্য নহে। নকুল সেই যজ্ঞভূমিস্থ ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া যথাস্থানে গমন করিল। তখন ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে সেই যজ্ঞস্থলে যে আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এই আমি আপনার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব যজ্ঞই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গর্ব্ব করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অসংখ্য মহর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া কেবল তপস্যা প্রভাবেই স্বর্গ গমন করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে অহিংসা, সন্তোষ, সুশীলতা, সরল ব্যবহার, তপস্যা, ইন্দ্রিয়পরাজয় ও সত্য এই সমুদায়ের মধ্যে কোনটিই যজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন নহে।

একনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ভূপতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার মতে যজ্ঞানুষ্ঠান দানাদি সমুদায় কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বকালে অনেকানেক ভূপতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তিসংস্থাপন পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসংখ্য বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই সমুদায় দেবরাজ্যের অধিপতি হইয়াছেন। অতএব ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনসমভিব্যাহারে সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, নকুল সেই যজ্ঞের নিন্দা করিল কেন? আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যজ্ঞের বিধি ও যজ্ঞফলের বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র মহা সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, ঋত্বিক্‌গণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। গুণসমন্বিত হোতারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ আহূত হইতে লাগিলেন এবং অধ্বর্য্যুগণ উৎকৃষ্ট স্বরে যজুর্ব্বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পশুবধের সময় সমুপস্থিত হইলে, মহর্ষিগণ পশুদিগকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান কখনই মঙ্গলকর নহে। পরম ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে। যজ্ঞে পশুহত্যা করা শাস্ত্রসম্মত নহে। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে আপনাকে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে। ইহা দ্বারা কখনই আপনার ধর্ম্মলাভ হইবে না। হিংসাকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব যদি আপনি ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করেন তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে ত্রৈবার্ষিক বীজ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। ঐ রূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পরম ধর্ম্ম ও মহৎ ফল লাভ করা যায়।

তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা শতক্রতু মোহবশতঃ তাঁহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেন না। তখন তাপসগণ কেহ কেহ স্থাবর পদার্থ দ্বারা ও কেহ কেহ জঙ্গম পদার্থ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া ঘোরতর বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত দেবরাজের সহিত চেদিরাজ বসুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানের কিরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। আমরা কেহ কেহ পশু দ্বারা এবং কেহ কেহ বীজ ও ঘৃত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, চেদিরাজ বসু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! যখন যে বস্তু উপস্থিত হইবে, তখন তদ্দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। চেদিরাজ বসু এইরূপ মিথ্যা বাক্য কীর্ত্তন করাতে, তাঁহাকে অচিরাৎ রসাতলে গমন করিতে হইল। অতএব সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি যেন বহুদর্শী হইয়াও সহসা সংশয়াত্মক ব্যাপারের মীমাংসা না করে। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠাননিরত ও দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার সমুদায় দানফল বিনষ্ট হইয়া যায়। অধার্ম্মিক হিংসাপরায়ণ দুরাত্মারা দান

করিয়া কখনই ইহলোক ও পরলোকে কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মানুসারে দ্রব্যসমুদায় উপার্জ্জন পূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত ও নিরভিমান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাকে কখনই ধর্ম্মফলে বঞ্চিত হইতে হয় না। কপটধার্ম্মিক পাপপরায়ণ নরাধমেরা কেবল লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ যথেচ্ছাচারী ও মোহসমম্বিত হইয়া পাপ কার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাকে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইতে হয়। দুরাত্মারা লোভমোহের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত পাপাচরণ পূর্ব্বক প্রাণিগণকে উদ্বেজিত করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি মোহাক্রান্ত হইয়া অধর্ম্মানুসারে অর্থলাভ পূর্ব্বক দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে কখনই তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধ্যানুসারে উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ ফল, মূল, শাক ও জল দান করিয়াই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা এইরূপ দানকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাযোগ, দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এ সমুদায়ই সনাতন ধর্ম্মের মূল। পূর্ব্বে অসংখ্য মহর্ষি এবং বিশ্বামিত্র, অসিত, জনক, কক্ষসেন, আর্ষ্টিষেন ও সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি ভূপালগণ ন্যায়লব্ধ বস্তু সমুদায় দান ও সত্য ব্যবহার করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে ন্যায়লব্ধ বস্তু প্রদান করিলে, অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনার মুখে উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বহুপরিশ্রমলব্ধ শক্তু দান দ্বারা স্বর্গলাভবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনদানই উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের হেতু। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে যজ্ঞানুষ্ঠান অল্পধনসাধ্য নহে। অতএব কেবল ধর্ম্মলব্ধধন দ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রভূত অর্থসঞ্চয় না থাকিলেই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা যায় না, ইহা কেবল ভ্রমমাত্র। এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মহাযজ্ঞবিষয়ক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলেই তোমার ঐ ভ্রম দূর হইবে। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় জীবের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়া এক দ্বাদশবার্ষিক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে অগ্নিতুল্য তেজস্বী মূলাহারী, ফলাহারী অশ্মকুট্ট, মরীচিপ, পরিপৃষ্টিক, বৈঘসিক ও অপ্রকাল প্রভৃতি বিবিধ মহর্ষিগণ হোতৃত্বে বৃত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুতর সন্ন্যাসী ও যতিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। উঁহারা সকলেই দমগুণসম্পন্ন হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিত ধর্ম্মদর্শী ও জিতেন্দ্রিয়। ঐ সকল মহাত্মারা ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক শুদ্ধাচারনিরত হইয়া পরম যত্নসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ অগস্ত্যও স্বীয় সাধ্যানুসারে সেই যজ্ঞের উপযুক্ত অন্ন আহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে মহর্ষি অগস্ত্যের সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ঐ সময় বিষম অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণ করিলেন না। তখন একদা তাঁহার ঋত্বিক্‌গণ আপনাদিগের কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক পরস্পর এই কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, মহর্ষি অগস্ত্য মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞে অন্নদান করিতেছেন, কিন্তু দেবরাজ অদ্যাপি বারিবর্ষণ করিলেন না। তবে কিরূপে অন্ন উৎপন্ন হইবে? বিশেষতঃ এই যজ্ঞ দ্বাদশবর্ষব্যাপী। ইহা সমাপ্ত হইবার এখনও অধিক দিন বিলম্ব আছে। বোধ হয় দেবরাজ এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে, বারিবর্ষণ করিবেন না। অতএব এক্ষণে মহাতপা মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি অনুগ্রহ করা সকলেরই আবশ্যক।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিবামাত্র প্রতাপশালী মহর্ষি অগস্ত্য অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! যদি ইন্দ্রদেব নিতান্তই দ্বাদশবর্ষ বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি সঙ্কল্প দ্বারা দেবতা ও ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া চিন্তাযজ্ঞের আহৃত দ্রব্যসমুদায় ব্যয় করিবার পরিবর্ত্তে ঐ সমুদায় স্পর্শ করিয়া স্পর্শযজ্ঞের কিংবা ব্যায়াম সাধ্য অন্যবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আমি বহুবৎসরাবধি এই বীজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব ঐ বীজ দ্বারাই নির্ব্বিঘ্নে এই যজ্ঞ সম্পাদন করিব। দেবরাজ বারিবর্ষণ করুন বা না করুন, কখনই আমার যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যদি দেবরাজ আমার অভ্যর্থনানুসারে বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে জীবন প্রদান করিব; যে ব্যক্তি আহার করিয়া থাকে, সে তাহাই আহার করিবে। এক্ষণে এই ত্রিলোকমধ্যে যে সমুদায় সুবর্ণ ও অন্যান্য ধন বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় অচিরাৎ এই স্থানে সমুপস্থিত হউক এবং স্বয়ং ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য স্বর্গবাসিগণ সকলেই এই যজ্ঞস্থলে আগমন করুন। মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা কহিবামাত্র সেই যজ্ঞভূমিতে প্রভূত ধন ও ধর্ম্মাদি দেবগণের সমাগম হইল।

তখন ঋষিগণ মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবল দর্শনে যুগপৎ হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আপনার প্রভাবদর্শনে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমরা আপনার সঞ্চিত তপোবল বিনাশ করিতে বাসনা করি না। যথার্থ ন্যায়পথে যে সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, আমরা সেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ন্যায়পথে জীবিকা উপার্জ্জনপূর্ব্বক যজ্ঞ, হোম ও অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই আমাদের অভিপ্রেত। আমাদের মতে ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করাই শ্রেয়ঃ। আমরাও ন্যায়ানুসারে যথাকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি এবং ন্যায়ানুসারেই তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছি। হিংসাপরিশূন্য বুদ্ধিই আপনার মতে প্রশংসনীয়। অতএব আপনি যজ্ঞস্থলে অহিংসাসহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই আমরা আপনার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইব। আপনার এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে, আমরা কখনই এস্থান হইতে গমন করিব না। এই যজ্ঞ সমাপ্তির পর আপনি আমাদিগকে অনুমতি করিলেই আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিব।

তপোধনগণ এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র অগস্ত্যের তপোবলদর্শনে চমৎকৃত হইয়া অচিরাৎ বারিবর্ষণপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে অগ্রে লইয়া সেই মহর্ষির নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ঐ দিবস অবধি অগস্ত্যের যজ্ঞসমাপ্তিপর্য্যন্ত যথাসময়ে ভূমণ্ডলে বারিবর্ষণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি অগস্ত্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া মুনিগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধাবসানে সেই স্বর্ণশিরা নকুল যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মনুষ্যবাক্যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল, সে কে? উহার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি সেই নকুলের বিষয় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই নিমিত্ত আমিও উহা কীর্ত্তন করি নাই। এক্ষণে ঐ নকুল কে এবং কি নিমিত্ত মনুষ্যের ন্যায় উহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইত, তাহা আপনার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাত্মা জমদগ্নি শ্রাদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বয়ং হোমধেনু দোহনপূর্ব্বক তাহার দুগ্ধ এক পবিত্র নূতন ভাণ্ডে রাখিয়াছিলেন। ঐ সময় ধর্ম্ম তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্রোধরূপী হইয়া সেই দুগ্ধভাণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই মহর্ষির অনিষ্টাচরণ করিলে ইনি আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা আমাকে জ্ঞাত হইতে হইবে। তিনি মনে মনে এইরূপ অনুধ্যানপূর্ব্বক সেই দুগ্ধ পান করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। কিন্তু মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহাকে ক্রোধ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন সেই ক্রোধরূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন; মহর্ষে! যখন আজি আপনি আমাকে পরাজিত করিলেন, তখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, লোকে ভৃগুবংশীয়দিগকে যে অতিশয় ক্রোধশীল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। আপনার তুল্য তপস্যানিরত ও ক্ষমাশীল আর কেহই নাই। এক্ষণে আমি আপনার একান্ত বশীভূত হইলাম। আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার তপস্যার বিষয় চিন্তা করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে।

তখন মহাত্মা জমদগ্নি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ক্রোধ! তুমি আমাকে পরীক্ষা করিলে, এক্ষণে যথাস্থানে প্রস্থান কর। তুমি আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। আমিও তোমার প্রতি কিছু-

আর মুক্ত হই নাই। আমি পিতৃগণের উদ্দেশে এই ভূত সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; অতএব তুমি শীঘ্র গমন করিয়া তাহাদিগকে প্রসন্ন কর। জমদগ্নি এই কথা কহিবামাত্র ক্রোধরূপী ধর্ম নিতান্ত ভীত হইয়া তথায় অন্তর্হিত ও অচিরাৎ পিতৃগণের শাপপ্রভাবে নকুলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি শাপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় পিতৃগণকে প্রসন্ন করিলে তাঁহারা কহিলেন, তুমি ধর্মের নিন্দা কর, তাহা হইলেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। পিতৃগণ এই কথা কহিবামাত্র সেই নকুল [illegible] যজ্ঞীয় প্রদেশসমূহে গমনপূর্ব্বক যজ্ঞাদি কার্য্যের নিন্দা করিতে লাগিল। পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া "এ যজ্ঞ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তুদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে" বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়াছিল। ধর্মরাজ সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ; সুতরাং তাঁহাকে নিন্দা করিবামাত্র উহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে।

অনুগীতা পর্ব্ব সমাপ্ত

আশ্বমেধিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব।

আশ্রমবাস পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ রাজ্যলাভ করিয়া কত দিন উহা ভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও পুত্রহীন অমাত্যহীন আশ্রয়বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রই বা কি রূপে কালযাপন করিয়াছিলেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শত্রুসমুদায় নিহত হইবার পর মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর উহা উপভোগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে তাঁহাদের রাজ্য প্রতিপালিত হয়। ঐ সময় বিদুর, সঞ্জয় ও বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু ইহাঁরা সর্ব্বদা অন্ধরাজের সমীপে সমুপস্থিত থাকিতেন। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা ও চরণবন্দনা করিতেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী প্রতিনিয়ত গুরুপত্নীর ন্যায় গান্ধারীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। দ্রৌপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য পাণ্ডব পত্নীগণ স্বীয় শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের ন্যায় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিনিয়ত মহার্হ শয্যা, পরিধেয় বস্ত্র, আভরণ ও রাজোচিত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসমুদায় ধৃতরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শ্যালক মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য ও ভগবান্ বেদব্যাস সতত অন্ধরাজের নিকট সমুপস্থিত থাকিতেন। বেদব্যাসের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক ও রাক্ষসবিষয়ক নানাবিধ কথোপকথন হইত। মহামতি বিদুর তাঁহার আদেশানুসারে ধর্ম্ম ও ব্যবহারবিষয়ক কার্য্যসমুদায় সন্দর্শন করিতেন। মহাত্মা বিদুরের সুনীতিপ্রভাবে অতি সামান্য অর্থব্যয়ে সামন্ত নরপতিদিগের নিকট হইতে বহুতর প্রিয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। তিনি আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধনমোচন এবং বধার্হ ব্যক্তিদিগের প্রাণদান করিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাতে কদাচ বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতেন না। তিনি বিহারযাত্রা সময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ উপভোগ্য বস্তু প্রদান করিতেন। ঐ সময় নানাবিধ পাচকগণ পূর্ব্বের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রের পাককার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; পাণ্ডবগণ মহার্হ বস্ত্র ও বিবিধ মাল্য আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতেন; মৈরেয়, মৎস্য, মাংস, পানীয় ও মধুপ্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভক্ষ্যদ্রব্যসমুদায় তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইত এবং যে সমুদায় ভূপতি বিহার উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার উপাসনা করিতেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, ধৃষ্টকেতুর ভগিনী, জরাসন্ধের কন্যা ও অন্যান্য ভরতকুলকামিনীগণ সতত গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির "রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবিহীন হইয়াছেন; অতএব যাহাতে উহাঁকে কিছুমাত্র দুঃখভোগ করিতে না হয়, তোমরা তাহাই করিবে" এই বলিয়া ভ্রাতৃগণকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহারাও তাঁহার আদেশানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সর্ব্বদা সবিশেষ যত্ন করিতেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্নীতিনিবন্ধন যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, বৃকোদরের হৃদয় হইতে তখনও তাহা অপনীত হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহার সুখসাধনবিষয়ে তত যত্নবান্ হইতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সরলস্বভাব মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সেই সমুদায় বস্তু প্রদান পূর্ব্বক প্রীতমনে অমাত্য ও ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, অন্ধরাজ আমার ও তোমাদিগের পরম পূজনীয়। অতএব যিনি উহাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবেন, তিনি আমার পরম সুহৃৎ আর যিনি উহাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমার শত্রুস্বরূপ হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে উনি স্বীয় পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইচ্ছানুসারে ধনদান করুন।

যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা সকলেই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে বিবিধ ধনদান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বৃদ্ধ অন্ধরাজকে আমাদিগের নিমিত্তই পুত্রপৌত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইতে হইয়াছে; অতএব যাহাতে ইনি সেই শোকনিবন্ধন কালকবলে নিপতিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাঁর পুত্রগণ জীবিত থাকিতে ইনি যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণেও সেইরূপ সুখভোগে কালহরণ করুন। পাণ্ডবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিনীত, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও ভক্তিমান দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। ঐ সময় মহানুভাবা গান্ধারীও পিতৃলোক প্রাপ্ত পুত্রগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ ধন দান করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিনিয়ত অন্ধরাজের যথাবিধি সৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কোন বিষয়ে পাণ্ডবগণের দোষ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাদের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

পতিপরায়ণা গান্ধারীও পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন না। অন্ধরাজ ও গান্ধারী তাঁহাকে যে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায় কঠিন হউক বা সহজ হউক, তিনি প্রাতঃযত্নে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্ধরাজ, ধর্ম্মরাজের এইরূপ সদাচার দ্বারা পরম প্রীত হইয়া মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে স্মরণপূর্ব্বক যাহার পর নাই অনুতাপযুক্ত হইলেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জপাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রামে অপরাজয় ও ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের আয়ুর্বৃদ্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডবগণ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রীতিলাভ হইল, পূর্ব্বে তিনি স্বীয় পুত্রগণ হইতেও সেইরূপ প্রীতিলাভে সমর্থ হন নাই। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রীত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির অত্যাচারের বিষয় একবার স্মরণও না করিয়া অন্ধরাজের আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, যুধিষ্ঠির তাহার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজের ভয়ে কেহই তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের বা দুর্য্যোধনের দোষ-কীর্ত্তনে সমর্থ হইত না। মহাত্মা বিদুর ও গান্ধারী ধর্ম্মরাজের সৌজন্য দর্শনে তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু ভীমসেনের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতিসঞ্চার হইল না। ভীমসেন অন্ধরাজকে দর্শন করিবামাত্র মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইতেন, কেবল যুধিষ্ঠির উঁহার পরিচর্য্যা করিতেন বলিয়াই নিতান্ত অপ্রীতচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনপিতা ধৃতরাষ্ট্র এই উভয়ের প্রণয়ের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সতত সাবধানে অন্ধরাজের পরিচর্য্যা করিতেন। কেবল মহাবীর বৃকোদরই তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র যখন স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিতেন, তখনই তিনি মনোমধ্যে বৃকোদরকে চিন্তা করিয়া যাহার পর নাই কষ্ট পাইতেন। মহাবীর বৃকোদরও ধৃতরাষ্ট্রের নামগন্ধ হইলেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। তিনি গোপনে অন্ধনৃপের অপ্রিয়কার্য্য সাধন এবং কপট পুরুষ দ্বারা উঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাইতেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্মন্ত্রণা ও দুর্ব্যবহারনিবন্ধন যে তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কোন ক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এইরূপে পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইলে, একদা মহাবাহু ভীমসেন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণকে স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনতিদূরে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও দ্রৌপদীর অজ্ঞাতসারে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে, বাহ্বাস্ফোট করিতে করিতে কহিলেন, হে বন্ধুগণ! আমি এই পরিঘাকার বাহুযুগলপ্রভাবে নানাশস্ত্রপারদর্শী ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে নিহত করিয়াছি। আমার এই চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় প্রভাবেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত শমনসদনে গমন করিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন এইরূপ বিবিধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধিমতী গান্ধারী সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইয়া থাকে বিবেচনা করিয়া কিছু-মাত্র দুঃখিত হইলেন না; কিন্তু কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র ভীমের সেই ভীষণ বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও নির্ব্বেদযুক্ত হইলেন। তখন তিনি অবিলম্বে স্বীয় সুহৃদগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বান্ধবগণ! যেরূপে কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের অবিদিত নাই। আমিই ঐ ঘোরতর অনর্থের মূল। কৌরবগণ আমার পরামর্শানুসারেই সংগ্রামে সমবেত হইয়াছিল। আমি যে জ্ঞাতিগণভয়াবহ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলাম, মহাত্মা বাসুদেব ঐ দুরাত্মাকে উহার অমাত্যগণের সহিত নিহত করিতে উপদেশ প্রদান করিলে যে, তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করি নাই; বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাস, সঞ্জয় ও গান্ধারী আমাকে বারংবার হিতোপদেশ প্রদান করিলেও যে আমি পুত্রস্নেহে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হই নাই এবং মহামতি বাসুদেবের পরামর্শানুসারে যে গুণশালী মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে তাঁহাদের পিতৃপৈতামহাগত রাজ্য প্রদান করি নাই, সেই সমুদায় এক্ষণে সহস্র সহস্র শল্যস্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পর অবধি আমি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন আমি কোন দিন দিবার চতুর্থকালে কোন দিন বা অষ্টমকালে ক্ষুধানিবারণার্থ যৎকিঞ্চিন্মাত্র আহার করিয়া থাকি। গান্ধারী ভিন্ন আর কেহই উহা অবগত নহে। আমার এইরূপ নিয়ম যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অনুতাপ করিবেন বলিয়া আমি কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করি না। প্রতিদিন অজিন ধারণপূর্ব্বক ভূতলে কুশোপরি শয়ান হইয়া জপানুষ্ঠান করিয়া থাকি। যশস্বিনী গান্ধারীও এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমার সমরবিশারদ শতপুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। কারণ তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে নিহত হইয়া অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র বান্ধবগণকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস কুন্তীনন্দন! তোমার মঙ্গল লাভ হউক। আমি তোমা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার প্রভূত মহামূল্য বস্তুসমুদায় দান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি। পুত্রবিহীনা গান্ধারী ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। যে সকল দুরাত্মা তোমার ঐশ্বর্য্য অপহরণ ও দ্রৌপদীর কেশাম্বর কর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সকলেই সমরে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। অতএব তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমার কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কেবল আমার আপনার ও গান্ধারীর পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমি ধার্ম্মিকদিগের অগ্রগণ্য, রাজা ও জীবগণের পরম গুরু, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি আমাকে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে অনুমতি কর। আমি সুবলনন্দিনীর সহিত বল্কল পরিধান পূর্ব্বক অরণ্যে অবস্থান করিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব। শেষাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করাই আমাদিগের কুলোচিত কার্য্য। আমি তথায় বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া পত্নীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিব। তাহা হইলে তুমিও সেই তপস্যার ফলভাগী হইবে। কারণ রাজ্যমধ্যে যে সমুদায় শুভ ও অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, রাজা অবশ্যই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত বিষণ্ণ-চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! আপনি দুঃখিতচিত্তে কালহরণ করিলে, রাজ্য আমার কখনই প্রীতিকর হইবে না। হায়! আপনি এত দিন আহার পরিত্যাগ ও ভূতলে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, ইহা আমি বা আমার ভ্রাতৃগণ আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। আমাকে ধিক্! আমার তুল্য দুর্ব্বুদ্ধি রাজ্যলুব্ধ নরাধম আর কেহই নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিতেছেন বলিয়া আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া গোপনে গোপনে আমায় বঞ্চনা করিয়া অনাহারে কালাতিপাত করিয়াছেন। আপনি দুঃখভোগ করিলে, আমার রাজ্য, ভোগ্য বস্তু, যজ্ঞ ও সুখে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আপনার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার রাজ্য ও আমাকে নিতান্ত ক্লেশকর জ্ঞান হইতেছে। আপনি আমাদিগের পিতা, মাতা ও পরম গুরু। অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমরা কোথায় অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি আপনার ঔরসপুত্র যুযুৎসুকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে যুবরাজ করিয়া স্বয়ং রাজ্যভোগ করুন, আমি অরণ্যে গমন করি। আমি জ্ঞাতিবধজনিত অকীর্ত্তিতে বিলক্ষণ দগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি বনগমনপূর্ব্বক আমাকে পুনরায় দগ্ধ করিবেন না। এই রাজ্যে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আপনি রাজ্যেশ্বর; আমি আপনার অধীন, অতএব আমি কিরূপে আপনাকে অনুমতি প্রদান করিব। আমরা দুর্য্যোধনের অত্যাচার স্মরণ করিয়া কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই। অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যপ্রভাবেই আমাদিগকে তৎকালে মোহে

বশীভূত হইয়া ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে। দুর্য্যোধনাদি যেমন আপনার পুত্র ছিল, আপনি আমাদিগকেও সেইরূপ জ্ঞান করিবেন। জননী কুন্তী ও গান্ধারীতে আমার কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান নাই। অতএব যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার অনুগামী হইব। আপনি বনে গমন করিলে, এই নানারত্ন-বিভূষিতা সসাগরা পৃথিবী কখনই আমার প্রীতিকর হইবে না। অতএব আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়া কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই রাজ্যস্থ সমুদায় পদার্থে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আমরাও আপনার একান্ত বশবর্ত্তী। অতএব আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিষাদ পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শুশ্রূষা করিয়া মনের সন্তাপ নিবারণ করিব।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় অরণ্যবাস আশ্রয় করা আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম। আমি বহুদিন রাজ্যমধ্যে বাস করিয়াছি এবং তুমিও আমার যথোচিত শুশ্রূষা করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমাকে অরণ্য গমনে আদেশ কর। মহামতি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া মহাত্মা সঞ্জয় ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়! এক্ষণে তোমরা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা কর। আমি স্বয়ং আর বাক্যচালন করিতে পারি না। বার্দ্ধক্য ও বহুক্ষণ বাক্যব্যয়-নিবন্ধন আমার মন অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অন্ধরাজ এই বলিয়া গান্ধারীকে অবলম্বনপূর্ব্বক সহসা মৃত ব্যক্তির ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতকে অকস্মাৎ মৃতকল্প দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! যে মহাত্মা এক লক্ষ হস্তীর বল ধারণ করিতেন, যাঁহার বাহুবলে ভীমের লৌহময় প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজি তিনি এক অবলাকে ধারণপূর্ব্বক মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিলেন। আমার তুল্য অধার্ম্মিক ও নরাধম আর কেহই নাই। আমাকে ও আমার শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্! আজি আমার নিমিত্তই ইঁহাকে এতদূর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। আজি যদি ইনি এবং জননী গান্ধারী ভোজন না করেন, তাহা হইলে আমিও অনাহারে কালহরণ করিব। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সলিলসিক্ত হস্ত দ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার মুখ ও বক্ষঃস্থল মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই রত্ন ও ওষধিযুক্ত সুগন্ধময় পবিত্র করস্পর্শ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পুনর্ব্বার হস্ত দ্বারা আমার অঙ্গস্পর্শ ও আমাকে আলিঙ্গন কর। তোমার করস্পর্শ দ্বারা আমার জীবন লাভ হইল। আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ ও তোমাকে আলিঙ্গন করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি। আজি আমি দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিব, স্থির করিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হওয়াতেও তোমাকে বহুক্ষণ বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করাতে আমার শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তোমার অমৃতরসাভিষিক্ত করস্পর্শ দ্বারাই আমার চৈতন্যলাভ হইয়াছে।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সৌহার্দ্দনিবন্ধন কর দ্বারা তাঁহার সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তখন অন্ধরাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহারা নিতান্ত শোকাবেগ নিবন্ধন যুধিষ্ঠিরকে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। তখন পতিপরায়ণা গান্ধারী অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং সমুদায় কৌরবরমণী কুন্তীর সহিত সমবেত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে ধৃতরাষ্ট্রের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমি ভূয়োভূয়ঃ তোমার নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। বারংবার বাক্যব্যয় করিলে আমার মনঃ নিতান্ত অবসন্ন হয়, অতএব আর তুমি আমাকে কষ্ট প্রদান করিও না।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে তত্রত্য যোধগণ তাঁহাকে নিরন্তর উপ-বাসপরিশ্রান্ত ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাশ্রু সংবরণপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যেরূপ অভিলাষিত হই, রাজ্যভোগ ও জীবন রক্ষা করিতে সেরূপ সন্তুষ্ট হই না; অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে ও আপনি আমাকে প্রিয়জ্ঞান করেন, তাহা হইলে এক্ষণে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করুন। পরে আমি আপনার বনগমনবিষয়ে বিবেচনা করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি আমি তোমার অনুরোধে অবশ্যই পুরোমধ্যে ভোজন করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় মহর্ষি বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যাহা কহিতেছেন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হও। ধৃতরাষ্ট্র একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে, ইনি রাজ্যমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক কখনই কষ্টভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। যশস্বিনী গান্ধারীও কেবল ধৈর্য্য-বশতঃ পুত্রশোক সহ্য করিতেছেন। অতএব আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি উঁহাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান কর। উঁহারা কেন বৃথা রাজধানীতে প্রাণত্যাগ করিবেন; অচিরাৎ বনগমন করিয়া পুরাতন রাজ-র্ষিদিগের তুল্য গতি লাভ করুন। চরমে বনগমন করাই রাজর্ষিদিগের প্রধান কর্ম্ম।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও কুলগুরু। আপনি আমার পিতা ও আমি আপনার পুত্র স্বরূপ। ধর্ম্মানুসারে পুত্র পিতার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহার আর সংশয় কি?

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! নরপতি ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব আমি ইঁহাকে বনগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি। তুমিও ঐ বিষয়ে সম্মত হও। ইনি এক্ষণে বনে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করুন। তুমি তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যুদ্ধে বা বনমধ্যে বিধিপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা ভূপতিদিগের পরম ধর্ম্ম। তোমার পিতা পাণ্ডু প্রতিনিয়ত পিতার ন্যায় ইঁহার সেবা করিয়াছেন। সেই মহাত্মা যে সময় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেন, সেই সময় এই অন্ধরাজ রত্নপর্ব্বতপরিশোভিত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উৎকৃষ্টরূপে প্রজাপালন ও লোকসমুদায়ের বন্ধনমোচন প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে তুমি বনগমন করিলে পর ইনি ত্রয়োদশ বৎসর পুত্রপরিরক্ষিত রাজ্যভোগ ও বিবিধ ধনরাশি প্রদান করিয়াছেন; তুমিও এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর ভৃত্যগণের সহিত ইঁহার ও গান্ধারীর যথোচিত সেবা করিলে। এক্ষণে ইঁহার তপোনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত, অতএব তুমি ইঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এখন তোমাদিগের প্রতি উঁহার অণুমাত্র ক্রোধ নাই। মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপে বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনবিষয়ে অনুমতি করিতে অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মরাজ অগত্যা তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্মত দেখিয়া অচিরাৎ স্বস্থানে গমন করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মনন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, তাত! আপনার যাহা অভিমত এবং ভগবান্ বেদব্যাস, মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু আমাকে যে বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। ইঁহারা সকলেই আমার মান্য ও কুরুকুলের হিতৈষী। এক্ষণে আমি প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রথমতঃ আহার করুন; পশ্চাৎ অরণ্যাশ্রমে গমন করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত জীর্ণ গজপতির ন্যায় অতিকষ্টে শনৈঃ শনৈঃ আপনার আবাসাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বিদুর, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাহ্ণকৃত্য সমুদায় সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারীও কুন্তী ও অন্যান্য বধূগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আহার করিতে লাগিলেন। উঁহাদিগের আহার সম্পন্ন হইলে পাণ্ডবগণ ও বিদুরাদি মহাত্মারা আহার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এই অষ্টাঙ্গ সংযুক্ত রাজ্যে সর্ব্বদা সাবধানে অবস্থান করিবে। ধর্ম্মানুসারে যেরূপে রাজ্যরক্ষা করিতে হয়, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বদা বিদ্যাবৃদ্ধদিগের উপাসনা, তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণ ও সেই বাক্যানুসারে অবিচারিত চিত্তে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ সমস্ত জ্ঞানবান্ লোকের সম্মাননা ও কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহারা সম্মানিত হইলে অবশ্যই তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি অশ্ব সমুদায়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে উহারা সংরক্ষিত ধনরাশির ন্যায় উত্তরকালে অবশ্যই হিতকর হইয়া উঠিবে। যে মন্ত্রিগণ ছলপরিশূন্য ও সমুদয়গুণসম্পন্ন এবং যাঁহারা পিতা ও পিতামহের সময় অবধি কার্য্য সন্দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সমুদায় কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বীয় অধিকারস্থ পরীক্ষিত চর দ্বারা শত্রুর অজ্ঞাতসারে সতত তাহার সমাচার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তুমি যে পুরোমধ্যে বাস করিবে, তাহার প্রাচীর ও তোরণ সুদৃঢ় হওয়া এবং উহার মধ্যে ছয় প্রকোষ্ঠ, বিবিধ অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গ থাকা উচিত। ঐ পুর সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহার দ্বার সকল বৃহৎ, যথাস্থানে সন্নিবেশিত ও সুরক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। যে সকল ব্যক্তিদিগের কুলশীল বিশেষ রূপে অবগত হইবে, তাঁহাদিগের দ্বারাই কার্য্যসাধন করাইবে। আহার, বিহার, মাল্যপরিধান, শয়ন ও আসনে উপবেশন সময়ে সাবধানে আত্মরক্ষা করিবে। সৎকুলসম্ভূত সুশীল বিশুদ্ধ বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যেন তোমার অন্তঃপুরিকাগণকে সাবধানে রক্ষা করেন। কুল, শীল ও বিদ্যাসম্পন্ন বিনীত সরলস্বভাব ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। ঐ সকল ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত মন্ত্রণা করা বিধেয় নহে। মন্ত্রণাকালে হয় স্বদলের সহিত, নচেৎ কোন কার্য্যব্যপদেশে অভিলষিত ব্যক্তিদিগকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিবে। মন্ত্রণাগৃহ নিভৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বন ও অনাবৃত স্থান মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ঐ দুই স্থানে মন্ত্রণা করা কদাপি বিধেয় নহে। বানর, পক্ষী, জড় ও পঙ্গুব্যক্তিদিগকে মন্ত্রণাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রভেদ হইলে নরপতিদিগের যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা নিতান্ত সুকঠিন। মন্ত্রভেদ হইলে যে যে দোষ এবং মন্ত্রভেদ না হইলে যে যে শুভ ফল হয়, তৎসমুদায় তুমি মন্ত্রীদিগের নিকট সতত কীর্ত্তন করিবে। পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের দোষগুণ অবগত হইবার চেষ্টা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তুষ্টচিত্ত ও বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে বিচারাসনে নিযুক্ত করিয়া যাহাতে তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করেন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ থাকিবে এবং তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ড করিলেন কি না, চর দ্বারা তাহার তথ্যানুসন্ধান করিবে। যাহারা উৎকোচজীবী, পরদারাপহারী, উগ্রদণ্ডকর্ত্তা, মিথ্যাবাদী, অন্যের অনিষ্টকারী, লুব্ধস্বভাব, পরধনাপহর্ত্তা, অসৎকর্ম্মানুষ্ঠাননিরত, সভাভঙ্গকারী ও বর্ণদূষক, দেশকাল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের কখন সুবর্ণদণ্ড ও কখন বা প্রাণদণ্ডের আদেশ করা বিধেয়। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ ব্যয়কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধারণ এবং তৎপরে অলঙ্কারধারণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য অর্থদান পূর্ব্বক সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালই দূত ও চরদিগের কার্য্যসন্দর্শনের উপযুক্ত সময়। নিশাশেষে নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ণয় এবং মধ্যরাত্রি ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ পূর্ব্বক প্রজাদিগের কার্য্য দর্শন করা বিধেয়। তুমি সকল সময়েই কার্য্যোর উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে; আবার উপযুক্ত সময়ে অলঙ্কৃত হইয়া স্বস্থচিত্তে অবস্থান করিবে। কার্য্যসমুদায় চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তুমি তদনুসারে সর্ব্বদা কোষপরিবর্দ্ধনে যত্নবান্ হইবে। কোষপরিবর্দ্ধনবিষয়ে ঔদাসীন্য বা অন্যায় ব্যবহার দ্বারা কোষবর্দ্ধন কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চর দ্বারা ছিদ্রান্বেষণতৎপর শত্রুগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দূর হইতেই আপ্ত পুরুষ দ্বারা তাহাদিগের বিনাশসাধন করা কর্ত্তব্য। ভৃত্যপদাভিলাষী ব্যক্তিদিগের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগকে অভিলষিত পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আশ্রিত ব্যক্তিগণ কোন কার্য্যে বিধিবিহিত রূপে নিযুক্ত হউক বা না হউক, তাঁহাদের দ্বারা কার্য্যসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধ্যবসায়সম্পন্ন, পরাক্রমশালী, কষ্টসহ, হিতাভিলাষী ও প্রভুভক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা উচিত। জনপদবাসী শিল্পীপ্রভৃতি লোকসমুদায় গো গর্দ্দভাদির ন্যায় কেবল আহার মাত্র গ্রহণ করিয়া যাহাতে তোমার কার্য্যসাধন করে, তুমি তদ্বিষয়ে নিয়ত যত্নবান্ হইবে। সর্ব্বদা কি আপনার, কি শত্রুর উভয়েরই ছিদ্র অন্বেষণ করিবে। স্ব স্ব ব্যবসায়ে সুনিপুণ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে বিহারযাত্রাদির উপলক্ষে উৎসাহ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গুণী ব্যক্তিদিগের গুণ যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয় ও যাহাতে তাঁহারা গুণ হইতে বিচলিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে বৎস! তুমি সতত আপনার, শত্রুদিগের, উদাসীনগণের এবং আপনার ও শত্রুদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সমুদায়ের মণ্ডলসমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে। শত্রু, শত্রুমিত্র, শত্রুর পরাজয়ার্থী, শত্রুমিত্রের পরাজয়ার্থী ছয় প্রকার আততায়ী এবং মিত্র ও মিত্রের মিত্র এই দ্বাদশবিধ লোকের বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ সুযোগ পাইলে অমাত্য, জনপদ, দুর্গ ও বলসমুদায় অনায়াসে ভেদ করিতে পারে, অতএব যাহাতে তাহারা ঐ কার্য্যে সমর্থ না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবিধ লোকও মন্ত্রীদিগের আয়ত্ত। সন্ধ্যাদি ষষ্টিপ্রকার গুণকে নীতিবিশারদ আচার্য্যগণ মণ্ডল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ ঐ মণ্ডলের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে রাজ্যরক্ষার ছয়প্রকার উপায় যথাস্থানে যথানিয়মে প্রয়োগ করিতে পারেন। স্ব স্ব ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন স্বপক্ষ বলবান্ ও শত্রুপক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন নরপতি শত্রুদিগকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ বলবান্ ও স্বীয় পক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা দ্রব্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখা ভূপালদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যখন রাজা যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তখন তিনি বিপক্ষদিগকে অল্পশস্যোৎপাদিকা ভূমি পিত্তলাদি ধাতু ও ক্ষীণবল মিত্র প্রদান করিয়া, তাহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন; কিন্তু অন্যে যখন তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইবে, তখন তিনি উহার নিকট বহুশস্যোৎপাদিকা ভূমি, সুবর্ণরৌপ্যাদি ধাতু ও বলবান্ মিত্রসমুদায় গ্রহণে যত্নবান্ হইবেন। সন্ধি করা আবশ্যক হইলে ভূপতি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশ্বাসার্থ তাহার পুত্রকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়া রক্ষা করিবেন। ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া রাজার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি বিবিধ যুক্তি ও উপায় দ্বারা বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিবেন। দীনদরিদ্র ও অনাথদিগের প্রতি দয়া করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। যে রাজা স্বয়ং রাজ্যরক্ষা করিতে বাসনা করেন, তিনি শত্রুদিগকে ক্রমে ক্রমে বা এককালে স্তম্ভন, বিনাশ ও তাহাদের কোষক্ষয় করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যে রাজার উন্নতিলাভের বাসনা থাকে, অধীনস্থ রাজাদিগের হিংসা করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক তাঁহার আত্মীয়ভেদ করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সাধুদিগের প্রতি দয়া ও অসাধুদিগের দণ্ড বিধান করা ভূপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক। বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বল-

দিগের প্রতি কদাচ অত্যাচার করিবেন না। যদি কোন পরাক্রান্ত রাজা দুর্ব্বল রাজাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে দুর্ব্বল ভূপতি প্রথমে মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া বেতসের ন্যায় নম্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক সামাদি উপায় দ্বারা এবং পরিশেষে কোষ, পৌরজন ও অন্যান্য প্রিয় বস্তু দান দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি ঐ সমুদায় উপায় দ্বারাও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অগত্যা স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

সন্ধিবিগ্রহের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবল প্রতিযোগীর সহিত সন্ধিস্থাপন ও দুর্ব্বল প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। স্থিরচিত্তে আপনার বলাবল বিচার করিয়া পরিশেষে যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য। যদি শত্রু পরাক্রান্ত এবং তাহার সৈন্যসমুদায় বলবান্ ও সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ নরপতি তাহাকে আক্রমণ না করিয়া, তাহার পরাজয়ের উপায় চিন্তা করিবেন। কিন্তু শত্রু যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ তাহার অভিমুখীন হইয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে শত্রুগণ বিপন্ন, ভেদযুক্ত, নিপীড়িত ও ভীত হয়, সতত তাহার উপায় চিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিশারদ ভূপতি আপনার ও শত্রুবর্গের উৎসাহ, প্রভুত্ব ও মন্ত্রণা, এই ত্রিবিধ শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যদি আপনাকে অরাতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্যবল, ধনবল, মিত্রবল, ভৃত্যবল ও শ্রেণীবল সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মিত্রবল অপেক্ষা ধনবল শ্রেষ্ঠ, আর শ্রেণীবল, ভৃত্যবল ও আচারবল এ তিন বলই পরস্পর সমান। রাজাদিগকে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয়। ঐ সকল বিপদে উপেক্ষা না করিয়া সামাদি উপায় দ্বারা ঐ সমুদায় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ভূপতি দেশ কাল এবং আপনার গুণ ও বল সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যে রাজা স্বয়ং উন্নতিশালী ও পরাক্রান্ত এবং যাঁহার সৈন্যসমুদায় হৃষ্টপুষ্ট, তিনি অকালেও যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন। পরাক্রান্ত ভূপাল শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও শরপূর্ণ তূণীরসম্পন্ন বীরগণকে সন্নিবেশিত করিয়া যুক্তিসহকারে শুক্রাচার্য্যবিহিত নীতিশাস্ত্রানুরূপ শকট, পদ্ম বা পদ্মব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। আপনার অধিকার মধ্যেই হউক বা অন্যের অধিকার মধ্যেই হউক, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নরপতি চর দ্বারা শত্রুদিগের ও স্বয়ং আপনার সৈন্য পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বলবান ব্যক্তিদিগকে সংগ্রামমুখে প্রেরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্রে আপনার বলাবল পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ সন্ধিসংস্থাপন বা যুদ্ধযাত্রা করা শ্রেয়ঃ। যে কোনরূপে হউক, আপনার প্রাণরক্ষা ও উভয় লোকে মঙ্গলচিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ভূপতি এই সমুদায় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের হিতসাধন কর; নিশ্চয়ই ইহলোকে পরম সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা, ভীষ্ম, বিদুর ও বাসুদেব তোমাকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমিও প্রীতিপূর্ব্বক তোমার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপতিগণ যেরূপ ফল লাভ হয়, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেই তাঁহার সেইরূপ ফল লাভ

অষ্টম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তাত! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি পুনরায় আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন। পিতামহ ভীষ্ম স্বর্গগমন করিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব এখানে উপস্থিত নাই এবং ধীমতি বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনার সহিত বনে গমন করিবেন। সুতরাং আপনার বনগমনের পর আর কে আমাদের উপদেশ প্রদান করিবে? আপনি আমার হিতৈষী হইয়া অদ্য আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, আমি অবশ্যই তদনুসারে কার্য্য করিব। আপনি সুখী হউন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে। অতএব তুমি নিবৃত্ত হও। আর আমি বাক্যব্যয় করিতে পারি না। অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীর ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক আসনে সমাসীন হইলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী দেবী গান্ধারী সেই প্রজাপতিতুল্য ভর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! মহর্ষি বেদব্যাস আপনাকে বনগমনে আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি কোন্ দিনে বনে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, গান্ধারি! আমি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছি, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও আমার বনগমনবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি প্রজাগণকে এই স্থানে আনয়ন করাইয়া দ্যূতক্রীড়ানিরত মৃত পুত্রাদিদিগের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ ধনদান করিয়া অচিরাৎ অরণ্যে গমন করিব।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তাঁহার আদেশানুসারে কুরুজাঙ্গলস্থ প্রজাসমুদায়কে আহ্বান করিলেন। তখন কুরুজাঙ্গলবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মহাহ্লাদিত হইয়া রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। উঁহারা সমাগত হইলে, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সেই সমুদায় প্রজা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সমবেত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামান্য ব্যক্তিগণ! আপনারা কৌরবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। কৌরবদিগের সহিত আপনাদিগের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। আপনারা কৌরবগণের পরমহিতৈষী, কৌরবগণও সতত আপনাদের হিতসাধনে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদিগকে অবিচারিত চিত্তে তাহাতে সম্মত হইতে হইবে। আমি মহর্ষি বেদব্যাস ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। আমাদিগের সহিত আপনাদিগের যেরূপ চিরসৌহার্দ্দ আছে, বোধ হয়, অন্যদেশস্থ নরপতিদিগের সহিত সেরূপ নাই। এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই একে নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে আবার আমাদের পুত্রসমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে; বিশেষতঃ আমরা অনেক দিন উপবাস করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়াছি, সুতরাং এ সময়ে বনগমন করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমার যথেষ্ট সুখসম্ভোগ হইয়াছে। বোধ হয়, দুর্য্যোধনের অধিকার সময়ে আমার এরূপ সুখভোগ হয় নাই। যাহা হউক, আমি একে জন্মান্ধ, তাহাতে আবার বৃদ্ধ ও পুত্র পৌত্রবিহীন হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে বনগমন ভিন্ন আর আমার শ্রেয়োলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব আপনারা আমাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজা সমুদায় বাষ্পাকুলনয়নে গদ্গদস্বরে রোদন করিতে লাগিল, কেহই কিছু মাত্র উত্তর প্রদান করিল না।

নবম অধ্যায়

এইরূপে সেই শোকপরায়ণ প্রজাগণ কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান থাকিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সম্রান্ত ব্যক্তিগণ! নরপতি শান্তনু, ভীষ্মপরিরক্ষিত বিচিত্রবীর্য্য ও আমার প্রিয় ভ্রাতা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি আপনাদিগকে যেরূপে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহা যদি অযথারূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদান করুন। দুর্য্যোধন যে সময়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, সে সময়ে সেও তোমাদিগের নিকট কোন অপরাধ করে নাই। পরিশেষে তাহারই দুর্নীতি

ও আমার অপরাধনিবন্ধন এই অসংখ্য নরপতি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমা হইতে যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আপনারা আর উহা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। বৃদ্ধ, পুত্রবিহীন, দুঃখিত ও পূর্ব্বতন নরপতিদিগের পুত্র বলিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। এই বৃদ্ধা গান্ধারীও আমার ন্যায় পুত্রহীনা ও শোকে একান্ত কাতরা হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা উভয়েই আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন। আপনারা কি সম্পদ্, বিপদ্, সকল সময়েই যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবেন। ধর্ম্মার্থকুশল অমিতপরাক্রম লোকপালসদৃশ ভীমাদি চারি ব্যক্তি যখন উঁহার মন্ত্রী, তখন উঁহাকে কখনই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে না। অতঃপর ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় এই মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের প্রতিপালন করিবেন। আমি ইঁহাকে আপনাদিগের হস্তে এবং আপনাদিগকে ইঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনারা পূর্ব্বাবধি কখনই আমার উপর কুপিত হন নাই। আপনারা একান্ত প্রভুভক্ত। এক্ষণে আমি গান্ধারীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই অস্থিরবুদ্ধি, লোভপরতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারী দুরাত্মা পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি করুন।

দশম অধ্যায়।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে অনুনয় করিলে, পৌর ও জানপদ প্রজাগণ সকলেই বাষ্পাকুললোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিল। তৎকালে তাহাদিগের মুখ হইতে কোন কথাই বিনির্গত হইল না। তখন অন্ধরাজ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধার্ম্মিকগণ! আমি নিতান্ত বৃদ্ধ ও পুত্রবিহীন হইয়াছি, আমার পিতা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে অরণ্যগমনে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি গান্ধারীর সহিত প্রণিপাতপুরঃসর করুণস্বরে বারংবার আপনাদিগকে কহিতেছি, আপনারা আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র করুণস্বরে এই কথা কহিলে, প্রজাগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া জনকজননীর ন্যায় শূন্যহৃদয়ে কেহ কেহ কর দ্বারা ও কেহ কেহ বা উত্তরীয় বসন দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ক্রমে ক্রমে শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক একবাক্য হইয়া শাম্ব নামক এক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের বাক্য অন্ধরাজের নিকট কীর্ত্তন করুন। তখন সেই বাক্যবিশারদ বেদবেত্তা মহাত্মা শাম্ব অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাগণ আপনাকে কহিতেছে, আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কৌরবগণের সহিত আমাদের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ আছে। আপনার বংশে কোন রাজাই প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ বা প্রজাদিগের অপ্রিয় ছিলেন না। সকলেই পিতা মাতার ন্যায় প্রজাদিগকে পালন করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস আপনাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আপনি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আমরা আপনার অদর্শনে নিতান্ত শোকাকুল হইব। আপনার গুণসমুদয় কদাচ আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইবে না। পূর্ব্বে মহারাজ শান্তনু, আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য্য ও মহাত্মা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, আপনার পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধনও সেইরূপে রাজ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হয় নাই। আমরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতাম। এক্ষণেও, আমাদিগের যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত হইতেছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। অতএব প্রার্থনা করি, কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহস্র বর্ষ রাজ্যপালন করুন। তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হইব। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরু সম্বরণ ও ভরত প্রভৃতি পুণ্যবান্ রাজর্ষিগণের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তাঁহার শরীরে দোষের লেশমাত্র নাই। আমরা আপনার প্রসাদে পরমসুখে কালহরণ করিয়াছি। আপনারা পিতাপুত্রে আমাদিগের কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই। আপনি কুলক্ষয়বিষয়ে দুর্য্যোধনের প্রতি যে দোষারোপ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক। এ বিষয়ে কি দুর্য্যোধন, কি কর্ণ, কি শকুনি, কি আপনি আপনাদিগের কাহারও অপরাধ নাই। দৈববলেই কৌরবগণের ক্ষয় হইয়াছে। দৈব নিতান্ত দুর্নিবার্য্য। পুরুষকার কখনই উহাকে নিবারণ করিতে পারে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় যোধগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অষ্টাদশ দিবসের মধ্যেই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত করিলেন, ইহা কি দৈববল ভিন্ন কখন সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ সংগ্রামে শত্রুসংহার ও কলেবর পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম। এই নিমিত্তই সেই মহাবলপরাক্রান্ত জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শী বীরগণ পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, আপনার ভৃত্যগণ, মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও আপনি আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও ভূপতিগণের ক্ষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। দৈববলেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। দৈব ভিন্ন উহার অন্য কারণই নাই। আপনি সমুদায় জগতের গুরু। আমরা আপনাকে ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে কদাচ অধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান করি না। এক্ষণে প্রার্থনা করি, মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে বান্ধবগণের সহিত দুর্লভ স্বর্গসুখ অনুভব করুন। আপনিও তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সমুদায় পরিজ্ঞাত হউন। পাণ্ডবগণের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টিপাতও করিতে হইবে না। ঐ মহাত্মারা পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, সমুদায় স্বর্গলোক প্রতিপালন করিতে পারেন। উঁহারা সম্পন্ন হউন, বা বিপন্ন হউন, প্রজাগণ সর্ব্বদা উঁহাদিগের বশীভূত থাকিবে। দীর্ঘদর্শী জিতেন্দ্রিয় মহারাজ যুধিষ্ঠির পুরাতন রাজর্ষিদিগের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে ধনদান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উঁহার তুল্য দয়াবান্ সরল ও পবিত্রস্বভাব আর কেহই নাই। উনি আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন। উঁহার মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহই ক্ষুদ্রদৃষ্টি বা অল্পজ্ঞানসম্পন্ন নহেন। উঁহার ভীমসেন প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণও উঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। সুতরাং তাঁহারা যে আমাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। শিষ্টদিগের প্রতি সরলতা ও দুষ্টদিগের প্রতি তেজঃপ্রকাশ করা তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। আর মহানুভাবা কুন্তী, দ্রৌপদী, চিত্রাঙ্গদা, উলূপী ও সুভদ্রা ইঁহারাও কদাচ আমাদিগের প্রতিকূল ব্যবহার করিবেন না। আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ, স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং যুধিষ্ঠির এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না। প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলেও মহারথ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। অতএব আপনি এক্ষণে সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থচিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন।

মহামতি শাম্ব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই কথা কহিলে, অন্যান্য সমুদায় প্রজাই তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বারংবার তাহাদিগের বাক্যে অভিনন্দন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া গান্ধারীর সহিত আপনভবনে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, অন্ধরাজ বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাত্রা করিবেন। এক্ষণে তিনি সমরনিহত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য বান্ধবগণের শ্রাদ্ধসম্পাদনার্থ আপনার নিকট কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ ধন দ্বারা সৌভাগ্যশূন্য জয়দ্রথেরও শ্রাদ্ধ করিবেন। মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিবা-

মাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মাননা করিলেন; কিন্তু আত্মক্রোধ ভীমসেন দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য স্মরণ করিয়া বিদুরের সেই বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বৃকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৃকোদর! আমাদিগের পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে দীক্ষিত হইয়া ভীষ্মাদি মহাত্মাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আপনা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ধন যাচ্ঞা করিতেছেন; অতএব উহা প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি। পূর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমরা যাচ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে তিনি আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, আজি তিনি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনগমনে অভিলাষী হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে ধনপ্রদানে অনুমতি করুন। উঁহাকে ধন প্রদান না করিলে আমাদের অধর্ম্ম এবং অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। বরং আপনি ধন প্রদান করা উচিত কি না তাহা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা স্বয়ং মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য বান্ধবগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিব এবং ভোজনন্দিনী কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উঁহাদিগের শ্রাদ্ধার্থ ধৃতরাষ্ট্রকে ধন দান করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে দুর্য্যোধনাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাই বিধেয় নহে। আমাদিগের শত্রুগণ যেন কোন স্থানেই আহ্লাদিত না হয়। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যে সকল কুলাঙ্গার দ্বারা এই পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই ঘোরতর ক্লেশে নিপতিত হয়। তুমি কি দ্রৌপদীর ক্লেশাবহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস এককালে বিস্মৃত হইয়াছ? তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? যখন তুমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও সোমদত্ত ইঁহারা কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? যখন তুমি ত্রয়োদশ বৎসর বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলে, তখন তোমার জ্যেষ্ঠতাতের পিতৃস্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? দুরাত্মা ধর্ম্মরাজ যে দ্যূতক্রীড়ার সময় 'এইবার আমাদের কি লাভ হইল' বলিয়া বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা কি তুমি একবারে বিস্মৃত হইয়াছ?

মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে এই কথা কহিলে, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঐ সময় অর্জ্জুন বৃকোদরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরু। আপনাকে আর অধিক বলা আমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আপনার নিকট আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের পূজ্য। বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিরা অন্যকৃত অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মনন্দন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্ত! তুমি আমার আদেশানুসারে কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, তিনি পুত্র ও ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের শ্রাদ্ধার্থ যে পরিমাণে ধনদান করিতে বাসনা করেন, তাহা আমার কোষ হইতে গ্রহণ করুন। ভীমসেন তাহাতে বিরক্ত হইবেন না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! যেন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র বৃকোদরের প্রতি কোপ প্রকাশ না করেন। বৃকোদর অরণ্যমধ্যে শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টিনিবন্ধন অনেক কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তুমি আমার বচনানুসারে জ্যেষ্ঠতাতকে কহিবে যে, তাঁহার যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি তৎসমুদায়ই যেন আমার গৃহ হইতে গ্রহণ করেন। বৃকোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, তাহা যেন তিনি হৃদয়মধ্যে স্থান দান না করেন। অর্জ্জুনের ও আমাদিগের যে সমুদায় ধন আছে, তিনি সেই সমুদায় ধনেরই অধিকারী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মণগণকে তাহা দান ও অন্যান্য ব্যয় করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের নিকট ঋণমুক্ত হউন। আমার ধনের কথা দূরে থাক, আমার এই শরীরও তাঁহার একান্ত অধীন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ধীমান্ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি এবং অর্জ্জুন উভয়ে আপনার বাক্যে যথেষ্ট সমাদরপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, আমাদিগের রাজ্য ধন বা প্রাণ যাহাতে জ্যেষ্ঠতাতের অভিলাষ হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতন দুঃখসমুদায় স্মরণ করিয়া আপনার বাক্যে অতিকষ্টে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহারা উভয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বৃকোদরকে সম্মত করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ অনেক অনুনয় করিয়া কহিয়াছেন যে, মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া আপনার প্রতি যে কিছু অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন আপনি দুঃখিত না হন। ঐ মহাবীর সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও যুদ্ধেই ব্যাপৃত থাকেন; এই নিমিত্তই উনি অদ্যাপি ক্রোধসংবরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে বৃকোদরের নিমিত্ত আমি ও অর্জ্জুন আমরা উভয়ে জ্যেষ্ঠতাতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের বিশেষতঃ ভীমের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি এই রাজ্য ও আমাদিগের প্রভু, অতএব পুত্র ও বান্ধবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ তাঁহার যাহা অভিরুচি হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনি রত্ন, গাভী, দাস, দাসী, মেষ ও ছাগপ্রভৃতি যাহা দান করিতে বাসনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ব্রাহ্মণ, অন্ধ ও দীন দরিদ্রদিগকে প্রদান করুন। তিনি অন্নদান পানীয়দান ও গোসমূহের জলপানার্থ নিপানদান প্রভৃতি অসংখ্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। হে কৌরবেন্দ্র! রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ধনঞ্জয় আমাকে এই কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, সেই দিন অবধি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ধন দান করিয়া বনগমন করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সুহৃদ্গণের প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্ব্বক অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদন, মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, দাস, দাসী, মেষ, ছাগ, কম্বল, গ্রাম, ক্ষেত্র, অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী ও বরাঙ্গনাসমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সেই ধৃতরাষ্ট্রানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধযজ্ঞ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গণক ও লেখকগণ দিবারাত্রি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে "মহারাজ! এই যাচক ব্রাহ্মণগণকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং অন্ধরাজ যাহাকে শত মুদ্রা প্রদান করিতে কহিলেন, তাহারা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা এবং যাহাকে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহাকে দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সলিলবর্ষী জলধরের ন্যায় ধনবর্ষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে প্রচুর পরিমিত বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সমুদায় বর্ণের ব্যক্তিগণকে আহার করাইয়া পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে তিনি আপনার ও গান্ধারীর পারলৌকিক হিতসাধনার্থ পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে ধনদানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি অন্ধরাজ এইরূপে ক্রমাগত দশ দিন অনবরত অর্থদান করিয়া পরিশেষে নিতান্ত

পরিশ্রান্ত হইয়া নানযজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের স্নানপানাদি করিলেন। তিনি যে কয়েক দিন ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা নট ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করিয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর একাদশ দিবসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঐ দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অবগত হইয়া পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং অচিরাৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বল্কলাজিন পরিধানপূর্ব্বক গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরববধূগণের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনীগণের আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন অন্ধরাজ লাজ দ্বারা আপনার গৃহ অর্চ্চিত করিয়া ভৃত্যগণকে ধনরাশি প্রদানপূর্ব্বক অরণ্যযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হা তাত! কোথায় চলিলেন, বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুন্তী ও বস্ত্রাচ্ছাদিতনয়না গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অন্ধরাজের হস্তদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা, নবপ্রসূতা উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য রমণীগণ কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের বনিতাগণই শোকাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। ফলতঃ পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া কৌরবসভা হইতে বহির্গত হইলে পৌরজনেরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, এক্ষণে অন্ধরাজকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়াও তাঁহাদিগের সেইরূপ দুঃখ সমুপস্থিত হইল। যে সমুদায় কুলকামিনী পূর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যকেও দর্শন করে নাই, এক্ষণে তাহারাও শোকাভিভূতা হইয়া রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, অট্টালিকা ও অন্যান্য স্থানসমুদায় হইতে স্ত্রীপুরুষদিগের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন অন্ধরাজ বিনীতভাবে অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে সেই নরনারীসঙ্কুল রাজমার্গ অতিক্রম পূর্ব্বক হস্তিনা নগরের অত্যুচ্চ বহির্দ্বার হইতে বহির্গত হইয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পিত হইয়া বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমুদায় পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞানুসারে কামিনীগণের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাসনা করিয়া স্বীয় জননী কুন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! আপনি বধূগণের সহিত নগরে প্রতিনিবৃত্ত হউন, বরং আমি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অরণ্যে গমন করি। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কৌরবনাথ তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং উঁহারই এক্ষণে অরণ্যবাস আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে গান্ধারীকে ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সহদেবের প্রতি কখন তাচ্ছীল্য করিও না। সে তোমার ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আর পূর্ব্বে আমি দুর্দ্ধর্ষ কিন্তু মহাবীরকে তোমাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে অনুমোদন করিয়াছিলাম, সেই মহাত্মা কর্ণকে যখন তোমার স্মৃতিপথের বহির্ভূত না হয়। হায়! আমার তুল্য অভাগ্যবতী আর কেহই নাই। যখন সূর্য্যতনয় বৎস কর্ণকে না দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, উহা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করি নাই, তখন আমাকেই তাহার বধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বলিতে হইবে। যাহা হউক, এখন আর তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রীতির নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে। কদাপি দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। সর্ব্বদা ভীমসেন অর্জ্জুন ও নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজি কুরুকুলের ভার তোমার উপর সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হইল। আমি এক্ষণে অরণ্যে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিব।

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জননীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! এক্ষণে আপনার বুদ্ধি এরূপ বিচলিত হইল কেন? আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আমি কখনই আপনার বনগমন বিষয়ে অনুমোদন করিতে পারিব না; আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। পূর্ব্বে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক আমাদিগকে বিবিধরূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক্ষণে এরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমরা বাসুদেবের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আপনার বুদ্ধিবলে ভূপতিদিগকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান কোথায় গেল? আমাকে ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি রাজ্য ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গহনকাননে বাস করিবেন? অতঃপর আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজের এইরূপ করুণবাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্তা হইলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! এক্ষণে পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগ ও রাজধর্ম্মসমুদায় লাভ করিবার সময় আপনার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল কেন? যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করাই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি কেন আমাদিগের দ্বারা পৃথিবীকে বীরশূন্যা করাইলেন? আর আমরা যৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম, তখনই বা কি নিমিত্ত আমাদিগকে ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বন হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন? এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া বনগমনের বাসনা পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের বাহুবলার্জ্জিত রাজ্যভোগ করুন।

ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিলেও মহানুভাবা কুন্তী বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন মনস্বিনী দ্রৌপদী বিষণ্ণবদনে রোদন করিতে করিতে সুভদ্রার সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কুন্তী তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রদিগকে বারংবার সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবজননী কুন্তী অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া, পুত্রগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! পূর্ব্বে তোমরা জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কপট দ্যূতে পরিজিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র, সুতরাং তোমাদিগের নাশ বা যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, সুতরাং তোমাদিগের শত্রুর বশীভূত হওয়া সমুচিত নহে। তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। অতএব

ইঁহার চিরকাল বনে অবস্থান করা নিতান্ত অনুচিত। অযুতনাগের তুল্য পরাক্রমশালী লোকবিশ্রুত ভীমসেনের ও বাসবসদৃশ বিক্রমশালী ধনঞ্জয়ের অবসন্নভাবে কালহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। বালক নকুল ও সহদেবের ক্ষুধায় কাতর হওয়া এবং সভামধ্যে এই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার

তোমাদিগকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন এই পাঞ্চালী দ্যূতে পরাজিত হইয়া সভামধ্যে তোমাদিগের সমক্ষেই কদলীর ন্যায় কম্পিত হইয়াছিলেন, যখন দুরাত্মা দুঃশাসন অজ্ঞানবশতঃ দাসীর ন্যায় ইঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই কুরুকুল অকালে দগ্ধ হইবে। পাপাত্মা দুঃশাসন এই পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিলে, যখন ইনি বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, তখন আমার চৈতন্য একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমি সেই নিমিত্তই তোমাদিগের তেজোবর্দ্ধনমানসে বাসুদেবের নিকট বিদুলাসঞ্জয়সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলাম। তোমাদিগের বিনাশনিবন্ধন এই রাজবংশের ক্ষয় হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভূত হয়, তাহার পুত্রপৌত্রগণও শুভলোকলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমি ভর্ত্তার রাজত্বসময়ে অশেষ সুখভোগ, বিবিধ মহাদান ও যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি। আমি যে বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমার আপনার সুখসাধনের নিমিত্ত নহে; কেবল তোমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্তই আমি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্যভোগের বাসনা পরিহার পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্র লোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতএব আমি বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষা করিয়া তপস্যা দ্বারা এই কলেবর শুষ্ক করিব। তোমরা রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ কর। তোমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও মন প্রশস্ত হউক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যশস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্ধরাজকে প্রণতি ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কুন্তীকে বনগমন করিতে অবলোকন করিয়া কামিনীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরের জননী দেবী কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত কর। যুধিষ্ঠির যাহা যাহা কহিলেন, সে সমুদায়ই যথার্থ। পাণ্ডবজননী মহাফলপ্রদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা দুর্গম অরণ্যে গমন করিবেন। উনি রাজ্যে অবস্থান করিলে অনায়াসে দান ও ব্রতাদি আচরণ করিয়া উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। উঁহার শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা উঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ কর। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুন্তীর নিকট রাজবাক্য সমুদায় কীর্ত্তন এবং স্বয়ং তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন রূপেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরবকামিনীগণ কুন্তীর স্থিরপ্রায় অবগত হইয়াও পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া অতি দীনভাবে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে যানারোহণ পূর্ব্বক পুরোমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগর এককালে উৎসবশূন্য হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিরানন্দ হইয়া রহিল। পাণ্ডবগণ কুন্তীর বিরহে গাভীহীন বৎসের ন্যায় একবারে উৎসাহশূন্য ও শোকে নিমগ্ন হইলেন।

এ দিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ দিন বহুদূর গমন করিয়া ভাগীরথী তীরে অবস্থান করিলেন। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ভাগীরথীতীরস্থিত তপোবনে নিয়মানুসারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই সূর্য্যোপস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বিদুর ও সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিমিত্ত কুশময় শয্যাদ্বয় প্রস্তুত করিলেন। যুধিষ্ঠির-জননী কুন্তী পরম সুখে গান্ধারীর সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। বিদুর প্রভৃতি অনুযাত্রিগণ তাঁহাদিগের নিকটে এবং যাজক ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে শয়ান করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও পূর্ব্বাহ্নকৃত্য

প্রথম দিবস বনে অবস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় কষ্টজনক হইয়াছিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহারা বহুক্ষণ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বিদুরের বাক্যানুসারে সেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বনবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন অন্ধরাজ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রীতিসাধন এবং শিষ্য সমবেত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী গান্ধারী গঙ্গায় অবগাহন করিলেন; তখন বিদুরাদি অন্যান্য অনুগামিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমুদায় সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর স্নানক্রিয়া সমাপন হইলে ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে তীরে সমুপনীত করিলেন। ঐ সময় যাজকগণ অন্ধরাজের নিমিত্ত সেই স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বেদীতে উপবেশন পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রিয়াসমুদায় সমাপন হইলে অন্ধরাজ অনুযাত্রিগণের সহিত সেই ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রাজর্ষি শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। ঐ মহাত্মা পূর্ব্বে কেকয় রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। অন্ধরাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বেদব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শতযূপের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহামতি শতযূপ বেদব্যাসের আদেশানুসারে অন্ধরাজকে আরণ্যবিধি সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তপঃপরায়ণ হইয়া অনুচরগণকে তপোনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তপস্বিনী গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তী উভয়ে বল্কলাজিন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কায়মনোবাক্যে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ জটা, অজিন ও বল্কল ধারণ পূর্ব্বক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া মহর্ষির ন্যায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরমধার্ম্মিক মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর উভয়ে চীরবল্কল ধারণপূর্ব্বক নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা ও ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন

বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর নারদ, পর্ব্বত, দেবল, পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি শতযূপ এবং শিষ্যপরিবৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও অন্যান্য সিদ্ধগণ ইঁহারা সকলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র যথানিয়মে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিনোদনার্থ বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ কথাপ্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! শতযূপের পিতামহ নির্ভীকচিত্ত নরপতি সহস্রচিত্ত কেকয় দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পরমধার্ম্মিক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনপ্রবেশ করেন। তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রলোক লাভ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রলোকে গমনাগমনসময়ে অনেকবার তাঁহাকে দেবেন্দ্রসদনে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈলালয়ও তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রপ্রতিম মহারাজ পৃষধ্র তপঃপ্রভাবে স্বর্গারূঢ় হই-

যাছেন। অরিন্দমা সর্ব্বদা যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, সেই মান্ধাতৃতনয় নরপতি পুরুকুৎস, এবং পরমধার্ম্মিক রাজা শতলোমা ইঁহারা উভয়ে এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান কর; অচিরাৎ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অনায়াসে গান্ধারীর সহিত ঐ সকল মহাত্মার সালোক্যলাভে সমর্থ হইবে। ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুধ্যান করিতেছেন। তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশস্বিনী গান্ধারীর শুশ্রূষানিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর সালোক্যলাভে সমর্থা হইবেন। মহাত্মা বিদুর অচিরাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ এবং মহামতি সঞ্জয় ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবেন। আমি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইয়াছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সহিত যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণগণও মহা আহ্লাদিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজর্ষি শতযূপ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার বাক্য শ্রবণে আপনার প্রতি আমার, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও অত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি তত্ত্বদর্শী, মানবগণ যে যেরূপ গতি লাভ করিবে, আপনি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে তৎসমুদায় অবলোকন করিতেছেন। আপনি অনেক নরপতির স্বর্গলোক লাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করেন নাই। এক্ষণে উনি কোন্ সময়ে কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

রাজর্ষি শতযূপ এই কথা কহিলে, দিব্যদর্শী দেবর্ষি নারদ সেই সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি একদা ইন্দ্রের সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথায় পাণ্ডুরাজকে সমাসীন দেখিয়া আসন পরিগ্রহ করিলাম। অনন্তর ঐ সভামধ্যে কথাপ্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঘোরতর তপস্যার কথা উত্থিত হইল। তখন আমি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলাম যে, ধৃতরাষ্ট্রের আর তিন বৎসর পরমায়ু আছে। তৎপরে তিনি গান্ধারীর সহিত দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক কুবেরভবনে আগমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবতা গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের লোকে সঞ্চরণ করিবেন। হে শতযূপ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়াছ, এই নিমিত্তই আমি এই গূঢ় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া একবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে পরিতুষ্ট করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

এ দিকে পাণ্ডবগণ কামিনীগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও জননী কুন্তীর বনবাস নিবন্ধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। পৌরজনেরা অন্ধরাজের নিমিত্ত সতত অনুতাপ করিতে লাগিল। ঐ সময় হস্তিনার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোকাকুল হইয়া পরস্পরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হায়! পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মনস্বিনী গান্ধারী ও কুন্তী কিরূপে দুর্গম অরণ্যে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কখন অসুখের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই। পাণ্ডবজননী কুন্তী রাজশ্রী ও পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন এবং অন্ধরাজের শুশ্রূষায় অনুরক্ত মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয়কেও বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

পুরবাসী লোক সমুদায় এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডবগণ পুত্রবিহীন বৃদ্ধ অন্ধরাজ, জননী কুন্তী ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের শোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া কিছুতেই অধিক দিন পুরোমধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কি রাজ্যসম্ভোগ, কি স্ত্রীসংসর্গ, কি বেদাধ্যয়ন, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতি লাভ হইল না। তাঁহারা বারংবার অন্ধরাজের বনবাস, জ্ঞাতিবধ এবং বালক অভিমন্যু, মহাত্মা কর্ণ, দ্রৌপদীতনয়গণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের নিধনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা পৃথিবীকে বীরশূন্যা ও ধনশূন্যা বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে কোনরূপেই তাঁহাদিগের শান্তিলাভ হইল না। পুত্রশোকসন্তপ্তা দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বিষণ্ণবদনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে উঁহারা সকলেই কেবল উত্তরার গর্ভসম্ভূত মহাত্মা পরীক্ষিতকে দর্শন করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপে মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতির বিরহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে এককালে বিরত হইলেন। ঐ সময় কোন বিষয়েই আর তাঁহাদিগের আমোদ রহিল না। তাঁহারা সততই শোকাবিষ্টের ন্যায় কালযাপন করিলেন। ফলতঃ উঁহারা গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য হইয়াও তৎকালে শোকে একবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! আমাদের জননী নিতান্ত কৃশাঙ্গী। তিনি কিরূপে অন্ধরাজ ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিতেছেন? পুত্রবিহীন অন্ধরাজ কিরূপে সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে কালহরণ করিতেছেন এবং হতবান্ধবা জননী গান্ধারীই বা কিরূপে সেই দুর্গম বনে বৃদ্ধ অন্ধ পতির শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন। তখন মহাত্মা সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন, ইহাতে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল। উঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা আমার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি কেবল আপনার গৌরবনিবন্ধন আপনার নিকট উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। হায়! পূর্ব্বে যে মাতা রমণীয় অট্টালিকায় অবস্থানপূর্ব্বক পরমসুখে কালহরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে মস্তকে জটাধারণ ও কুশশয্যায় শয়ন করিয়া তপস্বিনীর বেশে অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমার কি কখন এমন সৌভাগ্য উপস্থিত হইবে যে, আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব। যখন রাজপুত্রী হইয়াও অরণ্যে মাতাকে ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, ইহলোকে কেহই চিরকাল একরূপ অবস্থায় কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না।

সহদেব এই কথা কহিলে, মহানুভাবা দ্রৌপদী বিনয়বাক্যে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কখন্ আমি শ্বশ্রূকে দর্শন করিব? তাঁহাকে জীবিত দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। আপনার বুদ্ধি ও মন ধর্ম্ম হইতে যেন কখন বিচলিত না হয়। আজি আপনার প্রসাদে আমাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। আমি শ্বশুর অন্ধরাজ এবং জননী গান্ধারী ও কুন্তীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।

মহানুভাবা দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ সেনাপতিদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যাধ্যক্ষগণ! তোমরা অবিলম্বে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় সুসজ্জিত কর। সৈন্যগণও সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক। আমি অচিরাৎ অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিব। মহারাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই কথা কহিয়া, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বর বিবিধ যান, শিবিকা, শকট ও আপণসমুদায় সুসজ্জিত কর। শিল্পকর ও কোষাধ্যক্ষেরা কুরুক্ষেত্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করুক। পুরবাসী যে কোন ব্যক্তি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করেন, তিনি যেন অক্লেশে সুরক্ষিত হইয়া তথায় গমন করিতে পারেন। এক্ষণে তোমরা পাচক ও অন্যান্য লোকসমুদায়কে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া ভক্ষ্যভোজ্য সমুদায় শকটে সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে প্রেরণ কর এবং আমরা কল্য প্রভাতে যাত্রা করিব, এই কথা নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দেও। আজিই [illegible]-

মধ্যে আমাদের বাসগৃহ সমুদায় প্রস্তুত করা হয়। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যক্ষদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই দিবস পুরোমধ্যে অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরিকাদিগকে অগ্রসর করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই দিন অবধি পাঁচ দিন পুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির লোকপালসদৃশ অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদিগকে বনগমন করিতে আদেশ করিবামাত্র সৈন্যগণমধ্যে অশ্বযোজনা কর, রথযোজনা কর, এইরূপ ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ হস্তীপৃষ্ঠে ও কেহ কেহ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং অনেকে পাদচারেই ধাবমান হইল। মহাবীর যুযুৎসু ও পুরোহিত ধৌম্য ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে আশ্রমগমনে ক্ষান্ত হইয়া পুররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। বিজবর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সৈন্যসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলে ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল, সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল এবং অসংখ্য রথারোহী সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে ধাবমান হইল। ভীমকর্ম্মা ভীমসেন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতাকার হস্তীতে আরোহণ করিয়া বহুসংখ্যক গজারোহী সৈন্যসমভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অনলসঙ্কাশ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি কুলকামিনীগণ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক অপরিমিত ধনদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বীণাবেণুনিনাদযুক্ত হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল পাণ্ডবসৈন্যের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যসমভিব্যাহারে রমণীয় নদীতীর ও সরোবরসমীপে বাস করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পবিত্রতোয়া যমুনানদী অতিক্রমপূর্ব্বক দূর হইতে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপের আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমপদ দর্শনে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সকলেই মহা কোলাহল করিতে করিতে সেই তপোবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের অতিদূরে যান হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিনীতভাবে পাদচারে সেই আশ্রমে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের সৈন্য, পুরবাসী ও অন্তঃপুরিকাগণ সকলেই যান পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ অন্ধরাজের সেই মৃগসমাকীর্ণ কদলীবনসুশোভিত আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে নিয়তব্রত তাপসগণ মহাকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। নরপতি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বাষ্পাকুললোচনে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে তাপসগণ! এক্ষণে সেই কৌরববংশধর আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত কোথায়? তখন তাপসগণ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তিনি যমুনায় অবগাহন, পুষ্পচয়ন ও জল আনয়নের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আপনারা এই পথে গমন করুন। তাপসগণ এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে ধাবমান হইয়া দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়কে দর্শনপূর্ব্বক সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। সহদেব কুন্তীকে অবলোকন করিবামাত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া তারস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তীও সেই প্রিয়পুত্রকে অবলোকন করিবামাত্র বাষ্পাকুলনয়নে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া গান্ধারীকে কহিলেন, মাতঃ! সহদেব আসিয়াছে। তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠির ভীমসেন অর্জ্জুন ও নকুলকে দর্শন করিয়া ক্রতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ জননীকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আকর্ষণপূর্ব্বক সত্বর আগমন করিতে দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠস্বর ও স্পর্শ দ্বারা পাণ্ডবগণকে বিদিত হইয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অশ্রুমোচন পূর্ব্বক কৌরবশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও স্বীয় মাতা কুন্তীর নিকট যথোচিত বিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের বারিপূরিত কলস সমুদায় গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনী ও অন্যান্য কুলরমণীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক সমুদায় একদৃষ্টে অন্ধরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক সমুদায় লোকের পরিচয় প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ সেই সমুদায় লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে হস্তিনানগরস্থিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় সিদ্ধচারণসেবিত দর্শকগণসমাকীর্ণ স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপবিষ্ট হইলে, নানাদেশনিবাসী মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আশ্রমে যে সমুদায় স্ত্রীপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, ইঁহাদিগের মধ্যে কাহার নাম যুধিষ্ঠির, কাহার নাম ভীমসেন, কাহার নাম অর্জ্জুন, কাহার নাম নকুল, কাহার নাম সহদেব ও কাহার নাম দ্রৌপদী; ইহা পরিজ্ঞাত হইতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য কৌরবরমণীদিগের পরিচয়প্রদানার্থ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহর্ষিগণ! ঐ যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, দীর্ঘনেত্র, মহাত্মা সিংহের ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, উঁহার নাম যুধিষ্ঠির, ঐ যে মত্তগজেন্দ্রগামী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘবাহু, মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, উঁহার নাম বৃকোদর। ঐ মহাবীরের পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উঁহার নাম অর্জ্জুন এবং ঐ কুন্তীর সন্নিধানে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যুবকদ্বয় অবস্থান করিতেছেন, উঁহাদিগের নাম নকুল ও সহদেব। ঐ দুই বীরপুরুষের তুল্য পরমসুন্দর, বলবান্ ও সচ্চরিত্র আর কেহই নাই। ঐ যে পদ্মপলাশাক্ষি, শ্যামলবর্ণা পরমসুন্দরী রমণী উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উঁহার নাম দ্রৌপদী। উঁহার পার্শ্বে চন্দ্রপ্রভার ন্যায় গৌরবর্ণা, পরম রূপবতী বাসুদেবভগিনী সুভদ্রা অবস্থান করিতেছেন। ঐ যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী পরমসুন্দরী কামিনী উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই অর্জ্জুনের ভার্য্যা চিত্রাঙ্গদা; উঁহার অনতিদূরে যে নীলোৎপলবর্ণা রমণী অবস্থান করিতেছেন, উনিই ভীমসেনের কলত্র; উঁহার নাম কালী। ঐ যে চম্পকদামের ন্যায় গৌরবর্ণা রূপবতী রমণী লক্ষিত হইতেছেন; উনি মহারাজ জরাসন্ধের দুহিতা, মাদ্রীর কনিষ্ঠ পুত্র সহদেব উঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। উঁহারই অনতিদূরে মাদ্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র নকুলের ভার্য্যা অবস্থান করিতেছেন; উঁহার নাম করেণুমতী। ঐ যে পরমসুন্দরী রমণী বালক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করিতেছেন, উনি অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাটনন্দিনী উত্তরা। পূর্ব্বে দ্রোণপ্রভৃতি সপ্তরথী উঁহারই ভর্ত্তাকে অন্যায়যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। আর ঐ যে শুক্লাম্বরধারিণী সীমন্তচিহ্নবিবর্জ্জিতা রমণীগণকে দর্শন করিতেছেন, উঁহারা এই বৃদ্ধ অন্ধরাজের পুত্রবধূ উঁহাদের পতিপুত্রগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। হে তপোধনগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সবিস্তরে ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলাম। মহামতি সঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাপসগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

করিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায় বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমের অদূরে উপবেশন করিল।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর অন্ধরাজ একে একে সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ত ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসীদিগের সহিত কুশলে অবস্থান করিতেছ? তোমার অনুজীবী, প্রজা, মন্ত্রী, ভৃত্য ও গুরুজনদিগের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? তাঁহারা ত নির্ভয়ে তোমার অধিকারমধ্যে বাস করিতেছেন? তুমি ত পূর্ব্বতন ভূপতিদিগের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছ? অন্যায়লব্ধ ধন দ্বারা ত তোমার কোষ পরিপূরিত হয় নাই? তুমি ত কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলেরই সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাক? ব্রাহ্মণগণ ত তোমার নিকট যথাবিধি দান গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হন। কি শত্রু, কি পৌরবর্গ, কি ভৃত্য, কি আত্মীয় স্বজন সকলেই ত তোমার চরিত্রদর্শনে প্রীত হইয়া থাকে? তুমি ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথি-দিগের অর্চ্চনা করিয়া থাক? তোমার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ত স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত রহিয়াছেন? তোমার রাজ্যে বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ত অর্থের নিমিত্ত লালায়িত ও শোকাকুল হইতে হয় না? তোমার গৃহে কুলস্ত্রীগণ ত যথোচিত সংকৃত হইয়া থাকেন? আর তোমার রাজ্যাধিকার লাভ হওয়াতে আমাদের নিষ্কলঙ্ক রাজবংশের ত কোন হানি হয় নাই?

নীতিবিশারদ অন্ধরাজ এই কথা কহিলে বাক্যবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার প্রসাদে আমার সমুদায় বিষয়েই মঙ্গললাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার তপস্যা ও শমদমাদি গুণ ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে? আমার জননী কুন্তী ত আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত হইয়া বনবাসক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন? শীতবাতবিশীর্ণা তপঃপরায়ণা জননী গান্ধারী ত পুত্রশোকে কাতর হইয়া আমাদিগকে অপরাধী জ্ঞান করেন না? মহাত্মা সঞ্জয় ত কুশলে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন? এক্ষণে মহাত্মা বিদুর কোথায়? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমাদের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার পিতৃব্য অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহাকে এই কাননের অতি নির্জ্জনপ্রদেশে দর্শন করিয়া থাকেন।

অন্ধরাজ এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে মলদিগ্ধাঙ্গ জটাধারী দিগম্বর মহাত্মা বিদুর সেই আশ্রমের অদূরে লক্ষিত হইলেন। ঐ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র সত্বর একাকী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ক্রমে ক্রমে নিবিড় অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তদ্দর্শনে "হে মহাত্মন্! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির; আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি" বলিয়া মহাবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বিদুর সেই বিজন বিপিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট মহাত্মা ক্ষত্তার নিকট সমুপস্থিত হইয়া "মহাশয়! আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিয়াছি" বলিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজকে সেই নির্জ্জন প্রদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া যোগবলে তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযোজিত করিয়া তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর স্তব্ধলোচন ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বকই রহিল। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বেদব্যাসকথিত স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্ত সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। অনন্তর তিনি বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, "মহারাজ! মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন; অতএব আপনি উঁহার দেহ দগ্ধ করিবেন না। উনি সান্তানিক নামক লোক-সমূহ লাভ করিতে পারিবেন। উঁহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে।"

ধর্ম্মরাজ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিদুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণে ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য লোক সমুদয়ের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অন্ধরাজ সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রদত্ত জল ও ফলমূল গ্রহণ কর। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে, তখন তাহাকে সেই অবস্থানুরূপ অতিথিসৎকার করিতে হয়। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অনুযাত্রিকদিগের সহিত তাঁহার প্রদত্ত ফলমূল ভোজন ও জলপান পূর্ব্বক সে রাত্রি বৃক্ষমূলে অতিবাহিত করিলেন। ঐ রজনীতে আশ্রমবাসীদিগের সহিত পাণ্ডবগণের শাস্ত্রবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল। তাঁহারা মহামূল্য শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীর চতুর্দ্দিকে ধরাশয্যায় শয়ন এবং ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ফলমূলাদি দ্বারা আহার-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বাহ্ণকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে অন্তঃপুরকামিনী, ভৃত্য, পুরোহিত ও ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে আশ্রমসমুদায় অবলোকনে অভিলাষী হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, মুনিগণ স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বেদীমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতেছেন। বেদিসমুদায় বানেয়, পুষ্প, ফল মূল ও আজ্যধূমে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মৃগগণ অশঙ্কিতচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের বেদাধ্যয়ন শব্দ, ময়ূরদিগের কেকারব, দাত্যূহদিগের কলরব, কোকিলগণের কুহুরব ও অন্যান্য পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর সুমধুর নিঃস্বনে আশ্রমমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণের নিমিত্ত সমানীত কাঞ্চনময় কলস, উড়ুম্বর, অজিন, মাল্য, স্রুক, স্রুব, কমণ্ডলু, স্থালী, লৌহপাত্র ও অন্যান্য নানাবিধ পাত্রসমুদায় তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে তাপস যাহা প্রার্থনা করিলেন, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিলেন।

এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠির আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুতর ধন দান করিয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, অন্ধরাজ স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া গান্ধারীর সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। মনস্বিনী কুন্তী শিষ্যার ন্যায় অতিবিনীতভাবে তাঁহাদিগের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে কুশাসনে সমাসীন হইলেন। কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সেই আত্মীয়পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণসমাবৃত বৃহস্পতির ন্যায় অতি মনোহর শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর শতযূপপ্রভৃতি কুরুক্ষেত্রনিবাসী ঋষিগণ এবং শিষ্য-সমবেত ভগবান্ বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইলেন। উঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনাদি সকলে গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদের অভিবাদন করিলেন। তখন বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ পূর্ব্বক সমাগত ব্রাহ্মণগণকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ কুশাসনে সমাসীন হইলে, মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে ত নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপোনুষ্ঠান হইতেছে? এখন ত তুমি বনবাসের সুখ অনুভব করিতেছ? আর ত এখন তোমার হৃদয়ে পুত্রশোক নাই? তোমার অন্তঃকরণে জ্ঞান সমুদায় ত নির্ম্মল রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে? তুমি ত দৃঢ়তর অধ্যবসায়-

কারে আর্য্য বিধির অনুষ্ঠান করিতেছ? ধর্মার্থতত্ত্বদর্শিনী দুর্য্যোধন-জননী গান্ধারী ত আর শোকে অভিভূত হন না? যিনি গুরুজনের শুশ্রূষার নিমিত্ত পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দেবী কুন্তী ত অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া তোমাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন? তুমি ত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়াছ? ইহাদিগের আগমনে তোমার মন ত আহ্লাদিত হইতেছে? আর ত তোমার মনের মালিন্য নাই? এখন ত তুমি জ্ঞানলাভ করিয়া বিশুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছ? নির্ব্বৈর, সত্য ও অক্রোধ এই তিনটী সমুদায় প্রাণীর পক্ষেই শ্রেয়স্কর। তোমার ত ঐ তিন গুণের কোন ব্যাঘাত হয় নাই? এক্ষণে ত আর তোমার বনবাসজন্য কোন কষ্ট উপস্থিত হয় না? বন্য ফল-মূল আহার ও উপবাস করা ত সহ্য হইয়াছে? সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ মহাত্মা বিদুর যে রূপে ধর্মরাজের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ। মহাত্মা ধর্মই মাণ্ডব্যশাপে নরকলেবর ধারণপূর্ব্বক বিদুররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দেবগণমধ্যে বৃহস্পতি ও অসুরগণমধ্যে শুক্রাচার্য্য যেরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন, তোমাদের মধ্যে মহাত্মা বিদুরও তদ্রূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। মহর্ষি মাণ্ডব্য চিরসঞ্চিত তপোবল নষ্ট করিয়া ধর্মকে শাপে অভিভূত করাতেই ঐ মহাত্মার জন্ম হয়। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার আদেশানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে উঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলাম। ঐ মহামতি তোমার ভ্রাতা। উঁহার অসাধারণ ধ্যান ও মনের ধারণানিবন্ধন কবিগণ উঁহাকে ধর্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উনি সত্য, শান্তি, অহিংসা, দান ও দমগুণ দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করিয়াছেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী যেমন ইহলোক ও পরলোকে বিদ্যমান আছেন, ধর্মও তদ্রূপ উভয় লোকেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি এই চরাচর বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ কলেবর সিদ্ধগণই উঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন। যিনি ধর্ম, তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর, তিনিই যুধিষ্ঠির। এই দেখ, সেই সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ যুধিষ্ঠির তোমার নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। যোগবলসম্পন্ন ধীমান্ বিদুর উঁহাকে দর্শন করিয়া উঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ ধর্মরাজ অচিরাৎ তোমারও মঙ্গলসাধন করিবেন। আমি কেবল তোমার সংশয়-চ্ছেদনার্থ এক্ষণে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। পূর্ব্বে কোন মহর্ষি যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আমি স্বীয় তপোবল প্রভাবে সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধান করিব। অতঃপর আমার নিকট তোমার যে কোন বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতে বাসনা হইবে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাহা দর্শন বা শ্রবণ করাইব।

আশ্রমবাস পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

পুত্রদর্শন পর্ব্বাধ্যায়।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! এইরূপে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত অরণ্যবাস আশ্রয়, মহাত্মা বিদুর সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক ধর্মরাজের দেহমধ্যে প্রবেশ ও পাণ্ডবগণ সেই ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে অবস্থান করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে কিরূপ অদ্ভুত বিষয় দর্শন করাইলেন এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরই বা সেই সমুদায় পুরবাসী ও সৈন্যসামন্তগণসমভিব্যাহারে তথায় কি রূপে কত দিন বাস করিলেন, এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনি ঐ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহার আশ্রমে বিবিধ পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য পান-ভোজনপূর্ব্বক পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক মাস অতীত হইলে একদা ভগবান্ বেদব্যাস পুনর্ব্বার অন্ধরাজের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনারাও উপবেশন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ, পর্ব্বত ও দেবল এবং গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু, তুম্বুরু ও চিত্রসেন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে পবিত্র আসন সমুদায় প্রদান করিলেন। মহর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরের সৎকারলাভে পরিতুষ্ট হইয়া সেই সমুদায় আসনে উপবিষ্ট হইলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরববনিতাগণ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষিগণের দেবতা, অসুর ও পুরাতন মহর্ষি বিষয়ক বিবিধ ধর্মকথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদিগের কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্চর্য্য দর্শন করাইবার মানসে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তোমার হৃদয়ের ভাব আমার অবিদিত নাই। তুমি গান্ধারীর সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছ এবং কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও পুত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন। আমি তোমার পরিবারগণের সহিত একত্র বাসের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের সংশয় ছেদন করিবার নিমিত্ত এইস্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর। আজি এই দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ আমার চিরসঞ্চিত তপোবল দর্শন করুন।

অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আজি আমি আপনাদিগের সমাগমলাভে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আজি আমার জীবন সফল হইল। আর আমার ইষ্টগতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় ও পরলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র হইলাম। এক্ষণে কেবল সেই মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের কুব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার নিতান্ত দুঃখ হইতেছে। ঐ পাপাত্মা অকারণে এই নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে ক্লেশ প্রদান এবং পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। মহাত্মা ভূপালগণ তাহারই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হায়! আমার পুত্রপৌত্রগণের এবং যে সমুদায় বীর মিত্রের সাহায্যার্থ পিতা, মাতা ও পুত্রকলত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক পরিহার করিয়াছেন; তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হইল। আমি মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণকে স্মরণ করিয়া কোনরূপেই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার পুত্র পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজ্য-লোভেই কুরুকুলক্ষয় করিয়াছে। আমি ঐ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিবা-রাত্রি দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি। কোনরূপেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার শান্তি লাভের উপায় বিধান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ করুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে, গান্ধারী, কুন্তী, সুভদ্রা ও অন্যান্য বধূগণের শোক পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উঠিল। তখন পুত্রশোকবিধুরা বদ্ধনয়না গান্ধারী কৃতাঞ্জলিপুটে শ্বশুর বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অদ্য ষোড়শ বর্ষ হইল, অন্ধরাজের পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি কোন রূপেই ইঁহার শান্তি লাভ হইতেছে না। ইনি সর্ব্বদাই পুত্রশোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কখনই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না। অতএব আপনি ইঁহার সহিত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইয়া ইঁহাকে সুস্থ করুন। আপনি যখন তপোবলে নূতন লোকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন এই অন্ধরাজের সহিত ইঁহার পরলোকগত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইবেন, তাহা বিচিত্র কি! এই দেখুন, আপনার পুত্রবধূগণের প্রিয় পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। ভূরিশ্রবার ভার্য্যা পতিশোকে নিতান্ত অভিভূতা হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন। ইঁহার শ্বশুর মহারাজ সোমদত্তও সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর আপনার যে এক শত পৌত্র সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এই দেখুন তাঁহাদিগের বনিতাগণ হাহাকারশব্দে রোদন করিয়া পুনঃপুনঃ আমার ও অন্ধরাজের পুত্রশোক পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। হায়! আমার সোমদত্ত প্রভৃতি যে শ্বশুরগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে

অন্ধরাজ আমি ও কুন্তী আমরা আপনার প্রসাদে যাহাতে শোক হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

গান্ধারী ব্যাসের নিকট এই কথা কহিলে কৃশাঙ্গী কুন্তী স্বীয় প্রচ্ছন্ন-জাত পুত্র কর্ণকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার ব্যাকুলভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! একণে তুমি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ভোজনন্দিনী কুন্তী পূর্ব্ব কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অতি লজ্জিতভাবে বেদব্যাসকে প্রণতিপুরঃসর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবদেব ও আমার শ্বশুর, অতএব আপনার নিকট আমি আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে একদা অতিকোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভিক্ষার্থ আমার পিতার ভবনে সমুপস্থিত হইলে, আমি পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময় এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার কোপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু আমি স্বীয় বিশুদ্ধচিত্তপ্রভাবে কিছুতেই রোষাবিষ্ট হই নাই। তখন সেই বরদাতা মুনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বারংবার বরগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বারংবার অনুরোধ করাতে আমি শাপভয়ে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ধর্ম্মের জননী হইবে এবং দেবগণের মধ্যে যাঁহাকে আহ্বান করিবে, তিনিই তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এই বলিয়া মহর্ষি তৎক্ষণাৎ তথায় অন্তর্হিত হইলেন। আমি তদ্দর্শনে একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তদবধি সেই ঋষিবাক্য কখনই আমার মন হইতে অপনীত হয় নাই।

অনন্তর একদা আমি প্রাসাদোপরি আরোহণ পূর্ব্বক নবোদিত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র সেই ঋষিবাক্য আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন আমি বাল্যনিবন্ধন ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিলাম। আমি আহ্বান করিবামাত্র ভগবান্ সহস্ররশ্মি স্বীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমিতে তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন এবং অপরার্দ্ধ দ্বারা আমার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দিবাকরকে দেখিবামাত্র আমার কলেবর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বরাননে! বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আমি এই কথা কহিলে, তিনি আমাকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমাকে অবশ্যই বরগ্রহণ করিতে হইবে। আমার আগমন কখনই নিরর্থক হইবে না। যদি তুমি বরগ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এবং তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিব। ভগবান্ ভাস্কর এই রূপে ভয় প্রদর্শন করিলে, আমি সেই নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিলাম, ভগবন্! যদি আপনি নিতান্তই আমাকে বরপ্রদান করিবেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার তুল্য পুত্রলাভ করিতে পারি। আমি এই কথা কহিবামাত্র দিবাকর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমাকে মুগ্ধ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরিশেষে "শোভনে! তুমি আমার অনুরূপ পুত্রলাভে সমর্থ হইবে" বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি স্বর্গে গমন করিবার পর আমার এক সুকুমার নবকুমার জন্মিল। তখন আমি ঐ বৃত্তান্ত গোপন করিবার নিমিত্ত পিতার অন্তঃপুরে আগমন করিয়া সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে সলিলে নিক্ষেপ করিলাম এবং অচিরাৎ সূর্য্যদেবের প্রভাবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধসময়ে আমি সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকিয়াও কেবল স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। একণে তাহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিলাম, সপাপই হউক, আর নিষ্পাপই হউক, একণে আপনার নিকট উহা ব্যক্ত করিলাম। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার ও নরপতির মনোগত ভাবসমুদায় অবগত আছেন; অতএব আমাদিগের উভয়ের পুত্রদর্শন-বাসনা পূর্ণ করুন।

কুন্তী দেবী এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শোভনে! তুমি যাহা কহিলে, সে সমুদায়ই সত্য। তুমি কন্যকাবস্থায় সূর্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই। দেবতারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, উঁহারা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও প্রীতি উৎপাদক এই পাঁচ প্রকারেই পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। তুমি মানবী, অতএব দেবসম্পর্কে পুত্র উৎপন্ন করাতে তোমার কোন অপরাধ হয় নাই। একণে তুমি মনোদুঃখ দূর কর। বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদায় দ্রব্যই পথ্য, সমুদায় বস্তুই পবিত্র, সমুদায় কার্য্যই ধর্ম্ম্য এবং সমুদায় দ্রব্যই স্বকীয়।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস কুন্তীকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বেই পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সন্দর্শন করিবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে, এবং দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, পিতা ও ভ্রাতাদিগকে দর্শন করিবেন। আমি পূর্ব্বেই পরলোকগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎকার করাইতে বাসনা করিয়াছিলাম। একণে তুমি, কুন্তী ও নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করাতে আমার সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। অতঃপর সেই সমরনিহত মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। উঁহারা অবশ্যম্ভাবী দেবকার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে সমুদায় বীর নিহত হইয়াছেন, উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ কেহ অপ্সরা, কেহ কেহ পিশাচ; কেহ কেহ গুহ্যক, কেহ কেহ রাক্ষস, কেহ কেহ যক্ষ, কেহ কেহ সিদ্ধ, কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ দানব এবং কেহ কেহ বা দেবর্ষি। ধৃতরাষ্ট্র নামে যে গন্ধর্ব্বাধিপতি বিখ্যাত আছেন, তিনিই এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পতি হইয়াছেন। পাণ্ডুরাজ দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বিদুর ও রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহারা উভয়ে ধর্ম্মের অংশ। দুর্য্যোধন কলি, শকুনি দ্বাপর, দুঃশাসনাদি তোমার অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষস, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন বায়ু, মহাত্মা ধনঞ্জয় পুরাতন ঋষি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সপ্ত মহারথীতে পরিবেষ্টন করিয়া যে মহাবীরকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু চন্দ্রস্বরূপ। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, দ্রৌপদীর সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির, শিখণ্ডী রাক্ষসের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির, অশ্বত্থামা রুদ্রদেবের এবং গাঙ্গেয় ভীষ্ম বসুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেবগণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্বকার্য্যসাধনপূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। যাহা হউক, আজি আমি তোমাদিগের চিরসঞ্চিত মনোদুঃখ দূর করিব। একণে তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে গমন কর; সেই স্থানে সমরনিহত বন্ধুবান্ধবগণকে সন্দর্শন করিবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য সকল লোকেই সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ, অমাত্যগণ, মুনিগণ ও সমাগত গন্ধর্ব্বগণসমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই সমুদায় লোক ক্রমশঃ গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সস্ত্রীক হইয়া পাণ্ডব ও স্বীয় অনুচরগণের সহিত অভিলষিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে মৃত নরপতিদিগের দর্শনবাসনায় গঙ্গাতীরে অবস্থানপূর্ব্বক নিশাসমাগম প্রতীক্ষা করাতে সেই দিবাভাগ তাঁহাদিগের পক্ষে শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তত্রত্য লোকসমুদায় সায়ংকালীন বিধি সমাপনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্যাসদেবের নিকট সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদায় মহর্ষি ও পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত হইয়া পবিত্রচিত্তে সেই গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন এবং গান্ধারী প্রভৃতি কৌরবরমণীগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায় তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস ভাগীরথীর পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক সংগ্রামনিহত কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদায় ও নানাদেশনিবাসী ভূপালদিগকে আহ্বান করিবামাত্র সেই জলমধ্যে পূর্ব্ববৎ কুরুপাণ্ডবসৈন্যের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তাঁহাদিগের সৈন্যসামন্ত সমুদায়, পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয়গণ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, মহাবীর ঘটোৎকচ, কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব, মহাবীর ভগদত্ত, জলসন্ধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব, অনুজের সহিত বৃষসেন, দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, শিখণ্ডীর পুত্রগণ, অনুজের সহিত ধৃষ্টকেতু, অচল, বৃষক, নিশাচর অলায়ুধ এবং মহারাজ সোমদত্ত ও চেকিতান প্রভৃতি বীরসমুদায় সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বীরের যেরূপ বেশ, যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল, তৎকালে তাঁহার কিছুই বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। ঐ সময় তাঁহারা সকলেই নিরহঙ্কার, নির্ব্বৈর ও নির্ম্মৎসর হইয়া দিব্য বস্ত্র, দিব্য কুণ্ডল ও দিব্যমাল্য ধারণপূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের নিকট গান ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল।

তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস তপোবলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রভাবে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পরমাহ্লাদে পুত্রগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারী সংগ্রামনিহত পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরসমুদায়কে দর্শন করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তত্রত্য অন্যান্য লোকসমুদায় সেই অচিন্তনীয় লোমহর্ষণ অদ্ভুত কাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া অনিমেষলোচনে অবস্থান করিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর সেই নিষ্পাপ ক্রোধমাৎসর্য্যবিহীন কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদায় দেবগণের ন্যায় পুলকিতচিত্তে পরস্পর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পুত্র পিতামাতার সহিত, ভার্য্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও সখা সখার সহিত মিলিত হইল। পাণ্ডবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ, অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণের সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে পরস্পর সুহৃদ্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ভূপালগণ মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদে বৈরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর সৌহৃদ্যভাব অবলম্বন করিয়া অগাধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে কৌরব ও অন্যান্য ভূপালগণ স্ব স্ব পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সমবেত হইয়া স্বর্গবাসী রাজাদিগের ন্যায় পরমসুখে সে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে তথায় শোক, ভয়, ত্রাস, অসন্তোষ ও অযশের লেশমাত্রও ছিল না; সমাগত রমণীগণ স্ব স্ব পিতা, ভ্রাতা ও পতির সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, সমাগত বীরগণ স্ব স্ব পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বেদব্যাসও তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে গমনে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব রথধ্বজের সহিত ভাগীরথীর সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া কেহ কেহ দেবলোক, কেহ কেহ ব্রহ্মলোক, কেহ কেহ বরুণলোক, কেহ কেহ কুবেরলোক ও কেহ কেহ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। রাক্ষস ও পিশাচদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তরকুরুতে এবং কেহ কেহ অন্যান্য স্থানে প্রস্থান করিল।

এইরূপে সেই বীরসমুদায় অদৃশ্য হইলে, কুরুকুলহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বিধবা রমণীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সীমন্তিনীগণ! তোমাদের মধ্যে যাঁহার যাঁহার পতিলোকলাভে বাসনা আছে, তাঁহারা অবিলম্বে এই জাহ্নবীজলে অবগাহন করুন। বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র পতিব্রতা কৌরবকামিনীগণ সেই গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া অচিরাৎ মানুষ দেহ হইতে মুক্তিলাভ ও দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত হইয়া বিমানারোহণে পতিলোকে প্রস্থান করিলেন। উঁহারা পরলোকে গমন করিলে তত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে যাহা প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস তাহাকে তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই নিহত ভূপতিদিগের পুনরাগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নানা দেশস্থ মানবগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই প্রিয়সমাগমবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি উভয়লোকেই প্রিয়বস্তুসমুদায় লাভ করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুস্থশরীরে পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যে মহাত্মা অন্যকে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহার ইহলোকে যশ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। মানবগণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন তপোনুষ্ঠাননিরত, দমগুণান্বিত, সদাচার, দানশীল, সরলস্বভাব, শুচি, হিংসাবিহীন, সত্যপরায়ণ, আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিলে, নিঃসন্দেহ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষিগণ! মহারাজ জনমেজয় এইরূপে বৈশম্পায়নের মুখে দুর্য্যোধনাদির পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার বাক্যশ্রবণে আমার পরম পরিতোষ হইল। এক্ষণে আমার মনে এই সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে যে, আমার পূর্ব্বপিতামহ দুর্য্যোধনাদি মহাত্মারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে সেই শরীরে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন?

মহারাজ জনমেজয় এই কথা কহিলে, মহাপ্রভাবসম্পন্ন ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! ভোগব্যতীত কদাচই কর্ম্মসমুদায়ের বিনাশ হয় না। কর্ম্মপ্রভাবেই লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শরীর যে সমুদায় মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তৎসমুদায়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে বলিয়া দেহ নাশ হইলেও তাহাদের নাশ হয় না। লোকে পূর্ব্বতন অদৃষ্টপ্রভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, নিশ্চয়ই যথাকালে উহার ফল উৎপন্ন হয়। আত্মা সেই কর্ম্ম ও মহাভূত সমুদায়ে লিপ্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। আত্মার নাশ নাই এবং উনি মহাভূত সমুদায়কেও কখন পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পূর্ব্বতন রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়; কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাহার রূপের অন্যথা হইয়া থাকে। লোকে পরলোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তৎকালে উহার রূপের পরিবর্ত্ত হয় বটে কিন্তু যখন তাহার সেই শরীর মহাভূত সমুদায় দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তখন ঐ শরীর যে সেই পূর্ব্বতন শরীর, তাহার আর সন্দেহ নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বচ্ছেদনসময়ে এই শ্রুত্যনুযায়ী বাক্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে যে, জীবগণ লোকান্তরে গমন করিলেও উহাদের প্রাণ ও শরীর উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। আর তুমিও যজ্ঞভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিয়াছ যে, পশুগণ যজ্ঞে নিহত হইয়া দেবতাদিগের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করে। তুমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তোমার হিতার্থী দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগমন পূর্ব্বক নিহত পশুদিগকে স্বর্গে নীত করিয়াছেন। যখন পঞ্চভূত ও আত্মা নিত্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে, তখন লোকের শরীর অনিত্য হইবে কেন? যাহারা মোহবশতঃ আত্মা নানাশরীর পরিগ্রহ করেন বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাই আত্মীয়বিয়োগে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া থাকে। যাঁহারা সংযোগ ও বিয়োগ এই উভয়কে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংযোগজনিত সুখ ও বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। জীবাত্মা কেবল অভিমানবিবর্জ্জিত পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন না।

তিনি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিপ্রভাবে মোহ হইতে বিমুক্ত হইলেই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্যের শরীর ও আত্মা উভয়ই অবিনশ্বর। লোকে যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সে মন দ্বারা মানসিক ও শরীর দ্বারা শারীরিক কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা বিদুর স্বীয় তপোবলে সিদ্ধিলাভ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদবলে আত্মতুল্য রূপসম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। কুরুরাজ জন্মান্ধনিবন্ধন পূর্ব্বে কখনই পুত্রগণকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, তৎকালে কেবল মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহেই উঁহার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ হইল। ঐ সময় ঐ মহর্ষির প্রভাবে অন্ধরাজের রাজধর্ম্ম, বেদ, উপনিষৎ ও বুদ্ধিনিশ্চয়বিষয়ে বিলক্ষণ অধিকার হইয়াছিল।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা বৈশম্পায়ন এই কথা কহিলে মহারাজ জনমেজয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; ব্রহ্মন্! আমি আপনার মুখে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রভাব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম। এক্ষণে যদি বরদাতা মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে আমার পিতার রূপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত ও কৃতার্থ হই এবং আপনার বাক্যেও আমার সমধিক আস্থা জন্মে। অতঃপর ঐ মহর্ষির প্রসাদবলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক।

মহারাজ! জনমেজয় এই কথা কহিবামাত্র তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বয়োরূপসম্পন্ন অমাত্যগণপরিবৃত রাজা পরীক্ষিতকে এবং মহাত্মা শমীক ও তাহার পুত্র শৃঙ্গীকে পরলোক হইতে তথায় সমানীত করিলেন। তদ্দর্শনে জনমেজয়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতাকে যজ্ঞান্ত স্নান করাইয়া স্বয়ং স্নান সমাপন পূর্ব্বক জরৎকারু পুত্র আস্তীককে কহিলেন; ভগবন্! এই যজ্ঞস্থলে শোকনাশন পিতা সমুপস্থিত হওয়াতে আমার এই যজ্ঞ অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তখন আস্তীক কহিলেন, মহারাজ! যাঁহার যজ্ঞে মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বয়ং সমুপস্থিত থাকেন, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই তাহার হস্তগত হয়। এক্ষণে তুমি বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিপুল ধর্ম্মলাভ করিলে, তোমার প্রভাবে সর্পসমুদায় ভস্মসাৎ হইল এবং তোমার সত্যবাক্যনিবন্ধন তক্ষক কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিল। এক্ষণে মহৎসংসর্গনিবন্ধন তোমার মনের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। তুমি ঋষিগণের যথোচিত পূজা করিয়াছ। চরমে নিশ্চয়ই তোমার পিতার সালোক্য লাভ হইবে। অতঃপর যাঁহারা পরমধার্ম্মিক ও সদ্ব্যবহারনিরত এবং যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে পাপ বিনাশ হয়, তুমি তাহাদিগকে নমস্কার কর।

মহাত্মা আস্তীক এই কথা কহিলে, রাজা জনমেজয় তাহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর পরীক্ষিতনন্দন ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাসের শেষ বৃত্তান্ত শ্রবণে অভিলাষী হইয়া বৈশম্পায়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও রাজা যুধিষ্ঠির ইহারা উভয়ে পুত্রপৌত্রাদিকে দর্শন করিয়া কি করিলেন; তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া শোকশূন্য হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণও স্ব স্ব পত্নী ও পরিমিত সৈন্য সমভিব্যাহারে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ সময় ত্রিলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৌরবেন্দ্র! তুমি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষিদিগের নিকট বিবিধ বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে আর শোকে সমাকৃষ্ট হইও না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখন স্বীয় দুরদৃষ্টনিবন্ধন ব্যথিত হন না। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট দেবরহস্য সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ এবং এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরশায়ী পুত্রগণকে শুভগতি লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে দেখিলে। অতঃপর ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পত্নী, সুহৃদ্গণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যগমনে অনুমতি কর। উঁহারা সকলেই তোমার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক মাসের অধিক কাল অতীত হইল; উঁহারা এই তপোবনে অবস্থান করিতেছেন। আর অধিক দিন এখানে অবস্থান করা উঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। রাজ্য বিবিধ বিঘ্নের আস্পদ, অতএব নিয়ত যত্ন পূর্ব্বক উহা রক্ষা করা উঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অমিতপরাক্রম মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল লাভ হউক। তোমার অনুগ্রহে আমার শোকসন্তাপ সমুদায় দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, যেন আমি তোমাদিগের সহিত হস্তিনানগরে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমার পুত্রের কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আর আমার শোকের লেশমাত্র নাই। অতঃপর তুমি অচিরাৎ হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তোমাকে দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন আমার তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে। আমি কেবল তোমার দর্শনে একালপর্য্যন্ত এই তপঃকৃশ শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি। শীর্ণপত্রজীবিনী কুন্তী ও গান্ধারীও আর অধিক কাল ইহলোকে অবস্থান করিবেন না। মহর্ষি বেদব্যাসের প্রভাবে ও তোমার সমাগমে আমি পরলোকগত দুর্য্যোধনাদিকে দর্শন করিলাম। আর আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর আমি তোমার আদেশানুসারে ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন করিব। এক্ষণে তোমাতে আমাদিগের পিণ্ড, কীর্ত্তি ও কুল প্রতিষ্ঠিত রহিল। তুমি কল্যই হউক, বা অদ্যই হউক হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তুমি অনেক বার রাজনীতি শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমাকে আর কিছু উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! আমি নিরপরাধ, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরগণ হস্তিনানগরে গমন করুন। আমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার ও জননীদ্বয়ের শুশ্রূষা করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, গান্ধারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! এমন কথা কহিও না। তুমি কৌরবদিগের বংশধর ও আমার শ্বশুরের জলপিণ্ডপ্রদ। তুমি একালপর্য্যন্ত আমাদিগের যথেষ্ট সেবা করিলে, এক্ষণে অচিরাৎ রাজধানীতে গমন কর। রাজার রাজ্য রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ধরাজমহিষী গান্ধারী এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বাষ্পাকুলিত নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া, কুন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! রাজা ও যশস্বিনী গান্ধারী আমাকে রাজধানীগমনে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমি আপনার একান্ত অনুগত; আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে গমন করিব। আপনার তপোবিঘ্ন করিতেও আমার বাসনা নাই। তপস্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। তপস্যা দ্বারা অতি মহৎ ফল লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যভোগে অভিলাষ নাই। আমার মন সম্পূর্ণভাবে তপস্যায় অনুরক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই পৃথিবী লোকশূন্যা হওয়াতে, আর উহার প্রতিপালনে আমার কিছুতেই উৎসাহ হইতেছে না। আমাদিগের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, আর তাদৃশ সৈন্যসামন্তও নাই। পাঞ্চালগণ একবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। উহাদের বংশ রক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই। দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গনে উঁহাদিগকে নিঃশেষিতপ্রায় করিলে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, আচার্য্যতনয় রজনীযোগে তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন। চেদি ও মৎস্যবংশও নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে কেবল বাসুদেবের প্রভাবে একমাত্র বৃষ্ণিবংশই অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া কেবল ধর্ম্মসাধনার্থই রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে আমার বাসনা হয়। এক্ষণে আপনি নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের সকলকে দর্শন করুন। সকলের সহিত আর আপনার দর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে! জ্যেষ্ঠতাত এক্ষণে আপনাদের সহিত ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবেন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবাহু সহদেব বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি ত কোন ক্রমে মাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অতএব আপনি অবিলম্বেই রাজধানীতে গমন করুন; আমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক রাজা ও মাতৃদ্বয়ের পদসেবা এবং ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিশুষ্ক করি। সহদেব বিনীতভাবে এই কথা কহিলে; ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন; বৎস! তুমি আমার বাক্যানুসারে হস্তিনানগরে গমন কর। তোমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হউক এবং তোমরা পরম সুখে কালবিসর্জ্জন কর। তোমরা এ স্থলে অবস্থান করিলে আমাদিগের তপস্যার ব্যাঘাত হইবে, তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হওয়াতে আমার উৎকৃষ্ট তপস্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে। আমাদিগের পরলোকগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই, অতএব তুমি এক্ষণে রাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হও। মনস্বিনী কুন্তী এই রূপে বহুবিধ সান্ত্বনা করিলে, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত স্থির হইল। তখন পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়া অন্ধরাজের চরণ বন্দন পূর্ব্বক অনুজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যখন আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমরা অব্যগ্র আহ্লাদসহকারে নগরে প্রতিগমন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ তাঁহাকে অভিনন্দন, ভীমসেনকে সান্ত্বনা এবং অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে অচিরাৎ হস্তিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার প্রদক্ষিণ ও নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্রৌপদী প্রভৃতি কৌরবপত্নীগণ শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় উষ্ট্রের চীৎকারধ্বনি ও অশ্বের হ্রেষারবে আশ্রমমণ্ডল পরিপূরিত হইল এবং সারথিগণ "অশ্বযোজনা কর; অশ্বযোজনা কর" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় পত্নী এবং সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সবান্ধবে নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় হস্তিনানগরে আগমন করিলেন।

পুত্রদর্শন পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

নারদাগমন পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইলে একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! বহুদিনের পর আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। আপনি কোন্ কোন্ দেশ দর্শন করিয়াছেন; ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। অতএব আজ্ঞা করুন; আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মহারাজ! আমি বহুকালের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; এরূপ বিবেচনা করিও না। আমি ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থসমুদায় দর্শন করিয়া তপোবন হইতে আগমন করিতেছি।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গাতীরনিবাসী মহাত্মারা আমার নিকট আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর তপোনুষ্ঠানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি জননী গান্ধারী ও কুন্তী এবং সূতপুত্র সঞ্জয় ইঁহারা সকলে কি রূপে কালহরণ করিতেছেন; আপনার মুখে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংবাদ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে যে যে বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। তোমরা তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিহোত্র, পুরোহিত এবং গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তপস্যা করাতে অন্ধরাজের শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। গান্ধারী কেবল জলমাত্র পান করিয়া এবং কুন্তী এক মাসের পর এক দিন ও সঞ্জয় পাঁচ দিনের পর এক দিন মাত্র ভোজন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাজকেরাও বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সঞ্জয় অন্ধরাজের এবং তোমার জননী কুন্তী গান্ধারীর চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অন্ধরাজ গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন; এমন সময়ে দাবানল প্রচণ্ড বায়ু সহযোগে ভীষণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। মৃগযূথ ও সর্পসমুদায় সেই তীব্র দহনে দগ্ধদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং বরাহগণ নিতান্ত তাপিত হইয়া জলাশয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময়, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী অনাহারনিবন্ধন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছিলেন বলিয়া; কোন ক্রমেই তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সেই বিষম বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে দাবানল তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইল। তখন অন্ধরাজ সঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; সূতনন্দন! তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর; আমরা এই অনলেই জীবন পরিত্যাগ করিয়া পরমা গতি লাভ করিব।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই বৃথাগ্নি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে, আপনার সদ্গতিলাভের সম্ভাবনা নাই; আর এই অনল হইতে আপনার পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন অন্ধরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! যখন আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলে, কখনই আমাদিগের অসদ্গতি হইবে না। বিশেষতঃ জল, বায়ু বা অনল সহযোগে অথবা প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা তাপসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন কর। এই বলিয়া কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া অনন্যমনে উপবেশন করিলেন। তখন সঞ্জয় তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আত্মসংযম করিতে কহিলেন। অন্ধরাজও সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত আত্মসংযম করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রিয়রোধনিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীর কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনেই সেই দাবানলে সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় অতিকষ্টে সেই অনল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঙ্গাকূলে মহর্ষিগণের নিকট আগমন ও সেই বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় আমি সেই তাপসগণের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সঞ্জয়ের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র তোমাদিগকে উহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে যাত্রা করিলাম। আগমনসময়ে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর কলেবর আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাপসেরা সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজের এবং কুন্তী ও গান্ধারীর পরলোকগমনের বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের সদ্গতিলাভে শঙ্কা করিয়া কিছুমাত্র শোক করেন নাই। আমি তাঁহাদের মুখেও উঁহাদের মৃত্যুবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়াছি। যখন সেই কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অনলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা কদাচ বিধেয় নহে।

দেবর্ষি নারদ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাদির পরলোকবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, মহাত্মা পাণ্ডবগণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় অন্তঃপুরে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল, পুরবাসিগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠির মাতাকে স্মরণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আমাকে ধিক্ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

অনন্তর সেই পুরবাসী ও অন্যান্য লোকসমুদায়ের রোদন ধ্বনি উপরত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাবেগ সংবরণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা জীবিত থাকিতেও যে তপোনুষ্ঠাননিরত মহাত্মা অম্বরাজ অনাথের ন্যায় অরণ্যমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, ইহার পর আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যখন প্রবলপ্রতাপশালী অম্বরাজকেও দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম, পুরুষদিগের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। হায়! যে মহাত্মার মহাবলপরাক্রান্ত এক শত পুত্র ছিল, যিনি অযুতনাগ তুল্য পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহাকেও এক্ষণে দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল। পূর্ব্বে পরমসুন্দরী রমণীগণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহাকে তালবৃন্ত বীজন করিত, আজি তিনি দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে গৃধ্রগণ তাঁহাকে পুচ্ছ দ্বারা বীজিত করিতেছে। যিনি সূত ও মাগধগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, আজি এই নরাধমের কার্য্যদোষে তাঁহাকে ধরাশয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছে। আমি পুত্রবিহীনা জননী গান্ধারীর নিমিত্ত অনুতাপ করি না। তিনি পতির অনুগামিনী হইয়া ভর্ত্তৃলোক লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল যিনি পুত্রগণের এই সুসমৃদ্ধ রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া বনগামিনী হইয়াছিলেন, সেই জননী কুন্তীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। আমাদিগের রাজ্য, বল, পরাক্রম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ধিক্। আমরা জীবন্মৃত। হায়! কালের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম। দেখুন, মনস্বিনী কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের জননী হইয়াও রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অনাথার ন্যায় দাবানলে দগ্ধ হইলেন। আমি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অর্জ্জুন অনর্থক খাণ্ডববন প্রদান করিয়া অনলের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হুতাশনের তুল্য অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন আর কেহই নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবেশে অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে তিনি কিরূপে তাঁহার জননীকে দগ্ধ করিলেন? হুতাশনকে ও অর্জ্জুনের সত্যপ্রতিজ্ঞায় ধিক্! অম্বরাজ বৃথানলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আ... চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। হায়! সেই মহাবনে তপোনুষ্ঠাননিরত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রপূত পবিত্র অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বৃথানলে মৃত্যু হইল কেন? বোধ করি, যখন দাবানল আমার জননীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছিল, তখন তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া "হা ধর্ম্মরাজ! হা ভীমসেন! তোমরা শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় পুত্র অপেক্ষা সহদেবের প্রতি সমধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেও এক্ষণে তাঁহাকে অনল হইতে রক্ষা করিল না। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে তাহার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া যুগান্তকালীন প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের সেই ক্রন্দনকোলাহলে প্রাসাদসমুদায় প্রতিধ্বনিত ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ এইরূপ শোকাকুল হইলে, তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বৃথানলে দগ্ধ হন নাই। আমি গঙ্গাতীরনিবাসী মহর্ষিগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, অম্বরাজ গাঙ্গাদ্বার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশকালে যজ্ঞসম্পাদনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অনল পরিত্যাগ করিলে, যাজকেরা সেই অনল নির্জ্জন বনে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই অনল বর্দ্ধিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সমুদায় বন দগ্ধ হইয়া যায়। আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র সেই স্বীয় যজ্ঞানলে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিহারপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করিও না। তোমার জননী কুন্তীও গুরুশুশ্রূষানিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাদিগের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন কর।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ ও রাজভক্তিপরায়ণ পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভাগীরথীর তীরে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহনপূর্ব্বক যুযুৎসুকে অগ্রসর করিয়া শাস্ত্রানুসারে অম্বরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণক্রিয়া করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাহারা সকলে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিজ্ঞ মানবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুহৃদ্গণ! তোমরা গঙ্গাদ্বারের সন্নিহিত কাননে সমুপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদন কর। এই বলিয়া তিনি আত্মীয়গণকে গঙ্গাদ্বারে প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে একাদশ দিন অতীত হইল। দ্বাদশ দিনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র হইয়া বিধিপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে স্বর্ণ, রজত, গাভী ও মহামূল্য শয্যাসমুদায় এবং গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তীর নামোল্লেখপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বস্ত্রসমুদায় প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ, শয্যা, খাদ্যদ্রব্য, মণি, রত্ন, যান, আচ্ছাদন ও সমলঙ্কৃতা দাসী প্রভৃতি যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ জননী কুন্তী ও গান্ধারীর উদ্দেশে তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর দানক্রিয়া সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে যে সমুদায় লোক গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়াছিল, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির অস্থি সমুদায় গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও নরপতির নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। এইরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ... যুধিষ্ঠির মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিধননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে সমরনিহত পুত্র জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগের উদ্দেশে বিবিধ বস্তু দান করিয়া পঞ্চদশ বৎসর নগরে ও তিন বৎসর বনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নারদাগমন পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ

মহাভারত।

মৌষল পর্ব্ব।

মৌষল পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কর্করমিশ্রিত নির্ঘাতবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পক্ষিগণ দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আকাশে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহানদীসমুদায় স্রোতবিহীন ও দিক্‌সমুদায় নীহারজালে সমাচ্ছন্ন হইল। অঙ্গারসমাযুক্ত উল্কাসকল গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যকিরণ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইল। উদয়কালে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধসমুদায় লক্ষিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিধিমণ্ডল শ্যাম, অরুণ ও ধূসর এই ত্রিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন সেই সমুদায় ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার দুর্লক্ষণ দর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগের আর পরিসীমা রহিল না। কিয়দ্দিন পরে তিনি শুনিলেন, বৃষ্ণিবংশ মুষলপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। বলদেব ও বাসুদেব উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে বীরগণ! ব্রহ্মশাপে বৃষ্ণিবংশ ত একবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উপায় কি? যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। শার্ঙ্গপাণি বাসুদেবের মৃত্যু সমুদ্রশোষণের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা ~~সকলেই~~ শোকে একান্ত অভিভূত ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে মহারথ অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়েরা কি নিমিত্ত নিহত হইল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, বৃষ্ণিবংশমধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা সেই দুর্নীতিনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের বিনাশসাধন করেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৃষ্ণি অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাবীরগণ তৎকালে কাহার শাপে কালকবলে নিপতিত হইলেন, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকা নগরে গমন করেন। সারণ প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিত পরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন।

সারণ প্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দুর্ব্বৃত্তগণ! এই বাসুদেবতনয় শাম্ব, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশবিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুষল প্রসব করিবে। ঐ মুষলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন এবং বাসুদেব ভূতলে শয়ন করিয়া জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোকে গমন করিবেন। মুনিগণ রোষারুণনেত্রে সারণাদিকে এই কথা কহিয়া, হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদিগের নিকট ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে কহিলেন যে, মুনিগণ যাহা কহিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা ঘটিবে। এই কথা কহিয়া তিনি সেই শাপনিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট না হইয়া পুরোমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পরদিন প্রভাতে শাম্ব বৃষ্ণ্যন্ধককুলনাশক এক ঘোরতর মুষল প্রসব করিলেন। ঐ মুষল প্রসূত হইবামাত্র নরপতি সন্নিধানে সমানীত হইল। তখন তিনি রাজপুরুষগণ দ্বারা সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। ঐ সময় আহুক, জনার্দ্দন, বলদেব ও বভ্রুর বাক্যানুসারে নগরমধ্যে এই ঘোষণা হইল যে, আজি অবধি নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে সবান্ধবে শূলে আরোপিত করা যাইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে নগরবাসী লোক সমুদায় সেই শাসন শিরোধার্য্য করিয়া সুরা প্রস্তুত করণে একেকালে বিরত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ এইরূপে সাবধান হইয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরা বিকটাকার কালপুরুষ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন কোন সময়ে ঐ পুরুষকে দেখিতে পাইতেন এবং কখন কখন তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন। ঐ পুরুষ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই তাঁহারা তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিতেন না। অনন্তর দিনে দিনে সেই নগরমধ্যে যদুবংশের বিনাশসূচক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে অসংখ্য মূষিক ও ভগ্ন মৃৎপাত্রসমুদায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রাত্রিযোগে মূষিকেরা গৃহমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখ ছেদনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহসারিকা-

গণ দিবারাত্রি অপ্রীতিকর শব্দে রোদন করিতে লাগিল। সারসেরা উলূকের স্থায় ও ছাগগণ শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কালপ্রেরিত রক্তপাদ পাণ্ডুবর্ণ কপোতগণ সতত যাদবদিগের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং গাবীর গর্ভে রাসভ, অশ্বতরীর গর্ভে করভ, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল ও নকুলীর গর্ভে মূষিক উদ্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সময় কৃষ্ণ ও বলদেব ব্যতীত যদুবংশীয় আর আর সকলেই ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণের দ্বেষ এবং লজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পত্নীগণ পতিসংসর্গ ও পতিগণ পত্নীসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যাজক কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত হুতাশন নীল, লোহিত ও হরিদ্বর্ণ শিখা প্রকটিত করিয়া বামভাগে প্রবণ হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকে প্রতিদিন উদয় ও অস্তগমনসময়ে কবন্ধগণে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পাকশালামধ্যে সুসংস্কৃত অন্নসমুদায় আহার করিবার সময় তন্মধ্যে সহস্র সহস্র কীট লক্ষিত হইতে লাগিল। মহাত্মাদিগের জয় ও পুণ্যাহবাক্য কীর্ত্তন করিবার সময় অসংখ্য · সেই স্থান দিয়া ধাবমান হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু কেহই কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না। যাদবগণ সকলেই নক্ষত্র সমুদায়কে পরস্পর নিপীড়িত করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বীয় জন্মনক্ষত্র কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইলে, চতুর্দ্দিকে রাসভগণ ভয়ঙ্করশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

ঐ সময় একদা ত্রয়োদশীতে অমাবস্যার সংযোগ হইলে মহাত্মা বাসুদেব উহা নিতান্ত দুর্লক্ষণ বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ। ভারতযুদ্ধকালে রাহু যেরূপ দিনে দিবাকরকে গ্রাস করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমাদিগের ক্ষয়ের নিমিত্ত সেইরূপ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এতদিনের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে গান্ধারী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। সৈন্যসমুদায় ব্যূহিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্তদর্শনে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ঘটনা দর্শন করিতেছি।

মহাত্মা মধুসূদন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যদুকুল ধ্বংস করিবার বাসনায় বৃষ্ণিগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃষ্ণিগণও বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে হইবে বলিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় প্রতিদিন রজনীশেষে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের দুঃস্বপ্ন দর্শন হইতে লাগিল। কামিনীগণ নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যেন, এক শুভ্রদশনা কৃষ্ণবর্ণা রমণী হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের মঙ্গলসূত্র অপহরণ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে এবং পুরুষগণ দেখিতে লাগিলেন যেন, ভয়ঙ্কর গৃধ্রগণ অগ্নিহোত্র গৃহ ও বাসগৃহমধ্যে তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। এইরূপ দুঃস্বপ্নদর্শনে তাঁহাদের চিন্তার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর ভীষণাকার রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ ও কবচসমুদায় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বাসুদেবের অগ্নিদত্ত বজ্র তুল্য চক্র, সকলের সমক্ষেই আকাশে গমন করিল। উঁহার অশ্ব সমুদায় দারুকের সমক্ষেই আদিত্য বর্ণ রথ লইয়া সাগরের উপরিভাগ দিয়া প্রস্থান করিল এবং অপ্সরোগণ বলদেবের তালধ্বজ ও বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ অপহরণ পূর্ব্বক দিবারাত্রি যাদবগণকে তীর্থযাত্রা করিতে আদেশ করিতে লাগিল।

এইরূপ দুর্নিমিত্তসমুদায় উপস্থিত হইলে, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ সকলেই সপরিবারে [illegible] যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য পানীয় ও মদ্যমাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ দন্তী, অশ্ব ও রথারোহী অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের সৈন্যসমুদায়ের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক স্ত্রীগণের সহিত অনবরত পানভোজন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যোগবিদ্ অর্থতত্ত্ববিশারদ মহাত্মা উদ্ধব যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে অবস্থিত অবগত হইয়া, তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কালবিপর্য্যয় নিবন্ধন তাঁহাকে নিবারণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাত্মা উদ্ধব বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে সমাদৃত হইয়া, তেজ দ্বারা ভূমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারথ যাদবগণ কালের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমাহৃত অন্নসমুদায় সুরামিশ্রিত করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে প্রভাসতীর্থ নট, নর্ত্তক ও মত্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য তূর্য্যশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বলদেব, সাত্যকি, গদ, বভ্রু ও কৃতবর্ম্মা বাসুদেবের সমক্ষেই সুরাপান আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সাত্যকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে উপহাস ও অবমাননা করিয়া কহিলেন, হার্দ্দিক্য! ক্ষত্রিয়মধ্যে কেহই এরূপ নির্দ্দয় নাই যে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, যাদবগণ কখনই তাহা সহ্য করিবেন না। সাত্যকি এই কথা কহিলে, মহারথ প্রদ্যুম্নও কৃতবর্ম্মাকে অবজ্ঞা করিয়া সাত্যকির বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বামহস্ত সঞ্চালন দ্বারা সাত্যকির ঐ বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শৈনেয় মহারাজ ভূরিশ্রবা ছিন্নবাহু হইয়া সংগ্রামে প্রায়োপবেশন করিলে, যখন তুমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছ, তখন তোমার তুল্য নৃশংস আর কেহই নাই। কৃতবর্ম্মা এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার বাক্যশ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সাত্যকি স্যমন্তকমণির অপহরণবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া, কৃতবর্ম্মা অক্রূর দ্বারা যেরূপে মহারাজ সত্রাজিতের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন; তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতের দুহিতা সত্যভামা সাত্যকির মুখে সেই পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র কোপাবিষ্টচিত্তে রোদন করিতে করিতে বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত করিলেন। তখন সাত্যকি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সত্যভামাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি আজি এই পাপপরায়ণ কৃতবর্ম্মাকে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর পথের পথিক করিব। পূর্ব্বে এই দুরাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সহায় করিয়া শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়াছিল। সেই পাপে আজি ইহার আয়ু ও যশ নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া বাসুদেবের সমক্ষেই খড়্গ দ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক অন্যান্য বীরগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সেই মদমত্ত ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ কালপ্রভাবে বিমোহিত হইয়া সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব কালের গতি বিবেচনা করিয়া তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া উচ্ছিষ্টপাত্র দ্বারা সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন

মহাবীর সাত্যকি এইরূপে ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে রুক্মিণীনন্দন মহারথ প্রদ্যুম্ন যুযুধানের পরিত্রাণার্থ সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক ভোজদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক অন্ধকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ভোজ ও অন্ধকদিগের সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাহাদিগকে কোন ক্রমে পরাজয় করিতে পারিলেন না। ঐ বীরদ্বয় কিয়ৎক্ষণমাত্র সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে বাসুদেবের সমক্ষেই সেই ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব স্বীয় পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে বিনষ্ট দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে একমুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্র উহা মুষলরূপে পরিণত হইল। তখন তিনি তদ্দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অন্ধক, ভোজ, শৈনেয় ও বৃষ্ণিগণও কালবশতঃ পরস্পর সেই এরকাঘাতে বিনষ্ট হইতে

লাগিলেন। তৎকালে কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া একটিমাত্র এরকা গ্রহণ করিলেও উহা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রহ্মশাপ প্রভাবে মুষলরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সময় বীরগণ কোপাবিষ্ট হইয়া যে সকল এরকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তৎসমুদায়ই মুষল ও বজ্রস্বরূপ হইয়া অভেদ্য পদার্থ ভেদ করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুকুর ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ মত্ত হইয়া অনলে নিপতিত পতঙ্গের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তথা হইতে পলায়ন করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইল না। ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া মুষলীভূত এরকা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ ও গদের প্রাণবিয়োগ হইল। তখন তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া, কোপাবিষ্টচিত্তে অবশিষ্ট সমুদায় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বভ্রু ও দারুক মহামতি মধুসূদনের সমীপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সেই বীরসমুদায়কে নিহত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জনার্দ্দন! এক্ষণে ত আপনি অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন। অতঃপর চলুন, আমরা তিন জনে মহাত্মা বলভদ্রের নিকট গমন করি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাত্মা বভ্রু ও দারুক এই কথা কহিলে, মহামতি বাসুদেব তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অমিতপরাক্রম বলভদ্রের উদ্দেশে গমন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, ঐ মহাবীর অতি নির্জ্জন প্রদেশে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা হৃষীকেশ বলভদ্রকে তদবস্থ দেখিয়া দারুককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সারথে! তুমি সত্বর হস্তিনানগরে গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট যাদবদিগের বিনাশবৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন কর। তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে দ্বারকায় আগমন করিবেন। বাসুদেব এইরূপ আদেশ করিলে দারুক অবিলম্বে রথারোহণে কৌরবরাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। তখন, মহাত্মা কেশব সমীপস্থিত বভ্রুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুরকামিনীগণের রক্ষার্থ গমন কর। দস্যুগণ যেন ধনলোভে তাহাদিগকে হিংসা না করে। মহাবীর বভ্রু ঐ সময় মদমত্ত ও জ্ঞাতিবধনিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জনার্দ্দনের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে ছিলেন। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিবামাত্র তিনি যেমন স্ত্রীলোকের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন; অমনি সেই ব্রহ্মশাপসম্ভূত মুষল এক ব্যাধের লৌহময় মুদ্গরে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ বভ্রুকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমি যে কাল পর্য্যন্ত কাহারও প্রতি স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগমন না করি, সেই কাল পর্য্যন্ত আপনি এই স্থানে আমার প্রতীক্ষা করুন। এই কথা কহিয়া বাসুদেব অচিরাৎ নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় এখানে আগমন না করেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি অন্তঃপুরস্থ কামিনীদিগকে রক্ষা করুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব বনমধ্যে আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব আমি এক্ষণে তাঁহার নিকট চলিলাম। পূর্ব্বে আমি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কৌরব ও অন্যান্য নরপতিগণের নিধন দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আবার আমাকে যদুবংশের নিধনও প্রত্যক্ষ করিতে হইল। আজি যাদবগণের বিরহে এই পুরী আমার চক্ষুর শল্যস্বরূপ বোধ হইতেছে; অতএব আমি অচিরাৎ বনগমন করিয়া, বলদেবের সহিত তীব্রতর তপোনুষ্ঠান করিব।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া, পিতার চরণবন্দন পূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইবামাত্র অন্তঃপুরমধ্যে বালক ও বনিতাদিগের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তখন ধীমান্ বাসুদেব অবলাগণের রোদনশব্দ শ্রবণে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে সীমন্তিনীগণ! মহাত্মা ধনঞ্জয় এই নগরে আগমন করিতেছেন, তিনি তোমাদিগের দুঃখমোচন করিবেন। অতএব তোমরা আর রোদন করিও না। এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জ্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্রসংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সাগর দিব্য নদীসমুদায়, জলাধিপতি বরুণ এবং কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্ম্মুখ ও অম্বরীষপ্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইলে, তাঁহার দেহ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইল। তখন সর্ব্বজ্ঞ দিব্যচক্ষু ভগবান্ বাসুদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেহত্যাগ করিলেন বিবেচনা করিয়া চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই বিজনবনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় পূর্ব্বে গান্ধারী তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, এবং তিনি উচ্ছিষ্ট পায়স পদতলে লিপ্ত না করাতে দুর্ব্বাসা যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্য প্রতিপালন, তাঁহার স্বর্গগমনবিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহভঞ্জন ও ত্রিলোকপালন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে; বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময় জরানামক ব্যাধ মৃগবিনাশবাসনায় সেই স্থানে সমাগত হইয়া দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন পূর্ব্বক মৃগ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহা দ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগ গ্রহণবাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেক বাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া, শঙ্কিতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন; তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সাধ্যগণ তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন; মুনিগণ ঋগ্বেদপাঠ ও গন্ধর্ব্বগণ সংগীত দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহার অভিনন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন

পঞ্চম অধ্যায়।

এদিকে কৃষ্ণসারথি দারুক হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট যদুকুলের নিধন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে পাণ্ডবগণ উহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। তখন বাসুদেবের প্রিয়সখা মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দারুকের সহিত দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ নগরী অনাথা রমণীর ন্যায় নিতান্ত হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় বাসুদেবের অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন; তাঁহারা অর্জ্জুনকে দর্শন করিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের যে ষোড়শ সহস্র মহিষী ছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পতিপুত্রবিহীনা রমণীগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণে অর্জ্জুনের নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি তৎকালে কিছুমাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় সেই বীরশূন্যা দ্বারকাপুরীকে বৈতরণী নদীর ন্যায় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তিনি বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে উহার জল, অশ্বসমুদায়কে মৎস্য, রথ সমুদায়কে উড়ুপ, বাদিত্র ও রথনির্ঘোষকে জলতরঙ্গ, গজগ্রাহপূর্ণ সমুদায়কে মহাহ্রদ, রত্নসমুদায়কে শৈবাল, পথসমু-

দায়কে, আবর্ত, চক্রসমুদায়কে তিমিত মুদ্র এবং বলদেব ও বাসুদেবকে মহানক্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দ্বারকাপুরী ও বসুদেবের বনিতাদিগকে হেমন্তকালীন নলিনীর ন্যায় নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট ও প্রভাশূন্য দর্শন করিয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন বাসুদেব-মহিষী সত্যভামা, রুক্মিণী ও অন্যান্য রমণীগণ অর্জ্জুনের নিকট বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহাকে ধরাতল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক কাঞ্চনময় পীঠে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন মনে মনে বাসুদেবের স্তব করিয়া স্ত্রীগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা বসুদেব পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ধনঞ্জয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি বাষ্পপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। মহাত্মা বসুদেব ভাগিনেয় অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিতান্ত দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও বান্ধবগণের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ধনঞ্জয়! যাহারা অসংখ্য ভূপতি ও দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিল, আজি আমি তাহাদিগকে না দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি। তুমি যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে প্রিয়শিষ্য বলিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিতে এবং যাহারা বৃষ্ণিবংশের অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ও বাসুদেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল, এক্ষণে তাহাদিগের দুর্নীতিনিবন্ধন এই যদুকুলের ক্ষয় হইয়াছে। অথবা উহাদের এ বিষয়ে দোষ কি? ব্রহ্মশাপই ইহার মূল কারণ। পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ মহাবলপরাক্রান্ত কেশী, কংস, শিশুপাল, নিষাদরাজ একলব্য, কাশিরাজ, কালিঙ্গগণ, মাগধগণ, গান্ধারগণ এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় ভূপালগণকে নিহত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনিও এই যদুকুল ক্ষয় হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তুমি দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমরা সকলেই যাঁহাকে সনাতন দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাক, তিনি এক্ষণে স্বচক্ষে জ্ঞাতিবধ প্রত্যক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিলেন। বোধ হয়, গান্ধারী ও ঋষিগণের বাক্য অন্যথা করিতে তাঁহার বাসনা হয় নাই। তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইলে, তিনিই তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় পরিজনদিগকে রক্ষা করিতে তাঁহার বাসনা হইল না। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, সখা ও ভ্রাতৃগণ সকলে নিহত হইলে তিনি আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আজি এই যদুকুল একবারে নিঃশেষিত হইল। আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে আপনি তাঁহার নিকট এই কুলক্ষয়ের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিবেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছি। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলে কখনই হস্তিনায় অবস্থান করিতে পারিবেন না। অর্জ্জুনের সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, অতএব ঐ মহাত্মা এ স্থানে আগমন করিয়া যাহা কহিবেন, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহা দ্বারাই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন এবং এই বালক ও রমণীগণের রক্ষা হইবে। তিনি এই স্থান হইতে প্রতিগমন করিবামাত্র এই অসংখ্য প্রাচীর ও অট্টালিকাসম্পন্ন দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বলদেবের সহিত কোন পবিত্র স্থানে সমুপস্থিত হইয়া কালপ্রতীক্ষায় অবস্থান করিব।"

অচিন্ত্য পরাক্রম মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া আমাকে বালকগণের সহিত এই স্থানে রাখিয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কিছুই বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়া দিবারাত্রি বলদেব, বাসুদেব ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতেছি। আর আমার জীবন ধারণ ও ভোজন করিতে প্রবৃত্তি নাই। এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইল। অতএব তুমি অবিলম্বে বাসুদেবের বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এক্ষণে এই রাজ্য, স্ত্রী ও রত্নসমুদায় তোমারই অধিকৃত হইল। আমি অচিরাৎ তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব।

সপ্তম অধ্যায়।

মহাত্মা বসুদেব এই কথা কহিলে শত্রুতাপন মহাবীর ধনঞ্জয় একান্ত বিমনায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতুল! আমি কোন ক্রমেই এই কেশব ও অন্যান্য বীরগণপরিশূন্য রাজধানী দর্শনে সমর্থ হইতেছি না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও আমি আমরা সকলেই একাত্মা। এই যদুকুলক্ষয় শ্রবণ করিলে আমার ন্যায় তাঁহাদেরও যাহার পর নাই ক্লেশ হইবে। এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রস্থান সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আর এ স্থানে অধিক দিন অবস্থান করা আমার উচিত নহে। আমি অচিরাৎ বৃষ্ণিবংশীয় বালক ও বনিতাদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। মহাবীর ধনঞ্জয় মাতুলকে এই কথা কহিয়া দারুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দারুক! আমি বৃষ্ণিবংশীয় অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি, অতএব তুমি সত্বর আমাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া চল। এই কথা কহিয়া তিনি দারুকের সহিত মহারথ যাদবগণের নিমিত্ত শোক করিতে করিতে তাঁহাদের সভায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি তথায় আসন পরিগ্রহ করিলে, অমাত্যগণ, প্রকৃতিমণ্ডল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই দীনচিত্ত মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সভাস্থ ব্যক্তিগণ! আমি অন্ধকদিগের পরিবারদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র ঐ নগরে রাজা হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এই নগর অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে; অতএব তোমরা অবিলম্বে যান ও রত্নসমুদায় সুসজ্জিত কর। সপ্তম দিবসে সূর্য্যোদয়সময়ে আমাদিগকে এই নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে হইবে; অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র সুসজ্জিত হও।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাঁহারা সকলেই সত্বর সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া কৃষ্ণের গৃহে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রবলপ্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনশব্দ সমুত্থিত হইয়া সমুদায় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য নরযানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারকাবাসিগণ দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ শ্বেতচ্ছত্র ও যাজকগণ প্রদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা নামে বসুদেবের পত্নীচতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিতা ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময়ে জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাঁহাকে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার দেবকীপ্রভৃতি পত্নীচতুষ্টয় তাঁহাকে প্রজ্বলিত চিতাতে আরোপিত দেখিয়া তদুপরি সমারূঢ় হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নীসমবেত বসুদেবের দাহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই প্রজ্বলিত চিতানলের শব্দ সামবেদীদিগের বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য মানবগণের রোদনধ্বনিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি বজ্র প্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে বসুদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন হইলে, পরমধার্ম্মিক ধনঞ্জয় যে স্থলে বৃষ্ণিবংশীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মুষলনিহত বৃষ্ণিগণকে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি

জ্যেষ্ঠতানুসারে তাঁহাদিগের সকলের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অবেষণ দ্বারা বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক চিতামধ্যে ভস্মসাৎ করিলেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে শাস্ত্রানুসারে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্তম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্ব্বতাকার গজসমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ বসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও পৌত্র বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন; তাহার আর সংখ্যা নাই। এইরূপে মহারথ অর্জ্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোকসমভিব্যাহারে দ্বারকা নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় নগর হইতে নির্গত হইলে পর মহাত্মা অর্জ্জুন উঁহাদের সহিত ঐ বিবিধ রত্নপরিপূর্ণ নগরের যে যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন; সেই সেই অংশ অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া "দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা" এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সেই যদুবংশীয় কামিনীগণ ও অন্যান্য যোধগণসমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে নদীতীর, রমণীয় কানন ও পর্ব্বত প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদ দেশে সমুপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্য পরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। ঐ স্থানে দস্যুগণ, ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথ যদুকুলকামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে, ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতাসমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব চল আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্নসমুদায় অপহরণ করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যুগণ লগুড়হস্তে সিংহনাদশব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অনুচরগণের সহিত তাহাদের অভিমুখীন হইয়া হাস্যবদনে তাহাদিগকে কহিলেন, দস্যুগণ! যদি তোমাদিগের জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ প্রতিনিবৃত্ত হও, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই শরনিকর দ্বারা তোমাদিগকে নিহত করিব। পাণ্ডুনন্দন এইরূপে তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিলেও তাহারা তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দ্বারকাবাসী লোকদিগকে আক্রমণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রোষভরে স্বীয় গাণ্ডীব শরাসনে জ্যারোপণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তৎকালে ঐ কার্য্য তাঁহার নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি অতি কষ্টে সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া দিব্যাস্ত্র সমুদায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সময় কোন ক্রমে সেই অস্ত্র সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। তখন তিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যের হানি ও দিব্যাস্ত্রসমুদায়ের অস্মরণনিবন্ধন নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয়দিগের হস্তী অশ্ব ও রথারোহী যোধগণও সেই দস্যুগণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না। দস্যুগণ যে দিকে গমন করিতে লাগিল মহাবীর অর্জ্জুন যত্ন পূর্ব্বক সেই দিক্ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দস্যুগণ সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলাদিগকে অপহরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ভৃত্যগণের সহিত মিলিত [illegible]র হইতে শরসমুদায় নিষ্কাশন পূর্ব্বক দস্যুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অক্ষয় তূণীরের মধ্যস্থ বাণ সমুদায়ও ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। শরসমুদায় নিঃশেষ হইলে; পাণ্ডুনন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরাকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখ হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র, ভুজবীর্য্য ও তূণীরস্থ শরসমুদায়ের ক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া দৈবদুর্ব্বিপাক স্মরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি সেই হতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশি সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজকুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকিপুত্রকে সরস্বতী নগরীতে সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। সময় অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণে উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা সকলে হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজন পূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় দ্বারকাবাসী লোকদিগকে যথোপযুক্ত স্থানবিভাগ প্রদান করিয়া বজ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

এইরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহাত্মা ধনঞ্জয় বেদব্যাসের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া "মহর্ষে! আমি অর্জ্জুন আপনার নিকট আগমন করিয়াছি" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহর্ষি পাণ্ডুনন্দনকে অবলোকনপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে একান্ত দুঃখিত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! কেহ কি তোমার গাত্রে নখ, কেশ, বস্ত্রাঞ্চল বা কুম্ভমুখস্থিত সলিল প্রক্ষেপ করিয়াছে, তুমি কি রজস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? যুদ্ধে কি তোমাকে কেহ পরাজয় করিয়াছে? আজি তোমাকে এমন শ্রীবিহীন দেখিতেছি কেন? তুমি ত কাহারও নিকট কখন পরাজিত হও নাই। যাহা হউক, যদি প্রকাশ করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আজি তোমার এরূপ শ্রীভ্রংশ হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে কীর্ত্তন কর।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! সেই নবজলধরসদৃশ নীলকলেবর পঙ্কজলোচন পীতাম্বর ও বলদেব উভয়েই কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশে যে সকল মহাত্মারা সিংহতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন, ব্রহ্মশাপনিবন্ধন প্রভাসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুষলীভূত এরকাপ্রহার পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালের কি আশ্চর্য্য গতি, যাঁহারা পূর্ব্বে অনায়াসে গদা, পরিঘ ও শক্তির প্রহার সহ্য করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা সামান্য তৃণপ্রহারে নিহত হইলেন। এইরূপে সর্ব্বসমেত পাঁচলক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছে। আর আমি বারংবার সেই প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয়দিগের বিশেষতঃ যশস্বী কৃষ্ণের বিনাশবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। মহাত্মা বাসুদেবের বিনাশ সমুদ্রশোষণ, পর্ব্বতসঞ্চলন, আকাশ পতন এবং অগ্নির শৈত্যভাবের ন্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে বাসুদেব ব্যতীত আর ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে আমার বাসনা নাই। হে তপোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অপেক্ষাও ক্লেশকর আর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে আমি সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদুবংশ ক্ষয় হইবার পর আমি দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক তথা হইতে যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া আগমন করিতেছিলাম। পঞ্চনদদেশে দস্যুগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার সমক্ষেই অসংখ্য কামিনীকে অপহরণ করিয়াছে। তৎকালে আমি গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। ঐ সময় আমার পূর্ব্বের ন্যায় বাহুবল রহিল না। আমি দিব্যাস্ত্রসমুদায় এককালে বিস্মৃত হইলাম। ক্ষণকালের মধ্যে আমার তূণীরস্থিত শরসমুদায় নিঃশেষিত হইল এবং যে শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর পুরুষ আমার রথের

অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইয়া শত্রুসৈন্যসমুদায়কে দগ্ধ করিতেন, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঐ মহাপুরুষ পূর্ব্বে অরাতিসৈন্যগণকে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে গাণ্ডীবনিম্মুক্ত শরনিকরে বিনাশ করিতেছিলাম। এক্ষণে ঐ মহাত্মার অদর্শনে আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি এবং আমার সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে কিছুতেই আমি শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। সেই বীরবর জনার্দ্দন, ব্যতিরেকে আর ক্ষণকাল আমার জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অবধি আমার দিক্‌সকল শূন্যময় বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমি বীর্য্যবিহীন ও শূন্যহৃদয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। অতএব অতঃপর আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পার্থ! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথগণ ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ঐ বীরগণের নিধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মহাত্মা বাসুদেব উহা নিবারণে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে মহর্ষিশাপখণ্ডনের কথা দূরে থাকুক, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারকেও অন্যরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। সেই পুরাতন মহর্ষি কেবল পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবার নিমিত্তই বসুদেবের গৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও তোমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন তোমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। এক্ষণে পৃথিবীর ভারাবতরণ করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তুমিও ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে গুরুতর দেবকার্য্য সংসাধন করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছ। অতএব অতঃপর ইহলোক হইতে প্রস্থান করাই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ। লোকের মঙ্গলগাভের সময় সমুপস্থিত হইলেই সুবুদ্ধি, তেজঃ ও অনাগত দর্শন প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে; আবার অমঙ্গল সময় হইলেই তৎসমুদায়ের ক্ষয় হইয়া যায়। ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ। কালপ্রভাবেই সমুদায় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর হইয়াও আবার অন্যের আজ্ঞাবহ হয়। এক্ষণে তোমার অস্ত্রসমুদায়ের কার্য্যশেষ হইয়াছে বলিয়াই উহারা যেস্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে প্রতিগমন করিয়াছে। আবার যখন উহাদের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইবে, তখন উহারা পুনরায় তোমার হস্তগত হইবে। এক্ষণে তোমাদিগের স্বর্গগমন সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তিনানগরে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন

মৌষল পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মহাভারত।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব।

মহাপ্রস্থানিক পর্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ মুষলপ্রভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশ ও কৃষ্ণের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাপ্রস্থান করিবার মানসে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! কালই প্রাণিগণের কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি অচিরাৎ সেই কালের অপরিহার্য্য কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্যে অনুমোদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমিও অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে বাসনা করি। তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া "আমরাও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই রূপে সকলে প্রাণপরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক সুভদ্রাকে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই পৌত্র অভিমন্যুতনয় কৌরবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আর আমি পূর্ব্বেই বাসুদেবের পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য প্রদান করিয়াছি। অতঃপর এই অভিমন্যুতনয় হস্তিনায় অবস্থান পূর্ব্বক আমাদের রাজ্য এবং বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান পূর্ব্বক হতাবশিষ্ট যাদবগণকে প্রতিপালন করিবেন। তুমি এই বালকদ্বয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া উঁহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে। যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ধীমান্ বাসুদেব, মাতুল বসুদেব ও বলদেব প্রভৃতি অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে জলাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বাসুদেবের উদ্দেশে মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয় ও যাজ্ঞবল্ক্যকে সুস্বাদু দ্রব্যসকল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, পরিধেয় বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ ও দাসীসমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কুলগুরু কৃপাচার্য্যকে অর্চ্চনা করিয়া পরীক্ষিতকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যত্নসহকারে এই অভিমন্যুতনয়কে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইবেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ প্রকৃতিমণ্ডলকে সমানীত করিয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহারা একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রজাগণ এই রূপে বারংবার অনুনয় করিলেও কালতত্ত্বজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে তাহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া দিব্য আভরণসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কল পরিগ্রহ করিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী ও তাঁহার ন্যায় বেশধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ তৎকালোচিত যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক সলিলে অনল নিক্ষেপ করিয়া পত্নীর সহিত বনগমনার্থ বহির্গত হইলেন। কৌরবকামিনীগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে বনপ্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় এক কুক্কুর তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। পুরবাসী ও নগরবাসী লোকসমুদায় বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিল, কিন্তু "মহারাজ! প্রতিনিবৃত্ত হউন" এ কথা কাহারও মুখ হইতে বহির্গত হইল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা যুযুৎসুর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভুজগনন্দিনী উলূপী জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট হইলেন। চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অবশিষ্ট পাণ্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে, তৎপশ্চাৎ মহাবীর ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন, তৎপশ্চাৎ যমজ নকুল ও সহদেব এবং তৎপশ্চাৎ যশস্বিনী দ্রৌপদী গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তিনা হইতে বহির্গমনকালে যে কুক্কুর তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিল, সে তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ নদী ও সাগরসমুদায় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় একাল পর্য্যন্ত রত্নলোভনিবন্ধন গাণ্ডীবধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডবগণ ঐ সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুনকে সেই শরাসন পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের পথরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি; আমি পূর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পরাক্রম প্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলাম। ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট যে চক্র ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; অবতারভেদে পুনরায় ঐ চক্র তাঁহার হস্তগত হইবে। এক্ষণে অর্জ্জুনও গাণ্ডীবধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করুন। এখন ঐ শরাসনে উঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই

পূর্ব্বে আমি উঁহার নিমিত্ত বরুণের নিকট হইতে ঐ শরাসন আহরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে উনি উহা বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। হুতাশন এই কথা কহিলে, যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনুঃ পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অচিরাৎ সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন শরাসন ও তূণীর নিক্ষেপ করিবামাত্র ভগবান্ হুতাশন সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন

অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তরতীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া সমুদ্রজলপ্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দর্শন পূর্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণবাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে গমন করিতে করিতে হিমালয় গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্ব্বত তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী নিতান্ত পরিশ্রমনিবন্ধন যোগভ্রষ্টা হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখেই ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মহারাজ! রাজপুত্রী দ্রৌপদী ত কখন কোন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত উনি ভূতলে নিপতিত হইলেন?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন; ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজি উঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা সহদেবের সেই স্থান হইতে ধরাতলে পতন হইল। মহাবীর ভীমসেন সহদেবকে নিপতিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব অহঙ্কারবিহীন এবং আমাদিগের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত ছিল। তবে আজ কি নিমিত্ত উঁহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিত। সেই পাপে আজি উঁহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা নকুল, দ্রৌপদী ও কনিষ্ঠ সহোদর সহদেবের পতন নিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নকুল পরম ধার্ম্মিক অলৌকিকরূপসম্পন্ন ও আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া আজ কি পাপে ভূতলে নিপতিত হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! ধর্ম্মপরায়ণ নকুল ইহলোকে আমার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই এবং আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিত, এই নিমিত্ত আজি উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল। তুমি আর উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সহিত আগমন কর। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ নকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবীর অর্জ্জুন দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতননিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিমনায়মান হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে নাই, তবে এক্ষণে কি পাপে উঁহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

[illegible]র কহিলেন, ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া আমি এক দিনেই সমুদায় শত্রু সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু উহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাবীর বলদর্প নিবন্ধন সমুদায় ধনুর্দ্ধরকে অবজ্ঞা করিত। এই নিমিত্ত আজি উহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভীম ও সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর বৃকোদর অচিরাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আজি কোন্ পাপে আমাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি অন্যকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে, এই নিমিত্ত তোমাকে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ ভীমেরও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেবল সেই কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর। তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া, দেবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উঁহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় মানুষ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

সুররাজ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আজি তুমি অতুল সম্পদ্, পরম সিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে; অতএব অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্র লোকের কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত আমাকে এই পরম ভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনই স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রোধবশ নামক দেবগণ তাহার যজ্ঞ দানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন; অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবেন্দ্র! ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আজি আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখনই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুক্কুর যজ্ঞ, দান ও হোমক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশ নামক দেবগণ ঐ সমুদায় কার্য্যের ফল হরণ করিয়া থাকেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু। অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে পরম পবিত্র দেবলোক

লাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মবলে স্বর্গলাভের অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক্ষণে এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! ইহলোকে কাহারও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, আমি তাঁহাদের জীবন দানে করিতে সমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। উঁহারা জীবিত থাকিতে আমি উঁহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। আমার মতে ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করা, শরণাগত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও মিত্রদ্রোহ এই চারিটী কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার সমস্তিব্যাহারী সেই কুক্কুর সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুক্কুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জল অন্বেষণার্থ গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীকে স্মরণ পূর্ব্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্য দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহই নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারিবে।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিবা মাত্র ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষি সমুদায় তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিব্য রথে আরোপিত করিয়া আপনারা দিব্য বিমান সমুদায়ে সমারূঢ় হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ সেই দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক তেজ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবামাত্র, লোকতত্ত্ববেত্তা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ দেবগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, যে সমুদায় মহর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশ ও তেজ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদন পূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তি সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির, দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্থিবগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, আমি সেই লোকেই গমন করিব। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সরলভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ; অতএব এই স্থানেই অবস্থান কর। কেন তুমি অদ্যাপি মনুষ্যবৎ স্নেহের বশীভূত হইতেছ? আর কেহই কখন তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন নাই। তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহে। এই স্বর্গভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মানুষিভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। এই দেখ, মহর্ষি ও দেবগণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমার প্রণয়িনী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।
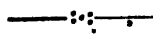
মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

স্বর্গারোহণিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য। আপনার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব আমার পূর্ব্বপিতামহ পাণ্ডবগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ স্বর্গলাভ করিয়া কে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপিতামহগণ স্বর্গলাভ করিবার পর যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন সাধ্য ও দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভামণ্ডলসম্পন্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! যে লোভাকৃষ্টচিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমরা পৃথিবী উৎসন্ন ও বন্ধুবান্ধবগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি, যাহার নিমিত্ত আমাদিগকে বনমধ্যে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং যে দুরাত্মা সভামধ্যে গুরুজন-সমক্ষে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মার সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই; আর আমি উহার মুখদর্শন করিব না। এক্ষণে যে স্থলে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানেই গমন করিব।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ হাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! অমন কথা কহিও না। স্বর্গে অবস্থান করিলে অন্যের সহিত বিরোধ থাকে না। দুর্য্যোধনের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যে সকল নরপতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা এবং দেবগণ সকলেই দুর্য্যোধনের সৎকার করিয়া থাকেন। উনি সর্ব্বদা তোমাদিগের হিংসা করিতেন বটে; কিন্তু ঐ মহাত্মা এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরজনোচিত সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে মহাভয়ের সময় উপস্থিত হইলেও ভীত হন নাই। উঁহার সেই পুণ্যবলে এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, অতঃপর তোমার দ্যূতপরাজয়, দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ, যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্লেশসমুদায় স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সুহৃদ্ভাবে সঙ্গত হও। এ স্বর্গভূমি, এ স্থলে বৈরভাব অবলম্বন করা উচিত নহে।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! যে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত মনুষ্য ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিগণের সহিত পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে; যাহার বৈরনির্য্যাতনার্থ আমরা কোপানলে দগ্ধ হইয়াছি, যদি সেই দুরাত্মার সনাতন বীরলোক লাভ হইল, তাহা হইলে আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রবলপরাক্রম সত্যবাদী ভ্রাতৃগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? কুন্তীতনয় মহাবীর কর্ণের কোন লোক লাভ হইয়াছে? ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী, পাঞ্চালরাজ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ কোন্ লোক লাভ করিয়াছেন এবং অন্যান্য যে সমুদায় নরপতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বীরের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় দেবর্ষি নারদকে এই কথা কহিয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! আমি ত এস্থানে অমিতপরাক্রম রাধেয় এবং মহাবীর উত্তমৌজা ও যুধামন্যুকে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা কোথায়? আর শার্দ্দূলতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত যে সকল নরপতি ও রাজপুত্রগণ আমার নিমিত্ত সমরানলে শরীর আহুতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহারা কি এই স্বর্গলোকপরাজয়ে সমর্থ হন নাই? যদি সেই মহারথগণ এই স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানেই অবস্থান করিব; আমি সেই সমুদায় মহাত্মা এবং জ্ঞাতি ও ভ্রাতৃগণ ব্যতীত এ স্থানে বাস করিতে বাসনা করি না! জ্ঞাতিগণের উদকক্রিয়া-সময়ে "বৎস! তুমি কর্ণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান কর" মাতার এই বাক্য শ্রবণাবধি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বিশেষতঃ এই আমার এক মহাদুঃখের কারণ যে, আমি মাতার তুল্য সেই অমিতপরাক্রম কর্ণের চরণযুগল দর্শন করিয়াও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না। আমরা কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে ইন্দ্রও আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই মহাবীর যেখানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যাঁহার মতানুসারে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। ভীমপরাক্রম ভীমসেন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। এক্ষণে আমি সেই বৃকোদর, ইন্দ্রপ্রতিম মহাবীর অর্জ্জুন, যমসদৃশ যমজ নকুল ও সহদেব এবং ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালীকে দর্শন করিতে বাসনা করি। আমি আপনাদিগকে

সত্য কহিতেছি, আর আমার এ স্থানে অবস্থান করিবার বাসনা নাই। ভ্রাতৃবিহীন হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিলে আমার কি সুখোদয় হইবে? যে স্থানে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানই আমার স্বর্গ।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস। যদি তোমার ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে; তাহা হইলে শীঘ্র তথায় গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। আমরা সুরপতি ইন্দ্রের আদেশানুসারে তোমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। এই কথা বলিয়া তাঁহারা একজন দেবদূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দূত। তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরকে উঁহার আত্মীয়গণের নিকট নীত করিয়া তাঁহাদের সহিত উঁহার সাক্ষাৎকার করাও। দেবগণ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া এক অতিভীষণ পথ দিয়া তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট লইয়া চলিলেন। ঐ পথ অতি দুর্গম ও ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাপাত্মারাই সতত ঐ পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। উহা পাপাত্মাদিগের দুর্গন্ধ, মাংসশোণিতের কর্দ্দম, দংশ, মশক, ভল্লুক, মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীটে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে। অয়োমুখ কাক ও গৃধ্রগণ এবং সূচীমুখ পর্ব্বতাকার প্রেতগণ উহাতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ প্রেতগণের মধ্যে কাহার কাহার কলেবর মেদ ও রুধিরে লিপ্ত এবং কাহার কাহার বাহু, কাহার কাহার উরু, কাহার কাহার হস্ত, কাহার কাহার উদর ও কাহার কাহার চরণ ছিন্ন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শবদুর্গন্ধযুক্ত অতি ভয়ঙ্কর স্থানে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, উষ্ণোদকপরিপূর্ণ নদী, নিশিত ক্ষুর-সমাকীর্ণ অসিপত্রবন, লৌহময় করক সমুদায় ও তীক্ষ্ণকণ্টকযুক্ত শাল্মলি বৃক্ষ ঐ স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে লৌহকলস পরিপূর্ণ তৈল কাথিত হইতেছে এবং পাপাত্মারা নিরন্তর বিষম যন্ত্রণাভোগ করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই নিতান্ত দুর্গম স্থান দর্শন করিয়া দেবদূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আর আমাদিগকে এরূপ পথে কতদূর গমন করিতে হইবে? ইহা কোন্ স্থান এবং আমার ভ্রাতৃগণই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন কর। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আগমনকালে দেবগণ আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠির যে স্থানে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইবেন, তুমি তথা হইতে উঁহাকে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে। অতএব আপনি যদি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুন। তখন দুঃখশোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানের দুর্গন্ধে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে এইরূপ করুণবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, "হে ধর্ম্মনন্দন! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পুণ্য সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আমরা বহুকালের পর আপনাকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেছি; অতএব আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন আপনার আগমনে আমাদিগের অনেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে। পরম দয়ালু রাজা যুধিষ্ঠির সেই করুণবাক্য শ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ সময় বারংবার ঐরূপ বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; কিন্ত কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে ঐ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, তিনি কোন মতে তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই পরিদেবনশীল ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণ! তোমরা কে; আর কি নিমিত্তই বা এ স্থানে অবস্থান করিতেছ?

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহারা সকলেই একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে "আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব; আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্র" এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! কি দৈববিড়ম্বনা! আমার ভীমসেন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, কর্ণ, দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যে, উঁহাদিগকে এই পাপগন্ধযুক্ত ভীষণ স্থানে অবস্থান করিতে হইল! আমি ত ঐ পুণ্যাত্মাদিগের কোন দুষ্কৃত দেখিতে পাই না। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত পাপপরায়ণ হইয়াও অধর্ম্মনিরত অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও পরম পূজিত হইয়া এই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছে আর আমার ভ্রাতৃগণই বা কি নিমিত্ত পরম ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ, শাস্ত্রপারদর্শী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত হইয়াও ঘোর নরকে নিমগ্ন রহিয়াছে, আমি ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ কি আমার নিদ্রিতাবস্থা না জাগরিতাবস্থা? আমার কি চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?

রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুলিতচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ও দেবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দেবদূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যাঁহাদিগের দূত, তাঁহাদিগের নিকট অচিরাৎ গমন করিয়া নিবেদন কর যে, আমি এই স্থানেই অবস্থান করিলাম। আমি আর তথায় গমন করিব না। আমার দুঃখিত ভ্রাতৃগণ আমার আগমনে পরম আহ্লাদিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সমুদায় ব্যক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি অল্পকাল সেই অপবিত্র স্থানে অবস্থান করিলে, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই তেজস্বীদিগের সমাগমে তত্রত্য তিমিররাশি একবারে তিরোহিত হইল। বৈতরণী নদী কূটশাল্মলী, লৌহকুম্ভী নরক, উত্তপ্ত লৌহফলক ও পাপাত্মাদিগের যাতনাসমুদায় আর লক্ষিত হইল না; মহাত্মা যুধিষ্ঠির ইতিপূর্ব্বে যে সমুদায় বিকৃত শরীর দর্শন করিতেছিলেন, তৎসমুদায়ও এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পবিত্রগন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ সুশীতল বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত বসুগণ এবং সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, সিদ্ধ, পরমর্ষি ও অন্যান্য দেবগণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবরাজ ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় দেবতা তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। অতঃপর আর তোমাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর। তোমার পরম সিদ্ধি ও অক্ষয়লোক লাভ হইয়াছে। তোমার নরক দর্শন হইল বলিয়া তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। সকল রাজাকেই এক একবার নরক দর্শন করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিদ্যমান থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পশ্চাৎ তাহাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; আর যে ব্যক্তি প্রথমে নরক ভোগ করে, সে পশ্চাৎ স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অল্পমাত্র পুণ্যসঞ্চয় করে, সে প্রথমে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি অধিক পুণ্যসঞ্চয় ও অল্পমাত্র পাপানুষ্ঠান করে, তাহার প্রথমে নরকভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গভোগ হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া তোমাকে প্রথমে নরক দর্শন করাইলাম। পূর্ব্বে তুমি ছলপূর্ব্বক গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অশ্বত্থামার বিনাশ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে ছলক্রমে নরক প্রদর্শন করা হইল এবং তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীও সেই পাপে ছলক্রমে নরকভোগ করিলেন। এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তোমার পক্ষীয় সমুদায় ভূপতিরই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাধনুর্দ্ধর কর্ণও পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর; অনায়াসে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে। আদিত্যসদৃশ কর্ণের নিমিত্ত আর তোমার অনুতাপ করিবার আবশ্যক নাই। তোমার মনস্তাপ দূর হউক। তুমি প্রথমে বহুতর কষ্টভোগ করিয়াছ; এক্ষণে শোকবিহীন হইয়া আমার সহিত পরম সুখে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা, দান ও অন্যান্য পুণ্যকার্য্যের ফল ভোগ কর। আজি অবধি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সতত তোমার শুশ্রূষা করিবে। অতঃপর তুমি রাজসূয়যজ্ঞজিত লোকসমুদায় ও তপস্যার মহাফল উপভোগে প্রবৃত্ত হও। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ভগীরথ ও ভরত-

অতীত ভূপতিসমুদায় অপেক্ষা কে অতি উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত করিয়াছেন, তুমি সেই লোকে অবস্থিত হইয়া পরম সুখভোগ করিবে। ঐ দেখ তোমার সমক্ষে ত্রৈলোক্যপাবনী দেবনদী মন্দাকিনী বিরাজমানা রহিয়াছেন; তুমি উঁহার পবিত্রজলে অবগাহন করিলেই তোমার শোক-সন্তাপ ও বৈরপ্রভৃতি মানুষভাবসমুদায় একবারে তিরোহিত হইবে।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ধর্ম্ম স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা ও দমগুণ দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। এই আমি তৃতীয়বার তোমাকে পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু এবারেও তোমাকে স্বভাব হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলাম না। পূর্ব্বে তোমার দ্বৈতবনে অবস্থানসময়ে আমি অরণিকাষ্ঠ অপহরণ করিয়া মায়াবলে তোমার ভ্রাতৃগণকে সংহার-পূর্ব্বক তোমার নিকট যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি অনায়াসে তাহার উত্তর করিয়াছিলে। তৎপরে তোমার মহাপ্রস্থানসময়ে আমি কুক্কুররূপে তোমাকে পরীক্ষা করিয়াও তোমার বুদ্ধি বিচলিত করিতে পারি নাই। আর এক্ষণেও তুমি ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গভোগ করিবে না; ইহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। এখন বুঝিলাম, তোমার তুল্য বিশুদ্ধস্বভাব আর কেহই নাই। অতঃপর তুমি স্বচ্ছন্দে স্বর্গসুখ অনুভব কর। তোমার ভ্রাতৃগণ নরকভোগের যোগ্যপাত্র নহে। তুমি উঁহা-দিগকে যে নরকভোগ করিতে দেখিয়াছ, দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবলে ঐ নরকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমুদায় রাজাকে অবশ্যই একবার নরক দর্শন করিতে হয়, এই নিমিত্তই মুহূর্ত্তকাল তোমাকে সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। মহাত্মা অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব কর্ণ ও রাজপুত্রী দ্রৌপদী ইঁহাদিগের সকলেরই স্বর্গলাভ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন করিয়া ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে অবগাহন কর।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অচিরাৎ দেবগণের সহিত সেই ত্রিলোকপাবনী মন্দাকিনীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া উঁহার পবিত্রজলে অবগাহন করিলেন। ঐ সলিলে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার মানুষ দেহ তিরোহিত ও দিব্য মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হইল এবং তাঁহার অন্তর হইতে শোক ও বৈরভাব একবারে দূরীভূত হইয়া গেল। তখন তিনি ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঋষিদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে যে স্থলে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ক্রোধ-বিহীন হইয়া পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থলে গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

এইরূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ স্থানে ভগবান্ বাসুদেব ব্রাহ্মদেহ ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। চক্র প্রভৃতি ঘোরতর দিব্যাস্ত্র সমুদায় পুরুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতেছে এবং মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সেই দেবপূজিত বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক দিকে শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাত্মা কর্ণ দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। আর এক দিকে মূর্ত্তিমান্ পবনের পার্শ্বে দিব্যরূপধারী মহাত্মা ভীমসেন মরুদ্গণে পরিবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অন্য দিকে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের নিকট মহাত্মা নকুল ও সহদেব তেজঃপুঞ্জকলেবরে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনতিদূরে উৎপলমালাধারিণী দ্রৌপদী স্বীয় রূপলাবণ্যে স্বর্গলোক আলোকময় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ইন্দ্রকে তাঁহাদের ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, মহারাজ! তুমি যে সুগন্ধিমাল্যযুক্তা রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীকে দর্শন করিতেছ, ইনি অযোনিসম্ভূতা শ্রী। পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি তোমা-দের প্রীতির নিমিত্ত ইঁহাকে সৃষ্টি করাতে, ইনি মহারাজ দ্রুপদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাবকতুল্য প্রভাসম্পন্ন পাঁচজন গন্ধর্ব্ব তোমাদিগের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তুমি ঐ যে গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতেছ, উনি তোমার জ্যেষ্ঠ-তাত ধৃতরাষ্ট্র। ঐ দেখ তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্য্যপুত্র কর্ণ সূর্য্যের সহিত গমন করিতেছেন। পূর্ব্বে ইঁহারই নাম রাধেয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ঐ দেখ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় সাত্যকি প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ সাধ্য দেবতা ও বিশ্বদেবগণের মধ্যে অবস্থান করিতে-ছেন এবং সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত মহাত্মা অভিমন্যু ভগবান্ চন্দ্রের সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমার পিতা মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি দিব্য বিমানে সমারূঢ় হইয়া সতত আমার নিকট আগমন করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তোমার গুরু দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং অন্যান্য ভূপাল ও যোধ-গণের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ পরিবৃত হইয়া অনুপম স্বর্গসুখ অনুভব আর কেহ কেহ গুহ্যকদিগের গতিলাভ করিয়া উৎকৃষ্ট লোকসমু-দায়ে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন, সত্যজিৎ, দুর্য্যোধনের পুত্রগণ, শকুনি, কর্ণের মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ, জয়দ্রথ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি মহা-বীরগণ ও অন্যান্য ভূপাল সমুদায় কতকাল স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি ভোগাবসানে স্ব স্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহা-দের অন্য কোন্ গতিলাভ হইয়াছিল? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তপঃপ্রভাবে আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনি ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! কর্ম্মভোগের অবসানে সকলেই যে স্ব স্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে, এরূপ নহে। এক্ষণে অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমার নিকট সংগ্রামনিহত বীরগণমধ্যে যাহার যেরূপ গতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই দেবগুহ্য বিষয় আনু-পূর্ব্বিক আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের লোকলাভ, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে প্রবেশ, কৃতবর্ম্মা মরুদ্গণের মধ্যে প্রবেশ, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত কুবেরলোক লাভ, মহাত্মা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত ইন্দ্রলোক, এবং মহারাজ বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, নিশঠ, অক্রূর, শাম্ব, ভানু, কম্প, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, শল, ভূরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তর ও শঙ্খ বিশ্বদেবগণের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ চন্দ্রের পুত্র মহাপ্রতাপ বর্চ্চা, অর্জ্জুনের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অভিমন্যু নামে বিখ্যাত হন। তিনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ঘোরতর সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশেষে চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, শকুনি দ্বাপরের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অনলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষসগণের অংশে জন্মগ্রহণ করে; তাহারা শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। মহাত্মা বিদুর ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বলদেব অনন্ত-রূপী হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন। উনি সর্ব্বলোকপিতামহ ভগ-বান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে প্রতিনিয়ত পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। সনা-তন নারায়ণের অংশে যাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সেই মহাত্মা বাসুদেব নারা-য়ণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র বনিতাও কালক্রমে সর-স্বতীর জলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্সরোবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। ভীষণ সংগ্রামে ঘটোৎকচ প্রভৃতি যে সমু-দায় রাক্ষস ও যে সমুদায় মহাবীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেবলোক, কেহ কেহ যক্ষলোক লাভ করিয়াছেন। দুর্য্যো-ধনের অনুগত পিশাচদিগেরও ইন্দ্রলোক, কুবেরলোক ও বরুণলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে। হে মহারাজ! এই আমি